বাংলা বিশ্বকোষ

বিশ্বকোষ

ENCYCLOPÆDIA INDICA

ইহাতে ব্যুৎপত্তি সমেত সমস্ত বৈদিক ও সংস্কৃত শব্দ, প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসম্প্রদায় এবং
তাহাদের মত ও বিশ্বাস, আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বিবরণ, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক
প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ,
তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব,
জ্যোতিষতত্ত্ব, বিজ্ঞানতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, গণিততত্ত্ব, চিকিৎসাতত্ত্ব,
শিল্পতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব এবং ইন্দ্রজাল, পাকবিদ্যা প্রভৃতির
সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমে বর্ণিত আছে।

পঞ্চম ভাগ

বঙ্গের প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দের সহযোগিতায়

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

বি আর পাবলিসিং কর্পোরেশন
দিল্লী ১১০০০৭

বিশ্বকোষ

পঞ্চম ভাগ

খ

খ, ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিতীয় অক্ষর। ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। "অ-কু-হ-বিসর্জ্জনীয়ানাং কণ্ঠঃ।" (সি° কৌ°) শিক্ষাগ্রন্থে ইহার উচ্চারণস্থান জিহ্বামূল বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। যথা—"জিহ্বামূলে তু কুঃ প্রোক্তঃ।" শিক্ষা। শাব্দিকগণ শিক্ষার সিদ্ধান্তানুসারে খকারকে কণ্ঠ্য বলিয়া উভয়ের বিরোধ ভঙ্গ করিয়া থাকেন। খকারটী বর্গের যুগ্ম বর্ণ বলিয়া ইহাকে মহাপ্রাণ বলা যায়। "অযুগ্মা বর্গযমগা যণশ্চাল্পাসবঃ স্মৃতাঃ।" শিক্ষা।

কামধেনু তন্ত্রে খকারের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—ইহার বর্ণ শঙ্খ অথবা কুন্দপুষ্পের ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল, ইহা তিনটী কোণ ও তিনটী বিন্দুযুক্ত একটী শূন্যস্বরূপ, ত্রিগুণময়, পঞ্চদেবাত্মক ও তিনটী শক্তিযুক্ত। বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে খকারের লিখন-প্রণালী যাহা লিখিত আছে, তাহাতে প্রচলিত বঙ্গাক্ষর-মালার অনুগত খকারই বুঝায়। বর্ণোদ্ধারতন্ত্রের মতে ইহাতে সর্ব্বসমেত পাঁচটী মাত্র রেখা থাকে, প্রথম বাম দিকে একটী রেখা দিয়া তাহার ঊর্দ্ধগামী অগ্রভাগ হইতে অধোমুখী আর একটী রেখা দিবে। পরে দক্ষিণদিকে একটী সরল রেখা রাখিয়া দ্বিতীয় রেখার অধোগামী অগ্রভাগ হইতে আর একটী রেখা টানিয়া তৃতীয় রেখার অধোভাগে যোগ করিবে এবং দক্ষিণ রেখার অগ্রভাগে যোগ করিয়া মাত্রা দিবে। এইরূপ অঙ্কিত বর্ণকেই খ বলে। ইহার বামরেখা শিব দক্ষিণরেখা প্রজাপতি, অধোরেখা বিষ্ণু, দ্বিতীয় বামরেখা ব্রহ্মা ও মাত্রাটীকে সাক্ষাৎ কুণ্ডলিনী জানিবে। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে বন্ধূক কুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণ, বিবিধ রত্নালঙ্কারে পরিশোভিত ও সহাস্যবদন চিন্তা করিবে। তিনি বামহস্তে বর ও দক্ষিণ হস্তে অভয় লইয়া সর্ব্বদা সাধকের মঙ্গল কামনা করেন। প্রচণ্ড, কামরূপী, শুদ্ধি, ঋদ্ধি, বহ্নি, সরস্বতী, আকাশ, ইন্দ্রিয়, দুর্গা, চণ্ডী, সন্তাপিনী, শুক, শিখণ্ডী, দক্ষজাতীশ, কফোণি, গরুড়, গদী, শুক্ল, কপালী, কল্যাণী, সূর্পকর্ণ, অজরামর, শুভাসেয়, চণ্ডলিঙ্গ, বন, ঝঙ্কার ও খণ্ডাক এ কয়টী খকারের নাম। (বর্ণাভিধান।) মাতৃকান্যাসে ইহাকে বাহুতে ন্যাস করিতে হয়। কোন গ্রন্থের প্রথম শ্লোকের আদিতে খ রচয়িতার শ্রীবৃদ্ধি হয়।

"কঃ খো গোঘশ্চ লক্ষ্মীং বিতরতি প্রিয়মোঙঃ সুখং চঃ সুখং ছ." (বৃত্তরত্নাকরটীকা)

খ (ক্লী) খর্ব্ব-ড মনোহর্ষিন, খন্তে মনোহরেন বা খর্ব্ব-ড অথবা খল-ড। ১ ইন্দ্রিয়।

"ত্রিরাচামেদপঃ পূর্ব্বং দ্বিঃ প্রমৃজ্যাৎ ততোমুখম্।
খানি চৈব স্পৃশেদদ্ভিরাত্মানং শিরএবচ॥" (মনু ২।৬০

২ পুর। ৩ ক্ষেত্র। ৪ শূন্য। ৫ বিন্দু।

"বেদাগ্নিবাণখাশ্বৈশ্চ খখাভ্রাভ্রৈ রসৈঃ ক্রমাৎ।"

(লীলাবতী—ক্ষেত্রব্যবহার।)

৬ আকাশ।

"খং সন্নিবেশয়েৎ খেষু চেষ্টনস্পর্শনেঽনিলম্।" (মনু ১২।১২০।)

৭ সংবেদন। ৮ দেবলোক। ৯ সুখ। ১০ স্বর্গ। ১১ লগ্ন হইতে দশমরাশি।

"আর্দ্র খস্থে চতুষ্পাদ্যাশ্রয়ম্।" (নীলকণ্ঠ)

১২ অভ্র, উপধাতুবিশেষ, অভ্রক। (রাজনি°) ১৩ চিদানন্দময় ব্রহ্মাকাশ।

"কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম যদেব কং তদেব খং।" (ছান্দোগ্য উপ°)

১৪ নির্গমন মার্গ।

"সদ্মেব প্রাচো বিষিমায়মানৈর্বল্রেণ খান্ত তৃণমদীনাম্ ॥"

(ঋক্ ২।১৫।৩) 'খানি 'নির্গমনদ্বারাণি' (সায়ণ।)

(পুং) খর্ব্বরাতি স্বরশ্মিভিঃ খর্ব্ব ড অন্তর্ভূতণির্থঃ। ১৫ সূর্য্য।

খই (খদিকা শব্দজ) তুষযুক্ত ধান ভাজিলে ধান ফুটিয়া যে খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে খৈ বলে। সংস্কৃত ভাষায় ইহার খদিকা, লাজ, অক্ষত ও অক্ষতা এই কয়টী নাম আছে। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—মধুর রস, শীত বীর্য্য, লঘু, অগ্নিবৃদ্ধিকারী, মল ও মূত্রের হ্রাসকারক, রূক্ষ, বলকারক, এবং পিত্ত, কফ, বমি, অতিসার, দাহ, রক্তদোষ, প্রমেহ, মেদ ও পিপাসানাশক। প্রাচীন আর্য্যচিকিৎসকগণ আমজ্বর ও সর্দ্দি প্রভৃতি রোগে খই পথ্য ব্যবস্থা করিতেন। স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে খই জল না লাগিলে উচ্ছিষ্ট হয় না, শূদ্রের ভাজা খই ব্রাহ্মণে খাইতে পারে। কোন কোন স্থানে উচ্ছিষ্ট খই ভাতের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ খই খাইলে দিনের মধ্যে আর আহার করে না। ইহার মণ্ডের গুণ অগ্নিবৃদ্ধিকারী, দাহ, তৃষ্ণা, জ্বর ও অতীসারনাশক এবং দোষ ও আমপ্রশমকারী। (রাজবল্লভ) অরুচি হইলে খই চূর্ণ, দ্রাক্ষা, দাড়িম ও খর্জ্জুরের জলের সহিত খাইলে মুখে রুচি হয়। ইহার ছাতু মধু ও চিনি মিশাইয়া খাইলে সর্দ্দি, অতীসার, তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বরের উপশম হয়। (রাজনি°)

[লাজ দেখ।]

খইচুর (খদিকা চূর্ণের অপভ্রংশ) খই চূর্ণ করিয়া গুড় ও অপর সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা খইচুর প্রস্তুত হয়। ইহা অতিশয় মুখরোচক। ধনিয়াখালিতে যে খইচুর প্রস্তুত হয়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

খইন্ (দেশজ) গভীর।

খইয়াখোলা (দেশজ) যে পাত্রে খই ভাজা হয়।

খইয়াগোখুরা (দেশজ) এক প্রকার গোখুরা। [গোখুরা দেখ।]

খইল (দেশজ) ১ খৈল, সরিষাদি হইতে তৈল বাহির করিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে। ২ কর্ণমল। [কর্ণগূথক দেখ]

খএর (খদির শব্দজ) খদির।

খএরমৌরীধান (দেশজ) এক প্রকার ধান।

খএরীবক (দেশজ) একজাতীয় বক, ইহার শরীরের বর্ণ খএরের মত। (Ardea cinnamomea)

খকক্ষা (স্ত্রী) খস্য আকাশমণ্ডলস্য কক্ষা পরিধিঃ ৬তৎ। আকাশমণ্ডলের পরিধি। আকাশমণ্ডল অনন্ত, তাহার সীমা বা পরিধি থাকা নিতান্তই অসম্ভব কিন্তু আকাশমণ্ডলের যত দূর পর্য্যন্ত সূর্য্যরশ্মির প্রচার হয়, জ্যোতির্ব্বিদ্গণ তাহাকেই খকক্ষা বা আকাশপরিধি বলিয়া থাকেন। এই পরিধি-নির্ণয় বিষয়ে প্রাচীন আর্য্যগণের মধ্যে অনেক মতভেদ লক্ষিত হয়। কোন জ্যোতির্ব্বিদের মতে ব্রহ্মাণ্ডকটাহসম্পুট আকাশমণ্ডলে যে বেষ্টনাকার চিহ্ন হইয়াছে, তাহাই আকাশপরিধি। কেহ কেহ আবার লোকালোক পর্ব্বত পর্য্যন্তই আকাশপরিধি স্বীকার করেন। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ সূর্য্যকিরণ অবধি অর্থাৎ যতদূর পর্য্যন্ত সূর্য্যরশ্মির প্রচার হয় তাহাকেই পরিধিস্থান স্বীকার করেন। প্রসিদ্ধ আর্য্যজ্যোতির্ব্বিদ্ ভাস্করাচার্য্যের মতে প্রদর্শিত কএকটী মতই ভ্রান্তিপূর্ণ, কোনটীই ঠিক নহে। তিনি বলেন, গ্রহগণ পূর্ব্বগতিতে এককল্পে যত যোজন অতিক্রম করে, তাহাই খকক্ষা বা আকাশপরিধি। ভাস্করাচার্য্যের মতে আকাশ পরিধির পরিমাণ ১৮৭১২০৬৯২০০০০০০০০ যোজন। (১) (গণিতাধ্যায়)

[গ্রহকক্ষা ও খগোল দেখ।]

খকামিনী (স্ত্রী) খং সুখং আকাশং বা কাময়তে খ কম ণিচ্ ণিনি ঙীপ্। ১ চর্চ্চিকা, দুর্গামূর্ত্তিবিশেষ। ২ মাদি চিল। (ত্রিকাণ্ড°)

খকুন্তল (পুং) খং আকাশং কুন্তলমিব যস্য বহুব্রী। শিব। স্মৃতি প্রভৃতিতে আকাশকেই শিবের কেশ বলিয়া বর্ণনা করা হয়, এই কারণ তাঁহাকে খকুন্তল বলে। (ত্রিকাণ্ড)

খকেরক, ১ উত্তরপশ্চিমের ফতেপুর জেলার দক্ষিণপূর্ব্ব ভাগের একটী তহসীল। যমুনার কূলে অবস্থিত।

২ উক্ত তহসীলের অন্তর্গত একটী গ্রাম। ফতেপুর হইতে ১৪ ক্রোশ দক্ষিণ। এখানে তুলার ব্যবসা চলে। একটী পুরাতন ভগ্ন দুর্গ, একটী থানা ও একটী ডাকঘর আছে।

খক্খট (পুং) খক্খ-অটন্। কক্খট কঠিন খড়ীমাটী।

(অমরটী° রায়মুকুট।)

খখরাত বা খহরাত, এক প্রাচীন রাজবংশ। নাসিক নগরে একখান শিলালিপি পাওয়া যায়, তাহাতে লিখিত আছে— শক, যবন ও পহ্লববংশীয়গণ খখরাতবংশের সমস্ত লোককে বিনাশ করেন। (Indian Antiquary, Vol X p 225)

খখোল্ক (পুং) ১ সূর্য্য।

(১) "কোটিঘ্নৈর্নখনন্দষট্কনখভূভূভৃদ্ভুজঙ্গেন্দুভিঃ
জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদো বদন্তি নভসঃ কক্ষামিমাং যোজনৈঃ।
তদ্ব্রহ্মাণ্ডকটাহসম্পুটতটে কেচিজ্জগুর্বেষ্টনং
কেচিৎ প্রোচুরদৃশ্যদৃশ্যকগিরিং পৌরাণিকাঃ সূরয়ঃ।
করতলকলিতামলকবদমলং সকলং বিদন্তি যে গোলম্।
দিনকরকরনিকরনিহততমসো নভসঃ স পরিধিরুদিতস্তৈঃ।
ব্রহ্মাণ্ডমেতন্মিতমস্তু নো বা কল্পে গ্রহঃ ক্রামতি যোজনানি।
যাবন্তি পূর্ব্বৈরিহ তৎ প্রমাণং প্রোক্তং খকক্ষাখ্যমিদং মতং নঃ॥"

(গণিতাধ্যায়)

২৮

"পুনঃ সূর্য্যার্চ্চনং যক্ষো যথোক্তং তপযে পুরা।
ওম্ খখোল্কায় ওম্ নমঃ।" (গারুড় ১৬ অঃ)

২ কাশীস্থিত আদিত্যবিশেষ।

"খখোল্ক নাম ভগবান আদিত্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।"
(কাশীখণ্ড ৫০ অঃ) [কাশী দেখ।]

খগ (পুং) খে আকাশে গচ্ছতি খ-গম ড। ১ সূর্য্য। ২ গ্রহ।

"আপোক্লিমে যদি খগাঃ সকিলেন্দুবারঃ।" (নীলকণ্ঠ)

৩ দেব। ৪ শর। (পুং স্ত্রী) ৫ পক্ষী। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীস্ হইয়া খগী শব্দ হয়।

"খগচঞ্চুপুটপ্রোণী পুরাণ তব কঃ শ্রমঃ" (চাতকাষ্টক)

(পুং) ৬ বায়ু। (শব্দরত্নাবলী। ৭ শলভ, একপ্রকার ফড়িঙ্গ, চলিত কথায় পঙ্গপাল বলে। (ত্রি) ৮ যে আকাশ-মার্গে গমন করে, আকাশগামী। (পুং) ৯ পাতালস্থ ভোগবতীতীরবাসী একটী নাগ। (ভারত ৫ অঃ)

খগস্থান (ক্লী) খগস্তে খন-কর্ম্মণি ঘঞ্, খগানাং স্থানং। বৃক্ষ-কোটর, পক্ষীর খোঁড়ল।

খগগতি (স্ত্রী) খগানাং পক্ষিণাং গতিঃ ৬তৎ। পক্ষির গতি। মহাভারত কর্ণপর্ব্বে ১০১ একপ্রকার পক্ষিগতির কথা আছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ তাহার বিবরণ এই প্রকার লিখিয়াছেন। যথা—১ ঊর্দ্ধদিকে গমনের নাম উড্ডীন। ২ অধোদেশে গতির নাম অবডীন। ৩ চতুর্দ্দিকে গমনের নাম প্রডীন। ৪ গমনমাত্রের নাম ডীন। ৫ ধীরে ধীরে গমনের নাম বিডীন। ৬ ললিতগমনের নাম সংডীন। ডিম্বাক্ ডীন দিক্ ভেদে ৪ প্রকার। ১১ মন্দগমনের অনু-করণের নাম বিডীন। ১২ সকলদিকে গতির নাম পরিডীন। ১৩ পরাডীন বা পশ্চাদ্গতি। ১৪ উড্ডীনক বা স্বর্গগমন। ১৫ অভিডীন বা বারংবার গমন। ১৬ মহাডীন অর্থাৎ সোজাভাবে গমন। ১৭ নিডীন অর্থাৎ বেগে গমন। ১৮ প্রচণ্ডবেগে গমনের নাম অতিডীনক। ১৯ অবডীন অর্থাৎ নীচের দিকে গমন। ২০ প্রডীন অর্থাৎ মনোহর গমন। ২১ সংডীন অর্থাৎ ঘুরিয়া পতন। ২২ ডীনডীনক। ২৩ সংডীনোড্ডীন ডীন বা ঊর্দ্ধদিকে সংডীন। ২৪ গমন করিয়া ক্ষণকালের মধ্যে ফিরিয়া পক্ষসংপাতের নাম ডীনবিডীনক। ২৫ সমুড্ডীন অর্থাৎ ঊর্দ্ধ ও অধোগতি। ২৬ পক্ষগমন। এই ২৬ প্রকার গতির মহাডীন ব্যতীত অপর ২৫ প্রকার গতি গমন, আগমন ও প্রত্যাগমন ভেদে ৩ প্রকার, সর্ব্বসমেত হইল ৭৬ প্রকার এবং নিকু-লীনক ২৫ প্রকার। (ভারত কর্ণপর্ব্ব ৮১ অঃ নীলকণ্ঠ)

[নিকুলীনক দেখ।]

২ গ্রহদিগের গতি।

খগঙ্গা (স্ত্রী) খস্থ আকাশস্থ গঙ্গা ৬তৎ। আকাশগঙ্গা, মন্দাকিনী। (ত্রিকাণ্ড°)

খগপতি (পুং) খগান্ পাতি খগ-পা-ক। (আতোহনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) গরুড়।

গরুড়ের সমস্ত পক্ষীর উপর আধিপত্য প্রাপ্তির কথা ভারতে এইরূপ বর্ণিত আছে।

কোন সময়ে প্রজাপতি কশ্যপ পুত্রকামনায় একটী বৃহৎ যাগের উদ্যোগ করেন। তাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠানের সংবাদ পাইয়া দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত হইলেন। কশ্যপ বুঝিয়া সুঝিয়া সকলকে কোন না কোন একটী কার্য্যের ভার দিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ও অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বালখিল্য মুনিগণ কাঠ আনিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন। ইন্দ্রের সহিত সকলেই কাঠ আনিতে চলিয়া গেলেন। বাল-খিল্য মুনিগণ একেই ত অতিশয় ক্ষুদ্র, তাহাতে আবার অনা-হার, কাজেই তাঁহারা অধিক কাঠ লইতে পারিলেন না। সকলে মিলিয়া একটী পত্রযুক্ত মরি মরি করিয়া ঘাড়ে তুলিয়া লই-লেন এবং অতি কষ্টে চলিতে আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্র অব-লীলাক্রমে একখানি বৃহৎ কাঠ লইয়াছিলেন। বালখিল্যগণ নির্ব্বিঘ্নে আসিতে পারিলেন না, পথে আসিতে আসিতে একটী গোষ্পদে পড়িয়া গিয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। ইন্দ্র এই ঘটনা দেখিয়া তাঁহাদিগকে উপহাস করিয়া চলিয়া গেলেন। মুনিরা আকারে ছোট হইলেও তাঁহাদের রাগের মাত্রাটা কিছু বেশী ছিল। তাঁহারা চটিয়া আর একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। যাগের প্রধান উদ্দেশ্য বর্ত্তমান ইন্দ্র হইতে বলশালী দ্বিতীয় ইন্দ্রের সৃষ্টি করা। ইন্দ্র শুনিতে পাইয়া ভীত হই-লেন এবং কশ্যপের নিকটে যাইয়া সমস্ত বিবরণ বলিলেন। কশ্যপ বালখিল্যগণের যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের আয়োজন মিথ্যা করিব না, তোমাদের যজ্ঞফলে ইন্দ্র হইতে বলশালী কোন একটী ইন্দ্রের উৎপত্তি হইবে বটে, কিন্তু সে সাধারণের ইন্দ্রত্ব পদ না পাইয়া কেবল পক্ষিগণের উপরেই আধিপত্য করিবে। কশ্যপের কথায় বালখিল্যগণ সন্তুষ্ট হইলেন। বিনতার গর্ভে গরুড়ের উৎপত্তি হয়। গরুড় অল্পদিন মধ্যেই সেই যজ্ঞফলে সকল পক্ষীর উপরে আপনার আধিপত্য স্থাপন করেন। (ভারত ১।৩১ অঃ) [গরুড় দেখ।]

খগম (ত্রি) খে আকাশে গচ্ছতি খ-গম-অচ্। ১ আকাশগামী, যাহারা আকাশপথে গমনাগমন করে। (পুং) ২ একজন সত্যবাদী তপস্বী। একদা ইঁহার সখা সহস্রপাদ ইঁহাকে তৃণ-

নির্গত সর্পদ্বারা ভয় দেখাইয়াছিলেন। ইনি প্রথমে ভয়ে মূর্চ্ছিত হন, পরে শাপ দিয়া তাহাকে ঢোঁড়া সাপ করেন। (ভারত ১।১১ অঃ) [সহস্রপাদ দেখ।]

খগরাপাড়া, আসামের অন্তর্গত দরঙ্গ জেলার উত্তরভাগে ভুটানের পর্ব্বতের দক্ষিণে অবস্থিত একটী গ্রাম। প্রতিবৎসর এখানে একটা প্রকাণ্ড মেলা হয়। এই মেলায় ভুটিয়ারা লবণ, কম্বল, স্বর্ণ, ঘোড়া প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য বিক্রয় করিয়া চাউল, মৎস্য, কার্পাসবস্ত্র, রেসম ও বাসনাদি ক্রয় করিয়া লইয়া যায়।

খগবক্ত্র (পুং) খগস্য বক্ত্রমিব বক্ত্রং যস্য বহুব্রী। লকুচবৃক্ষ।

খগবতী (স্ত্রী) খং খগসাদৃশ্যং অস্ত্যস্যাঃ খগ-মতুপ্ মস্য বঃ ততো ঙীপ্। পৃথিবী। পৃথিবী শূন্যে অবস্থিত বলিয়া তাহাতে খগের সাদৃশ্য আছে, এই কারণে পৃথিবীকে খগবতী বলে। [খগোল দেখ।]

খগশত্রু (পুং) ১ পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলে। ২ শ্যেন।

খগস্থান (ক্লী) খগস্য স্থানং। বৃক্ষকোটর। (শব্দচিং)

খগাধিপ (পুং) খগানামধিপঃ ৬তৎ। গরুড়। [খগপতি দেখ।]

খগান্তক (পুং) খগস্য অন্তকঃ ৬তৎ। শ্যেনপক্ষী।

খগাসন (পুং) খগো গরুড় আসনং যস্য বহুব্রী। ১ বিষ্ণু, বিষ্ণুর বাহন গরুড় বলিয়া তাঁহার খগাসন নাম হইয়াছে। পক্ষিরাজ গরুড়ের বিষ্ণুর বাহন হইবার কথা মহাভারতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

বিনতানন্দন গরুড় সমস্ত পক্ষিগণের উপরে আপনার আধিপত্য স্থাপন করিলে তাহার অসীম বলের কথা দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িল, ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহার বলের কথা শুনিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন এবং অমৃতরক্ষার জন্য বহুতর প্রহরী নিযুক্ত করিলেন, আপনারাও অতি সাবধানে অমৃত রক্ষা করিতে লাগিলেন। একদিন গরুড় স্বর্গে বেড়াইতে গিয়াছিল। দেবতারা তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার সহিত ঝগড়া বাধাইলেন। গরুড় হটিল না। ভয়ানক যুদ্ধ হইল, দেবগণের দুর্দ্দশার শেষ হইল। গরুড় অমৃত লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় পথে বিষ্ণুর সহিত গরুড়ের দেখা হয়। বিষ্ণু তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, 'পক্ষিরাজ! আমি তোমার বল ও সাহসের কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি আমার নিকটে বর লও।' গরুড় বলিল, "যদি বর দিতে ইচ্ছা থাকে, তবে এই বিধান কর, আমি সর্ব্বদাই যেন তোমার উপরে বাস করিতে পারি।" বিষ্ণু তাহাই স্বীকার করিলেন। গরুড় বোধ হয় মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন, কাজটা বড় ভাল হয় নাই, বিষ্ণুর নিকটে বর চাহিয়াছি, ইহাতে আমার ন্যূনতা হইয়াছে। গরুড় বলিল, 'নারায়ণ! তুমি আমার নিকট কোন একটী বর প্রার্থনা কর।' বিষ্ণু বলিলেন, 'তুমি আমার বাহন হও।' গরুড় অম্লান বদনে স্বীকার করিলেন। ভারি গোল হইল, উভয় বরই সত্য হইবে, গরুড়ের বিষ্ণুর বাহন হওয়াও চাই এবং উপরে থাকাও চাই। পরিশেষে স্থির হইল যে গরুড় বিষ্ণুর রথের ধ্বজ হইয়া থাকিবে। উভয়দিকই রক্ষা হইল, গরুড় বাহনও হইল, উপরেও বসিল। (ভারত ১।৩৩ অঃ) ২ উদয়পর্ব্বত। (ক্লী) ৩ রুদ্রযামলোক্ত আসনবিশেষ। মস্তক অবনত করিয়া অধোভাগে বদ্ধ করিয়া উপবেশন করিবে। ইহার নাম খগাসন, এই আসনে উপবেশন করিলে অতি সত্বর শ্রান্তি দূর হয়।

"বদ্ধং কৃত্বা অধঃশীর্ষং যঃ করোতি খগাসনম্।
খগাসন-প্রসাদেন শ্রমলোপো ভবেদ্ ধ্রুবম্॥" (রুদ্রযামল)

খগুণ (ত্রি) শূন্যই যাহার গুণক। (লীলাবতী)

খগেন্দ্র (পুং) [খগপতি দেখ।]

খগেন্দ্রধ্বজ (পুং) খগেন্দ্রো গরুড়োধ্বজো যস্য বহুব্রী। বিষ্ণু। [খগাসন দেখ।

খগেশ্বর (পুং) [খগপতি দেখ।]

খগোল (পুং) খস্য আকাশস্য গোলোমণ্ডলম্ ৬তৎ। আকাশমণ্ডল, আকাশের পরিধি, গোলাকার খকক্ষা বা আকাশকক্ষা। কোন জ্যোতির্বিদের মতে সৃষ্টির প্রথমে একটী বৃহৎ অণ্ড উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে পৃথিবী, পর্ব্বত, নক্ষত্র, গ্রহ, স্বর্গ ও পাতাল প্রভৃতি বিশ্বসংসার অবস্থিত, এই অণ্ডকেই ব্রহ্মাণ্ড বলে, ব্রহ্মাণ্ড গোলাকার বলিয়া তাহার মধ্যবর্ত্তী আকাশও গোলাকার, ইহাকেই খগোল বলা যায়। পৌরাণিকগণ লোকালোক পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী অবকাশকে খগোল বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে ইহার পরিমাণ ১৮৭১২০৬৯২০০০০০০০০ যোজন। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ ভাস্করাচার্য্য খগোল বা খকক্ষার কোন পরিমাণ নির্দ্দেশ করেন না, তিনি বলেন যে, গ্রহগণ নিজ নিজ গতি অনুসারে এক কল্পে যত যোজন পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া থাকে, তাহাকেই খকক্ষা বলা যাইতে পারে, ইহা ব্যতীত ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ নির্ণয় হইতে পারে না। (১) সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতেও

(১) 'কোটিঘ্নৈর্নখনন্দষট্কনখভূভূভৃদ্ভুজঙ্গেন্দুভিঃ
জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদো বদন্তি নভসঃ কক্ষামিমাং যোজনৈঃ।
তদ্ ব্রহ্মাণ্ডকটাহসম্পুটতটে কেচিজ্জগুর্বেষ্টনং
কেচিৎ প্রোচুরদৃশ্যদৃশ্যকগিরিং পৌরাণিকাঃ সূরয়ঃ।
ব্রহ্মাণ্ডমেতন্মিতমস্তু নো বা কল্পে গ্রহঃ ক্রামতি যোজনানি।
যাবন্তি পূর্বৈরিহ তৎপ্রমাণং প্রোক্তং খকক্ষাখ্যমিদং মতং নঃ।"
(গোলাধ্যায়)

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যপরিধির নাম খকক্ষা এবং তাহার পরিমাণ ১৮৭১২০৮০৮৬৪০০০০০০ যোজন। বাস্তবিক আকাশকে গোলাকার বলা যাইতে পারে না, কারণ যাহার আকার বা অবয়ব আছে, তাহাই গোলাকার, চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণ হইয়া থাকে। আকাশের আকার বা অবয়ব নাই, অতএব তাহাকে গোলাকার, চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণ বলা যায় না, কিন্তু গ্রহ প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক সকল অনবরতই মণ্ডলাকার পথে ভ্রমণ করিতেছে, আকাশের যতদূর পর্য্যন্ত ইহাদের গতি হয়, জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ তাহাকেই খগোল নামে অভিহিত করেন।

খগোল পরমেশ্বরের অপূর্ব্ব সৃষ্টি কৌশল। আর্য্যজ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ খগোল বিষয়ে যে সকল তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার মধ্যেও অনেক মতভেদ লক্ষিত হয়। তাহার মধ্যে এমন অনেক মত আছে, যাহা পরস্পর একেবারেই বিরুদ্ধ এবং কতকগুলি মত নিতান্ত বিরুদ্ধ নহে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও ভাস্করাচার্য্যের মত নিতান্ত বিরুদ্ধ নহে, এই দেশে বর্ত্তমান সময়ে ঐ মতই চলিতেছে।

ভূগোল কি প্রকারে অবস্থিত তাহা জানা না থাকিলে নক্ষত্রের উদয়, অস্ত, গ্রহযোগ ও গ্রহগতি জানিতে পারা যায় না। এই জন্য ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ভূগোলের কি প্রকার অবস্থান নির্ণয় করিয়াছেন, এস্থলে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে। তাঁহাদের মতে পৃথিবী গোলাকার। ইহা কোন মূর্ত্ত পদার্থকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত নহে, আপনার শক্তিতেই শূন্যে অবস্থান করিতেছে। পৃথিবী অচলা, ইহার গতি নাই, গ্রহগণ ও নক্ষত্রমণ্ডল নিরন্তররূপে ইহাকে ভ্রমণ করিতেছে। কদম্বফুলের মধ্যের গোলকটী যেরূপ চতুর্দ্দিকেই কেশরসমূহে পরিবেষ্টিত, সেই প্রকার এই ভূগোলের চতুর্দ্দিকেও পর্ব্বত, চৈত্য, মনুষ্য, অসুর ও দেবগণ প্রভৃতি দ্বারা বেষ্টিত। (সি° শি° গোলাধ্যায় ৩।৪ শ্লোঃ) (১)

আর্য্যভট্টের মতে পৃথিবী অচলা নহে, অনবরতই ভ্রমণ করিতেছে। গ্রহ প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ নিশ্চল, পৃথিবীর গতি অনুসারেই তাহাদিগের দর্শন ও অদর্শন, উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে। নদীতে প্রবলবেগে নৌকা চলিতে থাকিলে নৌকাস্থিত দর্শকের বোধ হয়, যেন তীরের বৃক্ষ সকল দর্শকের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া বিপরীতদিকে চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, সেই প্রকার পৃথিবীও প্রবলবেগে ভ্রমণ করিতেছে, আমরা পৃথিবীর গতি অনুভব করিতে পারি না, আমাদের মনে হয় যেন গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলীই পৃথিবীকে ভ্রমণ করিতেছে (১)। আবার ভাস্করাচার্য্য ও শ্রীপতি প্রভৃতি প্রধান জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা ইহার খণ্ডন করিয়াছেন। [ভূগোল দেখ।]

একটী গোলকের ঠিক মধ্যভাগে সমানভাবে একটী কীলক দ্বারা বিদ্ধ করিয়া রাখিলে ঐ কীলকটীকে ঐ গোলকের মেরুদণ্ড বলা যায়। সেই প্রকার এই পৃথিবীগোলকও মেরু দ্বারা বিদ্ধ, ভূগোলের ঠিক মধ্য স্থানে ঐ মেরুটী অবস্থিত। মেরুর কতক অংশ পৃথিবীগোলক ভেদ করিয়া নীচের দিকে বাহির হইয়াছে, তাহাকে অধোভাগ এবং যে অংশ পৃথিবীর উপরে অর্থাৎ আমাদের উত্তরে অবস্থিত, তাহাকে মেরুর উর্দ্ধভাগ কল্পনা করা যাইতে পারে। মেরুর উর্দ্ধভাগে (উত্তর মেরুতে) যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে দেবতা, নীচভাগে (দক্ষিণ মেরুতে) যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে অসুর ও মধ্যভাগবাসিগণকে মনুষ্য বলে। এই তিনটী স্থানকেও যথাক্রমে স্বর্গ, পাতাল ও মর্ত্ত্য বলা যায় (২)। দেবলোক ও অসুরলোকের মধ্যে সমুদ্র মেখলার ন্যায় বেষ্টন করিয়া পৃথিবীকে ২ ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইহার মধ্যেই সপ্তদ্বীপ প্রভৃতি অবস্থিত। ভূগোল ভেদ করিয়া দণ্ডাকার মেরু যে দুইস্থানে বহির্গত হইয়াছে, সেই স্থান হইতে সূত্র ধরিয়া বর্ত্তুলাকারে বেষ্টিত করিয়া ভূখণ্ডকে দুইভাগে বিভক্ত করিলে চারিটী খণ্ড হইবে। মেরুর পূর্ব্বদিকে সমুদ্রের তীরে যমকোটী নামক পুরী, দক্ষিণভাগে ভারতবর্ষের দক্ষিণে সমুদ্রের তীরে লঙ্কা, পশ্চিমে কেতুমালবর্ষে সমুদ্রের তীরে রোমকপত্তন ও উত্তরে কুরুবর্ষে সিদ্ধপুরী। সমুদ্ররূপ পরিধিবেষ্টিত ভূখণ্ডের প্রান্তসীমায় অবস্থিত এই চারিটী দেশকে নিরক্ষদেশ বলে। যমকোটীস্থিত লোকেরা রোমকপত্তনের লোকদিগকে অধঃস্থিত ও আপনাদিগকে পৃথিবীর উপরিস্থিত মনে করে। আবার রোমক-

---

(১) "মূর্ত্তো ধর্ত্তা, চেদ্ধরিত্র্যাস্তদন্যস্তস্যাপ্যন্যোহপ্যেবমত্রানবস্থা।
অন্ত্যে কল্প্যা চেৎ স্বশক্তিঃ কিমাদ্যে কিং নো ভূমেঃ সাষ্টমূর্ত্তেশ্চ মূর্ত্তিঃ।
যথোষ্ণতার্কানলয়োশ্চ শীততা বিধৌ দ্রুতিঃ কে কঠিনত্বমশ্মনি।
মরুচ্চলো ভূরচলা স্বভাবতো যতো বিচিত্রা বত বস্তুশক্তয়ঃ।"
গোলাধ্যায় ৩।৪-৫।

(১) "অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্।
উদয়াস্তময়নিমিত্তং প্রবহেন বায়ুনা ক্ষিপ্তঃ।
লঙ্কায়াং সমপশ্চিমগো ভপঞ্জরো গ্রহো ভ্রমতি। (আর্য্যভট)

য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতেও পৃথিবী স্থির নহে, জ্যোতিষ্কগণের সহিত পৃথিবীও সূর্য্যমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। পৃথিবীর গতি না থাকিলে যথাকালে ঋতুপরিবর্ত্তন ঘটিত না। [পৃথিবী দেখ।]

(২) "উপরিষ্টাৎ স্থিতাঃ তত্র সেন্দ্রা দেবা মহর্ষয়ঃ।
অধস্তাদসুরাস্তদ্বদ্দ্বিষন্তোহন্যোন্যমাশ্রিতাঃ।" (সূর্য্যসি° ১২ অঃ)

পত্তনের লোকেরাও উহাদিগকে অধঃস্থিত ও আপনাদিগকে উপরিস্থিত মনে করে। বাস্তবিক কোন অংশকেই ঊর্দ্ধ বা অধঃ বলিয়া নির্ণয় করা যায় না।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে পৃথিবীর পরিধি ৪৯৬৭ যোজন অর্থাৎ ১৯৮৬৮ ক্রোশ ও ব্যাস ১৫৮১ যোজন অর্থাৎ ৬৩২৪ ক্রোশ(৪)।

প্রাচীন আর্য্যগণ ক্রিয়াভেদে বায়ুকে ৭ ভাগে বিভক্ত করেন। যথা—আবহ, প্রবহ, উদ্বহ, সংবহ, সুবহ, পরিবহ ও পরাবহ। পৃথিবী হইতে ঊর্দ্ধে ১২ যোজন বা ৪৮ ক্রোশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া যে বায়ু ভূমণ্ডলের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে, যাহার মধ্যে আমরা অবস্থিত এবং মেঘ ও বিদ্যুৎ যাহাকে অবলম্বন করিয়া আকাশপথে চলিয়া থাকে, তাহাকে আবহ বা ভূবায়ু বলে *। ইহার গতির নিয়ম নাই, পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণদিকে সোজা বা অতিশয় বক্রভাবে গতি হইয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে অতিশয় হ্রাস বৃদ্ধিও দেখিতে পাওয়া যায়। এই আবহ বায়ুর উপরে অর্থাৎ পৃথিবী হইতে ৪৮ ক্রোশ ঊর্দ্ধে এক প্রকার বায়ু আছে তাহার সর্ব্বদাই পশ্চিমদিকে গতি, কখনও হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না, সর্ব্বদাই সমান অবস্থা, এই বায়ুর নাম প্রবহবায়ু। অপর পাঁচ প্রকারের এ স্থানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা আকাশমণ্ডলে যে সমস্ত জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাই, সে সমস্ত জ্যোতিষ্কই ঐ প্রবহ বায়ুতে অবস্থিত। প্রবহ বায়ু নিরন্তর মণ্ডলাকারে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া পৃথিবীকে ভ্রমণ করিতেছে, ইহার আঘাতে আহত হইয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডল ইহার সহিত নিরন্তর ভ্রমণ করিতে থাকে।

আমরা যে সকল জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাই, তাহাদিগকে মোটামোটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, একশ্রেণীর নাম গ্রহ (Planet) ও অপর শ্রেণীর নাম নক্ষত্র (Fixed Star)। সকলের উপরে রাশিচক্র। রাশিচক্রটীকে সমান দ্বাদশভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক একটী ভাগকে রাশি কল্পনা করা হয় এবং সেই সকল ভাগের যথাক্রমে মেষ (Aries), বৃষ, (Taurus), মিথুন (Gemini), কর্কট (Cancer), সিংহ (Leo), কন্যা (Virgo), তুলা, (Libra) বৃশ্চিক (Scorpio), ধনু (Sagittarius), মকর (Capricornus), কুম্ভ (Aquarius), মীন (Pisces), এই দ্বাদশটী নাম দেওয়া হয় এবং ঐ রাশিচক্রটীকে সমান ২৭ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক এক ভাগকে নক্ষত্র বলা হইয়া থাকে।

যে সমস্ত জ্যোতিষ্ক দ্বারা রাশিচক্রের নক্ষত্ররূপ এক একটী ভাগকে সীমা বদ্ধ করা হয়, তাহাকেও নক্ষত্র বলা হইয়া থাকে। এই সকল তারাগণকে নক্ষত্রমণ্ডল (Constellations) বলে। নক্ষত্রগণ সকলের উপরে অবস্থিত, পৃথিবীতে তাহার আলোক অল্পপরিমাণে আইসে এবং অতি দূরে বলিয়া পৃথিবী হইতে অতি ক্ষুদ্র দেখায়। গ্রহ ও নক্ষত্রগণের প্রত্যেকেরই এক একটী কক্ষা আছে। নক্ষত্রকক্ষা সকলের উপরে অবস্থিত। তাহার নীচে যথাক্রমে শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য্য, বুধ, শুক্র ও চন্দ্র অনবরত আপন আপন কক্ষায় থাকিয়া পৃথিবীকে ভ্রমণ করিতেছে *। সিদ্ধান্তশিরোমণির মতে পৃথিবী, গ্রহ ও নক্ষত্রগণ নিজ নিজ আকৃষ্টি শক্তিতেই শূন্যমার্গে অবস্থিতি করিতেছে (১)। রাশিচক্রের ন্যায় গ্রহগণের কক্ষাও দ্বাদশভাগে বিভক্ত এবং রাশিচক্রের সমসূত্রপাতে তাহার এক একটী অংশকেও মেষাদি নামে উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাশিচক্র অনবরতই পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতেছে এবং তাহার আঘাতে গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলও পশ্চিমমুখে গমন করিয়া থাকে। গ্রহ অপেক্ষায় নক্ষত্রমণ্ডলের গতি বেশী। নক্ষত্রমণ্ডল গ্রহমণ্ডলকে অতিক্রম করিয়া শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যায়। গ্রহগণ তাহা অপেক্ষা পূর্ব্বদিক্ অবলম্বন করে। গ্রহগণের সর্ব্বদাই পূর্ব্বদিকে গতি হয়; কিন্তু রাশিচক্রের গতি অনুসারে আমাদের বোধ হয় যেন গ্রহমণ্ডলও রাশিচক্রের ন্যায় পশ্চিমদিকে যাইতেছে। গ্রহের গতি অপেক্ষায় রাশিচক্রের গতি বেশী বলিয়াই আমারা গ্রহের পূর্ব্বগতি অনুভব করিতে পারি না (২)।

দিক্‌নির্ণয় না হইলে গ্রহগণের বা রাশিচক্রের গতি স্থির করিতে পারা যায় না, এই কারণে প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ দিক্ নির্ণয় করিবার এইরূপ উপায় স্থির করিয়াছেন।

কোন সমপ্রদেশে একটী বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া তাহার কেন্দ্রবিন্দুর উপরে ১২ অঙ্গুল একটী শঙ্কু (কীলক) সোজাভাবে পুতিয়া রাখিবে। সূর্য্য উদয়ের সময় শঙ্কুর ছায়াটী অতিশয় বৃহৎ থাকে। ক্রমে সূর্য্য যত উপরে উঠিতে থাকে, শঙ্কুর ছায়াও

(৪) য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদগণের মতে পৃথিবীর ব্যাস ৮০০৮ মাইল।

* পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদের মতে এই বায়ু ৪৫ মাইল ঊর্দ্ধপর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে, তাহার ঊর্দ্ধে আর এ বায়ু নাই। [বায়ু দেখ।]

* য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে পৃথিবী ও গ্রহগণ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

(১) "ভূমেঃ পিণ্ডঃ শশাঙ্কজ্ঞকবিরবিকুজেজ্যার্কিনক্ষত্রকক্ষা-
বৃত্তৈর্বৃত্তো বৃতঃ সন্ মৃদনিলসলিলব্যোমতেজোময়োঽয়ম্।
নান্যাধারঃ স্বশক্ত্যৈব বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্য পৃষ্ঠে
নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ সদনুজমনুজাদিত্যদৈত্যং সমন্তাৎ।" (গোলাধ্যায় ৩২)

(২) "এবং তস্মিন্ ভপঞ্জরে সখেচরে শীঘ্রতরে প্রযত্যাপি খেচরা ইত্যপি চরন্তি পূর্ব্বাভিমুখং ব্রজন্তি নীচোচ্চতরাস্বকক্ষাস্ব তেষাং ভ্রমণং...প্রত্যাগ গতের্ বহুত্বাৎ প্রাগ্গমনত্বং ন লক্ষ্যতে।" (বাসনাভাষ্য)

ভভই কমিয়া আইসে, এই প্রকার যখন শঙ্কুচ্ছায়ার অগ্রভাগ বৃত্তের পরিধি-রেখার সহিত মিলিত হইবে, তখন পরিধি রেখার সেইস্থানে একটী বিন্দুপাত করিবে। ইহার নাম পূর্ব্ব বিন্দু। ঠিক মধ্যাহ্ন সময়ে শঙ্কুচ্ছায়া অতিশয় ক্ষুদ্র হইয়া আবার বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া ছায়ার অগ্রভাগ যখন পুনর্ব্বার পরিধিরেখার সহিত মিলিত হইবে, তখন সেইস্থানে আর একটী বিন্দুপাত করিবে, ইহাকে অপরবিন্দু বলে। এই বিন্দুদ্বয়ের অন্তরালকে ব্যাসার্দ্ধ ও বিন্দুদ্বয়কে কেন্দ্র কল্পনা করিয়া দুইটী বৃত্ত অঙ্কিত করিবে। ইহাতে একটী বৃত্তের পরিধির কতক অংশ অপর বৃত্তের পরিধি ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করে এবং পরিধিদ্বয়ে দুইটী সংযোগ উৎপন্ন হয়। ইহার একটী সংযোগস্থান হইতে অপর সংযোগ স্থান পর্য্যন্ত একটী সরল রেখা টানিবে। পূর্ব্ব বিন্দুর দক্ষিণভাগে রেখার যে অগ্র থাকিবে, তাহাকে দক্ষিণদিক্ এবং অপর দক্ষিণভাগে রেখার যে অগ্র পড়িবে তাহাকে উত্তরদিক বলা যায়। এই রেখাটীকেও দক্ষিণোত্তর-রেখানামে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দক্ষিণোত্তর রেখাকে ব্যাসার্দ্ধ ও তাহার অগ্রবিন্দুদ্বয়কে কেন্দ্র কল্পনা করিয়া দুইটী বৃত্ত অঙ্কিত করিবে এবং পূর্ব্ববৎ তাহার এক সংযোগ স্থান হইতে অপর সংযোগস্থান পর্য্যন্ত একটী রেখা টানিবে। ইহাকে পূর্ব্বপশ্চিম রেখা বলে। পূর্ব্ববিন্দুর নিকটবর্ত্তী রেখাগ্রকে পূর্ব্বদিক্ এবং পশ্চিম বিন্দুর নিকটবর্ত্তী অগ্রকে পশ্চিমদিক বলা হইয়া থাকে। এই প্রকারে অপরদিকক (কোণ) সাধন করিবে। এই বৃত্তের বাহিরে একটী চতুষ্কোণ অঙ্কিত করিবে। ইহা দ্বারা সেই সময়ের ছায়া জানিতে পারা যায়। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপশ্চিম রেখাকে সমমণ্ডল, উন্মণ্ডল বা বিষুবন্মণ্ডল নামেও উল্লেখ করা হইয়া থাকে।

রাশিচক্র ৩৬০ ভাগে বিভক্ত, ইহার এক এক ভাগকে অংশ বলে। প্রত্যেক অংশ (Degree আবার ৬০ ভাগে বিভক্ত, তাহার প্রত্যেক ভাগের নাম কলা, কলার ৬০ ভাগের এক ভাগকে বিকলা বলা হইয়া থাকে। অতএব রাশিচক্রের ৩০ অংশে একটী রাশি হইয়া থাকে এবং রাশিচক্রের প্রত্যেক ১৩° অংশ ও ২০´ কলাকে এক একটী নক্ষত্র বলা যায়। অশ্বিনী * হইতে নক্ষত্র গণনা করিতে হয়। অতএব অশ্বিনীকেই রাশির প্রথম ১৩° অংশ ও ২০´ কলা বলা যাইতে পারে। ইহার প্রত্যেক নক্ষত্রেই তারা দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণের বিশ্বাস যে অশ্বিনী হইতে রেবতী পর্য্যন্ত কেবল গণিত ২৭টী নক্ষত্র, কিন্তু ফলে তাহা নহে। খগোলবেত্তাদিগের মতে ৩টী (কোন মতে ২টী) নক্ষত্রে (b, a, Arietis) অশ্বিনী নক্ষত্র বিরচিত। ঐ নক্ষত্রগুলির অবস্থানের ভাব ঘোড়ার মস্তকের মত, এই কারণে তাহাকে অশ্বিনী নাম দেওয়া হইয়াছে। অশ্বিনী নক্ষত্র মেষরাশির অন্তর্গত।

২য় ভরণী (35, 39, 41 Arietis) ইহাতেও ৩টী তারা আছে এবং তাহা ত্রিকোণাকারে অবস্থিত। ভরণী নক্ষত্রও মেষরাশির অন্তর্গত।

৩য় কৃত্তিকা (Pleiades, L Tauri etc) ৬টী নক্ষত্রে বিরচিত, ইহার আকার খড়্গা ঘয়ের মত। ইহার চারিভাগের এক ভাগ মেষরাশির অন্তর্গত এবং অপর ৩ ভাগ বৃষরাশিভুক্ত।

৪র্থ রোহিণী (a, ι, q, d, Tauri) ৫টী নক্ষত্রবিশিষ্ট, ইহা শকটাকারে অবস্থিত ও বৃষরাশিভুক্ত। এই পাঁচটী তারার পূর্ব্বদিকের তারাটীকে ইহার যোগতারা বলে।

৫ম মৃগশিরা (ι, f_1, f_2 Orionis) ৩টী নক্ষত্রে রচিত। ইহার অবস্থান হরিণের মস্তকের মত। এই কারণেই ইহাকে মৃগশিরা নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহার অর্দ্ধেক বৃষরাশির অন্তর্গত এবং অপর অর্দ্ধেক মিথুন রাশিভুক্ত।

৬ষ্ঠ আর্দ্রা (a Orionis) ১টী নক্ষত্র। ইহার আকার প্রায় রত্নের ন্যায়। আর্দ্রা মিথুন রাশির অন্তর্গত।

৭ম পুনর্ব্বসু (l, a Geminorum) ৬টী নক্ষত্রে রচিত, ইহার আকার প্রায় গৃহের ন্যায়, ইহার চারিভাগের তিনভাগ মিথুন রাশি ও অপর ভাগ কর্কটরাশির অন্তর্গত। ইহার পূর্ব্বদিকস্থ তারাটীকে যোগতারা বলা যায়।

৮ম পুষ্যা (Hercules, ι, d, q Cancri) ৩টী নক্ষত্রে রচিত। তাহার মধ্য তারাটীকে যোগতারা বলে। ইহা কর্কট রাশির অন্তর্গত।

৯ম অশ্লেষা (e, d, ·, E, ? Hydrae) ৫টী নক্ষত্রযুক্ত। ইহার অবস্থান কুলালচক্রের মত এবং পূর্ব্বদিকের তারাটীকে যোগতারা বলে। ইহা কর্কটরাশির অন্তর্গত।

১০ম মঘা (a, E, g, ·, m, a Leonis) ৫টী তারাযুক্ত। ইহার আকার কল্পিত বাড়ীর ন্যায়। ইহার দক্ষিণদিকের তারাটীকে যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটী সিংহরাশির অন্তর্গত।

১১শ পূর্ব্বফল্গুনী (d, ι Leonis) ২টী তারাযুক্ত, খট্টাকার ও সিংহরাশির অন্তর্গত। ইহার উত্তরদিকের তারাটীকে যোগতারা বলে।

১২ উত্তরফল্গুনী (93 Leonis) ২টী নক্ষত্রযুক্ত, শয্যাকার। ইহার চারিভাগের একভাগ সিংহ রাশির অন্তর্গত এবং

* পূর্ব্বকালে কৃত্তিকা হইতে নক্ষত্র গণনা হইত। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে কৃত্তিকা হইতে প্রথম নক্ষত্র গণিত হইয়াছে

তিনভাগ কন্যারাশিভুক্ত। ইহার উত্তরদিকের তারাটীকে যোগতারা বলে।

১৩শ হস্তা (*d, g, e, a, b* Corvi) ৫টী নক্ষত্রযুক্ত। ইহার আকার হাতের পাঁচটী অঙ্গুলীর সন্নিবেশের ন্যায়, এই কারণে ইহাকে হস্তা নাম দেওয়া হয়। ইহার বায়ুকোণের তারাটীকে যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটী কন্যারাশির অন্তর্গত।

১৪শ চিত্রা (*a* Vergini) কেবল ১টী নক্ষত্র, ইহার আকার উজ্জ্বল মুক্তার মত। ইহার অর্দ্ধ কন্যারাশির অন্তর্গত ও অপর অর্দ্ধ তুলারাশি ভুক্ত।

১৫শ স্বাতি (*a* Bootis) একটী নক্ষত্র। ইহা প্রবালের ন্যায়। এই নক্ষত্রটী তুলারাশির অন্তর্গত।

১৬শ বিশাখা (*i, g, b, a* Libra) ৬টী নক্ষত্রে রচিত, পুষ্পমালাকার, ইহার চারিভাগের একভাগ তুলারাশি ও অপর তিনভাগ বৃশ্চিকরাশির অন্তর্গত।

১৭শ অনুরাধা (*d, b, p* Scorpionis) ৭টি নক্ষত্রযুক্ত। ইহার আকার জলধারার সদৃশ। ইহার মধ্যের তারাটীকে যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটী বৃশ্চিকরাশির অন্তর্গত।

১৮শ জ্যেষ্ঠা (*a, s, t* Scorpionis) ৩টী নক্ষত্রযুক্ত কর্ণকুণ্ডলাকার। ইহার মধ্য তারাটীকে যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটী বৃশ্চিকরাশির অন্তর্গত।

১৯শ মূলা (Scrop *l* &c) ১১ নক্ষত্রযুক্ত ইহার সন্নিবেশ সিংহের লাঙ্গুলের মত। পূর্ব্বদিকের তারাটীকে যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটী ধনুরাশির অন্তর্গত।

২০শ পূর্ব্বাষাঢ়া (*d, e* Sagittarii) ৪টী নক্ষত্রযুক্ত, হস্তিদন্তাকার। ইহার উত্তরদিকের তারাটীকে যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটী ধনুরাশিভুক্ত।

২১শ উত্তরাষাঢ়া ৪টী নক্ষত্রে রচিত। ইহার উত্তরদিকের তারাটীকে যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটীর ৪ ভাগের একভাগ ধনুরাশি ও অপর তিনভাগ মকররাশিভুক্ত।

২২শ শ্রবণা (*a, b, g* Aquila) ৩টী নক্ষত্রযুক্ত, ত্রিশূলাকার। ইহার মধ্য তারাটীর নাম যোগতারা। এই নক্ষত্রটী মকররাশির অন্তর্গত।

২৩শ ধনিষ্ঠা (*a, b, g, d* Delphini) ৫টী নক্ষত্রযুক্ত, ঢক্কাকার। ইহার পশ্চিমদিকের তারাটীকে যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটীর অর্দ্ধ মকররাশি ও অপর অর্দ্ধ কুম্ভরাশিভুক্ত।

২৪শ শতভিষা (Aquarii *l* &c) বা শততারকা, ১০০টী তারকাযুক্ত, মণ্ডলাকারে অবস্থিত। ইহার মধ্যে যে তারকাটীকে অতিশয় স্থূল দেখা যায়, তাহাকেই ইহার যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটী কুম্ভরাশির অন্তর্গত।

২৫শ পূর্ব্বভাদ্রপদ (*a, b* Pegasi) ২টী নক্ষত্রযুক্ত, ঘণ্টাকার। ইহার উত্তরদিকের তারাটীকে যোগতারা বলে। ইহার ৪ ভাগের ৩ ভাগ কুম্ভরাশি এবং অপরভাগ মীনরাশির অন্তর্গত।

২৬শ উত্তরভাদ্রপদ (*g* Pegasi, *a* Andromedæ) ২টী নক্ষত্রযুক্ত, দুইটী মস্তকযুক্ত নরাকার, ইহার উত্তরের তারাটীকে যোগতারা বলে। এই নক্ষত্র মীনরাশির অন্তর্গত।

২৭শ রেবতী Piscium, etc) ৩২টী নক্ষত্রযুক্ত, মৃদঙ্গ আকারে অবস্থিত। দক্ষিণদিকের তারাটীকে ইহার যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটী মীনরাশির অন্তর্গত।

(সূর্য্যসিদ্ধান্ত ৮ অঃ রঙ্গনাথ)

ইহা ব্যতীত অভিজিৎ নামে আর একটী নক্ষত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা এই ২৭টী নক্ষত্রের অন্তরিক্ত নহে, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের ৪ ভাগের শেষভাগ এবং শ্রবণার প্রথম ৪ কলাকেই আর্য্যজ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অভিজিৎ নামে উল্লেখ করিয়াছেন (১)।

প্রথমেই খকক্ষার পরিমাণ উক্ত হইয়াছে; সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে ঐ খকক্ষার ব্যাস ৫৯৫৩৮৪৩৯১১২৭২৭২৭ যোজন এবং পৃথিবী হইতে উচ্চতা ২৯৭৬৯২১৯৫৫৬৩৬৩৬১ যোজন। খকক্ষার নীচের কক্ষটীকে নক্ষত্রকক্ষা বলে, এই নক্ষত্রকক্ষায় পূর্ব্বকথিত নক্ষত্রমণ্ডলী অবস্থিত। নক্ষত্রকক্ষার পরিমাণ ২৫৯৮৯০০০০ যোজন, ব্যাস পরিমাণ ৮২৬৯২২৭৭ যোজন, এবং পৃথিবী হইতে উচ্চতা ৪১৩৪৫৩৩৮ যোজন। খকক্ষার উচ্চতা হইতে নক্ষত্রকক্ষার উচ্চতা অন্তর করিলে ২৯৭৬৯২১৯১১২৯১০২৭ অবশিষ্ট থাকিবে, সুতরাং নক্ষত্রকক্ষা খকক্ষার ঐ পরিমাণ যোজন নীচে অবস্থিত। (সূর্য্যসি° ১২।৮০।) এই নক্ষত্রমণ্ডল সর্ব্বদাই পৃথিবীকে সমান অন্তরালে রাখিয়া ভ্রমণ করিতেছে। নাক্ষত্রিক ৬০ দণ্ডে অর্থাৎ একদিন রাত্রে একবার পৃথিবীকে ভ্রমণ করে। ইহাকেই নাক্ষত্রিক অহোরাত্র বলে। (সূ° সি° ১।২৫)

মেরুর উভয়দিকে অর্থাৎ মেরুর দক্ষিণাগ্র ও উত্তরাগ্রের উপরিভাগে আকাশে দুইটী তারা আছে, ঐ দুইটী তারাকে ধ্রুবতারা (Polar star) বলে। গাড়ীর চাকা যে নিশ্চল কাঠকে অবলম্বন করিয়া ঘুরিয়া থাকে, তাহাকে যেমন ঐ চাকার ধুর বা অক্ষদণ্ড বলা যায়, সেই প্রকার উত্তর ও দক্ষিণাকাশস্থিত ঐ দুইটী তারাকে অক্ষ করিয়া রাশিচক্র অনবরত ভ্রমণ করে, এই কারণ আর্য্যজ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ঐ দুইটী তারাকে

(১) প্রাচীন আরবীয়, পারসিক ও গ্রীকগণ এই অভিজিৎ বলিয়া নক্ষত্রমণ্ডলে ২৮টী নক্ষত্র কল্পনা করিতেন।

ধ্রুবনামে উল্লেখ করিয়াছেন। আকাশের দিকে দৃষ্টি করিলে বোধ হয় যেন আমাদের মাথার ঠিক উপরিভাগে স্থিত আকাশ অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং সেইস্থান হইতে ক্রমে অবনত হইয়া চারিদিকে পৃথিবীর সহিত মিলিত হইয়াছে। আকাশ যে স্থানে পৃথিবীর সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহাকে দৃষ্টিপরিচ্ছেদক রেখা বলা যাইতে পারে। ঐ দৃষ্টিপরিচ্ছেদক রেখাকে পরিধি মনে করিলে, ভূখণ্ড একটী বৃত্তাকারে পরিণত হইবে, এই বৃত্তটীকে ক্ষিতিজবৃত্ত নামে উল্লেখ করা হয়। যে দেশবাসিগণ আপনাদের ক্ষিতিজ বৃত্ত হইতে ধ্রুবনক্ষত্র যত উপরে দেখিতে পাইবে, সেই দেশের অক্ষাংশ তত। ক্ষিতিজবৃত্ত হইতে ধ্রুবের উচ্চতাকেই অক্ষাংশ (Latitude) বলে (১)।

পূর্ব্বে যে কয়টী নিরক্ষদেশের উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্দেশবাসীরা ধ্রুব নক্ষত্রকে আপনাদের ক্ষিতিজবৃত্তস্থ দেখিতে পায়, এই কারণে সেই দেশের অক্ষাংশ নাই। দক্ষিণ ক্ষিতিজ প্রদেশ হইতে বিষুবদ্বৃত্তের যত অন্তর তাহাকে লম্ব (Co latitude) বলে (২)। আকাশের মধ্য হইতে ধ্রুবনিকটবর্ত্তী ক্ষিতিজকে লম্বাংশ বলা যায়। যে দেশে অক্ষাংশ ৯০, সেইস্থানের লম্বাংশ ০ হয়, আবার যে দেশের লম্বাংশ ৯০ সেই দেশের অক্ষাংশ ০ হইয়া থাকে। যেরূপ নিরক্ষদেশের অক্ষাংশ ০, অতএব সেই দেশের লম্বাংশ ৯০ হইবে, এই প্রকার মেরুর অক্ষাংশ ৯০ তাহার লম্বাংশ ০ হয় অর্থাৎ মেরুর লম্বাংশ নাই এবং যমকোটী প্রভৃতিরও অক্ষাংশ নাই। (সূ° সি° রঙ্গনাথ)

আমরা যে ভূখণ্ডে বাস করিতেছি, ইহাকে জ্যোতির্বিদ্গণ জম্বুদ্বীপ নামে উল্লেখ করেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সমুদ্র মেখলার ন্যায় পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ভূগোলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে, তাহারই এক খণ্ডকে জম্বুদ্বীপ বলা যায়, অতএব জম্বুদ্বীপের চারিধারেই সমুদ্র *। মেরুর নিকটবর্ত্তী স্থান সকল স্থান হইতে উচ্চ ও তথা হইতে ক্রমে অবনত হইয়া সমুদ্রের সহিত যে স্থানের সন্ধি হইয়াছে, তাহাই অত্যন্ত নীচ। সমুদ্র ও ভূখণ্ডের সন্ধিকে ভূব্যন্তর পরিধি বলা যাইতে পারে। এই পরিধিবৃত্তের সমসূত্রে আকাশে একটী বৃত্ত কল্পনা করিলে তাহাকে বিষুবদ্বৃত্ত বলে। এই বিষুবদ্বৃত্তে ক্রান্তিবৃত্তের দুইটী স্থান (মেষের ও তুলার আদ্যস্থান) লগ্ন থাকে। ক্রান্তিবৃত্ত প্রবহ বায়ুতে আহত হইয়া সর্ব্বদাই বিষুবদ্বৃত্তমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছে। ক্রান্তিবৃত্তের মেষস্থান হইতে কর্কাদি স্থান বিষুবদ্বৃত্তের ২৪০ অংশ উত্তরে অবস্থিত, মকরাদি স্থানও ২৪০ অংশ দক্ষিণে অবস্থিত থাকিয়া প্রবহ বায়ুতে ভ্রমণ করে (১)। এই ভচক্র সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলের সহিত নিরক্ষদেশের উপরে অনবরতই পশ্চিমাভিমুখে ভ্রমণ করিতেছে। রাশিচক্রের ঠিক মধ্যস্থানকে বিষুবস্থান (Equinox) বলে। মেরুস্থ উত্তরাগ্রবাসিগণ ও বড়বানলস্থিত † অসুরগণ এই স্থানকে ক্ষিতিজবৃত্তের উপরিস্থিত দেখিতে পায়। রাশিচক্রে যে স্থানকে বিষুব নামে উল্লেখ করা হয়, সেই স্থান হইতে উত্তরে মেষাদি ৬টী রাশি উন্নত ভাবে এবং দক্ষিণে তুলা প্রভৃতি ৬টী রাশি অবনতরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। মেরুস্থ উত্তরাগ্রবাসীরা মেষাদি ৬টী রাশিই দেখিতে পায়, তুলাদি ৬টী রাশি তাহাদের নিকটে ভূবৃত্তে আচ্ছাদিত বলিয়া দেখিতে পায় না এবং বড়বানলে যাহারা বাস করে, তাহারাও তুলা প্রভৃতি ৬টী রাশি দেখিতে পায়, মেষাদি ৬টী ভূবৃত্তে আচ্ছাদিত বলিয়া দেখিতে পায় না। এই কারণেই সূর্য্য যে ছয় মাসে মেষ হইতে কন্যারাশির শেষ অতিক্রম করে, মেরুস্থ উত্তরাগ্রবাসীরা সেই ৬ মাস সর্ব্বদাই সূর্য্য দেখিতে পায় ও তৎ সময় অর্থাৎ এদেশের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই কয়মাসই তাহাদের দিন হয়। সূর্য্য যে ৬ মাসে তুলারাশি হইতে মীন রাশি পর্য্যন্ত ভোগ করে, তাহারা এই ৬ মাস সূর্য্য দেখিতে পায় না অর্থাৎ কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র এই কয়মাস তাহাদের রাত্রি হয় বড়বানলবাসিগণেরও কার্ত্তিক হইতে ৬ মাস দিন ও বৈশাখ হইতে ৬ মাস রাত্রি থাকে। ইহারা উভয়েই বৎসরের ৬ মাস মাত্র সূর্য্য দেখিতে পায় (২)

---

(১) "তথাচ ক্ষিতিজাদ্ধ্রুবোচ্চাংশ অক্ষাংশা, তদ্ভাবাৎ তদ্ভাব ইতি ভাবঃ।" (সূর্য্যসি° ১২।৬৪ রঙ্গনাথ)

(২) "যাম্যোত্তরবৃত্তে দক্ষিণক্ষিতিজপ্রদেশাদ্ বিষুবদ্বৃত্তস্য যদন্তরং তল্লম্বং। (সূর্য্যসি° ৩।১৩ রঙ্গনাথ)

* যুরোপীয় ভৌগোলিকেরা এই মত স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মধ্যে সমুদ্রও পৃথিবীর মধ্যে, সমুদ্র লইয়া তবে পৃথিবী গোলাকার।

[পৃথিবী শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

(১) "জম্বুদ্বীপলক্ষণসমুদ্রমধ্যে পরিধিবৃত্তঃ ভূগোলমধ্যে তৎসমসূত্রেণ আকাশে বৃত্তং বিষুবদ্বৃত্তং। তত্র ক্রান্তিবৃত্তং বড়বানলে স্থানদ্বয়ে লগ্নং তন্মেষতুলাদ্যাং প্রবহবায়ুনা বিষুবদ্বৃত্তাচ্চতুর্বিংশত্যংশান্তরে উত্তরতঃ। মকরাদিস্থানং বিষুবদ্বৃত্তাচ্চতুর্বিংশত্যংশান্তরে দক্ষিণতঃ। তৎ স্থানে প্রবহবায়ুনা ভ্রমতি।"

† সূর্য্যসিদ্ধান্তে যাহা অসুরভাগ নামে বর্ণিত, ভাস্করাচার্য্য গোলাধ্যায়ে (৩।১৮) সেই স্থান "বড়বানল" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই বড়বানলকে বর্ত্তমান জ্যোতির্বিদ্গণ দক্ষিণমেরু (South Pole) নামে বর্ণনা করেন।

(২) "মেষাদৌ দেবভাগস্থো দেবানাং যাতি দর্শনম্।

অসুরাণাং তুলাদৌ তু সূর্য্যস্তদ্ভাগগোচরঃ।" (

দক্ষিণোত্তর অয়নমণ্ডলের দুইটী সম্পাত স্থান আছে। ঐ সম্পাত স্থানদ্বয়কে বিষুবদ্ বলা যায়। বিষুবদ্বয় নিরক্ষদেশের উপরে অবস্থিত। ক্রান্তি ও বিষুবদ্বৃত্তের সম্পাতকে ক্রান্তিপাত (Equinoctial points) বলে। সৃষ্টিকালে অয়নমণ্ডল (Solstice) মিথুনরাশির অন্তে ছিল এবং মেষরাশির প্রথম অংশে ক্রান্তিপাত হইত। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, দুইটী ধ্রুব পূর্ব্ব ও উত্তরাকাশে অবস্থিত, রাশিচক্র ঐ দুইটীকে ধুর (অক্ষদণ্ড) করিয়া পশ্চিমগতিতে ভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু ধ্রুবতারাও স্বস্থান হইতে কিছু পরিমাণে পূর্ব্বপশ্চিম গমন করিয়া থাকে, তাহাতে রাশিচক্র আপনার ধুরের স্থান হইতে কিছু দূরে যাইয়া সরিয়া পড়ে। সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে রাশিচক্র ধ্রুবের সহিত ২৭ অংশ পশ্চিমে সরিয়া পড়ে এবং পুনর্ব্বার করিয়া আসিয়া পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হয়। আবার সেই স্থান হইতে ২৭ অংশ পূর্ব্বদিকে সরিয়া যায় এবং পুনর্ব্বার আসিয়া পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হয় (১)। অয়নমণ্ডলের ৬৬ বৎসর ৮ মাসে এক এক অংশ করিয়া গমন হয় এবং ঐ নিয়মে রাশিচক্রেরও গমন হইয়া থাকে। এইরূপ গতি অনুসারে অয়নমণ্ডল ২১ অংশ পশ্চাৎ দিকে সরিয়া গিয়াছে বলিয়া বর্ত্তমান সময়ে মিথুনের নবম অংশেই উত্তরায়ণ শেষ হইয়া যায় এবং ধনুরাশির নবম অংশে দক্ষিণায়ন শেষ হয়। বিষুবস্থানও একটী মীনরাশির নবমাংশে ও অপরটী কন্যারাশির নবমাংশে হইয়া থাকে। এই কারণে এখন ১০ই চৈত্র ও ১০ আশ্বিন দিন রাত্রি সমান হয়। পূর্ব্বে বৈশাখ ও কার্ত্তিকমাসে দিনরাত্রি সমান হইত। ধনুর নবমাংশ হইতে মিথুনের নবমাংশ পর্য্যন্তকে উত্তরায়ণ এবং মিথুনের নবমাংশ হইতে ধনুর নবমাংশ পর্য্যন্তকে দক্ষিণায়ন বলা যাইতে পারে। কোন চক্রের গায়ে শলাকার এক অগ্র বিদ্ধ করিয়া অপর অগ্রে কোন একটী ক্ষুদ্র পদার্থ বিদ্ধ করিয়া রাখিলে চক্রের গতি ভিন্ন ঐ ক্ষুদ্র পদার্থের গতি হইতে পারে না, কেবল চক্রের গতি অনুসারেই ক্ষুদ্র পদার্থ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া পড়ে। সেই প্রকার দৌভূত বায়ুরূপ শলাকাদ্বারা নক্ষত্রগুলিও রাশিচক্রের দকলস্থানে বিদ্ধ রহিয়াছে, নক্ষত্রসমূহের গতি নাই, কেবল রাশিচক্রের গতি অনুসারে এক আকাশ হইতে অন্য আকাশে যাইয়া উপস্থিত হয়। আমরা রাত্রিকালে আকাশমণ্ডলে যে সকল জ্যোতিষ্কগণকে দেখিতে পাই, সেই সকল জ্যোতিষ্ক রাত্রির ন্যায় দিবাভাগেও আমাদের মাথার উপরে ভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু প্রবল সূর্য্যকিরণে অভিভূত বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না *। সূর্য্যগ্রহণ বহুকাল স্থায়ী হইলে কখন কখন দিনেও নক্ষত্রমণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়। মীনরাশির শেষ হইতে যে নক্ষত্রের যোগতারা যত দূরে অবস্থিত, তাহাকে সেই নক্ষত্রের ধ্রুবক (Longitude) বলে। অশ্বিনীনক্ষত্রের যোগতারা মীনরাশির শেষ হইতে ৮° অংশ দূরে অবস্থিত বলিয়া অশ্বিনীর ধ্রুবক হইল ৮ অংশ। এই প্রকার ভরণীর ধ্রুবক ২০° অংশ, কৃত্তিকার ৩৭° অংশ ২৮´ কলা, রোহিণীর ৪২° ২৮´, মৃগশিরার ৬৩° আর্দ্রার ৬৭°২০, পুনর্ব্বসুর ৯৩°, পুষ্যার ১০৬°, অশ্লেষার ১০৮°, মঘার ১২৯° পূর্ব্বফল্গুনীর ১৪৭° উত্তর ফল্গুনীর ১৫৫°, হস্তার ১৭০°, চিত্রার ১৮৩°, স্বাতির ১৯৯°, বিশাখার ২১২°৫´, অনুরাধার ২২৪°৫´, জ্যেষ্ঠার ২২৯°৫´, মূলার ২৪১°, পূর্ব্বাষাঢ়ার ২৫৪°, উত্তরাষাঢ়ার ২৬০°, অভিজিতের ২৬৫°, শ্রবণার ২৭৮°, ধনিষ্ঠার ২৯০ শতভিষার ৩২০°, পূর্ব্বভাদ্র ৩২৬° উত্তরভাদ্রপদ ৩৩৭°, রেবতীনক্ষত্রের ধ্রুবক নাই। নক্ষত্রগণের স্ব স্ব ক্রান্তির অগ্রভাগ অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্তস্থিত ধ্রুবক স্থান হইতে বিক্ষেপ (Celestial latitude) স্থির হয়। কোন কোন নক্ষত্রের দক্ষিণদিকে ও কোন কোন নক্ষত্রের উত্তরদিকে বিক্ষেপ গণিত হয়। অশ্বিনী, ভরণী ও কৃত্তিকার উত্তরদিকে যথাক্রমে ১০,১২ ও ৫ অংশ বিক্ষেপ। এই প্রকার রোহিণী মৃগশিরা ও আর্দ্রার বিক্ষেপ দক্ষিণদিকে ৫ ১০ ও ৯ অংশ। পুনর্ব্বসুর বিক্ষেপ উত্তরে ৬ অংশ। পুষ্যার বিক্ষেপ নাই। অশ্লেষার দক্ষিণে বিক্ষেপ ৭ অংশ। মঘার বিক্ষেপ নাই। পূর্ব্বফল্গুনীর বিক্ষেপ উত্তরে ১২ অংশ ও উত্তরফল্গুনীর বিক্ষেপ ১৩ অংশ। হস্তা ও চিত্রার বিক্ষেপ দক্ষিণে ১৩ ও ২ অংশ। স্বাতির বিক্ষেপ উত্তরে ৩৭ অংশ। বিশাখা প্রভৃতি ৫টী নক্ষত্রের দক্ষিণদিকে যথাক্রমে ১।২০, ৩, ৪, ৯, ৫।৩০ ও ৫ অংশ বিক্ষেপ। অভিজিতের উত্তরে ৬০ অংশ, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠার বিক্ষেপ উত্তরদিকে ৩০ ও ৩৬ অংশ। শতভিষার বিক্ষেপ দক্ষিণে ৩০ কলা। পূর্ব্বভাদ্র ও উত্তরভাদ্রের বিক্ষেপ

(১) "ত্রিংশৎকৃত্যো যুগে ভানাং চক্রং প্রাক্ পরিলম্বতে। তদ্গুণাদ্ ভূদিনৈর্ভক্তাদ্ দ্যুগণাদ্ যদবাপ্যতে॥ তদ্দোস্ত্রিঘ্না দশাপ্তাংশা বিজ্ঞেয়া অয়নাভিধাঃ।" — [printed as:] "উৎক্ষেপ্তা ক্রান্তিবৃত্তং যদার্গে পশ্চিমতঃ সপ্তবিংশত্যংশৈঃ ক্রমেণ চৈতচ্চলিতং ততঃ পরাবৃত্য স্বস্থান আগত্য ততঃ স্বস্থানাৎ পূর্ব্বতঃ সপ্তবিংশত্যংশৈশ্চলিতং। তথাচ স্বষ্ট্যাদিভূতক্রান্তিবিষুবদ্বৃত্তসম্পাতস্থিতক্রান্তিবৃত্তপ্রদেশো রেবত্যাসন্নঃ।" (সূর্য্যসি° ৩।৯, ১০ রঙ্গনাথ)

* পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মাটীর নীচে অনেক দূর খুঁড়িয়া সেই গর্ত্তের অন্ধকারময় স্থান হইতে দূরবীক্ষণ সাহায্যে দিবাভাগেও জ্যোতিষ্ক দর্শন করিয়া থাকেন।

উত্তরদিকে ২৪ ও ২৬ অংশ। রেবতী নক্ষত্রের বিক্ষেপ নাই। [সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১২ অঃ]

গ্রহগণের গতি অনুসারে কখন কখন গ্রহ ও নক্ষত্রের যোগ হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অগস্ত্য প্রভৃতি কএকটী নক্ষত্রের বিষয়ও আর্য্যজ্যোতির্ব্বিদ্গণ নিরূপণ করিয়াছিলেন। তাহা যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

অগস্ত্য নক্ষত্র (Canopus)—রাশি চক্রের মিথুনরাশির অন্তে ৮০ অংশ দূরে দক্ষিণদিকে যে উজ্জ্বল তারাটী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম অগস্ত্য তারা। ইহার ধ্রুবক ৩ রাশি, ও বিক্ষেপ দক্ষিণদিকে ৮০ অংশ। (ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য্যের মতে ইহার ধ্রুবক ৮৭ অংশ, বিক্ষেপ ৭৭ অংশ।)

মৃগব্যাধ (Sirius) মিথুনরাশির ২০ অংশ অর্থাৎ রাশি চক্রের ৮০ অংশে অবস্থিত। ইহার ধ্রুবক ২ রাশি ২০ অংশ, বিক্ষেপ দক্ষিণদিকে ৪০ অংশ। (সিদ্ধান্তশিরোমণির মতে ইহার ধ্রুবক ৮৬ অংশ ও গ্রহলাঘবের মতে ৮১ অংশ।) এদেশীয় বৃদ্ধেরা চলিত কথায় উহাকে কালপুরুষ বলিয়া থাকেন।

রোহিণী (α Tauri) বৃষরাশির ২২ অংশে অবস্থিত; ইহার ধ্রুবক ১ রাশি ২২ অংশ, বিক্ষেপ উত্তরে ৮ অংশ। (গ্রহলাঘবের মতে, ইহার ধ্রুবক ৫৩ অংশ।)

ব্রহ্মহৃদয় (α Auriga or Capella) এই নক্ষত্রও বৃষরাশির ২২ অংশে অবস্থিত, ইহার ধ্রুবক অগ্নিনক্ষত্রের সমান। ইহার বিক্ষেপ উত্তরে ৩০ অংশ।

রোহিণীশকট—বৃষরাশির ১৭ অংশে অবস্থিত, ইহার ধ্রুবক ১ রাশি ১৭ অংশ এবং বিক্ষেপ দক্ষিণে ২ অংশ।

অগ্নিনক্ষত্র (Auriga) বৃষরাশির ২৭ অংশে অবস্থিত। ইহার ধ্রুবক ১ রাশি ২৭ অংশ, বিক্ষেপ উত্তরে ৩৮ অংশ। (গ্রহলাঘবের মতে, ইহার ধ্রুবক আরও ৪ অংশ বেশী হইবে।)

অপাংবৎস Virginis) ইহার ধ্রুবক চিত্রানক্ষত্রের সমান। বিক্ষেপ উত্তরে ৭ অংশ।

আপনক্ষত্র (Virgini-) ইহারও ধ্রুবক চিত্রার সমান। ইহার বিক্ষেপ উত্তরদিকে ১৪ অংশ।

ইহা ব্যতীত উত্তরদিকে সাতটী নক্ষত্র আছে, তাহাদিগকে সপ্তর্ষি (Ursa Major) বলে। সূর্য্যসিদ্ধান্তে ইহার বিক্ষেপের কথার উল্লেখ নাই। (সূ° সি° ১২ অ°) নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডল হইতে সূর্য্যের তেজ অধিক বলিয়া সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী জ্যোতিষ্ক আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, আবার যখন সূর্য্য হইতে দূরে সরিয়া পড়ে তখন আমরা ঐ সকল জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাই। ইহাকেই উহাদের উদয় অস্ত বলা যায়। সূর্য্য কি পরিমাণ নিকটে থাকলে কোন নক্ষত্রের অস্ত হইবে, সূর্য্যসিদ্ধান্ত তাহার এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। স্বাতি, অগস্ত্য, মৃগব্যাধ, চিত্রা, অভিজিৎ, জ্যেষ্ঠা, পুনর্ব্বসু ও ব্রহ্মহৃদয় এই কয়টী নক্ষত্রের কালাংশ ১৩। হস্তা, শ্রবণা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, ধনিষ্ঠা, রোহিণী, মঘা, বিশাখা ও অশ্বিনী এই কয়টী নক্ষত্রের কালাংশ ১৪। এই প্রকার কৃত্তিকা, অনুরাধা ও মূলানক্ষত্রের কালাংশ ১৫। অশ্লেষা, আর্দ্রা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া ইহাদের কালাংশ ১৫। ভরণী, পুষ্যা ও মৃগশিরা এই কয়টীর কালাংশ ২১। ইহা ব্যতীত অপর নক্ষত্রের কালাংশ ১৭। নক্ষত্রের কালাংশকে ১৮০০ দ্বারা গুণ করিয়া উদয়াসু দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, ক্রান্তিবৃত্তের তত অংশে নক্ষত্রের উদয় ও অস্ত হয়। অল্পগতি গ্রহগণের ন্যায় নক্ষত্রগণেরও পূর্ব্বদিকে উদয় ও পশ্চিমদিকে অস্ত হয়, কিন্তু অভিজিৎ, ব্রহ্মহৃদয়, স্বাতী, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও উত্তরভাদ্রপদ এই কয়টী নক্ষত্র সূর্য্য হইতে অনেক উত্তরে অবস্থিত বলিয়া ইহারা কখনও সূর্য্যকিরণে অভিভূত হয় না এবং ইহাদের অস্তও হয় না (১)। (সূর্য্যসিদ্ধান্ত ৯ অঃ) [নক্ষত্রের অন্য বিবরণ নক্ষত্র শব্দে ও অশ্বিনী প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য] সূর্য্যসিদ্ধান্তের টীকাকার রঙ্গনাথের মতে বহ্নিনক্ষত্রও অস্ত হয় না (২)।

নক্ষত্রমণ্ডলের পরে যথাক্রমে সাতটী গ্রহকক্ষা অবস্থিত। কলিজ্যোতিষে নয়টী গ্রহের উল্লেখ আছে এবং রাহু কেতুকে এই নব গ্রহের মধ্যে ধরা হইয়াছে এবং নীলকণ্ঠতাজকে ইহা ছাড়া মৃত্যু নামে অপর একটী গ্রহেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আর্য্যভট ও ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি কোন খগোলবেত্তাই আকাশমণ্ডলে ঐ তিনটী গ্রহের কক্ষার নিরূপণ করেন নাই, ইহাতে বোধ হয় যে তাঁহারা ঐ তিনটীকে গ্রহ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। রাশিচক্রের ন্যায় সকল গ্রহকক্ষাও ৩৬০ অংশে বিভক্ত এবং রাশিচক্রের সমস্তরে দ্বাদশভাগে বিভক্ত, তাহার এক একটী ভাগকেও যথাক্রমে মেষাদি নামে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। গ্রহগণ আপনার ক্রান্তিবৃত্তের যে অংশে অবস্থিতি করে এবং সেই অংশ ভাগ অনুসারে যে রাশির অন্তর্গত, গ্রহকে সেই রাশির তত অংশে অবস্থিত বলা যায়। উপরিস্থিত কক্ষার পরিমাণ অপেক্ষায় অধঃস্থিত কক্ষার পরিমাণ

---

(১) "অভিজিদ্‌ব্রহ্মহৃদয়ং স্বাতী বৈষ্ণববাসবাঃ।
অহির্বুধ্ন্যমুদক্‌স্থত্বান্ন লুপ্যন্তেঽর্করশ্মিভিঃ।" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত ৯।১৮)

(২) "ব্রহ্মহৃদয়ং অনেন একদেশস্থ ব্রহ্মণোঽপি গ্রহণং।" (সূ° সি° ৯।১৮ রঙ্গনাথ।)

কম, গ্রহদের মধ্যে মঙ্গলের উপরিস্থিত শনির কক্ষার পরিমাণ অপর অপর গ্রহ কক্ষা হইতে অনেক বেশী এবং মঙ্গলের অধঃস্থিত চন্দ্রকক্ষার পরিমাণ অল্প *। গ্রহগণ যত কালে মেষরাশি হইতে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া মীনরাশির অন্তে উপস্থিত হয়, তত্তকালকে সেই গ্রহের ভগণ বা বৎসর বলা যাইতে পারে। যে গ্রহের কক্ষাপরিমাণ যত বেশী, তাহা একবার কক্ষাভ্রমণ করিতেও তত বেশী কাল লাগে। যাহার কক্ষা ছোট সেই গ্রহ অল্পদিনেই কক্ষাভ্রমণ করিয়া থাকে (১)। গ্রহগণের মধ্যে শনিকক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও অধিক, পৃথিবী হইতে ২১৩১০০৫৮ যোজন উচ্চে অবস্থিত, ইহার ব্যাস পরিমাণ ৪০৬২০২১৭ যোজন ও মণ্ডল পরিমাণ ১২৭৬৬৮২৫৫। শনির মধ্যভুক্তি (দৈনিকগতি) ২ কলা ও ২৩ অনুকলা। শনি ১ বৎসরে আপনার কক্ষার ১২ অংশ ১২ কলা ১২ বিকলা ও ৫৪ অনুকলা অতিক্রম করে। একযুগে ২৪৬৫৫৬৮ ভগণ হয় অর্থাৎ শনিগ্রহ এক যুগে ২৪৬৫৬৮ বার আপনার চক্রকে ভ্রমণ করে। ইহার নীচে বৃহস্পতির কক্ষা, ইহার পরিমাণ ৫১৩৭৫১৬৪ যোজন, ব্যাস ১৬৩৫৬৬৩৪ যোজন এবং পৃথিবী হইতে উচ্চতা ৮১৭২৬১৭ যোজন। বৃহস্পতির দৈনিক গতি ৪ কলা ৫৯ বিকলা ও ৯ অনুকলা। একবৎসরে আপনার কক্ষার ৩০ অংশ ২১ কলা ৩ বিকলা ও ৩৬ অনুকলা অতিক্রম করে। একযুগে ইহার ৩৬৪২২০ ভগণ হয়।

ইহার নীচে চন্দ্রোচ্চ † কক্ষা, তাহার পরিমাণ ৩৮৩২৮৪৮৪ যোজন, ব্যাস ১২৭৪২৮২৮ যোজন, পৃথিবী হইতে উচ্চতা ৬৩৭০৬১৪ যোজন। ইহার দৈনিকগতি ৭ কলা ৪১ বিকলা। ১ বর্ষে ৪০ অংশ ৪০ কলা ৫৯ বিকলা ৪২ অনুকলা গমন করে এবং এক যুগে ৪৮৮১০৩ ভগণ হইয়া থাকে।

ইহার নীচে মঙ্গলের কক্ষা, তাহার পরিমাণ ৮১৪৬৯০৯ যোজন, ব্যাসপরিমাণ ২৫৯২১১৮ যোজন এবং পৃথিবী হইতে উচ্চতা ১২৯৫২১৯ যোজন। ইহার দৈনিকগতি ৩১ কলা ২৬ বিকলা ও ২৮ অনুকলা। ১ বর্ষে ৬ রাশি ১১ অংশ ২৪ কলা ৯ বিকলা ৩৬ অনুকলা গতি হইয়া থাকে। এক যুগে ইহার ২২৯৬৮৩২ ভগণ হইয়া থাকে।

মঙ্গলের নীচে সূর্য্যের কক্ষা। আমরা সকল গ্রহ ও জ্যোতিষ্ক অপেক্ষায় সূর্য্যের আলোক অধিক পরিমাণে পাইয়া থাকি। সূর্য্যের গতি ‡ অনুসারেই দিনরাত্রি মাস ঋতু অয়ন ও বৎসরের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। যে স্থানবাসীরা যখন প্রথমে সূর্য্য দেখিতে পায়, তখন হইতেই তাহাদের দিন আরম্ভ হয় এবং যখন সূর্য্য পশ্চিমাকাশে পৃথিবীর অন্তরালে সরিয়া পড়ে, আর দেখিতে পাওয়া যায় না, তখনই দিন শেষ হয় ও রাত্রি আরম্ভ হয়। পুনর্ব্বার যখন পূর্ব্ব আকাশে লোহিতবর্ণ সূর্য্যমণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়, তখন আবার দিন আরম্ভ হয়। সূর্য্য যত সময়ে সৌরমণ্ডলের দ্বাদশভাগের একভাগ অতিক্রম করে, তাহাকে একটী সৌরমাস বলা যায়। সূর্য্য যতদিনে মেষরাশি অর্থাৎ মণ্ডলের প্রথম ৩০ অংশ অতিক্রম করে, তাহাকে বৈশাখমাস বলে। এইপ্রকার জ্যৈষ্ঠ প্রভৃতিও জানিবে। ভাস্করাচার্য্য সূর্য্য কোন রাশি অতিক্রম করিতে কত সময় লাগে, তাহা এইরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। যথা—সূর্য্য যখন একরাশি হইতে অন্যরাশিতে গমন করে, তাহাকে রবিসংক্রান্তি বলে। সূর্য্য ৩০ দিন ৫৫ দণ্ড ৩৩ পলে মেষরাশি অতিক্রম করে। এই প্রকারে ৩১ দিন ২৪ দণ্ড ৫৬ পলে বৃষরাশি, ৩১ দিন ৩৭ দণ্ড ৩২ পলে মিথুনরাশি, ৩১ দিন ২৮ দণ্ড ৩৫ পলে কর্কটরাশি. ৩১।২।৫২ পলে সিংহরাশি, ৩০।২৯।৪ পলে কন্যারাশি, ২৯।৫৭।২ পলে তুলারাশি, ২৯।২৭।৩৯ পলে বৃশ্চিকরাশি, ২৯।১৫।৩ পলে ধনূরাশি, ২৯।২৪ দণ্ডে মকররাশি, ২৯।৪৯।৪৩ পলে কুম্ভরাশি এবং ৩০।২৬।৩১ পলে মীনরাশি অতিক্রম করে। সূর্য্যমণ্ডলের পরিমাণ ৪৩৩১৫০০ যোজন, ব্যাস ১৩৭৮২০৪ যোজন এবং পৃথিবী হইতে উচ্চতা ৬৮৮৬০২ যোজন। সূর্য্যের দৈনিকগতি ৫৯ কলা ৮ বিকলা ১ অনুকলা।

সূর্য্য ১ একবৎসরে আপনার মণ্ডলটীকে একবার পরিভ্রমণ করে। একযুগে ৪৩২০০০০টী ভগণ হইয়া থাকে। সকল গ্রহবিম্বই গোলাকার। সূর্য্যের মধ্যবিম্ব ৬৫২২ যোজন। আর্য্যভট্টের মতে সূর্য্য ব্যতীত অপরগ্রহের দ্যুতি নাই। অপর গ্রহবিম্বের যে ভাগ সূর্য্যাভিমুখে থাকে, সেইভাগই সূর্য্য-

---

* য়ুরোপীয় বর্ত্তমান জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ উরেনাস্ (Uranus) ও নেপচুন (Neptune) নামে দুইটী স্বতন্ত্র গ্রহ আবিষ্কার করিয়া তাহাদের গ্রহকক্ষা স্থির করিয়াছেন। [গ্রহ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

(১) "উপরিষ্টস্য মহতী কক্ষাল্পাধঃস্থিতস্য চ।
মহত্যা কক্ষয়া ভাগা মহান্তোঽল্পাস্তথাল্পয়া। ৭৩।
কালেনাল্পেন ভগণং ভুঙ্‌ক্তেঽল্পভ্রমণাশ্রিতঃ।
গ্রহঃ কালেন মহতা মণ্ডলে মহতি ভ্রমন্।" ৭৪ (সূর্য্যসি° ১২ অঃ)

† য়ুরোপীয়েরা চন্দ্রকে গ্রহ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে চন্দ্র পৃথিবীগ্রহের উপগ্রহ (Satellite)। [চন্দ্র দেখ।]

‡ য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে সূর্য্য একটী স্থির নক্ষত্র, উহার গতি নাই, পৃথিবীর গতি অনুসারেই আমরা সূর্য্যের গতি অনুভব করি। [সূর্য্য দেখ।]

কিরূপে আলোকিত হয়, অপরভাগ বিবর্ণ দেখা যায় (১)। সূর্য্যের আলোক সর্ব্বদাই সমান, কিন্তু যখন নিকটবর্ত্তী হয়, তখন অতিশয় তীক্ষ্ণ ও দূরে সরিয়া পড়িলে মৃদু বলিয়া বোধ হয়। দুই মাসে একটী ঋতু হয়, ঋতু ৬টী। নানাপ্রকারেই ঋতু গণনা হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে এইরূপ গণনা হইত। যথা—অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত, মাঘ ও ফাল্গুন শীত, চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা এবং আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরৎ। গ্রীষ্ম ঋতুতে সূর্য্য মেরুর উত্তরাগ্রের অতিশয় নিকটবর্ত্তী হয় বলিয়া তথায় কিরণ অতিশয় তীক্ষ্ণ হয় এবং হেমন্ত ঋতুতে বড়বানলের (মেরুর দক্ষিণাগ্রের) নিকটবর্ত্তী বলিয়া তথায় সূর্য্যকিরণের তীক্ষ্ণতা হয়। অতএব হেমন্ত ঋতুতে উত্তরমেরুতে ও গ্রীষ্ম ঋতুতে দক্ষিণমেরুতে সূর্য্যকিরণের মৃদুতা হয় (২)। মেরুর উত্তরাগ্রবর্ত্তী এবং বড়বানলের অধিবাসিগণ বিষুবৎকালে আপনাদের ক্ষিতিজবৃত্তের উপরে সূর্য্য দেখিতে পায়। যখন দক্ষিণমেরুর উত্তরভাগে সূর্য্য অবস্থিতি করে, তখন মেরুর উত্তরাগ্রবাসীর দিন এবং দক্ষিণভাগে থাকিলে রাত্রি হয়। এই প্রকার মেরুর দক্ষিণে সূর্য্য থাকিলে মেরুর দক্ষিণাগ্রবাসিগণের দিন ও উত্তরে থাকিলে রাত্রি হয়। যখন সূর্য্য ক্রান্তিবৃত্তের রেবতীনক্ষত্রের নিকটে মেষরাশিতে উদিত হয়, তখন মেরুর উত্তরাগ্রবাসিগণের দিনের প্রারম্ভ হয় এবং মিথুনরাশির শেষভাগে গমন করিলে তাহাদের মধ্যাহ্ন ও কন্যারাশির অন্তে গমন করিলে সূর্য্য অস্ত হয়। মেরুর উত্তরাগ্র ও দক্ষিণাগ্র (বড়বানল) ঠিক বিপরীত অর্থাৎ সমসূত্রে অবস্থিত বলিয়া দক্ষিণাগ্রবাসীর ইহার বিপরীত হইয়া থাকে। উত্তরমেরুবাসিগণের যখন দিন আরম্ভ হয়, তখন দক্ষিণমেরুবাসীদের সূর্য্য অস্ত হয় এবং মেরুর উত্তরাগ্রবাসীর দিনের মধ্যাহ্ন সময়ে দক্ষিণাগ্রবাসীর মধ্যরাত্রি। এইরূপে উত্তর মেরুতে সূর্য্যাস্ত সময়ে বড়বানলে দিনের আরম্ভ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে যে রাশিচক্রের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই রাশিচক্র মেরুর উত্তরাগ্রবাসিগণের দক্ষিণে, বড়বানলের উত্তরে ও নিরক্ষদেশবাসিগণের মস্তকের উপরে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছে। নিরক্ষদেশবাসীদের দিনরাত্রির পরিমাণ সকল কালেই সমান হয়, কখনও হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না, কারণ সূর্য্য সর্ব্বদাই তাহাদের মাথার উপর দিয়া ভ্রমণ করে।

(১) "ভূগ্রহভানাং গোলার্দ্ধানি যথা বিবর্ণানি।
অর্দ্ধানি যথা সারং সূর্য্যাভিমুখানি দীপ্যন্তে।" (আর্য্যভট)

(২) "অত্যাসন্নতয়া তেন গ্রীষ্মে তীব্রকরা রবেঃ।
দেবভাগে সুরাণান্তু হেমন্তে মন্দতান্যথা।" (সূর্য্যসি° ১২।৩৬)

জম্বুদ্বীপ ও সমুদ্র হইতে দক্ষিণদেশে দিন ও রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, কিন্তু বিষুবৎসংক্রমণ দিনে ইহাদেরও দিবারাত্র সমান হয়। যখন জম্বুদ্বীপে দিনের হ্রাস ও রাত্রির বৃদ্ধি হয়, তখন দক্ষিণদেশে দিনের বৃদ্ধি ও রাত্রির হ্রাস হইয়া থাকে। সূর্য্যের মেষরাশি হইতে কন্যারাশি পর্য্যন্ত অবস্থানকালে জম্বুদ্বীপে ক্রমান্বয়ে দিনের বৃদ্ধি ও রাত্রির ক্ষয় হয় এবং সূর্য্যের তুলারাশি হইতে মীনরাশি পর্য্যন্ত অবস্থিতি-কালে ক্রমশঃ রাত্রির বৃদ্ধি ও দিনের হ্রাস হইয়া থাকে। সমুদ্র হইতে দক্ষিণভাগে ইহার বিপরীত। পৃথিবীর পরিধির চতুর্থাংশ হইতে ক্রান্ত্যংশ অন্তরিত করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, নিরক্ষদেশ হইতে তত যোজন অন্তরে অবস্থিত দেবতাগের (অর্থাৎ উত্তরমেরুস্থ) দেশসমূহে ধনু ও মকর-রাশিস্থ সূর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না অর্থাৎ পৌষ ও মাঘ এই দুইমাস তদ্দেশবাসীদের সর্ব্বদাই রাত্রি থাকে। এই প্রকার বড়বানলে (অর্থাৎ দক্ষিণমেরুতে) নিরক্ষদেশ হইতে তত যোজন অন্তরে অবস্থিতদেশে মিথুন ও কর্কট-রাশিস্থিত সূর্য্য দৃষ্ট হয় না অর্থাৎ আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুইমাস সর্ব্বদাই রাত্রি থাকে। কিন্তু নিরক্ষদেশ হইতে তত যোজন উত্তরে আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুইমাস এবং নিরক্ষদেশ হইতে তত যোজন দক্ষিণে পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস সর্ব্বদাই সূর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় (১)। ক্রান্ত্যংশ হইতে ভূ-পরিধির চতুর্থাংশ অন্তরিত করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, নিরক্ষদেশের তত যোজন উত্তরে অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন এই চারিমাস সর্ব্বদাই রাত্রি থাকে এবং বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ এই চারিমাস সর্ব্বদাই সূর্য্য উদিত থাকে। নিরক্ষদেশ হইতে তত যোজন অন্তরে দক্ষিণভাগে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ এই চারিমাস রাত্রি ও অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন এই চারিমাস দিন হইয়া থাকে (২)। সূর্য্য ভদ্রাশ্ববর্ষের উপরে গমন করিলে ভারতবর্ষে সূর্য্যের উদয়, কেতুমালে গমন করিলে রাত্র্যর্দ্ধ ও কুরুবর্ষে গমন করিলে ভারতে সূর্য্যের অস্ত হয়। এই নিয়মে অন্যবর্ষেও উদয়াস্ত ব্যবস্থা হইয়া থাকে। [সূর্য্য ও গ্রহণ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

সূর্য্য-কক্ষার নীচে শুক্রের শীঘ্রোচ্চ কক্ষা, ইহার পরিমাণ

(১) "ঊনে ভূবৃত্তপাদে তু দ্বিজ্যাপক্রমযোজনৈঃ।
ধনুর্মৃগস্থঃ সবিতা দেবভাগে ন দৃশ্যতে। ৬৩।
তথা চাসুরভাগে তু মিথুনে কর্কটে স্থিতঃ।
নষ্টচ্ছায়া মহীবৃত্তপাদে দর্শনমাদিশেৎ।" ৬৪। (সূর্য্যসি° ১২ অঃ)

(২) "ধনুর্মৃগালিকুম্ভেষু সংস্থিতোঽর্কো ন দৃশ্যতে।
দেবভাগেঽসুরাণান্তু বৃষাদ্যে ভচতুষ্টয়ে।" ৬৬। (সূর্য্যসি° ১২ অঃ)

২৬৬১৬৩৭ যোজন, ব্যাস ৮০৭৮৩৯, এবং পৃথিবী হইতে উচ্চতা ৫২১১১৯ যোজন। ইহার নীচে বুধের শীঘ্রোচ্চ-কক্ষা, তাহার পরিমাণ ১০৪৩২০৯ যোজন, ব্যাস ৩৩১৯৩০ যোজন এবং পৃথিবী হইতে ১৬৫১৬৫ যোজন উচ্চে অবস্থিত।

বুধ ও শুক্র-কক্ষার পরিমাণ ৪৩৮১৫০ যোজন, ব্যাস ১৩৮৭৭৫ যোজন এবং পৃথিবী হইতে উচ্চতা ৬৮৫৮৮ যোজন। শুক্রের দৈনিকগতি ৯৬ কলা ৭ বিকলা ৪৩ অনুকলা। বার্ষিকগতি ৭ রাশি ১৫ অংশ ১১ কলা ৪৯ বিকলা ১২ অনুকলা। একযুগে ৭০২২৩৭৬টী ভগণ হয়। বুধের দৈনিকগতি ২৪৫ কলা ৩২ বিকলা ২১ অনুকলা। বার্ষিকগতি ১ রাশি ২৪ অংশ ৪৫ কলা ২২ বিকলা ৪৮ অনুকলা। একযুগে ১১৯৩৭০৬০টী ভগণ হইয়া থাকে। চন্দ্র পৃথিবীর অতিশয় নিকটবর্ত্তী, ইহার কক্ষাটী পৃথিবী হইতে ৫১৪৫ যোজনমাত্র উপরে অবস্থিত। চন্দ্রকক্ষার পরিমাণ ৩২৪০০০ যোজন, ব্যাস ১৬২৪ যোজন। চন্দ্রের দৈনিকগতি ৭৯০ কলা ৩৪ বিকলা ও ৫২ অনুকলা। বার্ষিক গতি ০ রাশি ১২ অংশ ৪৬ কলা ৪০ বিকলা ও ৪৮ অনুকলা। একযুগে ৫৭৭৫৩৩৩৬ ভগণ হইয়া থাকে (১)।

গ্রহদিগের মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্রের গতি সর্ব্বদাই একপ্রকার, কখনও হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না (২)। মঙ্গল প্রভৃতি অপর গ্রহগণের গতি সমান নহে। প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌গণ ইহাদের আটপ্রকার গতির নিরূপণ করিয়াছেন। যথা বক্র, অনুবক্র, কুটিল, মন্দ, মন্দতর, সম, শীঘ্র ও অতিশীঘ্র। এই আট প্রকার গতির মধ্যে মন্দ, মন্দতর, সম, শীঘ্র ও অতিশীঘ্র এই পাঁচপ্রকার গতি সরলপথে হইয়া থাকে, অবশিষ্ট তিনপ্রকার বক্রভাবে হয় বলিয়া প্রথম পাঁচ প্রকারকে ঋজুগতি ও অপর ৩ প্রকারকে বক্রগতি বলা যাইতে পারে (৩)। পূর্ব্বে গ্রহদিগের যে গতির উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা গ্রহদিগের মধ্যগতি বা গ্রহের স্বাভাবিক গতিও বলা যাইতে পারে। গ্রহগণের বিভিন্ন গতির কারণ সূর্য্যসিদ্ধান্তে এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে। রাশিচক্রে শীঘ্রোচ্চ, মন্দোচ্চ ও পাতনামক বায়বীয় শরীরধারী তিনটী জীব বাস করে, ইহা-

(১) বর্ত্তমান য়ুরোপীয় জ্যোতির্বিদ্‌গণ উপরোক্ত মত স্বীকার করেন না। তাঁহারা উৎকৃষ্ট যন্ত্রসাহায্যে গ্রহাদির পরিমাণ, গতি ও সূর্য্য হইতে দূরত্ব এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন—

গ্রহের নাম	ব্যাস—মাইল	সূর্য্য হইতে দূরত্ব	সূর্য্যপ্রদক্ষিণকাল	আহ্নিক গতি
বুধ (Mercury)	৩১৪০	৩৫০০০০০০	৮৮ দিন	২৪ ঘণ্টা ৫ মি° ২৮ সেঃ
শুক্র (Venus)	৭৭০২	৬৬০০০০০০	২২৫ „	২৩ ঘ° ২১ মি° ৭ সে°
পৃথিবী	৭৯১২	৯১০০০০০০	৩৬৫।০ „	২৩ ঘ° ৫৬ মি°
মঙ্গল (Mars)	৪১০০	১৪২০০০০০০	৬৮৭ „	২৪ ঘ° ৩৯ মি° ২১ সে°
বৃহস্পতি (Jupiter)	৯১০০০	৪৭৫০০০০০০	৪৪৩২ „	৯ ঘ° ৫৫ মি°
শনি (Saturn)	৭৯০০০	৮৭১০০০০০০	১০৭৫৯ „	১০ ঘ° ১৬ মি°
ইউরেনস্*	৩৪২১৭	১৭৫২০০০০০০	৩০৬৮৭ „	
নেপচুন †		২৭৬০০০০০০০	৬০১২৭ „	

(২) য়ুরোপীয় মতে চন্দ্র একটী উপগ্রহ, ইহা পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক (Satellite), ইহার আকার পৃথিবীর চতুর্দ্দশ ভাগের এক ভাগ, সম্প্রতি চন্দ্র পৃথিবী হইতে ২৩৭৮৪০ মাইল অন্তর, ইহার একবার কক্ষা পরিভ্রমণ করিতে ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪০ মিনিট সময় লাগে।

য়ুরোপীয় মতে সূর্য্য একটী স্থির নক্ষত্র, ইহার একবার কক্ষা পরিভ্রমণ করিতে ২৫ দিন ৮ ঘণ্টা ১০ মিনিট সময় লাগে।

এতদ্ভিন্ন য়ুরোপীয় জ্যোতির্বিদ্‌গণ দূরবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে এ পর্য্যন্ত ৩২৩টী সামান্য গ্রহ ও তাহাদের কোন কোনটীর গতি নির্ণয় করিয়াছেন। [গ্রহ প্রভৃতি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

(৩) "বক্রানুবক্রাকুটিলামন্দামন্দতরা সমা।
তথা শীঘ্রতরা শীঘ্রা গ্রহাণামষ্টধা গতিঃ॥ ১২॥
তত্রাতিশীঘ্রা শীঘ্রাখ্যা মন্দা মন্দতরা সমা।
ঋজ্বীতি পঞ্চধা জ্ঞেয়া যা বক্রা সানুবক্রগা॥" ১৩ (সূঃ সিঃ ২ অঃ)
'ভৌমাদিগ্রহাণাং বিবিধপ্রাণাঃ অষ্টধাগতি'—রঙ্গনাথ।

* ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম হর্শেল এই গ্রহটি আবিষ্কার করেন।

† প্যারিস নগরীর প্রসিদ্ধ ফরাসী জ্যোতির্বিদ্ লেভেরিয়র ও এডাম কর্তৃক ১৮০০ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়।

দের আকর্ষণেই গ্রহদিগের বিভিন্ন গতি হইয়া থাকে (১)। টীকাকার রঙ্গনাথ ঐ তিনটিকে জীব বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহার মতে সেই সেই স্থানকেই শীঘ্রোচ্চ, মন্দোচ্চ ও পাত বলা যাইতে পারে (২)। গ্রহ কক্ষার উচ্চস্থানে প্রবহ বায়ুর অতিরিক্ত একপ্রকার বায়ু আছে, ঐ বায়ু সর্ব্বদাই একস্থানে থাকিয়া কম্পিত হইতেছে, এই বায়ুরূপ রজ্জুতে গ্রহবিম্ব উত্তরদিকে গ্রথিতের ন্যায় রহিয়াছে। গ্রহবিম্ব আপনার শক্তিতে স্বীয় উচ্চস্থান হইতে পূর্ব্বদিকে চলিতে আরম্ভ করিলে ঐ বায়ু তাহাকে পশ্চিমদিকে আকর্ষণ করিতে থাকে, বায়ুর আকর্ষণে গ্রহবিম্বের গতির অল্পতা হয়। এই প্রকারে চলিতে চলিতে গ্রহবিম্ব যখন উচ্চস্থান হইতে ৬ রাশি দূরে সরিয়া পড়ে, তখন আবার ঐ বায়ু গ্রহকে পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ উচ্চস্থানের অভিমুখে আকর্ষণ করিয়া থাকে। গ্রহের গতিও পূর্ব্বদিকে এবং বায়ুও তাহাকে পূর্ব্বদিকে আকর্ষণ করে বলিয়া তখন গ্রহের গতির আধিক্য হয়। গ্রহস্থান হইতে পূর্ব্বভাগে ৬ রাশি দূরে অবস্থিত উচ্চনামক জীব গ্রহবিম্বকে পূর্ব্বদিকে আকর্ষণ করে এবং গ্রহস্থান হইতে পশ্চিমে ৬ রাশিদূরে অবস্থিত উচ্চ জীব গ্রহকে পশ্চিমদিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে (৩)। [মাধ্যাকর্ষণ শব্দে সূর্য্যাদীর মত দ্রষ্টব্য।]

সূর্য্য ভিন্ন অপর সকল গ্রহেরই পাত আছে। ক্রান্তি-বৃত্তস্থিত গ্রহের ভোগ স্থান হইতে উত্তরে ও দক্ষিণে পাত অবস্থিত। পাত আপনার শক্তিতে চন্দ্র প্রভৃতিকে ক্রান্তিবৃত্ত হইতে বিক্ষিপ্ত করে। এই পাত আপনার শক্তিতে গ্রহগণকে স্বস্থান পরিত্যাগ করায় বলিয়া, ইহাকে রাহু নামে উল্লেখ করা যাইতে পারে। পাতস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকেও রাহু বলে (৪)।

গ্রহস্থান হইতে পশ্চিমভাগে ৬ রাশিতে অবস্থিত পাত বা রাহু গ্রহবিম্বকে উত্তরদিকে বিক্ষেপ করে অর্থাৎ গ্রহের ভোগস্থান হইতে উত্তরদিকে আকর্ষণ করে এবং গ্রহ স্থান হইতে পূর্ব্বভাগে ৬ রাশির মধ্যে অবস্থিত রাহু বা পাত গ্রহ-বিম্বকে দক্ষিণদিকে বিক্ষেপ করে, এই কারণে গ্রহবিম্বর দক্ষিণে ও উত্তরে বিক্ষেপ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে বুধ ও শুক্রের একটু বিশেষত্ব এই যে, বুধ ও শুক্রের উচ্চস্থান হইতে তাহাদিগের পাত পূর্ব্বার্দ্ধ বা পরার্দ্ধ মধ্যে অবস্থিত হইলে বুধ ও শুক্রকে যথাক্রমে দক্ষিণে ও উত্তরে বিক্ষেপ করে। গ্রহগণ উচ্চস্থান হইতে দূরে গমন করিলে যখন উত্তরদিকের আকর্ষণ কমিয়া যায়, তখন গ্রহের বক্রগতি হইয়া থাকে। এইরূপ আকর্ষণে মঙ্গল স্বীয় ১৬০ কেন্দ্রাংশে, বুধ ১৪৪ কেন্দ্রাংশে, বৃহস্পতি ১৩০ কেন্দ্রাংশে, শুক্র ১৬৩ কেন্দ্রাংশে ও শনি ১১৫ কেন্দ্রাংশে বক্রগতি করিয়া থাকে, এবং গ্রহগণের স্বীয় স্বীয় চক্র ৩৬০ অংশ হইতে তাহাদের কেন্দ্রাংশ বাদ দিলে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তত অংশে ইহারা বক্রগতি পরিত্যাগ করে অর্থাৎ শুক্র ও বুধ স্বীয় স্বীয় কেন্দ্র হইতে সপ্ত রাশিতে বক্রগতি পরিত্যাগ করে। এই প্রকার স্বীয় কেন্দ্রাংশ হইতে অষ্টমরাশিতে বৃহস্পতি ও বুধ এবং নবম রাশিতে শনি বক্রগতি ত্যাগ করে (৫)।

গ্রহদিগের উদয়-অস্ত।—জ্যোতিষ্কগণ সকল সময়ে সমান-ভাবে আকাশমণ্ডলে অবস্থিত করে, বাস্তবিক তাহাদের কখনও হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। রাশিচক্রের সহিত গমন করিয়া যখন দৃষ্টিপরিচ্ছেদক রেখা দ্বারা অন্তরিত হয়, তখনই আমরা তাহার অস্ত হইয়াছে বলি এবং যখন আবার ভ্রমণ করিতে করিতে দৃষ্টিপরিচ্ছেদক রেখার উপরে উঠিতে থাকে ও আমরা প্রথমে গ্রহকে দেখিতে পাই, তখন তাহার উদয় বলা হয়। ইহা ব্যতীত সূর্য্য ভিন্ন অপর গ্রহগণ ও জ্যোতিষ্কগণ যখন সূর্য্যের কিরণে অভিভূত হয়, তখনও সেই গ্রহ বা নক্ষত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, ইহাকেও অস্ত বলে এবং যখন সূর্য্য হইতে দূরে সরিয়া যায় ও প্রথমে আমরা দেখিতে পাই, তখন তাহাদের উদয় বলা যাইতে পারে। নক্ষত্রের উদয় ও অস্ত নক্ষত্রপ্রস্তাবে বলা হইয়াছে। অল্প-গতি গ্রহগণ সূর্য্য হইতে ন্যূন হইলে পূর্ব্বদিকে উদিত হয় এবং সূর্য্য হইতে অধিক হইলে পশ্চিমদিকে তাহাদের অস্ত হইয়া থাকে। বৃহস্পতি, মঙ্গল ও শনি সূর্য্য হইতে ন্যূন, ইহাদের পশ্চিমদিকে অস্ত হয় এবং বক্রগতি বুধ ও শুক্রের

---

(১) "অদৃশ্যরূপাঃ কালস্য মূর্ত্তয়ো ভগণাশ্রিতাঃ।
শীঘ্রমন্দোচ্চপাতাখ্যা গ্রহাণাং গতিহেতবঃ।" ১। (সূর্য্যসিং ২ অঃ)

(২) "তথাচ কক্ষায়াং তুঙ্গ তথা তথা তথা তথা প্রবক্তীতি দৈব-জ্ঞৈরাকৃষ্যতে ইত্যুপচারাদুচ্যতে।" (সূর্য্যসিং ২ অঃ ৩ শ্লোঃ রঙ্গনাথ।)

(৩) "গ্রহাৎ প্রাগ্‌ভগণার্দ্ধস্থঃ প্রাঙ্মুখং কর্ষতি গ্রহম্।
উচ্চসংজ্ঞোঽপরার্দ্ধস্থস্তদ্বৎ পশ্চান্মুখং গ্রহম্।" ৩। (সূঃ সিং ২ অঃ)

(৪) "দক্ষিণোত্তরতোঽপ্যেবং পাতো রাহুঃ স্বরংহসা।
বিক্ষিপত্যেষ বিক্ষেপং চন্দ্রাদীনামপক্রমাৎ।" ৬। (সূঃ সিং ২ অঃ)
"পাতস্থানাধিষ্ঠাত্রীদেবতা রাহুর্জীববিশেষঃ চন্দ্রপাতস্থৈত্যবিশেষো রাহুঃ।" রঙ্গনাথ।

(৫) "কৃতর্ত্তু চন্দ্রৈর্বেদেন্দ্রৈঃ শূন্যত্র্যেকৈর্গুণাষ্টিভিঃ।
শররুদ্রৈশ্চতুর্থেষু কেন্দ্রাংশৈঃ ভূসুতাদয়ঃ। ৫৩।
ভবন্তি বক্রিণস্তৈস্তু স্বৈঃ স্বৈশ্চক্রাদ্বিশোধিতৈঃ।
অবশিষ্টাংশতুল্যৈঃ স্বৈঃ কেন্দ্রৈরুজ্ঝন্তি বক্রতাম্। ৫৪।
মহত্ত্বাচ্ছীঘ্রপরিধেঃ সপ্তমে ভৃগুভূসুতৌ।
অষ্টমে জীবশশিজৌ নবমে তু শনৈশ্চরঃ।" ৫৫ (সূঃ সিং ২ অঃ)

পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া থাকে। চন্দ্র, বুধ ও শুক্র সূর্য্য হইতে অল্প হইলে পূর্ব্বদিকে অস্ত ও পশ্চিমদিকে উদয় হয়। [ইহার বিশেষ বিবরণ স্ফুট শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গ্রহবিম্ব সূর্য্যকিরণে আলোকিত হয় বলিয়া আমরা উজ্জ্বল দেখিতে পাই। মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহবিম্বের সকল অংশই সূর্য্যকিরণে আলোকিত হয় এবং সকল স্থানই উজ্জ্বল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু চন্দ্রমণ্ডলের সেরূপ নহে। কখন কখন চন্দ্রমণ্ডলের অল্পাংশ ও কখনও বা প্রায় সকলাংশই উজ্জ্বল দেখায়। সূর্য্যসিদ্ধান্ত ইহার এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—সূর্য্য ও চন্দ্র যখন ৬ রাশি অন্তরে অর্থাৎ সমসূত্রে উর্দ্ধাধঃভাবে অবস্থিত করে, সেইদিন চন্দ্রমণ্ডলের সকল অংশে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হয় বলিয়া চন্দ্রমণ্ডলের সকল অংশই শুক্ল ও উজ্জ্বল দেখিতে পাওয়া যায়। যে দিন চন্দ্রমণ্ডলের আমাদের দৃশ্য অংশ অর্থাৎ অর্দ্ধ অংশ উজ্জ্বল ও শুক্লবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই তিথিকে পূর্ণিমা বলে। ইহার পরদিন হইতে চন্দ্রমণ্ডল যত পরিমাণে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, সূর্য্যকিরণও তত পরিমাণে চন্দ্রে প্রতিফলিত হয় না এবং চন্দ্রের শুক্লতাও সেই অনুসারে কমিয়া আইসে। এইরূপে যে দিন চন্দ্রমণ্ডল সূর্য্যের সহিত একরাশিতে অবস্থান করে, সেদিন চন্দ্রমণ্ডলে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হয় না, ইহাকে অমাবস্যা বলে। পূর্ণিমার পরদিন হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ১৫ দিনকে কৃষ্ণপক্ষ বলে। ইহার পরদিন হইতে চন্দ্রমণ্ডল সূর্য্য হইতে যত পরিমাণ অন্তর হয়, তত পরিমাণেই সূর্য্যকিরণ তাহাতে প্রতিফলিত হইতে থাকে ও দিন দিন চন্দ্রের শুক্লতা বৃদ্ধি হয়। অমাবস্যার পরদিন হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্তকে শুক্লপক্ষ বলে। দ্বাদশ অংশ পশ্চিমে চন্দ্রের উদয় ও দ্বাদশ অংশ পূর্ব্বে অস্ত হয়। (সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১০ অঃ)

বৃহৎসংহিতার মতে যেরূপ দর্পণের উপরে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে অন্ধকারময় গৃহের অভ্যন্তরে তাহার প্রতিবিম্ব প্রবিষ্ট হইয়া অন্ধকার বিনাশ করে, সেই প্রকার জলময় চন্দ্রে সূর্য্যের কিরণ প্রতিবিম্বিত হইয়া অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৪।২) [চন্দ্র দেখ।]

গ্রহদিগের গতি অনুসারে এক গ্রহের সহিত অপর গ্রহের যোগ হইয়া থাকে। গ্রহযোগকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, গ্রহ-যুদ্ধ ও গ্রহ-সমাগম (২)। চন্দ্রের সহিত মঙ্গল প্রভৃতি পাঁচটী গ্রহের যোগকে সমাগম বলে। সূর্য্যের সহিত অপর কোন গ্রহের যোগ হইলে, তাহার অস্ত হয়, ইহাকে গ্রহের পূর্ণাস্ত বলা যায় (২)। মন্দগতি গ্রহ হইতে শীঘ্রগতি গ্রহ অধিক হইলে অল্পদিন পূর্ব্বেই তাহাদের যোগ হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রগতি গ্রহ হইতে মন্দগতি গ্রহ যদি অধিক হয়, তাহা হইলে অল্পদিন পরেই সেই দুই গ্রহের যোগ হইবে। শীঘ্রগতি বক্রী-গ্রহ মন্দগতি বক্রীগ্রহ হইতে অধিক হইলে অল্পদিন মধ্যেই তাহাদের যোগ হইয়া থাকে। কিন্তু বক্রী মন্দগতি গ্রহ বক্রী শীঘ্রগতি গ্রহ হইতে অধিক হইলে অল্পদিন পূর্ব্বেই তাহাদের যোগ হইয়াছিল। মঙ্গল প্রভৃতি পাঁচটী গ্রহের প্রতিবিম্ব মাত্রে স্পর্শ হইলে তাহাকে উল্লেখ নামক যুদ্ধ বলে। কিন্তু এইরূপ স্পর্শই যদি গ্রহের মণ্ডলের অংশ ও দিক্ ভেদে হয়, তবে তাহাকে ভেদ নামক যুদ্ধ বলে। এই প্রকার দুইগ্রহের কিরণযোগ হইলে তাহার নাম অংশুবিমর্দ্দ যুদ্ধ। গ্রহের কিরণযোগ দক্ষিণ বা উত্তরভাগে এক অংশের ন্যূন হইলে তাহাকে অপসব্য যুদ্ধ, দক্ষিণ বা উত্তরভাগে এক অংশের অধিক হইলে কিরণ যোগকেও সমাগম বলে (৩)। ভাস্করাচার্য্য গ্রহযোগের অপর অনেক ভেদও নির্ণয় করিয়াছেন, কিন্তু তাহা মানবচক্ষুর অদৃশ্য বলিয়া সূর্য্যসিদ্ধান্তের টীকাকার স্বীকার করেন না (৪)। এই গ্রহযুদ্ধে একটী গ্রহের জয় ও অপরটীর পরাজয় হয়। গ্রহযুদ্ধের পরে গ্রহ দেখিয়া কোন্‌টীর জয় ও কোন্‌টীর পরাজয় হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে যে অপসব্য যুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে, সেই যুদ্ধে পরাজিত গ্রহকে অতিশয় ক্ষুদ্র, অব্যক্ত, প্রভাহীন, রুক্ষ ও বিবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় এবং জয়ী গ্রহের দক্ষিণদিকে তাহার উদয় হইয়া থাকে। জয়ী গ্রহকে দীপ্তিমান্, স্থূল ও পরাজিত গ্রহ হইতে উত্তরদিকে উদিত দেখিতে পাওয়া যায়।

---

(১) গ্রহগণ নীচ নীচ কক্ষায় থাকিয়াই অনবরত ভ্রমণ করে, কখনও আপনার কক্ষা পরিত্যাগ করে না। গ্রহকক্ষাও অনেক অন্তরে অবস্থিত। ইহাদের বাস্তবিক যোগ হওয়া অসম্ভব। ভূমণ্ডল হইতে ঊর্দ্ধোপরিস্থিত রাশিমণ্ডল পর্য্যন্ত একটী সরল সূত্রপাত করিলে এক সূত্রে গ্রথিত মণিমালার ন্যায় যে যে গ্রহ এক সূত্রে পড়িবে, তাহাদেরই পরস্পর যোগ বলা হয়।

(২) "তারা গ্রহাণামন্যোন্যং স্যাতাং যুদ্ধসমাগমৌ।
সমাগমঃ শশাঙ্কেন সূর্য্যেণাস্তমনং সহ॥" (সূর্য্যসি° ৮ অঃ)

(৩) "উল্লেখং তারকা স্পর্শাদ্ভেদে ভেদঃ প্রকীর্ত্তিতে।
যুদ্ধমংশুবিমর্দ্দাখ্যং অংশুযোগে পরস্পরম্॥ ১৮।
অংশাদূনেঽপসব্যাখ্যং যুদ্ধমেকত্র চেদণুঃ।
সমাগমোঽংশাদধিকে ভবতশ্চেদ্ বলান্বিতৌ॥" ১৯। (সূ° সি° ৭ অঃ)

(৪) "ভাস্করাচার্য্যোক্ত বিশেষোঽভিহিতঃ॥ ভগবতা তু দৃষ্টাবিষয়োধারাণে দূরত্বো বিবিক্তবর্ণ্যাসম্ভবাৎ ব্যর্থপ্রয়াসাদুপেক্ষিতম্॥" রঙ্গনাথ সূ° সি° ৭।১৯ শ্লোকঃ।

যুদ্ধলক্ষণাক্রান্ত দুই গ্রহ এক অংশমাত্র দূরে অবস্থিত হইলে এবং দুইটীই যদি দেখিতে উজ্জ্বল হয়, তবে তাহাদের কিরণ-যোগরূপ সমাগম হইয়া থাকে। দুই গ্রহই সূক্ষ্ম অথচ পরাজয়লক্ষণবিশিষ্ট দেখাইলে তাহাদের কূট ও বিগ্রহ নামক যুদ্ধ হইয়া থাকে। গ্রহযুদ্ধে শুক্রগ্রহ অপর গ্রহ হইতে দক্ষিণে বা উত্তরে থাকিলে প্রায় শুক্রের জয় হইয়া থাকে। গ্রহযুদ্ধে মানবমণ্ডলীর শুভাশুভ ঘটিয়া থাকে।

গ্রহগণের স্বাভাবিক বর্ণ কি তাঁহার বিশেষ কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভাস্করাচার্য্যের মতে চন্দ্রের যে অংশে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করে তাহাই শুক্ল দেখায়, অপরাংশ কামিনী কেশকলাপের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। সূর্য্যসিদ্ধান্তটীকাকার রঙ্গনাথ ও আর্য্যভটের মতে সূর্য্যকিরণ হইতেই অপর গ্রহগণও আলোকিত হয়। এরূপস্থলে সূর্য্য ব্যতীত অপরগ্রহের কিরণ নাই ও কৃষ্ণবর্ণ এইরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে। প্রাচীনকাল হইতে গ্রহগণের যেরূপ ধ্যান চলিত আছে তাহাতে সূর্য্য রক্তবর্ণ, চন্দ্র কুন্দ অথবা শঙ্খের ন্যায় ধবলবর্ণ, মঙ্গল রক্তবর্ণ, বুধ প্রিয়ঙ্গু কুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ, বৃহস্পতি স্বর্ণবর্ণ, শুক্র শুক্লবর্ণ ও শনি কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া বর্ণিত আছে। [প্রাচীন হিন্দুজ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ যে যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহগতি নির্ণয় করিতেন, তাহা যন্ত্র শব্দে দ্রষ্টব্য। গোলরচনাপ্রণালী গোল শব্দে দেখ।]

পুরাণেও অল্পবিস্তর খগোল-বিবরণ লিখিত আছে। কিন্তু ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য বলেন যে, পৌরাণিক খগোল বা ভূগোল যাহা বর্ত্তমান সময়ে পাওয়া যায়, তাহা ঠিক নহে, খগোল ও ভূগোল বিবরণ যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা কালবশে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। [বৈদিক বা পৌরাণিক মত জ্যোতিষ-শব্দে দ্রষ্টব্য। খগোলের অপর বিবরণ গ্রহ, রাশি, নক্ষত্র, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি শব্দে দেখ।]

য়ুরোপীয় প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা লাপ্লাস সৌরজগতের গতির সামঞ্জস্য দেখিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এখন যে আকাশে গ্রহ-উপগ্রহ সকল অবস্থিত, সৌরজগতের আদিম অবস্থায় সেই আকাশে কেবলমাত্র গোলাকার জলন্ত বাষ্পরাশি ব্যাপ্ত ছিল। সেই বাষ্পরাশি একটী আবর্ত্তন-শলাকা আশ্রয় করিয়া নিজের চারিদিকে ঘূরিত। ক্রমে ক্রমে সেই উত্তপ্ত বাষ্পরাশি শীতল হইয়া কেন্দ্রাভিমুখে সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। সঙ্কোচন-অনুসারে গতির বেগ বাড়িয়া তাহার কেন্দ্রাতিগশক্তিও বৃদ্ধি হয়। এইরূপে ক্রমে সেই বাষ্পীয় গোলকের কেন্দ্রাতিগশক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় বিষুবরেখা-সন্নিহিত স্থান কেন্দ্রের আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া মূলাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটী স্বতন্ত্র অঙ্গুরীয়ের মত চক্ররূপ ধারণ করিল। অবশিষ্ট অংশ হইতে আবার এইরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমে ঐ বিস্তৃত বাষ্পরাশি কতকগুলি স্বতন্ত্র চক্রে পরিবেষ্টিত একটী সুবৃহৎ গোলকে পরিণত হইল, মধ্যের সর্ব্বাপেক্ষা বড় গোলকই আমাদের সূর্য্য। এক একটী স্বতন্ত্র চক্রের ঘন স্থানের আকর্ষণে চারিদিকের লঘু অংশ সকল মিশিয়া ক্রমে আবার সেই চক্রগুলি এক একটী গ্রহরূপ ধারণ করিল। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরিত্যক্ত অতি বিস্তৃত চক্রের ভিতর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র স্বতন্ত্র হইয়া যে সকল জ্যোতিষ্ক হইয়াছে, তাহারা উপগ্রহ :

লাপ্লাসের এই মতটী লইয়া য়ুরোপে হুলস্থূল পড়িয়া যায়, এক্ষণে অনেকেই এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা বলিয়া থাকেন আমরা সূর্য্য হইতে যত উত্তাপ পাই, সূর্য্য তাহার ২২৭০০০০০০০ গুণ উত্তাপ শূন্যে ছড়াইতেছে। এখন সূর্য্যের যেরূপ আয়তন, এই আয়তনে প্রতি বৎসরে ২২০ ফিট সূর্য্যব্যাস সঙ্কুচিত হইলে এখন তাপমান ঠিক থাকে। এই নিয়মে সূর্য্য ২৫ বর্ষে ১ মাইল ও এক শতাব্দীতে ৪ মাইল সঙ্কুচিত হইবার কথা। ইহা দ্বারা জানা যায়, যতদিন সূর্য্যের অধিকাংশ বাষ্পময় থাকিবে, ততদিন শীতলতাপ্রবণ সূর্য্য ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া বাহিরের উত্তাপশক্তি সমভাবে রাখিবে। এইরূপে সূর্য্য একশত বর্ষ পূর্ব্বে ৪ মাইল বড় ছিল, দু-শ বৎসরে ৮ মাইল। এই ভাবে এক সময়ে সূর্য্যবাষ্প বুধের কক্ষা পর্য্যন্ত, তৎপূর্ব্বে পৃথিবীর কক্ষা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। এইরূপে বহু পূর্ব্বে সমস্ত সৌরজগতের ব্যাপ্ত থাকিবার কথা।

এইরূপে গণনা দ্বারা য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ লাপ্লাসের মত স্বীকার করিয়া এখন স্থির করিয়াছেন, এই পৃথিবীও সূর্য্য-পরিত্যক্ত একটী বাষ্পচক্র। ক্রমে সেই বাষ্পচক্র শীতল হইয়া ক্রমে ক্রমে যখন ঘন অবস্থায় আসিল, তখন সমস্ত বাষ্পই যে তরল হইল এমন নহে, কতকটা সেই অবস্থায় পৃথিবীর উপর রহিয়া গেল, এখনও তাহার কতকাংশ পৃথিবীর উপর রহিয়াছে। পৃথিবীর তখনকার বাষ্পাবরণ প্রায় চন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই তরল অবস্থায় পৃথিবীর উত্তাপ ২০০০ সেণ্টিগ্রেড ডিগ্রির পরিমাণ ছিল। এই তীব্র তাপ লইয়া তরল পৃথিবী শীতল আকাশে ঘুরিতে লাগিল, ক্রমে শীতলতা সংস্পর্শে তাপ অনেক কমিয়া গেল, ক্রমে ক্রমে ঘন ও চটচটে হইয়া অবশেষে বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইল।

আমরা রজনীযোগে নির্ম্মল আকাশপানে চাহিলে এক দিক্ হইতে অপরদিক্ পর্য্যন্ত শুভ্রবস্ত্রের ন্যায় এক আলোকময় শ্রেণী দেখিতে পাই, তাহারই নাম ছায়াপথ (Milky way)। য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্গণ দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা ছায়াপথ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন, ঐ সকল স্থানে অসংখ্য নক্ষত্র একত্র রহিয়াছে। উহার এক একটী কোন অংশে পৃথিবী অপেক্ষা ছোট নহে। তাঁহারা দূরবীক্ষণ সাহায্যে প্রায় ২০০০০০০০ নক্ষত্র দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে ছায়াপথে প্রায় ১৮০০০০০০ নক্ষত্র আছে।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা আকাশে অনন্ত বাষ্পময় নীহারিকা রাশি (Nebulæ) দেখা যায়। এই নীহারিকার মধ্যে কতকগুলি জ্যোতিষ্ক, কতকগুলি হীনপ্রভ বিশাল বাষ্পরাশি এখনও জ্যোতিষ্কে পরিণত হয় নাই, আবার কতকগুলি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ও ছোট বাষ্পরাশির মধ্য হইতে একতুর জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে, যে শীঘ্রই একটী জ্যোতিষ্ক হইবে। য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্গণ স্থির করিয়াছেন, ঐরূপ বাষ্পরাশিই ভবিষ্য জগতের উপাদান। ঐরূপ অনন্ত নীহারিকারাশি হইতেই জগৎ প্রকাশিত।

খগোলবিদ্যা (স্ত্রী) খগোলস্য বিদ্যা ৬তৎ। যে বিদ্যা দ্বারা গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতির প্রকৃত অবস্থান ও গতি প্রভৃতি নিরূপিত হয়।

খগোলবিবরণ (ক্লী) যে গ্রন্থে বা শাস্ত্রে আকাশমণ্ডল ও আকাশমণ্ডলস্থিত গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থের প্রকৃতি, গতি ও অবস্থান প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের বিবরণ আছে।

খগৌল, পাটনা জেলায় দানাপুরের নিকট অবস্থিত একটী নগর, এখানে একটী মিউনিসিপালিটী আছে। ইহার নিকট দানাপুর ষ্টেসন হওয়াতেই ইহার সমৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছে।

খগগড় (পুং) খে আকাশে গলতি গল-অচ্ পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। তৃণবিশেষ. চলিত কথায় খাগ্ড়া বলে। ইহার পর্য্যায়—পোটগল, বৃহৎকাশ, কাকেক্ষু। (রত্নমালা)

খঘোরিয়া, চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রদেশের মায়ানী নদীতীরবর্ত্তী একটী গ্রাম। ইহার নিকটে বিষম জঙ্গল। ইংরাজরাজ নেপাল হইতে একদল গুর্খা আনাইয়া এইখানে বাস করাইবার চেষ্টা করেন। মনে করিয়াছিলেন, ইহারা বাস করিলে আপনাআপনি বন জঙ্গল কাটিয়া ফেলিবে। গুর্খাগণ লাঙ্গলাদি ক্রয় করিয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিবে বলিয়া তাহাদিগের প্রত্যেককে ১০০৲ টাকা করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তথায় তাহাদের নানাপ্রকার পীড়া হইতে লাগিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে উপনিবেশ ভাঙ্গিয়া গুর্খাগণ রাঙ্গামাটীতে প্রেরিত হইল।

খঙ্কর (পুং) খঙ্কতে ইতি খন্‌ক্বণ কার্য্যতে কৃ-অণ্,-উত্তঃ কর্ম্মধারয়ঃ। চূর্ণকুন্তল, চলিত কথায় জুল্পি বলে।

খঙ্খার (পুং) [খক্কর দেখ।]

খঙ্গ [বৈ] (পুং) মৃগবিশেষ।

"খঙ্গো বৈশ্বদেবঃ শ্বা কৃষ্ণঃ কর্ণো গর্দ্দভঃ।" (বাজসনেয়স° ২৪।৪০)

'খঙ্গো মৃগবিশেষঃ' (মহীধর।)

কেহ কেহ 'খঙ্গ' স্থলে 'খড্গ' পাঠ করেন।

খচমস (পুং) খে আকাশে চমত্যেচসৌ চম অসচ্। চন্দ্র।

খচর (পুং) খে আকাশে চরতি চর ট (চরেষ্টঃ। পা ৩।২। ১৬।) ১ মেঘ। (শব্দচন্দ্রিকা) ২ বায়ু। ৩ সূর্য্য। (পু° স্ত্রী) ৪ রাক্ষস। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ হইয়া খচরী শব্দ হয়।

"খচরস্য সুতস্য সুতঃ খচরঃ
খচরস্য পিতা ন পুনঃ খচরঃ।
খচরস্য সুতেন হতঃ খচরঃ
খচরী পরিরোদিতি হা খচর।" (মহাভারত দ্রোণ)

(ত্রি) ৫ যাহারা আকাশপথে গমন করে, আকাশগামী। (পুং) ৬ রূপক তালবিশেষ। যে রঙ্গতালে প্রথম গুরু, তৎপরে লঘু এই নিয়মে ১০টী অক্ষর থাকে, তাহাকে খচর বলে। ইহা শান্ত বা হাস্যরসের অনুকূল।

'খচরো রঙ্গতালে স্যাদ্ গুর্ব্বাদৌ লঘুস্ততঃ।
শান্তেঽথবা হাস্যরসে তাবদেব দশাক্ষরঃ।" (সঙ্গীতদামোদর)

(ক্লী) ৭ কাশীশ, হীরেকস। (হেম°)

খচর্ [খচ্চর দেখ।]

খচারী [ন্] (ত্রি) খে আকাশে চরতি চর-ণিনি। ১ যাহারা আকাশপথে গমন করে, আকাশগামী। (পুং) ২ কার্ত্তিকেয়।

"খচারী ব্রহ্মচারী চ শূরঃ শরবণোদ্ভবঃ।" ভারত ৩।২৩১ অঃ।

খচিত (ত্রি) খচ-ক্ত। সংযুক্ত। পর্য্যায়—করম্বিত, রচিত, উৎকলিত, করম্ব, কবর, মিশ্র. সংপৃক্ত, ব্যাপ্ত, গুম্ফিত, ছুরিত।

খচিল (ক্লী) খে আকাশে চলতি, চল অচ্। বলি, মাটুল।

খচ্চর (পারসী) খচর্, অশ্বতর।

খঞ্জ (পুং) খঞ্জতি মধ্যাতি-খজ-অচ্। ১ মন্থান দণ্ড, ঘোলমহনী।

"পয়স্যস্তর্হিতং সর্পির্ন্মথ্নীয়াৎ খঞ্জকৈঃ।
তত্রুং নির্ম্মথ্যতে তদ্বদ্দেহসংস্থিতৈঃ খঞ্জৈঃ।"

(ভারত ১৩।২১৪ অঃ)

২ দর্ব্বি, হাতা। ৩ যুদ্ধ। "অলর্ষি যুধ্ম খজকৃৎ পুরন্দর।" (ঋক্ ৮।১।৭) 'খজকৃৎ যুদ্ধস্য কর্ত্তা'। (সায়ণ)

খঞ্জক (পুং) খজ-স্বার্থে কন্। মন্থান দণ্ড। (হেম°)

খঞ্জকৃৎ (ত্রি) খঞ্জং যুদ্ধং করোতি কৃ কিপ্ তুগাগমশ্চ। যুদ্ধকর্ত্তা।

খঞ্জকর (ত্রি) যুদ্ধকর্ত্তা। "কর্ম্মন কর্ম্মকৃত্মূর্ত্তিঃ খঞ্জকরঃ।" (ঋক্ ১।১০২।৬)

'খঞ্জকরঃ খঞ্জঃ স গ্রামঃ তস্য কর্ত্তা। খঞ্জকরঃ খঞ্জ মদে পচাদ্যচ্। ক্ষেমপ্রিয়মদেহণ চ। (পা ৩।২।৪৪) ইতি চ-শব্দ স্যানুক্তসমুচ্চয়ার্থত্বাৎ খঞ্জশব্দোপপদাদপি করোতেঃ খচ।' সায়ণ।

খঞ্জপ (ক) খঞ্জাতে মথ্যতে খঞ্জ কর্ম্মণি কপন (উষিকুট দলি কচি খজিভ্যঃ কপন। উণ ৩।১৪২) ঘৃত। (উণাদিবৃত্তি)

খঞ্জল (ক্লী) খে আকাশে সঞ্চিতং জলং। ১ নীহার। (ত্রিকাণ্ড) ২ আকাশ হইতে পতিত জল আকাশজল।

"বর্ষাসু চর্য্যা ঘনৈঃ সহোৎপা বিষাত কীটপূতাশ্চ।
তন্নিবৃত্তয়েপেয় খঞ্জলমগস্ত্যোদয়াৎ পূর্ব্বম্।" (রাজবল্লভ)

খজা (স্ত্রী) খজ ভাবে অপ্ টাপ। ১ মন্থন। ২ পহত। খজ করণে অপ স্ত্রিয়াং টাপ। ৩ চমসের সদৃশ পাকসাধন দ্রব্যবিশেষ। "খজাক দর্ব্বীক করেণ ধারয়ন্।" (ভারত ৪।৭।১) ৪ মন্থন। (শব্দরত্নাবলী)

খজাক (পুং) খজ-আক (খজেরাকঃ। উণ্ ৪।১৩।) পক্ষী।

খজাকা (স্ত্রী) খজ আক্ টাপ্। দর্ব্বি, চমস, হাতা।
'খজাকঃ পাক্ষিণি খাতঃ খজাকা দারুকচাতে।' (উজ্জ্বলদত্ত ৪।১৩)

খজানা (পারসী) খাজানা, রাজা বা ভূস্বামীকে দেয় কর।

খজিকা (স্ত্রী) খজৈব স্বার্থে খন্ অত ইত্বং। খজা।

খজিৎ (পুং) যেন শূন্যভাবনয়া সর্ব্বং সংসারং খণ্ডি কিপ্ তুগাগমশ্চ। শূন্যবাদী বৌদ্ধবিশেষ। ইহারা শূন্যই একমাত্র পদার্থ স্বীকার করে। [বৌদ্ধ দেখ।]

খজুনা, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কথোপকথনের এক ভাষা। শিনা, খজুনা ও অর্ণিয়া এই তিন ভাষায় পরস্পর সৌসাদৃশ্য আছে। আস্তর, গিলঘিট চিলাস, দারেল, কোহ্লি ও পল্স প্রভৃতি সিন্ধু নদীর উত্তর তীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশগুলিতে শিনা ভাষা প্রচলিত। হুণজা ও নাগর প্রদেশে খজুনা ভাষা প্রচলিত এবং অর্ণিয়াভাষা যশন ও চিত্রল প্রদেশে প্রচলিত। ইহার নিকটে বর্ত্তমান দরদ বা দর্দুদেশ। প্রাচীনকালে ইহাকেই দারদদেশ বলিত, এই দেশেও এই ভাষা প্রচলিত।

খজুরা, যশোহরজেলায় চিত্রানদীতীরে এই গ্রাম। প্রচুর খেজুরে-গুড় এইখানে প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহার নাম খজুরা হইয়াছে।

খজুরাহু, বিন্ধ্যপর্ব্বতের পশ্চিমদিকে প্রাচীন কালঞ্জররাজ্যের মধ্যে একটী প্রাচীন নগর। ইহার চলিত নাম কুজরো। ইহা ২৪°৫১´ উঃ অক্ষাং ও ৮০° পূঃ দ্রাঘিমায় কিয়ান (কেন) নদীর তীরবর্ত্তী রাজনগর হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানে চন্দেলরাজগণের রাজধানী ছিল। ইহার সংস্কৃত নাম খর্জ্জুরবাটিক। গজনীরাজ মামুদের সহযাত্রী আবুরিহান কালঞ্জর জয়কালে (১০২২ খৃঃ) এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন "জহৌতিদিগের রাজধানী যাহার নাম কজুরাহু কান্যকুব্জ হইতে ৯০ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণে অবস্থিত।" কিন্তু ইহা কান্যকুব্জের দক্ষিণে ৯০ ক্রোশদূরে অবস্থিত। তৎপরে ১৩৩৫ খৃঃ অব্দে ইবন্ বতুতা ভারতদর্শনে আসিয়া ইহাকে কজুরা নামে উল্লেখ করেন। তাঁহার সময় এখানে এক মাইল বিস্তৃত একটী সরোবর ও তাহার তীরে অসংখ্য হিন্দু দেবমন্দির ছিল।

হিউএন্সিয়াঙ্ ইহাকে চিচিতো (জহৌতি) নামে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময় এই নগরটী ২১০ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল, এখানে ১২টী বৌদ্ধমঠ, প্রায় সহস্র ব্রাহ্মণের বাস এবং হিন্দুদিগের ১২টী প্রধান মন্দির ছিল। এখানকার রাজা নিজে জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন বটে, কিন্তু একজন দৃঢ়বিশ্বাসী বৌদ্ধ। দেশ অতিশয় উর্ব্বরা ছিল। তাঁহাদের নানাস্থান হইতে বিদ্বান্ গুণী সর্ব্বদা এখানে আসিতেন।

হিউএন্সিয়াঙ ও আবুরিহানের বর্ণনানুসারে এই জহৌতি প্রদেশ বর্ত্তমান বুন্দেলখণ্ড বলিয়াই বোধ হয়। এখানকার ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে জহৌতি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়। জহৌতি শব্দে যজুর্হোতা এইরূপ অর্থ করে, কিন্তু জহৌতিয়া বণিক নামে একজাতীয় বণিক এই প্রদেশে বাস করে। সুতরাং পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, জহৌতি শব্দ দেশবাচক। কানিংহাম সাহেব ইহার নিকটবর্ত্তী গ্রামের উত্তরপূর্ব্বে বামনদেবের মন্দিরের নিকট কীর্ত্তিবর্ম্মরাজের সময় একখানি শিলালিপিতে জেজাখ্য ও জেজভুক্তি এই দুই নাম পাইয়াছেন। ইহা হইতে তিনি অনুমান করেন যে, এই জেজভুক্তি হইতেই জহৌতি নামের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি আরও অনুমান করেন টলেমি বর্ণিত সন্দ্রবতিস বা সন্দবতিস্ নামক দেশ ও তন্মধ্যস্থ কুরপোরিন, এস্পেলেথ্রা, নদুবন্দগর ও তমসিস নামক নগরগুলি যথাক্রমে জহৌতিদেশ, খজুরপুর, মহবা, নন্দপুর ও তপস্বী নামক নগরীর বিকৃত নামান্তর মাত্র। সংস্কৃত শাস্ত্রে কালঞ্জর প্রদেশ তপস্বীস্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। [কালঞ্জর দেখ।]

বর্ত্তমান সময়ে খজুরাহু একটী সামান্য গ্রামমাত্রে পরিণত হইয়াছে। দুই আড়াই হাজারের অধিক অধিবাসী

নাই ; কনৌজিয়া ও যজহুতিয়া এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এখানে আছে। ঠাকুর উপাধিধারী কতকগুলি চন্দেল জমিদারও আছেন।

এখানকার বিখ্যাত প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি চৌষট্টিযোগিনীর মন্দির। উহা শিবসাগর নামক সরোবরের দক্ষিণপশ্চিমে ১৬ হাত উচ্চ ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এখন ও ৬৪টি মন্দির বর্ত্তমান আছে, কাহারও চূড়া, কাহারও দেওয়াল মাত্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সমস্ত মন্দিরগুলি শ্রেণীবদ্ধরূপে একটী আয়তক্ষেত্রের উপর অবস্থিত ; মধ্যস্থলে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। মন্দিরগুলি গ্রেণাইট পাথরে নির্ম্মিত। প্রতি মন্দিরগৃহ দেড়হাত লম্বা এবং আড়াই হাত বিস্তৃত। যে চতুরস্র ক্ষেত্রের উপর এই ৬৪টি মন্দির অবস্থিত, তাহার চারিদিকে প্রাচীর দিয়া ঘেরা। বেষ্টনের ভিতর প্রাচীরের গাত্রে মন্দির পাশাপাশি নির্ম্মিত। প্রাচীরের দৈর্ঘ্য উত্তর ও দক্ষিণে ৪৬ হাত এবং পূর্ব্বপশ্চিমে ৬৮ হাত। প্রাচীরের উপর প্রত্যেক মন্দিরের চূড়া স্বতন্ত্র অবস্থিত। উত্তরের প্রাচীরের মধ্যস্থলে মন্দিরপ্রাঙ্গণে যাইবার প্রধান পথ ; দক্ষিণের প্রাচীরের মধ্যস্থলের মন্দিরটী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও প্রশস্ত। সকল মন্দিরে প্রতিমা এখন নাই। দক্ষিণদিকের বৃহৎ মন্দিরে অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি ও মাহেশ্বরী এবং বারাহীমূর্ত্তিই এখনও ঠিক আছে। মহিষমর্দ্দিনীর বেদীগাত্রে হিঙ্গলাজ নাম খোদিত আছে। ইহার মধ্যে একটী হনুমানের মন্দিরও আছে।

এই হনুমান্মূর্ত্তির বেদীর গাত্রে একটী খোদিতলিপি আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে গাহিলপুত্র গোল্ল (সম্ভবতঃ) ৯৭০ সম্বতে মাঘ মাসের শুক্লানবমীতে পবনাত্মজ গোল্লাক শ্রীমান্ হনুমন্মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এই স্থানে "কুটিল" অক্ষরে খোদিত হর্ষদেব ও শ্রীক্ষিতিপালদেব নামাঙ্কিত একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। যদি এই হর্ষদেব যশোবর্ম্মার পিতা ধঙ্গরাজের পিতামহ হর্ষদেবই হন, তাহা হইলে এই শিলালিপিখানি ৯০০ খৃঃ অব্দের বটে। ইহা অপেক্ষা এস্থানে আর প্রাচীন শিলালিপি না পাওয়ায় অনুমিত হয় ৬৪টি যোগিনীর মন্দির অন্ততঃ এই ৯০০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে বা সময়ে বর্ত্তমান ছিল। চৌষট্টিযোগিনীর মন্দিরের নির্ম্মাণপ্রণালী ও শিল্পকার্য্যাদি দেখিয়া বোধ হয় যে ইহা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছে।

শিবসাগরের তীরে কতক গ্রেণাইট ও কতক বালু[illegible] নির্ম্মিত আর একটি মন্দির আছে, তাহাতে ব্রহ্মমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। ইহা চৌষট্টিযোগিনীর মন্দির অপেক্ষা আধুনিক, কিন্তু অন্যান্য মন্দির যাহা কেবল বালুপাথরে নির্ম্মিত, তাহা হইতে প্রাচীন বটে। চৌষট্টিযোগিনী মন্দিরের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে পাহাড়ের উপরে আর একটী ভগ্নাবশিষ্ট মন্দির আছে। এই মন্দিরে ৪ হাত উচ্চ গণেশের প্রতিমা আছে। চৌষট্টিযোগিনীর মন্দিরের দ্বারদিকে এই প্রতিমার মুখ। এই মন্দির বালুপাথরে নির্ম্মিত। গণেশের মূর্ত্তিটী অতি সুন্দর।

খজুরাহর মধ্যে যতগুলি মন্দির আছে, তন্মধ্যে কন্দরীয় মহাদেবের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও বৃহৎ। ইহা দৈর্ঘে ৭৩ হাত, প্রস্থে প্রায় ৮৬ হাত ও উচ্চে প্রায় ৭৮ হাত। মন্দিরটী ৫ ভাগে বিভক্ত। সোপান হইতে উঠিয়াই অর্দ্ধমণ্ডপ, তৎপশ্চাতে মণ্ডপ, তৎপরে মহামণ্ডপ, তৎপরে অন্তরাল ও তৎপরে গর্ভগৃহ। মন্দিরগাত্রে ভিতরে এবং বাহিরে নানাবিধ মূর্ত্তি খোদিত আছে। তন্মধ্যে অনেকগুলি অশ্লীল। এতদ্ভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি ও খোদিত আছে। ইহার কারুকার্য্য বিশেষরূপে দেখিতে গেলে তত সুন্দর বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু মোটের উপর সমগ্র মন্দিরটী শোভার আধার। এই মন্দিরের মধ্যে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত। গৌরীপট্টের উপর লিঙ্গশরীরের পরিধি প্রায় তিন হাত। প্রতিমা মর্ম্মরপ্রস্তরে নির্ম্মিত।

গর্ভগৃহের দ্বারের উপরিভাগে ঠিক মধ্যস্থলে শিব এবং তাহার বামে বিষ্ণু ও দক্ষিণে ব্রহ্মামূর্ত্তি আছে।

শিবমন্দিরের ঠিক উত্তরে একটী ক্ষুদ্র অর্দ্ধভগ্ন মন্দির আছে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে ছত্রপুরের রাজগণ ইহার জীর্ণসংস্কার করাইয়াছেন। ইহা একটী শিবমন্দির। ইহারও দ্বারের উপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মূর্ত্তি আছে।

এই ক্ষুদ্র শিবমন্দিরের ঠিক উত্তরে দৈর্ঘে প্রায় ৫১ হাত, প্রস্থে প্রায় ৩৩ হাত আর একটী বৃহৎ মন্দির আছে। তাহা দেবী জগদম্বার মন্দির বলিয়া বিখ্যাত। সম্ভবতঃ প্রথমে ইহা বিষ্ণুমন্দির ছিল, কারণ গর্ভগৃহের দ্বারের উপর ঠিক মধ্যস্থলে বিষ্ণু ও উভয়পার্শ্বে শিব ও ব্রহ্মার মূর্ত্তি আছে। গর্ভগৃহের মধ্যস্থলে চতুর্ভুজা পদ্মহস্তা দেবীমূর্ত্তি আছে। তাহা লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার শিল্পনৈপুণ্য কন্দরীয় মহাদেবের মন্দিরের শিল্প অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। ইহার গাত্রে খোদিত কতগুলি পৃথক্ অক্ষর আছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, ইহা চন্দেলদিগের প্রভাবের সময় অর্থাৎ দশম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে।

জগদম্বা-মন্দিরের উত্তরে ও শিবসাগরের প্রাচীনগর্ভের পশ্চিমে চত্রকপত্রক (ছত্তর কো পত্তক) নামে একটী মন্দির আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে দুই হাতে দুইটী পদ্ম ধরিয়া একটী পুরুষমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। মূর্ত্তিটী সূর্য্যপ্রতিমা বলিয়া অনুমিত হয়। এই প্রতিমার বেদীগাত্রে সূর্য্যের সপ্তাশ্বরথ খোদিত আছে। ইহার গঠনপ্রণালী ঠিক জগদম্বার মন্দিরের ন্যায়। দৈর্ঘ্যে ৫৮ হাত প্রস্থে ৩০॥০ হাত, ইহার তোরণ দ্বার, অর্দ্ধমণ্ডপ ও মণ্ডপ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহার মহামণ্ডপ অষ্টকোণ, কিন্তু ছাদটী চারিটী মাত্র স্তম্ভের উপর অবস্থিত। মন্দিরের নিম্নদিকে ব্রহ্মা, সরস্বতী, হরপার্ব্বতী ও লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি আছে।

শিবসাগরের প্রাচীগাত্রের পূর্ব্বদিকে বিশ্বনাথের মন্দির অবস্থিত। কন্দরীয় মহাদেবের মন্দিরের ন্যায় ইহার গঠনপ্রণালী। পরিমাণ প্রায় চত্রকপত্রক মন্দিরের সমান। ইহার চতুষ্কোণে ও দ্বারের সম্মুখে আর পাঁচটী ক্ষুদ্রাকার মন্দির আছে। ইহার গর্ভগৃহের দ্বারের উপর বৃষারূঢ় শিবমূর্ত্তি এবং তাহার দক্ষিণে হংসারূঢ় ব্রহ্মা ও বামে গরুড়ারূঢ় বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। মন্দির মধ্যে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরের অর্দ্ধমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া দুইখানি খোদিতলিপি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার একখানিতে ১০১৭ সম্বৎ (বা ৯৯৯ খৃষ্টাব্দ) ও অপর খানিতে ১০৫৮ সম্বৎ (বা ১০০১ খৃঃ অব্দ) লিখিত আছে। ইহার একখানি হইতে জানা যায় যে, চন্দ্রাত্রেয় গোত্রীয় রাজা ধঙ্গ মরকতময় শিবলিঙ্গ শম্ভুনামে অভিহিত করিয়া এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই শিলালিপি খোদিত হইবার প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ধঙ্গরাজ জীবলীলা সংবরণ করেন। এই মন্দিরকে পূর্ব্বে প্রমথনাথের মন্দির বলা হইত।

এই মন্দিরে একখানি শিলালিপি পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে একখানি ১০১৬ সম্বতের (বা ৯৯৯ খৃষ্টাব্দের)। ইহাতে লিখিত আছে যে, রাজা ধঙ্গ এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহার পুত্র গণ্ডদেব তাঁহার পরেই রাজ্যারোহণ করেন এবং ধঙ্গদেবের ১০০ বর্ষ বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। অন্যান্য লিপি হইতে জানা যায় ধঙ্গদেব ৯৫৪ হইতে ৯৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। তৎপরে গণ্ডদেব রাজা হন। ইনি ৯৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। গণ্ডদেব ১০২০ খৃষ্টাব্দে কনোজ আক্রমণ ও ১০২১ খৃষ্টাব্দে গজনীর মামুদ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। এই শিলালিপিতে চন্দেল রাজগণের বংশাবলী দেওয়া আছে।

বিশ্বনাথ-মন্দিরের নাটমন্দিরে আর একখানি শিলালিপি আলগা দাঁড়াইয়া আছে। ইহাতে ১০৫৮ সম্বৎ বা ১০৯১ খৃষ্টাব্দ লিখিত। কিন্তু ইহাতে একটীও চন্দেলরাজের নাম নাই। ইহাতে কক্কল নাম আছে, কিন্তু তাহা কোন্ রাজার নাম ঠিক বলা যায় না। এই সময়ে কলচুরী-বংশে অলবিরুণীর সমসাময়িক গাঙ্গেয়দেবের পিতা কক্কল স্বরাজ্যে রাজত্ব করিতেছিলেন বটে।

ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে ইহারই চাতালের উপর আর একটি ক্ষুদ্র শিবমন্দির আছে। ইহারও দ্বারের উপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মূর্ত্তি আছে এবং মন্দির মধ্যে অষ্টভুজা, ত্রিশূল ও খর্পরধারিণী উপবিষ্টা ক্ষুদ্র দুর্গামূর্ত্তি আছে। ঐ চাতালের উত্তরপূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্বকোণে এইরূপ ক্ষুদ্র মন্দির ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উত্তরপূর্ব্বকোণের মন্দিরটী চূণের কাজ করিয়া নূতন ধরণের করিয়া লওয়া হইয়াছে।

বিশ্বনাথ-মন্দিরের ঠিক সম্মুখে বৃষমন্দির। বৃষমূর্ত্তি ৪॥০ হাত দীর্ঘ এবং অতি মসৃণ। ইহাও বিশ্বনাথ-মন্দিরের সমসাময়িক।

বিশ্বনাথ মন্দিরের দক্ষিণদিকে পার্ব্বতী-মন্দির, ইহার গর্ভগৃহ ব্যতীত সমস্তই ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। ইহাও পূর্ব্বে বিষ্ণুমন্দির ছিল বলিয়া বোধ হয়, কারণ দ্বারের উপর ঠিক মধ্যস্থলে বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। মন্দির মধ্যে চতুর্ভুজা দেবীমূর্ত্তি দণ্ডায়মানা। ইহার উচ্চতা ৩॥০ হাত। কেহ ইহাকে পার্ব্বতীমূর্ত্তি কেহ বা লক্ষ্মীমূর্ত্তি বলেন। এই প্রতিমার ঠিক মাথার উপর একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে, সুতরাং ইহা লক্ষ্মীমূর্ত্তি হওয়াই সম্ভব। মন্দিরগাত্রে শূকর-শীকার, হস্তী, অশ্ব ও অস্ত্রধারী সৈনিকদল খোদিত আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে ৩॥০ হাত উচ্চ চতুর্ভুজ চতুঃশির একটী পুরুষ-মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। ইহার একমুখ মানবাকার, অন্য সমস্তই সিংহাকার। সম্ভবতঃ ইহা নৃসিংহমূর্ত্তির প্রতিরূপ।

বিশ্বনাথ-মন্দিরের ঠিক দক্ষিণে একটী ক্ষুদ্রমন্দিরের গর্ভ-গৃহ মাত্র অবশিষ্ট আছে। লোকে ইহাকে পার্ব্বতী-মন্দির বলে। কিন্তু দ্বারের উপর বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। অভ্যন্তরে ৩॥০ হাত উচ্চ চতুর্ভুজা দেবী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত আছে, এই প্রতি-মাকে লোকে পার্ব্বতী বলে, কিন্তু এই প্রতিমার ঊর্দ্ধদেশে মধ্যস্থলে বিষ্ণু এবং তাঁহার দক্ষিণে ব্রহ্মা ও বামে শিব-মূর্ত্তিও আছে।

শিবসাগরের পূর্ব্বতীরে আর কতকগুলি মন্দির আছে, ইহাদের মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সেটী আকারে বিশ্বনাথ-মন্দিরের ন্যায়। ইহাকে লোকে রামচন্দ্রমন্দির বা 'চতুর্ভুজ', মন্দির বলে। কনিংহাম সাহেব ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইহাকেই লক্ষ্মী-

জীর মন্দির বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। শেষে ১৮৮৪।৮৫ সালের বিবরণীতে চতুর্ভুজমন্দির বলিয়াই লিখিয়াছেন। কিন্তু আমরা ইহাকে নৃসিংহ বলিতে চাই। বিশ্বনাথ-মন্দিরের ন্যায় ইহারও চারিকোণে ও সম্মুখে আর ৫টি ক্ষুদ্র মন্দির আছে। এই মন্দিরের গাত্রে বিশ্বনাথ মন্দিরের ন্যায় অভ্যন্তরে ও বাহিরে যথেষ্ট চিত্র খোদিত আছে, তন্মধ্যে শূকর-শীকার, লোকযাত্রা, সৈন্যসমাবেশ, হাতী ঘোড়ার প্রদর্শনী প্রভৃতি ছবিগুলি অতি সুন্দর। এই মন্দির মধ্যে ২৸০ হাত উচ্চ একটী চতুর্ভুজ প্রতিমা আছে। প্রতিমার ৩টী মস্তক, মধ্যস্থলের মস্তকটী মনুষ্যাকৃতি ও দুইপার্শ্বের মস্তক দুটী সিংহাকার। সম্ভবতঃ এই প্রতিমা 'নৃসিংহ' মূর্ত্তি। আর এই জন্যই আমরা ইহাকে নৃসিংহ-মন্দির বলিতে চাই। এই মন্দিরে একখানি শিলালিপি আছে, তাহাতে চন্দেল-রাজগণের বংশাবলী দেওয়া আছে এবং নন্নুকদেব হইতে ধঙ্গদেব পর্য্যন্ত নাম পাওয়া যায়। তাহাতেই খোদিত আছে যে, এই মন্দির রাজা যশোবর্ম্মা ও তৎপুত্র কর্ত্তৃক ১০১১ সম্বতে (৯৫৪ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত হয়। ইহা হইতেই জানা যাইতেছে যে ইহা বিশ্বনাথ-মন্দির অপেক্ষা ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে গঠিত হয়। ক্ষুদ্র মন্দিরগুলিতেও বিষ্ণুমূর্ত্তি ছিল। পশ্চাদ্দিকের মন্দির দুইটী পূর্ব্বমুখে স্থাপিত। প্রত্যেক মন্দিরের সম্মুখে দুটী স্তম্ভ দেওয়া বারাণ্ডা আছে।

চতুর্ভুজ মন্দিরের ঠিক পূর্ব্বে বরাহমন্দির। এই বরাহ-মন্দিরের দ্বার চতুর্ভুজ-মন্দিরের দ্বারের ঠিক সম্মুখ। ইহার মধ্যে একটী প্রস্তরের শূকর আছে। শূকরটী লম্বে ৮ ফুট ৯ ইঞ্চি, উচ্চে ৯½ ফুট। শূকরমূর্ত্তির বেদীগাত্রে একটী বৃহদাকার সর্প খোদিত আছে। এই সর্প লাঙ্গুলের উপর শূকরের লাঙ্গুল মিশিয়াছে এবং সর্পমস্তকের উপর একটী মনুষ্য মূর্ত্তি আছে। এই মনুষ্যমূর্ত্তির নিকট আর একটী প্রতিমার দুইটী ভগ্ন পা পড়িয়া আছে। সম্ভবতঃ এই মূর্ত্তিটীর হস্তদ্বয় বরাহের গলদেশে ছিল, কারণ উহার গলদেশে দুইখানি হস্তেরও ভগ্নাবশেষ আছে। শূকরের গাত্রে অসংখ্য মনুষ্যমূর্ত্তি খোদিত।

বরাহ-মন্দিরের ১০।০ হাত উত্তরে একটী ক্ষুদ্র দেবীমন্দির আছে। ইহার মধ্যে চতুর্ভুজা দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রবেশ-দ্বারের উপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর মূর্ত্তি আছে, বোধ হয় ইহা লক্ষ্মী-মন্দির।

চতুর্ভুজা-মন্দিরের ২০ হাত দক্ষিণে মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের মন্দির। ইহার মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় নামে ৬ হাত উচ্চ একটী মোটা লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ইহার গোলাকার চূড়ার অগ্রভাগ ছত্রপুরের রাজা গিল্টী করিয়া দিয়াছেন এবং মন্দিরগাত্রে পুরু করিয়া চুণ ধরাইয়া পঙ্কের কাজ করাইয়াছেন।

শিবসাগরের দক্ষিণে ও সূর্য্যমন্দিরের উত্তরে ভগ্নস্তূপ পড়িয়া আছে।

উত্তরাংশে পশ্চিমের মন্দিরাদি হইতে ১ পোয়া পথদূরে কতকগুলি ভগ্ন স্তূপ আছে। সম্ভবতঃ এগুলি হিউয়েন সিয়ং বর্ণিত বৌদ্ধমঠের ভগ্নাবশেষ।

একটী স্তূপ দৈর্ঘ্যে ১৩১ হাত ও প্রস্থে ১০৬ হাত ও উচ্চে প্রায় ১০ হাত। ইহার নাম 'গন্ধার স্তূপ'। ভিলসা নগরেও গন্ধার নামে একটী স্তূপ আছে। ইহা দেখিয়া স্বচ্ছন্দে বুঝা যায় যে, ইহা একটী বৃহৎ বৌদ্ধমঠের ভগ্নাবশেষ বটে। ইহার ৩০৫ হাত দক্ষিণে আর একটী ক্ষুদ্র স্তূপ আছে। ইহার মধ্যে দেওয়াল ও থামের ভগ্নাংশ বিদ্যমান। ৩৩১ হাত উত্তরে এইরূপ আর একটী ক্ষুদ্র স্তূপ আছে। এই উভয়ের মধ্যে ১৩১ হাত দীর্ঘ একটী পুষ্করিণী আছে। গন্ধার-স্তূপের অর্দ্ধ মাইল দূরে একটী বৈষ্ণব মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও দুইটী কূপ আছে।

ইহারই নিকটে 'বাতাসিক-খোড়িয়া' ও তাহার পূর্ব্বে 'বেনিয়ানী-কা খোড়িয়া' নামে দুইটী ভগ্ন স্তূপ আছে, উভয়ের মধ্যে ৪০০ হাত ব্যবধান। বাতাসিকা-খোড়িয়া দৈর্ঘ্যে ১৩১ হাত ও প্রস্থে ৮০ হাত। উভয় স্তূপই ইষ্টক এবং গাঁথিবার উপযুক্ত পাথরে পরিপূর্ণ। বেনিয়ানী কা খোড়িয়ার মধ্যে শৈব মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ইহার ৪০০ হাত দক্ষিণপশ্চিমে আর একটী স্তূপ ও দুটী কূপ আছে।

গ্রামের উত্তরপ্রান্তে একটী বৃহৎ মন্দির আছে। এই মন্দির পূর্ব্বোক্ত স্তূপগুলির দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা বামনদেবের মন্দির, ইহার প্রতিমা ৬ হাত উচ্চ। যদিও মন্দির মধ্যে বামনের প্রতিমা আছে, কিন্তু মন্দিরের গর্ভগৃহের দ্বারের উপর মধ্যস্থলে শিবমূর্ত্তি ও তাঁহার দক্ষিণে ব্রহ্মা ও বামে বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। মন্দিরটী ৪০ হাত লম্বা ও প্রস্থে ২৬ হাত। পশ্চিমাংশের মন্দিরগুলির ন্যায় ইহাতে তেমন কারু-কার্য্য নাই। এই মন্দিরগাত্রে কুটিল অক্ষরে অট্টা-লিকা-কারের নাম খোদিত আছে, সুতরাং বোধ হয় ইহা খৃষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত। ইহার পশ্চিমে ও দক্ষিণপশ্চিমে আর দুইটী ক্ষুদ্র মন্দিরের ভগ্না-বশেষ আছে। এই সমস্ত ভগ্নাবশেষ প্রায় ১০ হাত উচ্চ। এই মন্দিরের কিছু দূরে একখানি ভগ্নশিলালিপি পাওয়া যায়। ইহার ৭ম পংক্তিতে শ্রীহর্ষদেবের নাম আছে। ইনি যশোবর্ম্মার পিতা ও ধঙ্গদেবের পিতামহ। দশম

পংক্তিতে শ্রীক্ষিতিপালদেবনৃপতি নামে আর একটী নাম পাওয়া যায়। চন্দেলবংশগণে আর একটী নাম পাওয়া যায়। রাজার উল্লেখ নাই, সুতরাং বোধ হয় এই ব্যক্তি হর্ষদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র অল্পদিন রাজত্ব করিয়া অপুত্রক অবস্থায় মরিয়া যাওয়ায় ইহার কনিষ্ঠ যশোবর্ম্মা রাজা হন, সুতরাং রাজতালিকায় ইহার নাম গণ্য হয় নাই।

গ্রামের পূর্ব্বপার্শ্বে একটী স্তূপের উপর একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। পূর্ব্বে ইহাকে ঠাকুরাণী বা লক্ষ্মণজীউর মন্দির বলিত, কিন্তু এখন বিশেষ একটা নামে নির্দ্দেশ করে না। ইহা জোয়ার ক্ষেত্রের নিকট অবস্থিত বলিয়া 'জবার' নামেই খ্যাত। ইহার মধ্যে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে।

খজুর সাগরের পূর্ব্বধারে পুরাতন ইট ও পাথর দিয়া সম্প্রতি একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের বাহিরে ৮৸০ হাত উচ্চ একটী হনুমানমূর্ত্তি আছে। এই হনুমানের প্রতিমা হইতে ইহা হনুমানের নামে খ্যাত। ইহার নিকট যে সকল প্রস্তরাদি আছে, তন্মধ্যে একটী গদাধর মূর্ত্তি ও একটী অর্দ্ধসর্পদেহ নাগপুরুষের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

হনুমান্মন্দিরের অতি নিকটে খজুর-সাগরের পূর্ব্বতীরে কোণাকার সূচাগ্রবিশিষ্ট একটী মন্দির আছে। ইহার মধ্যে একটী চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার মূর্ত্তি বিরাজিত। কিন্তু দ্বারের উপর গদাধর বিষ্ণুর মূর্ত্তি আছে। ইহার গঠনপ্রণালী দেখিয়া অনুমিত হইয়াছে যে ইহা পশ্চিমাংশের মন্দিরাদি হইতেও প্রাচীন এবং সম্ভবতঃ খৃঃ ৮ম।৯ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

দক্ষিণপশ্চিমে অধিকাংশ বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।

ইহার মধ্যে ঘণ্টাই মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঘণ্টাই অর্থে কি বুঝায় তাহা কেহই জানে না। এই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখন যাহা আছে, তাহাতে তাহা কোন একটী বৃহৎ মন্দিরের মহামণ্ডপ বলিয়াই বোধ হয়। ইহার দৈর্ঘ্য ২৬ হাত ও প্রস্থ ১১ হাত। নাটমন্দিরের ন্যায় কেবল থামের মাথায় ছাদ মাত্র আছে, কিন্তু থামের মধ্যে মধ্যে প্রাচীর ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। মধ্যস্থলের থামগুলি বালুপাথরে গঠিত, ইহাতে অতি সুন্দর কারুকার্য্য আছে। বাহিরের থামগুলি গ্রেণাইটপাথরে নির্ম্মিত এবং কারুকার্য্য হীন, এইগুলিতেই বোধ হয় প্রাচীরসংলগ্ন ছিল। বালুপাথরের চারিটী থাম অষ্টকোণী বেদীর উপর স্থাপিত। দ্বারের মাথায় মধ্যস্থলে এক চতুর্ভুজা স্ত্রীমূর্ত্তি আছে। সম্ভবতঃ ইহা বৌদ্ধশাস্ত্রের ধর্ম্মমূর্ত্তি। বৌদ্ধজিনের মধ্যে ইনি সৃষ্টিকারিণী শক্তি। বেদীর উপর একটী বৃহদাকার উপবিষ্ট মূর্ত্তি আছে, তাহার নিম্নে বৌদ্ধমন্ত্র "যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা" ইত্যাদি লিখিত আছে। ইহা খৃষ্টীয় ৫ম।৬ষ্ঠ শতাব্দীর বর্ণমালা বলিয়া বোধ হয়। ইহার নিকট অনেকগুলি ভগ্ন জৈন মূর্ত্তি পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে একটীর গাত্রে আদিনাথ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কথা খোদিত আছে। যে বর্ষ সংখ্যা দেওয়া আছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, এই লিপিখানি সম্বৎ ১১৪২ (১০৮৫ খৃষ্টাব্দে খোদিত হয়। আদিনাথ প্রতিষ্ঠাতার নাম শ্রীবিবৎসা ও তাঁহার প্রধান স্ত্রীর নাম গোষ্ঠিনা পদ্মাবতী। ইহাতেও বুঝা যাইতেছে অষ্টম শতাব্দীর প্রাচীন বুদ্ধমন্দির ১১শ শতাব্দীতে জৈনদিগের অধিকারে ছিল।

ঘণ্টাই মন্দিরে দুইটী নাম খোদিত আছে। একটী 'নেমিন্দ' অপর 'স্বস্তিশ্রী সাধু'। ইহার অক্ষরাদি হইতে অনুমান হয় যে, ইহা ১০০০ খৃষ্টাব্দ বা তৎপূর্ব্বে দশম শতাব্দীর মধ্যে খোদিত।

ইহার নিকটে পার্শ্বনাথের একটী মন্দির আছে। পার্শ্বনাথের এই প্রতিমা আধুনিক, কিন্তু এই মন্দির একটী প্রাচীন বুদ্ধমন্দিরের গর্ভগৃহ বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার দ্বারপথে বামদিকে এক উলঙ্গ পুরুষমূর্ত্তি, দক্ষিণে একটী উলঙ্গ স্ত্রীমূর্ত্তি এবং দ্বারের মাথায় তিনটী উপবিষ্টা রমণীমূর্ত্তি আছে। মন্দির মধ্যে উলঙ্গ পার্শ্বনাথ মূর্ত্তি এবং মন্দিরগাত্রে কতকগুলি তীর্থযাত্রীর বিবরণ খোদিত রহিয়াছে। ইহার বর্ণমালা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর ন্যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, দশমশতাব্দীতে প্রাচীন মন্দিরটী বর্ত্তমান ছিল।

ইহার নিকটে পার্শ্বনাথের আর একটী ও আদিনাথের একটী মন্দির আছে। মন্দির দুইটীর দ্বারের মাথায় এক একটী ক্ষুদ্র রমণী মূর্ত্তি আছে।

এই দিক্কার মন্দিরগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর মন্দিরের নাম জিননাথমন্দির। ইহার দৈর্ঘ্য ২০ হাত ও প্রস্থ ২০ হাত। ১৮৭০ সালে একজন জৈন বণিক ইহার জীর্ণসংস্কার করিয়া দেন। মন্দিরটী মণ্ডপ, অন্তরাল ও গর্ভগৃহ এই তিনভাগে বিভক্ত। ইহার নাটমন্দিরের ছাদ বড় সুন্দর; তাহার কারুকার্য্য ও চিত্রবিচিত্র পুত্তলিকাদি এত সুন্দর যে, লিখিয়া উপলব্ধি করান যায় না। ইহার সিঁড়ির ধাপের সম্মুখভাগে একখানি পাথরে খোদিত সমুদ্রমন্থনের ছবি আছে। এই মন্দিরের বামদিকের বাজুতে খোদিত আছে, ধঙ্গরাজের রাজত্বকালে ১০১১ সম্বতে ভব্য পাহিল নামে এক ব্যক্তি এই মন্দিরের জন্য অনেকগুলি উদ্যান সমর্পণ করেন। দক্ষিণদিকের বাজুতে এইরূপ একটী ৩৪এর ঘরপূরক প্রকোষ্ঠ আছে।

৭	১২	১	১৪
২	১৩	৮	১১
১৬	৩	১০	৫
৯	৬	১৫	৪

ইহার যে দিক্ হইতে যোগ কর দেখিবে ৩৪ হইবে। জিননাথের মন্দিরে এক আধ পংক্তি খোদিতলিপি প্রায় ৭।৮ জায়গায় আছে।

ইহার নিকটে 'শেঠনাথ' বা শান্তিনাথ নামে একটী জৈন মন্দির আছে। মন্দির অতি সামান্য ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টকাদির দ্বারা নির্মিত ও চুণকাম করা। ইহার অভ্যন্তরে বড় অন্ধকার। তন্মধ্যে শান্তিনাথের প্রতিমা উর্দ্ধে ৯ হাত। প্রতিমার বেদীতে একটী খোদিত লিপি আছে, তৎপাঠে জানা যায় ১০৮৫ সম্বতে বা ১০২৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীচন্দ্রদেব কর্ত্তৃক এই শান্তিনাথের প্রতিমা নির্ম্মিত হয়।

ইহার নিকটে আর একটী ক্ষুদ্র প্রাচীন আদিনাথের মন্দির আছে। এই মন্দিরে বিশেষ কিছুই উল্লেখযোগ্য নাই, কিন্তু ইহার নিকটে যে সকল ভগ্নাবশিষ্ট মূর্ত্তি, কারুকার্য্যবিশিষ্ট প্রস্তরের খণ্ড ও স্তম্ভাংশ পড়িয়া আছে, তাহা হইতে অনেক বিষয় জানা যায়। ইহার মধ্যে কতকগুলিতে খোদিতলিপি আছে। শম্ভুনাথ নামক একটী বেদীতে একখানি খোদিত লিপি আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, মদনবর্ম্মদেবের রাজত্বকালে ১২১৫ সম্বতে মাঘ মাসে সূর্য্যবংশীয় পাহিলাপুত্র দণ্ডশ্রেষ্ঠী এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মূর্ত্তিনির্ম্মাতার নাম রামদেব।

ঘণ্টাইমন্দিরের দক্ষিণে ও জৈন মন্দিরগুলির পশ্চিমে ১৩ হাত হইতে ১৬দ০ হাত উচ্চ একটী ভগ্ন স্তূপ আছে। ইহা ২ হাত লম্বা, ১৩০ হাত চৌড়া, উপরিভাগ প্রশস্ত ও সমতল। চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দেখিয়া বোধ হয়, ইহা একটী বৌদ্ধমঠের ভগ্নাবশেষ। ইহা হইতে ইষ্টকপ্রস্তরাদি সংগ্রহ করিয়া নিকটেই একটী জৈন মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে। ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতে অনেকগুলি জৈনমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গ্রামের দক্ষিণে তিনপোয়া পথ দূরে কুমার নালার তীরে দুইটী বৃহৎ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। একটী নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির, অন্যটী কুন্‌বার মঠ। নীলকণ্ঠ মন্দিরের সমস্তই পড়িয়া গিয়াছে কেবল গর্ভগৃহের প্রাচীরগুলি দণ্ডায়মান। প্রকোষ্ঠের মাথায় মধ্যস্থলে শেষ ও উত্তরপার্শ্বে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মূর্ত্তি আছে। মধ্যস্থলে লিঙ্গমূর্ত্তি নাই, কিন্তু তাহার অধিষ্ঠান (বেদী) পড়িয়া আছে। নীলকণ্ঠ মহাদেব গৌর নামে অভিহিত। এই মন্দিরটীও চন্দেলদিগের অধিকার সময়ে দশম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। কারণ মন্দির গাত্রে ১১৭৪ সম্বতে খোদিত এক তীর্থযাত্রীর নাম পাওয়া যায়।

কুন্‌বার মঠও একটী শিবমন্দির, ইহার দ্বারের মাথায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মূর্ত্তি আছে। অনেকে বলেন, কুন্‌বার শব্দ সংস্কৃত কুমার (কার্ত্তিকেয়) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু কনিংহাম অনুমান করেন, ইহা কোন চন্দেল রাজকুমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। পশ্চিমাংশের মন্দিরগুলির ন্যায় ইহাও একটী পরম সুন্দর মন্দির। ইহার দৈর্ঘ্য ৪৭ হাত ও প্রস্থ ২২ হাত, ইহাও ঐ সকল মন্দিরের ন্যায় পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

খজুর-সাগরের তীরে ভগ্নাবশেষের মধ্যে একটী কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহার বেদীতেও দেবশ্রীশশাসংহের নাম পাওয়া যায়।

খজুরাহ গ্রামের ১॥০ মাইল দক্ষিণে জাটকরী গ্রামে কতকগুলি ভগ্ন স্তূপ ও ভগ্ন মূর্ত্তি আছে। উত্তরদিকে মর্ম্মর প্রস্তরনির্ম্মিত শিবলিঙ্গের একটী মন্দির এবং ইহার দক্ষিণে একটী বিষ্ণুমন্দির ছিল, আরও একটু দক্ষিণে আর একটী বিষ্ণুমন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। তাহার গর্ভগৃহ বিদ্যমান। গর্ভগৃহের দ্বারের উপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মূর্ত্তি আছে। অভ্যন্তরেও ২ হাত উচ্চ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। কারুকার্য্য দেখিয়া বোধ হয়, ইহাও চন্দেলদিগের প্রতিষ্ঠিত মন্দির।

খজুর সাগর, শিবসাগর প্রভৃতি দীর্ঘিকার তীরে বড় বড় বৃক্ষতলে নিকটস্থ অধিবাসীরা ও জৈন তীর্থযাত্রীরা ভগ্ন স্তূপের মধ্য হইতে যে সকল মূর্ত্তি উদ্ধার করিয়া স্থাপন করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটী বৃহৎকায় হনুমানের মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। ইহার বেদীর গাত্রে সম্বৎ ৯২৫ (বা খৃষ্টীয় ৮৬৮ অব্দ) খোদিত আছে। কি খজুরাহ কি মহোবা কোথাও এতদপেক্ষা প্রাচীন বর্ষসংখ্যা পাওয়া যায় নাই, কিন্তু অন্য কোন কথা খোদিত না থাকায় ইহা দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। বরাহমন্দিরের নিকট এইরূপ আর একটী চতুর্ভুজ শিবমূর্ত্তি আছে। ছত্রপুরের মৃত রাজা প্রতাপসিংহের সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণের জন্য প্রস্তরাদি সংগ্রহের সময় ঐ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়।

যখন গজনীর মামুদ কালঞ্জর আক্রমণ করেন, তখন

চন্দেলবংশীয় গণ্ড বা নন্দরায় কালঞ্জরের রাজা। খজুরাহ তখন তাঁহার রাজধানী। গজনীর মামুদের ভয়ে তিনি খজুরাহ ত্যাগ করিয়া কালঞ্জরদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে খজুরাহের অবনতির সূত্রপাত হয়। পরবর্ত্তী চন্দেল-রাজগণ মহোবা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে কুতবুদ্দীন মাহোবা ও কালপী অধিকার করিলে পর চন্দেল-রাজগণ বরাবর কালঞ্জরে আশ্রয় লন। ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দে যখন ইবন্-বতুতা এদেশে আসেন, তখন তিনি খজুরাহতে কেবল যোগী সন্ন্যাসীর আবাস দেখিয়াছিলেন। আকবরের সময় ইহা রীতিমত জঙ্গলে পরিণত হয়। কারণ আইন-ই-অকবরীতে ইহার উল্লেখ দেখা যায় না। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমেও ইহার সন্ধান কেহই জানিত না। ১৮১৮ সালে ফাক্‌লিনের মানচিত্রে ধ্বংসাবশিষ্ট কাজরো নামে ইহা প্রথম চিহ্নিত হয়। কিন্তু তখনও সন্ন্যাসীরা শিবরাত্রির দিন এখানে যাতায়াত করিত। শিবরাত্রির সময় এখানে ২।৩ ক্রোশ [illegible] লোকজন থাকিত। এখনও এইরূপ চলিতেছে।

খজুরি, মধ্যপ্রদেশ ভাণ্ডারাজেলার সকোলি তহসীলের অন্তর্গত একটী জমিদারী। অর্জ্জুনির ৩ ক্রোশ উত্তর। হলবা ও গন্ধজাতি ইহার অধিবাসী। হলবাজাতীয় একজন ইহার জমিদার।

খজুরি বা কজুরি আলাদাদ, মধ্যভারতের অন্তর্গত ভূপাল রাজ্যের মধ্যে একটী জমিদারী। পিণ্ডারী দলপতি চিতুর ভাতা রাজনর্থী এই স্থান ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হন। রাজনর্থীর মৃত্যুর পর তৎপুত্র ইলাহীবক্স এখানকার অধিকারী হন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র করিমবক্সের উপর ইহার শাসনভার পড়িয়াছে। ইনি তথায় নবাব বলিয়া খ্যাত।

খজুহা, উত্তরপশ্চিমের ফতেপুরজেলার ভিতর কোরা তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৬°৩′১০″ উঃ দ্রাঘি° ৮০°৩১′৫০″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ফতেপুর হইতে ১০।০ ক্রোশ দূরে কোরা হইতে ফতেপুর পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহারই উপর এই নগর। ইহাতে পিতল, তামা ও কাঁসার বাসনাদি প্রস্তুত হয়। বড় বড় পুরাতন মন্দিরের অনেক অংশ এখানে দেখা যায়। বাগ-বাদশাহী নামক একটী প্রকাণ্ড প্রাচীরবেষ্টিত বাগান আছে। ইহার পূর্ব্বদিকে বারদারী ও গর্জগিরি পুষ্করিণী। নগর মধ্যে একটী পুরা০০ সরাইয়ের ফটক আছে। তাহার ভিতর দিয়া আগ্রা হইতে ইলাহাবাদ পর্য্যন্ত মোগল আমলের রাস্তা গিয়াছে। মদন-কা-তলাও নামক একটী পুষ্করিণী ও তৎসহ একটী শিবমন্দির আছে। প্রতিবৎসর কার্ত্তিকমাসে তথায় ভক্তদিগের একটী মেলা হয়। এখানে বিদ্যালয়, ডাকঘর ও থানা আছে। সপ্তাহে দুইবার করিয়া হাট বসে। লোকসংখ্যা ৩৪১২। অধিবাসীর অধিকাংশই ব্রাহ্মণ।

খজুরাহি, অযোধ্যার হরদোই জেলার একটী নগর। হরদোই হইতে ৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অধিবাসী অধিকাংশই গোচাষার। ঠাঠেরাদিগকে তাড়াইয়া ইহারা এই স্থানে বাস করিয়াছে। এখানে সপ্তাহে দুইদিন হাট বসে।

খজ্যোতিঃ [স] (পুং) খে আকাশে জ্যোতিরস্য বহুব্রীহি। খদ্যোত, জোনাকিপোকা।

খঞ্জ (ত্রি) বিকলপদ, খোঁড়া। পর্য্যায়—খোড়, খোল, খোর, খঞ্জক, খোট। ভাবপ্রকাশের মতে—

"বায়ুঃ কট্যাশ্রিতঃ সক্থ্নঃ কণ্ডরামাক্ষিপেদ্ যদা।
খঞ্জস্তদা ভবেজ্জন্তুঃ পঙ্গুঃ সক্থ্নোর্দ্বয়োর্বধাৎ ॥"

(ভাবপ্রকাশ মধ্যখ° ২।)

কটিদেশ আশ্রিত বায়ু কুপিত হইয়া উরুদেশের কণ্ডরার (মহাস্নায়ুর) আক্ষেপ উৎপাদন করিলে সে ব্যক্তি খঞ্জ হয়। কর্ম্মবিপাকের মতে, যে ব্যক্তি অকারণ হরিণ বধ করে, পর জন্মে তাহাকে খঞ্জ হইতে হয়।

"হরিণে নিহতে খঞ্জঃ শৃগালেষু বিপাদকঃ।" (শাতাতপ)

সুশ্রুতের মতে গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর অভিলাষ পূর্ণ না করিলে গর্ভস্থিত সন্তান খঞ্জ হয়। (সুশ্রুত শারীর° ৩ অঃ) খঞ্জ শব্দ পাণিনীয় কড়ারাদি গণান্তর্গত, কর্ম্মধারয় সমাসে বিকল্পে ইহার পূর্ব্ব নিপাত হইয়া থাকে। যথা খঞ্জবাহুঃ, বাহুখঞ্জঃ। (কড়ারাঃ কর্ম্মধারয়ে। পা ২।২।৩৮।)

খঞ্জক (ত্রি) খঞ্জতি খজি-কর্ত্তরি ণ্বুল্ যদ্বা খঞ্জ-এব খঞ্জ-স্বার্থে কন্। খঞ্জ। (হেম°)

খঞ্জকারি (পুং) খঞ্জ-কস্য অরিঃ ৬তৎ। সুধা, চলিত কথায় খৈনারী বলে।

খঞ্জখেট (পুং স্ত্রী) খঞ্জ-ইব খেটতি গচ্ছতি খিট্-অচ্। খঞ্জনপক্ষী। (শব্দমালা)

খঞ্জখেল (পুং স্ত্রী) খঞ্জ-ইব খেলতি খেল-অচ্। খঞ্জনপক্ষী। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হইয়া খঞ্জখেলী শব্দ হইয়া থাকে।

খঞ্জতা (স্ত্রী) খঞ্জস্য ভাবঃ খঞ্জ-তল্-টাপ্। খঞ্জত্ব। "পক্বজন্মবোঃ সন্ধানে তলকো নাম তত্র রুজঃ পঙ্গুতা খঞ্জতা বা"

(সুশ্রুত শারীর° ৬ অঃ)

খঞ্জন (স্ত্রী) খজি ভাবে ল্যুট্। ১ বিকল গতি। (পুং) খজি-কর্ত্তরি ল্যু। ২ স্বনামপ্রসিদ্ধ পক্ষী। (Wagtail) পর্য্যায়—খঞ্জরীট, কর্ণাটীর, কাকচ্ছদ, খঞ্জখেল, তাহন, মণিগুক্লক,

ভদ্রনামা, রত্ননিধি, খঞ্জখেট, গূঢ়নীড়, ভণ্ডক, চর, কাকচ্ছদ, নীলকণ্ঠ, কণাটীর, কণাটীরক। ইহাদের কয়েকটী শ্রেণী আছে। কতকগুলি শাদা ও কতকগুলি কাল। কতকগুলির পুচ্ছ ফুটকি ফুটকি দাগবিশিষ্ট। ইহাদের চক্ষু কাল, পদগুলি মাংসল ও শাদা। লম্বা প্রায় ১০ ইঞ্চি হইবে। ডানাগুলি ৪ ইঞ্চি, পুচ্ছ ৫ হইতে ৬ ইঞ্চি, চঞ্চু ½ ইঞ্চি হইবে। ছোট ছোট পক্ষীগুলির ফুটকি দাগ থাকে না। হিমালয় অঞ্চলে ইহাদিগকে অধিক দেখা যায়। আসাম, আরাকান ও ব্রহ্মদেশেও অনেক আছে। পুচ্ছ নাড়ায় ইহাদের বিশেষ শোভা হয়। পাহাড় হইতে যেখানে নদী বাহির হয় অথবা যেখানে জলপ্রপাত আছে, সেখানে এই পাখীগুলিকে প্রায়ই দেখা যায়। পথে একেলা বিচরণ করিতেছে এমন সময় তুমি গিয়া উপস্থিত হও, খঞ্জন অমনি উড়িয়া নদীর ধারে যাইবে, না হয় বনের মধ্যে প্রবেশ করিবে। ইহারা ছোট ছোট পোকা ফড়িং ইত্যাদি ধরিয়া আহার করে। খঞ্জন প্রায়ই নির্জ্জনে একাকী থাকিতে ভালবাসে। কখন কখন ২।৩টী একত্র থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু অধিকক্ষণ নহে। শীঘ্রই তাহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া একটী অপরটীকে তাড়াইয়া দেয়। অন্যান্য পক্ষীর মত ইহারাও কাটি কুটা দিয়া আপনাদের বাসা নির্ম্মাণ করে। খঞ্জনপক্ষী পল্লিগ্রামেও দেখা যায়। খঞ্জনপাখীর প্রথম দর্শনে শুভাশুভ ফল বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে—

স্থূল ও উন্নত কণ্ঠ, যে খঞ্জনের গলা কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকে ভদ্র বলে, ইহার দর্শনে মঙ্গল হয়। যে খঞ্জনের মুখ হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকে সম্পূর্ণ বলে, ইহার দর্শনে আশা পূর্ণ হয়। যে খঞ্জনের গলায় কৃষ্ণবর্ণ বিন্দুর মধ্যে শ্বেতবর্ণ দুই একটী বিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার দর্শনে আশা নিষ্ফল হয়, এই কারণে উহাকে রিক্ত বলে। পীতবর্ণ খঞ্জন দেখিলে ক্লেশ পাইতে হয়। সুমিষ্ট ও সুগন্ধি ফলযুক্ত বৃক্ষের উপরে, কোন পবিত্র জলাশয়ে, হাতী, ঘোড়া বা সাপের মাথায়, দালান, উপবন, হর্ম্ম্য, গোষ্ঠ, যজ্ঞগৃহ, হস্তিশালা বা অশ্বশালায় খঞ্জন দেখিতে পাইলে শ্রীবৃদ্ধি হয়। রাজা বা ব্রাহ্মণের নিকটে, ছত্র, ধ্বজ বা চামরাদির উপরে, দধিপাত্র, ধান্যপুঞ্জ বা পদ্মাদি-পরিশোভিত সরোবরে খঞ্জন দৃষ্ট হইলেও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। গরুর উপরে খঞ্জন দেখিতে পাইলে মিষ্টান্ন প্রাপ্তি, হরিতবর্ণ তৃণের উপরে দেখিতে পাইলে বস্ত্রলাভ এবং গাড়ীর উপরে খঞ্জন দৃষ্ট হইলে দেশের বিনাশ হয়। ঘরের চালে বা ছাদে খঞ্জন দেখিতে পাইলে অর্থনাশ, রজ্জুতে দেখিলে বন্ধন, অপবিত্র স্থানে দৃষ্ট হইলে রোগ হয়। কিন্তু মেষাদির পৃষ্ঠে খঞ্জন দেখিলে অল্পদিন মধ্যেই প্রিয়সমাগম হইয়া থাকে। মহিষ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, অস্থি, শ্মশান, গৃহকোণ, পর্ব্বত, প্রাচীর, ভস্ম বা কেশের উপরে খঞ্জন দৃষ্ট হইলে অমঙ্গল ও মৃত্যুভয় হইয়া থাকে। খঞ্জন পাখী যখন পক্ষ সঞ্চালন করিতে থাকে, তখন দেখিলে অশুভ হয়, কিন্তু নদীতে জলপান করিতে দেখিলে শুভ ফল হইয়া থাকে। সূর্য্যোদয়কালে খঞ্জন-দর্শন প্রশস্ত, অস্তকালে খঞ্জন-দর্শন শুভকর নহে। যাত্রাকালে খঞ্জন পাখী যে দিকে উড়িয়া যাইতে দেখা যাইবে, রাজা সেই দিকেই গমন করিবেন। এইরূপ যাত্রা করিলে শত্রু বশীভূত হয়। যে স্থানে খঞ্জনমিথুন দৃষ্ট হয়, সেই স্থানে কোন নিধি লাভ হইবার সম্ভাবনা। খঞ্জনপাখী যেখানে বমন করে, তাহার নীচে কাচ থাকে এবং যেখানে পুরীষ পরিত্যাগ করে, তথায় অঙ্গার থাকে। মৃত, বিকল বা রোগযুক্ত খঞ্জন নিজ শরীরানুরূপ ফলপ্রদান করে। রাজা শুভস্থানে শুভ খঞ্জন অবলোকন করিয়া সুগন্ধি কুসুম ও ধূপযুক্ত অর্ঘ্য ভূমিতলে প্রদান করিবেন তাহা হইলে সমস্ত মঙ্গল বৃদ্ধি পাইবে। অশুভ খঞ্জন দর্শন করিয়া ৭ দিন পর্য্যন্ত মাংস না খাইলে অশুভ ফল হয় না। প্রথম খঞ্জন দর্শনের ফল সম্বৎসর মধ্যে হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ সময় মধ্যে আবার দর্শন হইলে সেই দিনই ফল হয়। (বৃহৎস' ৪৫ অঃ)

খঞ্জনরত (ক্লী) খঞ্জনস্যেব গোপ্যং রতম্। যতিগণের গোপনীয় রত। (তারাবলী)

খঞ্জনা (স্ত্রী) খঞ্জন ইবাচরতি খঞ্জন আচ্‌ ক্বিপ্‌-টাপ্‌। খঞ্জনের সদৃশ একপ্রকার মাদি পক্ষী, খঞ্জনী।

খঞ্জনাকৃতি (স্ত্রী) খঞ্জনস্যেব আকৃতিরস্যাঃ বহুব্রীহি। ১ পক্ষিবিশেষ, স্থানবিশেষে কাদাখোচা বলে। খঞ্জনস্য আকৃতিঃ ৬তৎ। ২ খঞ্জনের আকার।

খঞ্জনাসন (ক্লী) রুদ্রযামলোক্ত এক প্রকার আসন। পিঠে পাদুটী ও হাত দুইখানি ভূমিতে রাখিবে। পরে হাত পাতিয়া পৃষ্ঠদেশে দুই পা বক্র করিবে, এবং বায়ু পান করিতে থাকিবে, ইহাকে খঞ্জনাসন বলে। এই আসনে উপাসনা করিলে জয় হয়।

"খঞ্জনাসনমাখ্যো বৎকৃত্বা সুস্থিরো ভবেৎ।
পৃষ্ঠে পাদদ্বয়ং কৃত্বা হস্তৌ ভূমৌ প্রধাপয়েৎ ॥
ভূমৌ হস্তদ্বয়ং নাথ পাতয়িত্বানিলং পিবেৎ।
পৃষ্ঠে পাদদ্বয়ং বদ্ধা খঞ্জনেন জয়ী ভবেৎ ॥" (রুদ্রযামল)

খঞ্জনিকা (স্ত্রী) খঞ্জনস্যাকারোঽস্ত্যস্যাঃ খঞ্জন ঠন্‌-টাপ্‌। ১ খঞ্জনাকার একপ্রকার মাদি পাখী, ইহাদের ঠোঁট দুইটী অতিশয় লম্বা, ইহারা সর্ব্বদাই কাদার উপরে থাকিতে ভাল-

বাসে, এই কারণে স্থানবিশেষে ইহাদিগকে কাদাখোঁচা বলে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—হাপুত্রিকা, তুলিকা, কোটিকা, সর্বপী। (ত্রি) ২ খঞ্জনাকৃতি। (শব্দচন্দ্রিকা।)

খঞ্জনী, তাল রক্ষার ক্ষুদ্র আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ। চক্রাকারে খোদিত কাষ্ঠের একমুখে ছাগাদির চর্ম্ম আচ্ছাদন করিয়া এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হয়। ইহা তিন চারি প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। স্থান বিশেষে এই যন্ত্রকে খঞ্জরী বলে। কুস্তী বাদকের নিকটে ইহার বাদ্য শুনিতে আমোদ আছে। [যন্ত্র দেখ।]

খঞ্জরী [খঞ্জনী দেখ।]

খঞ্জরীট (পুং) খঞ্জ ইব আচরতি খ গতৌ বাহুলকাৎ কীটন্। খঞ্জন।

খঞ্জরীটক (পুং) খঞ্জরীট এব স্বার্থে কন্। খঞ্জনপক্ষী।

খঞ্জবাটী (স্ত্রী) খঞ্জরীট জাতিত্বাৎ ঙীষ্। মাদি খঞ্জনপাখী।

খঞ্জবাহু (পুং) দৈত্যবিশেষ। (হরিবংশ ২৪০ অঃ)

খঞ্জা (স্ত্রী) [illegible]। শিখাচ্ছন্দের বর্ণদ্বয় পরিবর্ত্তন করিয়া রচনা। [illegible] তাহাকে খঞ্জাবৃত্ত বলে। [শিখা দেখ।]

খঞ্জার (পুং) খঞ্জ ইব আচরতি খ অচ্ যদ্বা খঞ্জতি কুটিলং গচ্ছতি খঞ্জ আরন্। ঋষিবিশেষ। এই শব্দটী পাণিনীয় অশ্বাদি গণান্তর্গত।

খঞ্জাল (পুং) খঞ্জিকাশন। খঞ্জ ইব অলতি অল অচ বা। ঋষিবিশেষ। এই শব্দটী পাণিনীয় অশ্বাদি গণান্তর্গত, গোত্রাপত্যার্থে ইহার উত্তর ফঞ্ হয়।

খট্ (হিন্দী) রাগবিশেষ। বরাড়ী, আশাবরী, তোড়ী, ললিত, বঙ্গালী, গান্ধার, অথবা সিন্ধুরী, মানসী, কোড়ী, ভৈরবী, রামকিরী ও মল্লার যোগে উৎপন্ন। ইহার মধ্যম বাদী। কোন কোন মতে ইহা দীপকরাগের পুত্র। ইহা প্রাতে ১ দণ্ড হইতে ৫ দণ্ড মধ্যে গেয়। ইহার স্বরগ্রাম—

স ঋ গ ম প ধ নি স। (সঙ্গীতরত্নাং)

এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, ষড়ানন কার্ত্তিকেয়ের মুখ হইতে এই রাগিণী প্রথমে নির্গত হয়, এই কারণে ইহার নাম ষট বা খট হইয়াছে।

খট (পুং) খট্ অচ্। ১ অন্ধকূপ। ২ কফ। ৩ টঙ্ক। ৪ শস্ত্রবিশেষ। ৫ লাঙ্গল। ৬ কঠিন গন্ধদ্রব্য। ৭ তৃণ। (অজয়পাল)

খটক (পুং) খট বাহুলকাৎ বুন্। ১ ঘটক। পর্য্যায়—নাগবীট, টাস্কর, ত্র্যক্ষর। ২ বদ্ধহস্ত, যাহার হাত বাঁকা। (শব্দমালা)

খটক, পঞ্জাবের অন্তর্গত কোহাট ও পেশবার জেলার মধ্যস্থ পর্ব্বতশ্রেণী। এই পর্ব্বতের উপর খটক (খড়ক) নামক একদল আফগান জাতীয় লোক বাস করে। এই পর্ব্বতমালাই পেশবার জেলার দক্ষিণসীমা এবং সফেদকো- (শ্বেতগিরি) শ্রেণী হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কোহাটের মধ্যে এই পর্ব্বতমালা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখরে বিভক্ত, মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি অনুর্ব্বর উপত্যকা আছে। তেরিতোই নদী এই পর্ব্বতমালাকে উত্তর ও দক্ষিণভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। দক্ষিণভাগে নারি, বাহাদুরখেল ও খড়ক প্রদেশের বিখ্যাত লবণখনি ও উত্তরভাগে মলগিণ ও জত্ত প্রদেশের খনি আছে। কোহাটের মধ্যবর্ত্তী সোয়ানাই-শির নামক সর্ব্বোচ্চ শিখরের উচ্চতা ২১৯০ হাত। যে ভাবে বরফ বা তুষারশিলা পর্ব্বতগাত্রে জমিয়া যায়, সেই ভাবে এই পর্ব্বতমালার পূর্ব্বোক্ত স্থান সকলে প্রস্তরবৎ লবণ জমে। পাথর কাটিবার প্রণালীতে এই লবণ কাটিয়া লইতে হয়। এরূপ বৃহৎ আকারের লবণাকর পৃথিবীতে আর নাই। এই লবণের বর্ণ নীলাভ ধূসর কিন্তু গুঁড়াইলে শাদা হয়। পঞ্জাব, আফগানিস্তান এবং অন্যান্য দেশে এই লবণ রপ্তানি হয়। জত্ত নামক স্থানে এই লবণের কারখানার প্রধান আড্ডা আছে।

পেশবারের মধ্যবর্ত্তী সর্ব্বোচ্চ শিখরের নাম 'জওলা শির', ইহার উচ্চতা ৩৪০৬ হাত। এই পর্ব্বতশ্রেণীই কাকাখেল নামক মুসলমান জাতির বাসস্থান। এইখানেই কাকাসাহেবের কবর আছে। কাকাখেল জাতি খটকজাতীয় রহিমশেখ নামক সর্দ্দারের বংশধর। ইহারা মধ্যভারত পর্য্যন্ত ব্যবসা করিতে যায় এবং লোকেরা ইহাদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া জানে। জওলাশির পর্ব্বতের নিকট চরট নামক গ্রীষ্মনিবাস। মীরকলান গিরিপথ এই পর্ব্বতশ্রেণীতে অবস্থিত। আপাততঃ এখানে সৈন্য গমনাগমনের জন্য একটী প্রশস্ত পথ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল পর্ব্বতে শ্লেট-পাথর যথেষ্ট পাওয়া যায়। খটক প্রদেশ অকোয়া ও টেরি এই দুইভাগে বিভক্ত। এই দুইভাগে দুইজন সর্দ্দার আছে। ইহারা ইংরাজরাজের বশীভূত, কিন্তু স্বাধীন।

খটকর ভীমগঞ্জ, রাজপুতানার অন্তর্গত একটী গ্রাম। ইহার উত্তরপূর্ব্বে পর্ব্বতশ্রেণী মাইজ নামক নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই গ্রামের ২ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে নানাবিধ পুরাতন ভগ্ন-মন্দির দেখা যায়। পর্ব্বতের দক্ষিণদিকে যেটী আছে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। সম্ভবতঃ এই স্থানেই পুরাতন নগর ছিল। কিন্তু নদী পশ্চিমবাহিনী হওয়ায় তাহা পরিত্যক্ত হইয়া খটকর গ্রামটী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই নদীর বক্র গতিতে পর্ব্বতটী এই স্থলে খণ্ড খণ্ড পাহাড়ে পরিণত হইয়াছে। এই সকল স্থান এখন বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। গ্রামের দক্ষিণে ও দক্ষিণপশ্চিমে তিনটী প্রস্তর-

নির্ম্মিত নূতন মন্দির আছে। নূতন মন্দিরের মধ্যে বিষ্ণু মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এখানে জৈনদিগের নির্ম্মিত পার্শ্বনাথ দেবের একটী মন্দির আছে। উত্তরপূর্ব্বদিকে দুইটী মন্দির ও যাত্রীদিগের বাসভবন আছে, উহাকে ভিন্নবগ্যালী বলে। এই স্থানে পাহাড়ের মধ্যে গুহাপথ। একটী দ্বার দিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে হয়। লোকে বলে এই পথ দিয়া দশ ক্রোশদূরবর্ত্তী পালি নামক গ্রামে যাওয়া যায়। ভীমগঞ্জ একটী স্বতন্ত্র গ্রাম, খটকরের নিকট বলিয়া উভয় স্থান খটকরভীমগঞ্জ বলিয়া খ্যাত।

খটিক, বেহার অঞ্চলের জাতিবিশেষ, ইহাদের মধ্যে খটিক ও খপ্পরদাসী এই দুই শ্রেণী আছে। ইহারা সকলে কাশ্যপ গোত্র। কন্যা-সন্তানের বিবাহ ৫ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে হইয়া থাকে। সপিণ্ড পাঁচ পুরুষের মধ্যে আদান প্রদান চলে না। কোন স্থানে বিবাহ সম্বন্ধ হইলে গ্রামের মণ্ডল বা পঞ্চায়তকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, বিবাহ কোন সম্বন্ধ দোষে বাধে কিনা। তাহারা কোন দোষ না দেখিলে ও বিবাহে মত দিলে তবে ঘরদেখি বরদেখি হয় এবং পান সুপারি ও মিষ্টান্ন দানগ্রহণ হইয়া থাকে। বরের পক্ষ হইতে কন্যার বাটীতে বস্ত্র, বাসন ও একটী টাকা পাঠান হয়। ইহাকে তিলক দান করে। তিলকদানের পর ব্রাহ্মণ আসিয়া বিবাহের দিনস্থির করিয়া দেন। তাহার পর যথারীতি বিবাহ হয়। বিবাহে খটিকজাতীয় বৈরাগী ব্রাহ্মণের কার্য্য করেন। দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের বিধান নাই। তবে স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিতে পারে। পঞ্চায়তদিগের অনুমতি লইয়া বিবাহবিচ্ছেদের নিয়মও আছে। হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু আইন অনুসারেই খটিকেরা চলে। বুধবার দিবসে বন্দি ও দিয়া নামক দেবতার নিকট ইহারা ছাগ বলি দেয়, উভয়কে পিষ্টক ও মিষ্টান্ন আদি নিবেদন করে। দৈবকার্য্যে ব্রাহ্মণ কিছু করেন না, বৈরাগী দ্বারা সেই কার্য্য সমাধা হয়। বেহারের মধ্যে অধিকাংশের বাস। তবে সাঁওতাল পরগণা, হাজারিবাগ ও লোহাডাঙ্গায়ও অনেক খটিক দেখিতে পাওয়া যায়।

খটকামুখ (পুং) তীর ছুড়িবার সময় হাতের বক্রভাব। (ত্রি) যে তীর ছুড়িবার জন্ত হাত বক্র করিয়াছে।

খটকিকা (স্ত্রী) খিড়কীদ্বার।

খটখাদক (পুং) ১ ভক্ষক। ২ কাচপাত্র। ৩ শৃগাল। ৪ জন্তুভেদ। ৫ কাক।

খটাঙ্গ, বীরভূম জেলার একটী পরগণা। ইহার অধিকাংশই জঙ্গল, কিন্তু স্বাস্থ্যকর। যেখানে জঙ্গল নাই, সেখানে বেশ লোকের বাস আছে। পরগণার পশ্চিমভাগে পাহাড়শ্রেণী, উত্তরদিকেও ছোট ছোট পাহাড়ের অংশ ও জঙ্গল, দক্ষিণ ও মধ্যভাগে স্থানে স্থানে উর্ব্বরা ভূমি। এখানে চাউল, যব, ইক্ষু, জোয়ার, শুঁঠ ও পান ইত্যাদি জন্মে। আম, কাঁঠাল, তাল, বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ প্রচুর। স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, তাহা হইতে ক্ষেত্রে জল দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত উচ্চভূমি থাকে। সেই জল নিম্নভূমিতে লইয়া যাওয়া হয়। ময়ূরাক্ষী নদী ইহার ঠিক মধ্যভাগে প্রবাহিত। গ্রীষ্মকালে ইহাতে এত অল্প জল থাকে যে, লোকে চলিয়া পারাপার হয়। সিউড়ী, কুসাইপুর ও পুরন্দরপুর এই পরগণার প্রধান নগর। তন্মধ্যে সিউড়ী সমগ্র বীরভূমের প্রধান নগর। সিমুলিয়া, হরিণকোণা ও বিষ্ণুপুর নামক কয়েকটী গ্রামে নীলের কুঠী ছিল। পরগণার ভিতর দিয়া কএকটী প্রধান রাস্তা গিয়াছে, একটী বহরমপুর হইতে সিউড়ী দিয়া বড় রাস্তার উপর মিলিত হইয়াছে। একটী সিউড়ী হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত গিয়াছে। আর একটী সিউড়ী হইতে ভাগীরথী কূলস্থ জঙ্গিপুর ও চতুর্থটী দেবগড় পর্য্যন্ত গিয়াছে।

খটিকা (স্ত্রী) খট্ অচ টাপ সংজ্ঞায়াং কন্ অত ইত্বং। ১ লেখন সাধনদ্রব্যবিশেষ, খড়ি। ২ কর্ণচ্ছিদ্র। ৩ বীরণ, বেণার মূল। (বিশ্ব)

খটিনী (স্ত্রী) খট বাহুলকাৎ ইনি ঙীপ চ। লেখনসাধনদ্রব্যবিশেষ, খড়ি। (রাজনি॰)

"ন পততি খটিনী সদয়মা যস্য মহদ্গণনায়াং" (হিতোপদেশ)

খটী (স্ত্রী) খট্ অচ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ। লেখনসাধন দ্রব্যবিশেষ, খড়ি। (ত্রিকাণ্ড॰) [খড়ি দেখ।] (দেশজ) ২ ইটের আকৃত।

খটৌরি, সাঁওতাল পরগণার কৃষিজীবী একটী জাতি।

খট্টন (ত্রি) খট্ট কর্ম্মণি ল্যুট্। খাট, খর্ব্ব। (হেম॰।)

খট্টা (স্ত্রী) খট্ট টাপ্। খট্বা। (শব্দচন্দ্রিকা)

খট্টাশ (পুং স্ত্রী) খট্টঃ সন্ অম্লুতে অশ ব্যাপ্তৌ অচ্। বনজন্তুবিশেষ। পর্য্যায়—গন্ধৌতু, বনবাসন, খট্টাশী, বনাখু, বনখা, শালি, পূযালক। (দুর্গাদাস।)

ইহারা নকুলজাতীয় পশু। বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহাদিগকে 'খটাশ', 'গন্ধগোকুল', 'গন্ধগোলা', 'পদ্মগোলা', ও 'বাগদোস্' এবং ইংরাজিতে ইহাদিগকে 'সিভেটক্যাট' (Civet cat) বলে।

পাশ্চাত্য প্রাণীতত্ত্ববিদেরা নকুলজাতীয় (*Fam.* Viverridæ) জীবের মধ্যে ইহাদিগকে নকুলশাখার (*Sub. Fam.* Viverrinæ) মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। এই শাখার মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ

আছে, তন্মধ্যে খট্টাশ শ্রেণীই প্রধান। ইহার আকার বিড়াল অপেক্ষা দীর্ঘ পা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, উদ্বামুখার ন্যায় মুখ সরু, কাণ ছোট, চক্ষুঃ সতেজ, শরীর মাংসল, গায়ের লোম রুক্ষ ও বেজীর লোমের ন্যায় অল্প পীতবর্ণ, তাহার উপর নানাপ্রকার রেখা আছে। বিড়ালের মত ইহাদের মুখের দুইপার্শ্বে মোটা মোটা লোম হয়। ইহাদের লাঙ্গুল অপেক্ষাকৃত লোমশ, এজন্য সর্ব্বদা ফুলিয়া থাকে। লাঙ্গুল দেহের উচ্চতা অপেক্ষা দীর্ঘ বলিয়া বক্রাগ্র। ইহাদের মুষ্ক স্থানে স্বতন্ত্র একটী চর্ম্মকোষ আছে, এই কোষে মৃগনাভির ন্যায় একপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্য সঞ্চিত হয়। বিড়ালের ন্যায় দিবালোকে ইহাদেরও চক্ষুর তারা সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। ইহারা রাত্রিচর মাংসাশী।

খট্টাশ ত্রিবিধ—বঙ্গদেশীয়, মলবারীয় ও মলকাদ্বীপীয়।

১ বঙ্গদেশীয় খট্টাশের ইংরাজী প্রাণীতত্ত্বোক্ত নাম Viverra Zibetha or Bengal name, হিন্দীতে ইহাদিগকে 'খটাশ' নেপালে 'নিট বিড়ালু', নেপাল তরাই প্রদেশে 'ভ্রাং', ভুটানে রুস, লেপ্চাবা, 'সাফিঙ্গ' আর ইংরাজীতে Zibet or Large Civet cat বলে।

ইহাদের গাত্রবর্ণ পীতাভ বা ভুষারাভ ধূসর, ইহাদের গায়ে কাল কাল দাগ ও ডোরা আছে। ইহাদের গলা শাদা, তাহার উপর একপার্শ্ব হইতে অপরপার্শ্ব পর্য্যন্ত শাদার পর কাল, কালর পর শাদা এইরূপে সাজান ৪টী ডোরা আছে। উদরাদির বর্ণ শাদা ও লাঙ্গুলে ৬টী কাল বেড় আছে, ঘাড়ের উপর দিয়া গলা পর্য্যন্ত লোম কিছু বড় বড় হয় ও এই সকল লোম বিরল।

ইহাদের শরীরের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ৩৩ হইতে ৩৬ ইঞ্চি, লাঙ্গুলের দৈর্ঘ্য ১৩ হইতে ২০ ইঞ্চি।

বাঙ্গালায় ইহাদিগকে অধিকাংশস্থলে 'গন্ধ-গোকুলা' বলে। নেপাল, সিকিম, কটক, উড়িষ্যা ও মধ্যভারতে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, দাক্ষিণাত্যেও ইহাদিগকে দেখা যায়, কিন্তু মলবার উপকূলে মলবারীয় শ্রেণীর খট্টাশই বেশী। আসাম, ব্রহ্ম, দক্ষিণ চীন ও মলয় প্রদেশেও এই জাতীয় খট্টাশই দেখা যায়। ঘাট ও পর্ব্বতমালায় এই শ্রেণীরই একটী শাখা দেখা যায়, য়ুরোপীয় প্রাণীতত্ত্বজ্ঞেরা তাহাদিগের Viverra Rasse নাম দিয়াছেন। ইহাদের গাত্রবর্ণ কিছু গাঢ় হইয়া থাকে ও ডোরাগুল অধিক স্পষ্ট হয়, তৃণ ও গুল্মাচ্ছাদিত বনে ও নদীর বাঁধের উপর ইহারা বাস করে। ইহারা গৃহপালিত পক্ষী, মৎস্য, কাঁকড়া ও কীটাদি খায়। শীকারী কুকুরে ইহাদের গন্ধ পাইলে অন্য সকল শীকার ত্যাগ করিয়া ইহাদিগকেই ধরিতে ছুটে। ইহারা বেশী ভীত হইলে জলে পড়িয়া প্রাণরক্ষা করে।

২ মলবারীয় খট্টাশের ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Viverra Civetina, ইংরাজেরা সাধারণতঃ ইহাদিগকে Malabar Civet cat বলে। ইহাদের মাথার মধ্যস্থল হইতে বড় লোম জন্মে না, কাঁধের নিকট জন্মে। ইহাদের বর্ণ ঈষৎ ধূসর গলার দুইপাশে দুটী ত্যাবড়া শাদা দাগ, গালের উপরও দুইটী কাল দাগ ও গায়ের রং কাল হয়। ইহাদের বর্ণের ঈষৎ তারতম্য ও গলার শাদা দাগ দুইটী থাকাতেই বঙ্গদেশীয় খট্টাশ হইতে ইহাদিগকে বিভিন্ন বলিয়া বুঝা যায়। মলবার উপকূল ও কুমারিকা অন্তরীপে ইহাদের বাস। ইহারা ঘন বনে ও নিম্নভূমিতে বাস করে। ত্রিবাঙ্কুড়ে ইহাদের সংখ্যা অধিক। মলয়দ্বীপে ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ইহাদের এক শাখা আছে, পাশ্চাত্য প্রাণীতত্ত্বজ্ঞরা তাহাদিগকে Viverra Tingalunga এবং আফ্রিকায় যে শ্রেণী দেখা যায়, তাহাদিগের Viverra Civetta নাম দিয়াছেন।

৩ মলকাদ্বীপীয় খট্টাশ (Viverra Malaccensis)—ইংরাজেরা সাধারণতঃ ইহাদিগকে Lesser Civet cat বলে। হিন্দীতে ইহাদিগকে 'মুস্কাবিল্লি' বা 'কস্তুরী', বাঙ্গালায় 'গন্ধগোকুল', করাচীদেশে 'পিনাগিনবেক', তৈলঙ্গীরা 'পুনুগুপিল্লি' ও নেপালে 'শাগ নেউল' বলে।

ইহাদের গাত্রবর্ণ তরল ধূসরাভ পিঙ্গল। ইহাদের পৃষ্ঠে ও পাছায় আড়ভাবে রেখা হয় ও পার্শ্বে সারি সারি বিন্দু বিন্দু দাগ থাকে। ইহাদের মস্তকের বর্ণ অধিক কৃষ্ণাভ ও কাণ হইতে ঘাড় পর্য্যন্ত ডোরা কাটা। লাঙ্গুল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও তাহাতে চারটা বেড়। এই জাতীয় খটাশ হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বস্থলে, সিংহলে, আসামে, ব্রহ্মে ও ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপাবলীতে মাটির গর্ত্তে, পর্ব্বতগহ্বরে ও নিবিড় ঝোপে বাস করে। ইহারা প্রায়ই একলা শীকার খুঁজিয়া বেড়ায়। ইহারা পক্ষী, পক্ষীডিম্ব, সর্প, ভেক ও কীটাদি ভক্ষণ করে, সময়ে ফল মূলাদিও খায়। নেপালে পাহাড়ীয়া ইহাদের মাংস খায়।

খটাশের স্ত্রীজাতির স্তন ৬টী। একবারে ৪।৫টী শাবক হয়। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ে ইহাদের শাবক জন্মে। ইহারা পোষ মানে, কিন্তু যবদ্বীপের খটাশগুলা পোষমানে না।

ইহাদিগকে পুষিয়া ভারতীয়েরা সপ্তাহে দুইবার গন্ধদ্রব্য সংগ্রহ করে। ইংলণ্ডে এই পশুকে একটা বাক্সে বদ্ধ করিয়া কাঠের চামচ দিয়া গন্ধ চাঁচিয়া লয়। কবিরাজেরা ঐ গন্ধদ্রব্য পাকতৈলাদিতে ব্যবহার করে, ইহাতে তেজাল মিশাইয়া অতি

সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করে। এই গন্ধদ্রব্য দেখিতে ঠিক গলিত মোমের মত।

ইহাদিগকে শীকার শিখাইলে পুষ্করিণী হইতে মৎস্য ও বৃক্ষাদি হইতে পক্ষী ও পক্ষীশাবকাদি শীকার করিয়া আনে।

[গন্ধগোকুল দেখ।]

খট্টাস (পুং, স্ত্রী) খট্টাশ পৃষোদরাদিবৎ শকারস্য সত্বং। [খট্টাশ দেখ।]

খট্টি (পুং) খট্ট-ইন। শবযান, শববহনার্থ খাট, মড়ার খাট।

খট্টিক (ত্রি) খট্টনমাবরণং খট্টঃ স শিল্পত্বেন অস্ত্যস্য ঠন্। যে ব্যক্তি জাল প্রভৃতি দ্বারা পাখী মারে, ব্যাধ, শাকুনিক, পাখিমারা।

খট্টিকা (স্ত্রী) খট্টা স্বার্থে অল্পার্থে বা কন্ টাপ্ অত ইত্বং। ১ ক্ষুদ্র খট্টা। পর্য্যায়—নিবট্যা, সন্দী, আসন্দী। ২ শবযান, মড়ার খাট।

খট্টেরক (ত্রি) খট্ট বাহুলকাৎ কর্ম্মণি এরক। খর্ব্ব। (শব্দমালা)

খট্‌তাল, তালযন্ত্রবিশেষ। [যন্ত্র দেখ।]

খট্‌তোড়ী, খট্ ও তোড়ীযোগে উৎপন্ন রাগবিশেষ। (সঙ্গীতশাস্ত্র)

খট্‌যোগিক্রা, খট এবং যোগিক্রা যোগে উৎপন্ন রাগবিশেষ।

খট্বা (স্ত্রী) খটাতে কাঙ্ক্ষ্যতে শয়নার্থিভিঃ খট কন্ (অশ্প্রুষি-লটি কণি খটি বিশিভ্যঃ ক্বন্। উণ্ ১।১৫১)। কাষ্ঠাদি রচিত শয়নাধার, পর্য্যঙ্ক, খাট। পর্য্যায়—শয়ন, মঞ্চ, পর্য্যঙ্ক, তল্প, শয়। যুক্তিকল্পতরু নামক সংস্কৃত গ্রন্থে খট্বা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

খট্বা যে চারিখানি কাষ্ঠের উপরে নির্ভর করিয়া অবস্থান করে, তাহাকে চরণ (পায়া) বলে। মাথার দিকের কাষ্ঠের নাম বুপধান, অধঃস্থ কাষ্ঠের নাম নিরূপক এবং উভয় পার্শ্বে যে দুইখানি কাষ্ঠ থাকে, তাহাকে আলিঙ্গন বলে। আলিঙ্গন দুইটী ৪ হাত পরিমাণ করিতে হয়, নিরূপক ও বুপধান তাহার অর্দ্ধ এবং চরণ তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ প্রস্তুত করিবে। এইরূপ খট্বায় সর্ব্বসমেত ১৬ হাত কাঠ থাকে বলিয়া ইহাকে ষোড়শিকা বলে। ইহা সকল বিষয়েই শুভপ্রদ। আলিঙ্গন ৫॥০ হাত, বুপধান ও নিরূপক ২॥০ হাত এবং চরণ চারিটী ১ হাত পরিমাণ করিলে সেই খট্বাকে সর্ব্বাষ্টদশিকা বলা যায়। ইহা সকল অভীষ্ট পূরণ করে। যে খট্বার আলিঙ্গন ২টী ৫ হাত, বুপধান ও নিরূপক ৩ হাত এবং চরণের পরিমাণ ১ হাত তাহাকে সর্ব্ববিংশতিকা বলে। ইহাও ভাল। যে খট্বার আলিঙ্গন ৫॥০ হাত, বুপধান ও নিরূপক তাহার অর্দ্ধ এবং চরণ তাহার অর্দ্ধপরিমাণ তাহাকে সর্ব্বদ্বাবিংশিকা বলে। ইহা সর্ব্বসম্পৎ প্রদান করে। আলিঙ্গন ৬ হাত, বুপধান ও নিরূপক ৩ হাত, এবং প্রত্যেক পায়া ১ হাত করিলে সেই খট্বাকে চতুর্বিংশতিকা বলে। ইহাতে শয়ন করিলে সকল রোগ বিনষ্ট হয়। যে খট্বার আলিঙ্গন ৭ হাত, বুপধান ও নিরূপক ৩ হাত, পায়া ১।০ হাত তাহাকে সর্ব্বসপ্তবিংশিকা বলে। ইহা সর্ব্বভোগ প্রদান করে। যাহার আলিঙ্গন ৭॥০ হাত, বুপধান ও নিরূপক ৩॥০, পায়া ১॥০ হাত তাহাকে সর্ব্বাষ্টবিংশিকা বলে। যে খট্বার আলিঙ্গন ৮, বুপধান ও নিরূপক ৪ এবং পায়া ১০ হাত তাহাকে সর্ব্বত্রিংশিকা বলে। এই কএক প্রকার খাটের মধ্যে সর্ব্বষোড়শিকা খট্বা সকলেরই মঙ্গলকর। ভোজরাজ এই আট প্রকার খট্বাকে যথাক্রমে মঙ্গলা, বিজয়া, পুষ্টি, পদ্মা, তুষ্টি, সুখাসন, পাচগুণী ও [illegible] এই নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

যুক্তিকল্পতরুর মতে পিয়াসাল, দেবদারু, শাল, শাক, কাশ্মরী, অর্জ্জুন, পদ্মক, শাক এবং শিংশপা বৃক্ষ প্রশস্ত, ইহাদের কাষ্ঠে খাট প্রস্তুত করিবে, কিন্তু যে বৃক্ষ বজ্রাহত নিহত, জীর্ণ, বায়ু বা হস্তী কর্তৃক নিপাতিত, যাহাতে মৌচাক বা পাখীর বাসা আছে, সেই বৃক্ষ প্রশস্ত নহে। এতদ্ভিন্ন শ্মশান পথ ও নদীতীর সঙ্গস্থান বা দেবমন্দিরে [illegible] কণ্টকযুক্ত এবং [illegible] হইলে তাহাও প্রশস্ত নহে। যে সকল বৃক্ষের কথা নিষেধ করা হইয়াছে, এই সকল বৃক্ষের খাট বা অন্যপ্রকার আসন ব্যবহার করিলে কুলনাশ, ব্যাধি, ভয়, নানা ও কলহ প্রভৃতি নানা রকমের অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। (যুক্তিক° ১২ অঃ)

২ সুশ্রুতোক্ত চতুর্দ্দশ বন্ধনের অন্তর্গত একপ্রকার। হনু, শঙ্খদেশ এবং ললাটে খট্বাকার বন্ধনবিধি। (সুশ্রুত, সূত্র ১৮ অঃ।) ৩ পেঁচা। (অনেকার্থ°) ৪ কোন শিল্পী। রাজনি°

খট্বাকা (স্ত্রী) খট্ স্বার্থে কন্ টাপ্ পূর্ব্বস্যাতঃ স্থানে (অপাচাগাণাম্। পা ৭।৩।৪৫।) খট্বা। ১ কলাতে বন। ২ ক্ষুদ্র খট্বা, ছোট খাট। ৩। খট্বাশব্দের উত্তর কন্ হইলে খট্বাকা, খট্বিকা ও খট্বকা এই তিনটী রূপ হয়।

খট্বাঙ্গ (ক্লী) খট্বায়া অঙ্গং ৬তৎ। ১ খাটের পায়া। ২ শিবের অস্ত্রবিশেষ। "খট্বাঙ্গধরবাদক:" বটুকস্তব।

(পুং) খট্বাঙ্গ ইত্যাখ্যা যস্য। ৩ একজন রাজা। ভাগবতের মতে ইনি সূর্য্যবংশীয় রাজা বিশ্বসহের পুত্র। এক সময় দেবতাদের কোন উপকার করিয়া তাঁহাদের নিকট নিজের পরমায়ুর কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে জানিতে পারেন যে জীবনের মুহূর্ত্তমাত্রই অবশিষ্ট আছে।

মহারাষ্ট্রদিগের সহিত নিজামের এক যুদ্ধ হয়। নিজাম পরাজিত হইয়া খড়দহে পলায়ন করিলে মহারাষ্ট্রগণ তাঁহাকে চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। নিজাম অগত্যা সন্ধি করিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। খড়দহ পূর্ব্বে নিজামের অধীনস্থ নিম্বালকর নামক একজন সম্ভ্রান্ত লোকের জমিদারী ছিল। নগরের মধ্যস্থলে নিম্বালকরের প্রকাণ্ড বাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে নিম্বালকর নগরের দক্ষিণপূর্ব্বে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুর্গটী প্রস্তরনির্ম্মিত চতুষ্কোণ আকার, চারিদিকে গড়খাই, প্রবেশদ্বারে ২টী বড় ফটক, মধ্যে বিস্তীর্ণ পথ। গড়ের এখন ভগ্নাবশেষমাত্র রহিয়াছে। নগরে অনেক ব্যবসায়ী, দোকানদার, পোদ্দার আছে। তাহারা নানাবিধ শস্য ও দেশী বস্ত্রের ব্যবসা করে। প্রতি মঙ্গলবারে গোমেষাদির হাট বসে। এখানে একটী ডাকঘর আছে।

খড়দহ, বাঙ্গালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত ভাগীরথী তীরবর্ত্তী একটী গ্রাম, অক্ষা° ২২°৪৩´৩০´ উঃ, দ্রাঘি ৮৮° ২৪´৩০´ পূঃ। কলিকাতা হইতে ৪।০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের একটী ষ্টেসন আছে। ইহা বৈষ্ণবদিগের একটী তীর্থস্থান। ডাক্তার হণ্টর সাহেব বাঙ্গালার বিবরণে লিখিয়াছেন,—"মহাপ্রভু চৈতন্যের প্রধান শিষ্য নিত্যানন্দ প্রভু ভ্রমণ করিতে করিতে এইখানে আসিয়া গঙ্গাতীরে অবস্থান করেন। একদিন সন্ধ্যার সময় একটী স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শব্দ তাঁহার কর্ণে আইসে। শব্দ লক্ষ্য করিয়া দেখেন যে একজন স্ত্রীলোক একমাত্র কন্যার মৃত্যু হওয়ায় ক্রন্দন করিতেছে; অনতিপূর্ব্বে কন্যাটীর মৃত্যু হইয়াছে। মৃতদেহ পড়িয়া আছে। নিত্যানন্দ অবস্থা দেখিয়া সমস্তই বুঝিলেন। কিন্তু কন্যার মাতাকে বলিলেন, কাঁদ কেন তোমার কন্যা ত নিদ্রা যাইতেছে। মাতা প্রভুর কথা হৃদয়ঙ্গম করিল। তাঁহার ক্ষমতা অলৌকিক এই বিশ্বাসে তাঁহাকে বলিল, 'প্রভু আমার কন্যাকে বাঁচাইয়া দাও, আমি জন্মের মত তোমার দাসী হইয়া থাকিব।" সত্য সত্যই কন্যাটী বাঁচিয়া উঠিল। তাঁহার মাতা ব্রাহ্মণকন্যা হইলেও বৈষ্ণব নিত্যানন্দের গৃহিণী হইলেন। নিত্যানন্দ গৃহী হইয়া স্থানীয় জমীদারের নিকট বাসোপযোগী এক খণ্ড ভূমি প্রার্থনা করিলেন। জমিদার গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া সম্মুখস্থ দহের উপর এক খণ্ড খড় ফেলিয়া দিয়া বলিলেন এই স্থান তোমার বাসের জন্য দিলাম। দহের ঘূর্ণী জলে খড় ডুবিয়া গেল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তথায় চড়া পড়িয়া উত্তম বাসোপযোগী স্থান হইল। তখন অধিবাসিগণ নিত্যানন্দ প্রভুর অলৌকিক মহিমা অবগত হইয়া অনেকেই তাঁহার ভক্ত হইল। সেই অবধি সেই স্থানের নাম খড়দহ হইয়াছে।" (W. W. Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol I p 107—8) নিত্যানন্দের সময় হইতে যে খড়দহ নামের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। নিত্যানন্দের অনেক পূর্ব্ব হইতে এই স্থান খড়দহ নামে প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা কৃত্তিবাসের রামায়ণপাঠে জানা যায়। [কৃত্তিবাস দেখ।] খড়দহের গোস্বামীগণ নিত্যানন্দের বংশোদ্ভব। এই গোস্বামীরা অনেকেই বৈষ্ণবের দীক্ষাগুরু। শিষ্যগণ ইহাদিগকে বিশেষ ভক্তি করিয়া থাকেন। দোলে, ঝুলদোলে, রাস প্রভৃতি বৈষ্ণবপর্ব্বে এখানে অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। খড়দহে শ্যামসুন্দর নামে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রসিদ্ধ, শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি সম্বন্ধেও অনেক কথা শুনা যায়। কথিত আছে—রুদ্র নামক এক যোগী গৌড়নগরে মুসলমান শাসনকর্ত্তার নিকট আসিয়া বলেন যে, এই বাটীর দ্বারদেশের উপর একটী প্রস্তরখণ্ড আছে। ভগবানের প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে উহা থাকিলে অমঙ্গল হইবে। অতএব অবিলম্বে উহা স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য। শাসনকর্ত্তাও দেখিলেন যে বাস্তবিক কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে। শাসনকর্ত্তার হিন্দুমন্ত্রী বুঝাইয়া দিলেন যে পাষাণের চক্ষের জল পড়িলে দেশের অমঙ্গল হইবে। অতএব উহা স্থানান্তর করা বিশেষ আবশ্যক। তদনুসারে প্রস্তরখণ্ড খুলিয়া লইয়া রুদ্রকে অর্পণ করা হইল। রুদ্র উহাকে লইয়া নৌকায় তুলিতে গেলেন, কিন্তু সেই সময় হঠাৎ হস্তস্খলিত হইয়া জলমগ্ন হইল। শ্রীরামপুরের নিকট বল্লভপুরে রুদ্রের বাস। রুদ্র বাটী আসিয়া দেখিলেন গঙ্গার ঘাটে সেই প্রস্তর আসিয়া উপস্থিত। এই প্রস্তর হইতে বল্লভপুরের বিগ্রহ নির্ম্মিত হইয়াছে। খড়দহের গোস্বামীরা এই প্রস্তরের এক অংশ লইয়া শ্যামসুন্দরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। খড়দহে গঙ্গাতীরে ২০টী শিবমন্দির আছে।

রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণের মধ্যে খড়দহমেলের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ। [কুলীন শব্দ ৩৬২ পৃষ্ঠা দেখ।]

খড়ম (দেশজ) কাষ্ঠপাদুকা।

খড়যবাগূ (স্ত্রী) খড়পক্বা যবাগূঃ। পানকবিশেষ। [পানক দেখ।]

খড়যূষ (পুং) কপিত্থ, আমরুল, মরিচ, কৃষ্ণজীরা ও চিত্রকের সহিত ঘোলপাক করিলে তাহাকে খড়যূষ বলে। (চক্রদত্ত) ভাবপ্রকাশের মতে যূষের যূষ, ঘোল, ধনিয়া, জীরা ও সৈন্ধবযোগ করিলে তাহাকে খড়যূষ বলে।

"মুদ্গাযূষরসং তক্রং ধান্তজীরকসংযুতম্।

সৈন্ধবং সহিতং যস্মাৎ খড়যূষমিতি স্মৃতম্॥" (ভাবপ্রকাশ)

খড়রা (হিন্দুস্থানী) ঘোড়ার গা পরিষ্কার করিবার লোহার চিরুণী।

খড়বান্ [২] (ত্রি) খড় চাতুরর্থিক-মতুপ্ মস্য বঃ। (মধ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৮৬) খড়ের সন্নিহিত দেশাদি।

খড়া (দেশজ) ১ সংবাদ। ২ ইটের ভাঁজ।

খড়াকাটা (দেশজ) চিহ্নিত (পাত্রাদি।)

খড়াকান (দেশজ) চন্দ্রহাস। (শব্দসার)

খড়ি (খটী শব্দের অপভ্রংশ) প্রস্তরবিশেষ। এই জাতীয় প্রস্তর হইতে শ্লেট-পেন্‌সিল ও হাতে-খড়ি দিবার খড়ি প্রস্তুত হয়।

খড়ি বা চা-খড়ি—ভূতত্ত্ববিদেরা এই খড়ির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রাণিদেহ হইতেই চা-খড়ির উৎপত্তি। জগৎ প্রাণি-দেহে পরিপূর্ণ কি বায়ু, কি স্থল, কি জল, সকল স্থানেই প্রাণী প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। এই সকল প্রাণীর দেহ মৃত্যুর পর ভূপতিত হয়। শঙ্খ, শামুক প্রভৃতির অস্থিগুলি জলের নিম্নে থাকে, তাহারা সেইখানেই মরে, তাহাদের অস্থি প্রভৃতি সেইখানেই থাকিয়া যায়। সমুদ্র ও বড় বড় হ্রদের তলদেশে এইরূপে অনেক প্রাণিদেহ জমিয়া থাকে। মাটী ও জলা ভূমি হইতেও এই সকল গিয়া নদীগর্ভে পতিত হয়। নদীগর্ভস্থ অন্যান্য দ্রব্যের সহিত স্রোতে এইগুলি ভাসিয়া গিয়া কখন বদ্বীপে পরিণত হয়, কখনও বা সাগর গর্ভে লীন হয়। এইগুলি সমবেত হইয়া একটী স্তররূপে পরিণত হয়। সমুদ্রের লোণাজলের সংস্রবে চূণ ও অঙ্গারকের রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা এই স্তর ক্রমশঃ শুভ্রবর্ণ ধারণ করে ও উপরের স্তরের চাপে ক্রমশঃ কঠিন হইতে থাকে। ইংলণ্ডের পশ্চিম আয়র্লণ্ড হইতে আমেরিকায় যখন টেলিগ্রাফের তার সমুদ্রের অভ্যন্তর দিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তখন গভীর জলের নিম্নে মাটী তুলিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহা ঠিক অপরিষ্কৃত চা-খড়ির মত। ইহাকে ইংরাজীতে 'উজ' অর্থাৎ কাদা কহে। ইহার অল্পাংশ লইয়া অণুবীক্ষণযন্ত্র যোগে পরীক্ষা করায় ইহাতে ছোট ছোট ঝিনুক ও শামুক চূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। চা-খড়ি গুঁড়া করিয়া এক গ্লাস জলে দিলে গ্লাসের নিম্নে একটী স্তর পড়ে জল ফেলিয়া নিম্ন স্তর হইতে অল্পাংশ লইয়া অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝিনুক ও শামুক পূর্ণাবয়ব ও ভগ্নাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে সুইডেনের পণ্ডিত লিনেয়স্ খড়িকে জীবদেহজ বলিয়া মত প্রদান করেন। আধুনিক পণ্ডিতগণও বিশেষ প্রমাণ দ্বারা সেই সিদ্ধান্ত ঠিক বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

আধুনিক ভূবেত্তাগণ পৃথিবীর জীবনকে ৪ ভাগে বা চারিযুগে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে ২য় যুগ ত্রিস্তর বা নূতন লোহিত-প্রস্তর-অস্তরযুগ, জুরাসিক অস্তরযুগ ও চা খড়ি বা ক্রিটেশস্ অস্তরযুগ—এই তিনভাগে বিভক্ত। চা-খড়ির অস্তরযুগের অধিকাংশ স্তরই চা-খড়ি নির্ম্মিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বেও চা খড়ি ছিল, কিন্তু এই সময় ইহার বাহুল্য হয় বলিয়া ইহাকে এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সার চার্লস লায়েল ও অধ্যাপক রামজে বলেন যে, গ্রেটব্রিটেন পুরাকালের একটী বৃহৎ মহাদেশের কোন প্রকাণ্ড নদীর বদ্বীপের অবশেষ মাত্র। জোয়ার ভাঁটার কার্য্যবশতঃ সমুদ্রজলের সহিত মিশ্রিত চা-খড়ি সেই নদীর ব-দ্বীপে জমিয়া পর্ব্বতাকার হইয়াছে। সেই মহাদেশের কতকস্থান এখন জলমগ্ন হইয়াছে। এখন ইংলণ্ডের কেণ্ট ও সসেক্স প্রদেশে যে সকল চা খড়ির পর্ব্বত আছে তাহা ঐ বদ্বীপ হইতেই উৎপন্ন। ভারতের খড়িয়া পর্ব্বতও সেই সময় প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এখানে সেরূপ খড়ি নাই। ফ্রান্স, জর্ম্মনী ডেনমার্ক, সুইডেন, রুষিয়া ও উত্তর-আমেরিকার পর্ব্বতে খড়ির স্তর দেখা যায়।

চা খড়ি সময়ে সময়ে অন্যের প্রস্তরের সহিত মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। কখন চূণ ও কর্দ্দমের সহিত থাকে। খড়ির স্তর কখন সমানভাবে পৃথিবীর স্বাভাবিক সঙ্কোচনে থাকে। কখন বা ভূগর্ভস্থ অগ্ন্যুৎপাতে এই সকল স্তর স্থানে স্থানে বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত দেখা যায়। এদেশে আমরা যে চা-খড়ি দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশই বিলাত হইতে আসে।

খড়ি বা খড়িয়া, বর্দ্ধমান জেলার বুদবুদ্ বিভাগের অন্তর্গত ধান্যক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত একটী নদী বক্রপথে ভ্রমণ করিয়া বহুরে নন্দাই নামক স্থানে ভাগীরথীতে মিলিত হইয়াছে, মিলিত হইবার পূর্ব্বে বাঁকা নামক একটী নদী চম্পানগরীতে গোপালপুর হইতে বাহির হইয়া বর্দ্ধমান নগর দিয়া এই খড়িয়া নদীতে পড়িয়াছে।

খড়িক (ত্রি) খড়মস্ত্যস্য খড়-ঠন্। খড়যুক্ত।

খড়িকা (স্ত্রী) খড়-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্, ততঃ স্বার্থে কন্ পূর্ব্ব-হ্রস্বশ্চ। কঠিনী। (জটাধর)

খড়িকা খাওয়া (দেশজ) ভোজন অন্তে যে সকল কাঠ বা যে সকল তৃণ দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা হয়, চলিত কথায় ইহাকে 'খড়িকা খাওয়া' বলে।

৮। বেদীদেশজাত খড়্গ হাল্কা, তীক্ষ্ণ কিন্তু সারহীন। বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রের নিকটে বেদীদেশ ছিল।

৯। সহগ্রামের খড়্গও তীক্ষ্ণ ও লঘু।

১০। কালঞ্জরের খড়্গ দীর্ঘকাল স্থায়ী, তীক্ষ্ণ ও সুলক্ষণযুক্ত।

১১। চীনদেশের খড়্গ নির্ম্মল ও তীক্ষ্ণ হইত। এখন চীনের খড়্গ কিরূপ হয়, তাহা জানা যায় নাই।

সেকালের অসি নির্ম্মাণ।—অসি লৌহে প্রস্তুত হইত। অসি নির্ম্মাণের উপযুক্ত লৌহ ঔষধার্থ লৌহ হইতে স্বতন্ত্র। অসির উপযুক্ত লৌহও আবার দ্বিবিধ, সঙ্গ ও নিরঙ্গ। এই উভয়বিধ লৌহ কান্তি, গান্ধি প্রভৃতি বহুবিধ ভাগে বিভক্ত, এই সকল লৌহের অসিতে ব্যাধিবিনাশক গুণ আছে কিন্তু সাধারণতঃ সাঙ্গ লৌহেই অসি নির্ম্মিত হইত। সাঙ্গ লৌহও বিবিধ, তন্মধ্যে অসিকর্ম্মে দশপ্রকার লৌহই প্রশংসার সহিত ব্যবহৃত হইত রোহিণী, নীলপিণ্ড, মগধৈলক, ময়ূরবৎ, কিভিরাঙ্গ, সুবর্ণবজ্র, শৈবল-মালান, মৌষলবজ্র, কপোলবক্ত্র বা অর্ণক এবং গ্রন্থিবদ্ধ, এই দশবিধ লৌহের বিভিন্ন লক্ষণ আছে। লৌহার্ণব নামক লৌহ শাস্ত্রে এবং বীরচিন্তামণি, শাঙ্গধর-পদ্ধতি গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। [লৌহ দেখ।]

এতদ্ভিন্ন নিরঙ্গলোহের অন্তর্গত রোহিণ, পাণ্ডু, রূপ্য বা কাম্য এই ত্রিবিধ লৌহও অসির জন্য ব্যবহৃত হইত।

ঐ সকল লৌহে অসি নির্ম্মাণ করা হইত তৎপরে তাহাতে নানাবিধ কৌশলের আবশ্যক হইত। উত্তম লৌহ পাইলেই উত্তম শিল্পী যে উত্তম অসি নির্ম্মাণ করিতে পারিত, তাহা নহে, কিন্তু কোন্ লৌহ কিরূপে, কতবার পোড়াইয়া ও কিরূপ পায়ন বা পাণ ব্যবহার করিলে স্থায়ী ও তীক্ষ্ণধার হয়, তাহা জানা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে ধনুর্ব্বেদে যথেষ্ট উপদেশ আছে, কিন্তু হাতে কলমে না করিলে ও গুরুর নিকট প্রত্যক্ষ না দেখিলে সে সকল বিধি শিখিবার বা বুঝিবার উপায় নাই। সেকালে কত সামান্য দ্রব্য দিয়া অসিতে পাণ দেওয়া হইত, তাহা দেখাইবার জন্য এস্থলে পায়ন দ্রব্যগুলি লিখিত হইল।

অসি প্রস্তুত হইলে তাহা পরিষ্কার করিবে, ধারের মুখে লবণ বা অন্য ক্ষার পরিষ্কার কর্দ্দমে মিশাইয়া প্রলেপ দিবে, পরে আগুনে পোড়াইয়া জল বা অন্য কোন তরল দ্রব্যে ডুবাইয়া লওয়াকে পায়ন বা পাণ দেওয়া বলে। মহর্ষি উশনা বা শুক্রাচার্য্য এই সকল পাণ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন— শ্রীলাভার্থ অস্ত্রকে রুধিরে ডুবাইয়া লইতে হয়। এইরূপে গুণবান্ পুত্রলাভার্থ অস্ত্রকে ঘৃতপাণ, অক্ষয় ধনলাভার্থ অস্ত্রকে জলপাণ ও অন্যান্য উদ্দেশ্যানুসারে ঘোটকীদুগ্ধ, উষ্ট্রদুগ্ধ, হস্তিনীদুগ্ধ পাণ দিতে হয়। হস্তি শুণ্ড কাটিবার জন্য মৎস্যের পিত্ত, মৃগীদুগ্ধ ও ছাগীদুগ্ধের পাণ দেওয়া হয়। (প্রবাদ আছে মহারাণা প্রতাপের এইরূপ তরবারি ছিল।) ঐ পাণ দিবার পূর্ব্বে আকন্দের আঠা, ভেড়ার শিং, কয়লা, পারাবত ও ইন্দুরের বিষ্ঠা একত্র মাড়িয়া লইয়া ধারের মুখে তৈল মাখাইয়া তাহার উপর প্রলেপ দিবে, তৎপরে পূর্ব্বোক্ত কোন দ্রব্যে পাণ দিবে। ইহাতে পর শাণাইয়া লইলে সে অস্ত্র প্রস্তরে আঘাত করিলেও ধার কমিবে না। কদলীক্ষারে এক রাত্রি একদিন ভিজাইয়া রাখিয়া, পরে ঐ সকলের কোন একটা পাণ দিলে তাহাতেও অস্ত্র প্রস্তরে ভাঙ্গিবে না। বিষ কিম্বা বিষবৎ দ্রব্যে পাণ দিলে অস্ত্রে ভীষণ ক্ষমতা জন্মে, সে অস্ত্রের সামান্য আঘাতেই মৃত্যু নিশ্চিত। পাণ দিবার সময় ভিন্ন ভিন্ন গন্ধ ও বর্ণ বাহির হয়, সেই বর্ণ ও গন্ধ হইতেও শুভাশুভ জানা যায়। করবী, উৎপল, হস্তিমদ, ঘৃত, কুঙ্কুম, কুন্দফুল ও চাঁপাফুলের ন্যায় গন্ধে অস্ত্র শুভদায়ক হয়। গোমূত্র, পঙ্ক, মেদ কূর্ম্ম, বসা, রক্ত বা ক্ষীর গন্ধে অস্ত্র অশুভদায়ক হয়, আর বৈদূর্য্য, স্বর্ণ বা বিদ্যুতের প্রভা হইলে অস্ত্রে জয় ও আরোগ্য-লাভ হয়, নতুবা অন্য কোন বর্ণে অশুভ হয়। অনেকে এ সকল মিথ্যা বলিতে পারেন, কিন্তু যখন পরীক্ষা করিবার উপায় কাহারই জানা নাই, তখন হঠাৎ মিথ্যাই বা বলা যায় কেন?

পরিমাণ—সেকালে ৪ অঙ্গুলি প্রশস্ত ও ৫০ অঙ্গুলি লম্বা অসি শ্রেষ্ঠ, ইহার অর্দ্ধপরিমাণ হইলে মধ্যম ২৫ অঙ্গুলির কম হইলে অসি না বলিয়া অসিপুত্র বলিত। প্রশস্ততায় ২ অঙ্গুলির কম হইলে অসি নামেই গণ্য হইত না। ৩০ অঙ্গুলির অধিক দীর্ঘ অসি "নিস্ত্রিংশ" নামে অভিহিত, গঠন পদ্মপুষ্পের পাপড়ির অগ্রভাগ যেরূপ এবং করবী পুষ্পের পাপড়ির ন্যায় হইলে সেই অসি অতি উত্তম বলিয়া বিবেচিত। মণ্ডলাগ্র অর্থাৎ অগ্রভাগ সুগোল বা ঈষৎ বক্র হইলে তত প্রশস্ত বলিয়া গণ্য হইত না। মণ্ডলাগ্র অসি এখন 'বগী' নামে খ্যাত। গোজিহ্বা, ঝুঁদী, নালফুলের পাপড়ি, বাঁশের পাতা ও শূলের অগ্রভাগের ন্যায় খড়্গই প্রশস্ত।

ধ্বনি—তরবারিতে টোকা মারিলে যে শব্দ বাহির হয়, তাহা হইতেও ভাল মন্দ নির্দ্ধারণের উপায় ছিল। যদি কাকস্বরের ন্যায় কর্কশ শব্দ বা 'ঝং' ইত্যাকার শব্দ হইত, তাহা হইলে রাজারাও তাহা পরিত্যাগ করিতেন। যাহার

শব্দ মধুর, কিঙ্কিণীর ন্যায় রুন ঝুন্ শব্দ এবং শব্দদীর্ঘস্থায়ী হয়, সেই অসি শ্রেষ্ঠ।

অঙ্গচিহ্ন—তরবারি গড়িবার সময় তাহার ফলকের গায়ে আপনা হইতেই কতকগুলি চিহ্ন উৎপন্ন হয়। সেই সকল চিহ্নকে খড়্গাঙ্গ বলে। এই সকল চিহ্ন হইতেও উৎকৃষ্টাপকৃষ্টতা বুঝা যায়। অঙ্গুলি পরিমাণে যদি যুগ্ম অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে কোন বিশেষ চিহ্ন পাওয়া যায়, তবে সেই চিহ্ন শুভ আর অযুগ্ম পরিমিত স্থানে চিহ্ন থাকলে অশুভ। চিহ্ন সর্ব্বসমেত ১ শতপ্রকার—(১) রৌপ্যরেখা (২) স্বর্ণরেখা—এই দুইপ্রকার খড়্গ অতি উত্তম। (৩) গজশুণ্ডাকারচিহ্নাঙ্গ—ইহাও উত্তম, ইহা রক্ত স্পর্শমাত্র আপনি শরীরে গভীর হইয়া বসিয়া যায়। ইহার অঙ্গধৌত জল পান করিলে অনেক ব্যাধি নষ্ট হয়। (৪) বৃত্তবীজ চিহ্ন খড়্গও উত্তম। (৫) দমনপত্র (দোনাগাছের পাতা) চিহ্নবিশিষ্ট খড়্গ উত্তম। ইহা একদিন জলে ভিজাইয়া রাখিলে সে জলে দোনার গন্ধ হয়। (৬) সুল সুল রেখাবিশিষ্ট খড়্গ উত্তম ইহার আঘাতে সমস্ত শরীর ফুলিয়া উঠে। (৭ স্বর্ণ অরুণবর্ণ রেখাবিশিষ্ট খড়্গ উত্তম, ইহাতে সূর্য্যকিরণ লাগিলে একপ্রকার তেজ নিঃসৃত হয় এবং রাত্রে ইহার নিকট পদ্মকোরক রাখিলে ফুটিয়া উঠে। ৮ তিল চিহ্নবিশিষ্ট খড়্গ উত্তম, ইহাদ্বারা আহত হইলে ক্ষতস্থানে অত্যধিক পূঁয জন্মে। (৯) অগ্নিশিখা চিহ্নবিশিষ্ট খড়্গের উপর জল রাখিলে উষ্ণ হইয়া উঠে। ১০) মালা চিহ্নবিশিষ্ট খড়্গধৌত জল সুগন্ধ জন্মে ও উষ্ণজলে এই অসি ডুবাইলে তাহা শীতল হইয়া যায়, ইহার ধৌতজলে পিত্তরোগ নষ্ট হয়। (১২) জীরক চিহ্নবিশিষ্ট খড়্গের আঘাতে জ্বর হয়। (১৩) ভ্রমর চিহ্নবিশিষ্ট খড়্গের আঘাতে বিসূচিকারোগ জন্মে। (১৪) লাঙ্গলাগ্র চিহ্ন বিশিষ্ট খড়্গের স্পর্শমাত্রে সর্প মরিয়া যায়। (১৫) মরিচ চিহ্ন বিশিষ্ট খড়্গের আঘাতে রক্ত কটু অর্থাৎ ঝাল হইয়া উঠে এবং ইহার ধৌতজলে পীনসরোগ আরোগ্য হয়। (১৬) সর্পফণা চিহ্নবিশিষ্ট অসির আঘাতে শরীরে বিষবিকার উপস্থিত হয় ও ইহার স্পর্শমাত্রে ভেকেরা প্রাণত্যাগ করে। (১৭) অশ্বখুরচিহ্নবিশিষ্ট খড়্গ উত্তম, ইহা আরোহীর কটিদেশে থাকিলে অশ্বগণের বেগগতি জন্মে ও ধৌতজলে অনেক রোগ নষ্ট হয়। (১৮) সর্ষপপুষ্পচিহ্নযুক্ত খড়্গ উত্তম, ইহা এত নমনশীল হয় যে, ইহাকে বলপূর্ব্বক কুণ্ডলী করিয়া রাখা যায় এবং ছাড়িয়া দিলে সোজা হইয়া থাকে। (১৯) ময়ূরপুচ্ছচিহ্নযুক্ত খড়্গ উত্তম, ইহার স্পর্শমাত্রে সর্প মারা পড়ে এবং ইহার আঘাতে নিরন্তর বমি হয়। (২০) মধুবুদ্বুদ চিহ্নযুক্ত খড়্গ উত্তম, ইহাতে সর্ব্বদাই মধুমক্ষিকা বসিতে চাহে। (২১) মধুমক্ষিকাচিহ্নযুক্ত খড়্গ উত্তম, ইহার গাত্রে তৈল নিক্ষেপ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ শুকাইয়া যায়। (২২) সিংহচিহ্নবিশিষ্ট খড়্গে আহত হইলে আহত ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়া পড়ে। (২৩) তণ্ডুলচিহ্ন বিশিষ্ট অসি উত্তম, ইহা ধুইলে চাউল ধোয়াজলের ন্যায় জল বাহির হয়। (২৪) মকরপুচ্ছচিহ্নযুক্ত অসির স্পর্শ মাত্রেই মৃত হয়। (২৫) চক্ষুচিহ্নযুক্ত অসিধৌতজলে রাত্র্যন্ধতা দূর হয়। (২৬) বিম্বফলযুক্ত খড়্গের জল তিক্তাস্বাদ হয়, সে জলে পিত্তশ্লেষ্মা বিকার নষ্ট হয়। (২৭) লশুনচিহ্নযুক্ত খড়্গের জলে আমবাত নষ্ট হয়। (২৮) প্রোষ্ঠীমৎস্য চিহ্নযুক্ত অসি জলে ভাসিতে থাকে, এই খড়্গ অতি দুর্লভ। (২৯) চম্পকপুষ্পচিহ্নযুক্ত খড়্গের জলেও তিক্তাস্বাদ। (৩০) লোমচিহ্নযুক্ত খড়্গের আঘাতে শরীরে ব্রণ হয়। (৩১) নিজ মনসা, পত্রাকার গাত্র ও সিজকণ্টক চিহ্নযুক্ত খড়্গের ক্ষতে দাহ, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা হয় এবং ইহা সর্পফণার উপর স্থাপন করিলে ফণা বিদীর্ণ হইয়া যায়। এই খড়্গধৌতজলে কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। (৩২) বকুলচিহ্নযুক্ত অসি গাত্রে ঘর্ষণ করিলে সমস্ত বকুলফুলের গন্ধ নির্গত হয়। এতদ্ভিন্ন (৩৩) যব, (৩৪) গোক্ষুর, (৩৫) শিরা, (৩৬) উপল, (৩৭) কাকপদ, (৩৮) কপাল বা মড়ার মাথা, (৩৯) বৃশ্চিক, (৪০) রুদ্রাক্ষ ফল, (৪৫) খুর, (৪৬) জলতরঙ্গ, (৪৭) ... (৪৮) বটাবাহ, (৪৯) জোঁক, (৫০) জাল (শাণ দিলে যদি জাল চিহ্নযুক্ত অসি হইতে একরূপ শিখা বাহির হয়, তাহা হইলে ভাল।) (৫১) কবন্ধ (বুজপার্শ্বে ও পৃষ্ঠে প্রকৃষ্ট চিহ্নযুক্ত এবং নিশ্চিহ্ন অসি পরিত্যাজ্য।) (৫২) দৃশ্যরেখা, (৫৩) মূল হইতে অগ্র পর্য্যন্ত তিনটী সূক্ষ্মরেখা, (৫৪) পদ্মদলাকার রেখা, (৫৫) গদা, (৫৬) ত্রিশূল, (৫৭) গ্রাহ, (৫৮) নাগনাগিনীপদ, (৫৯) চিত্তির পক্ষীর পক্ষ, (৬০) উর্দ্ধগামী অগ্নিশিখা (৬১) ধ্বজ, (৬২) তিমি, (৬৩) শিবলিঙ্গ, (৬৪) ব্যাঘ্রনখ, (৬৫) পত্রাবলী (চন্দনাদি দ্বারা বরকন্যা বা বিলাসিনীদিগের মুখে ও বক্ষে যে সকল চিত্র করা হয়, তাহাকে পত্রাবলী বলে।) (৬৬) প্রিয়ঙ্গু, (৬৭) নীলোৎপলতরঙ্গ, (৬৮) রক্তবর্ণ ত্রিরেখা (৬৯) মাধবীলতা, (৭০) শমীপত্র, (৭১) মঞ্জরীপত্র, (৭২) জম্বুফল, (৭৩) সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালুচিহ্ন, (৭৪) বিল্বপত্র, (৭৫) মরুবকপত্র, (৭৬) শণপুষ্প, (৭৭) শঠীপত্র, (৭৮) কেতকীপত্র, (৭৯ মুক্তাগুচ্ছ, (৮০) কলায়পুষ্প, (৮১) কদলীপত্রের পত্র, (৮২) পত্রশিরাকার রেখা,

(৮৩) পিপীলিকা, (৮৪) নলপত্র, (৮৫) কুষ্মাণ্ডবীজ ও (৮৬) নির্ম্মল। উর্দ্ধ ও বক্ররেখা চিহ্নযুক্ত তরবারিগুলিরও শুভাশুভ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আর বাকী চিহ্নগুলি ধার, অমলতা, সমলতা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রস্তরে বিচারিত হইয়াছে।

খড়্গের পরীক্ষা অষ্টবিধ। এই জন্য খড়্গবিজ্ঞানকে অষ্টাঙ্গ বলে। খড়্গের ১ম অঙ্গ, ২য় রূপ, ৩য় জাতি, ৪র্থ নেত্র, ৫ম অরিষ্ট, ৬ষ্ঠ ভূমি, ৭ম ধ্বনি এবং ৮ম পরিমাণ বিষয়ে পরীক্ষা করা আবশ্যক।

অঙ্গ পরীক্ষা আর কিছুই নহে পূর্ব্বোক্ত শস্ত্রচিহ্ন বিচার। অঙ্গচিহ্ন থাকায় যে নেত্রপ্রীতিকর প্রতীতি জন্মে তাহার নাম জাতি। মাহাত্ম্যসূচক চিহ্নের নাম নেত্র। অশুভত্ববোধক চিহ্নের নাম অরিষ্ট। অঙ্গাদির লক্ষণ ধারণের নাম ভূমি বা ক্ষেত্র। টোকা মারিলে বা কাঠি দ্বারা ঘা দিলে যে শব্দ হয়, তাহাই ধ্বনি এবং ওজন, দীর্ঘতা ও প্রশস্তাদি-বিচারের নাম পরিমাণ। [খড়্গপরীক্ষা দেখ।]

যাহার রূপ অর্থাৎ ফলকগাত্র নীলবর্ণ, কলায় পুষ্পবর্ণ, অঞ্জন চূর্ণের মত, নীলম বা নীলমণির আভা বা মরকত বর্ণবিশিষ্ট তাহার নাম নীলরূপ। যাহার বর্ণ কৃষ্ণ, মেঘ, মসী কালসর্পের অঙ্গ অন্ধকার, কেশকলাপ কিম্বা ভ্রমরবর্ণ তাহার নাম কৃষ্ণরূপ। যাহার বর্ণ নববর্ষার ভেকের গাত্র-বর্ণ ও গোমেদমণির বর্ণ তাহা পিঙ্গলবর্ণ। যাহার বর্ণ অনতিগাঢ় ধূম পলাশের ও শিরীষপুষ্পের বর্ণের ন্যায় তাহাই ধূম। এতদ্ভিন্ন মিশ্রবর্ণও হয়।

বিশুদ্ধ অঙ্গচিহ্ন বিশুদ্ধরূপ, উত্তমনেত্র, উত্তম ধ্বনি, কোমলস্পর্শ, উত্তম গঠন ও উত্তমধারযুক্ত খড়্গ ব্রাহ্মণ জাতি। যাহার অল্প ক্ষত হইলেই সর্ব্বাঙ্গের যন্ত্রণা ও শোথ হয়, মূর্চ্ছা, পিপাসা, দাহ ও অবশীভূত হইয়া শীঘ্র মৃত্যু ঘটে। কাঁচা হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই তিন ফল চূর্ণ করিয়া এই জাতীয় তরবারির উপর রাখিলে উহাদের কষায়-রসে তরবারি মরিচা ধরিবে না বরং অধিক পরিষ্কার হইবে। এতদ্ভিন্ন নারিকেল সূর্য্যকিরণে শুষ্ক তৃণের উপর এই তরবারি কিয়ৎক্ষণ রাখিলেই তৃণগুলি পুড়িয়া যাইবে। ইহা অতি দুর্লভ। কুশদ্বীপ ও হিমালয় প্রদেশে কখন কখন পাওয়া যায়।

যে তরবারি ধূম্রবর্ণ, সারযুক্ত, তীক্ষ্ণধার, কর্কশধ্বনিযুক্ত, আঘাতসহকারী, তাহাই ক্ষত্রিয়জাতীয়। ইহাদ্বারা ক্ষত হইলে দাহ, তৃষ্ণা, মলমূত্রবিষ্টম্ভ, জ্বর, মূর্চ্ছা ও শেষে মৃত্যু ঘটে। ইহা শাণযন্ত্রে ধরিলে বড় অগ্নিকণা নিঃসৃত হয় এবং বিনা সংস্কারে দীর্ঘকাল নির্ম্মল থাকে।

যে তরবারি কৃষ্ণ বা নীলবর্ণযুক্ত, সংস্কারে নির্ম্মল হয়, শাণ না দিলে খরতা জন্মে না, তাহা বৈশ্যজাতীয়।

যে তরবারি মেঘের ন্যায় বর্ণযুক্ত, ধার মোটা, ধ্বনি মৃদু সংস্কার করিলেও নির্ম্মল হয় না, শাণ দিলেও ভাল ধার হয় না, তাহা শূদ্রজাতীয়।

যদি কোন খড়্গে দুই জাতির লক্ষণ পাওয়া যায়, তবে তাহাকে জারজ বা "দ্বিজাতি" খড়্গ বলে। এইরূপ তিন জাতির লক্ষণ পাওয়া গেলে "ত্রিজাতি" ও চারিজাতির লক্ষণ পাওয়া গেলে "জাতিসঙ্কর" খড়্গ বলা যায়।

ত্রিশটী নেত্র যথা—চক্র, পদ্ম গদা শঙ্খ, ডমরু, ধনু, অঙ্কুশ, ছত্র, পতাকা, বীণা, মৎস্য, শিবলিঙ্গ, ধ্বজ, অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, শূল, ব্যাঘ্রনখ, সিংহাসন, সিংহ, হস্তী, হংস, ময়ূর, জিহ্বা, দণ্ড, খড়্গ, মনুষ্য, পুত্রিকা, চামর, শিখা, পুষ্পমালা, সর্প, এই সকলের ন্যায় নেত্র বা চিহ্নকে তন্নামক নেত্র। নেত্র-চিহ্ন শুভদায়ক। কোন কোন তরবারিতে একাধিক নেত্রও থাকে।

ত্রিশটী অরিষ্ট যথা—ছিদ্র (ছিদ্রতুল্য চিহ্ন), কাকপদ, ঊর্দ্ধ বা তির্য্যক্ রেখা, ভগ্ন (ভাঙ্গা বলিয়া ভ্রম জন্মে এরূপ চিহ্ন), ভেকশিরঃ মূষক, বিড়ালনেত্র, শর্করা (দেখিলে বা স্পর্শ করিলে কর্কশতাবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইতে পারে এরূপ চিহ্ন), নীলী (নীলরসের দাগ লাগার ন্যায় চিহ্ন), মশক, ভৃঙ্গমা (বক্রবিন্দু বা ভ্রমরপদচিহ্ন), সূচী (ঊর্দ্ধ বা তির্য্যক্ভাবের সূচীবৎ রেখা), বিন্দু (পাশাপাশি বিন্দুত্রয় বা বিষমসংখ্যক বিন্দুপংক্তি) কালিকা (উপরি উপরি ত্রিবিন্দু পংক্তি) কপোতাক্ষ, কাক, খর্পর, লাঙ্গল, শকল (খণ্ডলোহ সংলগ্ন আছে বলিয়া ভ্রম হয় এরূপ চিহ্ন), ক্রোড় (শূকরাকার, কুশপত্রক, কাল, মধ্যস্থান বা কোনস্থান নিম্ন বলিয়া বোধ হয়, এরূপ চিহ্ন, করাল (অগ্রভাগ দীর্ঘ অথচ পল্লবিত এরূপ রেখা), কঙ্কপত্র, খর্জ্জুরপত্র, গোশৃঙ্গ, গোপুচ্ছ, খনিত্র, বাড়শ প্রভৃতি চিহ্নকে অরিষ্ট অর্থাৎ অশুভ লক্ষণ বলে।

খড়্গের ভূমি অর্থাৎ জন্মস্থান দ্বিবিধ, দিব্য ও ভৌম। পুরাকালে দেবদানবগণই প্রথমতঃ খড়্গ সৃষ্টি করেন। এই সকল খড়্গের অনুরূপ খড়্গ পৃথিবীতে ও কোন কোন স্থানে কদাচিৎ নীরূপে উৎপন্ন হয়। যে সকল খড়্গ স্থূলধার অথচ লঘু শুভ চিহ্ন, নির্ম্মল নেত্রযুক্ত ও অরিষ্টহীন, সুরূপ, সুতীক্ষ্ণ, অসংস্কারেও নির্ম্মল, উত্তমধ্বনিবিশিষ্ট, ভাঙ্গিলে আর যোড়া দেওয়া যায় না, যাহার ক্ষতে দাহ ও অগ্নিপাক উপস্থিত হয়, তাহাই দিব্য খড়্গ। শুদ্ধ লৌহ অর্থাৎ

বারাণসী, নেপাল, মগধ, অঙ্গ, সুরাষ্ট্র ও সিংহলদেশজাত লৌহনির্ম্মিত অসিই তীক্ষ্ণ ও উৎকৃষ্ট।

ধ্বনি—ধ্বনি প্রধানতঃ দুই প্রকার ঘোর ও তার। খড়্গে টোকা মারিলে হংসধ্বনি, কাংস্যধ্বনি, মেঘধ্বনি, ঢক্কাধ্বনি, কাকধ্বনি তন্ত্রীধ্বনি (বীণাধ্বনির ন্যায়), খর (গর্দ্দভধ্বনি), প্রস্তরধ্বনি ইত্যাদি ধ্বনির ন্যায় ধ্বনি হয়। তন্মধ্যে শেষ চারিটী অশুভকর। গভীর ও তারধ্বনি হইলে ভাল, উত্তান ও মন্দ্রধ্বনি মন্দ। উত্তম হইলে সুচিহ্নহীন খড়্গও ভাল হয়।

পরিমাণ—পরিমাণ প্রথমতঃ দ্বিবিধ, উত্তম ও অধম। যাহা বিশাল ও লঘু তাহা উত্তম এবং যাহা খর্ব্ব ও গুরু তাহা অধম। ইহাও আবার ত্রিবিধ—আদি, অন্ত্য ও মধ্য। যাহার দীর্ঘতা ২০ মুষ্টি ৭ বিস্তৃতি ৫ অঙ্গুলি এবং ওজনে ৮ পল তাহা মধ্যম। যাহা ৮।৯।১২ মুষ্টি দীর্ঘ, বিস্তারে অঙ্গুলি পরিমাণে ½ ভাগ এবং ঐ পরিমাণ পল ভারি তাহা ভাল নহে।

যত মুষ্টি দীর্ঘ তত অঙ্গুলির সিকি পরিমাণে বিস্তৃতি ও তত পল ওজন ইহা উত্তম পরিমাণ। যত মুষ্টি দীর্ঘ তাহার অর্দ্ধেকের তত তৃতীয়াংশে অঙ্গুলি পরিমাণে বিস্তৃতি ও তত পল ওজন মধ্যম পরিমাণ, তাহার অর্দ্ধেক সংখ্যক পল ওজনে ⅓ অংশ অঙ্গুলি পরিমাণে বিস্তৃত, ইহা অধম।

খড়্গের ক্রিয়া ৩২ প্রকার—ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, বিপ্লুত, সৃত, সংপাত, সমুদীর্ণ, নিগ্রহ, প্রগ্রহ, পদাবকর্ষণ, সন্ধান, মস্তকভ্রামণ, ভুজভ্রামণ, পাশ, পাদ, বিবন্ধ, ভূমি, উদ্ভ্রমণ, গতি, প্রত্যাগতি, আক্ষেপ, পাতন, উত্থানক, প্লুতি, লঘুতা, সৌষ্ঠব, শোভা, স্থৈর্য্য, দৃঢ়মুষ্টিতা, তির্য্যক্‌-প্রচার ও ঊর্দ্ধপ্রচার। এই সকল ক্রিয়া লিখিয়া বুঝাই-বার উপায় নাই, না দেখিলে কিছু বুঝান যায় না। খড়্গের ভেদ এই কয় প্রকার—

১ ধবলগিরি—পাণ্ডুলৌহজাত যে তরবারি রূপার ন্যায় শুভ্র তাহার নাম ধবলগিরি।

২ কালগিরি—যাহার অঙ্গে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্বর্ণাকার অথবা কৃষ্ণাভ পত্রভঙ্গাকার চিহ্ন আছে, তাহার নাম কালগিরি।

৩ কজ্জলগাত্র—যাহার ধার শুভ্রবর্ণ, মধ্যভাগ কজ্জল বর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ কাল, তাহাকে কজ্জলগাত্র বলে।

৪ কুটীরক—যাহার অঙ্গে রক্তপদ্মের চিহ্ন থাকে অথচ বর্ণ কৃষ্ণ, তাহার নাম কুটীরক। ইহার আঘাতে শোথ হয়।

৫ কেতকীবজ্র—যাহার অঙ্গে কেয়াফুলের পাতার ন্যায় চিহ্ন আছে, তাহাকে কেতকীবজ্র বলে।

৬ নিরঞ্জ—নিরঞ্জ কান্তলৌহে নির্ম্মিত যে তরবারির গায়ে রৌপ্য পত্রচিহ্ন থাকে ও বর্ণ অল্প নীল, তাহাকে নিরঞ্জ তরবারি বলে, ইহা মহামূল্য ও দুর্লভ।

৭ দমনবক্ত্র—দমনপত্র বা কুন্দপত্র চিহ্নযুক্ত তরবারিই দমনবক্ত্র নামে খ্যাত।

৮ কালখড়্গ বা জাহ্নবীবজ্র—যাহার ফলক কাল, কিন্তু আভা সোণার মত ও তাহাতে যদি অল্প বজ্রচিহ্ন থাকে, তবে তাহাকে জাহ্নবীবজ্র বলে।

৯ নকুলাঙ্গ—যাহার অঙ্গ ঊর্দ্ধগামী কপিলদ্যুতি দৃষ্ট হয়, তাহাকে নকুলাঙ্গ বলে।

১০ ক্ষুদ্রবজ্র—যাহার শরীর কুণ্ডলীকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আসিকা-মালা থাকে, তাহাকে ক্ষুদ্রবজ্র বলে।

১১ মহৎ—যাহার সম্মুখভাগ কর্ত্তিত প্রায়, গাত্র সর্ব্বপ্রকার চিহ্নহীন, মধ্যদেশ স্থূল, ধারও স্থূল, কিন্তু অগ্রভাগ ক্ষীণ, তাহার নাম মহৎ।

১২ বামনাক্ষ—যে মহান্‌ খড়্গ ছেদনকালে ছেদ্য বস্তুতে ভগ্ন সৃষ্টি করে না খাঁজ হইয়া যায় না), তাহার নাম বামনাক্ষ।

১৩ মহিষাক্ষ—যাহার দীপ্তি নীলমেঘের ন্যায় ও গায়ে এরণ্ডবীজচিহ্ন আছে, তাহার নাম মহিষাক্ষ।

১৪ অঙ্গপত্র—যে খড়্গ মার্জ্জন করিলে দর্পণের ন্যায় প্রতিবিম্ব ধারণ করে, তাহার নাম অঙ্গপত্র।

১৫ পঙ্কজ—যাহার অঙ্গে স্থূলরেখা, গাত্র মসৃণ, ধার অতি তীক্ষ্ণ, যাহার অগ্রে লোহ্মলপানে আধিব্যাধি নষ্ট হয়, তাহার নাম পঙ্কজ।

১৬ পট্টিশ—ইহা এক প্রকার তরবারিবিশেষ। আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদ, বৈশম্পায়নীয় ধনুর্ব্বেদ ও শুক্রনীতিতে ইহার একরূপ বর্ণনাই পাওয়া যায়। ওমতে, 'পট্টিশ' নামক অস্ত্রটী খড়্গের সহোদর অর্থাৎ প্রায় খড়্গাকার, ইহা পুরুষ প্রমাণ লম্বা, দুই দিকেই সমান ধার, অগ্রভাগ অতি তীক্ষ্ণ, ইহার মুষ্টি হস্তত্রাণযুক্ত। ইহার ক্রিয়াও অসি ক্রিয়ার ন্যায়।

১৭ মৌষ্টিক—ইহার উল্লেখ কেবল বৈশম্পায়নীয় ধনুর্ব্বেদে দেখা যায়। মৌষ্টিকাস্ত্রের ধরিবার মুঠ অতি উৎকৃষ্ট। ইহার উচ্চতা অর্দ্ধহস্ত মাত্র, অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ, গ্রীবাদেশ কিছু উচ্চ, উদরপ্রদেশ স্থূল ও সুশাণিত। ইহার কার্য্যও অসির ন্যায় বিবিধ। (বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ, যুক্তিকল্পতরু, বৃহৎসংহিতা।)

[ইংরাজী অসি ও আধুনিক তলবারাদি সম্বন্ধে 'তরবারি' শব্দ দ্রষ্টব্য।]

সেই সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার খড়্গসিংহের মাতার উপর অর্পিত হইল। দেওয়ান রামসিংহ রাণীর অধীনে সমস্ত তত্ত্বাবধান করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন। জায়গীরের প্রথামত তাঁহাদিগকে কতকগুলি অশ্বারোহী শিখসেনা রাখিতে হইল। যুদ্ধের সময় এই সেনা দিয়া রাজার সাহায্য করিতে হইবে, এই জন্য সেনাগুলিকে সর্ব্বদাই সাজসজ্জায় ও শিক্ষায় প্রস্তুত রাখিতে হইত। কিছুদিন পরে রণজিতসিংহ শুনিলেন যে, জায়গীরগুলির ভালরূপ তত্ত্বাবধান হইতেছে না। প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইয়াছে। যে সকল সেনা রাখা হইয়াছে, তাহাদের না আছে সাজসজ্জা, না আছে শিক্ষা। রণজিত-সিংহ পুত্রকে ডাকিয়া অনেক মিষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। তাঁহাকে বলিলেন, এখন তাঁহার বয়স হইয়াছে। তিনি নিজে সমস্ত দেখিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি কত বড় বীরের পুত্র, অপরের পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা ভাল দেখায় না। রণজিতসিংহের উত্তেজনায় কোন ফল হইল না। মাতা ও দেওয়ানের কথায় খড়্গসিংহকে চলিতে হইল। রণজিতসিংহ তখন নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেওয়ানকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার কর্ম্মের হিসাব নিকাশ দিতে বলিলেন। খড়্গসিংহের মাতাকে সেখুপুরের দুর্গে গিয়া থাকিতে বলিলেন। খড়্গসিংহকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া পেশকারের জমানীদাসকে তাঁহার দেওয়ান করিয়া দিলেন। তাহার পর ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে যখন শিখসেনা রাজ্যের দক্ষিণ ভাগে গিয়া অবস্থিত করে, তখন রণজিত কুমার খড়্গসিংহকে তাহাদের অধিনায়ক করিয়া পাঠাইলেন ও দেওয়ানচাঁদ মিশ্রকে তাহার সঙ্গে দিলেন। দেওয়ানচাঁদই প্রকৃত অধিনায়ক। কিন্তু সেখানকার অধিবাসিগণ তাঁহার উপর বিরক্ত বলিয়া কুমার নামমাত্র অধিনায়ক হইলেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ২৫এ অক্টোবর, যখন ইংরাজ গবর্ণর-জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক শতদ্রুপারে রণজিতসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তখন খড়্গসিংহ ৬ জন শিখসর্দ্দার লইয়া অগ্রে আসিয়া গবর্ণরজেনেরলকে মহারাজ রণজিতসিংহের অভি-বাদন জ্ঞাপন করেন।

মিয়া ধ্যানসিংহ নামক এক ব্যক্তি কোন কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া মহারাজ রণজিতসিংহের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। ধ্যানসিংহ দেউড়িবাল-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দেউড়িবাল অনুমতিব্যতীত কেহ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইত না। শেষে তাহার প্রভুত্ব এত বাড়িল যে, মহা-রাজের পুত্রগণ পর্য্যন্ত তাহার অনুমতি না লইয়া মহারাজের সাক্ষাৎ করিতে পাইতেন না। ধ্যানসিংহের শিশুপুত্র হীরাসিংহ রণজিতের নিকট সর্ব্বদা থাকিত। ক্রমে মহারাজ তাঁহার প্রতি এত অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহাকে এক দণ্ড না দেখিলে অস্থির হইয়া পড়িতেন। ধ্যানসিংহ ক্রমে নিজ পুত্রকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রথমেই স্থির করিলেন, অগ্রে খড়্গসিংহের উপর মহারাজের বিরাগ উৎপাদন করা আবশ্যক। ধ্যান-সিংহ মহারাজকে বুঝাইলেন যে, খড়্গসিংহের বুদ্ধিভ্রংশ হই-য়াছে। তিনি অকর্ম্মণ্য, উন্মাদ হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। অতএব ভবিষ্যতে তিনি কিরূপে রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন? ধ্যানসিংহকে খড়্গসিংহকে যুদ্ধে পাঠাইতেন কিন্তু সেনাও লোক-জনের এরূপ বে-বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন যে, তাহাতে পরা-জয় অবশ্যম্ভাবী। আবার খড়্গসিংহের পরাজয় হইলে ধ্যান-সিংহ মহারাজের সমক্ষে কুমারের অনেক কুৎসা করিতেন। বাস্তবিক খড়্গসিংহ বাল্যকাল হইতে যেরূপ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে কাপুরুষ বলিবার যো নাই। বীরত্বে পুত্র পিতার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। পিতা অপেক্ষা তিনি ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু ছিলেন। পিতার সমক্ষে তাহার প্রতি অন্যায় দোষারোপ হইতেছে এবং পিতারও তাহা ধারণা হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া তিনি কিছু বিমর্ষ থাকিতেন, একজন্য তাঁহার স্ফূর্ত্তির হ্রাস হইয়াছিল। তাহাতে ধ্যানসিংহ আরও সুবিধা পাইয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতেন—বাস্তবিক খড়্গসিংহের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, নচেৎ সর্ব্বদাই চিন্তিত ও ম্লান হইবে কেন?

তৎপরে খড়্গসিংহকে মহারাজের নিকট যাইতে দেওয়া হইত না। এদিকে হীরাসিংহ রাজা উপাধি পাইলেন। প্রাতে উঠিয়া গরীব দুঃখীকে দান করিবেন বলিয়া প্রায় রাত্রে তাঁহার বালিসের নীচে ৫০০ করিয়া টাকা রাখিয়া দিতেন। মহা-রাজের মৃত্যুর পর রাজা হীরাসিংহ যে সিংহাসনে আরোহণ করিবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না।

ক্রমে মহারাজ রণজিতসিংহের মৃত্যুকাল উপস্থিত। তিনি পূর্ব্বাহ্ন বুঝিতে পারিয়া খড়্গসিংহকে আনাইয়া ধ্যানসিংহের হস্তে তাঁহার হস্ত রাখিয়া বলিলেন, "খড়্গসিংহকে সিংহাসনে বসাইবে, পুরাতন মানবের সন্তান বলিয়া যথারীতি কুমারের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। আমি এতদিন তোমার প্রতি যেরূপ অসাধারণ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছি, তাহার প্রতিদান আর কিছুই চাহি না, কেবল এই মাত্র চাই যে, রাজভক্ত বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় কুমারের প্রতি ব্যবহার করিবে।" রণজিতের কথায় ধ্যানসিংহ স্তম্ভিত হইলেন।

রণজিতের জীবনের সহিত তাঁহার চিরপোষিত আশাও বিলীন হইল।

কথিত আছে, মহারাজ রণজিতসিংহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় ধ্যানসিংহ শোকে অভিভূত হইয়া সেই চিতায় দেহত্যাগের চেষ্টা করিয়াছিলেন। লোকেরা অতি কষ্টে তাঁহাকে ধরিয়া রাখে।

খড়্গসিংহ।

১৮৩৯ খৃঃ ১৭ই জুন, খড়্গসিংহ পঞ্জাবের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি ধ্যানসিংহের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। রণজিতসিংহের সময়ে মহারাজ জেনানা-মহলে থাকিলেও ধ্যানসিংহ তথায় যাইতেন ও তথায় বসিয়া পরামর্শাদি করিতেন। খড়্গসিংহের সময়ও সেইরূপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু খড়্গসিংহ তাহা ভালবাসিতেন না। তিনি সেরূপ করিতে ধ্যানসিংহকে নিষেধ করিলেন। ধ্যানসিংহ তাঁহাকে বলিলেন যে, সেরূপ না করিলে সকল কথা বাহিরে প্রকাশ হইবে, রাজকার্য্য চলিবে না। মুখে এইরূপ বলিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে ধ্যানসিংহ মহারাজ খড়্গসিংহের উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহার অনিষ্টসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

এদিকে খড়্গসিংহের অন্যান্য মন্ত্রিগণ এই কার্য্যের জন্য তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রটাইলেন যে, ধ্যানসিংহ বলিয়া বেড়ান "যে, রাজা তাঁহাকে পূর্ব্বমত অধিকার না দিবেন, তাহাকে গদিতে থাকিতে হইবে না।" যে ব্যক্তি এরূপ বলিতে পারে তাহাকে মন্ত্রিত্বপদে রাখা উচিত নয়। ধ্যানসিংহ রটাইয়া দিলেন যে খড়্গসিংহ ও তাঁহার মন্ত্রী চৈতসিংহ রাজ্যভার ইংরাজের হাতে দিয়া তাহাদিগের পদানত হইয়া রাজ্য করিবে, এইরূপ ষড়যন্ত্র করিতেছেন। ইংরাজকে টাকায় ছয় আনা করিয়া কর দিতে হইবে, রাজ্যের শিখসেনাদল ভাঙিয়া সর্দ্দারগণকে কর্ম্মচ্যুত করা হইবে ইত্যাদি নানাপ্রকার কথা দেশ মধ্যে প্রচারিত হইয়া জনরব হইতে লাগিল। চৈতসিংহ সম্বন্ধেও নানা কলঙ্কের কথা উঠিল। ধ্যানসিংহ শুদ্ধ এই করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না। খড়্গসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র নবনেহালসিংহ তখন পেশবারে এবং ধ্যানসিংহ পাহাড়-পথে ছিলেন। উভয়ে পত্রদ্বারা পরামর্শ করিতে লাগিলেন। খড়্গসিংহ ধ্যানসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, কুমার নবনেহালসিংহকে লইয়া তিনি শীঘ্র যেন ফিরিয়া আসেন। ধ্যানসিংহ নবনেহালসিংহের সঙ্গে মিলিলেন। আসিতে আসিতে পথে উভয়ে স্থির করিলেন যে, খড়্গসিংহের ঘোর শত্রুরূপে লাহোরে প্রবেশ করিতে হইবে। কুমার নবনেহাল রাজধানীতে গিয়া অবিলম্বে খড়্গসিংহকে বন্দী করিবার জন্য ধ্যানসিংহ প্রভৃতিকে অনুমতি করিলেন। ইংরাজের সঙ্গে যেন পত্র চলিয়াছে, এইরূপ কতকগুলি জাল চিঠিও দেখান হইল। নবনেহালের যদি অল্পমাত্রও পিতার প্রতি ভক্তি থাকিত তাহাও লোপ হইল। ইংরাজের হস্ত হইতে দেশরক্ষা এতদূর প্রয়োজন বোধ হইল যে, নবনেহালের মাতা খড়্গসিংহের পত্নী চাঁদকুমারীও স্বামীর কারাবাসের অনুমতি দিয়া বসিলেন।

রাত্রি তিনটার পর ধ্যানসিংহ, গোলাপসিংহ, সুচেতসিংহ ও কএকজন সর্দ্দার সিম্মবালা-দুর্গে প্রবেশ করিয়া খড়্গসিংহের শয়নকক্ষের নিকটবর্ত্তী হইলেন। তাঁহারা পথে দুইজন ভৃত্যের প্রাণ বিনাশ করিলেন। খড়্গসিংহ তখন শয়নকক্ষে গিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিতেছিলেন। একজন প্রহরী দুরাত্মাদিগের আগমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দৌড়িয়া যেমন সংবাদ দিতে যাইবে, এমন সময় ধ্যানসিংহ তাহার প্রতি গুলি চালাইলেন। প্রভুভক্ত ভৃত্য তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হইল। ইহাতে একটু গোলযোগ হইল। গোলাপসিংহ তজ্জন্য ভ্রাতাকে বিলক্ষণ তিরস্কার করিলেন ও বলিলেন যে, যাহা কিছু করিতে হইবে তাহা নিঃশব্দে ও তরবারি দ্বারা করিতে হইবে। নিঃশব্দে নিঃশব্দে দুরাত্মগণ অগ্রসর হইতে লাগিল। চৈতসিংহ তখন খড়্গসিংহের নিকট ছিলেন। তিনি বিপদ্ বুঝিতে পারিয়া নিকটস্থ কাটবাগ নামক অন্ধকারাবৃত কুঠারিতে প্রবেশ করিলেন। শয়নকক্ষের অনতিদূরে প্রহরী সেনাদল ছিল। ধ্যানসিংহ তাঁহার ছয় অঙ্গুলিবিশিষ্ট হস্ত বিস্তার করিয়া খড়্গসিংহকে দেখাইয়া দিলেন। সেনাগণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্থির হইয়া রহিল। দুরাত্মগণ আসিয়া খড়্গসিংহকে বাঁধিয়া ফেলিল। রাণী চাঁদকুমারী ও নবনেহালসিংহ এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, রাজার শরীরে কিছুমাত্র আঘাত করা হইবে না। হয়ত নবনেহালসিংহ উপস্থিত না থাকিলে সেই মুহূর্ত্তেই খড়্গসিংহ হত হই-

হনি। ১ গণ্ডক। সুশ্রুতোক্ত আনূপবর্গে কূলচরের অন্তর্গত, পর্য্যায়—গণ্ডক, খড়্গ, খড়্গামৃগ, ক্রোড়ী, দৃগ্ধ, তুণ্ডমুখ, বধ্রী, বজ্রচর্ম্মা, বার্দ্ধীনস, একচর, গণোৎসাহ, গণ্ড, মনোৎসাহ। ইহার মাংসের গুণ—বলকারী, বৃংহণ, গুরু, কফ ও বায়ুনাশক, কষায়, পবিত্র, পিতৃলোকতৃপ্তিকর, আয়ুষ্কর, মূত্ররোধকারী ও রুক্ষ। (রাজবল্লভ) [গণ্ডার দেখ।] স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ হইয়া খড়্গিনী শব্দ হয়। ২ মহাদেব। (ত্রি) খড়্গোহস্ত্যস্য খড়্গ-ইনি। ৩ খড়্গধারী।

খড়্গীক (ক্লী) খড়্গ ইব কর্ম্মণি কুশলং খড়্গ বাহুলকাৎ ঈকঃ। দাত্র, দা।

খণ্ড (পুং) খন ড (ঞমন্তাদ্ ডঃ। উণ্ ১।১১৩) ১ ইক্ষুবিকার, একপ্রকার গুড়, চলিত কথায় খাঁড় বলে। (রাজনি°) ইহার গুণ—অতিশয় বৃষ্য, চক্ষুর হিতকর বাত ও পিত্তনাশক, মধুর, বৃংহণ, শীতল, স্নিগ্ধ, বলকর ও বাতনাশক। (ভাবপ্রকাশ)
২ ভেদ। "খণ্ডং খণ্ড° যদুর্দ্ধনাঃ।" মার্কণ্ড চণ্ডী।
(ক্লী) ৩ বিড়্লবণ। (রাজনি°) (পুং ক্লী) ৪ একদেশ। ([illegible] পাড় কল্পনিঘণ্ট। ৫ খণ্ডিত। (পুং) ৬ মণিদোষ। ৭ যোগিবিশেষ। (হটযোগপ্র° ।৮) ৮ অসভ্যজাতিবিশেষ। [খন্দ দেখ।]

খণ্ডক (পুং) খণ্ডন নির্ত্তং খণ্ড শব্দাদিভ্যাৎ ক। ১ খণ্ডনির্ম্মিত মিষ্টান্ন, শর্করাবিশেষ। (রাজনি°) (ত্রি) খণ্ডয়তি খণ্ডি ণ্বুল্। ২ ছেদক।

খণ্ডকথা (স্ত্রী) খণ্ডঃ খণ্ডিতা কথা। স্বল্প কথা।

খণ্ডকপালায়া (দেশজ) যাহার অদৃষ্ট অতিশয় মন্দ।

খণ্ডকর্ণ (পুং) খণ্ডইব কর্ণোযস্য বহুব্রী। আলুবিশেষ, শকরকন্দ। পর্য্যায় বজ্রকন্দ। ইহার গুণ—কফ ও পিত্তনাশক এবং কটুপাক।

খণ্ডকাণ্ডলোহ (পুং) চক্রদত্তোক্ত একপ্রকার ঔষধ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—শতাবরী, গুড়ুচী, বাসক, মুণ্ড (লোহ বিশেষ), বলা, তালমূলী, খদির, ত্রিফলা, বামনহাটি, গন্ধমুণ্ড, এই কএকটী দ্রব্যের প্রত্যেক ৫ পল পরিমাণ লইয়া এক দ্রোণ জলে পাক করিবে। অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে দিব্যৌষধ ও মাক্ষিকদ্বারা মারিত বঙ্গলোহের চূর্ণ ১২ পল দিবে। তৎপরে ১৬ পল ঘৃত দিয়া গুড়পাকের ন্যায় পাক করিবে। তাম্রপাত্রে পাক করা বিধেয়। পাক প্রায় শেষ হইলে ১ সের মধু, শিলাজতু, দারুচিনি শৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ, কিস্‌মিস, শুণ্ঠী, কৃষ্ণজীরা, ত্রিফলা, ধনিয়া, তেজপত্র ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের একপল পরিমিত চূর্ণ তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। ভালরূপে মন্থন করিয়া নামাইবে এবং স্নিগ্ধপাত্রে স্থাপন করিবে। গব্যক্ষীর অনুপানযোগে ইহা সেবনীয়। মাংসের যূষ ও দুগ্ধ ইহার উপকারী। ছাগ, পারাবত, তিত্তির, ক্রকর, শশ, হরিণ, কৃষ্ণসার, ইহাদের মাংস সেবন করিবে। নারিকেলের জল, বাস্তুক শাক, পটোল, বৃহতী, বেগুণ, পাকা আম, খেজুর, দাড়িম ও আনূপমাংস একান্ত বর্জ্জনীয়। এই ঔষধ রক্তপিত্ত, ক্ষয়রোগ, কাস, পক্তিশূল, বাতরক্ত, প্রমেহ, শীতপিত্ত, বমি, ক্লম, পাণ্ডুরোগ, কুষ্ঠ, প্লীহা, আনাহ, রক্তস্রাব ও অম্লপিত্তরোগে প্রযোজ্য। ইহার গুণ—চক্ষুর হিতকর, বৃংহণ, বলকর, প্রীতিবর্দ্ধক, কামদ, অগ্নিবর্দ্ধক ও লাবণ্যকর। (চক্রদত্ত)

খণ্ডকালু (পুং) খণ্ডইব কায়তি কৈ ক ততঃ কর্ম্মধা°। আলুবিশেষ, শকরকন্দ। (শব্দচন্দ্রিকা)

খণ্ডকাব্য (ক্লী) খণ্ড° কাব্যস্য একদেশানুসারিকাব্য° কর্ম্মধা°। যে কাব্য সম্পূর্ণ কাব্যলক্ষণযুক্ত নহে, তাহাকে খণ্ডকাব্য বলে। "খণ্ডকাব্য° ভবেৎকাব্যস্যৈকদেশানুসারি চ।"
(সাহিত্যদর্পণ ৬ প°)

খণ্ডকুষ্মাণ্ডক (পুং) খণ্ডেন পক্ক° কুষ্মাণ্ডমত্র বহুব্রী, কপ্। চক্রদত্তোক্ত ঔষধবিশেষ। [কুষ্ম ণ্ডরসায়ন দেখ।]

খণ্ডখণ্ড (ত্রি) যাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ছেদন করা হইয়াছে।

খণ্ডখর্জ্জুর (ক্লী খণ্ডেন পক্কং খর্জ্জুর° মধ্যপদলো°। খণ্ড পক্ক খর্জ্জুর, খাণ্ড খর্জ্জুর।

খণ্ডখাদ্য, ব্রহ্মগুপ্ত প্রণীত একখানি জ্যোতিঃশাস্ত্র।

খণ্ডগিরি, উড়িষ্যার অন্তর্গত পুরী জেলার মধ্যে একটী পাহাড়। কটক হইতে পুরী যাইবার যে রাস্তা আছে, তাহা হইতে পশ্চিমে প্রায় ৬ ক্রোশ, ভুবনেশ্বর হইতে পূর্ব্বে ২।০ ক্রোশ দূর, অক্ষা° ২০°১৬´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৫°৫০ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই পাহাড়টী বালুপাথরের। এই পাহাড়ে যে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখা যায়, তাহা বর্ণনাতীত। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী হটিকিয়া গ্রামের দিকে একটী খাত আছে। এইখানে তিনটী চমৎকার গুহা, দক্ষিণদিকের গুহার আরও দক্ষিণে চারিদিকে গোল ও ধুতুরা ফুলের মত একটী জলাশয় আছে, উহার উপরিভাগ প্রশস্ত ও নিম্নদেশ ক্রমশঃ সরু এই জলাশয়ের নাম আকাশগঙ্গা। গ্রীষ্মকালে ইহাতে জল থাকে না। সেই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া বামদিক দিয়া পাহাড়ের চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া কোথায় কি কি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

প্রথমতঃ পাহাড়ের নিম্নদেশে একটী মন্দির। তাহার

উত্তরাংশে পাশাপাশি দুইটী অসম্পূর্ণ গুহা-মন্দির। গুহা দুইটী যে মানবনির্ম্মিত, তাহা বেশ বুঝা যায়। এখনও তাহাতে অস্ত্রের দাগ রহিয়াছে। গুহা মন্দির নির্ম্মাণের উপযোগী করিবার জন্য স্বতন্ত্র ও দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা স্তম্ভ ও ছাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার সম্মুখে বারাণ্ডা, ভিতরে গৃহ। বারাণ্ডার চারিদিকে বেদী। সম্মুখভাগে তিনটী স্বতন্ত্র স্তম্ভ। এতদ্ব্যতীত পার্শ্বভাগের দেওয়ালের সহিত সংলগ্ন আর দুইটী স্তম্ভ আছে। স্তম্ভের মস্তক ছাদের নিম্নে নানাবিধ মূর্ত্তি খোদিত। বাহিরে বামদিকে দ্বারের উপরিভাগে একটী শিলালিপি খোদিত আছে। স্তম্ভের মধ্যে মধ্যে চারিটী গৃহের চারিটী দ্বার। দ্বারগুলির সম্মুখভাগে উপরদিকে দুইপার্শ্বে ২টী করিয়া সর্পমূর্ত্তি। সর্প ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। দ্বারের উপর অর্দ্ধ গোলাকৃত ভিত্তির উপর নানাবিধ মূর্ত্তি খোদিত। তাহার অনেক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অবশিষ্টগুলির মধ্যে এইগুলি দেখা যায়। কএকটী হস্তী, চারিটী অশ্বযুক্ত রথের উপর একছত্রধারী রাজা এবং পদ্মহস্ত কমলকামিনীর দুইপার্শ্বে দুইটী হস্তী শুণ্ড উচ্চ করিয়া তাঁহার মাথায় যেন জল ঢালিতেছে। কোথাও বোধিবৃক্ষ, তাহার উপর রাজছত্র ও পার্শ্বে লোক জন দাঁড়াইয়া আছে। খিলানের নিম্ন কিনারে উপরপার্শ্বে নানামূর্ত্তি। দেওয়ালের উপর মধ্যভাগে বোধিবৃক্ষ ও স্বস্তিক প্রভৃতি বৌদ্ধচিহ্ন। যে যে খোদিত লিপি আছে, তাহার অধিকাংশই উঠিয়া গিয়াছে। অক্ষরগুলি অতি পুরাতন সম্ভবতঃ পনের বা ষোলশত বর্ষের পূর্ব্বকার হইবে। এই গুহার নাম অনন্তগুহা (গোফা)।

এই স্থানে পাহাড়ের নিম্নদেশে একটী চতুষ্কোণ গুহা আছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১২ হাত ও প্রস্থে ১১।০ হাত। পূর্ব্বোক্ত অনন্তগুহার মত ইহার তিনটী দ্বার। ভারহুত লিপির মত অক্ষর খোদিত আছে। [ভারহুত দেখ।] বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম চারিদিক বেড় দেওয়া স্থানের উপর খোদিত পঞ্চমূর্ত্তি, অপর সকল বিষয়ে ইহা অনন্তগুহার মত, কেবল স্তম্ভগুলি অষ্টকোণ। বারাণ্ডার মেজে অভ্যন্তরস্থ গৃহের মেজে অপেক্ষা প্রায় ১৫ ইঞ্চ নিম্ন। অনন্তগুহার মত ইহার বারাণ্ডার চারিদিকে বেঞ্চের মত বেদী আছে। একটী স্তম্ভের নিম্নাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, উপর হইতে ঝুলিতেছে। মস্তকের কার্ণিসের নিচে একটীর পর একটী করিয়া স্তবক বাহির হইয়া রহিয়াছে, হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন, কড়ির অগ্রভাগ বাহির হইয়া আছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে চন্দ্র সূর্য্য ও নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত। স্থানে স্থানে শিলালিপি আছে। তাহার অনেক অক্ষর উঠিয়া যাওয়ায় এক্ষণে অপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে। অক্ষরগুলি কতদিনের তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। এই গুহার নিম্নদেশে আর একটী ঐরূপ গুহামন্দির খোদিত আছে।

এই স্থান হইতে আরও কিয়দ্দূর গিয়া আর একটী গুহা দেখা যায়। উহাতে শিল্পাংশ বড় নাই। উহা স্বাভাবিক, তবে মানবহস্ত দ্বারা আরও বর্দ্ধিতায়তন হইয়াছে। ইহার নিকট দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট আর একটী গুহানির্ম্মিত হইয়াছে। এই গুহাতে কোন আড়ম্বর নাই। ইহাতে উঠিবার সুদীর্ঘ সোপানশ্রেণী আছে। ইহার পার্শ্বে আর দুইটী ছোট ছোট গুহা। মধ্যে একটী রং দেওয়া জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি আছে। অপরটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার পরে আর একটী গুহা। ইহারও ভগ্নদশা। ইহার উপরিভাগে আর একটী গুহা। উপর হইতে সিঁড়ি আসিয়া নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া খড়্গাকৃতি ধারণ করিয়াছে। ইহা হইতে পাহাড়ের নাম খণ্ডগিরি হইয়াছে।

আরও খানিক দূর গমন করিলে একটী বড় গুহা দেখা যায়। উহার দুইটী অংশ, সুতরাং উহাতে তিনটী প্রকোষ্ঠ আছে। ইহার সম্মুখে দালান তেমন প্রশস্ত নাই, তবে কএকটী খোদিতলিপি আছে, তাহা পাঠ করা অসাধ্য। ইহার অনতিদূরে একটী যোড়া গুহা। ইহাদের মধ্যে একটী প্রাচীর আছে বটে, কিন্তু গৃহাভ্যন্তর দিয়া একটী হইতে অপরটীতে যাইবার দ্বার আছে। ইহাতেও অনেক খোদিত মূর্ত্তি দেখা যায়। সে মূর্ত্তি বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবীর। এক এক স্থানে যুগলমূর্ত্তি আছে। কোন কোনটীর সঙ্গে বৃষ, হস্তী, অশ্ব, বানর, হংস, অশ্বথ, চক্র ও সপ্তমূর্ত্তি আছে। ইহার মধ্যে আদিনাথ, অজিতনাথ, সম্ভবনাথ প্রভৃতি জৈন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি এবং শাক্যবুদ্ধের মূর্ত্তি আছে। চিত্রগুলিতে বিলক্ষণ নৈপুণ্য দেখা যায়। ইহার মধ্যভাগে গণেশ, অবলোক ও বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। এই গুহার চারিদিকে বেদী। এখান হইতে আরও কিয়দ্দূর গেলে নানাবিধ মূর্ত্তি খোদিত আর একটী গুহা দেখা যায়। ইহার উপর লেখা আছে, "শ্রীমদুদ্যোতকেশরীদেবস্য প্রবর্দ্ধমানবিজয়রাজ্যে সম্বৎ" ইত্যাদি। ইহার তিনদিকে নানাবিধ মূর্ত্তি ও খোদিত লিপি আছে, তাহার কতক বুঝা যায়, কতক বুঝা যায় না। স্থানে স্থানে অনেক রমণী মূর্ত্তি আছে। কেহ দশভুজা, কেহ চতুর্ভুজা, কেহ অষ্টভুজা বা দ্বাদশভুজা। স্ত্রী মূর্ত্তির কএকটীর সহিত পুরুষ ও তাহাদের বাহনের মূর্ত্তি আছে। এইরূপ কত শত ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পড়িয়া রহিয়াছে।

এই গুহার পার্শ্বে আর একটী গুহা। ইহাও পূর্ব্বের ন্যায়

দেখিলে বেশ বোধ হয় যে, পুরাতন গুহা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, স্থানে স্থানে উহা পুনর্ব্বার নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা জৈনদিগের আদিনাথের মন্দির, এখনও জৈনদিগের অধিকারে রহিয়াছে। এখানে চতুর্বিংশ তীর্থঙ্কর ও তাঁহাদের চিহ্নাদি আছে।

এইরূপ পাহাড়ের চারিদিকেই গুহা-মন্দিরের চিহ্ন পড়িয়া আছে। কোথাও কোনটী সম্পূর্ণ, কোনটী অসম্পূর্ণ, কোনটির বা ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এক স্থানে পাহাড়ের মধ্যে একটী জলাশয় আছে। তাহার সোপানাবলীর পরিসর এত অল্প যে, তাহা দিয়া অবতরণ করা দুঃসাধ্য। খণ্ডগিরি দেখিলে বেশ বোধ হয় যে, ইহা জৈনদিগের তীর্থ স্থান ছিল। পাহাড়টী গুহায় পরিপূর্ণ। কোন্ সময় যে এই গুহাগুলি নির্ম্মিত হয়, তাহা ঠিক বলা যায় না। যাহা হউক ইহা দর্শকের একটী দেখিবার জিনিস বটে।

খণ্ডঘোষ, ১ বর্দ্ধমানজেলার একটী উপবিভাগ। বর্দ্ধমান হইতে সোণামুখী ও বাকুড়া যাইবার পথে অবস্থিত।

২ উক্ত বিভাগের প্রধান নগর। এখানে থানা ও আদালত আছে। অক্ষা° ২[illegible] উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭°৪৬´৩০ পূঃ।

খণ্ডজ (পুং) খণ্ডাৎ জায়তে জন-ড। ১ গুড়। ২ শর্করা, চিনি। (রাজবল্লভ।) ৩ যবাসশর্করা, (রাজনি°)। চলিত কথায় মেনা।

খণ্ডতোদ্ভবক্ষ (পুং) খণ্ডক উদ্ভবো যস্ত তস্মাৎ জায়তে জন ড। যবাসশর্করা দ্বারা প্রস্তুত খণ্ডবিশেষ। (রাজনি°)

খণ্ডবানল, চম্পারণজেলার একটী নগর।

খণ্ডতাল (পুং) তালবিশেষ, এক তালা।

"ক্রতমেকং ভবেদত্র খণ্ডতালঃ স উচ্যতে।" (সঙ্গীতদামোদর)

খণ্ডদেব, অপর নাম শ্রীধরেন্দ্র, একজন বিখ্যাত দার্শনিক, রুদ্রদেবের পুত্র, জগন্নাথপণ্ডিতরাজ ও শম্ভুভট্টের গুরু। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে ইনি কাশীধামে প্রাণত্যাগ করেন। ইঁহার বিরচিত ভাট্টদীপিকা ও মীমাংসাকৌস্তভ নামে জৈমিনী সূত্রের টীকা এবং ভাট্টরহস্য নামক সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়।

ভাট্টদীপিকার আবার অনেকগুলি টীকা আছে, তন্মধ্যে খণ্ডদেবের শিষ্য শম্ভুভট্ট কর্ত্তৃক ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে রচিত 'ভাট্টদীপিকাপ্রভাবলী' প্রধান।

খণ্ডধার বা কণ্ডধার, স্থানবিশেষ। গঞ্জামের ৫ ক্রোশ পশ্চিমে। এখানে একটী দুর্গ আছে। ইহা গঞ্জামের সামন্ত দাখালির অধিকারে ছিল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ ইহা জয় করেন।

খণ্ডধারা (স্ত্রী) খণ্ডে একদেশে ধারা যস্তাঃ বহুব্রীহি। কর্ত্তরী, কাঁচি।

খণ্ডন (ক্লী) খড়ি ভাবে ল্যুট্। ১ ভেদন। ২ নিরাকরণ। ৩ ছেদন। "খটির ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং যেন বা মুদারম্" জয়দেব।

খড়ি করণে ল্যুট। ৪ পরমতাদি নিরাকরণ শাস্ত্রবিশেষ। যথাঃ খণ্ডনখণ্ডখাদ্য—সহজক্ষোদক্ষমে" (নৈষধচরিত)

খণ্ডনখণ্ডখাদ্য নামে খ্যাত, শ্রীহর্ষ প্রণীত একখানি গ্রন্থ। ইহাতে সকল পদার্থের নিরুক্তির খণ্ডনপ্রণালী অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। ইহার চারিটী পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে প্রমাণ ও প্রমাণাভাবের নিরুক্তিখণ্ডন, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হেত্বাভাষ ও নিগ্রহস্থানের নিরুক্তিখণ্ডন, তৃতীয় পরিচ্ছেদে সর্ব্বনামার্থের নিরুক্তিখণ্ডন এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে ভাব, অভাব ও সত্তা প্রভৃতি পদার্থের নিরুক্তি খণ্ডনপ্রণালী বর্ণিত আছে, নৈয়ায়িক শিরোমণি রঘুনাথ ইহার টীকা রচনা করেন। এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ভাল করিয়া অভ্যাস করিলে বিচারবল হইতে পারা যায়।

(ত্রি) খাড়-কর্ত্তরি ল্যু। ৫ খণ্ডক, যে খণ্ড করে।

খণ্ডনা (স্ত্রী) খড়ি ভাবে যুচ্ টাপ্। ১ খণ্ডন। ২ ছেদন। "শব্দার্থনির্বচনখণ্ডনয়া নয়ন্তঃ" (খণ্ডনখণ্ডখাদ্য ১ পরি°)

খণ্ডনীয় (ত্রি) খড়ি অনীয়র্। যাহার খণ্ডন করা উচিত, খণ্ডনযোগ্য। "ময়া দর্শয়তানি পাপানি খণ্ডনীয়ানি" (পঞ্চতন্ত্র)

খণ্ডপত্র (স্ত্রী) নানাবিধ পত্রগুচ্ছ।

খণ্ডপরশু (পুং) খণ্ডয়তি শত্রূন্ খণ্ডঃ তাদৃশঃ পরশুর্যস্য বহুব্রীহি। ১ শিব। "পিনাকিনং খণ্ডপরশুং লোকানাং পতিমীশ্বরম্।" (ভারত ৭ প° রুদ্রমাহাত্ম্য)

২ বিষ্ণু।

"সুধন্বা খণ্ডপরশুর্দারুণো দ্রবিণপ্রদঃ।" (ভারত ১৩।১৪৯।৭৪)

৩ জামদগ্ন্য।

"সেনৈব খণ্ডপরশুর্ভগবান্ প্রচণ্ডঃ।" (বীরচরিত)

খণ্ডপর্শু (পুং) খণ্ডয়তি শত্রূন্ ইতি খণ্ডস্তাদৃশঃ পর্শুর্যস্য বহুব্রীহি। ১ পরশুরাম। ২ শিব। ৩ চূর্ণলেপী। ৪ রাহু। ৫ ঔষধবিশেষ, খণ্ডামলক। ৬ ভগ্নদন্ত হস্তী। (শব্দরত্নাবলী)

খণ্ডপাড়া, উড়িষ্যার অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২০° ১১´ ১৫´´ হইতে ২০°২৫ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৫° ১ হইতে ৮৫° ২৮´ ৪০ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে মহানদী, দক্ষিণে পুরী ও নয়াগড়, পূর্ব্বে বাকি ও পুরীজেলা ও পশ্চিমে দশপাল্লা। পূর্ব্বে ইহা নয়াগড়ের অংশ ছিল। ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে নয়াগড়ের এক রাজা খণ্ডপাড়ায় স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন। খণ্ডপাড়ার রাজা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন। নটবর যুবরাজ ভ্রমবর রায় এখন রাজা। ইনি প্রথম রাজা হইতে অষ্টম পুরুষ।

রাজ্য বড়ই উর্ব্বরা বলিয়া এখানে প্রচুর শস্য উৎপন্ন

হয়। কুঠারিয়া ও দাউকা নামক মহানদীর দুইটী শাখা এই রাজ্যের ভিতর দিয়া গিয়াছে। এখানকার সমতল ভূমিতে আম ও বটবৃক্ষ আর পার্ব্বত্য প্রদেশে শালবৃক্ষ প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়।

খণ্ডপাণি (পুং) পুরুবংশীয় একজন রাজা। (বিষ্ণুপু° ৪।২১অঃ)

খণ্ডপাল (পুং) খণ্ডং পালয়তি খণ্ডপালি অণ্। (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১।) ময়রা, মোদক। (হারাবলী)

খণ্ডপ্রলয় (পুং) খণ্ডস্য ভূম্যাদিখণ্ডস্য প্রলয়ঃ ৬তৎ। কাল বিশেষ, যে কালে ভূমি প্রভৃতি ভূত পদার্থের নাশ হয়। ব্রহ্মার দিনের অবসানে ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু এই চারিটী ভূতের বিনাশ হয় এবং পুনর্ব্বার রাত্রির অবসানে উৎপত্তি হইয়া থাকে। ব্রহ্মার রাত্রিকেই খণ্ডপ্রলয় বলা যাইতে পারে। বৈদান্তিকগণ ইহাকে প্রাকৃতিক লয় বলিয়া থাকেন।

হরিবংশে খণ্ডপ্রলয়ের বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে—একবিংশতি যুগে এক মন্বন্তর হয়। ১৪টী মন্বন্তরে ব্রহ্মার এক দিন। ব্রহ্মার দিনের অবসানে রুদ্রদেব সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রাণিগণের শরীর বিনাশ করিতে আরম্ভ করেন। দেব, দৈত্য, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সকল জাতীয় প্রাণিগণের শরীরই বিনষ্ট হয়। ক্রমে নদ, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতিও ধ্বংস হয়। (হরিবংশ ১১৮ অঃ)

হরিবংশের আর এক স্থানে বর্ণিত আছে যে, খণ্ডপ্রলয়ের পূর্ব্বে সূর্য্যের কিরণের ভয়ানক তীক্ষ্ণতা হয়। বোধ হয় যেন এককালে সহস্র সূর্য্যের উদয় হইয়াছে, সূর্য্যের দারুণ কিরণে নদ, নদী, সমুদ্র কূপ, তড়াগ, নির্ঝর প্রভৃতি জলাশয় সকল শুকাইয়া যায়। পৃথিবী শুষ্ক হইলে সূর্য্যকিরণ ক্রমে রসাতলে প্রবেশ করিয়া তথাকার জলও শোষণ করিয়া থাকে। এই সময়ে বায়ুও অতিশয় প্রবল হইয়া সমস্ত পদার্থ বিনাশ করিতে থাকে। সম্বর্ত্তক নামক অগ্নি অতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া পর্ব্বত, বৃক্ষ, গুল্ম, লতা প্রভৃতি সমস্ত ভৌতিক পদার্থ দাহ করিতে থাকে। ক্রমে সকলই ভস্মীভূত হইয়া যায়। ভৌতিক কোন পদার্থই থাকে না, কেবল একমাত্র হরিই বিদ্যমান থাকেন। (হরিবংশ ১১৯ অঃ)

দার্শনিক মতে পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে এবং বায়ু আকাশে লীন হয় আকাশ ও ইন্দ্রিয়গণ অহংকারে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে লয় হয়। তখন সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা হইয়া থাকে। এই অবস্থাকে প্রাকৃতিক লয় বা খণ্ডপ্রলয় বলে। [লয় দেখ।]

২ বিবাদ, বিসম্বাদ।

খণ্ডফণ (পুং) দর্ব্বীকর জাতীয় এক প্রকার সর্প।

"লোহিতাক্ষো গবেধুকঃ পরিসর্পঃ খণ্ডফণঃ।" (সুশ্রুতকল্প ৪ অঃ)

খণ্ডভট্ট, সংস্কারভাস্কর নামক সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা, ইঁহার পিতার নাম ময়ূরেশ্বর।

খণ্ডমোদক (পুং) খণ্ডৈব মোদয়তি মুদ ণিচ ণ্বুল্। সিতাখণ্ড, যবাসশর্করা। (রাজনি°) চলিত কথায় মেনা বলে।

খণ্ডমণ্ডল (ক্লী) ঠিক মণ্ডলাকার নহে। (Segment of a circle)

খণ্ডময় (ত্রি) খণ্ড ময়ট। যাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ হইয়া খণ্ডময়ী শব্দ হয়।

"জীর্ণা শতখণ্ডময়ী চ কন্থা।" (ভর্তৃহরি ৩।১৬)

খণ্ডর (ত্রি) খণ্ড অশ্মাদিত্বাৎ রঃ। (পা ৪।২।৮০) খণ্ডের সন্নিকৃষ্ট দেশাদি।

খণ্ডরাজ দীক্ষিত, গোপালচন্দ্রী নামক সংস্কৃত কাব্যকার।

খণ্ডল (পুং ক্লী) খণ্ড° লাতি খণ্ড লা ক। খণ্ডধর, যে খণ্ড ধারণ করে। এই শব্দটী অর্দ্ধাদি গণান্তর্গত বলিয়া উভয় লিঙ্গ।

খণ্ডলবণ (ক্লী) খণ্ডে খণ্ডিত লবণ খণ্ডং খণ্ডশঃ লবণ ৩৫ কর্ম্মধা°। বিড়লবণ। (রাজনি°)

খণ্ডশ [খণ্ডশ দেখ।]

খণ্ডবা, মধ্যভারতের নিমার জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ২১° ১২ হইতে ২২° ১ উঃ, দ্রাঘি ৭৬° ১০ হইতে ৭৭° পূঃ। ইহার ভূপরিমাণ ২২০১ বর্গমাইল। ইহাতে ৪১৭টী গ্রাম আছে লোকসংখ্যা ১৫৪ ১১। এখানে ৩টী দেওয়ানী ও ২টী ফৌজদারী আদালত আছে।

খণ্ডশর্করা (স্ত্রী) খণ্ডস্য শর্করা। শর্করাবিশেষ।

"যো যো মৎস্যাণ্ডকা খণ্ডশর্করাণাং স্ব কাঙ্ক্ষণঃ।
তেন তেনৈব নির্দ্দেশ্যস্তেষাং বিস্রাবণাদগুণঃ।" (সুশ্রুত)

খণ্ডশঃ (স্ত্রী। অব্য) খণ্ড শস খণ্ডরূপে।

খণ্ডশাখা (স্ত্রী) খণ্ডা খণ্ডিতা শাখা যস্যাঃ বহুব্রীহি। মহিষবল্লী লতাবিশেষ। (রাজনি°)

খণ্ডশীলা (স্ত্রী) ভ্রষ্টা নারী, বেশ্যা। (হেম° শে° ১১১)

খণ্ডসর (পুং) খণ্ডৈব সরতি সৃ অচ্। যবাসশর্করা, সিতাখণ্ড। (রাজনি°)

খণ্ডাইত, জাতিবিশেষ। খড়্গ বা খণ্ডাস্ত্রধারণ করিত বলিয়া খণ্ডাইত নামে খ্যাত। ইহারা উড়িষ্যার যোদ্ধজাতি, ক্ষত্রিয়-সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয়।

পূর্ব্বে উড়িষ্যার রাজগণের অনেক যোদ্ধা থাকিত। রাজা তাহাদিগকে জমি বিলি করিয়া দিতেন। এই সকল সৈনিক-দিগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ আর্য্যবংশোদ্ভব এবং নিম্নস্থ

সৈনিকগণ পার্ব্বত্য বা দেশস্থ সাধারণ বংশ হইতে সংগৃহীত হইত। উত্তর ভারতে ক্ষত্রিয়গণ যেমন একটী স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পরিগণিত, উড়িষ্যার খণ্ডাইতগণ তেমন নহে। উহাদের মধ্যে নানা শ্রেণী আছে। আপাততঃ যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয়, উড়িষ্যার দক্ষিণভাগে যে ভুঁইয়াগণ আছে, উহারা তাহাদিগেরই বংশবিশেষ। কিন্তু খণ্ডাইত-গণের আচার ব্যবহার অনেকটা আর্য্যদিগের মত। ছোটনাগপুরের খণ্ডাইতগণ বলিয়া থাকে তাহারা ১০ পুরুষ পূর্ব্বে উড়িষ্যা হইতে আসিয়াছিল। উহাদের মধ্যে এখনও উড়িয়া ভাষা প্রচলিত। উহারা আপনাদিকে ভুঁইয়া পাইক বলিয়া থাকে। সিংহভূমের ভুঁইয়া মধ্যে যেরূপ উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম কবাট প্রভৃতি উপাধি আছে, উড়িষ্যার খণ্ডাইতগণের সেইরূপ উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। ৮০ বৎসর পূর্ব্বে উড়িষ্যার খণ্ডাইতদিগের মধ্যে ভুঁইয়া উপাধি প্রচলিত ছিল।

ছোটনাগপুরের খণ্ডাইতদিগের নিম্নলিখিত উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—অমাউত অড, ওদার, কো... নায়ক, পাত্র, প্রধান, মহাপাত্র মাঁঝি, মিরদাহা, রাউত। উড়িষ্যায় খণ্ডাইতদিগের এই উপাধি দেখা যায়। যথা—উত্তরকবাট, দক্ষিণকবাট, গড়নায়েক বা সিংহ, জেনা, দৌবারিক, নায়েক, পশ্চিমকবাট, প্রতরাজ, বাঘা, বাহুবলেন্দ্র, মহানন্দ বা মহানন্দী মল্ল, মল্লরাজ, রণসিংহ, রাউত, রুত, সামন্ত, সেনাপতি ও সিংহ। ইহাদের মধ্যে আবার বড়ঘরি ও ছোটঘরি নামে শ্রেণী বিভাগ আছে। বড়ঘরিয়াদিগের মধ্যে দশঘরিয়াগণ সিংহভূমের সরন্দ প্রদেশে, পাঁচ ঘরিয়াগণ ছোটনাগপুরে, পাঁচশ ঘরিয়াগণ গাঙ্গপুরে ও পনরশ ঘরিয়াগণ গঙ্গাপুর, বোনাই, বামরা ও সম্বলপুর অঞ্চলে ও ছোটঘরিয়াগণ ছোটনাগপুর অঞ্চলে অধিকাংশ বাস করে। এতদ্ব্যতীত চাষা বা ওড় খণ্ডাইত ও মহাজনিক বা শ্রেষ্ঠ খণ্ডাইতগণ বালেশ্বর ও কটকে ভঞ্জ খণ্ডাইত ও হরিচন্দন খণ্ডাইতগণ পুরীতে এবং খণ্ডাইত পাইক ও শ্রেষ্ঠ খণ্ডাইতগণ উড়িষ্যার করদ রাজ্যগুলি মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। খণ্ডাইতগণের মধ্যে কছুয়া (কচ্ছপ), কদম (ফুল) মোর (ময়ূর), নাগ, সাল (মৎস্য) প্রভৃতি থাক আছে।

পূর্ব্বোক্ত বড়ঘরিয়াদিগের মধ্যে আদান প্রদান চলে। পাঁচশ ঘরিয়া ও পনরশ ঘরিয়া শ্রেণীর কন্যা দশঘরিয়া ও পাঁচ ঘরিয়া শ্রেণীতে বিবাহিত হইলে তাহাদের মানের খর্ব্বতা হয়। তখন আর স্বশ্রেণীর লোকেরা তাহার হস্তে অন্ন গ্রহণ করে না। দশ ঘরিয়া ও পাঁচ ঘরিয়া পাঁচশ ঘরিয়ার প্রস্তুত অন্ন খাইবে, কিন্তু শেষোক্ত শ্রেণীর লোক পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর লোকের অন্ন খাইবে না। আবার পাঁচশ ঘরিয়াগণ পনরশ ঘরিয়ার অন্ন খাইবে, কিন্তু পনরশ ঘরিয়া পাঁচশ ঘরিয়াদিগের যাহারা অবিবাহিত, তাহাদের হস্তের অন্ন খাইবে মাত্র। ছোটঘরিয়াগণ কুক্কুটমাংস ভক্ষণ করে ও মদ্যপান করে। বড়ঘরি ও ছোটঘরিতে আদান প্রদান নাই।

উড়িষ্যার খণ্ডাইতগণ মধ্যে মহানায়েক বা শ্রেষ্ঠ খণ্ডাইত-গণ বড় বড় জায়গীর ভোগ করে। ইহারা পূর্ব্বকালে সৈনিক-বিভাগে সেনাপতির কার্য্য করিত, তাহা একপ্রকার বুঝা যায়। চাষা খণ্ডাইত পাইকগণ সেনাবিভাগের নিম্নশ্রেণীর কার্য্য করিত। ইহারা এক্ষণে চৌকিদার ও চাষার কার্য্য করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণদিগের মত মহানায়েক বা শ্রেষ্ঠ খণ্ডাইত-গণের ভরদ্বাজ, কৌণ্ডিল্য, নাগাস প্রভৃতি গোত্র আছে।

খণ্ডাইতদিগের অধিকাংশের কন্যা বড় হইলে তবে বিবাহ হয়। উচ্চশ্রেণীর লোক যাহারা জায়গীর ভোগ করে, তাহাদের কন্যাগণের অল্পবয়সেই বিবাহ হইয়া থাকে, কিন্তু কন্যাগণ বয়স্থা না হইলে স্বামি সহবাস করে না, অথবা শ্বশুরালয়ে গমন করে না। বিবাহ প্রাজাপত্য মতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। হাতে কুশ বা দুর্ব্বাঘাস ও কাপড়ে গাঁটছড়া বাঁধিয়া দেওয়াই বিবাহের প্রধান লক্ষণ। বহু বিবাহ নিষিদ্ধ নহে তবে প্রথমা পত্নী বন্ধ্যা বা রুগ্ন না হইলে কেহ দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করে না। ছোটনাগপুরে খণ্ডাইত মধ্যে বিধবা বিবাহ চলে। তবে প্রথম বিবাহে যে যে সম্পর্কে নিষেধ আছে, বিধবা বিবাহেও তাই। ভাশুর সম্পর্কীয় লোকের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ, দেবরের সহিত প্রশস্ত। উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ খণ্ডাইতদিগের মধ্যে বিধবার বিবাহ দেওয়া রীতি নাই, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর মধ্যে আছে। বিবাহ বিচ্ছেদেরও বিধান আছে। পত্নী ব্যভিচারিণী, অবাধ্য বা অন্য গুরুতর দোষাশ্রিত হইলে স্বামী পঞ্চায়তগণের নিকট আবেদন করিয়া তাহাদের সম্মতিতে বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে পারে। কোন কোন স্থলে এক বৎসর কাল পত্নীর ভরণ-পোষণ করিতে হয়। নিম্নশ্রেণীতে পরিত্যক্ত পত্নী সাঙ্গা করিতে পারে।

খণ্ডাইতদিগের অধিকাংশই বৈষ্ণব। শাক্ত বা শৈবের সংখ্যা অল্প। শাসনী ব্রাহ্মণগণ ইহাদের পুরোহিত। সেবক বা পাণ্ডা ব্রাহ্মণ চাষাদিগের পুরোহিত। শাসনিগণ সেবক-দিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উড়িষ্যার গ্রামদেবতী বা গ্রাম্যদেবী ও ছোটনাগপুরে বড় পাহাড় প্রত্যেক গৃহস্বামীর উপাস্য। পূজায় বলিদানাদি হইয়া থাকে। উড়িষ্যার খণ্ডাইতগণ

তরবারির বিশেষ সম্মান করিয়া থাকে। দশহরার সময় গৃহস্থ সমস্ত অস্ত্রাদি সুসজ্জিত করিয়া পুষ্পচন্দনাদি দিয়া পূজা করে। মৃত্যুর পর খণ্ডাইতগণের দেহ সংকার হয় ও রীতিমত শ্রাদ্ধাদি হইয়া থাকে।

উড়িষ্যায় রাজপুতদিগের সংখ্যা বড় কম। জাতিতে উঁহারাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। খণ্ডাইতেরা উঁহাদের অব্যবহিত নিম্নে পরিগণিত। শ্রেষ্ঠ খণ্ডাইতগণ বিবাহের সময় যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করে। চাষা খণ্ডাইতগণ তাহা করে না। তবে ব্রাহ্মণগণ তাহাদের হস্তের জল গ্রহণ করেন। করণদিগের সহিত কখন কখন ইহাদের আদান প্রদান হইয়া থাকে। ইহারা চাষা, গোড়গোয়ালা ও করণদিগের হস্তে জল ও মিষ্টান্ন খায়। ছোটনাগপুরের ব্রাহ্মণগণ খণ্ডাইতা-দিগের হস্তে জল গ্রহণ করেন। তথায় ছোটখরিয়াদিগের জল অশুদ্ধ। কথিত আছে, উড়িষ্যা হইতে আসিয়া উঁহারা বিরু, বাসিয়া, বেলসিয়াঁ, দিবা, গোবরা, লাকরা, লোধমা ও লোণপুর নামক আটটী গড় অধিকার করে। এক সময় সৈনিক বর্গের জন্য কএকটী পরগণা জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ইংরাজ-অধিকারে পুরুষানুক্রমে অবিক্রীত সেই সকল সম্পত্তি হস্তান্তর হইয়া গিয়াছে। উড়িষ্যায় খণ্ডাইতগণ এখনও নিজ স্বত্ব ছাড়ে নাই। বড় বড় ঘরে এখনও লাখ-রাজ ভোগ করিতেছে। নিম্নশ্রেণীর লোকেও লাখরাজ ভোগ করে, তবে তাহাদিগকে সরবরাহকার, চৌকিদার প্রভৃতির কর্ম্ম করিতে হয়। কেহ বা মজুরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অস্ত্রধারী খণ্ডাইতগণ চাষ করে না। এখন বঙ্গের নানা জেলায় ইহারা খাটওয়ালের কর্ম্ম করে। উড়িষ্যায় ইহাদের সংখ্যা অধিক।

খণ্ডাভ্র (ক্লী) খণ্ডক তদভ্রঞ্চেতি কর্ম্মধা°। ১ খণ্ড খণ্ড মেঘ, ছিন্ন মেঘ। খণ্ডঃ অভ্রাংশ। ২ দন্তরোগবিশেষ। (মেদিনী)।

খণ্ডামলক (ক্লী) খণ্ডং খণ্ডিতং আমলকং। ১ আমলক-চূর্ণ। (মেদিনী) ২ খণ্ডদ্বারা পক্ব আমলক ফল, আমলকীর মোরব্বা।

খণ্ডাল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পুণাজেলায় একটী গ্রাম। ঐ অঞ্চলের ইহা স্বাস্থ্যনিবাস ও গ্রীষ্মাবাস বলিয়া পরিগণিত। গ্রীষ্মের কএকমাস বোম্বাইবাসী অনেকে এখানে আসিয়া বাস করেন। অক্ষা° ১৮°৪৬´ উঃ দ্রাঘি ৭৩°২৩´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহা সহ্যাদ্রি চূড়া হইতে ১০০ হস্ত নিম্ন। ইহার ভূমি উত্তরপশ্চিমদিকে ঢালু হইয়া পবহ ও উজলা নামক নদীর দিকে গিয়াছে। ইহার চারিদিকেই পর্ব্বতমালা। বোম্বাইয়ের গবর্ণর এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব এই স্থানের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়া যান। পর্ব্বতের অংশ-বিশেষের উলহা, রাজমাচি, ঢাকগির বা ভূদাল, ইন্দ্রাণী, ভোমা, উঁখারি, নাগফণি* প্রভৃতি নানাপ্রকার নাম আছে। ইহার নিকটে দুইটী জলপ্রপাত, একস্থানে জল ২০০ হস্ত নিম্নে পতিত হয়। পর্ব্বতে খোদিত গম্ভীরনাথের মন্দির দেখিবার জিনিস। এখানে রেলের একটী ষ্টেসন হইয়াছে। ষ্টেসন হওয়া অবধি এখানে বসতি বাড়িতেছে। অধিবাসীর অধিকাংশ মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ, কুণবী ওস্‌ওয়াল শ্রাবক, কএক ঘর পর লোহার, সোণার, নাপিত, ধোপা ও চামার আছে।

খণ্ডালী (স্ত্রী) খণ্ডং পদ্মাদিখণ্ডং আলাতি গৃহ্লাতি আ-লা-কঃ, ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ। ১ সরসী। খণ্ডং দন্তক্ষতাদি খণ্ডনং আলাতি আ-লা-ক ঙীষ্‌। ২ কামুকী স্ত্রী। ৩ তৈলের পরিমাণবিশেষ। (মেদিনী।)

খণ্ডিক (পুং) খণ্ডোঽস্ত্যস্ত ঠন্‌। ১ কলায়, চলিত কথায় কড়াই বলে। ইহার অপর নাম ত্রিপুট। ২ কক্ষ। (হেম°।) ৩ ঋষিবিশেষ, ইঁহার পিতার নাম উদ্ধরি। (শত° ব্রা° ১১।৮।৪।১) (ত্রি) ৪ ক্রুদ্ধ।

"খণ্ডিকোপাধ্যায়ঃ শিষ্যায় চপেটং দদাতি।" (পা° ভাষ্য)

খণ্ডিকাদি (পুং) খণ্ডিক আদির্যস্য বহুব্রী। পাণিনীয় একটী গণ, ইহার উত্তর সমূহার্থে অঞ্‌ প্রত্যয় হয়। খণ্ডিক, বড়বা, ক্ষুদ্রক, (মালবশব্দের পরস্থিত) সেনা, (সংজ্ঞা বুঝাইলে) ভিক্ষুক, শুক, উলূক, শ্বন্‌, অহন্‌, যুগবরত্র ও হলবন্ধ এই কএকটী শব্দ লইয়া খণ্ডিকাদিগণ।

খণ্ডিত (ত্রি) ১ ভিন্ন। ২ ছিন্ন। ৩ দ্বিধাকৃত। পর্য্যায়—ছিন্ন, লূন, ছিত, দিত, ছেদিত, বৃক্ণ, বৃক্ত। (হেম°)

"চন্দ্রে কলঙ্কঃ সুজনে দরিদ্রতা বিকাশলক্ষ্মীঃ কমলেষু চঞ্চলা।
মুখেহপ্রসাদঃ সধনেষু সর্ব্বদা যশো বিধাতুঃ কথয়ন্তি খণ্ডিতম্‌॥"
(শব্দার্থচি°)

৪ খণ্ডিতাঙ্গ, হীনাঙ্গ। ধর্ম্মশাস্ত্রকার শাতাতপের মতে দুষ্টবাদী পরজন্মে খণ্ডিতাঙ্গ হইয়া থাকে। এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ব্রাহ্মণকে দুইপল রূপা ও দুইঘট দুগ্ধ দান করিতে হয়।

"দুষ্টবাদী খণ্ডিতঃ স্যাৎ স বৈ দদ্যাদ্‌ দ্বিজাতয়ে।
রূপ্যং পলদ্বয়ং দুগ্ধং ঘটদ্বয়সমন্বিতম্‌॥" (শাতাতপ)

কোন কোন সংগ্রহকার "খণ্ডিত" স্থলে খণ্ডক পাঠ করিয়া থাকেন।

খণ্ডিতা (স্ত্রী) খণ্ডিত-টাপ্‌। একপ্রকার নায়িকা।

---

* ইংরাজেরা ইহাকে Duke's nose বলিয়া থাকেন। ডিউক অব্‌ ওয়েলিংটনের নাসিকার সহিত এই পাহাড়টার তুলনা করা হয়।

"পার্শ্বমেতি প্রিয়োযস্যা অন্যসম্ভোগচিহ্নিতঃ।
সা খণ্ডিতেতি কথিতা ধীরৈরীর্ষ্যাকষায়িতা॥" সাহিত্যদর্পণ।

কোন নায়িকার পতি অপর কামিনীর সম্ভোগ-চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া তাহার নিকটে আসিলে নায়িকার হৃদয় অতিশয় ঈর্ষ্যা কলুষিত হয়। পণ্ডিতগণ সেই নায়িকাকেই খণ্ডিতা বলিয়া থাকেন। খণ্ডিতা নায়িকার অস্ফুট আলাপ, চিন্তা, সন্তাপ, দীর্ঘনিশ্বাস, তুষ্ণীম্ভাব ও অশ্রুপাতাদি চিহ্ন প্রকাশ পায়।

"আসিব বলিয়া গেলা অন্য সনে হ'ল মেলা
শরীরেতে চিহ্ন আছে লুকাবে কি বলিয়া।
মোর সনে কথা কয়্যা বঞ্চিলা আরেরে লয়্যা
কতেক করিলা ভাব একান্তেরে ছলিয়া॥
ভিন্ন ভিন্ন দেখি বেশ আলুথালু দেখি কেশ
দেখিয়া তোমার ভাব দেহ যায় জ্বলিয়া।
কে সাধিল মনোরথ খণ্ডিয়া পিরীতি-পথ
নিজ স্থানে যাও তুমি আমি যাই চলিয়া॥"

ভারতচন্দ্র—রসমঞ্জরী।

খণ্ডিনী (স্ত্রী) খণ্ডোঽস্ত্যস্যা অস্তীতি খণ্ড-ইনি-ঙীপ্। যদ্বা খণ্ডয়তি আত্মানং দ্বীপপর্ব্বতসমুদ্রাদিব্যবচ্ছেদেন খণ্ড়-ণিনি-ঙীপ। পৃথিবী। (শব্দরত্নাবলী)

খাণ্ডিম [ন্] (পুং খণ্ডভাবে ইমনিচ্ (পা ৫।১।১২২) খণ্ডতা, খণ্ডের ধর্ম।

খণ্ডী [ন্] (ত্রি) খণ্ডয়তি খণ্ড়-ণিনি। ১ খণ্ডক, যে খণ্ড করে। খণ্ডোঽস্ত্যস্তি খণ্ড-ইনি। ২ খণ্ডযুক্ত। (পুং) খণ্ডয়তি আত্মানং বিদলরূপেণ খণ্ড়-ণিনি। বনমুদ্গ। (হেম)

খণ্ডী (স্ত্রী) খণ্ড়-অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ। বনমুদ্গ। (বাচস্পত্য)

খণ্ডীর (পুং) অপকৃষ্টঃ খণ্ডী গু শাদিত্বাৎ রঃ। পীতবর্ণ মুদ্গ। (হেম°)

খণ্ডু (ত্রি) খণ্ডয়তি খণ্ড়-উণ্। খণ্ডক। এই শব্দটী অর্দ্ধর্চাদি গণান্তর্গত, ইহার উত্তর চতুরর্থে বুঞ্ প্রত্যয় হয়।

খণ্ডুল (Sterculia urens) একপ্রকার বৃক্ষ। ইহা হইতে গঁদের মত আঠা বাহির হয়। গোরু বাছুরের অসুখ হইলে ইহার পাতা খাওয়াইয়া দেয়। ইহার কাঠ অত্যন্ত কোমল। ছাল হইতে দড়ি হয়। এই বৃক্ষ সিংহল ও দাক্ষিণাত্যেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। উহার যে পুষ্প হয়, তাহার মধ্যে একপ্রকার বীজ থাকে। উহা লোকে আদর করিয়া খায়। পুষ্পের কিনারে কাঁটা, মধ্যে মধ্যে ছিদ্র আছে। ইহার ছাল কষায় ও সঙ্কোচক-গুণবিশিষ্ট, মুখে দিলে থুথু লাল হয়। গ্রীষ্মকালে ইহা হইতে আপনা আপনি আঠা বাহির হয়। আঠা বিলাতে পাঠান হয়। কিন্তু ভাল আঠাযুক্ত নয় বলিয়া তাহার আদর হয় নাই। আঠা দেখিতে স্বচ্ছ বা হরিদ্রাভ। আঠা বাহির হইয়া কতকটা কঠিন হইয়া যায়। জলে ভিজাইলে ফুলিয়া উঠে ও নরম হইয়া পড়ে। অধিকক্ষণ জ্বাল দিলে একেবারে গলিয়া যায়।

খণ্ডেরাও গাইকোবাড়, বরদার একজন রাজা। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ১৯এ নবেম্বর পুত্রহীন রাজা গণপতরাও গাইকোবাড়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা খণ্ডেরাও বরদার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিছুদিন পরেই রাজ্যে সিপাহীবিদ্রোহ আরম্ভ হইল। সেই সময় খণ্ডেরাও যথাসাধ্য ইংরাজরাজের সহায়তা করিয়াছিলেন। বিদ্রোহ শান্তির পরে ইংরাজরাজ তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। পূর্ব্বতন সন্ধি অনুসারে তাঁহাকে ইংরাজের "গুজরাট-অশ্বারোহী" সেনার ব্যয়স্বরূপ বৎসরে যে তিন লক্ষ টাকা দিতে হইত, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুনের পত্রে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সেই ব্যবস্থার হইতে অব্যাহতি দিলেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে, ১১ই মার্চ্চ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যে সনন্দ দান করেন, তাহাতে গাইকোবাড় রাজবংশে পুত্র অভাবে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়। আর সেই সনন্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে His Highness উপাধিতে সম্বোধন করেন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ পায় যে, কেহ তাঁহার প্রাণবিনাশের চেষ্টা করিতেছে। সন্ধানে জানা যায় যে, ইহা তাঁহার ভ্রাতা মল্হাররাওর কার্য্য। মল্হাররাও সে জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। খণ্ডেরাওর জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে বাহির হইতে দেওয়া হয় নাই।

একজন সিপাহী তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয় বলিয়া হস্তীর পদতলে ফেলিয়া তাহার প্রাণ-বিনাশের আদেশ করেন। এজন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি কিছু বিরক্ত হন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে খণ্ডেরাও একজন মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে যান। কিন্তু সে কথা পূর্ব্বাহ্নে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে জানান নাই বলিয়া বোম্বাইয়ের গবর্ণর তাঁহাকে স্বেচ্ছায় মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে দেন নাই। শেষ দশায় খণ্ডেরাও নাকি কিছু অমিতব্যয়ী ও বিলাসপ্রিয় হইয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ২৮এ নবেম্বর কালগ্রাসে পতিত হন।

খণ্ডেরাও হোলকার (কণ্ডিরাও) ইন্দোরের প্রথম রাজা, মল্হাররাওর পুত্র। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে সূর্য্যমল জাঠের সহিত ডিগ নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয়, খণ্ডেরাও হোলকার তাহাতে নিহত হন। মালিরাও নামক তাঁহার এক পুত্র ছিল। সুপ্রসিদ্ধ অহল্যাবাই এই খণ্ডেরাওর পত্নী।

[মল্হাররাও দেখ।]

খণ্ডেরায়, ১ পরশুরামপ্রকাশ নামক স্মৃতিসংগ্রহকার, ইনি জাতিতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ নীলকণ্ঠের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও নারায়ণ পণ্ডিতের পুত্র। ইনি পরশুরামের আদেশে নিজ গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া গ্রন্থের নাম রাখেন 'পরশুরামপ্রকাশ"। গ্রন্থের অপর নাম আচারোল্লাস।

২ সুভাষিতসুরদ্রুম নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার, ইঁহার অপর নাম বাসবদত্তীশ্র।

খণ্ডোবা, দেবতাবিশেষ। দাক্ষিণাত্যে ইঁহার উপাসনা বিশেষ প্রচলিত। পুণা অঞ্চলের হিন্দুদিগের মধ্যে বিশ্বাস যে, খণ্ডোবা দাক্ষিণাত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কি ব্রাহ্মণ কি কাহার সকলেই তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। খণ্ডোবা শব্দের অর্থ খাঁড়া বা অসির দেবতা। অর্থাৎ ভৈরবের ন্যায় ইনি তরবারিহস্তে দেশ রক্ষা করিয়া থাকেন। জেজুরিতে ইঁহার প্রধান মন্দির। তথায় লিঙ্গমূর্ত্তি আছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন মূর্ত্তিতে ইঁহার পূজা হইয়া থাকে। কথিত আছে মল্লারিরূপে ইনি অশ্বারোহণে আসিয়া মণি ও মল্ল নামক অসুরকে বিনাশ করেন। সেইজন্য কোথাও তাঁহার অশ্বারূঢ় মূর্ত্তি আছে। অশ্বের উপর খণ্ডোবা ও পত্নী মহালসা বাই উভয়ে উপবিষ্ট। অশ্বের সঙ্গে একটী কুকুর থাকে। কুকুর তাঁহার বাহন বলিয়া কুকুরখণ্ডি নামে ইঁহার পূজা দিতে হয়। আবার হরিদ্রায় তাঁহার অংশ আছে বলিয়া হলুদগাছ তাঁহার নামে পূজিত হয়। খণ্ডোবামূর্ত্তি ধাতুতে গঠিত হয়, প্রস্তর বা কাঠে নির্ম্মাণ করা নিষেধ। খণ্ডোবার পূজা করিলে বিঘ্ন নিবারণ হয়, পীড়া ইত্যাদি হয় না। রামোশি জাতি এই দেবতাকে বিশেষ ভক্তি করে। উহারা যদি হরিদ্রা হস্তে কোন অঙ্গীকার করে, তবে তাহার পালন করিতেই হয়।

পূর্ব্বকালে এই দেবতা মল্লারি নামে পূজিত হইতেন। আনন্দগিরির শঙ্করবিজয়ে এই মল্লারিমতাবলম্বীদিগের প্রসঙ্গ আছে। (শঙ্করবিজয় ২৯ অঃ)

খণ্ডোবা, খণ্ডোয়া, মধ্যভারতের নিমার জেলার প্রধান সহর পূর্ব্বে ভারতের উত্তর ও পূর্ব্বভাগ হইতে দাক্ষিণাত্যে যাইতে হইলে এই পথ দিয়া যাইতে হইত। পেনিনসুলার রেলের এখানে একটী ষ্টেসন হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক টলেমি ইহাকে 'কগনবন্দ' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। আবুরিহাণ কৃত তারিখ ই-হিন্দ গ্রন্থে কণ্ডয়াহো নামে বর্ণিত। এখন নগরের মধ্যে দুইটী প্রধান রাস্তা। মধ্যস্থানে চৌরাস্তা। রাস্তার দুইধার দ্বিতলগৃহে পরিপূর্ণ। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ছোট গলিপথ আছে। পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত বলিয়া ইহা পার্শ্বস্থ স্থান হইতে উচ্চ। নগরের উত্তরপশ্চিমকোণে একটী সমচতুষ্কোণ পুষ্করিণী আছে। এক এক দিকে উহা ৬৯ হস্ত দীর্ঘ হইবে। এই পুষ্করিণীর নাম পদ্মকুণ্ড। ইহার পার্শ্বে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর। প্রাচীরের স্থানে স্থানে বড় বড় কুলুঙ্গীর মত স্থান। তাহার উপরিভাগে ছোট ছোট শিলালিপি। তাহাতে ১১৮৯ সম্বৎ তারিখ দেওয়া আছে। কোথাও ভৈরব ও কোথাও বা নন্দীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। পদ্মকুণ্ডের মধ্যে একটী মন্দিরের একস্থানে মেজের উপর একটী খোদিত লিপি আছে উহা জলের ভিতর। লোকের বিশ্বাস যে, ঐ প্রস্তরের নিম্নে ধনরত্ন আছে। শুনা যায়, কিছুপূর্ব্বে কোন সময় নাগপুর, হুসঙ্গাবাদ ও খণ্ডোবার তিনজন বলবান লোক ঐ প্রস্তর কাটিতে থাকে। প্রস্তর কাটিতে কাটিতে উহারা পীড়াগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। লোকেরা বলে, অধিষ্ঠাত্রী দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বধ করেন। পদ্মকুণ্ডে অনেকগুলি শিলালিপি আছে। লেখা অধিকাংশই উঠিয়া গিয়াছে। মৃ ও জলকুম' "মৃত্তিশ্রী" এইরূপ ক একটী নাম মাত্র পড়া যায়।

নিকটেই পদ্মেশ্বরের একটী মন্দির আছে। তাহাতে পদ্মেশ্বরদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি ব্যতীত আরও কএকটী মূর্ত্তি দেখা যায়। এ মন্দিরটি নূতন বলিয়া বোধ হয় সম্ভবতঃ পদ্মেশ্বরের পুরাতন একটী মন্দির ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া নূতন মন্দিরটী গঠিত হইয়াছে। এস্থান হইতে উত্তরপশ্চিমদিকে গমন করিলে ভৈরবতাল নামক সরোবর দেখা যায়। ঐ সরোবর এক এক দিকে ৪০০ হস্ত হইবে। নগরের দক্ষিণপশ্চিমে কুলালকুণ্ডনামক পুষ্করিণী। ইহার এক একদিক্ ৩০ হস্তের অধিক নহে। দক্ষিণপশ্চিমে রেলওয়ের লৌহসেতুর নিকট ভীমকুণ্ড ও উত্তরপশ্চিমে সূর্য্যকুণ্ড। কুলালকুণ্ডের নিকট তুলজাদেবীর মন্দির। প্রতি পৌষমাসের পূর্ণিমায় এখানে মেলা হয়। ঐ মন্দিরের নিকট একটী প্রকাণ্ড গণেশমূর্ত্তি আছে, তাহার শুণ্ডের উপর কএকটী ছোট ছোট মূর্ত্তি দেখা যায়।

কেহ কেহ ইহাকে মহাভারতোক্ত "খাণ্ডব' বলিয়া মনে করেন। [খাণ্ডব দেখ।]

এই নগরে ৩১ শত বর্ষের প্রাচীন একটী জৈন দেবমন্দিরও আছে।

খত (পারসীক) ১ দলিল, চুক্তিপত্র। ২ টাকা ধার লইয়া যে পত্রে ঋণগ্রহীতা তাহার পরিশোধের কাল ও নিয়ম লিখিয়া মহাজনকে দিয়া থাকে। ৩ দোষী ব্যক্তির পুনর্ব্বার 'সেরূপ কর্ম্ম করিব না' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া নাক কাণ মাটিতে ঠেকাইয়া ন্যূনতা স্বীকার।

"গিয়া তিনকাল শেষে এই হাল খত বা মাকে লিখিব।"
(বিদ্যাসুন্দর)

৪ জঙ্গল কাটা জমি, জঙ্গল পরিষ্কারকারীর পুরুষানুক্রমিক সম্পত্তি।

খতম্ (পারসীক) শেষ, বিশ্রান্তি, বিদায়।

খতমি (দেশজ) একপ্রকার বীজ। (The seed of the common hollyhock)

খতর্ (আরবী) ১ বিপদ্। ২ স্মরণ। ৩ গ্রামের পশ্চাদ্ভাগ, যেখানে ময়লা ফেলা হয়।

খতান (দেশজ) গণন, হিসাবের নিশ্চয় করণ।

খতমাল (পুং) খে আকাশে তমাল ইব। ১ ধূম। ২ মেঘ।

খতিয়ান্ (যাবনিক) ১ যে কাগজে প্রজাদিগের জমী-জমা বিশেষ করিয়া নিরূপিত হয় ও যাহাতে খাজনা নিরূপণ ও আয়ের হিসাব লিখিত হয়। ২ হিসাব-বহি।

খতিরি (হিন্দী) নদীকূলের বালুময় জমি। তাহাতে জল-সেচন ও সার দিয়া শস্য উৎপাদন করিতে হয়। কখন্ নদীর জল উঠিয়া শস্য প্লাবিত করিবে তাহার নিশ্চয় নাই বলিয়া ইহার জন্য অতি অল্প খাজনা দিতে হয়।

খতিব, মুসলমানদিগের যাহারা খুতবা পাঠ করে। [খুতবা দেখ]

খদ (পুং) খদ্ বাহুলকাৎ ভাবে অপ্। ১ স্থিরতা। ২ বধ।

খদিকা (স্ত্রী) খে তজ্জলপাত্রাদূর্দ্ধে আকাশে দীয়তে খ দো ক টাপ্ ততঃ সংজ্ঞার্থে কন্ অত ইত্বক। লাজা, খই।

খদিজা, মহম্মদের প্রথমা পত্নী। খদিজা একজন আরবদেশীয় সম্পত্তিশালিনী বিধবা রমণী। আরবদেশের প্রথানুসারে খদিজার বাণিজ্য-ব্যবসা ছিল। খদিজার বাণিজ্যের দ্রব্যাদি উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বোঝাই হইয়া আরব ও তুরস্কের অন্তর্গত সিরিয়া প্রদেশের হাটে যাইত। মহম্মদ তখন বালক, মাঠে মাঠে পশু চরাইয়া বেড়াইতেন। খদিজার একজন উষ্ট্রচালকের প্রয়োজন হইলে তিনি মহম্মদকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। মহম্মদের কার্য্যে দক্ষতা দেখিয়া অল্প দিন পরে তাঁহার পদোন্নতি হইল, খদিজা ক্রমে পণ্যদ্রব্যের সমস্ত ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিলেন। তাঁহার সততা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়া খদিজা তাঁহাকে এল্ আমিন উপাধি দান করেন। এল্ আমিন অর্থে সৎলোক বুঝায়। মহম্মদের বয়স তখন প্রায় ২৫ বৎসর। মহম্মদের কোমল সুন্দর গঠন যৌবনের পূর্ণতায় বিকশিত হইয়া মনোহর হইয়াছিল; খদিজার বয়স তখন প্রায় ৪০ বৎসর হইলেও রূপে বা গুণে মুগ্ধ হইয়া মহম্মদকে পতিত্বে বরণ করিলেন। বিবাহের এগার বৎসর পরে তাঁহাদের ফাতিমা নাম্নী একটী কন্যা হয়, ক্রমে আরও সন্তান হইয়াছিল। কিন্তু তিনটী কন্যা ব্যতীত আর সকলেই শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ৬১৯ খৃষ্টাব্দে ৬২ বৎসর বয়সে খদিজার মৃত্যু হয়। খদিজার গোরস্থান এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তীর্থযাত্রিগণ উহা দেখিতে গিয়া থাকেন। গোরের উপর একটী প্রস্তরে কোরাণ হইতে একটী শ্লোক খোদিত আছে। মহম্মদ পরে অন্যান্য রমণীকে বিবাহ করিলেও খদিজাকে যে অধিক ভালবাসিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। [মহম্মদ দেখ।]

খদিম (আরবী) ১ ভৃত্য। এদেশে মসজিদ প্রভৃতি যাহাদের জিম্মায় থাকে, তাহাদিগকে খদিম বলে।

২ আরবদেশে খদিম নামে একপ্রকার স্বতন্ত্র জাতি আছে। যেমেন প্রদেশে ইহাদের বাস। আফ্রিকার সমুদ্র-তীরস্থ লোকের সঙ্গে ইহাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য যত আরবদিগের সহিত তত নহে। ইহাদের চুল সমান অর্থাৎ কোঁকড়ান নহে, শরীরের বর্ণ কাল, নাসিকা পক্ষিচঞ্চুর ন্যায়। ওষ্ঠ পুরু। আরবদেশে ইহারা নীচজাতীয় বলিয়া গণ্য। আরবদিগের সহিত ইহাদিগের আহার ব্যবহার বা আদান-প্রদান নাই। ইহারা বাজকর বা কামারের কার্য্য করে।

খদির (পুং) খদ কিরচ্ নিপাতনে সাধুঃ। (অজিরশিশির-শিথিলস্থিরস্ফিরস্থবিরখদিরাঃ। উণ্ ১।৫৪) ১ বৃক্ষ-বিশেষ, খএর গাছ। পর্য্যায়—গায়ত্রী, বালতনয়, দন্তধাবন, তিক্তসার, কণ্টকীদ্রুম, বালপত্র, যজ্ঞাঙ্গ, ক্ষিতিক্ষম, সুশল্য, বক্রকণ্ঠ, যজ্ঞাঙ্গ, জিহ্মশল্য, কণ্টী, সারদ্রুম, কুষ্ঠারি, বহুসার, মেধ্য, বালপুত্র, রক্তসার, কর্কটী, জিহ্বশল্য, কুষ্ঠহৃৎ, বালপত্রক ও দৃঢ়ক্ষম। হিন্দীতে খয়ের, দক্ষিণে কঠকিকর, পঞ্জাবে খয়েচ্, তৈলঙ্গে খদিরমু বা পোদলামরু, তামিল বোদলম, সিংহলী কিহিরি, ব্রহ্মে শ বিন্ ও বৈজ্ঞানিক নাম Acacia Catechu। খদিরবৃক্ষ এক একটী ১০ হাত পর্য্যন্ত বড় হয়। এই গাছ ভারতের সমতল ভূমিতে ও পার্ব্বত্য প্রদেশে সর্ব্বত্রই জন্মে। ইহার কাঠ বড় শক্ত ও স্থায়ী, শীঘ্র ঘুণ ধরে না, ইহাতে কড়ি বরগা, ঢাল ও তরবারের বাঁট, লাঙ্গল, তুলার কল, শকট প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে খদির বৃক্ষে ফুল ধরে, শীতকালে বীজ পাকে। সিংহলীদিগের বিশ্বাস ইহার বৃক্ষনির্যাস রক্তপরিষ্কারক। ইহার কাষ্ঠ হইতে খএর পাওয়া যায়। ইংরাজীতে ইহাকে Catechu or Terra Japonica বলে। বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ সার লইয়া কোন মাটীর পাত্রে সিদ্ধ করিলে পরিষ্কার সুরা বাহির হয়, উহা জমাট বাঁধিতে থাকিলে মাটীর ছাঁচে ঢালিয়া দেওয়া হয়। ইহার সার বস্ত্রাদি রঙ্ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

য়ুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে ইহার গুণ সঙ্কোচক, ব্রণ, উপদংশ ও ক্ষতরোগে ফলদায়ক। সবিচ্ছেদ জ্বর শীতাদ, লালানিঃসরণ, আলজিহ্বার শিথিলতা, তালুর পার্শ্ব-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, জ্বর প্রভৃতি রোগে উপকারী। শ্বেতপ্রদর ও অসৃগ্দর হইলে ইহার পিচ্‌কারী দেওয়া যাইতে পারে।

বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—তিক্তরস, শীতল, পিত্ত, কফ, কুষ্ঠ, কাস, রক্তদোষ, শোথ, কণ্ডু, ব্রণনাশক এবং পাচন। (রাজনি°।) বিসর্প, বেদনা, মেহ ও মেদনাশক। (রাজবল্লভ।) ভাবপ্রকাশের মতে—খদির শীতবীর্য্য, দন্তের হিতকারক, তিক্ত-কষায় রসযুক্ত এবং কণ্ডু, কাস, অরুচি, মেদদোষ, ক্রিমি, প্রমেহ, জ্বর, ব্রণ, শ্বিত্র, শোথ, আমদোষ, পিত্ত, রক্তদোষ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ ও কফনাশক। খদির দুই প্রকার, রক্তসার ও শ্বেতসার। রক্তসারের কথাই পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। শ্বেতসার খদিরকে চলিত কথায় পাপড়ী খয়ের বলে। ইহার গুণ—বর্ণপরিষ্কারক, মুখরোগ, রক্তদোষ ও কফনাশক। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব ১ ভাগ।) শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে, প্রজাপতির প্রাণ তাঁহার শরীর পরিত্যাগ করিলে অস্থি হইতে খদির উৎপন্ন হয়, এই কারণেই খদির অতিশয় কঠিন হইয়াছে। (শতব্রা° ১৩।৪।৪।৯) খদতি হন্তি শত্রূন্ খদ-কিরচ্। ২ ইন্দ্র। (ত্রিকাণ্ড°) খে আকাশে দীর্য্যতে ইষ্টাপূর্ত্তকারিভিঃ অপাদানে কিরচ্। ৩ চন্দ্র। যাঁহারা ইষ্টাপূর্ত্তাদি পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা সেই পুণ্যবলে জলময় শরীর ধারণ করিয়া চন্দ্রলোকে বাস করিয়া থাকেন। পুণ্যের অবসানে চন্দ্রলোক হইতে আকাশে পতিত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। এই কারণে পূর্ব্বপ্রদর্শিত ব্যুৎপত্তি অনুসারে খদির শব্দে চন্দ্রমণ্ডল বুঝায়। [অবরোহ দেখ।] ৪ একজন ঋষি। এই শব্দটী অশ্বাদিগণান্তর্গত। গোত্রাপত্যার্থে ইহার উত্তর ফঞ্ হয়। (পা ৪।১।১১০)

খদিরক (পুং) খদির এব খদির স্বার্থে কন্। খদির।

খদিরকষায় (পুং) ঔষধবিশেষ, খদিরকাথ। লৌহ ও মুথা চূর্ণের সহিত ইহা সেবন করিলে হলীমক রোগ বিনাশ হয়। (বৈদ্যক)

খদিরপত্রিকা (স্ত্রী) খদিরস্য পত্রমিব পত্রমস্যাঃ বহুব্রী, কপ্, টাপ্ অত ইত্বং চ। ১ অরিমেদ বৃক্ষ, গুয়েবাবলা। ২ লজ্জালু-লতা। (রাজনি°)

খদিরপত্রী (স্ত্রী) খদিরস্য পত্রমিব পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী বিকল্পে ন কপ্ প্রত্যয়ঃ ততঃ ঙীপ্ লজ্জালুলতা (জটাধর)

খদিরময় (ত্রি) খদিরস্য বিকারঃ খদির-ময়ট্। খদির কাষ্ঠ-নির্ম্মিত।

খদিরবণ (ক্লী) খদিরাণাং বনং ৭৮২ ণত্বং। (পা ৮।৪।৫) খয়েরের বন।

খদিরসার (পুং) খদিরস্য সারঃ নির্য্যাসঃ ৬তৎ। খদির নির্য্যাস, খএর।

"বিনা খদিরসারেণ হারেণ হরিণী দৃশাম্।
লাঘবে জায়তে রাগো নাম্বরাগঃ পয়োধরে।" (উদ্ভট)

খদিরা (স্ত্রী) খদিরস্যেব পত্রাকারোঽস্ত্যস্যাঃ পক্ষে খদির-অচ্-টাপ্। লজ্জালুলতা। (রাজনি°)

খদিরাষ্টক (পুং) ঔষধবিশেষ। খদির, ত্রিফলা, নিম্ব, পলতা, গুলঞ্চ, বাসক, এই আটটী পদার্থকে খদিরাষ্টক বলে। ইহাদের কাথ পান করিলে জ্বর, বসন্ত, কুষ্ঠ, বিসর্প, বিস্ফোট ও কণ্ডু প্রভৃতি নষ্ট হয়। (বৈদ্যক)

খদিরাদ্য (পুং) ঔষধবিশেষ। খদির ও ত্রিফলার কাথকে খদিরাদ্য বলে। মহিষমূত্র ও বিড়ঙ্গ চূর্ণের সহিত পান করিলে ভগন্দর রোগ বিনষ্ট হয়। (বৈদ্যক)

খদিরিকা (স্ত্রী) খদিরঃ খদিররসেন তুল্যোরসোঽস্ত্যস্যাঃ খদির-ঠন্-টাপ্। ১ লাক্ষা, লা। ২ লজ্জালুলতা। (রাজনি°)

খদিরী (স্ত্রী) খদ-কিরচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ লজ্জালুলতা। পর্য্যায়—নমস্কারী গণ্ডকালী, সমঙ্গা, খণ্ডকারী, শমীপত্রা, রক্তপত্রা, অঞ্জলিকারিকা, রাম্না। কাহারও মতে খদিরী শব্দের অর্থ খদিরী শাক, যাহাকে চলিত কথায় লাজালু বলে। (অমরটী° ভরত) ২ লতাবিশেষ, হাড়যোড়া। (জটাধর।)

খদিরীয় (ত্রি) খদিরস্য সন্নিহিতো দেশাদিঃ খদির চাতুরর্থিক ছ। খদিরের নিকটবর্ত্তী দেশাদি।

খদিরোপম (পুং) খদির উপমা যস্য বহুব্রী। কদর। (রত্নমালা) চলিত কথায় কাঁটা-বাবলা বলে।

খদূরক (পুং) খদ বাহুলকাৎ ঊরচ ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। ঋষিবিশেষ। এই শব্দটী শিবাদিগণান্তর্গত, ইহার উত্তর অপত্যার্থে অণ্ প্রত্যয় হয়।

খদূরবাসিনী (স্ত্রী) খে আকাশে দূরে বসতি বস-ণিনি ততো ঙীপ্। বুদ্ধশক্তিবিশেষ। (ত্রিকাণ্ড°)

খদ্য (ত্রি) খদায় হিতঃ খদ যৎ (উগবাদিভ্যো যৎ। পা ৫।১।২) স্থিরতা বিষয়ে হিতকর।

খদ্যপত্রী (স্ত্রী) খদ্যং পত্রমস্য বহুব্রী। ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। খদির। (রাজবল্লভ)

খদ্যোত (পুং) খে আকাশে দ্যোততে দ্যুত-অচ্। ১ কীট-বিশেষ, জোনাকী পোকা। পর্য্যায়—জ্যোতিরিঙ্গণ, খজ্যোতি, প্রভাকীট, উপসূর্য্যক, ধ্বান্তোন্মেষ, তমোমণি, দৃষ্টিবন্ধু, তমোজ্যোতিঃ, জ্যোতিরিঙ্গ, নিমেষক।

"বিদিতমনন্তসমস্তং তবজগদাত্মনো জনৈরিহ চরিতম্।
বিজ্ঞাপ্যং পরমগুরোঃ কিয়দিব সবিতুরিব খদ্যোতৈঃ ॥"

(ভাগবত ৬।১৬।৪৬।) খং আকাশং দ্যোতয়তি প্রকাশযুক্তং করোতি খ-দ্যুত-ণিচ্-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্ । পা ৩।২।১) ২ সূর্য্য।

"খদ্যোতাবির্মুখী চাত্র নেত্রে একত্র নির্মিতে।
রূপং বিভ্রাজিতং তাভ্যাং বিচষ্টে চক্ষুষেশ্বরঃ ॥"

(ভাগবত ৪।২৯।১০)

খদ্যোতক (পুং) খদ্যোত ইব কায়তি কৈ-কঃ। যদ্বা খদ্যোত সংজ্ঞার্থে কন্। ১ এক প্রকার বৃক্ষ, ইহার ফল অতিশয় বিষাক্ত। (সুশ্রুত কল্প ২ অঃ) (পুং) খদ্যোত-স্বার্থে কন। ২ সূর্য্য।

খদ্যোতন (পুং) খং আকাশং দ্যোতয়তি দ্যুত-ণিচ-ল্যু। সূর্য্য। (জটাধর)

খধূপ (পুং) খং আকাশং ধূপয়তি ধূপ-অণ্ উপপদ সং। আকাশগামী অগ্নিশিখাযুক্ত পদার্থবিশেষ, হাউই।

"উৎক্ষিপ্তচক্রনগবক্তু মার্গে ন
নক্তাননমঙ্ক ম মুহুঃ খধূপান।" (নৈষ ২২।)

খনক (পুং) খন-বুন (শিল্পিনি ষ্বুন। পা ৩।১।১৪৫) ১ মূষিক। ২ সন্ধিচৌর, সিঁধেলচোর। (ত্রি) ৩ ভূমিবিদারক, যে ভূমি খনন করে।

"বিবরজ্ঞ সুহৃৎ কশ্চিৎ খনকঃ কুশলো নরঃ ॥"

(ভারত ১।১৪৮।১)

(পুং) ৪ স্বর্ণাদির উৎপত্তিস্থান, আকর।

"পুরী সমন্তাদ্ বিহিতা সপতাকা সতোরণা।
স চক্রা সহুড়া চৈব সযন্ত্রখনকা তথা।" (ভারত ৩।১৫ অঃ)

৫ ভূতত্ত্বজ্ঞ। ৬ স্বর্ণাদির উৎপত্তিস্থানজ্ঞ।

খনন (ক্লী) খন-ল্যুট। ১ খাতকরণ ২ খোঁড়ন। ৩ আকর হইতে ধাতু, মণি প্রভৃতি বাহির করণ।

খননীয় (ত্রি) খন অনীয়র্। যাহা খনন করা হইবে।

খনপান (পুং) অনুবংশীয় ক্ষত্রিয়বিশেষ। ভাগবত ৯ ২৩।৩)

খনবাখাল (খাঁ বা খাল) পঞ্জাবের শতদ্রু নদীর একটী খাল। নদীতে বন্যা হইলে বন্যার জল এই খাল দিয়া যায়। পূর্ব্বে এইখানে একটী স্বতন্ত্র নদী ছিল। তাহা শুষ্ক হইয়া যায়। শতদ্রু হইতে একটী খাল কাটিয়া এই পুরাতন নদীতলের সহিত যুক্ত করিয়া দিলে পুরাতন নদীগর্ভ দিয়া খালের জল প্রবাহিত হয়। কথিত আছে সম্রাট্ অকবরশাহের সময়ে খাখানন এই প্রদেশের জায়গীরদার ছিলেন। তিনিই নাকি এই খাল কাটাইয়া দেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ইহার মুখ বুজিয়া যায়। মহারাজ রণজিৎ-সিংহের পুত্র মহারাজ খড়্গসিংহ অন্যান্য জমিদারদিগের নিকট হইতে টাকা তুলিয়া আবার কাটাইয়া দেন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ সেরসিংহ আর একবার ভালরূপ কাটাইয়া দিয়া কৃষিকার্য্যে ব্যবহারের উপযোগী করেন। এই সময়ে খালের জল কৃষিকার্য্যে ব্যবহার করিলে তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর প্রদেশটী ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট-হস্তে আসিলে ইহা খাল-বিভাগের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। খালটী লাহোর জেলার মধ্যে মাম্মোকি নামক স্থানে শতদ্রুনদী হইতে আরম্ভ হইয়া দীপাই নামক স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছে।

খনয়িত্রী (স্ত্রী) খন-ণিচ তৃচ্ স্ত্রিয়াং ঙীপ অস্ত্রবিশেষ, খুন্তী। নারদপঞ্চরাত্রে যাত্রাকালে খনয়িত্রী চালন করিবার বিধান আছে।

"খনয়িত্রী শুভা যাত্রা জয়ার্থং যুদ্ধকাঙ্ক্ষিতঃ।
পঞ্চবিংশত্রয়যুক্তৌ চালনীয়া পুনঃ স্থিতা ॥" নারদপঞ্চরাত্র)

খনা (দেশজ) ১ যে নাসিকাযোগে কথা কহে। ২ একজন বিদুষী রমণী। প্রবাদ এইরূপ, ইঁনি সিংহলদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ মিহিরের সহিত ইহার বিবাহ হয়। মিহিরের পিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রে অতিশয় নিপুণ ছিলেন। মিহিরের জন্মের পর তিনি গণনা করিয়া দেখিলেন যে মিহিরের এক বৎসর মাত্র পরমায়ুঃ। তিনি স্বচক্ষে পুত্রের মৃত্যু দেখিতে ইচ্ছা না করিয়া একটী তাম্রপাত্রে করিয়া মিহিরকে সমুদ্রজলে ভাসাইয়া দেন। দৈবক্রমে সেই পাত্রটী যাইয়া সিংহলদ্বীপে উপস্থিত হয়। কতকগুলি রাক্ষসীর সহিত খনা স্নান করিতেছিলেন, হঠাৎ একটী পাত্রের মধ্যে সুন্দর বালকটীকে দেখিতে পাইয়া উঠাইয়া আনিলেন। খনা পূর্ব্বেই রাক্ষসীদের নিকটে জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং জ্যোতিষে তাঁহার অতিশয় দক্ষতা হইয়াছিল। তিনি আপনার বিদ্যাবলে গণিয়া দেখিলেন যে, এই বালকটীর পরমায়ু ১০০ বৎসর, ইহার পিতা ভ্রমে পড়িয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। খনা বালকটীকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসীদের নিকটে ঐ বালকও জ্যোতিঃশাস্ত্র অভ্যাস করে। পরে খনা তাঁহাকে বিবাহ করেন। অনেকদিন পরে মিহির খনার মুখে আপনার বৃত্তান্ত শুনিয়া জন্মভূমি দেখিতে উৎসুক হইলেন। খনাও তাঁহার অনুগমন করেন। তাঁহারা আসিবার সময় জ্যোতিষের পুথি সংগ্রহ করিয়া এই দেশে আনয়ন করেন। রাক্ষসীরা অনেক দৌরাত্ম্য করে, তাহাতে কতক পুথি নষ্ট হইয়া যায়। তাঁহারা এই দেশে আসিয়া মিহিরের পিতার নিকটে উপ-

5 ২ ।

ষিত হইয়া পরিচয় দেন। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তিনি তখন আবার আপনার পুত্রের আয়ুর্গণনা করিতে আরম্ভ করেন, এবারেও গণনায় ১ বৎসর মাত্রই পরমায়ুঃ হয়। তখন খনা বলিলেন—

"কিসের তিথি কিসের বার জন্মনক্ষত্র কর সার।
কি কর শ্বশুর মতিহীন পলকে আয়ুঃ বার দিন।"

খনার এইরূপ কথা শুনিয়া মিহিরের পিতার ভ্রান্তি দূর হইল, তিনি মিহির ও খনাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন।

কথিত আছে যে, ইহার পর খনা পতি ও শ্বশুরের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে পিতার ন্যায় পুত্র মিহিরও মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন এবং অন্যতম রত্ন বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

একদা মহারাজ বিক্রমাদিত্য বরাহকে আকাশের নক্ষত্র গণনা করিয়া তাহার সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে বলেন। পিতা পুত্রে তাহা না পারিয়া রাজার নিকট এক দিন সময় চাহিলেন। তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগত হইয়া খনাকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইলে তিনি সমস্ত শুনিয়া অনায়াসে তাহা গণিয়া দিলেন। রাজা প্রকৃত উত্তর পাইয়া অনুসন্ধানে খনার পরিচয় পাইলেন। অতঃপর খনাকে আপনার সভার আর একটী 'রত্ন' করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে আনিবার নিমিত্ত বরাহকে বলিয়া দিলেন। বরাহ কলঙ্কের ভয়ে পুত্রকে খনার জিহ্বা ছেদন করিতে আদেশ করিলেন। মিহির তাহাতে ইতস্ততঃ করায় খনা আপনার আসন্ন মৃত্যু গণনা দ্বারা জানিতে পারিয়া স্বামীকে পিতার আদেশ পালন করিতে বলিলেন। জিহ্বা ছিন্ন হইবার কিছুক্ষণ পরেই খনা পঞ্চত্ব লাভ করেন।

এই সকল কিংবদন্তীর মূলে কিছু মাত্র সত্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। প্রথমতঃ বরাহকে মিহিরের পিতা বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে এবং উভয়কে বিক্রমাদিত্যের সভার রত্ন বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। বিক্রমাদিত্যের সভায় যে নবরত্ন ছিলেন, তাঁহাদের নাম—

"ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতোবরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব-
বিক্রমস্য॥" (জ্যোতির্বিদাভরণ)

এই শ্লোকে 'বরাহমিহিরো' শব্দটী এক বচনান্ত, সুতরাং বরাহমিহির এক ব্যক্তির নাম, দুই ব্যক্তির নাম নহে। আর বরাহমিহির বিভিন্ন ব্যক্তির নাম হইলে, নবরত্ন না হইয়া দশরত্ন হয়।

খনার নামে যে সকল বচন প্রচলিত আছে, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় রচিত। খনা বরাহমিহিরের পত্নী হইলে কখনই বাঙ্গালা ভাষায় জ্যোতিষ-বচন রচনা করিতেন না। খনার বচন ও তাহার ভাষা দৃষ্টে বোধ হয় যে, খনা স্ত্রীলোকই হউন আর পুরুষই হউন বঙ্গদেশের লোক বটে, সম্ভবতঃ ছিন চারি শত বর্ষের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাবকাল। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। খনার বচন নামে যে সকল জ্যোতিষ-বচন প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশ বরাহমিহিরের জাতকাদি জ্যোতিষশাস্ত্রের সহিত অনেকটা ঐক্য আছে, এইজন্যই বোধ হয় জ্যোতির্বিদ্‌গণ খনাকে মিহিরের পত্নী বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকিবেন।

নিম্নে কতকগুলি খনার বচন উদ্ধৃত হইল।

(১) পরমায়ুঃ গণনা

কিসের তিথি কিসের বার
জন্ম নক্ষত্র কর সার।
কি কর শ্বশুর মতিহীন
পলকে আয়ুঃ বার দিন।
নয়া গঙ্গা বিশ শর
তার অর্দ্ধ বটে হয়।
বাইশ বলদা তের ছাগলা
দেখে শুনে বরা পাগলা॥

(২) চন্দ্রগ্রহণ-গণনা—

যে যে মাসে যে যে রাশি,
তার সপ্তমে থাকে শশী।
যদি হয় পৌর্ণমাসী
অবশ্য রাহু গ্রাসে শশী।
দুই তিন পাঁচ ছয়,
একাদশে দেখতে হয়।
কিন্তু যদি জন্ম বধ
তবে তারে কর বধ॥

(৪) জন্মলগ্নের শুভাশুভ গণনা—

সূর্য্য কুজে রাহু মিলে,
গাছে দড়ি বন্ধন গলে।
যদি রাখে ত্রিদশনাথ,
তবু সে পায় নীচের হাত॥

(৪) দম্পতীর মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ মৃত্যু-গণনা—

অক্ষর দ্বিগুণ চৌগুণ মাত্রা
নামে নামে করি সমতা।
তিন দিয়ে হরে আন,
তাতে মরা বাঁচা জান।

একে শূন্যে মরে পতি,
দুই থাকিলে মরে যুবতী ॥

(৫) রবি-গণনা—
খালি ছাগল যুগে টাকা
মিথুনে পূরিয়া দেখা।
সিংহে বস্তু কর কি ব'সে,
আর সব পূরিবে দশে ॥

(৬) গর্ভস্থ সন্তান-পরীক্ষা—
বাণের পৃষ্ঠে দিয়ে বাণ
পেটের ছেলে গ'ণে আন।
নাম মাসে ক'রে এক,
আটে ভ'রে সন্তান দেখ।
এক তিন থাকে বাণ,
তবে নারীর পুত্র জান।
দুই চারি থাকে ছয়,
অবশ্য তার কন্যা হয়।
শূন্য থাকে শূন্য সাত,
তবে নারীর গর্ভপাত ॥

(৭) রবিবার-দোষে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির লক্ষণ—
পাঁচ বার মাসে পায়।
ঝরা কিম্বা খরায় যায় ॥

খনি (ত্রি) খন্‌ ই (খনিকষ্যজ্যসিবসিবনিসনিধ্বনিগ্রন্থিচরিভ্যশ্চ। উণ্ ৪।১৪০।) ১ খনন।
"বাহস্পত্যাং রাত্রিং প্রজামি মোকং নামং তনূদুষিম্।"
(অথর্ব্ব ১৬।১।৮)

(স্ত্রী) ভূগর্ভের যে স্থান খনন করিয়া মনুষ্য ধাতু, প্রস্তর বা মূল্যবান্ মৃত্তিকাদি উত্তোলন করে, তাহাকে খনি বলে। বহু পূর্ব্বকাল হইতে ভারতবর্ষে খনিকার্য্য চলিতেছে। খনি হইতে কিরূপে বস্তু সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবাসী জানিতেন। পাশ্চাত্যদেশের প্রভাবে এক্ষণে এই কার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। কঠিন পর্ব্বত-গাত্র বা সমতল ভূমি ভেদ করিয়া পৃথিবীর অতি গভীর প্রদেশে অবতরণ করিয়া, আজ কাল মনুষ্যেরা নানা ধাতু উত্তোলন করিতেছে। কেবল স্বর্ণ প্রভৃতি অতি অল্পসংখ্যক ধাতু বিশুদ্ধভাবে পাওয়া যায়, নতুবা আর সমুদয় ধাতু নানাপদার্থের সহিত রাসায়নিক ভাবে মিশ্রিত হইয়া থাকে। এইরূপ অবিশুদ্ধ ধাতুকে আকর (Ore) বলে। নানা উপায়ে অপরাপর পদার্থকে পৃথক্ করিয়া আকর হইতে বিশুদ্ধ ধাতুটুকু বাহির করিয়া লইতে হয়। কোথায়, কি ভাবে, কি পরিমাণে, কোন্ ধাতু থাকিবার সম্ভাবনা তাহা ভূতত্ত্ব (Geology) বিদ্যার সাহায্যে জানিতে পারা যায়। যে সমুদয় উপায় অবলম্বনে ভূ-গহ্বর হইতে ধাতুর আকর উপরে তুলিতে পারা যায়, তাহাকে খনিকার্য্য (Mining) বলে। যে বিদ্যার সাহায্যে আকর হইতে অপরাপর পদার্থ পৃথক্ করিয়া বিশুদ্ধ ধাতু বাহির করিতে পারা যায়, তাহাকে ধাতুতত্ত্ব (Metallurgy) বলে। ধাতু ব্যতীত, স্লেট্ ও অপরাপর প্রস্তর, পাথুরে কয়লা, নানাবর্ণে রঞ্জিত মৃত্তিকা প্রভৃতি অন্যান্য বস্তুও খনি হইতে সংগৃহীত হয়।

পৃথিবী নিম্ন খনিজ পদার্থ স্তরে স্তরে (Strata) সজ্জিত হইয়া অবস্থিতি করে, অথবা প্রাচীরসদৃশ প্রস্তররাশির মধ্যে শিরা (Vein) ভাবে শায়িত হইয়া থাকে। পৃথিবীর কোন স্থানে, কি ভাবে, কি পরিমাণে খনিজ পদার্থ অবস্থিত আছে, তথা হইতে আকর উত্তোলন করিলে লাভ হইতে পারে কি না, এই সমুদায় বিষয় নির্দ্দেশ করা অতি কঠিন। এইরূপ অনুসন্ধানকে ইংরাজিতে Prospecting বলে। পৃথিবীর নিম্নে যে ধাতু লুক্কায়িত থাকে, কখনও কখনও তাহার কিয়দংশ জলস্রোত বা অপর কোনও কারণে আপনা-আপনি বাহির হইয়া পড়ে। আকর উপরে উঠিয়া পড়িলে তাহাকে "ভাসা-আকর" (Out-crop) বলে। এইরূপ ভাসা-আকর দেখিয়া বিচক্ষণ খনকেরা আকরের মূলদেশ অনায়াসে স্থির করিতে পারেন। কিন্তু যে স্থানে খনিজ পদার্থ এইরূপ ভাসিয়া না থাকে, সেখানে অনেক অনুসন্ধানের পর তবে ভূনিম্নস্থ ধাতুর অস্তিত্ব স্থির করিতে পারা যায়। কোনও স্থানে কোনও রূপ ধাতু থাকিবার চিহ্ন ভূতত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে নির্দ্দিষ্ট হইলে, খনিকার যাইয়া সেই স্থানে অনুসন্ধান (Prospecting) আরম্ভ করেন। প্রথমে সেই স্থানের মৃত্তিকা ও নিকটস্থ নদীনালার বালুকা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখেন। অণুবীক্ষণ ও রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা সেই মৃত্তিকা ও বালুকাতে যদি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধাতুর কণার অস্তিত্ব দেখিতে পান তাহা হইলে তাহা যে উপরিস্থ পর্ব্বতাদি হইতে ধুইয়া আসিতেছে এইরূপ স্থির করেন। তাহার পর কোথা হইতে সেই ধাতু ধুইয়া আসিতেছে সেই বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে থাকেন। পৃথিবীগাত্রে নানাস্থানে অতি গভীর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া ও তলদেশ হইতে মাটী তুলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন। এইরূপ পৃথিবীতে ছিদ্র করিবার নানা যন্ত্র আছে। ইহাকে Boring apparatus বলে। এইরূপ পরীক্ষা করিয়া আকরের প্রকৃত স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে তাহার পর খনির কার্য্য

আরম্ভ করিতে হয়। উপর হইতে যত নিম্নে আকর (Ore) আছে, প্রথমে সেই পর্য্যন্ত কূপ খনন করিতে হয়। পৃথিবী-নিম্নে আকর যে ভাবে থাকে, কূপও সেই ভাবে খনন করিতে হয়। এই কূপ কোথাও বা সরল ভাবে, কোথাও বা তির্য্যক ভাবে পৃথিবীর নিম্নে গমন করে। তাহার পর পৃথিবীর নিম্নে অনেকানেক সুড়ঙ্গ করিয়া আকর খনন করিতে হয়।

সামান্য একটী কূপ খনন করিলে কত জল বাহির হয়, খনির ভিতর তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে জল বাহির হইয়া পড়ে। অনেক স্থানে এই জল ক্রমে একত্র হইয়া স্রোতের আকার ধারণ করে। খনির কূপ যতটুকু আবশ্যক, অনেকে তাহা অপেক্ষা অধিকতর গভীর করিয়া খনন করে। এই গভীর স্থানে জল গিয়া জমে। কূপের এক পার্শ্বে দমকল বসাইয়া এই জল তুলিয়া ফেলে। খনির ভিতর বিশুদ্ধ বায়ুর বিশেষ প্রয়োজন। বিশুদ্ধ বায়ু না থাকিলে মজুরেরা কাজ করিতে পারে না। সে নিমিত্ত আজকাল প্রায় সকল খনিতে একটীর অধিক কূপ থাকে। একটী কূপের তলদেশে রাত্রি দিন প্রখর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিতে হয়। সে স্থানের বায়ু লঘু হইয়া উপরে উঠিয়া পড়ে। এইরূপ ক্রমে যেরূপ এক দিক দিয়া খনি বায়ু শূন্য হইতেছে, ঠিক সেইরূপ অপর কূপ দিয়া উপর হইতে বিশুদ্ধ বায়ু খনির ভিতর প্রবেশ করিতে থাকে। সুতরাং এইরূপ উপায় অবলম্বনে খনির ভিতর বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব হয় না।

কয়লার খনিতে এইরূপ সুড়ঙ্গ অনেক থাকে। মাটীর ভিতর পাথুরে কয়লার খনি একবারে ফাঁপা মাঠের মত নয়। সহরে যেরূপ চারিদিকে রাস্তা ও গলি থাকে, সেইরূপ রাস্তা ও গলির মত চারিদিকে সুড়ঙ্গ করিয়া লোকে কয়লা বাহির করে। মাঝে মাঝে যে প্রাচীর থাকে, তাহাই ছাদের ভার রাখে। ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়ে না। অনেক খনিতে এত সুড়ঙ্গ থাকে, যে সে সমুদয় একত্র করিয়া যোড়া দিলে বিশ পঁচিশ ক্রোশ পথ হইয়া পড়ে। উত্তম-রূপে সুড়ঙ্গ মধ্যে বায়ুসঞ্চালনের নিমিত্ত কোন কোন সুড়ঙ্গ কপাট দ্বারা আবদ্ধ রাখিতে হয়। অল্পদিন পূর্ব্বে বিলাতে এইরূপ কপাটের নিকট এক একটী শিশু বসিয়া থাকিত। কয়লা বোঝাই গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলে সে কপাট খুলিয়া দিত। খনির ভিতর এরূপ শিশুদিগকে কোনও কর্ম্মে নিয়োগ করা এক্ষণে আইনদ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

খনির ভিতর মজুরদিগকে অতিশয় কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। এখানে দিবা নাই, রাত্রি নাই, সর্ব্বদাই ঘোর অন্ধকার। মশাল বা বাতির আলোকে কাজ করিতে হয়। কোনও কোনও খনিতে দহনশীল বাষ্প বর্ত্তমান থাকে। সে স্থানে খোলা মশাল বা বাতি লইয়া কাজ করিবার যো নাই। একপ্রকার তার-জড়িত লণ্ঠন (Safety lamp) আছে, তাহার আলোকে কাজ করিতে হয়। যে খনিতে এরূপ দহনশীল বাষ্প বর্ত্তমান নাই, সে স্থানে বারুদের সাহায্যে আকর ও কয়লা প্রভৃতি পদার্থ ভাঙ্গিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু যে সব খনিতে দহনশীল বাষ্প আছে, সে স্থানে বারুদ ব্যবহার করিলে ঘোরতর অগ্নিকাণ্ড হইবার সম্ভাবনা। সেখানে কাতড়া দিয়া [illegible] সুড়ঙ্গ সকল স্থানে সমান [illegible] হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। সুতরাং কোন স্থানে দাঁড়াইয়া, কোন স্থানে বসিয়া, কোন স্থানে শুইয়া আকর কাটিতে হয়।

আকর কাটা হইলে, নানা উপায়ে তাহাকে উপরে তুলিতে হয়। বড় বড় খনির ভিতর পথ [illegible] আছে। আকর কাটা হইলে, তাহাকে গাড়ীতে বোঝাই করিয়া কূপের নীচে আনিয়া তাহার পর উপরে তুলিতে হয়। এই সব গাড়ী কোথাও বা অশ্ব দ্বারা পরিচালিত হয়, কোথাও বা মজুরে ঠেলিয়া লইয়া যায়।

যে সব খনিতে গাড়ী নাই সে স্থানে মজুরেরা পৃষ্ঠে করিয়া আকর কূপে লইয়া আসিয়া থাকে অথবা আকরপূর্ণ টব শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ও সেই শৃঙ্খল আপনার কোমরে আবদ্ধ করিয়া টানিয়া লইয়া যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে এই কার্য্যে অনেক স্ত্রীলোক নিযুক্ত ছিল। এক্ষণে এরূপ কষ্টসাধ্য কার্য্যে স্ত্রীলোক নিযুক্ত করা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কূপের নিম্নে খনিজ পদার্থ আসিয়া পৌঁছিলে তাহাকে উপরে তুলিতে হয়। নানা উপায়ে এই কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। যে খনিতে কূপ সরলভাবে না হইয়া তির্য্যক ভাবে থাকে, সে স্থানে আকরপরিপূর্ণ গাড়ী বাষ্পীয় কলে একবারে উপরে টানিয়া তুলিতে পারা যায়। যে খনিতে কূপ একেবারে সরল ভাবে পৃথিবীর নিম্নে চলিয়া গিয়াছে, সেখানে টবে কাটিয়া আকর প্রভৃতি পদার্থ উপরে তুলিতে হয়। টবের আংটায় শৃঙ্খল পরাইয়া উপরে একটী চরকীর সহিত সংলগ্ন করিতে হয়। চরকী ঘুরাইলে শৃঙ্খল চরকীর গায়ে জড়াইতে থাকে, আর টব উপরে উঠিতে থাকে। আবার বিপরীত দিকে চরকী ঘুরাইলে শৃঙ্খল যেমন খুলিতে থাকে, তেমনি

টব নীচে নামিতে থাকে। অনেক স্থলে লোকে হাত দিয়া চরকী ঘুরাইত।

খনি অতি সামান্য হইলে মনুষ্য দ্বারা এ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে। এই কার্য্যে অধিক মনুষ্য আবশ্যক হইলে চরকীর নিকট বড় একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত গোলাকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহাকে জিন বলে। চরকীর উপর দিয়া টবের শৃঙ্খল আনিয়া এই জিনে জড়াইতে হয়। অনেক লোক দল বাঁধিয়া এই জিনটীকে ঘুরাইতে পারে। জিন ঘুরিলেই চরকী ঘুরিতে থাকে। চরকী ঘুরিলেই টব উঠিতে নামিতে থাকে। পূর্ব্বে স্ত্রীলোকগণ অনেক স্থলে খান হইতে পাথুরে কয়লা এই প্রণালীতে উত্তোলিত হইয়া থাকিত।

আমাদের দেশের মত বিলাতে মজুর সস্তা নয়, সুতরাং সে দেশে আজকাল বাষ্পীয় যন্ত্রদ্বারা এ কার্য্য সমাহিত হয়। লোকের মজুরি যখন মহার্ঘ হইয়া উঠিল, তখন প্রথম প্রথম অশ্বদ্বারা চরকী ঘূর্ণিত হইত। চরকীর গাত্রে দুইটী টবের দু'টী শৃঙ্খল এরূপভাবে সংলগ্ন থাকিত যে, চরকী ঘুরিলেই একটা শৃঙ্খল জড়াইত ও অপরটী খুলিত, সুতরাং একটী টব উপরে উঠিত ও অপরটী নীচে নামিত।

বিলাতে আজ কাল সকল খনিতে বিশেষতঃ কয়লার খনিতে, চরকী ও জিন বাষ্পীয় কলে পরিচালিত হয়। বাষ্পীয় কলের বৃহৎ চক্র চর্ম্মপটি দ্বারা জিনের সহিত সংযুক্ত থাকে। কলের চাকা যেমন বাষ্পীয়বলে ঘুরিতে থাকে, জিনও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে থাকে, তাহাতে এক টবের শৃঙ্খল জিনের গায়ে জড়াইতে থাকে, অপর টবের শৃঙ্খল জিনের গা হইতে খুলিতে থাকে। যে টবের শৃঙ্খল জড়াইতে থাকে, সে টবটী উপরে উঠিতে থাকে, যাহার শৃঙ্খল খুলিতে থাকে সে টবটী নীচে নামিতে থাকে। এইরূপে এককালেই একটী টব উঠিতে থাকে, আর একটী টব নামিতে থাকে। টবে করিয়া কেবল যে উপরে আকর উত্তোলিত হয় তাহা নহে। পূর্ব্বে এই টবে করিয়া মজুরেরা খনিগহ্বরে কাজ করিবার নিমিত্ত অবতরণ করিত ও কাজ হইয়া গেলে পুনরায় উপরে উঠিত।

অনেক পাতুরে খনিতে, যেখানে কূপ সরলভাবে নাই, সেখানে মধ্যে মাঝে সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়ি দিয়া মজুরেরা উঠিতে নামিতে পারে। কূপের ভিতর দিয়া অনেক সময়ে টবে টবে ঠোকা ঠুকি হইয়া যাইত। এরূপ দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য এক্ষণে কূপকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, এক দিক্ টব নামিবার জন্য, অপর দিক্ টব উঠিবার জন্য। অনেক সময়ে আবার টব দুলিয়া কূপের প্রাচীরের গায়ে সবলে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যাইত, এইরূপ দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য কূপের মধ্যস্থলে একটী লৌহশলাকা প্রোথিত করা হইয়া থাকে, টবের আংটা এই শলাকার গায়ে লাগান থাকে সুতরাং টবটী এই শলাকা ধরিয়া নামিতে উঠিতে থাকে, এদিক্ ওদিক্ দুলিয়া যাইতে পারে না, সুতরাং কূপের প্রাচীরে ধাক্কা লাগিবার যো নাই। অনেক সময়ে শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া টব খনিতলে পতিত হইয়া অনেক লোকের প্রাণনাশ হইত। এরূপ বিপদ নিবারণের জন্য উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। টবের শৃঙ্খলে একখানি কজা থাকে, এই কজা উপরি উক্ত লৌহদণ্ডের সহিত আল্গাভাবে সংলগ্ন থাকে। যখন টব উঠিতে নামিতে থাকে, তখন শৃঙ্খলের টানে টানে কজার দুই মুখ খোলা থাকে, কজা ফাঁক হইয়া থাকে লৌহদণ্ডের গায়ে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে না। কিন্তু দৈবক্রমে শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া যাইলেও কজার দুই মুখ সেই মুহূর্ত্তে একবারে কড়া করিয়া কামড়াইয়া ধরে। টব যেখানে ছিল শূন্যে সেইখানেই থাকে, কূপের তলদেশে ছিঁড়িয়া পড়িতে পারে না।

কয়লা বা আকরপূর্ণ টব আসিয়া কূপের মুখে পৌঁছিলেই তৎক্ষণাৎ কল বন্ধ করিয়া দিতে হয় ও টব সরাইয়া লইতে হয়।

পাথুরে কয়লা প্রভৃতি পদার্থকে ব্যবহার-উপযোগী করিতে আর বড় অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। কিন্তু অপরাপর ধাতুর আকর হইতে বিশুদ্ধ ধাতু পৃথক্ করা অতি পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য। লোহের আকরকে পর্ব্বতাকার ভাঁটিতে পোড়াইতে হয়। রৌপ্যের আকর গন্ধক প্রভৃতি নানা দ্রব্য-মিশ্রিত হইয়া থাকে। গন্ধকমিশ্রিত রৌপ্যের আকরকে লবণের সহিত প্রথম ভাঁটিতে পোড়াইতে হয়, তাহার পর ইহাকে জল ও লৌহকণার সহিত পিপার ভিতর বন্ধ করিয়া ঘুরাইতে হয়। এইরূপ করিলে গন্ধক হইতে রৌপ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাহার পর এই অবিশুদ্ধ রৌপ্যের সহিত পারদ মিশ্রিত করিতে হয়। পারদ রৌপ্যকে আপনার দিকে টানিয়া লয়, অপরাপর পদার্থ পৃথক্ হইয়া পড়িয়া থাকে। অবশেষে অগ্নির উত্তাপে পারদ পৃথক্ করিয়া বিশুদ্ধ রৌপ্য সংগৃহীত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে নদীর বালুকা ধৌত করিয়া লোকে স্বর্ণ সংগ্রহ করিত। যে পর্ব্বতের প্রস্তর পড়িয়া ও ধুইয়া নদী-জলে এই স্বর্ণকণা যাইত, এক্ষণে লোকে সেই প্রস্তর হইতে স্বর্ণ উদ্ধার করিয়া থাকে। প্রথমে খনি হইতে এই প্রস্তর তুলিয়া লোকে চূর্ণ করে। তাহার পর সেই প্রস্তরের উপর

দিয়া ধীরে ধীরে জলস্রোত পরিচালিত করিতে হয়, তাহাতে প্রস্তর চূর্ণের বালুকা প্রভৃতি ধুইয়া যায় ও অপেক্ষাকৃত গুরু লৌহকণা, স্বর্ণকণা প্রভৃতি পড়িয়া থাকে। ইহার সহিত তৎপরে পারদ মিশ্রিত করিলে, পারদ অপরাপর পদার্থকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্ণকণার সহিত মিলিত হয়। অবশেষে উত্তাপ দ্বারা পারদকে পৃথক্ করিলে বিশুদ্ধ স্বর্ণ রহিয়া যায়।

পূর্ব্বকালের ন্যায় এখন আর মনুষ্য বা জীবজন্তুর দ্বারা চালিত যন্ত্রাদির সাহায্যে খনির কার্য্য সম্পন্ন হয় না। আজকাল খনির যাবতীয় কার্য্য বৈদ্যুতিক শক্তি-সাহায্যে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বৈদ্যুতিক-শক্তিচালিত যন্ত্রদ্বারা (Electric lift) লোকজন খনির মধ্যে যাতায়াত করে। খনির ভিতরে ইলেকট্রিক ট্রলি এবং মালগাড়ী করিয়া কয়লা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য স্থানান্তরিত করা হয়। পূর্ব্বে অধিকাংশ খনিই অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত, মশাল বা অন্য কোনরূপ বিশেষ আলোক ব্যতীত খনির মধ্যে যাতায়াত করিবার উপায় ছিল না, কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশের খনিসকল বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত, খনির মধ্যে যাতায়াতের কোনপ্রকার কষ্ট নাই। এই বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কৃত হইয়া খনির বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছে।

ভারতবর্ষে কয়লার খনিই অধিক। এই সকল কয়লার খনির মধ্যে রাণীগঞ্জ, বরাকর, গিরিধি প্রভৃতি স্থানের খনিগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গিরিধিতে ই, আই, আর কোম্পানির ভিক্টোরিয়া পিট নামক খনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং অত্যন্ত গভীর। এই খনির সকল স্থানই বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত।

কয়লার খনি ভিন্ন ভারতবর্ষের নানাস্থানে অভ্র, লবণ, গন্ধক, তামা, ম্যাঙ্গানিস প্রভৃতি ধাতুর খনি দেখিতে পাওয়া যায়। সাঁওতালপরগণা এবং ছোটনাগপুরের নানা স্থানে অভ্রের খনি আছে। ম্যাঙ্গানিস পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয় নাই। আজ কএক বৎসর হইল সিংহভূমের কএকস্থানে ম্যাঙ্গানিসের খনি বাহির হইয়াছে। অনুসন্ধান করিলে, ভারতবর্ষের নানাস্থানে এখনও বহুতর মূল্যবান ধাতুর খনি আবিষ্কৃত হইতে পারে।

খনির মধ্যে বায়ু-চলাচল। খনির মধ্যে সহস্র সহস্র লোক দিবারাত্র কাজ করিতেছে, বহু জীবজন্তু সকল সময়ে নানা কাজে নিযুক্ত আছে, অসংখ্য আলোক অহোরাত্র জ্বলিতেছে। এই সকল নানা কারণে খনির বায়ু অতিশয় দূষিত হয়। জীবজন্তুর শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা যেমন বায়ু দূষিত হয়, আলোক প্রজ্বলিত করিলেও সেইরূপ বায়ুস্থিত অক্সিজেন গ্যাস জ্বলিয়া গিয়া এবং কার্ব্বনিক এসিড গ্যাসের আধিক্য হেতু বায়ু দূষিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন খনি-খনন কার্য্যে নানাবিধ দাহ্য বা বিস্ফোরক (explosives) পদার্থ অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল বিস্ফোরক পদার্থ হইতে যে গ্যাস বাহির হয়, তাহাতে কার্ব্বন মোনোক্সাইড (Carbon monoxide) প্রভৃতি অতিশয় তীব্র বিষাক্ত গ্যাস মিশ্রিত থাকে। এই সকল বিষাক্ত গ্যাস অল্প পরিমাণে নিঃশ্বাসের সহিত দেহে প্রবিষ্ট হইলেই লোকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এতদ্ভিন্ন খনির মধ্যে পর্ব্বতগাত্র হইতে অথবা খনিজ ধাতু হইতে অনবরত নানা দূষিত গ্যাস বহির্গত হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস ও হাইড্রোজেন সালফাইড (Carbon dioxide and Hydrogen sulphide) প্রধান। প্রায় অধিকাংশ কয়লার খনিতে মার্স গ্যাস (Marsh gas) নামক একপ্রকার গ্যাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই গ্যাসের সহিত কয়লার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা মিশ্রিত হইয়া একপ্রকার দাহ্য গ্যাস প্রস্তুত হয়। কোন প্রকারে তাহার সহিত অগ্নির সংস্পর্শ ঘটিলেই, সেই গ্যাস বিস্ফোরক পদার্থের ন্যায় প্রজ্বলমান হইয়া সমস্ত খনি উড়াইয়া চূর্ণ করিয়া ফেলে। এই মার্স গ্যাসের দ্বারা কয়লার খনিতে কত যে বিপদপাত হইয়াছে, কত সহস্র সহস্র লোকের প্রাণহানি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপ দুর্ঘটনার বিষয় পরে আলোচিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত নানা কারণে দূষিত বায়ু সংশোধনার্থ খনির মধ্যে বহুপরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা করিতে হয়। বাহির হইতে অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু খনির মধ্যে চলাচলের ব্যবস্থা করিতে পারিলে, মার্স গ্যাস প্রভৃতি দূষিত গ্যাস বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত মিশিয়া গিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। কাজেই দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা কম হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সাধারণতঃ খনির মধ্যে বায়ু-গমনের জন্য একটী পথ এবং বায়ু বহির্গত হইবার জন্য একটী স্বতন্ত্র পথ থাকে। তদ্ভিন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি-পরিচালিত হাওয়ার দমকল, পাখা, কামারের জাঁতার ন্যায় যন্ত্র প্রভৃতি নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি আজকাল বায়ু-চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

খনির গভীরতা। খনির গভীরতা কত দূর পর্য্যন্ত করিলেও বেশ সুবিধার সহিত কার্য্যাদি পরিচালিত হইতে পারে, তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। খনি যত গভীর হয়, তাহার অভ্যন্তরস্থ উত্তাপ (Temperature) ততই বৃদ্ধি হয়। বেশী নিম্ন হইতে জল ছেঁচিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় এবং গভীর খনির স্তরগুলি অতিশয় চাপের সহিত পরস্পর সংলগ্ন হইয়া থাকে, সে গুলিকে কাটিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। সময় সময় সেগুলি অচ্ছেদ্য বলিয়া মনে হয়।

মিচিগান দেশের হটন (Houghton) কাউন্টির তমরক (Tamarack) নামক খনি পৃথিবীর মধ্যে গভীরতম খনি। এই খনি ৫২০০ ফিট গভীর। তমরক কোম্পানীর অন্য তিনটী খনি এবং নিকটবর্ত্তী আর কএকটী খনির গভীরতাও ৪০০০ হইতে ৫০০০ ফিট। ইংলণ্ডে ৩০০০ ফিট গভীর অনেকগুলি কয়লার খনি আছে এবং বেলজিয়মে ৪০০০ ফিট গভীর দুইটী খনি আছে। দেখা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খনির আভ্যন্তরিক উত্তাপ গভীরতার সহিত সমান অনুপাতে বৃদ্ধি হয় না। সচরাচর প্রতি ৫০ হইতে ১০০ ফিট নিম্নে এক ডিগ্রি করিয়া উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু মিচিগান দেশের খনির মধ্যে প্রায় ২০০ ফিট এবং সময় সময় উহার অধিক নিম্নে উত্তাপ মাত্র এক ডিগ্রি করিয়া বৃদ্ধি হয়। আবার স্থানে স্থানে ১১০° ডিগ্রি ফাঃ উত্তাপেও খনির কার্য্য চলিতেছে। কিন্তু ঐ সকল খনিতে বাহির হইতে অনবরত প্রায় মিনিটে ১০০০ ঘন ফিট বায়ু লোহার পাইপ দিয়া খনির ভিতরে পরিচালিত করিতে হয়। এইরূপ হাওয়া ক্রমাগত ভিতরে যাইতে থাকিলে উত্তাপ ৩০° হইতে . , . পরিণত হয়। কিন্তু এইরূপ অতিরিক্ত গরমে লোক দিনের মধ্যে চারি ঘণ্টার অধিক কাজ করিতে পারে না।

খনির দুর্ঘটনা। খনির কার্য্য, অত্যন্ত বিপজ্জনক, কখন কি দুর্ঘটনা ঘটে, কিছুই বলা যায় না। প্রায়ই কয়লার চাপ ধসিয়া পড়ে। পাথরাদির চাপ বা ধস ভাঙ্গিয়া লোকের প্রাণ নষ্ট করে। খনির নানাবিধ বিস্ফোরক গ্যাসে অগ্ন্যুৎপাত হইয়া মহাবিপদ উপস্থিত হয়। এই সকল দুর্ঘটনা নিবারণার্থ খনি সম্বন্ধে বহুতর কঠিন আইন ও নিয়মাবলী প্রচলিত আছে। কিন্তু তবুও অনেক সময় দৈব দুর্ঘটনায় অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। খনির মধ্যে যাহারা কাজ করে, তাহারা প্রায়ই সাবধান হইয়া সতর্কতার সহিত কাজ করে না, সেই জন্য অনেক সময় কয়লা, পাথর, ধাতু প্রভৃতি খনিজ পদার্থের ধস ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তাহাতে সহস্র সহস্র লোক মারা যায়।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, মার্শ গ্যাস বা ফায়ার ড্যাম্প নামক এক প্রকার বিস্ফোরক গ্যাস হইতে খনির মধ্যে অগ্ন্যুৎপাত উপস্থিত হয়। এই মার্শ গ্যাসে কোন প্রকারে অগ্নি-সংযোগ ঘটিলেই তাহা জ্বলিয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ শব্দ হইয়া সমস্ত খনি উড়িয়া যায়। সকল খনিতে অবশ্য অধিক পরিমাণে মার্শ গ্যাস উৎপন্ন হয় না, কিন্তু এই অল্প পরিমাণ মার্শ গ্যাসের সহিত কয়লার কণা মিশ্রিত হইলে তাহা বিস্ফোরকের ন্যায় পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহাও মার্শ গ্যাসের ন্যায় বিপদ্ ঘটাইয়া থাকে। আবার অনেক সময় কেবলমাত্র কয়লার কণা জ্বলিয়া গিয়া অগ্ন্যুৎপাত হয়। এই সকল নানা কারণজাত বিপদ্ নিবারণার্থ খনি-খনন জন্য অতি সতর্কতার সহিত অল্প পরিমাণে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা উচিত। যে সকল খনির মধ্যে মার্শ গ্যাস বাহির হয়, তাহার মধ্যে কোন প্রকার আলো বা আগুন লইয়া যাইবার উপায় নাই। বৈজ্ঞানিক ডেভি সাহেব পূর্ব্বে এক প্রকার লণ্ঠন আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই লণ্ঠনের মধ্যে আলো থাকিলে, সেই আলোর সংস্পর্শে মার্শ গ্যাস জ্বলিয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই এবং মার্শ গ্যাস বাহির হইলেই এই লণ্ঠনের সাহায্যে জানিতে পারা যায়। এই লণ্ঠনের নানারূপ উন্নতি ও সংস্কার হইয়াছে। এই সকল লণ্ঠনকে 'নিরাপদ লণ্ঠন' (Safety lamp) বলে। এই লণ্ঠন আবিষ্কৃত হওয়াতে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনরক্ষা হইয়াছে।

মার্শ গ্যাস ভিন্ন সাধারণ অসাবধানতা বশতঃ অনেক সময় খনিতে আগুন ধরিয়া যায়। ভিতরে একবার আগুন লাগিলে, সে আগুন দেখিতে দেখিতে সংহারমূর্ত্তি ধারণ করে, তখন তাহাকে নিবান কঠিন। জল ঢালিয়া নিবাইবার উপায় নাই, কারণ জল দিয়া নিবাইতে গেলে নানা বিষাক্ত গ্যাসের ধোঁয়া ঘনীভূত হইয়া উঠে এবং তাহাতে লোকের প্রাণনষ্ট হয়। খনির যে সকল অংশ খনন হইয়া গিয়াছে, সেই সকল অংশের উপরে এবং দুই পার্শ্বে বড় বড় কাঠ দিয়া খিলানের মত করিয়া দেওয়া হয়। আগুন লাগিলে এই সকল কাঠ পুড়িয়া গিয়া, উপর হইতে কয়লা প্রভৃতির চাপ ধসিয়া পড়িতে থাকে। সেইজন্য লোকে সাহস করিয়া জল দিয়া আগুন নিবাইতে পারে না। সময় সময় এমনও হইয়াছে যে, খনির মধ্যস্থিত আগুন কিছুতেই নিবাইতে পারা যায় নাই। তখন অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, খনির মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং ২।৩ মাস পরে, যখন বুঝিতে পারা যায় যে, ভিতরে আগুন নিবিয়া গিয়াছে এবং কয়লা বা অন্যান্য খনিজ পদার্থ শীতল হইয়াছে, তখন পুনরায় খনির মুখ খুলিয়া লোকজন ভিতরে প্রবেশ করে এবং পুনরায় কাজ আরম্ভ হয়। এইরূপে খনির মুখ বন্ধ করিয়া দিবার কারণ, বাহির হইতে কোন প্রতিকে হাওয়া যেন ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে। হাওয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিলে এবং ভিতরের বায়ুতে যে অক্সিজেন আছে, তাহা নিঃশেষিত হইলেই, অক্সিজেনের অভাবে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। এইরূপ ভাবে খনির মুখ বন্ধ করিয়া দিলে ১০।১৫ দিনের মধ্যে আগুন নিবিয়া যায় বটে, কিন্তু খনিজ দ্রব্যের উত্তাপ শীতল হইতে ২।৩ মাস সময় লাগে।

সময়ে সময়ে জলপ্লাবনে খনির অনিষ্ট হইয়া থাকে। বাহিরের মাঠের জল অধিক মাত্রায় ভিতরে প্রবেশ করিলে

অতিবৃষ্টি হইয়া ভিতরে জল প্রবেশ করিলে অথবা ভূগর্ভস্থ জলরাশি বৃদ্ধি হইলে, খনি জলপ্লাবিত হয়। এইরূপ জলপ্লাবন হইলে বহুলোক সহসা মারা যায়। আর একটী কারণেও সময়ে সময়ে খনির মধ্যে দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়। খনি যত গভীর হইবে, খনিমধ্যস্থ থাম বা খিলানগুলি তত মজবুত ও দৃঢ় করা উচিত। কিন্তু খিলান এবং থামগুলি সকল সময় যথোচিত দৃঢ় এবং মজবুত করা হয় না ব'লয়া, অনেক সময় খনি উপর হইতে ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং চাপা পড়িয়া লোকজন মারা যায়। এতদ্ভিন্ন খনি-খনন সময়ে অধিক মাত্রায় এবং অসাবধানতার সহিত বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহৃত হইলে খনির মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটে। এই জন্য কি পরিমাণে কোন্ বিস্ফোরক দ্রব্য কিরূপ ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার বিস্তারিত আইন ও নিয়ম প্রচলিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লোকে এই সকল আইন প্রায়ই মানিয়া চলে না, দুঃসাহসিকতার সহিত অসতর্কভাবে অধিক পরিমাণে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি ব্যবহার করে এবং পরিণামে এইরূপ অপরিণামদর্শিতার ফল হাতে হাতে প্রাপ্ত হয়। এই সকল আইন ভঙ্গ করার জন্য নানা দেশে কঠিন দণ্ড প্রচলিত আছে।

[ধাতু, ধাতুতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

খনিজ (ত্রি) খনি-জন-ড্। খনি হইতে জাত। মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী যে কোনও পার্থিব পদার্থ মাটী খুঁড়িয়া তুলিতে হয়, তাহাকেই খনিজ বলে। হীরা মাণিক প্রভৃতি রত্ন, স্লেট্, বালুপাথর, চূণাপাথর, খড়িমাটী, গিরিমাটী, পার্ব্বতীয় লবণ, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ প্রভৃতি ধাতু এই সমুদয় খনিজ পদার্থ। যথাস্থানে ইহাদের বৃত্তান্ত সবিশেষ বিবৃত হইবে।

যে শাস্ত্র দ্বারা খনিজ পদার্থের গুণাগুণ ও পরীক্ষা করা যায়, তাহাকে খনিজতত্ত্ব (Mineralogy) বলে।

[ধাতু, ধাতুতত্ত্ব প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

খনিত্র (ক্লী) খন-ইত্র। অস্ত্রবিশেষ, চলিত কথায় খোন্তা বলে।

"যথা খনন্ খনিত্রেণ নরোবার্য্যধিগচ্ছতি।" (মনু)

খনিত্রক (ক্লী) খনিত্র-স্বার্থে কন্। খনিত্র।

খনিত্রিম (ত্রি) খননেন নিবৃর্ত্তাঃ খন-ত্রিমক্। যাহা খনন দ্বারা উৎপন্ন হয়। স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ করিয়া খনিত্রিমা শব্দ হয়।

"যা আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি।
খনিত্রিমাঃ উতবা যাঃ স্বয়ংজাঃ।" (ঋক্ ৭।৪৯।২)
'খনিত্রিমাঃ খননেন নির্বৃত্তাঃ।' (সায়ণ।)

খনিনেত্র (পুং) বিবিংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইঁহার পুত্রের নাম সুবর্চা। (ভারত আশ্ব° ৪ অঃ)) [সুবর্চ দেখ।] কোন স্থলে খনিনেত্র স্থলে খনীনেত্র পাঠও দৃষ্ট হয়।

খনিয়াধান, বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে একটী ছোট রাজ্য। মধ্য-ভারতের শাসনবিভাগের অধীন। পূর্ব্বে ইহা উড়্ছা বা তেহরি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে উদিতসিংহ এই রাজ্যটী তাঁহার ভ্রাতা অমীরসিংহকে জায়গীরস্বরূপ দান করেন। ঝান্সি ও উড়্ছার পরবর্ত্তী রাজগণ মধ্যে এই স্থান লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ হয়। শেষে ঝান্সির অধিকারেই থা'ক। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ঝান্সি রাজবংশের উচ্ছেদে খনিয়াধানও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীন হয়। এখন একজন বুন্দেলা রাজপুত এখানকার সামন্ত। রাজ্যের ভূ-পরিমাণ ৮৪ বর্গমাইল। অধিবাসী ৭০৮৯ জন মধ্যে ৩৪০৫ জন স্ত্রীলোক। রাজ্যটী জঙ্গল ও পাহাড়ে পরিপূর্ণ।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৫°১৩০ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮°১১´৩০´´ পূঃ। লোকসংখ্যা ২০০০। এখানে একটী দুর্গ আছে। উহাতে সামন্ত রাজার বাসস্থান। নগরে যাইবার পথ ভাল নাই।

খনী (স্ত্রী) খন ইন বা ঙীপ্। ১ ধাতু-রত্নাদির উৎপত্তিস্থান। ২ ভূমিদারণ। ৩ আধার।

"খনিঃ খট্ চ ধরা যোষিৎ অজগন্ধগসংখনী।" (কাশীখ° ২৭ অঃ) ৪ খাত, গর্ত্ত।

"ধৃতগভীর খনী খনীলিমা।" নৈষধ°। [খনি দেখ।]

খন্তা (খনিত্র শব্দজ) মৃত্তিকা খনন করিবার একপ্রকার অস্ত্র। স্থানবিশেষে খন্তীও বলে।

খন্দ (দেশজ) শস্যাদি ফলমূল প্রভৃতি।

খন্দপালা (দেশজ) পর্য্যায়ক্রমে শস্যাদি সম্বন্ধীয় উৎসব। এতদ্দেশীয় হিন্দুগণ ভাদ্র, চৈত্র ও পৌষমাসে শস্যোৎপত্তির পর শস্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিয়া থাকে, তাহাকে লক্ষ্মীর খন্দপালা বলে।

খন্ন, পঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলার সমরাল তহসীলের একটী নগর। এখানে সিন্ধু-পঞ্জাব-দিল্লী রেলের একটী ষ্টেসন আছে।

খন্য (ত্রি) খন-যৎ। খননীয়, যাহাকে খনন করা হইবে।

খপ্ (ক্রিয়াবি°) (দেশজ) শীঘ্র।

খপরা (খর্পর শব্দজ) খর্পর।

খপুর (পুং) খং পিপর্ত্তি উচ্চতয়া পৃ-ক। ১ গুবাক। (ত্রি) খং ইন্দ্রিয়ং পিপর্ত্তি পৃ-ক। ২ অলস। (পুং) খেন আকাশগতেন হিমকরকাদিনা পূর্য্যতে পৃ-কর্ম্মণি ক। ৩ ভদ্রমুস্তক। (মেদিনী) ৪ ব্যালনখ। (রাজনি°) (ক্লী) খে আকাশে উদিতং পুরং শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। ৫ গন্ধর্ব্বনগর। হঠাৎ আকাশমণ্ডলে গন্ধর্ব্বমণ্ডল দৃষ্ট হইলে নিশ্চয়ই কোন না কোন অশুভ ঘটিয়া থাকে। কিরূপভাবে কোথায় উদিত

হইলে কি ফল হয়, বৃহৎসংহিতায় তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। গন্ধর্ব্বনগর উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ বা পশ্চিমদিকে দৃষ্ট হইলে যথাক্রমে পুরোহিত, রাজা, সেনাপতি ও যুবরাজের বিঘ্ন হয়। গন্ধর্ব্বনগর শ্বেত, রক্ত, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের বিনাশ হয়। ঈশান, অগ্নি ও বায়ুকোণে দৃষ্ট হইলে নীচজাতির বিনাশ হইয়া থাকে। শান্তদিকে তোরণযুক্ত গন্ধর্ব্বনগর দেখিতে পাইলে নরপতির বিজয় হয়। যে বৎসরে সকল দিকে এবং প্রায় সকল সময়েই দেখিতে পাওয়া যায় সেই বৎসরে রাজা এবং রাজ্যের ভয় হয়, কিন্তু ধূম, অগ্নি বা ইন্দ্রধনুর ন্যায় হইলে চোর ও অরণ্যবাসিগণের বিনাশ হয়, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ গন্ধর্ব্বনগর উত্থিত অশনিপাত ও ঝঞ্ঝা হইয়া থাকে কিন্তু দগ্ধ হইলে শত্রুভয় এবং দক্ষিণভাগে থাকিলে জয় হয়। যখন অনেক বর্ণাকৃতি, পতাকা ধ্বজ ও তোরণাদিযুক্ত গন্ধর্ব্বপুর আকাশে উঠে, তখন ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয় এবং পৃথিবী মনুষ্য ও অশ্বের রক্ত পান করে।

(বৃহৎসং ৩৬ অঃ)

যে আকাশে চরং পুরং শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। ১ আকাশগামী দৈত্যপুরবিশেষ। দৈত্যকন্যা পুলোমা ও কালকা বহুদিন কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করে। তাহাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা বর দিতে উপস্থিত হইলে তাহারা দৈত্যগণের দুঃখ নিবারণের জন্য আকাশগামী একটী নগর প্রস্তুত করিতে প্রার্থনা করে। ব্রহ্মা তাহাদের প্রার্থনানুসারে একটী আকাশগামী নগর নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

(ভারত বন ১৭৩ অঃ)

২ হরিশ্চন্দ্র রাজার পুরী। (ত্রিকাণ্ড°)

খপুষ্প (ক্লী) খস্য আকাশস্য পুষ্পং ৬তৎ। আকাশকুসুম। খপুষ্প বাস্তবিক কোন পদার্থ নহে, অলীক কোন পদার্থের উপমারূপে শাস্ত্রকারগণ খপুষ্পের উল্লেখ করেন।

খপ খপ্ (ক্ষিপ্র শব্দজ) শীঘ্র শীঘ্র।

খপ্‌রা (খর্পর শব্দজ) খোলা, টালি।

খপ্‌রৈল (দেশজ) খোলার ঘর বা টালির ঘর।

খফা (পারসীক) রাগী, ক্রোধী।

খফীফ্ (আরবী) তুচ্ছ হয়রান।

খবর্ (আরবী) ১ সংবাদ। ২ তত্ত্ব, তত্ত্বাবধান।

খবর্‌গীর্ (পারসীক) সংবাদদাতা, অনুসন্ধানকারী, তত্ত্বাবধা. ক।

খবরদার (পারসীক) সাবধান। (অব্য) সতর্ক হও।

খবাস খাঁ, সলিমশাহের অধীনস্থ একজন আমীর, ধনে মানে, বীরত্বে ও যুদ্ধকৌশলের জন্য বিখ্যাত। ইনি বাদশাহের বিরুদ্ধে নিজ ভ্রাতা আদিলশাহের পক্ষাবলম্বন করায় নানা স্থানে বিতাড়িত হইয়া শেষে শত্রুদের শাসনকর্তা তাজখাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৫৫১ খৃষ্টাব্দে তাজ খাঁ সলিমশাহের প্রীতি বিধানের জন্য অতি নিকৃষ্টভাবে ইঁহাকে বধ করেন। পরে খবাস খাঁর দেহ দিল্লীতে আনিয়া গোর দেওয়া হয়। মুসলমান তীর্থযাত্রিগণ খবাসের সেই গোরস্থান আজও দেখিতে গিয়া থাকেন, তাঁহারা খবাসকে একজন সাধুপুরুষ বলিয়া জানেন।

খাফিখাঁ, মহম্মদ হাসিম নামে খ্যাত, ইহার প্রকৃত নাম মুহম্মদ বিন খবজা শাহ বিন্ মক্সুদ। পারস্যের একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। মোন্তখব উল লব্ব অর্থাৎ পুণ্য-উদ্যান নামক গ্রন্থ-রচয়িতা। প্রায় ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম ও ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়।

খবীস (আরবী) ১ নিষ্ঠুর, ক্রূর। ২ বিদ্বেষী। ৩ অসৎ।

খভ (পুং ক্লী) গ্রহ।

খভুক্ (পুং) খ ভুজ-ক্বিপ্। ইন্দ্র।

খভ্রান্ত (পুং স্ত্রী) খে আকাশে ভ্রান্তিরস্য বা ইন্দ্র অস্যেবপান বন্ধ। চিল, চিল। (ত্রিকাণ্ড°) স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঙীপ্ হয়।

খমক, একপ্রকার গ্রাম্য আনক যন্ত্র।

খমণি (পুং) খে আকাশে মণিরিব প্রকাশকত্বাৎ। সূর্য্য।

খমাস (আরবী) গাঁজাউটা, বদমাস।

খমালন (ক্লী) খানাং ইন্দ্রিয়াণাং মীলনং ৬তৎ। তন্দ্রা, অল্প নিদ্রা।

খমূর্ত্তি (পুং) খং মূর্ত্তির্যস্য বহুব্রী। ১ অষ্টমূর্ত্তিধর, শিবরূপ, শিব। (স্ত্রী) খস্য ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ স্বরূপম্। ২ ব্রহ্মস্বরূপ। "স যস্য পরমজ্যোতি বাযুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্।" (মনু ২।৮২)

খমূলিকা (স্ত্রী) খং শূন্যস্থং মূলমস্যাঃ বহুব্রী ততো ঙীপ্, ততঃ ক ঙীপ্ ঈকারস্য হ্রস্বত্বঃ। কুম্ভিকা, পানা। (ত্রিকাণ্ড°)

খমূলী (স্ত্রী) খং শূন্যভূতং মূলমস্যা বহুব্রী ততো ঙীপ্। কুম্ভিকা পানা। (ত্রিকাণ্ড°) কেহ কেহ খমূলী স্থানে খমূলিও পাঠ করেন, তাঁহাদের মতে পৃষোদরাদিত্ব জন্য ঈকার লুপ্ত হইয়া যায়।

খমচা (আরবীয) বড় চিমটী. সকল অঙ্গুলি দ্বারা যতটা ধরা যায়।

খম্‌দার (পারসী) বক্রবক্র, কৌটকাল।

খম্পাতি (খম্তি, খাম্তি) ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তবাসী শানবংশীয় জাতিবিশেষ। আসামের লক্ষ্মীপুর জেলায় ও তাহার পূর্ব্বে পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহাদের বাস। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিবাদ বিসম্বাদের জন্য ইহারা আসামের অধিক

বিভাগে আসিয়া বসবাস করে। কাহারও মতে ইহারা ইরাবতীর উৎপত্তিস্থানের নিকট 'বড় খম্‌তি' নামক স্থান হইতে এদেশে আসিয়াছে। কিন্তু ইহারা নিজে বলে যে, বহুকাল হইতে এদেশেই আছে। ভাষাও অধিকাংশ শ্যাম দেশের ভাষার শব্দবিশিষ্ট। বর্ণমালাও প্রায় একই।

এক সময়ে ইহাদিগের এই প্রদেশে বিস্তৃত রাজ্য ছিল। মণিপুরীরা এই রাজ্যকে পোঙ্‌রাজ্য বলিত। ইহা ত্রিপুরা হইতে শ্যাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার রাজধানীকে শানগণ মোঙ্‌মারঙ ও ব্রহ্মদেশীয়েরা মোগোঙ বলিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রহ্মরাজ আলম্প্রা এই রাজ্য ধ্বংস করেন। রাজ্য ধ্বংস হইলে কতকগুলি লোক আসামে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। তিহিঙ্‌ নদীতীরে ফকি বা ফকিয়াল এবং সদিয়ায় কমিয়াঙ্‌ নামক জাতিরাও ইহাদেরই অন্তর্গত।

ইহারা বৌদ্ধ এবং ইহাদের রীতিমত মঠ ও যাজক আছে। ইহাদের অধিকাংশ লোকই নিজভাষায় লিখিতে পড়িতে জানে। ইহারা কাঠের দেওয়াল ও খড়পাতার ছাদ করিয়া উচ্চ মেঝেযুক্ত গৃহ প্রস্তুত করে। ছাদ এরূপ ঝুলাইয়া দেয় যে, বাহির হইতে দেওয়াল প্রায় দেখা যায় না। বৃহৎ মন্দির ও মঠাদিও এইরূপ। কিন্তু মন্দিরে খোদিত সুন্দর কারুকার্য্য থাকে। ইহারা মঠকে 'বাপুচঙ্‌' বলে।

ইহাদের যাজকেরা মস্তকমুণ্ডন, মালাধারণ ও পীতবাস পরিধান করে। বংশানুক্রমে যাজকতা পায় না। যে কেহ যাজক হইতে পারে। কেবল যিনি যাজক হইবেন, তাঁহাকে অবিবাহিত অবস্থায় বাপুচঙে থাকিয়া প্রাচীন যাজকের নিকট পাঠ, শিক্ষা ও ধর্ম্মকর্ম্মাদি অভ্যাস করিতে হয়। ইহাদের যাজক প্রতিদিন ঐরূপ বালকশিষ্য সঙ্গে লইয়া প্রাতঃকালে ভিক্ষায় বাহির হন। বালকের হাতে একটা ঘণ্টা ও একটী গালায় রঙ্গে চিত্রিত কৌটা থাকে। বালক ঘণ্টা বাজাইয়া যাজকের সহিত দ্রুতপদে রাস্তার মধ্যস্থল দিয়া এপাড়া ওপাড়া করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ভিক্ষার জন্য কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় না। গৃহদ্বারে গৃহস্থ রমণীগণ প্রস্তুত খাদ্য লইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বালকগণ আসিলেই তাহাদের পাত্র পূর্ণ করিয়া দেয়। আহারাদির পর অন্য কোন কর্ম্ম না থাকিলে যাজক ও শিষ্যগণ মিলিত হইয়া গজদন্ত, অস্থিখণ্ড অথবা কাষ্ঠখণ্ডের উপর খোদাই কার্য্য করিয়া থাকে। গজদন্তের বাঁটের উপর ইহারা যে সকল মূর্ত্তি খোদিত করে, তাহার নিপুণতা দেখিয়া য়ুরোপীয়গণ চমৎকৃত হইয়াছেন। ইহারা অন্যান্য শিল্পকার্য্যও করিয়া থাকে।

খম্‌তিরা স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ নির্ম্মিত গহনা আপনারাই প্রস্তুত করে, অস্ত্রাদিও নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। গণ্ডারের চামড়ার কারুকার্য্যবিশিষ্ট অতি উৎকৃষ্ট ঢাল প্রস্তুত করে। স্ত্রীলোকেরা বিশেষ পরিশ্রমী। মাথায় ইহারা নানাপ্রকার ফিতা পরে। চাষের কার্য্যে স্ত্রীলোকেরাও পুরুষের অনেকটা সাহায্য করিতে দেখা যায়।

খম্‌তিদিগের প্রধান অস্ত্র দা। সাদাসিদা ও নানাপ্রকার কারুকার্য্যবিশিষ্ট দা দেখা যায়। কটিদেশে এরূপ ভাবে দা ঝুলান থাকে যে, মনে করিলে দক্ষিণ হস্তে তাহার হাতল ধরিয়া খাপ হইতে খুলিয়া লইতে পারা যায়। হস্তে দা ও পৃষ্ঠে ঢাল এই অস্ত্র লইয়া ইহারা সাধারণতঃ যুদ্ধ করে। এক্ষণে অনেকে বন্দুক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

খম্‌তিরা কার্পাসবস্ত্র ও ছিট বা তোলাকাটা রেশমী বস্ত্র পরিধান করে। যাহারা একটু মাতব্বর ও সম্পত্তিশালী তাহাদের বস্ত্র পা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নচেৎ প্রায়ই হাঁটু পর্য্যন্ত। তাহার উপর বক্ষঃস্থলে কার্পাসনির্ম্মিত ও নীলবর্ণের ছোপান গায়ের সহিত সংলগ্ন জামা। মস্তকে লম্বা চুল। মাথাপাগড়িতে চুল জড়ান থাকে। স্ত্রীলোকের পোষাক প্রায়ই পুরুষদিগের মত। তবে মস্তকের চুলগুলি চারিদিক হইতে মস্তকোপরি সম্মুখভাগে জড়াইয়া কপালের উপর চূড়া করিয়া রাখে। তাহার চারিদিকে নানাপ্রকার ফিতা জড়াইয়া দেয়। একটা করিয়া লম্বা জামা পা পর্য্যন্ত পড়ে। তাহা বক্ষঃস্থলে বাঁধা থাকে। কেহ কেহ কোমরে রেশমী দোপাট্টা বাঁধিয়া রাখে। অলঙ্কারের মধ্যে সচরাচর গলায় প্রবাল ও অন্যান্য দ্রব্য নির্ম্মিত মালা ও কর্ণে ছিদ্র করিয়া হরিদ্রাবর্ণের অম্বরের কাঠী পরিয়া থাকে।

খম্‌তিগণ দেখিতে তেমন সুশ্রী নহে। শানবংশীয় অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ইহাদের রং অধিক ময়লা। তবে যাহারা আসামে আসিয়া আসামী রমণী বিবাহ করিয়াছে, তাহাদের বংশসম্ভূত সন্তান সন্ততির গঠন কোমল ও অপেক্ষাকৃত সুশ্রী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে খম্‌তিদিগের মধ্যে যাহারা আসামে আসে, তাহারা সদিয়া বিভাগে বাস করে। ইহাদের প্রধান ব্যক্তি সদিয়াখোয়া গোঁসাই ইংরাজের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে ইংরাজরাজ সদিয়া অধিকার করেন। খম্‌তিগণ তাহাতে বিরক্ত হইয়া সদিয়াস্থিত সিপাহীসেনা ও ইংরাজ সেনাপতিকে বিনাশ করিয়া পলায়ন করে। ইংরাজেরাও কিছুকাল তাহাদের অনুসরণ করেন। এক্ষণে তাহারা শান্ত হইয়া তিঙ্গপানি ও নবদিহিঙ নদীতীরে বাস করিতেছে।

হিমৃচিং, বেগালোহা, রোচিজাহা, লাকৌল, বাহ্‌নল, শিলোহা, সাংপাং, ছুংমেলে সোঠমে ইত্যাদি থর বা থাক আছে।

খয়রাৎ, কাথের প্রকৃত নাম, ইহা শুক্লতীর্থের অপভ্রংশ। [কাথে দেখ।

খয়রালা, একটী ছোট রাজ্য। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গোহেলবার বিভাগে অবস্থিত। ইহার মধ্যে দুইটী গ্রাম আছে, কতক কর ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে আর কতক জুনাগড়ের রাজাকে দিতে হয়। উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর খয়রালা। ভবনগর-গণ্ডাল-রেলপথের ধোলা নামক ষ্টেসন হইতে প্রায় ৯ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

খয়র্ (আরবী) সুখস্বচ্ছন্দ, স্বাস্থ্য। (ত্রি) ভাগ্যবান্।

খয়রা (দেশজ) ১ ফিকা কটারং।

২ ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। (Clupanodon cortius, *Buch*) এই মাছ ভারতের নানা স্থানে দেখা যায়। মীনতত্ত্ববিদের মতে ক্ষুদ্র হইলেও এই মাছ ইলিশ জাতীয়। ইহাকে রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের স্থানবিশেষে 'করতি', আসামের লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে 'চাং পদি', ভাগলপুরে 'সুহিয়া' বলে।

৩ পক্ষিবিশেষ। (Ardea cinerea)

৪ হাজারিবাগের অধিবাসী এক নিকৃষ্ট জাতি। ইহারা ক্ষেত্রে শাকসবজী ও শস্যাদি চাষ করে। ইহারা আপনাদিগকে খরবার জাতির শাখা বলিয়া জানে। [খরবার দেখ।]

৫ বাঙ্গালার বাগদী জাতির এক শাখা।

খয়রাগড়, ১ উত্তরপশ্চিমের আগ্রা জেলার দক্ষিণপশ্চিমের একটী তহসীল। ইহার মধ্যে খানিকটা ইংরাজ অধিকারে, বাকি অংশ ভরতপুর ও ঢোলপুর রাজ্যের অধিকারভুক্ত। ইহার মধ্যে পারুতীর গভীর খাত। উত্তঙ্গান নদী তহসীলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উত্তরভাগের দক্ষিণে নদীর পলি পড়ে। দক্ষিণভাগে বিন্ধ্যাচল পর্ব্বত ভরতপুররাজ্যের সীমা। ইহার স্থানে স্থানে লাল পাহাড় আছে, তাহা হইতে বালুপাথর কাটিয়া লওয়া হয়। সিন্ধিয়ারাজ্যের রেলপথ ইহার পূর্ব্বভাগ দিয়া এবং আগ্রা ও বোম্বাই যাইবার পথও ইহার মধ্য দিয়া গিয়াছে। ইহার ভূপরিমাণ ৩০৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১১৮১০৪ জন। তহসীলে একটী ফৌজদারী আদালত ও ৫টী থানা আছে।

২ তহসীলের প্রধান নগর খয়রাগড়, আগ্রা হইতে ৯ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে উত্তঙ্গান নদীতীরে অবস্থিত। এখানে থানা, ডাকঘর ও স্কুল আছে।

৩ মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার অন্তর্বর্ত্তী একটী দেশীয়-রাজ্য। ইহা ছত্তিশগড় রাজ্যের অন্তর্গত। ইহার ভূপরিমাণ ৯৭০ বর্গমাইল। তন্মধ্যে ৫১২টী গ্রাম আছে। লোকসংখ্যা ১৬৬১২৮। তন্মধ্যে ৮২৬৭৭ জন পুরুষ ও ৮৩৪৫১ জন স্ত্রীলোক। গড়মণ্ডলের রাজগোণ্ডবংশীয় এক ব্যক্তি এখানে সালেটেকরি পাহাড়ের নিম্নে খোলবা নামক স্থানে আসিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। ৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মণ্ডলার রাজবংশ নাগপুরের মহারাষ্ট্ররাজগণের নিকট হইতে অনেক জায়গীর পাইলে রাজ্যটি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই বংশের রাজা লালা ফতেসিংহ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে পদচ্যুত হন। অনতিবিলম্বে তাহার মৃত্যু হয়। ইংরাজ গবর্ণমেন্ট তখন নিজহস্তে ইহার শাসনভার গ্রহণ করেন। পরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট এক দরবার করিয়া লালা অমরেশসিংহকে দান করেন।

তুলা, শন ও ছোলা এখানে প্রচুর জন্মে। স্থানে স্থানে লৌহের খনিও দেখা যায়। খয়রাগড়ের মধ্যে সালেটেকরি পর্ব্বত দিয়া দুইটী গিরিপথ ছত্রিশগড় ও নাগপুরের মধ্যে গিয়াছে।

৪ উক্ত খয়রাগড়রাজ্যের প্রধাননগর। আম ও পিপারিয়া নদীর সঙ্গমে অবস্থিত। অক্ষা° ২১°২৫ ৩০´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮১°২´ পূঃ। লোকসংখ্যা ২৮০৭।

খয়রাৎ (আরবী) দান, বিতরণ।

খয়রাতী, যাহা খয়রাত করা হইয়াছে, দত্ত।

খয়রাবাদ, বঙ্গের বাখরগঞ্জ জেলার একটী নদী। বরিশাল হইতে ঝালকাটি এই শাখা বাহির হইয়া বাখরগঞ্জ নগর হইয়া অমরিয়া হাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। তাহার পর মহাসিরা, ভলাচিপা, রাণাবাদ প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়া বঙ্গোপসাগরে আসিয়া পড়িয়াছে।

খয্যা (ক্ষয় শব্দজ) ক্ষয়, ক্ষীণতা।

খয়ের ১ (খদির শব্দজ) খদিরসার। [খদির দেখ।] কোন স্থানে খএরও বলে।

২ উত্তরপশ্চিমের আলিগড় জেলার পশ্চিম বিভাগের এক তহসীল। ইহার পশ্চিমে যমুনা নদী। গঙ্গার খাল ইহার ভিতর দিয়া গিয়াছে। খয়ের তহসীলের ভিতর খয়ের, চণ্ডৌস ও তপ্পলনামক তিনটী পরগণা আছে। ইহার পরিমাণ ৪০৬ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ১৬০২৬৪। তহসীলে ৪টী থানা ও একটী ফৌজদারী আদালত আছে। ইহার প্রধান নগর খয়ের, আলিগড় হইতে ১৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে। ইহাতে তহসীল, থানা, মুন্সেফি আদালত, ডাকঘর ও স্কুল আছে। সহরে পুলিসের ও ময়লা পরিষ্কার করিবার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য প্রতি গৃহ হইতে একটা কর আদায় হইল

থাকে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময় চৌহানগণ এই নগর অধিকার করিলে রাও ভূপালসিংহ এখানকার রাজা হন। জুনমাসের প্রথমে আগ্রার সৈন্যের সেনাদল নগর আক্রমণ করিয়া রাজাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। সৈনিক আদালতের বিচারে রাজার ফাঁসি হয়। কএকদিন পরে চৌহানগণ জাঠদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া নগর আক্রমণ করিয়া নকাজনকুঠি লুট করেন। শেষে নগরস্থ বাটীগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভূমিসাৎ করিয়া দেয়।

খয়েরপুর, উত্তর-সিন্ধুপ্রদেশের অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২৬°১০ হইতে ২৭°৪৬´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৮°১৮ হইতে ৭০°১৩ পূঃ। ইহার উত্তরে শিকারপুর জেলা, দক্ষিণে হায়দ্রাবাদ জেলা, পূর্ব্বে জশলমীর ও পশ্চিমে সিন্ধুনদ। ইহাকে মীরআলীমুরাদ খাঁ তলপুরের রাজা বলে। দৈর্ঘ্যে ৩০ ক্রোশ। প্রস্থে ৩৫ ক্রোশ। ভূপরিমাণ ৬১০৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১৩৯১৫৩ জন। এখানকার হিন্দুগণ বিশেষ বলিষ্ঠ ও স্বাধীনতাপ্রিয়। উষ্ট্র, বৃষ, মেষ ও ছাগই তাহাদের প্রধান সম্পত্তি। পশু, খোল ও উষ্ট্রই তাহাদের প্রধান কারবার। তাহাদের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ায়।

খয়েরপুরের ভূমি প্রায়ই সমতল, তন্মধ্যে সিন্ধুনদের পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি অধিকাংশই উর্ব্বরা। ইহার মধ্যে মধ্যে শস্যারোপযোগী ক্ষেত্র আছে। সিন্ধুনদ ও পুর্ব্বনার নামক খালের উর্ব্বরা ভূমি ব্যতীত বাকি সমস্তই বালুকাক্ষেত্রে পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। অধিকাংশ স্থানই জলশূন্য ও বৃক্ষশূন্য। উত্তরাংশে একটী চুণা-পাথরের পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের উচ্চদেশে বিস্তর শঙ্খ, কড়ি, ঝিনুক প্রভৃতি পাওয়া যায়। এই পাহাড়ের পশ্চিমভাগে দিজির দুর্গ। খয়েরপুরের মধ্যে অনেক স্থান মরুভূমি। তাহাতে স্থানে স্থানে সেট্রন নামক একটী দ্রব্য পাওয়া যায়, উহা হইতে খাড় ও ক্ষার উৎপন্ন হয়। সেট্রনের খনি হইতে রাজার বিস্তর আয় হইয়া থাকে। এখানে ব্যাঘ্র, শৃগাল, বন্যবরাহ, হরিণ ও কৃষ্ণসার প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। উষ্ট্র, অশ্ব, অশ্বতর, মহিষ, বৃষ, মেষ, ছাগ ও গর্দ্দভ প্রভৃতি সকল পশুই লোকের কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। শিকারের উপযোগী অনেক পক্ষীও আছে।

খয়েরপুরের ইতিহাস সিন্ধুরাজ্যের ইতিহাসের সহিত জড়িত। [সিন্ধু দেখ।] ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বলুচবংশীয় মীর ফত্তেআলী খাঁ তলপুর সিন্ধুদেশের রাজা হন। তাহার কিছুদিন পরে তাঁহার ভাগিনেয় সোহ্‌রাব খাঁ তলপুর, মীর রোস্তম ও আলিমুরাদ নামক দুই পুত্রসহ খয়েরপুরের রাজ্য স্থাপন করেন। তন্মধ্যে মীর সোহ্‌রাবের অংশে খয়েরপুর পড়ে। রাজ্যের কর তখন আফগানস্থানের রাজাকে দেওয়া হইত। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজ পুত্র মীর রোস্তমের উপর রাজ্যভার অর্পণ করেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কাবুলে বরকজাইবংশ রাজ্যলাভ করিবার সময় নানাপ্রকার গোলোযোগ হয়। সেই সময় মীর রোস্তম কাবুলের অধীনতা অস্বীকার করেন, কিন্তু পরে মীর রোস্তম ও আলিমুরাদ উভয়ে বিবাদ ঘটিলে ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে মধ্যস্থ হইতে হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত একটি সন্ধি হয়, তাহাতে স্থির হয় যে, সিন্ধুনদী ও সিন্ধুপ্রদেশের রাস্তাতে ইংরাজের লোক গতিবিধি করিতে পারিবে। কাবুলে যখন ইংরাজসৈন্য গমন করে, তখন মীরদিগকে সাহায্য করিতে বলা হয়। অন্যান্য রাজগণ তাহাতে বড় সম্মত হন নাই। আলিমুরাদ তখন খয়েরপুরে আপন প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে রীতিমত সাহায্য করিয়াছিলেন। মিয়ানী ও দবোর যুদ্ধের পর যখন সমুদায় সিন্ধুপ্রদেশ ইংরাজের অধিকৃত হইল, তখন কেবল খয়েরপুরে ইংরাজের অধীনে একজন স্বতন্ত্র রাজা রহিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগবর্ণমেন্ট রাজাকে এক সনন্দ দিয়া বলিয়া দেন যে, মুসলমান আইন-অনুসারে তলপুরমীর দত্তক লইতে পারিবেন, গবর্ণমেন্ট তাহাতে আপত্তি করিবেন না। তাঁহার সম্মানার্থ ১৫ তোপ নির্দ্দিষ্ট হইল।

মীরের রাজশাসন পুরাতন ধরণের। খয়েরপুরের কর টাকায় আদায় হয় না। প্রজারা টাকার পরিবর্ত্তে কর-স্বরূপ দ্রব্যাদি দিয়া থাকে। শস্যাদি যাহা সংগ্রহ হয়, মীর তাহার তৃতীয়াংশ গ্রহণ করেন। ১৮৮২।৮৩ খৃষ্টাব্দে এই রাজার অংশে এইরূপে ৬ লক্ষ টাকার অধিক আদায় হয়। মীরের অংশ হইতে প্রায় ২ লক্ষ টাকা জায়গীরের জন্য ব্যয় হয়। রাজার আত্মীয়বর্গকে এই জায়গীর দেওয়া আছে। এখানে স্বতন্ত্র পলিটিকাল এজেন্ট নাই। শিকারপুরের কালেক্টর নিজ কার্য্যের উপর এই কার্য্য করিয়া থাকেন।

বিচারের জন্য দুই প্রকার আদালত আছে। একটী খয়েরপুরে আর একটী মীরের সঙ্গে থাকে। মীর যখন যেখানে যান, আদালত তাঁহার সঙ্গে যায়। খয়েরপুরের স্থায়ী আদালতে একজন হিন্দু বিচারক আছে। মীরের সহগামী আদালতে দুইজন মৌলবী বিচারকার্য্য সম্পন্ন করেন। অপরাধীর শাস্তিবিধানস্বরূপ কারাবাস বা জরিমানা, কাহাকেও বা বেত্রাঘাত, হস্তচ্ছেদ বা কারাদণ্ড হইয়া থাকে। মীরের রাজ্য মধ্যে মৃত্যুদণ্ডবিধান করিবার সম্পূর্ণ অধিকার

থাকিলেও তিনি প্রায় কাহারও প্রাণদণ্ড করেন না। দেওয়ানী মোকদ্দমায় যাহাকে আদালতের ব্যয় বলিয়া প্রার্থিত অর্থের চতুর্থাংশ রাজকোষে জমা দিতে হয়। এই জন্ম মোকদ্দমার সংখ্যা অতি অল্পই হইয়া থাকে। বিবাদ বিসম্বাদ হয় সালিসি না হয় পঞ্চায়ত দ্বারা নিজে নিজে মীমাংসা করিয়া লয়। কাজি নামক নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীর নিকট দলিলাদি রেজিষ্টরী হয়। গোমেষাদি চুরির মোকদ্দমাই অধিক। বৎসরে এরূপ মোকদ্দমা ৪০০।৪৫০এর অধিক হয় না। কারাগার আছে, তাহাতে গড়ে এক শতের অধিক কারাবাসী থাকে না। সৈন্যসংখ্যা পাঁচ শত অশ্বারোহী। উহাদের সঙ্গে তরবারী ও বন্দুক থাকে। রাজ্য মধ্যে এখন রীতিমত পাঠশালা হইয়াছে। শিক্ষকগণ ছাত্রদিগের নিকট হইতে সপ্তাহে এক অথবা দেড় পয়সা মাত্র আদায় করেন।

এখানে ৮ মাস কাল দারুণ গ্রীষ্ম। সে সময় প্রায়ই আঁধি আসিয়া বায়ু শীতল করিয়া দেয়। বৃষ্টি অল্প হয়। অবশিষ্ট চারি মাসের বায়ু সুখসেব্য। জ্বর ও সন্নিপাত জ্বর, চক্ষু উঠা ও চর্ম্মরোগ এখানে অধিক দেখা যায়। যকৃৎ প্রায় হয় না। মীরের সঙ্গে ছয় জন ও খয়েরপুরে তিন জন হাকিম থাকেন। চিকিৎসার জন্য কোন মূল্য গ্রহণ করা হয় না।

২ খয়েরপুর রাজ্যের প্রধান নগর। মীরবহ খালের পার্শ্বে সিন্ধুনদী হইতে ৭॥০ ক্রোশ দূরে, রোহারি হইতে ৮॥০ ক্রোশ দক্ষিণে, অক্ষা° ২৭°৩৭'৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৮°৫৬'৩০" পূঃ মধ্যে অবস্থিত। খয়েরপুর প্রধান নগর হইলেও ইহার গঠন অতি কদর্য্য। নির্ম্মাণ-কৌশল কিছুমাত্র নাই। অধিকাংশই মেটেঘর। তন্মধ্যে কয়েকটী ইষ্টকগৃহ আছে। নগরটী একে নীচু, তাহার উপর নিকটে জলাভূমিতে জল জমিয়া থাকে বলিয়া আরও অস্বাস্থ্যকর। বাজারের মধ্যস্থলে রাজবাটী। রাজবাটী নানাপ্রকার রঙ্গে চিত্রিত ছোট ছোট নিশান দিয়া সাজান। নগরের বাহিরে পীরকুতান্ জিয়াবদীন ও হাজি জাফির শাহিদের দুইটী মসজিদ আছে। তলপুর রাজবংশের প্রাধান্যকালে এখানে প্রায় ১৫০০০ লোকের বসতি ছিল। এক্ষণে আটশতের অধিক নাই। নগরের এখন দুরবস্থা। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইহা ও বইরা নামে গ্রাম ফুলপুত্র জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। তলপুরবংশীয় মীরসোহার খাঁর সময় খয়েরপুর নগর নির্ম্মিত হয়। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুদেশের মীরদিগের সহিত ইংরাজদিগের যে সন্ধি হয়, তদনুসারে কিছুকাল এখানে একজন রেসিডেণ্ট থাকিতেন।

খয়েরপুর হইতে নীল, জোয়ার, বজরা ও তিল প্রভৃতি রপ্তানি হয়। আমদানীর মধ্যে বিলাতী কাপড়, রেশমী কাপড়, তুলা, পশম ও ধাতব দ্রব্যই অধিক। নগরের মধ্যে বস্ত্রবয়ন ও বস্ত্রে বহুবিধ রং করা হইয়া থাকে।

লোহার কারখানায় অস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। স্বর্ণকারেরা অলঙ্কারাদিও নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

৩ পঞ্জাবের অন্তর্গত মজঃফরগড় জেলায় আলিপুর তহসীলের একটী নগর। অক্ষা° ২৯°২০ উঃ, দ্রাঘি° ৭০°৫১ পূঃ। আলিপুরের তিনক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে ইহা অবস্থিত। ইহা নিম্নভূমিতে অবস্থিত বলিয়া চন্দ্রভাগা নদীর বন্যায় প্লাবিত হয়। বন্যা হইতে নগর রক্ষা করিবার জন্য নদীর ধারে বাঁধ দেওয়া আছে। নগরের গৃহগুলি প্রায়ই ইষ্টকনির্ম্মিত ও দুই তিন তল উচ্চ। বাজারের রাস্তা ইষ্টক দিয়া গাঁথা, পথগুলি এত সংকীর্ণ যে, তাহাতে গাড়ী চলিতে পারে না। নগরে লোকসংখ্যা ২৬০৯ জন, তন্মধ্যে ১৫৪৯ জন হিন্দু আর ১০৬০ জন মুসলমান। অধিবাসীরা বেলুচিস্থান, সক্কর, ও মুলতান প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য করে। এখান হইতে তুলা, পশম ও নানাবিধ শস্য রপ্তানি হয়। কাপড় প্রভৃতির আমদানী হইয়া থাকে। এখানে একটী সামান্য পাঠশালা ও একটী ডাকঘর আছে।

খয়েরপুর ধড়কি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সিন্ধুপ্রদেশের মধ্যে শিকারপুর জেলার রোহারি উপবিভাগের একটী নগর। রোহারি হইতে ১১ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্ব। এখানে একজন টপ্পাদার থাকেন। একটী মুসাফিরখানাও আছে। এতদ্ব্যতীত পাঠশালা ও থানা আছে। উবাবরো, রহতী, মীরপুর ও রহরকি হইতে যাতায়াতের বেশ রাস্তা আছে। চিনি, গুড়, তৈল, শস্য, কাপড় ইত্যাদির বেশ ব্যবসা চলে। লোহারগণ নানাবিধ বাসন, ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর ইত্যাদি প্রস্তুত করে। নগরটী ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়।

খয়েরপুর নথেশা, বোম্বাইয়ের সিন্ধুবিভাগের শিকারপুর জেলার মেহার উপবিভাগের কক্কর তালুকের অন্তর্গত এক গণ্ড গ্রাম। এখানে মিউনিসিপালিটি, পাঠশালা, আদালত প্রভৃতি আছে।

খয়েরপুর যুশো, বোম্বায়ের সিন্ধুবিভাগে শিকারপুর জেলায় লারখানা উপবিভাগের একটী গ্রাম। এখানে একজন টপ্পাদার ও একটী মুসাফিরখানা আছে।

খয়েরি, মধ্যভারতের ভাওয়াল জেলার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার মধ্যে ৫টী গ্রাম আছে। ইহার ভূমি জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ইহার অতি অল্পমাত্র আবাদ হয়। জঙ্গলে কাঠ প্রচুর জন্মে। অধিবাসিগণ গোণ্ডজাতীয়। রাজা মানা-বংশীয়।

খয়েরিগড়, অযোধ্যার খেরিজেলার নিঘাসন তহসীলের অন্তঃপাতী একটী পরগণা। ইহার তিনদিকে তিনটী নদী। উত্তরে মোহন, দক্ষিণে সরযূ, পূর্ব্বে কৌরিয়ালনদী ও পশ্চিমে নেপাল রাজ্য। পূর্ব্বপশ্চিমে ইহার দৈর্ঘ্য ২৩।০ ক্রোশ, উত্তর-দক্ষিণে ৬ ক্রোশ। ভূপরিমাণ ৪২৫ বর্গমাইল। এই স্থানে অধিকাংশই জঙ্গল। লোকসংখ্যা ৩৯,৭৭৭। তন্মধ্যে ২১,৭৭৮ জন পুরুষ ও ১৮০৩৬ স্ত্রীলোক। ৩৪৯০৭ জন হিন্দু, ৪৫৭১ জন মুসলমান। হিন্দুর মধ্যে আহীরের সংখ্যা অধিক, ব্রাহ্মণ অল্প। খয়েরিগড়ের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান্য ও যব প্রধান। খয়ের গাছের জঙ্গল বিস্তর আছে বলিয়া ইহার নাম খয়েরিগড় হইয়াছে। পরগণায় ৭০টী গ্রাম আছে, তন্মধ্যে ৬৭টী খয়েরিগড়ের রাজার অধিকৃত।

পূর্ব্বে সমস্ত পরগণা জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। কথিত আছে, ১৩৫১ ও ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ফিরোজ তোগলক পার্ব্বতীয় দোম ও গড়বালীগণের উপদ্রব নিবারণের জন্য এই স্থানে সরযূ নদীর উত্তরকূলে সুদীর্ঘ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। একদিন নাকি সম্রাট্ [illegible] উচ্চতম চূড়ায় আরোহণ করিয়া চারিদিকে চাহিয়া একটীও মনুষ্যের বাসভবন দেখিতে পান নাই। কেবল অরণ্যই আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। নিবিড় অরণ্যানীর মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার মনে ভীতিসঞ্চার হইয়াছিল। সেই অবধি তিনি আর এ অঞ্চলে আসেন নাই। সম্রাট্ আকবরের স্বাক্ষরিত একখানি দলিলে লিখিত আছে যে, খয়েরিগড়ের একজন আহীর রাজা অধিকার করিয়া লোকের উপর অত্যাচার করিতেছে, খয়েরিগড়ের নিকট কুন্দনপুরে তাহার বাস। তাহার বিনাশ সাধন করিতে হইবে।

বাছিল বিষেন, বৈশ্য ও কুর্ম্মি পর্য্যন্ত আহীর লোক পূর্ব্বে এখানে ভূম্যধিকারী ছিল। পরে রাজপাশিগণ আসিয়া বাছিলদিগকে তাড়াইয়া দেয়। আবার লোহানী বঞ্জারাগণ আসিয়া রাজপাশিদিগকে তাড়াইয়া আপনারা রাজত্ব করিতে থাকে। এই বঞ্জারাবংশীয় রাব রামসিংহ খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এখানে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার অত্যাচারে পীড়িত হইয়া প্রজাগণ বিদ্রোহাচরণ করে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহীদিগের সহিত যে যুদ্ধ হয়, রামসিংহ তাহাতে পরাজিত হন। প্রদেশটী তখন অযোধ্যার নবাবের অধীন ছিল। সিন্ধিয়ার আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য নবাব উজীর সাদত আলী খাঁ ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সেই সূত্রে যে সন্ধি হয়, তাহাতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে অর্দ্ধেক রাজ্য দান করেন। সেই অর্দ্ধেকের মধ্যে খয়েরিগড় পড়ে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট জৌনপুরের সহিত ইহা পরিবর্ত্তন করেন। খয়েরিগড়ের রাজার নিষ্ঠুরাচরণ ও অত্যাচারের কথা শুনিয়া ইংরাজগবর্ণমেণ্ট তাহাকে ধরিয়া লইয়া বেরিলিতে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ আসিয়া রাজা হন। এখনকার রাজা সেই বংশীয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সমস্ত অযোধ্যার সহিত খয়েরিগড়ও ইংরাজরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

২ খয়েরিগড়ের প্রধান নগর। লাক্ষ্ণৌ হইতে ৫৫ ক্রোশ উত্তর। অক্ষা° ২৮°২০´ ৩৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮০°৫২´ ৫৫´´ পূঃ। সুহেলি নদীতীরে অবস্থিত। নেপাল ও কুমাওনের পাহাড়ীগণের অত্যাচার দমন করিবার জন্য সম্রাট্ আলাউদ্দীন্ তোগলক এই নগর নির্ম্মাণ করেন। ইহার পরিখাগুলির নিম্নভাগ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর ও ঊর্দ্ধভাগে বৃহদাকারের ইষ্টক দিয়া গাঁথা। স্থানটী এখন অধিকাংশ পরিত্যক্ত বলিয়া জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

খয়েরিমুরত, পঞ্জাব রাবলপিণ্ডির পর্ব্বতশ্রেণীবিশেষ। অক্ষা° ৩৩°২৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭২°৪৯´ ৩০´´ পূঃ। ইহা দৈর্ঘ্যে ১২ ক্রোশ। ইহাতে খনিজ ও বালুপাথর অধিক। পূর্ব্বে এই পর্ব্বত জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এক্ষণে একবারে বৃক্ষশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। তবে পশ্বাদিচারণের জন্য স্থানে স্থানে জঙ্গল করিয়া রাখা হইয়াছে।

খর (পুং) খং মুখবিবরং অতিশয়েন অস্ত্যস্য খ র। যদ্বা খং ইন্দ্রিয়ং রাতি রা-ক বাহুলকাৎ লকারস্য রত্বং। ১ গর্দ্দভ। ২ অশ্বতর। "উষ্ট্রযানং সমারুহ্য খরযানঞ্চ কামতঃ।" (মনু ১১।২০)

৩ রাক্ষসবিশেষ, রাবণের ভ্রাতা, ইহার আর এক ভাইয়ের নাম দূষণ, ইহারা দুইজনে রাবণভগিনী সূর্পনখাকে লইয়া পঞ্চবটীবনে বাস করিত। লক্ষ্মণের হাতে সূর্পনখার দুর্দ্দশার একশেষ হইলে ইহারা রামের সহিত যুদ্ধ করে এবং রামের বাণে নিহত হয়। (রামায়ণ অরণ্যকা°) খর রাক্ষস বিশ্রবার ঔরসে রাকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। (ভারত বন° ২৭৩ অঃ) ৪ কণ্টকী বৃক্ষবিশেষ। (অমর) ৫ কাক। ৬ কঙ্কপক্ষী। ৭ কুরর পক্ষী। ৮ জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রদর্শিত ষাট প্রকার বৎসরের পঞ্চবিংশতিতম বৎসর। এই বৎসরে ভয়ানক উপদ্রব উপস্থিত হয়। চোর, ইন্দুর ও পঙ্গপালের উৎপাতে প্রজাবর্গ অতিশয় পীড়িত হয় ও দেশ ভঙ্গ হইয়া থাকে। (জ্যোতিস্তত্ত্ব।) ৯ শিবের পার্শ্বচর। ১০ পশ্চিম দ্বারগৃহ। ১১ উষ্ণস্পর্শ, উত্তাপ। (ত্রি) ১২ উষ্ণস্পর্শযুক্ত। ১৩ কঠিন।

"খরবিশদমভ্যবহার্য্যং তোক্ষ্যম্" (পা° ভাষা)

১৪ খল। (মেদিনী) ১৫ নিষ্ঠুর। ১৬ দৈত্যবিশেষ। (ত্রিকাণ্ড°)

খরকদিহা, হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। পূর্ব্বে এই স্থান সিওর-মুরশিদাবাদ জমিদারীর অন্তর্গত এবং মহারাজ মোদনারায়ণ দেবের অধিকারভুক্ত ছিল। নবাব আলীবর্দী মোদনারায়ণকে তাড়াইয়া পরগণাটী হকুবল আলীখাঁকে প্রদান করেন।

মহারাজ মোদনারায়ণের সময় এই ভূভাগ ৫৮টী ঘাটোয়ালীতে বিভক্ত ছিল, মহারাজের অধীনে এক এক বিভাগে ঘাটোয়াল বা তিকাদার নিযুক্ত ছিলেন। তিকাদারগণ অনেক স্বাধীন। যখন কোন রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিতেন তখন ইহারা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতেন ও বৎসরে বৎসরে কিছু কিছু কর দিতেন।

মোদনারায়ণ রাজ্য হারাইয়া রামগড়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্র গিরিবরনারায়ণ রামগড়ে ইংরাজদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। যখন ইংরাজসৈন্য খরকদিহাতে প্রবেশ করে, সেই সময়ে ৩৮ জন ঘাটোয়ালের মধ্যে ২৬ জন গিরিবরনারায়ণের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে হকুবল আলী খাঁ রাজ্য হইতে তাড়িত হইলেন, তাঁহার নিজের খাসে ১৭ খানি গ্রাম ছিল, সেগুলি গিরিবরনারায়ণকে নিষ্কর দেওয়া হইল। যে ২৬ জন ঘাটোয়াল গিরিবর ও ইংরাজের পক্ষ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত মোকররী বন্দোবস্ত হইল। যাঁহারা বিপক্ষতাচরণ করেন, তাঁহারা ঘাটোয়ালী হারাইলেন। বাকি ৫৪ খানি গ্রাম স্বতন্ত্র লোকের সহিত অস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে গিরিবরনারায়ণ বড়লাটের নিকট হইতে ৬৩৩৪৲ টাকা বার্ষিক খাজনা ঠিক করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন।

গবর্ণমেণ্টের খাস অংশ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ৫২টী ভাগে বার্ষিক ৩১৬৫।/১ খাজনা ধার্য্য হইয়া ২০ বর্ষ মেয়াদি বন্দোবস্ত করা হইল। এখন অনেক অংশ গবর্ণমেণ্টের খাস হইয়াছে।

খরকপুর, বঙ্গদেশের মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত খরকপুর পরগণার নগর ও সদরথানা। অক্ষা° ২৫° ৭ ১০´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৬°৩৫ ২০ পূঃ।

খরকপুর পরগণা দ্বারভাঙ্গার মহারাজের অধীন। এখানে প্রায় ছয়হাজার লোকের বাস। এখানে দ্বারভাঙ্গার মহারাজের স্থাপিত দাতব্য ঔষধালয় ও বিদ্যালয় আছে।

খরকর (পুং) খরতীব্রঃ করোহস্য বহুব্রী। সূর্য্য। খরকিরণ প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

খরকাষ্ঠিকা (স্ত্রী) খরং উগ্রং কাষ্ঠং যস্যাঃ বহুব্রী কপ্ টাপ্ অত ইত্ব-বলা। (রাজনি°) বেড়েলাগাছ।

খরকুটী (স্ত্রী) খরা চাসৌ-কুটীচেতি কর্ম্মধা°। ১ নাপিতগৃহ। খরস্য গর্দ্দভস্য কুটী ৬তৎ। ২ গর্দ্দভের গৃহ।

খরকোণ (পুং স্ত্রী) খরং তীব্রং কুণতি শব্দায়তে খর-কুণ্-অণ্। তিত্তিরপক্ষী। (হেম°) চলিত কথায় তিতির ও পাহাড়চা বলে

খরকোমল (পুং) জ্যৈষ্ঠমাস।

খরখোদা, পঞ্জাবের রোহতক জেলার সাম্পলা তহসীলভুক্ত একটী সহর। অক্ষা° ২৮°৫২ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬°৫৭ পূঃ। লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচহাজার। এই নগরটী অতি প্রাচীন। একসময়ে যে ইহা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহার এখনও অনেক নিদর্শন পড়িয়া আছে। এখানে পুলিস, বিদ্যালয়, ডাকঘর প্রভৃতি আছে।

খরগন্ধনিভা (স্ত্রী) খরগন্ধেন তীব্রগন্ধেন নিভাং কান্তি নিভা ক। নাগবলা। (জটাধর।) চলিত কথায় গোরক্ষ-চাকুলে।

খরগন্ধা (স্ত্রী) খর উগ্রঃ গন্ধো যস্যাঃ বহুব্রীহি। ততঃ টাপ্। নাগবলা। (জটাধর)

খরগৃহ (ক্লী) গর্দ্দভগৃহ, গাধার ঘর। পর্য্যায়—খরগ্রহ।

খরগেহ (ক্লী) খরস্য গেহং ৬তৎ। গাধার ঘর।

খরগোস (পার্সী) তীক্ষ্ণদন্ত চতুষ্পদ জীববিশেষ। সংস্কৃত ভাষায় ইহার নাম শশ, শশক, মৃগলোমক, শূলিক, লোমকর্ণ (হেম° ১৩২৬) হিন্দীতে 'খরা' বাঙ্গালায় খরগোস ও বঙ্গের স্থানবিশেষে 'সসা', মরাঠী 'শশ', তামিল 'মুসল', তৈলঙ্গী 'কুন্দেল', কনাড়ী 'মল', গোণ্ডী 'মোলোল'।

খরগোস জাতি (Lepus) প্রধানতঃ দুই প্রকার, কতকগুলি দেখিতে অপেক্ষাকৃত বড়, তাহাকে ইংরাজীতে 'হেয়ার' (Hare) বলে, আবার কতকগুলি আকারে ক্ষুদ্র, ইংরাজীতে তাহাকে 'র‍্যাবিট' (Rabbit) বলে।

প্রথম শ্রেণীর খরগোস মধ্যে আবার আকার, গঠন ও বর্ণানুসারে ১৫ প্রকার শাখা বাহির হইয়াছে। এই শ্রেণীর খরগোস অষ্ট্রেলিয়া ব্যতীত পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বাস করে। এমন কি চিরতুষারাবৃত সুমেরুপ্রদেশে বরফের মধ্যেও এই শ্রেণীর খরগোস দেখা যায়।

ছোট খরগোসও পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বাস করে।

সকল পশুর মধ্যে খরগোস অতি ভীরু, ইহাদের মাথা গোল, মুখ ছোট, তাহার দুই পাশে বড় বড় লোম হয়, কাণ অপেক্ষাকৃত বড়, বনে কাণ পশ্চাতে ফিরাইতে পারে। চক্ষুর তারা খুব উজ্জ্বল ও বৃহৎ, চাহিয়া থাকিলে পশ্চাতেও দেখিতে পায়। অঙ্গ অতি কোমল ও চিক্কণ লোমে ঢাকা। ইহারা নিবিড় বনে ও গ্রামের নিকটে গর্ত্ত করিয়া বাস করে এবং রাত্রিকালে চরিয়া বেড়ায়।

নিকটে শস্যক্ষেত্র থাকিলে আর নিস্তার নাই, দলে দলে গিয়া শস্যক্ষেত্র নষ্ট করে। এ জন্য বিলাত প্রভৃতি নানা স্থানে যেখানে খরগোস বেশী, সেখানে খরগোস মারিবার নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে।

ইহাদের পদে পদে শত্রু। তেমন কোন অস্ত্র নাই, যদ্দারা বিপদ্ আপদ্ হইতে সহজে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে। তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহে ইহাদের শ্রবণশক্তি অতি প্রবল। বায়ুর একটু শব্দ হইলে, গাছের পাতাটী নড়িলে অমনি সতর্ক হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করে। পশ্চাতে শত্রু দেখিলে প্রাণপণে খানিক ছুটিয়া গিয়া থমকিয়া দাঁড়ায়, আবার ভিন্ন দিকে ছুটিয়া গিয়া নিবিড় বনে কোন গর্ত্ত মধ্যে মুখ লুকাইয়া রাখে। তাহাতেও নিস্তার নাই। কথায় বলে, "ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান," তা এই খরগোসও একপ্রকার তাই। কুকুরাদি শত্রুর দন্তস্পর্শ মাত্রে মরিয়া যায়। ইহারা চোখ মেলিয়া ঘুমায় ও যোড়া যোড়া পা ফেলিয়া চলে।

খরগোসী ছয় মাসে গর্ভবতী হয়, এক মাস পরে এককালে ৭৮টী সন্তান প্রসব করে। প্রসবের ১০।১৫ দিন পরে আবার গর্ভবতী হয়। জগতে ইহাদের বিস্তর শত্রু না থাকিলে বোধ হয় খরগোস জাতিতে অর্দ্ধেক পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। ইহাদের মাংস অতি কোমল ও সুস্বাদু। বিলাতে অনেকে আদর করিয়া ইহাদের মাংস খায়। ইহাদের লোমশ কোমল চর্ম্মে সুন্দর সুন্দর টুপি হয়, এই জন্য বাণিজ্যে খরগোসের চর্ম্ম মূল্যবান্। মনুতে শশ মাংস ভক্ষ্য বলিয়া লিখিত হইয়াছে—

"শ্বাবিধং শল্যকং গোধাং খড়্গকূর্ম্মশশাংস্তথা।
ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষ্বাহুরনুষ্ট্রাংশ্চৈকতো দতঃ॥"
(মনু ৫।১৮)

অর্থাৎ পঞ্চনখের মধ্যে শল্যক, গোসাপ, গণ্ডার, কচ্ছপ ও খরগোস ভক্ষ্য।

খরগোস পুষিলে পোষ মানে, কিন্তু পাঁচ ছয় বর্ষের অধিক বাঁচে না। বরাহমিহিরের মতে—খরগোস রাত্রি-কালে বামপার্শ্বে শব্দ করিলে তাহাতে মঙ্গল হয়।

"শশকো নিশি বামপার্শ্বগো বাশন্ শুভফলো নিগদ্যতে।"
(বৃহৎসংহিতা ৮৮।২১) [শশক দেখ।]

খরগ্রহ (পুং) খরস্য গ্রহঃ গৃহং ৬তৎ। ১ গর্দ্দভগৃহ। (ত্রিকাণ্ড°)

খরঘাতন (পু) খরমুগ্রয়োগং তন্নামক রাক্ষসং বা ঘাতয়তি হন্ স্বার্থে ণিচ ল্যু। ১ নাগকেশর। (শব্দচন্দ্রিকা) ২ শ্রীরাম।

খরচ (পারসী) ব্যয়।

খরচপত্র (দেশজ) অর্থ ব্যয়।

খরচা (পারসীজ) ১ খরচ, প্রধানতঃ মোকদ্দমার ব্যয় বুঝায়।

খরচী (দেশজ) যে অধিক খরচ করে, অমিতব্যয়ী।

খরচ্ছদ (পুং) খরতীব্রচ্ছদঃ পত্রমস্য বহুব্রী। ১ উলপতৃণ, উলুখড়। ২ ইৎকট, ওকড়া। (রত্নমালা) ৩ কুশতৃণ, কলিঙ্গদেশে ইহাকে কুন্দরা বলে। ৪ ভূমিসহ বৃক্ষ, হিন্দীতে ভুঁইসহা বলে। ৫ শেওড়া, শাখোটবৃক্ষ। (ভাবপ্রকাশ)

খরজু (ত্রি) খরং তীব্রাতি জু-বাহুলকাৎ কুঃ। তীব্রগতি।

"খজু নাপং খরমজ্রা খরজ্রুর্বায়ুর্ণ পর্করৎ ক্ষরদ্ রয়ীণাম্।"
(ঋক্ ১০।১০৬।৭।) 'খরজু তীক্ষ্ণগতিঃ' (সায়ণ।)

খরণস (ত্রি) খরস্য নাসেব নাসা যস্য বহুব্রী, খরা নাসা যস্য ইতি বা নাসায়া নসাদেশঃ বিকল্পপক্ষে অজভাবঃ। ১ যাহার নাসিকা গাধার নাসিকার তুল্য। ২ তীক্ষ্ণনাসিক, যাহার ধারাল নাক আছে।

খরণস (ত্রি) খরা তীক্ষ্ণা নাসা অস্য বহুব্রী অচ্ নাসায়া নসাদেশশ্চ খরখরাভ্যাং বানস। পা ৫।৪।১১৮ বার্ত্তিক) ণত্বং (পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ। পা ৮।৪।৩) ১ তীক্ষ্ণনাসিক, যাহার ধারাল নাক আছে। ২ যাহার নাসিকা গর্দ্দভ নাসিকার তুল্য। অমর)

খরতর (ত্রি) খর-তর। অতিশয় তীক্ষ্ণ।

"খরতর বরশর হতদশ বদন
খগচর নগধর ফণধর-শয়ন।
জগদঘ মপহর ভবভয়-তরণ
পরপদ-লয়কর কমলজনয়ন॥" (উদ্ভট)

খরতরগচ্ছ, জৈনসম্প্রদায়ের একশাখা। প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র এই খরতরগচ্ছ ছিলেন। রাজপুতানার রাজগণ খরতরগচ্ছের যতিগণকে বিশেষ সম্মান করেন। [গচ্ছ দেখ।]

খরতালী, ঘন যন্ত্রবিশেষ, ইহা সভ্য যন্ত্র। ইস্পাত লৌহ বা কাংসদ্বারা এই যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহার বাদ্য অতিশয় মধুর। ঐকতান বাদনের সহিত ব্যবহৃত হয়।

খরত্বচ্ (স্ত্রী) খরা তীক্ষ্ণা ত্বক্ যস্যাঃ বহুব্রী। অলম্বুষা, লজ্জালু-বিশেষ। (ভাবপ্রকাশ)

খরদণ্ড (ক্লী) খর উগ্রঃ কণ্টকাবৃতত্বাৎ দণ্ডো যস্য বহুব্রী। পদ্ম। (ধরণী)

খরদলা (স্ত্রী) খরং দলং যস্যাঃ বহুব্রী। কেঁয়াকলা, ডুমুর।

খরদূষণ (পুং) খরং উগ্রং দূষণং মাদকতাজনক দোষোযস্য বহুব্রী। ১ ধুস্তূর, ধুতুরা। (ত্রি) খরং তীব্রং দূষণং যস্য বহুব্রী। ২ বহুদোষযুক্ত। (পুং) [দ্বন্দ্ব] খরশ্চ দূষণশ্চ (ইতরেতরদ্বন্দ্ব) ৩ খর ও দূষণনামক রাক্ষসদ্বয়।

"খরদূষণয়ো র্ভ্রাত্রোঃ" (ভট্টি) [খর দেখ।]

খরধার (ত্রি) খরা উগ্রা ধারা যস্য বহুব্রী। তীব্রধার,

৬৯-৮

ধারাল অস্ত্র। সুশ্রুতের মতে ক্ষুরপত্র ভিন্ন অপর কোন খরধার অস্ত্র ব্রণাদিতে প্রয়োগ করা অবিধেয়।

"তত্র বক্রং কুণ্ঠং খণ্ডং খরধারমতিস্থূলমত্যল্পমতিদীর্ঘমতিহ্রস্বমিত্যষ্টৌ শস্ত্রদোষাঃ। অতো বিপরীতগুণমাদদীতান্যত্র ক্ষুরপত্রাৎ। তদ্ধি খরধারমস্থিচ্ছেদনার্থং।" (সুশ্রুত সূত্র° ৮অঃ)

খরধ্বংসিন্ (পুং) খরং খরনামানং রাক্ষসং ধ্বংসয়তি ধ্বংস-ণিচ্-ণিন্। ১ শ্রীরাম। (শব্দরত্নাবলী) খরং কংসচরং ধ্বংসয়তি পূর্ব্ববৎ। ২ কৃষ্ণ।

খরনাদিন্ (ত্রি) খরং নদতি নদ-ণিনি। ২ যে গর্দ্দভের ন্যায় শব্দ করে। এই শব্দটী বহ্বাদিগণান্তর্গত। ইহার উত্তর অপত্যার্থে ইঞ্ হয়।

খরনাদিনী (স্ত্রী) খরনাদিন্-ঙীপ্। রেণুকা নামক গন্ধদ্রব্য।

খরনাল (ক্লী) খরং নালং যস্য বহুব্রী। পদ্ম।

"নাবাগ্ গতস্তং খরনালনাল-
নাভিং বিচিন্বং স্তদবিন্দতাজঃ॥" (ভাগবত ২।৮।২০।)

খরপ (পুং) খরং পিবতি পা-ক। ১ ঋষিবিশেষ। এই শব্দটী নড়াদি গণান্তর্গত। গোত্রাপত্যার্থে ইহার উত্তর ফক্ হইয়া খারপায়ণ শব্দ হয়। (বহু) খারপায়ণ যাস্কাদিত্বাদপত্যপ্রত্যয়স্য লুক্। ২ খরপ নামক ঋষির বহু গোত্রাপত্য।

খরপত্র (পুং) খরং পত্রমস্য বহুব্রী। ১ শাকবৃক্ষ, সেগুণ। ২ ক্ষুদ্র তুলসীবৃক্ষ। (রত্নাবলী) ৩ বাবনালশর, কোহবলী। ৪ মরুব বৃক্ষ। ৫ হরিদ্বর্ণ কুশ। (রাজনি°)

খরপত্রক (পুং) তিলকবৃক্ষ। (শব্দচন্দ্রিকা)

খরপত্রী (স্ত্রী) খরং পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী। ১ গোজিহ্বাবৃক্ষ, দারিয়া শাক। ২ কাকোডুম্বরিকা, কাকডুমুর।

খরপর্ণিনী (স্ত্রী) গোজিহ্বা ক্ষুপ, দারিয়াশাক।

খরপাত্র (ক্লী) খরঞ্চ তৎ পাত্রঞ্চেতি কর্ম্মধা°। লৌহপাত্র।

খরপাদাঢ্য (পুং) খরৈঃ পাদৈঃ মূলৈরাঢ্যঃ। কপিত্থবৃক্ষ, (শব্দচন্দ্রিকা।) কৎবেল।

খরপুষ্প (পুং) খরং পুষ্পমস্যাঃ বহুব্রী। মরুবকবৃক্ষ, নাগদানা।

খরপুষ্পা (স্ত্রী) খরাণি পুষ্পাণি অস্যাঃ বহুব্রী। স্ত্রীত্বাৎ পক্ষে টাপ্। বর্ব্বরাশাক, বাবুই তুলসী।

খরপুষ্পিকা (স্ত্রী) খরপুষ্পা স্বার্থে কন্ অত-ইত্ব। বর্ব্বরাবৃক্ষ।

খরপুষ্পী (স্ত্রী) খরং পুষ্পং যস্যাঃ বহুব্রী বা ঙীপ্। বর্ব্বরা শাক, বাবুই তুলসী।

খরপ্রিয় (পুং স্ত্রী) খলঃ ধান্যকণাদিপ্রভৃতিশস্যমর্দ্দনস্থানং প্রিয়ো যস্য বহুব্রী। পক্ষে স্ত্রঃ। পারাবত, পায়রা। (শব্দমালা)

খরমঞ্জ (পুং) [বৈ] খরং মঞ্জরতি মঞ্জ-র। অত্যন্ত শোষক। [খরমঞ্জু দেখ।]

খরমঞ্জরী (স্ত্রী) খরা মঞ্জরী যস্যাঃ বহুব্রী। সমাসান্ত বিধেরনিত্যত্বাৎ ন কপ্। অপামার্গ। (অমর)

"বিড়ঙ্গ খরমঞ্জরী মধুশিগু সূর্য্যাবল্লী" (সুশ্রুত চিকি° ৩১ অঃ)

ইত্যাদ্য খরমঞ্জরি শব্দের প্রয়োগও দৃষ্ট হয়।

"মধুকসারশ্চ হিতোঽবপীড়ে
ফলানি শিগ্রোঃ খরমঞ্জর্ব্বা।" (সুশ্রুত চিকিৎসিত° ১৮ অঃ)

খররশ্মি (পুং) খরতীক্ষ্ণঃ রশ্মির্যস্য বহুব্রী। সূর্য্য।

খররোমন্ (ত্রি) খরং রোম যস্য বহুব্রী। ১ কঠিন রোমযুক্ত। ধর্ম্মশাস্ত্রকার শাতাতপের মতে গর্দ্দভ হিংসা করিলে পর জন্মে খররোমা হয়। "খরে নিহতে চৈব খররোমা প্রজায়তে।" (শাতাতপ।) ২ নাগবিশেষ। (জটাধর)

খরবল্কা (দেশজ) তৃণবিশেষ।

খরবল্লরী (স্ত্রী) নাগবলা। (বৈদ্যক)

খরবল্লিকা (স্ত্রী) খরা চাসৌ বল্লী চেতি কর্ম্মধা° ততঃ স্বার্থে কন্ টাপ্ ইকারস্য হ্রস্বত্ব। নাগবলা, গোরখচাকুলে।

খরবল্লী (স্ত্রী) খরা চাসৌ বল্লী চেতি কর্ম্মধা°। নাগবলা, গোরখচাকুলে।

খরবার, ছোটনাগপুর ও বেহারবাসী জাতিবিশেষ। কেহ বলেন, ইহারা দ্রাবিড়, আবার কাহারও মতে ইহারা কোল-জাতিরই একশাখা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিশ্বাস ইহারা তুরাণীয়জাতিসম্ভূত। কেহ বলেন, নেপালের কিরাতজাতির সহিত এই জাতির অনেকটা সাদৃশ্য আছে, উভয়ে একজাতি হইলেও হইতে পারে। মূল কথা, ইহারা প্রকৃত কোন্ জাতি হইতে উদ্ভূত, তাহা এখনও ঠিক হয় নাই।

খরবারেরা বলে—রাজা বেণের সময়ে যখন সার্ব্বজনিক বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না, সেই সময় ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ভর-জাতীয় রমণীর গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হয়।

ইহারা আরও পরিচয় দেয়—"সূর্য্যবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্বের প্রিয়ভবন রোহতাসগড়ে আমাদের পূর্ব্ববাস ছিল, আমরাও সূর্য্যবংশীয়, তাই এখনও পৈতা ধারণ করি।"

ইহাদের মধ্যে রাজা হইতে অতি দীন দরিদ্র চাষা পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদের অবস্থা ভাল, তাহাদের শারীরিক গঠনও অনেকটা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মত আবার যাহারা নিঃস্ব, কৃষিমাত্র জীবিকা, তাহাদিগকে দেখিতে অনেকটা সাঁওতালদিগের মত। রামগড় ও যশপুরের রাজা এই জাতীয়। উক্ত রাজপরিবারবর্গকে দেখিলে আর নীচজাতি বলিতে পারা যায় না। এখন ইহাদের শরীরে রাজপুতরক্ত মিশ্রিত হইয়াছে, টাকার জোরে উচ্চশ্রেণীর রাজপুতের সঙ্গে আদান প্রদান চলিতেছে।

শুনিতে পাইলে সকলে বুঝিয়া লয় যে বরকন্তার দেখা শুনা হইয়াছে, তৎপরে সকলে যে যার ঘরে চলিয়া আসে। সাধারণের বিশ্বাস ঐ পাথরখানিই আবার বহরাম পাহাড়ে গিয়া যথাস্থানে থাকে।

খরবুজ (পারস্ত) বৃক্ষবিশেষ। (Cucumis melo)

এই গাছ পারস্ত, আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষে জন্মে। ইহার ফলকে হিন্দীতে খরবুজ, বাঙ্গালায় খরমুজ, তৈলঙ্গ ও তামিলে মুলম্, সিন্ধুপ্রদেশে খিস্রো, পঞ্জাবে গিদম্, সংস্কৃতে দশাঙ্গুলী, চীনে তি-ন্‌কা বা হিএন্‌কা, ইংরাজীতে (Melon) বলে। কাবুল ও পেশবার অঞ্চলে এই গাছের বড় আদর। কাশ্মীরে এই ফল খুব বড় হয়, সেখানে অধিবাসীদের ইহা নিত্য আহারীয় মধ্যে গণ্য। [খর্বুজ দেখ।]

খরশব্দ (পুং) খর উগ্রঃ শব্দো যস্ত বহুব্রী। ১ কুররপক্ষী, চলিত কথায় কুরল বলে। (রাজনি°) খরশ্চ শব্দঃ কর্ম্মধা°। ২ গাধার শব্দ। খরশ্চাসৌ শব্দশ্চেতি কর্ম্মধা°। ৩ উগ্রশব্দ।

খরশাক (পুং) খরঃ শাকঃ যস্ত বহুব্রী। ভার্গী, বামনহাটী।

খরশাকা (স্ত্রী) খরঃ শাকঃ যস্তাঃ বহুব্রী-টাপ্। ভার্গী, বামহাটী

খরশাণ, অতিশয় তীক্ষ্ণ।

খরশাল (ক্লী) খরাণাং শালা ৬তৎ নপুংসকত্বঞ্চ। গাধার ঘর। (শব্দচন্দ্রিকা)

খরশোণ (স্ত্রী) যে আকাশে রসমূলরাত উদিত হন্। লোহিকাশতা। (তারাবলী)

খরশূলা (দেশজ) একপ্রকার মাছ। (Mugil protuberans)

খরসোন্দ (পুং খং শূন্যভূতঃ রসোন্দঃ রসাস্বাদনমত্র বহুব্রী। খর্পাত্র, লৌহপাত্র। (ত্রিকাণ্ড°)

খরস্কন্ধ (পুং) খরঃ স্কন্ধোহস্ত বহুব্রী। প্রিয়ালবৃক্ষ, পিয়াল গাছ। (রাজনি°)

খরস্কন্ধা (স্ত্রী) খরঃ স্কন্ধোহস্তাঃ বহুব্রী। খর্জ্জুরীবৃক্ষ, খেজুরগাছ। (রাজনি°)

খরস্পর্শা (স্ত্রী) খরঃ স্পর্শো যস্তাঃ বহুব্রী ততঃ টাপ্। ১ পীত পুষ্প, দেবদালীলতা। ২ কদম্বপুষ্প ঘোষালতা। (ভাবপ্রকাশ)

খরস্বরা (স্ত্রী) খর° স্বরতি উপতাপয়তি স্বৃ-অচ্। ১ বন মল্লিকা, চলিত কথায় কাঠমল্লিকা বলে। ২ ত্রিপুরমল্লিকা।

খরা (স্ত্রী) খং আকাশং রাতি গচ্ছতি খ-রা ক লকারস্ত রঃ দেবতাড় বৃক্ষ, দেবতাড়া। (অমর)

(হিন্দী) খরগোস্, শশক।

খরাংশু (পুং) খরস্তীক্ষ্ণঃ অংশুর্যস্ত বহুব্রী। সূর্য্য। (ত্রিকাণ্ড°)

খরাগরী (স্ত্রী) খরং আগরতি খর-আ-গৄ-অচ্। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। দেবতাড় বৃক্ষ। (অমরটী° রায়মুকুট।)

খরাজ (পারসী) যে জমির কর দিতে হয়।

খরাণুক (পুং) শিবের একজন অনুচর।

খরাদী (হিন্দী) হিন্দুস্থানী জাতিবিশেষ, যাহারা খরাদ দ্বারা কর্ম্ম করে বা খোঁদে।

খরাব্দাঙ্কুরক (ক্লী) খরাব্দাৎ তীব্রগর্জ্জনমেঘাৎ অঙ্কুরমস্তি অঙ্কুর-বুন্। বৈদূর্য্যমণি, হিন্দীতে লহসুনীয়া বলে। নূতন মেঘের ডাকে এই মণির অঙ্কুর উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার "খরাব্দাঙ্কুরক" নাম হইয়াছে। [বৈদূর্য্য দেখ।]

খরার, পঞ্জাবপ্রদেশের অম্বালা জেলার একটী তহসীল। অক্ষা° ৩০°৩৮ হইতে ৩০°৫৩ উঃ দ্রাঘি° ৭৬°৩৪ হইতে ৭৬°৪৯ পূঃ। ভূমির পরিমাণ ৩৮৬ বর্গমাইল। এই তহসীলে বাৎসরিক ১২৫৪১০৲ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। এই স্থানে গম, জোয়ারা, কাঙ্গনি, ছোলা, চাউল, তুলা ও ইক্ষু যথেষ্ট জন্মে। স্থানীয় দেওয়ানী ও দায়রার বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য একজন তহসীলদার ও একজন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন। ৩টী পুলিসের ফাঁড়ি (থানা) আছে। এই তহসীলের প্রধান নগরের নাম খরার। নগরের স্বাস্থ্যের জন্য মিউনিসিপালিটী আছে। নগর মধ্যে ৭৯২ ঘর লোকের বসতি।

খরাল, গুজরাট প্রদেশের অন্তর্গত মাহিকান্থা বিভাগের মধ্যবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। সাবরমতীনদীর তীরে অবস্থিত। ইহাতে ১২ খানি গ্রাম আছে। সম্প্রতি এখানকার সামন্তরাজ, তিনি জাতিতে মুকবানা কোলী ছিলেন পরে ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হন এক্ষণে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ধর্ম্মেরই ক্রিয়াকলাপাদি রক্ষা করিয়া থাকেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্য পাইবার অধিকারী। দত্তক পুত্র লইবার কোন ক্ষমতা রাজার নাই। বরোদার গাইকোবাড়কে ৭৪০৲ টাকা বার্ষিক ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে বৎসরে ৭৮০৲ টাকা কর স্বরূপ দিতে হয়। এখানে একটী ক্ষুদ্রবিদ্যালয় আছে।

খরালিক (পুং) খর° আলাতি খর আ লা ক লিত ইতঃ স্বার্থে কন্। ১ প্রাদণী, নাপিত। ২ ক্ষুরাধার। ৩ লৌহতীর। ৪ উপাধান। [খুরালিক দেখ।] কেহ কেহ 'খরালিক' স্থলে খুরালিক পাঠ করেন।

খরাশ্বা (স্ত্রী) খইবরাশ্বাতে ভুক্তাতে অশ্‌ ব। (উণাদিসূত্র। উণ্ ৪।৯৫) ১ ময়ূরশিখা, কণ্টকটা। ২ ক্ষেত্রযমানী, ক্ষেতে জোয়ান। (অমরটী° ভরত) ৩ বনযমানী, বন জোয়ান। (রত্নমালা) ৪ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, চুয়াকুল।

"খরাশ্বা কফবাতঘ্নী বস্তিরোগ-রুজাপহা" (চরক সূত্র° ২৭ অঃ)

খরাস্ত্র (ক্লী) খরস্ত অস্ত্রং ৬তৎ। গাধার রক্ত। (ভাবপ্রকাশ)

না মামাত ভগিনী ও ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করিতে নাই। সাধারণতঃ কন্যার ঋতুর পর বিবাহ হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে যদি স্ত্রী কোন পুরুষে গমন করে, তাহাতে দোষ হয় না। সমৃদ্ধিশালী খরিয়াদের মধ্যে এখন হিন্দুদের মত বাল্যবিবাহ চলিত হইয়াছে। বিবাহের সম্বন্ধ উভয় পক্ষের পিতামাতা বা কর্ত্তৃপক্ষেরাই স্থির করে। বিবাহের দিন স্থির হইলে বরের পিতাকে অবস্থাভেদে এক হইতে ১০টী পর্য্যন্ত গোরু বা মহিষ শুল্কস্বরূপ (কন্যাপণ) দিতে হয়। মাঘ মাসে এই শুভ বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঐ মাস ব্যতীত অপর কোন মাসে খরিয়ারা বিবাহ করিতে পারে না। বিবাহের পূর্ব্বদিনে কন্যার বাড়ীর স্ত্রী লোকেরা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া বরের বাটীতে আসে। পরে বিবাহের দিন অতি প্রত্যূষে বরের ও কন্যার গায়ে উত্তম করিয়া তৈল মাখাইয়া স্নান করাইয়া দেয়। পাঁচ আঁটী খড় মাটীতে বিছাইয়া, তাহার উপর লাঙ্গলের জোয়াল রাখে, বর-কন্যা উভয়ে পরস্পরে সম্মুখীন হইয়া ঐ জোয়ালের উপর দাঁড়াইয়া থাকে। বর কন্যার সীমন্তে সিন্দূর লেপন করে, পক্ষান্তরে কন্যাও বরের কপালে একটী ছোট সিন্দূরের টিপ দিয়া থাকে। এইরূপে বিবাহ-কার্য্য শেষ হয়। কন্যার পিতা যদি অঙ্গীকৃত পণ এককালে দিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিবাহের এক মাসের মধ্যে কন্যার গাত্রাচ্ছাদন জন্য ৭ খানি কাপড় ও জামাতাকে একটী বৃষ দিতে হয়। বিবাহের সময় বরকর্ত্তা নিজ বাটীর নিকটে একটী গাছতলা পরিষ্কার করিয়া রাখে। কন্যাযাত্রীরা আসিয়া এইখানে আড্ডা করে, পরে বরযাত্রীরা আসিয়া মিলিত হয়। উভয় দলকে একটী করিয়া মাটীর জলের জালা দেওয়া হয়। জালার চারিদিকে ধানের তুঁষ ছড়ান ও মাথার উপরে একটী করিয়া আলো দেওয়া থাকে। সমস্ত দিনই পান-ভোজন, নাচ-গান ও আমোদে কাটিয়া যায়। এই ভোজের সমস্ত খরচই বরকর্ত্তাকে বহন করিতে হয়। যখন দুইদলে ভোজ চলিতেছে, তখন তাহাদের সম্মুখে কন্যাকে আনিয়া তাহাকে গরম জলে কাপড় কাচিতে দেয়। ইহাতে উপস্থিত সকলেই বুঝিতে পারে যে, এই কন্যা গার্হস্থ্য সকল কার্য্যই করিতে নিপুণা হইবে।

খরিয়াদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। স্বামীর মৃত্যু হইলে পর বিধবা তাহার দেবরকে সাঙ্গা করিতে পারে বা যদি অপর কাহাকেও বিবাহ করে, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। বিধবা-বিবাহে নূতন স্বামী বিধবাকে ১খানি কাপড় ও কন্যার পণস্বরূপ একটী গোরু দিয়া থাকে। বিবাহিতা স্ত্রী অসতী হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে এবং বিবাহকালে কন্যার পিতা পণস্বরূপ যে গোরু বা মহিষ পাইয়াছেন, তাহা বরকে ফিরাইয়া দিতে হয়। ঐরূপ স্ত্রীকে বিবাহ করিতে হইলেও দুইটী গোরু বা মহিষ পণ লাগে।

পিতার বিষয়ে কেবলমাত্র পুত্রেরা উত্তরাধিকারী। দুধখরিয়ারা বলে যে, মিতাক্ষরার নিয়ম অনুসারে তাহাদের বিষয়ের উত্তরাধিকারী স্থির হয়। কিন্তু সচরাচর পঞ্চায়ত দ্বারা কার্য্য হইয়া থাকে। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর তাহার ভগিনীগণের ভরণপোষণের ভার থাকে। যদি কোন ব্যক্তির বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত দুইটী পুত্র ও সাঙ্গা করা পত্নীর গর্ভজাত দুইটী পুত্র থাকে, আর সেই পিতার যদি ১৬ খানি ধান-জমি থাকে, তাহা হইলে বিবাহিতা রমণীর পুত্রদ্বয় ১২ খানি ও অপর পুত্রদের মধ্যে ৪ খানি এইরূপ ভাগ হইয়া থাকে। বিবাহিতা ভার্য্যার জ্যেষ্ঠপুত্র ৭ অংশ ও কনিষ্ঠ ৫ অংশ, আর সাঙ্গা-করা স্ত্রীর পুত্রেরা কেবল ২ অংশ করিয়া পাইয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে এক একজন স্বজাতীয় পুরোহিত থাকে, তাহাকে 'কালো' বলে। এই কালো পুরোহিতেরা স্ব স্ব গ্রামের খরিয়া, পাহন, মুণ্ডা ও ওরাওন জাতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিয়া থাকে। খরিয়াদের মধ্যে যাহার বিবাহ হইয়াছে, তাহার শব অগ্নিতে দাহ করে এবং যে অবিবাহিত অবস্থায় মরে, তাহাকে গোর দেয়। দাহ হইলে পর একটী মাটীর পাত্রে কতকগুলি চাউল, মৃতের ভস্ম ও অস্থি রাখিয়া নদীর জলে বা পাহাড়ের গর্ত্ত মধ্যে ফেলিয়া দিয়া আসে।

খরিয়ারা প্রকৃতির সেবক। 'বড় পাহাড়' ইহাদের সর্ব্ব-প্রধান দেবতা, ইহার সম্মুখে সময়ে সময়ে মহিষ, ভেড়া ও রক্তকুক্কুট বলি দিয়া থাকে, ঐ দেবতার পূজা মুণ্ডা ও ওরাওন জাতি হইতে খরিয়া-মহলে আসিয়াছে। ইহাদের আরও কএকটী দেবতা আছে। যথা—

অক্ষোদেব (জলদেব), নাশনদেব (রোগ ও সংহারকর্ত্তা), গিলিংদেব (সূর্য্যদেব), কৈলোদেব (চন্দ্রদেব), পাটদেব (পল্লীদেবতা), দোকা দাড়া মহাদান, গ্রাম, অগ্নিদণ্ডা (শস্যরক্ষক দেবতা), বগলা সর্পা (গো-মেষাদির রোগপ্রবর্ত্তক দেবতা)। এই সকল দেবতার সন্তোষ-বিধানার্থ খরিয়ারা পশু-পক্ষী নানা জীব-জন্তু বলি দিয়া থাকে।

খরিয়ার, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত রায়পুর জেলায় একটী জমিদারী। বিন্দ্র নওয়াগড়ের পূর্ব্বে অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণে ৫৩ মাইল ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৩২ মাইল। ইহার মধ্যে ৫০৮ খানি

পণ্ডগ্রাম ও ১৫৫৮৭ ঘর লোকের বসতি। প্রবাদ আছে পাটনার কোন সামন্তরাজ তাঁহার কন্যার বিবাহকালে জামাতাকে যৌতুকস্বরূপ ঐ জমিদারী দান করেন। পরিবারের বর্ত্তমান সামন্তরাজ চৌহানবংশীয়।

খরী (দেশজ) ইক্ষুভেদ। (Saccharum Semidecumbens.)

খরাজঙ্ঘ (পুং) খরা গর্দ্দভা ইব জঙ্ঘা যস্য বহুব্রী। ১ ঋষিবিশেষ। ২ শিব। (বাচস্পত্য) বহুবচনে ইহার উত্তরবর্ত্তী অপত্য প্রত্যয়ের লোপ হয়।

খরু (পুং) খন কু নিপাতনে সাধুঃ (খরুশঙ্কুপীযু নীলঙ্গু লিগু। উণ্ ১।৩৭) ১ শর। ২ দর্প। ৩ অশ্ব। ৪ দন্ত। (মেদিনী) ৫ কামদেব। (উজ্জ্বলদত্ত।) ৬ শুক্লবর্ণ। (হেম°) (ত্রি) ৭ শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট। ৮ নিষিদ্ধকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে যাহার রুচি হয়। ৯ নির্ব্বোধ। ১০ ক্রূর। ১১ তীক্ষ্ণ। (স্ত্রী) ১২ পতিম্বরা কন্যা। (হেম°) খরু শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয় না।

খরেলা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে হামিরপুর জেলার একটী নগর। দ্রাঘি° ৭৯°৫০'৪০" পূঃ, অক্ষা° ২৫°১১' উঃ। এখানে একটী বিদ্যালয়, ডাকঘর ও পুলিসের ফাঁড়ি এবং সুন্দর সুন্দর কতকগুলি দেবমন্দির আছে।

খরোষ্টি (স্ত্রী) জনপদবিশেষ।

খরখর (দেশজ) ১ চটপটে। ২ তীক্ষ্ণ। ৩ বাচাল।

খর্গোদ (পুং ক্লী) ভৌতিকবিদ্যা, একপ্রকার ইন্দ্রজাল।

খর্গলা (স্ত্রী) [বৈ] উলূকী।

"প্র য জিগাতি খর্গলেব নক্তমপদ্রুহা তন্বং গূহমানা।"
(ঋক্ ৭।১০৪।১৭) 'খর্গলেব উলূকীব' (সায়ণ)

খরগোস (পারসী) খরা, শশক। [খরগোস্ দেখ।]

খর্জ্জন (ক্লী) খর্জ্জ-ল্যুট্। কণ্ডূয়ন, চুলকন।

খর্জ্জরা (স্ত্রী) খর্জ্জং রাতি খর্জ্জ-রা-ক-টাপ্। খড়ি-কায়, মাজি-মাটী। (বৈদ্যক)

খর্জ্জিকা (স্ত্রী) খর্জ্জ ণ্বুল্ টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। উপদংশ রোগ।

খর্জ্জু (পুং) খর্জ্জ উন্। ১ কণ্ডূবিশেষ, চুলকানি। ২ খর্জ্জুর বৃক্ষ। ৩ কীটবিশেষ।

খর্জ্জূর (ক্লী) খর্জ্জ উরচ্। রৌপ্য। (অমরটীকা-রমানাথ)

খর্জ্জু (স্ত্রী) খর্জ্জ-উ (কৃষিচমিতনিধানসর্জ্জিখর্জ্জিভ্য উঃ। উণ্ ১।৮২) ১ কণ্ডূ। ২ কীট। (উণাদিকোষ।) (পুং) ৪ বণিক্। (উজ্জ্বলদত্ত)

খর্জ্জুঘ্ন (পুং) খর্জ্জুং কণ্ডূয়নং হন্তি হন্ টক্। ১ চক্রমর্দ্দবৃক্ষ, চাকুন্দে। ২ ধুস্তূরবৃক্ষ, ধুতুরা। ৩ অর্কবৃক্ষ, আকন্দ। (রাজনি°)

খর্জ্জুর (পুং) খর্জ্জ-উর (খর্জ্জিপিঞ্জাদিভ্য উরোলচৌ। উণ্ ৪।৯০) ১ খর্জ্জুর বৃক্ষ। (ক্লী) খর্জ্জুরস্য ফলং খর্জ্জুর-অণ্-তস্য লোপঃ। ১ খর্জ্জুর ফল, খেজুর। (Phoenix sylvestris) দক্ষিণপশ্চিম স্থানবিশেষে 'সেন্দ খজুর' বা 'খজি', তামিল 'ইৎথম্পপ্প' তেলগুতে 'পেদ্দা ঈতা' বা 'ইটা চেট্টু'।

খেজুর গাছ ভারতের সর্ব্বত্রই জন্মে। এক একটী গাছ ৩০।৩৫ হাত উচ্চ হয়। কোন কোন গাছের ৮টী মাথাও দেখা যায়। ইহার কাষ্ঠের দাল্‌তো চাষের ক্ষেতে জল দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাতে অস্থায়ী সেতুও করা যায়। ইহার মূচি বেশ সুমিষ্ট। খেজুর গাছ ৭।৮ বৎসর হইলে তাহার মূচি কাটিয়া দিলে রস বাহির হয়। এই রস বেশ সুস্বাদু, ইহাতে উৎকৃষ্ট গুড় ও চিনি প্রস্তুত হয়। ইহার শীষ হইতে জাহাজের কাছি প্রস্তুত হয়। ইহার অন্তঃসার সিদ্ধ করিলে খয়েরের মত এক প্রকার আঠা বাহির হয়, সেই আঠায় চামড়া রং করা যায়। সার হাম্‌ফ্রে ডেভি খেজুর গাছের অন্তঃসার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহাতে শতকরা চর্ম্মোপযোগী আঠা (Tannin) ৫৪.৫, দ্রবণীয় পদার্থ ৩৪, মল ৬.৫, এবং বালি চূণ প্রভৃতি অদ্রবণীয় পদার্থ ৫ ভাগ আছে।

বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—মধুর, শীতল, গুরু, ক্ষয়, অভিঘাত, বৃংহণ, শুক্রবৃদ্ধিকর, দাহ ও বাতপিত্তরোগে হিতকর।

ভাবপ্রকাশ মতে খর্জ্জুর তিন প্রকার, সচরাচর যে খর্জ্জুর পাওয়া যায় এবং যাহার আকার ক্ষুদ্র তাহাকে ভূমিখর্জ্জুর বলে। পশ্চিমাঞ্চলে এক প্রকার খর্জ্জুর জন্মে, তাহাকে পিণ্ডখর্জ্জুর বা খর্জ্জুরিকা বলে। ইহা ছাড়া আর একপ্রকার খর্জ্জুর সেকালে অন্য দ্বীপ হইতে এদেশে আসিত, এখন পশ্চিম দেশে সেই খর্জ্জুর উৎপন্ন হয়, হিন্দীভাষায় উহাকে ছোহারা বলে। এই তিন প্রকার খর্জ্জুরই শীতবীর্য্য, মধুর রস, বিপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, হৃদয়গ্রাহী, ক্ষত ও ক্ষয়নাশক, গুরু, তৃপ্তিকর, রক্তপিত্তনাশক, পুষ্টিকর, বিষ্টম্ভী, শুক্রবৃদ্ধিকারক, বলকর, এবং কোষ্ঠগত বায়ু, বমি, কফ, জ্বর, অতিসার, ক্ষুধা তৃষ্ণা, কাশ, শ্বাস, মত্ততা, মূর্চ্ছা, বাতপৈত্তিক ও মদাত্যয়-রোগনাশক। খেজুরের রসের গুণ—মত্ততাজনক, পিত্তকারক, বাতঘ্ন, কফনাশক, রুচিকর, অগ্নিবৃদ্ধিকারী, বলকর ও শুক্রবর্দ্ধক। (ভাবপ্রকাশ-পূর্ব্ব ১।)

রাজবল্লভ মতে ইহার মাথীর গুণ—স্বাদু, তিক্ত, কষায়, মূত্রাঘাতরোগনাশক, বল ও শুক্রবৃদ্ধিকারক।

৩ রৌপ্য। ৪ হরিতাল, হরেল। ৫ খল। (মেদিনী) (পুং স্ত্রী) ৬ বৃশ্চিক, বিছা।

খর্জ্জূরক (পুং) বৃশ্চিক।

খর্জ্জূরবেধ (পুং) যোগবিশেষ, ইহার অপর নাম একার্গল। এই যোগে বিবাহ নিষিদ্ধ। [যোগ দেখ।]

শুনিতে পাইলে সকলে বুঝিয়া লয় যে বরফজার দেখা শুনা হইয়াছে, তৎপরে সকলে যে যার ঘরে চলিয়া আসে। সাধারণের বিশ্বাস ঐ পাথরখানিই আবার বরফাজ পাহাড়ে গিয়া যথাস্থানে থাকে।

খরবুজ (পারস্য) বৃক্ষবিশেষ। (Cucumis melo)

এই গাছ পারস্য, আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষে জন্মে। ইহার ফলকে হিন্দীতে খরবুজ, বাঙ্গালায় খরবুজ, তৈলঙ্গ ও তামিলে সুলস্, সিন্ধুপ্রদেশে খিস্রো, পঞ্জাবে গিলস্, সলয়ে দবোক্রমী, চীনে তিংন্কা বা হিঞন্কা, ইংরাজীতে (Melon) বলে। কাবুল ও পেশবার অঞ্চলে এই গাছের বড় আদর। কাশ্মীরে এই ফল খুব বড় হয়। সেখানে অধিবাসীদের ইহা নিত্য আহার্য্যের মধ্যে গণ্য। [খরুজ দেখ।

খরশব্দ (পুং) খর উগ্রঃ শব্দো যস্য বহুব্রী। ১ কুররপক্ষী, চলিত কথায় কুর বলে। (রাজনি॰। খরশ্চ শব্দঃ কর্ম্ম। ২ গাধার শব্দ। খরশ্চাসৌ শব্দশ্চেতি কর্ম্মধা॰। ৩ উগ্রশব্দ।

খরশাক (পুং খরং শাকমস্য বহুব্রী। ভার্গী, বামনহাটী।

খরশাকা (স্ত্রী) খরং শাকং যস্যাঃ বহুব্রী-টাপ্। ভার্গী, বামনহাটী

খরশাণ, অতিশয় তীক্ষ্ণ।

খরশাল (ক্লী) খরাণাং শালা ৬তৎ নপুংসকত্বঞ্চ। গাধার ঘর। (শব্দচিন্তামণি)

খরশোণ স্ত্রী) যে আকাশে রসমূলঘাত উদিত হয়। লোহিকালতা। (হারাবলী)

খরশূলা (দেশজ) একপ্রকার মাছ। (Mugil protuberans)

খরসোন্দ (পুং খং শূন্যভূতঃ রসোন্দঃ রসার্দ্রত্বমস্য বহুব্রী। খরপাত্র, লৌহপাত্র। (ত্রিকাণ্ড)

খরস্কন্ধ (পুং) খরঃ স্কন্ধোহস্য বহুব্রী। প্রিয়ালবৃক্ষ, পিয়াল গাছ। (রাজনি)

খরস্কন্ধা (স্ত্রী) খরঃ স্কন্ধোহস্যাঃ বহুব্রী। খর্জ্জূরীবৃক্ষ, খেজুরগাছ। (রাজনি॰)

খরস্পর্শা স্ত্রী, খরঃ স্পর্শো যস্যাঃ বহুব্রী ততঃ টাপ্। ১ পীত পুষ্প, দেবদালীলতা। ২ হলদেফুল ঘোষালতা। (ভাবপ্রকাশ)

খরস্বরা (স্ত্রী) খরং স্বরাত উপতাপয়তি স্বৃ-অচ্। ১ বন মল্লিকা, চলিত কথায় কাঠমল্লিকা বলে। ২ ত্রিপুরমল্লিকা।

খরা (স্ত্রী) খং আকাশং লাতি গচ্ছতি খ-লা ক লকারস্য রঃ দেবতাড় বৃক্ষ, দেবতাড়া। (অমর)

(হিন্দী) খরগোস্, শশক।

খরাংশু (পুং) খরতীক্ষ্ণঃ অংশুর্যস্য বহুব্রী। সূর্য্য। (ত্রিকাণ্ড॰)

খরাগরী (স্ত্রী) খরং আগরতি খর-আ-গৃ-অচ্। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। দেবতাড় বৃক্ষ। (অমরটী॰ রায়মুকুট।)

খরাজ (পারসী) যে জমির কর দিতে হয়।

খরাগুক (পুং) শিবের একজন অনুচর।

খরাদী (হিন্দী) হিন্দুস্থানী জাতিবিশেষ, যাহারা খরাদ দ্বারা কর্ম্ম করে বা খোঁদে।

খরাব্দাঙ্কুরক (ক্লী) খরাব্দাৎ তীব্রগর্জ্জনমেঘাৎ অঙ্কুরয়তি অঙ্কুর-ণ্বুল্। বৈদূর্য্যমণি, হিন্দীতে লহসুনীয়া বলে। নূতন মেঘের ডাকে এই মণির অঙ্কুর উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার "খরাব্দাঙ্কুরক" নাম হইয়াছে। [বৈদূর্য্য দেখ।]

খরার, পঞ্জাবপ্রদেশের অম্বালা জেলার একটী তহসীল। অক্ষা॰ ৩০°৩৮ হইতে ৩০°৫৩ উঃ দ্রাঘি॰ ৭৬°৭৪ হইতে ৭৬°৪৯ পূঃ। ভূমির পরিমাণ ৩১৬ বর্গমাইল। এই তহসীলে বাৎসরিক ১২৫৪০০ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। এই স্থানে গম, জোয়ারা, কাঙ্গানি, ছোলা, চাউল, তুলা ও ইক্ষু যথেষ্ট জন্মে। স্থানীয় দেওয়ানী ও দায়রার বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য একজন তহসীলদার ও একজন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন। ৩টী পুলিসের সাঁড় (থানা) আছে। এই তহসীলের প্রধান নগরের নাম খরার। নগরের স্বাস্থ্যের জন্য 'মিউনিসিপালিটী আছে নগর মধ্যে ৭৯২ ঘর লোকের বসতি।

খরাল, গুজরাট প্রদেশের অন্তর্গত মাহিকান্থা বিভাগের মধ্যবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্ররাজ্য। খাত্রকনদীর তীরে অবস্থিত। ইহাতে ১২ খানি গ্রাম আছে। সর্দ্দারসিংহ এখানকার সামন্তরাজ, তিনি জাতিতে মুকওয়ানা কোলি ছিলেন, পরে ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এক্ষণে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ধর্ম্মেরই ক্রিয়াকলাপাদি রক্ষা করিয়া কার্য্য করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্য পাইবার অধিকারী। দত্তক পুত্র লইবার কোন ক্ষমতা রাজার নাই। বরোদার গায়কোবাড়কে ১৭৯০্ টাকা বার্ষিক ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে বৎসরে ৭৬০্ টাকা কর স্বরূপ দিতে হয়। এখানে একটি স্কুল-বিদ্যালয় আছে।

খরালক (পুং) খরং আলাতি খর আ-লা ক ততঃ স্বার্থে কন্। ১ প্রদীপ, নাপিত। ২ ক্ষুরাধার। ৩ লৌহতীর। ৪ উপধান। [খুরালিক দেখ।] কেহ কেহ 'খরালিক স্থলে খুরালিক পাঠ করেন।

খরাশ্বা (স্ত্রী) খরৈরশ্বৈঃ ক্রম্যতে অশ্ব ব। (উণাদিসূত্র। উণ্ ৪।২৫) ১ ময়ূরশিখা, জয়জটা। ২ ক্ষেত্রযমানী, ক্ষেতে জোয়ান। (অমরটী॰ ভরত) ৩ বনযমানী, বন জোয়ান। (রত্নমালা) ৪ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, চুয়াফুল।

"খরাশ্বা কফবাতঘ্নী বস্তিরোগ-রুজাপহা" (চরক সূত্র॰ ২৭ অঃ)

খরাস্র (ক্লী) খরস্য অস্রং ৬তৎ। গাধার রক্ত। (ভাবপ্রকাশ)

খরাহ্বা (স্ত্রী) খরং তীব্রগন্ধং আহ্বয়তি আ-হ্বে-ক। ততঃ টাপ্। অজমোদা, বনজোয়ান। (রাজনি°)

খরিকা (স্ত্রী) খং রাতি রা-ক ততঃ স্বার্থে কন্ টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। চূর্ণাকৃতি কস্তূরীবিশেষ। (রাজনি°

খরিতা (আরবী) ১ পত্রাধার, চিঠির থলি। ২ পত্র, চিঠি।

খরিদ (পারসী) ক্রয়।

খরিদা (পারসী) যাহা ক্রয় করা হইয়াছে, ক্রীত কেনা।

খরিদদার (পারসী) যে কেনে, যে ক্রয় করে।

খরিয়া, কৃষিজীবি অসভ্য জাতিবিশেষ। ছোটনাগপুর অঞ্চল ইহাদের বসবাস। কাহারও মতে ইহারা কোলজাতির শাখা আবার কাহারও মতে দ্রাবিড়জাতিসম্ভূত। কিন্তু ঠিক ইহাদের মূল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। শারীরিক গঠন অনেক পরিমাণে মুণ্ডা জাতির ন্যায়, কিন্তু মুখের আকৃতি অপেক্ষাকৃত কুৎসিত। কেহ কেহ বলেন যে, ইহারা প্রথমে অনেক পরে রোহতাসগড়ে ও পাটনায় আসিয়া বাস করে। আবার কাহিনী প্রবাদে জানা যায় যে, ইহারা পুরাণ জাতির সহিত একত্র একত্র বাস করিত। ইহারা বলে ময়ূরের ডিম্বের শ্বেতলালা হইতে পুরাণ জাতি, ডিম্বের খোলা হইতে এই খরিয়া জাতি ও ডিম্বের কুসুম হইতে ভূমিজবংশ উৎপন্ন হইয়াছে। ময়ূরভঞ্জ হইতে ইহারা লোহারডাগা জেলার দক্ষিণপশ্চিমাংশে কোএল নদ পার হইয়া আসিয়া বাস করে। এই অসভ্য জাতির মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা নাই। ইহারা অক্ষরাদি লিখিতে জানে না। লেখাপড়া অভ্যাস না থাকায় এই জাতির বিশেষ ইতিহাস জানিবার উপায় নাই।

লোহারডাগা অঞ্চলের খরিয়াজাতি এই কয় ভাগে বিভক্ত,—ঢেকি খড়িয়া, দুধ খাড়িয়া, এরেঙ্গা খড়িয়া, মুণ্ডা খড়িয়া, বর্গা খড়িয়া এবং পাহাড়ে খড়িয়া। এ ছাড়া আবার ৭৪টী থাক আছে। সকলেই চাষবাস করে। কেহ বা জমির "কোরকর" কর্ষণ করিয়া রাখে, কেহ বা রাইয়ত হইয়া জমি ভোগ-দখল করে। অপরাপর স্থানের খরিয়ারা ক্রমাগত ও ইচ্ছামত একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইয়া বাস করে। লোহারডাগার চাষী খরিয়ারা কিছু সভ্য, ভদ্রলোকের মত ইহাদের পরিধেয় বস্ত্র ও বেশভূষা আছে, থাকিবার গৃহাদি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ইহারা স্বাস্থ্যকর সুস্বাদু দ্রব্য আহার করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে হিন্দুধর্মে সকলের আস্থা আছে। একবার যে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, সে ইহজন্মের মত তাহার জাতীয় প্রথম অবস্থা ভুলিয়া গিয়াছে। এমন কি তাহারা যে খরিয়াবংশসম্ভূত তাহা চেনা সুকঠিন। এক্ষণে তাহারা আর মানভূমের পার্ব্বত্য খড়িয়া, কোল ও ভূমিজ প্রভৃতি অসভ্য জাতির সংস্রবে থাকে না।

মানভূমের দলমা পাহাড়ে ও পাঞ্চপুরের বনময় পর্ব্বতে যে সকল বন্য খরিয়া বাস করে, তাহারা লোহারডাগার খরিয়াদের মত চাষবাস ভালবাসে না। নিরন্তর একস্থান হইতে অপরস্থানে যাইয়া বাস করে। পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গের উপরে কিম্বা পার্শ্বদেশে একত্র দুই তিনখানি ঘর বাঁধিয়া থাকে। ঘরগুলি বাঁশের, কোথাও বা শালগাছের ডাল কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহারা বনের মধ্যে কতক স্থানের গাছগাছড়াদি জ্বালাইয়া দিয়া তাহার ভস্মের উপর ফাঁক ফাঁক করিয়া বজরা ব্রীহি ও কোদোধান বপন করে ও তাহাই খাইয়া থাকে।

বন্য খরিয়ারা অত্যন্ত পেটুক। এমন কি বানর, গো, মেষ, মহিষাদি সকল প্রকার মৃত জন্তু পাইলেই খায়। সাধারণতঃ ইহারা বন্যফল, পাতা ও কন্দমূলাদি খাইয়া জীবন ধারণ করে। এতদ্ব্যতীত নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাইয়া বনজাত মধু, ধুনা, গালা, রেশমের গুটী, শালপাতা ও বাঁশের খুঁকি (ওরা) প্রভৃতি বদল দিয়া চাউল কিনিয়া আনে ও তাহাই পাক করিয়া খাইয়া থাকে। বন্য খরিয়াদিগকে কোথাও কোথাও বনমানুষ বলে। দুধখরিয়ারা গোমাংস ভক্ষণ করে না। তবে কাছিম পাইলে খাইয়া থাকে। খাওয়া দাওয়া ও রন্ধন বিষয়ে ইহাদের প্রথা স্বতন্ত্র। ছোটনাগপুরের নিকটবর্ত্তী গ্রামে ওরাওন জাতির সহিত যে সকল খরিয়া বাস করে, তাহারা ব্রাহ্মণের অধীনে থাকিয়া হিন্দু হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে। ইহারা প্রত্যেকে পৃথক্ হাঁড়ীতে রাঁধে, এমন কি নিজের স্ত্রীর হাতে পাক করা দ্রব্যও খায় না। যদি কোন অপরিচিত ব্যক্তি তাহাদের গৃহে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহারা হাঁড়ী কলসী প্রভৃতি গৃহস্থিত মৃৎপাত্র ফেলিয়া দেয় ও পিত্তল, কাঁসা প্রভৃতি বাসন মাজিয়া শুদ্ধ করিয়া লয়। এই শ্রেণীর খরিয়াদের আচার-ব্যবহার অতি কদর্য্য। ইহারা এত অপরিষ্কার যে, কখনও স্নান বা গাত্র ধৌত করে না।

খরিয়ারা কোন ভাল লৌহপাত্র প্রস্তুত করিতে জানে না, পাহাড় হইতে কন্দ-মূলাদি তুলিবার জন্য ইহারা লোহার খুন্তি ব্যবহার করে। বড় বড় ঘাস দিয়া পাতা সেলাই করিয়া এক প্রকার হাপর করে ও তদ্দ্বারা অগ্নিতে বাতাস দিয়া লোহা তাতাইয়া পিটিয়া লয়। কিন্তু শান দিয়া লইতে কামারের বাড়ী যায় না।

খরিয়াদের মধ্যে স্ব-বংশে এবং মাসী, মামী, খাণ্ডড

খর্জুরিকা (স্ত্রী) খর্জুর-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্ টাপ্ ঈকারস্য হ্রস্বশ্চ। মিষ্টান্নবিশেষ, চলিত কথায় মিঠাগজা বলে। (পাকরাজেশ্বর)

খর্জুরী (স্ত্রী) খর্জুর গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ বনখর্জুরবৃক্ষ। (অমর) ২ খর্জুরবৃক্ষ, খেজুরগাছ। পর্য্যায়—স্বাদুস্কন্ধা, ফলপুষ্পা, দুরারোহা, নিঃশ্রেণী, কষায়ী, যবনেষ্টা, হরপ্রিয়া।

[খর্জুর দেখ।]

খর্পর (পুং) কর্পর-পৃষোদরাদিত্বাৎ ককারস্য খঃ। ১ তস্কর, চোর। ২ ধূর্ত্ত। ৩ ভিক্ষাভাণ্ড। ৪ মৃণ্ময় জলপাত্রের অংশ, খাপরা। ৫ কপাল, মড়ার মাথার খুলি। ৬ ছত্র। (ত্রিকাণ্ড°) (স্ত্রী) ৭ তুত্থবিশেষ।

৮ উপধাতুবিশেষ; ইহা'কে বঙ্গভাষায় খাপর ও হিন্দীতে খাপরিয়া বলে। বৈদ্যকশাস্ত্রে ইহার অনেক প্রকার শোধন-প্রণালী লিখিত আছে। রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে -খর্পর রক্ত ও পীতপুষ্পের রসে পিষিয়া নরমূত্র, গোমূত্র ও সৈন্ধব-লবণের সহিত যবের কাঁজীতে সাতদিন কিম্বা তিনদিন ভাবনা দিলে বিশুদ্ধ হয়। কেহ কেহ বলেন যে, খর্পর সাতবার পোড়াইয়া কাগজীনেবুর রসে ভিজাইয়া রাখিলে বিশুদ্ধ হয়। খর্পর ভস্ম করিবার প্রণালী—বিশুদ্ধ খর্পর ও পারদ একত্র মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে একদিন পাক করিলে ভস্ম হয়। বিশুদ্ধ খর্পর নেত্ররোগনাশক, ক্লেদকর, জ্বররোগ-নাশক ও গুরু। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ) ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ কটু, ক্ষার, কষায়, বামকারক, লঘু, লেখন ও ভেদন গুণযুক্ত, চক্ষুর হিতকর, রক্তপিত্তনাশক এবং বিষ ও কুষ্ঠনিবৃত্তিকর। (ভাবপ্রকাশ)

খর্পরক (পুং) লৌহপাত্র।

খর্পরী (স্ত্রী) খর্পরং উপধাতুভেদঃ কারণত্বেন অস্ত্যস্যাঃ খর্পর।

"চাক্ষুষ্যমমৃতোৎপন্ন খর্পরী রাজিকা তথা।" (দ্রব্যাভিধান)

অচ্-ঙীষ্। খর্পরীতুত্থ। (অমর)

খর্পরীতুত্থ (স্ত্রী) কর্ম্মধাঃ। তুত্থবিশেষ, তুঁতে।

খর্পরাল (পুং) বৃক্ষবিশেষ।

খর্পরীতুত্থক (স্ত্রী) খর্পরীতুত্থ। (ভাবপ্রকাশ)

খর্ম্ম (স্ত্রী) ১ পরু-পেয়া ভক্তি। ২ পৌরুষ। ৩ রেশমীবস্ত্র।

খর্ম্মাটার (কর্মাটাড়) সাঁওতাল পরগণায় একটী গ্রাম, এখানে একটী রেল-ষ্টেশন আছে, কলিকাতা হইতে ৮৪ ক্রোশ।

খর্ব্ব (পুং) খর্ব্ব-অচ্। ১ কুবেরের নিধিবিশেষ। ২ কুব্জক বৃক্ষ, কুব্জা। (ত্রি) ৩ হ্রস্ব, খাট। ৪ বামন। (পুং) ৫ সংখ্যা-বিশেষ। কোটিকে ১০ গুণ করিলে অর্ব্বুদ, অর্ব্বুদকে দশগুণ করিলে অব্জ এবং অব্জকে ১০ গুণ করিলে খর্ব্ব হয়, সংখ্যকোটী, ১০০০০০০০০০০।

"অর্ব্বুদমব্জং খর্ব্বনিখর্ব্বং" লীলাবতী।

রামায়ণমতে মহাপদ্মকে সহস্রগুণ করিলে খর্ব্ব হয়।

"মহাপদ্মসহস্রাণাং তথা খর্ব্বমিহোচ্যতে।" (রামায়ণ ৬।৪।৫৯)

খর্ব্বক (ত্রি) খর্ব্ব-এব স্বার্থে কন। হ্রস্ব, বামন। স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ ইত্বঞ্চ। "খড়্গরেষ্ব চংক্রমাং খর্ব্বিকাং খর্ব্ববাসিনীম্" (অথর্ব্ব ১১।৯।১৬)

খর্ব্বট (পুং) খর্ব্ব-অটন। ১ চারিশতগ্রামের মধ্যস্থিত গ্রাম। ২ পর্ব্বতপ্রান্তবর্ত্তী গ্রাম।

"একতো যত্র তু গ্রামো নগরং চৈকতঃ স্থিতম্।

মিশ্রন্তু খর্ব্বটো নাম নদীগিরিসমাকুলঃ॥" (ভাগবতটীকা, স্বামী)

খর্ব্ববাসিন্ (ত্রি) খর্ব্বঃ সন্ বসতি বস-ণিনি। যে খর্ব্ব হইয়া বাস করে, অথবা যে খর্ব্বে অধিষ্ঠান করে।

খর্ব্বপত্রা (স্ত্রী) খর্ব্বং পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী জাতিত্বাৎ পাক্ষে টাপ। দ্রোণ-পুষ্পী, বকফুলে।

খর্ব্বপত্রিকা (স্ত্রী) খর্ব্বপত্রা স্বার্থে কন্-টাপ্ ইত্বঞ্চ। দ্রোণপুষ্প।

খর্ব্বপত্রা (স্ত্রী) খর্ব্বং পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী ততো ঙাপ্। দ্রোণপুষ্পী।

খর্ব্বশাখ (ত্রি) খর্ব্বা হ্রস্বাঃ শাখাস্তৎতুল্যা হস্তপাদাদয়ো যস্য বহুব্রী। বামন, খর্ব্ব। (হেম°)

খর্ব্বিত (ত্রি) খর্ব্ব-কর্ত্তরি ক্ত। হ্রস্ব।

খর্ব্বিতা (স্ত্রী) খর্ব্বিত-টাপ্। ১ অমাবাস্যাবিশেষ।

"সংমিশ্রা যা চতুর্দ্দশ্যা অমাবাস্যা ভবেৎ ক্বচিৎ।

খর্ব্বিতাং তাং বিদুঃ কেচিৎ গতাধ্বামিতি চাপরে।" কর্ম্মপ্রদীপ।

২ পূর্ব্বদিনের তিথি অপেক্ষা পরদিনে অল্পকালস্থিত তিথি। (বাচস্পত্য)

খর্ব্বুরা (স্ত্রী) খর্ব্ব-উরচ্-টাপ্। তরুণীবৃক্ষ। (রাজনি°)

খর্ব্বুজ (পারসী খরবুজ্) লতাফলবিশেষ, বড়্ ফুটা। চলিত বাঙ্গালায় খরমুজ বলে।

ইহার পরিমাণ সচরাচর ১০ আঙ্গুল দেখিতে পাওয়া যায়, এই কারণে ইহার একটী নাম দশাঙ্গুল। ইহার গুণ—মূত্রকারক, বলকর, কোষ্ঠশোধকর, গুরু, স্নিগ্ধ, মধুররস, শীতবীর্য্য, শুক্রবৃদ্ধিকর এবং পিত্ত ও বায়ুনাশক। ইহার মধ্যে যেগুলি ঈষৎ ক্ষারসংযুক্ত ও অম্লমধুর রস হয়, সেইগুলি রক্তপিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্রকারক। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব° ১ ভাগ) কোন গ্রন্থে 'খর্ব্বুজ' স্থলে 'খর্ব্বূজ' পাঠও দৃষ্ট হয়।

[খরমুজ দেখ।]

হুটুব, ক্রম, অঙ্ক, গো, রথ ও কুণ্ডল। ইহাদিগকে খলাদিগণ বলে। ইহার উত্তর সমূহার্থে ইনি প্রত্যয় হয়।

খলাধারা (স্ত্রী) খল আধারো যস্যাঃ বহুব্রী। তৈলপায়িকা। (অটাধর) চলিত বাঙ্গালায় তেলাপোকা ও স্থানবিশেষে আরসুলা বলে।

খলারি, মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার অন্তর্গত একখানি গণ্ডগ্রাম। রায়পুর হইতে ৪৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। সাধারণতঃ লোকে এই গ্রামটীকে খড়িখলারি বলিয়া জানে। এই খানে অনেকগুলি দেবালয় আছে তন্মধ্যে নগরের কিল্লার নিকট ছোট পুষ্করিণীর তীরের শিবমন্দিরটী প্রধান। মন্দিরটী পূর্ব্বদ্বারী ও তিনটী ভাগে বিভক্ত, অন্তরাল, মহামণ্ডপ ও অৰ্দ্ধমণ্ডপ। এই শিবালয়ের দ্বারে গণেশের মূর্ত্তি আছে। মন্দিরটীর কারুকার্য্য তেমন নয় বটে, কিন্তু ইহার গাঁথনি অতি সুন্দর। এই গ্রামে আর একটী ঐরূপ গঠনের ছোট মন্দির আছে। এই মন্দির দুইটী গ্রেণাইট পাথরে নির্ম্মিত। ছোট মন্দিরের মণ্ডপে শিবমূর্ত্তির নিকট যাইতে বামদিকে একখানি মারবেল প্রস্তরে শিলালিপি খোদিত আছে। খোদিত প্রস্তরফলকে ১৪৭০ সম্বং ও ১৩৩৪ শক এই দুইটী সময় আছে, ইহাতে হৈহয়বংশ ও কলচুরি বংশের কাল নির্ণয় হইতে পারে।

এই খলারি গ্রামের নিকট পর্ব্বতের নিম্নে সমতল ভূমির উপর প্রতিবৎসর চৈত্রপূর্ণিমার দিন মেলা হইয়া থাকে। একটী সতীস্তম্ভে উত্তমরূপে সিন্দূর মাখাইয়া রাখে এবং যাত্রীরা সেই পাথরখানিকে খলারি মাতা বলিয়া পূজা করে। প্রবাদ আছে ঐ দিবস খলারি মাতা দ্রব্যাদি লইয়া মেলায় বসেন এবং যে যাহা চায়, খলারি মাতা তাহাকে তাহাই দিয়া থাকেন।

খলাসী [খালাসী দেখ।]

খলি (পুং) খল ইন্। ১ তৈলকিট্ট। (রাজনি°) খৈল। "স্থাল্যাং বৈদূর্য্যমষ্যাং পচতি তিলখলিং চন্দনৈরিন্ধনৌঘৈঃ।" (মহাভারত ২।১৮ অঃ) ২ তালমূল। (রত্নমালা)

খলিন্ (পুং) খল অস্ত্যর্থে ইনি। ১ শিব। ২ দানববিশেষ।

খলিন (পুং ক্লী) খে অশ্বমুখচ্ছিদ্রে লীনং পৃষোদরাদিবৎ বিকল্পে হ্রস্বঃ। ১ লাগাম, অশ্বের মুখরজ্জু। ২ অশ্বের মুখ স্থিত কশাবন্ধনের লৌহবিশেষ। (ত্রি) ৩ আকাশলীন।

খলিনী (স্ত্রী) খলানাং সমূহ খল ইনি। (ইনি-ত্র-কট্যচশ্চ। পা ৪।২।৫১) ১ খলসমূহ, ধানের অনেক খামার। পর্য্যায়— খল্যা। ২ তালমূলী। (রত্নমালা)

খলিফা (আরবী) ১ দরজী। ২ উচ্চ পদবীবিশেষ, মুহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার ধর্ম্মনীতিসংক্রান্ত একমাত্র ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি। মুহম্মদের পর আবুবকর খলিফা রসুলআল্লা নাম গ্রহণ করেন। খৃঃ ৬৩২ অব্দ হইতে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে যে রাজা খলিফা নাম লইয়াছিলেন তাঁহাদের রাজত্বকাল সমেত একটী তালিকা দেওয়া গেল।

রাজার নাম।	রাজত্ব কাল।	
আবুবকর	৬৩২ খৃঃ অব্দ।	
ওমার	৬৩৪	"
ওসমান	৬৪৪	"
আলী	৬৫৬	"
ওমায়া বংশ।		
মুয়াবিয়া	৬৬১	
য়েজিদ্	৬৮০	"
মুয়াবিয়া ২য়	৬৮৩	"
মরবান ১ম	৬৮৩	
আবদুল মালিক	৬৮৫	"
ওয়ালিদ্	৭০৫	
সুলিমান	৭১৫	
ওমার ইবন্ আবদুল আজিজ	৭১৭	
য়েজিদ ২য়	৭২০	"
হসাম	৭২৪	"
ওয়ালিদ্ ২য়	৭৪	
য়েজিদ ৩য়	৭৪৪	"
মরবান ২য়	৭৪৪	"
আব্বাস বংশ।		
আবদুল্লা উস সফা	৭৫০	"
আবু জাফর অল মনসুর	৭৫৪	
মুহম্মদ অল্ মহদী	৭৭৫	
মুসা অল্ হাদী	৭৮৫	"
হারুণ অল্ রসীদ্	৭৮৬	"
মুহম্মদ অল্ আমীন্	৮০৯	
আবদুল্লা অল্ মামুন্	৮১৩	"
কাসিম অল্ মুতাসিম	৮৩৩	"
হারুণ অল্ ওয়াথিক	৮৪২	"
জাফর অল্ মুতাবকিল্	৮৪৭	
(৮৪৭ হইতে ৮৭০ পর্য্যন্ত তুর্কী সৈন্যের অত্যাচারে কেহই খলিফা হয় নাই।)		
মুহম্মদ অল্ মুন্তাসির	৮৬১	"
আহম্মদ অল্ মুসতাইন	৮৬২	"
মুহম্মদ অল্ মুতাজ	৮৬৬	"

মুহম্মদ অল্ মুহতাদি	৮৬৯ খৃঃ অব্দ	
আহ্মদ অল্ মুতামিদ্	৮৭০	"
আহ্মদ অল্ মুতাধিদ্	৮৯১	"
আলী অল্ মুক্তাফি	৯০১	"
জাফির অল্ মুক্তাদির	৯০৭	"
মুহম্মদ অল কবীর	৯০১	"
আহ্মদ অল্ বাদি	৯০৪	"
ইব্রাহিম অল মুত্তকি	৯০০	

ঘোরীদ রাজবংশ।

অল্ মুফাধল অল মোতি	৪৭	"
আবদুল করিম	৯৭৪	"
আহ্মদ অল কদর	৯১	
আবদুল অল্ কায়েম	১০৩১	"

সেলজুক বংশ।

মুহম্মদ অল মুক্তাদি	১০৭১	"
আহ্মদ অল্ মুস্তাজীর	১০৯৪	
ফধল অল মুস্তরশেদ	১ ০৮	"
মনসুর অল রসীদ	১১১৯	"
মুহম্মদ অল্ মুক্তাফি	১১১	
যুসুফ অল্ মুস্তঞ্জিদ	১১৬০	"
হসন অল্ মুস্তাধি	১১৭০	"
আহ্মদ অল্ নসর	১১৮০	"
মুহম্মদ জাহির	১২২৫	
আবু জাফর অল্ মুস্তান্সির	১২২৬	"
আবদুল্লা অল্ মুস্তাসিম	১২৪১	"

খলিবর্দ্ধন (পুং) মুখরোগান্তর্গত দন্তবেষ্টক রোগবিশেষ। কুপিত বায়দ্বারা বর্দ্ধিত দন্তে অতিশয় তীব্র বেদনা হইলে তাহাকে খলিবর্দ্ধন বলে। ইহা সম্পূর্ণ ভাল হয় না। (ভাবপ্রকাশ)

খলিশ (পুং) খে আকাশে জলাদূর্দ্ধভাগে লিশতি লিশ-ক। স্বনামপ্রসিদ্ধ মৎস্য, চলিত বাঙ্গালায় খলিশা ও স্থান বিশেষে খলসা বলে। পর্য্যায়—কঙ্কত্রোট, খলেশয়, খলেশ, খশেট। কই ও খলিশা প্রায় একজাতীয়। তন্মধ্যে খলিশার কাঁটা অধিক, সার অল্প। সাধারণ খলিশার লাটিন নাম Trichopodus, কিন্তু ইহার অনেক প্রকার ভেদ আছে। গোয়ালপাড়া অঞ্চলে বেজিখলিশা, সাদা খলিশা লাল খলিশা, চুণা খলিশা প্রভৃতি নানাপ্রকার খলিশা দেখা যায়। ডে সাহেব ইহাদিগকে Trichogaster নাম দিয়াছেন। খলিশা মাছ জল হইতে তুলিয়া লইলেও অনেকক্ষণ জীবিত থাকে। লতাপাতা জড়াইয়া তাহাতে জল দিয়া রাখিলে আরও অধিকক্ষণ বাঁচে। ভারতের সিন্ধু, পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম, বঙ্গ, আসাম ও ব্রহ্মদেশ, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি, সিংহল হইতে চীন পর্য্যন্ত নানাস্থানে খলিশা মাছ দেখা যায়। খলিশা মাছের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ৩।০ হইতে ৪॥০ ইঞ্চি হইয়া থাকে। ইহাদের হাঁ ছোট। পৃষ্ঠের দণ্ডের নিকট অধিক পুষ্ট। মেরুদণ্ডের উপরিভাগের ও নিম্নভাগের দিকে এক একটী দীর্ঘ পক্ষ বা ডানা থাকে। ইহাই তাহাদের অস্ত্র। লোকে ধরিতে গেলে এই কাঁটা হাতে লাগিয়া যায়। কান্কোর নিকটও দুইটী ছোট ডানা আছে। ইহাদের মেরুদণ্ড হইতে উদর পর্য্যন্ত তেরচা দাগ কাটা। বর্ণ ময়লা। দাগগুলি স্থানবিশেষে কৃষ্ণবর্ণ ও লালবর্ণ হইয়া থাকে। বৈদ্যক মতে ইহার গুণ—গ্রাহী, কষায়, বাতকোপকর, কফ, লঘু পিত্তহর ও অল্প পরিমাণে আমবিনাশক।

খলিশা (দেশজ) মাছবিশেষ। [খলিশ দেখ।]

খলা, একপ্রকার পর্ব্বতাকার দানবজাতি, এই দানবগণ মানস সরোবরের তীরে দেবতাদিগের যজ্ঞে বিঘ্ন করিতে আরম্ভ করে। পরে বশিষ্ঠদেব ইহাদিগকে বিনাশ করেন।

(ভারত অনু° ১৫৫ অঃ)

খলীকার (পুং) খল চি কৃ ঘঞ্। ১ অপকার। (জটাধর) ২ ভৎসন।

খলীন (পুং স্ত্রী) খে অশ্বমুখচ্ছিদ্রে লীনং পৃষোদরাদিবৎ বিকল্পে ন হ্রস্বঃ। কবিকা, কড়িয়ালি।

"শতং রথানাং বরহেমমালিনাম্
চতুর্যুজাং হেমখলীনমালিনাম্" (ভারত ১।১১৯।১৫।

খলু (অব্য) খল্ বাহুলকাৎ উন্। ১ নিষেধ। নিষেধার্থক খলুশব্দের যোগে ধাতুর উত্তর ক্তা প্রত্যয় হয়।

"সম্প্রত্যসাম্প্রতং বক্তুমুক্ত মুষলপাণিনা।
নিবারিতোহর্থে লেখেন খলুক্ত্বা খলুবাচিকম্।" (মাঘ ২।৭০)

২ বাক্যালঙ্কার। ৩ জিজ্ঞাসা। "স খলু বীতে বেদম্" (গণরত্ন) ৪ অনুনয়। "নখলু নখলু মুগ্ধে সাহসং কার্য্যমেতৎ।" (গণরত্ন) ৫ নিয়ম, অবধারণ।

"প্রবর্ত্তিতাবাং খলু মাদৃশাং গিরঃ।" (কিরাতার্জ্জুনীয় ১স°)

৬ নিশ্চয়। "দারিতাবনর্দ্ধিতং নৃণাং নখলু প্রেমচলং সুহৃজ্জনে।" (কুমার ৪। ৮) ৭ বাক্যপাদ পূরণ।

বধ্যাঃ খলু ন বধ্যন্তে সচিবাস্তব রাবণ।
যে ত্বা মুৎপথমারূঢ়ং ন নিগৃহ্নন্তি সর্ব্বশঃ।" (রামায়ণ ৩।৪১।৬)

৮ বীপ্সা, ব্যাপ্তি।

খশ (পুং) জনপদবিশেষ। (ত্রিকাণ্ড° ।০। মনু প্রভৃতি গ্রন্থে কোন স্থানে তালব্যযুক্ত ও কোনস্থানে দন্ত্যসকারযুক্ত খশ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে আভিধানিকগণ উভয়ই স্বীকার করেন। ০। বৃহৎসংহিতার কূর্ম্মবিভাগে পূর্ব্বদিকে এই দেশের উল্লেখ আছে। মহাভারত মতে এই জনপদ আরট্টের ন্যায় ভ্রষ্টাচারসম্পন্ন। (কর্ণপ°)। এই স্থান বর্ত্তমান গড়বাল ও তিব্বতের নারীখোরসুম জেলার মধ্যবর্ত্তী স্থানে ছিল। (পুং) তত্র রাজা খশ অণ্ তস্য চ লোপঃ। ২ খশদেশের অধিপতি, রাজা। ৩ জাতিবিশেষ। মনুর মতে—ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতে এই জাতির উৎপত্তি, ব্রাহ্মণাদর্শনপ্রযুক্ত ইহারা বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। (মনু ১০।২২, ৪০)

হরিবংশে লিখিত আছে, মহারাজ সগর ইহাদিগকে পরাজয় করেন। (হরিবংশ ১৪ অঃ)

মহাভারতে লিখিত আছে, খশেরা মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে পিপীলিক সুবর্ণ উপহার দিয়াছিল।

কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণীতে বর্ণিত আছে, দিদিরাজের সময় খশেরা নগরে অবস্থান করিতেছিল। রাজা ক্ষেমগুপ্ত তাহাদিগকে ৬৬ খানি গ্রাম প্রদান করেন। কাশ্মীরাধিশ্বরী দিদ্দা এই খশজাতিকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। কাহারও মতে এই দিদ্দারাণীও খশবংশসম্ভূতা ছিলেন।

খশজাতির মধ্যে কোথাও কোথাও প্রবাদ আছে, যখন পরশুরাম ক্ষত্রিয়বধে উদ্যত হন, তখন এই জাতি দলীন হইয়া হিমালয়ে আশ্রয় লাভ করে।

বর্ত্তমানকালে নেপালরাজ্যে খশজাতির বাস। ইহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়। সকলেই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ও ব্রাহ্মণকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করে। এখানকার ব্রাহ্মণেরাও বহুদিন হইতে খশকন্যা বিবাহ করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণের ঔরসে খশরমণীর গর্ভে যে পুত্র জন্মে তাহারাও বিশেষ সংস্কারাধিকারী ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হয়। তাহারা ব্রাহ্মণগোত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। খশেরা শুদ্ধাচারী। নেপালের অধিকাংশ সৈন্য এই খশজাতীয়। ইহারা চতুর, কার্য্যকুশল, পরিশ্রমী, বলিষ্ঠ, সাহসী ও যুদ্ধপ্রিয়। ইহাদের দেহের গঠন খুব স্থূলও নহে অথচ কৃশও নহে। ইহারা কেহ শিল্পকর্ম্ম করিতে চাহে না, কিন্তু কেহ কেহ কৃষিকর্ম্ম করিয়া থাকে।

এখন আর এই খশজাতিকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলা যায় না, এখন খশেরা যথাকালে উপনয়ন গ্রহণ করে এবং নেপালের ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

নেপালে "একথরিয়া" নামে এক জাতি আছে, রাজপুত বা অপর ক্ষত্রিয়ের ঔরসে খশকন্যার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি। ইহারা পিতার গোত্র পায় বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয় হইতে পারে না। তবে তাহাদের পুত্রগণ দুই পুরুষ খশের সহিত আদান প্রদান করিলে, তাহারা 'খশ' বলিয়া পরিচিত হয় এবং ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করিতে পারে।

কুমায়ুন, গড়বাল ও তিব্বতের দক্ষিণাংশের মধ্যে মধ্যে খশ দেখা যায়। তিব্বতের নিকট যাহারা বাস করে, তাহারা অৰ্দ্ধ হিন্দু অৰ্দ্ধ বৌদ্ধ।

খশজাতির ভাষা হিন্দীভাষারই অপভ্রংশ। [খাসিয়া দেখ।]

খশরীরিন্ (ত্রি) খশরীরং আকাশরূপশরীরমস্ত্যস্য ইনি। খশরীর-ইনি। খমূর্ত্তিমান্।

খশা (স্ত্রী) খশ-টাপ্। ১ মুরানামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দচন্দ্রিকা) ২ দক্ষের কন্যা, কশ্যপের পত্নী। ইনি যক্ষ ও রক্ষোগণের জননী। (গরুড়পু° ৬ অঃ)

খশীর (পুং) ১ দেশবিশেষ। ২ তদ্দেশবাসী। [বহু] ৩ তদ্দেশীয় রাজা।

খশীরাশ্চাভিসারাশ্চ ••• (ভারত ১।৯ অঃ)

খশেট (পুং স্ত্রী) খং শেটতি শিট্ অনাদরে অণ্। খপুষ্পরস্য।

খশ্বাস (পুং) খম্ আকাশম্ শ্বসিতি। বায়ু। (ত্রিকাণ্ড°)

খষাপ (দেশজ) খাসিয়া দেখ, খসর।

খস (পুং) খন্‌-ণ বিসারণাৎ মত্ত ষঃ। ১ ক্রোধ। ২ বলাৎকার।

'খস্পী ক্রোধবলাৎকারৌ।' (হি° কো°

খস (পুং) খাদি ইন্দ্রিয়াদি তান্ নিক্ষণী-করোতি সো ক। ১ রোগবিশেষ, খোস, চুলকনা, পাঁচড়া। পর্য্যায়—পামা, কচ্ছু, বিচর্চ্চিকা। (দেশজ) ২ দেশবিশেষ। ৩ ব্রাত্যক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ। "ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ। নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ।" (মনু) [খশ দেখ।]

খসকন্দ (পুং খম ইব কন্দোহস্য বহুব্রী। ক্ষীরীশবৃক্ষ।

খসখস্ (পারসী) ১ উশীর। [উশীর দেখ] ইহা টানাপাখা ও টাটির জন্য ব্যবহৃত হয়। আইন্‌-অক্‌বরী পাঠে জানা যায় যে, অক্‌বর বাদশাহ সর্ব্বপ্রথম খসখসের টাটী ব্যবহার করেন। ফ্রান্সে ইহা Vetyver নামে চলিত, ঐ শব্দটী তামিল 'বেট্টিবের' শব্দের অপভ্রংশ। ২ বঙ্গদেশে পোস্তর বীজকে খস্‌খস্ বলে।

খসখেলা, মহীশূর রাজ্যস্থ এক ক্রীড়াবিশেষ। ইহাতে কন্যাগণ প্রথমে নবাবের সহিত সংসর্গ করিয়া তবে বিবাহিত হয়।

খসতিল (পুং) খসঃ খসপুষ্প ইব তিলস্তিলস্য তস্মাদেহঃ। তিল ভেদে ক। খস্‌খস, পোস্তদানা। ভাবপ্রকাশের

মধ্যে—তিনভেদ, খসতিল ও খাখস এই তিনটী পোস্তদানার নাম। ইহার বাকলের গুণ শীতবীর্য্য, লঘু, ধারক, তিক্ত ও কষায়রস, বায়ুবৃদ্ধিকর, কফঘ্ন, কাশনাশক, ধাতুশোষক, রুক্ষ, মদকারক, বাক্যবর্দ্ধক, মোহজনক, রুচিকারক এবং অধিক সেবনে পুরুষত্বনাশক। ইহার ফলের ক্ষীরকে (আটাকে) আফিঙ্গ বা অহিফেন বলে। তাহার গুণ—শোষণকারী, ধারক, কফনাশক, বায়ুবর্দ্ধকারী, পিত্তবর্দ্ধক এবং খসফলের বকলের তুল্যগুণবিশিষ্ট। (ভাবপ্রকাশপূর্ব্ব° ১)।

খসন (দেশজ) ক্ষরণ, পৃথক হওন।

খসম্ (আরবী) ১ অধিকারী। ২ স্বামী, পতি।

খসফেনক্ষীর (ক্লী) অহিফেন, আফিঙ্গ।

খসম্ভবা (স্ত্রী) খে সম্ভবতি সম্ভূ অচ্। আকাশমাংসী বৃক্ষ, সূক্ষ্ম জটামাংসী। (রাজনি°)

খসর্প (পুং) খে বন্ধনচ্ছেদেন উদ্ধরোপন সর্পণমস্য বহুব্রী। বুদ্ধ। (ত্রিকাণ্ড°) [বুদ্ধ দেখ।]

খসবক্ত্র (পুং) কঞ্চুক, দেও। (শব্দচন্দ্রিকা°)

খসা (স্ত্রী) কশ্যপপত্নী।

খসাত্মজ (পুং) খসায়াঃ কশ্যপপত্ন্যাঃ আত্মজঃ ৬তৎ। রাক্ষস।

খসিন্ধু (পুং) চন্দ্র। (হেম°)

খসূচিন্ (ত্রি) খং সূচয়তি সূচ-ণিনি। প্রশ্ন বিস্মরণ করিবার জন্য যে ব্যক্তি আকাশের নির্দ্দেশ সূচনা করে।

খসুয়া (দেশজ) যাহার শরীরে অধিক পাঁচড়া।

খসৃম (পুং) খে আকাশে সরতি গচ্ছতি সৃ-মক্। বিপ্রচিত্তি দানবের পুত্র। (গরুড়পু° ৬ অঃ)

খস্কাডুমুর (দেশজ) এক প্রকার ডুমুর।

খস্‌খস্‌ (দেশজ) অপরিষ্কার, অমসৃণ। (অব্য) সত্বর, শীঘ্র।

খস্খাস (পুং) খস প্রকারে দ্বির্ব্বচনং পৃষোদরাদিবৎ অকারলোপঃ। খসতিল, পোস্ত। (রাজনি°)

খস্খাসরস (পুং) অহিফেন, আফিঙ্গ। (রাজনি°)

খস্‌ড়া (পারসী) ১ যে কাগজে প্রতিদিন ক্রয়-বিক্রয় উপস্থিত মত লেখা হয়। ২ জমির মাপ এবং প্রজার নাম যে কাগজে লেখা হয়। ৩ করনির্দ্ধারণ করিবার মোটামুটী হিসাব। ৪ গ্রাম মাপ করিবার সময়ে যে সূচীপত্র প্রস্তুত হয়।

খস্তনী (স্ত্রী) খং আকাশং স্তনমিব যস্যাঃ বহুব্রী ঙীপ্। পৃথিবী।

খস্ফাটিক (পুং) খমিব নির্ম্মলঃ স্ফাটিকঃ। ১ সূর্য্যকান্তমণি। ২ চন্দ্রকান্তমণি। (হেম°)

খস্রু, আমীর (আমীর খসরু বা খুস্রু) দিল্লীর মুসলমান বাদশাহগণের সভায় একজন বিখ্যাত রাজকবি। ইনি জাতিতে তুর্কী। ইহার পিতার নাম আমীর মহ্মুদ সৈফ-উদ্দীন; তিনি বাল্খ দেশ হইতে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে পাতিয়ালা নগরে আসিয়া বাস করেন। ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে খুস্রুর জন্ম হয়। যখন সম্রাট্ গয়েসুদ্দীন্ তোগ্‌লক ভারতের সিংহাসন উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সেই সময়ে ইনি "তোগলক্-নামা" নামক একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। খুস্রু সর্ব্বশুদ্ধ ৯৯ খানি গ্রন্থ লিখেন। তন্মধ্যে (১) তুহ্ফৎ উস্-সঘীর (২) ওয়াস্ত-উল্-হয়াৎ (৩) গুর্‌রৎ উল কমাল (৪) বাকিয়া-নকিয়া (৫) হস্ত বহিস্ত (৬) সিকন্দর নামা (৭) 'মৎলা-উল্-অন্ওয়ার' প্রভৃতি কাব্য মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ আদরের জিনিস। ইহার রচিত 'খু-সিপেহর' "কিরাণ-উস্-সা'দৈন" (যৎকালে দিল্লীর সম্রাট মৈজুদ্দীন কৈকোবাদ ও তাঁহার পিতা নাসিরুদ্দীন বগ্রা খাঁ খুস্রুকে দেখিতে আসেন, তখন রাজসন্দর্শনের উপহারস্বরূপ এই কাব্যখানি প্রণীত হইয়াছিল।) "লয়লা" "মজ্নুন" "মজ্মা উল আন্বর" প্রভৃতি কতকগুলি পদ্য গদ্য কাব্য লিখেন। উপরিউক্ত সাতখানি পুস্তক ছাড়া আরও কএকখানির নাম পাওয়া যায় (১) নজ্‌হ্‌র (২) [illegible] (৩) শীরিন্ ও খুস্রু (৪) ঐজাজ খুস্রবী (৫), আইনা সিকন্দরী (৬) খিজির খানী (৭) হস্ত বহিস্ত (৮) জওয়াহর-উল্ বহর।

খস্রু পরভিজ, শাসন বংশীয় পারস্যরাজ তৃতীয় হরমুজের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতি বৈরাম বেগ চোবিন রাজ্য অধিকার করেন। পরভিজ রোমসম্রাট্ মরিসের সাহায্যে সেনাপতিকে পরাস্ত করিয়া ৫৯১ খৃঃ অব্দে পিতৃসিংহাসনে উপবেশন করেন। পাত্র মিত্রের সর্ব্বসমক্ষে তিনি সম্রাট্ মরিসকে পিতা বলিয়া ঘোষণা করেন। ৬০৩ খৃষ্টাব্দে মরিসের হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়। পরভিজ তৎক্ষণাৎ তাঁহার ধর্ম্মপিতা ও উপকারীর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য রোমরাজ্য আক্রমণ করিলেন। দারা, এদেসা প্রভৃতি কতকগুলি স্থান শীঘ্রই করতলগত হইল। সীরিয়া ও পালেষ্টাইন নগরী লুঠ করিয়া ধ্বংস করিলেন। জেরুসালেম জয় করিয়া স্বর্ণমণ্ডিত সমাধিস্থ ক্রুশটী মাটীর মধ্য হইতে উঠাইয়া [illegible] স্মারকস্বরূপ নিজরাজ্যে লইয়া আসিলেন। কিছুদিন পরে রোমসম্রাট্ হিরাক্লিয়াস্ আসিয়া পারস্য আক্রমণ করিলেন। তিনি কাস্পীয়ান্ হ্রদ হইতে ইস্পাহান নগরের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত স্থান ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। রাজকোষ লুণ্ঠিত ও সুন্দর সুন্দর রাজবাটী বিধ্বস্ত হইল। এইরূপ রাজ্যনাশ দেখিয়া প্রজারা পরভিজের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া রাজদ্রোহ ঘোষণা করিল। পরভিজের জ্যেষ্ঠপুত্র সিরোয়েস আসিয়া পিতাকে বন্দী করিলেন। তাঁহার

১৮টী পুত্রকে তাঁহার সম্মুখে বধ করা হইল। তৎপরে কারাগারে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। তথায় ৯২৮ খৃষ্টাব্দে পরমুক্তিজ্জ্বর মৃত্যু হয়। তাঁহার সঙ্গে মসিরবান বংশও বিলুপ্ত হইল।

খস্রু মালিক, একজন ক্রীতদাস খুস্রুশাহ নামে খ্যাত। সম্রাট্ মুবারক শাহ খিল্‌জির অনুগ্রহে ইনি তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র ও উজীর হইয়াছিলেন। সম্রাট স্বয়ং মহারাষ্ট্রদিগের হস্ত হইতে দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়াছ মালিককে শাসনার্থ করিয়া দক্ষিণে পাঠাইলেন। মালিক লুঠপাট করিয়া ও সাবর মধ্যে অনেক ধন সঞ্চয় করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে তাঁহার উচ্চ আশা এতই বলবতী হইল যে, তিনি তাঁহার অন্নদাতা মবারককেও গুপ্তভাবে বিনাশ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। ১৩২১ খৃঃ অব্দে খস্রুমালিক নাসির-উদ্দিন্ নাম লইয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন ঐ বৎসর গাজীর সম্রান্ত লোকেরা সেনাপতি গাজি বেগ তোগ্‌লকের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে খস্রু পরাস্ত হইলেন। অবশেষে শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া নিহত হন।

খস্রু মালিক, (খাসরু পুত্র) সম্রাট মহম্মদ তোগলকের ভাগিনেয়। সম্রাটের রাজ্যাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইলে তিনি নিজ ভাগিনেয়কে একলক্ষ সৈন্য দিয়া নেপালরাজ্য বশে আনিবার জন্য পাঠাইলেন। মালিক বহু কষ্টে পর্ব্বত আক্রম করিয়া ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে চনসীমায় আসিয়া পৌঁছিলেন। এইখানে একধারে চীনসৈন্য ও অপরদিকে পার্ব্বতীয় নেপালীসৈন্য আসিয়া খস্রুকে আক্রমণ করে ও রসদ লুটিয়া লয় মাহাদেব দাবরা এইরূপ কষ্টে যুদ্ধ করিয়া সৈন্যগণকে অনেক কষ্ট পাইতে হয়। এই অবসরে ঘোরতর বৃষ্টি হয়। পাহাড়ের মধ্যে সেই নিম্নস্থানে চারিদিকের জল আসিয়া উপ্‌চিয়া পড়ে। সসৈন্য খস্রু মারা পড়েন ও মৃতদেহের রাশিবৃদ্ধির আশায় ঐ বন্যাস্রোতে ভাসিয়া যায়।

খস্রু মালিক, ইহার পিতার নাম খস্রুশাহ। গজনী-রাজবংশের শেষরাজা। পিতার মৃত্যুর পর ১১৬০ খৃঃ অব্দে লাহোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে সুলতান মহম্মদঘোরি লাহোর আক্রমণ করিলে সেই যুদ্ধে খস্রু পরাজিত ও বন্দী হন। মহম্মদঘোরি খস্রুমালিককে সপরিবারে নিজ ভ্রাতা গায়েস-উদ্দীনের নিকট ফিরোজ কো নগরে পাঠাইয়া দেন। সেইখানে খস্রু সপরিবারে নিহত হন।

খস্রুমালিক, ইনি দিল্লীর সম্রাট্ মুহম্মদবিন্ তোগলকের ভগিনী খুদাবন্দজাদাকে বিবাহ করেন। ইনি এক সময়ে মহম্মদের উত্তরাধিকারী সুলতান ফিরোজশাহকে মারিবার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র দাওরমালিক সুলতানকে আশু বিপদের কথা জানায়। সুলতান পলাইয়া প্রাণরক্ষা করেন।

খস্রু শাহ, গজনীর-রাজ বহরামশাহের পুত্র। ইহার প্রকৃত নাম নিজামুদ্দীন। ১১৫২ খৃঃ অব্দে পিতার মৃত্যুর পর লাহোরের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সাতবৎসরকাল রাজত্ব করিয়া ১২৬০ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন।

খস্রু সুলতান, মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীরের পুত্র, রাজা মানসিংহের ভগিনীর গর্ভজাত। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে লাহোর নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে ইহার মৃত্যু হয়। সেই মৃতদেহ আলাহাবাদে আনাইয়া খুস্রুবাগে কবর হয়। "মুয়াসির কুতবশাহী" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহজাহান রেজা নামক কোন এক চরকে পাঠান, সেই চর খস্রুর গলা টিপিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলে।

খস্বস্তিক (স্ত্রী) খং উর্দ্ধস্থিত আকাশঃ স্বস্তিকমিব। সমসূত্র হইতে স্থিত মস্তকোপরিস্থ আকাশবিভাগ। (গণিতাধ্যায়)

খহর (পুং) খং শূন্যং হরো যস্য বহুব্রী। ১ শূন্যহারক রাশি, যে রাশির হর শূন্য তাহাকে খহর বলে, ইহার আর একটী নাম অনন্ত। এই রাশি হইতে কোন রাশি অন্তর করিলে কিম্বা ইহার সহিত অপর কোন রাশি যোগ দিলে ইহার ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না, ইহা একরূপই থাকে। যথা—$\frac{৩}{০}$ এই খহর রাশি হইতে ২ বিয়োগ কিম্বা উহার সহিত ২ যোগ করিলে রাশি অবিকৃতই থাকিবে ($\frac{৩}{০}+\frac{২}{১}=\frac{৩}{০}+\frac{০}{০}=\frac{৩}{০}$। $\frac{৩}{০}-\frac{২}{১}=\frac{৩}{০}-\frac{০}{০}=\frac{৩}{০}$।) [গণিত দেখ।]

"অস্মিন্ বিকারঃ খহরে ন রাশাবপি প্রবিষ্টেষ্বপি নিঃসৃতেষু।
বহুষ্বপি স্যাৎ লয়সৃষ্টিকালেঽনন্তেঽচ্যুতে ভূতগণেষু যদ্বৎ॥"

(বীজগণিত)

খা (ত্রি) খন বিট্ (জনসনখনক্রমগমো বিট্। পা ৩।২।৬৭) আচ্চ। ১ খননকর্ত্তা, যে খনন করে। (স্ত্রী) ২ নদী (নিঘং)

খাই (দেশজ) ১ আকাঙ্ক্ষা। ২ গভীরতা। ৩ খাত।

খাইস (দেশজ) খাদ, কাইট, ময়লা, গাইন।

খাইমখানি, রাজপুতানাবাসী মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী জাতিবিশেষ। পূর্ব্বে ইহারা চৌহান রাজপুত ছিল অল্পদিন হইল ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহারা বলে যে, শেখাবতী নামে রাজ্য পূর্ব্বে তাহাদেরই অধিকারে ছিল, শেখরা তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লয়। আলবার ও জয়পুরে ইহাদের বাস।

খাইবির্, আসামের খাসিপাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্ররাজ্য।

উজুর্সিং নামে একজন 'সিরম্' বা সর্দ্দারের অধীন। লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচশ হাজার, আয় প্রায় ৮২০০৲ টাকা।

এখানে খনিজ দ্রব্যের মধ্যে চুণ, কয়লা, লৌহ উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে এখানে লৌহ গলাইবার বৃহৎ কারখানা ছিল, তাহার নিদর্শনস্বরূপ এখনও স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ গর্ত্ত পড়িয়া আছে। এখানকার লৌহের আকর অতি বিশুদ্ধ। লৌহের বাট করিয়া স্থানে স্থানে প্রেরিত হয়। দেশীয় কামারেরা বিলাতী লৌহাপেক্ষা এই লৌহের অধিক আদর করে। বিলাতী লৌহের আমদানীতে মূল্য হ্রাস হইয়া পড়ায় দেশীয় ব্যবসায়ও লোপ পাইতেছে। তবে এখনও পাহাড়ী দা, কোদাল, হাতুড়ি ও লোহার খাঁচা প্রস্তুত হইয়া নানাস্থানে রপ্তানী হয়। এ ছাড়া এখানে তুলা, এড়িয়া রেশম, মাদুর ও চুবড়ীর ব্যবসা চলে। ধান, কাঙ্গ্‌নি, কার্পাস, বিলাতী আলু, কমলালেবু, লঙ্কা, সুপারি ও পানের চাষ হয়। এখানকার বনে মধু রুদ্রাক্ষ, লাক্ষা প্রভৃতি পাওয়া যায়।

খাইবার, পেশবার জেলাস্থ আফগানিস্থানে যাইবার একটী গিরিসঙ্কট। এই গিরিসঙ্কটের মধ্যভাগ অক্ষা° ৩৪°৬´ উঃ, দ্রাঘি° ৭১°৫´ পূর্ব্ব অবস্থিত। খাইবার পর্ব্বত হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে। খাইবার পর্ব্বত সফেদ্‌কো নামক গিরিমালার শেষভাগ। খাইবারপথ প্রায় ১৭ ক্রোশ। পেশবারের পশ্চিমে জমরুদ হইতে আরম্ভ করিয়া লণ্ডিকোটাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই গিরিসঙ্কটের স্থানভেদে উচ্চতার তারতম্য লক্ষিত হয়। যথা—জমরুদ্ ১১১৩ হাত, আলীমসজিদ্ ১৬২০ হাত, লণ্ডীখানা ১৬১৯ হাত, লণ্ডীকোটাল ২২৪৯ হাত ও ঢাকা ১৩৩৬ হাত উচ্চ। জরীপ বিভাগের কর্ত্তাদের মতে জমরুদ্ ১৫২২ হাত উচ্চ, যদি এই মাপ ঠিক হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকটির মাপ পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় ৩০৮॥০ হাতের অধিক উচ্চ হইয়া পড়ে।

এই গিরিপথই আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ সীমায় অবস্থিত। ইহা পূর্ব্বদিক হইতে ক্রমশঃ উচ্চ। কিন্তু আবার পশ্চিমভাগ ক্রমনিম্ন হইয়া গিয়াছে। আলীমসজিদ নামক সঙ্কট একটী ক্ষুদ্র নদীর গর্ভ, এখানে দুইধারে তৃণ আছে। লণ্ডীখানার গিরিসঙ্কট ৮ হাত প্রশস্ত, ইহার একধারে সমান্তরাল প্রাচীর ও অপরধারে তৃণ শূন্য, যেন কাবুলরাজ্যের প্রবেশপথ শত্রুর দুর্ভেদ্য রাখিয়াছে।

সকল গিরিসঙ্কটের ন্যায় এখানেও সামান্য বৃষ্টি হইলে বন্যা আসে। অপর সকল সময়ে শুষ্ক থাকে। এখানকার জল অস্বাস্থ্যকর। খাইবার পাহাড়ে প্রধানতঃ স্লেট, চূণাপাথর ও বালুপাথর পাওয়া যায়।

এখানকার অধিবাসীরা খাইবারী নামে অভিহিত। খাইবারীরা আবার প্রধানতঃ ৩ ভাগে বিভক্ত। আফ্রিদি, শিনবারী ও ওরাকজাই। খাইবারের পূর্ব্ব অংশে আফ্রিদি, পশ্চিম অংশে শিনবারী এবং তিরা নামকস্থানে, পেশবারের দক্ষিণ-পশ্চিমে ও স্থানে স্থানে আফ্রিদির সহিত ওরাকজাই জাতির বাস।

খাইবারীদিগের মধ্যে এক একজন মালিক বা সর্দ্দার আছে, সর্দ্দার প্রধান হইলেও সকল সময় তাঁহার কথা থাকে না, তাঁহাকেও সাধারণের মতামতের উপর নির্ভর করিতে হয়।

খাইবারের মধ্যে পেশবার হইতে জলালাবাদ যাইবার পথে যে সকল আফ্রিদি ও শিনবারী বাস করে, তাহারা পূর্ব্বে পথরক্ষা করিবার জন্য সদোজই নামক সেই স্থানের অধিপতিদিগের নিকট হইতে বর্ষে ১২০০০৲ টাকা করিয়া পাইত। [আফ্রিদি দেখ।] ইহারা আপদ্-বিপদ্‌কালে চল্লিশ হাজার লোকসংগ্রহ করিতে পারে।

শিনবারীদিগের মধ্যে ৮টী শাখা আছে, তন্মধ্যে যখা (বক্ক ?) ও কুকি নামক শাখাই সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ, সাহসী ও যুদ্ধপ্রিয়। কুকিরা ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছে। যাহারা এখনও ডাকাইত বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহারাজ রণজিৎসিংহ যখন পেশবারে যাত্রা করেন, সেই সময় খাইবারীরা বাঁধ খুলিয়া দিয়া তাহার তাঁবু ভাসাইয়া দেয়। রণজিৎসিংহ বিলম্ব না করিয়া নিজ রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। জলালাবাদ আক্রমণকালে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে এই খাইবার গিরিসঙ্কট দিয়া কএকবার ইংরাজ সেনাদিগকে যাতায়াত করিতে হয়, প্রথম কএকবার তাঁহাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল এবং কএকজন প্রধান প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারী খাইবারীর হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে আমীরের সহিত সন্ধি হয়। সেই পর্য্যন্ত খাইবারীরা ইংরাজরাজের অধীনতা স্বীকার করিয়া আসিতেছে।

খাউকী (খাদক শব্দজ) ১ যে খায়, সেবন করে। এই শব্দটী উপহাস বা নিন্দাসূচক স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার হয়। (গ্রাম্য) ২ ওজর, ছল।

খাউড়ল (দেশজ) ঢেঁকি।

খাওন (খাদন শব্দজ) ভোজন, আহার।

খাওয়ান (খাদনী শব্দজ) ভোজন করান।

খাওয়ামলম্ (খাওয়া+পারসিক মলম্) ভেদক মলমবিশেষ।

খাঁ (পারসী) ১ সম্ভ্রান্তলোকের উপাধি। ২ কতকগুলি গ্রামের প্রধান ব্যক্তি, মণ্ডলেশ্বর। ৩ মুসলমান মধ্যে সম্মানসূচকপদবী।

ভাল কবি ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশের মুসলমান রাজগণের ইতিবৃত্ত লইয়া "মজমুয়া" নামে পারসী ভাষায় একখানি পুস্তক রচনা করেন। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে দৌলতাবাদে ইহার মৃত্যু হয়।

খাঁজাদা, রাজপুতানার এক মুসলমান সম্প্রদায়। আলবার ও জয়পুরে ইহাদের বসবাস। ইহাদের উৎপত্তিসম্বন্ধে বড় গোলযোগ। আবুলফজলের মতে, ইহারা মেবাতের অধিপতি জদুবংশী রাজপুতগণের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অনেকের মতে দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ তোঘ্‌লকের অত্যাচারে মেবাতের রাজপুতবীরগণ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন, খাঁজাদা তাঁহাদেরই সন্তান।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহারা মেবাৎ রাজ্য শাসন করিত। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে বাবরের সহিত যুদ্ধকালে ইহারা রাজপুত পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। সামাজিকতায় ইহারা তথাকার অপর মুসলমান জাতি হইতে আপনাদিগকে মান্য-গণ্য মনে করে।

ইহাদের আচার-ব্যবহার দেখিলেও বোধ হয় যে, ইহারা এককালে হিন্দু ছিল। ইহারা কোন হিন্দুধর্ম্মোৎসবে যোগ দেয় না বটে, কিন্তু হিন্দুর বিবাহে যোগদান করে, হিন্দুদিগের মত ইহাদের বিবাহ হয়। এমন কি ব্রাহ্মণেরাও ইহাদের বিবাহকালে অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন।

ইহাদের অবস্থা তেমন ভাল নয়। অনেকেই আলবার-রাজের সৈনিকবর্গে নিযুক্ত। কেহ কেহ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে সৈনিকবিভাগে কার্য্য করিতেছে। অপর সাধারণ কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। ইহারা কন্যাদিগকে কখন কৃষিক্ষেত্রে পাঠায় না। [মেবাৎ দেখ।] অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি অঞ্চলেও খাঁজাদা নামে এক শ্রেণীর মুসলমান বাস করে।

খাঁ জাহান্, আকবর বাদশাহের অধীনে একজন পঞ্চহাজারী আমীর। ইঁহার নাম হুসেনকুলিবেগ, ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে মুনাইম্ খাঁর মৃত্যুর পর বঙ্গের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হন। ঐ বৎসরে বিদ্রোহী দাউদখাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করেন ও তাঁহার মুণ্ড কাটিয়া সম্রাটের নিকট আগ্রাতে পাঠাইয়া দেন। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে তাণ্ডা নামক স্থানে ইঁহার মৃত্যু হয়।

খাঁ জাহান্‌আলী, "খাঞ্জালী" নামে প্রসিদ্ধ। ইনি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নাসিরশাহ সুলতানের (বারবকশাহের) সমকালবর্ত্তী*। বাগেরহাট অঞ্চলে খলিফতাবাদে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, "ইনি গৌড়ের শাসনকর্ত্তা হুসেন শাহ বাদশাহের 'মসরচালবরদার' ছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম কিস্তুর খাঁ। নবাব ইঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। তিনিই ইঁহাকে সুন্দরবন আবাদ করিতে পাঠান ও সেখানে থাকিয়া খাঁ জাহান বহুল অর্থ উপার্জ্জন করেন। এক দিন নিদ্রায় ইনি স্বপ্ন দেখিলেন, যেন আল্লা আসিয়া তাঁহাকে সংসার ত্যাগ করিতে অনুমতি করিতেছেন এবং খাঞ্জালী [illegible] গ্রহণ করিতে বলিতেছেন।

খাঁ জাহানআলী সুন্দরবন আবাদ করিতে আসিয়া নিজের অনেক কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। খাটগম্বুজ নামে ইঁহার কৃত একটী [illegible] আছে। ইহার ভিতরের দালানটী ১৪৮×৯৬ [illegible] ও ১১টী দরজা আছে। [illegible] খাটগম্বুজ [illegible] ৭৭টী গম্বুজ ও ভিতরে ৬০টী থাম আছে। ঐ [illegible] নিকটে আর একটী মসজিদ দেখা যায়। ঐ মসজিদটী উচ্চে ৪৭ ফিট। ইহার উপরের গম্বুজটী অতি বৃহৎ। এইখানে মৃত্যুর পর খাঞ্জালীর কবর হয়। কবরের উপর দুইখানি আরবী ভাষায় ও একখানি পারসী ভাষায় শিলালিপি খোদিত। তাহাতে লিখিত আছে, উলুঘ খাঁ জাহান আলী ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে পৃথিবী পরিত্যাগ করেন। যশোরের লোকেরা ইঁহাকে পীর বলিয়া জানে। প্রতিবৎসর মুসলমান যাত্রিগণ ঐ মসজিদে তাঁহার কবর দেখিতে যান। ইহা ছাড়া কপোতাক্ষ নদীর তীরে আমাদী গ্রামের মসজিদ ও [illegible] নিকটে ইঁহার কৃত অনেক কীর্ত্তি দেখা যায়। ইনি বাগেরহাটের উত্তর নদীর তীর হইতে খাটগম্বুজ পর্য্যন্ত এবং সুন্দরবন হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। [পীরআলী দেখ।]

খাঁ জাহান্ কোকলতাশ, একজন আমীর, সম্রাট আলমগীরের ধাত্রীপুত্র, অপর নাম মীর মালিক হুসেন। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হন। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ইঁহাকে সাতহাজারী পদ ও "খাঁজাহান বাহাদুর কোকলতাশ জাফর জঙ্গ" এই উপাধি প্রদান করেন। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি "তারিখ ই আসাম" (আসাম-বিজয়) নামে পারসী ভাষায় একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

খাঁ জাহান্ জাফরজঙ্গ, ইঁহার আসল নাম আলীমুরাদ। ইনি জাহান্দার শাহের ধাত্রীপুত্র। সম্রাট বাহাদুরশাহ আলীকে কোকলতাশ খাঁ পদবী দান করেন। পরে যখন জাহান্দর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন, তিনি তখন তাঁহার ধাত্রীপুত্র আলীমুরাদকে নবহাজারীপদ, খাঁ জাহান্

* Calcutta Review Vol. LXIII. দেখ (এই বারবকশাহের অপর নাম নাসির হুসেনশাহ। ইনি ৮৬২ হিজিরায় বাঙ্গালায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। See J. A. S. Bengal 1872, pt. II. p 108.)

উঃ, দ্রাঘি° ৬৮° ৭৭´ পূঃ। শিকারপুর সহর হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় তিন হাজার, তন্মধ্যে খপর ও শেখর নামক মুসলমান শ্রেণীর বাস অধিক। এখানে টক্সা-লয়ের প্রধান কাছারী মুসাফিরখানা ও খোঁয়াড় আছে। সুন্দর সুন্দর মাটীর পাত্র, জুতা ও কাপড় প্রস্তুত হয়।

খাঁ বাহাদুর, পাটনার রাজা মিত্রজিতের পুত্র। ইনি য়ুরো-পীয় গণিত ও বিজ্ঞান শাস্ত্রসমূহের সারসংগ্রহ করিয়া পারস্য ভাষায় "জামবাহাদুরখানী" নামক একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ইহা ছাড়া "এলেম-উল্ মনাজরৎ" নামে চিত্র-বিদ্যা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করেন।

খাক্ (পারসী) ছাই, ভস্ম।

খাকৃতি (আকৃতি শব্দজ) অপ্রতুল।

খাকন, রাজা, প্রধানব্যক্তি। কুকী, ভোট প্রভৃতি জাতি রাজাকে ঐ নামে সম্বোধন করে।

খাকরি (কর্কর শব্দজ) কাঁকর।

খাক্‌দরখাক্ (পারসী) বৃথা, কিছুই নয়।

খাক্‌সাপেটা (দেশজ) আত্মপর পরিত্রাণ।

খাকী (দেশজ) ১ যে খায়। (হিন্দী) ২ মেটে রং। ৩ তৎযুক্ত। ৪ উপাসকসম্প্রদায়বিশেষ। রামানন্দী-সম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন। রামানন্দের প্রশিষ্য কৃষ্ণদাসের কীল নামে এক বৈষ্ণব শিষ্য ছিলেন, তিনিই এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।

ভক্তমালাদি কোন গ্রন্থে উক্ত না থাকায় এই সম্প্রদায়কে অনেকে অতি আধুনিক বলিয়া মনে করেন।

ইহারা অঙ্গে বা পরিধেয় বস্ত্রে খাক অর্থাৎ ভস্ম বা মৃত্তিকা লেপন করে বলিয়া ইহাদের নাম খাকী। ভস্ম ও মৃত্তিকা লেপন দ্বারাই ইহাদিগকে অপর বৈষ্ণব হইতে পৃথক্ বলিয়া জানা যায়। খাকীর মধ্যে যাহার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান আছে, সে ব্যক্তির আহার ব্যবহার ও পরিধান অনেকটা বৈষ্ণবদিগের অনুরূপ। কিন্তু যাহারা নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারাই উলঙ্গ বা উলঙ্গের মত থাকে, আর ভস্মের সহিত মাটী মিশা-ইয়া অবলেপন করেন। এ ছাড়া খাকীরা শৈবদিগের মত মাথায় জটাভার রাখে।

অযোধ্যাপ্রদেশের অন্তর্গত হনুমনগড়ে খাকীসম্প্রদায়ের প্রধান মঠ আছে। সকলে বলে, এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক কীলস্বামীর সিংহাসন জয়পুরে প্রতিষ্ঠিত। ফরক্কাবাদ ও তাহার নিকট অনেক খাকী দেখা যায়। রামসীতা ইহাদের উপাস্য ও হনুমান ভক্তির পাত্র।

৫ শিখ সৈনিকপুরুষগণের পোষাকের চিহ্ন। ৬ দেব-মাতৃক ভূমি।

খাকুই (দেশজ) বীজ হইতে তুলা পৃথক করিবার যন্ত্রবিশেষ।

খাখস (পুং) [খসতিল দেখ।]

খাখসতিল (পুং) খসবীজ, পোস্তদানা।

খাগ্ (দেশজ) বন্য তৃণবিশেষ। পূর্ব্বে এইদেশে ইহা দ্বারা কলম প্রস্তুত হইত।

খাগা, উ° প° প্রদেশের ফতেপুর জেলার তাপ্তগাপরগণার অন্ত-র্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৫°৪৬´০৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৮১°৮´৪৬´ পূঃ। এখানে খাগা তহশীলের প্রধান কাছারী আছে। লোকসংখ্যা প্রায় দুই হাজার। অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই চাষার। প্রতিবর্ষে কার্ত্তিকমাসে এখানে একটা মেলা হইয়া থাকে। এখানে ডাকঘর, পুলিসের ফাঁড়ি, বাজার ও রেল-ষ্টেসন আছে।

খাগী (দেশজ) ভোঙ্গী।

খাগড়া (খগংড় শব্দজ) বন্য তৃণবিশেষ খাগ্। স্থানবিশেষে খাগ্ ও খাগড়া শব্দ ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়। খাগ ও খাগড়া বাহিরে দেখিতে ঠিক একরূপ হইলেও যাহার মধ্যে শোষ থাকে তাহাকে খাগড়া এবং যাহার মধ্যে শোষ নাই তাহাকে খাগ বলা হয়।

খাঙ্গন (দেশজ) বৃহৎ খড়্গা।

খাঙ্গরা (দেশজ) সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা।

খাঙ্গাহ (পুং, যে আকাশহংসমাত্রই গাত্রকালে আকাশ। শ্বেতপিঙ্গলাশ্ব। (শব্দচিন্তা°)

খাজনা (আরবী খজানা শব্দজ) রাজস্ব, কর, খাজানা।

খাজা (দেশজ) ১ ঘৃতপক্ক-মিষ্টান্নবিশেষ। ২ (ত্রি) কঠিন,

খাজা (পারসী) ১ মুসলমান সমাজে ধনী, বণিক চিকিৎসক, শিক্ষক প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে 'খাজা' বলে। [খোজা দেখ।]

২ মুসলমানসম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা ইসমাইলী ও সিয়া-মতাবলম্বী। ইস্মাইলীগণের মতে সাতটীমাত্র ইমাম্, কিন্তু ইহারা এখনও ইমামের আবির্ভাব স্বীকার করেন।

প্রবাদ এইরূপ, প্রায় চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে সদরুদ্দীন নামে একজন পীর ভাটিয়া নামক একশ্রেণীর হিন্দুজাতিকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, খাজা তাঁহাদেরই বংশধর। পীর সদরুদ্দীন তাঁহাদিগকে একখানি দশাবতার দিয়া যান, ঐ ধর্ম্মগ্রন্থে দশ অধ্যায়ে ঈশ্বরের দশাবতারের বিষয় আছে। প্রথম নয় অধ্যায়ে বিষ্ণুর নয় অবতারের কথা এবং শেষ অধ্যায়ে পায়গম্বর আলীর কথা বর্ণিত আছে।

ইহারা আবুবকর, ওমার ও ওসমানের প্রাধান্য স্বীকার করেন না, কিন্তু আলী, হাসন, হসেন, জৈন্-উল আবিদীন্, মুহম্মদ ই-বকর ও ইমাম জাফর-ই সাদিক ইহাদের পূজনীয়।

এই সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন যিনি ইমাম্ বলিয়া সমাদৃত, তাঁহার নাম আগা খাঁ। গত ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ৮১ বর্ষ বয়সে বোম্বাই নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি আপন শিষ্যবর্গের নিকট লক্ষাধিক মুদ্রা উপহার পাইতেন। তাঁহার উপর খোজাদিগের ভক্তি এতই প্রবল ছিল যে, শুনা যায়, গত ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে চারি ব্যক্তি তাঁহার নিন্দা করিয়াছিল বলিয়া নিহত হয়। এখন আগা আলীশাহ পিতৃপদ লাভ করিয়াছেন।

খোজাদিগের ধর্ম্ম অতি গূঢ়, ইহারা অপর কোন সম্প্রদায়ের নিকট ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করে না।

বোম্বাই নগরে অনেক সম্পত্তিশালী খোজা বণিক আছেন। কাটিবারে ৫০০০ ঘর, সন্ধ্যদেশে ৩০০০ ঘর ও জাঞ্জিবারে ৮।৯ শত ঘর খোজার বাস। আফ্রিকার ও আরবের পূর্ব্বাংশে এই সম্প্রদায় লোক উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।

২ পঞ্জাববাসী মুসলমান জাতিবিশেষ। ইহারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বস্ত্র বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। দলবদ্ধ হইয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে যায়, সঙ্গে এক একজন জমাদার বা প্রধান থাকে। প্রয়োজন হইলে ইহারা জমাদারের নিকট হইতে শতকরা ২৫৲ টাকা সুদে টাকা ধার লয়। আবার জিনিস বিক্রয় হইলে টাকা পরিশোধ করে। দিল্লী, কলিকাতা প্রভৃতি নানাস্থানে এইরূপ অনেক লোক ঘুরিয়া বেড়ায়।

খাজা কাঁটাল (দেশজ) যে কাঁটালের কোষা অতি নরম হয় না।

খাজা খিজির, মুসলমানদিগের এক প্যাগম্বর। কথিত আছে—ইনি আলেক্জাণ্ডারের সহিত অন্ধকারময় 'জুলমাৎ' লোকে গিয়াছিলেন। মুসলমানগণের বিশ্বাস, খাজা খিজির এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার পরিচ্ছদ সবুজ। প্রান্ত পথিককে দেখা দিয়া কখন কখন পথ বলিয়া দেন।

মুসলমান-রমণীগণ শ্রাবণ মাসের শেষ শুক্রবারে খাজা খিজিরের সম্মানার্থ ছোট ভেলা ভাসাইয়া থাকেন। ভেলাখানি ফুলের মালা ও নারিকেলতৈলপূর্ণ প্রদীপ দিয়া সাজান থাকে। যখন ভেলাখানি নদীতে স্রোতে ভাসিয়া যায়, তখন রমণীগণ ভক্তিপূর্ণ মনে দেশীয় ভাষায় বহু গান করিতে থাকেন।

খাজা জাহান্, খান (২য়) মুহম্মদশাহ বাহ্মনীর নিকট ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে পাথান্দা ও ১১টী জেলার শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হন। পরে ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে বাহ্মনীরাজ মাহ্মুদশাহের মন্ত্রীত্ব লাভ করেন। উক্ত জেলার স্থানে স্থানে ইহার কৃত মসজিদাদি এখনও বিদ্যমান আছে।

খাজা জাহান্, জৌনপুরের সর্কী-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইহার প্রকৃত নাম মালিক সরবর। দিল্লীর বাদশাহ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী জৌনপুর, অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশ তাঁহার অধিকারে ছিল। তবারিখ-মুবারিকশাহী নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সম্রাট মুহম্মদশাহ তোগ্লক মালিক সর্বর নামক একজন খোজাকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী করেন ও খাজা জাহান্ এই মর্য্যাদাসূচক উপাধি দান করিয়াছিলেন। মুহম্মদশাহের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সুলতান মাহ্মুদশাহ তোগ্লক ১০ম বর্ষ বয়সে সিংহাসনে বসিলে ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে মালিক কনোজ, অযোধ্যা, কাড়া ও জৌনপুরের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বালক সুলতানের রাজ্য বিশৃঙ্খল দেখিয়া খাজা জাহান্ মালিক উস্ সর্ক' নাম লইয়া জৌনপুরে স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করেন। ছয় বৎসরকাল রাজত্ব করিয়া ১৪০০ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়। সর্কী রাজবংশের শেষ রাজা হুসেনশাহ বিহ্লোললোদীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাঙ্গালার রাজা সুলতান আলাউদ্দীনের নিকট আশ্রয় লয়েন। ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুতে খাজা জাহান্ প্রতিষ্ঠিত সর্কীবংশ লোপ পায়।

খাজাঞ্চী (পারসী) ১ ধনাধ্যক্ষ। ২ সদর কাছারীতে যে কর্ম্মচারী তহবিল রক্ষা করে, মফঃস্বলের আদায় খাজানার চালান প্রভৃতি বুঝিয়া লয় এবং খরচপত্রের জমাখরচ প্রভৃতি হিসাব রাখে।

"আর রায়া বলে সই এ বুঝি ঠকায়।
খাজাঞ্চী আমার পতি সবার অধম।" (ভারত—বিদ্যাসুন্দর)

খাজানা (পারসী) অপরের ভূমি ব্যবহার ও ভোগদখল করিতে ঐ ভূমির স্বত্বাধিকারীকে উহার বদলে যাহা কিছু দিতে হয়, তাহাকে কর বা খাজানা কহে।

খাজা মসায়ুদ, (বা মসুদ) একজন মুসলমান কবি। ইনি ৩ খানি বড় কবিতা (দিবান্) পুস্তক লিখিয়া যান। একখানি দিবান্ আরবী, একখানি পারসী ও অপরখানি হিন্দুস্থানী ভাষায় লিখিত। ইনিই মুসলমানদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হিন্দুস্থানী ভাষায় কবিতা লিখিয়াছিলেন।

খাজা মুআজ্জম্, সম্রাট্ অক্বরশাহের মাতুল। ইনি অক্বরের পিসি বিবি ফাতিমাকে বিবাহ করেন। ইহার স্বভাব অতিশয় কদর্য্য ছিল। এই জন্য সময়ে সময়ে সম্রাট ইহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিতেন। ৯৭৩ হিজিরাতে ইনি বিবি ফাতিমার প্রাণনষ্ট করিলে প্রথমে কিছুদিন কারারুদ্ধ থাকেন। পরে সম্রাটের আদেশে তাঁহার মুণ্ড কাটিয়া ফেলা হয়।

খাজা মুহম্মদ গবান্, প্রথমে বেরারের শাসনকর্ত্তা পরে বাহ্মণীরাজ্যের রাজা নিজামশাহ বাহ্মনীর উজীর [illegible]

ছিলেন। লোকে ইঁহাকে মালিক-উৎ-ওমার খাজা জাহান বলিত। ১৪৭১ খৃষ্টাব্দে ইনি মালবের রাজা মামুদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বশে আনেন। ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে ২য় মুহম্মদশাহের রাজ্যকালে খাজা জাহান "ওয়াকিল্ উস্-সুলতানের' কার্য্যভার লইলেন। ইঁহার উচ্চ পদ দেখিয়া শত্রুপক্ষের চক্ষু টাটাইল। নবাবের বিরুদ্ধে তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া রাজাকে জানাইল। রাজা তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ইঁহার মুণ্ডচ্ছেদনের আদেশ দিলেন। মুহম্মদগবান ৭৮ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন।

খাঙ্গি (দেশজ) একপ্রকার মাছ।

খাজিক (পুং) যে উর্দ্ধদেশে আজঃ ক্ষেপঃ তৎ সাধুঃ খাজ-ঠন। খই, লাজা। (হারাবলী)

খাঞ্জন (পুং স্ত্রী খঞ্জনস্যাপত্যং খঞ্জন-অণ্ (শিবাদিভ্যোহণ্। পা ৪।১।১১২) খঞ্জনের অপত্য। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইয়া খাঞ্জনী পদ হয়।

খাজুর (খর্জ্জুর শব্দজ) খর্জ্জুর, খেজুর।

খাজুর গুড় (দেশজ) খেজুর-রস দ্বারা যে গুড় প্রস্তুত হয়।

খাঞ্চা (যাবনিক) কাষ্ঠময় বৃহৎ পাত্রবিশেষ।

খাঞ্চাপোষ (যাবনিক) বৃহৎ পাত্রের আচ্ছাদন।

খাঞ্জাখাঁ (প্রকৃত নাম নবাব খানজাদ্ খাঁ) খন্দবখাঁর পুত্র। বর্দ্ধমানের জাহানাবাদ মহকুমার অন্তর্গত খাঞ্জাখাঁ গড়ের প্রতিষ্ঠাতা।

খন্দব খাঁ দিল্লীর দক্ষিণ বর্খা নামক স্থানে সৈয়দ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দিল্লীশ্বরের অনুগ্রহে বর্দ্ধমান, মণ্ডলঘাট ও কৃষ্ণনগরের তহসীলদার হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। প্রথমে তিনি নদিয়াবাদে থাকিতেন। মণ্ডলঘাটের রাজা নারায়ণ পাল (১) তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসেন। খন্দব মণ্ডলঘাট হইতে এক বনে শিকার করিতে যান। সেই বনে বিস্তর শিমূলবৃক্ষ ছিল, তাহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া এইখানে 'কোটশিমূল' নামে একটী নগর পত্তন করিলেন।

শের আফগানের বিনাশকালে ইনি জাহাঙ্গীরের পক্ষ অবলম্বন করেন। তাহাতে জাহাঙ্গীর ইঁহাকে নবাব উপাধি প্রদান করেন। খন্দব নবাব হইয়া কোটশিমূলে থাকিয়া নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিতে লাগিলেন। এই অন্যায় ব্যবহার দিল্লীর বাদশাহের কর্ণগোচর হইল, তিনি খন্দবকে ধরিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। খন্দব আত্মহত্যা করিয়া বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। তাঁহার মরণে বাদশাহ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহার পুত্র খাঞ্জাখাঁকে নবাব উপাধি দিয়া কোটশিমূলে পাঠাইলেন।

খাঞ্জাখাঁ সর্ব্বদাই মহা আড়ম্বরে থাকিতেন, বঙ্গদেশের পল্লীমধ্যে সময়ে সময়ে মহা সমারোহে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। বাঙ্গালার উচ্চনীচ প্রজা সাধারণ তাঁহার জাঁকজমকের সর্ব্বদাই প্রশংসা করিত। এইজন্য এখনও বাঙ্গালীরা কোন সামান্য লোকের হঠাৎ আড়ম্বর দর্শন করিলে উপহাস করিয়া বলিয়া থাকেন, "যেন খাঞ্জাখাঁ।"

নবাব খাঞ্জাখাঁর মৃত্যু হইলে তৎপুত্র নবাব খাঁ পিতৃপদ লাভ করেন। ইনি বর্দ্ধমানের রাজার অধীনে থাকিয়া চৌধুরীপদ প্রাপ্ত হন।

নবাব খাঞ্জাখাঁর বংশানুক্রমে কেবল একটি করিয়া পুত্র জন্মে। এখনও এই বংশীয় মকবুল হুসেন খাঁ জীবিত আছেন। আর সে পূর্ব্ব বিষয়-সম্পত্তি নাই, সে নবাব উপাধিও নাই। এখন সামান্য কএকখানি দানজমিই খাঞ্জাখাঁর বংশধরের একমাত্র সম্বল। মকবুলের পিতা আমীন খাঁ বীরভূমের নগরের মুসলমান-রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

খাঞ্জার (পুং স্ত্রী খঞ্জারস্যাপত্যং খঞ্জার অণ্ (শিবাদিভ্যোহণ্। পা ৪।১।১১২) খঞ্জার নামক ঋষির অপত্য।

খাঞ্জাল (পুং) খঞ্জালস্যাপত্যং খঞ্জাল-অণ্। খঞ্জাল নামক ঋষির অপত্য।

খাট্ (অব্য) অনাদর শব্দ।

"খাট কৃত্বা নিষ্ঠীব।" (সং কৌ° ১।৪।৮২ পা°)

খাট (পুং) যে উদ্ধমার্গে অটত্যনেন অট করণে ঘঞ্। শব-রথ। (শব্দরত্নাবলী) খাটিয়া, মড়ার খাট।

খাট (দেশজ) খর্ব্ব, ক্ষুদ্র, ছোট।

খাটনা (দেশজ) কর্ম্ম, পরিশ্রম, নিয়ত কাজ।

খাটনায়া (দেশজ, যাহাকে কোন নিয়ত পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হয়।

খাট্মল (হিন্দী খটমল) ছারপোকা, উকুন।

খাটলা (দেশজ) ১ ঘর আবরণ। ২ ঝাড়ন, চালনী।

খাটা (দেশ) পরিশ্রম, নিয়ত কার্য্য।

খাটান (দেশজ) কর্ম্মে নিয়োগকরণ, লাগান, যোজন।

খাটাল (যাবনিক) অঙ্গন, খাদ্যস্থল, কোন কোন স্থানে গরুর বেড়েকেও খাটাল বলে।

খাটাশি (খট্টাশ শব্দজ) ক্ষুদ্র খট্টাশ।

খাটি (স্ত্রী) খট কাঙ্ক্ষায়াং বাহুলকাৎ ইঞ্। ১ কিণ। ২ অনুগ্রহ। ৩ শবরথ, মড়ার খাট। (মেদিনী) ৩ ব্রণচিহ্ন। (উজ্জ্বলদত্ত)

---

(১) এই নারায়ণপালই মেদিনীপুরের অন্তর্গত [illegible] রাজবংশের আদিপুরুষ। [সম্পাদক।]

ছিল। এই পুরীটী দৈর্ঘ্যে ১০০ যোজন বা চারিশত ক্রোশ এবং বিস্তারে ৩০ যোজন বা ১২০ ক্রোশ। দিন দিন সুদর্শনের পরিবার বাড়িতে লাগিল, একে একে সকল রাজগণই তাঁহার নিকটে পরাজয় মানিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। সুদর্শন দেবগণের প্রতিও আপন অধিকার বিস্তার করিয়া বসিলেন। অধীন ব্রাহ্মণগণের প্রতি কিছু কিছু অন্যায় আচরণ করিতে ত্রুটি করিলেন না। অল্পদিন মধ্যেই তিনি সকলের বিরাগভাজন হইয়া উঠিলেন। সুদর্শন কাশীরাজ বিজয়ের সহিত সখ্যস্থাপন করিয়া তাঁহাকে আপনার সচিবপদ অর্পণ করেন। কাশীরাজ অবকাশ পাইয়া সুদর্শনের অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন। সুদর্শন এই গুপ্ত সংবাদ জানিতে পারিয়া তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। সেই যুদ্ধে সুদর্শনের পরাজয় হয়। কাশীরাজ খাণ্ডবীপুরী লুণ্ঠন করিয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। এই সময়ে দেবরাজ আসিয়া কাশীরাজের নিকট জানাইলেন যে, এই স্থানে পূর্ব্বে একটী বন ছিল, সেই বনে দেব ও গন্ধর্ব্বগণ পরম সুখে বিচরণ করিতেন, সুদর্শন তাঁহাদের সেই সুখে বাধা দিয়া খাণ্ডবীপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা যে, এই স্থানটী পুনর্ব্বার তাঁহাদের উপবনরূপে পরিণত হইলেই ভাল হয়। কাশীরাজ বিজয় দেবগণের আদেশে সেই স্থানে একটী উপবন প্রস্তুত করিয়া দিলেন এবং প্রজাগণকে আপনার রাজ্যে লইয়া গেলেন। এই বনটীই খাণ্ডব নামে প্রসিদ্ধ। (কালিকাপু° ৭৮ অঃ)

দ্বাপরের শেষভাগে অগ্নি ব্রাহ্মণরূপী হইয়া অর্জ্জুনের নিকটে খাণ্ডববন দাহের প্রস্তাব করেন। অগ্নির প্রার্থনায় মধ্যম পাণ্ডব তাহাতে সম্মত হন এবং শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে খাণ্ডববন দাহন করিতে আরম্ভ করেন। দেবরাজ চরমুখে খাণ্ডবদাহের কথা শুনিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। যুদ্ধে সদলবলে দেবগণকেই পরাজিত হইতে হইল। অর্জ্জুন নির্বিঘ্নে খাণ্ডবদাহন করিয়া আপনার অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন। (কালিকাপুরাণ ৯০ অঃ)

অতি প্রাচীনকাল হইতে খাণ্ডববন আর্য্যজাতির নিকট প্রসিদ্ধ। যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৫।১।১ ও পঞ্চবিংশব্রাহ্মণে ২৫।৩ ইহার উল্লেখ আছে। পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট হইতে পঞ্চগ্রামের মধ্যে এই খাণ্ডবপ্রস্থ প্রাপ্ত হন। শেষে পাণ্ডবেরা এইখানেই ইন্দ্রপ্রস্থ স্থাপন করেন। (ভারত আদি° প°) [ইন্দ্রপ্রস্থ দেখ।]

খাণ্ডবক (ত্রি) খণ্ড চাতুরর্থিক বুণ্। খণ্ডনসমীপ।

খাণ্ডবপ্রস্থ (পুং) ইন্দ্রপ্রস্থ, বর্ত্তমান দিল্লীর পার্শ্ব।

"অথাগতঃ খাণ্ডবপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরোঽর্থতশ্চিন্তিতঃ।" (ভা° ১।৬১অঃ)

খাণ্ডবায়ন (পুং) খাণ্ডবং তন্নামকং বনং অয়নং আশ্রয়ঃ যস্য বহুব্রী। খাণ্ডববনবাসী ঋষি।

"খাণ্ডবস্তদা রাজন্ প্রখ্যাতাঃ খাণ্ডবায়নাঃ।"

(ভারত ৩।১১৭ অঃ)

খাণ্ডবিক (পুং) খাণ্ডবং মোদকাদিশিল্পমস্য খাণ্ডব-ঠক্। যে মোদক প্রস্তুত করে, ময়রা।

"আরালিকাঃ সূপকারা যে চ খাণ্ডবিকাস্তথা।"

(ভারত, আশ্ব° ১ অঃ)

খাণ্ডবী (স্ত্রী) চন্দ্রবংশীয় সুদর্শনরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হিমালয়ের নিকটস্থিত একটী পুরী। [খাণ্ডব দেখ।]

খাণ্ডবারণক (ক্লি) খাণ্ডবীরণের নির্বৃত্তং-বুঞ্। খাণ্ডবীরণনির্বৃত্ত।

খাণ্ডিক (পুং) খণ্ডং মোদকাদিকং শিল্পমস্য ঠক্। ১ যে মোদক প্রস্তুত করে, ময়রা। (হারাবলী) (ক্লী) খাণ্ডিকানাং সমূহঃ খাণ্ডিক অঞ্ (খাণ্ডিকাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৪৫) খাণ্ডিকসমূহ।

খাণ্ডিকীয় (পুং) [বহু] খাণ্ডিকেন প্রোক্ত মধীয়তে খাণ্ডিক-ছণ্। (তিত্তিরিবরতন্তুখণ্ডিকোখাচ্ছণ। পা ৪।৩।১০২) যাহারা খাণ্ডিকোক্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে।

খাণ্ডিক্য (পুং) ১ নিমিবংশীয় একজন রাজা, ইহার পিতার নাম মিতধ্বজ, ইনি অতিশয় কর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। (ভাগবত ৯।১৩।২০-২১) (ক্লী) খাণ্ডিকস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা খাণ্ডিক-ষ্যঞ্ (পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যশ্চ। পা ৫।১।১২৮) ২ খাণ্ডিকের ভাব, খাণ্ডিকতা। ৩ খাণ্ডিকের কর্ম্ম।

খাণ্ডিত (ত্রি) খাণ্ডিত ইঞ্ (পা ৪।২।৮০) খাণ্ডিতের সন্নিকৃষ্ট দেশাদি।

খাণ্ডিত্য (ত্রি) খাণ্ডিত-চাতুরর্থিক ণ্য। (পা ৪।২।৮০।) খাণ্ডিত, খাণ্ডিতের সন্নিহিত দেশাদি।

খাৎ (অব্য) অব্যক্ত শব্দ। যথা—খাৎকৃত্য নিষ্ঠীবতে।

খাত (ক্লী) খন ভাবে ক্ত। ১ খনন। খন কর্ম্মণি ক্ত। ২ পুষ্করিণী, পুকুর। (ত্রি) ৩ যাহা খনন করা হইয়াছে। "খাত যূপৈর্ম্মণ্ডলভূভুজাম্।" (মাঘ) (পুং) ৪ কূপ। (নিঘণ্টু ৩।২৩)

খাতক (ক্লী) খাত সংজ্ঞায়াং কন্। ১ খাত, পরিখা। (হেম) (পুং) ২ অধমর্ণ, খণী।

"উত্তমর্ণো ধনস্বামী অধমর্ণস্তু খাতকঃ।" (গোভীচন্দ্র)

৩ যে শত্রুপক্ষীয় সৈন্য বিদারণ করিতে পারে।

"খাতকব্যূহভঙ্গজ্ঞংবলহর্ষণকোবিদম্।"

(ভারত, শান্তি, ১১৮ অঃ)

'খাতকাঃ পরসৈন্যবিদারকাঃ'—নীলকণ্ঠ।

খাতজু (স্ত্রী) খাতঃ কা জুঃ। ১ পরিখা। ২ প্রতিকূপ।

মুখের বিস্তার ১০ ও তলের বিস্তার ৫ উভয়ের যোগফল ১৫, এই দুইটীকে যথাক্রমে দৈর্ঘ্য ও বিস্তার কল্পনা করিলে যুতিজ ক্ষেত্রফল হইল, ২১০, ইহাদের যোগফল (১২০+৩০+ ২১০=৪২০) ৪২০ , উহাকে ৬ দ্বারা ভাগ করিলে সমক্ষেত্র ফল হইল ৭০, ইহাকে বেধ ৭ দিয়া পূরণ করিলে ফল হইল ৪৯০ , অতএব ঐ খাতের পরিমাণ হইল ৪৯০ ঘনহস্ত। বাপী, পুষ্করিণী প্রভৃতির পরিমাণ নির্ণয় প্রায়শ এই নিয়মে হইয়া থাকে, কারণ উহার মুখ ও তল সমান নহে।

সমভুজ সমখাতের উদাহরণ। যে খাতে দৈর্ঘ্যের পরিমাণ ১২, বিস্তার ১২ ও বেধ ৯ তাহার ঘনফল কত ?
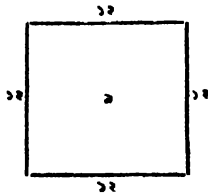
প্রক্রিয়া—ক্ষেত্রফল ১৪৪কে বেধ ৯ দ্বারা গুণ করিলে ফল হইল ১২৯৬ ঘনহস্ত। বৃত্তখাতের উদাহরণ—যে বৃত্ত খাতের ব্যাস ১০ ও বেধ ৫ তাহার ফল স্থির কর।

প্রক্রিয়া—বৃত্তক্ষেত্রের নিয়মানুসারে প্রক্রিয়া করিলে স্থূল পরিধি হইল ৩১$\frac{৩}{৭}$ এবং স্থূল ক্ষেত্রফল হইল $\frac{৫৫০}{৭}$ ইহাকে বেধ ৫ দ্বারা গুণ করিলে ক্ষেত্রের ফল হইল $\frac{২৭৫০}{৭}$ যে খাতের মুখ হইতে ক্রমে অল্প হইয়া তলে একেবারে ক্ষেত্রের অভাব হয়, তাহাকে সূচীখাত বলে। ঐ খাতটীকে সমখাত কল্পনা করিলে যাহা ফল হইবে, তাহার $\frac{১}{৩}$ অংশই সূচীখাতের ফল জানিবে।

উদাহরণ।—যে সূচীখাতে দৈর্ঘ্য ১২, বিস্তার ১২, বেধ ৯, তাহার ফল কত ?

ক্ষেত্র পূর্ব্বেই সমখাতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রক্রিয়া—ঐ সমখাতের ফল ১২৯৬কে ৩ দিয়া ভাগ দিলে ফল হয় ৪৩২ , অতএব সূচীখাতেরও ফল হইল ৪৩২।

যে বৃত্তাকার সূচীখাতের ব্যাস ১০ ও বেধ ৫ তাহার ফল কত ?

পূর্ব্বপ্রদর্শিত সমবৃত্তখাতের ক্ষেত্রফল $\frac{২৭৫০}{৭}$কে ৩ দ্বারা ভাগ করিলে ফল হইল $\frac{২৭৫০}{২১}$, অতএব সূচীখাতের ফল হইল $\frac{২৭৫০}{২১}$। (লীলাবতী- খাতব্যবহার)।

খাতা (যাবনিক) ১ একত্রবদ্ধ পত্রাদি, বহি। ২ হিসাব পুস্তক, যাহাতে দেনা পাওনার হিসাব রাখা হয়। ৩ সম্পত্তি।

খাতাবন্দা, খাতাবন্দী করনির্দ্ধারণ প্রণালী। ইহাতে কৃষকের উর্ব্বরা ও অনুর্ব্বরা ভূমির অনুপাত অনুসারে চাষ করিতে হয় অর্থাৎ একজন বিশ বিঘা উর্ব্বরা জমী চাষ করিলে তাহাকে তদনুসারে অনুর্ব্বরা জমী সমেত কর দিতে হইবেক। প্রত্যেক চাষী যত পরিমাণে উর্ব্বরা জমী চাষ করিবে, তাঁহাকে অনুর্ব্বরা জমীর অনুপাত অনুসারে দায়ী হওয়ার নাম খাতাবন্দী।

খাতি (স্ত্রী) খন ভাবে ক্তিন্ আছে। খনন।

খাতিক, দাক্ষিণাত্যের কসাই জাতিবিশেষ। বোম্বাই প্রদেশে বিজয়পুর ও শোলাপুর অঞ্চলে ইহাদের বসবাস। কোথাও বা ইহাদিগকে সূর্য্যবংশীপাড় বলে। সম্ভবতঃ ইহারা গুজরাতের সূর্য্যবংশী জাতির শাখা, তথা হইতে এই অঞ্চলে আসিয়া বাস করিয়া থাকিবে। খাতিকের মধ্যে সূর্য্যবংশীপাড় ও সুলতানী নামে থাক বা শ্রেণী আছে। এই দুই বিভিন্ন থাকের মধ্যে পান ভোজন বা বিবাহাদি কার্য্য চলে না।

ইহাদের মধ্যে মধ্যে বল্গীকর, বুক্তুকর, চেন্দুকাল, খণ্ডকথলা, গোবিন্দকর, প্রভুকর, রাজগুরি প্রভৃতি উপাধি আছে। বর কন্যা এক উপাধি হইলে বিবাহ হয় না।

ইহারা সকলেই মরাঠী ভাষায় কথা কয়, তবে কেহ কেহ বা কর্ণাটী ও হিন্দী ভাষায় কথা কহিতে পারে। ইহারা ছাগল, ভেড়া, মহিষাদি জন্তু পুষিয়া থাকে। পাথর ও মাটী দিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করে। সকলে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসে। ময়লা কাপড় কেহ পরিধান করে না।

জমিতে লাঙ্গল দিবার জন্য কৃষিজীবী খাতিকেরা গোরু ও ঘোড়া রাখে। অন্ন, রুটী, রবিশস্য ও শাক সবজি ইহাদের প্রধান আহার। সকলেই কিছু মৎস্য ও মাংস ভক্ত। ভেড়া, হরিণ, খরগোস, ঘুঘু, মুরগী প্রভৃতি পক্ষীমাংস খাইতেও আপত্তি নাই। আশ্বিন মাসে "মার নবমী" (দুর্গপূজার মহানবমী) তিথি এই জাতির মহাপর্ব্বের দিন। এই দিবসে অনেকেই ভবানীদেবীর পূজার্থ ভেড়া বলি দিয়া থাকে ও মহাসমাদরে মার প্রসাদী মাংস খাইয়া পরিতৃপ্ত হয়। আশ্বিন মাসে নবরাত্রে অর্থাৎ মহালয়া হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত মহা ধূমধাম হয়। শিবরাত্রি ও প্রতি একাদশীতে ইহারা দোকানপাট বন্ধ করিয়া রাখে। ভাদ্র মাসের গণেশ

চতুর্থীতে ইহারা গণপদেবের প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করে। দুর্গা, ধাধা, মারুতী, সিদুয়ার ও অন্না প্রভৃতি ইহাদের কুল দেবতা। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত পর্ব্বদিনে ইহারাও উপবাস দি নিয়ম পালন করে। কোন দেবতার পূজা করিবার পূর্ব্বে খাত্তিকেরা স্নান করিয়া শুদ্ধাচারী হয় ও জল, চন্দন, পুষ্প, নারিকেল, সুপারি, চিনি, গুড়, ছোহারা, কর্পূর ও ধূপধূনা লইয়া পূজা করিয়া থাকে। উপরি উক্ত দেবদেবী ছাড়া ইহারা সূর্য্যদেবেরও উপাসনা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই মাদকসেবী পূজা পার্ব্বণাদিতে আমোদের জন্য মদ সিদ্ধি, গাঁজা, ও অহিফেন না হইলে চলে না। পুরুষেরা মাথায় টিকি রাখে। স্ত্রীলোকেরা লাল বা কাল রঙের কাপড় ও অলঙ্কার পরিতে ভালবাসে। সধবা স্ত্রীলোকেরা বিবাহের পর হইতে বরাবর "মঙ্গলসূত্র ধারণ করে।

গরিব খাত্তিকের মধ্যে সকলেই ভেড়া ও মাংস বিক্রয় রে এই জন্যই ইহারা কসাইজাতি মধ্যে গণ্য। কেহবা জমিতে চাষবাসও করে। আয় অল্প বলিয়া বিবাহাদি কার্য্যের সময় ইহাদের প্রায় টাকা ধার করিতে হয়।

খাত্তিক স্ত্রীলোকরা প্রসবের পর ১ পক্ষ হইতে ১॰ মাস কাল আঁতুড়ঘরে থাকে। এই অবস্থায় প্রসূতিকে তাপ দিবার জন্য খাটিয়ার নীচে প্রথম ১৫ দিন গামলা করিয়া আগুণ রাখিয়া দেওয়া হয় এবং গুড়, শুষ্ক নারিকেল, শুঁট পিপুল গঁদ ও শুক্না খেজুর প্রভৃতি গুঁড়া করিয়া মাখমের সহিত মিশাইয়া খাইতে দেয়। বাটীর বৃদ্ধাস্ত্রী ৬ষ্ঠ দিনে ষষ্ঠীমাতার পূজা করে ও সেই দিনে ধাত্রীবিদায় হইয়া থাকে। অনেকের গৃহে ঐ দিবস বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় কুটুম্বাদির ভোজ হয়। ১৩শ দিনে পুত্রের নামকরণ হয় এবং সধবা স্ত্রীলোকগণ পকপক্ক মুখে লইয়া ঐ দিবস পুত্রটিকে কোলে করিতে আসে। ৩ মাস বা ৬ মাস বয়সে পুত্র বা কন্যার চূড়াকরণ হইয়া থাকে। বিবাহের কোন সময় নির্দ্দিষ্ট নাই। ১ মাসের বালিকা হইতে ১৯ বৎসরের যুবতীর পর্য্যন্ত বিবাহ হয়। তবে সকলেই বাল্যবিবাহ প্রশস্ত মনে করে। কন্যা প্রথম ঋতুমতী হইলে ইহারা অশুচি বোধ করে না। প্রথম পাঁচ দিন গাত্রধৌত করিয়া কন্যাকে উত্তমরূপে হরিদ্রা মাখাইয়া থাকে, ষষ্ঠদিনে স্নান করাইয়া দেওয়া হয়। পরে শুভদিন দেখিয়া তাহাকে স্বামী-সহবাস করিতে দেয়। ইহাদের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে হইলে অগ্রে কন্যাকর্ত্তার মতামত জানিতে হয়। তিনি কন্যার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলে পর বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার কুলদেবতার সম্মুখে ২টী নারিকেল, ছিনাশায়া শুনানারিকেলের শাঁস ও ৫ সের চিনি রাখিয়া উপস্থিত স্বজাতিগণের সম্মুখে "আমার পুত্রের সহিত ইহার কন্যার বিবাহ হইবে" এইরূপ বাক্যদান করে। উপস্থিত জ্ঞাতিকুটুম্বাদিকে চিনি ও পান দিয়া বিদায় করিতে হয়। শুভদিনে বিবাহ ধার্য্য হয়। এই সময় হইতে বর ও কন্যা উভয়ে পরস্পরের বাটিতে যাওয়া-আসা করে। বরকর্ত্তাকে /২ সের চিনি, /৪ সের শুক্না নারিকেলের শাঁস, /৯ পোয়া পোস্তদানা, /৫ পোয়া সুপারি ও ২০০ পান, কন্যার জন্য ৪টী কাঁচুলী, রূপার বালা ও হার এবং ১টী পোষাক দিতে হয়। পক্ষান্তরে কন্যাকর্ত্তা নিজ পুত্রীকে গৃহদেবতার সম্মুখে বসাইয়া তাহার কোলে ৫টী সুপারি, ৫টী শুক্না খেজুর, ৫ টুক্রা নারিকেলের শাঁস, ৫টী কলা ও /৫ সের চাল ঢালিয়া দেয় ও জামাতাকে ১ খানি চাদর ও টী পাগড়ী ও উপস্থিত লোকদিগকে পান ও চিনি বিতরণ করিয়া থাকে। দৈবজ্ঞেরা বিবাহের শুভদিন স্থির করিয়া লয় এবং সেই দৈবজ্ঞ দুইখণ্ড কাগজে বর ও কন্যার নাম লিখিয়া বরের নামের কাগজখানি বরকর্ত্তাকে ও কন্যার নামের কাগজখানি কন্যাকর্ত্তাকে দেন। এই দুইখানি কাগজ বিবাহের সময় ন্যাকড়ায় জড়াইয়া বর ও কন্যার গলায় বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বিবাহের ৪।৫ দিন পূর্ব্বে একটী চৌকা ডোবা কাটিয়া তাহার চারিকোণে ৪টী জলপাত্র রাখিয়া সূতা দিয়া তাহার চারিপাশ ঘেরিয়া ফেলে। বরের গায়ে হলুদ মাখাইয়া ঐ ডোবার জলে স্নান করাইতে হয়। ঐ দিবস বর ও কন্যার কল্যাণার্থ পূজা হয়। বিবাহের দিন ডোবা বুঁজিয়া বর ও কন্যাকে স্নান করাইয়া নূতন সাদা কাপড় পরিতে দেয়। বর ঘোড়ায় চড়িয়া বিবাহ করিতে যায়। বর সম্প্রদান স্থানে যাইয়া কন্যার দিকে সম্মুখ করিয়া খুড়ির উপর দাঁড়ায় ও কন্যা যাঁতার উপর দাঁড়াইয়া থাকে। গাত্র-হরিদ্রার সময় স্নানকালে যে সূত্র দিয়া ডোবা ঘেরা হয়, ঐ সূত্র একগাছি কন্যার বামহস্তে ও অপর একগাছি বরের দক্ষিণহস্তে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বিবাহের সময় বরকন্যার সম্মুখে একখানি কাপড়ের পর্দ্দা দেওয়া থাকে। পুরোহিতের মন্ত্র পাঠাদি শেষ হইলে তিনি ও আগত সকলেই নবদম্পতীর উপর ধান দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। পরদিন সন্ধ্যাকালে বর-কন্যা ষাঁড়ে চড়িয়া যায়। যাত্রাকালে পথে গ্রাম্য-দেবতাকে প্রণাম করিতে হয়। বর বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলে কন্যার মাতা নিজ কন্যাকে লইয়া বেয়ানের (বরের মাতার) হাতে সঁপিয়া দেন, বিবাহের পর তৃতীয় দিবসে কন্যার পিতা জ্ঞাতিভোজ দিয়া থাকে ও বরের পিতামাতাকে কাপড় ও লৌকিকতার জন্য ১টী টাকা দেয়। ৫ম দিনে বরকর্ত্তাকেও ঐরূপ জ্ঞাতিভোজ ও দ্বিগুণ করিয়া যথাধার্য্য টাকা দিতে হয়।

হইয়াছে। মধ্য ও পূর্ব্বভাগ ঢালু ও অনুর্ব্বর উত্তর ও পশ্চিমভাগ জঙ্গলময়, এই অংশে পাকড়ার ভীলজাতির বাস।

এখানে কএকটী গিরিশ্রেণী আছে, উত্তরে তাপ্তী ও নর্ম্মদানদীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাতপুরাপাহাড় অবস্থিত, ইহার পঞ্চপাণ্ডব (২০০০ হাত উচ্চ) ও তুরণমাল (২৫০০ হাত উচ্চ) নামে শৃঙ্গ আছে। দক্ষিণে সাতমালা বা অজন্তা পাহাড় নিজামরাজ্য হইতে খান্দেশকে পৃথক্ করিয়াছে। পশ্চিমে গুজরাট ও খান্দেশের মধ্যস্থলে সহ্যাদ্রি, দক্ষিণপূর্ব্বে হাতি, খান্দেশ ও নাসিকের মধ্যে গালনা ও অবা পাহাড়।

খান্দেশে ছোলা, গম, সরিষা, মসিনা, কার্পাস ও কাঙ্‌নী প্রচুর উৎপন্ন হয়। কাঙ্‌নীই এখানকার লোকের নিত্য আহার্য্য। নীল ও আহিফেন এখানে বেশ জন্মে। তবে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এখান হইতে আফিমের কারখানা উঠিয়া যাওয়ায় এখন আর আহিফেনের চাষ হয় না।

খান্দেশে যেমন সকল শস্যফলমূলাদি উৎপন্ন হয়, সেরূপ এখানে খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায় না, স্থানে স্থানে লৌহের আকরের নিদর্শন আছে মাত্র। তবে এখানকার বনে নানা প্রকার বাঘ, চিতা, নেকড়ে, ভল্লুক, লিনকস, বাইসন, মহিষ, শম্বর হরিণ, নীলগাই, চিত্রমৃগ, কৃষ্ণসার, এবং চতুঃশৃঙ্গ হরিণ বাস করে।

এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ, ইহাদের শতকরা ৭৫ জন হিন্দু, শতকরা প্রায় ১৬ জন ভীল ও প্রায় ১৪ জন মুসলমান, বাকি জৈন, খৃষ্টান, পারসী, য়িহুদী, শিখ, বৌদ্ধ ও অপরাপর জাতি। হিন্দুর মধ্যে রাজপুত ও ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক।

এখানে অল্প বন্যায় নদীর জল বাঁধ ছাড়াইয়া উঠিয়া পড়ে। তন্মধ্যে ১৮২২, ১৮২৯, ১৮৩৭, ১৮৭২, ১৮৭৫ ও ১৮৭৬ সালের বন্যা বড় সহজ নহে। ১৮২২ সালের তাপ্তী নদীর প্রবল বন্যায় একবারে ৬৫ খানি গ্রাম ধ্বংস হইয়াছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ১৩ই সেপ্টেম্বর যে বন্যা হয়, তাহাতে ১৫২ খানি গ্রাম নষ্ট ও প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়।

এখানে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই তিন ঋতুই প্রবল। কার্ত্তিক হইতে মাঘ পর্য্যন্ত এই চারিমাস শীত, ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম ও আষাঢ় হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত বর্ষা। গ্রীষ্মকালে যেমন বেশী গরম, আবার বর্ষাকালে তেমনি অধিক বৃষ্টি হয়, গড়পড়তা ২১ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টিপাত হয় না। এখানে গ্রীষ্মকাল স্বাস্থ্যকর, কিন্তু শীতকাল তেমন নয়, এই সময় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

ইতিহাস—পূর্ব্বকালে এই স্থান বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। কেহ কেহ এই বিস্তৃত ভূভাগকেই দণ্ডকারণ্য বলিয়া অনুমান করেন। [দণ্ডক দেখ।]

প্রবাদ এইরূপ, এখানকার তুরণমালের রাজা কুরুক্ষেত্রে মহাসমরে কৌরবপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। আবার কেহ বলেন, এখানকার পঞ্চপাণ্ডব নামক গিরিশৈলে পাণ্ডবগণ কিছুকাল আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

খান্দেশ হইতে ১৫০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে খোদিত একখানি শিলা-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পুরাণোক্ত অন্ধ্রভৃত্যরাজগণ এখানে বহুদিন রাজত্ব করেন, তৎপরে শাহীরাজগণ এখানকার অধিপতি হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এ অঞ্চল প্রবল প্রতাপ চালুক্যরাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল।

যখন আলাউদ্দীন্ দাক্ষিণাত্যে দেখা দেন তৎকালে দেবগিরির যাদবরাজগণের অধীন একজন মহামণ্ডলেশ্বর খান্দেশ রাজ্যশাসন করিতেন।

১৩০৩ হইতে ১৩৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান বেরারের শাসনকর্ত্তার শাসনাধীন ছিল। ১৩৭০ হইতে ১৫৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বরের [illegible] আরবজাতীয় ফারুকিগণ এখানকার [illegible] প্রকাশ [illegible]। ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে অহ্‌মদ স্বয়ং খান্দেশ [illegible] করিতে [illegible]। তিনি [illegible] তখনকার [illegible] [illegible] করিয়া [illegible]। এই [illegible] খান্দেশ [illegible]। [illegible] নামা [illegible] [illegible] স্থান [illegible] হইতে সমৃদ্ধশালী [illegible] হইয়া উঠিয়াছিল, এই সময় হইতে [illegible]।

পূর্ব্বে যেখানে [illegible] ও ছয় হাজার পদাতিক [illegible] ও ২০ লক্ষের অধিক টাকা আয় ছিল। [illegible] মহারাষ্ট্রীয়দিগের [illegible] (১৬০০-১৭৬০ খৃঃ) [illegible] হইল। রাজার [illegible] অরাজকতা উপস্থিত হইল। বাঘ ও [illegible] খান্দেশে নানাপ্রকার দুর্ঘটনা ঘটিতে লাগিল। এই সময় চোর ডাকাতের উৎপাতে সকলেই শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ধনী ও বণিকেরা নিরাপদে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। নগর হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে পথে অনেক লোকজন সঙ্গে থাকিলেও ডাকাতেরা দলবল আসিয়া পথিকদিগকে আক্রমণ করিত। কাহাকেও স্থানান্তরে যাইতে হইলে শাসনকর্ত্তাকে জানাইয়া তাহার নিকট হইতে লোকজনের সাহায্য লইতে হইত।

শ্বশুরগৃহে থাকিতে হয়। কোন বিশেষ কারণ থাকিলে ইহাদের বিবাহ বন্ধন ছেদন হয় না। স্ত্রী যদি বন্ধ্যা হয়, তাহা হইলে পিতামাতার সাক্ষাতে বা দলের সর্দারের সম্মুখে কারণ দর্শাইয়া বিবাহ বন্ধন ছেদন করিতে হইবে। ঐ সময় স্ত্রীপুরুষ ৫টী কড়ি অদল বদল করিতে দেয়, পরে উভয়ের সম্মতিক্রমে তাহা ফেলিয়া দেওয়া হয়, কড়ি ফেলিয়া দিলে বিবাহ বন্ধন জন্মের মত ছিন্ন হইয়া যায়। স্ত্রী-পুরুষের একবার বিবাহ বন্ধন ছেদন হইলে পরস্পর পরস্পরে আর বিবাহ চলে না, কিন্তু ভিন্ন পরিবারে বিবাহ করিতে উভয়ের ক্ষমতা আছে। ইহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত কিন্তু বহুবিবাহপ্রথা একবারে নিষিদ্ধ। পরস্ত্রীগমন বা পরপুরুষ গমন ইহাদের মধ্যে মহাপাপ। যিনিই এরূপ দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত থাকেন, তাঁহার বিশেষ শাস্তি হইয়া থাকে।

বিবাহান্তে স্বামী শ্বশুরবাড়ী যাইয়া বাস করে ও স্ত্রীর বংশমর্য্যাদা বাড়াইয়া থাকে। তাহার পুত্রগণ ও মাতুলবংশে সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেয়। পিতার বংশমান কিছুই থাকে না। বিবাহে স্বামী যাহা কিছু পায়, তাহার সমগ্র বিষয়-সম্পত্তি তাহার পরিবার পাইয়া থাকে। এমন কি মৃত্যুর পর তাহার শবটীও তাহাকে লইয়া পোড়াইতে হয়।

ধনী খাসিয়ারা ইটের দেয়াল গাঁথিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করে ও এদেশী খড় বা গোলপাতার চালার বদলে বেতের চালা ও বড় বড় তক্তা দিয়া ঘরের মেঝে তৈয়ার করে। সাধারণ লোকেরা পাথর ও মাটি কিম্বা তক্তার দেয়াল দিয়া ঘর নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহারা ভাত, মাছ শূকর প্রভৃতির মাংস ও শাকসব্জি খায়। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই দিবারাত্র পাণ চিবাইতে ভালবাসে।

ইহারা হিন্দুধর্ম্ম অথবা ব্রাহ্মণের প্রাধান্য কিছুমাত্র স্বীকার করে না। সকলে উপদেবতার উপাসনা করে। রোগ হইলে কোনরূপ ঔষধাদি খায় না। যে উপদেবতার প্রকোপে এইরূপ রোগের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার শান্তি জন্য বলি প্রদান করে। কাহারও মৃত্যু হইলে ইহারা শবদাহ করে ও সেই ভস্ম কোন পাত্রাদিতে পুরিয়া মাটির মধ্যে পুঁতিয়া ফেলে ও সেই স্থানের চারিকোণে চারিখানি পাথর খাড়া করিয়া উপরে একখানি চেপ্টা পাথর চাপা দিয়া রাখে। ইহারা আত্মার দেহান্তরপ্রাপ্তি বিশ্বাস করে ও বলিয়া থাকে যে মানবজাতি মৃত্যুর পর বানর কর্কট কচ্ছপ, ভেক প্রভৃতির রূপে পরিণত হইবে। ইহাদের মধ্যে জাতি ভেদ নাই, তবে ভিন্ন ভিন্ন দলের নাম বড়গাছ, কাছিম ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য হইতে হইয়া থাকে।

যদি কোন খাসিয়া মাতুলালয়ে থাকে, তাহা হইলে তাহার মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি মা পাইবে, মার অবর্ত্তমানে দিদি মা, দিদিমার মৃত হইলে ভগিনী, তৎপরে ভাগিনেয় পাইয়া থাকে। যদি ভগিনী না থাকে তাহা হইলে ভ্রাতা, ভ্রাতার অবর্ত্তমানে মাতুলানী বা মাসী বা তৎপুত্রাদি পাইবে। যদি মাসী বা মাসীর পুত্রাদি না থাকে, তাহা হইলে মাতামহীর ভগিনীরা বা তৎ পুত্রেরাই পাইবে। কোন স্ত্রীলোক মৃত হইলে তাহার বিষয় তাহার মাতার প্রাপ্য, মাতার অবর্ত্তমানে তাহার ভ্রাতা বা ভগিনী বা ভাগিনেয়গণ পাইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মামার বাড়ী না থাকিয়া, শ্বশুর বাড়ীতে থাকে তাহার বিষয় তাহার স্ত্রী পাইবে, স্ত্রীর মৃত্যুতে তাহার পুত্রগণ পাইয়া থাকে। যদি ঐ পুরুষের কোন পদ বা উপাধি থাকে, তাহা হইলে সেই পদ বা উপাধি তাহার ভ্রাতাই পাইয়া থাকে। যদি ভ্রাতা না থাকে, তাহা হইলে মাসতুত ভাই ঐ পদ পায়। তাহার অভাবে জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় ঐ পদ বা মর্য্যাদা পাইয়া থাকে। কোন উত্তরাধিকারীর অবর্ত্তমানে রাজা সমস্ত বিষয় পাইয়া থাকেন। কারণ শবদাহ করিয়া ভস্ম কবর দিবার ভার একমাত্র রাজার উপর আইসে। সেলা পর্ব্বতের খাসিয়াদের বিষয় দুইভাগে বিভক্ত হয়। ১ম, পূর্ব্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত সম্পত্তি যে আত্মীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবে সেই পাইবে। ২ ঐ ব্যক্তির স্বোপার্জ্জিত ধন তাহার পুত্রেরা পাইবে এবং যতদিন না তাহার মাতা পুনি-রায় বিবাহ করে, ততদিন মাতার ভরণ পোষণের ভার পুত্রের উপর থাকিবে।

খাসিয়াদের মধ্যে কেহ কেহ ওয়েলস্ মিসনরীদের দ্বারা খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। তাহাদের সাহায্যে ইহারা কতক বিদ্যানুশীলন করিয়াছে। ইহাদের নিজের কোন লিখিত ভাষা বা পুস্তক ছিল না। দেশীয় প্রবাদ এই যে, যখন ইহারা সমতল ভূমির উপর বাস করিত তখন বন্যা আসিয়া তাহাদের সব ভাসাইয়া দেয় ও তজ্জন্য এক্ষণে তাহারা এই পর্ব্বতে বনমধ্যে আসিয়া বাস করিতেছে। [খাসি দেখ।]

খিখি (স্ত্রী) খিরিত্যব্যক্তশব্দেন খেটতি ভীষণাং ভয়মুৎপা-দয়তি খি খিট্-ড। পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ খ্যাঁকশিয়ালী। 'খি-খি' স্থলে কিখি পাঠও দৃষ্ট হয়। (ত্রিকাণ্ড)

খিখির (পুং স্ত্রী) খিখির-পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। খ্যাঁক-শিয়ালী। (বাচস্পত্য)

খিঙ্খির (পুং) খিখিত্যব্যক্ত শব্দং কিরতি-কৃ-ক পৃষোদরা-দিবৎ খত্বেন সাধুঃ। ১ শিয়াল, খ্যাঁকশিয়ালী। ২ খট্বাঙ্গ,

শিবের অস্ত্রবিশেষ। ৩ গন্ধদ্রব্যবিশেষ, বালিবালক, চলিত কথায় বালী বলে (বিশ্ব) বাচস্পত্যে খিক্কির শব্দ দৃষ্ট হয়।

খিচ (দেশজ) ১ মত্যাভেদ। ২ গণনায় বেঠিক। ৩ তর্ক বিতর্ক। ৪ কর্কর।

খিচড় (খচ্চর শব্দজ) ১ নীচ, দুষ্ট। ২ কাদা। ৩ বিরক্তি।

খিচড়ী (খেচর শব্দজ) ১ তণ্ডুল ও কলায় মিশ্রিত পক্ব অন্ন বিশেষ, খেচরান্ন। ২ মিশ্রিত।

খিচন (দেশজ) শরীরের বিকৃত করণ, বাঁকন।

খিচনীয়া (দেশজ) বিরক্তির সহিত তিরস্কার।

খিচি চোহান, চোহান রাজপুতের একটী শাখা। কেহ কেহ বলেন, ইহারা কোন সময়ে দেবী ভগবতীকে এক পাত্র খিচড়ী নিবেদন করেন, দেবী সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাদিগকে এক জায়গায় বসতি আদেশ করেন। সেইখানে ইঁহার বাশিকৃত সেই [illegible] পাইয়া বড় লোক হইয়া পড়েন, সেই অবধি ইঁহার আর খিচুড়ি খান না। এই খিচুড়ি হইতে খিচি নাম হইয়াছে।

আবার কাহার [illegible]—খিচরি বা খিচ অর্থাৎ কর্দ্দমময় স্থানে [illegible] বাস করায়, ইহারা খিচি এবং সেই স্থান "খিচিবার" নামে [illegible]।

খিচি চোহানের বলিয়া থাকেন, শাম্ভরের রাজা মাণিকরাওর ২৪ জন পুত্র, তন্মধ্যে অজয়রাও একজন, এই অজয়রাও ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার ষোড়শ পুরুষে ধর্ম্মসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পদমরাও ও [illegible] নামে দুই পুত্র, উভয়ে খিচিপুরপাটনে বাস করেন। উভয়ে দিল্লীপতি পৃথ্বীরাজের সমসাময়িক। দিল্লীশ্বর তাঁহাদিগকে মালবের মধ্যে ১৮ হাজারের মধ্যে গাগ্‌রোন্ পরগণা দান করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা [illegible], কনিষ্ঠের চুড়পাল নামে এক পুত্র হইয়াছিল, তিনি [illegible] রাজত্ব করিতেন। সিংহরাও, রতনসিংহ ও [illegible] এই তিনজন চুড়পালের বংশধর। মল্লসিংহ আপন তিন পুত্রকে রাজ্য ভাগ করিয়া দেন। জ্যেষ্ঠ জৈৎপালের [illegible] অংশে গাগ্‌রোন্, মধ্যম অমলজীর অংশে অমরদার, এবং কনিষ্ঠ বিলাসের অংশে রামগড় পড়ে। বিলাসের কোন [illegible] না থাকায় তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার অংশ উভয় [illegible] ভাগ করিয়া লয়েন। এই সময়ে খিচিবার রাজ্য দুই অংশে বিভক্ত হয়। আবুলফজল আইনঅকবরীতে [illegible]—জৈৎপাল (কাহারও মতে জৈৎসিংহ) কুতবুদ্দীনকে বিনাশ করিয়া মালবরাজ্য (১১২৩ খৃঃ অব্দে) অধিকার করেন।

জৈৎপালের [illegible] জন উত্তরাধিকারীর নাম পাওয়া যায়—১ সাবৎসিং, ২ রাও কণ্ডবা, ৩ রাজা পিপাজী *, ৪ মহারাজ দ্বারকানাথ, ৫ মহারাজ অচলদাস। অচলদাসের রাজত্বকালে মুসলমানেরা গাগরোন আক্রমণ করেন। অচল খিচিরাজের পূর্ব্বতন রাজধানী খিচিপুরপাটনে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করেন। তৎপরে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে গিয়া ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে রণস্থলে মুসলমান হস্তে নিহত হন। ইঁহার সহিত গাগরোনের জ্যেষ্ঠ খিচিরাজবংশও শেষ হয়।

জৈৎপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমলজীর পুত্রের নাম ধারজী, ইনি আলাউদ্দীন্ ঘোরির সমসাময়িক। খিচিদিগের নিকটে ধারজী সবিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। রাজপুত ভাটের এখনও তাঁহার কীর্ত্তিগান করিয়া থাকেন। ভট্টগ্রন্থে লিখিত আছে—প্রধান প্রধান রাজপুতরাজগণ সুলতান্ আলাউদ্দীনের আদেশে তাঁহার কন্যা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকেও স্ব স্ব কন্যা প্রদান করেন। কিন্তু ধারজী প্রবল প্রতাপ সুলতানের বাক্যে কর্ণপাত করেন নাই। তাহাতে রাজা ধারজী রাজ্য হারাইয়া বনবাসী হইয়াছিলেন। অবশেষে সুলতান্ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে খিচিবারের ২২খানি জেলা দান করেন। তাঁহার ১২ জন পুত্রের মধ্যে অরিসিংহ জ্যেষ্ঠ, ইঁহার সময় খিচিবার রাজ্য দক্ষিণে শাহজপুর ও সুজালপুর এবং পূর্ব্বে তিল্‌সা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ভাটেরা বলেন যে, অরিসিংহ বাট লক্ষ হিন্দু ও আঠার লক্ষ মুসলমানের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহার পর তদ্বংশীয় সাতজন ব্যক্তি রাজা হন। যথা—সাত্তাবজী, হেমজী, আসলজী, রণমল্ল, রোহিতাস, দুর্গাদাস ও কাশিমসেন, এই সাত ব্যক্তির সময়ে কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই। রাজা কাশিমের পুত্র নারায়ণ দাস হুমায়ুনের সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া পঞ্চহাজারী মনসবদার পদ লাভ করেন। অকবর বাদশাহ তৎপুত্র শালিবাহনকে আসিরগড় দান করিয়াছিলেন। তৎপুত্র দীপশাহ। সম্রাট্ শাহজহান্ দীপশাহকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার নিকট দীপ ১২খানি জেলা জায়গীর ও সুলতানের অধিকার প্রাপ্ত হন। তৎপুত্র রাজা গরীব দাসের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ লালসিংহ ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে রাঘবগড় স্থাপন করেন। যে সকল খিচিসর্দ্দার বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা লালসিংহ ও তাঁহার ভ্রাতার বংশধর।

লালসিংহের তিন পুত্র—ধীরৎ, সুজন ও কেশরী। এই তিন ভাই যথাক্রমে রাঘবগড়, রামনগর ও গড়ায় রাজত্ব করিতে থাকেন।

* ইনি রামানন্দের শিষ্য ছিলেন, ইঁহার সম্বন্ধে ভক্তমালে এক অদ্ভুত গল্প আছে। [পিপাজী দেখ।]

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর। প্রায় শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে স্থাপিত। পূর্ব্ব নারারনদে অবস্থিত। অক্ষা° ২০° ৪৯ ৩০ উঃ, দ্রাঘি° ৬৯° ২৫ পূ.। এখানে উপাদার ও মুক্তিয়ারের প্রধান কাছারী, দাওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, পুলিস, ডাকঘর ও ধর্ম্মশালা আছে। এখানে প্রধানতঃ কৃষিজীবির বাস। কাপাস, পশম, নারিকেল, চিনি, তামাক ও শস্যাদির ব্যবসা আছে কাপড়বোনা ও রংছাপার কাজও বেশ হয়।

খিমলাসা মধ্যপ্রদেশের সাগরজেলার খুরাই তহসীলের অধীন একটী নগর। সাগরসহর হইতে ২১ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ১২ ৩০ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ২৪ ৩০ পূঃ। লোকসংখ্যা প্রায় তিনহাজার ও ৭১১ ঘর লোকের বাস। নগরের চারিদিকে প্রায় ১৪ হাত উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা। মধ্যে একটী দুর্গ, দুর্গমধ্যে দুইটী সুন্দর বাটী ও পুলিস আছে।

এখানকার "শীষমহল" অর্থাৎ কাচপ্রাসাদ নামে হিন্দু রাজবাটী ও উচ্চ গম্বুজযুক্ত একটী সমাধিমন্দির দেখিবার জিনিস

শীষমহলের পূর্ব্বশ্রী আর নাই বটে, কিন্তু এখনও তিন ও ব্রিজলের গৃহগুলি দর্শনযোগ্য।

পূর্ব্বে এই নগর দিল্লীর বাদশাহের অধীন ছিল, কিন্তু ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্তান শাহজাদার মৃত্যু হইলে পেশবার পক্ষীয়েরা এখানকার দুর্গ অধিকার করিয়া বসেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সাগর জেলার সহিত এই স্থান বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জুলাইমাসে, সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভানপুরের রাজা এই স্থান আক্রমণ করেন। বিদ্রোহীগণের অত্যাচারে নগরের বিশেষ ক্ষতি হয় ও সেই সময়ে অনেক অধিবাসী সহর ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। এখনও অনেক ভগ্নগৃহ ও খালি বাড়ী পড়িয়া আছে।

খানে সম্প্রতি হইল দুইটী পাঠশালা ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

খিরণ, অযোধ্যাপ্রদেশের রায়বরেলী জেলার দলমৌ তহসীলের অন্তর্গত একটী পরগণা। এই পরগণার উত্তরদিকে মৌরাবান, পূর্ব্বে দলমৌ তহসীল ও রায়বরেলী, দক্ষিণে সরেনী ও পশ্চিম দিকে পনহান, ভগবন্তনগর, বিহার ও পাটন প্রভৃতি কএকটী বিভাগ। ইহার ভূমিপরিমাণ ১০২ বর্গমাইল, গবর্ণমেণ্টকে দেয় বার্ষিক ৯০৭০০৲ টাকা রাজস্ব। ইহার মধ্যে ১২৩ খানি গ্রাম বা মৌজা আছে, তন্মধ্যে ৭৯ খানি মৌজা তালুকদারী স্বত্বে, ২০ খানি জমীদারী স্বত্বে ও ২৭ খানি পট্টিদারী বন্দোবস্তে বিলি আছে। সর্ব্বপ্রথমে এই পরগণা ভরজাতির অধিকারে ছিল। ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে বৈশবংশীয় রাজা অভয়চাঁদ ভরদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া নিজ রাজ্যের অন্তর্গত করিয়া লয়েন। তাঁহার অষ্টম পুরুষ রাজা সাতনা এই পরগণা মধ্যে সাতনপুর নামে একটী নগর স্থাপন করেন। পরে অযোধ্যার নবাব আসফ্ উদ্দৌলার রাজত্ব সময়ে এই স্থানের তহসীলদার খিরণে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুর্গের নিকট খিরণ নগর এইখানেই তহসীলদারী আছে। ১টী পাঠশালা আছে ও সপ্তাহে সপ্তাহে বাজার বসিয়া থাকে। এই সমগ্র পরগণাতে ৫টী গ্রাম্য বাজার আছে। বৎসরে দুইবার মেলা হইয়া থাকে। হিন্দুরাজাদিগের অধিকারকালে যে মাটির গাঁথনীর কেল্লা ছিল, তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

খিরপাই, মেদিনীপুর জেলার একখানি গণ্ডগ্রাম। এখানে অনেক তাঁতির বাস। এখানে একপ্রকার সুন্দর ও মূল্যবান্ বস্ত্র তৈয়ারি হইয়া থাকে।

খিরাস্র, কাঠিবাড়ের অন্তর্গত হলার বিভাগের মধ্যে একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। ভূমিপরিমাণ ১৩ বর্গমাইল। ইহার মধ্যে ১০ খানি মৌজা আছে। এখানকার রাজা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ২৩৮৬৲ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে বৎসরে ৩৫০৲ টাকা করস্বরূপ দিয়া থাকেন।

খিরহিটী (স্ত্রী) মহাসমঙ্গা। (রাজনি°) হিন্দীতে কংগিয়া গাছ বলে।

খিরাজ (আরবী) রাজা প্রজাদিগকে শত্রু হইতে রক্ষা করিতেন বলিয়া প্রজারা জমির উৎপন্ন দ্রব্যের আংশিক ভাগ করস্বরূপ অর্পণ করিত, এই রাজভাগকে হিন্দুরা কর ও মুসলমানেরা খিরাজ বলে। খিরাজ আবার দুই প্রকার—মুকাশিয়ামা ও ওয়াজিফা। ভারতের মুসলমান রাজগণ এই দুই প্রকার কর আদায় করিতেন। অকবর বাদশাহের সময় হইতে এই প্রথা উঠিয়া যায়।

খিব্‌কিচ (দেশজ) ১ গোলমাল, প্রত্যূহ। ২ খিচ্।

খিল (ত্রি) খিল-ক। ১ অকৃষ্ট, যাহা চাষ করা হয় না। ২ উৎসন্ন। ৩ রিক্ত।

"খিলো নারায়ণঃ প্রোক্তস্তদ্‌গুণা ইষবঃ স্মৃতাঃ"

৪ সংক্ষিপ্ত, পরিশিষ্ট। যথা ঋগ্বেদের শ্রীসূক্তাদি, যজুর্ব্বেদে শিবসঙ্কল্পাদি এবং মহাভারতে হরিবংশ খিল নামে প্রসিদ্ধ। (দেশজ) ৫ আল।

খিলকা (দেশজ) ভিক্ষুক পরিচ্ছদবিশেষ, আলখাল্লা।

খিলধরা (দেশজ) কুমীরকে, যাহার মধ্য দিয়া থাকে।

খিলজমী, যে জমী আপাততঃ পতিত আছে, কিন্তু চাষ করিলে যাহাতে ফসল হইতে পারে, তাহাকে খিলজমী কহে।

খিলাত, বলুচিস্থানের রাজধানী। ইহার যথার্থ নাম কলাৎ। বেলুচিস্থানের রাজা খিলাতের খাঁ নামে প্রসিদ্ধ। এই নগর অক্ষা° ২৮° ৫৩ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৬° ২৮ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৫১২ হাত উচ্চ। এই নগর শাহমর্দান নামক চুণাপাথরের পাহাড়ের উত্তর শিখরের উপর নির্ম্মিত। ইহার তিনটী ফটক—খানী দাহজ, বেলাই দাহজ ও বেলা। সহরে যাইবার পথের মুখে যে দুইটি ফটক আছে, তাহাই দহজ নামে খ্যাত। খানী ফটক খাঁ শব্দ হইতে উৎপন্ন। নগরে দুইটী দুর্গ আছে। প্রাচীন দুর্গের নাম মিরি, ইহাই এখন খাঁর প্রাসাদ। নগরের প্রাচীর মৃত্তিকানির্ম্মিত, মধ্যে মধ্যে বুরজ। প্রাচীর ও বুরজের গাত্রে বন্দুক চালাইবার জন্য গবাক্ষ আছে। নগরের পথ ঘাট অতি অপ্রশস্ত। বাজার বৃহৎ ও সর্ব্ব দ্রব্যপূর্ণ। নগরমধ্যে একটী স্বচ্ছসলিলা নদী প্রবাহিত। মিরি দুর্গে প্রচুর অট্টালিকা আছে, ইহা বর্ত্তমান মুসলমান রাজবংশের পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দুরাজগণের চিহ্নিত। এখানকার দরবারগৃহ অতিসুন্দর। দরবারগৃহের সম্মুখে বারাণ্ডা, এই বারাণ্ডা হইতে নগরের ও চতুষ্পার্শ্বের পর্ব্বতাদির দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। নগরের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে দুইটী উপকণ্ঠ আছে। উপকণ্ঠ লইয়া নগরের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১৪ হাজার। অধিবাসীর মধ্যে ব্রহুই, হিন্দু, দেহবার, বাবি, পারসিক, তুর্ক প্রভৃতি প্রধান। খাঁ স্বয়ং ব্রহুইজাতীয়। নগরের পূর্ব্বদিকে অনেকগুলি সুরম্য উদ্যান-বিশিষ্ট উপত্যকা, তন্মধ্যে 'শিরালকোহ্' প্রধান, এই উপত্যকার ৪৫০ লোকের বাস ও ১০০ গৃহ আছে।

[বলুচ ও বলুচিস্থান দেখ।]

খিলান (দেশজ) ইষ্টকাদির গ্রন্থনবিশেষ।

খিলানীয়া (দেশজ) যাহা খিলান করা হইয়াছে।

খিলারি, বোম্বাই প্রদেশের একজাতীয় গোরু। দাক্ষিণাত্যের খান্দেশ প্রদেশের পশ্চিমাংশে খিলারি নামক গো-পালকদিগের নাম হইতেই এই গোরুর নাম হইয়াছে। খিলারি দেখিতে অতি সুন্দর, বলিষ্ঠ ও দ্রুতগামী। ইহাদের পশ্বাদির জ্ঞান এত তীক্ষ্ণ, যে কার্য্যের জন্য যাহা শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা যেন সহজেই বুঝিতে পারে। এক জোড়া খিলারি বলদ ঘণ্টায় ৬ মাইল হিসাবে দুই তিন দিন সমভাবে একখানি গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। গাভীর রং দুগ্ধের ন্যায় সাদা ও ষাঁড়গুলির ঘাড়ের কাছে কেবল লাল আভাযুক্ত। শৃঙ্গগুলি মোটা ও সোজা, কেবল গাভীর শিং এঁকাবেঁকা হইয়া থাকে। সাতারা ও পন্ধরপুরের মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্যপ্রদেশ এই গোরুর জন্মভূমি।

খিলী (দেশজ) পর্ণাদির বীটিকা, পানের বীড়া।

খিলীকৃত (ত্রি) খিল চ্বি কৃ-ক্ত। ১ যাহা দুর্গম করা হইয়াছে। "তৌ সুকেতুসুতয়া খিলীকৃতে কৌশিকাদ্বিদিতশাপয়া পথি।" (রঘু ১১।১৪) ২ নিরুদ্ধ।

খিলীভূত (ত্রি) খিল চ্বি ভূ ক্ত। যাহা দুর্গম হইয়াছে। "খিলীভূতে বিমানানাং তদাপাতভয়াৎ পথি।" (কুমার ২।৪৫)

খিলেষু (পুং) খিলস্থ হরেঃবংশস্য শেষঞ্চ বহুব্রী। হরিবংশ। "খিলেষু হরিবংশে" (হরিবংশসমাপ্তিপুষ্পিকা)

খিলচিপুর, মধ্যপ্রদেশের ভূপাল এজেন্সীর অন্তর্গত একটি করদরাজ্য। অক্ষা° ২৩° ৫২ হইতে ২৪° ১৭ উঃ, দ্রাঘি ৭৬° ২৮ হইতে ৭৬ ৫৫ পূঃ।

ইহার প্রাচীন নাম খিচিপুরপাটন। পূর্ব্বে এই রাজ্য উত্তরে গাগোর, দক্ষিণে শারঙ্গপুর, পশ্চিমে ও পূর্ব্বে কুমরাজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাঠানরাজগণের আক্রমণে এই রাজ্য ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া পড়ে, এক্ষণে ইহার পরিমাণ ২৭৩ বর্গমাইল মাত্র লোকসংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। আয় প্রায় ১৭৫০০০৲ টাকা তন্মধ্যে গোয়ালিয়ররাজকে ১৩১৬৮৲ টাকা কর দিতে হয়।

বর্ত্তমান খিচিরাজের নাম রাও অমরসিংহ বাহাদুর পূর্ব্ব রাজা নিঃসন্তান অবস্থায় মরিলে তাঁহার বিধবা মহিষী গোয়ালিয়র রাজের অনুমতিক্রমে অমরসিংহকে দত্তকগ্রহণ করেন। ইনি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজপদ প্রাপ্ত হন। ইহার অধীনে ৬০ জন অশ্বারোহী ও ২০০ পদাতি সেনা আছে। বৃটীশ গবর্ণমেন্ট হইতে দিল্লীর দরবারে সম্মানার্থ ইহার ৯টী তোপ পান।

খিল্য (ত্রি) খিলে ভবঃ খিল যৎ। ১ খিল হইতে উৎপন্ন। "সৈন্ধব খিল্যাঃ উদকে প্রাস্ত উদকমেবানু বিলীয়েত।" (শত° ব্রা° ১৪।৫।৪।১২) ২ পরিশিষ্টপঠিত, পরিশিষ্টে যাহার পাঠ করা হয়। "ইদানীং খিল্যান্যুচ্যন্তে" বেদদীপ।

৩ প্রাণিগণের গমনযোগ্য।

"উত খিল্যা উর্ব্বরাণাং ভবন্তি" (ঋক্ ১০।১৪২।৩)

"খিল্যাঃ খিলাঃ প্রাণিভির্গন্তুং যোগ্যাঃ" সায়ণ।

খিসোর, পঞ্জাবের ডেরা ইস্মাইল্ খাঁ জেলার মধ্যবর্ত্তী একটি গিরিমালা। অপর নাম 'রত্তা রো' অর্থাৎ রক্তময় গিরি অক্ষা° ৩২ ১৩' হইতে ৩২° ৩৪' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০° ৫৬' হইতে ৭১° ২১' পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

এই গিরিমালা ১৪০০ হইতে ২৩৩৪ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ, ৫০ মাইল দীর্ঘ ও ৬ মাইল বিস্তৃত। এই গিরিশিখরে

খুশ্‌বো (পারসী) সুগন্ধি, চলিত কথায় 'খোশবাই' বলে।

খুশ্‌রোজ, অপর নাম নৌরোজ অর্থাৎ নববর্ষের প্রথম দিন। যে দিন সূর্য্য মেষ রাশিতে গমন করেন, সেই দিন পারস্যের মুসলমান রাজগণ আনন্দ উৎসব করিয়া থাকেন। দিল্লীর লোকের বিশ্বাস, ভারতে পৃথ্বীরাজই প্রথমে খুশ্‌রোজ উৎসব প্রচার করেন। কিন্তু আবুল ফজল লিখিয়াছেন, অক্‌বর বাদশাহই প্রথম এই উৎসব জাহির করেন। তিনি মুসলমানদিগের নওরোজার (নবমী) দিনে রাজকীয় সকল সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া আনন্দ উৎসব করিতেন। এইদিন সম্রাটের অন্তঃপুরের সম্ভ্রান্ত রমণীগণ সখের বাজার খুলিতেন, রাজপুত মহিলাগণও তাহাতে উপস্থিত থাকিতেন। পুরমহিলাগণ তাঁহাদের নিকট হইতে মনোমত জিনিষপত্র ক্রয় করিতেন। সেই সময়ে অক্‌বর বাদশাহ গোপনে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের মুখে রাজ্যের ও বাণিজ্যের অবস্থা প্রভৃতি অবগত হইতেন।

আবার কেহ বলেন, অক্‌বর যে এই খুশ্‌রোজ করিতেন, তাহাতে অবশ্যই তাঁহার কুঅভিপ্রায় ছিল। তিনি এই রূপে সম্ভ্রান্ত রূপসী মহিলাগণের রূপমাধুরী পান করিতেন। শুনা যায়, অক্‌বর রাজপুত রাজগণকে কেবল আপন বশে আনিয়া ক্ষান্ত হন নাই। এই খুশ্‌রোজ উপলক্ষে সমাগত অনেক কুলকামিনীরই সতীত্ব নষ্ট করিতেন। তাঁহার এই লুকাচুরি শেষে পৃথ্বীরাজের মহিষীর হাতে ধরা পড়ে। সেই আলোকসামান্যা রূপসীর সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া অক্‌বর তাঁহাকে কৌশলক্রমে এক গুপ্তকক্ষে উপস্থিত করেন। রাজপুতবালা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া গোলকধাঁধায় পড়িলেন, বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া পাইলেন না, সম্মুখে কেবল অক্‌বর বাদশাহকে দেখিতে পাইলেন। সম্রাট্ তাঁহার নিকট প্রেমভিক্ষা চাহিলেন, কতক্ষণ লোভ দেখাইলেন। কিন্তু রাজপুতবালা অল্প সময়ের মধ্যেই আপন অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। অক্‌বর দেখিলেন, সে কমনীয় মূর্ত্তির আর সে ভাব নাই, কটিদেশ হইতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া অক্‌বরের প্রাণবধে অগ্রসর। বাদশাহের মুখ শুখাইল জোড়করে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। রাজপুতবালা কহিলেন, "দিল্লীশ্বর! তোমার ইষ্টদেবকে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর, কখন আর নারী জাতির প্রতি এরূপ অন্যায় ব্যবহার করিবেনা? নহিলে তোমার নিস্তার নাই।" অক্‌বর প্রাণভয়ে তাহাই স্বীকার করিলেন ও হৃষ্টমুখে রাজপুতমহিলাকে নির্গমনের পথ দেখাইয়া দিলেন। সেই দিন হইতে অক্‌বরের হৃদয় হইতে খুশ্‌রোজের আমোদ শেষ হইল। আজও রাজপুতভাটগণ সেই সতী রাজপুতবালার সুখ্যাতি গান করিয়া থাকেন।

খুশ্‌রোজ (নববর্ষ উৎসব) য়ুরোপীয় সকল জাতির মধ্যেও প্রচলিত আছে।

খুষ্ (দেশজ) কাশির ভাব।

খুঁচী (দেশজ) কোন কার্য্য করিতে কাহাকে উত্তেজিত করা।

খুস (দেশজ) অতি শীঘ্র।

খুসনি (দেশজ) ১ তুষ হইতে চাল পৃথক্ করা। ২ ডাইন্।

খুসরাণি (দেশজ) জড় করা, গাদা করা।

খূড়িজ, মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার দুর্গ তহসীলের অধীন একটী জমিদারী। রায়পুর হইতে ৩০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ৫১' উঃ, দ্রাঘি° ৮১° ৫১' ৩০" পূঃ। পরিমাণ ৭১ বর্গমাইল। ইহার মধ্যে ৩২ খানি গ্রাম ও ৩৩৫২৯ জন লোকের বসতি আছে। এখানকার জমিদার একজন মুসলমান।

খুড়িয়ান্, লাহোর জেলার চুনিয়ান্ তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ৩০° ৫৯' ৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১৯' ১৫" পূঃ, মুলতান হইতে ফিরোজপুর যাইবার পথের ধারে অবস্থিত। এখানে, প্রায় তিনহাজার লোকের বাস। নগরটী অতি প্রাচীন চারিদিকে প্রাচীর দিয়া ঘেরা। এখানে বিদ্যালয় ও ডাকঘর আছে।

খূন্ (পারসী) বধ করা, খুন্।

খূন্‌খরাব (পারসী) বধ, হত্যা।

খূন্‌খরাবী (পারসী) রক্তপাত।

খূনখূনা (পারসী) রক্তারক্তি।

খন্‌সাড় (পারসীক) কলহ, বিবাদ।

খূনী (পারসীক) যে খুন করে, হিংসাকারী।

খূনীয়া (পারসীক) রক্তপাতকারী, হত্যাকারী, নিষ্ঠুর।

খূন্স, কাশ্মীররাজ্যের মধ্যবর্ত্তী পীরপঞ্জাল পাহাড়ের উত্তরভাগে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০০০ হাত উচ্চে অবস্থিত একটী শীতল, উর্ব্বর, শস্যশালী ও দৃশ্যমনোহর উপত্যকা।

খূর্জা, উঃ পঃ প্রদেশের বুলন্দসহর জেলার মধ্যবর্ত্তী একটী তহসীল। খূর্জা, জেবর ও পহাসু নামে তিনটী পরগণা ইহার অন্তর্গত। যমুনা হইতে কালীনদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ১৬০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা দুই লক্ষের অধিক। রাজস্ব ৩২৫৮১০৲ টাকা। এখানে একটী দেওয়ানী ও একটী ফৌজদারী আদালত আর ৫টী থানা আছে।

২ উক্ত খূর্জা তহসীলের প্রধান নগর এবং (দিল্লী ও হাতরসের মধ্যে) বুলন্দসহর জেলার প্রধান বাণিজ্যস্থান। অক্ষা° ২৮° ১৫' ২৫" উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৫৩' ৫০" পূঃ। বুলন্দ-

মিউনিসিপালিটী, ডাকঘর, ঔষধালয়, রাজস্ব আদায়ের ও পুলিস কর্ম্মচারির প্রধান কাছারী আছে। ইহার আশ-পাশের জমি লইয়া খেড় গ্রামের পরিমাণ ২০ বর্গ মাইল। এই গ্রাম মধ্যে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি পড়িয়া আছে। তন্মধ্যে তীমাভতীর সিদ্ধেশ্বরের মন্দির, দিলাবর খাঁয়ের মসজিদ্ ও তাঁহার গোরস্থান দেখিবার জিনিষ।

খেড়িতাল (পুং) বৈতালিক, গায়ক।

খেঁড়ি (দেশজ) ১ থর্ব্ব। ২ পাতলা।

খেত (ক্ষেত্রশব্দজ) ১ ক্ষেত্র। ২ পত্নী।

খেতখোলা (দেশজ) ক্ষেত্র।

খেতবাঁট (দেশজ) জমিতে জমিভাগ।

খেতবাঁটমহল (দেশজ) একের জমির সহিত অপরের জমি মিশ্রিত জমিদারী।

খেতবার (হিন্দী) ক্ষেত্রের উৎপন্ন অনুসারে করনির্দ্ধারণ বা বন্দোবস্ত।

খেতাব (আরবী) উপাধি।

খেতী (ক্ষতিশব্দজ) ক্ষতি, লোকসান।

খেদ (পুং) খিদ-ভাবে ঘঞ্। ১ শোক। ২ অবসাদ।

"অত্যাপীদং বনং দুর্গং বিচিন্বন্ত বনৌকসাঃ।
খেদং ত্যক্ত্বা পুনঃ সর্ব্বং বনমেব বিচিন্বতাম্॥" (রামায়ণ ৪।৪৯।৭)

খিদ্-ণিচ্ কর্ত্তরি অচ্। ৩ রোগ। (বৈদ্যক।) ৪ সাহিত্য-দর্পণের মতে রতি অথবা পথগতি প্রভৃতি দ্বারা যে শ্রম উৎপন্ন হয়, তাহাকে খেদ বলে, ইহা দীর্ঘশ্বাস ও নিদ্রার কারণ। (সাহিত্যদর্পণ ৩ পঃ)

"চিররতি পরিখেদাৎ প্রাপ্তনিদ্রাসুখানাং।" (মাঘ ১১ সং)

খেত্রি, রাজপুতানার জয়পুররাজ্যের অধীন একটী সামন্ত-রাজ্য। খেত্রি, বাবই, সিংহানা ও ঝুঁঝুনু এই ৪টী পরগণা ইহার অন্তর্গত। আয় প্রায় সাড়ে তিনলক্ষ টাকা। মহারাষ্ট্র-সময়ের সময় এখানকার সর্দ্দার রাজা অভয়চাঁদ বৃটীশ সেনা-পতি লর্ড লেকের পক্ষ হইয়া অনেক সাহায্য করেন, সেই জন্য প্রত্যুপকারস্বরূপ বৃটীশরাজ উক্ত রাজাকে লক্ষ টাকা আয়ের "কোটপুটলী" নামক একখানি স্বতন্ত্র পরগণা দান করেন। খেত্রির সামন্ত জয়পুররাজকে বৎসরে আশীহাজার টাকা কর দিয়া থাকেন। এখানে প্রায় ৬৫০ হাত উচ্চ গিরিদুর্গের মধ্যে সামন্তরাজের বাসভবন। তাহার নিকটে মূল্যবান্ তামার খনি এবং সহর মধ্যে বিদ্যালয়, ঔষধালয় ও ডাকঘর আছে।

খেদড়া (দেশজ) পশ্চাতে তাড়া, অনুসরণ।

খেদন (স্ত্রী) খিদ-ল্যুট্। খেদ।

খেদা [বৈ] (স্ত্রী) ১ রশ্মি, রজ্জু।

"সমিন্দ্রান্ মুন্থ্রকাখিদং খে অর্বা ইব-খেদয়া"। (ঋক্ ৮ ৭৭।৩)

'খেদয়া রজ্জ্বা' (সায়ণ)।

(হিন্দী) হাতী ধরার ফাঁদ, ঘেরাও বেড়া, এই বেড়ার মধ্যে হাতির পাল তাড়াইয়া লইয়া ধরিতে হয়। [গজ দেখ।]

খেদান (দেশজ) দূরকরণ, তাড়াইয়া দেওয়া।

খেদানীয়া (দেশজ) যে দূর করিয়া দেয়।

খেদি (পুং) খিদ অপাদানে ইন্। কিরণ। (নিঘণ্ট)

খেদিতন্য (স্ত্রী) খিদ-ভাবে তব্য। খেদ।

খেদিন্ (ত্রি) খিদ-ণিচ ণিনি। খেদকারক, যে খেদযুক্ত করে।

খেদিনী (স্ত্রী) খেদিন্ ঙীপ্। অপন-পর্ণী লতা (শব্দচন্দ্রিকা)

খেদিব (তুর্কী) রাজা, অধিপতি, শাসনকর্ত্তা। তুরস্কের সম্রাট্ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ২৭এ মে তারিখে ইজিপ্টের বংশপরম্পরাগত শাসনকর্ত্তাকে একখানি ফরমান্ দেন, তাহাতে "খেদিব" উপাধি প্রদত্ত হয়। ইজিপ্টের পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তা-গণ পাশা অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধি পদ পাইতেন।

খেদ্য (ত্রি) খিদ-ণিচ্-ণ্যৎ। যাহাকে খেদযুক্ত করা হইবে, যাহাকে খেদযুক্ত করা উচিত।

খেপরিভ্রম (ত্রি) আকাশে বিচরণ।

খেপা (ক্ষিপ্তশব্দজ) উন্মত্ত, পাগল।

খেপান (দেশজ) উন্মত্ত করান।

খেপানি (দেশজ) উত্তেজন।

খেপুর (দেশজ) একপ্রকার ঘাস। (Soirpus kysoor)

খেমকর্ণ, পঞ্জাবের লাহোর জেলার কসুর তহসীলের একটী নগর। কসুর নগর হইতে ৩।০ ক্রোশ। অক্ষা° ৩১° ৯´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৩৬ ৩০″ পূঃ। বিপাশা নদীর প্রাচীন তটে অবস্থিত। এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। নগ-রের চারি পার্শ্বে প্রাচীর দিয়া ঘেরা। পূর্ব্বে ইহা সমৃদ্ধিশালী ছিল, এখন কতকগুলি ধ্বংসাবশেষ পূর্ব্বগৌরবের কতকটা পরিচয় দিতেছে। এখানে মিউনিসিপাল বাড়ী, বিদ্যালয়, থানা ও পান্থনিবাস আছে।

খেমটা, ছয় মাত্রার তাল। কেহ কেহ চারিমাত্রার তালকেও খেমটা বলিয়া থাকেন। যথা—

\+ ১ ০ ১
ধাটে ধে˙ নাক্তে নে, তাটে ধে˙ নাধেনে ঃ ঃ
\+ ১ ০ ১
ধাগেধি, নাতিন্, নাগ্‌ধি, নাতিন্ ঃ ঃ

(সঙ্গীতশাস্ত্র)

খেমী (দেশজ) স্ত্রীলোকের গহনা রাখিবার কৌটা।

খেয় (ত্রি) খন্যতে খন কর্ম্মণি কৃ্যপ্‌ ইকারশ্চান্তাদেশঃ। ১ খননীয়, যাহা খনন করা হইবে। (স্ত্রী) ২ পরিখা, গড়খাই।
(পুং) ৩ সেতুবিশেষ।
"সেতুশ্চ দ্বিবিধো জ্ঞেয়ঃ খেয়োবন্ধ্যস্তথৈব চ।
তোয়প্রবর্ত্তনাৎ খেয়ঃ।" (নারদ)

খেয়াঘাট (দেশজ) খে ঘাট।

খেয়ানৌকা (দেশজ) যে নৌকায় লোক নদীপার হয়।

খেয়াল, একজাতীয় সঙ্গীত, সুলতান হোসেন ইহার সৃষ্টি করেন। ইহাতে আস্থায়ী ও অন্তরা এই দুইটী তুকই সর্ব্বদা থাকে। খেয়াল নানাপ্রকার। (সঙ্গীতশাং)

খেয়োঙ্‌থা, (খিওঙ্‌থা) চট্টগ্রাম ও আরাকানবাসী জাতি বিশেষ। সাধারণতঃ লোকে ইহাদিগকে জুমিয়ামঘ বলিয়া জানে। ইহাদের মধ্যে ১৫টী শাখা আছে,—(১) রিগ্রাইৎসা, (২) পলেঙ্গৎসা, (৩) পলেন্দুৎসা, (৪) কোকদিনৎসা, (৫) মোয়মৎসা, (৬) সঙ্গৎসা, (৭) ক্লাদোয়ৎসা, (৮) কোক-পিয়াৎসা (৯) চেরঙ্গৎসা, (১০) মরোৎসা, (১১) সাবকোৎসা. (১২) ক্রোকপউঙ্গৎসা, (১৩) টেউঙ্গচাৎ (১৪) কোকমাৎসা, (১৫) মকালঙ্গৎসা। ইহারা যে নদীতীরবর্ত্তী গ্রামে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে, সেই নদীর নামে নিজ নিজ শাখার নাম ঠিক করিয়া লয়। কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণাংশে যাহারা বাস করে, তাহারা সঙ্গুনদীর তীরে বন্দারবনবাসী সর্দার বোমোঙকে কর বা রাজস্ব দিয়া থাকে। আর যাহারা কর্ণফুলীনদীর উত্তরাংশে বাস করে, তাহারা মোঙরাজাকে কর দিয়া থাকে। গ্রামবাসী দ্বারা নির্ব্বাচিত একজন মণ্ডলকে রাজা রাজস্ব আদায় করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। সেই মণ্ডল গ্রামের ছোট খাট মোকদ্দমার বিচার করেন ও তজ্জন্য দুইপক্ষ হইতে কিছু কিছু পাইয়া থাকেন। ইনি যে সমস্ত টাকা প্রজাদিগের নিকট হইতে লইয়া রাজা বা সর্দারকে রাজস্ব পাঠান, বৎসরান্তে তাহার কমিসন-স্বরূপ কিছু অংশ পাইয়া থাকেন। প্রত্যেক পরিবারকে ৪৲ হইতে ৮৲ টাকা করিয়া বৎসরে খাজনা দিতে হয়। কেবলমাত্র অবিবাহিত পুরুষ, পুরোহিত, বিধবা, পত্নীহীন ব্যক্তি এবং যাহারা সম্পূর্ণরূপে শীকারের উপর জীবিকানির্ব্বাহ করে, এরূপ ব্যক্তিকে কোনরূপ খাজনা দিতে হয় না।

পূর্ব্বে ইহারা অন্যান্য পার্ব্বতীয় অসভ্যজাতির মত ভূতপ্রেতগণের তুষ্টিবিধানের জন্য পূজা করিত। এক্ষণে ইহারা গৌতমবুদ্ধের পূজা করিয়া থাকে। প্রত্যেক গ্রামে একটী কিয়ঙ্ (ধর্ম্মমন্দির) আছে। সাধারণতঃ কতকগুলি বৃক্ষের ছায়ায় মাটি হইতে ৪ হাত উচ্চ করিয়া মন্দিরতল নির্ম্মিত হয়। মন্দিরের বাহিরে ও ভিতরে একমাত্র বাঁশের কারুকার্য্য থাকে। এই ভজনালয়ের সম্মুখে প্রাঙ্গণভূমি।

প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে গ্রামের পুরুষেরা দলে দলে আসিয়া মাথার উষ্ণীষ খুলিয়া হাটু গাড়িয়া বসিয়া বুদ্ধদেবের উপাসনা করে ও প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির পার্শ্বস্থিত ঘণ্টা বাজাইয়া থাকে। ইহাদের বিশ্বাস যে, ঐ ঘণ্টার আওয়াজে দেবতা জাগরিত হয়েন ও তাহাদের ভজনাদি শুনেন।

সন্ধ্যাকালে গ্রামের যুবকেরা এইখানে খেলা ও নৃত্য করিয়া থাকে। ভজনমন্দিরের অভ্যন্তরে উচ্চ বাঁশের মাচার উপর গৌতমবুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি থাকে। গ্রামস্থ বালিকারা এখানে প্রত্যহ প্রাতে আসিয়া পুষ্পাদি দ্বারা বুদ্ধদেবের পূজা করে। তাহারা উপস্থিত অতিথিগণের দৈনিক আহারোপযোগী খাদ্য-দ্রব্য সঙ্গে লইয়া আইসে।

কিয়ঙের বহির্দ্দেশের চারিদিকের দেয়ালে কাল তক্তা ঝুলান থাকে এবং এই স্থানে গ্রামের সমস্ত বালক-বালিকারা আসিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করে।

প্রতি বৎসর চাষবাসের পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে "সিয়াং প্রহণো" ব্রত হইয়া থাকে। এই ব্রতে গ্রামের ৮।৯ বৎসরের বালকদিগকে নেড়া করিয়া দিয়া পুরোহিতগণের মত হলদে-রঙ্গে ছোপান কাপড় পরিতে দেওয়া হয়। তাহারা প্রত্যেকেই চাল বা কাপড় দক্ষিণাস্বরূপ লইয়া পুরোহিতের চারিপার্শ্বে বসিয়া থাকে। এই সময়ে তাহাদের প্রত্যেকের সম্মুখে এক একটী আলো জলিতে থাকে। ইহার পর বালকেরা সাতদিন ধরিয়া পুরোহিতের মত খায় দায় ও বেশভূষা করে। ইহাই ইহাদের দীক্ষা। স্ত্রীলোকেরা এই ব্রত করিতে পারে না। যদি কোন প্রিয়ব্যক্তির গুরুতর পীড়া বা আশু বিপদ্ হইতে রক্ষা পায়, তাহা হইলেও ঈশ্বরের তুষ্টিবিধানের জন্য এই ব্রত করিতে হয়

উক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির ব্যতীত ইহাদের দুইটী প্রধান ধর্ম্মমন্দির আছে। একটী বোমোঙ রাজার রাজধানী বন্দারবন নগরে, অপরটী চট্টগ্রামের রাওজান থানার অন্তর্গত। এই দুইস্থানে বৈশাখ মাসে বুদ্ধদেবকে দেখিতে অনেক যাত্রী আসিয়া থাকে।

খেয়োঙ্‌থারা অতি সাধাসিধাভাবে বস্ত্রাদি পরিধান করে। সাধারণে হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা কার্পাসবস্ত্র পরে, কিন্তু বড়-মানুষে রেশম বা সূক্ষ্ম মস্‌লিন বস্ত্র ব্যবহার করে। সকলেই জামা ও টুপি পরিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহই জুতা পরে না। স্ত্রীলোকেরা সচরাচর বুকে একখণ্ড কাপড় বাঁধিয়া রাখে। সময়ে সময়ে জামাও গায়ে দেয় ও মাথায়

টুপির পরিবর্ত্তে রুমাল বাঁধে। ইহারা অলঙ্কারাদি পরিতে ভালবাসে।

পুত্রের বয়স ১৭।১৮ বৎসর হইলেই তাহাদের বিবাহ হয়। পুত্রের উপযোগী একটী সুপাত্রী পিতাকে খুঁজিতে হয়। পরে বরকর্ত্তা ঘটকস্বরূপ কোন আত্মীয়কে কন্যাকর্ত্তার নিকট বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে পাঠাইয়া দেন। যদি কন্যাকর্ত্তার মত হয়, তাহা হইলে একদিন বরকর্ত্তা আসিয়া কন্যা দেখে ও তাহাকে যৌতুকস্বরূপ একটী জামা ও রূপার আংটী দিয়া যান। পরে শুভ নক্ষত্র দেখিয়া বিবাহের শুভলগ্ন স্থির হয়। উভয় পক্ষ হইতে ভিন্ন ভিন্ন কুটুম্বগণকে একখান নিমন্ত্রণপত্র ও একটী মুরগী পাঠান হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে এখন মুরগীর বদলে পয়সা দেওয়া হয়। বিবাহের দিন বর ও বরযাত্রীগণ সমারোহে কন্যার বাটীর অভিমুখে যায়। কন্যার গ্রামে বর ও যাত্রীদের জন্য ছোট ছোট বাঁশের ঘর নির্ম্মিত হয়। ঐ ঘরগুলির মধ্যে একখানি বরের জন্য সাজান থাকে। বর আসিয়া সেই ঘরে বসে। সন্ধ্যার সময় বর কন্যার বাড়ীতে যায়। তথায় বর ও কন্যাকে একত্র সূতা দিয়া জড়ান হয়। পুরোহিত আসিয়া বিবাহের মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া থাকেন। পরে সাতবার বর ও কন্যার হাতে ভাত তুলিয়া দেন এবং বরের দক্ষিণ হাত লইয়া কন্যার কণ্ঠে জড়াইয়া দিয়া পুনর্ব্বার মন্ত্রাদি পাঠ করেন। ইহার পর বিবাহ শেষ হইয়া যায় ও বরযাত্রীরা মহা ধুমধামে ভোজন করিয়া থাকে।

ইহারা শবদাহ করে। জাতির একজন মরিলে ইহাদের মধ্যে একজন ঢাক বাজায় ও স্ত্রীলোকগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠে। ঐ ঢাকের আওয়াজে ক্রমে ক্রমে কুটুম্বেরা আসিয়া জোটে। এইরূপে কুটুম্বাদি আসিলে শব লইয়া দাহ করিতে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে। অগ্রে পুরোহিত, তাহার পর শিষ্যগণ, পরে কুটুম্বাদি ও সর্ব্বশেষে শব লইয়া মৃতের জ্ঞাতিবর্গ যায়। একজন নিকট আত্মীয় শবের মুখাগ্নি করে। পুড়িয়া গেলে ভস্ম লইয়া মাটিতে পুঁতিয়া ফেলে ও সেই কবরের উপর বাঁশে নিশান বাঁধিয়া পুঁতিয়া রাখে। মৃত্যুর ৭ দিন পরে পুরোহিত ঐ মৃতব্যক্তির বাটীতে আসিয়া মৃতব্যক্তির কল্যাণার্থ স্বস্ত্যয়ন করিয়া থাকেন।

ইহারা সকলেই আরাকানীভাষায় কথা কয় ও ব্রহ্মদেশীয়দিগের মত অক্ষরে লেখাপড়া করে।

এক সময়ে এই জাতি বড় প্রবল হইয়া উঠে। ইহাদের অত্যাচার এখনও বঙ্গবাসীর বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোকদিগের হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। কথায় বলে "মগের মুল্লুক কি না ?" ইহার অর্থ তৎকালের মগেরা রাজাকে বা রাজ-আদেশকেও ভয় করিত না। তাহারা দলে দলে আসিয়া লুটপাট করিয়া দেশ জ্বালাইয়া দিত, এই কারণে সুন্দরবনের কতকাংশ ও বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক লোক প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসে। মগের দৌরাত্ম্যে উত্ত্যক্ত হইয়া ১৬৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা সায়েস্তা খাঁ আরাকানরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই সময় চট্টগ্রাম মগরাজের অধীনে ছিল।

এই যুদ্ধে মগেরা একবারে পরাজিত হইয়া পলাইয়া যায় ও চট্টগ্রাম পুনরায় বাঙ্গালার অধীনে আইসে। এক্ষণে পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সকল স্থানে মগেরা বাস করিতেছে।

[মগ দেখ।]

খের (হিন্দী) ১ গ্রামের সন্নিকটস্থ ভূমি। যেখানে পূর্ব্বে বাড়ী-ঘর ছিল, কিন্তু তাহা ধ্বংস হইয়া গেলে তাহাদের উপর সম্প্রতি যে গ্রাম স্থাপিত হয়। ২ (দেশজ) ক্ষীরা, কাঁকুড়।

খেরকেরিয়া, ভূটানের লক্ষ্মীনদীর নিকটস্থ একটী গ্রাম। দরঙ্গ জেলার উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত। এখানে প্রতি বর্ষে একটী মহামেলা হয়, সেই সময়ে বহু দূরদেশ হইতে লোকের সমাগম হয় ও অনেক টাকার দ্রব্যাদি বিক্রয় হইয়া থাকে।

খেরমুগ (দেশজ) একপ্রকার ছোট মুগ। (Phaseolus Mungo)

খেরাদি সুরমল, ভীল জাতির মধ্যে একজন ধর্ম্মপ্রচারক। রামচন্দ্রকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ভীল জাতির "ভক্ত" নামক একদল আপনাদিগকে খেরাদি সুরমলের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেয়। [ভীল দেখ।]

খেরালী, কাঠিবাড়ের ঝালাবার বিভাগের মধ্যবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। খেরালী ও বাদলা নামে দুইখানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত। ইহার তিনজন অংশীদার। ভূপরিমাণ ১১ বর্গমাইল।

খেরালু, গুজরাটের মধ্যে বরদারাজ্যের কাদি বিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৩° ৫৪ উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ৪০′ পূঃ। বল্লভাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত গোসাইজীর মন্দিরের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ। দেওয়ানী আদালত, থানা ও গুজরাটী পাঠশালা আছে।

খেরি, উ° প° প্রদেশের ছোট লাটের অধীনস্থ অযোধ্যা প্রদেশের সীতাপুর বিভাগের মধ্যবর্ত্তী একটী জেলা। অক্ষা° ২৭° ৪১′ হইতে ২৮° ৪২′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৪′ ৩০″ হইতে ৮১° ২০′ পূঃ। উত্তরে মোহন নদী, পূর্ব্বে কৌরিয়ালা নদী, দক্ষিণে সীতাপুর জেলা এবং পশ্চিমে শাহজাহানপুর জেলা। ভূপরিমাণ ২৯৯২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে আটলক্ষ। লক্ষ্মীপুরে ইহার প্রধান কাছারী আছে।

এই জেলাটী নদীদ্বারা বিভক্ত, যা দিয়া কৌরিয়াল সুহেলী, দহাবর, চৌকা, দ , জমবারি, কঠনা গোমতী ও সুখেতা নদী প্রবাহিত। উল্লিখিত উত্তরাংশে জঙ্গল, এই স্থান বড় অস্বাস্থ্যকর। কোরয়ালা ও চৌকা নদীর মধ্যেই শস্যশালিনী উর্ব্বরা ভূমি জেলার উত্তরাংশে প্রায় ৮২০ বর্গ মাইল স্থান বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ঐ বনে শাল তাল শাল, শিশু ও খয়ের কাঠ পাওয়া যায়, এই জঙ্গল প্রায় ৩০৩ বর্গমাইল ভূমি গবর্ণমেন্টের খাসে আছে। জেলার উত্তরাংশে ম্যালেরিয়া জর প্রবল। দাক্ষিণাংশে স্বাস্থ্যকর। এই জেলায় তেমন মূল্যবান খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় না, কেবল খয়েরিগড় পরগণায় লৌহপ্রস্তর বাহির হয়। গোলা নামক স্থানে লাল কাঁকর ও খোরাড়া নামক স্থানে উৎকৃষ্ট সোরা পাওয়া যায়। এখান কার বনে বাঘ, চিতা চতুঃশৃঙ্গ, শূকর ও নীলগাই সচরাচর দেখা যায়। এখানে বিষধর সর্প ও কুম্ভীর যথেষ্ট আছে।

উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কোদো ধান, জোয়ারা, বাজরা, মাসকলাই মুগ ছোলা, যব, সর্ষপ, ইক্ষু, কার্পাস, তামাক, আফিম, নীল প্রভৃতি প্রধান। অধিকন্তু অনেক জন্মে।

এই জেলা ৩টি তহসীল ও ১৭টী পরগণায় বিভক্ত। ১ম, লক্ষীপুর তহসীলের অধীনে খেরী, শ্রীনগর, ভুর, পাইলা ও কুকরা-মৈলানী পরগণা। ২য়, নিঘাসন তহসীলের অধীন ফিরোজাবাদ, খোরাড়া, নিঘাসন খয়েরিগড় ও পালিয়া পরগণা। ৩য়, মুহম্মদি তহসীলের অধীনে মুহম্মদি, পসগবান, অরঙ্গাবাদ কাষ্টা হায়দরাবাদ, বর্দ্দপুর, ও অতর্বা পিপারিয়া পরগণা। এই জেলা ডেপুটি কমিশনরের শাসনাধীন।

এই জেলার প্রাচীন ইতিহাস তেমন নাই। অক্বর বাদশাহের সময়ে এই স্থান কতকগুলি জমিদারের অধিকারে ছিল। এখানকার মুহম্মদ জমা অক্বর বাদশাহের নিকট ৫খানি গ্রাম ও ৩০০ বিঘা জমির সনন্দ পান। এক সময়ে তিনি সমস্ত জেলাই অধিকার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত আহ্বানজামদারেরাও অক্বরের সময়ে ছিল, তবে এখনকার মত তাহাদের বিস্তৃত জমিদারী ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে জান্দ্রি, রৈকবার, সূর্য্যবংশ, জনবার রাজপুত, শিখ ও সৈয়দগণ এখানকার জমিদার। ১৬৯০ খানি গ্রামের মধ্যে ৮৫০ খানির রাজপুত, ৩৫৩ খানির মুসলমান, ১১৬ খানির কায়স্থ, ৮৮ খানির ব্রাহ্মণ এবং ৯৮ খানির য়ুরোপীয় ভূম্যধিকারী।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ২৭° ৫৫ উঃ, দ্রাঘি° ৮০° ৫১´ পূঃ। লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। এখানে ১০টী হিন্দু দেবালয় ১২টী মসজিদ ও ৩টী ইমামবাড়ী আছে। ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত সৈয়দখুরমের গোরস্থান দেখিবার জিনিস।

খেরুয়া (দেশজ) খেরপুর।

খেল (ত্রি) খেলতি খেল-অচ্। ১ যে অতি সুন্দরভাবে গমন করে। (পুং) ২ বেদপ্রসিদ্ধ একজন রাজা। অগস্ত্য ইঁহার পুরোহিত ছিলেন, ইঁহার পত্নীর নাম বিশপলা। এক সময়ে এই রাজার সহিত শত্রুপক্ষীয়দিগের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে রাজপত্নী বিশপলার পা দুটী ছিঁড়িয়া যায়। পুরোহিত অগস্ত্য অশ্বিনী-কুমারদ্বয়কে ইহার প্রতীকারের জন্য অনুরোধ করেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় রাত্রিতে আসিয়া লৌহময় অপর দুইটী পা নির্ম্মাণ করিয়া বিশপলার ভাঙ্গা পায়ে জুড়িয়া দেন।

(ঋক্ ১।১১৬।১৫)

৩ দক্ষিণাপথে এক একজন পাটেলের অধীনস্থ গ্রাম।

খেলঅৎ (আরবী) খেলাত, সম্মানসূচক পরিচ্ছদ।

খেলন (ক্লী) খেল-ল্যুট্। ১ ক্রীড়া। খেলত্যনেন খেল করণে ল্যুট্। ২ যাহাদ্বারা ক্রীড়া করা যায়।

খেলনী (স্ত্রী) খেলত্যনেন খেল আধারে ল্যুট ততো ঙীপ্। শারিফলক। (হেম°)

খেলা (স্ত্রী) খেল-অপ্-টাপ্। ক্রীড়া, কূর্দ্দন। (অমর)

খেলাড়িয়া (দেশজ) যে খেলা করিতে অতিশয় ভালবাসে।

খেলাড়ী (দেশজ) খেলাড়িয়া।

খেলাড় (দেশজ) খেলার সঙ্গী, যাহাকে লইয়া খেলিতে হয়।

খেলাত (আরবী) খেলঅৎ, মর্য্যাদাসূচক পরিচ্ছদবিশেষ।

খেলি (পুং) খে আকাশে অলতি পর্য্যাপ্নোতি, খে অল্-ইন্। ১ গান। ২ বাণ। ৩ সূর্য্য। ৪ পক্ষী। ৫ জন্তু। (শব্দমালা)

খেশ (পারসী) গায়ের কাপড়। ভাগলপুরের খেশ প্রসিদ্ধ।

খেশারৎ (আরবী) ক্ষতি, হানি, অপচয়।

খেশারতী (পারসীক) যাহা দ্বারা খেশারৎ পূরণ করা হয়।

খেসর (পুং স্ত্রী) খে আকাশে ইব শীঘ্রগামিত্বাৎ সরতি সৃ ট অলুকস°। জন্তুবিশেষ, ঘোটকীর গর্ভে গর্দ্দভ হইতে উৎপন্ন, চলিত কথায় খচ্চর বলে। পর্য্যায়—অশ্বতর, সক্কৃদ্‌-গর্ভ, অশ্বগ, ক্রমী, সরট, মিশ্রজ, মিশ্রজক, অতিভারগ।

(রাজনি°)

খেসারী (দেশজ) এক প্রকার ডাল।

খৈ (খদিকা শব্দজ) লাজ, ভৃষ্ট ধান্য, খই। [খই দেখ]

খৈচুর (খদিকা চূর্ণজ) খইচুর।

খৈমধ (পুং) খে আকাশে কর্ত্তব্যো মথঃ যাগো অস্য। আকাশ-কর্ত্তব্য যজ্ঞবিশেষ। "খম-বা ই খৈ মধী ই মধ্যো ভবতি।"

(অথর্ব্ব ৩।১৩। ৫)

খোঁজ (দেশজ) অনুসন্ধান।

খোজক, পাঠানজাতির এক শাখা। ইহারা যেবন্তের কাকর পাঠানদিগের একটী অন্যতম শাখা।

খোজদার, বলুচিস্থানের মধ্যে উপত্যকা মধ্যস্থ একটী ক্ষুদ্র নগর। খেলাৎ রাজধানী হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। উট ও ঘোড়া যাত্রীরা এই স্থান দিয়া যাইয়া থাকেন। এই নগরটী পূর্ব্বে সমৃদ্ধশালী ছিল। এই স্থান হইতে কদ্‌খানা নদীর তীর পর্য্যন্ত অনেক ভগ্নাবশেষ চিহ্নাদি দেখিতে পাওয়া যায়। এইখানে প্রস্তরের চত্বরের উপর ২৫ ফিট উচ্চ স্তম্ভ প্রথিত আছে।

খোজা (দেশজ) ১ অনুসন্ধান। (পারসীক) ২ পুরুষত্বহীন, নপুংসক।

খোজা আব্বাদ-মসোদ, মধ্য-এসিয়ার অন্তর্গত অন্দখুর সমতল ভূমির উপর ভ্রমণকারী যোগীজাতির মধ্যে ইনি একজন প্রধান। দর্শন ও নীতি সম্বন্ধে ইহার কৃত কবিতাগুলি খিরখিজ ও উজবেগ লোকদের দ্বারা অতিশয় আদর করে।

খোঁজাখুঁজি (দেশজ) অতিশয় অনুসন্ধান।

খোটন (ক্লী) খোড়ন, খোঁচান।

খোটি (স্ত্রী) খোটি-ইন্। ১ চতুরা স্ত্রী। ২ পালঙ্কশাক। (শব্দচন্দ্রিকা) ৩ কাঠ খোটি। (চক্রদত্ত)

খোটী (স্ত্রী) খোটি বা ঙীষ্। ১ পালঙ্কীবৃক্ষ। ২ চতুরা স্ত্রী (শব্দচন্দ্রিকা)

খোট্টা, ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী হিন্দুস্থানীদিগকে সাধারণতঃ বাঙ্গালাভাষায় খোট্টা বলা হইয়া থাকে। মানভূমের উত্তর প্রদেশে যে ভাঙ্গা হিন্দিভাষা প্রচলিত আছে, তাহাকে তথাকার লোকেরা "খোট্টাভাষা" কহিয়া থাকে। সম্ভবতঃ ঐ ভাষার নাম হইতেই হিন্দুস্থানীদিগকে "খোট্টা" নামে অভিহিত করা হয়। ২ পশ্চিমের যে সকল নাপিত বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করিয়াছে, তাহাদিগকে খোট্টা বলা হইয়া থাকে। এক্ষণে ইহারা একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী হইয়াছে। বেহার প্রভৃতি পশ্চিম প্রদেশের নাপিতেরা ইহাদিগকে নিকৃষ্টজাতি বিবেচনা করে। উভয়ের মধ্যে বিবাহাদি কোনরূপ আদান প্রদান নাই।

৩ মুর্শিদাবাদের কামারজাতির ও বাঙ্গালার পশ্চিমের ধোবাদিগের একটী শাখাকেও খোট্টা বলা হয়।

৪ গোয়ালজাতির একটী শাখা। কোথাও কোথাও ইহাদিগকে "খোট্টা" পরিবর্তে "খোনা" বলে।

খোড় (ত্রি) খোড়তি খোড়-অচ্। খঞ্জ, খোঁড়া। এই শব্দটী খঞ্জাদি গণান্তর্গত বলিয়া কর্ম্মধারয় সমাসে বিকল্পে ইহার পরনিপাত হইয়া থাকে। যথা—খোড়বাল, বালখোড়।

খোড়কশীর্ষক (ক্লী) খোড় ক্ষেপে ণ্বুল্ খোড়কং শীর্ষমত্র বহুব্রী কপ্। ১ কপিশীর্ষক। ২ হিঙ্গুল। (ত্রিকাণ্ড)

খোন্দমীর, খবন্দশাহ (মীর-খোন্দ) ঐতিহাসিকের এক পুত্র। ইহার আসল নাম—গায়াস্উদ্দীন্ মুহম্মদ বিন্ হমীদ্উদ্দীন্ খোন্দ আমীর।

কাহারও মতে, ইনি ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে হিরাট নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ইনি 'রৌজৎ উস্ সফা' নামক পারস্য গ্রন্থের সারসংগ্রহ করিয়া 'খুলাসৎ-উল্ অখ্‌বার' নামে একখানি সুন্দর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

উক্ত গ্রন্থ ব্যতীত 'হবীব্ উস্ সিয়ার' 'মাসির উল্ মুলুক,' 'অখবার-উল্-অখিয়ার,' 'দস্তুর-উল্-বজ্‌রা' 'মুকারিম্-উল্-অখ্‌লাক্,' 'মুন্তখিব্-তারীখ্ ওয়াস্‌সাফ', 'গরাএব্ উল্ অস্‌রার,' 'জবাহির উল অখ্‌বার' নামে কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন।

১৫২১ খৃষ্টাব্দে জন্মভূমে ঘোরতর বিপ্লব ঘটে, সেই জন্য ইনি হিরাট পরিত্যাগ করিয়া মৌলানা সাহেব উদ্দীন্ ও মির্জা ইব্রাহিম্ কানুনী নামে দুই মহাপণ্ডিতের সহিত ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে আগ্রা নগরে উপস্থিত হন, এইখানে সম্রাট্ বাবরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এইখানে খোন্দমীর সম্রাটের নিকট সম্মানলাভ করিলেন। পরে যখন বাবর বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে আসেন, তৎকালে ইনিও তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। বাবরের মৃত্যু হইলে পর, ইনি হুমায়ুনের নামানুসারে 'কানুন হুমায়ুন্' রচনা করেন। এই গ্রন্থ আবুলফজলের অকবরনামায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ইনি সম্রাট্ হুমায়ুনের সহিত গুজরাটে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে সম্রাটের শিবিরে ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার মৃতদেহ দিল্লীতে আনিয়া আমীর খসরুর সমাধির পার্শ্বে গোর দেওয়া হয়।

খোতেন, পূর্ব্ব তুর্কীস্থানের মধ্যবর্তী একটী জনপদ। ইয়র্কন্দের দক্ষিণপূর্ব্বে খোতেন ও কারাকাস্ নদীর সঙ্গমস্থানে অবস্থিত। অক্ষা° ৩৭° ১৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ২৫´ পূঃ।

মধ্য এসিয়ার মধ্যে এই জনপদটী অতি প্রাচীনকাল হইতে সমৃদ্ধিশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ। খৃষ্ট পূর্ব্বের ১৪০ অব্দে চীনের সহিত ইহার বেশ সদ্ভাব ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এখানে বৌদ্ধধর্ম অতিশয় প্রবল হইয়াছিল।

খোতেন নগরের চারিদিকে দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়া ঘেরা, এখানে ১৮ হাজার বাড়ী, বিদেশীয় বণিকগণের জন্য ১০ খানি সরাই আর প্রায় দেড়লক্ষ লোকের বসবাস আছে। নানাদেশীয় লোক এখানে বাণিজ্য করিতে আইসে।

খোদ (পারসী) স্বয়ং।

এখনও সীমান্তবাসী ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচয় দেয়। মোগলসম্রাট্ বাবর আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন "ভারতবাসী সিন্ধুনদীর পশ্চিমতীরস্থ সমুদয় জনপদকে খোরাসান বলিয়া জানে।" ইহার মধ্যে প্রায় ১২।১৩ লক্ষ লোকের বাস। এই বিস্তীর্ণ প্রদেশ পূর্ব্বে পারস্য ও আফগানস্থানের অধিকারভুক্ত ছিল, এখন ইহার অধিকাংশ রুষাধিকৃত। এখানকার প্রজারাও পারস্য অপেক্ষা রুষের অধীনে সন্তুষ্ট। এখানে আরব, বলুচ, বেহৎ, চুলই, কর্দাই, পুষশাহা, কেক, কেরেঠ, মরদী, মুক্তাদরশী, বেথী, তিমুরি প্রভৃতি জাতির বাস।

এখানে অনেক নদী-নালা আছে, তন্মধ্যে আত্রেক নদীই প্রধান, ইহার জলে এই ভূভাগ উর্ব্বরা ও শস্যশালী হইয়াছে। স্থানে স্থানে বৃক্ষবন, উপবন, সুললিত দ্রাক্ষাবন ও চারণক্ষেত্র শোভা পাইতেছে দেখিলেই পর্য্যটকের মন বিমোহিত হয়। যখন পারস্যরাজ্যে অন্তর্বিদ্রোহে বিপ্লব ঘটিয়াছিল, সেই সময় তুর্কীরা অক্ষস্ নদী পার হইয়া খোরাসান অধিকার করেন।

এইখানে মহাবীর রোস্তম ভুজবলে আফ্রাসিয়াবকে পরাস্ত করিয়া দেশরক্ষা করেন। জঙ্গিস্খাঁ ও তৈমুরের আক্রমণে খোরাসানের দারুণ দুর্দশা হইয়াছিল। তুর্কোমানগণের রাজত্বকালে উজবেকেরা প্রতিবর্ষে এখানকার শস্যক্ষেত্র ও নগরাদি লুটপাট করিতে আসিত, তাহাদের ভয়ে লোকগণ একদিনও সুখে নিদ্রা যাইতে পারিত না।

খোরাসানের কতকাংশ পারস্যরাজের অধিকারভুক্ত, তাহারই মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ মস্‌হদ নগর। নগর মধ্যে একটী অতি সুন্দর নেওশ্রীফের সমাধিমন্দির আছে, সেই মন্দিরে ইমাম্ রেজা ও হারুণ অল্ রসীদের অস্থি সংরক্ষিত। পারস্যের অন্তর্গত খোরাসানের অধিবাসীগণ অতিশয় বলিষ্ঠ ও দুর্দ্ধর্ষ। শত শতবার বিপক্ষের আক্রমণ সহ্য করিয়া প্রজাবৃন্দ বংশপরম্পরায় যুদ্ধপটু হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্যই নাদিরশাহ একদিন বলিয়াছিলেন—"ইহাই পারস্যের তরবারি!"

খোরদক্, এক প্রকার আনদ্ধ যন্ত্র। ইহার দুইটী মুখ, ইহার দ্বার বাহিরে থাকে। বামটী অপেক্ষা দক্ষিণের মুখটী অপ্রশস্ত। রোশনচৌকী বাদ্যে তাল দিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

[যন্ত্র দেখ।]

খোল (ত্রি) খোল-অচ্। খঞ্জ। (শব্দমা°)

খোল (দেশজ) এক প্রকার-আনদ্ধ যন্ত্র। ইহার খোলটী মৃত্তিকায় নির্ম্মিত হয়। ইহার প্রচলন বৈষ্ণব সম্প্রদায়েই বেশী। মহাত্মা চৈতন্যের সময়েই বোধ হয়, ইহার প্রথম আবিষ্কার। বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই বাদ্যযন্ত্রের সহকারে নাচিয়া গাইয়া আমোদ-প্রমোদ করিয়া থাকেন। আজকাল ব্রাহ্মসমাজেও ইহা প্রচলিত হইয়াছে।

খোলক, (পুং) খোল-অচ্ সংজ্ঞায়াং কন্। ১ পাক করিবার পাত্রবিশেষ, চলিতভাষায় খোলা বলে। ২ মস্তকের অবয়ববিশেষ, শিরস্ত্র, চলিত কথায় খোপড়া বলে। ৩ বল্মীক, উয়ের ঢিপি। ৪ পূগকোষ। (মেদিনী) সুপারীর ছোবড়া।

খোলপেটুয়া, বঙ্গের খুলনাজেলার মধ্যে প্রবাহিত একটী নদী, আশাশুনির নিকট কপোতাক্ষ হইতে এই নদী বাহির হইয়াছে প্রথমে কিছুদূর পশ্চিমমুখে গিয়া বুধাতাগাঙে মিশিয়াছে, তৎপরে দক্ষিণমুখে গিয়া সুন্দরবনের মধ্যে আবার কপোতাক্ষ নদীতে পতিত হইয়াছে।

খোলস (দেশজ) সাপের গায়ের আবরণ, কঞ্চুক।

খোলা (দেশজ) ১ মৃৎপাত্রবিশেষ। ২ অকপটতা। ৩ পরিষ্কার, অনাবৃত স্থান।

খোলাখালি, বঙ্গের ২৪ পরগণার মধ্যবর্ত্তী একটী খাড়ি।

খোলাপুর, বেরারের অমরাবতী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ০° ৫৫´ ৩০ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৩৩´ ৩০″ পূঃ, অমরাবতী নগরী হইতে ৯ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত।

এক সময়ে এই স্থান রেশমের ব্যবসায় জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইলিচপুরের সুবাদার বিঠলভাগদেব লক্ষ টাকা চাহিয়া পাঠান। কিন্তু তাঁহার আদেশ গ্রাহ্য না হওয়ায় তিনি সসৈন্যে এই নগর আক্রমণ করেন। পূর্ব্বে এখানে বর্ষে বর্ষে রাজপুত ও মুসলমানে যুদ্ধ হইত, সেই উৎপাতে এই নগরের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। এখানে প্রায় সাড়ে ছয়হাজার লোকের বাস।

খোলসা (আরবী) সরলতা, অকপটতা।

খোলাহাঁড়ী (দেশজ) পাকপাত্রবিশেষ, যে পাত্রে খৈ, মুড়ি প্রভৃতি ভাজিয়া লওয়া হয়।

খোলি (স্ত্রী) খোল-ইন্। তূণ, তূণীর। (শব্দমালা)

খোলতা (হিন্দী) খোলা, মুক্ত, অবাধ।

খোলাব, মধ্য-ভারতের অন্তর্গত একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। আগরা নগরের ১৫ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে, চম্বা ও যমনারের ১৫।১৬ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এই গ্রামের উত্তরপূর্ব্বে লাল পাথরের একটী পাহাড় দৃষ্ট হয়। সমতল ক্ষেত্র হইতে পাহাড়টী ১২৫ হইতে ২০০ হাত উচ্চ, মধ্যে মধ্যে প্রায় ২০ হাত উচ্চের কতকগুলি শিখর আছে। বৌদ্ধগণ অজন্তা ও কার্লির মত ঐ খোলাব গ্রামে পর্ব্বত কাটিয়া অনেক স্তূপ, চৈত্য ও গুহামন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। স্থানীয় চাষীরা ও ব্রাহ্মণগণ বলেন যে, পাণ্ডুতনয় ভীম, অর্জ্জুন

৩টী ছানা প্রসব করে। সূর্য্য উঠিলে খ্যাঁকশিয়ালী আর রৌদ্রে বাহির হয় না। সায়ংকাল পূর্ব্বরাত্র না হইলে বাহিরে যায় না। বাচ্চা খ্যাঁকশিয়াল অত্যন্ত পোষমানে ও কুক্কুরাদি পালিত জন্তুর ন্যায় নিজ প্রতিপালকের সঙ্গে লাফাইয়া খেলা করে। কিন্তু ইহারা বেশীদিন ঐরূপ অবস্থায় থাকে না, একটু বড় হইলেই প্রায় পাগল হইয়া পড়ে।

মেরুর নিকটবর্ত্তী বরফাবৃত দ্বীপ ও দেশসমূহে যে সকল খ্যাঁকশিয়াল (Canis legopus) দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা সচরাচর শাদা লোমযুক্ত। তাহারা আপনাদিগকে দুরন্ত শীতের প্রাদুর্ভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য পর্ব্বতের গুহার মধ্যে আশ্রয় লয় বা বালুকাময় জমির মধ্যে গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে বাস করে।

ইহারা সচরাচর লেমিং (উত্তরদেশবাসী ইন্দুরের মত জন্তু), বেজী ও খরগোস্ প্রভৃতি জন্তু ও সকলপ্রকার জলচর পক্ষী ও তাহাদের ডিম খাইয়া থাকে। এমন কি সমুদ্রের ধারে মৃত মৎস্য ও শম্বুকাদি কুড়াইয়া খাইতে ঘৃণা বোধ করে না।

[illegible], সিন্ধু ও কচ্ছ প্রভৃতির বালুকাময় প্রদেশে এক জাতি খ্যাঁকশিয়াল (Vulpes leucopus) আছে। ইহাদিগকে দেখিতে পিঙ্গলবর্ণ। মুখ ও শরীরের দুই পার্শ্ব শাদা। ঘাড় ও পিঠ পাটকিলে রঙের। ল্যাজের শেষে শাদা ও কাল হইয়া থাকে। পা ছোট ছোট। ইহারা সাধারণতঃ ২০ ইঞ্চি লম্বা হয়। এক একটীর পা হইতে শরীরের অর্দ্ধেক কাল ও উপরের ভাগ শাদা ও ঐ দুই বর্ণের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কটা রংএর ব্যবধান আছে। অধিকাংশ এই জাতীয়েরা নদীর বালুময় বেলাভূমিতে বাস করে। হাসীর নিকটস্থ বালুকাময় প্রদেশে এই জাতীয় খ্যাঁকশিয়ালেরা অত্যন্ত মাংসাশী। তাহারা একপ্রকার ইন্দুর খাইয়াই জীবনধারণ করে। ইহাদের গায়ে যখন লোম থাকে, তখন বড়ই সুন্দর দেখায়।

হিমালয়ে নেপাল হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত নানা স্থানে এক প্রকার পাহাড়ী খ্যাঁকশিয়াল (Vulpes montanus) দেখা যায়। কাশ্মীরবাসীরা ইহাকে "লো" ও নেপালীরা "ওয়াহো" বলিয়া থাকে।

ইহাদের মুখ হইতে সমগ্র দেহটী ৩০ ইঞ্চি লম্বা ও লেজ ১৯ ইঞ্চি হইয়া থাকে। ইহাদের গায়ের বর্ণ পাংশু। ঘাড় শাদা, পিঠের মাঝখান কাল, পশ্চাতের পা ও লেজ ধূসরবর্ণের, কাণ দুটী মখ্মলের ন্যায় কাল ও লোমযুক্ত। ইহাদের গায়ে অধিক পরিমাণে লোম জন্মাইয়া থাকে। সচরাচর ২ ইঞ্চি লম্বা ও পশমের ন্যায় কোমল হয়। যখন ইহাদের লোম থাকে, তখন দেখিতে অতি সুন্দর। ইহারা উচ্ছিষ্ট আদি অথবা তিত্তির, পেক প্রভৃতি গৃহপালিত পক্ষী মারিয়া খায়।

পঞ্জাব প্রদেশের খ্যাঁকশিয়াল (Vulpes pusillus) দেখিতে ঠিক পাহাড়ী খ্যাঁকশিয়ালের মত, কিন্তু আকারে ঢের ছোট। সিকিমের খ্যাঁকশিয়ালকে (Vulpes fuliginosus) তথাকার অধিবাসীরা "বেঙ্কী" বলিয়া থাকে। ভোটরাজ্যের রাজধানী লাসানগরে একপ্রকার পিঙ্গলবর্ণ আভাযুক্ত খ্যাঁকশিয়াল (V. flavescens) দেখা যায়। ইহাদের গায়ে সূক্ষ্ম, বড় বড় লোম প্রচুর পরিমাণে আছে। কাণগুলি কাল এবং ঝুঁটিবিশিষ্ট, দেখিতে বড়ই সুন্দর।

খ্যাত (ত্রি) খ্যা-ক্ত। ১ কথিত। ২ বিখ্যাত। (অমর) ৩ খ্যাতিযুক্ত। পর্য্যায়—প্রতীত, প্রথিত, বিত্ত, বিজ্ঞাত, বিশ্রুত।
"অমিতস্পর্শনীয়ানং সর্ব্বতোমিলমুত্তমম্।
সর্ব্বত্র পিতরং বিদ্ধি খ্যাতং বলবতং ভুবি।" (ভক্তি ৮।১৭)

খ্যাতগর্হণ (ত্রি) খ্যাতা প্রসিদ্ধা গর্হণা নিন্দা যস্য বহুব্রী। অবগীত, যাহার নিন্দা সকলেই জানে।

খ্যাতব্য (ত্র) বক্তব্য, যাহা বলিবার উপযুক্ত, যাহা বলা হইবে।

খ্যাতগর্হিত (ত্রি) খ্যাতং গর্হিতং গর্হণং যস্য বহুব্রী। অবগীতঃ। (জটাধর)

খ্যাতি (স্ত্রী) খ্যা ক্তিন্। ১ প্রশংসা। ২ প্রসিদ্ধি। ৩ কথন। ৪ প্রকাশ। ৫ জ্ঞান। "খ্যাতিক সৎপুরুষাশ্রয়াবিনশ্য, যাহ্নতি জামান্যধিক্লতো বিরোধঃ।" (মাঘ ৩।৫৫) ৬ সংজ্ঞা।
"যতো মনাক্ যদি বর্ত্মা পুষ্টিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ।"
(সাংখ্যভাষ্য)

খ্যাতিকর (ত্রি) যে খ্যাতি করে।

খ্যাতিঘ্ন (ত্র) যে খ্যাতিনাশ করে।

খ্যাতিমৎ (ত্রি) খ্যাতি-মতুপ্। খ্যাতিযুক্ত।

খ্যাতাপন্ন (ত্রি) খ্যাতা আপদ্যোযুক্তঃ ৩তৎ। যে খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

খ্যান, ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবি জাতিবিশেষ। উত্তর বঙ্গে ইহাদিগকে খ্যান্ ও আসাম অঞ্চলে কোজিতা বলে। ইহারা কায়স্থের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ কোচবিহার রাজসরকারে দৈবজ্ঞের কর্ম্ম করিতেন। ইহাদের দেখিতে অতি সুশ্রী, মুখ চৌকা অথচ গোলাল, সুগোল, নাক বাঁশীর মত, চক্ষু পটোল চেরা দেহ খাটিক হিন্দুর মত উজ্জ্বল।

ইহাদের মধ্যে অলদীপ, অলঘ্যান, অধিবাৎস্ত, কংসারি, কাশ্যপ, কৌচমবৰি, মধুকুল্যা, সুগ্রীব প্রভৃতি গোত্র আছে।

সগোত্র এবং পিণ্ড থাকিলে ইহাদের বিবাহ হয় না। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। প্রায় ৫ হইতে ১৩ বৎসরের মধ্যে বালিকার বিবাহ হয়। বিবাহের কার্য্যকলাপাদি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মত। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা বরকে উপহার পাঠাইয়া থাকে। বর ঐ উপহার গ্রহণ করিলে বিবাহ-বন্ধন দৃঢ় হইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদ নিষিদ্ধ।

ইহারা গোঁড়া হিন্দু। অধিকাংশ লোকেই শাক্ত, বৈষ্ণবও কম দেখা যায়। পূজা, বিবাহ প্রভৃতি মঙ্গল-কার্য্যে ইহারা ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে। সামাজিক মর্য্যাদায় ইহারা অন্য নীচ জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যেরা ইহাদের হস্তের জল ও মিষ্টান্ন খাইতে পারে।

খ্যাপক (ত্রি) খ্যা-ণিচ্-ণ্বুল। ১ জ্ঞাপক। ২ প্রকাশক।

খ্যাপন (ক্লী) খ্যা-ণিচ্-ল্যুট্। প্রকাশন।

"খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যয়নেন চ।
পাপকৃন্মুচ্যতে পাপাৎ তথা দানেন চাপদি॥" (মনু)

খ্রীষ্টান (খৃষ্টান—ইং Christian) যীশুখৃষ্টভক্ত ও তন্মতাবলম্বী সম্প্রদায়।

খৃষ্টভক্তগণ বলিয়া থাকেন—"সেই অসীম অনন্ত শক্তিমান্ বিশ্বব্যাপী ঈশ্বর প্রথম স্বর্গীয় পবিত্রাত্মাসমূহ (Intelligences) আর এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন। পবিত্রাত্মাগণ ঈশ্বরের মাহাত্ম্য, প্রেমসম্ভোগ এবং কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার স্বরূপতা লাভ করিতে অধিকারী হইয়াছিল। ঈশ্বর তাহাদিগকে কামাবসায়িতা (Free Will) দান করিলেন। সুতরাং তাহারা যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে লাগিল। অসংযমবশে ক্রমে তাহাদের মন কলুষিত হইল। তাহা হইতে পাপের উৎপত্তি, ক্রমে পাপের বৃদ্ধি, সেই সঙ্গে দারুণ মনস্তাপ! সয়তান ও তাহার দুষ্টগণই সেই অবস্থায় পড়িয়াছিল। তাহারা যত পাপের ভার সহজ প্রকৃতি মানবের উপর আরোপ করিতে চাহিল। তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তাই অভাগা মানবজাতি এত সন্তপ্ত, রোগপীড়িত ও এত পাপগ্রস্ত। মানবের পাপমোচন, জগতে ন্যায় ও সুখরাজ্যস্থাপন এবং মানবজাতিকে আবার পবিত্রতা ও পুণ্যগৌরব প্রদান করিবার জন্য ভগবান্ প্রিয়পুত্র যীশুখৃষ্টকে ধরাতলে প্রেরণ করেন। যিনি সেই যীশুখৃষ্টের ধর্ম্মোপদেশ প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন, যিনি তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য করিয়া থাকেন এবং যিনি তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছেন, তাঁহাকেই খৃষ্টান বলা যায়।" (Rev. Charles Buck's Theological Dictionary, p. 65, 69)

৩০০ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত পণ্ডিত ল্যাক্টেন্সিয়াস্ লিখিয়াছেন—

"যাহারা স্থলপথে চুরি ও জলপথে ডাকাতি করে, তাহারা খৃষ্টান নয়। স্ত্রীঘাতী, পতি বা পুত্রঘাতিনী, ভ্রূণহত্যাকারী, কন্যাগমনকারী, যে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য অপরকে কামনা করে অথবা ভিন্নপুরুষে দেহবিক্রয় করে, ইহাদের মধ্যে কাহাকেও খৃষ্টান বলে না, যে কোনরূপ পাপকার্য্য করে, যে মনেও অপরের অনিষ্ট করিতে অভিলাষী, সেও কখন খৃষ্টান নয়।"

খৃষ্টধর্ম্মবেত্তা অরিগেন বলেন, "যাহার ধনস্পৃহা নাই, নিজের অধিকৃত সম্পত্তি অন্যে অন্যায়পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেও যে কুণ্ঠিত হয় না। সরলতা, পবিত্রতা ও উদারতা যাহাদের অলঙ্কার, তাহারাই প্রকৃত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী।" (J. Eadie's Biblical Cyclopædia.)

যীশুখৃষ্টের ভক্তগণ কোন্ সময়ে কাহা দ্বারা "খৃষ্টান" নাম পাইল, তাহা ঠিক বলা যায় না। কাহারও মতে আন্তিয়োক নগরে এই নামের প্রথম উৎপত্তি হয়। তথায় অপরাপর সম্প্রদায়গণ যিহুদী হইতে পৃথক্ করিবার জন্য খৃষ্টীয় সম্প্রদায়কে বিদ্রূপভাবে খৃষ্টান্ বলিয়া ডাকিত। তখন হইতে এই নাম চলিয়া আসিতেছে।

সাধারণতঃ খৃষ্টান্ সম্প্রদায়কে এই কএকটি মত মানিয়া চলিতে হয়—

১ম—বাইবেল বা খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরের বাক্য, সুতরাং উহার সমস্তই প্রামাণ্য ও গ্রাহ্য।

২য়—বাইবেল সর্ব্বোৎকৃষ্টভাবে আলোচ্য।

৩য়—ঈশ্বরের একত্ব এবং ঈশ্বর, যীশু ও পবিত্রাত্মা (Holy Ghost) এই ত্রিত্ব (Trinity) স্বীকার।

৪র্থ—আদি মানবের পতনই মানবজাতির পাপের কারণ।

৫ম—মানবের পাপের জন্য খৃষ্টের আত্মোৎসর্গ, তিনি ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র ও অবতার, তাঁহার দোষ-কলঙ্কাদি বিশ্বাস্য বলিয়া স্বীকার্য্য।

৬ষ্ঠ—ভক্তি ও একমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা পাপীর মুক্তি।

৭ম—পাপীর পরিত্রাণ ও পবিত্রতা সম্পাদন পবিত্রাত্মার কার্য্য।

৮ম—আত্মা অবিনশ্বর, মৃতদেহের পুনরুত্থান, মহাত্মা যীশুর শেষবিচারে দুষ্টের অনন্ত শাস্তি এবং শিষ্টের অনন্ত স্বর্গীয় সুখলাভ।

৯ম—খৃষ্টীয় সাজসজ্জার ধর্ম্মমত ঐশ্বরিক বলিয়া স্বীকার; খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার কর্ত্তব্য চিরদিন প্রতিপাল্য ও অবশ্য-কর্ত্তব্য; খৃষ্টের স্মরণার্থে মৃত্যুর পূর্ব্বরাত্রে সান্ধ্যভোজ (Lords' Supper) সত্য বলিয়া বিশ্বাস।

অঙ্গীকার করিয়াছে, কত সহস্র লোক অত্যাচারে কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে! আবালবৃদ্ধবনিতা সহস্র ব্যক্তি অসীম মনোকষ্ট পাইয়াছে! য়ুরোপের এমন দেশ নাই যে পোপের সেই দারুণ-ধর্ম্মবিধি (Inquisition) হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। সর্ব্বজীবে প্রেম যে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, সেই ধর্ম্মের সর্ব্বময় কর্ত্তার এই কাজ! খৃষ্টীয় ইতিহাসে বিষম কলঙ্ক! সে কলঙ্ক কখন কি দূর হইবে?

ক্যাথলিক হইতে জেসুইট (Jesuit) সম্প্রদায়ের জন্ম। "জেসুইট" অর্থাৎ যীশুর সমাজ। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনদেশবাসী ইগ্নেশিয়স লয়োলা (Ignatius Loyola) নামে একব্যক্তি এই সমাজ স্থাপন করেন। তখনও স্পেন প্রভৃতি দেশ পোপের ধর্ম্মনীতির অধীন ছিল। পোপের আদেশ না লইয়া কোন নূতন ধর্ম্মসমাজ স্থাপন করিতে কাহারও অধিকার ছিল না। সুতরাং লয়োলা পোপকে জানাইলেন, "ঈশ্বরাদেশে তিনি এই সমাজ স্থাপনে অগ্রসর, এখন তাঁহার অনুমতি সাপেক্ষ।" পোপ ও তাঁহার সভ্যগণ লয়োলার আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। লয়োলা দেখিলেন, পোপকে হাতে রাখা চাই, নহিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। আবার এই বলিয়া আবেদন করিলেন, "এই সমাজ পোপের সম্পূর্ণ অধীন, এই সমাজের লোক বিশুদ্ধ চরিত্র, ধর্ম্মানুরক্ত, পোপের আজ্ঞাধীন ও অতি দাস হইতে চায়। ইহার সভ্যগণ যাহা লাভ করিবে, তাহাতেই ধর্ম্মপিতার অধিকার। যে ব্যক্তি এই সমাজ কর্তৃক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে, তাহারা পোপের প্রজা ও পোপকে ধর্ম্মপিতা বলিয়া স্বীকার করিবে।" এতটা প্রলোভন—মহামতি পোপ কিছুতেই এড়াইতে পারিলেন না। আবেদন গ্রাহ্য হইল। তখন জেসুইটরা কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন।

পূর্ব্বতন খৃষ্টীয় যাজক ও যতিগণের নিয়ম ছিল, তাঁহারা সাংসারিক কোন কর্ম্মে লিপ্ত থাকিবেন না, নির্জ্জনে নিভৃত স্থানে বসিয়া কেবল ঈশ্বরচিন্তা করিবেন ও জনসাধারণকে জ্ঞানালোক প্রদান করিবেন। কিন্তু জেসুইটসমাজ এ সকল বাঁধাবাঁধির ভিতর রহিলেন না। নিয়ম হইল, অপর খৃষ্টীয় যাজক, যতি ও প্রধান ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ যে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন, এই সমাজের সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। এই সমাজের লোক দেশ, কাল, অবস্থা ও পাত্রভেদে কখন যুক্ত আলয়ে, কখন দীনদরিদ্রবেশে, কখন রাজপ্রাসাদে, কখন বা কৃষকের পর্ণকুটীরে উপস্থিত থাকিয়া জনপ্রবর্ত্তন, উত্তেজন অথবা পলায়ন দ্বারা স্ব স্ব কার্য্য উদ্ধার করিবেন। যেরূপে হউক, খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করাই এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য। জেসুইটরা পোপের নিকট সনন্দ পাইলেন। সেই সনন্দ বলে তাঁহারা পোপের ধর্ম্মনীতির অধীন য়ুরোপের সকল ক্যাথলিক রাজ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা সর্ব্বত্র বালক বালিকাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে লাগিলেন, পথে ঘাটে, সভাতে ও অন্যান্য নানাস্থানে জেসুইটের পাণ্ডিত্যে বক্তৃতার স্রোত বহিতে লাগিল। সভ্য অসভ্য উচ্চ নীচ শত শত ব্যক্তি জেসুইটের মত গ্রহণ করিল। জেসুইটরা কত রাজার ও রাজপরিবারের দীক্ষাগুরু ও উপদেষ্টা হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা কেবল ধর্ম্মপ্রচার করিয়াই ক্ষান্ত নহেন। পোপের সনন্দ বলে ভারত ও আমেরিকায় গিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। য়ুরোপের নানাস্থানে তাঁহাদের বাণিজ্যাগার স্থাপিত হইল। বাণিজ্যের লোভে তাঁহারা দেশবিদেশে গিয়া উপনিবেশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বণিকের বেশে জেসুইটেরা দক্ষিণ আমেরিকায় অন্তর্বর্ত্তী পরাগুয়া-রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া বসিলেন। তাঁহারা এখানকার আদিম অধিবাসীদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। অসভ্যেরা তাঁহাদের নিকট সভ্য হইল। যাহাতে সেখানকার আদিম অধিবাসীরা অপর কোন য়ুরোপীয়জাতির সহিত মিশিতে না পারে, তাহারও রীতিমত বন্দোবস্ত হইল। বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করার প্রয়োজন, তাই জেসুইটগণ অধিবাসীদিগকে গোলাগুলি ও অস্ত্র চালনা শিখাইলেন। এখন আর জেসুইটেরা দীনহীন ধর্ম্মপ্রচারক নয়, এখন পরাক্রান্ত বণিক ও অধিপতি। একসময়ে পোপের নিকট যাঁহারা "দীনদরিদ্র" থাকিবে বলিয়া শপথ করিয়াছিলেন, সেই শপথ বেশ রক্ষা হইল!

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে রোমান্ ক্যাথলিকেরা ভারতবর্ষে দল বল আসিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের অধিকাংশই পর্ত্তুগীজ। কিন্তু তৎকালে পর্ত্তুগীজদের ও দেশীয় রাজগণের দারুণ উৎপীড়নে পর্ত্তুগীজ খৃষ্টান্ যাজকগণ কিছুই করিতে পারেন নাই। সে সময়ে ভারতবাসীরা খৃষ্টান্ যাজকগণের প্রতি যেরূপ ঘোর অত্যাচার ও দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে পাষাণের হৃদয় বিগলিত হয়! খৃষ্টান্ যাজকগণের সঙ্গে শত শত অপর ব্যক্তিরও প্রাণান্ত হইয়াছিল। তৎকালে কেবল পর্ত্তুগীজ-অধিকৃত গোয়া প্রভৃতি স্থানে নির্দ্দিষ্টভাবে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল।

পর্ত্তুগালরাজ এমানুয়েল (১৪৯৫-১৫২১ খৃঃ অঃ) ও তৎপুত্র ৩য় জন (১৫২১-৫৭ খৃঃ) ভারতবাসীকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাঁহাদেরই যত্নে দুয়ার্তে নুনেস (Duarte Nunes a Dominican) নামে এক যাজক (১৫১৪-এ খৃঃ অঃ) সর্ব্বপ্রথম বিশপ (Bishop)

মিলিয়া গিয়াছিল। এই মতভেদ লইয়া সিরীয়কসমাজে বিষম তর্কবিতর্ক চলিল। কনষ্টাণ্টিনোপলের প্রধান ধর্ম্মগুরু (Patriarch) ফ্লাবিয়ান এক মহাসমিতি আহ্বান করিলেন। এই মহাসমিতিতে উক্ত মত অগ্রাহ্য হইল। কিন্তু ৪৪৯ খৃষ্টাব্দে ইফেসাসের মহাসভায় ইজিপ্টের খৃষ্টীয় উদাসীনগণের প্রবল আন্দোলনে ইউটিকেসের মত আবার সাদরে গৃহীত হইল। ফ্লাবিয়ান ও তাঁহার সহচরগণ পদচ্যুত হইলেন। তখন সিরীয়কসমাজে উপরোক্ত মত খৃষ্টধর্ম্মের মূলতত্ত্ব বলিয়া প্রচারিত হইল। যাহা হউক, এই মত অধিক দিন স্থায়ী হইল না। কালসিডনের মহাসভায় ৬৩০ জন বিশপের বিচারে স্থির হইল, পূর্ব্বমত নিতান্ত অসঙ্গত ও খৃষ্টধর্ম্ম বিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য, যীশুখৃষ্টের দৈব ও মানবপ্রকৃতি একত্র মিলিত, বস্তুগত্যা কোন প্রভেদ নাই। ইউটিকেসের মত লইয়া এই সময় কএকটী সম্প্রদায় হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরও তাঁহার মত প্রায় শতাধিক বর্ষ চলিয়াছিল। উক্ত মতাবলম্বীদের মধ্যে পরবর্ত্তীকালে কেহ কেহ আবার মনফাইসাইট্ (Monophysites) অর্থাৎ খৃষ্টে একপ্রকৃতিবাদী নামে বিখ্যাত হন। সেই একপ্রকৃতিবাদ এখনও যাকুবী (Jacobite) সমাজে প্রচলিত।

উক্ত মতদ্বৈধ্যতা হইতেই সিরীয়ক সমাজের পূর্ব্বগৌরব খর্ব্ব হইবার সূত্রপাত হয়। শেষে ইস্লামধর্ম্মের অভ্যুদয়ে নিতান্ত অবনতি ঘটিল। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে, এই সমাজের উপর অনেক বিপদ গিয়াছে। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে মেরোনাইট্গণ মুসলমানের অত্যাচারে লেবেনন পাহাড়ে বাস করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা করেন। এই মেরোনাইটগণই আদি সিরীয়ক খৃষ্টানবংশসম্ভূত। কাহারও মতে, ৬৩০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ হেরাক্লিয়সের সময় সিরীয়কসমাজে মনথেলাইট (Monothelite) অর্থাৎ খৃষ্টে একেচ্ছাবাদী নামে যে এক সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হয় এবং ৬৮০ খৃষ্টাব্দে ষষ্ঠ মহাসমিতিতে খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদী বলিয়া যে সম্প্রদায়ের মত উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, এই মেরোনাইটগণ তাঁহাদেরই সন্তান। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মেরোণআশ্রমে মেরো নামে একজন ধর্ম্মগুরু থাকিতেন, তাঁহাকেই এই সম্প্রদায় আপনাদের প্রধান বলিয়া স্বীকার করায় 'মেরোনাইট' (Meronite) নামে প্রসিদ্ধ হইল। মুসলমানের আধিপত্যকালে সিরীয়ক সমাজের মধ্যে কেবল এই মেরোনাইটগণ ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দে জেরুজিলমে রোমকসমাজ স্থাপিত হইলে, ইহারা একেচ্ছাবাদ পরিত্যাগ করিয়া রোমকসমাজের অধীনতা স্বীকার করেন। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে, মেরোনাইট যাজকদিগের অধ্যাপনার জন্য রোমে একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সম্প্রদায় রোমকসমাজের অধীনতা স্বীকার করিলেও, ইহারা জাতীয় ক্রিয়াকলাপ ও আচার ব্যবহারে সম্পূর্ণ অধিকারী। সিরীয়ভাষায় ইহাদের উপাসনাদি হইয়া থাকে। ইহাদের যাজকযাজকতা করিবার পূর্ব্বে যদি বিবাহিত হন, তবে সস্ত্রীক লইয়া ঘর করিতে পারেন, কিন্তু যাজক হইবার পর আর বিবাহ করিবার অধিকার নাই। এই সমাজকে প্রতি দশবর্ষে পোপের নিকট ধর্ম্মরাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা বিজ্ঞাপন করিতে হয়। এখন মেরোনাইটের সংখ্যা প্রায় দেড়লক্ষ হইবে।

যাকুবী বা যাকোবাইট (Jacobite) সম্প্রদায়ের লোকেরা পূর্ব্বে আদি সিরীয়ক সমাজের মত লইয়া চলিতেন। যাকুববর্দ্দাই (Jacobus Baradaeus) নামে একজন সিরীয়ক যতি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, তাঁহার নাম হইতে সম্প্রদায়ের নাম যাকুবী হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব নাম মনোফাইসাইট (Monophysite) অর্থাৎ এক প্রকৃতিবাদী। ইহাদের মতে খৃষ্টের কেবল একই প্রকৃতি আছে, মানবপ্রকৃতিই ক্রমে দৈবভাব ধারণ করিয়াছিল। নেষ্টোরিয়াসের মত-বিরুদ্ধে প্রথমে এই মত উত্থিত হয়। কালসিডনের সভায় ইউটিকেসের মত উঠিয়া গেলে, সেই সভা হইতেই 'মনোফাইসাইট' নাম প্রচলিত হয়। এই সভায় স্থির হয় যে খৃষ্টে একাধারে দুইটী প্রকৃতি, উহার পরিবর্ত্তন বা বিভাগ বুঝিবার কাহারও সাধ্য নাই। কিন্তু সাধারণ সিরীয়ক খৃষ্টানগণের তাহা মনোমত হইল না, তর্কবিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ, পরস্পর বিরুদ্ধবাদীতে হাতাহাতি, লাঠালাঠি, শেষ রক্তারক্তি আরম্ভ হইল। (খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীতে, মনোফাইসাইট সম্প্রদায় আদি সিরীয়ক সমাজ হইতে পৃথক্ হইল। তৎপরে সম্রাট্ যষ্টিন ও যষ্টিনিয়ান্ এই সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া রোমকসমাজে মিলিত হইলে, ইহাদের মধ্যে বড় গোলযোগ বাধিল। ইহারা পরস্পর একতা হারাইলেন। এই সম্প্রদায় হইতে কতকগুলি নূতন দল হইল। এক দলের নাম হইল 'একেফলই' (Akepholoi)। ৫১৯ খৃষ্টাব্দে এক বিষম তর্ক বাধিল, "খৃষ্টের শরীর ভ্রষ্ট কি না?" অন্তিয়োকের সেবেরাস্ নামক পদচ্যুত বিশপের শিষ্যগণ (Seberians) প্রচার করিলেন "খৃষ্টের শরীর ভ্রষ্ট।" গজনাস্ নামক বিশপের শিষ্যগণ (Gajanites) বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, "খৃষ্টের শরীর কখনই ভ্রষ্ট নয়।" এইরূপে প্রথমদল 'ফর্থোলট্রিষ্ট' (Phtbartolatrist) অর্থাৎ

মূর্ত্ত্যুপাসক এবং দ্বিতীয় দল 'অফ্থর্তোদোসিটী' (Aphthur-todocetæ) অর্থাৎ পুতদেহপূজক বা শিক্ষক নামে পরিচিত হইলেন। দ্বিতীয় দল আবার তর্ক ধরিলেন, "খৃষ্টের দেহ সৃষ্ট কি না ?" 'অক্টিস্তেতোই' (Aktistetoi) অর্থাৎ অসৃষ্টবাদীগণ বলিলেন, "সৃষ্ট নহে।" 'কিষ্টোলাট্রিষ্ট' (Kistolatrist) অর্থাৎ সৃষ্টিবাদী প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন, "হাঁ সৃষ্ট।"

ইহাদের মধ্যে "অগ্নিটোই" (Agnoetoi) নামে আর একদল হইলেন, তাঁহারা প্রচার করিলেন, 'খৃষ্ট মানব নয়, তিনি সর্ব্বশক্তিমান'। ৫৩০ খৃষ্টাব্দে একপ্রকৃতিবাদীগণের মধ্যে আস্কুনগেশ (Askunages) নামে এক ব্যক্তি ও তৎপরে ফিলোপোনাস্ (Philoponus) নামে এক পণ্ডিত ঘোষণা করিলেন, 'ঈশ্বর, যীশু ও দিব্যাত্মা, এই তিনজনই এক একটী স্বতন্ত্র ঈশ্বর।' কিন্তু এই মত একপ্রকৃতিবাদীগণ খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য করিলেন। ইজিপ্ট, সিরীয় ও মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি স্থানে এই মতাবলম্বীগণ বহুদিন প্রবল ছিলেন, তাঁহারা আলেকজেন্দ্রিয়া ও আন্তিয়োকের ধর্ম্মগুরুর ধর্ম্মানুশাসন মানিতেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতে যাকুববর্দাইয়ের অভ্যুদয়ে তাঁহারা স্বাধীন সমাজ স্থাপন করিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আর্ম্মানী সমাজভুক্ত হইয়াছেন।

আদি সিরীয়ক খৃষ্টানেরা পোপের প্রাধান্য স্বীকার করেন না। তাঁহাদের বাইবেল সিরীয়ক ভাষায় লিখিত, তাহা দ্বারাই উপাসনাদি হয়। আর আর ধর্ম্মকাণ্ড গ্রীক-সমাজের মত। তাঁহাদের পুরোহিতেরা যজন করিবার পূর্ব্বে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু পরে অথবা দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিবার অধিকার নাই। ইহাদের বিশপেরা আদৌ বিবাহ করিতে পারেন না ইহারা সিদ্ধপুরুষগণের চিত্র রাখেন ও তাঁহাদের স্তবস্তুতি করেন। ইহাদের রমণীরা বড় ধর্ম্মশীলা। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই উপবাসাদি করিয়া থাকেন। ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প, পাঁচহাজারের অধিক হইবে না।

নেষ্টোরিয়ান্ (Nestorians)।—সিরীয়কসমাজে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে নেষ্টোরিয়া নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাক্পটুতা ও সদুপদেশ শ্রবণে দেশীয় সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইনি ৪২৮ খৃষ্টাব্দে কনষ্টান্টিনোপলের ধর্ম্মগুরু (Patriarch) হইয়াছিলেন। উক্ত উচ্চাসন লাভের অল্পকাল পরেই খৃষ্টের দৈব ও মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে ঘোরতর তর্ক উঠিল। আনাষ্টেসিয়া নামে একজন পুরোহিত নেষ্টোরিয়ার সঙ্গে কনষ্টান্টিনোপলে গিয়াছিলেন। একদিন তিনি উপদেশ দিবার সময়ে কহিলেন, 'কুমারী মেরি ঈশ্বরের বা দৈব-পুরুষের মাতা হইতে পারেন না, তিনি মানবখৃষ্টের মাতা।' এই কথা শুনিয়া অনেকে মনে করিলেন, ইহা নেষ্টোরিয়ারই মত। নেষ্টোরিয়া তাহা সমর্থন করিয়া ঘোষণা করিলেন, খৃষ্টের দুই প্রকৃতির ভেদ আছে, তাঁহার দেহ মানবপ্রকৃতিতে গঠিত, কিন্তু তাঁহার উপদেশ দৈবশক্তি হইতে নিঃসৃত। তৎকালে খৃষ্টান জগতে এই কথা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল। আলেক্‌জেন্দ্রিয়ার ধর্ম্মাচার্য্য সেণ্টসাইরিল্ তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। রোম হইতে বিশপ সিলেষ্টাইন্ নেষ্টোরিয়াকে বলিয়া পাঠাইলেন, "যদি তিনি মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে শীঘ্রই এই দুই মত পরিত্যাগ করুন।" কিন্তু নেষ্টোরিয়া কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। এফেসাসের মহাসভায় ৪৩১ খৃষ্টাব্দে নেষ্টোরিয়া পদচ্যুত হইলেন, কিন্তু তাহাতেও তিনি আপন মত পরিত্যাগ করিলেন না। এবার কনষ্টান্টিনোপলের এক ধর্ম্মাশ্রমে চারি বর্ষকাল তাঁহাকে বন্দী করা হইল, তাহাতেও তিনি আপন বিশ্বাস কোন মতে ছাড়িলেন না। অতঃপর তিনি মিশরের মহামরুভূমে নির্ব্বাসিত হইলেন।

যে যে ব্যক্তি তাঁহার মত মানিয়াছিলেন, সেই সেই ব্যক্তিকেই নেষ্টোরিয়ান (Nestorian) বলে। এখন নেষ্টোরিয়ানেরা একটী পৃথক্ সমাজ বলিয়া গণ্য। এফেসাসের সভায় নেষ্টোরিয়ার পদচ্যুতির পরও তাঁহার মত আসিরীয়া, পারস্য প্রভৃতি নানাস্থানে প্রবল হইয়াছিল। অল্পদিন মধ্যে এই মত রোমের শাসনাধীন সকল স্থান হইতে উঠিয়া গেল বটে, কিন্তু এদিকে পারস্য, আরব, ভারতবর্ষ প্রভৃতি নানাস্থানে নেষ্টোরিয়ান্ সমাজ স্থাপিত হইল। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে নেষ্টোরিয়ান খৃষ্টানেরা চীনরাজ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়াছিল, সিরীয়-ভাষায় লিখিত একখানি শিলালিপি দ্বারা জানা গিয়াছে। তুর্ক্ক জাতিয় ও মধ্যএসিয়ার মোগলসম্রাটগণ এই নেষ্টোরিয়ানদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ জঙ্গিস্‌খাঁর পত্নী এক নেষ্টোরিয়ান কন্যা। শুনা যায়, মধ্য-এসিয়ার অনেক মোগলরাজা এই নেষ্টোরিয়ান্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কারেকোরমের অধিপতি ঔঙ খাঁ প্রধান। ইনি জঙ্গিসখাঁর হস্তে পরাস্ত হইলে আপনাকে প্রেষ্টর জোআও (Prester John) অর্থাৎ জন (নামক) যাজক বলিয়া পরিচিত করেন।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দে নেষ্টোরিয়ান্ সমাজে কিছু গোলযোগ ঘটে। এই সময় কতকগুলি লোক বাধ্য হইয়া পোপের অধীনতা স্বীকার করেন, এখন তাঁহারা কাল্দি খৃষ্টান্ নামে প্রসিদ্ধ। আর সকলে প্রাচীন মত মানিয়া

থাকে। কুর্দিস্থানের পার্ব্বতীয় রাজ্যে এখন জেকোবিয়ান্দিগের প্রধান বসবাস, এখন তাঁহারা দরিদ্র ও মূর্খ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের পুরোহিত ও নিম্নশ্রেণীর যাজকেরা বিবাহ করিতে পারেন। বিবাহাদিতে ধর্ম্মাচার্য্যের মত লইতে হয়। তাঁহারা খৃষ্টের মূর্ত্তি উদ্দেশে স্তব পাঠ করেন, খৃষ্টের ক্রুশ ভিন্ন অপর কোন মূর্ত্তির পূজা করেন না। বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের সংখ্যা প্রায় দেড়লক্ষ হইবে।

ভারতবর্ষেও বহুদিন হইতে জেকোবিয়ান দেখা দিয়াছে, দাক্ষিণাত্যে মলবারে তাহারা সিরীয়ক খৃষ্টান্ নামে প্রসিদ্ধ। ত্রিবাঙ্কুড়ে সিরীয়ক খৃষ্টানের সঙ্গীনেরা এখন "নস্রানি মাপিল্লা" নামে খ্যাত। কোন সময়ে ভারতে সর্ব্বপ্রথম সিরীয়ক খৃষ্টানেরা আসিল, তৎসম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে। কেহ বলেন, যীশুখৃষ্টের অষ্টম শিষ্য সেন্টটমাস আরব, পারস্যাদি স্থানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া ৬৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। তাঁহা হইতেই এখানে 'সিরীয়ক খৃষ্টানের উৎপত্তি।

দাক্ষিণাত্যের "নস্রাণি মাপিল্লা" ও নীচজাতীয় খৃষ্টান্ মধ্যে অনেকেই সেন্টটমাসকেই ধর্ম্মপিতা ও স্বয়ং যীশুখৃষ্ট বলিয়া মনে করে। অনেকের বিশ্বাস, ইনিই ৬৮ খৃষ্টাব্দে ২১এ ডিসেম্বর মান্দ্রাজের পার্শ্ববর্ত্তী মাইলাপুর নামক স্থানে ব্রাহ্মণদিগের উত্তেজনায় 'হিন্দু অধিবাসী কর্ত্তৃক নিহত হন।

আবার কেহ বলেন, পারস্যবাসী মণির শিষ্য টমাস মণিকীয় (Thomas the Manichean) খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দে ভারতে আসিয়া অভিনব খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করেন, দাক্ষিণাত্যের টমাস খৃষ্টানেরা তাঁহারই শিষ্য।

আর একটী প্রবাদ আছে, খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে টমাস-কাণা নামে একজন আর্ম্মাণী বণিক্ মলবার উপকূলে বাণিজ্য করিতে আসেন। তিনি দুই সুন্দরী কেরল-রমণীর পাণি গ্রহণ করেন। তাঁহার সহিত দেশীয় রাজগণের বেশ সদ্ভাব হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন যে, পূর্ব্বে মলবার উপকূলে যে সকল খৃষ্টান্ ছিলেন, তাহারা হিন্দুগণের অত্যাচারে একবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। অতি অল্পসংখ্যক দেশীয় খৃষ্টান্ বনে, জঙ্গলে ও পাহাড়ের মধ্যে গুপ্তভাবে জীবনরক্ষা করিতেছে। এখানে খৃষ্টান্ ধর্ম্ম প্রচার করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। দেশীয় রাজগণের নিকট তিনি এইরূপ অনুমতি লইলেন, যে তাঁহারা স্ব স্ব ধর্ম্মপ্রধান কার্য্য করিবেন, তাহাতে দেশীয় লোকেরা তাঁহাদের কার্য্যে কোন বাধা দিতে পারিবেন না। রাজার অনুমতি লইয়া তিনি সিরিয়াদেশ হইতে খৃষ্টানদিগকে পুনরায় মলবারে আনিয়া স্থাপন করিলেন।

এবং তাহাদের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাচার্য্য (Arch-bishop) হইলেন। তখন হইতে এখানকার খৃষ্টানেরা টমাসের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল।

উপরোক্ত তিনজন টমাসকে লইয়াই গোল। শেষোক্ত টমাসেরও পূর্ব্বে যে ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৩য় শতাব্দে হিপোলিটস (Hippolytus, Bishop of Portus) লিখিয়াছেন—খৃষ্টের বারজন প্রধান শিষ্যের মধ্যে সেন্ট বার্থলামিউ (St. Bartholomew) ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। আর সেন্ট-টমাস্ পারস্য ও মধ্য-এসিয়ায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া শেষে ভারতের 'কালামিনা' নগরে আসিয়া কাল-কবলে পতিত হন।

৫৪৭ খৃষ্টাব্দে কস্মোস ইণ্ডিকোপ্লুষ্টেস (Cosmos Indicopleustes) লিখিয়াছেন, 'মলবারের বিশপ পারস্য হইতে নিযুক্ত হন।' কিন্তু তিনি সেন্টটমাসের নাম উল্লেখ করেন নাই। যদি খৃষ্টশিষ্য সেন্টটমাসের সহিত মলবারবাসী খৃষ্টান্দিগের কোন সংস্রব থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি লিখিতেন। ইহাতে বোধ হয় যে, খৃষ্টশিষ্য সেন্টটমাস্ মলবার উপকূলে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসেন নাই। তবে বোধ হয়, উত্তরভারতের কোনস্থানে তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকিবে।

মান্দ্রাজের পার্শ্বে সেন্টটমাস্ নামে একটী পাহাড় আছে, এই পাহাড়ে প্রাচীন পহ্লবীভাষায় ক্রুশের উপর খোদিত একখানি লিপি বাহির হইয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস এই পাহাড়ের নিকটই সেন্টটমাস্ নিহত হন। এক্ষণে উক্ত খোদিত পহ্লবী লিপিদ্বারা অনায়াসেই উপলব্ধি হইতেছে যে, পারস্যবাসী মণির (১) শিষ্য সেন্টটমাস্ই

---

(১) কারবিকাস নামে একজন সামান্য লোক ছিলেন। যখন তাঁহার বয়স সাতবৎসর, তখন বাবিলনের কোন বিধবা রমণী তাহাকে ক্রয় করিয়া লইয়া যান। এই বিধবার মৃত্যুর পর ক্রীতদাস কারবিকাস তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়া পড়েন। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া তিনি পূর্ব্ব নাম বদলাইয়া মণি নামে পরিচয় দেন ও পারস্যরাজ্যে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার প্রতিপালিকার সাহায্যে মণির বিশেষ শিক্ষা লাভ হইয়াছিল। পারস্যে থাকিয়া মণি বাইবেল (New Testament) ও অপরাপর খৃষ্টধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করেন এবং খৃষ্টধর্ম্মের সংমিশ্রণে অগ্নি-উপাসক আদি পারসীকধর্ম্মের ও বৌদ্ধধর্ম্মের কতকগুলি মতামত লইয়া এক অভিনব খৃষ্টসম্প্রদায় স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য তিনি আপনাকে খৃষ্টের প্রেরিত শিষ্য বা দূত (Apostle) বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া, যীশুখৃষ্ট ভবিষ্যতে যে প্যারাক্লিটকে (Paraclete) পাঠাইবেন বলিয়া

দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বপ্রথম খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচার করেন। দাক্ষিণাত্য-বাসী দেশী খৃষ্টানেরা ইহাকেই আপনাদের সম্প্রদায় ও খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর পূর্ব্বাবধি স্বয়ং যীশুখৃষ্ট বলিয়া মনে করিত। ইহারা পারস্য হইতে আগত নেষ্টোরিয়ান বিশপের আজ্ঞাধীন ছিল। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে পারস্যের খৃষ্টীয় সমাজ আপনাদিগকে টমাস খৃষ্টান নামে অভিহিত করেন, তদনুসারে মলবারের অজ্ঞ খৃষ্টানেরা 'টমাস্ খৃষ্টান' নাম গ্রহণ করিয়াছিল। এই খৃষ্টানদিগের সংখ্যা অধিক হইলেও দেশীয় লোকের উৎপীড়নে অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ৬৬০ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মাচার্য্য যেসাজেবস (Jesajabus) পারস্যের প্রধান খৃষ্টীয় যাজকের নিকট যে পত্র লেখেন, তৎপাঠে জানা যায়, মলবার উপকূলের দেশীয় খৃষ্টানদিগকে ভালরূপ ধর্ম্মউপদেশ দিতে পারে এমন কোন লোক ছিল না। ৮ম শতাব্দে আর্ম্মাণী টমাস্ দেখিয়াছিলেন,—মলবারের খৃষ্টানগণ বহুসংখ্যক প্রায় বন জঙ্গলে গিরিগহ্বরে বাস করিতেছে। ১৪ শতাব্দে জোর্দনাস্ (Friar Jordanus) দেখেন, তাহারা নামেমাত্র খৃষ্টান, তাহাদের মধ্যে দীক্ষা (Baptism) নাই। এখনও কানাড়াপ্রদেশে অনেক অসভ্য হিন্দুর মধ্যে খৃষ্টানধর্ম্মের অনেক চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাতেও বোধ হয়, ঐ সকল অসভ্যজাতি অনেকদিন খৃষ্টান ছিল, হয় হিন্দুর ভয়ে অথবা আপনাদিগের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে হিন্দুসমাজে মিশিবার কোন উপায়

সত্য করিয়াছেন, আপনাকে সেই প্যারাক্লিট বলিয়া প্রচার করিলেন এবং তাঁহার দেহেও দিব্যাত্মা স্বাধীনভাবে রহিয়াছে, এ কথাও লোকদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন।

তাঁহার ক্ষমতাদৃষ্টে পারস্যরাজ তাঁহাকে নিজ পুত্রের চিকিৎসায় নিযুক্ত করেন। কিন্তু মণি রাজপুত্রকে আরোগ্য করিতে না পারায় পারস্যরাজ তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিলেন। এই কারাগার হইতে মণি কৌশল করিয়া পলায়ন করেন, কিন্তু তিনি পুনরায় ধরা পড়েন। ২৭৭ খৃষ্টাব্দে জোন্দিশাপুরে পারস্যরাজের আদেশে জীবন্ত অবস্থায় গায়ের ছাল ছাড়াইয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলা হয়।

আড্ডাস, টমাস, হরমুজ প্রভৃতি তাঁহার কএকজন শিষ্য দেশবিদেশে তাঁহার প্রবর্ত্তিত মিশ্রিত খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত খৃষ্টান সম্প্রদায়ের নাম মণিকীয় (Manichæan)।

এই সম্প্রদায়টি বর্ত্তমান খৃষ্টানসমাজ হইতে অনেক বিভিন্ন। মণি প্রচার করেন, এই দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান জগতের দুইটী মাত্র মূল কারণ আছে, একটী সৎ (সত্ত্বপ্রকৃতি Good or light) বা আলোক, দ্বিতীয় (জড়প্রকৃতি Evil or Darkness) তমঃ। মণিকীয়েরা তাহাই স্বীকার করিয়া থাকেন।

মণিকীয়দের মতে আত্মা সত্ত্ব-প্রকৃতি ও শরীর জড়-প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ঐ শক্তির অনন্তব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের অংশমাত্র। একমাত্র ঈশ্বর হইতেই সৎশক্তির (Light) মূলকারণ নিরূপিত হয়। তামসিক শক্তির রাজ্য (Darkness) একমাত্র প্রেত ও সয়তান (Hyle or Demon) দ্বারা পরিচালিত। ঈশ্বর ও সয়তানে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে, ঈশ্বর সয়তানকে সর্ব্বাক্রান্ত করেন। সয়তান তমোরাজ্য হইতে আদি মানবের (Adam and Eve) সৃষ্টি করিলেন। সয়তান কর্ত্তৃক সৃষ্ট বলিয়া মনুষ্যশরীরে পাপ ও আত্মায় পুণ্য আশ্রয় করিল। আত্মা ক্রমেই পাপের সংস্রবে কলুষিত হইয়া উঠিল। কলুষিত মানবের জন্য ঈশ্বর পৃথিবী এবং পরে ঐ আত্মাকে দেহপিঞ্জর হইতে মুক্তি দিবার জন্য এবং পাপ হইতে ঐ স্বর্গীয় পদার্থ নির্লিপ্ত রাখিবার উদ্দেশে যীশুখৃষ্ট ও দিব্যাত্মার সৃষ্টি করিলেন। যীশুখৃষ্ট পবিত্রাত্মাদিগের (Intelligences) মধ্যে একজন। তিনি সূর্য্যলোকে বাস করিতেন। পরে মানবের পাপমোচন ও আত্মার মুক্তি দিবার জন্য মনুষ্যশরীরে যিহুদীদিগের মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন। যিহুদীরা অজ্ঞান হইয়া তাঁহাকে ক্রুশে আরোপ করিল। তিনি মরিলেন না, মানবের পাপ নিজ রক্তে ধৌত করিলেন। পৃথিবীর সকল কার্য্য শেষ করিয়া পুনরুত্থানপূর্ব্বক পুনরায় সূর্য্যলোকে চলিয়া গেলেন এবং নিজ ধর্ম্মপ্রচারের জন্য দূতরূপে ও নিজ শিষ্যদিগের সান্ত্বনা করিতে যে প্যারাক্লিটকে পাঠাইবে বলিয়াছিলেন, মণিই সেই যীশুপ্রেরিত সান্ত্বনাকারী।

মণির মতে আত্মা চন্দ্রলোক ও সূর্য্যলোকে পাপমোচন করিয়া পরে পরমপুরুষে লীন হয়। মণিকীয়েরা খৃষ্টদেহের পুনরুত্থান বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের মতে যে আত্মা পাপমুক্ত নয়, তাহা স্বর্গে যাইতে পারে না, কোন পশুদেহে পতিত হইয়া নিকৃষ্ট জীবরূপে জন্মগ্রহণ করে। প্রাচীন বাইবেলের মুসার ও ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরের অনুমোদিত নহে, একমাত্র সয়তানই উহার প্রণয়নকর্ত্তা। এজন্য কেহই বাইবেলের আদি-শাস্ত্রে বিশ্বাস করে না। ইহাদের মধ্যে ধর্ম্মপরায়ণ মণিকীয়দিগকে মাংস খাইতে নাই, সৎপথ অবলম্বন করিয়া চিরদিন ব্রহ্মচারী হইয়া থাকিতে হয়।

তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মনিষ্ঠ ও অধর্ম্মী এই দুইদল খৃষ্টান। ধর্ম্মনিষ্ঠ খৃষ্টানদিগকে মাংস, ডিম, দুগ্ধ, মৎস্য, মদ্য ও অপরাপর মাদক দ্রব্য খাইতে নাই, রুটী, শাকসব্জি, কলাই ও ফলমূলাদি খাইয়া অতি কষ্টে থাকিতে হয়। কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপু দমনই ইহাদের উদ্দেশ্য। অধর্ম্মী দুর্ব্বল খৃষ্টানেরা স্ত্রী-পুত্র লইয়া সকল প্রকারই সুখভোগ করিতে পারে। তাহাদের ধর্ম্মসমাজের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার জন্য একজন (যীশুখৃষ্টের প্রতিনিধিস্বরূপ) সভাপতি ও অপর বারজন ব্যক্তি (খৃষ্টের দূতস্বরূপ) প্রধান ও ৭২ জন বিশপ আছেন। তাঁহাদের নিম্নে অসংখ্য যাজকমণ্ডলী। ইহারা খৃষ্ট-সম্প্রদায়ের দীক্ষা ও শেষভোজপর্ব্ব (Eucharist) বিশ্বাস করেন। মণিকীয়েরা রবিবার, খৃষ্টের পুনরুত্থান (Easter) ও যিহুদীদিগের পেন্টিকষ্ট (Pentecost) পর্ব্বাদিতে উপবাস করিয়া থাকেন।

না দেখিয়া আবার ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া থাকিবে। ভাস্কো-ডি-গামার আসিবার পূর্ব্বে মলবারে দেশী খৃষ্টানেরা এখানকার রাজার অধীনে সৈনিক-বিভাগে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। এই সময়ে ইহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম-নির্ব্বাহের জন্য নেষ্টোরিয়ান বিশপ, যাজক, পুরোহিত প্রভৃতি নিযুক্ত ছিলেন। পর্ত্তুগীজ-নৌসেনাপতি ভারতে যেখানে প্রথম অবতরণ করিলেন, সেইখানেই খৃষ্টানদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পর্ত্তুগীজদিগের সঙ্গে যে সকল ক্যাথলিক যাজক আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ সকল খৃষ্টানদিগকে ক্যাথলিক সমাজভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উত্তেজনায় ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে ভারতের মধ্যে পর্ত্তুগীজাধিকৃত স্থানে বিধর্ম্মীর বিচারালয় (Inquisition) স্থাপিত হইল। অনেক তর্কবিতর্ক বাদ-বিসম্বাদ এমন কি অনেকেই স্বমত রক্ষার্থ রক্তপাত করিলেন।

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে কোচীনের নিকটবর্ত্তী উদয়ম্পুর নগরে গোয়ার প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য (Arch-bishop) একটী মহাসভা আহ্বান করেন, এখানে বিস্তর আলোচনার পর সিরীয়ক খৃষ্টানেরা রোমকসমাজভুক্ত হইল*। এইরূপে ভারত হইতে নেষ্টোরিয়ান সমাজ উঠিয়া গেল। সিরীয়ক খৃষ্টানেরা রোমকসমাজের অধীনতা স্বীকার করিলেও, তাহারা সিরীয়ক কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করেন নাই। তাহারা এখনও সিরীয়ক-ভাষায় উপাসনা করিয়া থাকে।

১৬৬২ খৃষ্টাব্দে, আন্তিয়োকের ধর্ম্মাচার্য্য ভারতের অনাথ সিরীয়ক সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য মার গ্রেগরি নামে একজন বিশপকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন। মার গ্রেগরি মলবারে উপস্থিত হইলে অনেক সিরীয়ক খৃষ্টান তাঁহার মত অবলম্বন করেন। এই সময়ে সিরীয়ক খৃষ্টানেরা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। একদলের নাম 'পঞ্জুবেইয়া কুরুকার' অর্থাৎ প্রাচীন সমাজ। উদয়ম্পুরের মহাসভা হইতে 'পঞ্জুবেইয়া কুরুকারের' উৎপত্তি। এই সমাজের সিরীয়ক খৃষ্টানেরা পোপের প্রাধান্য স্বীকার করেন। মার গ্রেগরি হইতে "[illegible] কুরুকার" অর্থাৎ নূতন সমাজের সৃষ্টি। নূতন-সমাজ [illegible] ধর্ম্মমতাবলম্বী, এই দলস্থ সিরীয়ক খৃষ্টানেরা [illegible] বিশপ ও নেষ্টোরিয়াসকে অনেক দোষ দিয়া থাকে। [illegible] মতে ক্রুশারোপের পূর্ব্বরাত্রে খৃষ্টের শিষ্যগণ ভোজ[illegible] করিয়া খৃষ্টান সমাজে যে পর্ব্ব হয়, তাহাতে যে রুটী ও সুরা ব্যবহৃত হয়, তাহাই খৃষ্টের প্রকৃত শরীর ও রক্ত। এখন ভারতবর্ষে প্রায় দুইলক্ষ সিরীয়ক ক্যাথলিক ও প্রায় একলক্ষ যাকোবাইট খৃষ্টানের বসবাস। এখানকার সিরীয়ক খৃষ্টানের অধিকাংশই ধীবর ও নৌকাজীবী।

* এই মতে যাহাতে পারস্য হইতে কোনপ্রকারে নেষ্টোরিয়ান বিশপ না আসিতে পারে, তজ্জন্য পর্ত্তুগীজরাজপ্রতিনিধিগণ ভারতের সকল বন্দরে প্রহরী [illegible]লেন।

গ্রীক সমাজ।

খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রীকসমাজের কর্ম্মকাণ্ড ও মতামত স্বতন্ত্র। খৃষ্টানদিগের মধ্যে এই স্বতন্ত্রসমাজ হইবার কারণ, যে ইহারা রোমের একমাত্র পোপের বিরুদ্ধে ও তাঁহার কৃত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে নানা তর্কযুক্তি করিয়া আপনাদের সমাজ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছেন। একণে গ্রীস, গ্রীসির দ্বীপপুঞ্জ, ওয়ালেসিয়া, মোলদাভিয়া, ইজিপ্ট, আবিসিনিয়া, সির্ভিয়া, লিবিয়া, আরব, মিসোপটেমিয়া, সিরীয়া, সাইলিসিয়া, প্যালেষ্টিন, রুষসাম্রাজ্য, অষ্ট্রাকান, কাসান, জর্জিয়া প্রভৃতি স্থানবাসী অধিকাংশ ব্যক্তিই এই সমাজভুক্ত। এখন এই সমাজ ৩টী শাখায় বিভক্ত—১মটী কন্‌ষ্টানটিনোপলের ধর্ম্মগুরুর অধীন। ২য়টী গ্রীকরাজ্যের অধীন। ৩য়টী রুষের জারের অধীন।

পোপের ধর্ম্মপ্রণালীর মতামত লইয়া গোল বাধে। খৃষ্টীয় নবমশতাব্দীর মধ্যভাগে (৮৬২ খৃঃ) পোপ নিকলাস্ জেরুজালেমের ধর্ম্মগুরু ফোটিয়াসকে (Photius) সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ফোটিয়াস্ সেইজন্য একটী সাধারণ ধর্ম্মসভা আহ্বান করেন। ঐ সভায় রোমকসমাজের প্রবর্ত্তিত এই কএকটী মত লইয়া বিচারকার্য্য আরম্ভ হয়।

১ম, রোমকসমাজের মতে ঈশ্বর ও তৎপুত্র যীশু এই দুই হইতে দিব্যাত্মা অবতরণ করেন। কিন্তু গ্রীকসমাজ তাহা বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন যে, দিব্যাত্মা একমাত্র ঈশ্বর হইতে অবতীর্ণ হইয়া তৎপুত্রে হইতে আসেন বা তৎপুত্র যীশুই ঐ দিব্যাত্মা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২য়, যাজকেরা বিবাহাদি সংসারধর্ম্ম করিতে পারিবেন না, কেবলমাত্র ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবেন।

৩য়, পুরোহিতগণ দীক্ষার পর কোন ব্যক্তির ধর্ম্মসংস্কার (Administer confirmation) করিতে পারিবেন না।

এতদ্ভিন্ন কএকটী সামান্য মতবিরোধে রোমক ও কন্‌ষ্টান্টিনোপলের ধর্ম্মসমাজ পৃথক্ হইয়া যায়। পরে ৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ বেসিল একটী সভা করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও ঐক্যতা স্থাপন করিয়া দেন। রোম সর্ব্বসমাজের শীর্ষস্থানে ও কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল তাহার অধীন থাকায় পোপকৃত কার্য্যকলাপের উপর হস্তক্ষেপ করিবার বিশেষ অসুবিধা হইতে [illegible], পোপের গর্ব্বে ও ঔদ্ধ[illegible]

গ্রীকদিগের মন প্রভাহীন হইতে লাগিল। শেষে ১০৫৪ খৃষ্টাব্দে কনস্তান্তিনোপলের ধর্ম্মগুরু মাইকেল কেরুলেরিয়াস্ (Michael Cerularius) খৃষ্টের মৃত্যুর স্মরণার্থ শেষ ভোজপর্ব্বে (Eucharist) অমিশ্রিত রুটী (Unleavened bread) ব্যবহার, রবিবারের ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান, শনিবারে উপবাস এবং য়িহূদীদিগের সহিত একত্র বাস লইয়া পুনরায় বিবাদ আরম্ভ করেন। এই সময় পোপ ৯ম লিও, কেরুলেরিয়াস্কে ধর্ম্মচ্যুত করেন এবং গ্রীকধর্ম্মপ্রণালী সমস্তই মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করেন।

পরিশেষে তিনি নিজ দূতদ্বারা সাণ্টা সাফিয়ার ধর্ম্ম-গুরুকে পদচ্যুত করিলেন। তাহাতে গ্রীকগণ বিদ্বেষানলে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাহাতে চিরকালের মত রোমকসমাজ হইতে এই সমাজ স্বতন্ত্র হইল।

গ্রীকসমাজভুক্ত খৃষ্টানদিগকে এই কএকটী ব্যবস্থার বশীভূত হইয়া চলিতে হয় ;—

১ম, কেহই পোপের প্রাধান্য স্বীকার করিবেন না। তাঁহাদের নিকট রোমকসমাজ যথার্থ ক্যাথলিক সমাজ বলিয়া গণ্য হইবে না।

২য়, তিন বৎসরের কম বয়স হইলে পুত্রাদির দীক্ষা দিবার নিয়ম নাই। এমন কি ১৮ বৎসরেও দীক্ষা হইতে পারে। তিনবার কর্দ্দম মদীয় জল মাথার ছিটাইয়া দিলেই দীক্ষা হয়।

৩য়, খৃষ্টের সন্ধ্যাভোজপর্ব্ব উপলক্ষে (Lord's Supper) রুটী ও মদ থাকা চাই এবং দীক্ষার পর এই পবিত্র ভোজ-সম্বন্ধীয় দ্রব্য পুত্রাদিকে দিতে হয়।

৪র্থ, রোমক-সমাজের মত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কোন নির্দ্ধারিত মুদ্রা ধার্য্য লওয়া হয় না।

৫ম, রোমান্ ক্যাথলিকদিগের মতে দেহত্যাগের পর আত্মার পাপক্ষালন জন্য যে স্থান আছে, ইহারা তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তথাচ মৃতের শেষ বিচারে কল্যাণ হইবে ভাবিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন।

৬ষ্ঠ, ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যস্থ ভাবিয়া ইহারা পুণ্যাত্মা সাধু (Saint) ব্যক্তিদিগের উপাসনা করেন।

৭ম, ইহারা রোমক সমাজের ধর্ম্মসংস্কার (Confirmation) বিপদ্জনক রোগে পবিত্র তৈলমর্দ্দন (Extreme unction) এবং বিবাহপদ্ধতি Matrimony) ত্যাগ করিয়াছে।

৮ম, ইহারা বলেন, চুপি চুপি পাপ স্বীকার করা ঈশ্বরের আদেশ নহে।

৯ম, খৃষ্টের মৃত্যুর পূর্ব্বভোজপর্ব্ব (Eucharist) ধর্ম্মকাণ্ড মধ্যে গণ্য নয়।

১০ম, রোগী ও বলিষ্ঠ ব্যক্তি উভয়েই ভোজের অংশের অধিকারী এবং যে পুরোহিতের নিকট পাপ স্বীকার করে (Confessor) তাঁহাকে ঐ অংশ ত্যাগ করিয়া দিতে হইবে না। কারণ ইহাদের বিশ্বাস যে, ধর্ম্মবিশ্বাসী সকল ব্যক্তিই ঐ ভোজের অংশ পাইবার উপযুক্ত।

১১শ, কেবল একমাত্র ঈশ্বর হইতেই দিব্যাত্মা আবির্ভূত হয়েন।

১২শ, ইহারা সকলেই অদৃষ্টবাদ বিশ্বাস করেন।

১৩শ, গির্জ্জার তাম্র ও রূপার ফলকে মেরী ও তৎপুত্র যীশুর প্রতিমূর্ত্তি খুদিয়া রাখে।

১৪শ, ধর্ম্মপদে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে পুরোহিতেরা বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু বিধবা বিবাহ করিলে যাজক হইতে পারিবেন না।

১৫শ, কতকগুলি পর্ব্বদিনে ইহারা উপবাস করেন।

১৬শ, খৃষ্টের মৃত্যুর পূর্ব্বভোজের (Lord's Supper) রুটি ও মদ, খৃষ্টের মাংস ও রক্তের রূপান্তর বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে।

১৭শ, গির্জ্জার কোনরূপ বাদ্যযন্ত্রের আবশ্যক নাই। কেবল গানেই উপাসনা হয়।

১৮শ, য়িহুদিদিগের পেণ্টিকষ্ট পর্ব্বে (Pentecost) হাঁটু গাড়িয়া অথবা ও অপর সকল সময়েই দাঁড়াইয়া উপাসনা করিতে হয়।

১৯শ, সকলেই ক্রুশ ধারণ করিবে।

২০শ, স্ত্রীপুরুষ উভয়েই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে পারে।

তুর্কীরাজের অধীনে গ্রীসরাজ্য আসিলে পর এই ধর্ম্ম-সমাজ অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। এই সময়ে কনস্তান্তি-নোপলের ধর্ম্মাচার্য্যই সমগ্র গ্রীক ও রুষসমাজের দলপতি হইয়া পড়েন। পরে পিটার দি গ্রেট (Peter the great) এই প্রথা উঠাইয়া দেন। এক্ষণে জার (Czar) কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ধর্ম্ম-সমিতির দ্বারা রুষরাজ্যের ধর্ম্মসমাজের কার্য্য চলিতেছে। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে গ্রীস স্বাধীন হইলে তথাকার সভাপতি ক্যাপো দিস্ত্রিয়াস্ (Capo d' Istrius) নূতন রাজ্যে সমাজও পৃথক্ করিয়া লন। এখন সমগ্র গ্রীস রাজ্যের ধর্ম্মকার্য্য ১০টী মাত্র বিশপের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।

ধর্ম্মবিষয়ে পোপের একাধিপত্য মানিয়া ও গ্রীকসমাজের কার্য্যকলাপাদি প্রতিপালন করিয়া সম্প্রদায় রোমক-সমাজের শাখাত্ব স্বীকার করিয়াছে, তাহার নাম The United Greek Church.

আর্ম্মাণী-সমাজ।

খৃষ্টের ২য় শতাব্দে আর্ম্মেণিয়া রাজ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রথম প্রবেশ লাভ করে। এই সময়ে মেরুজানস নামে একব্যক্তি এখানে বিশপ ছিলেন। কিন্তু তখনও এখানকার লোকের খৃষ্টধর্ম্মের উপর তেমন বিশ্বাস ছিল না। ২৭৬ খৃষ্টাব্দে সেন্টগ্রেগরি আসিয়া এখানকার রাজা তিরিদতেশকে খৃষ্টীয়-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সেই সময় হইতে আর্ম্মেণিয়ায় খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রবল হইল। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে আর্ম্মাণিভাষায় বাইবেলের অনুবাদ হয়। যীশুখৃষ্টের দুই প্রকৃতি লইয়া গোল উঠিলে আর্ম্মাণিরা কালসিডন্ মহাসভার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া এক প্রকৃতিবাদীর পক্ষ অবলম্বন করেন। তাঁহাদের সমাজ পৃথক্ হইল, গ্রেগরি হইতে এই সমাজের প্রথম নাম হইল গ্রেগরীয় (Gragorians)। কিছুকাল এই সমাজে জ্ঞানতত্ত্ব লইয়া ঘোরতর আন্দোলন চলিয়াছিল। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে এই সমাজে ক্লা (Klah) নামে একজন মহাজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক গ্রন্থসকল আর্ম্মাণিরা অতি সমাদর করিয়া থাকেন। এই সমাজের লোকেরা বরাবরই রোমকসমাজকে ঘৃণা করেন। যখন ইসলামধর্ম্মের রণভেরী আর্ম্মেণিয়ায় প্রতিধ্বনিত হইল, আর্ম্মাণিসমাজ য়ুরোপীয় খৃষ্টান্‌রাজগণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; সেই সময়ে পোপ কএকবার (১১৪৫ ১৩৪১, ১৪৪০ খৃঃ) আর্ম্মাণিদিগকে রোমের ধর্ম্মশাসনাধীন করিবার চেষ্টা করেন। আর্ম্মেণিয়ার কতকগুলি সম্ভ্রান্তব্যক্তিও সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু জনসাধারণের মনোভাব কিছুতেই পরিবর্ত্তন হইল না। তাহাতে পোপ (১২শ) বেনিডিক্ট আর্ম্মাণিসমাজের তীব্র সমালোচনা করিয়া ১১৭টী দোষ প্রকাশ করেন। এই সময়ে কতকগুলি আর্ম্মাণী রোমক-সমাজের সহিত মিলিত হন, এই জন্য তাঁহাদিগকে United Armenians বলে। এই মিলিত সমাজের লোক এখন পারস্য, রুষ, মার্সালেস, ইটালী, পোলণ্ড প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছে। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে মুসলমানের প্রবল আক্রমণে বিস্তর লোক বাধ্য হইয়া ইসলাম ধর্ম্মগ্রহণ করে। কিন্তু তথাপি অধিকাংশ লোক এখ-ও পুরাতন ও বিশ্বাস রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

আর্ম্মাণিসমাজ খৃষ্টে এক প্রকৃতি আরোপ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে পবিত্রাত্মা (Holy Ghost) কেবল ঈশ্বর হইতেই অবতরণ করেন। দীক্ষার সময় মাথায় তিনবার জল ছিটাইতে হইবে। খৃষ্টের সাধব্য ভোজ উপলক্ষে বিশুদ্ধ রুটী ও পাউরুটী সকলকে বিতরণ করিবার পূর্ব্বে সুরায় পাউরুটী ডুবাইতে হয়। যাজক, পুরোহিত প্রভৃতি ধর্ম্মাধ্যাপকগণেরই মৃত্যুর পর তৈল অবলেপনে অধিকার, আর কাহারও অধিকার নাই। খৃষ্টীয় মহাপুরুষগণও আর্ম্মাণি খৃষ্টান্-সমাজের উপাস্য। ইহাদের অধিক ধর্ম্মোৎসব নাই, তবে গ্রীকসমাজাপেক্ষা অনেক উপবাস করিয়া থাকে। ইহাদের পুরোহিতেরা একবার বিবাহ করিতে পারেন। রুষাধিকৃত আর্ম্মেণিয়ার এরিবান্ নগরের নিকট এস্মিয়াদ্‌জিন্ নামক আশ্রমে আর্ম্মাণিসমাজের প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য অবস্থান করেন। সেই স্থান আর্ম্মাণি সমাজের মহাতীর্থ, প্রত্যেক আর্ম্মাণি খৃষ্টানকে জীবনের মধ্যে একবার সেই তীর্থদর্শন করিতে হইবে।

প্রোটেষ্টাণ্ট-সম্প্রদায়।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। এই সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে পোপ আপনাকে সমস্ত খৃষ্টান্ জগতের অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। যেখানে খৃষ্টানের বাস ছিল না, সেই সমস্ত দেশ তাঁহার মতে জন-মানবশূন্য বনজঙ্গল বলিয়া গণ্য। তিনি খৃষ্টান সমাজের শীর্ষস্থানে বসিয়া বাইবেলের বিরুদ্ধে ও যীশুর মতবিরুদ্ধে অনেক অন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাহাতে ধার্ম্মিক খৃষ্টান মাত্রেই তাঁহার প্রতি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত পোপের বিরুদ্ধে তখন কথা কয়, এমন সাধ্য কার? পোপের অত্যাচার অনেকের নিতান্ত অসহ্য হইল, অনেকে আর মুখ চাপিয়া থাকিতে পারিলেন না

১৫১৭ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা মার্টিন্‌লুথর সমাজসংস্কারে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি জর্ম্মণির অন্তর্গত উইটেম্বর্গ নগরে ধর্ম্মপুস্তকের প্রধান অধ্যাপক হইলেন। এই সময়ে টেজেল নামে একজন খৃষ্টান্ উদাসীন্ উইটেম্বর্গে উপস্থিত ছিলেন। ইনি সাধারণকে পোপের মুক্তিপত্র দিয়া ঠকাইতে ছিলেন। ধর্ম্মবীর লুথরের তাহা ভাল লাগিল না। তিনি আপনার ৯৫ জন প্রধান শিষ্যকে টেজেলের প্রতিরোধার্থ নিযুক্ত করিলেন। টেজেল পৃষ্ঠ দেখাইলেন। পোপ লুথরের বিরুদ্ধে মুদ্রাঙ্কিত দণ্ডনিয়োগপত্র পাঠাইলেন। কিন্তু লুথর পোপকে অগ্রাহ্য করিয়া ১৫২০ খৃষ্টাব্দে ১০ই ডিসেম্বর, উইটেম্বর্গের তোরণদ্বারে সর্ব্বসমক্ষ পোপের সেই পত্রখানি ভস্মসাৎ করিলেন।

এই সময়ে খৃষ্টজগতে কতকগুলি অনুচর পোপের মুক্তিপত্র (Indulgences) বিতরণ করিতেছিল। হিন্দুজাতির মধ্যে যেমন কাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে অর্থ দিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট 'পাতি' (টেবলট) ল[illegible]

রোমকসমাজে উক্ত মুক্তিপত্রও সেইরূপ। তৎকালে অনেক খৃষ্টানের বিশ্বাস ছিল, ঐ মুক্তিপত্র * কিনিলে তাঁহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, আর পাপের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। তখন সুইজর্লণ্ডে জুইংলি নামে একজন মহা পণ্ডিত ছিলেন, তিনি মুক্তিপত্রের ঘোরতর বিরোধী হইলেন। লুথরের ন্যায় তিনিও পোপের সমাজবন্ধন একেবারে লোপ করিবার চেষ্টায় রহিলেন। জুরিচ, বরণ, বেসিল প্রভৃতি স্থানের লোকেরা তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইল।

এদিকে লুথর জর্ম্মণির উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া ঘোষণা করিলেন, "ভ্রাতৃগণ রোমের বিপক্ষে উঠ, এই প্রকৃত সময়। আবার ঘরে ঘরে ক্রুশযুদ্ধের কথা মনে কর, তদবধি রোমক-তুর্কে সকলই গ্রাস করিল, জগতের ধনে রোমের ভাণ্ডার পূর্ণ হইল।"

লুথর রোমকসমাজের সাতটী অঙ্গীকার অস্বীকার করিলেন, তাঁহার মতে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা, খৃষ্টের সশিষ্য ভোজ-পর্ব্ব এবং নিগ্রহস্বীকার এই তিনটিই খৃষ্টধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ।

১৫২১ খৃষ্টাব্দে ৫ম চার্লস্ জর্ম্মণির সম্রাট্ ছিলেন। পোপের উপর তাঁহার একটু ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। রোমক-সমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ লুথরের দোষ দেখাইয়া সম্রাট্কে উত্তেজিত করিলেন। সম্রাট্ সমাজসংস্কারের বিরুদ্ধ হইলেন। তিনি লুথরের পুস্তকাদি ধ্বংস করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু রাজ্যের প্রধান প্রধান সচিববর্গ তাহাতে অসম্মত হইলেন। তাঁহাদের পরামর্শমত ওয়ারমস্নগরে একটী মহাসভা হইল। এই সভায় জর্ম্মণির সকল রাজন্যবর্গ ও ধর্ম্মাধ্যাপকগণ উপস্থিত হইলেন। সংস্কারের বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথা বলিল। লুথরও এই সভায় দেখা দিলেন। সভা হইতে বলা হইল, "লুথর রোমকসমাজের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, এই সুযোগে পরিবর্ত্তন করুন, ইহাতে লুথরের মঙ্গল হইবে।" লুথর নির্ভীকচিত্তে উত্তর করিলেন, "সত্য কথা বলিব, প্রাণ যায় তাহাতে ক্ষতি নাই। আমি ঈশ্বরের আদেশের অধীন। যে বিশ্বাস আমার হৃদয়ে বলবান্, যতদিন তাহা ভ্রান্ত বলিয়া কেহ আমাকে না বুঝাইয়া দিবে, ততদিন আমি সত্য লঙ্ঘন করিব না।" তাঁহার এই কথা জর্ম্মণির সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। লুথরের বিপক্ষগণ তাঁহার প্রাণ-সংহারে কৃতসংকল্প হইলেন। সাক্সনির রাজা ফ্রেডরিকের সৎপরামর্শমত লুথর কিছুদিন আত্মগোপন করিলেন। এত সময়ে সাকসনির সর্ব্বত্রই লুথরের মত সাদরে গৃহীত হইল। ইংলণ্ড † ও ডেন্মার্কের অধিপতি ও প্রজাবর্গ সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী হইলেন। ডেন্মার্কের রাজা লুথরের একজন শিষ্যকে আনাইয়া নিজরাজ্যে লুথরের মত প্রচার করিতে লাগিলেন।

১৫২২ খৃষ্টাব্দে লুথর মেলঙ্থনের (Melanothon) সহিত বাইবেলের শেষভাগ (New Testament) অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। অনুবাদ দেখিয়া সাধারণে বিস্মিত হইল। তাঁহারা বুঝিল, পোপের নিয়মের সহিত যীশুখৃষ্টের মত সম্পূর্ণ বিভিন্ন, লুথর যে মত প্রচার করিতেছেন, তাহাই যথার্থ খৃষ্টের মত। এবার জর্ম্মণির শত শত ব্যক্তি প্রকাশ্যে রোমের ধর্ম্মানু-শাসন অগ্রাহ্য করিল। জর্ম্মণির কৃষকগণ ধর্ম্মের জন্য অস্ত্রধারণ করিল। জর্ম্মন্রাজ্যের সর্ব্বত্রই ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

১৫২৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরাজ ফ্রান্সিসের ভগিনী মার্গারেট নূতন মতের পক্ষপাতী হইলেন। ফরাসীরাজ্যের নানাস্থানে বিস্তর লোক নূতন মত গ্রহণ করিল। ফরাসীরাজ প্রথমে সংস্কারের সপক্ষ হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে তিনি ঘোর বিপক্ষ হইলেন। নূতন মতাবলম্বীগণের প্রতি দারুণ অত্যাচার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অনেক ব্যক্তি সুইজলণ্ডে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করেন। এদিকে রোমকসমাজে পূর্ব্ব গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। এবার রোমাধিপতি সংস্কারক মতাবলম্বী-দিগকে দমন করিবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে, স্পায়ার নগরে রাজনৈতিক মহাসভা হইল। এখানে জর্ম্মণ সম্রাটের দূতগণ লুথরের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া সংস্কারকদিগকে উৎসন্ন দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টা বিফল হইল। সভার অধিকাংশ সভ্য সংস্কারের সপক্ষে মত দিলেন। জর্ম্মণ সম্রাটের মনোমত হইল না। আবার সভা আহূত হইল। পূর্ব্বে জর্ম্মণির রাজন্যবর্গের উপর ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে যে সকল অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা কাড়িয়া লওয়া হইল। স্থির হইল, খৃষ্টান্সমাজের পুরাতন রীতিনীতি ও পূজাপদ্ধতির বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিতে পারিবেন না, আর কোনরূপ সংশোধন হইবে না। সম্রাটের এই দারুণ আদেশে জর্ম্মণির সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। লুথরের মতাবলম্বী সকলে একত্র হইয়া তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে তাঁহারা

* এদেশে যেমন পাপের গুরুত্ব ও আধিক্য অনুসারে অর্থব্যয় করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। পোপের মুক্তিপত্র কিনিতেও সেইরূপ কমবেশ মূল্য লাগিত।

† অনেকের মতে ১৩৬১ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মপ্রচারক উইক্লিফ (Wicliffe) হইতেই ইংলণ্ডে সমাজ-সংস্কারের সূত্রপাত।

রোমক সমাজ হইতে পৃথক্ হইলেন, তাঁহারাই "প্রোটেষ্টাণ্ট" (Protestant অর্থাৎ "প্রতিবাদী" বলিয়া খ্যাত হইল।

এই সময়ে পোপভক্ত জর্ম্মণসম্রাট ইটালীতে ছিলেন, জর্ম্মণির রাজন্যবর্গ দূতদ্বারা তাঁহার নিকট অনেক দুঃখের কথা জানাইলেন। কিন্তু সম্রাট তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। এদিকে পোপ সম্রাটকে এই বলিয়া উত্তেজিত করিলেন, "বাস্তবিক সম্রাটই এখন খ্রীষ্টীয় সমাজের রক্ষক, সুতরাং তাঁহার মতের বিরুদ্ধে যাহারা উঠিয়াছে, তাহাদিগকে বিদ্রোহী ভাবিয়া দমন করা সম্রাটের একান্ত কর্ত্তব্য।" সম্রাট জর্ম্মণিতে আসিলেন। অগসবর্গে রাজনৈতিক সভা আহূত হইল। এই সভায় লুথরের সহচর মেলাঙ্কথন ধীর ও গম্ভীরভাবে প্রোটেষ্টাণ্টদের মত ও বিশ্বাস প্রকাশ করিলেন। পরে রোমের ধর্ম্মাধ্যাপকগণ তাহার প্রতিবাদ করিতে যত্নবান হইলেন। উভয় পক্ষে বিবাদ বাধিল। সম্রাট মিটাইয়া দিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। পোপভক্তগণ সম্রাটের সাহায্য পাইলেন। ১৯এ নবেম্বর, সম্রাটের অনুমতি ধর্ম্মাধ্যাপকগণ যে আদেশ প্রচার করেন, তাহা সংস্কারক দলের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর হইয়া পড়িল। সংস্কারকদল স্মালকল্ড নামক স্থানে সকলে মিলিত হইলেন এবং প্রোটেষ্টাণ্টরাজগণ এক হইল। তাঁহারা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ভূপতিদ্বয়ের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

জর্ম্মণসম্রাট এ সকল শুনিলেন। তিনি বুঝিলেন, এখন জবরদস্তি আর সুবিধা হইবে না। ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে রাটিসবন নগরের সভায় সম্রাট সংস্কারকদিগকে শান্তিপ্রদান করিলেন। সভায় স্থির হইল, শীঘ্রই একটী মহাসভা করিয়া সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিচার হইবে। এতদ্দ্বারা প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের ক্ষমতা দৃঢ় হইল।

১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে, উক্ত সভার প্রতিজ্ঞা অনুসারে পোপ ইটালীর ট্রেণ্টনগরে মহাসভা করিবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রোমকসমাজভুক্ত প্রধানেরা তাহা অনুমোদন করিলেন। কিন্তু প্রোটেষ্টাণ্টেরা কহিলেন, "পোপের অধিকারভুক্ত স্থানে তাঁহারা এই মহাসভা করিতে পারেন না।"

পোপ প্রোটেষ্টাণ্টদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'সমাজ সংস্কারে তাহার কিছু মাত্র অমত নাই। তিনি সকল সমাজের, বিশেষতঃ রোমকসমাজের সংস্কারের একান্ত অভিলাষী।" সংস্কারকগণ তাহাতে একটু শান্ত হইলেন। পোপ সমাজ-সংস্কারের ভার চারিজন কার্ডিনালের উপর অর্পণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা যে সকল সংস্কারবিধি প্রকাশ করেন, তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক, তাহাতে পোপ ও কার্ডিনালগণের স্বার্থরক্ষিত।

এদিকে জর্ম্মণসম্রাট প্রোটেষ্টাণ্টদিগকে ট্রেণ্টের সভায় উপস্থিত করিবার জন্য অনেক প্রলোভন দেখাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। এবার তিনি অসিবলে বিবাদের মীমাংসা করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রোটেষ্টাণ্টসমাজের নেতাগণও এই আসন্নবিপদ্ হইতে প্রোটেষ্টাণ্টদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অনুধাবন করিলেন। এই সময়ে (১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে) মহাত্মা লুথর আইসেল্‌বেন নগরে শান্তিভাবে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

একদিকে লুথরের মৃত্যু সংবাদ, অন্যদিকে রণভেরী বাজিয়া উঠিল। এবার জর্ম্মণসম্রাট ও পোপ একত্র মিলিত হইয়া বিপক্ষবাদীগণের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইলেন। স্যাক্সনিরাজ (Elector of Saxony) ও হেসের সামন্তরাজ (Landgrave of Hesse) সসৈন্যে বাভেরিয়ায় উপস্থিত হইয়া সম্রাটের শিবির আক্রমণ করিলেন। নররক্তে রণক্ষেত্র প্লাবিত হইল। এদিকে স্যাক্সনীর ডিউক মরিস্ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া খুল্লতাতের রাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন। কাজেই স্যাক্সনিরাজকে স্বরাজ্যাভিমুখে ফিরিতে হইল। পথিমধ্যে স্যাক্সনিরাজ মরিসের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। চতুর মরিস স্যাক্সনির অধিপতি (Elector of Saxony) হইলেন। তাঁহার চাতুরীজালে পড়িয়া হেসের সামন্তরাজও পরে বন্দী হইলেন। এইরূপে শঠের ছলনায় প্রোটেষ্টাণ্ট-সমাজের দুইজন অধিনেতা নিগৃহীত হইলেন।

আবার অগস্বর্গে মহাসভা হইল, সম্রাট আদেশ করিলেন প্রোটেষ্টাণ্টদিগকে আগামী ট্রেণ্ট মহাসভার উপর নির্ভর করিতে হইবে। সে সময়ে সভার চারিদিকে সম্রাটের সৈন্যগণ উপস্থিত ছিল। অনেক সম্ভ্রান্ত প্রোটেষ্টাণ্ট অপমান ও অত্যাচারের ভয়ে সম্রাটের আদেশ গ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু ইহার অনতিপরেই জর্ম্মণরাজ্যে মহামারি উপস্থিত হইল। কাজেই সম্রাটের আদেশ কার্য্যকর হইল না

১৫৫১ খৃষ্টাব্দে আবার সভা বসিল, সম্রাট জোর করিয়া জর্ম্মণরাজগণকে ট্রেণ্টের সভায় যোগ দিতে বাধ্য করিলেন। সে সভায় মরিস্ এই কএকটী প্রস্তাব করিলেন—"ট্রেণ্টের মহাসভায় পোপ স্বয়ং কিম্বা তাঁহার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না, পূর্ব্বে সমাজসংস্কার সম্বন্ধে যে সকল নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহা প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাধ্যাপকগণের সমক্ষে পুনরালোচিত হইবে।"

সভাভঙ্গের পর প্রোটেষ্টাণ্টেরা আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইতে

লাগিলেন। মেলাঙ্ক্‌থন্ প্রভৃতি প্রোটেষ্টাণ্টপণ্ডিতগণ স্ব স্ব ধর্ম্মনৈতিক মত ও বিশ্বাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে স্যাক্সনির মরিস্ ভাবিলেন, জর্ম্মণসম্রাট্ জর্ম্মাণির রাজন্যবর্গের স্বাধীনতা অপহরণের চেষ্টা করিতেছেন। তিনি ইহার প্রতিবিধানের জন্য গুপ্তভাবে রাজগণের নিকট দূত পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিলেন। ফরাসীরাজও এই সঙ্গে যোগ দিলেন। ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে মরিস সৈন্যদল অকস্মাৎ ইন্স্‌ব্রুক্‌নগরে প্রবলবেগে সম্রাট্‌কে আক্রমণ করিল। সম্রাট্ পূর্ব্বে বিন্দুবিসর্গ জানিতেন না, সুতরাং অকস্মাৎ আক্রমণে হতবুদ্ধি হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। সম্রাট্ প্রতিজ্ঞা করিলেন, রোমক ও প্রোটেষ্টাণ্টসমাজ তাঁহার রাজ্যে সমভাবে গৃহীত হইবে।

ইহার পর ফ্রাঙ্কেন্‌বর্গের মার্কগ্রাফকুমার আল্‌বার্ট রোমকসমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তাঁহার অত্যাচারে জর্ম্মণরাজ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। শত শত রোমান্ ক্যাথলিক প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

কেবল যে এই সময় জর্ম্মণরাজ্যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল এমন নয়। হলণ্ড প্রদেশেও সেইরূপ প্রোটেষ্টাণ্টদিগের উপর অমানুষীয় অত্যাচার হইয়াছিল। তখন পোপভক্ত স্পেনরাজগণ হলণ্ডের অধিপতি। শুনা যায়, তাঁহাদের কঠোর নির্য্যাতনে লক্ষাধিক প্রোটেষ্টাণ্ট অকালে কালকবলে জীবন বিসর্জ্জন করেন। অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ওলন্দাজেরা প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে হলণ্ডের অনেক স্থান আবার স্বাধীন হইয়া পড়িল।

১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে ২৫এ সেপ্টেম্বর জর্ম্মণসম্রাট্ রাজ্যে শান্তিস্থাপনের জন্য অক্‌স্‌বর্গে আবার মহাসভা ডাকিলেন। এই সভায় স্থির হইল প্রজা সাধারণের যাহার যাহাতে বিশ্বাস সে সেই সমাজভুক্ত হইতে পারিবে। প্রোটেষ্টাণ্টদিগের সহিত রোমকসমাজের কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। আর হইতে পোপের কর্ম্মচারীগণ প্রোটেষ্টাণ্টদিগের উপর কোন কথা কহিতে পারিবে না। এতদিন পরে নির্ব্বিবাদে জর্ম্মণরাজ্যে লুথরের সংস্কার (Reformation) প্রচলিত হইল।

এই সময়ে ইংলণ্ডেও সংস্কারকদিগের উপর দারুণ অত্যাচার চলিতেছিল। রোমকসমাজ কর্ত্তৃক সেই বিষম নির্য্যাতনের কথা ভাবিলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। বহুকাল যে উইক্লিফ্ নিরাপদে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, মৃত্যুর চুয়াল্লিশ বর্ষ পরে সেই প্রথম সংস্কারকের গোরস্থান হইতে তাঁহার অস্থি কয়খানি তুলিয়া গোময়কুণ্ডে ডুবাইয়া নষ্ট করা হইল।

৮ম হেন্‌রীর রাজত্বকালেও কএকজন প্রোটেষ্টাণ্ট পণ্ডিত হুতাশনে দগ্ধ হন। তৎপরে যখন মেরি ইংলণ্ডেশ্বরী হইলেন, তখনও প্রোটেষ্টাণ্টদিগের উপর আরও ঘোর উৎপীড়ন হইয়াছিল।

১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বরীর আদেশে প্রায় শতাধিক প্রোটেষ্টাণ্ট অনলে ভস্মীভূত হন, এই সময় বালক ও অবলা রমণীগণও নিস্তার পান নাই। মিল্‌সাহেব তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন—"ঐ বর্ষের অত্যাচারের কথা আর কি লিখিব! কত শত অবলা রমণী অন্যায়রূপে নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন। একটী পূর্ণগর্ভা যুবতী জলন্ত অনলে নিক্ষিপ্ত হইলেন, অগ্নিমধ্যে তাঁহার গর্ভ বিদীর্ণ হইয়া এক নবকুমার বাহির হইল। নিকটস্থ একজন লোক অগ্নি হইতে সেই সদ্যোজাত শিশুটীকে তুলিয়া লইল, কিন্তু নির্দ্দয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ সেই সদ্যোজাত শিশুকেও জলন্ত অনলে পোড়াইতে আদেশ দিলেন। এইরূপে গর্ভস্থ শিশু অবধি ধর্ম্মবহ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছিল! অহো! এই কি মানবের স্বভাব প্রকৃতি।" এমন কি সেই সময় যে কেহ পোপের বিরুদ্ধে কোন কথা কহিত, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য।

১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে পোপভক্ত ইংলণ্ডেশ্বরী কান্টর্বরির প্রধান ধর্ম্মাচার্য্যকে (Arobbishop Canterbury) সংস্কারের পক্ষপাতী ভাবিয়া নির্দ্দয়রূপে বিনাশ করেন। তিনি ইংলণ্ডের ন্যায় আয়র্লণ্ডের প্রোটেষ্টাণ্টদিগকেও শাস্তি দিবার জন্য ডাক্তার কোলে'কে পাঠাইয়া দেন, কিন্তু ভগবান্ অদ্ভুত উপায়ে প্রোটেষ্টাণ্টদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। রাজ্ঞীর মোহরাঙ্কিত আদেশপত্র লইয়া ডাক্তারের যাত্রাকালে তথাকার নগরপাল তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। অন্যান্য কথার পর ডাক্তার নগরপালকে আপনার ছোট থালটী দেখাইয়া বলেন, "ইহার মধ্যে আদেশপত্র আছে, যাহাতে আয়র্লণ্ডে (প্রোটেষ্টাণ্ট নামক) বিধর্ম্মীগণ নিপাতিত হইবে।" এই কথা সেই সময়ে এক রমণীর কাণে গেল। সেই রমণীও প্রোটেষ্টাণ্ট, তাঁহার ভ্রাতাও আয়র্লণ্ডে ছিল। নগরপাল যথারীতি আলাপের পর যখন গমন করেন, ডাক্তারও তাঁহার সম্মানরক্ষার্থ উপর হইতে বরাবর নীচে নামিয়া আসেন সে সময়ে থালটী কিছু উপরের ঘরেই পড়িয়া থাকে। তিনি আবার ফিরিয়া আসিয়া থালটী লইয়া যাত্রা করিলেন। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে ৭ই অক্টোবর ডব্‌লিন্ নগরে আসিয়া নামিলেন। প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া দুর্গমধ্যে লইয়া গেলেন। এখানে রাজ্যের সকল প্রধান লোক উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা

করিয়া তাঁহার আসিবার কারণ সকলকেই জানাইলেন। এইবার রাজার অনুমতিপত্র সকলকে দেখাইতে হইবে। তিনি রাজার সহকারী প্রাত্তামধির হস্তে থলিটী অর্পণ করিলেন। প্রাত্তামধি তাঁহার কার্য্যাধ্যক্ষকে রাজার অনুমতিপত্র বাহির করিয়া পাঠ করিতে বলিলেন। থলি খোলা হইল, তাহাতে রাজার আদেশপত্র নাই, কতকগুলি তাস আর কতকগুলি কাটি পাওয়া গেল। বিষম সমস্যা! ডাক্তার মহাশয়ের মাথা ঘুরিয়া গেল। সকলে অবাক্! আবার ডাক্তার অনুমতি লইতে ফিরিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডে অনুমতি লইবার পরই রাণীর মৃত্যু হইল। এইরূপে আয়র্লণ্ডের প্রোটেষ্টাণ্টেরা অব্যাহতি পাইলেন।

প্রোটেষ্টাণ্ট বলিতে গেলে প্রধানতঃ লুথরের মতাবলম্বী বুঝায় বটে, কিন্তু সকল স্থানের প্রোটেষ্টাণ্ট লুথরের মত মানেন না।

জেনেভানগরে কাল্‌ভিন্ নামে একজন বিখ্যাত খৃষ্টান্ অধ্যাপক পোপের বিরুদ্ধে যে মত প্রচার করেন, সুইজর্লণ্ড ফ্রান্স, স্কটলণ্ড প্রভৃতি স্থানের অনেক প্রোটেষ্টাণ্ট সেই কাল্‌ভিনের মত অবলম্বন করেন। তাহারা কাল্‌ভিনিষ্ট নামেও খ্যাত। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে এই মতাবলম্বী লোকেরা ফ্রান্সে প্রবল হইয়াছিল। ফরাসীদেশের রোমন্ ক্যাথলিকেরা বিদ্রূপ করিয়া তাঁহাদিগকে হিউগোনট্ (Huguenot) বলিয়া ডাকিতেন, তাহাতে ফ্রান্সের প্রোটেষ্টাণ্টেরা হিউগোনট্ নামে প্রসিদ্ধ হয়। স্কটলণ্ডের কাল্‌ভিনিষ্ট খৃষ্টানেরাও রাণী মেরীর উৎপাতে যেরূপ কষ্ট পাইয়াছিল, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথ ইংরাজসৈন্য পাঠাইয়া স্কটলণ্ডের প্রটেষ্টাণ্টদিগের পোপভক্ত খৃষ্টানদিগের অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিলেন।

ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড, ল, সুইজর্লণ্ড, জর্ম্মণ, এমন কি রোমরাজ্যেরও কোন কোন স্থানে সমাজসংস্কার হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও ফ্রান্সের বিষম গোলযোগ চলিতেছিল্। ফরাসীরাজগণের উৎপীড়নে কত শত ধর্ম্মাত্মা প্রোটেষ্টাণ্ট নিহত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। শেষে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দের ২৪এ আগষ্ট আসিল। সেইদিন খৃষ্টান্‌জগতে কি ভয়ানক দুর্দ্দিন! সমগ্র সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস পাঠ করিয়াও যে খৃষ্টান্-হৃদয় বিচলিত হয় নাই, বোধ হয় এই একদিনের ইতিহাস পাঠ করিলে তাহার প্রত্যেক শিরা কম্পান্বিত হইবে। মানব কিরূপে পিশাচ হয়, ধর্ম্মোন্মত্ততা কি ভয়ঙ্কর, সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত মানবহৃদয়ে কিরূপ অনিষ্টকর! তাহা ঐ একদিনের ইতিহাসে অতি স্পষ্ট চিত্রিত। তখনকার সভ্যজগতের রাজধানী ফ্রান্সে এই একদিনে সত্তরহাজার প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান্ অতি নিষ্ঠুর অত্যাচারে নিহত হয়। তখন ৯ম চার্লস্ ফ্রান্সের অধিপতি। তাঁহার ভগ্নীর সহিত নেভারের রাজার বিবাহ হইবে। শত শত উচ্চপদস্থ প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান্ পারিস-নগরে উপস্থিত। ঘরে ঘরে আমোদের স্রোত বহিতেছে। কিন্তু একি হইল! মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রতিঘরে হাহাকার উঠিল! প্রোটেষ্টাণ্ট-অনুরাগিণী ফরাসীরাজভগিনী বিবাহের পূর্ব্বেই বিষপ্রয়োগে নিহত হইলেন। দুষ্ট রোমান্ ক্যাথলিকেরা ফরাসীরাজের আদেশে নৌসেনাপতি কোলিগ্নির ঘরে অকস্মাৎ প্রবেশ করিয়া অতি নীচ ভাবে সেই বীরপুরুষের প্রাণবধ করিলেন, তাঁহার পূতদেহ লইয়া খণ্ডবিখণ্ড করিয়া বাতায়ন হইতে সর্ব্বসমক্ষে রাজপথে ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার মুণ্ড রাজমাতা ও রাজার নিকট প্রেরিত হইল! এইবার হত্যাকারীরা প্রকৃত পিশাচরূপ ধারণ করিল। নররক্তে তাঁহাদের সর্ব্বশরীর রঞ্জিত হইল! ঘরে ঘরে আর্ত্তনাদ, মর্ম্মভেদী রোদন-নিনাদ উঠিল! উচ্চ-পদস্থ শত শত সামন্ত, শত শত সম্ভ্রান্তব্যক্তি হত্যাকারী-গণের ভীষণ আঘাতে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিলেন! অনাথ প্রোটেষ্টাণ্টদিগকে রক্ষা করে, এমন কোন লোক উপস্থিত নাই! পারিস্‌নগরীর প্রত্যেক রাজপথে রক্তই রক্ত নদী বহিতে লাগিল! বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বর্ষীয়সী আর কাহারও নিস্তার নাই! সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়া কোন কোন ভুক্তভোগী খৃষ্টান্ লিখিয়াছেন, "যাহা দেখিলাম, মরণ যেন সে নরকের দৃশ্য আর না দেখে। মানব যে এত নিষ্ঠুর এমন রক্তপিশাচ হইতে পারে, তাহা দুর্ব্বল মানবহৃদয় ধারণা করিতেও অক্ষম।—দেখিয়াছি হত্যাকারীর তীব্র আঘাতে পিতা মৃত্যুশয্যায় শায়িত, পতি বিপক্ষের বন্ধনে আবদ্ধ! সেই পিতার ও পতির সমক্ষে অবলা সতীরমণীকে ধরিয়া দুর্বৃত্তেরা বলাৎকার করিতেছে! মাতার সমক্ষে তাহার একমাত্র হৃদয়ের ধন স্তন্যপায়ী শিশু পর্য্যন্ত কত শত বিনষ্ট হইতেছে! দুর্বৃত্তেরা কোন সুন্দরী রমণীর স্তনচ্ছেদ করিয়া ও তাহাকে উলঙ্গ করিয়া পা ধরিয়া রাজপথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। দুর্বৃত্তগণের পদাঘাতে কত কত গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হইয়াছে। কেহ আসন্ন মৃত্যুকালে একফোঁটা জল চাহিতেছে, সেই সময় কোন নির্দ্দয় ঘাতক আসিয়া তাহার মুখে প্রস্রাব করিতেছে। কাহার হাত গিয়াছে, কাহার দুইটী পা নাই, কাহারও নাক কাণ কাটা পড়িয়াছে! এরূপ বিকৃতাঙ্গ শত শত ব্যক্তির

আক্রমণ করিয়াছি। যাহারা সভ্য বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদিগকে শতধিক্! এই কি সভ্যজগতের চিত্র!" (১)

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই দারুণ সংবাদ পোপের নিকট পৌঁছিল। পোপের কি মহা আনন্দ। রোমনগরী উজ্জ্বল আলোকমালায় ভূষিত হইল। ঘরে ঘরে নৃত্য গীত চলিতে লাগিল। মহামতি পোপ ঘোষণা করিলেন, "আজ মহোৎসবের দিন। আমাদের বিপক্ষবাদী বিধর্ম্মী (প্রোটেষ্টাণ্ট) গণ নিহত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আর সুখের সংবাদ কি হইতে পারে। আমার অধীনে যে যেখানে আছ, এই উৎসবে আমোদ প্রমোদ করিতে ভুলিবে না।" পোপের মহাভিষেক উৎসব হইল। খৃষ্টান্ জগতে এই দিন "সেণ্টবার্থলোমিউস্ ডে" (St Bartholomew's day) নামে প্রসিদ্ধ। জর্ম্মণেরা ইহাকে (Bluthoziet) অর্থাৎ রুধির-'বিবাহ' বলিয়া থাকেন।

পারিসনগরীর মত ফ্রান্সের সর্ব্বত্রই অনেক দিন ধরিয়া প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানদিগের উপর ঐরূপ অত্যাচার চলিয়াছিল। শেষে ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুইর রাজত্বকালে আরও ভীষণ আকার ধারণ করিল। সে উৎপীড়নের কথা লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না। (২) এই সময়ে শত শত প্রোটেষ্টাণ্ট গুপ্তভাবে দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া তবে প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছিল। এখন ফরাসীরাজ্যে সর্ব্বত্রই প্রোটেষ্টাণ্টের বাস, আর সে অত্যাচার নাই।

১৭০৫ খৃষ্টাব্দে দিনেমাররাজের সাহায্যে জিগেনবল্‌গ্ (Ziegenbalg) ও প্লুচু (Plutschau) নামে দুইজন মহোৎসাহী জর্ম্মান্ খৃষ্টান ভারতে প্রোটেষ্টাণ্টমত প্রচার করিতে আসেন। উভয়েই মহাপণ্ডিত ছিলেন। জিগেন্‌বল্‌গই তামিলভাষায় বাইবেল অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। ভারতে যত ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রথম অনুবাদ। তাঁহার অন্যতম সহচর সুল্‌জ্ (Schultze) ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দুস্থানী ভাষায় বাইবেল প্রচার করেন। ইঁহাদের যত্নে মান্দ্রাজ, কড্ডলুর, তাঞ্জোর প্রভৃতি নানাস্থানে খৃষ্টধর্ম্মের মত প্রচারিত হইয়াছিল এবং অনেক নীচজাতি তাঁহাদের নিকট খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু তখনও বাঙ্গালায় খৃষ্টধর্ম্ম আদৃত হয় নাই। এখানকার নবাবদিগের ভয়ে প্রথমে কেহ ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারে নাই। বঙ্গরাজ্য ইংরাজ কোম্পানির হস্তগত হইলে পরে তাঁহারাও প্রথমে কোন খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারককে প্রবেশ করিতে দেন নাই। কোম্পানীর কঠোর নিয়ম ছিল, কোন য়ুরোপীয় কোম্পানীর অনুমতি ব্যতীত ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারিবেন না, তাহা হইলে দেশীয়দের মনে আঘাত লাগিবে এবং অধিবাসীরা সকলে অসন্তুষ্ট হইলে রাজ্যে বিস্তর অনিষ্ট হইতে পারে।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্ত্তক কেরিসাহেব এদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আসেন, তিনি অসাধারণ অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতাগুণে অনেক বিপদ আপদ সহ্য করিয়া সুন্দরবনে থাকিয়া অনেক লোককে গোপনে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে কোম্পানীর রাজ্যে স্থান পান নাই। শেষ (ডেন্‌মার্কের) দিনেমারাধিকৃত শ্রীরামপুরে তিনি আশ্রয় পাইয়াছিলেন। এই শ্রীরামপুরে মার্শম্যান ও ওয়ার্ড নামক বিখ্যাত পণ্ডিতদ্বয় আসিয়া তাঁহার সহিত নানাভাষায় বাইবেল প্রকাশে বদ্ধপরিকর হন। এই শ্রীরামপুরে ঐ তিন বিখ্যাত প্রোটেষ্টাণ্টদিগের উৎসাহ বলে প্রথম বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। এইখানে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ১৮ই মার্চ্চ তারিখে ওয়ার্ডসাহেব নিজ হাতে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা অক্ষর সাজাইয়া ছিলেন, ঐ দিনেই সত্যাকাঙ্ক্ষী কেরিসাহেব বাইবেলের বঙ্গানুবাদের প্রথম পৃষ্ঠার ছাপা ভ্রমসংশোধনের জন্য হাতে পাইয়াছিলেন।

ইঁহাদের উৎসাহেই ১৮০১ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে রামবসু রচিত "প্রতাপাদিত্যচরিত্র" মুদ্রিত হয়। বঙ্গসাহিত্যের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক বলিয়া দেশের আদরণীয় সন্দেহ নাই। বলিতে কি, কেরিপ্রমুখ মিশনরিগণ যে উদ্দেশে এদেশে আসিয়াছিলেন, তাহা সফল হউক বা না হউক, কিন্তু বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র তাঁহাদের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ। [মুদ্রাযন্ত্র দেখ।]

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্টে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণের উদ্দেশ্য সফল হইল। তদবধি মিসনরিগণ বঙ্গে ধর্ম্মপ্রচার করিবার অধিকার পাইলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে মিডিল্‌টন নামে একব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম বিশপ হইয়া আসিলেন। মিসনরীগণের অধ্যবসায় গুণে অল্পদিন মধ্যেই অনেক নীচশ্রেণীর বাঙ্গালীর খৃষ্টান্‌ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। শেষে খৃষ্টান্ মহিলাগণ শিক্ষার ছলে অনেক সম্ভ্রান্তব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করিয়া খৃষ্টীয় আলোক বিস্তার করিতে লাগিলেন, অনেক বাঙ্গালী আপনাদের প্রকৃত জাতীয়তা হারাইলেন। ক্রমে উচ্চশিক্ষার স্রোত বহিল। বল্‌কোর সাহেব লিখিয়াছেন, "এ উচ্চ শিক্ষাকে

(১) Comber's History of the parisian Massacre of St. Bartholomew; Clark's Looking-glass for persecutions প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(২) Lewis de Enaroiles' Memoirs of the persecutions of the Protestants in France দ্রষ্টব্য।

করিয়া আর বড় একটা কেহ খৃষ্টান হইতে চাহে না। খৃষ্টানী-ভাব অনেকের, কিন্তু ধর্ম্মে অধিকাংশই নাস্তিক।"

১৮৮১ সালের গণনায় ভারতে ৫১১১১০ জন প্রোটেষ্টান্টের বাস, তন্মধ্যে ইংলণ্ডসমাজের অধীন ৩৫৩৭১৩, স্কটলণ্ডসমাজের অধীন ২০০৩৪, লুথরের মতাবলম্বী ২৯৭৭৭, এবং অপর প্রোটেষ্টান্ট ১০৭৮৮৬।

গ

গ, গকার, তৃতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। (অকুহবিসর্জনীয়ানাং কণ্ঠঃ। শিক্ষা) ইহার আভ্যন্তর প্রযত্ন জিহ্বামূলস্পর্শ এবং বাহ্য প্রযত্ন সংবার নাদঘোষ। গকার অল্পপ্রাণ বর্ণের মধ্যে গণিত। শাক্তভাষ্যে দাক্ষণ মণিবন্ধে ইহার ন্যাস করিতে হয়। বঙ্গাক্ষরে ইহার লিখনপ্রণালী তন্ত্রমতে এই প্রকার—গকারে সমসমেত তিনটী রেখা থাকে, একটী অধোগত বক্ররেখা, এই রেখার ঊর্দ্ধস্থিত অগ্রভাগে যোগ করিয়া ডানদিকে আর একটী রেখা সরল-ভাবে টানিতে হয়, এই সরল রেখার দক্ষিণাগ্র হইতে অধো-দিকে একটী রেখা টানিয়া পরে সমান ভাবে ঊর্দ্ধদিকে প্রথম সরলরেখার উপর দিয়া উন্নত করিতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে গকারের একটী মাত্রা দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু তন্ত্রে তাহার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার প্রথম রেখার অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী এবং তৃতীয়টীর অধিষ্ঠাত্রী শঙ্কর ঈশ্বর। গকারের দাড়িমী কুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণা, চতুর্ব্বাহু, রক্তবস্ত্রধারিণী ও রত্নালঙ্কারে পরিশোভিতা ব্রহ্মাণীর ন্যায় ধ্যান করিতে হয়। ইহার নাম গো, গৌরী, গৌরব, গঙ্গা, গণেশ, গোকুলেশ্বর, শার্ঙ্গী, পঞ্চাত্মক, গাথা গন্ধর্ব্ব, সকল, স্বাহা, সর্ব্বসিদ্ধ, প্রভা, ধূম্রা, বিজ্ঞাথা, শিবদর্শন, বিদ্যাত্মা, গো, শাম্ভব, ত্রিলোচন, পীত, সরস্বতী, বজ্রা, ভোগিনী, নন্দন, ধরা, ভোগবতী, মধুর, জ্ঞান, ভাস্কর, ঈশ। (বর্ণাভিধান)

তান্ত্রিকমতে হৃদয়ে যে দ্বাদশদল পদ্ম আছে, তাহার তৃতীয় দলে গকার অবস্থিত। কাব্যাদির প্রথমে গকার থাকিলে রচয়িতার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অপর কোন ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হইলে বিপরীত ফল হয়। "কঃ খো গোঘশ্চ লক্ষ্মীং" 'সংযুক্তং চেন্ন স্যাৎ সুখস্তরণপটুর্বর্ণবিন্যাস-যোগঃ।' (বৃত্তরত্নাকরটীকা।)

গ (স্ত্রী) গৈ-ক। ১ গীত। (পুং) ২ গণেশ। ৩ গন্ধর্ব্ব। ৪ একটী গুরুবর্ণ।

"গুরুরেকো গকারস্তু লকারো লঘুরেককঃ।" (ছন্দোমঞ্জরী)

৫ কর্ম্মোপপদে গমধাতুর উত্তর (গমেৌড্। পা ৩।২।৬৮) সূত্রানুসারে ড প্রত্যয় হইয়া যে গ শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহার অর্থ গমনকর্ত্তা, গন্তা, ইহা ত্রিলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। যথা—সামগঃ, দ্রুমগা, কণ্ঠগং।

"অন্যাভিঃ সূচিভিঃ বিপ্রঃ কণ্ঠগাভিস্তু ভূমিপঃ।

বৈশ্যোঽদ্ভিঃ প্রাশিতাভিস্তু শূদ্রঃ স্পৃষ্টাভিরন্ততঃ।" (মনু ২।৬২)

গইরা (গভীর শব্দজ) গভীর।

গকার (পুং) গ-স্বরূপে কারঃ। গ স্বরূপবর্ণ।

গগন (ক্লী) গচ্ছন্ত্যস্মিন গম-যুচ্ গশ্চান্তাদেশঃ। (গমের্গশ্চ। উণ্ ২।৭৭) ১ আকাশ। ইহার পর্য্যায়—বর্হি, ধন্ব, অপ, পৃথিবী, ভূ, স্বয়ম্ভূ, অধ্বা, সগর, সমুদ্র, অধ্বর। (নিঘণ্টু) [অপর পর্য্যায় আকাশ শব্দে দ্রষ্টব্য।] ইহার গুণ শব্দ, ব্যাপকত্ব, ছিদ্রত্ব, অনাশ্রয়, অনালম্ব, আশ্রয়াবরশূন্য, অব্যক্ত, অবকাশিতা।

"প্রোৎক্ষ্যন্তে গগনগতয়ো নূনমাবর্জ্জ্যদৃষ্টীরেকং।"

(মেঘদূত ৩৮ পূর্ব্ব)

গগন শব্দের নকার ণত্ব হইয়া থাকে। অনেকের মতে মুগ্ধ ব্যক্তিই ণকার স্বীকার করেন, বাস্তবিক ণকার হইবে না। কিন্তু আচার্য্যমতেও "খগণো গগণো পরিয়াজক।" এই শ্লোক ণত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

২ শূন্য। ৩ লগ্নাপেক্ষায় দশম রাশি।

গগ(ণ)নগতি (ত্রি) গগনে গতির্যস্য বহুব্রী। ১ আকাশগামী, যাহারা আকাশে গমন করে। (পুং) ২ দেবতা। ৩ সূর্য্যাদি-গ্রহ। (স্ত্রী) গগনে গতিঃ ৭তৎ। ৪ আকাশ গমন।

গগ(ণ)নচর (ত্রি) গগনে চরতি চর-টচ্। ১ আকাশগামী, যে আকাশপথে গমন করিতে পারে।

"বুভুক্ষিতৈঃ গগনচরেশ্বরস্তদা।" (ভারত ১।২৮ অঃ)

গগ(ণ)নধ্বজ (পুং) গগনে গগনস্থ বা ধ্বজইব ১ মেঘ। (তারাবলী) ২ সূর্য্য। (হেমচন্দ্র)

গগ(ণ)নপ্রিয় (পুং) দৈত্যবিশেষ। "প্রহ্লাদোঽশ্বশিরাঃ কুম্ভঃ সংহ্রাদো গগনপ্রিয়ঃ।" (হরিবংশ ৩২ অঃ)

গগনফুল (স্ত্রী) অলীক পদার্থ, যাহার সত্তা নাই, আকাশকুসুম।

"আনব তুলিয়া গগনফুল, একৈক ফুলের লক্ষেক মূল।"

(কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

গগ(ণ)ন-বিহারিন্ (ত্রি) গগনে বিহর্তুং শীলং যস্য বি-হৃ-ণিনি। ১ যে আকাশপথে বিচরণ করে। (পুং) ২ খেচর।

গগ(ণ)নমণ্ডল (ক্লী) গগনস্য মণ্ডলং ৬তৎ। আকাশমণ্ডল, নভোমণ্ডল।

গগ(ণ)নসদ্ (ত্রি) গগনে সীদতি গচ্ছতি গগন-সদ্-ক্বিপ্।

১ আকাশগামী। (পুং) ২ সূর্য্যাদিগ্রহ। "বালখং সহসা বা যদি গগনসদঃ অস্তকালে মহাপাং।" (জাতকালঙ্কার।) ৩ দেবতা। বিমেয়ান গগনসদঃ করোত্তাহুধিন্।" (মাঘ)

গগ(ণ)নসিন্ধু (স্ত্রী) গগনস্য সিন্ধুঃ ৬তৎ। মন্দাকিনী। "গগনসিন্ধুফেনপটলজালাস্তরস্ত।" (কাদম্বরী।)

গগ(ণ)নাঙ্গনা (স্ত্রী) গগনাগতা অঙ্গনা। বিদ্যাধরী, অপ্সরা।

গগনাদিলৌহ (স্ত্রী) ঔষধবিশেষ। গগন (অভ্র), হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লৌহ, কুটজ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, পারা, গন্ধক, বিষ, সোহাগা, সাচিক্ষার, দারুচিনি, এলাচ, তেজপত্র, বচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগে লইয়া যত পরিমাণ হইবে, তাহার অর্দ্ধ চিতাচূর্ণ মিশাইবে, ইহাকে গগনাদিলৌহ বলে। দুই তোলা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে সোমরোগ ও মূত্রাতিসার ভাল হয়।

(রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

গগনাদিবটী (স্ত্রী) ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী— গগন (অভ্র), রসসিন্দূর, তাম্র, মুণ্ডলৌহ, তীক্ষ্ণলৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক ও পারদ মিশাইয়া যষ্টিমধুর কাথে পেষণ করিবে। বাসক, দ্রাক্ষা ও ভূমিকুষ্মাণ্ড ইহাদের প্রত্যেকের রসে এক একদিন মর্দ্দন করিবে। অর্দ্ধতোলাপরিমিত বটী প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাকে গগনাদিবটী বলে। ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে কঠিন বাত, পিত্তরোগ, ক্ষয়, ভ্রম, মদ, কফ, শোষ, দাহ ও তৃষ্ণা বিনষ্ট হয়। (রসেন্দ্রসা°)

গগনাধ্বগ (পুং) গগনাধ্বনা গচ্ছতি গম-ড। সূর্য্য। (হেম°)

গগনাম্বু (ক্লী) গগনস্যাম্বু ৬তৎ। দিব্যোদক, মেঘনিঃসৃত জল, চলিত কথায় বৃষ্টির জল বলে। ইহার গুণ ত্রিদোষঘ্ন, বলকর রসায়ন, রক্ষোঘ্ন, শীতল, আহ্লাদকর, শ্রম, দাহ ও বিষনাশক। বৃষ্টির জলের স্বাভাবিক এই সকল গুণ থাকিলেও অপবিত্র স্থানে বা অপবিত্র পাত্রে পতিত হয় বলিয়া সেই জল পান ও সেই জলে স্নান অতিশয় অহিতকর ও অব্যবহার্য্য। পাত্রের দোষ গুণ অনুসারে জলেরও দোষ বা গুণ হইয়া থাকে। (সুশ্রুত সূত্র° ৪৫ অঃ)

গগনেচর (পুং) গগনে চরতি চর-ট (চরেষ্টঃ। পা ৩।২।১৬) অলুক্ সমাস°। ১ দেবতা। ২ সূর্য্যাদিগ্রহ। ৩ রাশিচক্র। (ত্রি) ৪ গগনচারী, যাহারা গগনপথে গমন করে। "ভক্তিমতে কর্ত্তুমে যাত্রা কারণে গগনেচরঃ।" (ভারত ১।২৭।১৫) স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ হয়।

গগনোল্মুক (পুং) গগনে উল্মুক ইব। মঙ্গলগ্রহ। (হারাবলী)

গগরী (গাগরী শব্দজ) বড় ঘড়া, বৃহৎ কলসী।

গগ্ন (স্ত্রী) বাক্য। (নিঘণ্টু)।

গগ্ঘ (পুং) হাস।

গঙ্গক, প্রসিদ্ধ কবি ক্ষেমেন্দ্রের গুরু ও একজন কবি।

গঙ্গকা (স্ত্রী) গঙ্গা স্বার্থে কন্-টাপ্ আকারস্য হ্রস্বঃ (অভাষিত পুংস্কাচ্চ। পা ৭।৩।৪৮) গঙ্গা।

গঙ্গহরি, তত্ত্বদীপিকা নামে আনন্দলহরীর টীকাকার।

গঙ্গা (স্ত্রী) গমাতে ব্রহ্মপদমনয়া গম-গন (গমাদ্যোঃ। উণ্ ১।১২২) নিপাতনাৎ মস্য গঙ্গাভাব টাপ্। ১ স্বনামপ্রসিদ্ধ নদী ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইহার পর্য্যায়—বিষ্ণুপদী, জহ্নুতনয়া সুরনিম্নগা ভাগীরথী, ত্রিপথগা, ত্রিস্রোতাঃ, ভীষ্মসূঃ অর্থাতীর্থ, তীর্থরাজ, ত্রিদশদীর্ঘিকা, কুমারসূঃ, সরিদ্বরা, সিদ্ধাপগা, স্বর্গাপগা, খরাপগা, খাপগা ঋষিকুল্যা, হৈমবতী, সর্ব্বাপী, হরশেখরা, সুরাপগা, ধর্ম্মদ্রবী, সুধা, জহ্নুকন্যা, গান্ধিনী, রুদ্রশেখরা নন্দিনী, অলকনন্দা, সিতসিন্ধু, অধ্বগা, উগ্রশেখরা, সিদ্ধসিন্ধু, স্বর্গসরিদ্বরা, মন্দাকিনী, জাহ্নবী, পুণ্যা, সমুদ্রসুভগা, স্বর্নদী, সুরদীর্ঘিকা, সুরনদী, স্বর্ধুনী, জ্যেষ্ঠা, জহ্নুসুতা, ভীষ্মজননী, শুভ্রা, শৈলেন্দ্রজা, ভবায়না। বৈদ্যকরাজনির্ঘণ্ট মতে ইহার জলের গুণ শীতল, স্বাদু, স্বচ্ছ, অত্যন্ত রুচিকর, পথ্য, পাবন, পাপনাশক, তৃষ্ণা ও মোহনাশক, দীপন এবং প্রজ্ঞাবৃদ্ধিকারী। (রাজনি°)

গঙ্গা অতি প্রাচীন পুণ্যসলিলা নদী, হিন্দুগণের দৃঢ় বিশ্বাস যে পৃথিবীর সকল তীর্থ হইতে গঙ্গা প্রধান গঙ্গায় মৃত্যু হইলে মনুষ্য হইতে নিকৃষ্টতম কীট পর্য্যন্তও মুক্তি লাভ করিতে পারে। ঋগ্বেদ (১০।৭৫।৫), কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে, শতপথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে গঙ্গা নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণ, উপপুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি প্রায় সকল প্রাচীন গ্রন্থেই গঙ্গার বহুল অলৌকিক বিবরণ লিখিত আছে। বাল্মীকিরামায়ণের মতে গঙ্গা হিমালয়ের কন্যা, সুমেরুতনয়া মনোরমা বা মেনার গর্ভে ইহার উৎপত্তি হয়। দেবগণ কোন কার্য্যবশতঃ হিমালয়ের নিকট হইতে ইহাকে ভিক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন (১)। সেইখান হইতে গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে দুর্দ্দান্ত সগরতনয়গণ মহামুনি কপিলের শাপে ভস্মীভূত হইলে সগরবংশীয় রাজগণ গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনিবার যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনেক-দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের চেষ্টায় কোন ফল হইল না। অনেক দিন পরে সগরবংশীয় ভগীরথ মন্ত্রীদিগের উপরে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া প্রথমে ব্রহ্মার তপস্যা করেন। তাঁহার

(১) কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতে দেবগণ শিবের সহিত বিবাহ দিতে গঙ্গাকে লইয়া যান। পার্ব্বতী মেনকা গঙ্গাকে দেখিতে না পাইয়া শাপ দেন, তাহাতে গঙ্গা জলময়ী হইয়াছেন।

কঠোর তপস্যায় হাজার বৎসরের পর পিতামহ সন্তুষ্ট হন। কমলযোনি সমস্ত দেবগণের সহিত ভগীরথের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ভগীরথ পিতামহকে আপনার অভিপ্রায় জানাইলেন। ভগীরথের অভিপ্রায় গঙ্গা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ মুক্ত হইতে পারেন, ব্রহ্মা তাহার কোন একটী উপায় করিয়া দেন। ব্রহ্মা স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু ভগীরথের তপস্যার অবসান হইল না। গঙ্গা স্বর্গ হইতে ধরাতলে পতিত হইলে পৃথিবী তাহার বেগ ধারণ করিতে পারিবে না, সুতরাং গঙ্গাধারণ করিবার জন্য আবার মহাদেবের তপস্যা করিতে হইল।* আশুতোষের আরাধনায় মহারাজকে অধিক কষ্ট করিতে হইল না। একবৎসরের মধ্যেই ভগীরথের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভূতপতি বর দিতে উপস্থিত হইলেন, এবং ভগীরথ আপনার অভিপ্রায় জানাইলে তিনি গঙ্গাধারণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। গঙ্গা মনে মনে ভাবিলেন, ভাল হইয়াছে, এইবার ভোলানাথ আমার হাতে জব্দ হইবেন, আমি এত জোরে পড়িব যে, ভোলানাথের সহিত পৃথিবী যেন কাঁপিয়া পাতালে চলিয়া যাইবে। মহাদেব গঙ্গার আন্তরিক ভাব জানিতে পারিয়া পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইলেন। যথাসময়ে গঙ্গা স্বর্গ হইতে শিবের মাথার উপরে পতিত হইল। শিবের অসাধারণ কৌশলে স্রোতস্বতীকে তাঁহার [illegible] জটামধ্যেই থাকিতে হইল, কোনপ্রকারেই বাহির হইতে পারিল না। ভগীরথ গঙ্গাকে দেখিতে না পাইয়া পুনর্ব্বার তপস্যা করিতে লাগিলেন, তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভূতপতি গঙ্গাকে পরিত্যাগ করিলে বিন্দুসরোবরে পতিত হইল। বিন্দুসর হইতে গঙ্গার সাতটী স্রোত বাহির হয়। হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী নামক তিনটী পূর্ব্বদিকে, বঙ্কু, সীতা ও সিন্ধুনামক অপর তিনটী পশ্চিম দিকে গ্রাম, পর্ব্বত, বন, উপবন প্রভৃতি ভাসাইয়া চলিয়া গেল, এবং অপরটী ভগীরথ-প্রদর্শিত পথে গমন করিল। ইহারই ভাগীরথী নাম হইয়াছে। ভাগীরথী যাইয়া সাগরে পতিত হইলে ভস্মীভূত সগরতনয়েরা পবিত্র হইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। ভগীরথের অভীষ্টসিদ্ধি হইল।

(রামায়ণ আদিকা° ৪২, ৪৩, ৪৪ সর্গ)

গঙ্গার একটী নাম বিষ্ণুপদী। এই নাম হইতে হউক অথবা অপর কোন কারণেই হউক অনেকের বিশ্বাস যে, গঙ্গা বৈকুণ্ঠবাসী ভগবান্ বিষ্ণুর পা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ পাঠে জানা যায় যে, আকাশমণ্ডলে ধ্রুবকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডল অবস্থান করে, সেই জ্যোতিষ্কমণ্ডলে মেঘ অবস্থিত, পৌরাণিকগণ ইহাকেই বিষ্ণুর তৃতীয় পদ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় এবং তাহাতেই গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে। (১) গঙ্গার আর একটী নাম জাহ্নবী, রামায়ণ ও বিষ্ণুপুরাণে ইহার কারণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে। মহারাজ ভগীরথ রথে চড়িয়া অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন স্রোতস্বতী গঙ্গাও গ্রাম, নগর, বন, উপবন প্রভৃতি ভাসাইয়া প্রবলবেগে তাঁহার অনুগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহামুনি জহ্নু আপনার আশ্রমে বসিয়া একটী যজ্ঞের আয়োজন করিতেছিলেন, গঙ্গার জলে তাঁহার যজ্ঞবাট ভাসিয়া গেল, যজ্ঞে বিঘ্ন হইল, মুনি কিন্তু নড়িলেন না। জহ্নু চটিয়া উঠিয়া গঙ্গাকে জব্দ করিতে চিন্তা করিলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিশেষে যোগবলে গঙ্গাকে পান করিয়া ফেলিলেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। গঙ্গার অভাবে কি গতি হইবে ভাবিয়া সকলেই চিন্তাকুল হইয়া উঠিল, পরে মুনিকে অনেক অনুনয়-বিনয় করায় জহ্নু কর্ণরন্ধ্র দ্বারা গঙ্গাকে পরিত্যাগ করিলেন, ইহা হইতেই গঙ্গার নাম জাহ্নবী বা জহ্নুসুতা হইয়াছে। (রামায়ণ ১।৪৩ সঃ) দেবীভাগবতে একস্থানে লিখিত আছে— লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা তিনজনেই নারায়ণের পত্নী, তিনজনেই বৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিকট অবস্থান করিতেন। একদিন গঙ্গা সোৎসুক বার বার নারায়ণের প্রতি কটাক্ষপাত করেন, নারায়ণও তাহা দেখিয়া একটু হাসিয়াছিলেন, কিন্তু সরস্বতী তাহাতে বড়ই চটিয়া গেলেন। বাণী নারায়ণকে উত্তম-মধ্যম দুই একটা কথা শুনাইয়া দিলেন। নারায়ণ আর কিছু না বলিয়া বাহিরে আসিলেন। এদিকে সরস্বতী ও গঙ্গার মহাকলহ চলিতে লাগিল। পদ্মা মধ্যস্থ হইয়া মিটাইতে গেলেন, তাহাতে বিপরীত হইল। সরস্বতী পদ্মাকেই প্রথমে শাপ দিলেন, "তুমি নদীরূপ ধারণ করিয়া পাপীর আবাস মর্ত্ত্যলোকে গমন কর।" গঙ্গাও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনিও বলিলেন, "পদ্মে! ও যেমন বিনাদোষে তোমাকে শাপ দিয়াছে, উহাকেও সেইরূপে নদীরূপে মর্ত্ত্য-লোকে গিয়া পাপরাশি গ্রহণ করিতে হইবে।" সরস্বতীও

* দেবীভাগবতের মতে, গঙ্গাকে ধারণ করিবার জন্য ভগীরথ মহাদেবের আরাধনা করেন।

(১) "ধ্রুবে চ সর্ব্বজ্যোতীংষি জ্যোতিঃষ্বম্ভোমুচো দ্বিজ।
মেঘেষু সঙ্গতা বৃষ্টি র্বৃষ্টেঃসৃষ্টেশ্চ পোষণম্ ।......
এতদেতৎ পদং বিষ্ণোস্তৃতীয়মমলাত্মকম্ ।
ততঃ প্রবর্ত্ততে ব্রহ্মন্ সর্ব্বপাপহরা সরিৎ ।
গঙ্গা দেবাঙ্গনাঙ্গানামনুলেপনপিঞ্জরা ।" (বিষ্ণুপু° ২।৮ অ° ।)

এমন কোন অভীষ্ট নাই যাহা গঙ্গাস্নানে পূর্ণ না হয়। শৌচ আচমন, সেক, নির্ম্মাল্য, মলঘর্ষণ, গাত্রমর্দ্দন, ক্রীড়া, দানগ্রহণ, আসক্তি, অন্যতীর্থের ভক্তি বা প্রশংসা, বিষ্ঠা, মূত্র-পরিত্যাগ ও সন্তরণ এই ১৩টী কার্য্য গঙ্গায় করিতে নিষিদ্ধ।

কোন পুরাণের মতে বৈশাখমাসের তৃতীয়া তিথিতে ব্রহ্মলোক হইতে হিমালয়ে গঙ্গার অবতরণ হয়। ব্রহ্মপুরাণের মতে জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের দশমীতিথিতে মঙ্গলবারে গঙ্গা হিমালয় হইতে ভূমিতে পতিত হন। [তীর্থ ও স্নান প্রভৃতি শব্দে বিশেষ দ্রষ্টব্য।]

পৌরাণিকমতে বিষ্ণু গঙ্গা ও গ্রামদেবতা প্রভৃতির একটী নির্দ্দিষ্ট কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আস্তিক হিন্দুগণের বিশ্বাস যে নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলেই বিষ্ণু, গঙ্গা প্রভৃতি ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকে চলিয়া যাইবেন, লোকের দুর্দ্দশার একশেষ হইবে। দেবীভাগবতের মতে, কলির পাঁচহাজার বৎসর অতীত হইলে গঙ্গা, সরস্বতী ও পদ্মাবতীর শাপমোচন হবে, ইহারা নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাইবেন। ইহা ছাড়া বিষ্ণুর আরও একটী অনুমতি আছে যে, ইহারা বিষ্ণুলোকে যাইবার সময় কাশী ও বৃন্দাবন ভিন্ন অপর সকল তীর্থও লইয়া যাইবেন।(১)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে সরস্বতীর শাপে গঙ্গার বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আসা নিশ্চয় হইলে তিনি কাঁদিয়া আকুল হইয়া বৈকুণ্ঠনাথকে শাপমোচনের কাল নির্ণয় করিতে অনুরোধ করেন। বিষ্ণু তাঁহাকে আশ্বাস [illegible] দিয়া বলিলেন,

"অদ্য পর্য্যন্ত দেবেশি! কলেঃ পঞ্চসহস্রকম্।

"এবং [illegible] শাপেন ভারতে ভুবি।"

দেবেশি! আজ হইতে কলির পাঁচহাজার বৎসর পর্য্যন্ত সরস্বতীর শাপে মর্ত্ত্যলোকে ভারতবর্ষে তোমার অবস্থান হইবে, তাহার পরেই আবার আমার নিকট আসিতে পারিবে।" এই প্রকারে অপর অপর পুরাণেও গঙ্গার স্থিতি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে। ইহাতে আপাততঃ বোধ হয় যে, বর্ত্তমান কলির পাঁচহাজার বৎসর পর্য্যন্তই গঙ্গার স্থিতি, তাহার পরে আর গঙ্গা থাকিবে না। বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে—

"পৃথিবী গঙ্গয়া হীনা ভবিষ্যত্যন্তিমে কলৌ।"

অন্তিম কলি অর্থাৎ প্রলয়ের পূর্ব্ব কলিতে পৃথিবীতে গঙ্গা থাকিবে না। আধুনিক ধর্ম্মমীমাংসক হিন্দু পণ্ডিতগণ বরাহপুরাণের বচনের সহিত অপর পুরাণের বচনের এক-বাক্যতা করিয়া অন্তিম কলিতে গঙ্গা চলিয়া যাইবে, বর্ত্তমান কলিতে নহে, এইরূপ মীমাংসা করেন। দার্শনিকেরাও বলেন যে, প্রলয়ের পূর্ব্বে ভয়ানক একটী সূর্য্য উঠিবে, তাহার তেজে পৃথিবীর সমস্ত জল শুকাইয়া যাইবে, পৃথিবীতে নদ নদী কিছুই থাকিবে না।

বঙ্গের অতি প্রাচীন কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত নানা পুরাণ ও উপপুরাণাদির মত সঙ্কলন করিয়া গঙ্গার বিষয়ে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—দিলীপনন্দন ভগীরথ মাতার মুখে পূর্ব্বপুরুষগণের দুর্গতি শুনিয়া গঙ্গাকে ভূতলে আনিতে চেষ্টা করেন। ভগীরথ সর্ব্বপ্রথম ইন্দ্রের আরাধনা করেন। ষাইট হাজার বৎসর পরে ইন্দ্র তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন। ভগীরথকে বর দিতে উপস্থিত হইলে ভগীরথ আপনার অভিপ্রায় জানাইলেন। সহস্রলোচন তাঁহাকে মহাদেবের আরাধনা করিতে উপদেশ দেন। ভগীরথ ইন্দ্রের উপদেশে কৈলাস-পর্ব্বতে যাইয়া মহাদেবের উপাসনা করেন। দশহাজার বৎসর পরে শিব সন্তুষ্ট হইয়া ভগীরথকে বলিলেন, "বৎস ভগীরথ! আমা দ্বারা একার্য্য হইবে না, আমার বরে তুমি গঙ্গাকে আনিতে পারিবে, গোলকপতি বিষ্ণুর উপাসনা কর।" ভগীরথ শিবের আদেশে গোলকে যাইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন, এখানে ভগীরথকে আর অধিক কষ্ট পাইতে হইল না, চল্লিশ বৎসর তপস্যার পরেই বিষ্ণুকে দেখিতে পাইলেন। বিষ্ণু বর দিতে উপস্থিত হইলে ভগীরথ আপনার অভিপ্রায় জানাইলেন। বিষ্ণু বলিলেন, "বৎস! গঙ্গা ব্রহ্মলোকে, আমি তাঁহার বার্ত্তা জানি না।" ভগীরথ এইবার নিরাশ হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, তাহাতে বিষ্ণুর হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি ভগীরথকে লইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ব্রহ্মলোকে যাইবার পূর্ব্বেই মায়া করিয়া ব্রহ্মলোকের সমস্ত জল হরণ করিলেন। ব্রহ্মলোকের নদ নদী এমন কি জলের কলসীটী পর্য্যন্তও জলশূন্য হইল। বিষ্ণু ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে পাদ্য দিতে জল আনিতে গেলেন, কিন্তু কোথাও জল পাইলেন না। কমলযোনি লজ্জায় অধোবদন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, শেষে কমণ্ডলু মধ্যে গঙ্গা আছে মনে পড়িল, ব্রহ্মা সেই গঙ্গাজলে বিষ্ণুকে পূজা করিলেন। বিষ্ণু ভগীরথের হাতে একটী শঙ্খ দিয়া বলিলেন, তুমি আগে আগে শঙ্খ বাজাইয়া চলিয়া যাও, গঙ্গা তোমার অনুগমন করিবে।" ভগীরথের হাঁটিয়া যাইতে কষ্ট হইবে, দেখিয়া

(১) "কলেঃ পঞ্চসহস্রান্তে বর্ষে স্থিত্বা চ ভারতে।
জগ্মুস্তাশ্চ সরিদ্রূপাং বিহায় শ্রীহরেঃ পদম্।" ৯।৮।১০
"যানি সর্বাণি তীর্থানি কাশীং বৃন্দাবনং বিনা।
যা ভবি সার্দ্ধং তাভিশ্চ বৈকুণ্ঠমাজ্ঞয়া হরেঃ।" দেবীভাগবত ৯।৮।২৪

ব্রহ্মা ভগীরথকে একখানি রথ দিলেন। দিলীপকুমার সেই ব্রহ্মপ্রদত্ত রথে চড়িয়া শঙ্খ বাজাইয়া চলিতে লাগিলেন, গঙ্গাও প্রবলবেগে তাঁহার অনুগমন করিলেন। অপর বর্ণনা পূর্বে যে রামায়ণের মতটী দেখান হইয়াছে, প্রায় তাহারই সমান। কৃত্তিবাসের মতে সুমেরু হইতে গঙ্গার চারিটী ধারা বাহির হয়, বঙ্গু, ভদ্রা, শ্বেতা, ও অলকানন্দা। ইহাদের মধ্যে বঙ্গু পূর্বসাগরে, শ্বেতা পশ্চিমসাগরে ও ভদ্রা উত্তরসাগরে মিলিত হয়। অলকানন্দা ভারতের দিকে আগমন করেন। গঙ্গা কৈলাসপর্বতে আসিলে তাহার একটী ধারা পাতালে চলিয়া যায়, তাহার নাম ভোগবতী। পরে হরিদ্বার প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া সরস্বতী ও যমুনার সহিত মিলিত হন, ইহাকে ত্রিবেণী বলে, এই স্থানেই প্রয়াগতীর্থ। ইহার পরে কাশীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, সেই স্থানে কাশীনাথ পাঁচক্রোশ জুড়িয়া একটী গণ্ডিরেখা দেন, গঙ্গা তথায় এক রাত্রি বাস করিয়া ছিলেন। ইহার পরে জহ্নুমুনির আশ্রম, মুনির পেট হইতে মুক্ত হইয়া গঙ্গা সেই স্থানে উত্তরবাহিনী হন। জাহ্নবী ক্রমে ক্রমে দেশসকল অতিক্রম করিয়া গৌড়ের নিকটে উপস্থিত হন। তথা হইতে পদ্ম নামে একজন মুনি গঙ্গাকে পূর্বমুখে লইয়া যান। সেই নদীর নাম হইল পদ্মা বা পদ্মাবতী। গঙ্গার শাপে ইহার তীরে মৃত্যু হইলে মুক্তি হয় না। ইহার পরে ভৈরব ও জলঙ্গের সহিত মিলিয়া ইন্দ্রেশ্বর, নেড়ুতলা, নদীয়া, সপ্তগ্রাম, আকনা ও মাহেশ অতিক্রম করিয়া খড়দহের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহার কিছু দূর পরেই গঙ্গা শতমুখী হন। (কৃত্তিবাসী রামায়ণ—আদিকাণ্ড)

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীর মতে গঙ্গা গৌড়ের নিকট পৌঁছিলে পদ্মাসুর ভগীরথের রূপ ধরিয়া গঙ্গা ও ভগীরথকে ভুলাইয়া পূর্বদিকে লইয়া যান, কিন্তু কিছু দূর গমন করিলে ভগীরথ জানিতে পারিয়া আবার গঙ্গাকে ফিরাইয়া আনিয়া গৌড় হইতে দক্ষিণে লইয়া যান। গঙ্গা পূর্বমুখে পদ্মাকে রাখিয়া আসেন।

এখনকার ভৌগোলিকদিগের মতে গঙ্গা-নদী হিমালয় পর্বত হইতে উদ্ভূত। হিমালয়ের যে স্থানে সাহেবদিগের সিমলা নগর আছে, তাহার দক্ষিণপূর্বে ইহার উৎপত্তিস্থান, উহা গড়বাল রাজ্যের অন্তর্গত। অক্ষাং ৩০° ৫৮´ ৪´´ উঃ ও দ্রাঘিং ৭৯° ৬´ ৩০´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। বরফে আবৃত সেই স্থানকে গঙ্গোত্রী বলে। গঙ্গোত্রী সমুদ্রজল হইতে ১২০০০ হস্ত উচ্চ।

সেই চিরতুষারমণ্ডিত বৃহৎ খাতের চতুর্দিকে প্রস্তর খণ্ড ও মৃত্তিকার অংশ সকল বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। উহার বিস্তার অর্দ্ধক্রোশ হইবে। এই খাত পর্বতের উপরিভাগ হইতে ক্রমশঃ অবতরণ করিয়া আসিয়া একটী গহ্বরে পড়িয়াছে, সেই গহ্বর হইতে গঙ্গা ভূমিতে অবতরণ করিয়াছেন। ইহাকেই গোমুখী বা গঙ্গোত্তরী বলে।

এই স্থান হইতে ৭৭৮ ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিয়া গঙ্গা বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। ভূধরবর্তী গঙ্গোত্তরীর নিকট গঙ্গার বিস্তার ১৮ হাতের অধিক নহে। তথায় জল এক হাতেরও কম। ক্রমশঃ নিম্নে আসিতে আসিতে অন্যান্য নদী মিলিত হওয়ায় তাহার আয়তন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছে। উত্তরপশ্চিম হইতে জাহ্নবী ও তাহার পর অলকনন্দা। এই সঙ্গমে দেবপ্রয়াগ নামক তীর্থ। তথা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে হরিদ্বার। হরিদ্বার হইতে মেরাঠ, সাহারাণপুর, মজফরনগর ও বুলন্দসহর হইয়া ফরক্কাবাদে রামগঙ্গা নামক নদী আসিয়া ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। গঙ্গার উৎপত্তিস্থান হইতে ৩৩৪ ক্রোশ দূরে এলাহাবাদে প্রয়াগতীর্থ। এই স্থানে যমুনা আসিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে। এই ৩৩৪ ক্রোশপথ গঙ্গা সঙ্কীর্ণভাবে আসিয়া প্রয়াগতীর্থে বিশাল বিস্তৃত আকার ধারণ করিয়াছে। প্রয়াগ হইতে বারাণসী হইয়া বেহারে আসিলে প্রথমতঃ শোণ নদী ও পরে গণ্ডকী ও কোশী (কৌশিকী) নদী ইহাতে পতিত হইয়াছে। তাহার পর রাজমহল হইয়া প্রাচীন গৌড়-নগরের ভগ্নাবশেষ বিধৌত করিয়া পূর্বমুখে চলিয়াছে। রাজমহলের ১০ ক্রোশ পূর্বে ইহার একটী শাখা বাহির হইয়া মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, নদীয়া, কালনা, হুগলি, চন্দন-নগর ও কলিকাতা হইয়া পশ্চিমদক্ষিণমুখে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। এই শাখাই গঙ্গা বা ভাগীরথী নামে উক্ত হইয়া থাকে। মূল নদী সঙ্গমস্থান হইতে পদ্মা নাম ধারণ করিয়া পাবনা ও গোয়ালন্দ হইয়া গিয়াছে। গোয়ালন্দের নিকট ব্রহ্মপুত্রের যমুনা নামক শাখা আসিয়া ইহাতে পতিত হইয়াছে। তাহার পর মূল ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়া মেঘনা নামে অভিহিত হইয়া নোয়াখালির নিকট সাগরে মিলিত হইয়াছে। ইংরাজেরা মূলনদীকে (Ganges) গেঞ্জেস্ ও কলিকাতার নিকট দিয়া যে শাখা গিয়াছে, তাহাকে হুগলি নদী বলিয়া থাকেন। মোহানা হইতে ৪৩০ ক্রোশ দূরে যমুনা, ৩০৩ ক্রোশদূরে ঘাগরা (ঘর্ঘরা), ২৪১ ক্রোশদূরে গোমতী, ২৩২।০ ক্রোশ দূরে শোণ, ২২৫ ক্রোশ দূরে গণ্ডকী ১৮৬।০ ক্রোশ দূরে রামগঙ্গা ১৬২ ক্রোশদূরে কোশী (কৌশিকী) ১৫০ ক্রোশদূরে মহানদী, ৭০ ক্রোশদূরে কর্মনাশা, ১১৫ ক্রোশ দূরে কোদাই বা যমুনা, ৪০ ক্রোশদূরে জলঙ্গী, ২০ ক্রোশ

দূরে তিলং নামক নদী মূল গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে রামগঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডকী কোশকী ও মহানন্দী গঙ্গার বামভাগে এবং কালী, যমুনা ও শোণ নদী দক্ষিণভাগে পড়িয়াছে।

ইংরাজেরা যাহাকে হুগলী নদী বলেন, আমাদের উহাই প্রকৃত গঙ্গা। যে স্থানে গঙ্গা ও পদ্মা বিভিন্ন মুখে গমন করিয়াছে, উহা হইতে গঙ্গার বদ্বীপ আরম্ভ হইয়াছে। এই বদ্বীপে গঙ্গা ভিন্ন ভিন্ন মুখে সাগরে প্রবেশ করিয়াছে। তন্মধ্যে গঙ্গা পশ্চিমপ্রান্তে ও মেঘনা পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত। ইহার ক্ষেত্রফল ৮০৮০ বর্গমাইল। গঙ্গামুখে সাগরতীর্থ হইতে পূর্ব্বে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত ১৩৫ ক্রোশ হইবে। এই স্থলের মধ্যে ৯টী প্রধান শাখা সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। যথা— গঙ্গা, মেঘনা বা ব্রহ্মপুত্র, হরিণঘাটা, পুস্কর, মুর্জাটী বা কাগা, বড়পুল, মলিঞ্চু, রায়মঙ্গল বা যমুনা, হুগলি। এতদ্ব্যতীত অনেকগুলি সমুদ্র শাখা ভূখণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে। সেগুলি নদীমুখ নহে বলিয়া অপেক্ষাকৃত গভীর।

গঙ্গার প্রকৃত দৈর্ঘ্য সাগরতীর্থ হইতে ধরিলে ৭৫৪॥০ ক্রোশ, মেঘনার মুখ হইতে ৮৪০ ক্রোশ। গ্রীষ্মকালে সাধারণতঃ গঙ্গার বিস্তার কোথাও একপোয়া, কোথাও অর্দ্ধ ও কোথাও বা এক ক্রোশের কিছু অধিক। সমুদায় গঙ্গা যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহার ক্ষেত্রফল ৩১১১০০ বর্গমাইল। বর্ষাকালে নদীর জল অনেক বাড়িয়া থাকে। সমুদ্রের নিকটস্থ প্রদেশে জোয়ার ও ভাটা হইয়া থাকে। সময় সময় স্থানে স্থানে কিরূপ জল বাড়িয়া থাকে, তাহার পরিমাণ করা হইয়াছে।

	বর্ষাকালে		গ্রীষ্মকালে	
	ফিট	ইঃ	ফিঃ	ইঃ
আলাহাবাদে	৪৫	৬	২৯	
বারাণসী	৪৫	০	৩৪	
কহলগাঁ	২৯	৬	২৮	৩
জলঙ্গী	২৬	০	২৫	৬
কুমারখালি	২২	৬	২২	
অগ্রদ্বীপ	১৩	৯	১৩	
কলিকাতায় (ভাটার সময়)	৭		৬	৭
ঢাকা	১৪			

হারদ্বারে গঙ্গার পরিসর অতি অল্প, তথায় ৭০০০, বারাণসীতে ১৯০০০, রাজমহলে গড়ে ২০৭০০০ ও ঢাকার সময় ১৮০০০০০ ঘনফিট জল প্রতি সেকেণ্ড বাহির হইতেছে। পরীক্ষা হইয়াছে যে আলাহাবাদ হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত ১৫৫ ক্রোশ পথ, প্রতি ক্রোশে ১ ফুট করিয়া নিম্ন হইয়াছে। বারাণসী হইতে কহলগাঁ পর্য্যন্ত প্রতি ক্রোশে ১০ ইঞ্চি, কহলগাঁ হইতে হুগলি নদীর আরম্ভ পর্য্যন্ত প্রতি ক্রোশে ৮ ইঞ্চি, তথা হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত প্রতি ক্রোশে ৮ ইঞ্চি ও কলিকাতা হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত গড়ে ২ হইতে ৪ ইঞ্চি নিম্ন হইয়া গিয়াছে।

অন্যান্য নদীর ন্যায় গঙ্গা যত উৎপত্তিস্থান হইতে দূরে গিয়াছে, ততই তাহার বেগের হ্রাস হইয়াছে। প্রথমতঃ উহার বেগে প্রস্তরখণ্ড ও মৃত্তিকা বহন করিয়া লইয়া যায়। বেগের অল্পতায় ও মাধ্যাকর্ষণের প্রাবল্যে সেই সকল প্রস্তর ও মৃত্তিকা তলদেশে পতিত হয়। এই কারণে নদী যত সমুদ্রের নিকট হয়, ততই উহার গভীরতা হ্রাস হইয়া থাকে। মধ্যে চড়া পড়িয়া যায়। বর্ষাকালে তাহার উপর আবার পলি পড়ে। এইরূপে চড়ায় ক্রমশঃ এত উচ্চ হইয়া উঠে যে নদীর জল উহার উপর উঠে না। নদী পার্শ্ব দিয়া আপনার পথ করিয়া লয়। নদী এইরূপে একদিক্ ভাঙ্গিয়া অপর দিকে পড়িয়া থাকে। নদীমুখে সাগরবক্ষে এইরূপে প্রকাণ্ড ভূখণ্ড নির্ম্মিত হয়। তাহাকে বদ্বীপ কহে। ভূতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন যে, যে স্থানে গঙ্গা পদ্মা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে, সেই স্থান হইতে গঙ্গার বদ্বীপের আরম্ভ। সেই স্থান হইতে এখন যেখানে সমুদ্র আছে, সমস্ত প্রদেশ পূর্ব্বে সমুদ্র ছিল। সেই সমুদ্র এখন মনুষ্যের বাসোপযোগী ভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গঙ্গার প্রসাদেই এই সমস্ত জনপদের সৃষ্টি। হিমালয় অঞ্চলের মাটি লইয়া ইহাদের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতার মাটির নিম্নভাগের মৃত্তিকার পরীক্ষা করিয়া তাহাতে ২৫০ হস্ত নীচে জাবকজান, কাঠ, কয়লা প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে।

প্রায় ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে গাজিপুরে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। গঙ্গা তথায় প্রতিবৎসর ৬৩৬৮০০০০ টন পরিমাণ মৃত্তিকা আনিয়া ফেলিয়া দেয়। ২৭ মণ ১৪ সেরে এক টন হয়। ইহাতেই বুঝা যায় কত মৃত্তিকা প্রতিবৎসর গঙ্গাবক্ষে প্রবাহিত হয়। তবে বর্ষাকালেই এই কার্য্য অধিক হয়। গঙ্গার উৎপত্তিকাল হইতেই এই কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। ইহাতে কত স্থানে যে কত নূতন ভূমি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা কে বলিবে?

গঙ্গা যে পথ দিয়া গিয়াছে, তাহার পার্শ্বস্থ প্রদেশগুলি সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা। পলিবিশিষ্ট গঙ্গার জল দুকূলে প্রবাহিত হইয়া ভূমিকে উর্ব্বরা করিয়া দেয়। অথচ অন্যান্য নদীর ন্যায়

প্লাবন বন্যায় গ্রাম নগর ভাসাইয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিত। রেল হইবার পূর্ব্বে গঙ্গা দেশের বাণিজ্যের দ্রব্যাদি সমুদয় বহন করিত। রেল হইয়াও তাহা কিছু একেবারে বন্ধ হয় নাই। উত্তরপশ্চিমের পণ্যদ্রব্য এক গঙ্গা পথেই সমুদ্রে যাইত। এখনও চাউল, তিসি, সরিষা প্রভৃতি দ্রব্যাদি গঙ্গা বক্ষে আসিয়া রেলে রপ্তানি হয়।

ইংরাজদিগের আমলে গঙ্গা হইতে অনেকগুলি খাল খনন করা হইয়াছে, উহাদিগকে গঙ্গার খাল (Ganges canal) কহে। গঙ্গার খাল প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। উত্তর (Upper) ও নিম্ন (Lower)। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশকে দোয়াব (অন্তর্বেদী) কহে। এই দোয়াবের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রদেশে উত্তর খাল। ১৮৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে এই দোয়াবে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। তাহাতে প্রজালোকেরও বিশেষ ক্ষতি হয়। ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ দুর্ভিক্ষ না হয়, যাহাতে লোকে কৃষিকার্য্যের জন্য প্রচুর জল পাইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে খালের কথা উঠে। শেষে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে হরিদ্বারের নিকট হইতে খাল কাটা আরম্ভ হইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ৮ই এপ্রেল এই কার্য্য সম্পূর্ণ হয়। হরিদ্বারের ভজন গণেশঘাটে গঙ্গা হইতে বাহির হইয়া এই খাল শাহরাণপুর, মজফরনগর দিয়া গমন করিয়া ফতেগড়ের নিকট একটী শাখা বাহির করিয়া তাহার পর পশ্চিমাভিমুখী হইয়া মিরাটে গিয়াছে। বেগমাবাদের নিকট দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে বুলন্দসহর ও আলিগড় হইয়া আকবরাবাদে আসিয়া দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে, একটি এটাবা ও অপরটী কাণপুরে গিয়াছে। এই খালের দৈর্ঘ্য ২২২১০ ক্রোশ। ইহাতে ২ কোটী ৮৩ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। এই খাল সম্পূর্ণ হইলে ইঞ্জিনিয়ার কটাল সাহেবের সম্মানার্থ তোপ হইয়াছিল।

নিম্ন বা দক্ষিণ গঙ্গার খালও উপরোক্ত খালটীর বিস্তার মাত্র। আলিগড় জেলার অন্তর্গত অক্ষা° ২৭° ৫৭´ উঃ ও দ্রাঘিঃ ৭৮° ১৮ পূঃ রাজঘাট ষ্টেশন হইতে দুইক্রোশ অন্তরে এই খাল বাহির হইয়াছে। এই খাল নারোরাই নামক স্থানে কালীনদী ও ইটার পশ্চিম উদাস নামক স্থান দিয়া গোপালপুর, কাসগঞ্জ, শাখা ও বেওর নামক স্থানে এটাবা শাখায় মিলিত হইয়াছে। তাহার পর শেখোয়াবাদ পার হইয়া দক্ষিণপূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের সহিত সমান্তরালভাবে গিয়া কাণপুর জেলার দক্ষিণে শিবরাজ ও জালসীপুর হইয়া যমুনায় পতিত হইয়াছে।

বেহারে শোণ ও গঙ্গার মধ্যে কএকটী খাল আছে। কলিকাতা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে একটী খাল গিয়াছে। এই সকল খাল হইতে বিশেষ উপকার হইয়াছে। যে যে স্থানে পূর্ব্বে জলাভাবে শস্য জন্মিত না, খালের জলে তাহাতে বেশ কৃষিকার্য্যের সুবিধা হইয়াছে। বৃষ্টি না হইলেও খালের জলে কৃষিকার্য্য চলিতে থাকে।

গঙ্গার মাহাত্ম্য এবং প্রভাব ক্রমশই বাড়িয়াছে। এক গঙ্গা হইতে কত লোকের যে জীবনোপায় হইতেছে, তাহার সীমা নাই। জগতের কোন নদীর তীরে এত তীর্থ নাই।

যেখানে আসিয়া গঙ্গা সাগরে মিলিত হন, তাহারই নাম গঙ্গাসাগরসঙ্গম। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই সঙ্গম হিন্দুজাতির অতি পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। (ভারত ৩৮৫ অঃ, হরিবংশ ১৬৮ অঃ) কিন্তু পূর্ব্বকালে এই সাগরসঙ্গম কোথায় ছিল, তাহা লইয়াই গোল। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, একসময়ে সাগরের স্রোত রাজমহল অবধি প্রবাহিত হইত, এরূপস্থলে স্বীকার করিতে হয়, এখনকার প্রায় দেড়শত ক্রোশ উত্তরে সাগরসঙ্গম ছিল, ২৪ পরগণা, নদীয়া, যশোর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলা তখন নদীগর্ভে অবস্থিত ছিল। মহাভারতে তীর্থযাত্রাপর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে—

“কৌশিকীতীর্থে (অর্থাৎ গঙ্গা ও কৌশিনদীর সঙ্গমে) রাজা যুধিষ্ঠির উপস্থিত হইয়া অনুক্রমে সমস্ত আয়তনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর পঞ্চশত নদীযুক্ত গঙ্গাসাগরসঙ্গম। সাগরের তীরে কলিঙ্গদেশ” (বনপর্ব্ব ১১৩ অঃ)

রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয়বর্ণনা পাঠ করিলে বোধ হয় তৎকালে বঙ্গ দেশের পশ্চিমাংশে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল, এবং উহার মধ্যে বড় বড় দ্বীপ ছিল। (রঘু ৪।৩৫—৩৬)

সপ্তম শতাব্দে হিউএন্‌সিয়াং কামরূপের প্রায় একশত ক্রোশ দক্ষিণে সমতট নামক স্থানে আগমন করেন। তাঁহার বর্ণনানুসারে এই স্থান বর্ত্তমান ঢাকাজেলার দক্ষিণাংশ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার বর্ণনায় এই সমতট সাগরের তীরে অবস্থিত।

কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায়—যে ললিতাদিত্য যখন গৌড়ে আগমন করেন, তখন গৌড়ের নিকট পূর্ব্ব সমুদ্র প্রবাহিত ছিল (রাজতরঙ্গিণী ৪র্থ তরঙ্গ।)

উপরোক্ত প্রমাণ ও অনুমান দ্বারা বোধ হয় যে সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গের অধিকাংশ সমুদ্রগর্ভে ছিল, সাগরসঙ্গমও অনেকটা উত্তরে ছিল।

বঙ্গবাসীরা এখন যাহাকে গঙ্গা বলিয়া থাকেন, তাঁহারই প্রকৃত নাম ভাগীরথী। ভৌগোলিকের মতে ইহা মূল গঙ্গা নয়, গঙ্গার একটী শাখামাত্র। গোয়ালন্দের দক্ষিণে গঙ্গা

হইতে এই শাখার উৎপত্তি। বর্ত্তমান মানচিত্রে দেখা যায়, গৌড়ের দক্ষিণ দিয়া পূর্ব্বমুখে গিয়া যে নদী পদ্মা নাম ধারণ করিয়া শেষে কীর্ত্তিনাশা নামে সাগরে মিলিত হইয়াছে, তাহাকেই প্রকৃত গঙ্গানদী বলিয়া বোধ হয়, এইজন্যই কৃত্তিবাস প্রভৃতি বঙ্গীয় কবিগণ গঙ্গাকে পদ্মার সহিত মিশাইয়া আবার গৌড়নগরের নিকট হইতে দক্ষিণদিকে গঙ্গাকে টানিয়া আনিয়াছেন। এরূপ করিবার তাৎপর্য্য কি? বোধ হয়, পূর্ব্বকালে এই গৌড়নগরের দক্ষিণে সাগরসঙ্গম ছিল, পরে গঙ্গার স্রোত ও সমুদ্র সরিয়া পড়ায় মূল গঙ্গা হইতে অনেক শাখা বাহির হইয়া কতক দক্ষিণ ও পূর্ব্বমুখী হয়। সমুদ্র সরিয়া যাওয়ায় ইহার মধ্যে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ পড়িয়া গেল, তাহাতেই বিস্তীর্ণ গাঙ্গেয় দ্বীপের উৎপত্তি। যেরূপ ভূভাগ হইল, তাহাও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। এই অংশে গঙ্গার গতি প্রত্যহই অল্প অল্প পরিবর্ত্তন হইতেছে। ৫০ বর্ষ পূর্ব্বে যেখান দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত এখন সেখানে আদৌ জল নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে ঠিক যেখানে সাগরসঙ্গম ছিল এখন সেখানে ভূভাগ।

২৪ পরগণার মধ্যে এইরূপ পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ দেখা যায়। এখন যে কালীঘাটে ক্ষুদ্রাকার আদিগঙ্গা প্রবাহিত, এক সময় সেই স্থান দিয়া প্রভূতসলিলা বিস্তীর্ণা ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল। এখনকার কালীঘাটের দক্ষিণ আর কিছুদূর গমন করিলে গঙ্গার গর্ত্ত ভিন্ন আর কোন নিদর্শন নাই। কিন্তু ৩।৪ শত বর্ষ পূর্ব্বের সেই সকল স্থান দিয়া স্রোতস্বতী গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। সাগরের সহিত এই গঙ্গার যোগ ছিল, বড় বড় নৌকা তাহার মধ্য দিয়া যাতায়াত করিত। তাহা বঙ্গীয় কবি কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গলের নিম্নলিখিত কএকটী কবিতা পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়—

"গাঙ্গের গাবর যত, বাহিতে বড়ই রত,
 ছাড়াইল দুর্জ্জন নগর।
গোঙ্গনা বাহিয়া চলে, কর্ণধার কুতূহলে,
 ধানাই বেতাই বৈল পাছে।
সারি গায় ছড়ি ছড়ি, কাকদ্বীপ সমর্পিত,
 ছাড়াইল বণিকের বাসে।
চীৎপোল পাছুয়ান, গঙ্গাধারায় করি স্নান,
 উপনীত হইল চক্রকোণ।
অম্বুলিঙ্গ মহাস্থান, সাহি যার উপমান,
 তথায় বান্ধিল বেশমান।
বামে বাড় দুর্গদুর, বাহিয়া শ্রাবাবিষ্ণুপুর,
 উপনীত হইল ঘরপ্রাপ্য।
সম্মুখে বারাবারঅদি, তরি যায় তরবুদি,
 বড় ক্ষেত্র বাহিল আনন্দে।
বারাসতে উপনীত, হইলা সাধু হরষিত,
 পূজিল ঠাকুর মহানন্দে।
বাহিল হাহুড়ি করি, চালাইল মধুকরি,
 খলটী করিল পাছু আর।
দুই দর্শাকরে ০ ০, বাহিয়া চলিবে ডিঙ্গা,
 বামে কাছা বরণ বিশাল।
সাধুঘাটা পাছে করি, সূর্য্যপুর বামে ভরি,
 চাপাইল বারুইপুরে আসি।
বিশেষ মহিমা বুঝি, বিশালাক্ষী দেবী পূজি,
 বামে তরি সাধু অপরাধি।
মালঞ্চ বহিল দূর, বাহিয়া কল্যাণপুর,
 কল্যাণমাধব প্রণমিল।
বারাসেক বড় গ্রাম, কি কাজ কহিয়া নাম,
 বড়দহঘাটে উত্তরিল।" (রায়মঙ্গল। ৩১।)

কালীঘাটের কিছুদূরে গিয়া আদিগঙ্গা অদৃশ্য হইলেও এখনও উক্ত স্থানবাসীগণ আপনাদিগকে গঙ্গাতীরবাসী বলিয়া পরিচয় দেন এবং গঙ্গাগর্ত্ত কাটাইয়া এখন যে সকল সরোবর হইয়াছে, তাহার জলও গঙ্গাতুল্য পবিত্র ভাবিয়া পূজাদি সকল কার্য্যে ব্যবহার করেন। এখন আদিগঙ্গা অর্থাৎ বহুদেশের প্রকৃত গঙ্গা সাগরে মিলিত নাই। এ আদিগঙ্গার এইরূপ অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিয়া প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন লিখিয়াছেন—
"প্রবাহমধ্যে বিচ্ছেদেহপ্যন্তঃসলিলবাহিত্বান্ন দোষঃ। অন্যথা ইদানীং গঙ্গায়াঃ সাগরগামিত্বানুপপত্তেঃ।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

যেখ যেখানে গঙ্গার প্রবাহ নাই সেখানে গঙ্গা অন্তঃসলিলা এরূপ স্বীকার করিলে কোন দোষ হয় না। না হইলে বর্ত্তমান সময়ে গঙ্গার সাগর-গমন অসিদ্ধ হইয়া পড়ে।

৩ হিমালয়ের কন্যা। ৪ নদী। "সপ্তগাঙ্গং" (স° কৌ°)। ৬ শরীরস্থ ইড়া নাড়ী। "ইড়া ভগবতী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী।" (হঠযোগপ্রদীপিকা ৩।১১০)

গঙ্গাকা (স্ত্রী) গঙ্গা এব গঙ্গা-স্বার্থে কন্‌-টাপ্ আকারস্য দ্বিকল্পেন হ্রস্বত্বম্ (অত্র বহুপুংবাচ্চ। পা ৭।৩।৪৮) গঙ্গা।

গঙ্গাক্ষেত্র (ক্লী) গঙ্গায়াঃ ক্ষেত্রং ৬তৎ। গঙ্গার তীর হইতে উভয়পার্শ্বে দুইক্রোশ পর্য্যন্ত স্থান।

"তীরাদ্‌ গব্যূতিমাত্রন্তু পরিতঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে।" (তন্ত্রপু°)

গঙ্গাগোবিন্দসিংহ, পাইকপাড়া-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও সুপ্রসিদ্ধ ওয়ারেণ হেষ্টিংসের দেওয়ান। তাঁহার, পিতার নাম গোরাচাঁদ।

গঙ্গাগোবিন্দ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে মাতগণ্য কুলীন রাজা লক্ষীধরের বংশে জন্মগ্রহণ করেন (১)। তিনি ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাধাগোবিন্দসিংহের স্থলাভিষিক্ত হইয়া মহম্মদ রেজার খাঁর সুবাদার মহম্মদ রেজাখাঁর অধীনে কানুনগোর কার্য্য করিতেন। মহম্মদ রেজাখাঁ পদচ্যুত হইলে, গঙ্গাগোবিন্দেরও কর্ম্ম যায়। তিনি কলিকাতায় আসিয়া কাশীনাথের আশায় অবস্থান করিতে থাকেন। ক্রমে তিনি গবর্ণর হেষ্টিংসের সুনজরে পড়িলেন। অতি অল্পদিন মধ্যেই কার্য্যদক্ষতা ও চতুরতাগুণে হেষ্টিংসের সকল কার্য্যের দেওয়ান হইলেন। কেহ কেহ বলেন, কান্তবাবুর যত্নেই গঙ্গাগোবিন্দ হেষ্টিংসের দেওয়ান হইয়াছিলেন।

দেওয়ান হইবার পর রাজস্ববিভাগের সমুদায় কর্ম্মের ভার তাঁহার উপর পড়িল। দেশীয় সকল ব্যক্তির নিকটই তিনি উৎকোচ লইতেন এবং তাঁহার হস্তে বড়লাট হেষ্টিংসও যথেষ্ট উৎকোচ পাইতেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে যে মাসে উৎকোচ লওয়া অপরাধে তাঁহার কর্ম্ম যায়। হেষ্টিংস ও বারওয়ালের শত চেষ্টাতেও সেবার আর বহাল থাকিতে পারিলেন না।

কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল, মন্সন সাহেবের মৃত্যুর পর হেষ্টিংসের একাধিপত্য বাড়িল। তিনি আবার ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ৮ই নবেম্বর গঙ্গাগোবিন্দকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলেন। এবার আর গঙ্গাগোবিন্দকে পায় কে? দেশের শত শত জমিদার, শত শত তালুকদার ও জমিদারের নায়েব গোমস্তা নজর লইয়া করযোড়ে সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান থাকিতেন। তখন এমন দশশালা বন্দোবস্ত ছিল না। কেবল পাঁচ বৎসরের মেয়াদী বন্দোবস্ত ছিল। সুতরাং মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে, গঙ্গাগোবিন্দ যাহার সহিত ইচ্ছা তাহার সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারিতেন। এই উচ্চ ক্ষমতা হাতে পাইয়া তিনি যেরূপ অত্যাচার, স্বদেশীর ও স্বজাতির যেরূপ অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। এই সময় তিনি কত শত ব্রহ্মত্র ও দেবত্র ভূমি অন্যায়পূর্ব্বক বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবল প্রতাপের সময়েই দিনাজপুরের রাজা ইহলোক পরিত্যাগ করেন, তাঁহার নাবালক পুত্রের রক্ষাভার গবর্ণমেণ্টের হাতে আসে। গঙ্গাগোবিন্দের যত্নে দেবীসিংহ সেখানকার কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া গমন করেন। এই সময় দেবীসিংহ দিনাজপুররাজের কতক জমিদারী অন্যায় করিয়া লইয়া গঙ্গাগোবিন্দকে প্রদান করেন। এইরূপে অল্পদিন মধ্যেই গঙ্গাগোবিন্দ বঙ্গদেশ মধ্যে মাতগণ্য একজন প্রধান ব্যক্তি হইয়া পড়িলেন। এমন কি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অবধি গঙ্গাগোবিন্দকে ভয় করিয়া চলিতেন। তিনি আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজা করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার মধ্যম পুত্র তাহাতে বাধা দেন। এই সময় স্বয়ং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গাগোবিন্দকে লিখিয়াছিলেন—

"দরবার অসাধ্য পুত্র অবাধ্য
কেবল ভরসা গঙ্গাগোবিন্দ।"

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় একটী রাজস্বসমিতি (Committee of Revenue.) স্থাপিত হয়, এই সময় হইতে ক্ত কর্ণওয়ালিসের আগমনকাল পর্য্যন্ত রাজস্ববিভাগে গঙ্গাগোবিন্দই এক প্রকার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িয়াছিলেন। উৎকোচপ্রিয় হেষ্টিংস্ গঙ্গাগোবিন্দের মত না লইয়া কোন কার্য্যই করিতেন না। এই সময় গঙ্গাগোবিন্দ নানাপ্রকার অন্যায় পথ অবলম্বন করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। শুনা যায়, তিনি আপনার মাতৃশ্রাদ্ধে যায় কোর লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন, সেরূপ মহাশ্রাদ্ধ বঙ্গদেশে আর কখনও হয় নাই। এই শ্রাদ্ধে বঙ্গদেশের সকল রাজা রাজড়া ও প্রধান জমিদারগণ উপস্থিত ছিলেন। সেই শ্রাদ্ধে কৃষ্ণনগরাধিপতি রাজা শিবচন্দ্র তাঁহার বাটীতে আহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। [কান্দী দেখ।]

হেষ্টিংস্ কর্ম্মত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন। গঙ্গাগোবিন্দও পদচ্যুত হইলেন। প্রসিদ্ধ বাগ্মী এড্‌মণ্ড্ বার্ক যখন বিলাতে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় হেষ্টিংসের বিপক্ষে বক্তৃতা করেন, সেই সময় তাঁহার মুখে গঙ্গাগোবিন্দের বিস্তর নিন্দাবাদ প্রকাশ পায়। গঙ্গাগোবিন্দ প্রথমে অনেক জমিদারের সর্ব্বনাশ করিলেও উত্তরকালে অনেক সৎকীর্ত্তি করিয়াও গিয়াছেন।

গঙ্গাচিল্লী (স্ত্রী) গঙ্গাস্থিতা চিল্লী। চিল্লবিশেষ, গাংচিল। পর্য্যায়—দেবটী, বিবধা, জলকুক্কুটী। (হারাবলী)

(১) উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের কুলাচার্য্যকারিকায় গঙ্গাগোবিন্দের পূর্ব্বপুরুষগণের পুরুষপরম্পরাক্রমে এইরূপ বংশাবলী পাওয়া যায়—১ম অনাদিবর সিংহ, ২ সুধাবর, ৩ বিভাকর, ৪ বরাহ, ৫ ভৈরব, ভোজন, ৭ এলন্, ৮ কায়স্থকণ্ঠ লক্ষীধর, ৯ করাতিয়া হাসসিংহ, ১০ বনমালী (কান্দীনিবাসী), ১১ কেশবসিংহ, ১২ রাজা বিনায়ক, ১৩ রাজা লক্ষীধর, ১৪ রত্নসিংহ, ১৫ গণপতি, ১৬ মদন শ্রীধর, ১৭ গোপাল, ১৮ রামচন্দ্র, ১৯ উদয়, ২০ গৌরীধর, ২১ বংশীদাস, ২২ হরেকৃষ্ণ, ২৩ গৌরাঙ্গ, ২৪ রাধাকান্ত ও গঙ্গাগোবিন্দ, ২৫ প্রাণকৃষ্ণ, ২৬ কৃষ্ণচন্দ্র (প্রসিদ্ধ লালাবাবু।) গঙ্গাগোবিন্দের উর্দ্ধতন ১২শ পুরুষে রাজা লক্ষীধর, ইনি উত্তররাঢ়ীয়কায়স্থসমাজের একজন সভাপতি ছিলেন। রাজা লক্ষীধরের অভিযুক্তগণ লক্ষীধর উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে সর্বত্র সমাদৃত এবং "কায়স্থকণ্ঠ" নাম প্রাপ্ত হন।

গঙ্গাজ (পুং) গঙ্গায়া জায়তে জন-ড। ১ ভীষ্ম।

"গঙ্গাজ! নবেষস্বপ্নাদিবেকুর্দগাক্ষয়ো নাম মহাবিহঙ্গঃ।" (ভারত ৪।৩৯ অঃ) [ভীষ্ম দেখ।] ২ কার্ত্তিকেয়। [কার্ত্তিক দেখ।]

গঙ্গাজল (ক্লী) গঙ্গায়া জলং ৬তৎ। গঙ্গার জল।

গঙ্গাটেয় (পুং) গঙ্গাতটে বাতি বা ক পৃষোদরাদিবৎ তকার, লোপে সাধুঃ। মৎস্যবিশেষ, চলিত কথায় চিংড়ী বলে। পর্য্যায়—গঙ্গামীন। (ত্রিকাণ্ড) "গঙ্গামীন" স্থলে 'গঙ্গাবিল' পাঠও দৃষ্ট হয়।

গঙ্গাতীর (ক্লী) গঙ্গায়া তীরং ৬তৎ। গঙ্গার গর্ভ হইতে ১৫০ হাত পর্য্যন্তকে গঙ্গাতীর বলে।

"সার্দ্ধহস্তশতং যাবৎ গর্ভতস্তীরমুচ্যতে।" (প্রায়শ্চিত্ত)

গঙ্গাদত্ত (পুং) গঙ্গয়াদত্তঃ ৩তৎ। ১ ভীষ্ম।

"সংগ্রহৃত্য বিজানীহি গঙ্গাদত্তমিমং সুতম্।" (ভারত১।৯৮অঃ) ২ স্তোত্রাবত-কর্ত্তা যুত একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি। ৩ চাতুর্বর্ণ্য, বিচার নাম গ্রন্থপ্রণেতা।

গঙ্গাদিত্য (পুং) কাশীর বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণে স্থিত আদিত্য-বিশেষ। ইঁহাকে দর্শন করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়।

"গঙ্গাদিত্যোঽস্তি তত্রাগ্রে বিশ্বেশাদ্দক্ষিণে স্থিতঃ।"

(কাশীখণ্ড ৫১ অঃ।)

গঙ্গাদাস, ১ ছন্দোগোবিন্দ নামক সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা। ২ উক্ত ছন্দোগোবিন্দ নামক গ্রন্থপ্রণেতার পিতা, গোপালদাসের পুত্র, অচ্যুতচরিতকাব্য ও ছন্দোমঞ্জরী নামক গ্রন্থকার। ৩ বেদান্তদীপিকা প্রণেতা। ৪ বাক্যপদী নামক ব্যাকরণ রচয়িতা। ৫ গোবিন্দের পুত্র, অপর নাম জ্ঞানানন্দ, ইনি সংস্কৃত ভাষায় তিলকখণ্ডপদ্যাদি রচনা করেন।

গঙ্গাদ্বার (ক্লী) গঙ্গায়া ভূম্যবতরণদ্বারং ৬তৎ। ইহার অপর নাম মায়াপুরী, ইহা হরিদ্বার নামেই বিখ্যাত। এই স্থানে গঙ্গা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। কাহারও মতে এই স্থানে দক্ষযজ্ঞ হয়। ঋষিগণ সর্ব্বদা এই স্থানে বাস করিতেন।

[হরিদ্বার দেখ]

গঙ্গাধর (পুং) গঙ্গাং ধরতি ধৃ অচ্ উপপদস°। ১ শিব। সূর্য্যবংশীয় ভগীরথের প্রার্থনায় শিব মাথায় গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার গঙ্গাধর নাম হইয়াছে।

গঙ্গাধর, ১ একজন প্রাচীন কোষকার। গদসিংহ ও রমানাথ কর্ত্তৃক "গঙ্গাধরকোষ" উদ্ধৃত হইয়াছে।

২ একজন প্রাচীন মাধ্যন্দিনীয় শাখাধ্যায়ী স্মার্ত্ত পণ্ডিত, রামাগ্নিহোত্রের পুত্র। ইনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে এই কয়খানি পাওয়া যায়—

কাত্যায়নসূত্রটীকা, কাত্যায়নসূত্রপ্রভাষ্য, আধানপদ্ধতি, পাকযজ্ঞপদ্ধতি, প্রয়োগপদ্ধতি, শ্রাদ্ধপদার্থসংগ্রহপদ্ধতি, সংস্কারপদ্ধতি।

৩ কাঠকাহ্নিক নামে গৃহ্যসংগ্রহকার।

৪ ইন্দুপ্রকাশ নামে শক্তেন্দুশেখরের টীকাকার।

৫ একজন উণাদিবৃত্তিকার।

৬ আচারতিলক নামক স্মৃতিসংগ্রহকার।

৭ চন্দ্রমানতন্ত্র নামে জ্যোতিঃশাস্ত্রকার।

৮ কায়স্থোৎপত্তি ও চাতুর্বর্ণ্যবিবরণ নামে সংস্কৃত গ্রন্থকার।

৯ তর্কদীপিকার একজন টীকাকার।

১০ তিথিনির্ণয় ও সর্ব্বতিথসন্ন্যাসনির্ণয়প্রণেতা এবং দায়ভাগের একজন টীকাকার।

১১ দেবতার্চ্চনবিধিরচয়িতা।

১২ ন্যায়কুতূহল ও ন্যায়চন্দ্রিকা প্রণেতা।

১৩ নির্ণয়মঞ্জরী নামক গ্রন্থকার।

১৪ একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ, ইনি সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণপরিভাষা, বৃত্তদর্পণ নামে ছন্দোগ্রন্থ ও শব্দপাঠ রচনা করেন।

১৫ প্রতিষ্ঠাচিন্তামণি ও প্রতিষ্ঠানির্ণয় নামক গ্রন্থকার।

১৬ বদরিকামাহাত্ম্যসংগ্রহরচয়িতা।

১৭ যোগরত্নাবলীপ্রণেতা।

১৮ ভারতীর একজন টীকাকার।

১৯ রসরত্নাকর নামে অলঙ্কারশাস্ত্ররচয়িতা।

২০ বল্লভতীর্থচিন্তামণি নামে সংস্কৃত কাব্যকার।

২১ বিধিরত্ন নামে ধর্ম্মশাস্ত্রকার।

২২ বিশেশ্বরভক্তিপারিজাত নামে গ্রন্থকার।

২৩ বেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ নামে দর্শনশাস্ত্ররচয়িতা।

২৪ হেমচন্দ্ররচিত ব্যাকরণদীপের 'ব্যাকরণপ্রভা' নামে টীকাকার

২৫ 'শাকুনীপ্রশ্ন' নামে একখানি শকুনশাস্ত্রপ্রণেতা।

২৬ ষোড়শকর্ম্মপদ্ধতি ও সংস্কারভাস্কর নামে সংগ্রহকার।

২৭ সঙ্গীতরত্নাকরের 'সঙ্গীতসেতু' নামে টীকাকার।

২৮ একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত, ইনি সামগ্রীবাদ নামে ন্যায়গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

২৯ সূর্য্যশতকের এক টীকাকার।

৩০ শ্রাদ্ধপদার্থসংগ্রহ ও স্মৃতিচিন্তামণিরচয়িতা।

৩১ ভাগনগরের কর্ণের সভায় একজন কবি, বিল্হণ ইঁহাকে কবিত্বে পরাজয় করেন। (বিক্রমাঙ্কচরিত ১৮।৯৬)

৩২ অপর নাম গঙ্গাধর। কুম্ভকোণনগরবাসী দিবাকরের পৌত্র, গোবর্দ্ধনের পুত্র ও বিষ্ণুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে এই কয়খানি পাওয়া যায়—

গ্রহলাঘববিবৃতি, তাজকসার, পঞ্চপক্ষীপ্রকাশ, পাটীলীলাবতী-বিবেক, পয়াশরপদ্ধতি, বর্ষফলতন্ত্র ও অহ্মাবৃত্তসাগরী নামে লীলাবতীর টীকা।

৩৩ ভৈরবদৈবজ্ঞের পুত্র, ইনি প্রশ্নভৈরব ও মুহূর্তভৈরব নামে জ্যোতিঃশাস্ত্র রচনা করেন।

৩৪ রামচন্দ্রের পুত্র ও বাজিকনারায়ণের ভ্রাতা। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে তত্ততীর্থে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে এই কয়খানি পাওয়া যায়—প্রকৃতি-বিকৃতিবাদকালবিবেক, প্রবাসকৃত্য, সর্বতোমুখপদ্ধতি।

৩৫ শিবপ্রসাদের পুত্র, সেতুসংগ্রহ নামে মুগ্ধবোধের টীকাকার।

৩৬ একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থকার। বীরেশ্বর মহাচ-কন্দের পৌত্র, সদাশিবের পুত্র এবং অদ্বৈতানন্দ যতির শিষ্য। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে এই কয়খানি পাওয়া যায়—

আচারাদিপ্রতিষ্ঠাপদ্ধতি, গঙ্গাস্তোত্র, তর্কচন্দ্রিকা, তীর্থ-কালিকা, তৈত্তিরীয়সারার্থচন্দ্রিকা, ধ্যানমঞ্জরী, নামকৌমুদী, নৈয়ায়িকবাদ, প্রপঞ্চসারবিবেক, ভাবসারবিবেক, মণিকর্ণিকা-স্তোত্র, মন্ত্রমঞ্জরী, মন্ত্রপ্রবোধদীপিকা, রামপদ্ধতি, বিষ্ণুসহস্রনাম, শারীরকসূত্রসারার্থচন্দ্রিকা।

গঙ্গাধর কবিরাজ, বঙ্গের একজন অসাধারণ পণ্ডিত। ১২০৫ বঙ্গাব্দে (১৭২০ শকাব্দ) ২৫এ আষাঢ় কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে যশোহর জেলার মাগুরা গ্রামে গঙ্গাধর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কবিরাজ ভবানীপ্রসাদ রায়। গঙ্গাধর ৫ বৎসর বয়সকালে গুরুভূমির গোপীকান্ত চক্রবর্তীর নিকট বিদ্যারম্ভ করিয়া ১০ম বর্ষ পর্যন্ত তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করেন। সেই চক্রবর্তী মহাশয় ছাত্রের মেধা ও স্বভাব-চরিত্র দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ভবানীপ্রসাদকে বলেন, "গঙ্গাধর বিখ্যাত কবিরাজ এবং পণ্ডিত হইবে।" গোপীকান্তের সুলক্ষণ পরীক্ষার যে বিশেষ-শক্তি ছিল বলা বাহুল্য। তৎপরে গঙ্গাধর তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র নন্দকুমার সেনের নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের কিয়-দংশ পাঠ করেন এবং অবশিষ্ট মাণিক্যচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট সমাধা করেন। তৎপরে ঐ যশোহরের বাজইখালি গ্রামনিবাসী রামরত্নচূড়ামণির নিকট অভিধান, অলঙ্কার, কাব্য ইত্যাদি পাঠ করেন। পরে প্রায় ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাজশাহীর (বৈদ্য) বেলঘরিয়া গ্রামনিবাসী রাম-কান্ত সেনের নিকট আয়ুর্বেদীয় চরকাদি গ্রন্থ পাঠ করেন। তাঁহার পাঠাবস্থায় নিয়ম ছিল, প্রত্যহ ১০ পাতা পুথি পাঠ লইতেন এবং তাহা অভ্যাস করিয়া মনে দৃঢ়াঙ্কিত করণার্থ এবং লিপিকার্য্যে পটুতা সম্পাদনার্থ প্রত্যহ সেই ১০ পাতা লিপিবদ্ধ করিতেন। এই নিজের পাঠের মধ্যে রামকান্ত-অধ্যাপকের অন্যান্য ছাত্রগণকে ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্যাদির পাঠ দিতেন। এই সময়ে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের একখানি টীকা করিয়াছিলেন।

এই স্থানে আয়ুর্বেদের পাঠ সমাপ্ত করিয়া নাটোর নগরে গমন করেন, তথায় তাঁহার পিতা কবিরাজ ভবানী-প্রসাদ রায়, নাটোর মহারাজের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। সেই সময়ে নাটোর রাজধানীতে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রসিদ্ধ অধ্যাপক আসিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গাধরের বাল্যাবস্থায় লিখিত টীকার কিয়দংশ পাঠ করিয়া ভবানীপ্রসাদকে বলেন, "ইহা অতি প্রাচীন টীকা কোথায় পাইলেন? এ টীকা প্রচার নাই।" ইহা শুনিয়া ভবানীপ্রসাদ একটু হাসিলেন। তাহাতে অধ্যাপক বড় বিরক্ত হইলেন দেখিয়া হাস্যের প্রকৃত কারণ প্রকাশ করিলেন। উহা তাঁহার সন্তানের প্রণীত শুনিয়া অধ্যাপক অবাক্ হইলেন এবং গঙ্গাধরকে বহু আশীর্বাদ করিলেন। গঙ্গাধর নাটোরে পিতার নিকট অল্প দিন থাকিয়াই কলিকাতা গমন করেন। তখন কলিকাতা ইংরাজী-বিদ্যার সমাদরে অন্ধ, এবং পাশ্চাত্য ডাক্তারীর বিশেষ পক্ষপাতী, সুতরাং তথায় তাঁহার বিদ্যাবর্দ্ধন ও ব্যবসায় বিস্তারের বিশেষ সুবিধা বুঝিলেন না। মুর্শিদাবাদ প্রাচীন রাজধানী, দুর্দশাগ্রস্ত হইলেও সেখানে বহু অধ্যাপকের বাস, সংস্কৃতের চর্চা এবং আয়ুর্বেদোক্ত চিকিৎসার সমাদর প্রচুর আছে শুনিয়া সেখানে সৈদাবাদে আগমন করেন। তখন তাঁহার বয়স ২১ বৎসর।

গঙ্গাধর সেই অল্প বয়সে প্রধান প্রধান চিকিৎসক ও অধ্যা-পকের সহিত বাদানুবাদ দ্বারা স্বীয় মত স্থাপন করায় এবং বহুবিধ উৎকট রোগগ্রস্তকে আরোগ্য করায় নানা স্থানে বহু-দেশে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তির পরিচয় হইতে লাগিল।

ইনি বাল্যকালে পাঠাবস্থায় মুগ্ধবোধের যে টীকা প্রণ-য়ন করেন, যে টীকা দেখিয়া একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক নাটোরে অধিক প্রশংসা করেন, সেই টীকার শ্লোক-সংখ্যা ১০ সহস্র। তৎপরে বোপদেব গোস্বামী তাঁহার মুগ্ধবোধের যে অংশ শেষ করিয়া যান নাই, সেই অংশ সমাধা করিয়া (পূর্বোক্ত টীকা ব্যতীত) সমগ্র মুগ্ধবোধের পুনরায় টীকা করেন। ব্যাকরণের এই দুইখানি টীকাই তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধির প্রথম, অদ্বিতীয় ও অদ্ভুত কীর্তি। প্রথম টীকার শ্লোক-সংখ্যা ১০ সহস্র এবং দ্বিতীয়ের সংখ্যা তদপেক্ষা অধিক।

ঐ সময়ে তিনি দুইখানি মহাকাব্য লেখেন, একখানির নাম "লোকালোকপুরুষীয়," অপরখানির নাম "দুর্গবধ-কাব্য।" তাঁহার ব্যাকরণাদি পাঠ শেষ হইলে আয়ুর্বেদ পাঠকালেও যে পুরাণাদি বহু গ্রন্থানুশীলন করিতেন, উল্লিখিত দুইখানি কাব্যরচনাই তাহার প্রমাণ।

বুদ্ধিমান্ ও মেধাবী ব্যক্তি যে দিকে বুদ্ধিচালনা করে, তাহাতেই পারদর্শিতা এবং উন্নতিপ্রদর্শনে সমর্থ হইতে পারে। গঙ্গাধর চিত্রবিদ্যারও সেবা করিয়া যথাযথ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠনেও তাঁহার সুপটুতা ছিল। তাঁহার পিতা দুর্গোৎসব করিতেন, কোন বৎসর প্রতিমানির্ম্মাতার মৃত্যু হইলে সে বৎসরের প্রতিমা গঙ্গাধর নিজেই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

চরকসংহিতার চক্রদত্তকৃত একখানি টীকা আছে। চক্রদত্ত কেবল চিকিৎসাস্থানের কথা লইয়া যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, দর্শনঘটিত স্থানসমূহের কোন কথাই লেখেন নাই। কিন্তু গঙ্গাধর বিশদরূপে সমস্ত চরকের ব্যাখ্যা এবং পূর্ব্ব টীকাকারের যে যে স্থানে দোষ লক্ষিত হইয়াছে, তৎসমুদায় সংশোধন করিয়া বাইশ হাজার শ্লোকে চরকসংহিতার "জল্পকল্পতরু" নামে টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

তিনি উপরোক্ত গ্রন্থ ব্যতীত তৈত্তিরীয় প্রভৃতি তিনখানি উপনিষদেরও ভাষ্য, শারীরকসূত্রব্যাখ্যান, ঈশ্বরগীতা ও ভগবদ্গীতাব্যাখ্যান; সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক ও পাতঞ্জলদর্শনের ভাষ্য, গোভিলগৃহ্যসূত্রের ভাষ্য, অগ্নিপুরাণোক্ত আয়ুর্ব্বেদের ভাষ্য, অগ্নিপুরাণোক্ত অলঙ্কার অবলম্বন করিয়া প্রাচ্যপ্রভা নামে অলঙ্কারশাস্ত্র, কৌমার ব্যাকরণের ব্যাখ্যা, পাণিনির কাত্যায়নবার্ত্তিকের উদ্ধার নামে বৃত্তি, শাণ্ডিল্যসূত্রব্যাখ্যা, মনুসংহিতার প্রমাদভঞ্জনী নামে টীকা, পরাশর যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতার চূর্ণক, ত্রিকাণ্ডশব্দশাসন ও ত্রিসূত্রব্যাকরণ নামে পদ্যে দুইখানি ব্যাকরণ, দুষ্যার্জ্জুনির টীকা, শিখণ্ডীপ্রাদুর্ভাব নামে আখ্যায়িকা, ধর্ম্মোদয় নামে চিত্রকাব্য, চৈতন্যাষ্টক, গোবর্দ্ধনবর্ণন, রাধাকৃষ্ণবর্ণন ও ভাগবতবিচার প্রভৃতি সর্ব্বশুদ্ধ ৮০ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

গঙ্গাধর শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্যাসদেব প্রণীত মহাপুরাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, এই জন্য নিজ মত সমর্থ শাস্ত্রীয় ও যুক্তিমূলক প্রমাণ দিয়া একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থখানির জন্যই বৈদ্যকুলতিলক গঙ্গাধর বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বিষনয়নে পড়েন। এই জন্যই বিষ্ণুদ্বেষী বলিয়া কেহ কেহ তাঁহার নিন্দা করিতেন। তিনি দেব ও দর্শনকারীর কথাবার্ত্তায় মহাদেবের প্রাধান্য স্থাপনে প্রয়াস পাইতেন। তাই অনেকের বিশ্বাস তিনি শৈব ছিলেন। বাস্তবিক তিনি বিষ্ণুদ্বেষী ছিলেন না, তৎকৃত গোবর্দ্ধনবর্ণন ও রাধাকৃষ্ণবর্ণনই তাহার প্রমাণ। তাঁহার অন্তিমকালে পরিচয় হইল যে তিনি মহাশক্তির উপাসক।

সময়ে সময়ে তিনি সামাজিক বিষয়েও অনেক অনুশীলন করিতেন। তিনি "বহুবিবাহরাহিত্য" "বিধবাবিবাহ প্রতিষেধ" ইত্যাদি সম্বন্ধে কএকখানি বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনি অম্বষ্ঠ জাতিকে ব্রাহ্মণ করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। বৈদ্যজাতীয় অনেক ব্যক্তি তাঁহার মতানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন।

১২৯২ সালে (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে) ১৯এ জ্যৈষ্ঠ সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাধর কবিরাজ সূর্য্যকুণ্ডযোগ গঙ্গাগর্ভে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে নিজের নাড়ীর গতি অনুভব করিয়া ও জ্যোতিষশাস্ত্রে গণনায় স্থির বুঝিয়া, বলিয়াছিলেন, "আগামী কল্য আমি কেবল গঙ্গাজল পান করিয়া থাকিব। কারণ কল্য ৩০ দণ্ড পরে আমার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে।"

মরণের পূর্ব্বে "আমার চরক" কেবল এই কথাটি বলিতে না বলিতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হয়, চরক সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয়ের শেষ অভিলাষ আর ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, চরকের টীকাই তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি, এই জন্য সমস্ত বৈদ্যসমাজ তাঁহার নিকট চিরঋণে আবদ্ধ।

গঙ্গাধরকাথ (পুং) ঔষধবিশেষ। কাঁচড়াপাক, দাড়িম, জাম, পানীফল, বেলশুঁঠ, বালা, মুতা ও শুঁঠ কাথ প্রস্তুত করিবার প্রণালীতে ইহাদের কাথ করিয়া সেবন করিলে অন্নের ন্যায় ভেদ হইলে তাহাও প্রশমিত হয়।

গঙ্গাধরচূর্ণ (ক্লী) গঙ্গাধরাখ্যং চূর্ণং ব্যালো°। জীর্ণাতিসাররোগনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী— ধাইফুল, আমলকী, পয়োধর (কেশুর), আকনাদি, জোয়াক, যষ্টিমধু, শ্রী (বিল্ব), জম্বু ও আম্রবীজ, ভণ্ট, বেল, বালা, লোধ, কূটজ ইহাদের প্রত্যেক সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিয়া মিশাইবে। ইহাকে গঙ্গাধরচূর্ণ বলে। চাউল ধোয়া জলের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে জীর্ণাতিসার রোগের প্রতীকার হয়। (বৈদ্যক)

গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী, বঙ্গদেশীয় একজন স্মার্ত পণ্ডিত। ইনি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বার্থদীপিকা রচনা করেন।

গঙ্গাধরদেব, উড়িষ্যার একজন রাজা। [উৎকল দেখ]

গঙ্গাধরনাথ, রসসারসংগ্রহ নামে বৈদ্যক গ্রন্থকার।

গঙ্গাধর ভট্ট, ১ বিবৃতিকৌমুদী নামে [illegible] টীকাকার।
২ ভাট্টচিন্তামণি নামে মীমাংসাসূত্রের টীকাকার।

৩ হালরচিত সপ্তশতীর সপ্তশতকভাবলেশপ্রকাশিকা নামে টীকাকার।

গঙ্গাধর যতি, একজন বিখ্যাত বৈদান্তিক। রামচন্দ্র সরস্বতীর শিষ্য, সর্ব্বজ্ঞ সরস্বতীর প্রশিষ্য এবং যোগবাশিষ্ঠতাৎপর্য্য-প্রকাশরচয়িতা আনন্দবোধেন্দ্র সরস্বতীর গুরু। ইনি গঙ্গাধর ভিক্ষু, গঙ্গাধর সরস্বতী অথবা গঙ্গাধরেন্দ্রযতি নামেও আপনার পরিচয় দিয়াছেন। ইনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে এই কয়খানি পাওয়া যায়—

চন্দ্রিকোত্তর নামে বেদান্তসিদ্ধান্তচন্দ্রিকার টীকা, প্রণব-কল্পপ্রকাশ, বেদান্তসিদ্ধান্তমঞ্জরী ও প্রকাশ নামে তাহার টীকা, স্বারাজ্যসিদ্ধি ও বোধ নামে তাহার টীকা, সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ ও তাহার টীকা, স্বারাজ্যসিদ্ধি ও কৈবল্যকল্পদ্রুম নামে তাহার টীকা। শেষোক্ত গ্রন্থখানি ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।

গঙ্গাধর বাজপেয়িন্, অ বলিকর্ম্মসংগ্রহ ও রসিকরঞ্জিনী নামে অলঙ্কারশাস্ত্ররচয়িতা।

গঙ্গাধর শর্ম্মা, মুগ্ধবোধের একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার।

গঙ্গাধরশাস্ত্রী, রুক্মাঙ্গদচম্পূপ্রণেতা। ইহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া বরদার রাজ্যপরিচালক (Regent) ও গাইকোবাড়ের ভ্রাতা ফতেসিংহ ইহাকে নিজের প্রধান কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করেন। চতুরবুদ্ধি ও দক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া রেসিডেণ্ট লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল ওয়াকার ইহাকে বরদার প্রধানমন্ত্রী পদ প্রদান করেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে পেশবা বাজীরাও পুণার গাই-কোবাড়ের রেজেণ্টে গোলযোগ হওয়ায় ইনি স্থির হিসাব নিকাশ দিবার জন্য পুণা যাত্রা করিলেন। গাইকোবাড় পেশবার চরিত্র ও বিশ্বাসঘাতকতায় সন্দিগ্ধ হইয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে সংবাদ করেন। গঙ্গাধর পুণায় পৌঁছিলে পেশবা তাঁহাকে সমাদরে আহ্বান করিলেন ও কিছুদিন তাঁহাকে পুণায় থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পরে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে পেশবা পণ্ঢরপুরে তীর্থযাত্রা করিলে গঙ্গাধরকেও সঙ্গে লইয়া যান। তথায় ১৪ই জুলাই সায়ংকালে ত্রিম্বকজী পেশবার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহাকে বিঠোবার মন্দিরে লইয়া গেলেন। আরাধনান্তে গঙ্গাধর পেশবার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অনন্তর যখন তিনি বাসায় প্রত্যাগত হইতেছেন, এমন সময়ে পথে ত্রিম্বকজী কর্তৃক রক্ষিত গুপ্তহত্যাকারীর হস্তে নিহত হন।

গঙ্গাধরসরস্বতী [গঙ্গাধর যতি দেখ]

গঙ্গাধরসূরি, রাধাকুতূহল নামক সংস্কৃত কাব্যপ্রণেতা।

গঙ্গাধরেন্দ্র [গঙ্গাধর যতি দেখ]

গঙ্গাপত্রী (স্ত্রী) গঙ্গাবৎ পবিত্রং পত্রমস্যাঃ বহুব্রী। ততঃ ঙীপ্। বৃক্ষবিশেষ, ইহার পত্র অতিশয় সুগন্ধি। চলিত কথায় গন্ধপত্রা বা গন্ধপাতা বলে। ইহার পর্য্যায়—পত্রী, সুগন্ধা, গন্ধপত্রিকা। ইহার গুণ কটু, উষ্ণ, বাতশ্লেষ্মহর ও ব্রণের রক্তশোধনকারী। (রাজনি°)

গঙ্গাপাদজ (পুং) স্বর্ণপত্রশাক, বনপালঙ্গ। (বৈদ্যক)

গঙ্গাপুত্র (পুং) গঙ্গায়াঃ পুত্রঃ ৬তৎ। ১ ভীষ্ম। ২ কার্ত্তিক। ৩ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। চলিত কথায় মুর্দ্দাফরাস বলে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে লেট জাতীয় পুরুষের ঔরসে ও তীবর জাতীয় কন্যাতে এই জাতির প্রথমে উৎপত্তি হয়।

"লেটাৎ তীবরকন্যায়াং গঙ্গাপুত্র ইতি স্মৃতঃ।" (ব্রহ্মবৈ°)

ইহারা সর্ব্বদা গঙ্গাতীরে থাকিয়া মৃতের সৎকারে সাহায্য করে বলিয়া উহাদের নাম গঙ্গাপুত্র হইয়াছে।

৪ কাশী প্রভৃতি স্থানে গঙ্গাতীরে কোন ক্রিয়া করিতে হইলে যে ব্রাহ্মণ তাহা সম্পন্ন করান তাহাকেও গঙ্গাপুত্র কহে। ইহারা তীর্থযাত্রীদিগকে দেখাইয়া দেন যে তীর্থাদির কোন্ স্থানে কি কি ক্রিয়া করিতে হয়। সেখানে তীর্থযাত্রিগণ গঙ্গাপুত্রকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করেন না। গঙ্গাঘাটের সকল গঙ্গাপুত্র অগ্রে যাত্রীদিগের হস্তে কুশ ও গঙ্গাজল দিয়া মন্ত্র বলিতে থাকেন। তাহার পর সকলে গঙ্গাস্নান করেন। স্নানের পর সকল যাত্রীর কপালে চন্দনের ফোঁটা দেন। যাত্রীরা তখন তাহাকে অর্থাদি দিয়া বিদায় করেন। কাশীতে গঙ্গার ঘাটে গঙ্গাপুত্রগণের স্ব স্ব স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই স্থানে যে যাত্রী আসিবে তাহাকে সেই গঙ্গাপুত্র অধিকার করিবে। অনেক ব্রাহ্মণও গঙ্গাপুত্রের কাজ করিয়া থাকেন। গঙ্গাপুত্রগণ অন্য অন্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর। ধর্ম্ম ধ্বজ ছলে ইহারা যাত্রী-দিগের অনেক অর্থ শোষণ করিয়া লয়। পাণ্ডাদিগের সহিত ইহাদের আদান প্রদান চলে।

৫ পাটনীদিগের উপাধি।

গঙ্গাপুর, ১ রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুররাজ্যের একটী নগর। ইহার জনসংখ্যা ৫৮৮০। ২ সারণ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ইহার জনসংখ্যা ২৬৬৬।

(গঙ্গাপুর) ৩ ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত একটী করদ-রাজ্য। অক্ষা° ২১° ৪৭´ ৫´´ ও ২২° ৩২´ ২০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৩° ১০´ ১৫´ ও ৮৫° ৩৪´ ৩৫´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে লোহারডাগা ও যশপুর করদরাজ্য, দক্ষিণে বোনাই, সম্বলপুর ও বামড়া, পূর্ব্বে সিংহভূম ও পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত রায়গড় প্রদেশ। ইহার ক্ষেত্রফল ২৪৮৫ বর্গমাইল। ইহাতে ৮০১টী গ্রাম আছে। লোকসংখ্যা লক্ষাধিক হইবে। গাঙ্গপুর

রাজ্য একটী সমতল অধিত্যকা, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৬৮ হস্ত উচ্চ। মধ্যে পাহাড় ও উচ্চ গিরিশৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ছোটনাগপুরের উচ্চ উচ্চ ভূমি হইতে গাঙ্গপুরের ভূমি ক্রমশঃ ঢালু হইয়া আসিয়াছে। দক্ষিণে মহাবীরপর্ব্বতশ্রেণী। এই পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ভূঁইয়া প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বিশেষ ভক্তি করে। পর্ব্বতের নিম্নভাগে একটী দহ বা কুণ্ড আছে। উহাতে লোকে পূজা দিয়া আসে। গাঙ্গপুরের পাহাড়ের মধ্যে মউ নামক পাহাড় ১১৯০ হাত, নদিয়াবীর ৯৭০ হাত, বিলপাহাড়ী ৮৮৮ হাত ও সাতপাহাড়ী ৯১৪ হাত উচ্চ। গাঙ্গপুরে কএকটী নদীও আছে। ইব নামক নদী যশপুর হইতে বাহির হইয়া সম্বলপুরে গিয়া মহানদীতে মিশিয়াছে। লোহারডাগা হইতে শঙ্খনদী ও সিংহভূম হইতে দক্ষিণে কোয়েল নদী আসিয়া গাঙ্গপুরে পূর্ব্বভাগে মিশিয়া ব্রাহ্মণী নামধারণ করিয়া কটকজেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। যে স্থানে কোয়েল ও শাখা মিশিয়াছে, তাহা অতি রমণীয় স্থান। প্রবাদ আছে, এই স্থানে মহর্ষি পরাশরের সহিত মৎস্যগন্ধার মিলন হয়। বর্ষাকালে এই সকল নদী দিয়া নৌকাদি গমনাগমন করে। ইব নদীর বালুকা মধ্যে সময় সময় হীরকখণ্ড ও স্বর্ণকণা পাওয়া যায়। ঝোড়াগণ জাতি বালুকাধৌত করিয়া স্বর্ণ বাহির করিয়া থাকে। গাঙ্গপুরের দক্ষিণ হিঙ্গির প্রদেশে পাথুরে কয়লার স্তর দেখা গিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা খনন করা হয় নাই। রাঁচি হইতে সম্বলপুরে যাইবার পথে স্থানে স্থানে চূণাপাথর দেখিতে পাওয়া যায়।

নানা বিভাগে শালবন আছে। এই বন হইতে শালকাষ্ঠ কাটিয়া মহানদী দিয়া অনায়াসে আনা যাইতে পারে। জঙ্গলের মধ্যে লাক্ষা, তসর, রেশম, রজন, খয়ের প্রভৃতি পাওয়া গিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকার গাছগাছড়া ও ঔষধ পাওয়া যায়। বনভূমি ব্যতীত অনেকস্থান পতিত রহিয়াছে, তাহাতে কেহ শস্য উৎপাদন করে না। বন মধ্যে ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, নেকড়েবাঘ, বনকুকুর, বাইসন ও সম্বর প্রভৃতি অনেক দেখা যায়। বর্ষাকালে নদীতে সর্পের কিছু আধিক্য হয়। হাঁটিয়া নদী পার হইবার সময় নাকি এই সকল সর্প লোকের পা জড়াইয়া ধরে, পরে তাহাকে ডুবাইয়া দিয়া মস্তকের মৃত ভক্ষণ করে।

গাঙ্গপুরের ভূমি উর্ব্বরা। ইব নদীর উপত্যকা বিশেষ শস্যশালী। এখানে চাউল, ইক্ষু, সরিষা, তিসি ও তামাক জন্মিয়া থাকে। তামাক অল্প জন্মে, কিন্তু যাহা হয়, তাহা অতি উৎকৃষ্ট। ইক্ষু প্রচুর, গুড়ও উৎকৃষ্ট। অনেক দূরের লোকে এই গুড় আদর করিয়া লইয়া যায়। দেশে দ্রব্যাদি সুলভ। কৃষকদিগের অবস্থাও ভাল। এখানকার রাজা ও জমিদারগণ প্রজাদিগকে প্রথম তিনবৎসর বিনা খাজনায় বাস করিতে দেন। তাহার পর বাৎসরিক ১।০ টাকা করিয়া খাজনা দিতে হয়। অনেক জমি চাকরাণ বিলি আছে। জমির দখলের জন্য সৈনিকবৃত্তি করিতে হইত, কিছু কিছু খাজনাও দিতে হইত। এখন খাজনাও দিতে হয়, চাকরিও করিতে হয়। রাজা যখন কোথাও গমন করেন, গ্রামের মণ্ডলগণ নায়করূপে ও সাধারণ প্রজা পাইকরূপে তাঁহার সহিত গমন করে। এই সময়ে কতক লোক বন্দুক ও কতক টাঙ্গি ও তীর ধনুক লইয়া চলে। দ্রব্যাদি মহার্ঘ হওয়াতে পূর্ব্বে যে হারে খাজনা লওয়া হইত, এখন অজ্ঞাতভাবে প্রজাকে পূর্ব্বহারের প্রায় দ্বিগুণ দিতে হয়। কিন্তু লোকে তাহাকে খাজনা বৃদ্ধি বলিয়া মনে করে না। খাজনার হিসাব স্বতন্ত্র থাকে। অজ্ঞাতভাবে যাহা দিতে হয়, তাহাকে 'মাজন' বলিয়া থাকে। পাইকগণ নায়ককে খাজনা দেয়।

আর একপ্রকার প্রজা আছে, তাহাদিগকে গাঁওতিয়া কহে। ইহাদিগকে রাজসরকারে কোন কর্ম করিতে হয় না। তিন হইতে পাঁচবৎসরের জন্য ইহাদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিতে হয়। ইহারা গ্রামকে গ্রাম লইয়া প্রজা বিলি করে। কতক জমি 'বগরা' বা লাখেরাজ করিয়া নিজেরা রাখে। রাইয়তদিগের নিকট হইতে খাজানার টাকা আদায় হইয়া বরং লাভ হইয়া থাকে। মিয়াদ ফুরাইলে নূতন পাট্টা লইবার সময় গাঁওতিয়াকে সেলামী স্বরূপ কিছু টাকা দিতে হয়। গাঁওতিয়াগণের সহিত সাধারণ প্রজার অপর কোন সম্বন্ধ নাই। তবে গাঁওতিয়াগণের যে বগরা বা লাখেরাজ জমি থাকে, তাহার আবাদের জন্য প্রজাকে সাহায্য করিতে হয়। যে জমিতে ফসল হয়, গাঁওতিয়াদিগকে তাহার জন্য বিঘা প্রতি তিন আনা খাজনা দিতে হয়। এই বিঘার পরিমাণ জমির দৈর্ঘ্য প্রস্থ মাপ করিয়া হয় না। বীজ বোনা হইলে তাহা দেখিয়া একটা আন্দাজ করিয়া লওয়া হয়। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ উপলক্ষে রাজবাটিতে 'মাজন' দিতে হয়। গাঁওতিয়াগণ প্রায়ই ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, তেলি বা আগরিয়াজাতীয় লোক।

গাঙ্গপুরের স্থানে স্থানে গ্রাম্যদেবতা আছেন। তাঁহাদের পূজার জন্য পুরোহিত আছেন। উহারা কালো, বৈগা, ঝাকর অথবা পাহন নামে অভিহিত। তাহারা প্রায়ই অনার্য্য জাতীয় লোক। সম্মানে গাঁওতিয়া বা

সারক হইতে ভিন্ন। পীড়া লইয়া বিবাদ হইলে তাহারা মিটাইয়া দেয়। নিকটস্থ বন ও পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে তাহারাই পরিতুষ্ট করে। কাহাকেও ডাইনে খাইলে, অথবা কাহাকেও কেহ যাদু করিলে তাহার বিচারের ভার উক্ত পুরোহিতের প্রতি অর্পিত হয়। কথিত আছে, ইংরাজ আমলের পূর্ব্বে সুয়াদি নামক স্থানের কালীমন্দিরে তিন বৎসরান্তর নরবলি হইত।

রাজার খাসে যে যে গ্রাম আছে সেখানে নায়কগণ পাইকের সাহায্যে পুলিসের কার্য্য করে। গাঁওতিয়াগ্রামে গাঁওতিয়ারা গোঁড়াইত বা চৌকিদারের সাহায্যে পুলিসের কার্য্য করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে গাঙ্গপুর মহারাষ্ট্রদিগের অধিকারে ছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে দেবগাঁও সন্ধিপত্রানুসারে নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোঁস্লা এই রাজ্যটী ইংরাজদিগকে অর্পণ করেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা আবার তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করেন। মধুজী ভোঁস্লা বা আপাসাহেবের সহিত ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের যে সন্ধি হয়, তাহাতে কিছুদিনের জন্য এই স্থান ইংরাজ গবর্ণমেন্টের হস্তে আসে। শেষে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের সন্ধিতে ইহা একেবারে ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে অর্পণ করা হয়। মুসলমান, মহারাষ্ট্র অথবা ইংরাজ যাহার হস্তেই থাকুক গাঙ্গপুরে একজন অধীনস্থ রাজা অনেক কাল হইতে আছেন। কথিত আছে, উড়িষ্যার কেশরীবংশের কোন ব্যক্তি আসিয়া এখানে রাজত্ব করিতেন। ক্রমে তাঁহার বংশ লোপ পাইলে সিরগুজা বা শঙ্খকোটের শিখর-রাজবংশের একটী শিশু সন্তান চুরি করিয়া আনিয়া গাঙ্গপুরের রাজপদে অভিষিক্ত করা হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে দুইজন ডাইনীকে বিনাশ করিয়াছিলেন বলিয়া রাজা রঘুনাথশিখর ইংরাজ আদালতে অভিযুক্ত হইয়া পদচ্যুত হন। রাঁচিতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া রাখা হয়। রাণী রাজকার্য্য পরিচালন করেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্য্য গাঙ্গপুরের দুইজন আমীনদারের প্রতি অর্পিত হয়। ইব নদীর তীরে সুয়াদি নামক স্থানে রাজভবন। কএকটী চালা ঘর লইয়া রাজবাটী। তন্মধ্যে একটী চালায় বিচারকার্য্য সম্পন্ন হয়।

অধিবাসীগণের মধ্যে ভূঁইয়াগণই প্রধান। ইহাদের সংখ্যা প্রায় পনর হাজার হইবে। দেশের আদিম অধিবাসী বলিয়া ইহারা গ্রাম্যদেবতাগণের পূজা করিবার অধিকারী। তিলিয়ার ভগবান্ মাঝি ইহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি। রাজা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় এই বংশের লোক রাজাকে তিলক দান করিয়া থাকে।

খণ্ড ও কোড়া জাতিও এখানে অনেক। কোড়ি শব্দে ক্ষুদ্র নদী বুঝায়। কোড়াগণ এই সকল নদীতে স্বর্ণ ও হীরক আহরণ করে। খণ্ডদিগের মধ্যে ভাদংএর খণ্ডোতিয়ারাই প্রধান। এখানকার ওরাওঁয়েরা ছোটনাগপুর হইতে আসিয়াছে। তাহারা কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। অন্যজাতির সংখ্যা অল্প।

গাঙ্গপুরে আগরিয়া বা আগুরিদিগের সংখ্যা প্রায় চারি হাজার। ইহারাই সম্পত্তিশালী, কৃষি ইহাদের জীবিকা। আগুরিদিগের স্ত্রীলোকেরা পরমা সুন্দরী। সাধারণ লোকের বিশ্বাস ঐ রমণীরা যাদুবিদ্যা ও বশীকরণ মন্ত্র জানে, তাহাতে সকলকে ইহারা মুগ্ধ করিতে পারে।

গঙ্গাপ্রাপ্তি (স্ত্রী) গঙ্গায়াঃ প্রাপ্তিঃ ৬তৎ। ১ গঙ্গালাভ বা গঙ্গায় গমন। চলিত কথায় গঙ্গাপ্রাপ্তি বলিলে মৃত্যুও বুঝাইয়া থাকে।

গঙ্গাভট্ট, একজন বিখ্যাত শাস্ত্রপণ্ডিত। ইঁহার রচিত আধানপদ্ধতি, আপস্তম্বপ্রয়োগসার, ধর্ম্মপ্রদীপ ও সমন্বয় নামক সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়।

গঙ্গাভাস্কর, শব্দাবলী নামে গ্রন্থপ্রণেতা।

গঙ্গাম্ভস্ (ক্লী) গঙ্গায়া অম্ভঃ জলং ৬তৎ। গঙ্গাজল।

"যত্কার্ত্তিকগতং কৃত্বা কৃতং গঙ্গাবগাহনম্।
সর্ব্বং দহতি গঙ্গাম্ভস্তদপি নিবারণঃ।" (বরাহ)

গঙ্গাযাত্রা (স্ত্রী) গঙ্গামুদ্দিশ্য যাত্রা। গঙ্গার উদ্দেশে যাত্রা, মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রাণত্যাগার্থ গঙ্গাতীরে গমন। স্থানবিশেষে মুমূর্ষুর সদ্গতির জন্য শঙ্খতী প্রভৃতি পবিত্র স্থানে গমনকেও গঙ্গাযাত্রা বলিয়া থাকে।

গঙ্গাযাত্রিন্ (ত্রি) গঙ্গাযাত্রা অস্ত্যর্থে ইনি। যাহারা গঙ্গাতীরে যাইবার জন্য যাত্রা করিয়াছে।

গঙ্গারাম, ১ একজন বিখ্যাত সংস্কৃত জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি তাজিক মুক্তাসংগ্রহ ও মুহূর্ত্তমালা নামে জ্যোতির্গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

২ ভাবকুতূহল নামে কাব্যগ্রন্থরচয়িতা।

৩ ভক্তিরসামৃতকণিকা নামে গ্রন্থপ্রণেতা।

৪ গোবর্দ্ধনসপ্তশতীর একজন টীকাকার।

গঙ্গারাম জড়িন্, একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক। নারায়ণের পুত্র ও নীলকণ্ঠের পিতা। ইনি তর্কামৃতচষক ও তাহার টীকা, শীঘ্রবোধক, মোক্ষায়নতত্ত্ববিবেকব্যাখ্যা, ন্যায়কুতূহল ও তাহার টীকা প্রণয়ন করেন।

গঙ্গারামদাস, একজন বিখ্যাত কবিরাজ, ভবানীদাস কবিরাজের শিষ্য। ইনি সংস্কৃত ভাষায় শরীরনিশ্চয়াধিকার নামে একখানি বৈদ্যক গ্রন্থ রচনা করেন।

গঙ্গালাভ (পুং) গঙ্গায়া লাভঃ প্রাপ্তিঃ ৬তৎ। গঙ্গাপ্রাপ্তি, গঙ্গা পাওয়া, গঙ্গার গর্ভে জ্ঞানপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ।

গঙ্গাযাত্রিক (ত্রি) ১ যে রোগীকে গঙ্গাযাত্রা করাইবার উপযুক্ত। ২ যোগাদি উপলক্ষে যাহারা গঙ্গাস্নানার্থ গমন করে। (পুং) ৩ গঙ্গাদেবীর উৎসব।

গঙ্গালহরী (স্ত্রী) গঙ্গায়া লহরী ৬তৎ। ১ গঙ্গার তরঙ্গ। ২ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রণীত গঙ্গাস্তব।

গঙ্গাবংশ, দাক্ষিণাত্যের এক প্রবল প্রাচীন রাজবংশ। এই বংশ সময়ে সময়ে কলিঙ্গ, মহীশূর, উৎকল, শিবসমুদ্র, উমত্তুর প্রভৃতি স্থানে রাজত্ব করিতেন। কেরলের উত্তরাংশে ইহারাই কোঙ্গু নামে পরিচিত ছিলেন। [কোঙ্গু ও চের দেখ।]

কদম্বরাজ মৃগেশবর্ম্মার সময়ের খোদিত শিলাফলক পাঠে জানা যায় যে, তিনি খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গঙ্গাবংশীয় রাজগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। আবার দেবগিরি হইতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনপাঠে বোধ হয় যে, উক্ত কদম্বরাজের পুত্রও রাজা কৃষ্ণবর্ম্মা গাঙ্গেয়রাজ মাধব (২য়)কে নিজ ভগিনী সম্প্রদান করেন।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দে পূর্ব্বচালুক্যরাজের অন্তঃকলহ হওয়ায় গঙ্গাবংশীয় রাজগণ আবার প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দে এই বংশের আধিপত্য বৃদ্ধি হয়। এই সময় গঙ্গাবংশীয় অরবর্ম্মদেব ও তৎপুত্র অনন্তবর্ম্মদেবই (১৮৫ পৃঃ দ্রঃ) প্রধান। কলিঙ্গের গঙ্গাবংশীয় রাজগণ অতি প্রাচীন, চালুক্যরাজগণের অভ্যুদয়ে ইঁহাদের প্রতাপ কতকটা খর্ব্ব হয়।

কেশরীবংশের অবসানে ১১৩২ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাবংশীয় চোরগঙ্গ উৎকলে রাজত্ব করিতে থাকেন, ইনিই উৎকলের প্রথম গঙ্গাবংশীয় রাজা। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে এই বংশের অবসান হয়।

গঙ্গাবলী, উত্তর কানাড়ার গঙ্গাবলীনদীর মোহনাস্থিত একটী বন্দর। অক্ষা° ১৪° ৩৬´ উঃ, দ্রাঘি ৭৪° ২১´ পূঃ। এখানে বাগাড়ুরী কাঠের আড়ৎ আছে। গঙ্গাদেবীর মন্দিরের জন্য এই স্থান পবিত্র ও হিন্দুর একটি তীর্থ বলিয়া গণ্য।

গঙ্গাবাই, একজন বিখ্যাত মহারাষ্ট্রমহিলা, পেশবা নারায়ণরাওর পত্নী। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ৩০এ আগষ্ট কতকগুলি সৈন্য বেতন পায় নাই বলিয়া, ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া অষ্টাদশ বর্ষীয় নারায়ণরাওকে খুন করে। লোকের বিশ্বাস রঘুনাথরাও বা রাঘবার উত্তেজনাতেই এই কাণ্ড ঘটে। কেহ বলেন, রঘুনাথের পত্নী আনন্দবাইয়ের কৌশলেই এই নিষ্ঠুর কার্য্য সাধিত হয়। [নারায়ণরাও দেখ।] নারায়ণরাওর মৃত্যুর পর রঘুনাথরাও পেশবার হইয়া বহিঃশত্রুর সহিত যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত হইলেন। রঘুনাথের অনেকগুলি প্রধান ব্যক্তি [illegible] যুদ্ধস্থল হইতে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। সখারাম বাপু, ত্রিম্বকরাও মামা, নানা-ফড়নবিস্, মোরোবা ফড়নবিস্, বজাবা পুরন্দর, আনন্দরাও জিবাজী, হরিপন্থফড়কে প্রভৃতিকে লইয়া পুণায় একটী মন্ত্রিসভা গঠিত হইল, তন্মধ্যে নানা-ফড়নবিস ও হরিপন্থফড়কে প্রধান। তাঁহারা রঘুনাথের বিপক্ষ। অল্পদিন মধ্যেই প্রকাশ হইল যে, নারায়ণরাওর মৃত্যুর পূর্ব্বে তদীয় পত্নী গঙ্গাবাই গর্ভবতী হইয়াছেন। পাছে কেহ তাঁহার অনিষ্ট করে, সেইজন্য মন্ত্রীগণ পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে পুরন্দরে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ৩০এ জানুয়ারি, নানা-ফড়নবিস্ ও হরিপন্থফড়কে গঙ্গাবাইকে পুরন্দরে লইয়া গেলেন। সদাশিবরাওয়ের বিধবা প্রভাবতী সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন। তাঁহাকে গঙ্গাবাইয়ের সঙ্গে পাঠান হইল। পুরন্দরের দুর্গ ১১০২ হস্ত উচ্চ একটী পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। পুরন্দরের দুর্গে লইয়া যাওয়ার নানা কারণ আছে। পুণার চারিদিকে শত্রুপক্ষীয় লোক। সেজন্য বিধবা গঙ্গাবাইয়ের উপর অনিষ্টপাতের আশঙ্কা ছিল। গঙ্গাবাইয়ের নিকটে কএকটী সদ্যপ্রসূতা পুত্রবতী রমণীকে রাখিয়া দেওয়া হয়। গঙ্গাবাইয়ের যদি পুত্রসন্তান হয়, আর গঙ্গাবাইয়ের স্তনে যদি যথেষ্ট দুগ্ধ না জন্মে, তাহা হইলে ইহাদের স্তন্যদুগ্ধে বালকের জীবনরক্ষা হইবে। আর যদি গঙ্গাবাইয়ের গর্ভে কন্যাসন্তান জন্মে, তাহা হইলে গোপনে অন্যের পুত্রসন্তান গঙ্গাবাইয়ের কন্যার সহিত পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হইবে। গঙ্গাবাইয়ের গর্ভে পুত্রসন্তান জন্মিলে সেই প্রকৃত পেশবা হইবে। তাহা হইলে রঘুনাথরাওর ক্ষমতা খর্ব্ব হইবে। মন্ত্রিগণ এই পুত্রের আশায় নির্ভর করিয়া গঙ্গাবাইয়ের নামে পেশবার কার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

রঘুনাথরাও কর্ণাটে ছিলেন। তথায় তিনি এই সকল সংবাদ পাইয়া পুণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে একটী যুদ্ধে তাঁহার জয় হয়। কিন্তু তিনি পুণা অভিমুখে না আসিয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ১৮ই এপ্রেল, শুনিলেন যে গঙ্গাবাইয়ের পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। রঘুনাথ মালবে গমন করিলেন। গঙ্গাবাইয়ের পুত্র ৪০ দিনের হইলে সেই শিশুই মাধবরাও নারায়ণ বা সবুরাও নারায়ণ নামে অভিহিত হইয়া পেশবার পদে অভিষিক্ত হইলেন। ইঁহার পরে সওয়াই মাধবরাও নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন।

মাধবরাও অল্পসময়ে মন্ত্রিদিগের অত্যাচারে বিলক্ষণ উৎপীড়িত হন। রামুনিম দলে অশ্বারোহী সেনা লইয়া উভয়া বণিকবেশে গমন করিয়া হায়দ্রাবাদ ও কোঙ্কণে উপস্থিত

করিত। জেজুরির দাদাজী তাহাদের অধিনায়ক। দাদাজী এক ব্রাহ্মণকন্যার ধর্ম্মনষ্ট করেন। সেই ব্রাহ্মণকন্যা পুরন্দরে গঙ্গাবাইয়ের নিকট আপন অবস্থা জানাইয়া বলেন যে, তাহার অপমানে সমস্ত ব্রাহ্মণের অপমান হইয়াছে। এমন কি গঙ্গাবাইয়েরও সম্মানের ক্ষতি হইয়াছে। যখন তাহার ধর্ম্ম গিয়াছে, তখন আর কি লইয়া জীবনধারণ করিবে। এই বলিয়া ব্রাহ্মণী সবলে আপন জিহ্বা টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিলেন। রমণীর অনতিবিলম্বেই মৃত্যু হইল। গঙ্গাবাই দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, দাদাজী যাবৎ জীবিত থাকিবে তিনি জলগ্রহণ করিবেন না। মন্ত্রিগণ তাঁহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই শান্ত হইলেন না। মন্ত্রিগণ দাদাজীকে নিহত করাই স্থির করিলেন। কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। দাদাজী নিজমুখেই স্বীকার করেন যে, তিনি ১১০০টী ডাকাতী করিয়াছেন। যাহা হউক দাদাজী অনতিবিলম্বে নিহত হইলেন।

এদিকে মন্ত্রিবর্গের মধ্যে মতবৈষম্য উপস্থিত হইল। গঙ্গাবাই নানাফড়নবিসকে কিছু অধিক ভালবাসিতেন। নানার পরামর্শ মত গঙ্গাবাই চলিতেন। কিন্তু মন্ত্রিবর্গের মধ্যে পরস্পর মিল হইল না। গঙ্গাবাইও তাহাতে উৎকণ্ঠিত হইলেন। তাঁহার বিপক্ষেরা বলে, (১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে) ফড়নবিসের সহিত অবৈধ প্রণয়ে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হয়। এই কথা পাছে প্রকাশ হয়, সেইজন্য বিষপ্রয়োগে গঙ্গাবাই আত্মহত্যা করেন।

গঙ্গাবতার (পুং) গঙ্গায়া অবতারঃ ব্রহ্মলোকাৎ ভূমৌ পতনং যত্র বহুব্রী। ১ তীর্থবিশেষ, গঙ্গাদ্বার গঙ্গায়া অবতারঃ ৬তৎ। ২ ব্রহ্মলোক হইতে পৃথিবীতে গঙ্গার অবতরণ।

"ভগীরথ ইব দৃষ্টগঙ্গাবতারঃ।" (কাদম্বরী।)

গঙ্গাসাগর (পুং) গঙ্গায়াঃ সঙ্গতঃ সাগরঃ মধ্যলো°। যে স্থানে গঙ্গা সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছেন। পৌষ-সংক্রান্তি দিনে ঐ স্থানে অনেক তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। এই স্থানে স্নান-দান করিলে অনন্ত ফল হয়। ইহার নিকটে একটী কপিলাশ্রম আছে। (মৎস্য ২২।১১, বৃহন্নীলতন্ত্র ২০।) [গঙ্গা ও সাগরসঙ্গম দেখ।]

গঙ্গাসুত (পুং) গঙ্গায়াঃ সুতঃ ৬তৎ। ১ ভীষ্ম। ২ কার্ত্তিকেয়।

গঙ্গাস্নান (ক্লী) গঙ্গায়াং স্নানং ৭তৎ। গঙ্গায় অবগাহন।

গঙ্গাস্নায়িন্ (ত্রি) গঙ্গায়াং স্নাতি স্না-ণিনি। যে ব্যক্তি গঙ্গাস্নান করে।

গঙ্গাহ্রদ (পুং) গঙ্গায়া হ্রদ ইব। ১ ভারতপ্রসিদ্ধ ঋষিপুরের মধ্যবর্ত্তী একটী কূপ। এই কূপে সর্ব্বদাই তিন কোটি তীর্থ অবস্থান করে। ইহাতে স্নান করিলে চরমে স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। (ভারত ৩৮৩ অঃ।)

২ কোটিতীর্থের অন্তর্গত একটী তীর্থ। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া এই তীর্থে স্নান করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হইয়া থাকে। (ভারত ৩।৮৩ অঃ)

গঙ্গায়া হ্রদঃ ৬তৎ। ৩ গঙ্গার হ্রদ।

গাঙ্গিকা (স্ত্রী) গঙ্গা স্বার্থে কন্ টাপ্ ইত্বঞ্চ। গঙ্গা।

গাঙ্গরু, উ° প° প্রদেশে মুজফ্ফরনগর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৯° ১৮´ ৬´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ১৫´ ৩০´´ পূঃ। এই নগরটী অতি প্রাচীন, অনেক ইষ্টকনির্ম্মিত বাটীর ভগ্নাংশের পড়িয়া আছে। নগরের পূর্ব্ব দিয়া একটী খাল গিয়াছে। লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার।

গঙ্গুক (পুং) কঙ্গুক পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। কঙ্গু ধান্যবিশেষ, চীনক অথবা কাঙ্গনী বলে। (সুশ্রুতসূত্র ২০ অঃ)

গঙ্গেশ, ১ গঙ্গেশোপাধ্যায় নামে বিখ্যাত। অপর নাম গঙ্গেশ্বর। একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক, তত্ত্বচিন্তামণি নামক প্রসিদ্ধ ন্যায়গ্রন্থকর্ত্তা।

নবদ্বীপের কোন কোন নৈয়ায়িক বলিয়া থাকেন, "বঙ্গদেশে অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে গঙ্গেশ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে গঙ্গেশের পিতা তাঁহার লেখা পড়া শিক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করেন কিন্তু তাহাতে গঙ্গেশের কিছুই হইল না। পিতা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া গঙ্গেশকে তাঁহার মাতুলালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। গঙ্গেশের মাতুল একজন ভাল পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার অনেক ছাত্র ছিল। মাতুল ও তাঁহার ছাত্রগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও গঙ্গেশকে একখানি ব্যাকরণ পড়াইতে পারিলেন না, তাহাতে সকলেই তাঁহার লেখাপড়ার আশা একেবারে পরিত্যাগ করেন। গঙ্গেশ মাতুলালয়ে অধ্যায়িগণের তামাক সাজিয়া অতি দীনভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদিন রাত্রিযোগে একজন ছাত্র আসিয়া গঙ্গেশকে অনেক ডাকাডাকি করিয়া তুলিয়া তামাক সাজিতে হুকুম করিল। গঙ্গেশ ভয়ে ভয়ে চক্ষু মুছিতে মুছিতে তামাক সাজিল, কিন্তু আগুন পাইল না। মাতুলালয়ের সম্মুখে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সেই ঘোর রজনীতে সেই প্রান্তরের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছিল। ছাত্র অনেক ধমক দিয়া সেই প্রান্তর হইতে গঙ্গেশকে আগুন আনিতে পাঠাইল। গঙ্গেশ ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে আগুন আনিতে আসিল। কিন্তু সেখানে যাহা

মন্দির ও নগরের চতুর্দিকে বনজঙ্গলের মধ্যে সেইরূপ ভগ্নগৃহাদির বড় বড় ঢিপি পড়িয়া আছে।"

গঙ্গো, উঃ পঃ প্রদেশের সাহারণপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৯° ৪৬´ ২০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ১৮´´। সাহারণপুর হইতে ১১।০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। নগরটী নূতন ও পুরাতন দুইভাগে বিভক্ত। প্রবাদ আছে, গঙ্গারাও নামে একজন রাজা পুরাতন অংশ এবং শেখ আবদুল নূতন অংশ স্থাপন করেন।

গঙ্গোত্তম-নরোত্তম, রাসপঞ্চাধ্যায়ের পদসমসী নামে এক টীকাকার।

গঙ্গোত্তরী, উঃ পঃ প্রদেশের গড়বাল জেলার অন্তর্গত একটী পুণ্যস্থান। অক্ষা° ৩০° ৫৯´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৫৯´ পূঃ।

এখানে পাহাড়ের উপরে গঙ্গার দক্ষিণকূলে গঙ্গাদেবীর মন্দির আছে। শত শত তীর্থযাত্রী এই মন্দিরে ভাগীরথীর মূর্ত্তিদর্শনে আসিয়া থাকে। হিন্দুগণের বিশ্বাস, এইখান হইতেই গঙ্গা গোমুখী হইয়া ভারতবর্ষে অবতরণ করিয়াছেন। এই স্থান হিন্দুগণের মহাপুণ্যপ্রদ। এখানকার দেবীমন্দির সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬৮৭৮ হাত উচ্চে অবস্থিত।

[গোমুখী দেখ।]

গঙ্গোদ্ভব (ক্লী, গঙ্গা উদ্ভবতে ইত্য কর্ত্তরি অচ্। গঙ্গাপ্রবাহপূর্ণ জলাদি।

গঙ্গোদ্ভেদ (পুং। গঙ্গায়া উদ্ভেদ প্রথম প্রকাশো যত্র বহুব্রী। তীর্থবিশেষ। এই স্থানে পিতৃদেবতার তর্পণ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল হয়, এবং চরমে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।
"গঙ্গোদ্ভেদং সমাসাদ্য তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ।
বাজপেয়মবাপ্নোতি ব্রহ্মভূতো ভবেৎ সদা॥" (ভারত ৩।৮১ অঃ)

গঙ্গোল (পুং) মণিবিশেষ, গোমেদক। (হারাবলী)

গচ (দেশজ) স্থূল, মোটা পুরু।

গচ্ছ (পুং) গম ভাবে কিপ্, তুকচ গচ্ছং গমনং ছাদয়তি ছো-ক। ১ বৃক্ষ, গাছ। ২ লীলাবতীর শ্রেঢ়ী ব্যবহারান্তর্গত গণিতবিশেষ। [গণিত দেখ] ৩ জৈনধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে এক একটী শাখার নাম। [জৈন দেখ।]

গচ্ছিত (দেশজ) নিক্ষিপ্ত, ন্যস্ত, গচ্ছান।

গচ্ছান (দেশজ) নিক্ষিপ্ত, ন্যস্ত, গচ্ছিত।

গজ (পুং স্ত্রী) গজতি মদেন মাদ্যতি গজ অচ্। ১ হস্তী, হাতী। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়।

হস্তী বড় জন্তু হইলেও মনুষ্যের বিশেষ উপকারী ও আজ্ঞাবহ। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত স্থানেই হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় অতি প্রাচীন কালেও হস্তীর সমধিক আদর ছিল এবং মানুষের অনেক প্রয়োজন আসিত। ঋগ্বেদের অনেক স্থানে হস্তীর উল্লেখ আছে, ইহা ছাড়া প্রাচীন প্রায় সকল গ্রন্থেই হস্তীর বিষয়ে অনেক বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ঋষিগণ মনুষ্যাদির ন্যায় হস্তীর জাতিভেদ, লক্ষণ, রোগ ও চিকিৎসা প্রভৃতির বিষয় নিরূপণ করিয়াছেন।

বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় ভদ্র, মন্দ্র ও মৃগ এই তিন জাতীয় হস্তীর উল্লেখ করিয়াছেন। যে হস্তীর দন্তের বর্ণ মধুর ন্যায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুবদ্ধ, দেহটী স্থূলও নহে, কৃশও নহে, কিন্তু অত্যন্ত বলশালী, অবয়বের গঠন সুশৃঙ্খলাবদ্ধ, মেরুদণ্ডটী দেখিতে ধনুকের ন্যায় এবং জঘনভাগটী শূকরের সদৃশ, তাহাকে ভদ্রজাতীয় হস্তী বলে।

যে হস্তীর বক্ষস্থল ও কক্ষাবলি শিথিল, উদর দীর্ঘ, গলদেশ বৃহৎ, চর্ম্ম পুরু, পেট ও পুচ্ছমূল স্থূল, চক্ষু দুইটী সিংহের ন্যায়, তাহাকে মন্দ্র হস্তী বলে। যাহার অধর, লাঙ্গুল ও লিঙ্গ ক্ষুদ্রাকৃতি, গলদেশ, দন্ত, শুণ্ড, কাণ ও পা চারিখানি অপেক্ষাকৃত ছোট, কিন্তু চক্ষু দুইটী স্থূল, তাহাকে মৃগ বলে। যে সকল হস্তীতে মিশ্র লক্ষণ অর্থাৎ উভয় লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে সঙ্কীর্ণ বা সঙ্কর-জাতীয় বলিতে হইবে। এই তিন প্রকার হস্তীর মধ্যে মৃগজাতীয় হস্তীর উচ্চতা ৫ হাত, দৈর্ঘ্য ৭ হাত এবং দেহের পরিমাণ ৮ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। মন্দ্র হস্তীর উচ্চতা ৬ হাত, দৈর্ঘ্য ৬ হাত ও শরীর পরিমাণ ৭ হাত। ভদ্র হস্তীর উচ্চতা ৩ হাত, দৈর্ঘ্য ৫ হাত ও শরীর পরিমাণ ৬ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সঙ্কীর্ণ বা সঙ্কর-জাতীয় হস্তীর পরিমাণের ঠিক নাই। সময়ে সময়ে হাতীর শরীর হইতে একপ্রকার জল (ঘর্ম্ম) বাহির হয়, তাহাকে মদজল বলে। ভদ্রহস্তীর মদজল হরিদ্বর্ণ, মন্দ্রহস্তীর হরিদ্রা সদৃশ, মৃগহস্তীর মদজল কৃষ্ণবর্ণ এবং সঙ্কীর্ণজাতীয় হস্তীর মদ মিশ্র। যে সকল হস্তীর ওষ্ঠ, তালু ও বদন ঈষৎ রক্তবর্ণ, চক্ষু দুইটী দেখিতে চড়াই পাখীর চক্ষুর মত, দাঁতের অগ্রভাগ স্নিগ্ধ অথচ উন্নত, মুখ পৃথু ও আয়ত, মেরুদণ্ড ধনুকের ন্যায় উন্নত, প্রশস্ত ও অত্যন্ত নিমগ্ন এবং কুম্ভদেশ কূর্ম্মসদৃশ ও এক একটী লোমরেখাযুক্ত, যাহার কর্ণ, বক্ষ, ললাট ও অগ্রপদ অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ, যাহার নখ ১৮টী বা ২০টী, দেখিতে কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় ক্রমোন্নত, যাহার শুঁড়টী তিনটী রেখাযুক্ত এবং গোল, যাহার লোমাবলি সুন্দর এবং যাহার মদ সুগন্ধ ও শ্বাসবায়ু হইতে পদ্মগন্ধ পাওয়া যায়, বরাহমিহিরের মতে সেই সকল হস্তীই উৎকৃষ্ট এবং রাজগণের ব্যবহারযোগ্য। যে সকল হাতীর অঙ্গুলিগুলি

যাহার শুঁড় খর্ব্ব, পুচ্ছ বৃহৎ ও নিশ্বাসবেগ অল্প, তাহাকে ক্ষীণ বলে। ইহা গৃহে থাকিলে ধনসম্পত্তি নষ্ট হয়।

যাহার কুম্ভ, দন্ত, চক্ষু, কর্ণ বা পার্শ্বদ্বয় পরস্পর অসমান, সেই হস্তীকে বিষম বলে। ইহা সর্পের ন্যায় ক্ষয়কারক।

যাহার স্কন্ধদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ক্ষীণ ও পশ্চাদ্ভাগ স্থূল, তাহাকে বিরূপ হস্তী বলে। ইহা ঘরে থাকিলে রাজার রাজ্যচ্যুতি ও বলহানি হয়।

অনেক চেষ্টা করিয়াও যাহার মদক্ষরণ দেখিতে পাওয়া যায় না, যে হস্তী যুদ্ধসময়ে বলপ্রকাশ করে না, তাহাকে বিকল বলে, এইরূপ হস্তীকে পরিত্যাগ করা উচিত।

যাহার শরীরে ধবল অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় এবং দাঁত ও শুঁড়টী অপেক্ষাকৃত ছোট; তাহাকে খর বলে। ইহা গৃহে স্থান পাইলে কুলক্ষয় হয়।

যে হাতীর মদস্রাব একেবারেই হয় না, হইলেও অল্প হয় এবং যে হস্তী দেখিতে নিতান্ত কুৎসিত ও অবশ, তাহাকে বিমদ বলে। ইহা পরিত্যাগ করাই বিধেয়।

যে হস্তীর পরিধি, মস্তু, অসমকর্ণ, শুঁড়, লিঙ্গ ও উদর অপেক্ষাকৃত ছোট, যে বাগ্রভাবে অবিশ্রান্ত নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকে, যাহার চক্ষু হইতে অনবরতই জল নির্গত হয়, যাহার কোমর ও পুচ্ছের অগ্রভাগে আবর্ত্ত বা মণ্ডল থাকে, যাহার লিঙ্গ নিশ্চেষ্ট অথচ সর্ব্বদা বহির্গত থাকে, তাহাকে ধ্যাপক হস্তী বলে। ইহা হস্তীর মধ্যে অতিশয় নিকৃষ্ট। যদি আপনার শ্রীবৃদ্ধি ও শরীরের আরোগ্য অভিলাষ করেন, সেই নরপতি এই ধ্যাপক হস্তীকে দর্শনও করিবেন না।

যে হস্তীর পশ্চাদ্দেশ অর্থাৎ ললাটস্থ অস্থিফলকদ্বয় অল্প, যাহার স্কন্ধদেশ অতিশয় উচ্চ, সেই হস্তীকে কাক বলে। ইহা প্রচুর মৃত্যুকারক।

যে হাতীর দাঁত দুইটী বিষম ললাটাস্থিগত শুণ্ডবিরোধী, স্থূল ছিন্ন বা বিদীর্ণ এবং শূন্যান্তর, সেই গজাধমকে ধূম বলে। ইহার ফল কাকের সমান।

যে হস্তীর মস্তকের কেশ কর্কশ, রুক্ষ ও জটার ন্যায় আকারধারী, তাহাকে জটিল হস্তী বলে। ইহাতে ধনক্ষয় হয়।

যাহার ত্বক বা গাত্রচর্ম্ম শব বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে অজিনী বলে। ইহা দ্বারা রাজার ভূমিক্ষয় ও ধনক্ষয় হয়। যিনি শ্রীবৃদ্ধির অভিলাষী, তিনি এই জাতীয় হস্তীকে স্পর্শ বা দর্শন করিবেন না।

যে হস্তীর দেহে একটী, দুইটী বা অনেকগুলি মণ্ডল থাকে এবং সেই মণ্ডলগুলি যদি বিরূপ বা উন্নত হয়, তবে সেই হস্তীকে মণ্ডলী বলে; ইহা কুলনাশক।

সেই মণ্ডলগুলি যে হস্তীর শ্বেতবর্ণ, তাহাকে শ্বিত্রী বলে। ইহা গৃহে থাকিলে ধননাশ হয়।

যে হস্তীর হৃদয়ে, উদরে, ত্রিকদেশে, পুচ্ছমূলে, গুহ্যদেশে, লিঙ্গে বা পদে আবর্ত্তগুলি দৃষ্ট হইয়া যায়; তাহাকে হতাবর্ত্ত বলে। ইহা রাজাদিগের লক্ষ্মীশ্রী বিনাশ করে এবং নরপতিকে রোগী, প্রবাসী বা উপদ্রুত করিয়া তোলে।

যে হস্তীর গমনকালে জঙ্ঘাদ্বয় মুহুর্মুহু পরস্পর সংঘর্ষণ হইতে থাকে, তাহাকে মহাভয় বলে। এই হস্তী সকল লক্ষণযুক্ত ও গুণশালী হইলেও ইহাকে পরিত্যাগ করা উচিত। মহাভয় হস্তী গৃহে থাকিলে রাজ্য, ধন, কুল, সৈন্য, মিত্র, পত্নী ও প্রজা দুইমাসেই নষ্ট হয়। ইহা যে দেশে থাকে, তথাকার লোক দিন দিন বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং সেই স্থানে যুদ্ধভয়, ব্যাধিভয় ও অগ্নিভয় উপস্থিত হয়।

যে হস্তী অত্যন্ত তাড়িত হইয়াও গমন করিতে চাহে না, যাহার পৃষ্ঠ হইতে উদর পর্য্যন্ত গোলাকার রেখা দেখিতে পাওয়া যায়, চলিবার সময় অগ্রপদের স্থানে পশ্চাৎপদ পতিত হয়, তাহাকে রাষ্ট্রহা বলে। যে রাজা আপনার শ্রীবৃদ্ধির অভিলাষ করেন, তিনি এইরূপ হস্তীকে রাজ্য হইতেও তাড়াইয়া দিবেন। এই হস্তী যে রাজ্যে বা যে প্রদেশে বাস করে, অল্প দিন মধ্যেই তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

যাহার পদ কয়খানি পরস্পর অসমান, দাঁত দুইটী বিষম, পদনখ সকলের মধ্যে একটী, দুইটী বা সমস্তগুলিই ভগ্ন, যাহার দন্তদ্বয় নড়িয়া থাকে বা রহে না এবং যাহার কুম্ভ দুইটী শ্বেতবর্ণ, সেই হস্তীর নাম মুষলী। ইহা রাজ্যে থাকিলে রাজ্য, দুর্গ, সৈন্য ও অমাত্যগণের বিনাশ হয়। এইরূপ দুষ্ট হস্তী একবারেই পরিত্যাগ করা উচিত।

যে হাতীর কপালের চামড়া অতিশয় কর্কশ বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে ভাগী বলে। ইহা স্বামীর কুল ও ধনক্ষয় করে।

যে হস্তীর শরীর পুষ্ট ও বিশাল, দন্ত দুইটী সুন্দর, যে হাতী রণসাজে সজ্জিত, উৎসাহিত ও বালক কর্ত্তৃক চালিত হইয়াও যুদ্ধ করিতে সাহসী হয় না, তাহাকে নিঃসত্ত্ব বলে। হাতীর যত প্রকার দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই দোষই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

রাজগণ দুষ্ট হাতী কখনই অবলোকন করিবেন না। ইহাদিগকে পর রাজ্যে পক্ষিত রাখিবেন বা নগর হইতে বহিষ্কৃত করিবেন অথবা শত্রু ব্রাহ্মণদিগকে বা বিজ্ঞজনকে প্রদান করিবেন। যদি কোন সময়ে দুষ্ট হাতী রাজার দৃষ্টি-

গোচর হয়, তবে ব্রাহ্মণকে শত গো দান করিবেন অথচ নরপতিকে, আপনাকে বা পুত্রকে নীরাজিত করিবেন। দেব-দূষক মনুষ্যেরা দশহাজার তোষ বা তৎপ্রতীকারের নিমিত্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদে যে চারি প্রকার হস্তী আছে, তাহারা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিজাতির পক্ষে বাহনকার্য্যে যথাক্রমে শুভপ্রদ।

মনুষ্যের আয়ুঃ নির্ণয় করিবার যেরূপ নানাবিধ লক্ষণ আছে, হাতীর আয়ুঃ নির্ণয় করিবার জন্যও প্রাচীন আর্য্য-চিকিৎসকগণ কতকগুলি লক্ষণ স্থির করিয়াছেন। সেই লক্ষণগুলি আবার দুই ভাগে বিভক্ত, বাহ্য ও আভ্যন্তর। আভ্যন্তর লক্ষণ যোগিগণ একমাত্র যোগবলেই অবগত হইয়া থাকেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বাহ্য-লক্ষণ দ্বাদশটী। যথা—উন্নত, বর্ণাশ্রিত, নিবাপক, শিরস্, নয়নগত, কর্ণাশ্রিত, কণ্ঠস্থ, পার্শ্বস্থিত, চরণাংশ, অপরাঙ্গ-স্থিত, বালধি ও নখস্থিত। এই সকল লক্ষণ আবার ক্ষেত্র নামে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। ভদ্রজাতীয় হস্তীর পূর্ণ-আয়ুঃ ১২০ বৎসর, মন্দ্রজাতীয়ের ৮০ বৎসর এবং মিশ্রজাতী-য়ের অনিয়ত। পূর্ব্বে যে দ্বাদশ লক্ষণের উল্লেখ করা হইল, সেই দ্বাদশটী লক্ষণ থাকিলেই হাতীর পূর্ণায়ুঃ হইয়া থাকে এবং হীন হইলে আয়ুরও ন্যূনতা হয়। উন্নত লক্ষণের অভাব হইলে ১০ বৎসর আয়ুঃ কমিয়া যায়, এই প্রকার যে কোন দুইটী লক্ষণ হ্রাস হইলে ২০ বৎসর, তিনটী হীন হইলে ৩০ বৎসর এবং চারিটী হীন হইলে ৪০ বৎসর আয়ুঃ কমিয়া যায়। এই প্রকার এক একটী লক্ষণের অভাবে ১০ বৎসর করিয়া আয়ুর ক্ষয় হইয়া থাকে। এই লক্ষণগুলি হাতীর দুষ্ট লক্ষণের দোষও দূর করিয়া থাকে। পদ লক্ষণ থাকিলে বয়োদোষ বিনষ্ট হয়। এই প্রকার দন্তলক্ষণ নাভিদোষ, নাভিস্থলক্ষণ নেত্রদোষ, নেত্রলক্ষণ তালুদোষ ও তালুলক্ষণ পুচ্ছদোষ নষ্ট করে। এই প্রকার অপরাপর স্থানের লক্ষণও অপরাপর দোষ নিবারণ করিয়া থাকে।

স্থানভেদে, দেশভেদে এবং আহার ও বাতপিত্তভেদে হস্তীশরীরের বিভিন্ন বর্ণ হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে সিন্দুর, পদ্ম, বৈদূর্য্য, বিদ্যুৎ, স্বর্ণ বা ইন্দ্রনীল বর্ণের হাতীই ভাল। অতিশয় শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ বা শুক এবং ময়ূরসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট হস্তী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এইরূপ হাতী প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাচ্য বনে ইহার দুই একটী হাতী কখনও কখনও দেখিতে পাওয়া যায়। শৃগাল, গর্দ্দভ, ভস্ম, অগ্নি, পঙ্ক, মক্ষিকা বা আম্রপুষ্প তুল্য বর্ণের হাতী ভাল নহে, ইহাতে নানা রকমের উৎপাত হইবার সম্ভাবনা।

মনুষ্যের যে সকল ব্যাধি আছে, হস্তীদিগেরও সেই সকল ব্যাধি হইয়া থাকে। ইহার চিকিৎসাও মনুষ্যের ন্যায় করা কর্ত্তব্য। গরুড়পুরাণের মতে মনুষ্যকে যে মাত্রায় ঔষধ সেবন করাইতে হয়, হাতীকে তাহার চতুর্গুণ মাত্রায় ঔষধ সেবন করাইবে। বনে হস্তী বা হস্তিনী পীড়িত হইলে সংস্কারবশে আপনারাই ঔষধ অন্বেষণ করিয়া লইয়া সেবন করে। হাতীর পেটে প্রায়ই কৃমি হইয়া থাকে। হস্তীরা তাহে কৃমির ঔষধ কর্দ্দম। কৃমি হইলে তাহারা কাদার গোলা পাকাইয়া খাইয়া ফেলে। গৃহপালিত হস্তীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থাও প্রাচীন চিকিৎসকগণ নিরূপণ করিয়াছেন। মনুষ্যের পীড়া হইলে যেরূপ শান্তিস্বস্ত্যয়ন করিতে হয়, হস্তীর পীড়া হইলেও সেইরূপ করিবার বিধান আছে। (অগ্নিপু° ২০১ অঃ)

প্রাচীন আর্য্যগণ হস্তীর যে সকল লক্ষণ, শান্তি ও ঔষধাদি নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে এই স্থানে উল্লেখ করা হইল, বিশেষ জানিতে হইলে, পালক্য, বৃহস্পতি-সংহিতা, যুক্তিকল্পতরু, পালকাপ্য, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

প্রাচীনকালে ভারতে যে সকল স্থানে হস্তীর বসবাস ছিল, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এসিয়া ও আফ্রিকা এই উভয় স্থানকেই হস্তীর আকর বলা যাইতে পারে। দুই স্থানেই হস্তীর আকার ও গঠনগত বিলক্ষণ ভেদ আছে। দেখিলেই আকারগত ভেদ অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। ইহাদের আভ্যন্তরিক গঠন-প্রণালীরও প্রভেদ আছে।

এসিয়ার হাতী।

এসিয়ার মধ্যে সিংহল, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, মলয় উপদ্বীপ ও পূর্ব্বদ্বীপের পার্ব্বত্য ও জঙ্গলময় ভূভাগেই হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহলে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৮

হাজার ফিট উচ্চে ও দার্জিলিঙ্গে ৪।৫ হাজার ফিট উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে হস্তীর দল বিচরণ করিয়া থাকে। দার্জিলিঙ্গের দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগ, পূর্ব্ব-হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী বনময়স্থান, নেপাল, ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রাম, ভারতের এই সকল স্থানেই হস্তী পাওয়া যায়। এই সকল স্থানের হাতীর মধ্যে আবার আকার গঠনের তারতম্য আছে। ১৮ বৎসর কিম্বা ২৪ বৎসরে হস্তী যত পরিমাণ উচ্চ হয়, তাহার পরে আর তাহা অপেক্ষা বেশী বাড়ে না। হাতীর সম্মুখের পা দড়ি দিয়া দুইবার মাপিলে যতটা হইবে, ততটাই হাতীর খাড়াই হইয়া থাকে। সিংহলের হাতী সচরাচর ৯ ফিট উচ্চ দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোনটা ৯ ফিট ছাড়াইয়াও যায়। জাপানে একবার একটা ধরা পড়ে, তাহার উচ্চতা ১২ ফিট ১ ইঞ্চি। ভারত এবং সিংহল অপেক্ষা অপরাপর উপদ্বীপে হস্তীর সংখ্যা অনেক বেশী। সেই সকল স্থানে মনুষ্য বাস বিরল বলিয়া উহাদের বিচরণপক্ষে কোন রকম বাধাও হয় না। হস্তিগণ সেই সকল স্থানে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে বলিয়া উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কলিকাতার 'পিউ-ডি প্রোটি'র সময় শ্যামের শাহ সেন্টপিটার্সবার্গে যে হস্তিকঙ্কালটী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার উচ্চতা ১১ হাত। ইহা অপেক্ষা উচ্চ হস্তী হইতে পারে কি না এ পর্য্যন্ত তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। হস্তী জন্মকালে প্রায় ৩।০ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। একজন সাহেব একটী ভারতীয় হস্তীশাবককে ৭ বৎসরকাল পালিয়াছিলেন। তিনি সাত বৎসরে তাহার এইরূপ উচ্চতা নিরূপণ করিয়াছিলেন—

১ বৎসরে ৩ ফিট ১০ ইঞ্চি, ২য় বৎসরে ৪ ফিট ৬ ইঞ্চি, ৩য় বৎসরে ৫ ফিট, ৪র্থ বৎসরে ৫ ফিট ৫ ইঞ্চি, ৫ম বৎসরে ৫ ফিট ১০ ইঞ্চি, ৬ষ্ঠ বৎসরে ৬ ফিট ১।০ ইঞ্চি, ৭ম বৎসরে ৬ ফিট ৪ ইঞ্চি।

অনেকেরই বিশ্বাস, ৭ ফিট উচ্চ হস্তী কাজের যোগ্য, কিন্তু ৯ ফিট বা ১০ ফিট উচ্চ হস্তী যুদ্ধের নিমিত্ত শিক্ষিত হইয়া থাকে। টিপুসুলতানের সময়, কাপ্তেন সিডনি যে সকল হাতীর পরিচালনা করেন, তাহারা প্রায় ৯।০ ফিট উচ্চ ছিল। হাতীর দৈর্ঘ্য লাঙ্গুল হইতে মুখ পর্য্যন্ত ১৫ ফিট ১২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে।

হাতীর পিঠে একটা কুঁজ হয়, বাল্যকালে কুঁজটী বড় থাকে। হাতী যত বড় হইতে থাকে, কুঁজটীও তত কমিয়া আইসে। অনেকেই ঐ কুঁজ দেখিয়া হাতীর বয়স নবীনত্ব বুঝিয়া লইতে পারে। সিংহলের হস্তী অপেক্ষা বাঙ্গালার হস্তী অনেকাংশে উৎকৃষ্ট, কার্য্যনিপুণ ও উৎসাহ-শালী। চট্টগ্রাম এবং ত্রিপুরা অঞ্চলের হাতীই আজকাল আমাদের ইংরেজরাজের যুদ্ধের আনুকূল্য করিয়া থাকে। চট্টগ্রামের দক্ষিণ অংশ, ব্রহ্ম এবং পেগুরাজ্যের হস্তী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে যখন ত্রিপুরা চট্টগ্রামের অন্তর্গত ছিল, তখন ঠিকাদারদের প্রতি ইংরাজের সামরিক বিভাগে হাতী যোগাইবার ভার দেওয়া হয়, তাহাদের উপর কঠোর আদেশ ছিল যে, ত্রিপুরার উত্তর অঞ্চলের কোন হাতী যেন সামরিক বিভাগ ভিন্ন অন্য কোথাও পাঠান না হয়। ইহাতে জানা যায় যে, ঐ প্রদেশের জলবায়ু হস্তীর বংশবিস্তার পক্ষে বড়ই উপযোগী এবং তথাকার হস্তী বৃহৎ, উৎকৃষ্ট ও কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে। পূর্ব্বে মলবার ও কুর্গরাজ্যের মধ্যে যাহারা হস্তী দেখিতেন, ত্রিপুরা বা চট্টগ্রামের হস্তী দেখিতে তাহাদের পক্ষে বড় সুবিধা হইত না, মলবারের হস্তী সিংহলের হস্তী অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট। বোধ হয়, তাঁহারা তৎকালে সিংহলের হস্তীই উৎকৃষ্ট ও প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করিতেন। এই কারণে অনেকের ধারণা আছে যে, সিংহলের হস্তী বাঙ্গালার হাতী হইতে উৎকৃষ্ট।

সিংহলের জঙ্গলে অপরাহ্ন চারিটার সময় মাতঙ্গগণ দলে দলে বাহির হয়। তাহারা নিকটবর্ত্তী স্থানে বিচরণ করিয়া রাত্রি ৭।০, ৮টার সময় গহনবনে চলিয়া যায়। তাহারা যতক্ষণ বাহিরে থাকে, ততক্ষণ আক্রমণের ভয়ে চকিত হইয়া থাকে, একবার বনমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে আর তাহাদের কোন ভয় থাকে না।

হস্তিনীরা ১৬ বৎসর বয়সে সন্তান ধারণের উপযুক্ত হয়। হস্তীর পরমায়ু ১২০ বৎসর। বেকারসাহেব বলেন, হস্তী ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। সিংহলে তিন শত হাতীর মধ্যে একটী হাতীর দাঁত দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে ছোট ছোট হস্তীরই দাঁত থাকে। হস্তীরা দল বাঁধিয়া বেড়ায়, সচরাচর এক দলে ৮টী করিয়া হাতী থাকে, কখন কখন এক এক দলে ৫০ হইতে ৮০টী পর্য্যন্ত হাতীও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক দলেই হস্তী অপেক্ষা হস্তিনীর সংখ্যা অধিক। অনেক সময়ে দলে কেবল একটীও হস্তী থাকে, আবার কখন কখন কেবল হাতীর দলও দেখিতে পাওয়া যায়। হস্তিনী অপেক্ষা হস্তী বৃহৎ, ভয়ানক ও নির্দ্দয়।

ব্রহ্ম ও শ্যামরাজ্যে শ্বেত হস্তী পাওয়া যায়, ইহার বর্ণ ঠিক শাদা আলোয়ানের মত। শ্যামবাসীদের বিশ্বাস যে, শ্বেতহস্তী পালন করিলে রাজার আয়ুবৃদ্ধি ও রাজ্যের উন্নতি হয়। এই কারণে সেইরাজ্যে শ্বেতহস্তীর পূজা হইয়া

থাকে। ব্রহ্মরাজ্যেও শ্বেতহস্তীর পূজা হয়। ব্রহ্ম ও শ্যাম রাজের অন্যতম উপাধি শ্বেতহস্তিরাজ। এই দেশবাসীরা ভক্তিপূর্ব্বক শ্বেতহস্তীর গলায় মালা, চন্দন দিয়া নানাবিধ উপচারে তাহার পূজা করিয়া থাকে। সে দেশে শ্বেত-হস্তীর বাস্তবিকই রাজভোগ। শ্বেতহস্তীকে সুবর্ণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়। রাজা কখনও ইহার উপরে আরোহণ করেন না। শ্বেতহস্তী অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে শ্যামরাজ একটী শ্বেতহস্তী পাইয়াছিলেন। এই হস্তীটী ১০ ফিট উচ্চ, ইহার মস্তকটী বড়ই সুন্দর। পূর্ব্ব ও মধ্য আফ্রিকার ইন্দিয়া নামক স্থানেও শ্বেত হস্তীর যথেষ্ট সম্মান ও পূজা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ভারতের কাশ্যকুব্জেও শ্বেত হস্তীর সমাদর ছিল। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্র মহম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইলে তাঁহার শ্বেতহস্তীটী মহম্মদ ঘোরীর হস্তগত হয়।

সেও অঞ্চলে যে হাতী পাওয়া যায়, আফ্রিকার হাতী তাহা হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে আফ্রিকার হস্তীও বিলক্ষণ বলশালী ও দীর্ঘাকার। সেখানে এক একটা ১৪ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। সেনানী মেজর ডেনহাম মধ্য আফ্রিকার হাতীর উচ্চতা ১২ ফিট ১১ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দেখিয়াছেন।

এসিয়ার হস্তী আফ্রিকার হস্তী হইতে অনেক উৎকৃষ্ট। আফ্রিকাদেশের হস্তীর কর্ণদ্বয় এসিয়াদেশীয় হস্তীর কর্ণ

আফ্রিকার হাতী।

হইতে অনেক বড়। ইহাদের পিছনের পায়ে তিনটী করিয়া নখ থাকে। আফ্রিকার সিনিগাল হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। এসিয়ায় যত হস্তী পাওয়া যায়, আফ্রিকায় তত পাওয়া যায় না। আফ্রিকাবাসী অনেকেই হস্তীমাংস খাইতে ভালবাসে। মেজর ডেনহাম বলেন, হস্তীর মাংস অনেকটা কর্কশ হইলেও আফ্রিকা-অঞ্চলে যে গোমাংস পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা অনেক সুস্বাদু ও সদগন্ধযুক্ত। প্রাচীন রোমকেরা হস্তীর শুণ্ডটীকে বড়ই সুখাদ্য মনে করিতেন। কেহ কেহ বলেন, রোম-রাজ্যে হাতীর পা কখনো কখনো খাইয়া থাকে। পূর্ব্বে আফ্রিকা-দেশীয় হাতী মানুষের বশে আসিত না, আজকাল অনেকটা পোষ মানে। সেখানকার হাতীর দাঁতে অনেক কারুদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, প্রতিবৎসর বিলাতে অনেক পরিমাণে হস্তিদন্তের রপ্তানি হয়। সেফিল্ড সহরে প্রায় ৪০।৫০ হাজার টাকার গজদন্ত রপ্তানি হয়, তথাকার প্রায় ৫০০ শত লোক ইহার কারবার করিয়া থাকে। ভারতের বোম্বাই সহরেও অনেক আমদানী হয়। [গজদন্ত দেখ।]

হস্তিনীর স্তন এবং গর্ভ মানবীর মত, জিহ্বা তোতাপাখীর জিহ্বার ন্যায় গোল। হস্তীর ন্যায় হস্তিনীরও জাতি বিভাগ আছে। হস্তীর যে সকল শুভ লক্ষণ ও দুষ্ট লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে, হস্তিনীরও সেইপ্রকার জানিবে। অপরাপর পশু অপেক্ষা হস্তিনীর স্নেহ ও কারুণ্য অনেক বেশী, হস্তিনীর সন্তানবাৎসল্যও যথেষ্ট। একটী সন্তান হত, ক্ষত বা নষ্ট হইলে হস্তিনীর শোকের সীমা থাকে না। শোকে তাপে অস্থির হইয়া তৃণজল পরিত্যাগ করে। কিন্তু দুই চার দিনের জন্য হস্তিনীকে স্থানান্তর করিলে পুনরায় আর আপন শাবক চিনিতে পারে না, সন্তান তাহাকে দেখিয়া চীৎকার করিলেও ফিরিয়া চাহে না, এইটুকুই আনির্ব্বচনীয় শক্তিলীলা। হস্তিনীরা পূর্ণাবয়বে ৭ হাত উচ্চ হয়। হস্তী অপেক্ষা হস্তিনীর বুদ্ধিকৌশলও বেশী।

হস্তিনীরা প্রায়ই আঠার মাস পর্য্যন্ত গর্ভধারণ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, হস্তিনী কুড়ি মাসের পরেও কএক দিন পর্য্যন্ত গর্ভধারণ করে। ইহাদের ঋতুকালে ১২ দিন রক্তস্রাব হয়, তাহার পরে হস্তিসঙ্গে ইহারা গর্ভধারণ করে। সঙ্গমলিপ্সাকালে হস্তিনী ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠে এবং সর্ব্বদাই বারিকণা বা ধূলিকণা আপন অঙ্গে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। এই সময়ে ইহাদের কাণ ও লেজ খাড়া হইয়া উঠে এবং মুহূর্ত্তের জন্যও হস্তিসঙ্গ পরিত্যাগ করে না। তখন হস্তিনী হস্তীর অঙ্গে নিজ অঙ্গ ঘর্ষণ করে, মাথাটা সর্ব্ব-দাই দন্তের নীচে লোকাইয়া রাখে, প্রস্রাব এবং মদের গন্ধ লইতেও ভালবাসে। হস্তী বস্তুপশু হইলেও নিয়ম প্রতিপালন করিতে জানে। স্বেচ্ছাচারী পশুপ্রবৃত্তি মানবের ন্যায় ইহারা যখন তখন সঙ্গমের অভিলাষ করে না, ঋতুকালেই সঙ্গম করিয়া থাকে। ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে যখন হস্তিনীর সঙ্গমে প্রবৃত্তি হয় না, তখন কোন দুষ্টহস্তী বলপূর্ব্বক হস্তি-নীকে আক্রমণ করিলে, হস্তিনী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে

থাকে। সেই চীৎকারে অপরাপর হস্তিনীরা আসিয়া জড় হয় এবং হাতীর হাত হইতে তাহাকে ছাড়াইয়া লইয়া যায়। কোনরূপ অন্যায় আচরণ করিতে দেয় না এবং সেই দুষ্ট হস্তীকে অনেক তর্জন গর্জনও করিয়া থাকে।

হস্তীর রেতঃ তিন মাস কাল হস্তিনীর গর্ভে পড়িয়া থাকে, সেই সময়ে কোনরূপে তাহা হস্তিনীর গর্ভে সঞ্চালিত হইলে ঠিক পারার ন্যায় হইয়া থাকে, পঞ্চম মাসে উহা জমাট হয়। সপ্তম মাসে শক্ত ও নবম মাসে পুষ্ট হয়। একাদশ মাসে জীবদেহের আকার, দ্বাদশ মাসে শিরা, অস্থি, নখ ও মুখ হইয়া থাকে। ত্রয়োদশ মাসে স্ত্রী বা পুং চিহ্নের আবির্ভাব হয়। পঞ্চদশ মাসে গর্ভস্থ জীব এদিক্ ওদিক্ করিয়া নড়ে। ষোড়শ মাসে সকল অঙ্গ পূর্ণ হয়। সপ্তদশ মাসে অকাল প্রসবের সম্ভাবনা, অষ্টাদশ মাসে হস্তিশিশু জন্মগ্রহণ করে। কোন কোন প্রাণিতত্ত্ববিদের মতে প্রথম মাসেই রেতঃ জমাট ও কঠিন হইয়া থাকে দ্বিতীয় মাসে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ ও জিহ্বা গঠিত হয়। তৃতীয় মাসে করপদ প্রভৃতি অঙ্গের আবির্ভাব, চতুর্থ মাসে দেহপ্রাপ্তি ও পঞ্চম মাসে গর্ভস্রাবের ভয়। ষষ্ঠ ও সপ্তমে জ্ঞানোদয় হয়। অষ্টম মাসে গর্ভস্রাবের সম্ভাবনা নবম, দশম ও একাদশ মাসে গর্ভস্থ জীব পূর্ণাবয়ব হইয়া দ্বাদশ মাসে প্রসূত হয়।

যদি হস্তীর রেতোভাগ অধিক হয় তবে পুংশাবক, হস্তিনীর রেতোভাগ অধিক হইলে স্ত্রীশাবক এবং উভয়ের সমান হইলে ক্লীব হয়। সচরাচর পুংশিশু গর্ভের ডানদিকে, স্ত্রীশিশু বামদিকে ও ক্লীব মধ্যভাগে অবস্থিতি করে। হস্তিনী প্রায়ই একটী শিশু প্রসব করে। কখন কখন যমজও প্রসব করিয়া থাকে।

হস্তিনীর দুগ্ধের গুণ—মধুর, বৃষ্য, গুরু, কষায়, স্নিগ্ধ, স্থৈর্য্যকারী, শীতল, দৃষ্টিবর্দ্ধক ও বলবৃদ্ধিকর।

ইহার দধির গুণ—কষায়, লঘু, উষ্ণ পাক, শূলনাশক, রুচিকর, দীপ্তিপ্রদ, কফরোগনাশক, বীর্য্যবর্দ্ধক ও বলপ্রদ।

নবনীতের গুণ—কষায়, শীতল, লঘু, তিক্ত, বিষ্টম্ভী, পিত্ত, কফ ও কৃমিনাশক।

ঘৃতের গুণ—কষায়, বিষ্টম্ভী, তিক্ত, অগ্নিবৃদ্ধিকর এবং কফ, পিত্ত, বিষ ও কৃমিনাশক।

হস্তীরা আপনাদের সর্ব্বশক্তিশালী শুঁড়টি দিয়াই প্রায় সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করে। তাহারা আহারাদিও শুঁড় দিয়াই করিয়া থাকে। কিন্তু হস্তিশিশু শুঁড় দিয়া স্তন্যপান করে না। অধরওষ্ঠের প্রান্ত দিয়া স্তন্যপান করে। ইহারা স্তন্যপানের সময় শুঁড় দিয়া স্তন চাপিয়া রাখে, ইহাতে সহজেই স্তন্য নিঃসৃত হয়। হস্তিনী দুধ দিবার জন্য শয়ন করে না। হস্তিনী অপেক্ষাকৃত একটু উচ্চ হইলে হস্তিশাবকের দুগ্ধপান করিতে কষ্ট হয়। সেই অবস্থায় হস্তিনীকে কখন অবনত হইয়া দুধ দিতে হয়। গৃহপালিত হস্তিনী যেখানে আবদ্ধ থাকে, হস্তিরক্ষক তাহার নীচে ৬।৭ ইঞ্চি উচ্চ একটী মাটির মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া দেয়, হস্তিশিশু তাহার উপরে দাঁড়াইয়া অনায়াসে স্তন্যপান করিতে পারে। হস্তিশিশু পাঁচবৎসর পর্য্যন্ত স্তনদুগ্ধ পান করিয়া থাকে। ইহার পরে তৃণ ও পল্লব আহার করিতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় হস্তিশিশুকে বাল, দশমবৎসরে পুট, বিংশতিবৎসরে বিক্কা, এবং ত্রিংশবৎসরে কালভ নামে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। কখন কখন হস্তিশিশুর জন্মগ্রহণের পর হস্তিনীরা তাহাকে তুলিয়া তিন চারিদিন হয় পৃষ্ঠের উপর, না হয় দন্তের উপর রাখিয়া দেয়। তিনবৎসর বয়সে হস্তিশাবকের দাঁত বাহির হয়। হস্তিনী গর্ভবেদনায় পীড়িত হইলে অথবা হস্তিনীর গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে, হস্তীরা তাহাকে ঔষধ সেবন করিতে দেয়। এই সময়ে হস্তিযূথ হস্তিনীকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। যদি কখনও হস্তিশাবক মৃত হয়, তাহা হইলে হস্তীরা কোন ঝোপের ভিতরে লুকায়িত থাকে, পরে সন্ধান করিয়া হস্তিশিশুকে উদ্ধার করে এবং শিকারীকে মারিয়া ফেলে। কখন কখন হস্তিনী একাকিনীই শাবকের উদ্ধার করিয়া থাকে।

সচরাচর ৬০ বৎসর বয়সে হস্তী পূর্ণাবয়ব হয়, ৩০ বৎসরে হস্তিনীরও সকল অবয়ব পূর্ণ হইয়া থাকে। একটী গোলা দুই খণ্ড করিলে যেমন দেখায়, পূর্ণবয়সে হস্তীর মস্তকটীও ঠিক সেইরূপ। কাণ দুইটী চখানি কুলার মত, শুণ্ড, দন্ত, লিঙ্গ ও লাঙ্গুল ভূতলস্পর্শী হইয়া থাকে। সম্মুখের প্রত্যেক পায়ে পাঁচটী করিয়া ও পিছনের প্রত্যেক পায়ে ৪টী করিয়া মোট ১৮টী নখ থাকে।

মনুষ্যের অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলে এই মহাকায় বলশালী মাতঙ্গরাজকেও ধরা দিতে হয়, দিন দিন মানুষের অধীন হইয়া তাহাকে আদেশ প্রতিপালন করিয়া সামান্য পশুর ন্যায় আবদ্ধ থাকিতে হয়। প্রাচীনকাল হইতেই হস্তী ধরিবার নিয়ম ছিল, আর্য্যগণ বা প্রাচীন প্রাণিতত্ত্ববিদেরা ইহার বিশেষ কোন উপায় লিপিবদ্ধ করেন নাই, অথবা তাঁহারা লিখিয়া গেলেও তাহা এখন দুষ্প্রাপ্য। আইন্-অকবরীতে হাতী ধরিবার চারিটী প্রণালীর উল্লেখ আছে—খেদা, চোরখেদা, গাদ ও ধার।

খেদা—শিকারীদের কতক অশ্বপৃষ্ঠে ও কতক পদব্রজে

বনমধ্যে প্রবেশ করে। গ্রীষ্মকালই হাতী ধরিবার উপযুক্ত সময়। যে স্থানে হস্তিদল স্বাধীনভাবে দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে, শিকারীরা সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া ঢোল এবং ভেঁপু বাজাইতে থাকে। ইহার শব্দে হস্তিপাল ভীত ও চিন্তিত হইয়া চারিদিকে দৌড়াইতে থাকে, কিছুকাল পরে ক্লান্ত হইয়া শান্তিসুখের আশায় বৃক্ষচ্ছায়ায় আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন পাকা শিকারীরা বৃক্ষের ছাল বা পাটের দড়ি হাতীর গলায় বা পায়ে বাঁধিয়া দেয়। পরে পালিত ও শিক্ষিত হস্তী দ্বারা প্রলোভিত হইয়া বন্যহস্তী মনুষ্যের বশীভূত হয়। একটী হাতীর যত দাম শিকারীরা তাহার সিকি পারিশ্রমিক পায়।

চোরখেদা—যেখানে বন্যহস্তীর প্রধান আড্ডা, শিকারীরা একটী পোষা হস্তিনী লইয়া তথায় উপস্থিত হয়, মাহুত সেই পোষা হস্তিনীর পিঠে নীরবে মড়ার ন্যায় পড়িয়া থাকে, হস্তিরা হস্তিনীকে দেখিয়া আপনাআপনি লড়াই করিতে থাকে। ইত্যবসরে মাহুত হস্তীর পায়ে দড়ি বাঁধিয়া দেয়। আসামদেশে এই প্রথায় হাতী ধরা হইয়া থাকে।

গাড়—যেখানে হাতীর পাল সচরাচর বেড়াইয়া থাকে, সেই স্থানে একটী গর্ত খুঁড়িয়া রাখিতে হয়, এই গর্তটী ঘাসে পরিপূর্ণ থাকে। শিকারীরা কিছুদূরে ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া থাকে। হাতীর পাল ঐ স্থানে আসিলে শিকারীরা শব্দ করিতে থাকে। সেই ভীষণ শব্দে হাতীগুলি চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকে, ক্রমে এক একটা সেই গর্তের মধ্যে পড়িয়া যায় এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকে, কিন্তু কোনক্রমে উঠিতে পারে না, অনেকদিন ঐ ভাবে পড়িয়া থাকে, জল বা কোন প্রকার খাদ্য দেওয়া হয় না, কাজেই তাহাকে মানুষের বশীভূত হইতে হয়।

বাড়—যে স্থানে হস্তীর দল বিশ্রাম করে, সেইখানে শিকারীরা একটা প্রকাণ্ড গর্ত খুঁড়িয়া রাখে। সেই গর্তের একদিকে একটা পথ থাকে, পথের মুখেই একটী দরজা বসাইতে হয়। দরজাটী দড়ি দিয়া বাঁধা থাকে। দরজার নিকটে হস্তীর খাদ্য অনেক পরিমাণে রাখিতে হয়। হাতীরা সেই সকল খাদ্য খাইতে আরম্ভ করে, ক্রমে খাদ্যের লোভে বেসামাল হইয়া দরজার ভিতরে প্রবেশ করে, শিকারীরা তখন দড়ি কাটিয়া দেয়, অমনিই দরজা বন্ধ হইয়া যায়। হস্তিযূথ তখন বিকট চীৎকার করিতে থাকে এবং দরজা ভাঙ্গিয়া পলাইবার চেষ্টা করে। শিকারীরাও তখন বাদ্য করিতে থাকে ও আগুন জ্বালায়। হস্তীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিছুকাল দৌড়াদৌড়ি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে। সেই সময়ে কুন্‌কী আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, শিক্ষিত হস্তিনীর মোহন ফাঁদে পড়িয়া হস্তীরা আপন অবস্থা ভুলিয়া যায়। সেই সুযোগে শিকারীরা তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলে।

মোগলসম্রাট্ আকবরের এই চারিপ্রথায় হাতী ধরা হইত। আকবরের সময়ে আর একটী নূতন কৌশল উদ্ভাবিত হয়। সেইটী এই—বন্য হাতীগণের তিনদিকে ঢাকচালকগণ ঘেরিয়া রহিত, একদিক খোলা থাকিত; এই দিকে বহুসংখ্যক কুন্‌কী রাখিয়া দেওয়া হইত। চারিদিক হইতে বন্যহস্তী আসিয়া হস্তিনীদিগকে ঘেরিয়া দাঁড়াইত। হস্তিনীরা তখন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইত, তাহাদের মোহে পড়িয়া হস্তীরাও তথায় যাইয়া উপস্থিত হইত, পরে তাহাদিগকে ধরা হইত। এখনও হাতী ধরিবার নানা কৌশল প্রচলিত আছে। ভারতের নানাস্থানেই হাতী ধরা হইয়া থাকে। ১৮৬৮ সালে মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট হস্তী সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। এক্ষণে বেঙ্গল গবর্মেণ্টের অনেক আয় হয়। সিংহলে এখনও হাতী ধরা হইয়া থাকে, আসামেও হয়। সিংহলের হাতীরা বড় দুষ্ট। তাহারা সময়ে সময়ে কৃষিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শস্য নষ্ট করিয়া ফেলে। এই জন্য সিংহল-গবর্মেণ্ট হাতী মারিবার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন।

সিংহলে হাতী ধরিবার কৌশল।—হাতীর পাল বিশ্রামস্থানের মধ্যবর্তী হইলে ১০।১২ ক্রোশ স্থান মণ্ডলাকারে ব্যাপিয়া তাহার চারিদিকে আলো জ্বালিতে হয়। এই আলোক দূরস্থ হওয়া উচিত নহে। ইহার মধ্যে সশস্ত্র সহস্র লোক রাখিতে হয়। ২।০ হাত উচ্চ খুঁটির উপরে ঐ আলো থাকিবে, খুঁটিগুলি পরস্পর ২ হাতের অধিক দূর হইবে না। ক্রমে সেই খুঁটি মধ্যে অল্পে সরাইয়া আনিতে হয়। সেই খোটার উপর কাঁকর কাদা দিয়া তাহার উপরে পত্রাদি দগ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। আলোকের উপরে নারিকেল পাতার আচ্ছাদন থাকে, বৃষ্টি পড়িলে আলো সহজে নিবে না। আলো যত সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে, হাতীরাও সেই সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কীর্ণ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। যখন হস্তিগণ মণ্ডলের মধ্যস্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সেই মণ্ডলের একদিকে বেঁটা মোটা কাঠের বেড়া দিয়া একটী অপ্রশস্ত স্থান প্রস্তুত করিতে হয়। সেই পথে একটী হাতী অতি কষ্টে বাহির হইতে পারে, এই প্রকার সেই মণ্ডলাকার স্থানে চারিদিকে মোটা কাঠের বেড়া দিয়া লতা পাতা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। হাতীরা উহাকে

হস্তীর আহার সমস্ত গৃহপালিত পশু অপেক্ষা বেশী, সচরাচর এক মণ চাউল ও আ০ মণ জল খাইতে পারে। মোগলসম্রাট্ অকবর হস্তীকে ৭ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—১ মস্ত, ২ সেরগির, ৩ সাদা, ৪ মাঝলা, ৫ কর্হা, ৬ কাণ্‌চুরকিয়া, ৭ মোকাল। এই ৭ শ্রেণী প্রত্যেক আবার তিনভাগে বিভক্ত—বড় আড়া, মাঝারি আড়া ও ছোট আড়া। মোকালের ১০টী ভাগ আছে।

মস্ত বড় আড়া ২ মণ ৪ সের আহার করিতে পারে। এই প্রকার মাঝারি আড়া ২ মণ ১৩ সের ও ছোট আড়া ২ মণ ১৪ সের আহার করিতে পারে।

সেরগির বড় আড়া ২ মণ ৯ সের, মাঝারি আড়া ২ মণ ৪ সের, ছোট আড়া ১ মণ ৩০ সের, সাদা বড় আড়া ১ মণ ৩৪ সের, মাঝারি আড়া ১ মণ ২৩ সের, ছোট আড়া ১ মণ ১৪ সের; মাঝলা বড় আড়া ১ মণ ২২ সের, মাঝারি আড়া ১ মণ ১০ সের, ছোট আড়া ১ মণ ১৮ সের, কর্হা বড় আড়া ১ মণ ১৫ সের, মাঝারি আড়া ১ মণ ১ সের, ছোট আড়া ১ মণ ৪ সের, কাণ্‌চুরকিয়া বড় আড়া ১ মণ, মাঝারি আড়া ২৪ সের, ছোট আড়া ২২ সের; মোকাল বড় আড়া ২৬ সের, মাঝারি আড়া ২৪ সের; তৃতীয় শ্রেণী ২২ সের, চতুর্থ শ্রেণী ২০ সের ৫ম শ্রেণী ১৮ সের, ৬ষ্ঠ শ্রেণী ১৬ সের, ৭ম শ্রেণী ১৪ সের, ৮ম শ্রেণী ১২ সের, ৯ম শ্রেণী ১০ সের ও ১০ম শ্রেণী ৮ সের আহার পাইবার উপযুক্ত। ইহাদের ক্রমানুসারে হস্তিনীরও আহারের ব্যবস্থা ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হস্তিনী ১ মণ ২২ সের ও সর্ব্বাপেক্ষা ছোট হস্তিনী ৬ সের মাত্র আহার পাইত। হস্তী উপর আরোহণ করিয়া বহুদূর ভ্রমণ করিতে হইলে অনেক ব্যক্তি হস্তীকে মসলার রুটি খাওয়াইয়া থাকে।

হস্তীরা আহারের জন্য বড় বড় বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া ফেলে, তাহার পরে ধীরে ধীরে পাতা ডাল বাদ দিয়া কেবল ছাল খায়। কৎবেল খাইতে হস্তী বড়ই মজবুত। একটী আস্ত কৎবেল গিলিয়া ফেলে, মলত্যাগ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় বেলটী তেমনি আস্ত আছে, কিন্তু মধ্যে শাঁস নাই। সকাল সন্ধ্যায় হস্তীকে স্নান করাইতে হয়। ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্ব্বে হাতীর কপালে, কাণে ও পায়ে মাখন মাখাইতে হয়, নতুবা রৌদ্রতাপে ঐ সকল স্থান সহজেই ফাটিয়া যায়। হস্তী পালক ও চালকের সম্পূর্ণ বশীভূত। চালকের কটাক্ষে ও ইঙ্গিতে হস্তী অসাধ্য সাধন করিয়া থাকে। পশু হইলেও হস্তীর দয়া আছে এবং উপকার পাইলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে জানে।

বন্যহস্তীকে অনেক সময়ে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্য জানোয়ারের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, আবার সময়ে সময়ে হস্তীর সহিতও যুদ্ধ হইয়া থাকে। মদক্ষরণকালেই এইরূপ যুদ্ধ ঘটিয়া থাকে। গৃহপালিত হস্তীরও হস্তী, মানুষ, অশ্ব প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ হইয়া থাকে। সম্রাট্ অকবরের সময় অনেক হস্তীই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিত, হস্তীকে যুদ্ধ শিখাইবার জন্য বেতনভোগী লোকও নিযুক্ত ছিল। এখন হস্তিযুদ্ধ প্রায়ই দেখা যায় না। কিছুদিন পূর্ব্বে বরদায় প্রতিবৎসরেই প্রায় হস্তিযুদ্ধ হইত। যে সকল হস্তীরা যুদ্ধ করে, তাহাদিগকে একরকম মাদকদ্রব্য সেবন করান হয়, ইহাতে হস্তী উত্তেজিত হইয়া উঠে, ইহাকে মুস্ত বলে। ইহার পর তিনমাস কাল মাখন ও চিনি খাওয়াইতে হয়। এইরূপ উত্তেজিত দুইটা হাতীকে যুদ্ধের জন্য আনান হয়, এবং বাজি রাখিয়া উভয়পক্ষই উপস্থিত থাকে। হস্তিযুদ্ধের রঙ্গভূমির দৈর্ঘ্য ৬ শত হাত, এবং বিস্তার ৪ শত হাত। হস্তী দুইটাকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখা হয়। যুদ্ধের একটী সঙ্কেত আছে, সেই সঙ্কেতটী হইবামাত্র, দর্শকবৃন্দ আপন আপন স্থানে সরিয়া দাঁড়ায়। তখন হস্তিদ্বয়ের শিকল শিথিল করিয়া দেওয়া হয়, হস্তিদ্বয় তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া রঙ্গের মধ্যস্থলে উপস্থিত হয়, পরস্পর সম্মুখে আসিয়া মাথায় মাথায় ঘর্ষণ করিতে থাকে, ইহার পরে শুঁড়ে শুঁড়ে জড়াজড়ি করিয়া যুদ্ধ করে। কেহ কাহারও মাথা হইতে মাথা উঠায় না। এইরূপ অনেক সময় যুদ্ধ হইলে পর যে হাতীর পরাজয় হয়, তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে লইয়া যাওয়া হয়। জয়ী মাতঙ্গরাজ যখন রঙ্গস্থলে দাঁড়াইয়া আস্ফালন করিতে থাকে, তখন মাহুত নামিয়া পড়ে, অপরাপর লোক আসিয়া কৌশলে হাতীটাকে বাঁধিয়া ফেলে, এবং ক্রীড়কগণ যথাযোগ্য পুরস্কার পাইয়া থাকে। হস্তীর সহিত মানুষেরও যুদ্ধ হয়।

হাতী শিকারের প্রধান সহায়। প্রাচীনকালে হাতী চড়িয়া রাজারাজড়াগণ শিকার করিতেন। এখন ইংরাজরাজপুরুষেরা প্রায়ই হাতীতে চড়িয়া শিকার করিতে যাইয়া থাকেন। আশিক্ষিত হস্তী লইয়া শিকারে গেলে বিপদ্ হইবার সম্ভাবনা। শিক্ষিত হস্তী পাহাড়ে উঠিতে পারে, আবশ্যক হইলে পর্ব্বতের খাদেও নামিতে পারে।

ভূতত্ত্ববিদেরা পৃথিবীর নিম্নস্তর হইতে প্রস্তরীভূত হস্তীকঙ্কাল পাইয়াছেন, তদ্দ্বারা জানা যায়, বহু পূর্ব্বকালে বিভিন্ন হস্তী বিদ্যমান ছিল। সাগরেও একপ্রকার জলচর হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে জলহস্তী কহে।

[জলহস্তী দেখ।]

গজকচ্ছপ, [গজকচ্ছপীয় যুদ্ধ দেখ।]

গজকচ্ছপীয়যুদ্ধ (স্ত্রী) গজকচ্ছপীয়ং গজকচ্ছপসম্বন্ধি যুদ্ধং কর্ম্মধা°। মহাভারতবর্ণিত গজ ও কচ্ছপের যুদ্ধ। উপাখ্যানটী এইরূপ।—বিভাবসু নামে এক মহর্ষি ছিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম সুপ্রতীক। সুপ্রতীক বিভাবসুর সহিত একত্রে থাকিতে ভালবাসিতেন না, এই কারণে তিনি সময় পাইলেই বিভাবসুর নিকটে পৈতৃক-ধন বিভাগ করিবার কথা উঠাইতেন। বিভাবসুর স্বভাবটা কিছু চটা, হঠাৎ চটিয়া উঠিতেন, কাজেই তাহার বিরক্তি বোধ হইল। একদিন বিভাবসু সুপ্রতীককে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ সুপ্রতীক! আমি তোমার ব্যবহারে নিতান্তই অসন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি অন্যায়রূপে পিতৃধন ভাগ করিয়া লইতে চাহিতেছ, অতএব তুমি গজযোনি প্রাপ্ত হইবে।" নির্দোষ সুপ্রতীক তাহা শুনিয়া অবাক্ হইলেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে বলিলেন, "আমার দোষ নাই, তথাপি দারুণ শাপ দিয়াছ, অতএব তুমিও কচ্ছপ হইয়া জন্মগ্রহণ কর।" সেকালের ব্রাহ্মণ, কথা কখনও মিথ্যা হইবার নয়, কাজেই এক ভাই হাতী আর একজন কচ্ছপ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। বিভাবসু কচ্ছপ হইয়া গভীর জলে বাস করিতে লাগিলেন। সুপ্রতীক হাতী হইয়াও কিছুদিন সেই নাড়ী ছাড়িয়া বাস করিতে পারিলেন, এবং সেই অবসরে পৈতৃক ধনের অনেক অংশ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার মধ্যে রাখিয়া দিলেন। তাঁহাদের জন্মান্তর হইল, কিন্তু বিদ্বেষভাব কিছুই কমিল না। উভয় উভয়কে বধ করিবার চেষ্টায় থাকিলেন। বলিয়া রাখা উচিত যে, গজের কলেবর ৬ যোজন উচ্চ ও ১২ যোজন আয়ত, এবং কচ্ছপটী ৩ যোজন উচ্চ, পরিধি ১০ যোজন। কচ্ছপটা একটা বৃহৎ সরোবরে বাস করিত, দৈবক্রমে একদিন হাতী সেই সরোবরে জল পান করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বড় ভাই কচ্ছপ অমনি ছোট ভাইকে কামড়াইয়া ধরিল। হাতীও বলবান, কচ্ছপও কম নহে। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল, সকলেই দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হইল, কিন্তু যুদ্ধটা নিবারণ করিতে কাহারও সাধ্য হইল না। একদিন পক্ষিরাজ গরুড় ক্ষুধায় বড়ই কাতর হইয়া পিতার নিকটে খাবার চাহিলে পিতা কশ্যপ যুধ্যমান গজকচ্ছপ দুইটাকে খাইতে অনুমতি করেন। গরুড় পিতার আদেশে উভয়কে পায়ের নখে করিয়া লইয়া উড়িয়া চলিল। গরুড় মনে মনে ভাবিতে লাগিল, কোথায় বসিয়া গজকচ্ছপকে উদরসাৎ করি, শেষে একটী বটগাছে বসিয়া খাইতে লাগিল; তাহাতে গরুড়কে আরও বিপদগ্রস্ত হইতে হইল। বটগাছ ভাঙ্গিল, পক্ষিরাজ দেখিল গাছটী ভাঙ্গিয়া পড়িলে, তপস্যানিরত বালখিল্য মুনিগণের প্রাণ উড়িয়া যাইবে। কাজেই তাহাকে চঞ্চুপুটে সেই ভগ্ন বটশাখা লইয়া উড়িতে হইল। অনেক দূরে যাইয়া জনমানবশূন্য তুষারময় পর্ব্বতে বসিয়া গজকচ্ছপকে উদরসাৎ করিল। গজকচ্ছপের যুদ্ধ যেরূপ ভয়ঙ্কর, বোধ হয় আর সেরূপ ভয়ানক যুদ্ধ হয় নাই। এইজন্যই এ দেশীয় লোকেরা ভীষণ যুদ্ধ দেখিয়া "বাপ! কি ভয়ানক, যেন গজকচ্ছপের যুদ্ধ" বলিয়া উপমা দিয়া থাকে। (ভারত ১।২৯-৩০ অঃ)

গজকচ্ছপের যুদ্ধের কথা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, কিন্তু অতি পূর্ব্বকালে কচ্ছপও এখনকার হাতীর মত এক একটা বড় ছিল, ভূতত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বড় বেশী দিনের কথা নয়, হিমালয়-সন্নিহিত শিবালিক পাহাড় হইতে প্রস্তরীভূত এক প্রকার কচ্ছপের কঙ্কাল বাহির হইয়াছে। সেইখানি এখনকার বড় বড় হাতীর কঙ্কাল অপেক্ষা কোন অংশে ছোট নহে।

(Proc Geological Survey of India.)

গজকটা (দেশজ) একপ্রকার লতানিয়া গাছ। (Wiberi Scandens.)

গজকণা (স্ত্রী) গজপিপ্পলী, গজপিপুল।

গজকন্দ (পুং) গজো গজবৃহৎ কন্দোহস্য বহুব্রী। হস্তিকন্দবৃক্ষ। (রাজনি°।) হাতিকাঁদা।

গজকর্ণ (পুং) গজস্য কর্ণ ইব কর্ণোযস্য বহুব্রী। যক্ষবিশেষ।

(ভারত ২।১০ অঃ।)

গজকর্ণা (স্ত্রী) মূলবিশেষ। ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, বাত ও কফনাশক, স্বাদু এবং শ্বাসবর্দ্ধনাশক। ইহার কন্দের গুণ—পাণ্ডুরোগ, ক্রিমি, প্লীহা ও গুল্মরোগনাশক, গ্রহণী, অর্শ ও বিকারঘ্ন। অপর গুণ—বনশূরণ কন্দের সমান। (ভাবপ্রকাশ) বাচস্পত্যে 'গজকর্ণা' স্থলে 'গজকর্ণ' পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

গজকাঠি (দেশজ) হস্তহাত পরিমিত মাপের কাষ্ঠ।

গজকুসুম (পুং) নাগকেশর। (চক্রদত্ত)

গজকুসুমা (স্ত্রী) নাগকেশর।

গজকূর্ম্মাশিন্ (পুং) গজকূর্ম্মৌ অশ্নাতি অশ-ণিনি। গরুড়। (শব্দরত্না°।) পক্ষিরাজ গরুড় যুধ্যমান গজকচ্ছপকে ভক্ষণ করে, তাই তাহার এই নাম হইয়াছে। [গজকচ্ছপ দেখ।]

গজকৃষ্ণা (স্ত্রী) গজইব কৃষ্ণা। গজপিপ্পলী। (ভাবপ্রকাশ।) গজপিপুল।

গজকেশরী, কেশরীবংশীয় উড়িষ্যার একজন পরাক্রান্ত রাজা, বটকেশরীর পুত্র। তিনি ১২ বর্ষমাত্র রাজত্ব করেন।

[উৎকল দেখ।]

গজগীর (পারসী) ১ চাতাল, মেজ। ২ চুণকামকারী।

গজঘণ্টা (স্ত্রী) গজস্য ঘণ্টা ৬তৎ। ১ হাতীর গলায় যে ঘণ্টা দেওয়া হয়। ২ রঙ্গপুরজেলার অন্তর্গত একটী বাণিজ্য-প্রধান নগর। অক্ষা° ২৫° ৪৯´ ৪৫˝ উঃ, দ্রাঘি° ৮৯° ২০´ পূঃ। এখান হইতে যথেষ্ট চুণ ও পাট রপ্তানী হইয়া থাকে।

গজচক্ষুস্ (ত্রি) গজস্যেব চক্ষুর্যস্য গজস্য চক্ষুরিব চক্ষুর্যস্য ইতি বা বহুব্রী। যাহার চক্ষু হাতীর চক্ষু সদৃশ, বিকৃতচক্ষু, টেরা।

গজচির্ভিট (পুং) গজপ্রিয়শ্চির্ভিটঃ। গোডুম্বা। (ত্রিকাণ্ড)

গজচির্ভিটা (স্ত্রী) গজপ্রিয়া চির্ভিটা মধ্যলো°। ইন্দ্রবারুণী। (রত্নমালা।) গোরক্ষকাঁকুড়, রাখালশশা।

গজচিভিটী (স্ত্রী) গজপ্রিয়া চির্ভিটী। ইন্দ্রবারুণী। শব্দকল্পদ্রুমের মতে গজচির্ভিটা।

গজচোখ (গজচক্ষুঃ শব্দজ) গজচক্ষুঃ।

গজচ্ছায়া (স্ত্রী) গজস্য হস্তিনঃ ছায়া প্রতিবিম্বঃ ৬তৎ। ১ হস্তীর ছায়া। ২ যোগবিশেষ। কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথিতে চন্দ্র মঘানক্ষত্রে এবং রবি হস্তানক্ষত্রে থাকিলে গজচ্ছায়াযোগ হয়। এই তিন দিন পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে বিস্তর ফল হয়।

"কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশ্যাং মঘাস্বিন্দুঃ করে রবিঃ।
যদা তদা গজচ্ছায়া শ্রাদ্ধে পুণ্যৈরবাপ্যতে।" (কৃত্যচিন্তা°)

৩ সূর্য্যগ্রহণকাল। এই সময়ে শ্রাদ্ধ করা প্রশস্ত।

"সৈংহিকেয়ো যদা ভানুং গ্রসতে পর্ব্বসন্ধিষু।
গজচ্ছায়াতু সা প্রোক্তা তত্র শ্রাদ্ধং প্রকল্পয়েৎ।" (বরাহ)

৪ অমাবস্যার দিন যে সময় ছায়া পূর্ব্বমুখী হয় (মানুষের দ্বিগুণ হয়) সেই কালকে গজচ্ছায়া বলে। ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ এই সময়ে শ্রাদ্ধ করিবার বিধান করিয়াছেন।

অমাবাস্যাং গতে সোমে ছায়া য প্রাঙ্মুখী ভবেৎ।
গজচ্ছায়েতি সা প্রোক্তা তত্র শ্রাদ্ধং প্রকল্পয়েৎ।" (মলমাসতত্ত্ব)

গজঢক্কা (স্ত্রী) গজোপরি স্থিতা ঢক্কা। হাতীর উপরিস্থ বড় ঢাক। পর্য্যায়—দমামা। (হারাবলী)

গজতা (স্ত্রী) গজানাং সমূহঃ গজ-তল্। (গজসহায়াভ্যাঞ্চেতি বক্তব্যম্। পা ৪।২।৪৩ বার্ত্তিক।) হস্তিসমূহ।

গজতুরঙ্গবিলসিত (ক্লী) ছন্দোবিশেষ, অপর নাম ঋষভগজবিলসিত।

গজদঘ্ন (পুং) গজের পরিমাণমস্য গজ-দঘ্নচ্। হস্তিপরিমাণ।

গজদন্ত (পুং) গজস্য দন্তাবিব দন্তাবস্য বহুব্রী। ১ গণেশ। (শব্দরত্নাবলী।) (ত্রি) ২ হস্তীর দন্তের ন্যায় দন্তবিশিষ্ট। (পুং) ৩ নাগদন্ত, জিনিষপত্র রাখিবার জন্য ভিত্তিতে যে দুইটী দাণ্ডা দেওয়া হয়, তাহাকে গজদন্ত বা নাগদন্ত বলে।

[নাগদন্ত দেখ।]

৪ দাঁতের উপর যে দাঁত হয়। গজস্য দন্তঃ ৬তৎ। ৫ হাতীর দাঁত। গজদন্ত পৃথিবীর উৎকৃষ্ট ও মহার্ঘ পদার্থ, ইহা দ্বারা নানা রকমের ব্যবহার্য্য মনোহর অথচ বহুকালস্থায়ী জিনিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে। হস্তীদিগের উপর মাড়ীতে দুইপাশে যে দুইটী তীক্ষ্ণ (ইন্‌সাইসার) দন্ত থাকে, তাহাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সকল কার্য্যের উপযোগী গজদন্ত হয়। নীচের মাড়ীর দাঁত তেমন বাড়ে না, হস্তিনীর দন্তও তত বড় হয় না। গাছের ছাল ছাড়াইতে, কি গাছ কাটিয়া ফেলিতে হস্তীর দন্ত মাঝে মাঝে ভাঙ্গিয়া যায়। সেইজন্য অতিশয় বৃহৎ হইতে পারে না। একবার ভাঙ্গিয়া যাইলে পুনরায় গজাইয়া থাকে, গজদন্ত দীর্ঘে ৬ হাত পর্য্যন্ত বড় হইয়া থাকে। এরূপ একজোড়া দন্ত ওজনে প্রায় ৪ মণ হয়, সচরাচর এত বড় গজদন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে, একমণ এইরূপ ওজনের গজদন্তই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। গজদন্ত আড়াআড়ি ভাঙ্গিলে তাহার ভিতরে গোলাকার রেখাসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে যে গজদন্ত উৎপন্ন হয়, তাহাতে এদেশের খরচ চলে না। প্রতিবৎসর আফ্রিকা হইতে এদেশে গজদন্ত আমদানী হইয়া থাকে। যে সকল গজদন্ত ভারতবর্ষের বলিয়া পরিচিত, তাহার অধিকাংশই আসাম ও ব্রহ্মদেশ হইতে পাওয়া যায়। কিংবদন্তী আছে যে, পূর্ব্বকালে আসামের নাগাজাতিরা পার্ব্বত্য গ্রামসমূহ হইতে গজদন্ত আনিয়া বনের বাহিরে রাখিয়া দিত, আর আপনারা বনের ভিতর লুকাইয়া থাকিত। হিন্দু বণিকগণ সেইখানে গিয়া নাগারা যে সকল দ্রব্য ভালবাসে, বিনিময়ে তাহা রাখিয়া গজদন্তগুলি লইয়া আসিত। বণিকেরা চলিয়া গেলে বন হইতে বাহির হইয়া নাগারা সেই সমুদায় জিনিষ লইয়া ঘরে যাইত। হিন্দুদিগের সহিত নাগাদিগের এইরূপ ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। হিন্দুর গ্রামে যাইয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্যবসা-বাণিজ্য করা নাগাধর্ম্মবিরুদ্ধ। এ কথা কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারা যায় না। নাগরা অতি অল্পই [illegible] আনিয়া থাকে, [illegible] ও খাম্‌তিরাই এই দ্রব্য অধিক পরিমাণে বিক্রয় করে, প্রা[illegible] বৎসরে আসাম হইতে বঙ্গদেশে একশত মণের অধিক গজ[illegible] প্রেরিত হয়।

আফ্রিকা হইতে প্রতিবৎসর প্রায় পাঁচ হাজার মণ হাতী দন্ত আনীত হয়। জাঞ্জিবার, মোজাম্বিক ও আদন হইতেই ইহার অধিকাংশ আসিয়া থাকে। এই সকল গজদন্ত প্রথম বোম্বাই নগরে আসিয়া জমা হয়। তাহার পরে প্রায় ইহার অর্দ্ধভাগ বিলাতে প্রেরিত হয়। অবশিষ্ট এই দেশের ব্যবহারের নিমিত্ত থাকে। আফ্রিকা হইতে বোম্বাই নগরে যে

-গজদন্ত আনীত হয়, তাহা ওজনদরে বিক্রয় হয়। বোম্বাইয়ের সের ২৮ তোলায়। একটী গজদন্ত এইরূপ সেরের প্রায় ৩ মণ ওজন হইয়া থাকে। তাহার মূল্য ২৫০৲ টাকা। অপর অপর দেশে পাঠাইবার পূর্ব্বে গজদন্তগুলিকে কাটিয়া বোম্বাইয়ের লোকে নানাভাগে বিভক্ত করে। গজদন্তের অগ্রভাগটী ৯ইঞ্চ, কাটিয়া পৃথক্ করিলে, ইহার নাম হয় "আকাশান"। ইহা বিলাতে প্রেরিত হয়। ইহা হইতে বিলিয়ার্ড খেলিবার গুঁটা প্রস্তুত হয়। গজদন্তের মধ্যভাগ ফাঁপা, ইহাকে "চুড়িদার" বলে। চুড়ি করিবার নিমিত্ত ইহার অধিকাংশ এদেশে বিক্রীত হয়। দন্তের মূলভাগ বিদেশে প্রেরিত হয়। ফাঁপাভাগের আবার একপ্রকার নিকৃষ্ট জাতি আছে, তাহাকে "চীনাইবার" বলে, তাহা চীনদেশে প্রেরিত হয়।

গজদন্তের ব্যবসা দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে আফ্রিকা হইতে বোম্বাই নগরে অন্যূন ২৫০০০ যোড়া হস্তিদন্ত আমদানী হইত। এখন ১২০০০এর অধিক আসেনা। হস্তিদন্তের অধিকাংশই প্রথমে আফ্রিকার মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে আনীত হয়। সেখান হইতে সমুদ্রকূলে আইসে, তাহার পর জাহাজে বোম্বাই হইয়া নানাদেশে প্রেরিত হয়।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে গজদন্তের কারুকার্য্য প্রচলিত আছে। বৃহৎসংহিতার মতে, ইহার মত খাট কি পালঙ্ক প্রস্তুত করিবার উপযোগী আর অপর বস্তু নাই। বরাহমিহির লিখিয়াছেন, খাটের পায়াগুলি গজদন্তে নির্ম্মাণ হওয়া আবশ্যক। অপরাপর অংশ কাষ্ঠদ্বারা প্রস্তুত করিয়া তাহার উপরে গজদন্ত বসাইয়া দিলেও চলিতে পারে।

রাজপুতানা, পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতির রমণীগণই গজদন্তের চুড়ি পরিয়া থাকে। বিবাহের সময়ে কন্যার মাতুল, কন্যাকে গজদন্তের চুড়ি কিনিয়া দেন। শাঁখার ন্যায় গজদন্তের চুড়িও নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে এবং ইহার উপরে অভ্র, রাঙ্তা প্রভৃতি চাকচিক্যময় বস্তুও দেওয়া হয়। বড়ঘরের মেয়েরা বিবাহের পর একবৎসর পর্য্যন্ত এই চুড়ি পরিয়া থাকে, গরীব দুঃখীরা গজদন্তের চুড়ি চিরকাল হাতে রাখে। রাজপুতানার রেলে, যেখানে যোধপুর যাইবার শাখা বাহির হইয়াছে, তাহার নিকট পালীগ্রামে প্রচুর পরিমাণে গজদন্তের চুড়ি প্রস্তুত হয়। গজদন্তের চুড়ি নানাপ্রকার, সচরাচর যাহা হয়, তাহা দেখিতে অনেকটা শাঁখার ন্যায়।

বোম্বাইয়ে হস্তি-দন্ত নানাভাগে কর্ত্তিত হইয়া দেশবিদেশে প্রেরিত হয়। সূত্রধরেরাই করাত দিয়া হস্তীদন্ত কাটিয়া থাকে। তাহারা মজুরি পায় না। কাটিতে কাটিতে যে গুঁড়া বাহির হয়, তাহাই তাহাদের প্রাপ্য। এই দন্তচূর্ণ তাহারা গোপদিগকে বিক্রয় করে। গোপদিগের বিশ্বাস গো-মহিষদিগকে ইহা খাইতে দিলে দুধ অধিক হয়। সুশ্রুতের মতেও গজদন্তচূর্ণ বলকারক ঔষধের মধ্যে পরিগণিত।

ইহার পর হস্তিদন্ত তিনটী আড়তে আসিয়া উপস্থিত হয়। তারপর সেখান হইতে অপরাপর স্থানে প্রেরিত হয়। সেই তিন আড়তের নাম পালি, সুরাট ও অমৃতসর। নক-লীলা সম্প্রদায়ভুক্ত মাড়বারীরাই গজদন্তের প্রধান ব্যবসায়ী। ইহারা জৈনধর্ম্মাবলম্বী, গজদন্ত ছুঁইলে ইহাদের মহাপাতক হয়, তাই নিজে স্পর্শ করেন না, স্পর্শ করা, রাখা ঢাকা, ওজন করা প্রভৃতি যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা মুসলমান ভৃত্য দ্বারাই করাইয়া লন। চুড়ির পর এদেশে চিরুণি করিবার নিমিত্তই গজদন্ত অধিক ব্যবহৃত হয়। চিরুণির প্রধান আড্ডা দিল্লী ও অমৃতসর। চিরুণি করিয়া যাহা কিছু গজদন্ত বাদ পড়ে, তাহা আবার অপরলোকে ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। তাহারা সেই গজদন্তের পাত বাক্স প্রভৃতি কাঠের জিনিসে বসাইয়া দেয়। মুলতান, ডেরা-ইস্মাইল খাঁ, হোসিয়ারপুর, শিয়ালকোট, সুরাট, মহীশূর, বিশাখপত্তন প্রভৃতি স্থানে এইরূপ হস্তিদন্তসংলগ্ন অতি সুন্দর কাঠের দ্রব্য প্রস্তুত হয়। মান্দ্রাজপ্রদেশে বিশাখপত্তনের তুল্য এরূপ কার্য্য আর কোথাও হয় না।

কেবল গজদন্ত হইতে যে সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহা মুর্শিদাবাদেই অতি সুচারুরূপে হইয়া থাকে। এরূপ সুন্দর কৌশল আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। মুর্শিদাবাদের কারিকরেরা দুর্গাপ্রতিমা, কালীপ্রতিমা, হস্তী, শকট, ময়ূরপঙ্খি নৌকা প্রভৃতি নানাদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। কলিকাতাপ্রদর্শনীতে বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থান হইতেও হস্তিদন্ত আসিয়াছিল। গয়া, বৃন্দাবন, [illegible], কটক, উড়িষ্যা-গড়জাত, রঙ্গপুর, বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম, ঢাকা, পাটনা প্রভৃতি স্থান হইতে গজদন্তের দ্রব্যাদি প্রেরিত হইয়াছিল। গজদন্তকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চিরিয়া চামর প্রস্তুত হয়। আবার তাহাকে বুনিয়া মাদুর ও শীতলপাটি করিতে পারা যায়। পূর্ব্বকালে শ্রীহট্টে এইরূপ পাটি অনেক প্রস্তুত হইত। কলিকাতাপ্রদর্শনীতে ত্রিপুরার মহারাজ এইরূপ একখানি পাটি পাঠাইয়াছিলেন; তাহার মূল্য ১০২৫৲ টাকা। কাশীর মহারাজ [illegible] গজদন্তের একখানি কোচ ও বারাণসীর একটী খাট প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

একদিন মহাদেবের নিকটে বসিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। মহাদেব অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিতে উপদেশ দেন। পার্ব্বতী বিষ্ণুর আরাধনা করিলে বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুত্রবর দিলেন। কিছুদিন পরে পার্ব্বতীর একটী পুত্র হইল। দম্পতী আমোদে মাতিয়া দান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল প্রভৃতি সকল স্থানেই আমোদ প্রমোদ হইতে লাগিল। সকলেই নবজাত শিশুকে দেখিতে কৈলাসে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহার পরে শনিও আসিয়া কৈলাসে উপস্থিত হইলেন। শনি স্ত্রীর অভিশাপে যাহার দিকে তাকাইতেন, তাহাই ভস্ম হইয়া যাইত। শনি ঠাকুর সেই ভয়ে পার্ব্বতীনন্দনকে দেখিতে যাইলেন না। পরিশেষে শিবের কথায় তাঁহাকে বাটীর ভিতরে যাইতে হইল; গ্রহরাজ পার্ব্বতীর নিকটে যাইয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। পার্ব্বতীর তাহা ভাল লাগিল না। তিনি বালককে দেখিতে অনুরোধ করেন। শনি সব কথা খুলিয়া বলিলেন, তথাপি পার্ব্বতী গ্রাহ্য করিলেন না, তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। অগত্যা শনিকে বালক দেখিতে হইল। শনির দৃষ্টিমাত্রে বালকের মাথাটী উড়িয়া গেল। পার্ব্বতী কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন। বিষ্ণুর নিকটে এই সংবাদ পাঠান হইল। বিষ্ণু আসিবার সময় রাস্তায় দেখিলেন, একটা হাতী পরমসুখে শুইয়া আছে। তিনি সেই হাতীটার মাথা লইয়া আসিয়া সেই ছিন্নমস্তক বালকের শরীরে লাগাইয়া দিলেন। হাতীমুখো বলিয়া যাহাতে কেহ আদর করিয়া পূজা না করে, এই আশঙ্কায় সকল দেবতা মিলিয়া বিধান করিলেন যে, এই গজাননের পূজা না করিলে, আমাদের পূজা সিদ্ধ হইবে না, সেই হইতে সকল দেবদেবীর পূজার অগ্রে গণেশের পূজা করিবার নিয়ম হইয়াছে।

স্কন্দপুরাণের গণেশখণ্ডে ইহার উপাখ্যানটী অন্য প্রকার লিখিত আছে—

সিন্দুর নামক একটী দৈত্য পার্ব্বতীর গর্ভে অষ্টম মাসের সময় প্রবেশ করিয়া, গণেশের মাথাটী কাটিয়া ফেলে। তাহাতে বালকের জীবনের কোন অনিষ্ট হইল না। প্রসবের পরে নারদ আসিয়া বালককেই ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক এই কথা নারদকে বুঝাইয়া বলিলেন, নারদ তাঁহাকে সমস্তক হইতে অনুরোধ করেন। বালক আপনার তেজেই গজাসুরের মাথাটী কাটিয়া আপনার স্কন্ধে যোজনা করিয়া দিলেন, সেই হইতেই তাঁহার গজানন নাম হইল। ভাদ্রমাসের চতুর্থী তিথিতে গজাননের জন্ম হয়। (স্কন্দপুরাণ গণেশখণ্ড ১১ অধ্যায়।) [গণেশ দেখ।]

গজানীক, বাগীশ্বরী দেবীভক্ত বৈবস্বতগোত্রজ একজন রাজা, মেঘনাদের পুত্র ও বাসুবাদের পিতা। (সহ্যাদ্রিখ° ১।৩৩।৮)

গজারি (পুং) গজস্য অরিঃ শত্রুঃ ৬তৎ, ১ সিংহ। ২ বৃক্ষবিশেষ। ঢাকা অঞ্চলে গরাণ বৃক্ষকে গজারি বা গজাী এবং তাহার চারাকে গোচি বলে। ইহার পত্র বিশাল, ত্বক্ স্থূল। ইহার কাঠ খুঁটীর জন্য ব্যবহৃত হয়, ইহা এক জাতীয় শালবৃক্ষ, মধুপুর জঙ্গলে ও আসাম অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে।

গজারোহ (পুং) গজমারোহতি আ-রুহ-অণ্। হস্তিপাল, মাহুত।

গজাশন (পুং) গজৈরশ্যতে ভক্ষ্যতে অশ কর্ম্মণি ল্যুট্, যদ্বা অশ্নাতি অশনঃ গজেভ্যঃ অশনো ভক্ষ্যকো যস্য বহুব্রী। গজভক্ষ্য, অশ্বত্থবৃক্ষ। (রত্নমালা।)

গজাশনা (স্ত্রী) গজাশন-টাপ্। ১ ভঙ্গা, ভাঙ্। ২ শল্লকীবৃক্ষ, হিন্দীতে শালুই বলে। ৩ পদ্মমূল।

গজাসুর (পুং) গজাকারো হসুরঃ। গজাকৃতি একটী অসুর। ইহার উপাখ্যান—পূর্ব্বকালে মহেশ নামে একজন অতিশয় সদাচারী বিত্তবান্, জ্ঞানবান্ নরপতি ছিলেন। সর্ব্বদাই ইনি দেবতা ও ব্রাহ্মণের সেবা করিতে ভালবাসিতেন। একদিন মহেশ নরপতি আপনার বন্ধুবান্ধবের সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। এমন সময় নারদকে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু তাঁহার কোনরূপ আদর বা অভ্যর্থনা করিলেন না। নারদ চটিয়া গেলেন এবং শাপ দিলেন যে, "নরাধম তুই গজযোনি প্রাপ্ত হইবি।" নারদের বাক্য মিথ্যা হইল না। কিছুদিন পরেই তিনি গজযোনি প্রাপ্ত হইয়া, গজাসুর নামে বিখ্যাত হইলেন, এই অসুর হইতে দেবগণ সময়ে সময়ে অতিত্রস্ত হইয়াছিলেন। শিব ইহার চর্ম্ম নিজে পরিধান করিয়াছেন। (স্কন্দপু° গণে° ১০ অঃ।)

গজাসুরদ্বেষিন্ (পুং) গজাসুরং দ্বেষ্টি দ্বিষ্-ণিনি। মহাদেব। [কৃত্তিবাসঃ দেখ।]

গজাস্য (পুং) গজস্য আস্যং মুখমিব আস্যমস্য বহুব্রী। ১ গণেশ। (ক্লী) গজস্য আস্যং ৬তৎ। ২ হাতীর মুখ।

গজাহ্ব (ক্লী) গজসংজ্ঞিতা আহ্বাযস্য বহুব্রী। ১ হস্তিনাপুর। (পুং) [বহু] ২ একটী প্রদেশ, হস্তিনাপুর যে প্রদেশের অন্তর্গত। বৃহৎসংহিতায় কূর্ম্মবিভাগের মধ্যস্থানে এই দেশের উল্লেখ আছে। "গজাহ্বয়স্তোত মধ্যমিদং।"

(বৃহৎস° ১৪ অঃ।)

গজাহ্বয় (ক্লী) গজেন সহিত আহ্বয়ো যস্য বহুব্রী। হস্তিনাপুর।

"ধৃতহরিতালমহত্তে বনবাসাদগজাহ্বয়ং।" (ভারত ৩.৩ অঃ।)

গজাহ্বয়া (স্ত্রী) গজোপপদা আহ্বয়া যস্যাঃ বহুব্রী। ১ গজপিপ্পলী। ২ হস্তিনাপুরী।

গজেক্ষণ (পুং) ১ গজচক্ষু। ২ দানবিশেষ।

গজেন্দ্র (পুং) গজইন্দ্র ইব উপমিতসং যদ্বা গজস্য ইন্দ্রঃ ৬তৎ। ১ গজশ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট হাতী। ২ গজযূথাধিপতি। "নেন্দ্রিয়ং বিকসতো বিদধুর্গজেন্দ্রাঃ।" (মাঘ)

৩ অগস্ত্যমুনির শাপে গজযোনি প্রাপ্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা। ভাগবতে ইহার এইরূপ উপাখ্যান আছে।—পূর্ব্বকালে দ্রবিড়দেশে পাণ্ড্যবংশে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত বিষ্ণুভক্ত নরপতি ছিলেন। একদিন নরপতি একাগ্রচিত্তে হরির আরাধনা করিতে ছিলেন, সেই সময়ে অগস্ত্য মুনি আসিয়া তথায় উপস্থিত হন। রাজা তাঁহাকে লক্ষ্য করিলেন না, তিনি আপন মনে আরাধনায় থাকিলেন। মুনির রাগ হইল, রাজাকে ডাকিয়া বলিলেন, "নরাধম! তুমি ব্রাহ্মণের অপমান করিয়াছ, ইহার ফলে কুঞ্জরযোনি প্রাপ্ত হইবে।" মুনির বাক্য মিথ্যা হইল না, কিছু দিন পরেই রাজা হাতী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। মৃত্যুকালেও তাঁহার হরিভক্তির হ্রাস হয় নাই, সেই কারণ তাঁহার পূর্ব্বজন্মের কথা সকলই মনে রহিল, কিছুই বিস্মৃত হইলেন না। নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন হাতী হইয়া বনে বনে বেড়াইতে লাগিলেন, দৈবাৎ এক দিন চিত্রকূট পর্ব্বতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এই পর্ব্বতে ঋতুমান নামে একটী মনোহর উপবন আছে। রাজা সেই উপবনে যাইয়া স্নান করিতে সরোবরে অবগাহন করিলে, একটা কুম্ভীর তাঁহাকে আক্রমণ করে। তাঁহার সহচর অপর হাতীগুলি তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিল, তিনি কুম্ভীরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনক্রমেই সেই মহাবল কুম্ভীর পরাজিত হইল না। ইন্দ্রদ্যুম্ন বেগতিক দেখিয়া বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন, তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। রাজা সেই দিনেই শাপ হইতে মুক্ত হন। বিষ্ণু রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আর একটী বর দিলেন যে, "তুমি যে স্তবে আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ, অপর যে কোন ব্যক্তি সেই স্তব পাঠ করিবে, তাহার ঐহিক কীর্ত্তি, দুঃস্বপ্ন দূর ও দুঃখবিনাশ হইবে এবং চরমে স্বর্গলাভ হইবে।" যে প্রাতে উঠিয়া সেই গজকৃত বিষ্ণুস্তব পাঠ করে তাঁহার বুদ্ধি কখনও কলুষিত হয় না। ভাগবতে ৮ম স্কন্ধে ৪র্থ অধ্যায়ে সেই স্তব লিখিত আছে।

গজেন্দ্রগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কলাদ্গি জেলার অন্তর্গত একটী প্রধান নগর। কলাদ্গি নগর হইতে ২৫।০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে ও বাদামী হইতে ১৪ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ১৫° ৪৪´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ০´ ৪৫´ পূঃ।

মহাবীর শিবাজি এই স্থানে গজেন্দ্রগড় নামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তাহা হইতে এই নগরের নামও গজেন্দ্রগড় হইয়াছে। এখন এই নগর মুধোলের ঘোরপাড়ে নামক মহারাষ্ট্রবংশীয়দিগের অধিকারভুক্ত।

এখানে বিরূপাক্ষদেবের প্রাচীন মন্দির আছে। নগরের বাহিরে দুর্গা, রামলিঙ্গ, রামসীতা, পাণ্ডুরঙ্গ প্রভৃতি দেবতার মন্দির অবস্থিত।

গড়ের নিকট পাহাড়ের দিকে একটী শিবতীর্থ আছে, এখানে অনেক যাত্রী আসিয়া থাকে। পাহাড়ের উপর কতকগুলি তীর্থ ও মন্দির আছে, তন্মধ্যে বীরভদ্রের মন্দির ও পাতালগঙ্গাতীর্থই প্রধান। পাতালগঙ্গার পার্শ্বে বসবন্ন বা নন্দীমূর্ত্তি আছে। অনেক বন্ধ্যারমণী পুত্র কামনা করিয়া সেই নন্দীর পূজা দিতে আসেন।

গজেষ্টা (স্ত্রী) গজানামিষ্টা ৬তৎ। ভূমিকুষ্মাণ্ড, ভুঁই কুমড়া।

গজোদর (পুং) গজস্য উদরমিবোদরং যস্য বহুব্রী। দৈত্যবিশেষ।

গজোপকুল্যা (স্ত্রী) গজপ্রিয়া উপকুল্যা পিপ্পলী মধ্যপদলো°। গজপিপ্পলী। (বৈদ্যকরত্নাবলী)

গজোষণা (স্ত্রী) গজোপপদা উষণা। গজপিপ্পলী। (রাজনি°।)

গঞ্জ (পুং) গন্জ ঘঞ্। ১ অবজ্ঞা। ২ ভাণ্ডাগার। ৩ খনি। (হেম°।) ৪ গোষ্ঠগৃহ, গোয়ালঘর। (পুং স্ত্রী) ৫ ভাণ্ডাগার। (মেদিনী।)

গঞ্জগদল, বাঙ্গলায় বার্ব্বকাবাদ সরকারের অধীন একটী মহল। (আইন ই-অকবরী।)

গঞ্জভৈরব, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদনগর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। সচরাচর 'গঞ্জি-ভৈরো' নামে খ্যাত। এখানে হেমাড়পন্থীদিগের একটী বৃহৎ শিবমন্দির আছে, মন্দিরের নিকট অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

গঞ্জন (ত্রি) গন্জ-ণিচ্ ল্যু। ১ তিরস্কার, নিন্দা করা। "নেত্রখঞ্জনগঞ্জনে সরসিজ প্রত্যর্থিপাণিদ্বয়ম্।" (সাহিত্যদ°)

(স্ত্রী) গঞ্জ ভাবে ল্যুট্। ২ তিরস্কার।

গঞ্জনা (গঞ্জন শব্দজ) গ্লানিসূচকবাক্য, ভর্ৎসনা।

গঞ্জবর (পুং) কোষাধ্যক্ষ।

গঞ্জা (স্ত্রী) গঞ্জ-টাপ্। ১ পামরের গৃহ। ২ হট্টস্থান, হাট বসিবার স্থান। ৩ মদ্যভাণ্ড। ৪ মদিরাগৃহ, শুঁড়ীর দোকান। ৫ বিজয়া, গাঁজা।

গঞ্জা [গাঁজা দেখ।]

গঞ্জাম, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তরপূর্ব্বদিকের একটী জেলা।

অক্ষা° ১৮° ১৫´ হইতে ২০° ১৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৩° ৪১´ হইতে ৮৫° ১৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। "গঞ্জ-ই-আম" অর্থাৎ পৃথিবীর গঞ্জ এই অর্থে ইহার নাম গঞ্জাম্ হইয়াছে। ইহার উত্তরে উড়িষ্যার অন্তর্গত নয়াগড়, দশপল্লা ও বোদ নামক করদরাজ্য, পূর্ব্বে পুরীজেলা ও বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে মধ্যভারতের অন্তর্গত কালাহাণ্ডি, পাটনা নামক মিত্ররাজ্য ও মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বিশাখপত্তন জেলা। ইহার ভূপরিমাণ ৮৩১১ বর্গমাইল। ইহার অধিকাংশই পর্ব্বতময়। লোকসংখ্যা প্রায় আঠারলক্ষ হইবে। ইহাতে ১৮টি বড় ও ৭টী ছোট জমিদারী এবং ৩টী গবর্মেন্টের তালুক আছে। প্রদেশটী পাহাড়ে ও উপত্যকায় পরিপূর্ণ। মধ্যে মধ্যে সমতল ভূমিও দেখা যায়। ইহার আকৃতি কতকটা ডমরুর মত, মধ্যস্থল সঙ্কীর্ণ। উত্তর ও দক্ষিণদিকে বিস্তৃত। মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে সারি সারি সুন্দর বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। পর্ব্বতগুলি ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া আছে। সমুদ্র কূলে সঙ্কীর্ণ [illegible]। সমুদ্র হইতে মধ্যে বালুকার ব্যবধান। ইহার পশ্চিমদিকে পূর্ব্বঘাট নামক পর্ব্বতশ্রেণীর মাল নামক অংশ। পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে ফাঁক আছে। বোদ নামক প্রদেশের প্রান্তভাগে পর্ব্বত প্রায় ১০০২ হাত উচ্চ। দারিংবাড়ীর নিকট প্রায় ইহার দ্বিগুণ উচ্চ। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নামে পাহাড়ের শৃঙ্গ সমুদ্রতল হইতে ২০০০ হাত উচ্চ। ইহাদের মধ্যে মহেন্দ্রগিরি নামক শৃঙ্গ ৩৮১ হাত, সিংহরাজ ২৩১৬ হাত ও দেবডঙ্গা ৩০০২ হাত উচ্চ। [illegible] অনেকগুলি, কিন্তু তন্মধ্যে কালেম [illegible] নামক পথে একটীতে গমনের সুবিধা আছে। অন্যান্য [illegible] পথ্যাদি বাহকে [illegible]। গঞ্জামে কএকটী নদী আছে। [illegible] নদী [illegible] হইতে ৫০ ক্রোশ আসিয়া গঞ্জামের নিকট সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। বর্ষা-[illegible], বাস্তবিক [illegible] নৌকাদি চলে না। [illegible] নদী জয়পুর [illegible] বাহির হইয়া ৭২ ক্রোশ [illegible] আসিয়া [illegible] দক্ষিণে কালিঙ্গপত্তনের নিকট সমুদ্রে [illegible]। [illegible] হইতে ৩৫ ক্রোশ [illegible] [illegible] [illegible] নদী কালাহাণ্ডি হইতে বাহির হইয়া ৫৭ ক্রোশ [illegible] সান্তবন্দর নামক স্থানে সমুদ্রে [illegible]। [illegible] সমুদ্রের নিকট বলিয়া এখানে ধাবরের [illegible] কিছু অধিক। [illegible] উপকূলে ও [illegible] হইতে ঋষিকুল্যা নদীর মুখ পর্য্যন্ত নানাস্থানে সামান্য মুক্তার [illegible] পাওয়া যায়। লৌহপ্রস্তর, চুণপাথর, বেলেপাথর, অভ্র ও দানাদার শিলা অনেক স্থলে পাওয়া গিয়া থাকে। জঙ্গলের মধ্যে শাল, চন্দন, আবলুস্ প্রভৃতি কাষ্ঠ পাওয়া যায়। মধু, মোম, হরিদ্রা, লাক্ষা প্রভৃতি দ্রব্য বন্যজাতিগণ বন হইতে সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে। পাহাড়ে বড় বড় অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

গঞ্জামে ধান্য যথেষ্ট জন্মে। কিন্তু দুইবার ফসল প্রায় হয় না। কেবল সমুদ্রতীরে ইচ্ছাপুরে জন্মিয়া থাকে। গঞ্জামের ইক্ষু অতি উৎকৃষ্ট, তবে চাষে বিশেষ যত্ন করিতে হয়। কৃষকগণ প্রায়ই ঋণগ্রস্ত। জমিসম্বন্ধে তিনপ্রকার বন্দোবস্ত প্রচলিত। ১ম, রায়তবারী বন্দোবস্ত—গবর্মেন্ট হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রজা জমি লইয়া থাকে। ২য়, কোড্‌ভক্তা বন্দোবস্তে সমস্ত গ্রামের লোক মিলিত হইয়া গবর্মেন্টের নিকট হইতে জমি লইয়া চাষ করে। ৩য়, মুস্তাজারী প্রথা—ইহাতে জমিদারগণ প্রজাদিগকে জমি বিলি করিয়া দেন। কখনও বা অনাবৃষ্টি, কখনও বা বন্যার জন্য শস্যের বিশেষ ক্ষতি হয়। ১৭৮৯-৯২, ১৭৯৯-১৮০১, ১৮০৬-৩৯ ও ১৮৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে অজন্মা হেতু দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। ১৮৬৫।৬৬ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে গঞ্জামের প্রায় ৬০,০০০ লোকের মৃত্যু হয়। সাহায্যার্থ গবর্মেন্টের ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। সমভূমি ও পার্ব্বত্য ভূমিতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাস্তা আছে। ১৩ ক্রোশ দীর্ঘ একটী খালকাটা হইয়াছে। চিল্কাহ্রদ হইতে ঋষিকুল্যা নদী পর্য্যন্ত একটী ৪।০ ক্রোশ দীর্ঘ খাল আছে, উহাতে জোয়ার-ভাটা খেলিয়া থাকে।

গঞ্জাম্ পূর্ব্বে কলিঙ্গদেশেরই অংশ ছিল। [কলিঙ্গ দেখ।] উড়িষ্যার গঙ্গপতি বা গঙ্গাবংশীয় রাজগণের সময়ে উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে, যখন বাঙ্গালা হইতে মুসলমানেরা উড়িষ্যা জয় করেন, তখন তাঁহারা গঞ্জামের বড় অধিক [illegible] করিতে পারেন নাই। ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে কুতুবসাহীবংশের নবাব সেখমহম্মদ খাঁ চিকাকোলের সরকারের ফৌজদার হইয়া আসেন। গঞ্জাম প্রদেশটী চিকাকোল সরকারের [illegible]। [illegible] নদীর দক্ষিণ হইতে কলিঙ্গপুর পর্য্যন্ত ইচ্ছাপুরের ফৌজ নামে কথিত হইত। চিকাকোল সরকার এইরূপ ফৌজদার ও নায়েবের অধীন ছিল।

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে নিজাম সালাবতজঙ্গ নিজের ফরাসী সৈন্যগণের [illegible] বেতন [illegible] তাঁহাদিগকে পূরণ করিয়া দিবার জন্য ফরাসীগণকে উত্তর-সরকার-প্রদেশ অর্পণ করেন। সেই সময়ে মুসোবুসি [illegible] ফরাসীদিগের প্রতিনিধি ছিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজে উত্তর-সরকার দখল করিতে যান। তিনি গঞ্জামের দক্ষিণপশ্চিম এমন কি জয়পুর পর্য্যন্ত

রাজার নাম।			রাজ্যকাল।
ত্রিভুবনরায়	...	...	১০৬৫ খৃঃ অঃ।
পৃথ্বীরাজ	..	..	১০৯৩ " "
ভারতীচন্দ্র	...	...	১১১৪ " "
মদনসিংহ	...	..	১১১৬ " "
উগ্রসেন	...	...	১১৫৬ " "
রামসাহী	...	..	১১৯২ " "
তারাচাঁদ	...	..	১২১৬ " "
উদয়সিংহ	...	...	১২৪০ " "
ভানুমিত্র	..	..	১২৫৫ " "
ভবানীদাস	.	...	১২৮১ " "
শিবসিংহ	...	..	১২৯৩ " "
হরিনারায়ণ	...	...	১৩১১ " "
সবলসিংহ	...	...	১৩২৫ " "
রাজসিংহ	..	...	১৩৪৪ " "
দাদিরায়	...	...	১৩৮৫ " "
গোরক্ষদাস		..	১৪২১ " "
অর্জুনসিংহ	...	...	১৪৪৮ " "
সংগ্রামসাহী	..	..	১৪৮০ " "
দলপতি	..	...	১৫৩০ " "
বীরনারায়ণ	.	..	১৫৪৮ " "
চন্দ্রসাহী	.	...	১৫৬৩ " "
মধুকরসাহী	.	.	১৫৭৫ " "
প্রেমনারায়ণ	.	...	১৫৯৯ " "
হৃদয়েশ্বর	...	...	১৬১০ " "
ছত্রসাহী	...	..	১৬৮১ " "
কেশরীসাহী	.	..	১৬৮৮ " "
নরেন্দ্রসাহী	..	...	১৬৯১ " "
মহারাজসাহী		...	১৭৩১ " "
শিবরাজসাহী	..	...	১৭৪২ " "
দুর্জনসাহী	.	..	১৭৪৯ " "
নিজামসাহী	...	...	১৭৫১ " "
নরহরসাহী	...	...	১৭৭৭ " "
সুমেরসাহী	...	...	১৭৮১ " "

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে রাজা সুমেরসাহী নিহত হইলে, এই রাজবংশের লোপ হয়। কানিংহাম প্রভৃতি পুরাবিদ্‌গণ গড়মণ্ডলের উক্ত রাজগণকে গোণ্ডরাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু গড়মণ্ডলরাজ হৃদয়েশ্বরের খোদিত শিলাফলক পাঠে জানা যায়—তাঁহারা হিন্দু এবং আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেন।

সুমেরসাহীর মৃত্যুর পর, গড়মণ্ডলের অধিকাংশ নাগপুরের মহারাষ্ট্রদিগের অধিকারভুক্ত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে বৃটিশ গবর্মেণ্টের অধীন হইয়াছে।

গড়মান্দারণ, বর্দ্ধমান জেলার জাহানাবাদ মহকুমার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম, ইহার অপর নাম ভিতরগড়। মুসলমানদিগের আমলে এখানে মৃত্তিকানির্ম্মিত একটী বৃহৎ গড় ছিল। এখানে ইসমাইল্ গাজী পীর নামক একজন মুসলমান সাধুর গোরস্থান আছে। স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীগণ ঐ সাধুকে অতিশয় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

গড়মুক্তেশ্বর, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের মিরাট জেলার মধ্যবর্ত্তী একটী প্রাচীন নগর। অক্ষা° ২৮° ৪৭´ ১০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮ ৩০´´ পূঃ। গঙ্গার দক্ষিণকূলে, বুড়ীগঙ্গাসঙ্গমের ২ ক্রোশ নিম্নে অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় সাত হাজার।

লোকের বিশ্বাস, এই নগরটী এক সময় প্রাচীন হস্তিনাপুরের একটি মহল্লা বলিয়া গণ্য ছিল। মুক্তেশ্বর মহাদেবের একটী প্রসিদ্ধ মন্দির আছে, তাহা হইতে এই নগরের নাম হইয়াছে। এ ছাড়া আরও কএকটী পুরাতন মন্দির এবং ৮০টী সতীস্তম্ভ আছে। প্রতি বর্ষে কার্ত্তিক মাসে এক মহামেলা হয়, সেই সময় নানাস্থান হইতে লক্ষাধিক যাত্রী আসিয়া থাকে।

গড়য়ন্ত্র (পুং) গড়-ণিচ্ অচ্। (চতুর্থ বালস্থানমাধিগাড় সংজ্ঞকনিরুক্তশ। উণ্ ৩।১২৮) যন্ত্র। মেঘ। (উজ্জ্বল।)

গড়লবণ (ক্লী) গড়দেশজং লবণং। শাকম্ভরীদেশোৎপন্ন লবণ, সম্বরলুণ। ইহার পর্য্যায়—শুভ্র, পৃথ্বীক, গাড়দেশক, গড়োত্থ, মহারম্ভ, সাম্বর (শাম্বর), সম্বরোদ্ভব।

ইহার গুণ—উষ্ণ, লঘু, তীক্ষ্ণ, মলনাশক, দীপন, কটু, বাত ও অর্শনাশক এবং কোষ্ঠপরিশোধক। (রাজনি°।) ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ লঘু, বাতনাশক, অতিশয় উষ্ণ, ভেদকারক, পিত্তবর্দ্ধক, তীক্ষ্ণ, অভিষ্যন্দি, কটুপাক।

গড়বা, বঙ্গদেশের লোহারডাঙ্গা জেলার অন্তর্গত কোয়েল নদীর তীরে অবস্থিত একটী নগর। অক্ষা° ২৩° ৯´ ৪২´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৩° ৫১´১০´´ পূঃ। পালামৌ ও সরগুজা প্রভৃতি বিভাগের উৎপন্ন দ্রব্য এইখানে আসিয়া জমে এবং এখান হইতে স্থানান্তরে প্রেরিত হয়। গ্রীষ্মকালে কোয়েল নদীর বালির উপর বাজার বসে। এখানে লাক্ষা, গালা, রজন, খয়ের, রেশমের গুটী, চামড়া, তিল, তিসি, ঘৃত, তুলা ও লৌহ সংগৃহীত হইয়া বাহিরে চালান হয়। আমদানীর মধ্যে চাউল, পিতল-কাঁসার বাসন, বিলাতী কাপড়, কম্বল, রেশমী কাপড়, লবণ, তামাক ও মসলা প্রধান।

গড়বাল, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কোটাউইের অধীন একটী জেলা। অক্ষা° ২৯°২৬´ হইতে ৩১° ৫´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ১৭ ১৫´ হইতে ৮০ ৮´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে তিব্বত (চীনের অধিকার), পূর্ব্বে কুমাওন জেলা, দক্ষিণে বিজনোর ও পশ্চিমে দেহরা ও দেরাদূন জেলা। ইহার ভূপরিমাণ ৫৫০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ। পৌরিনগর ইহার সদর। প্রধান নগর শ্রীনগর। গড়বাল জেলা পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। এই সকল পর্ব্বতাদি হিমালয়পর্ব্বতের অংশমাত্র। ইহার মধ্যে মধ্যে সঙ্কীর্ণ উপত্যকা ও গভীর খাত আছে। উপত্যকাদির মধ্যে শ্রীনগর উপত্যকাই সর্ব্বাধিক প্রশস্ত। রোহিলখণ্ডের দিকে এখার ভূমি অনেকটা সমতল। উত্তর ভাগে হিমালয়ের কোলে কএকটী চূড়া আছে। তন্মধ্যে ত্রিশূল নামক শৃঙ্গ ১৫৫৫৮ হাত উচ্চ, নন্দাদেবী ১৭১০৬ হাত, দুনাগিরি ১৫৪৫৪ হাত, কামত ১৬৯৪২ হাত, বদরীনাথ ১৫৩৬৬ হাত ও কেদারনাথ ১৫২৩৪ হাত উচ্চ। হিমালয়ের দক্ষিণে কতকগুলি পর্ব্বতশ্রেণী গড়বালের উত্তরপূর্ব্বে ও উত্তরপশ্চিমে সমান্তরালভাবে গিয়াছে। নায়র নদীর দক্ষিণ পাহাড়গুলি অধিক উচ্চ নহে, উহা হইতে ভূমি ক্রমশঃ সমতল হইয়া আসিয়াছে। এই প্রদেশে অলকানন্দা নদীর উৎপত্তি। অলকানন্দাতে যেখানে অপর নদী আসিয়া পড়িয়াছে, সেই স্থান এখানকার এক একটী তীর্থ বলিয়া গণ্য। দেবপ্রয়াগে অলকানন্দা ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়া গঙ্গা নাম ধারণ করিয়াছে। এইজন্য দেবপ্রয়াগ একটী মহাতীর্থ। রামগঙ্গা নামক নদী লোহা নামক গ্রাম হইতে বাহির হইয়া কুমাওন ও রোহিলখণ্ড দিয়া ফরক্কাবাদ জেলায় গিয়াছে। অতিরিক্ত স্রোতের জন্য এখানকার কোন নদীতে নৌকাদি চলে না। তবে কাষ্ঠ ভাসাইয়া লইয়া যাইবার বেশ সুবিধা আছে। দেশের অধিকাংশই বন, তাহাতে হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ। তবে শস্যক্ষেত্রের বিস্তার হওয়াতে বনভূমি ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে।

গড়বালে হিন্দু অধিবাসীই অধিক। হিন্দুসংখ্যা ৩৩৩১৮৩ জন। মুসলমান অধিক নাই। এতদ্ব্যতীত জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি জাতির বাস। পৌরীনামক স্থানের নিকট চাপরার একটী খৃষ্টানদিগের আড্ডা আছে। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বেণিয়া, গোঁসাই ও ডোম অধিক। অন্ত্যজজাতির মধ্যে গড়বালের দক্ষিণভাগে ধুমনামক জাতির বাস। ইহারা লোকের বাড়ী চাকর থাকে। উত্তর ও মধ্যভাগে খস নামক জাতির বাস। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও রাজপুত প্রভৃতি শ্রেণী আছে। কিন্তু এই সকল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শূদ্র বলিয়া পরিগণিত। দেশের প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণ স্থানান্তর হইতে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। কনকপাল নামক এক রাজা বহুকাল পূর্ব্বে চাঁদপুরে আসিয়া বাস করেন। সেই সময় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ নাকি আসিয়াছিলেন। চাঁদপুরের দুর্গের ভগ্নাংশ এখনও দেখা গিয়া থাকে। তুষারাবৃত হিমালয় প্রদেশে ভুটিয়াদিগের বাস। ভুটিয়ারা হিন্দু ও চীনের মিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের সংখ্যা অল্প। তিব্বতের বাণিজ্য ইহাদেরই হাতে। ইহারা ভুনিয়া নামক তিব্বতীয় ভাষা ও হিন্দী কথা ব্যবহার করিয়া থাকে। উহাদের উচ্চারণ কিছু স্বতন্ত্র। ইহারা দৃঢ়কায়, অপরিষ্কার ও স্ত্রীপুরুষ উভয়েই মদ্যপায়ী।

গড়বালে সাধারণতঃ বহুবিবাহ প্রচলিত। লোকেরা স্ত্রীলোককে দিয়া চাকরের কর্ম্ম করাইয়া লয় এবং যে যত স্ত্রীলোককে আহার দিতে পারে, তত স্ত্রীলোককে পত্নীরূপে গ্রহণ করে। বিবাহ হইতেও যেমন, বিবাহবিচ্ছেদও তেমনি। স্ত্রীলোকের আত্মহত্যাও অনেক শুনিতে পাওয়া যায়।

গড়বালে কৃষিকার্য্য অতি অল্প ভূমিতেই হয়। তবে পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অধিক ভূমি কৃষিযোগ্য হইয়াছে। অনেক যত্নে এখানে ফসল উৎপাদন করিতে হয়। পর্ব্বতের মধ্যে যেখানে এক বা দেড়হাত ভূমি পায়, সেখানেও শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে। গম, চাউল ও মড়ুয়া নামক একপ্রকার শস্য উৎপন্ন হয়, ইহাতেই অধিবাসীদিগের অভাব পূরণ করে এবং রপ্তানির জন্য কিছু উদ্বৃত্ত হইয়া তিব্বত ও বিজনোরে প্রেরিত হয়। মড়ুয়া কিছু অধিক জন্মিয়া থাকে। তুলার চাষ অল্প। এখানে তুলা প্রস্তুত করিতে অনেক ব্যয় পড়ে। একজন্য অধিবাসীগণ স্থানান্তর হইতে তুলা ক্রয় করিয়া থাকে। ইদানীং কৃষককুলের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছে। তাহারা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে গোরু রাখিতে পারে। তাহার জন্য মাংসও অধিক পায়। পাহাড়ের ধারে যথেষ্ট চারণভূমি আছে। উপত্যকা ও পাহাড়ের নিম্নস্থ ভাবর জমিতে পশ্বাদি চরিবার বেশ জায়গা আছে। কিন্তু গবর্মেণ্টের বন বিভাগের কর্ম্মচারী পশু প্রতি কর আদায় করিয়া থাকেন। কুমাওন প্রদেশে ভাল চারণভূমি নাই বলিয়া সেখানকার পশুগুলিকে এখানে চরাইতে আনা হয়।

কৃষকেরা নিজেই জমির অধিকারী। অন্যান্য স্থানের কৃষকের মত তাহারা ঋণগ্রস্ত নহে। খাজনা প্রায়ই টাকায় দেওয়া হয়। তবে কেহ কেহ শস্যের সিকি বা তৃতীয়াংশ দ্বারা খাজনা শোধ করিয়া থাকে। প্রথম ধান্য, পরে গম ও

তাহার পর মড়ুয়া হয়। পরে আবার যতদিন না বাড় রোপিত হয়, ততদিন জমি পড়িয়া থাকে। জল এখানে প্রচুর হয়। গত ৩০ বৎসরের মধ্যে মড়ুয়ের মূল্য প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে।

অলকানন্দা নদীতে মধ্যে মধ্যে বন্যা হইয়া থাকে। একবার শ্রীনগর পর্য্যন্ত প্লাবিত হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের বন্যায় বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন অজন্মাও উপস্থিত হয়। ১৮৬৮ হইতে ১৮৭০ সালে যখন দুর্ভিক্ষ হয়, তখন দেশের শস্য বাহিরে রপ্তানি হইতে দেওয়া হয় নাই আর বাহিরের তীর্থযাত্রীদিগকেও আসিতে দেওয়া হয় নাই। তাহার পর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে শস্য প্রচুর জন্মিয়াছিল। এই কারণে অধিবাসীবৃন্দ দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অনুভব করিতে পারে নাই। এই দুর্ভিক্ষের পর হইতে অধিবাসীরা চাষের দিকে অধিক মনোযোগী হইয়াছে। তথাপি ১৮৭৭।৭৮ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে বিশেষ ক্ষতি হয়। গম টাকায় ৵৮ সের ও মড়ুয়া ।০ সের মূল্য হইলেই বুঝিতে হইবে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত।

উৎপন্ন—শস্য, চিনি, বস্ত্র ও তামাক ভূটিয়াগণ তিব্বতে রপ্তানি করে ও তথা হইতে লবণ, সোহাগা, পশম, স্বর্ণ ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি লইয়া আসে। চমায়, মেষ ও ছাগল দ্বারা বহনকার্য্য সম্পন্ন হয়। অশ্বাদি বড় এই পাহাড়ের পথে চলিতে পারে না। পূর্ব্বে গড়বাল হইতে পর্ব্বতীয় ছাগ ও মৃগনাভি দক্ষিণে চালান হইত। তাহাতে অনেক হত্যাকাণ্ড ঘটিত। এক্ষণে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়াতে এই ব্যবসায় কিছু কমিয়াছে।

গড়বালে অল্পপরিমাণে তাম্র, লৌহ, সীসা, রৌপ্য ও স্বর্ণ পাওয়া যায়। তীর্থযাত্রীদিগের আগমনে দেবমন্দিরগুলিতে অনেক অর্থাগম হয়। চাষ তাদৃশ বিশেষ লাভকর নহে। তবে চা করাইয়া কিছু কিছু লাভ হইতেছে। দেশের মধ্যে দুটী প্রধান রাস্তা আছে। তন্মধ্যে একটী শ্রীনগর হইতে নীতি পর্য্যন্ত, তাহার দৈর্ঘ্য ৮২ ক্রোশ। এই পথে তিব্বতের বাণিজ্য হয়। শ্রীনগর হইতে কোটদার পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার দৈর্ঘ্য ২৭ ক্রোশ। এই পথে দেশের অন্যান্য সমতল স্থানের সহিত বাণিজ্য চলে। কৈদুর হইতে রামনগর পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহাতে পার্ব্বতীয় দ্রব্যাদি চালান হয়। পৌড়ী হইতে আলমোড়া পর্য্যন্ত আর একটী রাস্তা গিয়াছে।

* গড়বালে প্রায় ছয়মাস শীত বৃষ্টি হয়। বৎসরে ছয়মাস কাল বেশ ঠাণ্ডা ও গরম থাকে। নীতি ও মানা গিরিপথে বর্ষাকালে বৃষ্টি হয় না বটে, কিন্তু তথাপি শীতকাল প্রায় শীতল থাকে। উপত্যকা ভূমিতে গ্রীষ্মকালে বড় গরম হয়। কিন্তু শীতকালে প্রাতে ও রাত্রিকালে অত্যন্ত শীত হয়। জ্বর, উদরাময় ও ওলাউঠা কিছু অধিক দেখা যায়। পূর্ব্বে বসন্তরোগ অত্যন্ত হইত, গবর্মেণ্ট গোবীজের টীকা দেওয়া আরম্ভ করিয়া অবধি এখন আর তত হয় না। শ্রীনগর, কর্ণপ্রয়াগ, চিমোলী, যোশীমঠ, গণই ও খিখিরা-কাণ্ডাই নামক স্থানে এক একটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

একজন প্রধান সহকারী কমিসনর পৌড়ীতে থাকেন। ইঁহার উপর সমস্ত প্রদেশের ভার অর্পিত। রাজস্ব ও বিচার উভয় বিভাগই তাঁহার কর্তৃত্বাধীন। তাঁহার অধীনে একজন অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর ও একজন তহশীলদার আছেন। পৌড়ীতে একজন জজ আছেন, তাঁহাকে ফৌজদারী ও দেওয়ানি উভয়বিধ মোকদ্দমাই করিতে হয়। দেশে অপরাধের সংখ্যা বড় কম।

পুলিশের বন্দোবস্ত ভাল নাই। তাহার প্রয়োজনও নাই। আলমোড়ার যে জেল আছে, তাহাতে যাহারা দীর্ঘকাল কারাবাস করিবে, তাহারাই কেবল থাকে। অল্পদিনের জন্য কারাবাসীরা পৌড়ীতে থাকে।

এই জেলা ১১টী পরগণা ও ৮৬টী পট্টীতে বিভক্ত।

গড়বালের কতক অংশ দেশীয় রাজার অধীন। এই রাজ্যের অপর নাম তেহরী। এই অংশ অক্ষা° ৩০°২´ হইতে ৩১° ২০´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ৫৪´ হইতে ৭৯° ১৯´ পূঃ মধ্যে হিমালয়ের দক্ষিণপশ্চিম ঢালু ভাগে অবস্থিত। ইহারও মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বতশ্রেণী ও উপত্যকা আছে। সেখানকার সমস্ত জল গঙ্গায় গিয়া পড়িতেছে। গড়বালের ক্ষত্রিয় রাজা সূর্য্যবংশোদ্ভব। এই বংশ বহুকাল হইতে গড়বালে রাজত্ব করিতেছেন।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভোগদত্ত রাজার নাম পাওয়া যায়। তাহার পর ৯০০ বৎসরের রাজগণের নাম পাওয়া যায় না। তাহার পর ক্রমানুসারে যে সকল রাজা হইয়াছেন, তাহাদের রাজত্বকালের বিভিন্ন তালিকা পাওয়া যায়। যথা—

নাম।	রাজত্বকাল। বর্ষ	নাম।	রাজত্বকাল। বর্ষ
১ আদিপাল	৫০	৯ রামদেব	৫১
২ বিজয়পাল	৬০	১০ রণসিংহদেব	৫৩
৩ লোকপাল	৫৫	১১ ইন্দ্রসেন	৩৫
৪ ধর্ম্মপাল	৬৬	১২ চন্দ্রসেন	৩৯
৫ কর্ণপাল	৭০	১৩ মদনসেন	৩২
৬ নারায়ণদেব	৭২	১৪ কৃপামণি	২৫
৮ চন্দ্রদেব	৪৫	১৫ চিন্তামণি	৩৩
৭ গোবিন্দদেব	৫৯	১৬ পূর্ণমণি	২৭

নাম।	রাজ্যকাল। বর্ষ	নাম।	রাজ্যকাল। বর্ষ
১৭ বীরদেবপাল	৭৯	৪০ গোপালচাঁদ	৪১
১৮ বীর	৮১	৪১ রামনারায়ণ	৫৯
১৯ দুর্গাপাল	৭৯	৪২ গোবিন্দনারায়ণ	৩৫
২০ বরুণসিংহ	৬০	৪৩ লক্ষ্মণনারায়ণ	৩৭
২১ সুরতসিংহ	৭২	৪৪ জগৎনারায়ণ	৩২
২২ মহাসিংহ	৭৫	৪৫ মহাতাব্ নারায়ণ	২৫
২৩ অনুপসিংহ	৫৯	৪৬ মেতাবনারায়ণ	৩৭
২৪ প্রতাপসিংহ	২৯	৪৭ আনন্দনারায়ণ	৪২
২৫ হরিসিংহ	৩৯	৪৮ হরিনারায়ণ	৪৫
২৬ জগন্নাথ	৫৫	৪৯ মহানারায়ণ	৩৩
২৭ বিজয়নাথ	৬৫	৫০ রণজিৎনারায়ণ	৩১
২৮ গোকুলনাথ	৫৪	৫১ মানক	৩৩
২৯ রামনাথ	৭৫	৫২ কৃষক	৪৯
৩০ গোপীনাথ	৮২	৫৩ মদক	৪২
৩১ লক্ষ্মীনাথ	৬৯	৫৪ রক	৩২
৩২ প্রেমনাথ	৭১	৫৫ ফতেশাহ	৩৯
৩৩ সদানন্দ	৬৫	৫৬ দুর্লভ	৫০
৩৪ পরমানন্দ	৬২	৫৭ প্রতীপ	৩৫
৩৫ মহানন্দ	৬৩	৫৮ ললিত	৪০
৩৬ সুখানন্দ	৬১	১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র	
৩৭ ভক্তচাঁদ	৫৯		
৩৮ তারাচাঁদ	৪৪	৫৯ জয়কীর্তিশাহ	২॥০
৩৯ মহাচাঁদ	৫২	৬০ প্রদ্যুম্নশাহ ৶।	

আর একটী তালিকায় এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

নাম	রাজ্যকাল।	মৃত্যুবর্ষ।	সম্বৎ।
১ কনকপাল	১১	৫১	৭৫৬
২ শ্যামপাল	২৩	৬০	৭৮২
৩ পদ্মপাল	৩১	৪৫	৮১৩
৪ অভিজাতপাল	২৫	৩১	৮৩৮
৫ সিগলপাল	২০	২৪	৮৫৮
৬ রত্নপাল	৪৯	৬৮	৯০৭
৭ শালিপাল	৮	১৭	৯১৫
৮ বিধিপাল	২০	২০	৯৩৫
৯ মদনপাল	১৭	২২	৯৫২
১০ ভক্তিপাল	২৫	৩১	৯৭৭
১১ জয়চাঁদপাল	২৯	৩৬	১০০৬
১২ পৃথ্বীপাল	২৪	৪০	১০৩০
১৩ মদনপাল	২২	৩০	১০৫২
১৪ অগস্তিপাল	২০	৩৬	১০৭২
১৫ সুরতিপাল	২২	৩৬	১০৯৪
১৬ জগৎসিংহপাল	১৯	৪০	১১১৩
১৭ অনন্তপাল	১৬	২৪	১১২৯
১৮ আনন্দপাল	১২	২০	১১৪১
১৯ বিভোগপাল	১৮	২২	১১৫৯
২০ সুভজয়পাল	১৪	২০	১১৭৩
২১ বিক্রমপাল	১৫	২৪	১১৮৮
২২ বিচিত্রপাল	১০	২৩	১১৯৮
২৩ হংসপাল	১১	২০	১২০৯
২৪ সোণপাল	৭	১৯	১২১৬
২৫ কাঞ্চনপাল	৫	২১	১২২১
২৬ কামদেবপাল	১৫	২৪	১২৩৬
২৭ সুলক্ষণদেব	১৮	৩০	১২৫৪
২৮ লক্ষণদেব	২৩	৩২	১২৭৭
২৯ অনন্তপাল	২১	২৯	১২৯৮
৩০ পূর্ণদেব	১৯	৩৩	১৩১৭
৩১ অভয়দেব	৭	২১	১৩২৪
৩২ জয়রামদেব	২৩	২৪	১৩৪৭
৩৩ আসলদেব	৯	২১	১৩৫৬
৩৪ জগৎপাল	১২	১৯	১৩৬৮
৩৫ জিতপাল	১৯	২৪	১৩৮৭
৩৬ আনন্দপাল	২৮	৪১	১৪১৫
৩৭ অজয়পাল	৩১	৫৯	১৪৪৬
৩৮ কল্যাণশাহ	৯	৪০	১৪৫৫
৩৯ সুন্দরপাল	১৫	৩৫	১৪৭০
৪০ হংসদেবপাল	১৩	২৪	১৪৮৩
৪১ বিজয়পাল	১১	২১	১৪৯৪
৪২ সহজপাল	৫৬	৪৫	১৫৫০
৪৩ বলভদ্রশাহ	২৫	৪১	১৫৫৫
৪৪ মানশাহ	২০	২৯	১৫৭৫
৪৫ শ্যামশাহ	৯	৩৯	১৫৮৪
৪৬ মহীপতশাহ	২৫	৬৫	১৬০৯
৪৭ পৃথ্বীশাহ	৬২	৭০	১৬৭১
৪৮ মেদনীশাহ	৪৬	৬২	১৭১৭
৪৯ ফতেশাহ	৪৮	৫১	১৭৬৫
৫০ উপেন্দ্রশাহ	১	২২	১৭৬৬
৫১ প্রদীপশাহ	৬৩	৭০	১৮২৯
৫২ ললিতশাহ	৮	৩০	১৮৩৭
৫৩ জয়কীর্তিশাহ	৬	২৩	১৮৪৩
৫৪ প্রদ্যুম্নশাহ	১৮	২৯	১৮৬১

এইরূপ সময় সময় রাজগণের আরও তালিকা সংগৃহীত হইয়াছে। সকলগুলি সমান নহে, তাহাদের মধ্যে অনেক ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। তবে কনকপাল হইতেই এই বংশের উৎপত্তি, তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। কনকপাল গুজরাট হইতে আসেন। প্রদ্যুম্নশাহের রাজ্যকাল ১৭৮৫ হইতে ১৮০৫। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে নেপালের গুর্খাগণ দেশ লুটপাট করিয়া রাজাকে তাড়াইয়া দেয়। ১২ বৎসর কাল গুর্খাগণ গড়বালে রাজত্ব করিয়া অত্যাচারে দেশটিকে উৎসন্ন করে। প্রত্যেক সেনাপতি আপন আপন অধিকৃত ভাগ করিয়া

* ইনি ১৮০০ খৃষ্টাব্দে হার্ডউইক সাহেবকে যে আপনার পূর্বপুরুষগণের বংশাবলী দিয়াছিলেন, তাহাই এখানে অনুবর্তিত হইল।

লইয়া প্রজাদিগের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করেন। অধিবাসীরা গ্রাম ছাড়িয়া বনে পলায়ন করিতে থাকে। গুর্খাগণ ক্রমশঃ গোরক্ষপুর ও ত্রিহুত লুঠপাঠ আরম্ভ করে। ইংরাজেরা প্রথমতঃ শান্তভাবে তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন। সে চেষ্টা বিফল হইল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইংরাজেরা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সুদর্শন শাহকে স্বাধীন গড়বাল-সিংহাসনে বসাইলেন। আর বাকি অংশ ইংরাজরাজ্য ভুক্ত হইল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় সুদর্শনশাহ ইংরাজগবর্মেণ্টকে বিশেষ সাহায্য করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সুদর্শনের মৃত্যু হয়। তাঁহার রাণীর গর্ভে সন্তানাদি হয় নাই। তবে তাঁহার কৃতোপকারের জন্ত গবর্মেণ্ট রাজার জারজপুত্র ভবানীসিংহকে রাজপদাভিষিক্ত করিয়া দিলেন। গবর্মেণ্ট এই ভবানীসিংহকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতাপশাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রতাপশাহের জন্ম হয়। প্রতাপশাহ ইংরাজ-গবর্মেণ্টকে কর দেন না।

গড়বাল হিন্দুদিগের মহাতীর্থ স্থান। গঙ্গার উৎপত্তি বলিয়াই এস্থানের এত মাহাত্ম্য, তদ্ব্যতীত এখানে অনেক দেবদেবীর মন্দির আছে। যেখানে যে যে মূর্ত্তি আছে, তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

শিবমূর্ত্তি।

শ্রীনগর ...	কমলেশ্বর, কপিলমুনি, গোরক্ষনাথ
কোটেশ্বর ...	... কোটেশ্বর
ইয়ালসার ...	... ভিল্লকেদার
দইল মওয়ালসার ...	... বীলেশ্বর
পাতাল, বদলসার ...	... একেশ্বর
গরুড় নাগপুর ...	... মলেশ্বর
জিবায় নাগপুর ...	... বীলেশ্বর
গুপ্তকাশী ...	... বিশ্বনাথ
মধু নাগপুর ...	... মধ্যমেশ্বর
তোপাটা নাগপুর ...	... তুঙ্গনাথ
কালাপাহাড় নাগপুর ...	... রুদ্রনাথ
গোঠলা ...	... গোপেশ্বর
ক্ষেত্রপাল পোখড়ি ...	... নাগরাজ
উর্গাম ঐ ...	... কল্পেশ্বর ও বৃদ্ধকেদার
মহইকোল ...	... সর্ব্বেশ্বর
পাণ্ডুকেশ্বর ...	... পাণ্ডুকেশ্বর
বদরীনাথ ...	... মহাদেব
নন্দপ্রয়াগ ..	... ভৈরব
তুঙ্গরি ও চাঁদপুর ...	... শিলেশ্বর
কোট, সিতারবা ...	... কোটেশ্বর
সিদ্ধ ঐ ...	... সিদ্ধেশ্বর
ইচোলি, পিতারপুর ...	... বেতালেশ্বর
লাটুগারের, লোভা ...	... মনভার
কেদারনাথ ...	... কেদারনাথ

দেবীমূর্ত্তি।

দিউরাগী, বাদলসার ...	মহিষমর্দ্দিনী বা দেওরাধি দেবী
শ্রীনগর ...	... জয়দেবী
ভাটগাঁও ও ধররসার	... কালিকা
নয়ার নগর, কপোলসার	... জয়দেবী
ধনী, চন্দসার ...	... কল্যাণী
কেড়, নাগপুর ...	... নবদুর্গা
বিরান, নাগপুর ...	... চামুণ্ডা
উর্ক্কীমঠ ঐ ...	... উকা
উর্গাম নাগপুর ...	... গৌরী
মৈথণ্ড ...	... মহিষমর্দ্দিনী
ভরশালী ঐ ...	... চণ্ডিকা
নৈনিহ, চাঁদপুর ...	... অপর্ণা
কর্ণপ্রয়াগ ...	... উমা
কুরুর, দশালি ...	... নন্দা
হিন্দোলি ঐ ...	... নন্দা
নৌলী ...	... লাটদেবী
তপোবন ...	... গৌরী
যোষীমঠ, ...	... নবদুর্গা

বিষ্ণুমূর্ত্তি।

শিবানন্দী, ধানপুর	... লক্ষ্মীনারায়ণ
নুগাই ঐ ...	... নরসিংহ
দইল্, সিল্সার ...	... লক্ষ্মণজী
বিরাকোটী, কন্দবলসার	... মুরলীমনোহর
বনিয়াই নাগপুর ...	... অগস্ত্যমুনি
চন্দ্রপুরী ...	... মুরলীমনোহর
শিলানাগপুর ...	... ঐ
হাটনাগপুর ...	... নারায়ণ
ক্ষেত্রপাল পোখড়ি ...	... নরসিংহ
বিষ্ণুপ্রয়াগ ...	... বিষ্ণু
উর্গাম ...	... ধ্যানবদরী
পাণ্ডুকেশ্বর ...	... যোগবদরী
বদরীনাথ, পাইনখণ্ড	... বদরীনাথ
ভলাককোটী ঐ ...	... মুরলীমোহন
যোষীমঠ ঐ	... নরসিংহ, বাসুদেব, গরুড়, ভগবতী, ভবিষ্যবদরী।
ত্রিযুগী	... নারায়ণ, ত্রিযুগীনারায়ণ, ত্রিযুগী কুণ্ড, রাম।
হাতিসেরা ...	... আদিবদরী, বদরীনাথ।
সীইনাগপুর ...	... সীতা।

এই সকল মন্দির ব্যতীত আরও অনেক পবিত্র স্থান আছে, তাহার সংখ্যা নাই। উপরোক্ত পবিত্র দেবমূর্ত্তির মাহাত্ম্য অধিকাংশই স্কন্দপুরাণে হিমবৎখণ্ডে বর্ণিত আছে।

গড়বেতা, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানকার সর্ব্বমঙ্গলা দেবী ও কংসেশ্বর শিবের মন্দির অতি প্রাচীন। পূর্ব্বে এখানে বৃহৎ গড় ছিল। যেখানে যেখানে গড়ের বৃহৎ দ্বার ছিল, এখন সেই সকল স্থান লাল-দরজা, হনুমান দরজা, পেশা দরজা, রাউতা দরজা ইত্যাদি নামে খ্যাত। এখানকার রায়কোটে রাজা হেমচন্দ্রের রাজভবন ছিল। তাহার চারিদিকে বড় বড় কামান সজ্জিত থাকিত। ইংরাজেরা সেই সকল কামান লইয়া আসিয়াছেন।

গড়বেতার সাতপুখুরও প্রসিদ্ধ, এই সাতটী বড় বড় পুখুরের মধ্যে এক একটী পাথরের দেবালয় আছে।

এখানে মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফের কাছারী আছে। পূর্ব্বে এখানেই মহকুমার প্রধান আড্ডা ছিল, এখন ঘাটালে উঠিয়া গিয়াছে।

গড়সুন্দর (দেশজ) একজাতীয় বৃক্ষ। (Mimosa Arabica)

গড়া, (দেশজ) গঠন, নির্ম্মাণ।

গড়া, ১ মধ্যভারতের জব্বলপুর জেলার একটী প্রাচীন নগর। সাগর হইতে ৭৫ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে। অক্ষা° ২৩.১০´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯°৫৬´৩০´´ পূঃ। পূর্ব্বকালে গড়া গড়মণ্ডলের রাজধানী ছিল। রাজা মদনসিংহ ১১০০ খৃষ্টাব্দে নিকটস্থ পর্ব্বতের উপর মদনমহল নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এই দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতেও অতি সুন্দর। তাহার নিম্নভাগে গঙ্গাসাগর ও বালসাগর নামক দুইটী সরোবর। গড়াতে একটী ভাল বিদ্যালয় আছে। এখানে বাণিজ্য যৎসামান্য হয়। পূর্ব্বে এখানে একটী টাকশাল ছিল, তাহাতে বালাশাহী নামক মুদ্রা প্রস্তুত হইত। পূর্ব্বে এই মুদ্রা সমগ্র বুন্দেলখণ্ডে প্রচলিত ছিল।

২ মধ্যভারতের গোয়ালিয়ার বিভাগের অন্তর্গত একটী সামান্য রাজ্য। [গড়া দেখ।]

গড়ান (দেশজ) ১ নির্ম্মাণ। ২ ঘুরাইয়া ফেলিয়া দেওয়া।

গড়ানিয়া (দেশজ) ঢালু, যাহা উচ্চ হইতে নিম্ন হইয়া আসিয়াছে।

গড়ি (পুং) গড়-ইন। ১ বৎসতর। (রাজনি°।) বাছুর। অলস গো প্রভৃতি পশু, চলিত কথায় গড়িয়া বলে।

"অনালোচ্য প্রেমাদ্দোষমিহ প্রথমাদিহ ...[illegible]

... [illegible] গোর্গড়ি।" (কাব্যপ্রকাশ)

৩ বসন্তের পর শরীরে যে দাগ হয়।

গড়িমসী (দেশজ) বিলম্ব।

গড়িয়া (দেশজ) অলস।

গড়িয়ান (দেশজ) ঢালু।

গড়ু (পুং) ১ গলগণ্ড, ঘাড় ও মস্তকের মধ্যে মাংসবৃদ্ধিকারক রোগবিশেষ। (ভরত।) ২ কুব্জ। (মেদিনী।) ৩ শল্যাস্ত্র। (শব্দরত্নাবলী।) ৪ কিঞ্চুলক, কেঁচো। ৫ বিষমগ্রন্থি। নিরর্থক, অজাগলস্তনের ন্যায় যাহার কোন প্রয়োজন নাই। "কাব্যান্তর্গড়ুভূতা যা সাতু নেহ প্রপঞ্চ্যতে।"(সাহিত্যদ° ১০প).

এই শব্দটী আহিতাগ্নির অন্তর্গত বলিয়া কণ্ঠশব্দের সহিত সমাস হইলে বিকল্পে পূর্ব্বনিপাত হয়। যথা গড়ু কণ্ঠঃ কণ্ঠগড়ুঃ। (সপ্তম্যাঃ পূর্ব্বনিপাতে গড়াদিভ্যঃ পর বচনং। ২।২।৩৫বার্ত্তিক।)

গড়ুক (পুং) গড়ুর্গলগণ্ড ইব আকৃতি যস্য কৈ-ক। ১ভৃঙ্গার, গাড়ু। "ঘণ্টা গড়ুকর্প্পূরাদিনানোপকরণান্বিতৈঃ।" (কাশীখণ্ড ৩ অঃ)

২ ধাতুবিশেষ। অপত্যার্থে ইহার উত্তর ইঞ্ প্রত্যয় হয়।

গড়ুর (ত্রি) গড়ুঃ কুব্জঃ রোগোঽস্যাস্ত গড়ু-সিধ্মাদিত্বাৎ লঃ তস্য চ রত্বং। কুব্জ। (শব্দরত্নাবলী।)

গড়ুল (ত্রি) গড়ুঃ কুব্জরোগঽস্ত্যাস্য গড় সিধ্মাদিত্বাৎ লঃ। (সিধ্মাদিভ্যশ্চেতি। পা ৫।২।৯৭) কুব্জ। (অমর)

গড়ুশিরস্ (ত্রি) শিরসি গড়ুর্যস্য বহুব্রী, সপ্তম্যন্তস্য পূর্ব্বনিপাতঃ। যাহার মাথায় গড়ু আছে।

গড়ের (পুং স্ত্রী) গড়-এরক্। (পতিকঠিকুঠিগড়িগুড়িদংশিভ্য এরক্। উণ্ ১।৫৯।) মেঘ, গাড়োল। (ত্রিকাণ্ড।) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হইয়া গড়েরী শব্দ হয়।

গড়োত্থ (ক্লী) গড়াৎ গড়াখ্যদেশাৎ উত্তিষ্ঠতি উৎ-স্থা-ক। শাম্বরদেশোৎপন্ন লবণবিশেষ। (রাজনি°)

গড়োল (পুং) গড়্-ওলচ্। (কপিগড়িগণ্ডিকটিপটিভ্য ওলচ্। উণ্ ১।৬৭।) ১ গুড়। (উণাদিকোষ।) ২ গ্রাস। (হেম°) ৩ গুড়ুক, গুলী। (উজ্জ্বলদত্ত।)

গড়গড়ি (দেশজ) মেঘের ডাক।

গড়বড়ি (দেশজ) ১ গোলমাল। ২ তাড়াতাড়ি। ৩ কলহ, বিবাদ।

গড্ডর (পুং) গড়-বাহুলকাৎ ডরঃ তস্য ডকারস্য পক্ষে দ ইত্বং। মেষ।

গড্ডরিকা (স্ত্রী) গড্ডরঃ মেষস্তদ্বাধবতি। গড্ডর-ঠন্। ১ মেষপংক্তি, যাহা অবিচ্ছিন্ন গতিতে মেষের অনুগমন করে। ২ ধারাবাহী, অবিচ্ছিন্ন গতি, যে প্রবাহের মূল জানিতে পারা যায় না।

গড্ডল (পুং) গড়-বাহুলকাৎ ড-ল। মেষ।

গড্ডলিকা (স্ত্রী) গড্ডলং অনুসরতি গড্ডল-ঠন্। ১ মেষ-পংক্তি। ২। ধারাবাহী। [গড্ডরিকা দেখ।]

গড্ডলিকাপ্রবাহ (পুং) গড্ডলিকায়াঃ প্রবাহ ইব ৬তৎ। গড্ডলিকার ন্যায় কোন ভাল মন্দ বিচার না করিয়া সকলের

দেখাদেখি প্রচলিত মতের অনুসরণ করিয়া চলা।

গড্ডালিকা (স্ত্রী) মেষপংক্তি ভেড়ার দল।

গড্ডুক (পুং) গড়ুক পৃষোদরাদিত্বাৎ ডস্য দ্বিত্বং। ১ ভৃঙ্গার, গাড়ু। (শব্দরত্নং)

গড্ডুক (পুং) গড়ুক পৃষোদরাদিবৎ ডস্য দ্বিত্বং উকারস্য দীর্ঘত্বঞ্চ। ভৃঙ্গার, গাড়ু।

গণ (পুং) গণ কর্ম্মণি অচ কর্ত্তরি অচ্ বা। ১ সমূহ।

"গণানাং ত্বাং গণপতিম্" (বাজসনেয়সং ২৩।১৯।)

'গণপতিং গণানাং সমূহানাং পালকম' (মহীধর)

২ প্রমথ, শিবের সেবক।

"ভর্ত্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ।" (মেঘদূত ৩৫)

৩ সেনার সংখ্যাবিশেষ। সাতাশখানি রথ, সাতাশটী গজ, একাশীটী ঘোড়া ও একশ পঁয়ত্রিশটী পদাতিক, সর্ব্বসমেত দুইশ সত্তরটীকে গণ বলা যাইতে পারে। ৪ চোর নামক গন্ধদ্রব্য (মেদিনী।) গণঃ গন্ধদ্রব্য গণঃ সপ্তাদিগুণগুণিতো বা বহুত্বেন অব্যক্ত যথা গণো দৈত্যবিশেষ নাম্না খ্যাতস্তু গণ অচ। ৫ গণেশ। "গণদীক্ষাপ্রবর্ত্তকঃ"। (মহানির্ব্বাণ)

৬ বিবাহে বর ও কন্যার সদ্ভাব বা অসদ্ভাব জানিবার উপায়বিশেষ। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ইহাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—দেবগণ, নরগণ ও রাক্ষসগণ। পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়, পূর্ব্বভাদ্রপদ, ভরণী, আর্দ্রা ও রোহিণী এই কয়টী নক্ষত্রে জন্মিলে নরগণ হয়। জ্যেষ্ঠা, শতভিষা, মূলা, ধনিষ্ঠা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, চিত্রা, মঘা ও বিশাখা এই কয় নক্ষত্রে জন্মিলে রাক্ষসগণ। অশ্বিনী, রেবতী, পুষ্যা, স্বাতী, হস্তা, পুনর্ব্বসু, অনুরাধা, মৃগশিরা ও শ্রবণা এই কয় নক্ষত্রে জন্মিলে দেবগণ। বর ও কন্যা এক গণ হইলে ভাল, একজন দেবগণ অপর নরগণ হইলে মধ্যম, দেবগণ ও রাক্ষসগণ হইলে অধম দোষযুক্ত হইয়া থাকে কিন্তু নরগণ ও রাক্ষসগণ হইলে যাহার নরগণ তাহার মৃত্যু হয়। (জ্যোতিষ।) ৭ ধ্রুবাদি সংজ্ঞক নক্ষত্রসমূহ। "উগ্রাঃ পূর্ব্বমঘাস্তকা ধ্রুবগণ" (জ্যোতিষ)

৮ বাণিজ্যকারী বণিকসমূহ, যাহারা একত্র বাণিজ্য করে। "গণদ্রব্যং হরেদ্ যস্তু সংবিদং লঙ্ঘয়েচ্চ যঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্য)

৯ ব্যাকরণপ্রসিদ্ধ ভ্বাদি, অদাদি, জুহোত্যাদি দিবাদি, স্বাদি, তুদাদি, রুধাদি, তনাদি, ক্র্যাদি ও চুরাদি এই দশটীকে গণ বলে। ১০। গণপাঠগ্রন্থ। ১১ পাণিনিরচিত স্বরাদি স্বরূপ প্রতিপাদক পাঠগ্রন্থ। ১২ দৈত্যবিশেষ। স্কন্দপুরাণের গণেশখণ্ডে ইহার উপাখ্যানটী এইরূপ লিখিত আছে—

অভিজিৎ নামক একজন ব্রাহ্মণ আপনার পত্নী গুণবতীর সহিত সমুদ্রে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। গুণবতী তৃষ্ণার কাতর হইয়া সমুদ্র-জল পান করেন, সেই জলের সহিত ব্রহ্মার বীর্য্য তাহার উদরে প্রবেশ করে এবং সেই অমোঘবীর্য্যে ব্রাহ্মণপত্নী গুণবতীর গর্ভসঞ্চার হয়। যথাসময়ে গুণবতী একটী পুত্র প্রসব করেন। সেই পুত্রই গণ নামে প্রসিদ্ধ দৈত্য। গণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মহাদেবের আরাধনা করেন। শিব তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বর দেন। সেই বরে গণদৈত্য স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালের উপরে আপনার আধিপত্য বিস্তার করে। কালক্রমে গণদৈত্য ভয়ানক অত্যাচারী হইয়া দাঁড়াইল। একদিন মহামুনি কপিলকে অপমানিত করিয়া তাঁহার বহুমূল্য চিন্তামণিটী কাড়িয়া লইল। কপিল মনোদুঃখে গণেশের আরাধনা করেন, গণেশ সন্তুষ্ট হইয়া গণদৈত্যকে বিনাশ করিতে অঙ্গীকার করেন। কিছুদিন পরে পার্ব্বতীনন্দন সেই দৈত্যের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে নিধন করেন। (স্কন্দপুরাণ গণেশখণ্ড ৬৭ অঃ। ১৩ স্বর্গক)

"সগণায় সপরিবারায় সায়ুধায় সশক্তিকায় ইন্দ্রায় নমঃ॥"

(বিধানপারিজাত)

১৪ বাক্য। (নিঘণ্টু) ১৫ ছন্দঃশাস্ত্রোক্ত পারিভাষিক ত্র্যক্ষর প্রস্তুত সংজ্ঞাবিশেষ। ইহা আবার দশভাগে বিভক্ত—ম গণ, ন গণ, ভ গণ, য গণ, জ গণ, র গণ, স গণ, ত গণ, গ গণ ও ল গণ। (ছন্দোমঞ্জরী)

১৬ একজন সংস্কৃত চিকিৎসাশাস্ত্রবেত্তা, চন্দ্রের পুত্র। ইনি অশ্বায়ুর্ব্বেদ বা সিদ্ধযোগসংগ্রহ নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

গণক (ত্রি) গণয়তি সংখ্যাং করোতি গণি ণ্বুল্। ১ সংখ্যাকারক, যে সংখ্যার নিরূপণ করে। (পুং) গণয়তি গ্রহস্থিত্যাদিকমিতি গণি ণ্বুল্।

২ মাতৃকাদেবীভেদ মুনিবিশেষ। (মৎস্যপুঃ ১৩।১১৫।)

৩ জ্যোতির্ব্বিদ। ইহার পর্য্যায়—সাংবৎসর, জ্যোতির্ব্বিদ্, দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষিক, মৌহূর্ত্তিক, মৌহূর্ত্ত, জ্ঞানী, কার্ত্তান্তিক।

অনেকেরই বিশ্বাস যে যাহারা গ্রহনক্ষত্রাদির বিষয় গণনা করে, যাহারা জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন বা ব্যবসায় করে, তাহারা এরূপ পতিত, অপাংক্তেয় ও অস্পৃশ্য এবং শাস্ত্রেও অনেক স্থানে গণকের নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়।

বরং চাণ্ডালসংস্পর্শঃ কুর্য্যাৎ তু সাধকো নরঃ।

তথাপ্যস্পৃশ্য গণকং সর্ব্বদা তু পরিত্যজেৎ॥

(শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ১৬ উল্লাস)

চাণ্ডাল স্পর্শ বরং ভাল, সাধক দায়ে ঠেকিলে অগত্যা তাহা করিতে পারে, কিন্তু গণক সর্ব্বদাই অস্পৃশ্য, সাধক কখনও তাহাকে স্পর্শ করিবে না, তাহার সংসর্গ একেবারেই পরিত্যাগ করিবে।

ভায়, জ্যোতির্বিদগণ উহাদিগকে প্রজাপতিজাত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। "তারাপুঞ্জনিকাশা গণকা নাম প্রজাপতেরষ্টৌ"।
(বৃহৎসংহিতা ১১।২৫)

গণকর্ণম্ (ক্লী) গণযজ্ঞ। [গণযজ্ঞ দেখ।]

গণকর্ণিকা (স্ত্রী) গণস্য গণেশস্য কর্ণ ইব পত্রমস্যাঃ বহুব্রী টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। ইন্দ্রবারুণী। (রাজনি°)

গণকার (পুং) গণং ধাত্বাদিগণপাঠং করোতি গণ-কৃ-অণ্ উপপদস°। ১ ধাতুসংগ্রহকর্ত্তা, যে গণপাঠ প্রণয়ন করে। ২ ভীমসেন। (শব্দরত্নাবলী।) গণং গণনাং করোতি গণ-কৃ-অণ্। ৩ যে গণনা করে, গণক।

গণকারি (পুং) গণং ধাত্বাদিগণপাঠং করোতি গণ-কৃ-বাহুলকাৎ ইঞ্। ১ ধাতুসংগ্রহকর্ত্তা, গণকার। এই শব্দটী পাণিনির কুর্বাদিগণান্তর্গত, ইহার উত্তর অপত্যার্থে ণ্য প্রত্যয় হয়।

গণকী (স্ত্রী) গণক-ঙীষ্। গণকপত্নী। (জটাধর)

গণকুণ্ড, হিমালয়স্থ একটী পবিত্র কুণ্ড। (হিমাদ্রিখ° ৮।৪৮)

গণকূট (পুং) গণরূপং কূটং। বর এবং কন্যার দেবমনুষ্য বা রাক্ষসগণরূপ কূট। [বিবাহ দেখ।]

গণগতি (স্ত্রী) গণনাগতি।

গণচক্রক (ক্লী) গণানাং ধার্ম্মিকানাং চক্রমত্র বহুব্রী কপ্। ধার্ম্মিকগণের মিলিত হইয়া একত্র ভোজন। (ত্রিকাণ্ড)

গণচ্ছন্দস্ (ক্লী) পাদপরিমিত ছন্দ।

গণজীববিজয়, সঙ্কেতসমুচ্চয় নামে সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রহকার।

গণতা (স্ত্রী) গণস্য ভাবঃ গণ-তল্ টাপ্। ১ সমূহের ভাব, সমূহত্ব। ২ সমূহ। ৩ (দেশজ) পক্ষপাত, আপনাদের বা পক্ষীয় লোকের পোষকতা করা, অন্যের যথার্থ অধিকার বিবেচনা না করিয়া স্বপক্ষীয় লোকের পক্ষে টানা।

গণতিথ (ত্রি) গণানাং পূরকং গণ-তিথুগ্। গণপূরক।

গণৎকার (গণকার শব্দজ) গণক।

গণদীক্ষিন্ (পুং) গণান্ দীক্ষয়তি দীক্ষ-ণিনি। ১ বহুযাজক। "দেবাভিশস্তবার্দ্ধুষিঃগণিকা গণদীক্ষিণাম্।" (যাজ্ঞবল্ক্য) 'গণদীক্ষিণো বহুযাজকাঃ।' (মিতাক্ষরা)

(ত্রি) গণস্য গণেশস্য শিবস্য বা দীক্ষা বিদ্যতেঽস্মিন্ অস্ত্র বা গণদীক্ষা-ইনি। ২ যিনি গণেশমন্ত্রে বা শিবমন্ত্রে দীক্ষিত।

গণদেবতা (স্ত্রী) গণভূতা দেবতা। দ্বাদশ আদিত্য, ১০ বিশ্বদেব, ৮বসু, ৩৬ তুষিত, ৬৪ আভাস্বর, ৪৯ বায়ু, ২২০ মহারাজিক, ১২ সাধ্য ও ১১ রুদ্র ইহাদিগকে গণ-দেবতা বলে। (জটাধর)

গণদ্রব্য (ক্লী) গণনায় দ্রব্যং ৬তৎ। ১ সাধারণ দ্রব্য, যাহার স্বামী অনেক। ২ দ্রব্যসমূহ।

গণদ্বীপ (পুং ক্লীং) গণানাং সপ্তানাং রাজ্যানাং দ্বীপঃ। দ্বীপবিশেষ, এই দ্বীপে সাতটী রাজ্য ছিল বলিয়া ইহাকে গণদ্বীপ বলে।

গণধর (পুং) ১ আচার্য্য। ২ অর্হৎ মহাবীরের অধীন সাধুভেদ।

গণন (ক্লী) গণ্যতে গণ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ১ সংখ্যা করা, গণা, ঠিক দেওয়া।
"যেনৈব লিখিতং কুর্য্যাৎ তেনৈব গণনং ভবেৎ।" (বিষ্ণুসার)
২ গ্রাহ্য করা। ৩ অবধারণ।
"অথং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্।" (হিতোপ°)

গণনা (স্ত্রী) গণ-যুচ্ টাপ্। সংখ্যা করা।
"যদি ত্রিলোকী গণনা পরাস্যাঃ
তস্যাঃ সমাপ্তি র্যদিনায়ুষঃ স্যাৎ।" (নৈষধ ৩।৪০)

গণনাগতি (স্ত্রী) কোন নির্দ্দিষ্ট উচ্চসংখ্যা।

গণনাথ (পুং) গণানাং প্রমথাদীনাং নাথঃ ৬তৎ। ১ প্রমথাধিপতি শিব। ২ গণেশ। (শব্দরত্নাবলী।) (ত্রি) ৩ যিনি অনেকের উপর আধিপত্য করেন, বহুলোকের স্বামী।

গণনায়ক (পুং) গণানাং নায়কঃ। ৬তৎ। ১ গণেশ।
"লেখকো ভারতস্যাস্য ভবতু গণনায়কঃ।" (ভারত ১।১।৭৭)
২ গণদেবতার অধিপতি।
"যত্র হ দেবপতয়ঃ স্বৈঃ স্বৈর্গণনায়কৈর্বিহিতমহার্হণাঃ।" (ভাগবত ৫।১৭।১৩) গণানাং প্রমথানাং নায়কঃ ৬তৎ। ৩ শিব।

গণনায়িকা (স্ত্রী) গণানাং নায়কঃ শিবঃ তস্য শক্তিঃ গণনায়ক টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। দুর্গা। (ত্রিকাণ্ড)

গণনাপতি (পুং) ১ অঙ্কশাস্ত্রবিদ্। ২ গণেশ।

গণনা-মহামাত্র (পুং) আয়-ব্যয়ের মন্ত্রী।

গণনীয় (ত্রি) গণ-অনীয়র্। গণনার্হ, যাহা গণনা করার যোগ্য।

গণপতি (পুং) গণানাং পতিঃ ৬তৎ। ১ গণেশ।
"অস্তু বাঞ্ছিত সাধনো গণপতের্বাপুঃ ক্ষুধার্ত্তঃ ফণী।"
(পঞ্চতন্ত্র ১।১৭০)
২ শিব। ৩ বহুস্বামী, অনেক লোকের অধিপতি।
৪ আথর্ব্বোপনিষদ্‌বিশেষ।
"ত্রিপুরাত্তপনদেবীভাবনাভস্মজাবালগণপতিমহাবাক্যগোপালতপনকৃষ্ণহয়গ্রীবেতি।" (মুক্তিকোপনিষদ্)
৫ মৃচ্ছকটিক নাটকের একজন টীকাকার।
৬ গোপালের পুত্র, রত্নপ্রদীপ নামে জ্যোতিঃশাস্ত্রকার।
৭ বীরেশ্বরের পুত্র, গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামে সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।
৮ রাম উপাধ্যায়ের পুত্র, চৌরপঞ্চাশিকা-টীকাকার।
৯ একটী বিশিষ্ট রাজোপাধি, দক্ষিণাপথে যবনদের

রাজগণ এই উপাধি ধারণ করিতেন। চোলরাজগণের অধঃপতনে গণপতি রাজগণের অভ্যুদয় হয়। কাহারও মতে ত্রিভুবনমল্লই এই বংশের প্রথম রাজা, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে সকল প্রাচীন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা এখনও গণপতি রাজগণের আবির্ভাবকাল স্থির হয় নাই। [বরঙ্গল দেখ।]

গণপতিকল্প (পুং) বিঘ্নশান্তির জন্য গণপতির উদ্দেশে পূজা প্রভৃতি ক্রিয়াবিশেষ। বিনায়ক নামে এক প্রকার উপদেবতা বা গ্রহ আছে; সে সময়ে সময়ে পুরুষ নরনারীদিগকে আশ্রয় করে বা যাহার প্রতি ইহার দৃষ্টি হয়, তাহাকে দেখিয়াই লোকে ভূতে পাইয়াছে বলিয়া স্থির করে। বিনায়কের আশ্রয় বা দৃষ্টি হইলে সাধারণ দুঃস্বপ্ন হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিতে পায় যেন সে অগাধ জলের তলে প্রবেশ করিয়া হাবুডুবু খাইতেছে, কখনও সে কাটামুণ্ড দেখিতে পায়। ইহাই বিনায়ক দৃষ্টির প্রধান লক্ষণ। ইহা ব্যতীত স্বপ্নে কাষায়-বস্ত্র-আচ্ছাদিত হিংস্র জন্তুর উপরে অধিরোহণও হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তি সর্ব্বদাই চণ্ডাল প্রভৃতি নিকৃষ্টজাতি, গর্দ্দভ বা উষ্ট্রের সহিত একত্র বাস করিতে ভালবাসে। যখন একাকী কোথাও যাইতে থাকে, তখন বোধ হয় যেন আর কতকগুলি লোক তাহার অনুগমন করিতেছে, ইহাতে সেই ব্যক্তি ভয় পাইয়া চমকিয়া উঠে। মনের স্ফূর্ত্তি একেবারেই বিলুপ্ত হয়। যে কোন কাজ করিতে আরম্ভ করে, তাহারই বিপরীত ফল হয়। রাজকুমারের প্রতি বিনায়কের দৃষ্টি হইলে তিনি রাজত্ব হইতে বঞ্চিত থাকেন। কুমারীর প্রতি বিনায়কের দৃষ্টি হইলে সেই কুমারী স্বামিসুখে বঞ্চিত থাকিয়া ঘোর যাতনায় কালযাপন করে। গর্ভিণীর প্রতি বিনায়কের আবির্ভাব হইলে সন্তান নষ্ট হয়। বিদ্যার্থীর প্রতি ইহার দৃষ্টি হইলে সে ব্যক্তি আচার্য্য বা শ্রোত্রিয় হইতে পারে না। ইহার দৃষ্টিতে বণিকের বাণিজ্যে লোকসান ও কৃষকের কৃষি নষ্ট হয়। ইহার শান্তির জন্য যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বিধান করিয়াছেন। যাহার প্রতি বিনায়কের দৃষ্টি হয়, শুভদিনে শ্বেতসর্ষপ শিলায় পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত তাহার শরীরে মাখাইয়া দিবে এবং মাথায় সর্ব্বৌষধি ও সর্ব্বগন্ধ লেপন করিবে। পরে ঐ ব্যক্তিকে ভদ্রাসনে বসাইবে। অশ্বশালা, হস্তীশালা, বল্মীক, সঙ্গমস্থান ও হ্রদের মৃত্তিকা, রোচনাগন্ধ ও গুগ্‌গুল্ জলে নিক্ষেপ করিবে। হ্রদ হইতে একবর্ণ চারিটী কলসী করিয়া জল আনিতে হয় এবং ভদ্রাসনখানিও রক্তবর্ণ বৃষচর্ম্মের উপরে স্থাপন করিতে হয়। পরে ঐ জল দিয়া সেই ব্যক্তিকে স্নান করাইতে হয়।

তাহার মন্ত্র—

"সহস্রাক্ষং শতধারমৃষিভিঃ পাবনং কৃতম্।
তেন ত্বামভিষিঞ্চামি পাবমান্যঃ পুনন্তু তে॥
ভগং তে বরুণো রাজা ভগং সূর্য্যো বৃহস্পতিঃ।
ভগমিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ ভগং সপ্তর্ষয়ো দদুঃ॥
যত্তে কেশেষু দৌর্ভাগ্যং সীমন্তে যচ্চ মূর্দ্ধনি।
ললাটে কর্ণয়োরক্ষ্ণোরাপস্তদ্ঘ্নন্তু সর্ব্বদা॥"

এই প্রকারে স্নান করাইয়া তাহার মাথায় উড়ুম্বরের স্রুবা দ্বারা সর্ষপতৈল দিবে, বামহস্তে কুশগ্রহণ করিয়া এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। মিত, সংমিত, শালকটঙ্কট, কুষ্মাণ্ড ও রাজপুত্র এই কয়টী নামের সহিত স্বাহা যোগ করিয়া চতুষ্পথে কুশের উপরে সূর্প বিছাইয়া তাহার উপরে বলি দিতে হয়। কৃতাকৃত তণ্ডুল, পলান্ন, পক্ব ও অপক্ব মৎস্য এবং মাংস, নানাবর্ণ সুগন্ধ পুষ্প, তিনপ্রকার মদ্য, মূলক, পূরী, কচুরী প্রভৃতি পিষ্টক, এরণ্ডের মালা, দধিযুক্ত অন্ন, পায়স, পিষ্টক ও মোদক এই সকল দ্রব্য বিনায়কের পূজোপহার বা বলি। এই সকল পূজোপহার ক্ষেপ করিয়া মস্তকটী মাটিতে রাখিয়া বিনায়কজননীর আরাধনা করিবে, দূর্ব্বা ও সরিষার ফুল দিয়া ইহার অর্ঘ্য দিতে হয়। হাত যোড় করিয়া এই মন্ত্রটী পাঠ করিবে।

"রূপং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে॥"

ইহার পরে শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া শাদা চন্দন ও শাদা ফুলের মালায় শোভিত হইয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং গুরুকে একটী যোড়া কাপড় দিবে। এই প্রকারে বিনায়কের পূজা শেষ হইলে নবগ্রহ, লক্ষ্মী ও আদিত্যপূজা আর মহাগণপতির তিলক করিবে। ইহাতে সকল দোষের শান্তি হয়। বিনায়কও সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। (যাজ্ঞবল্ক্য)

গণপতিদেব, দক্ষিণাপথের বরঙ্গলের একজন রাজা প্রতাপরুদ্রের পুত্র। শিলালিপিপাঠে জানা যায়, ইনি (১২২৮ খৃষ্টাব্দে) চোলদিগকে পরাস্ত করিয়া কাঞ্চিদেশ অধিকার করেন।

গণপতিনাগ, সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক আর্য্যাবর্ত্তবাসী একজন রাজা, ইনি সমুদ্রগুপ্তের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন।

গণপতিরাবল, একজন বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থকার, রাবল হরিশঙ্করের পুত্র ও রামদাসের পৌত্র। ইনি পর্ব্বনির্ণয়, মুহূর্ত্তগণপতি, শান্তিগণপতি, শ্রৌতাধানপদ্ধতি ও সম্বন্ধগণপতি নামে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

গণপতিব্যাস, ১ একজন প্রাচীন কবি, ইনি ১২৭২ খৃষ্টাব্দের

গণাগ্রণী (পুং) গণানাং অগ্রণীঃ ৬তৎ। ১ গণেশ। (ত্রিকাণ্ড°) ২ যিনি অনেকের মধ্যে অগ্রগণ্য, সম্মানিত।

গণাচল (পুং) গণভূয়িষ্ঠোঽচলঃ। কৈলাসপর্ব্বত। এই পর্ব্বতে গণদেবতারা বাস করেন বলিয়া ইহাকে গণাচল বলে।

গণাচার্য্য (পুং) লোকগুরু, সাধারণের শিক্ষক।

গণাধিপ (পুং) গণানামধিপঃ ৬তৎ। ১ গণেশ। (অমর।) ২ শিব। (হলায়ুধ।) ৩ জৈনশাস্ত্রে জৈনশ্রেষ্ঠদিগকে গণাধিপ বলে, ইহারা এগারটী।

('গণা নবাস্তবিনংশা একাদশ গণাধিপাঃ।' (হেম°))

গণান্ন (ক্লী) গণানামন্নং ৬তৎ। ১ বহুব্যক্তির অন্ন, যাহাতে অনেকের স্বত্ব আছে। এই অন্ন খাইতে নাই। মনুর মতে— গণান্ন খাইলে উত্তম লোক লাভ করিতে পারে না, ইহা বেশ্যার অন্নের সমান। "গণান্নং গণিকান্নঞ্চ লোকেভ্যঃ পরিকৃন্ততি।" (মনু ৪। ২১৯ গণেভ্যঃ উৎসৃষ্টমন্নং°। ২ বহু লোকের খাওয়ার জন্য যে অন্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

গণাভ্যন্তর (পুং) গণঃ গণার্থোৎসৃষ্টমঠধনাদিঃ তেন অভ্যন্তরউপজীবী, ৩তৎ। যে ব্যক্তি মঠাদিতে গণ উদ্দেশে প্রদত্ত ধনাদি দ্বারা প্রতিপালিত হয়।

"পক্ষী চ শশুপালশ্চ পরিবেত্তা নিরাকৃতিঃ।
ব্রহ্মদ্বিট পরিবিত্তিশ্চ গণাভ্যন্তর এব চ।" (মনু ৩।১৫৪)

'গণাভ্যন্তরো গণার্থোৎসৃষ্টমঠধনাদ্যুপজীবী। কুল্লূক। ভাষ্যকার মেধাতিথি 'গণাভ্যন্তর' শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাঁহার মতে যাহারা মিলিত হইয়া একটী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহাদিগকে গণ বলে, চলিত ভাষায় ইহাকেই, 'কোম্পানী' বলা হইয়া থাকে। এই গণের অন্তর্গত চাতুর্বিদ্য ব্রাহ্মণকে গণাভ্যন্তর বলে।

'গণঃ সঙ্ঘঃ সংহৈকয়া ক্রিয়য়া জীবন্তি যেতে গণশব্দবাচ্যাঃ তদন্তর্গতচাতুর্বিদ্য ব্রাহ্মণঃ গণাভ্যন্তরঃ' (মেধাতিথি)

গণি (স্ত্রী) গণ-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) গণন, গণনা।

গণিআরী (গণিকারী শব্দজ) [গণিয়ারী দেখ।]

গণিকা (স্ত্রী) গণোঽস্ত্যস্যাঃ গণ উপভোক্তৃত্বেনাস্তি অস্যাঃ গণ-ঠন্ টাপ্। ১ বেশ্যা। মেধাতিথির মতে যে কামিনীগণ কেবল সম্ভোগলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া অনুরক্ত হয়, তাহাদিগকে পুংশ্চলী বলে এবং যাহারা সাজপোষাক করিয়া হাবভাবে যুবক মাতাইয়া বেশ্যাবেশে বাস করে, বাস্তবিক তাহাদের হৃদয়ে সম্ভোগলিপ্সা বা প্রেম কখনও স্থান পায় না, অর্থ দিতে পারিলে সকলের প্রতিই অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই বেশ্যাদিগকে গণিকা বলে।

"অন্যা গণিকা অন্যা পুংশ্চলী। গণিকা বেশ্যাবেশেন জীবতি, পুংশ্চলীত্বিন্দ্রিয়চপলা পুংশ্চলী যস্য কস্য চিৎমৈথুনসম্বন্ধেন বর্ত্ততে" (মনু ৪।২১১ মেধাতিথি।) মনুর মতে ইহাদিগের অন্ন খাইলে কোনরূপ সদ্গতি হইতে পারে না। [বেশ্যা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।] ২ যূথিকা, যুঁই।

গণিকারিকা (স্ত্রী) গণিং গণনং করোতি গণি-কৃ অণ্-ঙীষ্, গণিকারী স্বার্থে-কন্-টাপ্ ঈকারস্য হ্রস্বশ্চ। যদ্বা গণিং করোতি কৃ-ণ্বুল্ টাপ্-অত ইত্বঞ্চ। ১ নদী সমীপে উৎপন্ন বৃক্ষবিশেষ। চলিত বাঙ্গালায় বড় গণেরী বা আজালু এবং হিন্দীভাষায় গণিয়ার বা অগেথ বলে। (Premna spinosa) ইহার পর্য্যায়—শ্রীপর্ণ, অগ্নিমন্থ, গণিকা, জয়া, তেজোমন্থ, জ্যোতিষ্ক, পাবক, অরণি, বহ্নিমন্থ, মথন, গিরিকর্ণিকা, অগ্নিমথন, তর্কারী, বৈজয়ন্তিকা, অরণীকেতু, শ্রীপর্ণী, কর্ণিকা, নাদেয়ী, বিজয়া, জয়ন্তা, নদীজা। ইহা হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদে দুই প্রকার। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, তিক্ত, কফ, বায়ু, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, শ্লেষ্ম, মলবন্ধ ও শ্রমনাশক। (রাজনি°)

গণিকারী (স্ত্রী) গণিকারিকা, পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, বসন্তকালে ইহার ফুল ফুটিয়া থাকে, ইহার সৌরভে দশদিক্ আমোদিত হয়, চলিত কথায় ইহাকে গণিয়ারী বলে। ইহার পর্য্যায়—কাঞ্চনিকা, কাঞ্চনপুষ্পী, বসন্তদূতী, গন্ধকুসুমা, অলিমোদা, বাসন্তী, মদমাদনা। ইহার গুণ—সুরভি, ত্রিদোষনাশক, দাহ, কামক্রীড়াজনক ও চাপল্যবৃদ্ধিকারী। (রাজনি°)

গণিত (ক্লী) গণ-ভাবে-ক্ত। ১ গণন, গণনা।

"পারে পরার্দ্ধঃ গণিতং যদি স্যাৎ।" (নৈষধ ৩।৪০)

২ গ্রহদিগের গতি স্থিতি প্রভৃতির গণনা। গণয়ত্যনেন গণ করণে ক্ত। ৩ অঙ্কশাস্ত্র। গণিত দুই ভাগে বিভক্ত, ব্যক্ত গণিত বা পাটিগণিত ও অব্যক্ত গণিত বা বীজগণিত। [যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতি শব্দ বিশেষ দ্রষ্টব্য।]

"দ্বিবিধগণিতমুক্তং ব্যক্তমব্যক্তসংজ্ঞং
তদবগমননিষ্ঠঃ শব্দশাস্ত্রে পটিষ্ঠঃ।" (গোলাধ্যায়)

(ত্রি) গণ কর্ম্মণি ক্ত। ৪ যাহার গণনা করা হইয়াছে
গণিতেন গণনয়া আগতং গণিত অচ্। ৫ ক্ষেত্রাদির ফল, কালি।

"ক্ষেত্রস্য পক্ষকৃতিতুল্যচতুর্ভুজস্য
কর্ণৌ তয়োশ্চ গণিতং গণক! প্রচক্ষ।" (লীলাবতী)

গণিতাধ্যায় (পুং) গণিতং গ্রহস্থিত্যাদিগণনমধিকৃত্যকৃতস্ত্র অধি-ই-আধারে ঘঞ্। ভাস্করাচার্য্যপ্রণীত সিদ্ধান্তশিরোমণির একটী বিস্তৃত অধ্যায়। ইহাতে গ্রহদিগের মধ্যগতি ও

ক্‌ট্টাদির বিষয় অতি সুন্দরভাবে লিখিত আছে। লীলাবতী ও বীজগণিত পড়া থাকিলে অনায়াসেই ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করা যাইতে পারে। [গ্রহ, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।]

গণিতিন্ (ত্রি) গণিতমনেন গণিত-ইনি (ইষ্টাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৮৮।) যে গণনা করে।

গণিপিটক (ক্লী) জৈনদিগের দ্বাদশটী অঙ্গ। ১ আচারাঙ্গ, ২ সূত্রকৃত, ৩ স্থানাঙ্গ, ৪ সমবায়যুক্, ৫ ভগবতী, ৬ জ্ঞাতা ধর্ম্মকথা, ৭ উপাসকাধ্যয়ন, ৮ অনুত্তরোপপাতিকা, ৯ দশাঙ্গঃ, ১০ প্রশ্নব্যাকরণ, ১১ বিপাকশ্রুত, ১২ দৃষ্টিবাদ এই দ্বাদশটী অঙ্গকে গণিপিটক বলে। (১)

গণিয়ারী (গণিকারী শব্দজ) গণিকারী।

গণীভূত (ত্রি) গণ-চি-ভূ-ক্ত। কোন গণ বা পক্ষে স্থিত, গণাক্রান্ত।

গণেয় (ত্রি) গণ-এয়। সংখ্যেয়, গণনীয়।

"পারে পরার্দ্ধং গণিতং যদি স্যাদ্
গণেয়নিঃশেষগুণোঽপি স স্যাৎ।" (নৈষধ ৩।৪০)

গণেরু (পুং) গণ-বাহুলকাৎ এরুঃ। ১ কর্ণিকার বৃক্ষ। (মেদিনী) কর্ণিকারক (স্ত্রী) ২ বেশ্যা। ৩ হস্তিনী। (মেদিনী)

গণেরুকা (স্ত্রী) গণেরুম্ বেশ্যাম্ কায়তি কৈ-কঃ। দূতী, কুট্টনী। (ত্রিকাণ্ড)

গণেশ (পুং) গণানামীশঃ ৬তৎ। পার্ব্বতীনন্দন, শনির দৃষ্টিতে ইহার মস্তকটী ছিন্ন হইলে, বিষ্ণু হস্তীর মস্তক সংযোজিত করিয়া দেন, তাহাতে ইনি গজানন হইয়াছেন। [গজানন দেখ।] মহাবল ক্ষত্রিয়ান্তকারী পরশুরাম ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিয়া শিব ও পার্ব্বতীকে নমস্কার করিতে কৈলাসে উপস্থিত হন। সেই সময়ে শিব ও পার্ব্বতী স্বচ্ছন্দচিত্তে নিদ্রা যাইতেছিলেন, তাঁহাদের নিদ্রার বিঘ্ন না হয়, এই জন্য গজানন দ্বারে প্রহরী ছিলেন। পরশুরাম দ্বারে আসিয়া জানাইলেন যে, তিনি শিব ও পার্ব্বতীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন। কিন্তু গণেশ তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, "এখন তাঁহারা নিদ্রিত, আপনি কিছুকাল এই স্থানেই থাকুন, পরে যাইয়া দেখা করিবেন।" পরশুরাম তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। কিছুকাল উভয়েই উভয়কে মিষ্ট বাক্যে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কিছুই হইল না। পরশুরামের ক্রোধ হইল, তিনি গণেশকে অবহেলা করিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করায় গণেশ আপনার হাত দুইটী বাড়াইয়া তাঁহাকে ধরিলেন এবং একে একে সমস্ত ত্রিভুবনে তাঁহাকে ঘুরাইতে লাগিলেন, পরিশেষে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে পরশুরাম নিতান্ত লজ্জিত হইয়া গণেশকে লক্ষ্য করিয়া পরশু নিক্ষেপ করিলেন, অমোঘ পরশু গণেশকে বিনাশ করিতে পারিল না, কিন্তু গণেশের একটী দাঁত সমূলে উৎপাটিত করিল, সেই হইতেই গণেশ একদন্ত হইলেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত—গণেশখণ্ড)

গণেশ একজন প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন। মহাভারতে লিখিত আছে যে, সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব যোগবলে বিপুলায়তন মহাভারত মনে মনে রচনা করিলেন, কিন্তু লেখকের অভাবে জনসমাজে তাহার প্রচার করিতে না পারিয়া নিতান্তই চিন্তিত ও বিষণ্ণ হইলেন। একদিন হিরণ্যগর্ভ তাঁহার নিকট আসিলে তিনি তাঁহাকে আপনার মনোদুঃখ জানাইলেন। তাহাতে হিরণ্যগর্ভ গণেশকে লেখক করিতে পরামর্শ দিলেন। ব্যাসদেব গণেশকে লিখিবার জন্য অনুরোধ করেন। গণেশ লিখিতে অঙ্গীকার করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কথা থাকে, যদি ব্যাসদেবের বলিতে কাল বিলম্ব হয়, অর্থাৎ তাঁহার দোষে গণেশের লেখনীর বিশ্রান্তি হয়, তবে আর তিনি লিখিবেন না। গণেশ লিখিতে আরম্ভ করেন, ব্যাস বলিতে লাগিলেন। যখন ব্যাস দেখিতেন যে, আর বলিতে পারেন না, তখনই দুই একটী কূটশ্লোক রচনা করিয়া বলিতেন। গণেশ অর্থ না বুঝিয়া লিখিতেন না, কাজেই সেই কূট শ্লোকের অর্থ বুঝিতে কিছুকাল লেখনীবদ্ধ থাকিত, এই অবসরে ব্যাস মনে মনে অনেক রচনা করিয়া ফেলিতেন। (ভারত ১।১ অঃ।)

গণেশকে স্মরণ করিয়া বা গণেশের মূর্ত্তি দেখিয়া যে কোন কার্য্যের আরম্ভ করা হয়, তাহাই নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধ হয়, এই কারণে গণেশকে সিদ্ধিদাতা বলে।

আস্তিক হিন্দু লেখকগণ সর্ব্বপ্রথমে গণেশের নাম লিখিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে গণেশ একজন প্রসিদ্ধ লেখক ও সিদ্ধিদাতা, প্রথমে তাঁহার নাম লিখিলে আর বিঘ্ন হয় না।

স্কন্দপুরাণের গণেশখণ্ডে, বক্রতুণ্ড কপিল, চিন্তামণি ও বিনায়ক প্রভৃতি রূপে গণেশের অবতারের কথা লিখিত আছে।

গণপতিতত্ত্ব নামক গ্রন্থের মতে গণেশই পরব্রহ্ম, শ্রুতি, স্মৃতি পরমব্রহ্ম, পরমেশ্বর বা পরমাত্মা বলিয়া গণেশকেই উল্লেখ করিয়াছেন। গণপতিতত্ত্বে প্রমাণস্বরূপ এই শ্রুতি উদ্ধৃত আছে—"এষ সর্ব্বেশ্বরঃ এষ সর্ব্বজ্ঞঃ এষ ভূতপতিঃ এষ ভূত

---

(১) "আচারাঙ্গ সূত্রকৃতং স্থানাঙ্গং সমবায়যুক্।
পঞ্চমং ভগবত্যঙ্গং জ্ঞাতাধর্ম্মকথাপি চ।
উপাসকাধ্যয়নান্তকৃদনুত্তরোপপাতিকা দশাঃ।
প্রশ্নব্যাকরণঞ্চৈব বিপাকশ্রুতমেব চ।
ইত্যেকাদশ সোপাঙ্গান্যঙ্গানি দ্বাদশ পুনঃ।
দৃষ্টিবাদো দ্বাদশাঙ্গী স্যাদ্গণিপিটকাহ্বয়া।" (হেমচন্দ্র)

স্বাহা, ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিতে হয়। গণেশের পৌরাণিকমন্ত্র, "ওঁ নমো গণেশায়।"

ইঁহার গায়ত্রী—

"একদংষ্ট্রায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি
তন্নো বিঘ্ন প্রচোদয়াৎ।" (প্রাণতোষিণী)

গণেশের নমস্কারমন্ত্র —

"দেবেন্দ্রমৌলিমন্দারমকরন্দকণারুণাঃ।
বিঘ্নান্ হরন্তু হেরম্ব চরণাম্বুজরেণবঃ॥"

পশ্চিম-উত্তর অঞ্চলে বক্রতুণ্ড ও ঢুণ্ডিরাজ এই দুই গণেশ অতি প্রসিদ্ধ, সেই অঞ্চলে এই দুই গণেশের উপাসনাই অধিক প্রচলিত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে—,'ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীং গণেশ্বরায় ব্রহ্মরূপায় সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদেশায় বিঘ্নেশায় নমো নমঃ।" এই মন্ত্রে গণেশের পূজা করিতে হয়। তুলসীপত্র দ্বারা গণেশের পূজা করা নিষিদ্ধ। গণেশের এই মন্ত্রটি পঞ্চাশ লক্ষ জপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হইবে। গণেশের পূজা শেষ হইলে স্তব পাঠ করিতে হয়। গণেশের স্তব, যথা—

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

"ঈশ! ত্বাং স্তোতুমিচ্ছামি ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্।
নিরূপিতুমশক্তোঽহমনুরূপমনূহকম্
প্রবরং সর্ব্বদেবানাং সিদ্ধানাং যোগিনাং গুরুম্।
ব্রহ্মস্বরূপং সর্ব্বেশং জ্ঞানরাশিস্বরূপিণম্॥
অব্যক্তমক্ষরং নিত্যং সত্যমাত্মস্বরূপিণম্।
বায়ুতুল্যাতিনির্লিপ্তং চাক্ষতং সর্ব্বসাক্ষিণম্॥
সংসারার্ণবপারে চ মায়াপোতে সুদুর্লভম্।
কর্ণধারস্বরূপঞ্চ ভক্তানুগ্রহকারকম্॥
বরং বরেণ্যং বরদং বরদানামপীশ্বরম্।
সিদ্ধং সিদ্ধিস্বরূপঞ্চ সিদ্ধিদং সিদ্ধিসাধনম্॥
ধ্যানাতিরিক্তং ধ্যেয়ঞ্চ ধ্যানাসাধ্যঞ্চ ধার্ম্মিকম্।
ধর্ম্মস্বরূপং ধর্ম্মজ্ঞং ধর্ম্মাধর্ম্মফলপ্রদম্॥
বীজং সংসারবৃক্ষাণামঙ্কুরঞ্চ তদাশ্রয়ম্।
স্ত্রীপুংনপুংসকানাঞ্চ রূপমেতদতীন্দ্রিয়ম্॥
সর্ব্বাদ্যমগ্রপূজ্যঞ্চ প্রাকৃতং প্রকৃতেঃ পরম্।
ত্বাং স্তোতুমক্ষমোঽনন্তঃ সহস্রবদনেন চ॥
নক্ষমঃ পঞ্চবক্ত্রশ্চ নক্ষমশ্চতুরাননঃ।
সরস্বতী ন শক্তা চ ন শক্তোঽহং তব স্তুতৌ॥
ইত্যেবং স্তবনং কৃত্বা সুরেশং সুরসংসদি।
সুরেশশ্চ সুরৈঃ সার্দ্ধং বিররাম রমাপতি॥
ইদং বিষ্ণুকৃতং স্তোত্রং গণেশস্য চ যঃ পঠেৎ।
সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে ভক্তিযুক্তঃ সমাহিতঃ॥
তদ্বিঘ্ননিঘ্নঃ কুরুতে বিঘ্নেশঃ সততং মুনে।
বর্দ্ধতে সর্ব্বকল্যাণং কল্যাণজনকঃ সদা॥
যাত্রাকালে পঠিত্বা তু যো যাতি ভক্তিপূর্ব্বকম্।
তস্য সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥
তেন দৃষ্টঞ্চ দুঃস্বপ্নং সুস্বপ্নমুপজায়তে।
কদাপি ন ভবেৎ তস্য গ্রহপীড়া চ দারুণা॥
ভবেদ্ বিনাশঃ শত্রূণাং বন্ধূনাঞ্চ বিবর্দ্ধনম্।
শশ্বদ্ বিঘ্নবিনাশশ্চ শশ্বৎ সম্পত্তিবর্দ্ধনম্॥
স্থিরা ভবেদ্ গৃহে লক্ষ্মীঃ পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধিনী।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যমিহ প্রাপ্য অন্তে বিষ্ণুপদং লভেৎ॥
ফলঞ্চাপি চ তীর্থানাং যজ্ঞানাং যদ্ভবেৎ ধ্রুবম্।
মহতাং সর্ব্বদানানাং শ্রীগণেশপ্রসাদতঃ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে গণেশখণ্ডে বিষ্ণুকৃতং গণেশস্তোত্রং।

গণেশের কবচ—

শনৈশ্চর উবাচ।

সর্ব্বদুঃখবিনাশায় দুঃখপ্রশমনায় চ।
কবচং বিঘ্ননিঘ্নস্য বদ বেদবিদাংবর॥
বধূবৈবাং বিবাদশ্চ শক্ত্যা চ মায়য়া সহ।
উদ্বিগ্ন শমনার্থঞ্চ কবচং ধারয়াম্যহম্॥

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

বিনায়কস্য কবচং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্।
সুগোপ্যঞ্চ পুরাণেষু দুর্লভঞ্চাগমেষু চ॥
উক্তং কৌথুমশাখায়াং সামবেদে মনোহরম্।
কবচং বিঘ্ননাথস্য সর্ব্ববিঘ্নহরং পরম্॥
মাধ্যং দেবং শিরোদেবং প্রাণদেবাশ্চ দুর্ব্বাজ।
এবং ভূতঞ্চ কবচং নদেয়ং প্রাণসঙ্কটে॥
আশির্জ্জাবস্থিতোভাবঃ যেচ্ছয়াস্ত চ মায়য়া।
নিত্যোঽহমেকদন্তশ্চ কবচং চাস্য বৎসক॥
পূর্বাস্ত নিত্যা স্তোত্রঞ্চ কণ্ঠে কণ্ঠেঽস্তি সন্ততম্।
অস্তাস্ত অগ্রনঃ পূর্ব্বং মুনয়শ্চ সিষেবিরে॥
যথা মদবস্তায়েষু অস্ত্রবিগ্রহধারণম্।
তথা গণেশ্বরস্যাপি জন্ম শৈলসুতোদরে॥
যদ্ ধৃত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে জীবন্মুক্তাশ্চ ভারতে।
নিঃশঙ্কাশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে শত্রুপক্ষবিমর্দ্দকাঃ॥
কবচং বিভ্রতাং মৃত্যুর্নাতি সন্নিধিং স্থিরা।
নায়ুর্ব্যয়োনাস্তকশ্চ ব্রহ্মাণ্ডেন পরাজয়ঃ॥
দশলক্ষ জপেনৈব সিদ্ধঞ্চ কবচং ভবেৎ।
যো ভবেৎ সিদ্ধকবচো মৃত্যুং জেতুং স চ ক্ষমঃ॥

অসিদ্ধকবচো বাগ্মী চিরজীবী মহীতলে।
সর্ব্বত্র বিজয়ী পূজ্যো ভবেদ্‌গ্রহণমাত্রতঃ॥
মালামন্ত্রমিদং পুণ্যং কবচঞ্চেদমেবচ।
বিভ্রতাং সর্ব্বপাপানি প্রণশ্যন্তি সুনিশ্চিতম্॥
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ কুষ্মাণ্ডা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ।
ডাকিন্যো যোগিনশ্চৈব বেতালাদয় এবচ॥
বালগ্রহা গ্রহাশ্চৈব ক্ষেত্রপালাদয়স্তথা।
দেহাচ্চ শব্দমাত্রেণ পলায়ন্তে চ ভীরবঃ॥
আধয়ো-ব্যাধয়ো রোগাঃ শোকাশ্চৈব ভয়াবহাঃ।
ন যান্তি সন্নিধিং তেষাং গরুড়স্য যথোরগাঃ॥
প্রদায় গুরুভক্তায় শিষ্যায় প্রকাশয়েৎ।
খলায় পরশিষ্যায় দত্ত্বা মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ॥
সংসারমোহনস্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ।
ঋষিশ্ছন্দশ্চ বৃহতী দেবো লম্বোদরঃ স্বয়ম্॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সর্ব্বেষাং কবচানাঞ্চ সারভূতমিদং মুনে।
ওঁ গোং শ্রীং গণেশায় স্বাহা মে পাতু মস্তকম্॥
দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রো ললাটং মে সদাবতু।
ওঁ হ্রীং ক্লীং শ্রীং গমিতি চ সততং পাতু লোচনম্।
তালুকং পাতু বিঘ্নেশঃ সততং ধরণীতলে॥
ওঁ গৌং গং শূর্পকর্ণায় স্বাহা পাত্বধরং মম।
দন্তানি তালুকাং জিহ্বাং পাতু মে ষোড়শাক্ষরম্॥
ওঁ লং শ্রীং লম্বোদরায়েতি স্বাহা গণ্ডং সদাবতু।
ওঁ ক্লীং হ্রীং বিঘ্ননাশায় স্বাহা কর্ণং সদাবতু॥
ওঁ শ্রীং গং গজাননায়েতি স্বাহা স্কন্ধং সদাবতু।
ওঁ হ্রীং ক্লীং বিনায়কায়েতি স্বাহা পৃষ্ঠং সদাবতু॥
ওঁ ক্লীং হ্রীং ইতি কঙ্কালং পাতু বক্ষঃস্থলঞ্চগম্।
করৌ পাদৌ সদা পাতু সর্ব্বাঙ্গং বিঘ্ননিঘ্নকৃৎ।
প্রাচ্যাং লম্বোদরঃ পাতু আগ্নেয্যাং বিঘ্ননায়কঃ॥
দক্ষিণে পাতু বিঘ্নেশো নৈর্ঋত্যাঞ্চ গজাননঃ।
পশ্চিমে পার্ব্বতীপুত্রো বায়ব্যাং শঙ্করাত্মজঃ॥
কৃষ্ণস্যাংশশ্চোত্তরে চ পরিপূর্ণতমস্য চ।
ঐশান্যামেকদন্তশ্চ হেরম্বঃ পাতু চোর্দ্ধতঃ॥
গণাধিপ ঈশ্বরঃ পাতু সর্ব্বপূজ্যশ্চ সর্ব্বতঃ।
স্বপ্নে জাগরণে চৈব পাতু মাং যোগিনাং গুরুঃ॥
ইতি তে কথিতং বৎস সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্।
সংসারমোহনং নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্॥
শ্রীকৃষ্ণেন পুরা দত্তং গোলোকে রাসমণ্ডলে।
বৃন্দাবনে বিনীতায় মহ্যং দিনকরাত্মজ॥
পরং বরং সর্ব্ব পূজ্যং সর্ব্ব সঙ্কটতারণম্।
গুরুমভ্যর্চ্য বিধিবৎ কবচং ধারয়েত্তু যঃ॥
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সোঽপি বিষ্ণুর্ন সংশয়ঃ।
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
গ্রহেন্দ্র! কবচস্যাস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো ভজেচ্ছঙ্করাত্মজম্।
শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধিদায়কঃ।"
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সংসারমোহনং নাম কবচং সমাপ্তং।

২ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্, ইনি আপঃস্ত্র, জাতক-কল্পলতা, তিথিচিন্তামণিপঞ্চাঙ্গসাধন, তিথিচিন্তামণিসারণী, পাতটীকা, ভাবাধ্যায়, মন্ত্রাবলীপদ্ধতি, স্ত্রীজাতক প্রভৃতি সংস্কৃত জ্যোতিষ রচনা করেন।

৩ হিরণ্যকেশিকারিকারচয়িতা।

৪ পিতৃপক্ষসরণী ও বৃষোৎসর্গবিধি নামক ধর্ম্মশাস্ত্র-সংগ্রহকার।

৫ ভাগবতবাদিতোষিণী-রচয়িতা।

৬ রসতরঙ্গিণীর রসোদধি নামে টীকাকার।

৭ বৃত্তিচন্দ্রোদয়-প্রণেতা।

৮ কৃষ্ণভট্টের পুত্র, ঋগ্বেদপাঠানুক্রমণদীপিকা-রচয়িতা।

৯ গোপালের পুত্র, ইনি ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে জাতকালঙ্কার নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

১০ ঢুণ্ঢিরাজের পুত্র, ইনি গণিতমঞ্জরী, তাজিকচন্দ্রিকা-বিনোদ, তাজিকভূষণ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

১১ বল্লালের পুত্র, শিবতোষিণী নামে লিঙ্গপুরাণের টীকাকার।

১২ রামদেবের পুত্র, মনোরমটীকা-রচয়িতা।

গণেশকুণ্ড (ক্লী) ১ নর্ম্মদা নদীর তীরবর্ত্তী একটী কুণ্ড। স্কন্দ-পুরাণে গণেশখণ্ডে এই কুণ্ডটীর উৎপত্তি-বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—একদিন পার্ব্বতী ও শিব পর্য্যঙ্কাসনে নিদ্রিত ছিলেন। সেই সময়ে সিন্দূর নামক একটা দুষ্ট দৈত্য আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। পার্ব্বতী ও শিবকে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত দেখিয়া সিন্দূর পার্ব্বতীর উদরে প্রবেশ করিল এবং পার্ব্বতীর গর্ভস্থ সন্তানের মুণ্ড কাটিয়া লইয়া বাহির হইল। ঐ গর্ভে গণেশের জন্ম হয়। সিন্দূর গণেশের মুণ্ডটী নর্ম্মদার তীরে যে স্থানে রাখিয়াছিল, সেই স্থানে একটী কুণ্ড উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম গণেশকুণ্ড। এই কুণ্ডের নিকটবর্ত্তী শিলাখণ্ড রক্তবর্ণ, কেহ কেহ সেই শিলাখণ্ডকে গণেশশিলা বলিয়া থাকেন। রাজগীরের মধ্যবর্ত্তী একটী পবিত্র উষ্ণ প্রস্রবণ।

গণেশকুসুম (স্ত্রী) গণেশবৎ রক্তং কুসুমং। ১ রক্তকুসুম। (শব্দার্থচিন্তামণি।) ২ রক্তকরবীর। (রাজনি°)

গণেশখণ্ড (স্ত্রী) স্কন্দপুরাণের একটী অংশ, ইহাতে গণেশের আবির্ভাব প্রভৃতি বর্ণিত আছে। ২ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের এক খণ্ড, ইহাতেও গণেশের বিষয় বর্ণিত আছে।

গণেশখিন্দ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পুণা জেলার অন্তর্গত একটী খ্যাত গণ্ডগ্রাম। বোম্বাই যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে চতুঃশৃঙ্গী দেবীর মন্দির আছে। ভীমবর্দ্ধা পাহাড় অর্দ্ধবৃত্তাকারে ঘুরিয়া আসিয়া এইখানে প্রায় মিলিত হইয়াছে। এইখানে পাহাড়ের উপর একটী গুহামন্দির আছে। তাহার দৈর্ঘ্য ২০ ফিট, বিস্তার ১৫ ফিট ও উচ্চতা ১০ ফিট হইবে। এখন একজন বাবাজী এই গুহামন্দিরে বাস করিতেছেন। একটী শিবলিঙ্গ, বিঠোবা ও লক্ষ্মীমূর্ত্তি আছে। তাহার ২০ হস্ত পশ্চিমে পাহাড়ের উপরদিকে ছুটী গুহা আছে। তাহার ভিতরে জল রাখিবার একটী ভূমি আছে। প্রতি শুক্রবারে এখানে হাট বসে। আশ্বিন মাসে নবরাত্রির সময় মন্দিরে কিছু ধূমধাম হয়। জাটদিগের রাজা গুহার বারদেশে একটী দেওয়াল গাঁথাইয়া দিয়াছেন। জাটরাজের প্রতিষ্ঠিত একটী কূপও অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে।

গণেশখিন্দে বোম্বাইয়ের লাটসাহেবের একটী বাটী আছে। আষাঢ় হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত তিনি এই বাটীতে অবস্থিতি করেন। নিকটে অন্যান্য সাহেবদিগের থাকিবারও স্বতন্ত্র বাটী আছে।

গণেশগুহা, ১ (গণেশ লেনা) বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে পুণানগরের নিকটস্থ কতকগুলি গুহা, যেখানে হাটকেশর ও সলিমান পাহাড় মিলিয়াছে, তথা হইতে একটী ছোট পাহাড় বাহির হইয়া পুণানগরের উত্তরদিকে গিয়াছে। এই ছোট পাহাড়ে সারি সারি অনেকগুলি গুহা খোদিত, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর গুহাটীর নাম গণেশলেনা। ইহার মধ্যে গণপতির মন্দির। নগরের উত্তরভাগ হইতে কুতকি, তৎপরে ইক্ষু, তেঁতুল ও আম বাগান দিয়া এই মন্দিরে যাইতে হয়। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ৬ষ্ঠ পেশবা রঘুনাথরাওর পুত্র অমৃতরাও এই সকল আম্র-বৃক্ষ রোপণ করেন। তাহার পর মন্দিরে উঠিবার পথে পাহাড়ের গায়ে গণপতির ভক্তগণের নির্ম্মিত সোপানশ্রেণী। সোপান ও অসম পাহাড়ের ভূমি পার হইয়া মন্দিরে যাইতে হয়। একাদিক্রমে ইহার মধ্যে ২৩টী গুহামন্দির আছে। তাহাতে নানাবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি ও নানাবিধ শিল্পলিপি খোদিত।

২ উড়িষ্যার অন্তর্গত উদয়গিরি পাহাড়ের একটী গুহা-মন্দির। পাহাড়ের উপরদিকে এই গুহা অবস্থিত। ইহার অভ্যন্তরে গণেশদেবের মূর্ত্তি এবং অপর অপর বহুবিধ মূর্ত্তি খোদিত আছে। এই গুহায় শিল্পনৈপুণ্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

গণেশচতুর্থী, দক্ষিণাপথবাসীর করণীয় একটী প্রধান ব্রত। বোম্বাই ও পুণা অঞ্চলে এই উপলক্ষে বিশেষ উৎসব হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণের মতে, ভাদ্রশুক্লা চতুর্থীতে গণেশের জন্ম, তদুপলক্ষে এই ব্রতের উৎপত্তি *। এইজন্য বোম্বাই প্রদেশের অনেকের বাটীতে স্বতন্ত্র দালান নির্দ্দিষ্ট আছে। এই ব্রতে পূজার আড়ম্বর যথেষ্ট। ব্রতের কএক দিন পূর্ব্বে দালান চূণকাম করিয়া পরিষ্কার করা হয়। যাহার যেমন সাধ্য, সে সেইরূপ আলোকমালায় গৃহ সজ্জিত করে। গণেশচতুর্থীর দিন প্রাতে বাটীর কর্ত্তা ও বালকগণ বেহারা, পাল্কী ও বাদ্যকর সঙ্গে লইয়া বাজারে যান। তথায় গণপতির একটী মাটির মূর্ত্তি ক্রয় করিয়া পাল্কিতে বসাইয়া বাদ্য করিতে করিতে গৃহে আনেন। বড়লোকের মধ্যে অনেকের বাটীতেই মূর্ত্তি গড়া হয়। কোথাও বা একটী থালের উপরে চাউলের গুঁড়ি দিয়া গণেশমূর্ত্তি অঙ্কিত করে। ভিন্ন ভিন্ন বাটীর ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম। মূর্ত্তি প্রায়ই চতুর্ভুজ। বাজারে যে মূর্ত্তি বিক্রয় হয়, তাহা একশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা নির্ম্মাণ করে। দেবমূর্ত্তিনির্ম্মাণই তাহাদের ব্যবসায়। বাজার হইতে গণেশমূর্ত্তি বাটীতে পৌঁছিলে গৃহিণী প্রদীপ লইয়া আরতি করিয়া দালানে আনিয়া সিংহাসনে স্থাপন করেন। পরে পুরোহিত আসিয়া যথাবিহিত পূজাদি করেন। গণেশের বাহন ইন্দুরটীও নিকটে থাকে। পুরোহিতের পূজার পর গৃহস্বামী বাটীর সকলের সহিত মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গণপতিদেবের মহিমা গান করেন। এইরূপ গান প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় হয়। প্রাতে সকলে চাউলের গুঁড়ির প্রস্তুত আমলাড়ু আহার করে। রাত্রিতে উহার কতকাংশ ইন্দুরদিগকে খাইতে দেওয়া হয়। প্রবাদ আছে যে, একদিন গণপতি মূষিকে চড়িয়া যাইতে যাইতে পড়িয়া যান। আকাশে চন্দ্র তাহা দেখিয়া হাসিয়াছিলেন। গণপতি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া চন্দ্রকে অভিসম্পাত করেন যে, কেহ আর চন্দ্রদেবকে দেখিবে না। চন্দ্রদেব অপরাধ স্বীকার করিয়া শাপমোচনের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। গণপতি তুষ্ট হইলেন, কিন্তু তাঁহার বাক্য ব্যর্থ হইবার নহে। এইজন্য বলিলেন যে, বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একদিনও

* ভবিষ্যোত্তরপুরাণের মতে ফাল্গুনমাসের চতুর্থীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

লোকে তাঁহার মুখ দেখিবে না। এইজন্য গণপতির জন্ম-দিবসে নষ্টচন্দ্র হয়। সেইদিন কেহ চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। চতুর্থীব্রতের পর কেহ বা একদিন কেহ বা দুইদিন কেহ বা ২১ দিন পর্য্যন্ত গণপতির প্রতিমার পূজা করে। প্রাতে ও সন্ধ্যায় পূজা হইয়া থাকে। বিসর্জ্জনের দিন আবার বেহারা পাল্কি লইয়া আসে। বাদ্য হইতে থাকে। পুরোহিত আসিয়া গণেশের পূজা করিয়া গৃহস্থের মঙ্গল ও বালকের জন্য বিদ্যা প্রার্থনা করেন। তাহার পর বিসর্জ্জন হয়। বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে গৃহিণী আসিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া আরতি করিয়া যাত্রার জন্য হস্তে দধি দিয়া দেবমূর্ত্তিকে পাল্কিতে তুলিয়া দেন। পাল্কি নানাপুষ্পে সুশোভিত হইয়া নিকটস্থ নদী বা হ্রদের কূলে আনীত হয়। জলের নিকটে পাল্কি রাখিয়া দেবমূর্ত্তি বাহির করিয়া একবার প্রদীপ লইয়া আরতি করা হয়। তাহার পর সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে দেবমূর্ত্তি জলে বিসর্জ্জন করে। আবার এক বৎসর পরে তাঁহার দেখা হইবে কি না! এই ভাবিয়া সকলে দুঃখে শোকে কাতর হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসে।

ভাদ্রপদের পঞ্চমী অর্থাৎ গণেশপূজার পরদিন স্ত্রীলোকেরা '…' বা মাহতাইয়ের সম্মানার্থ ব্রত পালন করে। সে দিন চাষের বা মানবহস্তপ্রস্তুত কোন দ্রব্য তাহারা ভক্ষণ করে না। কেবল ফলমূল আহার করিয়া দিন যাপন করে। ভাদ্রপদীয় অষ্টমী ও নবমী দিনে অর্থাৎ গণেশের জন্মের তৃতীয় ও চতুর্থদিনে গণেশ-জননী গৌরীর ব্রত হয়। সেইদিন বাটীর মধ্যে চন্দনের আলিপনা ও গৃহদ্বারে 'তেড়্দা' নামক ছোটগাছের পাতা ঝুলাইয়া দেয়। তেড়্দা গাছগুলি কাপড়ে জড়াইয়া নবপত্রিকা প্রস্তুত হয়। তাহাই গৌরী। কোন বালিকা তাহাকে কোলে করিয়া লয়, তাহার হাতে একটী পাত্র, একটী প্রজ্ব-লিত দীপ, কএকটী শঙ্খ, একটী সিন্দূরের কৌটা, কএকটী "বাবলিখণ্ড" থাকে। একজন বালক ঘণ্টা বাজাইতে বাজা-ইতে সঙ্গে সঙ্গে যায়। গৃহস্থরমণী সেই বালিকাকে গৃহের ভিতর লইয়া বসিতে দেয়, প্রদীপ জ্বালিয়া বালিকার ও গৌরীর মুখের নিকট লইয়া আরতি করে। এক একখণ্ড কলা তাহাদিগকে খাইতে দেয় ও বলে—"লক্ষ্মী লক্ষ্মী তুমি এসেছ কি?" বালিকা বলে, "আমি এসেছি।" "তুমি কি আনিয়াছ?" "ঘোড়া, হাতি, সৈন্য ও রাশি রাশি ধন, তাহাতে তোমার বাড়ী ও এই নগর পরিপূর্ণ হইবে।" এইরূপে একে একে সকল ঘরে গিয়া শেষে গৌরীকে যথাস্থ দালানে আনিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখা হয়। সন্ধ্যার পর নানাবিধ ফল, দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন ভোগ হয়, আবার অধিক রাত্রিতে নানাবিধ অলঙ্কার দিয়া সজ্জিত করে। পরদিবস মৎস্য ও মাংসের ভোগ হয়। দিবসে কোলি ও কুণবীজাতির রমণীগণ আসিয়া দেবীর সম্মুখে নৃত্যগীত করে। তিনদিন অন্ন-ভোগের পর দেবীর গহনাদি খুলিয়া লইয়া তাঁহার কাপড়ে কিছু খাদ্য ও ৫টী পয়সা বাঁধিয়া দিয়া অনেক দাস বা দাসীর হস্তে দেওয়া হয়। দাস তাহা লইয়া বাটীর বাহির হয়। গৃহিণী জলের ধারা দিতে দিতে যান। শেষে দাস দেবীকে জলে বিসর্জ্জন দিয়া বস্ত্রখানি ও একটু জল লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসে।

গণেশজননী (স্ত্রী) গণেশস্য জননী ৬তৎ। দুর্গা।

"গণেশজননী দুর্গা রাধালক্ষ্মীঃ সরস্বতী।" (অন্নদার)

গণেশমাতৃ প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

গণেশদত্ত, ক্রমদীপিকা তন্ত্রের একজন টীকাকার।

গণেশদত্তশর্ম্মা, ইনি "মৈথিল গণেশদত্ত" নামে খ্যাত, মালতী-মাধবের "প্রকরণোদ্ধার" নামক টীকাকার।

গণেশদাস, দ্রব্যাদর্শ নামে বৈদ্যক-গ্রন্থকার।

গণেশদীক্ষিত, একজন বিখ্যাত দার্শনিক। ইনি বিশ্বনাথ-দীক্ষিতের পুত্র, রাম রামকৃষ্ণের পৌত্র এবং বিজ্ঞানযতিন্দ্রের শিষ্য। ইনি সাংখ্যসূত্রের টীকা, প্রবোধচন্দ্রোদয়ের চিজ্জ্যোৎস্না নামে টীকা, তর্কভাষার তত্ত্বপ্রবোধিনী নামে টীকা, তত্ত্বযাথার্থ্যদীপন, যোগানুশাসনসূত্রবৃত্তি প্রভৃতি সংস্কৃত টীকা রচনা করেন।

গণেশদেব, একজন সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত, ইনি রাজা খড়্গবাহুর আদেশে সঙ্গীতকল্পতরুর সুবোধিনী নামে এক-খানি টীকা প্রণয়ন করেন।

গণেশদৈবজ্ঞ, নন্দিগ্রামবাসী একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্, অপর নাম গণেশ্বর আচার্য্য, কেশবার্কের পুত্র ও নৃসিংহ দৈবজ্ঞের খুল্লতাত। ইনি বিস্তর জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে গ্রহলাঘব (সিদ্ধান্তরহস্য), চান্দ্রকযন্ত্র, তর্জ্জনীযন্ত্র, প্রতোদযন্ত্র, লঘুপদ্ধতি, বৃহৎ ও লঘুতিথিচিন্তামণি, মঙ্গলনির্ণয় (ধর্ম্মশাস্ত্র), শ্রাদ্ধাদিনির্ণয়, সিদ্ধান্তশিরোমণিবিবৃতি, ছন্দোর্ণবটীকা, পাতসারণী, বুদ্ধিবিলাসিনী নামে লীলাবতী-ব্যাখ্যা এবং কেশবের মুহূর্ত্ততত্ত্ব ও বিবাহবৃন্দাবনের টীকা পাওয়া যায়।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে গ্রহলাঘবই প্রধান। গণেশের গ্রহলাঘব ১৪৪২ শকে (১৫২০ খৃঃ অঃ), পাতসারণী ১৪৪৪ শক (১৫২২ খৃঃ অঃ) এবং লীলাবতীব্যাখ্যা ১৫৪৫ খৃঃ অঃ রচিত হয়।

গণেশ শুভাশুভ ফল-নির্ণয়কে অকিঞ্চিৎকর বলেন, তাঁহার মতে, যাহার প্রতিবিধান হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা জানিয়াই বা ফল কি।

গণেশপণ্ডিত, হরিবিনোদ নামে সংস্কৃত গ্রন্থকার।

গণেশপাঠক, নির্ণয়কৌস্তুভ নামে ন্যায় ও প্রয়োগকৌস্তুভ নামে ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা।

গণেশপুরাণ, একখানি উপপুরাণ, ইহাতে গণেশের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

গণেশভট্ট, ১ উদ্বাহবিবেক নামক সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।
২ শাকুনদীপকরচয়িতা।

গণেশভারতী, শিবতাণ্ডব-স্তোত্রটীকা প্রণেতা।

গণেশভিষক্ (জ্), একজন বিখ্যাত চিকিৎসক, ইনি চিকিৎসামৃত, রোগচিন্তামণি, রুগ্‌বিনিশ্চয়ার্থপ্রকাশিকা প্রভৃতি বৈদ্যক-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

গণেশরায়, দিনাজপুর অঞ্চলের একজন রাজা। কাহারও মতে বঙ্গাধিপ রাজা কংস ও গণেশ একব্যক্তি, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। [বিশ্বকোষে কুলীন শব্দ দেখ।]

গণেশভূষণ (ক্লী) গণেশং ভূষয়তি গণেশ ভূষি-ল্যুট্। সিন্দূর।

গণেশমিশ্র, প্রায়শ্চিত্তশারদাত নামে ধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রহকার।

গণেশমহামহোপাধ্যায়, হরিভক্তিদীপিকা রচয়িতা।

গণেশলৈশব (দেশজ) শিব।
"গণেশ লৈশব বিভু বৈভব ভবেশ ভৈরব দিগম্বর।"
(অন্নদামঙ্গল)

গণেশান, (পুং) গণানামীশানঃ ৬তৎ। ১ গণেশ।
"ততঃ সস্মার হেরম্বং ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
স্মৃতমাত্রো গণেশানো ভক্তচিন্তিত পূরকঃ॥" (ভারত ১।১৩ অঃ)
২ শিব।

গণেশ্বর (পুং) গণানাং ঈশ্বরঃ ৬তৎ। ১ গণেশ। ২ শিব। ৩ গণাত্মক ঈশ্বরঃ। ১১ রুদ্র, ১২ আদিত্য, ৮ বসু ও ২ অশ্বিনীকুমার এই তেত্রিশটী দেবতাকে গণেশ্বর বলে।
"এতে দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ সর্ব্বভূতে গণেশ্বরাঃ॥"
(ভারত অনু ১৫০ অঃ)

গণেশ্বর, বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ইহার মধ্যে চান্দুলি গাঁ ও পাইকপা নামক দুইটী গণ্ডগ্রাম আছে।

গণেশ্বরী, একটী নদী। আসামের অন্তর্গত গারো পর্ব্বতের কৈলাস নামক শৃঙ্গ হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণবাহিনী হইয়া ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। যথায় যে স্থানে দুইকূলে পাহাড়ের মধ্য দিয়া ইহা প্রবাহিত হইয়াছে, তথাকার শোভা চমৎকার।

গণোৎসাহ (পুং স্ত্রী) গণে গণ-ভাবে সমূহ করণে উৎসাহো যস্য বহুব্রী। গণ্ডক। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হইয়া 'গণোৎসাহী' হয়।

গণ গণিয়া (দেশজ) অতিশয় প্রখর।

গণ্তি (গণয়তি শব্দজ) গণা, গণনা করা।

গণ্ড (পুং) গড়ি বদনৈকদেশে গড়ি অচ্। যদ্বা গম্-ড (গমেরাদ্ ডঃ। উণ্ ১।১১৩।) ১ কপোল, গাল। ২ হস্তিকপোল। ইহার পর্য্যায়—কট, করট, কটক, হস্তিগণ্ডক।
"প্রমাণাত্যধিকস্যাপি গণ্ডশ্যামমদচ্যুতেঃ।
পদং মূর্দ্ধি সমাধত্তে কেশরী মত্তদন্তিনঃ॥" (পঞ্চতন্ত্র)
(পুং স্ত্রী) ৩ গণ্ডক, গণ্ডার। ৪ বীথাঙ্গ। ৫ পিটক। ৬ চিহ্ন। ৭ বীর। ৮ অশ্বভূষণ, ঘোড়ার সাজোয়ার্। ৯ বুদ্বুদ। (মেদিনী)। ১০ স্ফোটক, ফোড়া। ১১ গ্রন্থি। (অমরটীকা রমানাথ।) ১২ বিষ্কুম্ভাদি যোগের মধ্যে ১০ম যোগ।
"গণ্ডোদ্ভবঃ স্যাদ্বৈব ব্যাঘাতো দর্পদক্ষ।" (জ্যোতিষ)
জ্যোতির্বিদ্‌গণের মতে এই যোগে জন্মিলে স্বার্থপর, পরের অনিষ্টকারী, অতিশয় ধূর্ত্ত, কৃপণ ও আত্মীয়বর্গের যন্ত্রণার কারণ হয়, ইহার গণ্ডদেশ অপেক্ষাকৃত স্থূল এবং কথাও কিছু বড় বড় হইয়া থাকে।

১৩ অশ্বিনী প্রভৃতি কএকটী নক্ষত্রের দুই অংশ। কোন নক্ষত্রের কোন অংশকে গণ্ড বলে এবং তাহার ফলই বা কি ? এ বিষয়ে জ্যোতির্বিদ্‌গণের মতভেদ লক্ষিত হয়।

অশ্বিনী, মঘা ও মূলানক্ষত্রের প্রথম তিন দণ্ড এবং রেবতী, অশ্লেষা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের শেষ পাঁচদণ্ডকে গণ্ড বলে। ইহার মধ্যে মূলা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের গণ্ডকে দিবাগণ্ড, মঘা ও অশ্লেষার গণ্ডকে রাত্রিগণ্ড এবং রেবতী ও অশ্বিনীর গণ্ডকে সন্ধ্যাগণ্ড বলে। গণ্ডযোগে জাতবালকের প্রায়ই মৃত্যু হয়। বাঁচিয়া থাকিলে পিতা বা মাতার মৃত্যু হইয়া থাকে। কিন্তু দিবাগণ্ডে বালিকার এবং রাত্রিগণ্ডে বালকের জন্ম হইলে কোনরূপ বিঘ্ন হয় না। মূলার প্রথমপাদে অর্থাৎ গণ্ডের মধ্যে বালক অথবা বালিকার জন্ম হইলে পিতার বিনাশ হয়, এই প্রকার মূলার দ্বিতীয়পাদে জননীর অমঙ্গল রোগ, তৃতীয়পাদে ধনহানি ও চতুর্থপাদে সম্পত্তি লাভ হয়। অশ্লেষা নক্ষত্রে ইহার বিপরীত জানিবে। গণ্ডযোগে বালক অথবা বালিকার জন্ম হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করাই উচিত। যদি স্নেহবশতঃ পরিত্যাগ করা না হয়, তবে ৬ মাসের মধ্যে পিতা তাহার মুখ দেখিবেন না, দেখিলে বিপদ্ হইবার সম্ভাবনা। এরূপ স্থলে কুঙ্কুম, চন্দন, কুষ্ঠ, গোরোচনা ঘৃতের সহিত মিশাইয়া চারিটী জলপূর্ণ কলসী দ্বারা বালককে স্নান করা-

হবে। সহস্রাক্ষ মন্ত্রে স্নান করাইতে হয়। বালক দিবাগণ্ড জাত হইলে তাহার পিতার সহিত তাহাকে স্নান করাইতে হয়, রাত্রিগণ্ড জাত হইলে জননী এবং সন্ধ্যাগণ্ড জাত হইলে পিতামাতা উভয়ের সহিত বালককে স্নান করাইবে। ঘৃতপূর্ণ কাংস্যপাত্র, সুবর্ণ ও ধেনু ব্রাহ্মণকে দান করিবে এবং গ্রহগণের পূজা করিবে। এইরূপ করিলে গণ্ডদোষ শান্তি হয়। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

মুহূর্তচিন্তামণি ও পীযূষধারা গ্রন্থে লিখিত আছে (১), যে, নারদের মতে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রের শেষ চারিদণ্ড ও মূলানক্ষত্রের প্রথম চারিদণ্ড এই আটদণ্ডকে গণ্ড বলে। অশ্লেষার শেষ চারিদণ্ড ও মঘার প্রথম চারিদণ্ডকেও গণ্ড বলা যায়। বশিষ্ঠের মতে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের শেষ একদণ্ড ও মূলার প্রথম দুই দণ্ড এই তিন দণ্ডকে গণ্ড নামে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। বৃহস্পতি জ্যেষ্ঠার শেষ অর্দ্ধদণ্ড ও মূলানক্ষত্রের প্রথম অর্দ্ধ দণ্ডকে গণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোন কোন জ্যোতির্বিদের মতে মূলার প্রথম আটদণ্ড ও জ্যেষ্ঠার শেষ পাঁচদণ্ড এই ১৩ দণ্ড গণ্ড বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পীযূষধারার মতে নারদের মতই গ্রাহ্য। ইহাতে বালক বা বালিকা জন্মিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে অথবা ৮ বৎসর পর্য্যন্ত পিতা বালকের মুখ দেখিবে না। [কোষ্ঠী দেখ।]

১৪ জাতিবিশেষ। [গোণ্ড দেখ।]

গণ্ডক (পুং) গণ্ড-স্বার্থে কন্। ১ খড়্গী, গণ্ডার। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। ২ সংখ্যাপ্রভেদ, চারি কড়া। ৩ জ্যোতির্বিদ্যাবিশেষ। ৪ অবচ্ছেদ। ৫ অন্তরায়। ৬ ভূষণ, অলঙ্কার।

"ব্যাঘ্রনখপঙ্ক্তিমণ্ডিতা গণ্ডকাভরণা চ।" (কাদম্বরী)

৭ দেশভেদ, গণ্ডকীনদী প্রবাহিত জনপদ।

"ততঃ স গণ্ডকান্ শূরো বিদেহান্ ভরতর্ষভ।" ভারত ৩,২৯ ৪।

৮ ছন্দোভেদ। ৯ গ্রন্থি। "গোরোচনালিখিতভূর্জপত্রগর্ভান্ মন্ত্রগণ্ডকান্" (কাদম্বরী।)

১০ স্ফোটক রোগবিশেষ।

"অনেকবেত্রাঘাতনির্ম্মিত মহাগ্রগণ্ডকম্।" (কাদম্বরী।)

১১ নদীবিশেষ। [গণ্ডকী দেখ।]

গণ্ডকারী (স্ত্রী) গণ্ডঃ তদাখ্যগ্রন্থিং করোতি সংযোজয়তি, গণ্ড-কৃ-অণ্-ঙীপ্। ১ খদিরবৃক্ষ। (শব্দচন্দ্রিকা।) ২ বরাহক্রান্তা। (রত্নমালা।) ৩ গড়ুক মৎস্য, গড়ুই মাছ।

গণ্ডকালী (স্ত্রী) গণ্ড-কৃ-অণ্। (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।১।৬) রক্ত লবং। যথা গণ্ডেষু গ্রন্থিষু কালী যস্যাঃ বহুব্রী। খদিরাবৃক্ষ।

"গণ্ডকালী নমস্কারী সমঙ্গা খাদরী কাংচ।" (বৈদ্যকরত্নমালা)

গণ্ডকী (স্ত্রী) গণ্ডক ঙীষ্। ১ গণ্ডকজাতীয় স্ত্রী।

২ (বঙ্গ।) নদীবিশেষ, সচরাচর 'বড় গণ্ডক' নামে খ্যাত। ইহার অপর নাম নারায়ণী, শালগ্রামী ও হিরণ্যবাহ। হিমালয়ে নেপালরাজ্যের মধ্যে অক্ষা° ৩০° ৫৩´ ৮´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ৬´ ৪০´´ পূঃ মধ্যে সপ্তগণ্ডকী শৈল হইতে উদ্ভূত হইয়া দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে 'গয়া গোরক্ষপুরে ও চম্পারণ জেলার মধ্য দিয়া আসিয়া মজঃফরপুর জেলার পশ্চিম ও সারণ জেলার পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়া পাটনার অপরপারে গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। গণ্ডকী পূর্ব্বে ধবলাগিরি ও পশ্চিমে গোসাইথানের পার্ব্বতীয় তুষাররাশি হইতে স্রোতস্বিনীরূপে পরিণত হইয়া চম্পারণের উত্তর-পশ্চিম ত্রিবেণীঘাট হইতে নদীরূপে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই স্থানে পূর্ব্বদিকের তটে একটী বালুপাথরের পাহাড় আছে। উহা বৃক্ষশ্রেণীতে পরিপূর্ণ। ইহার অপরদিকে বাজবোটবাগের বন। এই বন একেবারে গণ্ডকনদীর তীর পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে। এই স্থান হইতে হিমালয়ের তুষাররাশি দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিবেণীঘাট হইতে প্রায় ৬ ক্রোশ পথ দুইপার্শ্বে বনাকীর্ণ। নদী পার্ব্বতীয় ভূমির উপর দিয়া চলিয়াছে, সেইজন্য জলও পরিষ্কার। বন্যায় পলিতে পার্শ্বস্থ ভূমি দূরস্থ ভূমি অপেক্ষা উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। কূলের ভূমির যে স্থান নিম্ন, সেইস্থান দিয়া বন্যার জল প্রবেশ করিয়া নিকটস্থ প্রদেশ প্লাবিত করে। বন্যা হইতে দেশ রক্ষার জন্য স্থানে স্থানে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। ঐ প্রদেশের অধিক জল গড়াইয়া নদীতে পড়ে না, অপর দিকে যায়। পাহাড় হইতে নদীর যেখানে উৎপত্তি হইয়াছে, সেখানে অত্যন্ত স্রোত, মধ্যে মধ্যে ঘূর্ণিজল, নৌকাদি তাহাতে যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা। তবে উহাতে নেপালের কাষ্ঠ আসিয়া থাকে। বরফ গলিয়া ইহার জল বৃদ্ধি হয় বলিয়া ইহাতে বারমাস জল থাকে। বর্ষার পর স্থানে স্থানে বালির চড়া পড়ে। কোন্ সময় কোথায় চড়া পড়িবে তাহার স্থিরতা নাই। বর্ষার সময় ইহা কোথাও দেড় ক্রোশ কোথাও বা এক ক্রোশ প্রশস্ত হয়। কিন্তু শীতকালে কোথাও অর্দ্ধপোয়ার অধিক থাকে না। চম্পারণের বেতাহা বা সত্তরঘাট, সংগ্রামপুর, গোবিন্দগঞ্জ, বরি-

(১) "অভুক্তমূলং ঘটিকা চতুষ্টয়ং জ্যেষ্ঠান্ত্যমূলাদিভবং হি নারদঃ।
বশিষ্ঠ এক দ্বিঘটীমিতং জগৌ বৃহস্পতিস্ত্বেক ঘটীপ্রমাণকম্।
অথোচ্যতে প্রথমাষ্টঘট্যো মূলস্য শাক্রান্তিমপঞ্চনাড্যঃ।
জাতং শিশুং তত্র পরিত্যজেদ্বা মুখং পিতাস্যাষ্টসমা ন পশ্যেৎ।"

করে। গণ্ডকের ধারে বাঁধ দেওয়াতে ইহার জল কমিয়া গিয়াছে। বাঁধ দেওয়ার পূর্ব্বে গুকনদী পর্য্যন্ত ইহাতে বড় বড় নৌকা গতায়াত করিত। এখন বর্ষাকালে হাজার মণী নৌকা গুরগা পুল পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে। এই গণ্ডকীর দৈর্ঘ্য ৭২ ক্রোশ। ইহার মধ্যে নদীগর্ভ ৫২ হস্ত নামিয়া আসিয়াছে। ধনাই নামক নদী ইহাতে আসিয়া পড়িয়াছে।

গণ্ডকীপুত্র (পুং) গণ্ডক্যাঃ পুত্রঃ ৬তৎ। শালগ্রাম শিলা।

গণ্ডকুসুম (ক্লী) গণ্ডস্য কপোলস্য কুসুমমিব ৬তৎ। হস্তিমদ। (হারাবলী)

গণ্ডকূপ (পুং) গণ্ডে গণ্ডশৈলে পর্ব্বতভাগে কূপঃ, ৭তৎ। পর্ব্বতের উচ্চস্থান।

'উৎকণো গণ্ডকূপস্থ শীতজ্যোতিঃবারিতঃ' (হারাবলী)

গণ্ডগড়, পঞ্জাবের অন্তর্গত রাবলপিণ্ডি ও হাজারা জেলার মধ্যে একটী গিরিশ্রেণী, অক্ষা° ৩৩°৫৭ উঃ ও দ্রাঘি° ৭২°৪৬´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পাহাড়গুলি হাজারা হইতে আরম্ভ করিয়া রাবলপিণ্ডি পর্য্যন্ত গিয়া গণ্ডগড় পর্ব্বতে গিয়া মিলিত হইয়াছে। চচ নামক উপত্যকার দিকে এই পর্ব্বত ক্রমশঃ ঢালু হইয়া আসিয়াছে। অপর সকল দিক উচ্চ ও দুরারোহ। এই সকল দিক হইতে কএকটী উপনদী নির্গত হইয়া হারো নামক নদীতে মিলিত হইয়াছে।

গণ্ডগাত্র (ক্লী) গণ্ডইব উচ্চাবচং গাত্রমস্য বহুব্রী। ফলবিশেষ। (শব্দচিন্তামণি।) আতা। হিন্দীভাষায় সারিফা বলে। ইহার গুণ শীতল, বৃষ্য, বাতপিত্তনাশক, শ্লেষ্মবৃদ্ধিকর, তৃষ্ণা-নাশক ও বমন-ক্লেশনিবারক। (আত্রেয়সংহিতা)

গণ্ডগোল (দেশজ) ১ বিবাদ। ২ অতিশয় কোলাহল।

গণ্ডগ্রাম (পুং) গণ্ডঃ ভূষণস্বরূপঃ প্রশস্তঃ গ্রামঃ। প্রশস্ত গ্রাম, যে গ্রামে বহুলোক বাস করে, তাহাকে গণ্ডগ্রাম বলে।

গণ্ডদূর্ব্বা (স্ত্রী) গণ্ডা গ্রন্থিযুক্তা দূর্ব্বা কর্ম্মধা°। দূর্ব্বাবিশেষ, চলিতভাষায় গাঁটিয়াদূর্ব্বা ও হিন্দীতে দূবিগাঁৎ বলে।

ইহার পর্য্যায়—গণ্ডালী, অতিতীব্রা, মৎস্যাক্ষী, বারুণী, মীনপর্ণী, সূচীমেত্রা, স্নায়ুগ্রন্থি, গ্রন্থিলা, গ্রন্থিপর্ণী সূচী-পত্রা, স্নায়ুকাণ্ডা, জলহা, শকুলাক্ষী, কলায়া, ছিন্না। ইহার গুণ—মধুর, বাত, পিত্ত, জ্বর, শ্রান্তি ও তৃষ্ণাভ্রমনাশক এবং শীতল। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—শীতল, লোহদ্রাবক, গ্রাহী, লঘু, তিক্ত, কষায়, মধুর, কটুপাক, বাতবৃদ্ধিকর; দাহ, তৃষ্ণা, দুর্ব্বলতা, দাদ, কুষ্ঠ পিত্তজ্বর নাশক। (ভাবপ্রকাশ)

গণ্ডদেব, দক্ষিণাপথের গঙ্গাবংশীয় একজন প্রাচীন রাজা। শিলালিপিপাঠে জানা যায়, ইনি কাঞ্চিপুরের পল্লবরাজ ও চোলরাজকে পরাজয় করিয়াছিলেন। কাকতীরাজ গণ্ডদেবকে কর দিতেন। পাণ্ড্যরাজ ইঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন।

গণ্ডদেশ (পুং) গণ্ডস্থল, কপোল।

গণ্ডপাদ (ত্রি) গণ্ডস্য পাদ ইব পাদোঽস্য বহুব্রী। যাহার পা গণ্ডারের পদের সদৃশ। এই শব্দটী হস্ত্যাদি গণান্তর্গত বলিয়া পাদশব্দের অকার লোপ হইল না।

গণ্ডফলক (ক্লী) গণ্ডঃ ফলকমিব উপমিতস°। ১ বিস্তীর্ণ গণ্ড স্থল। (ত্রি) গণ্ডঃ ফলকমিব যস্য বহুব্রী। ২ যাহার গণ্ড স্থল অতিশয় বিস্তীর্ণ। "বৃহদ্ভুজগণ্ডফলকৈবিভূষিকসিন্ধি রাজকমণ্ডৈঃ পদবাঃ।" (মাঘ ৯। ৮৭)

গণ্ডশৈলিকা (স্ত্রী) কীটবিশেষ, চলিত কথায় গণ্ডলা বলে।

গণ্ডপ্রপালী (স্ত্রী) কীটবিশেষ। (বৈদ্যক)

গণ্ডভিত্তি (স্ত্রী) গণ্ডং ভিত্তিরিব উপমি°। প্রশস্ত গণ্ডস্থল। "অনুগণ্ডমলিবৃন্দৈর্গণ্ডভিত্তীঃ বিহায়।" (রঘু ১২।১০২)

গণ্ডমাক, আফগানস্থানের নিকট জলালাবাদ হইতে কাবুল যে রাস্তা গিয়াছে তাহারই পার্শ্বে অবস্থিত একটী গ্রাম। জলালাবাদ হইতে ১৭৷৷০ ক্রোশ, পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে সম-ধিক উচ্চ। জলালাবাদ হইতে এস্থান অধিক শীতল। অধিবাসীরা গুটিপোকার চাষ করে। ১৮৩৯ ও ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইহার নিকটে ইংরাজদিগের সহিত আফগানবাসী-দিগের যুদ্ধ হয়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনা যখন কাবুল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন অবশিষ্ট ২০ জন সেনানায়ক ও ৪৫ জন গোরা এইখানে কাটা পড়ে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মে মাসে আফগানস্থানের আমীর সের আলির পুত্র যাকুবখাঁর সহিত একটী সন্ধি হয়। এই সন্ধিতে ইংরাজ অধিকার আফগানপ্রান্তে বিস্তৃত হয় ও কাবুলে একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট রাখিবার বন্দোবস্ত হয়।

গণ্ডমালা (স্ত্রী) গণ্ডানাং গ্রীবাজাত স্ফোটবিশেষাণাং মালা সমূহোঽস্যাং বহুব্রী। গলরোগবিশেষ, গলগণ্ড। [গলগণ্ড দেখ।]

গণ্ডমালিকা (স্ত্রী) গণ্ডানাং গ্রন্থীনাং মালা যত্র বহুব্রী, কপ্ অত ইত্বং। লজ্জালুলতা। (রত্নমালা)

গণ্ডমালিন্ (ত্রি) গণ্ডমালা অস্ত্যস্য গণ্ডমালা ইনি। যাহার গণ্ডমালা রোগ আছে, গলগণ্ডরোগযুক্ত।

গণ্ডমূর্খ (ত্রি) গণ্ডঃ আত্মশয়িতঃ মূর্খঃ। অতিশয় মূঢ়, ঘোর নির্ব্বোধ।

গণ্ডরস্ত (পুং) গড়ি বচ্। মেঘ। (উজ্জ্বলদত্ত) [গড়য়ত দেখ।]

গণ্ডলিখ্যা (স্ত্রী) জলৌকা। (বৈদ্যক)

গণ্ডলী (স্ত্রী) গণ্ডইব ক্ষুদ্রশৈলং তত্র লীয়তে লী-ক্বিপ্। মহাদেব। "গণ্ডলী মেরুধামা চ দেবাধিপতিরেব চ।"
(ভারত, অনু ১৭ অঃ।) 'ক্ষুদ্রোপল আর্হ' নীলকণ্ঠ।

গণ্ডলেখা (স্ত্রী) লিখ্যতেহত্র লেখাবলীগণ্ডঃ লেখাইব। প্রশস্ত গণ্ডস্থল।

গণ্ডবানা, [গোণ্ডবন দেখ।]

গণ্ডবিন্দু, (পুং) কুবেরের সেনাপতি। বিশ্রবামুনির জ্যেষ্ঠ পুত্র ধনপতি বৈশ্রবণ কুবের পিতার আজ্ঞায় লঙ্কায় বাস করিতে-ছিলেন। দুর্বৃত্ত রাবণ তাঁহাকে তাড়াইয়া লঙ্কা নগরে আপনার আধিপত্য বিস্তার করেন। কুবের তাঁহার ভয়ে দেশ ছাড়িয়া কৈলাস-পর্বতে বাস করিতেছিলেন, রাবণের চক্ষে তাহাও অসহ্য হইয়া উঠিল, রাবণ কুবেরপুরী আক্রমণ করেন। তখন কুবের আপনার সেনাপতি গণ্ডবিন্দুর উৎসাহে ও পরামর্শে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। সেই যুদ্ধে সেনাপতি গণ্ডবিন্দু অনেক ভুজবিক্রম ও যুদ্ধ-কৌশল প্রকাশ করেন। তাহার কৌশলে রাবণের অনেক সৈন্য কালগ্রাসে পতিত হয়। পরিশেষে মারীচের মায়াযুদ্ধে গণ্ডবিন্দুকে পরাজিত হইতে হইয়াছিল। (রামায়ণ উত্তর ৫ অঃ)

গণ্ডশিলা (স্ত্রী) গণ্ডঃ স্থূলে কর্ম্মধারয়ঃ তৎ শিলা। স্থূলপাষাণ। "দৃষ্টোহত্র মূর্দ্ধশিরোধারঃ কণাদ্ গণ্ডশিলা যথা।"
(ভাগবত ৭।১০।৩১)

গণ্ডশৈল (পুং) গণ্ডইব শৈলঃ যদ্বা শৈলস্য গণ্ডইব স্থান-দত্তাদিবাৎ গণ্ডবৎস্ত পূর্ব্বশিলাতঃ। ১ ভূকম্পাদি দ্বারা পর্ব্বত হইতে পতিত স্থূলপাষাণ। (অমর)
"অস্মিন্ ভবতি বনকোপলগণ্ডশৈলাঃ।" (মাঘ)
২ ক্ষুদ্র পর্ব্বত। ললাট। (হেম°).

গণ্ডসাহ্বয়া (স্ত্রী) গণ্ডেন সহিত আহ্বয়ো যস্যাঃ সা। গণ্ডকী নদী। "গঙ্গাঞ্চ শতদ্রুঞ্চ সরযূং গণ্ডসাহ্বয়াং।"
(ভারত ৩।২১২ অঃ)

গণ্ডস্থল (স্ত্রী) গণ্ডঃ স্থলমিব উপমিতসং। গণ্ডদেশ, মদত গাল।
"অভিনবমদলেখাশ্যামগণ্ডস্থলানাম্" (ভর্তৃহরি)

গণ্ডস্থলী (স্ত্রী) গণ্ডঃ স্থলীব উপমিতসং। গণ্ডদেশ, কপোলস্থল।
"মুখত্তলিতরেখ বার্ত্ত গণ্ডস্থলীনাম্।" (ভর্তৃহরি)

গণ্ডা (দেশজ) অঙ্কশাস্ত্রের পারিভাষিক সংজ্ঞাবিশেষ, চারি কড়া।

গণ্ডা, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অযোধ্যাপ্রদেশের একটী নগর। অক্ষা° ২৭° ৭´৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮২° পূঃ মধ্যে ফয়জাবাদ হইতে ১৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ইহা গণ্ডা জেলার প্রধান নগর। এই জেলায় আহীরজাতি কৃষি-কার্য্য করে। এই প্রদেশ পূর্ব্বে উত্তরকোশল রাজ্যের অন্তর্গত গৌড় বলিয়া খ্যাত ছিল। [শ্রাবস্তী দেখ।] [শ্রাবস্তীনগরের ধ্বংসাবশেষ এইখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

গণ্ডাকিয়া (দেশজ) চারি কড়ার একগণ্ডা, আটকড়ায় দুই গণ্ডা ইত্যাদি প্রকারে গণনা করিবার প্রণালীকে গণ্ডাকিয়া বলে। এ দেশীয় পাঠশালায় এই নিয়মে ছোট বালক-বালিকাদিগকে গুরুমহাশয় গণ্ডাকিয়া পড়াইয়া থাকেন।

গণ্ডাঙ্গ (পুং স্ত্রী) গণ্ড ইব উচ্চ্যঙ্গং যস্য বহুব্রী। গণ্ডক। (শব্দচন্দ্রিকা) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইয়া গণ্ডাঙ্গী পদ হয়।

গণ্ডান্ত (ক্লী) তিথি, নক্ষত্র ও লগ্নের সন্ধিকাল।
"নন্দাতিথিনক্ষত্রাণাং গণ্ডান্তং ত্রিবিধং স্মৃতং।
নবদণ্ড-চতুর্দ্দশানাং ঘোরাংশঘটিকাধিকঃ।।" (জ্যোতিষ°)

গণ্ডার (গণ্ডক শব্দজ) স্বনামপ্রসিদ্ধ জন্তুবিশেষ, গণ্ডক।
[গাণ্ডার দেখ।]

গণ্ডারি (পুং) গণ্ডস্য গণ্ডরোগস্যারিরিব গুণ নাশকত্বাৎ। কোবিদার বৃক্ষ। (ভাবপ্রকাশ) [কোবিদার দেখ]

গণ্ডারী (স্ত্রী) মঞ্জিষ্ঠা। (বৈদ্যক)

গণ্ডালী (স্ত্রী) গণ্ডেন গ্রন্থিনা অল্যতে ভূষ্যতে অল্-ঘঞ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। যদ্বা গণ্ডং অলতি গণ্ড-অল কর্ম্মণ্যণ্। উপপদসং ততঃ ঙীপ্। ১ শ্বেতদূর্ব্বা। ২ সর্পাক্ষী বৃক্ষ। (ভাবপ্রকাশ।) ৩ মৎস্যাক্ষী।

গণ্ডাব, বলুচিস্তানের কাচি নামক বিভাগের প্রধান নগর। বাগ নামক স্থান হইতে ২০ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে মুলা নামক গিরিসঙ্কট যাইবার পথে অক্ষা° ২৮°৫২´ উঃ ও দ্রাঘি° ৬০°৩২´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহা একটী উচ্চ ভূমির উপর পরিখা কাঁচা মেটের গড় দ্বারা সুরক্ষিত। এই স্থানে কিলাতের খাঁর একটী বাটী আছে। শীতকালে খাঁ তথায় অবস্থিতি করেন।

গণ্ডি (পুং) গড়ি—ইন্। বৃক্ষের মূল হইতে শাখা পর্য্যন্ত ভাগকে গণ্ডি বলে। চলিত কথায় গাছের গুঁড়ি।

গণ্ডি (দেশজ) বৃত্তাকারে অঙ্কিত রেখা।

গণ্ডিক (ত্রি) গণ্ডঃ বুদ্বুদ ইব আকারেণাস্ত্যস্য গণ্ড ঠন্। ১ ক্ষুদ্রশৈল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাষাণাদি।
"নদ্যামহাপার্শ্বেষু পরে যগণগণ্ডিকাঃ" (ভারত ৬৬ অঃ)
'অপরে অত্র গণ্ডমানবন্তোবানবক্তৃতাঃ বুদ্বুদোপমাঃ ক্ষুদ্র-শৈলাঃ'। নীলকণ্ঠ।

গণ্ডিকা (স্ত্রী) গণ্ড-অল্পার্থে-ঙীপ্-স্বার্থে কন্ টাপস্তু হ্রস্বশ্চ। ক্ষুদ্রগণ্ড পাষাণ।
"তত্র মানবতঃ পুনে পূর্ব্বাপূর্ব্বাশ্রগণ্ডিকাঃ। (ভারত ৬৭ অঃ)

গণ্ডিকোট বা গণ্ডিকোটা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত

কড়াপা জেলার মধ্যে এরমলয় নামক পাহাড়ের একটী দুর্গ। ইহা অক্ষা° ১৫° ৪৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ২০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহা একটী সুদৃঢ় দুর্গ। এখানে বিজয়নগর রাজাদিগের প্রতিষ্ঠিত একটী দেবমন্দির আছে। প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক ফেরিস্তা বলেন যে, ইহা ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। গোলকণ্ডার রাজা ইহা একবার অধিকার করিয়াছিলেন। আরঙ্গজেবের সময় তাঁহার সেনাপতি মীরজুম্লা কয়েক বৎসর দখল করিয়াছিলেন। তাহার পর হায়দ্রাবাদের বালাঘাটের ৫টী সরকারের মধ্যে একটির রাজ-ধানী হইয়াছিল। শেষে কড়াপার পাঠান নবাব এই স্থান অধিকার করিয়া নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। প্রসিদ্ধ হায়দার-আলির পিতা ফতে নায়কের বীরত্ব এইখানে প্রকাশ পায়। হায়দার আলি অধিকার করিয়া আরও দৃঢ় করেন। কিন্তু ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে টিপুর সহিত যুদ্ধের সময় ইংরাজ সেনাপতি কাপ্তেন লিটল জয় করিয়া লন, ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নিজাম ইহা ইংরাজদিগকে দান করেন। এই দুর্গ বালুপাথরের পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত। ইহার মধ্য দিয়া পেন্নার নামক নদী প্রবাহিত হইয়া কড়াপা অঞ্চলে গিয়াছে।

গণ্ডী (স্ত্রী) খড়ির রেখা টানিয়া সীমা চিহ্নিত করিয়া দেওয়া। (দিব্যাবদান)

গণ্ডীর (পুং) গড়ি বাহুলকাৎ ঈরন্। ১ সমষ্ঠিলা। (জটাধর।) শাক। ২ অনুপদেশজাত শাক। (রত্ন।) পুঁথিয়া। ৩ বীর।

গণ্ডীরী (স্ত্রী) গণ্ডীর গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। সেহুণ্ড বৃক্ষ। (রাজনি°) চলিত কথায় সিজ বলে।

গণ্ডু(ণ্ডূ) (পুং স্ত্রী) গণ্ড্যতে গড়ি-উন্। স্ত্রীলিঙ্গে উঙ্ হয়। ১ উপধান, বালিশ। (জটাধর) (পুং) ২ গ্রন্থি। (শব্দার্থ-চিন্তামণি) (ত্রি) ৩ গ্রন্থিযুক্ত।

গণ্ডুপদ (পুং) গণ্ডুঃ গ্রন্থিযুক্তানি পদানি যস্য বহুব্রী। ১ কিঞ্চু-লক, কেঁচো।

গণ্ডুপদভব (ক্লী) গণ্ডুপদস্য ভবতি উৎপদ্যতে ভূ-অচ্। সীসক। (হেম°)

গণ্ডুপদী (স্ত্রী) ক্ষুদ্রা গণ্ডুপদঃ গণ্ডুপদ অল্পার্থে ঙীপ্। ১ ক্ষুদ্র কিঞ্চুলক, ছোট কেঁচো। ২ কিঞ্চুলকজাতীয় স্ত্রী। (অমর)

গণ্ডূষ (পুং) গড়ি-ঊষন্। (গণ্ডেশ্চ। উণ্ ৪।৭৮) ১ মুখপূরণ।

"তৌয়স্য বিকরতাং কালেয়ো হোমকর্ত্তৃভিঃ।
ভক্ত্যাহহূতো গদাং গণ্ডূষীকৃত্য যোহপিবৎ।"
(ভাগবত ৯।১৫।৩)

২ মুখের মধ্যে ধৃত জল।

"গণ্ডূষমুজ্ঝিতবতা পয়সঃ সরোষং।" (মাঘ)

৩ হাতীর শুঁড়ের অগ্রভাগ। ৪ প্রসৃতি পরিমিত, এক কোষ। (মেদিনী)

"গণ্ডূষ জলমাত্রেণ শফরী ফর্ফরায়তে।" (উদ্ভট)

গণ্ডূষবিধি (পুং) গণ্ডূষস্য বিধিবিধানং ৬তৎ। ভাব-প্রকাশোক্ত মুখগণ্ডূষ করিবার নিয়ম। ভাবপ্রকাশের মতে দন্তধাবন ও জিহ্বা নির্লেখনের পর শীতল জল দিয়া বার বার গণ্ডূষ ধারণ করিবে। তাহাতে কফ, তৃষ্ণা, মুখমল বিনষ্ট হয়, এবং মুখের অভ্যন্তরও বিশোধিত হয়। ঈষৎ উষ্ণজলে গণ্ডূষ ধারণ করিলে কফ, অরুচি, মুখ-মল ও দাঁতের জড়তা নিবারিত হয়। বিষ, মূর্চ্ছা, মদা-ত্যয়, রাজযক্ষ্মা ও রক্তপিত্ত এই সকল রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে গণ্ডূষ ধারণ অহিতকর। যাহার চক্ষু দূষিত বা মল কুপিত হইয়াছে কিম্বা যে ব্যক্তি অতিশয় দুর্ব্বল বা রুগ্ন তাহার পক্ষে উষ্ণজলে গণ্ডূষ ধারণ প্রশস্ত নহে।

গণ্ডূষা (স্ত্রী) গণ্ডূষ-টাপ্। গণ্ডূষ। (অমর)

গণ্ডোপধান (ক্লী) উপধীয়তে অত্র উপ-ধা অধিকরণে ল্যুট্। গণ্ডস্য উপধানং ৬তৎ। উপধানবিশেষ, যাহাতে গণ্ডস্থল বিন্যস্ত করিয়া রাখা যায়, গালবালিশ।

"বৃহদ্গণ্ডোপধানানি শয়নানি সুখানি চ।" (সুশ্রুত, চি° ৫ অঃ)

গণ্ডোল (পুং) গড়ি-ওলচ্। (কপিগড্যগণ্ডিকটিপটিভ্য ওলচ্। উণ্ ১।৬৭) ১ গুড়। ২ গ্রাস। (হেম°)

গণ্ডোলপাদ (ত্রি) গণ্ডোলস্যেব পাদোঽস্য বহুব্রী। গণ্ডো-লের ন্যায় বর্ত্তুলাকার পাদবিশিষ্ট। এই শব্দটী হস্ত্যাদি গণান্তর্গত বলিয়া অন্ত্যলোপ হইল না। স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঙীপ্ হয়।

গণ্য (ত্রি) গণং লব্ধা গণ-যৎ (ধনগণং লব্ধা। পা ৪।৪।৮৪) যদ্বা গণ্যতেঽসৌ গণ কর্ম্মণি যৎ। ১ যিনি শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন, শ্রেষ্ঠ। ২ গণনীয়, যাহা গণনা করিবার যোগ্য। গণে ভবঃ গণ-যৎ (দিগাদিভ্যো যৎ। পা ৪।৩।৫৪) ৩ গণ হইতে যাহার উৎপত্তি হয়।

গৎ (ত্রি) গচ্ছতি গম্-ক্বিপ্ মকারস্য লোপঃ (গমঃ ক্বৌ। পা ৬।৪।৪০) তুগাগমশ্চ। ১ যে গমন করে। এই শব্দটী প্রায়ই অন্য শব্দের যোগে ব্যবহৃত হয়। যথা অধ্বগৎ।

গত (ত্রি) গম-কর্ত্তরি ক্ত (গত্যর্থাকর্ম্মকশ্লিষশীঙ্স্থাসবস-জনরুহজীর্য্যতিভ্যশ্চ। পা ৩।৪।৭২।) ১ যিনি গমন করিয়াছেন। ২ অতীত। "আয়ুষোঽর্দ্ধং গতং তস্য।" [(হং° নি°) ৩ প্রাপ্ত। "ভুবোঽপি তস্য স্থলপদ্মিনীগতঃ বিতর্কমাবি-ষ্কৃতফেনসন্ততি।"। (কিরাত ৪।৫)

৪ সমাপ্ত। ৫ পতিত। গম কর্ম্মণি-ক্ত। ৬ জ্ঞাত। ৭ লব্ধ।

৮ যে স্থানে বা যে গ্রামে গমন করা হইয়াছে। গম ভাবে ক্ত। ৯ গমন। "গতং তিরশ্চীনমনূরুসারথেঃ" (মাঘ ১। ২)

গতকলুষ (ত্রি) গতং কলুষং পাপং যস্য বহুব্রী। নিষ্পাপ, যাহার পাপ নষ্ট হইয়াছে।

গতকল্মষ (ত্রি) গতং কল্মষং পাপং যস্য বহুব্রী। নিষ্পাপ, যাহার পাপ নাই।

গতকল্য (ক্লী) গতঞ্চ তৎ কল্যঞ্চেতি কর্ম্মধা°। বর্ত্তমান দিনের অব্যবহিত পূর্ব্বদিন, গতকাল।

গতকার্য্য (ত্রি) গতং অতীতং প্রমাদাদ্যৈঃ কার্য্যং কর্ত্তব্যং যস্য বহুব্রী। ১ যাহার কর্ত্তব্য কার্য্য নষ্ট হইয়াছে। (ক্লী) গতঞ্চ তৎকার্য্যঞ্চেতি কর্ম্মধা°। ২ অতীত কর্ম্ম।

গতকাল (গতকল্যশব্দজ) বর্ত্তমান দিনের অব্যহিত পূর্ব্বদিন, গতকল্য।

গতকীর্ত্তি (ত্রি) গতা অতীতা নষ্টা বা কীর্ত্তির্যস্য বহুব্রী। যাহার কীর্ত্তি অতীত হইয়াছে।

গতক্লম (ত্রি) গতঃ ক্লমঃ শ্রমোযস্য বহুব্রী। যাহার শ্রম দূর হইয়াছে, বিশ্রান্ত।

গতত্রপ (ত্রি) গতা ত্রপা লজ্জা যস্য বহুব্রী। নির্লজ্জ, যাহার লজ্জা নাই।

গতনাসিক (ত্রি) গত নাসিকাযস্য বহুব্রী। নাসিকাশূন্য, যাহার নাক নাই, চলিত কথায় খাঁদা বলে।

গতনিধন (ক্লী) পাশচ্ছেদ।

গতপর্শু (গত পরশ্বঃ শব্দজ) বর্ত্তমানদিনের পূর্ব্বদিনের পূর্ব্বদিন, গত কালের অব্যবহিত পূর্ব্বদিন।

গতপাপ (ত্রি) গতং বিনষ্টং পাপং যস্য বহুব্রী। যাহার পাপ নষ্ট হইয়াছে, নিষ্পাপ।

গতপুণ্য (ত্রি) গতং বিনষ্টং পুণ্যং যস্য বহুব্রী। যাহার পুণ্য নষ্ট হইয়াছে।

গতপ্রত্যাগত (ত্রি) পূর্ব্বং গতঃ পশ্চাৎ প্রত্যাগতঃ কর্ম্মধা°। ১ যে গমন করিয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়াছে। (ক্লী) [দ্ব] গতঞ্চ প্রত্যাগতঞ্চ দ্বন্দ°। গমন ও প্রত্যাগমন।

গতপ্রভ (ত্রি) গতা দূরীভূতা প্রভাযস্য বহুব্রী। যাহার প্রভা নাই, নিষ্প্রভ।

গতপ্রাণ (ত্রি) গতাঃ প্রাণাযস্য বহুব্রী। যাহার প্রাণ দেহ ছাড়িয়া গিয়াছে, মৃত।

গতবুদ্ধি (ত্রি) গতা বুদ্ধির্যস্য বহুব্রী। বুদ্ধিশূন্য, নির্ব্বোধ।

গতভর্তৃকা (স্ত্রী) গতো নষ্টঃ প্রোষিতো বা ভর্ত্তা যস্যাঃ বহুব্রী, কপ্। ১ বিধবা। যাহার স্বামী দূরদেশে গমন করিয়াছে। "কিমু মুহুর্মুহু র্গতভর্তৃকাঃ।" (মাঘ)

গতরস (ত্রি) গতঃ নষ্টং রসোযস্য বহুব্রী। যাহার রস নষ্ট হইয়াছে, বিরস।

"যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।" (গীতা)

গতব্যথ (ত্রি) গতা নষ্টা ব্যথা পীড়া যস্য বহুব্রী। ব্যথাশূন্য, যাহার ব্যথা নাই।

গতমর্য্যাদ (ত্রি) গতমর্য্যাদা যস্য বহুব্রী। অপমানিত, যাহার মর্য্যাদা লুপ্ত হইয়াছে।

গতর্ (গাত্র শব্দজ) শরীর, গাত্র।

গতরাত্রি (স্ত্রী) গতা চাসৌ রাত্রিশ্চেতি। অতীত রাত্রি।

গতলজ্জ (ত্রি) গতা লজ্জা যস্য বহুব্রী। নির্লজ্জ যাহার লজ্জা নাই।

গতরায়ন্তী (যাবনিক) প্রজার কোন জমি জমা হইতে খারিজ হইলে তাহাকে গতরায়ন্তী বলে।

গতশোচন (ক্লী) গতস্য শোচনং ৬তৎ। গতানুশোচনা, অতীত বিষয়ের অনুশোচনা।

গতশোচনা (স্ত্রী) গতস্য শোচনা ৬তৎ। গতানুশোচন।

গতশ্রী (ত্রি) গতা শ্রীঃ শোভা যস্য বহুব্রী। যাহার শোভা নাই, নিষ্প্রভ। "গতশ্রীঃ প্রতিষ্ঠাকামঃ।" (তৈত্তিরীয়সং° ২।১।৩।৪)

গতসঙ্গ (ত্রি) গতঃ নষ্টঃ সঙ্গ আসক্তির্যস্য বহুব্রী। ১ যে সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছে, নিঃসঙ্গ, ফলকামনাশূন্য। গতঃ প্রাপ্তঃ সঙ্গ আসক্তি র্যেন বহুব্রী। ২ যে সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছে, ফলকামনাযুক্ত।

গতসন্নক (পুং) গতং সন্নমবসাদহেতুর্যোহস্য বহুব্রী, কপ। মদ শূন্য হস্তী। (শব্দচিন্তামণি)

গতস্পৃহ (ত্রি) গতা নষ্টা স্পৃহা যস্য বহুব্রী। যাহার স্পৃহা নাই, নিস্পৃহ। "গতস্পৃহো হস্ত্যাগমনপ্রয়োজনং।" (মাঘ)

গতস্ময় (ত্রি) গতঃ স্ময়োগর্ব্বো বিস্ময়ো বা যস্য বহুব্রী। ১ গর্ব্বশূন্য। ২ বিস্ময়শূন্য।

গতাক্ষ (ত্রি) গতমক্ষিযস্য বহুব্রী সমাসান্ত টচ্। নেত্রহীন, অন্ধ।

গতাগত (ক্লী) গতং গমনং আগতং আগমনং তয়োঃ সমাহারঃ, সমাহারদ্বন্দ্ব°। গমনাগমন।

"এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে।" (গীতা)

গতং ঊর্দ্ধগমনং আগতমধোগমনং যত্র বহুব্রী। ২ পক্ষির গতিবিশেষ। (জটাধর।) (পুং) গতং বিনষ্টং আগতং পুনঃ সংসারগমনং যস্মাৎ বহুব্রী। ৩ মহাদেব।

"নীতির্হ্যনীতিঃ শুভাশ্চ শুভো যাজ্যো গতাগতঃ।"

(ভারত ১৩। ১৭। ৭৯)

গতাগতি (স্ত্রী) গতশ্চাগতিঃ। গমনাগমন।

"ব্যবালিরপি জানীতে লোকস্যাস্য গতাগতিম্ ।"

(রামা° ২ । ১১০ অঃ)

গতাগতিক (ত্রি) গতাগতেন নির্বৃত্তং গতাগত-ঠন্ । গমনাগমনে যাহা নিষ্পাদিত হইয়াছে ।

গতায়ু (গতায়ুস্ শব্দজ) যাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে ।

গতাধ্বন্ (ত্রি) গতঃ অধ্বা যেন বহুব্রী । ১ তত্ত্বজ্ঞ, জ্ঞাততত্ত্ব ।

"সাঙ্খ্যজ্ঞানে চ যোগে চ ষড়ীপাপারবিত্তো তথা ।
ত্রিবিধে মোক্ষধর্ম্মেঽস্মিন্ গতাধ্বা ছিন্নসংশয়ঃ ।"

(ভারত ১২।২ অঃ)

গতাধ্বা (স্ত্রী) গতাধ্বন্-ডাপ্ । (ডাবুভাভ্যামন্যতরস্যাং । পা ৪ । ১ । ১৩) চতুর্দ্দশীযুক্ত অমাবস্যা তিথি ।

"সংমিশ্রা যা চতুর্দ্দশ্যা অমাবাস্যা ভবেৎ কচিৎ ।
খর্ব্বিকাং তাং বিদুঃ কেচিৎ গতাধ্বামিতি চাপরে ।" (কাত্যায়ন)

গতানুগত (ত্রি) গতস্য অনুগতঃ ৬তৎ । ১ যিনি অগ্রগামী কোন ব্যক্তির অনুগমন করেন । (ক্লী) গতস্য অনুগতং অনুগমনং ৬তৎ । ২ গমনের অনুগমন ।

গতানুগতিক (ত্রি) গতানুগতিঃ অস্ত্যস্য গতানুগত-ঠন্ । গমনানুগমন বিশিষ্ট ।

"একস্য কর্ম্ম সংবীক্ষ্য করোত্যন্যোঽপি গর্হিতং ।
গতানুগতিকো লোকো ন লোকঃ পারমার্থিকঃ ॥" (পঞ্চতন্ত্র)

গতান্ত (ত্রি) গতঃ উপস্থিতঃ অন্তঃ অন্তকালোঽস্য বহুব্রী । ১ যাহার অন্তকাল উপস্থিত, মুমূর্ষু ।

"মম বৃদ্ধস্য কৈকেয়ি ! গতান্তস্য তপস্বিনঃ ।" (রামা° ৩।১২।৩০)

গতঃ প্রাপ্তঃ অন্তো যেন বহুব্রী । ২ যে চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে ।

গতায়াত (ক্লী) গতঞ্চ আয়াতঞ্চ তয়োঃ সমাহারঃ, সমাহারদ্বন্দ্ব । গমনাগমন ।

গতায়ুস্ (ত্রি) গত° গতপ্রায়ং আয়ুর্জীবনকালোঽস্য বহুব্রী । যাহার আয়ুঃ শেষ, চরমকাল প্রায় উপস্থিত ।

বৈদ্য রোগীকে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে রোগীর আয়ুর বিষয়ে ভালরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন । এই বিষয়টী বৈদ্যশাস্ত্রের মধ্যে বড়ই কঠিন । মহাত্মা সুশ্রুত আয়ু প্রায় শেষ হইলে রোগীর যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহার কতকগুলি নির্ণয় করিয়াছেন । যথা—মানুষের মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইলে শরীর ও স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়, এই দুইটীই প্রধান লক্ষণ । যে ব্যক্তি বাস্তবিক কোন শব্দ না হইলেও নানা প্রকার শব্দ শুনিতে পায়, সমুদ্র, পুর বা মেঘের শব্দ শুনিয়া অন্য প্রকার মনে করে, অথবা সেই শব্দ শুনিতেই পায় না, যে ব্যক্তি বিবিক্ত অরণ্যের ঘোরতর শব্দকে গ্রাম্যশব্দ ও গ্রামের শব্দকে বন্য অন্তর শব্দ বলিয়া অনুমান করে, যে ব্যক্তি বন্ধু-বান্ধবের কথা শুনিতে ভালবাসে না, শুনিলেও আপনার অনিষ্টকর ভাবিয়া কুপিত হয় এবং শত্রুর কথা বা উপদেশ যাহার অতিশয় প্রীতিকর, তাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে বলিয়া স্থির করিবে । যে ব্যক্তি উষ্ণকে শীতল ও শীতলকে উষ্ণ বলিয়া গ্রহণ করে, শীতে শরীর রোমাঞ্চ হইলেও যাহার গাত্রদাহের শান্তি হয় না, শরীর অতিশয় উষ্ণ হইলেও যে ব্যক্তি শীতে কম্পিত হয়, প্রহার বা অঙ্গচ্ছেদ করিলেও যাহার বেদনা অনুভব হয় না, যাহার শরীরে অকস্মাৎ বর্ণান্তর বা রেখার ন্যায় চিহ্ন জন্মে, চন্দন মাখাইলে যাহার শরীরে নীলমক্ষিকা আশ্রয় করে, অকস্মাৎ যাহার শরীর হইতে সুরভি গন্ধ নিঃসৃত হয়, তাহার মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী জানিবে । যে ব্যক্তি একপ্রকার রস আস্বাদন করিয়া অন্য রস বিবেচনা করে, এবং সকল রসই যাহার দোষবৃদ্ধিকর অথবা মিথ্যা আহারে যাহার দোষ বৃদ্ধি বা অগ্নিমান্দ্য হয়, যে ব্যক্তি কোন রস বা সুগন্ধ কি দুর্গন্ধ জানিতে পারে না, অথবা যাহার ঘ্রাণশক্তি একেবারেই বিনষ্ট হইয়াছে, শীত, উষ্ণ প্রভৃতি কাল অবস্থা বা দিক্ বিষয়ে যাহার বিপরীত জ্ঞান, যে ব্যক্তি দিনের বেলায় আকাশমণ্ডলে প্রজ্বলিত নক্ষত্র, বা চন্দ্রকিরণ ও রাত্রিকালে জ্বলন্ত সূর্য্য দেখিতে পায়, মেঘশূন্য আকাশে ইন্দ্রধনু বা বিদ্যুৎ এবং নির্ম্মল আকাশে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ যাহার দৃষ্টিগোচর হয়, যে ব্যক্তি আকাশমণ্ডল অট্টালিকা বা বিমান-যানে পরিপূর্ণ এবং ভূমণ্ডল ধূম, নীহার বা বস্ত্র দ্বারা আবৃত বলিয়া বোধ করে, যাহার নিকট সমস্ত লোক প্রজ্বলিত বা জল-প্লাবিত বলিয়া বোধ হয়, যে ব্যক্তি অরুন্ধতী, ধ্রুব, আকাশ, গঙ্গা এবং উষ্ণজলে, জ্যোৎস্নায় বা আদর্শে আপনার ছায়া দেখিতে পায় না । অথবা অঙ্গহীন, বিকৃত বা কুকুর, কাক, গৃধ্র, প্রেত, যক্ষ, রাক্ষস বা পিশাচের ছায়ার ন্যায় দেখিতে পায় এবং যে ব্যক্তি নির্ধূম অগ্নিকে ময়ূরের কণ্ঠ সদৃশ অবলোকন করে, সে ব্যক্তি সুস্থ শরীরে থাকিলেও পীড়িত হয় এবং পীড়িত থাকিলে তাহার মৃত্যু হয় । (সুশ্রুত সূত্র° ৩০ অঃ)

শ্যাব, লোহিত, নীল বা পীতবর্ণ ছায়া যাহার অনুগমন করে, তাহার মৃত্যু আসন্ন । হঠাৎ যাহার লজ্জা ও শ্রী বিনষ্ট হয়, অথবা তেজ, বল, স্মৃতি বা প্রভা যাহার হঠাৎ জন্মে, তাহার নিশ্চয়ই আসন্ন কাল উপস্থিত । যাহার নীচের ওষ্ঠ পতিত ও উপরিভাগের ওষ্ঠ উৎক্ষিপ্ত অথবা দুইটী ওষ্ঠই জাম্বফলের ন্যায় নীলবর্ণ হয়, তাহার আয়ুঃ শেষ

অনাদরার্থে অসৎশব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা সৎকৃত্য, অসৎকৃত্য। (ভূষণেঽলম্। পা ১।৪।৬৪) অলঙ্কার বুঝাইলে অলং শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা—অলংকৃত্য। (অন্তরপরিগ্রহে। পা ১।৪।৬৫) পরিগ্রহ না বুঝাইলে অন্তর শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা অন্তর্হত্য। (কণে মনসী শ্রদ্ধাপ্রতীঘাতে। পা ১।৪।৬৬) শ্রদ্ধার প্রতীঘাত বুঝাইলে কণে ও মনস শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা, কণেহত্য, মনোহত্য। (পুরোঽব্যয়ম্। পা ১।৪।৬৭) অব্যয় পুরস শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা, পুরস্কৃত্য। (অস্তং চ। পা ১।৪।৬৮) অস্তং এই অব্যয় শব্দটীর গতি সংজ্ঞা হয়। যথা, অস্তংগত্য, (অচ্ছ গত্যর্থবদেষু। পা ১।৪।৬৯) গত্যর্থ ও বদ ধাতুর যোগে অব্যয় অচ্ছশব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা অচ্ছগত্য, অচ্ছোদ্য। (অদোঽনুপদেশে। পা ১।৪।৭০) পরের প্রতি উপদেশ না বুঝাইলে অদস্ শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা, অদঃ কৃত্য। (তিরোঽন্তর্দ্ধৌ। পা ১।৪।৭১) ব্যবধানার্থে তিরস্ শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা, তিরোভূয়। (বিভাষা কৃঞি। পা ১।৪।৭২) কৃঞ্ ধাতুর যোগে তিরস্শব্দের বিকল্পে গতি সংজ্ঞা হয়। যথা, তিরস্কৃত্য, তিরঃকৃত্বা। (উপাজেঽন্বাজে। ১।৪।৭৩) কৃঞ্ ধাতুর যোগে উপাজে ও অন্বাজে শব্দের বিকল্পে গতি সংজ্ঞা হয়। যথা, উপাজেকৃত্য, অন্বাজেকৃত্য। (সাক্ষাৎপ্রভৃতীনি চ। পা ১।৪।৭৪) কৃঞ্ যোগে সাক্ষাৎ প্রভৃতি শব্দের বিকল্পে গতি সংজ্ঞা হয়। যথা, সাক্ষাৎকৃত্য। (অনত্যাধান উরসিমনসী। পা ১।৪।৭৫) অত্যাধান না বুঝাইলে কৃঞ্ ধাতুর যোগে উরসি ও মনসি শব্দের বিকল্পে গতি সংজ্ঞা হয়। যথা উরসিকৃত্য, উরসিকৃত্বা, মনসিকৃত্য, মনসিকৃত্বা। (মধ্যে পদে নিবচনে চ। পা ১।৪।৭৬) অত্যাধান না বুঝাইলে কৃঞ্ ধাতুর যোগের মধ্যে, পদে ও নিবচনে একটী শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা মধ্যেকৃত্য, মধ্যেকৃত্বা। (নিত্যং হস্তে পাণাবুপযমনে। পা ১।৪।৭৭) কৃঞ্ ধাতুর যোগে বিবাহ বুঝাইলে হস্তে ও পাণৌ এই দুইটী শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা হস্তেকৃত্য, পাণৌকৃত্য। (প্রাধ্বং বন্ধনে। পা ১।৪।৭৮) বন্ধন বুঝাইলে কৃঞ্ যোগে প্রাধ্বং শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা প্রাধ্বং কৃত্য।

(জীবিকোপনিষদাবৌপম্যে। পা ১।৪।৭৯) কৃঞ্ ধাতুর যোগে সাদৃশ্যার্থে জীবিকা, ও উপনিষদ্শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা জীবিকাকৃত্য, উপনিষৎকৃত্য।

যে সকল শব্দের গতি সংজ্ঞা আছে, তাহাদের সহিত অপর সমস্যমান পদের নিত্য সমাস হয়। (কুগতিপ্রাদয়ঃ। পা ২।২।১৮) গতি সংজ্ঞক শব্দ পরে থাকিলে গতিসংজ্ঞক অনুদাত্ত হয়। (গতির্গতৌ। পা ৮।১।৭০) উদাত্তযুক্ত কোন তিঙন্ত পদ পরে থাকিলে গতিসংজ্ঞক শব্দ অনুদাত্ত হয়। যথা যৎ প্রপচতি। নিঘণ্টুতে গতিবোধক ১২২টী ধাতুর উল্লেখ আছে।

১৬ মুক্তি।

গতিক (ক্লী) ১ গতি। ২ অবস্থা। ৩ আশ্রয়।

গতিক্রিয়া (স্ত্রী) গমন ক্রিয়া, যাওয়া।

গতিতালিন্ (পুং) গতৌ তালোঽস্যাস্তি গতি তাল-ইনি। কার্ত্তিকেয়ের একজন সৈন্য।

"বৈতালী গতিতালী চ তথা কথকবাচকৌ।"

(ভারত শল্য ৪৬ অঃ)

গতিলা (স্ত্রী) গম্-ইলচ্ (মিথিলাদয়শ্চ। উণ্ ১।৫৮) নিপাতনে সাধুঃ ততঃ টাপ্। ১ বেত্রলতা। (উজ্জ্বলদত্ত) ২ নদী বিশেষ। ৩ পরম্পরা। (উণাদিকোষ)

গতিবিধি (পুং) গতিবিধিঃ ৬তৎ। ১ গতিবিধান। ২ সামান্যরূপে জ্ঞান।

গতিশক্তি (স্ত্রী) গতেঃ শক্তিঃ ৬তৎ। গমনাগমনের ক্ষমতা, চলিতে পারা।

গতিশক্তিরহিত (ত্রি) গতিশক্ত্যা রহিতঃ ৩তৎ। যাহার গতিশক্তি লোপ হইয়াছে। গমনাগমনে অক্ষম।

গতিসত্তম (পুং) গতিবোধঃ স চাসৌ সত্তমশ্চেতি কর্ম্মধা°। পরমেশ্বর। "আদিত্যো জ্যোতিরাত্মা চ সহিষ্ণুর্গতিসত্তমঃ।"

(বিষ্ণুস°)

গত্বীক (ত্রি) গমনযোগ্য।

গত্বন্ (ত্রি) গম-ক্বনিপ্ মলোপে তুক্। গমনকর্ত্তা, স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইয়া গত্বরী শব্দ হয়।

গত্বর (ত্রি) গচ্ছতি গম-ক্বরপ্ (ইণ্নশজিসর্ত্তিভ্যঃ ক্বরপ্। পা ৩।২।১৬৩) গমনশীল। "বীতৎসাবিষয়া হুতাশসিক্তমঃ কায়ো বয়ো গত্বরং" (শান্তিশতক ১।২০।) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

গত্বা (অব্য) গম-ক্ত্বা। গমন করিয়া, যাইয়া।

"সত্তঃ পুরী পরিসরেচ শিরীষমৃদ্বী
গত্বা জবাৎ ত্রিচতুরাণি পদানি সীতা।" (উত্তরচরিত)

গত্বায় (অব্য) [বৈ] গম-ক্ত্বা ততো যক্ (ক্ত্বো যক্। পা ৭।১।৪৭) গমন করিয়া, যাইয়া।

"দিবং সুপর্ণো গত্বায় সোমং বজ্রিণ আভরৎ।" (ঋক্ ৮।১০০।৮)

'গত্বায় গত্বা' সায়ণ।

গত্বী (অব্য) [বৈ] গম্-ক্ত্বা আকারস্ত ঈকারঃ। (স্নাত্ব্যাদয়শ্চ। পা ৭।১।৪৯) গমন করিয়া, যাইয়া।

"সা নো দুহীয়দ্ যবসেব গত্বী সহস্রধারা পয়সা মহী গৌঃ।"
(ঋক্ ৪।৪১।৫) 'গত্বী গত্বা' সায়ণ।

গদ (পুং) গদ অচ্। ১ রোগ।

"অসাধ্যঃ কুরুতে কোপং প্রাপ্তে কালে গদোযথা।" (মাঘ ২সঃ)

গদ অব্যক্তনৌ ভাবে অচ্। ২ মেঘধ্বনি। (ক্লী) ৩ বিষ। ৪ কুষ্ঠ, কুড়। (রাজনি°)

(পুং) ৫ বসুদেবের পুত্র, শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা, রোহিণীর গর্ভজাত। (ভাগবত ৯।২৪ ৪৮) ৬ অসুরবিশেষ। (বায়ুপু° গয়া° ৫অঃ)

গদগ (গডগ), ধারবার জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা। অক্ষা° ১৫° ১৬´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ৪০´ পূঃ। ইহার উত্তরসীমা রোণ মহকুমা, পশ্চিমে নবালগণ্ড, দক্ষিণে জামখণ্ডি মহকুমার শিরহট্টি ও কুন্দগল বিভাগ ও পূর্বে নিজাম রাজ্য। ইহাতে গবর্মেণ্টের খাসদখলে ১১৪ খানি ও বেচৈ ১৪ খানি গ্রাম আছে। ভূমির পরিমাণ ৬৯৯ বর্গমাইল। দেয় রাজস্ব ২৫৭৪০০৲ টাকা।

গদগ নগরের ১ মাইল পূর্বে বেত্তিগেরি গ্রাম, এইজন্য সচরাচর লোকে নগরটিকে গদগ-বেত্তিগেরি বলিয়া থাকে। এই স্থানে শাসন আদায়ের জন্য একটী কাছারি ও পুলিশের ফাঁড়ি আছে। স্থানীয় মোকদ্দমাদি নিষ্পন্ন করিবার জন্য একটী সবজজ আদালত, পোষ্টাফিস ও মিউনিসিপ্যালিটী আছে। এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে তুলার ব্যবসা হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর এখানকার হাট হইতে ৫০০০০০৲ টাকা মূল্যের তুলা রপ্তানি হইয়া থাকে। রেলওয়ে কোম্পানীর হটগী-গদগ গাঁও মর্ম ও বেলারি দুই শাখা পূর্বে ও দক্ষিণে থাকায় ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। এইখানে গবর্মেণ্ট বাহাদুরের জিন কাপড়ের একটী কুঠি আছে। এতদ্ভিন্ন "সাদী" নামে স্থানীয় একপ্রকার শুভ্র ও (পাকা) রঙিলা সুন্দর সুন্দর কাপড় প্রস্তুত হয়। প্রতি শনিবারে কাপড় ও চাউল বিক্রয়ের জন্য হাট বসে।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে দরিদ্রদিগের শুশ্রূষার জন্য একটী হাঁসপাতাল স্থাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত একটী চতুষ্কোণ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। তাহার কতক সংস্কার হইয়া সৈন্যাবাস হইয়াছে। ইহার চারিদিকের পরিখা উচ্চে ১৮ ফিট এবং তাহার চারিধারে পড়খাই কাটা, তাহার বাহির পার্শ্বে ক্রমান্বয় ঢালু জমি দ্বারা রক্ষিত। দুর্গের চারিদিকের বেড় সর্ব্বসমেত ১৫৩৪ গজ; ইহাতে ২১টি বুরুজ দেখা যায়।

এই নগরের মধ্যে অনেকগুলির সুন্দর ও শিল্পকার্য্যপরিপূর্ণ মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, তন্মধ্যে ত্রিকূটেশ্বর, সরস্বতী, নারায়ণ, সোমেশ্বর ও রামেশ্বরের মন্দিরই প্রধান।

একটী দেবালয়ের মধ্যে ত্রিকূটেশ্বর ও সরস্বতীদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। মন্দির কয়টি অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন, ইহার থামগুলি এরূপ সুন্দররূপে শিল্প-খোদিত যে ভারতের অপর কোন শিল্পকার্য্যের সহিত সহজে তুলনা করা যায় না। মন্দিরের সম্মুখে একটী মণ্ডপ আছে, তাহার পরই দেবীমন্দির, বহুকাল হইতেই ইহার চূড়া খসিয়া গিয়াছে। সরস্বতী দেবীর মন্দিরের উত্তরদিকে অবস্থিত ও দরদালানের পশ্চিমদিকে শালুঙ্কার উপরিস্থিত তিনটী শিবমূর্ত্তি দেখা যায়, তাহাই ত্রিকূটেশ্বর। সোমেশ্বরদেবের মন্দিরে এখন গদগের বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার দক্ষিণে রামেশ্বরদেবের মন্দির। বাজারের নিকট বীরনারায়ণ দেবের মন্দির। মন্দিরটী ত্রয়োদশ কিম্বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর হইবে, কারুকার্য্যে বিশেষ সুখ্যাতি নাই, কেবলমাত্র ইহার গোপুরটী সুন্দররূপে খোদিত ও উচ্চতায় ১০৯ ফিট হইবে।

বেত্তিগেরি গ্রামের মধ্যে প্রাচীর-পরিবেষ্টিত স্থানে ১৫ খানি বীরমূর্ত্তি খোদিত বড় বড় প্রস্তরখণ্ড পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎটী ১০ ফিট উচ্চ হইবেক। তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রস্তরে পুরাতন কণাড়ি অক্ষরে খোদিত লিপি আছে। ইহা ছাড়া গ্রামের প্রবেশদ্বারে একখানি বড় শিলালিপি বিদ্যমান আছে।

গদগের মামলৎদার আপিসে কতকগুলি তাম্রশাসন ও মন্দিরাদিতে প্রায় ২০ খানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

১ম, শিলালিপি খানি কণাড়ী ভাষায় ও কণাড়ী অক্ষরে লিখিত, ইহাতে চালুক্যরাজ ২য় সত্যাশ্রয়ের প্রধান সামন্ত রাজা শোভন কর্ত্তৃক ৯২৮ সম্বতে ত্রিকূটেশ্বরদেবের মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রশস্তি বর্ণিত। মন্দিরাদিতে খোদিত প্রশস্তি ও অনেকগুলি তাম্রশাসন সুন্দররূপ বুঝিতে পারা যায় না। তাহাতে চালুক্যরাজ ৩য় জয়সিংহ (১০১৮-১০৪২), আহবমল্ল ২য় (১০৪২-১০৬৮) এবং ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্য (১০৭৫-১১২৬ সং) ও অপর একখানি বিক্রমপত্নী সাচলদেবী প্রদত্ত শাসন আছে, লেখা কিছু অস্পষ্ট। কলচুরি বংশীয় বিজ্জলপুত্র সংক্রমদেব (১১৭৫-১১৮০ সং)-প্রদত্ত একখানি শাসন পাওয়া যায়।

১১১৫ সম্বতে হয়শাল বীরবল্লাল প্রদত্ত ত্রিকূটেশ্বরের প্রশস্তি, ১১২১ সম্বতে বীর বল্লালের সামন্ত বাচদেব প্রদত্ত প্রশস্তি; ১১০৫ সম্বতে দেবগিরি যাদববংশীয়

২য় সিংহাণা প্রদত্ত প্রশস্তি, ১৪৬১ সম্বতে বিজয়নগর-রাজ অচ্যুতরায় প্রদত্ত এবং বীরনারায়ণের মন্দিরে চারখানি (৯৫৯, ১০২০, ১০২২, ১৪৬১ সম্বতের) প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বীরনারায়ণ মন্দিরের দক্ষিণস্থিত নরসিংহদেবের মন্দিরে ১০১৬ ও ১৪৬১ খৃষ্টাব্দের দুইখানি খোদিত শিলালিপি পাওয়া যায়।

এই নগরের পুরাতন সংস্কৃত নাম "ক্রতুক", তাহা ১১৩৫ সম্বতে রাজা ২য় সিংহাণার প্রশস্তির পাঠান্তই লিখিত হইয়াছে।

গদগের ত্রিকূটেশ্বর ও বীরনারায়ণের মন্দির ১০ম বা ১১শ শতাব্দীর হইবে। উক্ত শিলালিপি পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কালে এই গদগ নগর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে (৯৭৩-১১৯০) চালুক্য, (১১৬১-১১৮৩) কলচুরি, (১০৪৭-১৩১০) হয়শাল বল্লাল (১১৭০-১৩১০) দেবগিরি-যাদব ও (১৩৩৬-১৫৮৭ খৃঃ) বিজয়নগর প্রভৃতি রাজবংশের অধীনে ছিল।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ধবল দুর্গ অবরোধের পর কর্ণেল ওয়েলেসলি গদগ যাত্রা করেন। তাঁহার আগমনে ধুন্দিয়ারা সকলেই নগর ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। পরে তিনি পেশোয়ার সৈন্যাধ্যক্ষের উপর ধবল ও গদগ দুর্গের ভার দিয়া চলিয়া আসেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শেষ মহারাষ্ট্র যুদ্ধে জেনারেল মন্‌রো পুনরায় গদগ আক্রমণ করেন এবং একদিন গোলাবর্ষণের পর ধুন্দিয়ার হাত হইতে পুনর্ব্বার গদগ ইংরাজ-অধিকারে আইসে।

গদ্গদ (ক্লী) গদগদ পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। গদগদ শব্দ, গদ্গদস্বরে কথা বলা। "বক্তুমেষু কণ্ঠোষ্ঠতালুন। মন্ত্রমাঙ্গ বৈবর্ণ্যগদগদবাক্যতা রসাজ্ঞানং মুখশোষাস্তু ভবন্তি।"

(সুশ্রুত নি° ২ অঃ)

গদমুরারি (পুং) জ্বররোগের ঔষধবিশেষ। পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র তামা, হিঙ্গুল ও সীসক এই সকল দ্রব্য সমভাগে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা দুই রতি। ইহা সেবন করিলে সত্বর বিনাশ হয়। (রসেন্দ্রসার°)

গদমুরারিইচ্ছাভেদী, ঔষধবিশেষ। পারা, গন্ধক, তামা, হরিতাল, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সোহাগা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে এবং ইঁহাদের সমষ্টির পরিমাণের সমান জয়পাল দিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে দুইপ্রহর খল করিবে। ইহা সেবনে ভেদ হয় এবং সর্ব্ব পাণ্ডাদি সকল রোগ নষ্ট হয়। বিরেচনের পরে মৎস্য মাংস ও ঘৃতসংযুক্ত দ্রব্য পথ্য। (রসেন্দ্রসার°)

গদয়িত্নু (পুং) গদতি শব্দয়তি গদ-ইত্নুচ্ (উণ্ ৩।২৯।) ১ কাম। (ত্রি) ২ কামুক। ৩ বাবদূক। (পুং) ৪ শব্দ। (উজ্জ্বল)

গদরিয়া, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী মেষপালক জাতিবিশেষ। ইহাদের মধ্যে অনেক শ্রেণী ভেদ আছে, একশ্রেণী অন্য শ্রেণীর সহিত বিবাহে দানগ্রহণ করে না। ইহাদের বিধবারা দেবরকে বিবাহ করে, কিন্তু জ্যেষ্ঠ মৃত কনিষ্ঠের বিধবাকে বিবাহ করিতে পারে না। আগ্রা ও ফরুখাবাদ অঞ্চলে এই জাতির বাস অধিক।

গদসিংহ, একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি অনেকার্থধ্বনিমঞ্জরী নামে একখানি সংস্কৃত অভিধান, তত্ত্বচন্দ্রিকা নামে কিরাতার্জ্জুনীয় টীকা ও উদ্ধারবিবেক রচনা করেন। অনেকার্থধ্বনিমঞ্জরীতে রুদ্র, গদাধর, ধরণী ও বপ্পদেব এবং তত্ত্বচন্দ্রিকায় প্রকাশবর্ষের টীকা উদ্ধৃত হইয়াছে। মধুসূদন গদসিংহের কোষ উল্লেখ করিয়াছেন।

গদা (স্ত্রী) গদ-অচ্-টাপ্। ১ স্বনামখ্যাত লৌহময় অস্ত্রবিশেষ। মল্লযুদ্ধের মধ্যে গদা যুদ্ধই অতিশয় কঠিন ও যোদ্ধৃবর্গের বলসাপেক্ষ। অগ্নিপুরাণে আহত, গোমূত্র, প্রভূত, কমলাসন, ঊর্দ্ধগাত্র নামিত বামদক্ষিণ, আবৃত, পরাবৃত, পাদোদ্ধৃত, অবপ্লুত, হংসমার্গ ও বিমার্গ এই কয় প্রকার গদাযুদ্ধের উল্লেখ আছে। মহাভারতে মণ্ডল, গতপ্রত্যাগত, অস্ত্রযন্ত্র, স্থান, পরিমোক্ষ, প্রহারবর্জ্জন, পরিধাবন, অভিদ্রবণ আক্ষেপ, অবস্থান, সবিগ্রহ, পরিবর্ত্ত, সংবর্ত্ত অবপ্লুত উপপ্লুত, উপন্যস্ত ও অপন্যস্ত এই কয়প্রকার গদা যুদ্ধের কৌশলের কথা আছে। গদাযুদ্ধনিপুণ মহাবল ভীম ও দুর্য্যোধন এই সকল যুদ্ধকৌশল প্রকাশে স্বর্গস্থ দেবতাদিগকে বিস্ময়াপন্ন করিয়া ভয়ঙ্কর গদা যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (ভারত, শল্য ৫৭ অঃ।) টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে যুদ্ধকালে শত্রুর চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া যুদ্ধকরার নাম মণ্ডল যে কৌশলে শত্রুর নিকটে উপস্থিত হইয়া সহসা দূরে সরিয়া পড়া যায়, তাহাকে গতপ্রত্যাগত বলে। শত্রুর কঠিন মর্ম্মদেশের আক্ষেপ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে উত্থান বা ভূতলে নিক্ষেপ করাকে অস্ত্রযন্ত্র বলা হইয়া থাকে। আঘাতের উপযুক্ত মর্ম্মদেশ অর্থাৎ কণ্ঠস্থানে আঘাত করাকে স্থান বলিয়া উল্লেখ করা হয়। অতিশয় বেগে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসাকে পরিধাবন, বেগে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হওয়াকে অভিদ্রবণ, শত্রুর যত্ন সকল বিফলতার কারণ সম্পাদন করাকে আক্ষেপ, যুদ্ধ কৌশলে চঞ্চলতা প্রকাশ না করাকে অবস্থান, শত্রু উপস্থিত হইলে পুনরায় তাহার সহিত যুদ্ধ করাকে সবিগ্রহ, শত্রুর চারিদিকে বিচরণ করাকে পরিবর্ত্তন, শত্রুকে এদিক ওদিক সরিতে না দেওয়াকে সংবর্ত্ত, শত্রুর প্রহার হইতে আপনাকে

গদাধরদীক্ষিত, একজন প্রাচীন বৈদিক সূত্রভাষ্যকার, ইঁহার পিতার নাম বামন, ইঁহার রচিত আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রভাষ্য ও পারস্করগৃহ্যসূত্রভাষ্য পাওয়া যায়। বেদজ্ঞ ও যাজ্ঞিকদেব ইঁহার ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

গদাধরনদী, ব্রহ্মপুত্রের একটী শাখা নদী। ভুটানের গিরি-মালা হইতে নির্গত হইয়া জলপাইগুড়ি ও গোয়ালপাড়াকে পশ্চিম ও পূর্বভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইহার গতি বড়ই পরিবর্তনশীল, তাই স্থানে স্থানে নামভেদ ঘটিয়াছে। কাহারও মতে, এই নদী উত্তরাংশে সঙ্কোশ, গোয়ালপাড়ায় গদাধর এবং ইহার নিম্নাংশের প্রাচীন গর্ভ এখনও গদাধর নামে খ্যাত। রায়মাই নামে ইহার একটী শাখা আছে।

গদাধরনাথ, সদুক্তিকর্ণামৃত ধৃত একজন প্রাচীন কবি।

গদাধরপণ্ডিত, চৈতন্যদেবের একজন প্রধান পার্ষদ। গৌরাঙ্গ ইঁহার রাধাভাব দেখিয়াছিলেন। চৈতন্যভক্তগণ ইঁহাকেও বিশেষ ভক্তি করেন।

গদাধরভট্ট, বর্তমান শতাব্দীর বান্দাপ্রদেশের একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। ইঁহার প্রপিতামহ মোহনভট্ট, পিতামহ পদ্মাকর ও পিতা মিহীলাল, তাঁহারা সকলেই কবি ছিলেন, কিন্তু গদাধর কবিতা লিখিয়া পিতৃগণ হইতে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন। ইনি রাজা ভবানীসিংহ দাত-রার সভায় থাকিতেন এবং অলঙ্কার-চন্দ্রোদয় রচনা করেন। কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব ইঁহার কবিতা উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন।

গদাধরভট্টাচার্য্য, সংস্কৃত অধ্যাপক ও বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত। বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণবংশে ইঁহার জন্ম। পিতার নাম জীবাচার্য্য। পাবনা জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীচাপড়া নামক গ্রামে তাঁহার আদিবাস। বিদ্যাভ্যাস করিবার জন্য নবদ্বীপে আসিয়া নৈয়ায়িক হরিরাম তর্কবাগীশের টোলে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। গদাধরের শিক্ষা সমাপ্ত না হইতেই হরিরামের মৃত্যু হয়। টোলের অধ্যাপনা করাইতে পারে হরিরামের এরূপ পুত্র ছিল না। এজন্য তিনি ব্রাহ্মণীকে বলিয়া যান যে, ছাত্রবর্গের মধ্যে গদাধরকে যেন টোলের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। হরিরাম জানিতেন যে, যদিও গদাধরের পাঠ সমাপ্ত হয় নাই, তথাপি এই ছাত্র স্বীয় বুদ্ধিবলে সকল বাধা অতিক্রম করিবে। গদাধর অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ছাত্রগণ সমাধ্যায়ীর নিকট পাঠ স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়া অন্য টোলে পড়িতে গেল। তেজস্বী গদাধর তাহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া হরিরামের টোল পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরের পথের পার্শ্বে একটী স্বতন্ত্র চতুষ্পাঠী ও তৎসংলগ্ন একটী ফুলের বাগান করিলেন। ফুলবাগানের উদ্দেশ্য যে, পণ্ডিতগণ সম্ভবতঃ পূজার জন্য তথায় পুষ্পচয়ন করিতে আসিবেন। সেই সুযোগে তিনি তাঁহাদের সহিত শাস্ত্রালাপ করিয়া নিজ পাণ্ডিত্য প্রচার করিবেন। এদিকে তিনি নিজ বাসস্থান লক্ষ্মীচাপড়া হইতে ছাত্র আনিতে পাঠাইলেন। যতদিন না ছাত্র আসে, ততদিন বাগানে বসিয়া বৃক্ষকে উপলক্ষ করিয়া পড়াইতে লাগিলেন ও আপন ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। অধ্যাপক ও ছাত্র মধ্যে অনেকেই পুষ্প চয়ন করিতে আসিতেন। তাঁহারা গদাধরের অধ্যাপনা-প্রণালী ও ব্যাখ্যা শুনিয়া মনে মনে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ছাত্রগণ গোপনে আসিয়া তাঁহার নিকট নানা বিষয়ের সন্দেহভঞ্জন করিয়া লইতে লাগিলেন, কেহ বা তাঁহার কৃত ব্যাখ্যা বিশদ ভাবে তুলিয়া লইতে লাগিলেন। জগদীশ তর্কালঙ্কার সেই সময় নবদ্বীপের একজন প্রধান নৈয়ায়িক, তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রশংসাও সুদূর বিস্তৃত। গদাধর বৌদ্ধাধিকারদীধিতির টীকা রচনা করেন। তাহাতে লিপিকর ভ্রমক্রমে "নিত্যত্বে" পাঠের পরিবর্তে ".নত্যত্বে" লিখিয়া বসেন। সেই পত্র কোন মতে জগদীশের টোলের কোন ছাত্রের হস্তে পতিত হয়। ছাত্রেরা উপহাস করিয়া সেই পত্র একটী কুকুরের গলায় বাঁধিয়া দেয়। গদাধর এই সংবাদ পাইয়া কুকুরের গলা হইতে তাহা খুলিয়া লইয়া নিজ বুদ্ধিবলে "নিত্যত্বে" পাঠই বজায় রাখিয়া নূতনরূপে ব্যাখ্যা করিয়া সেই টীকা জগদীশের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। জগদীশ তর্কালঙ্কার ঐ টীকা পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, "গদাধরের টীকা পড়িয়া আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না, যে কোন পাঠ প্রকৃত।" জগদীশের এই কথায় গদাধরের খ্যাতি নবদ্বীপে পরিব্যাপ্ত হইল। তৎপরেই ছাত্রগণ অবাধে তাঁহার চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নার্থ আসিতে লাগিল। গদাধরের বংশধরেরা এক্ষণেও নবদ্বীপে রহিয়াছেন। গদাধর হইতে সাতপুরুষ হইয়াছে। তাহাতে বোধ হয় যে, দুইশত বর্ষের পূর্ব্বে গদাধর জীবিত ছিলেন। কথায় বলে—

"হরের গদা, গদার জগ।
জগার বিশু, লোকে কয়।"

অর্থাৎ হরিরামের ছাত্র গদাধর ভট্টাচার্য্য, গদাধরের ছাত্র জয়রাম ও জয়রামের ছাত্র বিশ্বনাথ।

গদাধর ভট্টাচার্য্য অনেক টীকা প্রণয়ন করেন। সাধারণতঃ সেই সমস্ত "গাদাধরী টীকা" ও "গদাধরী পাতড়া" বলিয়া কথিত।

গদাধর ব্রহ্মনির্ণয় নামে একখানি স্তোত্র, মুক্তিবাদ

গদালোল (স্ত্রী) গয়াতীর্থের একটী তীর্থ। বিষ্ণু কোলকে মারিয়া যে স্থানে গদাটী ধুইয়াছিলেন, সেই স্থান গদালোল। (গয়ামাহাত্ম্য)

গদাবসান (স্ত্রী) গদায়া অবসানং ক্ষেপণাগতেরবসানমত্র বহুব্রী। মথুরার নিকটবর্ত্তী একটী স্থান। শ্রীকৃষ্ণ কংসবধ করিলে কংস-শ্বশুর জরাসন্ধ জামাতৃহন্তা বসুদেবনন্দনকে সংহার করিবার অভিপ্রায়ে একটী গদাকে নবনবতিবার ঘুরাইয়া গিরিব্রজ হইতে মথুরায় নিক্ষেপ করেন। গিরিব্রজ হইতে মথুরা ১০০ যোজন, গদা মথুরা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিল না। ৯৯ যোজন আসিয়াই ভূতলশায়ী হইল। যে স্থানে গদা পতিত হয়, মথুরার নিকটবর্ত্তী সেইস্থানকে গদাবসান বলে। (ভারত ২। ১৮ অঃ)

গদাসন (স্ত্রী) আসনবিশেষ। হাত দুইটী ঊর্দ্ধ করিয়া গদার ন্যায় উপবেশনকে গদাসন বলে, এই আসনে সিদ্ধি হইয়া থাকে। "গদাসনমথোবক্ষ্যে শৃণু ত্বং বদনে শুভে।
ঊর্দ্ধবাহুর্ভবেৎ যেন তত্র সাধনহেতুনা।" (রুদ্রযা°)

গদাহ্ব (স্ত্রী) গদ এব আহ্বা যস্যা বহুব্রী। কুষ্ঠ, কুড়।

গদাহ্বয় (স্ত্রী) গদ ইত্যাহ্বয়ো যস্য বহুব্রী। কুষ্ঠ, কুড়।

গদিত (ত্রি) গদ-কর্ম্মণি-ক্ত। ১ কথিত, উক্ত। (ক্লী) গদ ভাবে-ক্ত। ২ কথন।

গদিতোজ্জ্বলা (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। "নজভজৈঃ সহিতা গদিতোজ্জ্বলা।" (বৃত্তরত্না°) যে সমবৃত্তের প্রতি চরণের ৭ম, ১০ম ও ১২শ অক্ষর গুরু; অপর সকল অক্ষরই লঘু, তাহার নাম গদিতোজ্জ্বলা। ইহার প্রতিচরণে ১২টী করিয়া অক্ষর থাকে। কোন ব্যাখ্যাকার উক্ত ছন্দের উজ্জ্বলা নাম বলিয়া থাকেন।

গদিন্ (পুং) গদা বিদ্যতে যস্য গদা ইনি। ১ বিষ্ণু।
"কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ" (গীতা)
(ত্রি) ২ যাহার গদা আছে, গদাধারী।
"পিনাকিনং বজ্রিণং দীপ্তশূলং
পরশ্বধিনং গদিনং স্বায়ুধাসিম্।" (ভারত, দ্রোণ ২০১ অঃ)
গদো রোগোঽস্যাস্তি গদ-ইনি। ৩ রোগযুক্ত, রোগী। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

গদী (হিন্দী) ১ আসন। ২ মোটা কাপড়ের ভিতর তুলা-পোরা ও টোপ্ তোলা শয্যাবিশেষ। ৩ মহাজনের কর্ম্মস্থান।

গদ্খালী বঙ্গের যশোর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। কলিকাতা হইতে যশোর যাইবার পথে কবদক (কপোতাক্ষ) নদীর ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ২´ ৩৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৯° ৬ পূঃ। খেজুরাকাড়ির উৎপাদের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ।

গদ্গদ (পুং) গদ্গদ-শব্দাৎ ভাবে অচ্। ১ অব্যক্ত অস্পষ্ট শব্দ। (ত্রি) ২ অস্পষ্ট শব্দযুক্ত। নিদানপ্রণেতা মাধবকরের মতে কফ ও বায়ু শব্দবাহিনী ধমনী আবৃত করিলে শব্দ স্পষ্ট হইয়া বাহির হইতে পারে না, এই কারণেই গদ্গদস্বর হইয়া থাকে।

সাহিত্যদর্পণের মতে স্বরভঙ্গকে গদ্গদ স্বর বলে, ইহা সাত্ত্বিক ভাবের অন্তর্গত; মদ, অতিশয় আহ্লাদ বা পীড়াই ইহার প্রতি কারণ।

"বিললাপ স বাষ্পগদ্গদং সহজামপ্যপহায় ধীরতাম্।" (রঘু)

গদ্গদক (ত্রি) গদ্গদে চাটুবাক্যে কুশলঃ গদ্গদ-কন্ (আকর্ষাদিভ্যঃ কন্। পা ৫।২।৬৪) চাটুবাক্যনিপুণ।

গদ্গদধ্বনি (পুং) গদ্গদঃ স্খলিতঃ অব্যক্তধ্বনিঃ। ১ অব্যক্ত ধ্বনি। (ত্রি) গদ্গদধ্বনিবিশিষ্ট বহুব্রী। ২ যাহার কথা স্পষ্ট হয় না, অব্যক্ত স্বর যুক্ত।

গদ্গদস্বর (পুং) গদ্গদঃ স্খলিতঃ অব্যক্তঃ স্বরো ধ্বনিঃ। অব্যক্ত ধ্বনি।
"সগদ্গদস্বরং কিঞ্চিৎ প্রিয়ং প্রাহেন ভাবতে।" (সাহিত্যদ°)

গদ্ধি (দেশজ) ১ পরিহাস, কৌতুক।
২ নিজাম ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী জাতিবিশেষ। গড়মুক্তেশ্বর, মথুরা ও মালপুর অঞ্চলে অনেকের বাস। অনেকেই ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। আচার ব্যবহার অনেকটা ঘোষীর ন্যায়। [ঘোষী দেখ।]

গদ্য (ত্রি) গদ-যৎ (গদমদচর-যমশ্চানুপসর্গে। পা ৩।১।১০০) ১ কথনীয়, যাহা বলা উচিত।
"সত্যং কথং বিয়োগস্য গদ্যমস্য যথা মম।" (ভট্টি ৬।৬৭)
(ক্লী) ২ রচনাবিশেষ, যাহা ছন্দোবদ্ধে রচিত নহে। সাহিত্যদর্পণের মতে বৃত্তবন্ধোজ্ঝিত বাক্যকে গদ্য বলে। ইহা চারিভাগে বিভক্ত—মুক্তক, বৃত্তগন্ধি, উৎকলিকা-প্রায় ও চূর্ণক।

সমাসরহিত গদ্যভাগকে মুক্তক বলে। যথা, গুরুর্বচসি, পৃথুরুরসি, অর্জ্জুনো যশসি ইত্যাদি। যে গদ্যভাগের কতক অংশে কোন একটী বৃত্তের কিয়দংশ থাকে, তাহাকে বৃত্তগন্ধি বলে। যথা—"সমরকণ্ডূ-নিবিড়ভুজদণ্ডকুণ্ডলীকৃতকোদণ্ড-শিঞ্জিনী টঙ্কারোজ্জাগরিতবৈরিনগরঃ" এই গদ্য ভাগের "কুণ্ডলীকৃতকোদণ্ড" এই অংশটুকু অনুষ্টুভের লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে বৃত্তগন্ধি বলা যাইতে পারে।

দীর্ঘসমাসযুক্ত গদ্যকে উৎকলিকাপ্রায় বলে। যথা "অনিশনিশিতশিলীমুখনিকরবিদলিতবিপক্ষপক্ষপ্রবরবীর-বর্গ" ইত্যাদি।

অল্পসমাসযুক্ত এবং প্রসাদগুণভূষিত গদ্যকে চূর্ণক বলে। যথা, "গুণরত্নাগার জগদেকনাগর কামিনীমদন জনরঞ্জন" ইত্যাদি।

ছন্দোমঞ্জরীর মতে গদ্য তিনপ্রকার—বৃত্তক, উৎকলিকা-প্রায় ও বৃত্তগন্ধি। কঠোর অক্ষরশূন্য অল্পসমাসযুক্ত গদ্যকে বৃত্তক বলে, ইহা বৈদর্ভী রীতিতে রচিত হয়। কঠোরাক্ষর ও বহুতর সমাসযুক্তকে উৎকলিকাপ্রায় এবং বৃত্তের একদেশযুক্তকে বৃত্তগন্ধি গদ্য বলে।

কাব্যাদর্শের মতে পাদলক্ষণরহিত পদসমূহকে গদ্য বলে। গদ্যকাব্য প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত, কথা ও আখ্যায়িকা। (কাব্যাদর্শ ১ পরিচ্ছেদ।) [কাব্য দেখ।]

গদ্যাণ (পুং) পরিমাণবিশেষ। ভাবপ্রকাশের মতে দুই যবে এক গুঞ্জা, ৮ গুঞ্জায় এক মাষ এবং ৬ মাষ বা ৪৮ গুঞ্জায় এক গদ্যাণ হয়। কোন কোন বৈদ্যকের মতে, ৭ গুঞ্জায় এক মাষ, ৬ মাষে বা ৪২ গুঞ্জায় এক গদ্যাণ হয়।

গদ্যাণক (পুং) গদ্যাণ এব স্বার্থে কন। ১ গদ্যাণ। ২ লীলাবতী উক্ত পরিমাণ বিশেষ। লীলাবতীর মতে ২ যবে এক গুঞ্জা, ৩ গুঞ্জায় এক বল, ৮ বলে এক ধরণ ও ২ ধরণে এক গদ্যাণক হয়।

কোন কোন পুস্তকে 'গদ্যাণক' স্থলে গদ্যানক বা গদ্যানক এইরূপ পাঠও লক্ষিত হয়। কোন বৈদ্যকের মতে ৬৪ গুঞ্জা বা রতিতে এক গদ্যাণক হয়।

গদ্রা, ১ বোম্বাই প্রদেশের কাঠিয়াবাড়ের গোহেলবারপ্রান্তের অন্তর্গত একটী নগর। লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে সহজানন্দ-প্রতিষ্ঠিত স্বামী নারায়ণ সম্প্রদায়ের এখানে একটী প্রধান আড্ডা আছে। এইখানে সহজানন্দ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ফৌজদারী আদালত, বালক ও বালিকাবিদ্যালয় এবং ঔষধালয় আছে।

২ সিন্ধুপ্রদেশের থর ও পার্কর জেলার অন্তর্গত উমারকোট তালুকের একটী নগর। এখানে প্রায় দুই সহস্র লোকের বাস।

গধালি, কাঠিয়াবাড়ের গোহেলবারপ্রান্তের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। উজলবার রেল ষ্টেসন্ হইতে ৩।০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত, এখানে তিনজন করদ সামন্তের অধীন তিনখানি গ্রাম আছে। আয় প্রায় ৯০০০৲ টাকা, তন্মধ্যে বরদার গাইকবাড়কে ১৬৯৯৲ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে ৩০০৲ টাকা কর দিতে হয়।

গধি দূভার, উ° প° প্রদেশের মজফরনগর জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানে দুই সহস্রাধিক লোকের বাস, তন্মধ্যে বলুচ মুসলমানই অধিক। এখানে কএকটী ইষ্টকালয়, তিনটী মস্‌জিদ্ ও প্রাত্যহিক বাজার আছে। এখানে চিনি ও লবণের ব্যবসাই অধিক। গ্রামের চারিদিকে সুন্দর উপবন।

গধিয়া, দক্ষিণ কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। গিরিজঙ্গলের ধারে অবস্থিত। ইহার মধ্যে দুইখানি গ্রাম দুইজন সামন্তের অধীন। আয় প্রায় ২৫০০৲ টাকা, তন্মধ্যে বরদার গাইকবাড়কে ২১৪৲ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে ২০৲ টাকা কর দিতে হয়।

গধুল, কাঠিয়াবাড়ের গোহেলবারপ্রান্তের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ধোলা রেলপথের ২।০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। দুইজন সামন্তরাজের অধীন। আয় প্রায় ৩০০০৲ টাকা, তন্মধ্যে বরদার গাইকবাড়কে ১৬৮৲ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে ২৮৲ টাকা কর দিতে হয়।

গধ্‌কা, কাঠিয়াবাড়ের হলার প্রান্তের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। একজন করদ সামন্তের অধীনে এখানে ছয়খানি গ্রাম আছে। রাজকোট হইতে ৫ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। আয় ১০০০০৲ টাকা, তন্মধ্যে বৃটিশ গবর্মেণ্টকে ৪৬০৲ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে ২০০৲ টাকা কর দিতে হয়।

গধ্য (ত্রি) [বৈ] গ্রহ-যৎ পৃষোদরাদি-বৎ নিপাতনে সাধুঃ। প্রাপ্য, যাহা পাইবার যোগ্য। "যাং বাজী রথস্তে বাজিনেয়ো মহো বাজস্য গধ্যস্য সাতৌ।" (ঋক্ ৮।২৬।২)

'গধ্যস্য প্রাপ্যস্য' (সায়ণ)।

গনতঙ্গ, পঞ্জাব প্রদেশের বসহর বিভাগে স্থিত কুনাবার ও চীনসাম্রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী গিরিসঙ্কট। অক্ষা° ৩১° ৩৮′ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ৪১′ পূঃ। ঐ সঙ্কটের উপর স্থিত গনতঙ্গ পর্ব্বত। ইহা উচ্চে ২১২২৯ ফিট হইবে। ইহার সর্ব্বোচ্চ স্থানসমূহ চিরদিনঃ বরফাবৃত থাকে। বরফাবৃত বলিয়া এই স্থানের পার্শ্বভাগ দৃশ্য ভয়াবহ ও পর্ব্বতটী দুরারোহ। এখানে কোন বৃক্ষাদি জন্মে না। গিরিসঙ্কট হইতে পর্ব্বতশিখরের উচ্চতা ১৮২৯৫ ফিট।

গমুটিয়া, জেলা বীরভূমের অন্তর্গত পুকুর পরগণার একটী নগর। অক্ষা° ২৩° ৫২′ ৩০″ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭° ৫২′ ৪৫″ পূঃ। এই গণ্ডগ্রামখানি মোর (ময়ূরাক্ষী) নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত, এই স্থানে পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে রেশমের চাষ হইত। গ্রামের সমস্ত অধিবাসীরা গুটী ভাঙ্গিয়া রেশম তৈয়ার করিয়া ইংরাজের কুঠিতে বিক্রয় করে। ইহাই তত্রত্য বাসন্দাদিগের একমাত্র জীবনোপায়।

খৃষ্টীয় ১৭৮৬ অব্দে ফ্রাসহার্ড সাহেব সর্ব্বপ্রথমে এইখানে

রেশমব্যবসার জন্য একটী কুঠি নির্ম্মাণ করেন এবং ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির এজেণ্ট হইয়া এই বীরভূমিজাত রেশম পাট করিয়া রপ্তানি করিতেন। গন্টিয়ায় আর সে পরিমাণে তুঁতের চাষ হয় না। ফ্রাসহার্ড সাহেবের ঐ কুঠি এক্ষণে কলিকাতার একজন ইংরাজ বণিক্ ক্রয় করিয়াছেন। তিনিই এখনকার স্বল্পজাত তুঁত রেশম কলিকাতায় আমদানী করিয়া থাকেন।

গনিমর্দ্দী, বোম্বাই প্রদেশের সম্পগাঁও উপবিভাগের ১০ মাইল দক্ষিণে হিরেনন্দীহল্লী গ্রামের নিকটস্থ একটী পর্ব্বতশ্রেণী। ইহা সমতলক্ষেত্র হইতে ৬০০ ফিট উচ্চ। পর্ব্বতটী সমস্তই কালপাথরের।

গন্তব্য (ত্রি) গম-তব্য। গমনীয়, গমন করিবার যোগ্য।

"গন্তব্যমস্তি কিয়দিত্যসকৃদ্‌ব্রুবাণা

রামাশ্রুণঃ কৃতবতী প্রথমাবতারম্।" (উত্তরচরিত)

গন্তি (দেশজ) গণনা।

গন্তু (ত্রি) গম-কর্ত্তরি তুন্ (সিতনিগমিমসিসচ্যবিধাঞ্ক্রুশিভ্যস্তুন্। উণ্ ১। ৭০) ১ পথিক। (উজ্জ্বলদত্ত) ২ গমনকর্ত্তা, যে গমন করে। (পুং) গম-ভাবে তুন্। ২ গমন।

"মা নো মর্ত্তা রীরিষতায়ুর্গন্তোঃ।" (ঋক্ ১৮৯।৯)

'গন্তোঃ" কৃতস্তায়ুষো গমনাৎ পূর্ব্বং সায়ণ। সায়ণাচার্য্য 'গন্তোঃ' এই পদের সাধনপ্রণালীতে লিখিয়াছেন "গন্তোঃ 'ভাবলক্ষণে স্থেণ্' (পা ৩। ৪। ১৬) ইতি গমেস্তোসুন্ প্রত্যয়ঃ।" ইহাতে বোধ হয় যে সায়ণাচার্য্যের মতে গম ধাতুর উত্তর পাণিনির ৩।৪।১৬ সূত্র অনুসারে তোসুন্ প্রত্যয় হইয়া গন্তোঃ শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু পাণিনির ৩।৪।১৬ সূত্রে গমধাতুর পাঠ নাই, ভাষ্যকার, বৃত্তিকার বা বার্ত্তিককার ঐ সূত্র অনুসারে গন্তোঃ প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারে এরূপ কোন উল্লেখ করেন নাই। এস্থলে সায়ণের মত গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কেহ কেহ গমধাতুর উত্তর বাহুল্যে তোসুন্ প্রত্যয় হইয়া গন্তোস্ সিদ্ধ হয় এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে গন্তোস্ শব্দ এবং ঐ শব্দটী অব্যয়। ৩ সন্মার্গ, উৎকৃষ্ট পথ। "যুযোত ন অনপত্যানি গন্তোঃ" (ঋক্ ৩।৫৪।১৮) 'গন্তোঃ সন্মার্গাৎ।' সায়ণ। এ স্থলে সায়ণাচর্য্যের মতেও গম ধাতুর উত্তর তুন্ প্রত্যয়ে গন্তু পদ সিদ্ধ হইয়াছে। 'গন্তোঃ গম্ন গতৌ তুন্ প্রত্যয়ঃ।' সায়ণ।

গন্তৃ (ত্রি) গম-শীলার্থে-তৃন্। ১ গমনশীল। ২ প্রাপ্তিশীল। শীলার্থে তৃন্ করিয়া যে গন্তৃ শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহার কর্ম্মে ষষ্ঠী হয় না। "তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ।" (গীতা ২।৫২) গম-কর্ত্তরি-তৃচ্। ৩ গমনকর্ত্তা, যে গমন করে। ইহার কর্ম্মে ষষ্ঠী হয়। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইয়া গন্ত্রী শব্দ সিদ্ধ হয়।

গন্ত্রী (স্ত্রী) গম্যতেঽনয়া গম-ষ্ট্রন্ (সর্ব্বধাতুভ্যঃ ষ্ট্রন্। উণ্ ৪।১৫৮) ততো ঙীপ্। ১ বৃষবহনীয় শকট, গোরুর গাড়ী। ২ গমনকারিণী স্ত্রী।

"গন্ত্রী বসুমতীনাশমুদধির্দৈবতানি চ।" (যাজ্ঞবল্ক্য ৩।১০)

গন্ত্রীরথ (পুং) গন্ত্রীরথইব যদ্বা গন্ত্রীণাং গচ্ছন্তীনাং স্ত্রীণাং গমনায় রথঃ ৬তৎ। শকট। (অমর)

গন্দিকা (স্ত্রী) নগরীবিশেষ। এই শব্দটী সিদ্ধ্যাদি গণান্তর্গত।

গন্ধ (পুং) গন্ধ অচাদিত্বাদচ্। ১ ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ। প্রাচীন আর্য্য দার্শনিকগণের মতে কেবল পৃথিবীতেই গন্ধ আছে আর কোন পদার্থে গন্ধ নাই। জল প্রভৃতি অন্য যে কোন পদার্থে আপাততঃ গন্ধের উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহা বাস্তবিক জলাদির গন্ধ নহে, উহাদের সহিত মিশ্রিত পার্থিবাংশের গন্ধ আছে আর কোন পদার্থে গন্ধ নাই। জল প্রভৃতি অন্য যে কোন পদার্থে আপাততঃ গন্ধের উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহা বাস্তবিক জলাদির গন্ধ নহে, উহাদের সহিত মিশ্রিত পার্থিবাংশের গন্ধ। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা জলের গন্ধ স্বীকার করিয়া থাকেন, উট্ বহুদূর হইতে জলের গন্ধ পায়, ইহাই তাহাদের প্রধান প্রমাণ, উট্ যদি জলের গন্ধ না পাইত, তবে বহুদূর হইতে জলের অনুসরণ করিয়া জলের নিকটে উপস্থিত হইতে পারিত না। আধুনিক মত ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। আমরা বিশুদ্ধ পরিষ্কৃত জলের কোন গন্ধ পাই না, কিন্তু নিকটে জলাশয় থাকলে বায়ুর শীতল স্পর্শেই তাহার অনুমান করিয়া থাকি। বায়ু যে প্রকারে বহুদূরস্থিত পদার্থের গন্ধ লইয়া আমাদের নাসিকার নিকটে উপস্থিত হইলে আমরা দূরস্থিত পদার্থের গন্ধ পাইয়া থাকি, সেই প্রকার বায়ু জলের শীতলস্পর্শ (শীতল স্পর্শযুক্ত জলীয় সূক্ষ্মাংশও) বহন করিয়া থাকে, তাহাতে আমরা দূরস্থিত জলাশয়ের অনুমান করিতে পারি। আমাদের প্রায় উটও দূরস্থিত জলের স্পর্শ অনুভব করিয়াই জলের অনুসরণ করিয়া থাকে। এইরূপ স্বীকার করিলেই চলিতে পারে। ইহা না করিয়া কোন উটের অনুরোধে মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য জলের গন্ধ স্বীকার করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

বৈশেষিকদর্শনের উপস্কারপ্রণেতা শঙ্করামিশ্রের মতে গন্ধ নিত্য ও অনিত্য এই দুইভাগে বিভক্ত। নিত্য পৃথিবী বা পরমাণুতে যে গন্ধ আছে, তাহাই নিত্য, কখনও

তাহার বিনাশ হইবে না। ইহা ব্যতীত বালুক প্রভৃতি-জন্য পৃথিবীর গন্ধ অনিত্য, পাক প্রভৃতি কারণে বিনষ্ট হইয়া থাকে।(১)

মুক্তাবলীকার বিশ্বনাথের মতে সকল গন্ধই অনিত্য। তিনি নিত্য গন্ধ স্বীকার করেন না।

দার্শনিকের মতে এই গন্ধ আবার দুই প্রকার, সুরভি ও অসুরভি। মহাভারতের মতে গন্ধ দশভাগে বিভক্ত।(২) ১ ইষ্ট, ২ অনিষ্ট, ৩ মধুর, ৪ অম্ল, ৫ কটু, ৬ নির্হারী, ৭ সংহত, ৮ স্নিগ্ধ, ৯ রূক্ষ ও ১০ বিশদ। ইহাদের মধ্যে কস্তুরী প্রভৃতির গন্ধ ইষ্ট, বিষ্ঠাদির গন্ধ অনিষ্ট, মধুযুক্ত পুষ্পাদির গন্ধ মধুর, মরিচ প্রভৃতির গন্ধ কটু, হিঙ্গুর গন্ধ নির্হারী, মিশ্রিত গন্ধ চিত্র, সদ্য তপ্ত ঘৃতের গন্ধ স্নিগ্ধ, সর্ষপ তৈলের গন্ধ রূক্ষ, শালীতণ্ডুলের গন্ধ বিশদ ও তিন্তিড়ী প্রভৃতির গন্ধ অম্ল নামে বিখ্যাত।

কালিকাপুরাণের মতে সুরভি গন্ধ পাঁচভাগে বিভক্ত—চূর্ণীকৃত, ঘৃষ্ট, দাহাকর্ষিত, সম্মর্দ্দজ রস ও প্রাণীর অঙ্গসম্ভব রস। গন্ধদ্রব্যের চূর্ণ, গন্ধপত্র বা পুষ্পের চূর্ণ এই সকল প্রকার গন্ধকে চূর্ণীকৃত গন্ধ বলে। চন্দন, সরল ও নমেরুর ঘর্ষণ জন্য গন্ধ এবং অগুরু প্রভৃতি ঘর্ষণ দ্বারা যাহার গন্ধ নির্গত করিয়া দেবতাকে অর্পণ করা যায়, ইহাদিগকে ঘৃষ্ট গন্ধ বলে। দেবদারু, অগুরু, পদ্ম, গন্ধসার ও চন্দন-দিয়া চোয়াইয়া যে সুগন্ধি রস নির্গত হয়, তাহার নাম দাহাকর্ষিত গন্ধ। সুগন্ধ করবীর, বিল্ব, গন্ধিনী এবং তিলক প্রভৃতি নিষ্পীড়ন করিয়া যে রস গৃহীত হয়, তাহার নাম সম্মর্দ্দজগন্ধ। মৃগনাভি বা তাহার কোষ হইতে যে গন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম প্রাণাঙ্গজগন্ধ। ইহা স্বর্গবাসীদের অত্যন্ত আমোদপ্রদ। কর্পূর ও গন্ধসারাদি চূর্ণ এবং ঘৃষ্ট এই উভয়ের অন্তর্গত।

(কালিকাপুরাণ ৬৯ অধ্যায়।)

তন্ত্রসারের মতে মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা দেবতাদিগকে গন্ধ দিতে হয়। [গন্ধযুক্তি দেখ।]

২ লেশ। ৩ সম্বন্ধ। ৪ গন্ধক। ৫ গর্ব্ব। ৬ শোভাঞ্জন। (শব্দরত্নাবলী)

(স্ত্রী) ৭ কৃষ্ণাগুরু। (ত্রি) গন্ধোঽস্ত্য অস্য গন্ধ-অচ্। ৮ গন্ধযুক্ত, যাহার গন্ধ আছে। ৯ প্রতিবেশী।

বহুব্রীহি সমাস হইলে উৎ, পূতি, সু, ও সুরভিশব্দের পরবর্ত্তী গন্ধ শব্দের অকারের স্থানে ইকার হয়। যথা উদ্গন্ধিঃ, পূতিগন্ধিঃ, সুগন্ধি, সুরভিগন্ধিঃ।

গন্ধক (পুং) গন্ধোঽস্ত্যস্য গন্ধ-অচ্, ততঃ স্বার্থে কন্। ১ শিগ্রুবৃক্ষ। (শব্দরত্নাবলী) সজনা। ২ স্বনামখ্যাত উপধাতু-বিশেষ। পর্য্যায়—গন্ধাশ্ম, সৌগন্ধিক, গন্ধিক, সুগন্ধিক, গন্ধপাষাণ, পামারি, গন্ধমোদন, পূতিগন্ধ, অতিগন্ধ, বর, সুগন্ধ, দিব্যগন্ধ, রসগন্ধক, কুষ্ঠারি, ক্রূরগন্ধ, কীটঘ্ন, শরভূমিজ, গন্ধী। বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, তীব্র, অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধিকর। (রাজনি°) কৃমি, প্লীহা ও নেত্ররোগনাশক। (রাজবল্লভ)

ভাবপ্রকাশে গন্ধকের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে।—কোন একদিন দেবী ভগবতী শ্বেতদ্বীপে ক্রীড়া করিতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রখানি আর্ত্তবরক্তে প্লাবিত হয়। পর্ব্বতনন্দিনী আস্তে ব্যস্তে সেই কাপড় পরিয়াই ক্ষীরসমুদ্রে স্নান করেন। ইহাতে রজঃ নিঃসৃত হয়, তাহা হইতে গন্ধকের উৎপত্তি হয়। গন্ধক বর্ণভেদে চারিপ্রকার। রক্ত, পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ। স্বর্ণসংস্কারবিষয়ে রক্তবর্ণ, রসায়নক্রিয়াতে পীতবর্ণ ও ব্রণ-আলেপন বিষয়ে শ্বেতবর্ণ গন্ধক প্রশস্ত। কৃষ্ণবর্ণ গন্ধক স্বর্ণসংস্কারাদি সমস্ত কার্য্যে প্রশস্ত, কিন্তু প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব° ১ম ভা°।) অশুদ্ধগন্ধক কুষ্ঠ, পিত্তরোগ ও ভ্রান্তিজনক এবং বীর্য্য, বল ও রূপনাশক, সুতরাং গন্ধক শোধন না করিয়া প্রয়োগ করিতে নাই।

গন্ধকশোধনপ্রণালী—একটী লৌহনির্ম্মিত পাত্রে ঘৃত চাপাইয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। ঘৃত উত্তপ্ত হইলে তাহার সমান পরিমাণ গন্ধকচূর্ণ তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। গন্ধক গলিয়া গেলে সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া দুগ্ধ মধ্যে ফেলিবে। এইরূপ করিলেই গন্ধক শোধিত হইবে। শোধিত গন্ধকের গুণ—কটু, তিক্ত, কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, মল ভগ্নাবাশষ্ট, পিত্ত-বৃদ্ধিকর, কটুপাক, রসায়ন এবং কণ্ডু, বিসর্প, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, কফ ও বায়ুনাশক। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব° ২ ভা°)

রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে গন্ধকের শোধনপ্রণালী—একটী ভাঁড়ের মধ্যে দুধ ও ঘৃত রাখিয়া কাপড় দিয়া ভাঁড়ের মুখ বাঁধিয়া দিবে এবং তাহার উপরে গন্ধক রাখিয়া সরা ঢাকা দিয়া সন্ধিস্থানে লেপ দিবে। পরে মাটির মধ্যে পুঁতিয়া উপরে লঘু পুট প্রদান করিলে গন্ধক গলিয়া দুগ্ধে

---

(১) "এতেন নিত্যেষু নিত্যত্বমুক্তং।" (বৈশেষিক সূ°) 'রূপাদীনামেষাং চতুর্ণাং নিত্যেষ্বণুষু বর্ত্তমানানাং নিত্যত্বমুক্তম্।' (উপস্কার)

(২) "ইষ্টশ্চানিষ্টগন্ধশ্চ মধুরোঽম্লঃ কটুস্তথা।
নির্হারী সংহতঃ স্নিগ্ধো রূক্ষো বিশদ এব চ।
এবং দশবিধো জ্ঞেয়ঃ পার্থিবো গন্ধ ইত্যুত।" (ভারত ১০।৫০ অঃ)

পতিত হইবে। এই বিশুদ্ধ গন্ধক ঔষধার্থ প্রয়োগ করিবে। বিশুদ্ধ গন্ধকের গুণ—রসায়ন, সুমধুর, পাকে কটু ও উষ্ণ, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও বীসর্পরোগনাশক। অগ্নিবৃদ্ধিকর, পাচন, আমশোধক ও নিবারক, কৃমিনাশক, বিষঘ্ন, পুত্রোৎপাদক, ইন্দ্রিয়ের বলকারক ও বীর্য্যপ্রদ। ইহা স্বর্ণ হইতেও অতিশয় বীর্য্যকর। রসেন্দ্রসারসংগ্রহে গন্ধকশোধনের আর একটী উপায়ও লিখিত আছে,—গন্ধকচূর্ণ ভৃঙ্গরাজ রসে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুকাইবে। এইরূপ তিনবার করিয়া কুলকাঠের আগুনে গলাইয়া বস্ত্রাবৃত পাত্রপূর্ণ ভৃঙ্গরাজরসে ঢালিয়া দিবে। এইরূপ দুইবার করিয়া ধৌত ও শুষ্ক করিলে গন্ধক শুদ্ধ হয়। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

পাশ্চাত্যমতে গন্ধক শুদ্ধ হরিদ্রাবর্ণ, কখন হরিদ্রাবর্ণের সঙ্গে অন্যান্য রঙের আভা থাকে। ইহা দহনশীল, কঠিন, ভঙ্গপ্রবণ, স্বাদবিহীন, ২২৬° ডিগ্রি উত্তাপে গলিয়া যায়। ৫৬০° ডিগ্রি উত্তাপে দগ্ধ হয়। পুড়িবার সময় ইহা হইতে এক প্রকার গন্ধ ও নীলবর্ণ শিখা বাহির হয়। অধিক উত্তাপে শিখা শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। গন্ধক খনিজ, কিন্তু ধাতু নহে। খনিতে ইহা কখন স্বতন্ত্র, কখন বা সীসা, দস্তা, সোহা, বিষ, পারদ, লৌহ ও তাম্রের সহিত মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। সরিষার বীজের মধ্যেও গন্ধকের অংশ আছে। ডিমের শ্বেত অংশে ও মনুষ্যদেহের রক্তের মধ্যে গন্ধক দেখা গিয়া থাকে। খনিজ গন্ধকই সচরাচর ব্যবহার হয়। অন্যান্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত থাকিলে চোলাই করিয়া গন্ধক বাহির করিয়া লইতে হয়। দ্রবগন্ধক ছাঁচে ফেলিয়া গন্ধকের বাতি প্রস্তুত হয়। আগ্নেয়পর্ব্বতের পার্শ্বদেশেই অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে গন্ধক পাওয়া যায়। য়ুরোপের স্পেন, সিসিলি, সুইজর্লণ্ড, আমেরিকার ইউনাইটেডষ্টেট্‌স্ বা যুক্তরাজ্য, এসিয়ার, পারস্য, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, বলুচীস্থান, আফগানিস্থান, উত্তরব্রহ্ম, ভারতের মরিপাহাড়, দেরা-ইস্মাইল খাঁ, উদয়পুর প্রভৃতি স্থানে অধিক পরিমাণে গন্ধক পাওয়া যায়। এক্ষণে দক্ষিণ ভারতে মসলিপত্তন, সালেম, কদাপা, ত্রিবাঙ্কুড়, ত্রিচিনপল্লী, উত্তর আরকট প্রভৃতি স্থান হইতে অল্প পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। ভারতের নানাস্থানে উষ্ণপ্রস্রবণে অনেক গন্ধক দেখা যায়। এরূপ উষ্ণপ্রস্রবণ বনখাপ, সিলিবিশ প্রভৃতি নানাস্থানে আছে।

গন্ধক হইতে অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে এদেশে গন্ধকের দেশালাই হইত। এখনকার অনেক দেশালাইয়ে গন্ধক দেওয়া হয়।

পাশ্চাত্যমতে গন্ধক হইতে অনেক ঔষধ প্রস্তুত হয়। গন্ধকের ভাপ্‌রা লইলে রক্ত পরিষ্কার হয়। ফুস্ফুসের পীড়া, বুকে সর্দ্দিবসা, যক্ষ্মা, উদরাময়, গলাউঠা, ক্রিমিরোগ, খোসপাঁচড়া, বসন্ত, বাত, বহুমূত্র, আমাশয় প্রভৃতি রোগে গন্ধকের প্রয়োগ বিশেষ উপকারজনক। কি হোমিওপ্যাথি, কি এলোপ্যাথী উভয়বিধ চিকিৎসাপ্রণালীতেই ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

গন্ধককজ্জলী (স্ত্রী) ঔষধবিশেষ। রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—কণ্টকারী, নিসিন্দা ও নাটাকরঞ্জের রস একটী পাত্রে রাখিয়া তাহাতে গন্ধক নিক্ষেপ করিবে এবং অল্প আগুনে জ্বাল দিবে। গন্ধক গলিয়া গেলে গন্ধকের সমান পরিমাণ পারা তাহাতে দিবে। যখন দেখিবে যে পারা ও গন্ধক মিশিয়াছে, তখন নামাইয়া মাড়িতে থাকিবে। এইরূপে মাড়িতে থাকিলে যখন উহা ঠিক কজ্জলবর্ণ হইবে, তখন ঔষধ প্রস্তুত হইল জানিবে। ইহার মাত্রা এক রতি। জীরা একমাষা, লবণ এক মাষা ও পানের সহিত সেবন করিবে। ইহাতে ত্রিদোষজনিত জ্বর নাশ হয়। ঔষধ খাইয়া পরে উষ্ণজল পান করিবে। বমনে চিনি, আমে গুড়, জ্বরে ছাগদুগ্ধ, রক্তাতীসারে কুড়চীমূলের ছালের রস ও রক্তবমনে যজ্ঞডুমুরের রস অনুপানে সেবন করিলে ভাল হয়। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

গন্ধকচূর্ণ (ক্লী) গন্ধকপ্রধানং চূর্ণং মধ্যপদলো°। গন্ধপ্রধান চূর্ণ, বারুদ।

গন্ধকদ্রাবক (ক্লী) ঔষধবিশেষ। [গন্ধদ্রাবক দেখ।]

গন্ধকন্দ (পুং) গন্ধপ্রধানঃ কন্দোঽস্য বহুব্রী। কশেরুবৃক্ষ কেশুর। (বৈদ্যক)

গন্ধকস্তূরিকা (স্ত্রী) সুগন্ধ দ্রব্যবিশেষ।

গন্ধকস্তূরী (স্ত্রী) সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ।

গন্ধকারিকা (স্ত্রী) গন্ধং গন্ধপ্রধানং বেশাদিকং করোতি গন্ধ কৃ-ণ্বুল্-টাপ্-অত ইত্বং। সৈরিন্ধ্রী, পরগৃহস্থিতা শিল্পনিপুণা স্বাধীনা রমণী। (হলা°)

গন্ধকালিকা (স্ত্রী) গন্ধকালী-কন্-টাপ ঈকারস্য হ্রস্বঃ। ব্যাসদেবের মাতা।

গন্ধকালী (স্ত্রী) গন্ধঃ প্রশস্তগন্ধস্তস্মৈ অলতি পর্য্যাপ্নোতি অল্-অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ ব্যাসদেবের মাতা, ইহার অপর নাম সত্যবতী।

"অত ত্বং জননীং ভীষ্ম! গন্ধকালীং যশস্বিনীম্।"

(হরিব° ২০।৫০) [সত্যবতী দেখ।]

২ কুম্ভীর-মূর্ত্তিধারিণী শাপভ্রষ্টা একটী অপ্সরা। হনুমানের হস্তে নিহত হইয়া মুক্তিলাভ করে। (রামায়ণ)

গন্ধকাষ্ঠ (ক্লী) গন্ধযুক্তং কাষ্ঠমস্য বহুব্রী। ১ অগুরুচন্দন। (ত্রিকাণ্ড°) ২ শবর চন্দন। (রাজনি°)

গন্ধকুটী (স্ত্রী) গন্ধস্য কুটীব আধারঃ। ১ মুরা নামক গন্ধদ্রব্য। (অমর)

গন্ধকুসুমা (স্ত্রী) গন্ধযুক্তং কুসুমং যস্যাঃ বহুব্রী। গণিকারী, গণিকারী। (রাজনি°)

গন্ধকুটী (স্ত্রী) বৌদ্ধবিহারস্থ আরামস্থান।

"যাবৎ ভগবতা গন্ধকুট্যাং সান্তিসংস্কারঃ পাদোস্তম্ভঃ।"

দিব্যাবদানে পূর্ণাবদান।

গন্ধকেলিকা (স্ত্রী) গন্ধঃ কেলিঃ সঙ্কারবতি কেল-ণ্বুল্-টাপ্ অত ইত্বং। কস্তুরী। (রাজনি°।) মৃগনাভি।

গন্ধকোকিলা (স্ত্রী) গন্ধপ্রধানা কোকিলাইব। গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ইহার গুণ—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কফনাশক, তিক্ত ও সুগন্ধি। (ভাবপ্রকাশ)

গন্ধখেড় (ক্লী) গন্ধস্য খেলা যত্র বহুব্রী। লকারস্য ডকারঃ। ভূতৃণ, গন্ধবেণ। (রত্নমালা) ইহার পর্য্যায়—ভূতৃণ, সৌরিষ, গোময়প্রিয়, গন্ধতৃণ, সুগন্ধভূতৃণ, সুরস, সুরভি, সুগন্ধি, মুখবাস। ইহার গুণ—ঈষৎ তিক্ত, রসায়ন, স্নিগ্ধ, মধুর, শীতল, কফ, পিত্ত ও শ্রমনাশক এবং সুগন্ধি। (রাজনি°)

গন্ধগকুলা (গন্ধগোকুল শব্দজ) খট্টাশ।

গন্ধগোকুল (দেশজ) খট্টাশ [খট্টাশ দেখ।]

গন্ধচেলিকা (স্ত্রী) গন্ধঃ চেলতি গচ্ছতি চেল-ণ্বুল্-টাপ্ অত ইত্বং। কস্তুরী, মৃগনাভি।

গন্ধজটিলা (স্ত্রী) গন্ধেন জটিলা ৩তৎ। বচা, বচ।

গন্ধজল (ক্লী) গন্ধাঢ্যদ্রব্যবাসিতং জলং মধ্যপদলো°। সুগন্ধি কুসুমাদি বাসিত জল, গোলাপজল প্রভৃতি।

"সিক্তাং গন্ধজলৈ কৃত্বাং ফলপুষ্পাক্ষতাঙ্কুরৈঃ।"

(ভাগবত ১।১১।১৫)

গন্ধজাত (ক্লী) গন্ধো ধারনাদৌ জাতো যস্মং বহুব্রী। ১ তেজপত্র, তেজপাত। গন্ধানাং জাতং সমূহঃ ৬তৎ। ২ গন্ধসমূহ।

গন্ধজ্ঞা (স্ত্রী) গন্ধং জানাতি জ্ঞা কর্ত্তরি ক-টাপ্। নাসিকা। (হেম)

গন্ধতণ্ডুল (ক্লী) গন্ধ প্রধানঃ তণ্ডুলমস্য বহুব্রী। শালিবিশেষ, বাসমতী।

গন্ধতন্মাত্র (ক্লী) গন্ধস্য তন্মাত্রং ৬তৎ। সাংখ্যমতসিদ্ধ স্থূল পৃথিবীর কারণ সূক্ষ্ম দ্রব্য; ইহা আমরা দেখিতে পাই না বলিয়া আমাদের ভোগ্য নহে। যোগীরা ও দেবগণই ইহা ভোগ করিয়া থাকেন। স্থূল পৃথিবীর গন্ধ আমরা যাহা অনুভব করিয়া থাকি, তাহা শান্ত, ঘোর বা মূঢ় অর্থাৎ সুখকর, দুঃখকর বা মোহজনক। কিন্তু গন্ধতন্মাত্রে যে গন্ধ আছে, তাহা শান্ত, ঘোর বা মূঢ় নহে। বৈদান্তিকগণ এই তন্মাত্রকেই অপঞ্চীকৃতভূত নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকেরা তন্মাত্র স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে পরমাণু (পৃথিবীর অতিশয় সূক্ষ্মাংশ, যাহাকে আর ভাগ করিতে পারা যায় না) তাহাই চরম অবয়ব—তাহার আর অবয়ব নাই। সাংখ্যভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু ঐ মতটী খণ্ডন করিয়াছেন। [তন্মাত্র শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

গন্ধতূর্য্য (ক্লী) গন্ধে হিংসায়াং, যুদ্ধক্ষেত্রে আহন্যমানং তূর্য্যং। রণবাদ্যবিশেষ। ইহার পর্য্যায়—রণতূর্য্য, মহাস্বন।

গন্ধতৃণ (ক্লী) গন্ধপ্রধানং তৃণং মধ্যপদলো°। গন্ধযুক্ত তৃণবিশেষ, বেণা। ইহার পর্য্যায়—সুগন্ধি, ভূতৃণ, সুরস, সুরভি, সুগন্ধি, মুখবাস। ইহার গুণ—ঈষত্তিক্ত, সুগন্ধি, রসায়ন, স্নিগ্ধ, মধুর, শীতল, কফ, পিত্ত ও শ্রান্তিনাশক। (রাজনি°)

গন্ধতৈল (ক্লী) গন্ধযুক্তস্য চন্দনস্য অগ্নিযোগেন জনিতং তৈলং মধ্যপদলো°। যন্ত্রপাকে উৎপন্ন গন্ধযুক্ত তৈলবিশেষ, চলিত কথায় চন্দনী আতর বলে।

"প্রদীপৈঃ কাঞ্চনৈস্তত্র গন্ধতৈলাবসেচিতৈঃ।" (ভারত ৯।৯৮ অঃ)

২ সুশ্রুতোক্ত ঔষধ ও তৈলবিশেষ। ইহা পাক করিবার প্রণালী—কৃষ্ণতিল রাত্রিকালে জলে আলোড়িত করিবে এবং দিনে রৌদ্রের উত্তাপে শুকাইয়া গো-দুগ্ধের ভাবনা দিবে। তিন রাত্র বা সাত রাত্র এইরূপ করিয়া পরে মধু মিশ্রিত জলে ভাবনা দিবে। অনন্তর গো-দুগ্ধের ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। কাকোল্যাদিগণ, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, কুড়, ধুনা, জটামাংসী, দেবদারু, রক্তচন্দন ও শতপুষ্প, এই সকলের চূর্ণ পূর্ব্বোক্ত তিল চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিবে। গুড়ত্বক্, এলাচ, তেজপাত, নাগকেশর, কর্পূর, কঙ্কোল, অগুরু, কুঙ্কুম ও লবঙ্গ ইহাদের যোগে দুগ্ধ পাক করিবে, সেই দুগ্ধযোগে এই সকল চূর্ণ পাক করিয়া তৈল বাহির করিবে এবং সেই তৈল চতুর্গুণ দুগ্ধযোগে পাক করিবে। ইহার পর এলাচ, শালপর্ণী, তেজপাত, জীবক, তগরপাদুকা, লোধ, প্রপৌণ্ডরীক, শৈলজ, শৈবেয়ক, শুষ্ক ভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল, মধুলিকা, ও শৃঙ্গাটক একত্র পেষণ করিয়া উক্ত তৈলের সহিত অল্প অগ্নিতে একত্র পাক করিবে। বাত রোগের চিকিৎসায় সকল প্রকার কার্য্যেই এই তৈল প্রয়োগ করিবে। আক্ষেপক, পক্ষাঘাত, তালুশোষ, অর্দ্দিত, মান্য, বাতরোগ, মন্যাস্তম্ভ, শিরোরোগ, কর্ণশূল, হনুগ্রহ, বধিরতা, তিমিররোগ

১ ৭।-১

ও শুক্রক্ষয় জন্য ক্ষীণতা এই সকল রোগে পানে মর্দনে নস্যে বস্তিকার্য্যে ও ভোজনে এই তৈল প্রয়োগ করিবে। ইহাতে গ্রীবা, স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মুখখানি পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল ও নিশ্বাস সুগন্ধযুক্ত হয়। ইহার নাম গন্ধতৈল; সকল প্রকার বায়ু জন্য বিকারের শান্তিকর। (সুশ্রুত, চি° ৫ অঃ)

গন্ধত্বচ্ (ক্লী) গন্ধপ্রধানা ত্বক্ যস্য বহুব্রী। এলবালুক। (রাজনি°)

গন্ধদলা (স্ত্রী) গন্ধযুক্তং দলং যস্যাঃ বহুব্রী। অজমোদা, বন-যমানী। (রাজনি°)

গন্ধদারু (ক্লী) গন্ধপ্রধানং দারু। চন্দন। (হেম°)

গন্ধদ্রব্য (ক্লী) গন্ধপ্রধানং দ্রব্যং। ১ নাগকেশর। (ত্রিকাণ্ড°) ২ তৈলপাক হইয়া আসিলে যে সকল দ্রব্য দিয়া ঔষধকে সুগন্ধি করিতে হয়, বৈদ্যকশাস্ত্রে তাহাকে গন্ধ বলে। এলাচ, চন্দন, কুঙ্কুম, অগুরু, মুরা, কাকোল, জটামাংসী, শঠী, শ্রীবাসদ্রব, চোরক, কর্পূর, শৈলজ, উশীর, কস্তুরী, নখী, রোহিষতৃণ, মুথা এবং লবঙ্গাদি ইহাদিগকে গন্ধদ্রব্য বলে। (বৈদ্যক)

গন্ধদ্রাবক (ক্লী) গন্ধযুক্তং দ্রাবকং। প্লীহাদি রোগনাশক ঔষধবিশেষ। একপ্রকার দ্রাবক। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী দুই ভাগ গন্ধক এবং সোরা যথাযোগ্য পৃথক্ভাবে পোড়াইয়া তাহার ধূম সীসার পাত্রে অম্বুবাষ্পের সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহাকেই গন্ধদ্রাবক বলে। ইহার গুণ অতি-বীর্য্য, দুর্জ্জয় উগ্র, প্লীহাদি পীড়ানাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকর, সকল প্রকার উদররোগবিনাশক। রক্তস্রাব, অতিশয় ঘর্ম্ম, বিসূচী, তরুণজ্বর ও অগ্নিমান্দ্যাদি রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। পরিমিত দ্রাবক চৌদ্দগুণ জলের সহিত মিশাইয়া ১ বিন্দু পান করিবে। ইহা অতিশয় দাহকর। জল ব্যতীত পান করিবে না। (আত্রেয়সংহিতা)

গন্ধদ্রাবককে ইংরাজীভাষায় Sulphuric Acid বা Oil of Vetriol বলে। উহা কখন কখন আগ্নেয় পর্ব্বতের নিকটে অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য ঔষধাদিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা গন্ধক ও সোরা হইতে প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়। প্রস্তুতের প্রণালী আত্রেয়-সংহিতার লিখিত প্রণালীর অনেকটা অনুরূপ।

গন্ধদ্বিপ (পুং) গন্ধপ্রধানো মদগন্ধযুক্তো দ্বিপঃ। মদগন্ধযুক্ত হস্তী, উৎকৃষ্ট হস্তী।

"গন্ধদ্বিপস্যেব মতঙ্গজৌঘঃ।" (কিরাত ১৭।১৭)

গন্ধধারিন্ (ত্রি) গন্ধং গন্ধযুক্তং দ্রব্যং ধারয়তি ধারি-ণিনি। ১ যে গন্ধদ্রব্য ধারণ করে। (পুং) ২ মহাদেব।

"অনন্ত বহুরূপশ্চ গন্ধধারী কপর্দ্দ্যপি।" (ভারত অনু° ১৭ অঃ)

গন্ধধূমজ (পুং) গন্ধস্য গন্ধাঢ্যস্য ধূমাৎ জায়তে গন্ধধূম-জন-ড। সাহ্বনামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

গন্ধধূলি (স্ত্রী) গন্ধযুক্তো ধূলিশ্চূর্ণো যস্যাঃ বহুব্রী। কস্তুরী।

গন্ধন (ক্লী) গন্ধ-ল্যুট্। ১ উৎসাহ। ২ প্রকাশ। ৩ হিংসা। ৪ সূচন। (মেদিনী) ৫ তৃণভেদ, গন্ধতৃণ। (শব্দার্থচিন্তা°)

"বার্গ ভগন্ধনয়োঃ।" (কলাপ, ধাতুপাঠ)

গন্ধনকুল (পুং) গন্ধঃ গন্ধপ্রধানো নকুল ইব। ছুছুন্দরী, ছুঁচো। (হারাবলী)

গন্ধনাকুলী (স্ত্রী) গন্ধযুক্তা নাকুলী। ১ রাস্নাবিশেষ, স্থান-বিশেষে ইহাকে গন্ধরাস্না বলে। (Opioxylon Serpentinum) ইহার পর্য্যায় নকুলেষ্টা, সুবহা সর্পাক্ষী, ফণিহন্ত্রী, নকুলাঢ্যা, অহিভুক্, বিষমর্দ্দিনিকা অহিমর্দ্দনী, মহাহিগন্ধা, অহিলতা। ইহার গুণ—তিক্ত কটু, উষ্ণ, ত্রিদোষনাশক ও বিষঘ্ন। (ভাবপ্রকাশ)

২ চবিকা, চই। ৩ কন্দবিশেষ, নাড়।

গন্ধনামন্ (পুং) গন্ধেতি পদযুক্তং নাম যস্য বহুব্রী। রক্ততুলসী, লালতুলসী।

গন্ধনাম্নী (স্ত্রী) গন্ধনামন সংজ্ঞায়াং ঙীপ্। ক্ষুদ্ররোগবিশেষ।

গন্ধনালিকা (স্ত্রী) গন্ধস্য গন্ধজ্ঞানস্য নালিকা ইব। নাসিকা।

গন্ধনালী (স্ত্রী) গন্ধস্য নালীব। নাসিকা। (ত্রিকাণ্ড°)

গন্ধনিলয়া (স্ত্রী) গন্ধস্য নিলয়া আশ্রয় যস্যাঃ। নবমল্লিকা।

গন্ধনিশা (স্ত্রী) গন্ধেন নিশা হরিদ্রেব। গন্ধপত্রা, শঠীবিশেষ।

গন্ধপ (ত্রি) গন্ধং পিবতি গন্ধ-পা-ক। দেবতাবিশেষ।

"আত্মারামা গন্ধপা দৃষ্টিপাশ্চ
বাচা বিরুদ্ধাশ্চ মনো বিরুদ্ধাঃ।" (ভারত° অনু ১৮ অঃ)

গন্ধপত্র (ক্লী) গন্ধযুক্তং পত্রং। ১ পচা পাতা। ইহার গুণ বাতনাশক, শীতল ও অগ্নিবৃদ্ধিকর।

"গন্ধাঢ্যা সৌরভ্যাচ গন্ধপত্রং নপুংসকম্।
গন্ধপত্রং বাতহরং শীতলং বহ্নিবর্দ্ধনম্॥" (বৈদ্যক)

(পুং) গন্ধযুক্তং পত্রং যস্য বহুব্রী। ১ শ্বেততুলসী। (রত্নমালা) ২ মরুবক বৃক্ষ। ৩ বর্ব্বর। ৪ নাগরঙ্গ। ৫ বিল্ব। (রাজনি°)

গন্ধপত্রা (স্ত্রী) গন্ধযুক্তং পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী, ততঃ টাপ্। শঠীবিশেষ, মালবদেশে চলিত কথায় পলাশ বলে। ইহার পর্য্যায়—মূলা, তিক্তকন্দিকা, বনজা, শঠিকা, বন্যা, তবক্ষীরী, একপত্রিকা, গন্ধশঠী, পলাশাখ্যা, গন্ধাঢ্যা, গন্ধপত্রিকা, দীর্ঘপত্রা, গন্ধনিশা, বেধমুখ্যা, সুপাকিনী।

ইহার গুণ—কটু, স্বাদ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কফ, বাত, কাস, ছর্দ্দি ও জ্বরনাশক, এবং পিত্তকোপবৃদ্ধিকর। (রাজনি°)

গন্ধপত্রিকা (স্ত্রী) গন্ধপত্রা সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্ অত্ত্বঞ্চ। ১ গন্ধপত্রা। ২ অজমোদা। (রাজনি°)

গন্ধপত্রী (স্ত্রী) গন্ধপত্র-ঙীষ্। ১ অশ্বগন্ধা, দক্ষিণাপথে অশ্বাড়া নামে প্রসিদ্ধ। ২ অশ্বগন্ধা। ৩ অজমোদা, বনযোয়ান।

গন্ধপর্ণ (ক্লী) গন্ধযুক্তং পর্ণমস্য বহুব্রী। গন্ধপত্র।

গন্ধপলাশিকা (স্ত্রী) গন্ধযুক্তং পলাশমস্যা বহুব্রী, কপ্ টাপ্, অত ইত্বং। হরিদ্রা। (ভাবাবলী) কোন কোন বৈদ্যকের মতে গন্ধপলাশিকা শব্দে গন্ধপত্রাও বুঝায়।

গন্ধপলাশী (স্ত্রী) গন্ধযুক্তং পলাশং যস্যাঃ বহুব্রী। শঠী। (ভাবপ্রকাশ) কোন বৈদ্যকের মতে গন্ধপত্রাও বুঝায়।

শব্দার্থচিন্তামণির মতে ইহার গুণ—কষায়, গ্রাহী, লঘু, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, কটু, মলনাশক, কাস, ব্রণ, শ্বাস, শূল ও হিক্কানাশক।

গন্ধপাষাণ (পুং) গন্ধযুক্তঃ পাষাণঃ। উপধাতুবিশেষ, গন্ধক। "গন্ধপাষাণচূর্ণেন যবক্ষারেণ লেপিতম্। নিহন্তি গণ্ডং ধ্রুবং কটুতৈলযুতেন চ॥" (চক্রপাণি° ক্ষুদ্ররো°)

গন্ধপিশাচিকা (স্ত্রী) গন্ধেন পিশাচান্ কিরতি দূরীকরোতি যস্যা গন্ধেন পিশাচান্ কুণাতি ঈত্যা পিশাচ-কৃ-ড পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ, বাহুলকাৎ টাপ্। ধূপ। (হেম°) ধূপ-গন্ধ পাইলে পিশাচের উদ্বিগ্ন হইয়া পলায়ন করে বলিয়া উহাকে গন্ধপিশাচিকা বলে।

গন্ধপীতা (স্ত্রী) গন্ধযুক্তং পীতং পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী টাপ্। ১ শটীবিশেষ। ২ গন্ধপত্রা। (রাজনি°)

গন্ধপুষ্প (পুং) গন্ধযুক্তং পুষ্পং যস্য বহুব্রী। ১ বেতস বৃক্ষ। (শব্দরত্না°) ২ অঙ্কোট বৃক্ষ, ধলা আকড়া। (ভাবপ্র) ৩ বহুবার বৃক্ষ, চালতে গাছ। ৪ অশোক বৃক্ষ। (রাজনি°) (ক্লী) গন্ধযুক্তং পুষ্পম্। ৫ গন্ধযুক্ত পুষ্প।

(দ্বি) (ক্লী) গন্ধশ্চ পুষ্পঞ্চ ইতরেতরদ্ব°। ৬ গন্ধ ও পুষ্প। "অভাবে গন্ধপুষ্পাভ্যাং কেবলেন জলেন বা।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

গন্ধপুষ্পক (পুং) গন্ধপুষ্প সংজ্ঞার্থে কন্। বেতস বৃক্ষ।

গন্ধপুষ্পা (স্ত্রী) গন্ধযুক্তং পুষ্পং যস্যাঃ বহুব্রী। ১ নীলীবৃক্ষ। ২ কেতকীবৃক্ষ। ৩ গণিকারীবৃক্ষ। (রাজনি°)

গন্ধপ্রিয় (ত্রি) গন্ধঃ প্রিয়ো যস্যাঃ বহুব্রী। যাহার গন্ধ অতিশয় প্রিয়।

গন্ধপ্রিয়ঙ্গুকা (স্ত্রী) গন্ধপ্রধানা প্রিয়ঙ্গুকা, প্রিয়ঙ্গুবিশেষ। [প্রিয়ঙ্গু দেখ।]

গন্ধফণিজ্জক (পুং) গন্ধপ্রধানঃ ফণিজ্জকঃ। রক্ত তুলসী বৃক্ষ। (রত্নমালা)

গন্ধফল (পুং) গন্ধযুক্তং ফলং যস্য বহুব্রী। ১ কপিত্থবৃক্ষ, কয়েতবেল। ২ বিল্ববৃক্ষ। ৩ তেজঃফলবৃক্ষ, চলিত কথায় তেজবল। (রাজনি°)

গন্ধফলা (স্ত্রী) গন্ধযুক্তং ফলং যস্যাঃ বহুব্রী টাপ্। ১ প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ। (শব্দরত্না°) ২ মেথিকা। ৩ বিদারী, ভুঁইকুমড়া। ৪ শল্লকীবৃক্ষ। (রাজনিঃ)

গন্ধফলী (স্ত্রী) গন্ধযুক্তং ফলং যস্যাঃ বহুব্রী, ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ চম্পককলিকা, কাঁটালে চাঁপা। ২ প্রিয়ঙ্গু।

গন্ধবণিক্ (জ্) (পুং) গন্ধস্য আমোদযুক্তদ্রব্যস্য বণিক্ ৬তৎ। চলিত কথায় "গন্ধবেনে," বা "গন্ধবেণিয়া." কোথাও কোথাও ইহারা "পুটুলি" বলিয়া থাকে।

এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক লোকে অনেক প্রকার বলিয়া থাকে। ইহারা আপনাদিগকে বৈশ্য জাতির অন্তর্গত ও চাঁদসওদাগরের বংশসম্ভূত বলিয়া মনে করে। কেহ কেহবা স্মৃতিপুরাণোক্ত শাহরাজকেই ইহাদিগের বংশের আদিপুরুষ বলিয়া জানে। এইরূপ আপনাদিগকে বৈশ্য জাতিভুক্ত করিলেও ইহারা কোনকালে যজ্ঞোপবীত ধারণ করে নাই বা বিবাহাদি শুভকার্য্যে ঐ জাতির মত কুশণ্ডিকা নাই; আবার বাঙ্গালা দেশের মত ১৩ দিন মৃতাশৌচের পরিবর্ত্তে শূদ্রের ন্যায় ১ মাস অশৌচগ্রহণ করিয়া থাকে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, পরশুরামপদ্ধতি ও রুদ্রযামলোক্ত জাতিমালার মতে—

"অম্বষ্ঠাৎ রাজপুত্র্যাঞ্চ জায়তে গান্ধিকো বণিক্।
গন্ধচন্দনধূপাদিক্রয়বিক্রয়কারকঃ॥"

অম্বষ্ঠের ঔরসে রাজপুত্রকন্যার গর্ভে গন্ধবণিকের জন্ম, গন্ধ, চন্দন ও ধূপাদির ক্রয় ও বিক্রয় ইহাদের উপজীবিকা।

প্রবাদ আছে, কংসরাজসভায় কুব্জাদাসী রাজসদনে ফুলচন্দন প্রভৃতি বিবিধ সুগন্ধি দ্রব্য যোগাইত। যখন কৃষ্ণ মথুরায় কংসপুরে যাইতেছিলেন, পথে এই কুব্জার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। শ্রীকৃষ্ণ এই কুব্জাদাসীকে সুন্দরী করিয়া নিজের পাটরাণী করেন। ঐ কুব্জাগর্ভপ্রসূত কুমারই সর্ব্বপ্রথমে গন্ধদ্রব্য বিক্রয় করেন এবং তিনিই গন্ধবণিকের আদি পিতা। অপর একটী প্রচলিত প্রবাদ এই, যে দেবাদিদেব শিবের দুর্গার সহিত বিবাহের সময় গন্ধদ্রব্য প্রয়োজন হওয়ায় তিনি প্রথমে নিজ কপালদেশ হইতে "দেশ" গন্ধবণিক, বগল হইতে "শঙ্খ", নাভি হইতে "খাঁটিত" ও পাদদেশ হইতে "ছত্রিশ" এই চারিজনকে সৃষ্টি করিলেন।

গন্ধবণিক্ জাতির মধ্যে খাঁটিতাশ্রম, ছত্রিশাশ্রম, দেশাশ্রম ও শঙ্খাশ্রম এই চারিটী নামধের শ্রেণী বর্ত্তমান আছে। এতদ্ব্যতীত ইহাদের মধ্যে কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ,

কৃষ্ণাত্রেয়, মৌদ্গল্য, বৃদ্ধিরথ, রাজর্ষি, সাবর্ণ ও শাণ্ডিল্য প্রভৃতি গোত্র আছে। দেশাশ্রয়ী গন্ধবণিকের মধ্যে সাহা, সাধু, লাহা, ও খাঁ এবং ঢাকাউত্তাশ্রয়ীদিগের মধ্যে দত্ত, দে, ধর, দাস, কর, নাগ প্রভৃতি পদবী প্রচলিত দেখা যায়। ঢাকা জেলায় উপরিলিখিত শেষোক্ত তিনটী আশ্রয়ের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদানপ্রথা ও ভোজনাদি প্রচলিত আছে।

গন্ধবণিকেরা বাল্যাবস্থায় কন্যার বিবাহ দিয়া থাকে। বর ও কন্যা পক্ষের সাংসারিক অবস্থানুসারে কন্যাপণ দিতে হয়। বিক্রমপুরের গন্ধবণিকেরা বংশমর্য্যাদায় উচ্চ, তাহারা নিম্নশ্রেণীর ঘরে কন্যার বিবাহে বেশী পণ লইয়া থাকে এবং পুত্রাদির বিবাহে অল্প পণ দিয়া থাকে। ঢাকা সহরে গন্ধবণিক্দিগের ছয়টী দল আছে, তাহাদের মধ্যে বংশমর্য্যাদায় মান্য গণ্য এক এক ব্যক্তি দলপতি আছেন। ছয় দলের মধ্যে একটী দলের বিবাহ রীতি কিছু নূতন ধরণের। বর বিবাহ করিতে আসিয়া একটা চাঁপা গাছে চড়িয়া বসে, তাহার পর কন্যাকে একখানি চৌকি বা পিড়িতে বসাইয়া সাতবার বরকে প্রদক্ষিণ করান হয়। যেখানে চাঁপা গাছ পাওয়া যায় না, সেইখানে চাঁপা গাছের ডাল কাটিয়া বা চাঁপা কাঠের নির্ম্মিত তক্তায় বরকে বসিতে দেওয়া হয়। অন্যান্য দলেরা শূদ্রের ন্যায় ক্রিয়াকলাপ করিয়া থাকে। ইহারা প্রকাশ্যভাবে উপরিউক্ত দলের সহিত সামাজিকতা রাখে না, কিন্তু গোপনে পরস্পরের মধ্যে যাওয়া আসা চলিত হইয়া গিয়াছে। বিবাহ সময়ে বরকন্যা উভয়কেই লালপাড় জরদ চেলী পরিতে হয়। কন্যাকে বিবাহের দশদিন পর পর্য্যন্ত ঐ চেলী পরিয়া থাকিতে হয়।

ইহাদের মধ্যে দুই বা বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই। তবে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে সন্তানাদি না হইলে, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে বাধা নাই। বিবাহবন্ধনচ্ছেদ বা বিধবার বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোক অসতী (পরপুরুষগামী) জানিতে পারিলে তাহাকে জাতি ও হিন্দুসমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার স্বামী তাহার মূর্ত্তি গড়িয়া দাহকার্য্য সম্পন্ন করে এবং তদন্তে একটী মিথ্যা শ্রাদ্ধও সম্পন্ন হয়।

ইহাদের ক্রিয়াকলাপাদি সমস্তই উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর মত। খাদ্যাদির যাহা নিষিদ্ধ, তাহা ইহারাও মানিয়া চলে। ইহাদের অধিকাংশই বৈষ্ণব, কতকগুলি শাক্ত ও অল্প শৈব দেখা যায়। বৈশাখী পূর্ণিমায় ইহারা একটী পাত্রে সিন্দূর মাখাইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়ি, বাটখারা ও হিসাবের খাতা রাখিয়া ষোড়শোপচারে নিজ নিজ ইষ্টদেবীর পূজা করিয়া থাকে। গন্ধেশ্বরী ইহাদেরই ইষ্টদেবী। ব্রাহ্মণেরা আসিয়া গন্ধেশ্বরী মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন।

ইহারা নানাবিধ মশলা চন্দনাদি দ্রব্য ও নানাবিধ গাছ গাছড়া ও ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকে। বর্ত্তমানকালে ইহারা বিলাতজাত নানাপ্রকার দ্রব্যেরও ব্যবসা করিতেছে এবং অধীত বিদ্যা না থাকিলেও ইহারা কতক কবিরাজী ঔষধের ব্যবস্থা দিতে পারে। জাত ব্যবসা করিয়া ইহারা এরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে যে সহজেই লবণ ও কোনরূপ খনিজ পদার্থের বিশুদ্ধতা ধরিতে পারে। অল্প স্বল্প রোগ হইলে ইহারা ঔষধ দিয়া থাকে। হিন্দুস্থানী ভাষায় ইহাদিগকে "পন্সারী" বলে। একখানি পন্সারীর (বেনের) দোকানে প্রায় ৩০০ রকম ঔষধ পাওয়া যায়। ইহারা নিজ হইতেই নানাবিধ পাচনাদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে।

এই গন্ধবণিক্দিগকে বর্ত্তমান সময়ে অনেকে নবশাকের অন্তর্গত বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, 'পরাশরপদ্ধতিতে'ও নবশাক বলিয়া ইহাদের কোন উল্লেখ নাই।

গন্ধবহা (স্ত্রী) গন্ধস্য বহো গ্রহণং যস্যা বহুব্রী, টাপ্। নাসিকা। (শব্দরত্না°)

গন্ধবন্ধু (পুং) গন্ধং বধ্নাতি বন্ধ-উণ্ যদ্বা গন্ধস্য বন্ধুরিব। আম্রবৃক্ষ। (শব্দরত্না°) গন্ধবশিষ্ট। (শীতগো°)

গন্ধবহল (পুং) গন্ধো বহলো বহুলো২স্য বহুব্রী। তিক্তার্জক।

গন্ধবহুল (পুং) গন্ধো বহুলো যস্য বহুব্রী। গন্ধশালি।

গন্ধবহুলা (স্ত্রী) গন্ধো বহুলো যস্যাঃ বহুব্রী ততঃ টাপ্। গোরক্ষী বৃক্ষ। (রাজনি°)

গন্ধভদ্রা (স্ত্রী) গন্ধো ভদ্রং রোগনাশকো যস্যাঃ বহুব্রী। গন্ধোলী, গন্ধভাদলী। (শব্দরত্না°)

গন্ধভাদালী (গন্ধভদ্রা শব্দ) গন্ধোলী।

গন্ধভাণ্ড (পুং) গন্ধস্য ভাণ্ড ইব। গর্দ্দভাণ্ড বৃক্ষ, গাবিভাঁট। (শব্দরত্নাবলী) ইহার পর্য্যায় নন্দিবৃক্ষ, তাম্রপাকী, কলপাকী, শীতক, গন্ধমুণ্ড ও ক্ষিপ্রপাকী। (বৈদ্যকরত্নমালা)

গন্ধমাংসী (স্ত্রী) গন্ধপ্রধানা মাংসী। জটামাংসীবিশেষ। ইহা দেখিতে ধূসরবর্ণ, কেশর জটার সদৃশ। পর্য্যায়—কেশী, ভূতজটা, পিশাচী, পূতনা, ভূতকেশী, লোমশা, জটালা, লঘুমাংসী। ইহার গুণ—তিক্ত, শীতল, কফ, কণ্ঠরোগ, রক্তপিত্ত, বিষ ও জ্বরনাশক এবং কান্তিপ্রদ। (রাজনি°)

[জটামাংসী দেখ]

গন্ধমাতৃ (স্ত্রী) গন্ধস্য মাতা জননী ৬তৎ। পৃথিবী। (হেম)

গন্ধমাদ (পুং) ১ রামের সৈন্য একটী বানর। (ভাগব° ৯।১০।১৯) রামরাবণের যুদ্ধে ইহার যুদ্ধকৌশলের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। ২ শ্বফল্কের ঔরসে গান্দিনীর গর্ভে জাত অক্রূরের ভ্রাতা। (ভাগবত ৯।২৪।১০)

গন্ধমাদন (পুং স্ত্রী) গন্ধেন মাদয়তি মদ-ণিচ্-ল্যু। ১ পর্ব্বতবিশেষ। গন্ধমাদন শব্দের প্রয়োগ প্রায়ই পুংলিঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়।

"ভদ্রাশ্বেন পূর্ব্বেণ চ মাল্যবদ্গন্ধমাদনৌ নীলনিষধায়তৌ।" (ভাগবত ৫।১৬।১০২) কোন কোন স্থলে ক্লীবলিঙ্গেও প্রয়োগ আছে—"যত্র চোপবনং বাহ্যং গন্ধবদ্গন্ধমাদনং" (কুমার) বাস্তবিক এই পাঠটী আধুনিক, প্রাচীন পুস্তকে "সুগন্ধির্গন্ধমাদনঃ" এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

গোলাধ্যায়ের মতে, গন্ধমাদনপর্ব্বত রোমকপত্তনের উত্তরে, কেতুমাল ও ইলাবৃতবর্ষের মধ্যে অবস্থিত। এই পর্ব্বতটী নীল ও নিষধ পর্য্যন্ত আয়ত। বিষ্ণুপুরাণের মতে ইহা সুমেরুপর্ব্বতের দক্ষিণদিকে তাহার বিষ্কম্ভরূপে অবস্থিত। ইহাতে জম্বু নামক একটী কেতুবৃক্ষ আছে। এই পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে চৈত্ররথ, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বৈভ্রাজ ও উত্তরে নন্দন নামক চারিটী মনোহর উপবন আছে। দেবগণ এই সকল উপবনে মনের সুখে বিচরণ করিয়া থাকেন। গন্ধমাদন কিম্পুরুষ, সিদ্ধ ও চারণগণের আবাসস্থান। বিদ্যাধর, বিদ্যাধরী, কিন্নর ও কিন্নরীগণ সর্ব্বদাই বিচরণ করিতেছে। শাল, তমাল, পাটল, বকুল প্রভৃতি বিটপিশ্রেণী মালার ন্যায় ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। সানুদেশে বিমল স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ কলহংস ও সারসগণ বিচরণ করিয়া থাকে। (ভারত বন ১৫৮ অঃ)

বিষ্ণুপুরাণের মতে এই পর্ব্বতে মহাভদ্র নামে একটী বৃহৎ দেবভোগ্য সরোবর আছে। (১) কিন্তু সিদ্ধান্তশিরোমণির "সরাংস্যস্বৈতেষ্বরুণঞ্চ মানসং মহাহ্রদং শ্বেতজলং যথাক্রমং" এই বচন অনুসারে জানা যায় যে, গন্ধমাদনে মানসসরোবর আছে, কেহ কেহ কল্পভেদে একটী সরোবরেরই দুইটী নাম হইয়াছে এইরূপ স্বীকার করিয়া বিরোধ ভঞ্জন করেন। মানসসরোবর হিমালয়ের উত্তরে তিব্বতের মধ্যে।

[মানস দেখ।]

২ গন্ধমাদন পর্ব্বতস্থিত একটী বন। ৩ গন্ধমাদন পর্ব্বতনিবাসী একটী বানর, রামরাবণযুদ্ধে রামের সহায়তা করে। "গন্ধমাদনবাসী চ প্রথিতো গন্ধমাদনঃ।" (ভারত বন ২৯ অঃ।)

৪ উড়িষ্যার কেউঁঝর রাজ্যের অন্তর্গত একটী পাহাড়। অক্ষা° ২১° ৩৮´ ১২˝ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৫° ৩২´ ৫৬˝ পূঃ মধ্যে অবস্থিত একটী গিরিশৃঙ্গ, ইহার উচ্চতা ৩৪২৯ ফিট্।

গন্ধমাদনী (স্ত্রী) গন্ধেন মাদয়তেহনয়া গন্ধমাদি-ণিনি। ১ মদিরা। ২ লাক্ষা। ৩ চীড়া নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

গন্ধমাদিনী (স্ত্রী) গন্ধেন মাদয়তি গন্ধ-মদ-ণিচ্-ণিনি-ঙীপ্। ১ লাক্ষা। ২ মুরা নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

গন্ধমাত্রিকা (স্ত্রী) সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ।

গন্ধমাত্রী (স্ত্রী) সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ।

গন্ধমার্জ্জার (পুং) গন্ধপ্রধানো মার্জ্জারঃ। খট্টাশ, খটাশ।

গন্ধমালতী (স্ত্রী) গন্ধেন মালতীব। লতাবিশেষ। ইহার গুণ গন্ধকোকিলার তুল্য।

"গন্ধকোকিলয়া তুল্যা বিজ্ঞেয়া গন্ধমালতী।" (ভাবপ্রকাশ)

গন্ধমালিনী (স্ত্রী) গন্ধমালা অস্ত্যস্যাঃ গন্ধমালা ইনি ঙীপ্। মুরা নামক গন্ধদ্রব্য।

গন্ধমাল্য (ক্লী) [দ্বি] গন্ধশ্চ মাল্যঞ্চ ইতরেতরদ্বন্দ্ব। গন্ধ ও মাল্য।

"অথ যদি গন্ধমাল্যলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য গন্ধমাল্যে সমুত্তিষ্ঠতঃ।" (ছান্দোগ্য উপ° ৮।২।৬)

গন্ধমুখা (স্ত্রী) গন্ধো মুখে যস্যাঃ বহুব্রী। ১ ছুছুন্দরী, ছুঁচা। (শব্দার্থচিন্তা°) ১ (ত্রি) ২ যাহার মুখে গন্ধ আছে।

গন্ধমুণ্ড (পুং) গন্ধং অপরগন্ধং মুণ্ডয়তি নিবারয়তি গন্ধ-মুড়ি-ণিচ্-অণ্। লতাবিশেষ, গন্ধভাদুলিয়া। ইহার পর্য্যায় নন্দীবৃক্ষ, তাম্রপাকী, কলপাকী, পীতক, পর্ব্বতাণ্ড, ক্ষিপ্রপাকী। (বৈদ্যক)

গন্ধমূল (পুং) গন্ধপ্রধানং মূলং যস্য বহুব্রী। কুলঞ্জনবৃক্ষ।

গন্ধমূলক (পুং) গন্ধমূলএব গন্ধমূল স্বার্থে কন্। ১ শঠী। (শব্দরত্না°) ২ কচ্ছুর, খোস। (রাজনি°)

গন্ধমূলা (স্ত্রী) গন্ধপ্রধানং মূলং যস্যাঃ বহুব্রী, ততঃ টাপ্। ১ শল্লকী। ২ শঠী। (রাজনি°)

গন্ধমূলিকা (স্ত্রী) গন্ধমূলা কন্ টাপ্ ইত্বঞ্চ। ১ মাকন্দী। ২ শঠী। (রাজনি°)

গন্ধমূলী (স্ত্রী) গন্ধপ্রধানং, মূলং যস্যাঃ বহুব্রী। ততো জাতিত্বাৎ ঙীষ্। ১ শঠী। (অমর ২।৪।১৪৫।) ২ শল্লকী (রাজনি°)

গন্ধমূষিক (পুং) গন্ধপ্রধানো মূষিকঃ। ছুছুন্দরী।

গন্ধমূষী (স্ত্রী) গন্ধপ্রধানা মূষী। ছুছুন্দরী। (হেম°)

গন্ধমৃগ (পুং) গন্ধপ্রধানো মৃগঃ। ১ কস্তূরী মৃগ। যে মৃগ হইতে কস্তূরী পাওয়া যায়। ২ খট্টাশ, খটাশ।

(১) "অরুণোদং মহাভদ্রং শীতোদং সমানসম্।
সরাংস্যেতানি চত্বারি দেবভোগ্যানি সর্ব্বদা।" (বিষ্ণুপুরাণ)

গন্ধমৈথুন (পুং) গন্ধেন যোনিগন্ধগ্রহণেন মৈথুনং মৈথুনাভাবো যস্য বহুব্রী। বৃষ। (জটাধর)

গন্ধমোজবাহ (পুং) শ্বফল্কের পুত্রের নাম। (বিষ্ণুপু°)

গন্ধমোদন (পুং) গন্ধেন মোদয়তি আহ্লাদয়তি গন্ধ মুদ-ণিচ-ল্যুট। গন্ধক। (রাজনি°)

গন্ধমোদিনী (স্ত্রী) গন্ধেন মোদয়তি মুদ-ণিচ্-ণিনি ঙীপ্। ১ চম্পককলিকা, কাঁটালিচাঁপা। ২ চম্পকপুষ্পকলিকা।

গন্ধমোহিনী (স্ত্রী) গন্ধেন মোহয়তি মুহ-ণিচ্-ণিনি। চম্পককলিকা। (রাজনি°)

গন্ধযুক্তি (স্ত্রী) গন্ধানাং গন্ধদ্রব্যাণাং যুক্তিঃ যোগঃ ৬তৎ। গন্ধদ্রব্য যোগাবশেষ। বৃহৎসংহিতায় ইহার প্রস্তুত-প্রণালী ও গুণাদি এইরূপ লিখিত আছে—

যাহার কেশ শুক্ল হইয়াছে, কাপড় ও অলঙ্কারাদি কিছুই তাহাকে ভাল দেখায় না, কেশের শোভায় মনুষ্যকে সর্ব্বদাই শোভিত দেখায়। বলিতে গেলে কেশই মানুষের প্রকৃত মনোহর ও শোভাকর অলঙ্কার। কিন্তু মনুষ্যের এই অনুপম অলঙ্কারটী বড় বেশী দিন স্থায়ী নহে, অল্পদিন মধ্যেই নানা কারণে শুক্ল হইয়া একবারে শোভাহীন করিয়া ফেলে, এই কারণে অঞ্জন ও ভূষণাদির ন্যায় যাহাতে কেশের বর্ণ রক্ষা হয়, তাহাও করা একান্ত কর্ত্তব্য।

নির্ম্মল লৌহপাত্রে কোদো ধানের চাউল পাক করিয়া লৌহচূর্ণের সহিত পেষণ করিবে। ভালরূপে পেষিয়া অল্প পরিমাণে শুক্ল কেশের উপরে প্রলেপ দিবে এবং ভিজা পাতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে, দুই প্রহর পরে প্রলেপ পরিত্যাগ করিয়া মস্তকে আমলকের প্রলেপ দিবে এবং পূর্ব্বের ন্যায় ভিজা পাতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে, দুই প্রহর পরে প্রলেপ ফেলিয়া মাথাটী ভাল করিয়া প্রক্ষালন করিবে। এইরূপ করিলে শুক্লকেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহার পরে শিরঃস্নান সুগন্ধ তৈলাদি বিবিধ মনোহর গন্ধ ও ধূপদ্বারা মস্তকের দুর্গন্ধ নিবারণ করিতে হয়।

শিরঃস্নান প্রস্তুত করিবার প্রণালী—দারুচিনি, কুড়, রেণুকা, নখী, পিড়িঙ্শাকের রস, তগর ও বালা ইহাদের প্রত্যেক সমভাগে লইয়া কেশরপত্রের সহিত মিশাইলে অতি উৎকৃষ্ট শিরঃস্নান প্রস্তুত হয়। ইহা রাজগণের ব্যবহারযোগ্য।

চম্পকগন্ধিতৈল—মঞ্জিষ্ঠা, ব্যাঘ্রনখ, নখী, দারুচিনি, কুড়, বোলনামক গন্ধদ্রব্য ও চূর্ণ, তৈলের সহিত মিশাইয়া রৌদ্রে তপ্ত করিবে। ইহাকে চম্পকগন্ধিতৈল বলে।

গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিবার নিয়ম—শিলারস বা সিহ্লা, বালা ও তগর এই সকল দ্রব্য সমানভাগে মিশ্রিত করিলে, যে গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে কামোদ্দীপকগন্ধ বলে। ইহার সহিত বাম, বকুল ও ভিন্ন ধূপ মিশাইলে কটুক নামক গন্ধদ্রব্য হয়। কটুকের সহিত কুড় মিশাইলে পদ্ম; পদ্মগন্ধের সহিত চন্দন যোগ করিলে চম্পক, চম্পকগন্ধের সহিত ধান, জাতিফল ও দারুচিনি যোগ করিলে অতিমুক্ত নামক গন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

সুগন্ধধূপ প্রস্তুত করিবার প্রণালী—শতপুষ্পা, কুন্দুরু চারিভাগের এক ভাগ, নখী ও শিলারস অর্দ্ধেক এবং চন্দন ও প্রিয়ঙ্গু সিকি ভাগকে গুড় ও নখের সহিত মিশাইলে এক প্রকার সুগন্ধি ধূপ প্রস্তুত হয়। ইহা ব্যতীত গুগ্গুলু, বালা, লাক্ষা, মুথা, নখী ও শর্করা সমভাগে মিশ্রিত করিলে এক প্রকার ধূপ প্রস্তুত হয়। জটামাংসী, বালা, শিলারস, নখী ও চন্দন দ্বারা পিণ্ড করিলেও ধূপ প্রস্তুত হইয়া থাকে। হরীতকী, শঙ্খ, ঘনদ্রব ও বালা সমভাগ মিশ্রিত হইলে এক প্রকার ধূপ হয়, ইহার সহিত গুড় ও উৎপল মিশ্রিত করিলে দ্বিতীয় প্রকার ধূপ হয়, দ্বিতীয় প্রকার ধূপের সহিত শৈলজ ও মুথা মিশাইলে আর একপ্রকার ধূপ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই নয় প্রকার দ্রব্যের মধ্যে ক্রমে অন্ত্যদ্রব্যের সিকি পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ধূপ প্রস্তুত করিলে অতিশয় মনোহর ধূপ হইয়া থাকে। শর্করা, শৈলেয় ও মুস্তার চারিভাগ, শ্রীবাসক ও সর্জ্জ দুইভাগ, নখী ও গুগ্গুলু দুইভাগ, কর্পূরচূর্ণের সহিত যোগ করিয়া মধু দিয়া পিণ্ড প্রস্তুত করিলে কোপচ্ছদ নামক ধূপ হয়।

দারুচিনি ও উশীরপত্রের সহিত ইহার অর্দ্ধ পরিমাণ ছোট এলাচি মিশাইয়া চূর্ণ করিবে, ইহার সহিত অল্পপরিমাণ মৃগনাভি ও কর্পূর মিশাইলে পটবাসক নামক অতি উৎকৃষ্ট গন্ধচূর্ণ প্রস্তুত হয়। ঘন (অভ্র), বালা, শৈলেয় ও কর্পূর; উশীর, নাগপুষ্প, ব্যাঘ্রনখ ও পিড়িঙ্শাক, অগুরু, দমনক, নখ ও তগর; ধনে, কর্পূর, চোর ও চন্দন এই চার-চারিটী পদার্থে এক একটী গণ হয়, ইহাদের সমভাগে এক একপ্রকার গন্ধচূর্ণ প্রস্তুত হইবে, ইহার প্রত্যেক গণেরই নাম গন্ধার্ণব। এই গন্ধদ্রব্য ১৭৪৭২০ ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। সমস্ত গন্ধদ্রব্যেই নখী, তগর ও শিলারস দেওয়া হইতে হয়। জাতি, কর্পূর ও মৃগনাভি দ্বারা সুগন্ধি এবং গুড় ও নখীদ্বারা ধূপিত করিতে হয়, ইহারই নাম সর্ব্বতোভদ্র। এই মিশ্রিত পদার্থে জাতিফল, মৃগনাভি ও কর্পূর দ্বারা সুগন্ধি করিয়া আম্রমধুদ্বারা সিক্ত এবং ইচ্ছানুসারে চারিভাগ করিলে বহু প্রকার পারিজাততুল্য সুগন্ধ উৎপন্ন হইবে। সর্জ্জরস

ও শ্রীবাসক মিশাইলে যত পরিমাণ দ্রব্য হয়, তাহাতে সেই পরিমাণ বালা ও দারুচিনি যোগ করিবে। শ্রীবাস ও সর্জ্জরস দিবে না, পরে সেই সকল দ্রব্য দ্বারা স্নান জল প্রস্তুত করিবে।

লোধ্র, উশীর, তগরপাদুকা, অগুরু, মুথা, প্রিয়ঙ্গু, বন ও পথ্যা এই সকল দ্রব্যকে নবকোষ্ঠ কচ্ছপুট হইতে তিন তিনটী দ্রব্য সম্যকরূপে উদ্ধার করিয়া চন্দন ও শিলারস দুইভাগ, অর্দ্ধপরিমাণ তুরুস্ক, সকি পরিমাণ শতপুষ্পা, কটু হিঙ্গুল ও গুড় দিয়া ধূপিত করিলে চৌরাশি প্রকার কেশর-গন্ধ প্রস্তুত হয়। হরীতকীচূর্ণসংযুক্ত গোমূত্রে দন্তকাষ্ঠ ৭ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া গন্ধজলে নিক্ষেপ করিবে। এলাচী, দারুচিনি, তেজপাতা, মধু, মরিচ, নাগপুষ্প ও কুড় এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া পরিষ্কার জলে কিছুকাল রাখিয়া দিলে গন্ধজল প্রস্তুত হয়। পরে জাতিফল, তেজপাতা, এলাচি ও কর্পূর যথাক্রমে চারি, দুই, এক ও তিনভাগ দ্বারা অবচূর্ণিত করিয়া সূর্য্য করে শুকাইবে। গন্ধযুক্ত দন্তকাষ্ঠ সেবন করিলে মুখের প্রসন্নতা, [illegible] ও সৌগন্ধ বৃদ্ধি হয় এবং বাক্যও অতিশয় শ্রুতিসুখকর হইয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৭৭ অঃ)

গন্ধযুক্তি (স্ত্রী) নানা প্রকার গন্ধদ্রব্যের একত্র মিশ্রণ।

গন্ধরস (পুং) গন্ধযুক্তো রসো যস্ত বহুব্রী। উপধাতুবিশেষ, বোল, চলিত কথায় ফুলসর বলে। ইহার পর্য্যায়—বোল, প্রাণ, পিণ্ড, গোপ, রস, গৌস, পিণ্ডগোস, শশ, গোসশশ, গান্ধার, মনোবর্দ্ধন, বোলজ, গোপক। [দ্বি] গন্ধশ্চ রসশ্চ ইতরেতরদ্বন্দ্ব। ২ গন্ধ ও রস।

"ভাণ্ডোপেতং ব্রাহ্মণেভ্যো বদধ্বং
শ্রদ্ধাপূতং গন্ধরসোপপন্নম্।" (ভারত ৪।২৭।১১)

গন্ধরসাঙ্গক (পুং) গন্ধরসোঽঙ্গে যস্ত বহুব্রী ততঃ স্বার্থে কন্। শ্রীবেষ্ট নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

গন্ধরাজ (পুং) গন্ধানাং গন্ধসারাণাং রাজা ষষ্ঠীতৎ ততঃ টচ (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১।) ১ মুদগর বৃক্ষ। ২ কণ-গুগ্‌গুলু। ৩ স্বনামখ্যাত পুষ্পবৃক্ষ, ইহার পুষ্প অতিশয় সুগন্ধি, গন্ধে দশদিক্ আমোদিত হয়। শ্বেতবর্ণ ১২টী দল ও ৬টী কেশরবিশিষ্ট। বসন্তকালে ও বর্ষাকালে প্রস্ফুটিত হয়। ইহার ফল নাই, ডাল রোপণ করিলে বাঁচিয়া থাকে। ৪ শ্রেষ্ঠগন্ধ। (ক্লী) গন্ধেন রাজতে রাজ-অচ্। ৫ চন্দন। ৬ জবাদি নামক গন্ধদ্রব্য।

গন্ধরাজী (স্ত্রী) গন্ধরাজ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। নখী নামক গন্ধদ্রব্য।

গন্ধরাজ (পুং) গন্ধেন রাজতে রাজ-কিপ। ধূপক, ধূনা।

গন্ধরুহা (স্ত্রী) বনমল্লিকা, কাঠমল্লিকা ফুলগাছ। ইহার পর্য্যায় মধুরভী, মোদয়ন্তি, সরস্বথা। (রাজনি°)

গন্ধর্ব্ব (পুং) গাঃ স্তুতিরূপা গীতিরূপা বা বাচঃ রশ্মীন্ বা ধারয়তি ধৃ-ব। গোপবক্তু চ পর্য্যাদেশঃ। ১ ঘোটক।

"রথং সংযোজয়ামাস গন্ধর্বৈর্হেমমালিভিঃ।" (ভারত ৩।১৮১।১৩।) ২ মৃগবিশেষ, কস্তুরীমৃগ। ৩ অন্তরাভবসত্ত্ব। (৩।৩।১৩২) অমরের টীকাকার রায়মুকুটের মতে প্রাণীর মৃত্যু হইলে যতদিন পর্য্যন্ত অপর শরীর প্রাপ্ত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত একটী সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণ করিয়া যাতনা অনুভব করে, এই অবস্থায় তাহাদিগকে অন্তরাভবসত্ত্ব বলে।

টীকাকার রমানাথের মতে অন্তরাভবসত্ত্বের অর্থ গর্ভস্থ প্রাণী, তিনি উদাহরণস্বরূপ বিরাটপর্ব্বের "গন্ধর্ব্বাঃ পতয়ো মম" এই বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৪ গ্রহবিশেষ, ইহারা সময় পাইলে মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করিয়া নানা রকমের অশান্তির উৎপাদন করে। আয়ুর্ব্বেদচিকিৎসক সুশ্রুত বলেন, যে, কবিরাজ ক্ষত ও আতুর রোগীকে নিশাচরদিগের হাত হইতে রক্ষা করিতে সর্ব্বদাই যত্ন করিবেন। রোগী ক্ষত হউক আর যাই হউক কোনরূপে অশুচি হইলে অথবা তাহা-দিগের যথাবিধি রক্ষা না করিলে গ্রহগণ হিংসাভিলাষ পূর্ব্বক করিতে অথবা পূজা পাইবার আশায় রোগীকে আশ্রয় করিয়া নানা রকমের অশান্তি জন্মাইতে থাকে, যথানিয়মে তাহাদের পূজা কিম্বা উপযুক্ত ঔষধ সময় মত দিতে না পারিলে রোগীকে মারিয়াও ফেলে।

এইরূপ গ্রহ অসংখ্য, কিন্তু প্রধানতঃ ইহাদিগকে আটভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। যথা—দেব, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, পিতৃ, রক্ষ, ভুজঙ্গ ও পিশাচ। ইহাদিগের আবেশ হইলে রোগী ভূত, ভবিষ্যৎ জানিতে পারে, তখন রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে যে কোন অতীত বা ভবিষ্যৎ গোপনীয় ঘটনা ঠিক বলিয়া দিতে পারে, তখন তাহার সহিষ্ণুতা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়, যে সকল কার্য্য মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য কখনও মনুষ্য দ্বারা সম্পন্ন হইবার সম্ভব নাই, রোগী অনায়াসেই সেই সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া দর্শকবৃন্দকে বিস্ময়াপন্ন ও আত্মীয়-স্বজনকে ভয়বিহ্বল ও শোকাকুল করিয়া তোলে। আধু-নিক বৈজ্ঞানিকমতে যাহাই বলুন, প্রাচীনেরা কিন্তু এই অবস্থাকেই ভূতে পাওয়া বা গ্রহাবেশ বলিয়া থাকিতেন এবং গ্রহপূজাদি করিয়া রোগীকে প্রকৃতিস্থ করিতেও পারিতেন। [দেব প্রভৃতি অপর অপর গ্রহগণের কথা তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

গন্ধর্ব গ্রহের আবেশ হইলে রোগীর মন সর্ব্বদাই হৃষ্ট থাকে, নদীতীরে বা নির্জ্জন বনে বেড়াইতে এবং শুচাচারে থাকিতে অভিলাষ জন্মে। এই অবস্থায় রোগী গন্ধ, মাল্য ও গীতে অতিশয় প্রীতি প্রকাশ করে, সর্ব্বদাই হাস্য করিতে

থাকে, নাচিতে ভালবাসে এবং তাহার কথা অতিশয় মনোহর ও মৃদু হয়।

দর্পণে ছায়া বা প্রতিবিম্ব, প্রাণীদেহে শীতোষ্ণ ও সূর্য্য-কিরণ এবং দেহে জীব যেরূপ অলক্ষিত ভাবে প্রবেশ করে, গন্ধর্ব্বগ্রহও সেইপ্রকার অলক্ষিত হইয়া মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। অষ্টমী তিথিতে ইহাদের প্রথম আবির্ভাব হয়।

ইহার শান্তির জন্য নিয়মিত জপ ও হোম প্রভৃতি দৈব-ক্রিয়া করিতে হয়। রক্তবর্ণ গন্ধমাল্য, মধু, ঘৃত, সকল প্রকার খাদ্য, বস্ত্র, মদ্য, মাংস, রুধির ও দুগ্ধ প্রভৃতি প্রদান করিবে।

এই সমস্ত ক্রিয়ায় নিবৃত্তি না হইলে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ছাগল, ভালুক, শল্যক ও উলূক ইহাদের চামড়া ও রোম, হিঙ্গু এবং ছাগমূত্র মিশাইয়া ধূম প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বলবান্ গ্রহেরও শান্তি হয়।

গোসাপ, নকুল, বিড়াল ও ভালুকের পিত্ত একত্র করিয়া গন্ধপিপ্পলীর মূল, ত্রিকটু, আমলকী ও সরিষা দিয়া ভাবিত করিবে। ইহার নস্য, অভ্যঙ্গ বা সেবনে গ্রহের শান্তি হয়।

নাটাকরঞ্জার ফল, ত্রিকটু, সোণা, বেলমূল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এক সঙ্গে লইয়া ইহা দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, পিত্তসহযোগে ইহার অঞ্জন সেবন করিলে গ্রহের শান্তি হয়।

এই সকল ঔষধ বা অন্য কোন চিকিৎসা দেবগ্রহস্থলে অযুক্তরূপে প্রয়োগ করিবে না। পিশাচ ভিন্ন অপর গ্রহের স্থলে কোনরূপ প্রতিকূল আচরণ করিতে নাই, করিলে গ্রহ ক্রুদ্ধ হইয়া বৈদ্য ও রোগী উভয়কেই বিনাশ করে।

(সুশ্রুত উত্তর ৬০ অঃ)

এই গন্ধর্ব্বগ্রহের কথা বৈদিক উপাখ্যানেও শুনিতে পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে লিখিত আছে যে, কএক জন মুনিকুমার অধ্যয়ন করিতে মদ্রদেশে গিয়াছিলেন। তাঁহারা বিশ্রামের জন্য কপিগোত্রসম্ভব পতঞ্চলের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নন্দিনীকে গন্ধর্ব্বগ্রহগ্রস্তা দেখিতে পাইলেন (১)। শতপথব্রাহ্মণেও (১৪।৬।৩।১) এই আখ্যায়িকা ঠিক এই-ভাবেই লিখিত আছে। ৫ এরণ্ড।

"গন্ধর্ব্বতৈলসিদ্ধাং হরীতকীং গোম্বুনা পিবেৎ।"
'গন্ধর্ব্বতৈলং এরণ্ডতৈলং' (ভাবপ্রকাশ)

৬ দেবযোনিবিশেষ, স্বর্গগায়ক, ইহারা দেবগণের সভায় গান, বাদ্য ও নাট্যাভিনয় করিয়া থাকে, ইহারা অতিশয় রূপবান্, স্বর্গলোকে ইহাদের মত আর কোন জাতি সুন্দর নাই, ইহাদের আবাস গুহ্যলোক ও বিদ্যাধর লোকের ঠিক মধ্যস্থলে। শব্দার্থচিন্তামণির মতে গন্ধর্ব্ব দুই ভাগে বিভক্ত—দিব্য ও মর্ত্ত্য (২)। যে সকল মনুষ্য এই জন্মের মধ্যে পুণ্যবলে গন্ধর্ব্বত্ব প্রাপ্ত হওয়া গন্ধর্ব্বসমাজ-ভুক্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে মর্ত্ত্য ও যাহারা এই জন্মের আদিতে গন্ধর্ব্ব, তাহাদিগকে দিব্য গন্ধর্ব্ব বলে। ঋগ্বেদে দিব্যগন্ধর্ব্বের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"বিশ্বাবসুরভি তন্নো গৃণাতু দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ।" (ঋক্ ১০।১৩৯।৫)

বহ্নিপুরাণের মতে দিব্য গন্ধর্ব্ব আবার একাদশ ভাগে বিভক্ত—১ অভ্রাজ, ২ অঙ্গারি ৩ বম্ভারি, ৪ সূর্য্যবর্চ্চা, ৫ কৃধু, ৬ হস্ত, ৭ সুহস্ত, ৮ মূর্দ্ধবান্, ৯ মহামনাঃ ১০ বিশ্বাবসু, ১১ কৃশানু। জটাধর আটটী প্রধান গন্ধর্ব্বের নাম উল্লেখ করিয়া গন্ধর্ব্ববংশের পরিচয় দিয়াছেন। যথা—হাহা, হুহু, চিত্ররথ, হংস, বিশ্বাবসু, গোমায়ু, তুম্বুরু ও নন্দি। ইহারাই গন্ধর্ব্বগণের গণমান্য এবং ইহাদের নামেই এক একটী বংশ প্রতিষ্ঠিত। অথর্ব্ববেদে ৬৩৩৩ জন গন্ধর্ব্বের উল্লেখ আছে।

মনুষ্যের ন্যায় গন্ধর্ব্ব দুইশ্রেণীতে বিভক্ত—মৌনেয় ও প্রাধেয়। মুনি ও প্রধা নামে কশ্যপের দুইটী পত্নী ছিল। দক্ষকন্যা মুনির গর্ভে ষোলটী গন্ধর্ব্ব উৎপন্ন হয়; ১ ভীমসেন, ২ উগ্রসেন, ৩ সুপর্ণ, ৪ বরুণ, ৫ গোপতি, ৬ ধৃতরাষ্ট্র, ৭ সূর্য্য-বর্চ্চা, ৮ অর্কপর্ণ, ৯ পর্য্যন্য, ১০ কলি, ১১ প্রযুত, ১২ ভীম, ১৩ চিত্ররথ, ১৪ সর্ব্ববিৎ, ১৫ শালিশিরা, ১৬ নারদ। ইহাদিগকে মৌনেয় বলে। প্রধার গর্ভে ১০টী গন্ধর্ব্ব উৎপন্ন হয়। ১ সিদ্ধ, ২ পূর্ণ, ৩ বর্হী, ৪ পূর্ণায়ু, ৫ ব্রহ্মচারী, ৬ রতি-গুণ, ৭ সুপর্ণ, ৮ বিশ্বাবসু, ৯ ভানু, ১০ চন্দ্র।

(ভারত ১।৬৫ অঃ)

বহ্নিপুরাণের মতে—

"ধয়তো গাং সমুৎপন্না গন্ধর্ব্বাস্তত্ তৎক্ষণাৎ।।৪৪।
পিবতো বাগ্ভিরে বাচং গন্ধর্ব্বাস্তেন তে স্মৃতাঃ।" ১৫অঃ।

ব্রহ্মা হইতে তৎক্ষণাৎ গন্ধর্ব্বের উৎপত্তি হইল, ইহারা

---

(১) "মদ্রেষু চরকাঃ পর্য্যব্রজাম তে পতঞ্চলস্য কাপ্যস্য গৃহানৈম, তস্যাসীদ্ দুহিতা গন্ধর্ব্বগৃহীতা।" (বৃহদারণ্যক ৭ ব্রাহ্মণ)

'তে বয়ং পর্য্যটন্তঃ পতঞ্চলস্য নামতঃ কাপ্যস্য কপিগোত্রস্য গৃহানৈম গতবন্তঃ তস্যাসীদ্ দুহিতা গন্ধর্ব্বগৃহীতা, গন্ধর্ব্বেণ অমানুষেণ কেনচিৎ সত্ত্বেন আবিষ্টা।' (ভাষ্য)

(২) "মানবকালে মনুষ্যঃ সন্ পুণ্যপাকবিশেষতঃ।
গন্ধর্ব্বত্বং সমাপন্নো মর্ত্ত্যগন্ধর্ব্ব উচ্যতে।
পূর্ব্বকল্পকৃতাৎ পুণ্যাৎ কল্পাদাবেব চেৎ ভবেৎ।
গন্ধর্ব্বত্বং তাদৃশোহত্র দিব্যগন্ধর্ব্ব উচ্যতে।" (শব্দার্থচি')

গো (বাক্য বা গীত) ধমন অর্থাৎ উচ্চারণ বা গান করিতে করিতে জন্মিল বলিয়া গন্ধর্ব্ব নামে অভিহিত।

হরিবংশের মতে স্বারোচিষ মন্বন্তরে অরিষ্টার গর্ভে গন্ধর্ব্ব জন্মগ্রহণ করে। (হরিবংশ ৩ অধ্যায়) কোন কোন পুরাণের মতে ব্রহ্মার কান্তি হইতে এই জাতির উৎপত্তি হয়। ইহারা রূপ দান করেন।

বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে, গন্ধর্ব্বেরা পাতালে গিয়া নাগদিগকে পরাস্ত করে ও তাহাদের ধনরত্নাদি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয়। নাগগণ বিষ্ণুর সাহায্য প্রার্থনা করে। তাহাতে বিষ্ণু স্বীকার করেন যে তিনি পুরুকুৎসরূপে তাহাদের সাহায্য করিবেন। নাগেরা ভগিনী নর্ম্মদাকে বিষ্ণুর নিকট পাঠাইল। নর্ম্মদা পুরুকুৎসকে সঙ্গে করিয়া পাতালে আসিল। এবার পুরুকুৎস কর্ত্তৃক পাতালস্থ গন্ধর্ব্বেরা সকলেই বিনষ্ট হইল।

(ত্রি) ৭ গায়ক, যে গান করিতে পারে। (মেদিনী) গাঃ রশ্মীন ধারয়তি ধৃ-ব, গোশব্দস্য গমাদেশঃ। ৮ রশ্মি-ধারক, যে রশ্মি ধারণ করে, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি।

"গন্ধর্ব্বোঽস্য রশনাম গৃভ্ণাৎ।" (ঋক্ ১।১৬৩।২)

"গন্ধর্ব্বঃ সোমঃ"। সায়ণ

'উর্দ্ধো গন্ধর্ব্বো অধিনাকে অস্থাৎ'। (ঋক্ ৯।৮৫।১২)

'গন্ধর্ব্বো রশ্মীনাং ধারকঃ' সায়ণ।

(পুং) ৯ দ্বীপবিশেষ।

"নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গন্ধর্ব্বস্তথ বারুণঃ।" (বায়ুপুং)

১০ দিন, দিবস।

"ত্রয়োদশশতানীহ গন্ধর্ব্বাঃ গন্ধর্ব্বোরাত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।" (ভাগবত ৪। ২৯। ২১)

"নটনর্ত্তকগন্ধর্ব্বাঃ সূতমাগধবন্দিনঃ।

গায়ন্তি চোত্তমশ্লোকচরিতান্যদ্ভুতানি চ।" (ভাগ° ১।১১।২০)

১১ শরীরাধিষ্ঠাতৃদেবতাবিশেষ, ইহারা অবিবাহিতা কামিনীর স্বামিসম্ভোগের পূর্ব্বে ঈষদ বিকসিতযৌবন উপভোগ করেন। ঋগ্বেদে লিখিত আছে যে, রমণীদিগকে প্রথম চন্দ্র, তৎপরে গন্ধর্ব্ব ও তৎপরে অগ্নি উপভোগ করেন। ইহাদের উপভোগ শেষ হইলে মনুষ্যপতি তাহাদিগকে পাইয়া থাকেন। (১) ১২ প্রাণবায়ু। "পতঙ্গো বাচং মনসা বিভর্ত্তি তাং গন্ধর্ব্বোঽবদদ্গর্ভে অন্তঃ।" (ঋক্ ১০।১৭৭।২) 'গাং শব্দান ধারয়তীতি গন্ধর্ব্বঃ প্রাণবায়ু' (সায়ণ)।

১৩ মহাভারতবর্ণিত ভারতের উত্তরবাসী জাতিবিশেষ।

জাতিবাচক গন্ধর্ব্ব শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ হয়।

"নৈব দেবী ন গন্ধর্বী ন যক্ষী ন চ কিন্নরী।" (রামায়ণ ৩।৮৩ অঃ)

গন্ধর্ব্বখণ্ড (ক্লী) গন্ধর্ব্বনামকং খণ্ডঃ মধ্যপদলো°। ভারতবর্ষের অন্তর্গত একটী প্রদেশ।

গন্ধর্ব্বগড়, বোম্বাই প্রদেশের বেলগাম্ জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। এই উপ-বিভাগে বেলগাম্ হইতে প্রায় ২১ মাইল পশ্চিমে সহ্যাদ্রিপর্ব্বতের পার্শ্বশাখায় সমতল ক্ষেত্র হইতে ৪০০ ফিট উচ্চে গন্ধর্ব্বগড় গিরিদুর্গ। এই দুর্গ ১০০০ ফিট চতুরস্র ভূমির উপর নির্ম্মিত, ইহার অধিকাংশ স্থল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র চারিধারের প্রাচীর ভগ্নাবশেষ দুর্গের পরিচয় দিতেছে। এই দুর্গটী ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে সাবন্তবাড়ীর রাজা ফোন্দ সামন্তের দ্বিতীয় পুত্র নাগসামন্ত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ১৭৭৮ খৃঃ কোল্হাপুররাজ গন্ধর্ব্বগড় অধিকার করেন। পরে, ১৭৯৩ খৃঃ সিন্ধিয়ারাজের সাহায্যে গন্ধর্ব্বগড় পুনরায় সাবন্তবাড়ীর দখলে আইসে। মধ্যে ১৭৮৭ খৃঃ নেসরী সর্দ্দার নিজ প্রভু কোল্হাপুররাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া গন্ধর্ব্বগড় ও অন্যান্য স্থান কাড়িয়া লন। কিন্তু অনতিকাল পরেই রাজা পুনরায় আসিয়া সর্দ্দারকে তাড়াইয়া গন্ধর্ব্বগড় দখল করেন।

গন্ধর্ব্বগৃহীত (ত্রি) গন্ধর্বেণ গৃহীতঃ ৩তৎ। যাহাকে গন্ধর্ব্ব গ্রহণ করিয়াছে। [গন্ধর্ব্ব দেখ]।

গন্ধর্ব্বগ্রহ (পুং) শরীরপ্রবেশকারী উপদেববিশেষ। [গন্ধর্ব্ব দেখ]

গন্ধর্ব্বতীর্থ (পুং) তীর্থবিশেষ। (ভারত শল্য ৮ অঃ)

গন্ধর্ব্বনগর (ক্লীং) গন্ধর্ব্বাণাং নগরং ৬তৎ। ১ গগনমণ্ডলে উদিত অনিষ্টসূচক পুরবিশেষ। [খপুর দেখ] ২ মানস-সরোবরের নিকটবর্ত্তী হাটকের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত একটী নগর, গন্ধর্ব্বেরা ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করেন বলিয়া ইহাকে গন্ধর্ব্বনগর বলে। মহাভারতে লিখিত আছে যে, মহা-পরাক্রমশালী অর্জ্জুন, গন্ধর্ব্বরক্ষিত গন্ধর্ব্বনগর জয় করিয়া তিত্তিরি, কল্মাষ ও মণ্ডুক নামে অশ্বরত্ন লাভ করিয়াছিলেন। (ভারত ২।২৭ অধ্যায়)

গন্ধর্ব্বতৈল (ক্লী) ঔষধ তৈলবিশেষ, ইহার অপর নাম এরণ্ড তৈল। ভাবপ্রকাশের মতে এই তৈল দিয়া হরীতকী সিদ্ধ করিয়া গোমূত্রের সহিত ভক্ষণ করিলে, শোথ ও বিবন্ধরোগ ভাল হয়। (ভাবপ্রকাশ)

গন্ধর্ব্বরাজ, রাগরত্নাকর নামে সংস্কৃত সঙ্গীতগ্রন্থ প্রণেতা।

গন্ধর্ব্বলোক (পুং) গন্ধর্ব্বাণাং লোক আবাসস্থানং ৬তৎ। গুহ্যক লোকের উপরে ও বিদ্যাধরলোকের নীচে অবস্থিত একটী স্থান। এই স্থানে দেবগায়ক গন্ধর্ব্বগণ বাস করেন।

(১) "সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্ব্বো বিবিদে উত্তরঃ তৃতীয়োঽগ্নিষ্টে-পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ।" (ঋক্ ১০। ৮৫। ৪০)

কাশীখণ্ডের মতে যাহারা গীতশাস্ত্রাভিজ্ঞ, গান করিয়া রাজা রাজন্যের মনস্তুষ্টি করিতে পারে এবং ধনলোভে মোহিত হইয়া ধনশালী মানবগণকে গীতি দ্বারা স্তুতি করে, রাজা প্রসন্ন হইয়া বস্ত্র প্রভৃতি দান করিলে যে তাহা ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া থাকে, গানেই যাহাদের অতিশয় প্রীতি, এবং নাট্যশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা আছে, তাহারা গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হইয়া পরমসুখে কালযাপন করে। (কাশীখণ্ড)

গন্ধর্ব্ববধূ (স্ত্রী) গন্ধর্ব্বস্য বধূরিব ১ শঠী। ২ চীড়া নামক গন্ধদ্রব্য।

গন্ধর্ব্ববিদ্যা (স্ত্রী) গন্ধর্ব্বাণাং বিদ্যা ৬তৎ। সঙ্গীতবিদ্যা।

গন্ধর্ব্ববিবাহ (পুং) গন্ধর্ব্বস্য শাস্ত্রোক্তঃ বিবাহঃ মধ্যপদলো°। আটপ্রকার বিবাহের অন্তর্গত একপ্রকার বিবাহ, কেবল কন্যা ও বরের অভিপ্রায় অনুসারে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া যে বিবাহ হইয়া থাকে। [গান্ধর্ব্ব দেখ।]

গন্ধর্ব্ববেদ (পুং) গন্ধর্ব্বাণাং বেদঃ ৬তৎ। সঙ্গীতের মূলগ্রন্থ সামবেদের উপবেদবিশেষ। শৌনকোক্ত চরণব্যূহের মতে আয়ুর্ব্বেদ ঋগ্বেদের উপবেদ, যজুর্ব্বেদের ধনুর্ব্বেদ, সামবেদের গন্ধর্ব্ববেদ ও অথর্ব্বের উপবেদ শস্ত্রশাস্ত্র।

গন্ধর্ব্বহস্ত (পুং) গন্ধর্ব্বস্য সর্পবিশেষস্য হস্তঃ পাদইব পত্রমস্য বহুব্রী। এরণ্ডবৃক্ষ।

গন্ধর্ব্বহস্তক (পুং) গন্ধর্ব্বহস্ত স্বার্থে কন। এরণ্ড বৃক্ষ। সুশ্রুতের মতে ইহা হইতে লবণ উৎপন্ন হয়।

গন্ধর্ব্বী (স্ত্রী) গন্ধর্ব্ব জাতিত্বাৎ ঙীপ। ১ গন্ধর্ব্বজাতীয় স্ত্রী। গন্ধর্ব্বাণাং পত্নী গন্ধর্ব্ব ঙীষ্। গন্ধর্ব্বের পত্নী, গন্ধর্ব্বের বিবাহিত স্ত্রী। ৩ সুরভীর কন্যা। ৪ অশ্বজাতীর জননী।

গন্ধলতা (স্ত্রী) গন্ধযুক্তা লতা। প্রিয়ঙ্গু। (শব্দার্থচিন্তামণি)

গন্ধলোলুপা (স্ত্রী) গন্ধেন লোলুপা ৩তৎ। মধুমক্ষিকা।

গন্ধবৎ (ত্রি) গন্ধো বিদ্যতেঽস্য গন্ধমতুপমস্য বঃ। গন্ধযুক্ত।

"গন্ধবদ্রুধিরচন্দনোক্ষিতা।" (রঘু)

গন্ধবতী (স্ত্রী) গন্ধবৎ-ঙীপ্। ১ পৃথিবী। ২ মৎস্যগন্ধা, ব্যাসের মাতা; ইঁহার অপর নাম সত্যবতী। মহাভারতে লিখিত আছে যে, ধীবরকন্যা মৎস্যগন্ধা পিতার আদেশে নৌকা বাহিয়া যাত্রিদিগকে নদী পার করিয়া দিত। একদিন পরাশর মুনি পার হইবার কালে তাহাকে দেখিয়া মোহিত হইলেন এবং মৎস্যগন্ধার গায়ের দুর্গন্ধে তাহার নিকট যাইতে না পারায় তপোবলে তাহাকে সুগন্ধযুক্তা করিয়া লইলেন। সেইদিন হইতেই তাঁহার নাম গন্ধবতী হইল। (ভারত ১৬৩ অঃ) ৩ সুরা। (মেদিনী) ৪ নবমল্লিকা। (রত্নমালা) ৫ মুরানামক গন্ধদ্রব্য। (জটাধর) ৬ বায়ুপুরী। ইহা বরুণপুরীর উত্তরভাগে অবস্থিত।

"ইমাং গন্ধবতীং রম্যাং পুরীং বায়োর্বিলোকয়।
বারুণ্যা উত্তরে ভাগে মহাভাগ্যনিধে দ্বিজ।" (কাশী° ১৩ অঃ)

৭ গঙ্গা।

"গঙ্গা গন্ধবতী গৌরী গন্ধর্ব্বনগরপ্রিয়া।" (কাশী ২৯।৪৯)

৮ পুরীজেলার অন্তর্গত গুপ্তক্ষেত্র ভুবনেশ্বরের নিকট প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র নদী। এই নদীর অনেক স্থানে প্রায় জল থাকে না, সকল সময়েই লোক হাঁটিয়া পার হয়। পূর্ব্বে ইহা আরও খানিকটা বিস্তৃত ছিল, অদ্যাপি এই নদীর গর্ভে হিন্দুরাজনির্ম্মিত পুরাতন ঘাটাবলীর ভগ্নাবশেষ কতক কতক দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র হইলেও এই নদী হিন্দুদিগের নিকট অতি পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য। একাম্রপুরাণে লিখিত আছে—

"পুরাসৌ ভগবান্ রুদ্রো ক্ষেত্রজ্ঞো ভূতভাবনঃ।
ভূতানাঞ্চ হিতার্থায় চক্রে গন্ধবতীং নদীম্।......
স্বর্ণকূটগিরেঃ পৃষ্ঠে সরিদেষা সনাতনী।
প্রচ্ছন্নরূপিণী গঙ্গা শিবোপাসনতৎপরা।
দক্ষিণাবর্ত্তমালস্য ক্ষেত্ররাজাৎ পরন্তপাৎ।
নাম্না গন্ধবতী খ্যাতা যাতি গঙ্গা সর্বদা॥" ১৭ অঃ।

স্বয়ং ভগবান্ রুদ্র ভূতগণের মঙ্গলবিধানের জন্য সর্ব্বপাপহারিণী কীর্ত্তিপ্রদায়িনী প্রচ্ছন্নরূপিণী গন্ধবতী নাম্নী গঙ্গাকে স্বর্ণকূটে উৎপাদন করিয়াছিলেন।

কপিলসংহিতার মতে রুদ্রের জটাকলাপ মধ্যে ভ্রমমাণা গঙ্গাকে ভগীরথ আনয়ন করেন, সেই ভ্রমমাণা ত্রিকোটিকুলতারিণী গঙ্গা হইতে হিমালয় আদিগঙ্গাকে নিঃসারিত করেন, মুনিগণ সেই আদিগঙ্গাকেই গন্ধবতী বলিয়া থাকেন। সেই গন্ধবতী স্বর্ণকূটাচলে প্রবাহিত হইতেছেন।

"জটাকলাপে রুদ্রস্য ভ্রমমাণা মহাতপাঃ।
নীতা ভগীরথেনৈব গঙ্গা ত্রৈলোক্যপাবনী॥ ৪৮॥
তাং ক্ষেত্রমধ্যে হিমবান সমর্চ্য শিবসন্নিধৌ।.....
আদ্যাং গঙ্গাং বিজানীহি ত্রিকোটিকুলতারিণীম্।
পুণ্যাং গন্ধবতীং নাম্না মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ।" ৫০।

কপিলসংহিতা ১৭ অঃ।

শিবপুরাণের মতে দাক্ষিণাত্যপ্রদেশের নিকট বিন্ধ্যপাদ হইতে এই গন্ধবতী নদী নিঃসৃত।

"শ্রীমদুৎকলকে ক্ষেত্রে দক্ষিণাপথসাগরে।
বিন্ধ্যপাদোদ্ভবাদিব্যা নদ্যাস্তে পূর্ব্বগামিনী।
সরিচ্ছ্রেষ্ঠবা রেবা নাম্না গন্ধবতী শ্রুতা॥" উত্তরখণ্ড ২৬ অঃ।

গন্ধবধূ (স্ত্রী) গন্ধযুক্তা বধূরিব। ১ শঠী। ২ চীড়ানামক গন্ধদ্রব্য।

গন্ধবন্ধু (পুং) গন্ধস্য বন্ধুরিব। আম্রবৃক্ষ।

দাদিক প্রভৃতি কর্ম্মে চন্দন ও পুষ্প-মাল্য প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যে যে অধিবাস করা হয়, তাহার নাম গন্ধাধিবাস।

গন্ধাম্লা (স্ত্রী) গন্ধোযুক্তোঽম্লো রসো যস্যাঃ বহুব্রী। বনবীজ-পূরক। (রাজনি°)

গন্ধার (পুং) [বহু] ১ দেশবিশেষ। [গান্ধার দেখ।]

"কাশ্মীরাঃ সিন্ধুসৌবীরা গন্ধারাদর্শকাস্তথা।" (ভারত ভীষ্ম ৯ অঃ)

২ গন্ধারদেশীয় রাজা।

গন্ধারি (পুং) [বহু] গন্ধং ঋচ্ছতি ঋ-ইন্ ততঃ। গন্ধারদেশ।

"সর্ব্বাহ ম'ম রোমশা গন্ধারীণামিবাবিকা।" (ঋক্ ১।১২৬।৭)

গন্ধারী (স্ত্রী) গন্ধং দেশরূপং গর্ভং ঋচ্ছতি গন্ধ-ঋ-অণ্ উপপদস° ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীপ্। গর্ভধারিণী স্ত্রী, গর্ভবতী।

"যথা গন্ধারীণাং গর্ভধারিণীনাং স্ত্রীণাং।" মাধব ঋক্ ১।১২৬।৭)

গন্ধালা (স্ত্রী) গন্ধান্ অলতি পর্য্যাপ্নোতি অল্-অচ্ ততঃ টাপ্ চ। বৃক্ষবিশেষ। (শব্দচন্দ্রিকা) চলিত কথায় জিয়তী বলে।

গন্ধালী (স্ত্রী) গন্ধস্য আলী শ্রেণী যস্যাং বহুব্রী। যদ্বা গন্ধং অলতি পর্য্যাপ্নোতি গন্ধ-অল্-অণ্ ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। লতাবিশেষ, গন্ধভাদালী, গাঁদাল। ইহার পর্য্যায়—প্রসারণী, ভদ্রপর্ণী, কটম্ভরা, গন্ধাঢ্যা, সরণা, রাজবালা, ভদ্রবলা, সারণী। ইহার গুণ—উষ্ণবীর্য্য, বাতনাশক, তিক্ত, গুরু, বৃষ্য, বলবৃদ্ধিকর, বাত, রক্ত ও কফনাশক। (ভাবপ্রকাশ) [প্রসারণী দেখ।]

গন্ধালীগর্ভ (পুং) গন্ধালী গন্ধশ্রেণী গর্ভে যস্য বহুব্রী। ছোটএলাচি। (রাজনি°)

গন্ধাশ্মন্ (পুং) গন্ধযুক্তোঽশ্মা শাকপার্থি°। গন্ধক।

গন্ধাষ্টক (ক্লী) গন্ধানাং গন্ধদ্রব্যাণাং অষ্টকং ৬তৎ। আট-প্রকার গন্ধদ্রব্য মিশ্রিত করিলে তাহাকে গন্ধাষ্টক বলে। তন্ত্রে দেবতাভেদে ভিন্ন প্রকার গন্ধাষ্টক নিরূপিত আছে।

শক্তির গন্ধাষ্টক—১ চন্দন, ২ অগুরু, ৩ কর্পূর, ৪ চোর নামক গন্ধদ্রব্য ৫ কুঙ্কুম, ৬ গোরোচনা, ৭ জটামাংসী ও ৮ কপিযুতা।

বিষ্ণুর গন্ধাষ্টক—১ চন্দন, ২ অগুরু, ৩ বালা, ৪ কুড়, ৫ কুঙ্কুম, ৬ বীরণমূল, ৭ জটামাংসী ও ৮ মুরা।

শিবের গন্ধাষ্টক—১ চন্দন, ২ অগুরু, ৩ কর্পূর, ৪ তমাল, ৫ জল, ৬ কুঙ্কুম, ৭ রক্তচন্দন ও ৮ কুড়।

গণেশের গন্ধাষ্টক—১ গুগ্গুল, ২ চন্দন, ৩ চোর, ৪ রোচনা, ৫ অগুরু, ৬ মৃগমদ, ৭ কস্তুরী ও ৮ কর্পূর। (শারদাতি°)

মেরুতন্ত্রের মতে—চন্দন, অগুরু, কর্পূর, গোরোচনা, কুঙ্কুম, মৃগমদ ও বালা এই আটটী শাক্তদের গন্ধাষ্টক। মাংসাদির যূষ প্রস্তুত করিয়া সুগন্ধির জন্য আটটী গন্ধদ্রব্য তাহাতে দিতে হয়, ইহাকেও গন্ধাষ্টক বলে। লঙ্কানাথের মতে জাতীফল, তেজপাতা, লবঙ্গ, এলাচি, দারুচিনি, নাগকেশর, মরিচ ও মৃগনাভি ইহাদিগকে গন্ধাষ্টক বলে।

গন্ধাহ্বা (স্ত্রী) গন্ধেন আহ্বয়তি আ-হ্বে-ক-টাপ্। রক্ততুলসী।

"মালতী কটুতুম্বী গন্ধাহ্বা মূলকং তথা।" (সুশ্রুত চি° ৯)

গন্ধি (ক্লী) গন্ধ ইন্ (সর্ব্ব-ধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) কুঙ্কুম। (রাজনি°)

গন্ধিক (পুং) গন্ধো বস্ত্যস্য গন্ধ-ঠন্। ১ গন্ধক। গন্ধো গন্ধদ্রব্যং পণ্যমেনাস্যাস্ত গন্ধ ঠন্। ২ গন্ধবণিক্।

গন্ধিন্ (ত্রি) প্রশস্তো গন্ধোঽস্যাস্ত গন্ধ-ইনি। প্রশস্ত গন্ধযুক্ত।

"যদৈব গন্ধিনো রক্তং নো রূপ ন চ শব্দবৎ।

যক্তস্তে মুনয়ো বুদ্ধ্যা তং প্রধানং প্রচক্ষতে।"

(ভারত আশ্ব° ৫২ অঃ)

গন্ধিনী (স্ত্রী) গন্ধিন্ ঙীপ্। মুরানামক গন্ধদ্রব্য।

গন্ধিপর্ণ (পুং) গন্ধি গন্ধযুক্তং পর্ণং যস্য বহুব্রী। সপ্তচ্ছদ বৃক্ষ, ছাতেন। গন্ধিপত্রাদি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

গন্ধেন্দ্রিয় (ক্লী) গন্ধগ্রাহকং ইন্দ্রিয়ং শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। ঘ্রাণেন্দ্রিয়, যে ইন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধের অনুভব হয়। ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে দার্শনিকগণের মধ্যে একটু মতভেদ লক্ষিত হয়। ন্যায়দর্শনের মতে পৃথিবীর অংশ হইতে গন্ধেন্দ্রিয় বা নাসিকা উৎপন্ন হয়, ইহা দ্বারা আমরা গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকি। সাংখ্য ও পাতঞ্জলের মতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় পৃথিবীর অংশ হইতে উৎপন্ন নহে, উহা সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। আবার প্রলয় সময়ে তাহাতে লীন হয়। ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ববাদ অতিসূক্ষ্মরূপে নিরাকরণ করিয়া আহঙ্কারিক সংস্থাপন করিয়াছেন।

গন্ধেভ (পুং) গন্ধযুক্তঃ মদগন্ধযুক্ত ইভঃ শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। গন্ধগজ, মত্তহস্তী।

"সিন্ধুরানিব গন্ধেভো গন্ধেনৈব ব্যদারয়ৎ।" (রাজতর° ১।৩০০)

গন্ধো(ন্ধৌ)তু (পুং) গন্ধপ্রধান ওতুঃ বা বৃদ্ধিঃ। খট্টাশ, খটাশ। (ত্রিকাণ্ড°)

গন্ধোৎকটা (স্ত্রী) গন্ধেন উৎকটা উগ্রা ৩তৎ। দমনক বৃক্ষ।

গন্ধোত্তমা (স্ত্রী) গন্ধেন উত্তমা উৎকৃষ্টা ৩তৎ। মদিরা।

গন্ধোদ (ক্লী) গন্ধবাসিতমুদকং শাকপার্থিববৎসমাসঃ উদকস্য উদাদেশশ্চ। গন্ধদ্রব্যবাসিতজল, গন্ধজল।

"আসক্তিমার্গং গন্ধোদৈঃ" (ভাগবত ৯।১১।১৮)

গন্ধোদক (ক্লী) গন্ধবাসিতমুদকং শাকপার্থিববৎসমাসঃ বিকল্পে উদকস্য ন উদাদেশঃ। গন্ধদ্রব্যবাসিত জল, গন্ধজল।

গন্ধোপজীবিন্ (পুং) গন্ধং গন্ধদ্রব্যং উপজীবতি উপ-জীব-ণিনি। গন্ধবণিক্।

"বস্তুকারাঃ সূপকারা যে চ গন্ধোপজীবিনঃ।" (রামা° ২।৭৩।১)

গন্ধোলি (স্ত্রী) গন্ধয়তি গন্ধ বাহুলকাৎ ওলচ্ ততো জাতৌ ঙীষ নিপাতনাৎ হ্রস্বঃ। ১ (শব্দরত্নাবলী) ২ ভদ্রমুস্তা। (মেদিনী)

গন্ধোলী (স্ত্রী) গন্ধয়তি অর্দয়তি গন্ধ-অর্দনে ওলচ্ জাতৌ-ঙীষ্। বরটা, বোল্তা। (অমর ২।৫।২৭)

গন্নাবেগম, নবাব আলী কুলীখাঁর কন্যা। আলীকুলি পঞ্চহাজারী মনসবদার ছিলেন। তাঁহার হস্তে ছয়টী করিয়া অঙ্গুলী থাকায় লোকে তাহাকে ছঙ্গা বা ষড়ঙ্গুলি বলিয়া ডাকিত। প্রথমে নবাব সফ্দরজঙ্গের পুত্র সুজাউদ্দৌলার সহিত গন্নাবেগমের বিবাহসম্বন্ধ স্থির হয়, কিন্তু পরে কোন কারণবশতঃ পিতার অভিমতে ইনি উজীর ইমাদ্-উল্-মুলুক-গাজিউদ্দীন্ খাঁকে বিবাহ করেন। ইনি মুসলমান সমাজের মধ্যে সম্ভ্রান্তবংশীয়া বিদুষী রমণী। ইঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কবিত্ব-শক্তির বিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুস্থানী ভাষায় ইঁহার কৃত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা * অদ্যাপি পশ্চিমাঞ্চলে গীত ও সকলের নিকট সমাদৃত হইয়া থাকে। ঢোল-পুরের নিকট নূরাবাদ গ্রামে সম্রাট্ আলমগীর নির্ম্মিত উদ্যানে ইঁহাকে ১১৮৯ হিজিরাতে কবরিত করা হয়। ইঁহার কবিতাগুলি সোজাসোদা ও মিরুং প্রভৃতি কবি-কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়াছিল।

গপ্প (দেশজ) গল্প, উপন্যাস।

গপ্পিয়া (দেশজ) যে সর্ব্বদা গল্প করিতে ভালবাসে।

গপ্পী (দেশজ) যে সর্ব্বদা গল্প করে।

গভ (ক্লী) ভগ পৃষোদরাদিবৎ বর্ণবিপর্য্যয়ে সাধুঃ। ভগ, যোনি।

"আহন্তি গভে পসো নিগলগলীতি ধারকা।" বাজসনেয়স° ৩২২৩।

'গভে বর্ণবিপর্য্যয় আৎ: ভগযানৌ' (মহীধর)

গভস্তি (পুং) গম্যতে জ্ঞায়তে গম-ড গঃ বিষয়ঃ তং বভস্তি ভস-ক্তিচ্। ১ কিরণ। ২ সূর্য্য। ৩ শিব।

"গভস্তি র্ব্রহ্মকৃদ ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণোগতিঃ।"

(ভারত ১৩।১৭।১২৩)

ভস ক্ষরণে-ক্তিচ। ৪ স্বাহা। (বহু) ৫ অঙ্গুলী। [দিব°]

(স্ত্রী) গচ্ছতি প্রাপ্নোতি গম-ড গোঃ কিরণঃ তং বভস্তানয়া। ৬ বাহুযুগল। (নিঘণ্টু) "পৃথু করস্না বহুলা গভস্তী" (ঋক্ ৭।১৯।৩) 'গভস্তী বাহু।' (সায়ণ।)

৭ হস্ত। "পাণী বৈ গভস্তী পাণিভ্যাং হ্যেনং পাবয়তি" (শতপথব্রা° ৪।১।১।৯)

গভস্তিনেমি (পুং) গভস্তয় এব চক্রং তস্য নেমিরিব। পরমেশ্বর। 'গভস্তিনেমিঃ সত্ত্বস্থঃ।' (বিষ্ণুস°)

গভস্তিপাণি (পুং) গভস্তিঃ পাণিরিবাস্য রসাকর্ষণকর্ত্তা। সূর্য্য। (হেম°)

গভস্তিমৎ (পুং) গভস্তয়ো ভূমানস্যাস্ত গভস্তি-মতুপ্। ১ সূর্য্য। "বিভাবসুঃ সারথিনেব বাহুনা

ঘনব্যপায়েন গভস্তিমানিব।" (রঘু° ৩।৩৭)

(ক্লী) গভস্তয়ো নিত্যং সন্ত্যত্র গভস্তি নিত্যযোগে মতুপ্। ২ পাতালবিশেষ, সপ্তপাতালের অন্তর্গত একটী, ইহার অপর নাম তলাতল। (শব্দরত্নাবলী) [পাতাল দেখ] ৩ দ্বীপবিশেষ। (ত্রি) ৪ কিরণযুক্ত।

গভস্তিহস্ত (পুং) গভস্তয়ো হস্তাইব রসাকর্ষণায় যস্য বহুব্রী। সূর্য্য। "গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ।" (পাদ্মপু°)

গভস্তীশ (পুং) কাশীস্থ শিবলিঙ্গবিশেষ। [কাশী দেখ।]

"গভস্তীশো মহালিঙ্গমেতদ্দিব্যমহঃপ্রদম্।" (কাশীখণ্ড)

গভি (ত্রি) গচ্ছতি নীরমত্র গম-আধারে ইন্ ভস্তাভাবেশঃ। গম্ভীর।

গভিষক্ (ত্রি) [বৈ] গভৌ সজতে সন্‌জ-ক্বিপ্। গভীরস্থায়ী, যাহা গভীর স্থানে অবস্থিত।

"ত্বেষা° হি ধাম গভিষক্সমুদ্রিয়ম্।" (অথর্ব্ববেদ ৭।৭।১)

গভীকা (স্ত্রী) গভীরে কায়তি কৈ-ক পৃষোদরাদিবৎ লোপে সাধু। ১ বৃক্ষবিশেষ, গাম্ভারি। গভীকায়াঃ ফলং গভীকা অণ্ তস্য লোপঃ। (হরীতক্যাদিভ্যশ্চ। পা ৪।৩।১৬৭) ২ গভীকার ফল।

গভীর (ত্রি) গচ্ছতি জলমত্র গম-ঈরন্ ভস্তাভাবেশঃ। (গভীরগম্ভীরৌ। উণ্ ৪।৩৫।) ১ নিম্নস্থান। ২ অতলস্পর্শ। ৩ মন্দ্রধ্বনি। ৪ গহন। ৫ দুষ্প্রবেশ। ৬ দুর্ব্বোধ। ৭ প্রচণ্ড।

"কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা।" (ভাগবত ১।৫।১৮)

গভীরক (ত্রি) গভীরএব স্বার্থে কন্। [গভীর দেখ।]

গভীরচেতস্ (ত্রি) গভীরং দুষ্প্রবেশং চেতঃ চিত্তবৃত্তির্যস্য বহুব্রী। যাহার মানসিক ভাব অতিশয় গভীর।

গভীরবেপস্ (ত্রি) [বৈ] বেপৃ-অসুন্ বেপঃ গভীরং দুর্ব্বোধং সাধারণৈরজ্ঞেয়ং বেপঃ কম্পনং যস্য বহুব্রী। যাহার কম্পন সাধারণে জানিতে পারে না।

"বি সুপর্ণো অন্তরিক্ষাণ্যখ্যদ্ গভীরবেপাঃ অসুরঃ সুনীথঃ।" (ঋক্ ১।৩৫।৭) 'গভীরবেপা গভীরকম্পনঃ।' (সায়ণ।)

গভীরা (স্ত্রী) ১ বাক্য। (নিঘণ্টু) [দিব°] ২ দ্যাবা পৃথিবী, রোদসী। (নিঘণ্টু)

* এসিয়াটিক্ রিসার্চেস্ নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ৫৫ পৃষ্ঠায় ইঁহার কবিতা মুদ্রিত আছে।

গভীরাত্মন্ (পুং) গভীরঃ দুর্জ্ঞ আত্মা স্বরূপং যস্য বহুব্রী। পরমেশ্বর। "চতুরশ্রো গভীরাত্মা" (বিষ্ণুসহস্রনাম)

'আত্মা স্বরূপং চিত্তং বা গভীরং পরিচ্ছেত্তুমশক্যমস্য গভীরাত্মা।' (ভাষ্য)

গভীরিকা (স্ত্রী) গভীরা সংজ্ঞার্থে কন্‌-টাপ্ ইত্বঞ্চ। ১ বৃহৎ ঢক্কা, বড় ঢাক। (শব্দরত্নাবলী) ২ মন্দ্রধ্বনিযুক্তা স্ত্রী।

গভোলিক (পুং) মসূর। (হারাবলী)

গম (পুং) গম-অপ্। ১ জিগীষু ব্যক্তির যাত্রা, পরাজয় করিবার ইচ্ছায় গমন। ২ পথ। (অমর) ৩ দ্যূতক্রীড়াবিশেষ, অক্ষবিষয় । ৪ গমন । ৫ অপর্য্যালোচিত পথ, যাহার কখনও পর্য্যালোচনা করা হয় নাই। (মেদিনী) ৬ গম্যতে গম কর্ম্মণি অচ্। ৭ গম্যমান। (পুং) ৮ উপভোগ, মৈথুন।

"ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।" (মনু ১১।৫৪)

গমক (ত্রি) গময়তি গম-ণিচ্ ণ্বুল্। ১ গময়িতা, যে গমন করে। ২ বোধক।

"যৎ প্রৌঢ়ত্বমুদারতা চ বচসাং যচ্চার্থতো গৌরবং
তচ্চেদস্তি ততস্তদেব গমকং পাণ্ডিত্যবৈদগ্ধ্যয়োঃ।" (মালতীমাধব)

৩ স্বরভেদ, একটী স্বরের শ্রুতিগ্রহণ প্রকাশের নাম গমক। ইহা সাত প্রকার, যথা—কম্পিত, স্ফুরিত, লীন, ভিন্ন, স্থবির, আহত ও আন্দোলিত। গায়ক পৌষ ও মাঘ মাসে বা এক প্রহর রাত থাকিতে জলে নামিয়া এই সকল গমক সাধনা করিবেন। (সঙ্গীতরত্নাকর)

মতান্তরে গমক ২৩ প্রকার, যথা—অপূর্ব্বাহত, আহুত, অযোর্দ্ধ্বণ, অগ্রাহত, আন্দোলিত, আহত, আঘাত, উগ্রাহত, কম্পিত, করোরি, কর্ত্তোমহান, ঘর্ষিত, জয়ন্ত, ঢালা, তুরিত, নিস্পত্ত, পূর্ব্বোহত, প্রত্যাহত, বাহমি, মুদ্রিত, শান্ত, সুবালা ও সোমহাস। (সঙ্গীতশা°)

গমকারিত্ব (ক্লী) গম্যতে গম ভাবে অপ্ গমং করোতি কৃ-ণিচ্ তস্য ভাবঃ গমকারিন্-ত্ব। মদন। (ত্রিকাণ্ড°)

গমথ (পুং) গম অধিকরণে অথ। (শীঙ্শপিগমিবঞ্চিজীবি প্রাণিভ্যোঽথঃ। উণ্ ৩। ১১৩।) ১ পথ। গম কর্ত্তরি অথ। ২ পথিক। (উজ্জ্বলদত্ত)

গমন (ক্লী) গম ভাবে ল্যুট্। ১ ক্রিয়াবিশেষ।

"প্রসারণঞ্চ গমনং কর্ম্মাণ্যেতানি পঞ্চ চ।" (ভাষাপরিচ্ছেদ) [ক্রিয়া দেখ।] ২ জিগীষু ব্যক্তির যাত্রা, পারস্য ভাষায় কুচ বলে। ইহার পর্য্যায় যাত্রা, ব্রজ্যা, অভিনির্য্যাণ, প্রস্থান, গম, প্রয়াণ, প্রস্থিতি, যান ও ব্যাপন। ৩ যাত্রা।

"নচ মে রোচতে বীর গমনং দণ্ডকং প্রতি।" (রামায়ণ ৩।১৩।১২)

৪ উপভোগ।

"অগম্যাগমনাচ্চৈব অভক্ষ্য চ ভক্ষণাৎ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ পঞ্চবক্ত্রস্য ধারণাৎ।" (তিথিতত্ত্ব)

গম্যতে‌ऽনেন গম-করণে ল্যুট্। ৫ যাহা দ্বারা গমন করা যায়, রথ, শকট প্রভৃতি।

গমনাগমন (ক্লী) গমনঞ্চাগমনঞ্চ ইতরেতরদ্বন্দ্ব°। গতায়াত, যাওয়া আসা।

গমনার্হ (ত্রি) গমনস্য অর্হো যোগ্যঃ ৬তৎ। যাইবার উপযুক্ত।

গমনীয় (ত্রি) গম-অনীয়র্। গম্য, যাইবার উপযুক্ত।

গময়িতৃ (পুং) গম-ণিচ্-তৃচ্। [গমক দেখ।]

গময়িতব্য (ত্রি) গম-ণিচ্-তব্য। গমন করাইবার উপযুক্ত।

গমাগম (পুং) [-দ্বি] গমশ্চ আগমশ্চ ইতরেতরদ্বন্দ্ব°। ১ চরাচর, সংসার। ২ গমনাগমন।

গমিত (ত্রি) গম ণিচ্-ক্ত। ১ প্রাপিত। ২ জ্ঞাপিত। ৩ অতিবাহিত।

গমিন্ (ত্রি) গামিষ্যতি গম-ইনি (গমেরিনিঃ। উণ্ ৪।৬।) (ভবিষ্যতি গম্যাদয়ঃ। পা ৩। ৩। ৩।) গমনকর্ত্তা, যে গমন করিবে। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

গমিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন গন্তা গন্তৃ-ইষ্ঠন্। গন্তৃতম, যিনি অতিশয় গমন করিতে পারেন।

"কিমঙ্গ বাং প্রত্যবর্ত্তিং গমিষ্ঠাহু বিপাসো অশ্বিনা পুরাজাঃ।" ঋক্ ১।১১৮।৩) 'গমিষ্ঠা গন্তৃতমৌ' (সায়ণ।)

গম্বাত, সিন্ধুপ্রদেশের খয়েরপুর ক্ষুদ্ররাজ্যের একটি নগর। এই স্থানের তাঁতিরা তুলা হইতে একপ্রকার দেশী কাপড়ের থান প্রস্তুত করিয়া থাকে।

গম্বাল, পঞ্জাবের বন্নু জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত একটী নদী। আফগানস্থানের মঙ্গলজাতির পার্ব্বত্য আবাসের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া দাবাড় অধিত্যকার মধ্য দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া অক্ষা° ৩২° ৩৭ ৩০´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭১° ৬´ ১৫´´ পূর্ব্বে লক্কীনগরের দক্ষিণে কুরমনদীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। উৎপত্তিস্থান হইতে মরবৎ তহসীল পর্য্যন্ত ইহার নাম টোচীনদী। এই তহসীলের নিকট কতকগুলি প্রস্রবণ আছে। এই নদীর উত্তরতীরবর্ত্তী ভূমি বালুকাময়, তজ্জন্য তথায় চাষবাস করিবার বিশেষ সুবিধা নাই। ইহার জল সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর। নদীটী সচরাচর হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। বর্ষাকালে বৃষ্টির সময় ইহার গভীরতা ৪½ ফিটের অধিক হয় না, ইহা হইতে কতকগুলি কাটা খাল হওয়ায় স্থানীয় কৃষিকার্য্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে।

গম্ভন্ (ত্রি) গম-বাহুলকাৎ ঝন্ ভুগাগমশ্চ। গভীর।

"অপাং গভস্তন্ নীহমানা দুঃখ্যাহস্তিতাপনীন্যাপি বৈশ্বানরঃ।"
(বাজসনেয়° ১৩৩০) 'গভস্তন্ গম্ভানি গভীরে স্থানে' মহীধর।

গম্ভর (ক্লী) গম-বিচ্, গমং নিম্নগতিং বিভর্ত্তি-ভৃ অচ্ ততঃ। জল। (নিঘণ্টু) "বৃহত্তেব গম্ভরেষু প্রতিষ্ঠাং" (ঋক্ ১০।১০৬।৯)
'গম্ভরেষু গহনেষু জলেষু' (সায়ণ।)

গম্ভার পঞ্জাব প্রদেশের একটী পার্ব্বতীয় জলস্রোত। অক্ষা° ৩০° ৫৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৮´ পূ., হিমালয়শ্রেণী হইতে উদ্ভূত হইয়া উত্তরপশ্চিমদিকে গিয়া সুবাথুর সৈনিক নিবাস অতিক্রম করিয়া শতদ্রু নদীতে মিলিয়াছে। ইহার গভীরতা অল্প বলিয়া নৌকা গতায়াতের সুবিধা নাই, কিন্তু বর্ষাকালে অতিরিক্ত বন্যা হইয়া থাকে। সুবাথু হইতে সিমলা শৈল যাইবার পথে এই নদীর উপর একটী সেতু নির্ম্মিত আছে।

গম্ভারিক (স্ত্রী) গম বিচ্, গমং নিম্নগতিং বিভর্ত্তি ভৃ-ধুন্ টাপ্ অতইত্বং। গম্ভারীবৃক্ষ।

গম্ভারী (স্ত্রী) গমঃ গতিভেদং বিভর্ত্তি-অণ্ উপপদস° গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বৃক্ষবিশেষ, চলিত কথায় গামীর, গম্ভার বা যুগাদিচক্র বলে। (Gmelina arborea) ইহার পর্য্যায়— সর্ব্বতোভদ্রা, কাশ্মরী, মধুপর্ণিকা, শ্রীপর্ণী, ভদ্রপর্ণী, কাশ্মর্য্যা, কাশ্মর্বী, ভদ্র, গোপভদ্রিকা, কুমুদা, সদাভদ্রা, কটুফলা, কৃষ্ণবৃন্তিকা, কৃষ্ণবৃন্তা, হীরা, সর্ব্বতোভদ্রিকা, স্নিগ্ধপর্ণী, সুভদ্রা, কম্ভারী, গোপভদ্রা, বিদারিণী, ক্ষারিণী, মহাভদ্রা, মধুপর্ণী পরুভদ্রা, কৃষ্ণা, অশ্বেতা, রোহিণী, গৃষ্টি, স্থূলত্বচা, মধুরসা, সুফলা, মহাকুমুদা, সুদৃঢ়ত্বচা। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, গুরু, উষ্ণ, ভ্রম, শোষ, ত্রিদোষ, বিষদাহ, জ্বর, তৃষ্ণা ও রক্তদোষনাশক। (রাজনি°) ইহার ফলের গুণ তিক্ত, গুরু, গ্রাহী, মধুর, কেশহিতকর, রসায়ন, মেধ্য, শীতল, দাহ ও পিত্তনাশক। ইহার মূলের গুণ অতিশয় উষ্ণ, মানসিক ব্যাধির অহিতকর। (রাজবল্লভ) ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ কষায়, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, মধুর, গুরু, দীপন, পাচন, ভ্রম ও শোষ, তৃষ্ণা, আমশূল, অর্শ, বিষদাহ ও জ্বরনাশক। ইহার ফলের গুণ—বৃংহণ, বৃষ্য, গুরু, কেশহিতকর, রসায়ন, বাত, পিত্ত, তৃষ্ণা, ক্ষয়, মূত্র ও আনাহরোগনাশক, পাকে স্বাদু, শীতল, স্নিগ্ধ, কষায় ও অম্লরস। (ভাবপ্রকাশ)

গম্ভিষ্ঠ (ত্রি) গভস্তন্ ইষ্ঠন্। গভীরতম।
"গাম্ভিষ্ঠং যাএব এতৎ গচ্ছতি।" (শত° ব্রা° ৭।৫।১।১৮)

গম্ভীর (ত্রি) গচ্ছতি জলমত্র গম ঈরন্ নিপাতনাৎ ভুগাগমঃ। (গভীরগম্ভীরৌ। উণ্ ৪।৩৫) ১ নিম্নস্থান, গভীর।
"ধৃতগম্ভীরখনীখনীলিম।" (নৈষধ)। ২ মন্দ্র শব্দ। মেঘের ডাক।
"স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষমেকস্যন্দনমাস্থিতৌ।" (রঘু ১ স।)
(পুং ৩ জম্বীর। ৪ পদ্ম। ৫ ঋক্‌মন্ত্রবিশেষ।
"মন্দ্রে সত্রে চ জাতৌ চ ত্রিষু গম্ভীরতা স্মৃতা।" (স্মৃতি)

গম্ভীরনাথ, একটী গুহামন্দির। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পুণা জেলার অন্তর্গত খণ্ডালবিভাগে বেয়ান বা নাগপথায় পাহাড়ে ইহা অবস্থিত। খণ্ডালনগর হইতে চলিয়া যাইতে প্রায় ছয় ঘণ্টা লাগে। যানাদি লইয়া সে পথে যাইবার সুবিধা নাই। গুহামন্দিরের সম্মুখভাগে ঢালু ভাবে একটী আটচালা আছে। কদলীপত্রে উহা আচ্ছাদিত। আটচালা পার হইয়া গম্ভীরনাথের গুহামন্দির। পাহাড় কাটিয়া এই মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে।

গম্ভীররায়, একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। ইনি নুরপুরের ইতিহাস হিন্দিকবিতায় রচনা করেন। ১৬২৮ হইতে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত নুরপুরের রাজা জগৎসিংহের সহিত দিল্লির বাদশাহ শাহজানের যুদ্ধ হয়। কবিতায় সেই সকল যুদ্ধ-বৃত্তান্ত অলঙ্ক ভাষায় বর্ণিত আছে।

গম্ভীরবেদিন্ (পুং) গভীরং গমনং বহুলাকাৎ পরং বেত্তি গম্ভীর-বিদ্-ণিনি। ১ একপ্রকার হাতী।
"চিরকালেন যো বেত্তি শিক্ষাং পরিচিতামপি।
গম্ভীরবেদী বিজ্ঞেয়ঃ স গজো গজবেদিভিঃ॥"
(রাজপুত্রীয় হস্তিশিক্ষা)
যে হাতী পরিচয়, শিক্ষা বা উপদেশ বহুকাল পরে বুঝিতে পারে, তাহাকে গম্ভীরবেদী বলে। ইহার পর্য্যায়— অঙ্কুশদুর্দ্ধর, চালক, ব্যালক, অবমতাঙ্কুশ।
"স প্রতাপং মহেন্দ্রস্য মূর্দ্ধি তীক্ষ্ণং ন্যবেশয়ৎ।
অঙ্কুশং দ্বিরদস্যেব যন্তা গম্ভীরবেদিনঃ॥" (রঘু ৪।৩৯)
২ মোটা বুদ্ধি।

গম্ভীরবেদিতৃ (পুং) গম্ভীর-বিদ্-তৃচ্। অজহস্তী।
"ত্বগ্‌ভেদাৎ শোণিতস্রাবাৎ মাংসস্য ক্রথনাদপি।
আত্মানং যো ন জানাতি স স্যাদ্ গম্ভীরবেদিতা।"
(রঘুটী° মল্লিনাথ)
যে হাতীর চর্ম্ম ভেদ করিয়া রক্ত বাহির করিলে অথবা মাংস ছিঁড়িয়া ফেলিলেও সে জানিতে পারে না, তাহাকে গম্ভীরবেদিতা বলে।

গম্য (ত্রি) গম্-যৎ। ১ গমনীয়। ২ প্রাপ্য।
'জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্।" (গীতা ১৩।১৭)
গম অর্হার্থে যৎ। ৩ গমনযোগ্য।
"গম্যান্যপি চ তীর্থানি কীর্ত্তিতান্যগম্যানি চ।" (ভারত ৮৩।৮৫)

গম্যমান (ত্রি) গম-কর্ম্মণি শানচ্। ১ জায়মান। ২ বর্ত্তমান গমনের কর্ম্ম, যে গ্রামে যাওয়া হইতেছে।

213-1

গম্যা (স্ত্রী) গম-যৎ-টাপ্। সম্ভোগার্হা স্ত্রী, যাহার সম্ভোগ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। "অতিকামাং স্ত্রিয়ং যস্ত গম্যাং রহসি যাচিতঃ।" (ভারত ১।৮৩।৩৫)

গম্যাদি (স্ত্রী) নিপাতনে সিদ্ধ ইনি প্রত্যয়ান্ত কএকটী শব্দ। গমী, আগমী, ভাবী, প্রস্থায়ী, প্রতিরোধী প্রতিবোধী, প্রতিযোধী, প্রতিযায়ী ও প্রতিবেষী ইহাদিগকে গম্যাদি বলে। ইহাদের যোগে দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ সমাস হয়।

গয় (পুং) ১ রামায়ণ-প্রসিদ্ধ একটী বানর। (ভারত ৩।২৮২ অঃ)

২ হবির্ধান রাজার পুত্র। (ভাগবত ৪।২৪।৭) ৩ প্রিয়ব্রতবংশীয় একজন রাজা। ইনি অতিশয় উদারচিত্ত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। (ভাগবত ৫।১৫।৬।১৩)

৪ একজন রাজর্ষি, ইহার পিতার নাম অমূর্ত্তরয়। ইনি শত বর্ষ পর্য্যন্ত কেবল আহুতির অবশেষ ভক্ষণ করিয়া অগ্নির উপাসনা করেন। অগ্নি সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে উপস্থিত হইলে গয়রাজ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, হুতাশন যদি এ অধমের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাকে বেদে অধিকার প্রদান করুন, আমার বেদ অধ্যয়ন করিতে বড়ই অভিলাষ হইয়াছে এবং আমি যেন ধর্ম্মানুসারে বিপুল ধনের অধীশ্বর, শত্রুকুলের নিহন্তা, ধনদ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে যত্নবান্ এবং সুখী হইতে পারি। অগ্নি তাহাই হইবে বলিয়া প্রস্থান করিলেন। গয়রাজ অগ্নির বরে সমস্ত বিপক্ষদল সমূলে নির্ম্মূল করিয়া সমগ্র পৃথিবীর উপরে আপনার আধিপত্য বিস্তার করেন। গয়রাজের দিন দিন ধর্ম্মনিষ্ঠা বাড়িতে লাগিল। তিনি একটী বৃহদ্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞ আর কোন রাজাই করিতে পারেন নাই। ইহার যজ্ঞের সুবর্ণময় বেদিটী দৈর্ঘ্যে ৩০ যোজন ও প্রস্থে ২৬ যোজন নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার যজ্ঞস্থলে একটী বটবৃক্ষ চিরজীবী হয়, তাহা অক্ষয়বট নামে প্রসিদ্ধ। যজ্ঞের অবসানে ব্রহ্ম নামক একটী সরোবর নির্ম্মিত হয়। (ভারত দ্রোণ° ৬৬ অঃ।)

৫ ধন। ৬ অপত্য। ৭ গৃহ। (নিঘণ্টু)

"ইন্দ্রো বসুভিঃ পরিপাতু নো গয়ম্।" (ঋক্ ১০।৬৬।৩) 'গয়ং গৃহমাবৈকং' (সায়ণ।)

৮ অন্তরীক্ষ। "গয়স্ফানং শর্ম্ম" (ঋক্ ৫।৪৪।৭) 'গয়ং গৃহমন্তরীক্ষং বা' (সায়ণ।)

৯ গৃহগত প্রাণী। "যানো গয়মাবিবেশ" (ঋক্ ৮।৭১।২) 'গয়ং গৃহগতপ্রাণিজাতম্।' (সায়ণ।)

১০ বহান। "দিবো গয়মারেঅবত আগাৎ" (ঋক্ ১০।৯৯।৫) 'গয়ং বহানং' (সায়ণ।)

[বহু] ১১ প্রাণ। 'সা হৈষা গয়াংস্তত্রে প্রাণা বৈ গয়াস্তৎ প্রাণাংস্তত্রে তদ্ যদ্ গয়াংস্তত্রে তস্মাদ্ গায়ত্রী নাম।" (শত° ব্রা° ১৪।৮।১৫।৭)

[বহু] গয়া অত্যন্ত গয়া অচ্। ১২ গয়াপ্রদেশ।
"গয়স্য যজমানস্য গয়েষ্বেব মহাক্রতুম্।
আহূতা সরিতাং শ্রেষ্ঠে গয়যজ্ঞে সরস্বতী।" (ভারত শল্য ৩৯)

১৩ অসুরবিশেষ, গয়াসুর। [গয়া দেখ।]

গয়দাস, একজন বৈদ্যক গ্রন্থকার।

গয়রসপুর, মধ্যভারতে ভিল্‌সার নিকট একটী স্থান। এখানে অতি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে জৈনদিগের দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া অনেকের অনুমান।

গয়শাত (পুং) একজন প্রধান বৌদ্ধাচার্য্য।

গয়শিরস্ (ক্লী) গয়স্য শিরঃ। ৬-তৎ। ১ গয়ার নিকটস্থ পর্ব্বতবিশেষ। ২ গয়াসুরের মস্তক। (ভারত, বন) [গয়া দেখ।]

গয়সাধন (ত্রি) গয়স্য সাধনম্। ৬ তৎ। গৃহের সাধন, গৃহের ধনাদি বৃদ্ধিকারক।
"সখা বৎসং ন মাতৃভিঃ স্মৃতা গয়সাধনম্।" (ঋক্ ৯।১০৪।২)
'গয়সাধনং গৃহস্য সাধনম্।' (সায়ণ।)

গয়স্ফান (ত্রি) স্ফায়ী বৃদ্ধৌ অন্তর্ভূতণ্যর্থাৎ ল্যুট্, যলোপ, গয়স্য ধনস্য স্ফানো বর্দ্ধকঃ। ধনবর্দ্ধনকারক।
"গয়স্ফানো অমীবহা" (ঋক্ ১।৯১।১২) 'গয় ইতি ধননাম। গয়স্য বর্দ্ধয়িতা।' (সায়ণ)

গয়া, বাঙ্গালার ছোটলাটের অধীন একটী বিস্তৃত জেলা, ইহার উত্তরসীমা পাটনা জেলা, পূর্ব্বে মুঙ্গের, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে লোহারডাগা ও হাজারিবাগ, পশ্চিমে শোণনদী সাহাবাদ হইতে এই জেলাকে পৃথক্ করিয়াছে। অক্ষা° ২৪° ১৭´ হইতে ২৫° ১৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ৪´ হইতে ৮৬° ৫´ পূঃ। ভূপরিমাণ ৪৭১২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ২১ লক্ষের অধিক।

ইহার প্রধান নগর গয়া, কিন্তু রাজকীয় আদালতাদি তাহার পার্শ্ববর্ত্তী সাহেবগঞ্জ নামক স্থানে আছে।

গয়া জেলার দক্ষিণাংশে গিরিমালা, উহা বিন্ধ্যগিরির অংশ বলিয়া অনেকে স্থির করিয়াছেন। দক্ষিণ ভাগ হইতে জমি ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া গঙ্গাতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। জেলার নানাস্থানেই ছোট ছোট পাহাড় আছে, তন্মধ্যে মাহের পাহাড় সর্ব্বাপেক্ষা বড়, সমুদ্র হইতে প্রায় ১৬২০ ফিট্ উচ্চ হইবে। এই পাহাড় গয়াপুরী হইতে ৬ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। এ ছাড়া বরাবর ও রাজগৃহ নামে একটী বিখ্যাত পাহাড় আছে। [বরাবর ও রাজগৃহ দেখ।]

এই জেলায় শোণ ও ফল্গুনদীই প্রধান, এ ছাড়া কুশী, দোকা, ধারধার, ডিলিয়া, ধনর্জি, শোব ও মকরি নদী আছে। এই জেলার মধ্য দিয়া দুইটী বৃহৎ কাটাখাল গিয়াছে, একটী শোণ হইতে পুনপুন্ নদী পর্য্যন্ত ৪ ক্রোশ বিস্তৃত, অপরটী শোণখালের ২ ক্রোশ দূরে উত্তরভাগে প্রবাহিত হইয়া প্রায় ৪০ ক্রোশ গিয়া বাঁকিপুর ও দানাপুরের মধ্যে গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। উক্ত নদী ও খালের জলে একপ্রকার কৃষিকার্য্য চলে। জেলার পূর্ব্বাংশেই চাষবাস অধিক, উত্তর ও পশ্চিমাংশে তেমন উর্ব্বরা নহে। এখানকার পাহাড়ে ও জঙ্গলে গুটি, মৌচাক, নানাপ্রকার গঁদ ও উৎকৃষ্ট মউয়া সংগৃহীত হয়। পাহাড়ের ঘন জঙ্গলে নানাপ্রকার বাঘ, ভালুক, হায়না, হরিণ, শূকর প্রভৃতি বন্যজন্তু এবং বনকুক্কুট, পাতিহাঁস প্রভৃতি নানা প্রকার পক্ষী দেখা যায়।

গয়া জেলা অতি পূর্ব্বকাল হইতে হিন্দু ও বৌদ্ধগণের পুণ্যভূমি ও মুক্তিক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানকার মুহর-নদীতীরস্থ টিকারি নগরে টিকারিরাজের দুর্গ আছে। জাহানাবাদ ও দাউদনগরে এক সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কাপড়ের কুঠী ছিল। শোণনদীতীরবর্ত্তী অরবাল নামক স্থান এক সময়ে কাগজ ও চিনির ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, এখন গয়া জেলার মধ্যে এই স্থানেই কেবল নীলের কারবার চলে। দেও নামক স্থানে এখানকার প্রাচীন রাজগণের রাজভবন আছে। নবাদা, রফীগঞ্জ, বেলা, হসুয়া ও বারিসালীগঞ্জে নানাপ্রকার ব্যবসা হয়।

এখানে ধান্য বেশ জন্মে। যব, গম, কোদো, ছোলা, মটর, খেসারি, কলাই, শণ, পাট, তুলা, সর্ষপ, আফেন, নীল, ইক্ষু, পাণ, আলু প্রভৃতি যথেষ্ট উৎপন্ন হয়।

এখানে বন্যা হয় না, তবে মধ্যে মধ্যে অতিবৃষ্টিতে শস্যের হানি করে। পূর্ব্বে স্থানে স্থানে বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে জলাভাব ঘটিত। এখন খাল কাটিয়া দেওয়াতে সে অভাব দূর হইয়াছে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এখানে দারুণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাহার উপর ঐ বর্ষে ওলাউঠায় বিস্তর লোকের প্রাণ নষ্ট হয়। এক সময়ে গয়া জেলায় দেশীয় বস্ত্র ও কাগজের ব্যবসা প্রবল ছিল, কিন্তু এখন প্রায় তাহা লোপ হইয়া আসিয়াছে। এখানকার প্রধান রপ্তানী—সকল প্রকার শস্য, সর্ষপ, নীল, আফিম, সোরা, চিনি, কম্বল ও পিত্তলের বাসন। আমদানীর মধ্যে লবণ, থানবস্ত্র, তুলা, তক্তা, তামাক, লাক্ষা, লৌহ, গরম মসলা ও নানাবিধ ফল।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় এখানকার সকল প্রকার রাজকীয় কাগজপত্র নষ্ট হওয়ায় ইতিহাস ও পূর্ব্বেকার শাসন-বিবরণী জানিবার কোন উপায় নাই। বিদ্রোহের সময় এই জেলা হইতে ২১৩১২৫০৲ টাকা রাজস্ব আদায় হইত, এখন ছাব্বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইতেছে।

এখন সমস্ত গয়া জেলার মধ্যে ১২টী ফৌজদারী ও ৫টী দেওয়ানী আদালত আছে। এখানে ১০টী থানা ও ২৪টি ফাঁড়ি আছে। গ্রাম্য চৌকিদার ছাড়া এখানে দিগ্‌বার নামে একপ্রকার প্রহরী আছে।

পূর্ব্বে গয়াতীর্থযাত্রীর প্রতি পথে ঘাটে দস্যুদিগের অত্যাচার ছিল, সেই দস্যু দমন করিবার জন্য গ্রামের জমিদারেরা দিগবার নিযুক্ত করেন। দিগ্‌বারী প্রথা হইবার পর হইতে পথে ঘাটে যাত্রীদের প্রতি পূর্ব্ববৎ আর অত্যাচার হয় না।

গয়াজেলার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। এখানকার তাপমান-যন্ত্রে সচরাচর ৭৯.৯৮° ডিগ্রি উষ্ণতা উঠে, অধিক গ্রীষ্মের সময় ১১১.৫° ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিতে দেখা যায়। গড়পড়তা জল প্রায় ১১.৩৭ ইঞ্চ হয়। রোগের মধ্যে ওলাউঠা, কুষ্ঠ, বসন্ত, শিরঃপীড়া, স্নায়ুশূল ও পাদশোথ হয়। এখানকার লোকেরা টীকা দিতে চায় না বলিয়া বসন্ত কিছু প্রবল।

পূর্ব্বকালে গয়াজেলা মগধরাজের অধীন ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে এখানকার বুদ্ধগয়া সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। [বুদ্ধগয়া শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত এখানে পালবংশীয় বৌদ্ধরাজ ও পরে কান্যকুব্জের হিন্দুরাজগণের অধিকারে ছিল। তৎপরে মুসলমান অধিকারভুক্ত হয়। দিল্লীর মোগল বাদশাহগণের গৌরবরবি অস্তমিত হইবার উপক্রম হইলে মহারাষ্ট্রেরা গয়াপুর লুট করিতে আসিয়া সময়ে সময়ে এই স্থান আক্রমণ করে, কিন্তু বিশেষ কিছু ক্ষতি করিতে পারে নাই। [বেহার দেখ।]

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বেহারপ্রদেশ ইংরাজের হস্তগত হইলে রাজা সেতাব রায়ের উপর এই জেলার বন্দোবস্তের ভার অর্পিত হয়। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম এখানে বিচারকার্য্যের সুবিধার জন্য একজন জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন।

গয়া, উপরোক্ত গয়াজেলার প্রধান নগর, অক্ষা° ২৪°৪৮′৪৪″ উঃ, দ্রাঘি° ৮৫° ৩′ ১৬′ পূঃ, ফল্গুনদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। ইহারই পার্শ্বে সাহেবগঞ্জ, সাহেবগঞ্জে গবর্মেণ্টসংক্রান্ত বিচারালয়াদি, সাহেব ও মুসলমানদিগের বাসভবন আছে। নিজ গয়াপুরীতে সাহেব বা মুসলমানের বাস করিবার অধিকার নাই। এই পুরীই হিন্দুজাতির প্রধান পুণ্যধাম "গয়া" নামে বিখ্যাত, এইখানেই গদাধরের পাদপদ্ম বিরাজিত ও গয়ার পাণ্ডা গয়ালীগণের বাস।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহাম, রাজা রাজেন্দ্রলাল ও হিণ্টর হণ্টর সাহেবের মতে (১)—এই গয়াক্ষেত্র প্রথমে হিন্দুতীর্থ বলিয়া গণ্য হয় নাই, প্রথমে ইহা প্রধান বৌদ্ধতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, বৌদ্ধদিগের অধঃপতন হইলে হিন্দুগণ বৌদ্ধকীর্ত্তির উপরে আপনাদিগের বর্ত্তমান গয়াধাম স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহাদের উক্ত মতটী সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। কারণ বৌদ্ধপ্রাধান্যের এমন কি বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই গয়া হিন্দুজাতির একটী প্রধান প্রাচীনতীর্থ এবং পিতৃপুরুষদিগের পিণ্ড দিবার একমাত্র পুণ্যস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বাল্মীকি রামায়ণে লিখিত আছে ;—

"শ্রূয়তে ধীমতা তাত শ্রুতির্গীতা যশস্বিনা।
গয়েন যজমানেন গয়েষ্বেব পিতৄন্ প্রতি॥
পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিতৄন্ যঃ পাতি সর্ব্বতঃ॥
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ।
তেষাং বৈ সমবেতানামপি কশ্চিৎ গয়াং ব্রজেৎ॥"

অযোধ্যাকাণ্ড ১০৭।১১-১৩।

শুনা যায়, গয়াপ্রদেশে গয় নামে কোন ধীমান্ ও যশস্বী যজমান পিতৃলোকের প্রতি উদ্দেশ করিয়া এই শ্রুতি গান করিয়াছিলেন, 'সন্তান পুৎ নামক নরক হইতে পিতাকে ত্রাণ করে ও সর্ব্বতোভাবে পিতাকে রক্ষা করে বলিয়াই পুত্র নামে অভিহিত।' লোক এইজন্যই নানাবিদ্যায় পারদর্শী গুণবান্ বহুপুত্র কামনা করে, (তাঁহাদের ইচ্ছা) তাহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ একজন পুত্রও গয়ায় গমন করিবে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন—

"যদ্দদাতি গয়াস্থশ্চ সর্ব্বমানন্ত্যমশ্নুতে।" যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ১।২৬০।

গয়াতে শ্রাদ্ধকালে যাহা প্রদত্ত হয়, তাহাই অনন্তফলজনক।

এইরূপ মহাভারত (বনপর্ব্ব ৮৪, ৮৭, ৯৫ অঃ, অনুশাসন ২৫ অঃ) হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থেও গয়াতীর্থের উল্লেখ আছে।

গয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থসমূহেও মতভেদ লক্ষিত হয়। মহাভারতের মতে—

অমূর্ত্তরয়ার পুত্র রাজর্ষি গয় এইখানে প্রচুরান্ন ও ভূরিদক্ষিণ এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন ; ঐ যজ্ঞে শত-সহস্র অন্নাচল ও ঘৃতকুল্যা প্রস্তুত হয় ; শত শত দধির নদী এবং শত-সহস্র উত্তমোত্তম ব্যঞ্জন-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। রাজর্ষি গয় যাচকদিগকে প্রতিদিনই এইরূপ সমারোহে অন্নদান করিতেন এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য জাতিও বহুবিধ অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিত। দক্ষিণা প্রদানকালে বেদধ্বনি গগন স্পর্শ করিয়াছিল, অন্য কোন শব্দ কর্ণগোচর হয় নাই। রাজর্ষি গয় যেরূপ সমারোহে যজ্ঞ করেন, সেরূপ কেহ কখন করে নাই এবং করিবে এমন বোধও হয় না। দেবগণ গয়যজ্ঞে প্রদত্ত হবিঃ দ্বারা এরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, যে তাঁহারা আর অন্যের প্রদত্ত দ্রব্যগ্রহণে ইচ্ছা করিতেন না। রাজর্ষি গয় অশ্বমেধের নিকট এইরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। [বন ৯৫ অঃ] বোধ হয় রাজর্ষি গয় যজ্ঞ করেন বলিয়া এই স্থান গয়ের যজ্ঞস্থান বলিয়া পূর্ব্বকালে বিখ্যাত হয়। [মহাভারত দ্রোণপর্ব্ব ৬৬ অঃ দেখ।] (২) পাণ্ডবেরাও এখানে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন।

হরিবংশের মতে—মনুর যজ্ঞে মিত্র ও বরুণের অংশে ইলা নামে যে কন্যা জন্মে, সেই কন্যাই পুরুষরূপে সুদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত হন, এই সুদ্যুম্নের তিনটী পুত্রের মধ্যে গয় নামে একটী পুত্র হয়, তিনি গয়াপুরী রাজধানী নির্ম্মাণ করেন (৩)। (হরিবংশ ১০ম অধ্যায় দেখ।)

বায়ুপুরাণের—গয়ামাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

মহাবলশালী গয়নামে একটী বিষ্ণুভক্ত অসুর ছিল। সে ১২৫ যোজন উচ্চ ও ৬০ যোজন স্থূল, ইহার আকৃতি ভয়ঙ্কর হইলেও চরিত্র মন্দ ছিল না। গয়াসুর অতিশয় ধার্ম্মিক ও নম্র স্বভাব ছিল, অকারণে কাহারও কোন অনিষ্টের দিকে যাইত না। অসুর কিছুদিন পরে কোলাহল পর্ব্বতে যাইয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিতে আরম্ভ করে, তাহার কঠোর তপস্যা দেখিয়া দেবতাদের প্রাণ চমকিয়া উঠিল, তাহারা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া পিতামহের নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইলেন যে, গয় যদি এরূপ ভাবে আর কিছুদিন তপস্যা করে, তাহা হইলে সকল দেবতাকেই স্বীয় স্বীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, অতএব পিতামহ এই বেলাই যাহাতে যা হয়, একটা বিধান করুন।

---

(১) Sir W. W. Hunter's Imperial Gazetteer of India, (2nd Ed.) Vol V p 47 ; Sir Alex. Cunninggham's Archæological Survey Reports, Vols I III. ; Raja R. Mitra's Buddha Gaya.

(২) এইরূপ বোধ হয়, মহাভারতে এই স্থান গয়রাজ-অভিসংস্কৃত মহীধর তীর্থ বলিয়া অভিহিত। যথা—

"ততো মহীধরং গচ্ছেদ্ ধর্ম্মজ্ঞেনাভিসংস্কৃতম্।
রাজর্ষিণা পুণ্যকৃতা গয়েনানুপমদ্যুতে।
নগো গয়শিরো যত্র পুণ্যা চৈব মহানদী।" বনপর্ব্ব ৯৫।৯-১০।

(৩) "সুদ্যুম্নস্য তু দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।
উৎকলশ্চ গয়শ্চৈব বিনতাশ্বশ্চ ভারত।
দিক্পূর্ব্বা ভরতশ্রেষ্ঠ গয়স্য তু গয়াপুরী।" হরিবংশ ১০ অঃ।

গয়া অতি প্রাচীন হিন্দুতীর্থ হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে এখানেও বৌদ্ধাধিকার প্রবল হইয়াছিল। স্বয়ং শাক্যসিংহ সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া গয়াক্ষেত্রের অন্তর্গত গয়াশীর্ষ পর্ব্বত হইয়া নৈরঞ্জনানদীতীরে উপস্থিত হন *। এবং তাহারই অদূরে বোধিতরুমূলে বুদ্ধপদ লাভ করেন। যেখানে তিনি যোগবলে বুদ্ধ হইয়াছিলেন, এখন সেই স্থান বোধিগয়া বা বুদ্ধগয়া নামে প্রসিদ্ধ।

[বুদ্ধগয়া শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

এইখানে বুদ্ধদেব গয়াকাশ্যপ ও নদীকাশ্যপকে দীক্ষিত করেন। বুদ্ধদেব এখানে বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বৌদ্ধদিগের নিকট এই স্থান এমন কি সমস্ত গয়াক্ষেত্র অতীব পুণ্যপ্রদ মোক্ষধাম বলিয়া পরিগণিত হয়। বৌদ্ধসম্রাট্ অশোক গয়ার ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে একশত ফিট উচ্চ একটী স্তূপ করিয়া দিলেন ও বুদ্ধদেবের লীলাক্ষেত্রসমূহে বিস্তর বিহার, মঠ, সঙ্ঘারাম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইল। দক্ষিণে, সিংহল ও উত্তরে চীন অবধি নানাস্থান হইতে বৌদ্ধতীর্থযাত্রীগণ ঐ সকল পুণ্যস্থান দর্শন করিবার জন্য আসিতে লাগিল, এখনও সেই প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তির পরিচয় গয়ার নানাস্থানে পড়িয়া আছে। † [বুদ্ধগয়া প্রভৃতি শব্দ দেখ।] এই সময় প্রাচীন হিন্দুতীর্থের নিতান্ত দুরবস্থা হইল। বৌদ্ধগণ সেই সকল স্থান অধিকার করিয়া বসিল। প্রাচীন পুণ্যভূমি গয়ানগরীর পূর্ব্ব-গৌরব বিলুপ্ত হইল। ৪০১ খৃষ্টাব্দে চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ গয়া নগরী বিধ্বস্ত ও জনমানবহীন মরুপ্রায় দেখিয়া গিয়াছিলেন (১)। তখনও এই বিধ্বস্ত নগরীর দেড়ক্রোশ দক্ষিণে বৌদ্ধকীর্ত্তি আজ্বল্যমান। কিন্তু এখানে অনতিকাল পরেই হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হইল। ধর্ম্মোন্মত্ত হিন্দুজাতি আবার আপনাদিগের পুণ্যধাম গয়াপুরীর বৌদ্ধকীর্ত্তি বিলোপ করিয়া তীর্থোদ্ধারে সমুদ্যত হইলেন। এই সময় অশেষ শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত কত শত বৌদ্ধমঠ, বিহার, সঙ্ঘারাম ও প্রাচীন স্তূপ বিলুপ্ত, চূর্ণিত ও বিধ্বস্ত হইল। এইরূপে কত প্রাচীন হিন্দুতীর্থের পুনরুদ্ধার, আবার কত প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তির উপর পুনরুবেদী ও তীর্থ হইল। এই সময়ে বায়ুপুরাণীয় গয়ামাহাত্ম্যের সৃষ্টি। গয়াসুররূপী বৌদ্ধধর্ম্মের উপর দেবরূপী হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন, তাহাই গয়াসুরের প্রকৃত রূপক উপাখ্যান। বোধ হয় খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর পূর্ব্বেই এই ঘটনা হইয়াছিল। কারণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং যখন গয়ানগরীতে আগমন করেন, তখন এখানে প্রায় হাজার ঘর ব্রাহ্মণের বাস ছিল। হিউএন্ সিয়াং লিখিয়াছেন—'ঐ সকল ব্রাহ্মণগণ ঋষিবংশসম্ভূত। সর্ব্বত্রই লোকে তাঁহাদিগকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন*।' চীনপরিব্রাজকবর্ণিত ব্রাহ্মণগণকে এখনকার গয়ালীদিগের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া বোধ হয়। বোধ করি, তাঁহারাও প্রাচীন গয়াতীর্থ উদ্ধার করিয়া থাকিবেন, এইজন্যই গয়ালীদিগের এত প্রাধান্য ও তাঁহারা মহাধনবান্ হইতে দীন-দরিদ্র সকলপ্রকার হিন্দুতীর্থযাত্রীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকেন।

চীনপরিব্রাজকের বর্ণনায় জানা যায়, তিনি বোধিতরুর উত্তরে কোন কোন স্থানে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন ‡। বোধ হয়, সেই সকল পদচিহ্নে ব্রাহ্মণেরা গদাধরের পাদপদ্ম বলিয়া প্রচার করিয়া থাকিবেন। প্রচার করিবার আরও একটী কারণ ছিল;— ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা জানিতেন যে, মহাভারতে গয়ার অন্তর্গত ধেনুকতীর্থে গোবৎসের পদচিহ্ন এবং উদ্যন্ত পর্ব্বতে সাবিত্রীর পদচিহ্ন বর্ণিত আছে। সুতরাং যখন তাঁহারা দেখিলেন, পূর্ব্বেও যখন ব্রাহ্মণগণ এই গয়াতে পাদপূজা করিতেন, তখন এখনই বা পাদপূজা কেন না হইবে? এইরূপে বৌদ্ধেরা যাহা যাহা বুদ্ধপদ বলিয়া ভক্তি প্রদর্শন করিতেন, গয়ার ব্রাহ্মণেরাও সেই সকল গদাধর প্রভৃতি দেবপদচিহ্ন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। গয়ামাহাত্ম্যেও লিখিত আছে—

সর্ব্বত্র গুপ্তপৃষ্ঠাদ্রিঃ পাদৈর্দেবৈঃ সুলক্ষিতঃ।
প্রয়ান্তি পিতরঃ সর্ব্বে ব্রহ্মলোকমনাময়ম্॥" ৭।৭৭ ॥

কেবল তাহাই নয়, গয়ানগরের বহির্ভাগে পাঁচক্রোশের মধ্যে যে সমস্ত বৌদ্ধক্ষেত্র ছিল, তাহাও হিন্দুতীর্থ বলিয়া গৃহীত হইল, তন্মধ্যে বর্ত্তমান বুদ্ধগয়ায় যে অশ্বত্থবৃক্ষমূলে শাক্যসিংহ বুদ্ধপদ লাভ করেন, সেই মহাবোধিতরুই

* "ভিক্ষবো বোধিসত্ত্বো যথাভিরন্তং গয়ায়াং বিহৃত্য গয়াশীর্ষে পর্ব্বতে জঙ্ঘাবিহারমনুচঙ্ক্রমমাণো যেনোরুবিল্বাসেনাপতিগ্রামকস্তদনুসৃতস্তদনু প্রাপ্তোঽভূৎ। তত্রাদ্রাক্ষীন্নদীং নৈরঞ্জনাং স্বচ্ছোদকাং সুপ্রতীর্থ্যাং প্রাসাদিকৈশ্চ দ্রুমগুল্মৈরলঙ্কৃতাং সমন্ততশ্চ গোচরগ্রামাম্।" ললিতবিস্তর ১৭ অঃ।

† এখনও বিষ্ণুপদ-মন্দিরের নিকট বৌদ্ধস্তূপ ও তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম পরিচায়ক "যে ধর্ম্মাহেতুপ্রভবা" ইত্যাদি সূত্র এবং সূর্য্যমন্দিরে অশোকবংশ কর্ত্তৃক বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের ১৮১৩ বর্ষ পরে প্রদত্ত বৌদ্ধশিলালিপি দৃষ্ট হয়।

(১) Fo-kwo-ki Ch, XXXI.

* Beal's Records of the Western Countries Vol. II p. 113.

‡ Beal's Records &c. Vol II. p. 122.

প্রধান *। এখনও হিন্দুগণ গয়ার আড়াইক্রোশ দক্ষিণে বুদ্ধগয়ায় বোধিতরুমূলে পিণ্ডদান করিতে গিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান গয়াক্ষেত্রে ৪৫টী বেদী বা তীর্থ আছে। গয়ালীরা বলিয়া থাকেন, পূর্ব্বে ইহা অপেক্ষা আরও অনেক তীর্থ ছিল, কালক্রমে সে সমস্ত লোপ হইয়াছে। গয়াতীর্থযাত্রীগণ ঐ সকল তীর্থের মধ্যে কেহ ১টী, কেহ বা ২টী, কেহ কেহ ৩৮টী এবং কেহ বা ৪৫টীই দর্শন ও তথায় পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। ঐ সকল তীর্থদর্শনাদি সম্বন্ধে নিয়ম আছে। ত্রিস্থলীসেতু ও গয়াযাত্রাপদ্ধতিতে লিখিত আছে—

যে দিন গয়াযাত্রা করিবে, তাহার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব দিনে একাহার, হবিষ্যাভোজন ও স্ত্রীসংসর্গ ত্যাগ করিয়া শুচিভাবে থাকিবে, তৎপরদিন প্রাতঃস্নানাদি করিয়া দেশ-কালনিয়মানুসারে গয়াযাত্রার অঙ্গরূপে উপবাস করিয়া সংকল্প করিবে। তৎপর দিন অর্থাৎ গয়াযাত্রাদিনে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন ও ইষ্টপূজাদি করিবার পর মস্তক মুণ্ডন করিয়া কুলাচারানুসারে শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রাদ্ধান্তে নিজগ্রাম ৫ বার প্রদক্ষিণ করিয়া মৃত পিতৃপুরুষগণকে তাঁহার সহিত গয়ায় যাইতে অনুরোধ করিবেন। গয়ায় আসিলে তাঁহার পাণ্ডা যাত্রীকে তীর্থ সকল দর্শনাদি করাইবার জন্ত সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া দেন।

গয়ামাহাত্ম্যে লিখিত আছে (১ম দিবস) গয়ায় আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে সমস্ত ফল্গুতীর্থে পরে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ও তর্পণ করিবে। পরে প্রেতপর্ব্বতে প্রাচীনাবীতী ও দক্ষিণমুখ হইয়া—

"কব্যবালোঽনলঃ সোমো যমশ্চৈবার্য্যমা তথা।
অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদঃ সোমপাঃ পিতৃদেবতাঃ।
আগচ্ছন্তু মহাভাগাঃ যুষ্মাভীরক্ষিতাস্তথ।
মদীয়াঃ পিতরো যে চ কুলে জাতাঃ সনাভয়ঃ।
তেষাং পিণ্ডপ্রদানায় আগতোঽস্মি গয়ামিমাম।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু শ্রাদ্ধেনানেন শাশ্বতীম্॥"

এই মন্ত্রদ্বারা পিতৃলোকের আবাহন ও পূজা করিয়া পিণ্ডদান করিবে।

শ্রাদ্ধার্থ জল লইয়া প্রেতপর্ব্বতে রাখিয়া পরে সুবর্ণরেখাঙ্কিত শিলায় যাইয়া পাদশৌচাদি করিয়া পূর্ব্বদর্শিত "কব্যবাল" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিবে। পরে গায়ত্রী পাঠ করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শ্রাদ্ধস্থান শোধন করিবে। পরে প্রেতপর্ব্বতে শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান করিয়া পিতৃগণ ও আপনার প্রেতত্ব মুক্তিকামনায় সংকল্প করিয়া প্রেতপর্ব্বতে তিলমিশ্রিত সক্তু ও তিলযুক্ত অঞ্জলি প্রমাণ দান করিবে। অনন্তর প্রেতপর্ব্বত হইতে নামিয়া গয়াগ্রামের উত্তরভাগে প্রায় আড়াইক্রোশ দূরে মহানদীর পশ্চিমভাগস্থ প্রেতশিলায় গমন করিবে। প্রায় ৪০০ ধাপ সিঁড়ি বাহিয়া তবে প্রেতশিলায় উঠা যায়, এখানে পাদশৌচ সংকল্প করিয়া "কব্যবাল" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন এবং যথাশক্তি তাঁহাদের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানমাত্র করিবে। পরে প্রেতশিলার নিম্নে প্রভাসপর্ব্বতে সমস্ত মহানদীর রামতীর্থে যাইবে। মহাভারতে এই রামতীর্থের উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু মহানদীর উল্লেখ আছে, তন্মতে এই মহানদীতে স্নান করিয়া পিতৃলোক ও দেবগণের তর্পণ করিলে অক্ষয়লোক লাভ ও নিজ কুল উদ্ধার হয়। (বন ৮৪ অঃ) গয়ামাহাত্ম্যের মতে এখানে

"জন্মান্তরশতং সাগ্রং যদয়া দুষ্কৃতং কৃতম্।
তৎসর্ব্বং বিলয়ং যাতু রামতীর্থাভিষেচনাৎ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিবে। পরে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিয়া—

"রাম রাম মহাবাহো দেবানামভয়ঙ্কর।
ত্বাং নমাম্যত্র দেবেশ মম নশ্যতু পাতকম্।"

এই মন্ত্র দ্বারা রামকে প্রণাম করিবে। পরে যমরাজের নিকট প্রার্থনা করিয়া যমবলি ও কুকুরবলি দিবে (১)।

গয়ামাহাত্ম্যের মতে এই প্রথমদিনেই উত্তরমানসে গমন করিবে। তথায় মানস নামে একটী সরোবর আছে, ইহা গয়ার প্রথমতীর্থ ও মুণ্ডপৃষ্ঠ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এখানে—"উত্তরে মানসে স্নানং করোম্যাত্মবিশুদ্ধয়ে।
সূর্য্যলোকাদিসংসিদ্ধিসিদ্ধয়ে পিতৃমুক্তয়ে॥" গং মাং

এই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক স্নান করিবে, পরে দেব প্রভৃতির তর্পণ করিয়া পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধ করিবে। এখানে মৌনী হইয়া দক্ষিণমানসে যাইবে। উত্তর মানস ও উদীচীনদীর মধ্যে কনখল নামে পিতৃমুক্তিদায়ক একটী তীর্থ আছে, গয়ামাহাত্ম্য ও অগ্নিপুরাণের মতে এই তীর্থে স্নান করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

বিষ্ণুপদ মন্দিরের কিছু দূরে একটী সরোবর ও একটী সূর্য্যমন্দির আছে, গয়ামাহাত্ম্যে ঐ সূর্য্যমূর্ত্তি মৌনার্ক নামে বর্ণিত। ঐ মন্দিরের নাটমণ্ডপ প্রায় দৈর্ঘ্যে ৩৯ ফিট্ ও প্রস্থে

* বায়ুপুরাণীয় গয়ামাহাত্ম্যে এবং অগ্নিপুরাণেও এই মহাবোধিতরুর উল্লেখ আছে। যথাস্থানে গয়াযাত্রীর বিবরণ মধ্যে বিবৃত হইবে।

(১) তারানাথ বাচস্পতিকৃত গয়াযাত্রাপদ্ধতিতে দ্বিতীয় দিবসেও এইরূপ করিবার বিধান আছে। কিন্তু বায়ুপুরাণীয় গয়ামাহাত্ম্যে এরূপ বিধান না থাকায় ৺তারানাথের মত গ্রহণ না করিয়া গয়ামাহাত্ম্যের নিয়মানুসারে লিখিত হইল।

২৫২ ফিট্ হইবে, ইহার পশ্চিমাংশে গর্ভগৃহ, উহা প্রায় ৮২ বর্গ ফিট্, মন্দিরের প্রাচীর ইষ্টকনির্ম্মিত, কিন্তু স্তম্ভগুলি গ্রেণাইট্ পাথরের। অরুণচালিত সপ্তাশ্বরথে স্থিত সূর্য্যমূর্ত্তি বিরাজমান। উক্ত সরোবরের চারিদিকে প্রাচীরবেষ্টিত, তাহা দৈর্ঘ্যে ২৮২ ফিট্ ও প্রস্থে ১৫৬ ফিট্ হইবে। এই সরোবরের পশ্চিমে একটী নিমগাছ আছে, সে স্থানকেই লোকে কনখল বলে। তাহার দক্ষিণে দক্ষিণমানস, এখানেও তিনটী তীর্থ আছে, এখানে—"দিবাকরকরোমীহস্নানং দক্ষিণমানসে।

নমামি সূর্য্যন্তৃপ্ত্যর্থং পিতৃণাং তারণায় চ।

পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যায়ুরারোগ্যবৃদ্ধয়ে ॥"

এই মন্ত্রদ্বারা স্নান ও পূজা করিয়া শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিবে। দানান্তে ঐ মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক মৌনার্ককে নমস্কার করিবে।

তৎপরে (দ্বিতীয় দিবসে) ফল্গুতীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থ অতি প্রাচীন। মহাভারতেও লিখিত আছে, গয়ায় ফল্গুতীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধের ফল ও মহাসিদ্ধি লাভ হয়। (বনপ° ৮৪ অঃ।) বায়ুপুরাণীয় গয়ামাহাত্ম্যের মতে, পূর্ব্বকালে ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিষ্ণু ফল্গুরূপী হইয়া দক্ষিণাগ্নিতে যে হোম করিয়াছিলেন, তাহার রজকণাতে ফল্গুতীর্থ হইয়াছিল। গঙ্গা বিষ্ণুর পদজাতা, কিন্তু স্বয়ং আদিগদাধর দ্রবীভূত হইয়া ফল্গুতীর্থ হয়, এইজন্য গঙ্গা হইতে ফল্গুতীর্থ শ্রেষ্ঠ। ত্রিভুবনে যত পবিত্র তীর্থ আছে, স্নানকালে সে সমস্ত ফল্গুতীর্থে সন্নিহিত হয়। (গয়ামা° ৭।১৪-১৭)

অগ্নিপুরাণের মতে গয়াশিরই ফল্গুতীর্থ। ফল্গুতীর্থে স্নান করিয়া গদাধর দর্শন করিলে যে সুকৃত লাভ হয়, আর কিছুতে তেমন হইতে পারে না। (অগ্নিপু° ১১৫।২৬) গয়ামাহাত্ম্যের অন্যত্র লিখিত আছে—নাগকূট, গৃধ্রকূট ও উত্তরমানস, এই সকলের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে গয়াশির ও ফল্গুতীর্থ বলে—মুণ্ডপৃষ্ঠপর্ব্বতের নিম্নস্থানেই ফল্গুতীর্থ আছে। এখানে—

"ফল্গুতীর্থে বিষ্ণুজলে করোমি স্নানমাদৃতঃ।

পিতৃণাং বিষ্ণুলোকায় ভুক্তিমুক্তিপ্রসিদ্ধয়ে ॥"

এই মন্ত্রে স্নান ও তর্পণ করিয়া প্রেতশিলা-সংলগ্ন ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানান্তে যথাশাস্ত্রানুসারে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিবে। পরে

"নমঃ শিবায় দেবায় ঈশান পুরুষায় চ।

অঘোর বামদেবায় সদ্যোজাতায় শম্ভবে ॥"

এই মন্ত্রে পিতামহকে এবং তৎপরে—

"ওঁ নমো বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।

প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় শ্রীধরায় চ বিষ্ণবে ॥"

এই মন্ত্রে গদাধরকে প্রণাম ও পূজা করিবে। দ্বিতীয় দিবসে ধর্ম্মারণ্যে গমন করিবে। এই স্থানে ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এখানে মতঙ্গবাপীতে স্নানান্তে তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করিবে। পরে এই মন্ত্রে মতঙ্গেশ্বরকে প্রণাম করিবে—

"প্রমাণং দেবতাঃ সন্তু লোকপালাশ্চ সাক্ষিণঃ।

ময়াগত্য মতঙ্গেঽস্মিন্ পিতৃণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতাঃ ॥"

ধর্ম্মারণ্যের পূর্ব্বে ব্রহ্মতীর্থ। মহাভারতে লিখিত আছে—ধর্ম্মারণ্যোপশোভিত ব্রহ্মসরতীর্থে গমন করিলে ব্রহ্মলোক লাভ হয়, ব্রহ্মা এই সরোবরে এক যূপকাষ্ঠ নিখাত করিয়াছিলেন, ঐ যূপকে প্রদক্ষিণ করিলে অশ্বমেধের ফল হয়। গয়ামাহাত্ম্যমতে—ঐ ব্রহ্মকূপ ও ব্রহ্মযূপ মধ্যে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ উদ্ধার হয়। ইহার নিকট (বুদ্ধগয়ায়) মহাবোধি নামক অশ্বত্থবৃক্ষ। গয়ামাহাত্ম্যে লিখিত আছে, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মেশ্বরকে নমস্কার করিয়া মহাবোধিতরুকে (১) এই তিন মন্ত্র দ্বারা নমস্কার করিবে—

"চলদলায় বৃক্ষায় সর্ব্বদা স্থিতবিষ্ণবে।

বোধিসত্ত্বায় বৃক্ষায় অশ্বত্থায় নমো নমঃ ॥ ১ ॥

একাদশোঽসি রুদ্রাণাং বসূনাং পাবকস্তথা।

নারায়ণোঽসি দেবানাং বৃক্ষরাজোঽসি পিপ্পল ॥ ২ ॥

অশ্বত্থ যস্মাত্ত্বয়ি বৃক্ষরাজ নারায়ণস্তিষ্ঠতি সর্ব্বকালম্।

অতঃ শুভস্ত্বং সততং তরূণাং ধন্যোঽসি দুঃস্বপ্নবিনাশনোঽসি ॥" ৩

তৎপরে (বুদ্ধগয়ায়) বিষ্ণুরূপ (বুদ্ধকে) এই বলিয়া নমস্কার করিবে—

"অশ্বত্থরূপিণাং দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্।

নমামি পুণ্ডরীকাক্ষং বৃক্ষরূপধরং হরিম্ ॥"

তৃতীয় দিবসে ব্রহ্মসরোবরে যাইবে। মহাভারতে লিখিত আছে, রাজর্ষি গয়ের যজ্ঞাবসানে ঐ ব্রহ্মসরোবর নির্ম্মিত হয়। (দ্রোণপ° ৬৬ অঃ।) এখানে—

"শ্রাদ্ধায় পিণ্ডদানায় তর্পণায়ার্থশুদ্ধয়ে।

স্নানং করোমি তীর্থেঽস্মিন্ ঋণত্রয়বিমুক্তয়ে ॥"

এই মন্ত্র দ্বারা স্নান করিয়া, পরে শ্রাদ্ধ করিবে।

---

(১) "ধর্ম্মং ধর্ম্মেশ্বরং নত্বা মহাবোধিতরুং নমেৎ।"

বায়ুপুরাণীয় গয়ামাহাত্ম্য ৭।৩১।

অগ্নিপুরাণেও (১১৫।৩৭) লিখিত আছে—

"মহাবোধিতরুং নত্বা ধর্ম্মবান্ স্বর্গলোকভাক্।" মহাবোধিতরুকে নমস্কার করিলে ধর্ম্ম ও স্বর্গলোক লাভ হয়। কিন্তু মহাভারতে এই মহাবোধিতরু অথবা ধর্ম্মেশ্বরের কোন উল্লেখ নাই। বুদ্ধদেব ঐ অশ্বত্থমূলে মহাবোধি লাভ করেন বলিয়া উহা মহাবোধিতরু নামে বৌদ্ধসমাজে বিখ্যাত হয়। সুতরাং অগ্নিপুরাণের অংশ ও গয়ামাহাত্ম্য যে বৌদ্ধপ্রাধান্যের পর লিখিত হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মসরের নিকট গোপ্রচার তীর্থ। এক্ষণে একটী আম্র-বৃক্ষ আছে। গয়ামাহাত্ম্যের মতে ঐ আম্রবৃক্ষ ব্রহ্মপ্রকল্পিত। এই বৃক্ষমূলে—"আম্রং ব্রহ্মসরোদ্ভূতং সর্ব্বদেবময়ং তরুম্।

বিষ্ণুরূপং প্রসিঞ্চামি পিতৃণাং মুক্তিহেতবে॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সেচন করিবে। তৎপরে ব্রহ্মাণকে প্রদক্ষিণ করিয়া—

"ওঁ নমো ব্রহ্মণেহজায় জগজ্জন্মাদিকারিণে।

ভক্তানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ তারণায় নমোনমঃ॥"

এই মন্ত্রে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিবে। ইহার পর যথা-ক্রমে যমবলি ও কুক্কুরবলি দিবে। যমবলি দিবার মন্ত্র—

"যমরাজ ধর্ম্মরাজৌ নিশ্চলার্থং হি সংস্থিতৌ।

তাভ্যাং বলিং প্রদাস্যামি পিতৃণাং মুক্তিহেতবে॥"

কুক্কুরবলি দিবার মন্ত্র এই—

"দ্বৌ শ্বানৌ শ্যামশবলৌ বৈবস্বতকুলোদ্ভবৌ।

তাভ্যাং বলিং প্রদাস্যামি রক্ষেতাং পথি সর্ব্বদা॥"

পরে কাকবলি দিয়া স্নান করিবে। কাকবলি দিবার মন্ত্র—

"ঐন্দ্রবারুণবায়ব্যা যাম্যা বৈ নৈঋতাস্তথা।

বায়সাঃ প্রতিগৃহ্ণন্তু ভূম্যাং পিণ্ডং ময়োজ্ঝিতম্॥"

চতুর্থ দিবসে—ফল্গুতীর্থে স্নান করিয়া গয়াশীর্ষ বিষ্ণুপদে যাত্রা করিবে। বিষ্ণুপদের মন্দিরই গয়ার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইহার নাটমন্দিরের কারুকার্য্য অতি সুন্দর। গয়াধামের মধ্যে এমন কারুকার্য্য ও গঠনপ্রণালী অন্য কোন মন্দিরে নাই। মহারাষ্ট্ররাজ্ঞী অহল্যাবাই এই সুপ্রসিদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। মন্দিরটী ধূসরবর্ণ গ্রেনাইট্ পাথরে নির্ম্মিত। মণ্ডপটী ৫৮ ফিট্ চতুরস্র। প্রত্যেক কোণে আট থাক থাম আছে। মূলস্থান ৮ আটকোণা বুরুজের মত, বিস্তারে প্রায় ৩৮ ফিট্, ইহার মাথায় ৮০ ফিট্ উচ্চ চূড়া আছে। নাটমন্দিরের মধ্যে ও মূলমন্দিরের সম্মুখে নেপালরাজমন্ত্রী রণজিৎ পাঁড়ে প্রদত্ত একটী বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলিতেছে, তাহার নিনাদ, যাত্রীগণের জয়ধ্বনি ও ব্রাহ্মণগণের ঘন ঘন মন্ত্রপাঠ শ্রবণ করিলে মনে স্বতই ভক্তির সঞ্চার হয়। এখানে যেমন লোকের জনতা, গয়ার মধ্যে এত আর কোথাও নাই। এই মন্দির মধ্যেই হিন্দুর আরাধ্য গদাধরের পাদপদ্ম। পাদপদ্মের চারিদিক্ রৌপ্য-মণ্ডিত। এইখানেই যাত্রীগণ পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। নিক্ষেপমাত্র পিণ্ডগুলির পাণ্ডাগণ খাইয়া ফেলে। গয়ামাহাত্ম্যের মতে এই স্থানেই সাক্ষাৎ গয়াসুরের মস্তক বিদ্যমান আছে, ইহাই গয়াসুরের মুখস্থান। এখানে শ্রাদ্ধে অক্ষয় পুণ্য হয়। আদিগদাধর পিতৃগণের মুক্তিহেতু ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে বিষ্ণু-পদরূপে বাস করিতেছেন। এখানে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানে স্বয়ং এবং সহস্রকুল বিষ্ণুলোকপ্রাপ্ত হয়।

বিষ্ণুপদ মন্দিরের নিকট গয়েশ্বরীদেবীর একটী প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। সাধারণের বিশ্বাস, ইনিই গয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

বিষ্ণুপদমন্দিরের কার্য্য শেষ করিয়া যাত্রী নাটমন্দির পার হইয়া আর একটী স্থানে আসিবেন, এখানে ষোড়শবেদী ব্রহ্মপদ, রুদ্রপদ, দক্ষিণাগ্নিপদ, গার্হপত্যপদ, আহবনীয়পদ, সভ্যপদ, আবসথ্যপদ, অর্কপদ, কার্ত্তিকেয়পদ, ইন্দ্রপদ, অগস্ত্যপদ, কাশ্যপপদ, গজকর্ণপদ, প্রভৃতিপদ আছে (১)। এই কয়টী পদে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিবে। এখন অনেকেই উক্ত পদগুলির মধ্যে কেবল রুদ্রপদ ও বিষ্ণুপদে পিণ্ড দিয়া থাকে। গয়া-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে, "একতম পদে শ্রাদ্ধ করিলেও কর্ত্তার মঙ্গল হয়।"

পদশিলার উত্তরে পথে রামেশ্বর, কেদারেশ্বর, নরসিংহ, বামন প্রভৃতি দেবতা আছেন। গয়ামাহাত্ম্যে তাঁহাদের পূজা করিবার বিধান আছে।

পঞ্চম দিবসে—গদালোলতীর্থে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ ও পিণ্ড-দান করিবে। তাহার পর সর্ব্বশেষে অক্ষয়বট সমীপে যাইবে। মহাভারতে লিখিত আছে—রাজর্ষি গয়ের যজ্ঞ-কালে একটী বটবৃক্ষ চিরজীবি হয়, তাহাই অক্ষয়বট। (দ্রোণপর্ব্ব ৬৬ অঃ)। গয়ামাহাত্ম্যমতে এখানে পিতৃ-উদ্দেশে যাহা দত্ত হয়, তাহাতেই অক্ষয় ফল হইয়া থাকে।

গয়ামাহাত্ম্যে যেরূপ তীর্থযাত্রার কথা লিখিত আছে, তাহাই লিখিত হইল। এ ছাড়া গয়ার মধ্যে গায়ত্রীতীর্থ, সমুদ্রিতীর্থ, সরস্বতীতীর্থ বিশালানদী, লেলিহানতীর্থ, ভরতাশ্রম, বৈতরণী নদী, ঘৃতকুল্যা ও মধুকুল্যা, কোটিতীর্থ, রুক্মিণীতীর্থ, পাণ্ডুশিলা, মধুস্রবানদী, কর্দ্দমালতীর্থ, আকাশ-গঙ্গা, স্বর্গদ্বার, যোনিদ্বার, ব্রহ্মযোনি, ধৌতপাদ, মাহেশ্বরী-তীর্থ, দেবনাকবন, দেবীরূপাশিলা, ধর্ম্মশিলা বা ধর্ম্মপ্রস্থ ও মুণ্ডপৃষ্ঠাদ্রির উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত আধুনিক গয়াযাত্রা-পদ্ধতিতে রামশিলা রামগয়া, জীবালোচন, রামশির, ভীমশির, সাতাশব, ভীমগয়া প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এখন যাহারা গয়ায় ৪৫টী বেদী পর্য্যটন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা ১৩ দিনে ঐ সকল তীর্থ ও স্থান দর্শন করিয়া থাকেন।

(১) গয়ামাহাত্ম্যে উক্ত পদ কয়টী উল্লেখ আছে। কিন্তু বর্ত্তমানকালে উক্ত পদ কয়টী ব্যতীত দধীচিপদ, চন্দ্রপদ, মাতঙ্গপদ, কর্ণপদ, ক্রৌঞ্চপদ, ইত্যাদি ১৮টী পদে পিণ্ড দিবার বিধান আছে।

রামশিলা পাহাড়ে মহাদেব ও পার্ব্বতীর মন্দির এবং নাট-মন্দির আছে। এই পাহাড়ের পাদদেশে ও পাটনা যাইবার বড় রাস্তার ধারে রামকুণ্ড। গয়ার মধ্যে ফল্গুনদীর ধারে মুণ্ডপৃষ্ঠ নামে একটী ছোট পাহাড়, ইহার উপরে একটী মন্দিরে অষ্টভুজাদেবী মূর্ত্তি আছে। ইহার নিকট আদিগয়ানামক স্থান। ইহার চারিদিকে পাথরের থাম আছে। প্রবাদ এইরূপ, পূর্ব্বকালে এইখানেই সকলে আসিয়া পিণ্ডদান করিত। ব্রহ্মযোনি * পাহাড়ের উপর একটী অদ্ভুত গহ্বর আছে, তাহাকেই লোকে ভীমগয়া বলিয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস, এইখানে ভীম হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছিলেন। পাহাড়ে এখনও তাঁহার বামহাঁটুর চিহ্ন আছে। তাই এখানে যাত্রীরা বাম হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পিণ্ডদান করেন। এই ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের উপর পঞ্চাননা আদ্যাশক্তির মন্দির আছে। মন্দিরটী ১৩৯০ সম্বতে নির্ম্মিত হয়। এখানে অনেক দেবমূর্ত্তি পড়িয়া আছে। সম্রাট্ আরঙ্গজিবের দৌরাত্ম্যে এখানকার অনেক দেবমূর্ত্তি ভগ্ন ও শ্রীহীন হইয়াছে।

ইহার নিকটেই মহাভারতোক্ত ধেনুকতীর্থ, এখানে পাহাড়ের গায়ে আজও গো ও বৎসের পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। গয়ামাহাত্ম্যে ও অগ্নিপুরাণে ইহা "গোপ্রচার" নামে উক্ত হইয়াছে।

গয়াবাসীর বিশ্বাস—ব্রহ্মা গয়ালীদিগকে যে গো প্রদান করিয়াছিলেন, উহা তাহাদেরই পদচিহ্ন। কিন্তু মহাভারতে লিখিত আছে—"পূর্ব্বে পর্ব্বতোপরি সঞ্চরণকালে সবৎসা কপিলার পদচিহ্ন তথায় নিপতিত হইয়াছিল, উহা আজও দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত পদচিহ্নে স্নান করিলে সকলপ্রকার অশুভ বিনষ্ট হয় (১)।" (বনপ° ৮৪ অঃ)

সকল বেদী দর্শন ও পিণ্ডদানাদি শেষ হইলে যাত্রী গায়ত্রীঘাটে উপস্থিত হন। এইখানে গয়ালী আসিয়া সুফল দিয়া থাকেন। সাধারণের বিশ্বাস, গয়ালী আসিয়া সুফল প্রদান না করিলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। কাজেই এই সময় গয়ালীরা তীর্থযাত্রীর উপর চাপিয়া বসেন এবং যতদূর পারেন যাত্রীর নিকট শেষ দক্ষিণাস্বরূপ টাকা আদায় করিতে ছাড়েন না। বস্তুতঃ সুফল দিবার সময়ই গয়ালীরা যাত্রীদিগের নিকট হইতে জোরের সহিত বেশ অর্থ লাভ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে এই সুফল দিবার সময় যাত্রীদিগের উপর বিলক্ষণ উৎপীড়ন হইত। এখন বৃটিশ গবর্মেণ্টের শাসনগুণে আর ততটা উৎপীড়ন হইতে পারে না।

পূর্ব্বকালে গয়ালীরাই তীর্থযাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া শ্রাদ্ধকার্য্যাদি সমাধা করিতেন, কিন্তু আর তাহা ঘটে না। এখন গয়ালীরা বেশ ধনী হইয়া পড়িয়াছেন, অন্যের জন্য কাহারও ভাবনা নাই। সুতরাং এখন তাঁহারা নিজে কোন কার্য্য না করিয়া অধীনস্থ ধামিন্ নামক এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দ্বারা সকল কার্য্য করাইয়া থাকেন। কেবল সুফল দিবার সময় গয়ালীঠাকুর দেখা দেন। [গয়ালী দেখ।]

গয়ার অপর নাম পিতৃতীর্থ, কারণ এখানে আসিয়া হিন্দুমাত্রেরই পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে পিণ্ডদিবার বিধি আছে। গয়ামাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

"আত্মজশ্চান্যজো বাপি গয়াশ্রাদ্ধে যদা তদা।
যন্নাম্না পাতয়েৎ পিণ্ডং তন্নয়েদ্ব্রহ্মশাশ্বতম্॥" ১। ১৫।

নিজ পুত্র কিম্বা অন্য যে কেহ যে কোন সময়ে গয়ায় যাইয়া যাহার নামোল্লেখ করিয়া পিণ্ডদান করে, সে শাশ্বত ব্রহ্মধামে গমন করে।

"গয়ায়াং সর্ব্বকালেষু পিণ্ডং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
অধিমাসে জন্মদিনে অস্তে চ গুরুশুক্রয়োঃ॥
ন ত্যক্তব্যং গয়াশ্রাদ্ধং সিংহস্থে চ বৃহস্পতৌ।" ১।১২০।

মলমাসে, জন্মদিনে, অকালে, সিংহস্থ বৃহস্পতিতে এবং সর্ব্বকালেই পণ্ডিতগণ গয়াতে পিণ্ডদান করিবেন।

"অষ্টকাসু চ বৃদ্ধৌ চ গয়ায়াং চ মৃতেঽহনি।
মাতুঃশ্রাদ্ধং পৃথক্ কুর্য্যাদন্যত্র পতিনা সহ॥ ১৭॥
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধেতু মাত্রাদি গয়ায়াং পিতৃপূর্ব্বকম্।...
সক্তুনা মুষ্টিমাত্রেণ দত্তাদক্ষয্য পিণ্ডকম্।
তিলাজ্যমধুদধ্যাদিপিণ্ডদ্রব্যেষু যোজয়েৎ॥ ১৯॥
পায়সেনাপি চরুণা সক্তুনা পিষ্টকেন বা।
তক্রেন তণ্ডুলাদ্যৈর্ব্বা পিণ্ডদানং বিধীয়তে॥ ২০॥
মুষ্টিমাত্রপ্রমাণেন চার্দ্রামলকমাত্রতঃ।
শমীপত্রপ্রমাণেন পিণ্ডং দদ্যাদ্গয়াশিরে॥ ২১॥
উদ্ধরেৎ সপ্তগোত্রাণি কুলমেকোত্তরং শতম্।
মাতা পিতা চ ভার্য্যা চ ভগিনী দুহিতুঃ পতিঃ।
পিতৃষসা মাতৃষসা সপ্তগোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ২২॥

---

* চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং এই পাহাড়কে 'প্রেতপর্ব্বত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(১) "কপিলায়াঃ সবৎসায়াশ্চরন্ত্যাঃ পর্ব্বতে কৃতম্।
সবৎসায়াঃ পদানিস্ম দৃশ্যন্তেঽদ্যাপি ভারত॥
তেষূপস্পৃশ্য রাজেন্দ্র পদেষু নৃপসত্তম।
যৎ কিঞ্চিদশুভং কর্ম্ম তৎ প্রণশ্যতি ভারত॥
উদ্যন্তঞ্চ ততো গচ্ছেৎ পর্ব্বতং গীতনাদিতম্।
সাবিত্র্যাস্তু পদং যত্র দৃশ্যতে ভরতর্ষভ।
তত্র সন্ধ্যামুপাসীত ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ। বনপর্ব্ব ৮০ অঃ।

"বিংশতিবিংশতিঃ পিত্রোরষ্টৌ শ্বশুরয়োঃ ষোড়শক্রমাৎ।
একাদশ দ্বাদশাথ কুলান্যেকোত্তরং শতম্॥" ২৩। ৩ অঃ।

অষ্টকাদিবসে, বৃদ্ধিকালে, গয়াতীর্থে ও মৃতদিনে মাতার শ্রাদ্ধ পিতা হইতে পৃথক্ করিবে। বৃদ্ধিকালে পূর্ব্বে মাতৃগণের পরে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবার বিধান আছে, কিন্তু গয়াতে পূর্ব্বে পিতৃগণের পরে মাতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবে। তিল, ঘৃত, মধু, দধি প্রভৃতি সহ মুষ্টিপ্রমাণে শক্তু দ্বারা পিণ্ড দিবে। পায়স, চরু, শক্তু, পিষ্টক, গুড় ও তণ্ডুলাদি দ্বারাও পিণ্ড দিতে পারে। গয়াতীর্থে মুষ্টিপ্রমাণে, একটী মাত্র আমলকীফলপ্রমাণে অথবা অন্ততঃ একটী (ক্ষুদ্র) শমীপত্র প্রমাণেও পিণ্ড দিবে। এখানে পিণ্ড দিলে পিতা, মাতামহ, শ্বশুর, ভগিনীপতি, জামাতা, পিতৃষস্বপতি ও মাতৃষস্বপতি এই সপ্তগোত্রের উদ্ধার হয়। তাহাতে পিতার ও মাতামহের কুড়ি, শ্বশুরের আট, ভগিনীর চৌদ্দ, জামাতার ষোল, পিতৃষস্বপতির এগার, মাতৃষস্বপতির বার এই ১০১ কুলজাত লোকের উদ্ধার হয়।

গয়ায় স্ত্রীপুরুষের একযোগে পিণ্ডদান করিবার নিয়ম নাই।

"স্বগোত্রে পরগোত্রে বা দম্পত্যোঃ পিণ্ডপাতনম্।
অপৃথক নিষ্ফলং শ্রাদ্ধং পিণ্ডোদকতর্পণম্॥"

এখানে স্ত্রী ও পুরুষ একযোগে স্ব-গোত্রীয় বা ভিন্ন গোত্রীয় মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে পিণ্ডদান বা তর্পণ করিলে তাহা নিষ্ফল হয়।

গরুড়পুরাণের মতে—

"তীর্থশ্রাদ্ধং গয়াশ্রাদ্ধং শ্রাদ্ধমন্যচ্চ পৈতৃকম্।
অব্দমধ্যে ন কুর্ব্বীত মহাগুরুনিপাতনে॥"

তীর্থশ্রাদ্ধ, গয়াশ্রাদ্ধ ও যে কোন অন্য শ্রাদ্ধ মহাগুরু-নিপাত হইলে তাহার একবর্ষ মধ্যে করিবে না।

কিন্তু ত্রিস্থলীসেতুর মতে—

অস্থিক্ষেপং গয়াশ্রাদ্ধং শ্রাদ্ধং চাপরপাক্ষিকম্।
প্রথমাব্দেঽপি কুর্ব্বীত যদি স্যাদ্ভক্তিমান্ সুতঃ॥"

তবে পুত্র যথার্থ ভক্তিমান্ হইলে অস্থিক্ষেপ, গয়াশ্রাদ্ধ ও অপরপক্ষ-শ্রাদ্ধ একবর্ষ মধ্যেই করিতে পারে।

মৈত্রায়ণীয় পরিশিষ্টে লিখিত আছে—

"অষ্টকাং গয়াপ্রাপ্তৌ সত্যাং বচ্চ ক্ষয়াহনি।
মাতুঃ শ্রাদ্ধং সুতঃ কুর্য্যাৎ পিতর্য্যপি চ জীবতি॥"

অর্থাৎ পিতা জীবিত থাকিলেও পুত্র মাতার শ্রাদ্ধ গয়ায় করিতে পারে।

কিন্তু হারীতের—

"জীবে পিতরি বৈ পুত্রঃ শ্রাদ্ধকার্য্যং বিবর্জ্জয়েৎ।"

এই বচনানুসারে জীবৎপিতৃকের কোনরূপ শ্রাদ্ধে অধিকার নাই। ভিক্ষু বা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদিগেরও গয়ায় পিণ্ডদানে অধিকার নাই। গয়ামাহাত্ম্য (১।২২) মতে—

"দণ্ডং প্রদর্শয়েদ্ভিক্ষুর্গয়াং গত্বা ন পিণ্ডদঃ।
দণ্ডং ন্যস্য বিষ্ণুপদে পিতৃভিঃ সহ মোদতে॥"

ভিক্ষু গয়াতে পিণ্ডদান না করিয়া দণ্ড প্রদর্শন করিবে। দণ্ডদ্বারা বিষ্ণুপদ স্পর্শ করিলেই তিনি পিতৃলোকের সহিত শান্তিপ্রাপ্ত হন।

গয়াকাশ্যপ, শাক্যসিংহের একজন প্রধান শিষ্য, গয়াতে ইনি বুদ্ধদেবের নিকট দীক্ষিত হন।

গয়াদাস, একজন বৈদ্যক গ্রন্থকার, ভাবমিশ্র ও বৈদ্যবাচস্পতি ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

গয়াদীন, রামগীতগোবিন্দ নামক সংস্কৃত কাব্যপ্রণেতা।

গয়ার (দেশজ) শ্রেয়া, গবের।

গয়ালী (গয়াল, গয়াবাল)—গয়াবাসী ব্রাহ্মণজাতি। তীর্থযাত্রীদিগের পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার পৌরোহিত্য করাই ইহাদের প্রধান কার্য্য। প্রবাদ—গয়াসুরের পৃষ্ঠে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন বলিয়া পদ্মযোনি ব্রহ্মা যে চৌদ্দজন ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করেন, সেই ব্রাহ্মণগণ হইতেই তাহাদের উৎপত্তি। ইহাদের মধ্যে ১৭টী গোত্র আছে।

এখন সর্ব্বসমেত ৩০০ ঘর গয়ালীর বাস। অনেকেই ভালরূপ লেখাপড়া জানেন না। যাত্রীদের নিকট প্রচুর পরিমাণে টাকা আদায় করেন। সকলেরই ভোগাসক্তি কিছু বেশী, এমন কি যাহারা মন্দিরাদিতে ভিক্ষা করিয়া থাকে, তাহারাও ২।৩টী চাকর রাখিতে পারে। ইহারা সকল সময় আড্ডার (বৈঠকে) কাটায়। বাল্যাবস্থা হইতেই ইহাদের এই রীতি। এখানে থাকিয়া ইহারা কেবল পাণ, গাঁজা ও ভাঙ্ খাইতে শিখে। নাচ, গান, তামাসা ও তাস, দাবা, পাশা প্রভৃতি খেলায় ইহাদের ভারী আমোদ। বড় ভায়ের সহিত একত্র এই আমোদে যোগদান করিতে ইহারা কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করে না। স্ত্রীলোকেরা নিজ নিজ স্বামীর উপভোগের জন্য পাণ সাজিয়া থাকেন ও গৃহাদির আসবাবের পারিপাট্য করেন। সন্ধ্যাকালে দাসদাসী-পরিবৃতা হইয়া বৈকালীন বায়ুসেবন ও নিজ বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বেড়ান। মহারাষ্ট্রজাতীয় স্ত্রীলোকেরাই ইহাদের খাদ্যাদির আয়োজন করিয়া থাকে।

বাল্যাবস্থায় ইহাদের বিবাহ হইয়া থাকে। বিবাহে বিস্তর খরচ। বর একখানি সুন্দর চতুর্দ্দোলে বসিয়া আত্মীয় স্ত্রীলোকগণ সমভিব্যাহারে বাদ্যভাণ্ডের সহিত যায়।

কন্যার বাটীতে বরকে রাখিয়া স্ত্রীলোকগণ "বহুরহাতা" সাধিবার জন্য বিষ্ণুপদমন্দিরের নিকট সূর্য্যকুণ্ড সরোবরে আসিয়া জমা হয়। এই স্থানে তাহারা দুইচারি বা ততোধিক ব্রাহ্মণকে বসাইয়া রাখে। সোহাগিনীরা (নয়বৎসরের বালিকা সব একবৎসর মাত্র বিবাহিতা) আসিয়া দুই হাতের তালু পিটুলিবাটার মধ্যে ডুবাইয়া ঐ ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠে দশ আঙ্গুলের ছাব দেয় ও পাতকলিত দুই তালুর মধ্যস্থলে সিন্দুরের টিপ দিয়া উহাদিগকে ফুল চন্দন দিয়া পূজা করে এবং তৎপরে দক্ষিণা দিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দেয়।

বিবাহের পর কন্যাকে শ্বশুরের কোলে বসাইয়া তাহার সীমন্তে সিন্দূর দেওয়া হয়। তৎপরে বরের আত্মীয়গণকে কাপড় উপঢৌকন দিতে হয়। চারদিন পরে "চোথারি" হইয়া থাকে। ইহার পর নবদম্পতি স্বজন সহিত রুক্মিণী-কুণ্ডের তীরে আসে। এই স্থানে দিবাভাগে তাহাদের সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র নাটকাভিনয়ও হয়। এই সময় কন্যার মাথার উপর একটী পাত্রে চাল ও কড়ি রাখে, কন্যা তাহা অল্পে অল্পে ফেলিতে থাকে এবং ক্রমেই কৃত্রিম ক্রোধ দেখায়, তখন বর তাহাকে সান্ত্বনা করিতে থাকে। অভিনয়ান্তে সকলে নৃত্যগীত ও ভোজনাদি শেষ করিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন।

যাত্রীদিগের নিকট বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া এই গয়ালীরা প্রচুর সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অতি সামান্য লোকেরও উদরচিন্তা করিতে হয় না। এখন ধনগৌরবে আর গয়ালীরা নিজে যাত্রীগণের পৌরোহিত্য করেন না, অধীনস্থ অপর ব্রাহ্মণকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। তবে যাত্রীর তীর্থযাত্রা শেষ হইলে সুফল দিবার সময় গয়ালীরা আপনার লভ্য যথেষ্ট আদায় করিয়া থাকেন। [গয়া দেখ।]

গয়াশিখর (স্ত্রী) [গয়শিরস্ দেখ।]

গয়াশীর্ষ (স্ত্রী) গয়ার নিকটস্থ পর্ব্বতবিশেষ।

গয়াশ্বত্থ (পুং) অশ্বত্থবৃক্ষবিশেষ।

গয়াস্উদ্দান্ মুহম্মদ, একজন গ্রন্থকার। উঃ পঃ প্রদেশের লক্ষ্ণৌর অন্তর্গত সাহাবাদ পরগণার মুস্তফাবাদ বা রামপুরবাসী জলাল উদ্দীনের পুত্র ও সরফউদ্দানের পৌত্র। গয়াস্উদ্দীন্ চতুর্দ্দশ বর্ষকাল অনবরত পরিশ্রম করিয়া ১৮২৬ খৃঃ অব্দে "গয়াস্ উল্ লুঘাৎ" নামক একখানি পারস্যভাষার অভিধান সম্পূর্ণ করেন। এ ছাড়া মিফতা উল কুমুজ, সারাসিকম্মরনামা, নস্কাবাগ ও বাহার নামক কএকখানি পুস্তক, ছোট কবিতা ও কসিদা (দীর্ঘ-পদ্য) রচনা করেন।

গয়াস্উদ্দীন্ বাহ্মণি, দাক্ষিণাপথের বাহ্মণরাজ্যের রাজা বা সুলতান। ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রেলমাসে তাঁহার পিতা সুলতান মাহ্‌মুদ শার মৃত্যু হইলে গয়াস্উদ্দীন্ রাজা হন। লালচীন নামক একজন তুর্কী ক্রীতদাস মনে করিয়াছিল যে, গয়াস্উদ্দীন রাজত্ব লাভ করিলে সে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইবে। কিন্তু তাহা না হওয়াতে ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের ছোরা দিয়া গয়াসের দুই চক্ষু উৎপাটিত ও তাহাকে সাগরের দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া তাহার পিতৃব্য সামসউদ্দীনকে রাজা করে। ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে ১৪ই জুন এই ঘটনা ঘটে।

গয়াস্উদ্দীন্ বলবন্, (কোতলতাস্) একজন তুর্কী সামন্তের পুত্র। মোগলেরা তাঁহাকে বাল্যকালে চুরি করিয়া বিক্রয় করিলে তিনি বোগদাদে নীত হন ও তথা হইতে দিল্লীতে আনীত হইলে দিল্লীর বাদশাহ আলতামাস্ তাঁহাকে বহুমূল্যে ক্রয় করেন। মিন্হাজ্ উস্সরাজ নামক একজন মুসলমান ইঁহারই রাজত্বকালে তবকাৎ-ই-নাসিরী নামক ইতিহাস রচনা করেন। ঐ ইতিহাসে সম্রাটের রাজত্বের প্রথম অংশের বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। সম্রাটকে তিনি উলুগখাঁ নামে অভিহিত করিয়াছেন। মিন্হাজের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার গ্রন্থে পরবর্ত্তীকালের বৃত্তান্ত লিখিত হয় নাই। পরবর্ত্তীকালের কথা জিয়াউদ্দীন্ বরণিকৃত তারিখ-ই-ফিরোজশাহী নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এই পুস্তকে সম্রাটের প্রশংসাই অধিক। নিন্দার কথা বিশেষ নাই। অন্যান্য ইতিহাস হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। জানিতে পাওয়া যায়, সম্রাট্ আল্তামাস প্রথমতঃ তাঁহাকে ক্রয় করিয়া রাজপক্ষীর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। গয়াসের এক ভ্রাতা তখন রাজসংসারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারই সাহায্যে গয়াসউদ্দীন্ উচ্চ আমীরপদ লাভ করেন। আল্তামাসের পুত্র রুকুন্উদ্দীনের রাজত্বকালে তিনি পঞ্জাবের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হন। কিছুকাল থাকিয়া দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিয়া নিজের নামে পঞ্জাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। সুলতানা রোজিয়ার রাজত্বকালে কতকগুলি লোক রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। গয়াস্উদ্দীন্ তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া সসৈন্যে দিল্লী যাত্রা করেন। তথায় যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বন্দী হন। কিছুকাল পরে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া বহ্‌রামের সহায়তা করেন। সম্রাট্ বহ্‌রামের রাজত্বকালে তিনি হান্সি ও রেবারি প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় মীরাটের বিদ্রোহ নিবারণ করায় তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি জন্মে। সম্রাট্ আলাউদ্দীন্ মুসাউদের সময় আমীর-

হাজিব পদে মনোনীত হন। তাহার পর নাসিরউদ্দিন্ বাদশাহের আমলে তিনি নামে মন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু সম্রাটের সমস্ত ভার তাঁহার উপর ছিল। নাসিরউদ্দীনের পুত্রসন্তান না থাকায় গয়াস্‌উদ্দীন্ বল্‌বান্ নাম ধারণ করিয়া ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময় অনেক তুর্কী ক্রীতদাস ওমরাহ হইয়া রাজ্যের বড় বড় পদ অধিকার করিয়াছিলেন। গয়াস্‌উদ্দীন্ নিজে ক্রীতদাস হইতে সম্রাটের পদে উন্নীত হন। অতঃপর যাহাতে আর কোন তুর্কী তাঁহার মত সিংহাসন অধিকার করিতে না পারে ও যাহাতে নিজবংশেই রাজত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, এই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ তুর্কী ওমরাহদিগের বিনাশ সাধন করিয়া সৈনিক-বিভাগ সুদৃঢ় করিয়া লইলেন। একদল চর নিযুক্ত করিয়া গোপনে কর্ম্মচারীদিগের সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সুতরাং রাজধানী হইতে নড়িতে পারিতেন না। কিছুকাল এইরূপে রাজত্ব করিয়া পরে অনেক বিষয়ে উদারতা দেখাইয়াছিলেন। বংশমর্য্যাদার উপর তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। তবে হিন্দুদিগের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। তিনি হিন্দুকে উচ্চকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন না। বিদ্বানের আদর করিতেন বলিয়া অনেক কৃতবিদ্য তাঁহার সভায় উপস্থিত থাকিতেন। ঐতিহাসিকেরা যেরূপ বলেন, তাঁহার সময়ে রাজসভায় খুব ধুমধাম ছিল। সম্রাটের দেখাদেখি অনেকে তাঁহার অনুকরণ করিত। গয়াসউদ্দীন্ পূর্ব্বে মদ্যপান করিতেন, কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন। এখন কেহ মদ্যপান করিলে তাহার বিশেষ শাস্তি বিধান করিতেন। দেশে কেহ মদ্য প্রস্তুত করিলে তাহারও বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা হইয়াছিল। এক সময়ে তিনি রাজ্যের সমস্ত বৃদ্ধকর্ম্মচারীকে কর্ম্ম হইতে অবসর দিয়া তাঁহাদিগকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অর্দ্ধেক বেতন দিবার ব্যবস্থা করেন। এখন ইংরাজ গবর্মেণ্টের আমলে এইরূপ পেন্‌সন্ বিশেষ আদরের সহিত গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু তখনকার লোক ইহাতে বড়ই দুঃখিত হইল। তাঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া দিল্লীর ফৌজদারের নিকট উপস্থিত হইয়া ইহার প্রতিবিধানের জন্য চেষ্টা করিতে বলিলেন। ফৌজদার সম্রাটের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন ও সকলেই ইহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। ফৌজদার পরদিন সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইয়া ম্লানভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। বাদসাহ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, 'আমি ভাবিতেছি যে পরমেশ্বরের নিকট যদি সকল বৃদ্ধলোক পরিত্যক্ত হয়, তবে আমার দশায় কি হইবে।' সম্রাট্ বুঝিলেন ও বৃদ্ধদিগকে আপন আপন কর্ম্ম করিতে বলিলেন।

বল্‌বনের ভ্রাতুষ্পুত্র সের্‌খাঁ লাহোর, মুলতান প্রভৃতি প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত ছিলেন। মোগলেরা তখন এই প্রদেশ লুণ্ঠন করিত। ১২৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে বল্‌বন্ পুত্র মামুদকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। সেই সময় রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর এই মামুদ তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিবেন।

বলবনের এক সময় পীড়া হইলে গুজব উঠে যে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা তোগ্রল খাঁ এই সংবাদ পাইয়া নিজে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বল্‌বন্ এই সংবাদ পাইয়া অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা আলপ্তগীন বা আমীর খাঁকে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে বহুসংখ্যক সৈন্য দিয়া প্রেরণ করিলেন। আলপ্তগীন পরাজিত হইলে বল্‌বন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে ফাঁসি দিলেন। তাহার পর মল্লিক তিরমাথ তুর্ক নামক অপর একজনকে বঙ্গদেশে পাঠাইলেন, সেও পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন করিল। বল্‌বন তখন নিজে যাত্রা করিলেন। তোগ্রল্ রাজধানী ছাড়িয়া ত্রিপুরায় পলায়ন করিলেন। সম্রাট্ তাহার অনুসরণ করেন। কোলরাজ্যের শাসনকর্ত্তা মল্লিক মুকুদ্দর একদল সেনা লইয়া গোপনে তোগ্রলের শিবিরে গিয়া 'বালিন বাদশাহের জয়' বলিতে বলিতে সম্মুখে যাহাকে পান তাহাকেই কাটিতে লাগিলেন। তোগ্রল বিপদ্ জানিয়া নদী পার হইতে যান, এমন সময়ে মল্লিকের এক বাণে বিদ্ধ হইয়া পড়িয়া গেলেন। মল্লিক তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া লইয়া দেহ জলে ভাসাইয়া দিলেন। বল্‌বন্ তোগ্রলের বংশীয় সকলকেই বিনাশ করিলেন। তাহার পর তিনি গৌড়ে প্রত্যাগমন করিয়া নিজ পুত্র নাসিরউদ্দীন বঘরা খাঁকে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা করিয়া দিল্লী প্রস্থান করেন। দিল্লীতে আসিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। বল্‌বন্ তাঁহাকে তাঁহার অবর্ত্তমানে কিরূপে সম্রাটের কার্য্য করিতে হইবে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া মুলতানে পাঠাইয়া দেন। এই সময় তৈমুর খাঁ সসৈন্যে আসিয়া এই প্রদেশ লুণ্ঠন আরম্ভ করেন। মামুদ যুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করেন। কিন্তু তিনি ক্লান্ত হইয়া নদীতীরে জলপান করিতেছিলেন। এমন সময়ে তৈমুর গুপ্তভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া নিহত করেন। বল্‌বন্ এই সংবাদ পাইয়া জরজর হইয়া

নে জন মৃত্যুকামনা করিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশ হইতে ক আনয়ন করিয়া তাঁহাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন ও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট থাকিতে অনুরোধ করিলেন। বগ্রা খাঁ মৃত্যুর বিলম্ব আছে মনে করিয়া তাঁহাকে না বলিয়া বঙ্গদেশে যাত্রা করিলেন। বলবন ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মামুদের পুত্র খোস্‌রুকে তাঁহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া ১২৮৬ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ২১ বর্ষকাল তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন।

গয়াস্উদ্দীন্ করৎ ১ম, (মালিক-) হিরাট, বাল্‌খ ও গজনির রাজা, টান করৎ বা কর্ত্তবংশীয় ৪র্থ রাজা। ১৩০৭ হইতে ১৩২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

গয়াস্উদ্দীন্ করৎ ২য় (মালিক-) হিরাট, ঘোর, সরখস্ ও নৈসাপুরের রাজা। ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১২ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। ইনি তুস্ ও জাম-প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। সবযারের সর্দ্দার ও আমির্কুর্বানের সামন্তদিগের সহিত ইঁহাকে যুদ্ধ করিতে হয়। ১৩৮২ খৃষ্টাব্দে (হিজিরা ৭৮৩) তৈমুরলঙ্গ হিরাটপ্রদেশ জয় করিয়া সপুত্র গয়াসউদ্দীন্‌কে বন্দী করিয়া নিহত করেন।

গয়াস্উদ্দীন্ খিলজি, সুলতান্, গুজরাটের একজন রাজা। ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৩১ বৎসর রাজত্ব করিবার পর, তিনি বৃদ্ধ হইলে তাঁহার পুত্রদ্বয় তাঁহার মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলেন। শেষে ভ্রাতৃদ্বয় মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল। জ্যেষ্ঠ নাসিরউদ্দীন্ কনিষ্ঠ সুজাত খাঁকে বিনাশ করিয়া ১৫০০ খৃষ্টাব্দে ২২এ অক্টোবর রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে হঠাৎ এক দিন দেখা গেল যে, অন্তঃমহলে তাঁহার বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু হইয়াছে। অনেকের অনুমান বিষপ্রয়োগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গয়াস্উদ্দীন্ মামুদ, ঘোর ও গজনির রাজা। ১২০৫ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। ৪ বৎসর রাজত্বের পর, ১২০৯ খৃষ্টাব্দে ৩১এ জুলাই শনিবার রাত্রিতে মুহম্মদআলি শাহের লোকেরা ইহার প্রাণবিনাশ করে। ফেরোজকো নামক স্থানে ইঁহাকে গোর দেওয়া হয়।

গয়াস্উদ্দীন্ মুহম্মদ ঘোরি, ঘোর ও গজনির অধিপতি। ১১৫৭ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজত্ব লাভ করিয়া ভ্রাতা শাহাবুদ্দীন্ বা মৈজউদ্দীন্ মুহম্মদকে গজনির শাসনভার অর্পণ করেন। এই শাহাবুদ্দীন্, গয়াস্উদ্দীনের হইয়া খোরাসান ও ভারতবর্ষের অধিকাংশ জয় করেন। গয়াস্উদ্দীন্ ঐ সকল প্রদেশ আপন রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে ১২ই মার্চ বুধবার গয়াসউদ্দীনের মৃত্যু হয়।

গয়াস্উদ্দীন্ মামুদ ঘোরি, ঘোর ও গজনির অধিপতি গয়াস্উদ্দীন্ মুহম্মদের পুত্র। পিতার মৃত্যু হইলে, পিতৃব্য শাহাবুদ্দীন্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে গয়াসউদ্দীন্ মামুদ রাজ্যলাভ করিলেন। ইনি তাজউদ্দীন্ এল্‌দুজকে গজনির রাজ্যভার অর্পণ করেন। ১২১০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি বড় অলস ছিলেন।

গয়াস্উদ্দীন্, বঙ্গের একজন সুবেদার। (ইঁহার অপর নাম হসাম্উদ্দীন্ ইওজ্।) ইনি পারস্যের অন্তর্গত খোরাসানের কোন সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বয়োপ্রাপ্ত হইলে অর্থোপার্জ্জনের জন্য তুর্কিস্থানে উপস্থিত হন। তথায় পুসতেঅফরোজ নামক একটী পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া দুইটা ফকিরকে দেখিতে পান। ফকিরগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কাছে কিছু খাদ্যসামগ্রী আছে?" তিনি তখন খাদ্য বাহির করিয়া দিলেন। ফকিরগণ তাহা আহার করিতে লাগিলেন। পরে তিনি জল আনিয়া দিলেন; তাঁহারা আহার করিয়া তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, "তুমি ভারতবর্ষে গমন কর, তথায় তোমার ভাগ্যে সিংহাসন আছে।" হসাম্উদ্দীন্ এই কথায় বিশ্বাস করিয়া ভারতে আসিয়া বখ্‌তিয়ারের অধীনে চাকরি গ্রহণ করিলেন। বখ্‌তিয়ার তাঁহাকে বাঙ্গালায় লইয়া গিয়া গঙ্গত্রির শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। এ গঙ্গত্রি কোথায় অবস্থিত, তাহা আজিও ঠিক নির্ণীত হয় নাই। কেহ বলেন, বিহার ও নাগরের মধ্যবর্ত্তী গুরগুরি, কেহ বলেন বিহারের অন্তর্গত গিধোড় নামক স্থান পূর্ব্বে গঙ্গত্রি বলিয়া উক্ত হইত। যাহা হউক হসাম্উদ্দীন্ কিছুকাল পরে দেবকোট নামক স্থানের শাসনকর্ত্তা হন। তখন দেবকোট একটী প্রধান সেনা-নিবাস ও ফৌজদারী আড্ডা ছিল। উহা দিনাজপুর জেলায় গঙ্গারামপুরের অন্তর্গত দমদমা নামক স্থানে অবস্থিত। হসাম্উদ্দীনের সাহায্যে দিল্লির সম্রাটের কর্ম্মচারীরা মুহম্মদ সেরান ও অন্যান্য খিলজীসামন্তদিগকে জয় করেন। দিল্লির সম্রাট্ বখ্‌তিয়ার খিলজির পর আলিমর্দ্দান খিলজিকে বঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। আলিমর্দ্দানের আগমনকালে হসাম্উদ্দীন্ কুশী নদীর তীরে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অভিবাদন করেন ও তাঁহার অনুগমন করিয়া দেবকোট নামক স্থানে আলিমর্দ্দানের অভিষেককার্য্য সম্পন্ন করাইয়া দেন। হিজরি ৬০৭ সনে লাহোরে সম্রাট্ কুতুবউদ্দীনের মৃত্যু হইলে, আলিমর্দ্দান দিল্লির অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীন হইয়া আলাউদ্দীন্ নাম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু দুই বৎসর পরেই খিলজিরা তাঁহাকে বধ

করিয়া হুসামউদ্দীন্‌কে সুবেদার করিলেন। হিজিরা ৭০৮ সনে এই ঘটনা হয়। হুসামউদ্দীনও পরে দিল্লির অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া গয়াসউদ্দীন্ নাম ধারণ করেন। গয়াসউদ্দীন্ ৬১৭ হিজিরা অব্দে স্বনামে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত করেন। আরও অনুমান হয় যে, তিনি দিল্লির সম্রাট্‌কে ছাড়াইয়া বোগদাদ হইতে নিজ নামে সনন্দ আনাইয়া নাসির আমীর আলমুমিন (অর্থাৎ বিশ্বাসিগণের রক্ষাকর্ত্তা) উপাধি গ্রহণ করেন। যাহা হউক তিনি গৌড়নগরে অনেক উত্তম অট্টালিকা, একটী বিদ্যালয় ও অনাথশালা স্থাপন করেন। বন্যার সময় দেশ প্লাবিত হইয়া যাইত, লোকের যাতায়াতের কষ্ট হইত, তন্নিবারণের জন্য দেবকোট হইতে বীরভূমের রাজধানী "নগর" পর্য্যন্ত দশ দিনের পথ ব্যাপিয়া এক সেতু প্রস্তুত করিয়া দেন। বিচারকালে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ধনী, কি নির্ধন, কাহারও প্রতি তিনি পক্ষপাত করিতেন না। আসাম, ত্রিহুত, ত্রিপুরা ও উড়িষ্যার কতক জয় করিয়া সেখানকার রাজাদিগের নিকট হইতে করগ্রহণ করিতেন। তিনি দিল্লির সম্রাট্ আল্‌তামাসের নিকট উপঢৌকন পাঠান নাই বলিয়া দিল্লীশ্বর সসৈন্যে আগমন করেন। গয়াসুদ্দীন নৌকাগুলি সরাইয়া লইয়া সম্রাটের সৈন্যদিগকে গঙ্গাপার হইতে দেন নাই। শেষে সন্ধির প্রস্তাব করায় সম্রাট্ শান্ত হন। সন্ধি হইল যে, সম্রাটের নামে মুদ্রা প্রচলিত হইবে ও তাঁহার নামে খুতবা (ঘোষণাপত্র) পঠিত হইবে। গয়াস্‌উদ্দীন প্রভূত অর্থ ও ৩৮টী হস্তী সম্রাট্‌কে দান করিবেন এবং দিল্লিতে প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট কর পাঠাইতে থাকিবেন। গয়াস্‌উদ্দীন্ এই সকল প্রস্তাবে সম্মত হইলে সম্রাট্ দিল্লিযাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে মুলক্ আলা-উদ্দীনকে বেহারের শাসনকর্ত্তা করিয়া গেলেন। সম্রাট্ যাইবার পরে গয়াস্‌উদ্দীন্ গঙ্গাপার হইয়া উক্ত শাসনকর্ত্তাকে ও সম্রাটের সৈন্যদিগকে দূর করিয়া বেহারবিভাগ নিজ শাসনাধীন করিয়া লইলেন।

সম্রাটের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে, তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন ও পুত্র নাসিরউদ্দীন্‌কে সসৈন্যে বঙ্গজয় করিতে পাঠাইয়া দিলেন। গয়াসউদ্দীন্ বঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চলের রাজগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। সুতরাং নাসির-উদ্দীন্ অযোধ্যায় আসিয়া নির্ব্বিবাদে রাজধানী লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিলেন। গয়াস্‌উদ্দীন্ এই সংবাদ পাইবামাত্র তথায় আসিয়া সম্রাট্ সৈন্যের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন। তিনি যুদ্ধস্থলেই কিন্তু অবশেষে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শত্রুহস্তেই হইক নিহত হন। ১২২৭ খৃষ্টাব্দে (হিজিরা ৬২৪ সনে) এই ঘটনা হয়। গয়াস্‌উদ্দীনের সুখ্যাতি সকলেই করিত। সম্রাট্ আল্‌তামাস্ পর্য্যন্ত তাঁহার সুখ্যাতি করিতেন।

গয়াস্‌উদ্দীন্, বাঙ্গালার একজন নবাব। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে ইনি নবাব জলাল্‌উদ্দীনের পুত্রকে বিনাশ করিয়া বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি অল্প দিনমাত্র রাজত্ব করেন।

গয়াস্‌উদ্দীন্ তোগলক, দিল্লির একজন সম্রাট্। ইহার প্রকৃত নাম গাজিবেগ তোগ্‌লক্। পিতা করাউনিয়া তুর্ক-জাতীয় এবং মাতা জাঠবংশীয়া। ইহার পিতা সুলতান গয়াস্‌উদ্দীন্ বল্‌বনের ক্রীতদাস ছিলেন। গাজিবেগ অতি দরিদ্র দশায় আলাউদ্দীন্ খিলজির ভ্রাতা উলুগ্ খাঁর অধীনে সামান্য সৈনিকের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেবলপুরে প্রধান সেনাপতি করিয়া পাঠাইয়া দেন। সম্রাট্ নাসিরউদ্দীন্ খাঁ খস্‌রুর আচরণে প্রধান প্রধান লোক বিরক্ত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া বিদ্রোহাচরণ করেন। গাজিবেগ বিদ্রোহীদলের সেনাপতি হইয়া সম্রাট্ নাসিরউদ্দীনের সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে সম্রাট্ পরাজয় ও নিহত হইলে, দেশের আমীর ওমরাহগণ গাজিবেগকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহাকে শাহজাহান (অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি) নামে অভিবাদন করিলেন। গাজি-বেগের সম্রাট্ হইবার তাদৃশ ইচ্ছা ছিল না। সকলের অনু-রোধক্রমে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু শাহ্‌জহান্ নামক উচ্চ খেতাব গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়া গয়াসউদ্দীন্ অর্থাৎ 'ধর্ম্মের সহায়' নাম গ্রহণ করিলেন। রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে চারিদিকে এরূপ সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন যে, অনেক দিন সেরূপ হয় নাই। উপযুক্ত লোক দেখিয়া ওমরাহদিগকে খেতাব ও জায়গীর দান করিলেন। ভারতপ্রান্তে মোগলদিগের অত্যাচার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছিল। তিনি সমস্ত প্রদেশ সুদৃঢ়রূপে রক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। যাহারা খস্‌রুর পক্ষীয়, তাহাদিগকে শাসন করিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র একরউদ্দীন্ জনা বা উলুগ খাঁকে যুবরাজ করিয়া অপর পুত্রদিগকে অন্যান্য প্রদেশের সুবেদার করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে অনেক প্রদেশ ও কেল্লা দখল হইল। লক্ষ্মণাবতীতে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে তিনি উলুগ্ খাঁকে দিল্লীতে রাখিয়া নিজে তথায় গিয়া বিদ্রোহনিবারণ ও তথা হইতে অনেক ধনরত্ন আনয়ন করেন। সেতারগ্রামের হাকিম বাহাদুর খাঁ

তাঁহার আজ্ঞাপালন না করায় তাঁহার গলায় শিকল দিয়া টানিয়া আনেন।

কিছুদিন পরে বরঙ্গলে বিদ্রোহ ঘটে। সম্রাটের পুত্র উলুগ্ খাঁ বা জুনা খাঁ গিয়া নগর অবরোধ করিলেন। রাজা লদ্দরদেব তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু গ্রীষ্ম ও উত্তপ্ত বায়ুর জন্য পীড়িত হইয়া সম্রাটের সেনা দলে দলে মরিতে লাগিল। সৈন্যগণ দিল্লী প্রত্যাগমনের জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়া উঠিল। কতক জন সেনাপতি না বলিয়া রাত্রিযোগে পলায়ন করিলেন। রাজপুত্রকে অগত্যা অবরোধ ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে হইল। প্রত্যাগমন সময়ে শত্রুরা পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া অনেক সৈন্য বিনষ্ট করিল। দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়া নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কুমার আবার যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এবার বিদর ও বরঙ্গল অধিকৃত হইল। তিনি রাজাকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে পাঠাইয়া দেন।

ইতিমধ্যে একবার গুজব উঠে যে, সুলতানের মৃত্যু হইয়াছে। যাহারা এই কথা রটাইয়াছিল সুলতান তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া জীবিত অবস্থায় সকলকে গোর দেন। সম্রাট্ তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, "তোমরা মিথ্যা করিয়া জীবিত অবস্থায় আমাকে গোর দিয়াছ, আমি সত্য সত্য জীবিতাবস্থায় তোমাদের গোর দিব।"

বঙ্গের লোকেরা তথাকার শাসনকর্তার বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ উপস্থিত করায় গয়াস্উদ্দীন্ ৭২৩ হিজিরাসনে তাহার তদারক করিতে গেলেন, যাইবার সময় কুমার উলুগখাঁকে দিল্লীতে রাজ্যভার দিয়া যান। বাহাদুর বাঙ্গালার পূর্ব্ব-অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। সুবর্ণগ্রামে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি সম্রাট্কে উপেক্ষা করিয়া নিজের নামে টাকা প্রচলিত করেন। তাঁহার অত্যাচারে সকলেই জ্বালাতন হইয়াছিল। গয়াস্উদ্দীন্ আসিবার সময় ত্রিহুতে পৌঁছিলে লক্ষ্মণাবতীর সুলতান্ শাহাবুদ্দীন্ বগ্রা শাহ বা বগ্রা খাঁ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। এই শাহাবুদ্দীন্ স্বীয় ভ্রাতা সুবর্ণগ্রামের বাহাদুর শাহের বিপক্ষে সম্রাটের নিকট অভিযোগ করেন। গয়াস্উদ্দীন্ সুবর্ণগ্রামে গিয়া বাহাদুরকে পরাস্ত করিয়া তাহার গলায় রজ্জু দিয়া দিল্লীতে পাঠাইয়া নিজেও দিল্লীযাত্রা করিলেন। পথে ত্রিহুত জয় করিয়া গেলেন। রাজধানী পৌঁছিবার সময় পুত্র উলুগ্ খাঁ তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ অগ্রে আসিয়া আফগানপুরে একটী কাঠের বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। নানাপ্রকার ধুমধামের পর গয়াস্উদ্দীন তথা হইতে দিল্লীযাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে সেই বাটী ভাঙ্গিয়া তাঁহার উপর পড়িয়া গেল। তিনি তখনই পঞ্চত্ব পাইলেন। কেহ বলেন যে, পুত্র অনেক দিন হইতে পিতাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সেইজন্যই এই বাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। কেহ বলেন, যাদুবলে এই বাটী নির্ম্মিত হয়, ইন্দ্রজাল অপহৃত হইবামাত্র বাটী পড়িয়া গেল। রাজাবলীগ্রন্থে লিখিত আছে যে, সেই সময় দিল্লীতে নিজামআউলি নামে এক মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহাকে সকলে বাদশাহ অপেক্ষা অধিক সম্মান করিত। গয়াস্উদ্দীন্ বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাগমন সময় পথে তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "হয় তুমি দিল্লীতে থাক, নয় আমি দিল্লীতে থাকি।" মহাপুরুষ উত্তরে লিখিলেন—"দিল্লী এখনও অনেক দূরে আছে।" বাদশাহ এই কথা শুনিয়া তোগলকাবাদে পঁহুছিয়া যে ঘরে রহিলেন, সেই ঘরের ছাদ ভাঙ্গিয়া বাদশাহের উপর পড়িল। তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। ১৩২৫ খৃঃ অব্দে (৭২৫ হিঃ সনে) ফেব্রুয়ারিমাসে এই ঘটনা ঘটে। গয়াস্উদ্দীন্ দিল্লীনগর নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিয়া তোগলকাবাদ নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তারিখ মুবারক-শাহী পুস্তকে লিখিত আছে যে, এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে তিন বৎসরের অধিক সময় লাগে। দুর্গটী বালুপাথরে নির্ম্মিত। আরব্যপরিব্রাজক ইবন্ বতুতা মুলতানের জুমা মসজিদে একটী শিলালিপি খোদিত দেখিয়াছেন। তাহাতে বাদশাহের স্বাক্ষরস্থলে লিখিত আছে, "আমি ২৯বার তাতারীদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিয়াছি। এইজন্য আমার নাম মালিক্ হসাবির।" জিয়াউদ্দীন্ বরণী কৃত তারিখ-ই ফিরোজশাহী গ্রন্থেও ঐরূপ লেখা আছে। গয়াস্উদ্দীন্ ৪ বৎসর ২ মাস রাজত্ব করেন।

গয়াস্উদ্দীন্ তোগ্লক ২য়, দিল্লীর একজন সম্রাট্। ইনি সম্রাট্ ফিরোজশাহ তোগ্লকের নাতি ও ফতেখাঁর পুত্র। ফিরোজশাহের মৃত্যু হইলে ১৩৮৮ খৃঃ অব্দে (৭৯০ হিঃ সনে) সিংহাসনারোহণ করেন। বিলাসপরায়ণ হইয়া রাজকার্য্যে অবহেলা করিতেন বলিয়া রাজ্যের প্রধান প্রধান লোক ও সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে ১৯এ ফেব্রুয়ারী দিবসে তাঁহাকে নিহত করেন। তিনি ছয়মাস মাত্র রাজত্ব করেন। মাহ্মুদশাহ নামক পার্ব্বতীয় রাজার সহিত যুদ্ধ ইঁহার রাজ্যকালের প্রধান ঘটনা।

গয়াস্উদ্দীন্, বঙ্গদেশের একজন সুলতান। সুলতান সেকন্দর শাহের পুত্র। সেকন্দর শাহের দুই পত্নী ছিলেন।

প্রথমার গর্ভে ১৭টী সন্তান হয়। দ্বিতীয়ার গর্ভে একমাত্র গয়াস্উদ্দীন্ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজ অধ্যবসায়গুণে বা বহুবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া অপর অপর ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেকন্দরশাহ সেজন্য তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিতেন। কিন্তু ইহাতে বিমাতার ক্রমশঃ হিংসা বাড়িতে লাগিল। তাঁহার প্রতি কিসে রাজার স্নেহ কমে, কিসে তাঁহার উপর সুলতানের বিষদৃষ্টি হয়, এজন্য নানা প্রকার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক দিন সুলতানকে একাকী পাইয়া তাঁহার বিমাতা অতি নম্র ও বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন, 'জাঁহাপনা! আমি আপনাকে কিছু বলিব মনে করিতেছি, কিন্তু সাহস হইতেছে না। বলিলে আপনার মনে কষ্ট হইবে, রাগ হইবে।" সুলতান উৎসুক হইয়া বলিলেন, "বল, আমি রাগ করিব না, তুমি বল।" রাণী বলিলেন, "অগ্রে শপথ করুন, কাহাকেও বলিবেন না?" সুলতান তাহাই করিলেন। বেগম বলিতে লাগিলেন, "এখন আমার বড় বিপদ্—আপনি যখন বলিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, তখন আমার ইচ্ছা না থাকিলেও বলিতে হইবে। কথাটী এই, গয়াস্উদ্দীন্ আমার সন্তানদিগকে বিনাশ করিবার জন্য চক্রান্ত করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, আপনাকেও বিনাশ করিবার কথা বলিয়া থাকে। আমার মত আপনার মঙ্গল আর কেহই কামনা করে না। আমার বিবেচনায় তাহাকে হয় কারারুদ্ধ করুন, না হয় তাহার চক্ষু দুইটীর তারা উৎপাটন করিয়া এরূপ চক্রান্ত করিতে অসমর্থ করিয়া দিন।" সেকন্দরশাহ এই কথায় একেবারে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বিশ্বাসঘাতিনি, কুমতি পাপীয়সি! ঈশ্বর তোর গর্ভে এতগুলি সন্তান-সন্ততি দিয়াছেন, তাহারা এক্ষণে মানুষ হইয়া উঠিল, তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না দিয়া তুই কি না সপত্নীর একমাত্র সন্তানকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিস্। দূর হ, তোর কথা আর শুনিতে চাই না।" সুলতান এ কথা গয়াস্উদ্দীন্‌কে বলেন নাই। কিন্তু গয়াস্ গতিক বুঝিতে পারিয়া শিকারযাত্রাচ্ছলে সুবর্ণ-গ্রামে পলায়ন করিয়া সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক রাজবিদ্রোহী হইয়া পাণ্ডুয়া অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গোয়াল-পাড়ায় আসিলে সেকন্দর সসৈন্যে বিদ্রোহ নিবারণ করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। গয়াস্ সৈন্যদিগকে বলিয়া দেন যে, তাঁহার পিতার অঙ্গে যেন অস্ত্রাঘাত না হয়। কিন্তু যুদ্ধস্থলে আজ্ঞাপালন হয় নাই। সেকন্দর আহত হইয়াছেন শুনিয়া গয়াস্ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে পিতৃসমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মস্তক নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন সেকন্দর বলিলেন, "আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে। তুমি সুখে রাজ্য কর।" এই কথাটী বলিতে বলিতে প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। গয়াস্ ১৩৬৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বিমাতার পুত্রদিগের চক্ষু উৎপাটনপূর্ব্বক বিমাতার নিকট পাঠাইয়া দেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার নিষ্ঠুরতার আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি ৭ বৎসর সুবিচারে রাজ্যশাসন করিয়া ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার সুবিচারের একটী গল্প শুনা যায়। একদিন রাজা ধনুক লইয়া তীর ছুড়িতে ছিলেন। একটা তীর গিয়া এক বিধবার পুত্রের গায়ে লাগে। বিধবা কাজির নিকট রাজার নামে অভিযোগ করিল। কাজি রাজাকে বিচারা-লয়ে উপস্থিত হইতে বলেন। গয়াস্উদ্দীন একখানি তর-বারি পরিচ্ছদের মধ্যে লুকাইয়া লইয়া বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন। কাজি বলিলেন, "তুমি এই দুঃখিনী বিধবার পুত্রকে আঘাত করিয়াছ, অতএব হয় ইহাকে কোনরূপে সন্তুষ্ট কর, নতুবা বিচারমত দণ্ড গ্রহণ কর।" সুলতান্ সেলাম করিয়া ঐ বিধবাকে প্রচুর অর্থ দিলে সে তাঁহাকে ক্ষমা করিল ও কাজির নিকট সন্তোষ প্রকাশ করিল। কাজি তাহাকে বিদায় দিলে সুলতান্ তরবারি বাহির করিয়া বলিলেন, "যদি এই বিচারে তোমার অণুমাত্র পক্ষ-পাত দেখিতাম, তাহা হইলে এ অস্ত্রদ্বারা তোমার মস্তক-চ্ছেদন করিতাম। আমার রাজ্যে এরূপ সুবিচার হয় বলিয়া আমি পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করি।" কাজি আপন দণ্ডযষ্টি দেখাইয়া বলিলেন, "আপনি যদি অবাধ্য হইতেন, এই দণ্ড আপনার শরীর শিথিল করিত।" রাজা ইহাতে আরও সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পারিতোষিক প্রদান করিলেন।

আর একটী গল্প আছে। গয়াস্ কিছু আমোদপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার তিনটী পুষ্পের নামে তিনটী উপপত্নী ছিল। একবার তাঁহার সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইলে বলিয়া রাখেন যে, তাঁহার মৃত্যু হইলে এই তিনজনে তাঁহার দেহ স্নান করাইয়া দিবে। কিন্তু কিছুদিন পরে রোগমুক্ত হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বোক্ত তিন উপপত্নীর প্রতি বিশেষ প্রেম হওয়াতে অন্যান্য উপপত্নীগণ হিংসা করিয়া তাহাদিগকে 'গোসালী' বলিয়া উপহাস করিত। সুলতান্ ইহা শুনিতে পাইয়া কিরূপে ঐ তিন জনকে বাড়াইবেন, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে তাহাদের নামে একটী কবিতা রচনা করিলেন। কিন্তু উহার প্রথম পাদ লিখিয়া শেষ পাদপূরণ করিতে পারিলেন না। শেষে পারস্যরাজ্যে

প্রসিদ্ধ কবি হাফেজের নিকট লোক পাঠাইয়া দিলেন। পত্রে কবিবরকে বঙ্গদেশে আসিবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ ছিল। সেই লোক হাফেজের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র কবি কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া অগ্রেই অপর চরণ আবৃত্তি করিলেন। পরে পত্রাদি পাঠ করিলেন। হাফেজ উত্তর পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু বঙ্গে আসিতে সম্মত হইলেন না।

গয়াসউদ্দীন্ বিশেষ সাধিত্যানুরাগী ছিলেন। তিনি বীরভূমের 'নগর' নামক নগরের ফকীর হামিদ্উদ্দীনের নিকট বর্ণনীত শিক্ষা করেন। পীর কুতুবউল আলম্ তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। সুবর্ণগ্রামের ভগ্নাবশেষ মধ্যে তাঁহার সমাধিস্থান এখনও দেখা যায়।

গয়ের (ক্রী) শ্লেষ্মা, গয়ার।

গর (ক্লী) গীর্য্যতে ইতি গৄ-স্বাদিত্বাৎ অচ্। ১ ব্যাধিকরণ মধ্যে পতন করণ। "দ্বিদালবকোলবচৈত্তিলাখ্যাগরবশিচ-বিষ্টিসংজ্ঞানাম্।" (বৃহৎসংহিতা ৯৯।৪।)

২ বিষ। (ভাগবত ৮।৭।৪১) ৩ বৎসনাভনামক বিষ। ৪ সংযোগজনিত বিষ।

(পুং) গীর্য্যতে ইতি কর্ম্মাদৌ অচ্। ৫ বিষ। (ভাগবত ৬।১৪।৭৩) ৬ উপবিষ। ৭ রোগভেদ।

গরগীর্ণ (ত্রি) যে বিষপান করিয়াছে।

গরগীর্ণন্ (পুং) ১ যে বিষপান করিয়াছে। ২ একজন ঋষি।

গরঘ্ন (পুং) গরং বিষং হন্তীতি হন্-টক্। ১ কৃষ্ণার্জ্জক। ২ বর্ব্বর। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ বিষনাশক।

গরঘ্নী (স্ত্রী) গরঘ্ন-ঙীপ্। মৎস্যবিশেষ, গরুই মাছ। ইহার গুণ—মধুর কষায়, বাতপিত্ত ও কফনাশক, রুচি ও বলবীর্য্য-কর, লঘু। (ভাবপ্রকাশ)

গরজ (আরবী) ১ ইচ্ছা, অভিপ্রায়। ২ প্রয়োজন, দরকার। "তোরে দিব পরিচয় এত কি গরজ।" ভারত, বিদ্যাসুন্দর।

গরজউল্, বঙ্গের ত্রিহুত জেলার অন্তর্গত একটী বিভাগ। ইহার আর ছয়টী উপবিভাগ আছে। গণ্ডক, ছোট গণ্ডক, বিয়া, বুন ও কদানা নামক কয়টী নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। মজঃফরপুর ও তাজপুর ইহার প্রধান নগর। মজঃফরপুর হইতে হাজিপুর পর্য্যন্ত দুইটী পথ গিয়াছে। পুরাতন পথ লালগঞ্জ হইয়া ও নূতন পথ ভগবানপুর হইয়া একাধারে বীর সরাই নামক স্থানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। হাজিপুর হইতে কনহৌলি ও মহোবা থানা হইয়া পুসা ও বারভাগা পর্য্যন্ত একটী পথ গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও কএকটী পথ আছে। গরজউল্ মধ্যে লালগঞ্জ ও মহোবা নামক গ্রামে বাজার আছে। কনহৌলি, ঘটাক ও মঙ্গলগঞ্জ নামক আরও কএকটী প্রধান গ্রাম ইহার অন্তর্ভুক্ত।

গরণ (ক্লী) গৄ সেচনে, গৄ-নিগরণে বা ভাবে ল্যুট্। ১ সেচন। ২ ভক্ষণ।

গরণবৎ (ত্রি) উদ্গীরণবিশিষ্ট। "গরুত্মান্ গরণবান্।" (নিরুক্ত ৭।১৪।)

গরদ (ত্রি) গরং বিষং দদাতীতি গর-দা-ক। ১ বিষপ্রদ। "অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। (মনু ৩।১৫৪।)

(ক্লী) গৄ ভাবে অপ গরো ভক্ষণম্, গরেণ ভক্ষণেন দীয়তে খিদ্যতে ইতি দা কর্ম্মণি ক। ২ বিষ। (হেম।) ৩ রেশমের এক প্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র।

গরদান (ক্লী) দা-ল্যুট্। গরস্য দানম্ ৬তৎ। বিষপ্রদান। (ভাগবত ৭।৫।১৩।)

গরধ্বজ (ক্লী) অভ্রক।

গরনাশিনী (স্ত্রী) শীতবর্ণ দেবদালীলতা।

গরভ (পুং) গীর্য্যতে ইতি গ অভচ্। যদ্বা গর্ভস্য গরভা দেশঃ। "বৃষ্টি যেরা বিকল্পায়ে হন্যোভরভরাদিভ।" গর্ভ। (হেম°)

গরম (দেশজ) উষ্ণ।

গরমমশলা (দেশজ) খাদ্যাদিতে দেয় দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ ইত্যাদি সুগন্ধি দ্রব্য।

গরমূলি নানি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কাঠিবাড় প্রদেশের দক্ষিণস্থ একটী গ্রাম। এখানে স্বতন্ত্র একজন জমিদার আছেন। তিনি কেবল বরদার গাইকোবাড়কে খাজনা দিয়া থাকেন।

গরমূলি মতি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কাঠিবাড় প্রদেশের দক্ষিণস্থ একটী গ্রাম। ইহাতে স্বতন্ত্র একজন জমিদার আছেন। খাজনা কতক অংশ বরদার গাইকোবাড়ের ও কতক জুনাগড়ের রাজকোষে প্রেরিত হয়।

গরল (ক্লী) গিরতি জীবনমিতি গৄ-অলচ। বিষ। "গরলমিব কলয়তি" (গীতগোবিন্দ ৪।৩)।

গরলারি (পুং) গরলস্য অরিঃ, ৬তৎ। মরকতমণি। (রাজনি°)

গরব্রত (পুং) গরং বিষবৎ দুর্ভক্ষণং ব্রতং যস্য। বহুব্রী। ময়ূর।

গরস্পুর, মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের একটী নগর। অক্ষা° ২৩°৪০' উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৯' পূঃ। এখানে কএকটী বালুপাথরে নির্ম্মিত প্রাচীন বাটী আছে। তাহাতে শিল্পকার্য্য খোদিত দেখা যায়।

গরহাজীর (পারসীক) অনুপস্থিত। "পরের কাজীর গরহাজীর লিখিতে।" বিদ্যাসুন্দর।

গরহাজীরী (পারসীক) অনুপস্থিত। "ঘরে গরহাজীরী সে না পায় দেখিতে।" বিদ্যাসুন্দর।

গরহন্ (পুং) গরং হন্তীতি কিপ্। ১ কুকার্ষক। ২ বর্ব্বর। (ত্রি) বিষনাশক।

গরা (স্ত্রী) গীর্য্যতে ভক্ষ্যতে ইতি গৃ-অপ্, অজাদিত্বাৎ টাপ্। ১ দেবদালীলতা। (রাজনি°)। ভাবে অপ্। ২ ভক্ষণ।

গরাগরী (স্ত্রী) গরং বৃষিকবিষং আগিরতি গৃ-পচাদিত্বাৎ অচ্। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। দেবতাড় বৃক্ষ।

গরাণ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Rhizophora decandra) চর্ম্ম ও বস্ত্রকাদি এই বৃক্ষের ছালের রস দিয়া রঙ্ করা হয়।

গরাধিকা (স্ত্রী) গরে বিষপ্রতীকারে অধিকা প্রধানা। লাক্ষা। (গরাঢ্যিকা পাঠও দৃষ্ট হয়।)

গরাহ্বক (ক্লী) গরং বিষং আহ্বা যস্য। শোভাঞ্জনবীজ।

গরাবি, বঙ্গদেশের পূর্ণিয়াজেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। কুশীনদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ঐ নদীর স্রোতে বিলক্ষণ পলি পড়ে। এখানে চাউল, সরিষা, তামাক, গম ও নীল উৎপন্ন হয়।

গরাড়িয়া বা গদারিয়া, জাতিবিশেষ। (গাড়র শব্দে মেষ ও গড়ারিয়া শব্দে মেষপালক বুঝায়।) আলাহাবাদ হইতে কড়ক প্রদেশ মধ্যে ইহাদের বাস। গরাড়িয়াদিগের মধ্যে অনেক শ্রেণীভেদ আছে। যথা—ইলাহাবাদী, জৌনপুরী, বাকরকাশান, ধ্বংকড়া, ভেড়াহিরা, চকবন্ধেয়া, চিকাণী, ধানক, সামলাবালে, নিখর, পাইকবার, পাচেম, ভেসেলহা। ভেড়া হইতে ভেড়ারিয়া নাম হইয়াছে। চিকাবাগণ মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী। ধানক, জৌনপুরী ও নিখরগণ কম্বল বুনিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। ভ্রাতার মৃত্যু হইলে তাহার বিধবা পত্নীকে বিবাহ করা ইহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ নহে। ইহাদের আচার-ব্যবহার কতকটা গোপ বা গোয়ালার মত। [গরেরি দেখ।]

গরিত (ত্রি) গরোঽস্যাস্তীতি তারকাদিত্বাৎ ইতচ্। সঞ্জাত বিষ, যাহার বিষ জন্মিয়াছে।

গরিমন্ (পুং) গুরোর্ভাবঃ। (পৃথ্বাদিভ্য ইমনিচ্ বা। পা ৫।১।১২২) ইতি ইমনিচ্। (প্রিয়স্থিরস্ফিরোরুবহুলগুরু ইতি। পা ৬।৪।১৫৭) ইতি গুরোর্গরাদেশঃ। ১ গুরুতা, গৌরব। ২ মাহাত্ম্য। ৩ গুরুত্ব, ভার।

"গিরিং গরিম্ণা পরিতঃ প্রকম্পয়ন্।" (ভাগবত ৮।২।২২।)

৪ গর্ব্ব। ৫ অহংকার। ৬ আত্মশ্লাঘা।

গরিয়া, জাতিবিশেষ, কামরূপ অঞ্চলে ইহাদের বাস। ইহারা মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু ত্বকচ্ছেদ করে না। সাধারণ মুসলমানেরা নীচজাতি বলিয়া ইহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। গোমাংস ও শূকর মাংস উভয়ই আহার করে এবং দরজির কাজ করিয়া ইহারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

গরিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন গুরুরিতি গুরু ইষ্ঠন্ গরাদেশশ্চ। ১ অতি গুরু, অতি ভারী। ২ অতি মহৎ। ৩ অতি গৌরবান্বিত। ৪ মর্য্যাদাবিশিষ্ট।

(পুং) ৫ দানবভেদ। "গরিষ্ঠশ্চ বনায়ুশ্চ দীর্ঘজিহ্বশ্চ দানবঃ।" (ভারত ১।৬৫।৩০।)

৬ নৃপভেদ। (ভারত ২।৭।১২)

গরী (স্ত্রী) গৃ-অচ্-ঙীপ্। ১ দেবতাড় বৃক্ষ। ২ খলী। (মেদিনী)

গরীয়স (পুং) অতিশয়েন গুরুঃ, গুরু-ঈয়সুন্ গরাদেশশ্চ। ১ অতিশয় গুরু, অতি ভারী। ২ অতি গৌরবান্বিত। ৩ মর্য্যাদাসম্পন্ন।

গরীয়সী (স্ত্রী) গরীয়স্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ অতিগুরুতরা। ২ অতি মাননীয়া। ৩ অতিগৌরবান্বিতা।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" (রামায়ণ।)

গরীব (দেশজ) দীন, দরিদ্র।

গরীবানা (দেশজ) গরীবের ভাব।

গরু (দেশজ) গোরু, গোজাতি।

গরুড় (পুং) গরুদ্ভ্যাং পক্ষাভ্যাং ডয়তে ইতি ডী-ড। পৃষোদরাদিত্বাৎ তলোপঃ। বিনতার গর্ভজাত কশ্যপাত্মজ পক্ষিরাজ (রামায়ণ ৩।১৪।৩০) নামান্তর—গরুত্মান্, তার্ক্ষ্য, বৈনতেয়, খগেশ্বর, নাগান্তক, বিষ্ণুরথ, সুপর্ণ, পন্নগাশন, মহাবীর, পক্ষিসিংহ, উরগাশন, শাল্মলী, হরিবাহন, অমৃতাহরণ, নাগাশন, শাল্মলীস্থ, খগেন্দ্র, ভুজগান্তক, তরস্বী, তার্ক্ষ্যনায়ক।

কশ্যপ পুত্রেচ্ছু হইয়া যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ইন্দ্র, বালখিল্য ও অন্যান্য দেবতাগণকে যজ্ঞীয় কাষ্ঠ আনিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন। ইন্দ্র আপন বলবীর্য্যের অনুরূপ পর্ব্বতপ্রমাণ কাষ্ঠরাশি উত্তোলন করিয়া অনায়াসেই আনিতে লাগিলেন। অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বালখিল্য ঋষিগণ সকলে মিলিয়া একটী পলাশপত্রের বৃন্ত বহিয়া লইয়া যাইতে ছিলেন, ইন্দ্র পথিমধ্যে তাঁহাদিগকে উপহাস ও অবমাননা করিয়া শীঘ্রই চলিয়া আসেন। তাহাতে বালখিল্য মুনিগণ অন্তরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দেবরাজের ভয়প্রদর্শক অন্য ব্যক্তিকে দেবগণের ইন্দ্র করিবার নিমিত্ত একান্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। তাহা জানিতে পারিয়া ইন্দ্র অত্যন্ত সন্তপ্তচিত্তে কশ্যপের শরণাপন্ন হইলেন। প্রজাপতি কশ্যপ ইন্দ্রের সেই কথা শুনিয়া বালখিল্যগণের নিকট যাইয়া কর্ম্মসিদ্ধির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সত্যবাদী বালখিল্যগণ মহাত্মা কশ্যপকে প্রত্যুত্তর দিলেন। তখন প্রজাপতি কশ্যপ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক এরূপ বলিলেন, 'দেখ ব্রহ্মার নিয়োগে ইনি ইন্দ্র হইয়াছেন, তোমরাও

তপোবল হেতু অন্য ইন্দ্রের নিমিত্ত যত্ন করিতেছ। তোমরা সজ্জন, অতএব ব্রহ্মার বাক্যে অন্যথা করিবার যোগ্য নহ। আর তোমাদেরও সংকল্প মিথ্যা হইবার নহে, তোমাদের ইনি পক্ষগণের ইন্দ্র হউন। দেবরাজ তোমাদের নিকট যাচ্‌ঞা করিতেছে, তোমরাও ইহার প্রতি প্রসন্ন হও।' বালখিল্যগণ বলিলেন, 'আমরা আপনার সন্তানের নিমিত্ত সংকল্প করিয়া এই কার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছি, যাহাতে মঙ্গল হয়, আপনি তাহাই করুন।' এই সময়ে দক্ষকন্যা বিনতা দেবী পুত্রের নিমিত্ত অভিলাষ করিয়া আপন স্বামীর নিকট আগমন করিলে কশ্যপ তাঁহাকে বলিলেন, 'হে দেবি! তোমার এই অভিলাষ সিদ্ধ হইবে, তুমি ত্রিভুবনের প্রভুসম্পন্ন দুইটী পুত্র প্রসব করিবে। বালখিল্যগণের তপস্যা এবং আমার সংকল্প দ্বারা দুই পুত্র লাভ করিবে, ইহারা পক্ষগণের ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে।' তখন বিনতা সফলকাম হইয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং যথাকালে অরুণ ও গরুড় নামে দুইটী পুত্র প্রসব করিলেন। অরুণ বিকলাঙ্গ হইয়া কর্ম্মগ্রহণপূর্ব্বক সূর্য্যদেবের সম্মুখে অবস্থিত রহিলেন। গরুড় পক্ষিদিগের ইন্দ্রত্বপদে অভিষিক্ত হইলেন।

মহাতেজস্বী গরুড় স্বয়ং অণ্ড বিদীর্ণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। জন্মকালে ইহার রূপ—অগ্নিরাশির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, অতিশয় ভয়ঙ্কর, প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত, বিদ্যুতের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট, সম্বর্ত্তাগ্নির ন্যায় ঘোরতর উগ্র, ঘোরস্বরবিশিষ্ট ও মহাকায়।

গরুড়ের বিষ্ণুবাহন হইবার কথা মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে—পক্ষিরাজ অমৃত লইয়া বাহির হইলেন। সেই সময় গরুড় বিষ্ণুর সহিত আসিতেছিলেন। নারায়ণ তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া বলিলেন, আমি তোমাকে বর দিব। গরুড় বলিলেন, আমি আকাশগামী হইয়া আপনার উপরিভাগে থাকিব, অমৃত ব্যতিরেকেও অজর ও অমর হইব। বিষ্ণু বিনতাপুত্রকে "তথাস্তু" বলিয়া সেই বর দিলেন। গরুড় সেই বর লইয়া বিষ্ণুকে বলিলেন, আমি আপনাকেও বর দিব, গ্রহণ করুন। তখন বিষ্ণু মহাবল গরুড়কে বলিলেন, তুমি আমার বাহন হও এবং তুমি আমার ধ্বজের উপর থাকিবে, তাহাতে তোমার আমার উপরিভাগে অবস্থিতি করা হইবে।

গরুড় স্বীয় পদদ্বয়ে গজ ও কচ্ছপ এবং চঞ্চুপুটে মহাবটবৃক্ষ ধারণ করিয়া আকাশমার্গে উড়িয়াছিলেন। অমৃতের নিমিত্ত ইহার সহিত দেবগণের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইনি জয়লাভ করেন। (মহাভারত আদিপর্ব্ব।)

২ ব্যূহবিশেষ। "বরাহমকরাভ্যাং বা সূচ্যা বা গরুড়েন বা।" মনু ৭।১৮৭। 'সূক্ষ্মমুখ পশ্চাদ্ভাগঃ পৃথুমধ্যো বরাহব্যূহঃ। এষ এবপৃথুতরমধ্যো গরুড়ব্যূহঃ।' (কুল্লূকভট্ট)

৩ বিংশতি প্রকার প্রাসাদ মধ্যে প্রাসাদবিশেষ।

"গরুড়াকৃতিশ্চ গরুড়ো নন্দীতি চ ষট্‌চতুষ্কবিস্তীর্ণঃ
কার্য্যশ্চ সপ্তভৌমো বিভূষিতোঽণ্ডৈশ্চ বিংশত্যা॥"
(বৃহৎসংহিতা ৫৬।২৪)

গরুড়গিরি বা গর্দ্দনগিরি, একটী গিরিশৃঙ্গ। মহিসুর রাজ্যের মধ্যে কাদুর জেলার অন্তর্গত অক্ষা° ১৩°১৯´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬°১৭´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

গরুড়ধ্বজ (পুং) গরুড়ো ধ্বজঃ যস্য বহুব্রী। বিষ্ণু।
"বালস্ত পঙ্কতাথায স্বগাদ্ গরুড়ধ্বজঃ॥" (ভাগবত ৩।৪।২৬)

গরুড় নদী বা গড্ডিলম্ম মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত দক্ষিণ আর্কট জেলার একটী নদী। কল্লকুরিচি তালুকের মধ্যে বিগল সরোবর নামক স্থান হইতে বাহির হইয়া মন্নতার নদীর সহিত মিলিত হইয়া ৪০ ক্রোশ পথ গিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। নদীর তলদেশ অত্যন্ত বালুকাময়।

গরুড়পুরাণ (ক্লী) গরুড়ায় উক্তং বিষ্ণুনা পুরাণম্, মধ্যলো°। অষ্টাদশ পুরাণান্তর্গত সপ্তদশ মহাপুরাণ। ভগবান্ গরুড়াসন এই পুরাণ গরুড়কে বলিয়াছিলেন। ইহাতে উনিশ হাজার শ্লোক আছে। এই পুরাণ তার্ক্ষ্যকল্পের কথা অবলম্বনে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে এইরূপ বিবরণ আছে,— সূতনৈমিষীয়সংবাদে সূতের গরুড়পুরাণকথনজিজ্ঞাসা, গরুড়পুরাণের উৎপত্তিকথা, রুদ্রবিষ্ণুসংবাদে সৃষ্টিকথন, প্রজাপতিসৃষ্টি, কশ্যপকৃত সৃষ্টি, সূর্য্যাদিপূজাকথন, বিষ্ণুপূজাকথন, দীক্ষাবিধি, লক্ষ্মীপূজা, নবব্যূহার্চ্চন, পূজাক্রম, বিষ্ণুপঞ্জরকথন, সংক্ষেপে যোগোপদেশ, বিষ্ণুর সহস্রনাম, বিষ্ণুধ্যান ও সূর্য্যপূজাকথন, মৃত্যুঞ্জয়পূজা, গারুড়বিদ্যা, শিবোক্তসর্পমন্ত্র, গরুড়চক্রপূজা, শিবপূজা, গণপত্যাদি পূজা, পাদুকাপূজা, কূর্ম্মাসনাদি কথন, বিষহরণ, গোপালপূজা, শ্রীধরাদিমন্ত্রকথন, বিষ্ণুপূজার প্রকারান্তর, পঞ্চতত্ত্বার্চ্চন, সুদর্শনপূজাদি, হয়গ্রীবপূজা, গায়ত্রীমাহাত্ম্য, দুর্গাদিপূজাবিধি, প্রকারান্তরে সূর্য্যপূজা, মহেশ্বরপূজা, নানাবিদ্যাকথন, শিবপবিত্রারোহণ, বিষ্ণুপবিত্রারোহণ, মূর্ত্তামূর্ত্তধ্যান, শালগ্রামলক্ষণ, বাস্তুনির্ণয়, প্রাসাদলক্ষণ, দেবপ্রতিষ্ঠাকথন, যোগধর্ম্মাদি আহ্নিকনির্ণয়, দানধর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্তবিধি, অষ্টনিধিকথন, প্রিয়ব্রতবংশবর্ণনে সপ্তদ্বীপাদি বর্ণন, ভুবনস্থানকথন ও ভারতবর্ষের বিবরণ, প্রবীণের রাজপুত্রাদির নামকীর্ত্তন, সপ্তপাতাল ও নরকবর্ণন, সূর্য্যাদির প্রমাণ ও সংস্থানবর্ণন, জ্যোতিঃশাস্ত্র কীর্ত্তনে

নক্ষত্রাদিপ ও যোগিনী প্রভৃতির বর্ণন, দশাদি বিচার, চন্দ্রগত্যাদি, জয়মান, চরস্থিরাদি ভেদে কার্য্যবিশেষের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা কথন, সংক্ষেপে পুরুষের ও নারীগণের শুভাশুভ লক্ষণ, সামুদ্রিক লক্ষণ, শালগ্রামশিলাভেদ-কথন, তীর্থকথন, গঙ্গাদি নদীবর্গকীর্ত্তন, পদনবিক্রয়াদি, রত্নোৎপত্তিকথন, বজ্রপরীক্ষা, মুক্তাফলপরীক্ষা, পদ্মরাগ-পরীক্ষা, মরকতপরীক্ষা, ইন্দ্রনীলপরীক্ষা বৈদূর্য্যপরীক্ষা, পুষ্পরাগপরীক্ষা, কর্কেতনপরীক্ষা, ভীষ্মরত্নপরীক্ষা, পুলক-পরীক্ষা, রুধিররত্নপরীক্ষা, স্ফটিকপরীক্ষা, বিদ্রুমপরীক্ষা, সংক্ষেপে সর্ব্বতীর্থকথন, গয়ামাহাত্ম্য, গয়াতীর্থের উৎপত্তি প্রভৃতি কথন, গয়ায় স্নানভেদে ও ক্রিয়াভেদে ফলভেদকথন, ফল্গুতীর্থে স্নান ও ব্রহ্মকুণ্ডাদিতে পিণ্ডদানমাহাত্ম্যাদি কথন, বিশাল নৃপতির উপাখ্যান, প্রেতশিলাদিতে পিণ্ডদানকথন, প্রেতশিলায় শ্রাদ্ধকর্ত্তার ফল, চতুর্দ্দশ মনু ও তৎপুত্র এবং তৎ মন্বন্তরের সপ্তর্ষি ও দেবাদিকীর্ত্তন, মার্কণ্ডেয়-ক্রৌষ্টুকি সংবাদে রুচির উপাখ্যান, রুচিকৃত পিতৃস্তব, পিতৃগণের নিকট হইতে রুচির বরপ্রাপ্তি, রুচির পরিণয়, রৌচ্য মনুর উৎপত্তি, হরিধ্যান, প্রকারান্তরে হরিধ্যান, যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত ধর্ম্মকথনে বর্ণধর্ম্মাদি কথন, উপনয়ন ও স্বাধ্যায়-কীর্ত্তন, গৃহস্থ-ধর্ম্মনির্ণয়, সংকীর্ণজাতি, পঞ্চ মহাযজ্ঞ-সন্ধ্যোপাসনাদি কথন, গৃহীর ধর্ম্ম ও বর্জ্যধর্ম্মাদি কথন, দ্রব্যশুদ্ধি, দানধর্ম্ম, শ্রাদ্ধবিধি, বিনায়ক-শান্তি, গ্রহশান্তি, বানপ্রস্থাশ্রমবিবরণ, যতিধর্ম্ম, পাপচিহ্নকথন, প্রায়শ্চিত্ত-বিধি, অশৌচাদিনির্ণয়, পরাশর-ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিসার, নীতিসারে ধনরক্ষাদির উপদেশ, নীতিসারে ধ্রুব পরিত্যাগ নিষেধাদি, নীতিসারে রাজলক্ষণ, ভৃত্যলক্ষণ, গুণবন্নিয়োগাদি, মিত্রামিত্র-বিভাগ, মূর্খাদ্যাদিপরিত্যাগাদির উপদেশ. ব্রত-কথনারম্ভ, অনঙ্গত্রয়োদশী ব্রত, অখণ্ডদ্বাদশী ব্রত, অগস্ত্যার্ঘ্য-ব্রত, ভীষ্মপঞ্চকাদিব্রতাবধি. শিবরাত্রিব্রত, একাদশীমাহাত্ম্য, বিষ্ণুপূজন, ভৈমৈকাদশ্যাদিকীর্ত্তন, ব্রতাবলম্বীর নিয়মাবলী, প্রতিপদাদি ব্রত, ষষ্ঠীসপ্তমীব্রত, রোহিণ্যষ্টমীব্রত, বুধাষ্টমীব্রত, অশোকাষ্টমীব্রত, মহানবমীব্রত, মহানবমী-ব্রতপ্রসঙ্গে কৌশিকমন্ত্রকথন, বীরনবমীব্রত, দমননবমী ব্রত, দিগ্দশমীব্রত, একাদশীব্রত, শ্রবণদ্বাদশীব্রত, মদন-ত্রয়োদশীব্রতাদি, সূর্য্যবংশকীর্ত্তন, চন্দ্রবংশ-বর্ণন, পুরুবংশ-কীর্ত্তন, জনমেজয়ের বংশকথন, বিষ্ণুর অবতার-কথা, পতিব্রতা-মাহাত্ম্য, রামায়ণকথন, হরিবংশকথন, ভারতকথন, আয়ুর্ব্বেদকথনে সর্ব্বরোগের নিদান, জ্বরনিদান, রক্তপিত্ত-নিদান, কাসনিদান, হিক্কারোগনিদান, যক্ষ্মানিদান, অরোচক-নিদান, হৃদ্রোগাদি নিদান, মদাত্যয়াদি নিদান, অর্শোনিদান, অতিসারনিদান, মূত্রাঘাতনিদান, প্রমেহনিদান, বিদ্রধিনিদান, উদরনিদান, পাণ্ডুশোথনিদান, বীসর্পাদি নিদান, কুষ্ঠনিদান, ক্রিমিনিদান, বাতব্যাধিনিদান, বাতরক্তনিদান, শুক্রহান, অন্নপানাদি কথন, জ্বরাদিরোগের চিকিৎসা, নাড়ীব্রণাদির চিকিৎসা, স্ত্রীরোগাদির চিকিৎসা, দ্রব্যনির্ণয়, ঘৃততৈলাদি-কথন, নানাযোগাদি কথন, নানারোগৌষধকথন, বশীকরণাদি, [illegible] করণাদি, স্ত্রীবশীকরণ ও মশকমারণাদি কথন, কেশশুক্লাদির ঔষধকথন, বলশক্তিবৃদ্ধির উপায়, গ্রহণীরোগের ঔষধ, কটিশূলের ঔষধ. গণেশপূজা, শঙ্খকের ঔষধ, মেধাবৃদ্ধির ঔষধ, মস্তকপীড়া নিবারণের ঔষধ পটলদম-ন্যাদির ঔষধ. গণ্ডমালাদির ঔষধ, সর্পাঘাতাদির ঔষধ, যোনিব্যথার ঔষধ, পশুচিকিৎসা পাণ্ডুরোগাদির ঔষধ, বুদ্ধি নির্ম্মলকরণের ঔষধ, বিষ্ণুকবচ, বিষ্ণুবিদ্যা, বিষ্ণুধর্ম্ম মারক বিদ্যা, গারুড়বিদ্যা, ত্রিপুরাভেদ, শস্ত্রগণনা, ধনুর্ব্বেদ, অশ্বচিকিৎসা, ওষধির নাম নির্দ্দেশ, ব্যাকরণের নিয়ম, উদা-হরণ, ছন্দঃশাস্ত্রারম্ভ, মাত্রাবৃত্তকথন, সমবৃত্ত, অর্দ্ধসমবৃত্ত, বিষমবৃত্ত, প্রস্তারাদি নির্দ্দেশ, ধর্ম্মাখ্যান, স্নানবিধি, তর্পণ, বৈশ্বদেববিধি, সন্ধ্যাবিধি, শ্রাদ্ধবিধি, নিত্যশ্রাদ্ধ, সপিণ্ডীকরণ, ধর্ম্মসার কথন, শূদ্রাদিস্পৃষ্ট ভোজনাদির প্রায়শ্চিত্ত, যুগধর্ম্মকথন, নৈমিত্তিক প্রলয়, সংসার-কথনে পাপপরিণাম, অষ্টাঙ্গযোগ, বিষ্ণুভক্তি, নারায়ণনমস্কার, নারায়ণের আরাধনা, নারায়ণের ধ্যান, বিষ্ণুমাহাত্ম্য, নৃসিংহস্তব, জ্ঞানামৃত, মার্কণ্ডেয়প্রোক্ত নারায়ণের স্তব, ব্রহ্মপ্রোক্ত বিষ্ণুস্তব, ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, গীতাসার, অষ্টাঙ্গযোগের প্রয়োজন, বৈকুণ্ঠে নারায়ণের প্রতি গরুড়ের বিবিধ প্রশ্ন, ঔর্দ্ধদেহিক বিধি, নরকের স্বরূপবর্ণন, গর্ভাবস্থা কীর্ত্তন, দশদানাদি কথন, পর্ণনরদাহবিধি, অশৌচ লক্ষণের কালনিরূপণ, বৃষোৎসর্গকথন, পঞ্চপ্রেতোপাখ্যান, ঔর্দ্ধ-দেহিক কর্ম্মাধিকারী, বভ্রুবাহন-প্রেতসংবাদ, শ্রাদ্ধের নানা-রূপ স্তুতিকীর্ত্তন. মনুষ্যজন্মাদি লাভের কারণ, মনুষ্যের তত্ত্বকথা, প্রেতত্বনাশক কর্ম্মকথন, আতুর মুমূর্ষুর দানকৃত্য, যমনগরপথকথা, যাম্যপুরাদিগমনাবস্থা, যমমার্গনিষ্কৃতি-কথন, চিত্রগুপ্তপুর-গমনকীর্ত্তন, প্রেতের বাসস্থাননির্ণয়, প্রেতের লক্ষণ, প্রেতমুক্তির উপায়, প্রকারান্তরে পঞ্চপ্রেতের উপাখ্যান, প্রেতস্বরূপনিরূপণ, মনুষ্যদিগের আয়ুঃ-নিরূপণ, বালকদিগের পিণ্ডদানাদি, শৈশবাদি ভেদে কুমারকাল হইতে কর্ত্তব্যের উপদেশ, সপিণ্ডীকরণবিধি, বিশেষ জানার্থ নারায়ণের প্রতি গরুড়ের জিজ্ঞাসা, ঔর্দ্ধদেহিক

চৌধুরিয়া, কাশ্যপ ও নাগকর এই কএকটী গোত্র আছে। ইহারা সগোত্রে বিবাহ করে না। অপর শ্রেণীর গয়েরিগণ "মবেরা" "চচেরা" প্রভৃতি জাতীয় প্রথামত ছয় পুরুষের মধ্যে পুত্র-কন্যার বিবাহ দেয় না। ইহাদের মধ্যে কর্ষালিয়া, কম্বলি, মরার ও রাউত এই চারিটী পদবী প্রচলিত আছে।

বাল্যকালেই ইহাদের বিবাহ হইয়া থাকে। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে পুরুষেরা পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। স্বামী শপথ করিয়া স্ত্রীত্যাগ করিলে সেই স্ত্রী বিধবার মত বিবাহ করিতে পারে। স্ত্রীলোক পরপুরুষে আসক্ত জানিতে পারিলে তাহাকে জাতিচ্যুত ও সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। পুরুষেরা কোন কুকর্ম্ম করিলে তাহাকে গ্রামের পঞ্চায়ত ও মণ্ডলের নিকট নির্দ্দিষ্ট সাজা পাইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় এবং পরে স্বজাতিকে ভোজ দিয়া পুনরায় সমাজভুক্ত হয়।

ইহাদের মধ্যে সকলেই বৈষ্ণব। দুই একজন শৈবও দেখা যায়। ভীখারাদাস নামে একজন গয়েরি প্রথমে স্বজাতির মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে ধর্ম্মগুরু বলিয়া ভক্তি করে। কেহই মাছ-মাংস খায় না। কনোজিয়া বা জ্যোষী ব্রাহ্মণেরাই ইহাদের পৌরোহিত্য করেন এবং বৈরাগী অথবা "দশনামী" সন্ন্যাসীরাই ইহাদের মন্ত্রদাতা গুরুর কার্য্য করিয়া থাকে। বন্দি, গোরৈয়া, ধর্ম্মরাজ, নরসিংহ, পাঁচপীর ও কালীমাতা ইহাদের কুলদেবতা। ৩০এ শ্রাবণ বাড়ীর পুরুষেরা নানাবিধ উপচারে ঐ সকল দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে। শৈবদিগের মধ্যে কেহ কেহ ছাগাদি বিক্রয়ের সময় একটা ভেড়া রাখিয়া দেয়। পরে তাহাকে "বনজারীর" সম্মুখে বলি দিয়া সদলে আহ্লাদে ভোজন করে।

ইহারা আপনাদিগকে আহীর গোয়ালাদের অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর এবং মজ্‌রোতি ও কুকায়ত গোয়ালাদের সহিত সমশ্রেণীর বলিয়া গণ্য করে ও তাহাদের হস্ত অন্নজলাদি গ্রহণ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে ইহারা নিজেই ছাগ বা মেষ খাসী করে বলিয়া মজ্‌রোতি ও কুকায়তেরা ইহাদের জল লয় না। বরং ঐ কার্য্যের জন্য ইহাদিগকে আরও নিকৃষ্ট মনে করে। বেহার ও বাঙ্গালার ব্রাহ্মণেরা ইহাদের স্পৃষ্ট জল খায়, কিন্তু পূর্ণিয়া জেলায় ইহারা অতি নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া গণ্য। স্বজাতি ভিন্ন অপর কাহারও নিকট মেষপালকের কার্য্য করিলে ইহাদের জাতি যায়।

গরোখা, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের ঝাঁসি জেলার উত্তরপূর্ব্বস্থিত একটী তহশীল। ইহার ভূমি উচ্চ ও পার্ব্বতীয়, ক্রমশঃ ঢালু হইয়া বেতওয়া ও ধসান নদীদ্বয়ের কূল পর্য্যন্ত আসিয়াছে। ক্ষেত্রফল ৫০১ বর্গমাইল। ইহার অর্দ্ধেক অংশে শস্য জন্মে।

গরোড়ি, একজাতীয় সাপুড়িয়া, ইহারা মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী।

গরোল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির রেবাকান্তা বিভাগের অন্তর্গত একটী ছোট রাজ্য। সম্প্রতি পাঁচটী মহল ইহার অন্তর্গত হইয়াছে। ইহার খাজনা রেবাকান্তার এজেন্টী দ্বারা বরদার গাইকোয়াড়ের নিকট প্রেরিত হয়।

গরোলা, মধ্যপ্রদেশের সগর জেলার অন্তর্গত একটী লাখেরাজ গ্রাম। ইহার ক্ষেত্রফল প্রায় ১০০০০ বিঘা, দিল্লীর বাদশাহ রাও রামচন্দ্রকে এই গ্রাম অর্পণ করেন। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে পেশবা ইহার অধিকাংশ অধিকার করিয়া লন। গ্রামে প্রাচীরবেষ্টিত একটী ছোট দুর্গ আছে। ইহার পূর্ব্বদিকে একটি হ্রদ আছে। হ্রদের চারি পার্শ্ব বেশ উর্ব্বরা। গ্রামে একটী বিদ্যালয় আছে।

গর্গ (পুং) গৃণাতি বেদশব্দেন স্তৌতি। গৃ-গ (মুদিগ্রোর্গগ্-গৌ। উণ্ ১।১২৭।) ১ বৃহস্পতির বংশজাত মুনিবিশেষ, বিতথের পুত্র। (হরিবংশ ৩২.২০) ইনি শিবের আরাধনা করিয়া চৌষট্টি অঙ্গ জ্যোতিষাদিতে জ্ঞান লাভ করেন।

"চতুঃষষ্ট্যঙ্গমদদৎ কলাজ্ঞানং মমাদ্ভুতম্।
সরস্বত্যাস্তটে তুষ্টো মনোযজ্ঞেন পাণ্ডব।" (ভারত ১৩।১৮।৩৮)
"বহুনাং গর্গাদীনাং মতং বক্ষ্যে।" (বৃহৎসংহিতা ২।১৫)

অথর্ব্ববেদ, কেরলপ্রশ্ন, কেরলপাশাবলী, গর্গসংহিতা নামে জ্যোতিষ ও গর্গমনোরমা নামে তাহার টীকা, প্রশ্নমনোরমা, প্রশ্নবিদ্যা, ষোড়শপ্রশ্ন, জ্যোতির্গর্গ, পল্লীসরট-বিধান, কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রভাষ্য, গর্গপদ্ধতি প্রভৃতি গর্গাচার্য্য প্রণীত বলিয়া প্রচলিত আছে। কিন্তু সকলগুলি তেমন প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। (পুং স্ত্রী) গর্গ অপত্যে যঞ্। বহু বংশে লুক্ স্ত্রিয়াম্, অতো লুক্। ২ গর্গের গোত্রাপত্য। "গর্গাঃ শতং দণ্ড্যতাম্।" (মহাভাষ্য।) ৩ মুনিবিশেষ, ইনি বৃদ্ধগর্গ নামে খ্যাত। (ভারত) কাহারও মতে ইনি গর্গস্মৃতি রচনা করেন। মাধবাচার্য্য, হেমাদ্রি, কমলাকর প্রভৃতি স্মার্ত্তগণ গর্গস্মৃতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৪ গয়াক্ষেত্রে যজ্ঞের নিমিত্ত সৃষ্ট ব্রহ্মার মানসপুত্রবিশেষ।

"গর্গং কৌশিকবাশিষ্ঠৌ।" (বায়ুপুরাণে গয়ামাহাত্ম্য ২ অঃ।)

৫ তালবিশেষ। ইহাতে চারিটী দ্রুত অঙ্গে বিরাম আছে।

"চতুর্দ্রুতং বিরামান্তং তালোহয়ং গর্গসংজ্ঞকঃ।" (সঙ্গীতদামোদর)

৬ বৃশ্চিক। ৭ কিঞ্চুলক। (শব্দার্থচি°) ৮ একজন জৈনগ্রন্থকার, ইনি মাগধী ভাষায় কর্ম্মবিপাক প্রণয়ন করেন।

একবার লইয়া গেলে অনায়াসে সেই পথ চিনিয়া আসে। ভিড়ের মধ্যে আপন প্রভুকে চিনিয়া লইতে পারে। পৃষ্ঠের ভার অতিরিক্ত হইলে নড়ে না। তবে চলিয়া যায়। গর্দ্দভের ডাক কর্কশ। এইজন্য কোন গায়কের গলার স্বর কর্কশ হইলে তাহাকে গর্দ্দভের সহিত তুলনা করা হয়। সাধারণতঃ লোকের ধারণা গর্দ্দভের মত নির্বোধ পশু আর নাই। এইজন্য কোন মনুষ্যকে নির্বোধ বুঝাইতে হইলে গর্দ্দভের সহিত তুলনা দেয়। গর্দ্দভের দুগ্ধ অজীর্ণের পক্ষে বিশেষ উপকারী। অন্যদুগ্ধ অভাবে গর্দ্দভের দুগ্ধ পান করিয়া অনেক শিশু জীবন ধারণ করিয়াছে। এদেশে সাধারণতঃ ধোপাদিগের কাপড়ের মোট বহিবার জন্য গর্দ্দভের ব্যবহার দেখা যায়। ইহারা অল্পেই তুষ্ট। তৃণপত্র ইত্যাদি আহারেই ইহাদের তৃপ্তি।

এগার মাস গর্ভধারণ করিয়া গর্দ্দভী সন্তান প্রসব করে। ৩।৪ বৎসরে বড় হইয়া উঠে। গর্দ্দভ ২০।২২।২৪ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। ইহাদের চর্ম্ম স্থিতিস্থাপক, ইহাতে পার্চমেণ্ট, ঢাক, জুতা, পুস্তকের মলাট প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। গৃহপালিত গর্দ্দভ অপেক্ষা বন্য গর্দ্দভ অনেক বলিষ্ঠ। তাহাদের চর্ম্মও সমধিক চিক্কণ। তুরস্কের সিরিয়া অঞ্চলে ইহারা দেখিতে অনেকটা সুন্দর। সেখানকার রমণীগণ ইহাদিগকে বিশেষ যত্নে পালন করেন। আরবেরা ইহার উপর চড়িয়া বেড়ায়। কৃষিকার্য্যেও গর্দ্দভ লাগাইয়া থাকে। জেরুজি-লমে পূর্ব্বে বড় বড় লোক ও পুরোহিতগণ গর্দ্দভে চড়িয়া বেড়াইতেন। কিন্তু মিসরবাসী লোকেরা ইহাদিগকে অমঙ্গল মনে করিয়া বড়ই ঘৃণা করিত। তাহারাই প্রথমে নির্বোধ লোককে গর্দ্দভ বলিয়া বিদ্রূপ করিত। ভারত ও আফ্রিকার গর্দ্দভেরা খর্ব্বকায় ও দুর্ব্বল। আফ্রিকার কাইরো, লিবিয়া, নিউবিডিয়া প্রভৃতি দেশের বনে অনেক গর্দ্দভ আছে। সেখানকার লোক ইহার মাংস ভক্ষণ করে। মধ্য-এসিয়াতেই গর্দ্দভের পাল অধিক। গ্রীষ্মের সময় এই দল উত্তরে ইউরাল পর্ব্বত পর্য্যন্ত যায়। আর শীতের সময় ভারতপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই দলের একজন করিয়া দলপতি থাকে, সেটী সর্ব্বাপেক্ষা সতেজ, দ্রুতগামী ও চতুর। শিকারীরা তাহাকে ধরিতে পারিলে কৃতার্থ মনে করে। পূর্ব্বে য়ুরোপে গর্দ্দভ ছিল না। অল্পকাল হইল সেখানে গিয়াছে। ইংলণ্ডের দরিদ্র লোকে ইহাকে বিশেষ আদর করে। স্পেনের লোকে বিশেষ আদর করে বলিয়াই হউক অথবা সেখানকার জলগুণেই হউক সেখানে গর্দ্দভগুলি অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ ও সুশ্রী। সেখানে গর্দ্দভের মূল্যও কম। একটী ঘোড়ার মূল্যের তৃতীয়ভাগের একভাগ মাত্র। অশ্ব ও গর্দ্দভের সঙ্গমে দুইজাতীয় অশ্বতর জন্মে। এক গর্দ্দভের ঔরসে অশ্বিনীর গর্ভে আর এক অশ্বের ঔরসে ও গর্দ্দভীর গর্ভে জন্মে। ইংরাজীতে পূর্ব্বোক্তগুলিকে মিউল Mule ও শেষোক্তগুলিকে হিনী (Hinny) বলে। মিউলগুলি বৃহৎ বলবান্ ও সুগঠন। গর্দ্দভের হাড়ে পূর্ব্বকালে একপ্রকার বংশী প্রস্তুত হইত। ভারতের কচ্ছ, গুজরাট, যশলমীর ও বিকানীর প্রদেশে ঘোড়খুর নামক একপ্রকার বন্য গর্দ্দভ দৃষ্ট হয়।

গর্দ্দভের প্রাণশক্তি অতিশয় প্রবল। চর্ম্ম স্থূল। স্থূল বলিয়া কশাঘাত করিলেও বিশেষ ক্লেশ বোধ করে না। ভারতের গর্দ্দভ ধূসরবর্ণ। আরব প্রভৃতি দেশের গর্দ্দভেরা ঈষৎ রক্তবর্ণ। পূর্ব্বে আফ্রিকা ও য়ুরোপে গর্দ্দভ ছিল না। আরব হইতে মিসরে নীত হয় এবং তথা হইতে গ্রীস, গ্রীস হইতে ইতালি, তথা হইতে ফ্রান্স এবং ফ্রান্স হইতে জর্ম্মণি, ইংলণ্ড, সুইডেন্ প্রভৃতি নানাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শীতপ্রধান দেশে গর্দ্দভ দুর্ব্বল ও খর্ব্বকায় হয়। গর্দ্দভ স্বভাবতঃ দ্রুতগামী ও চঞ্চল। কিন্তু ধৃত হইবার অল্পদিন পরেই স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়। তখন তাহারা নিরীহ হইয়া পড়ে। সকল পশু অপেক্ষা গর্দ্দভ অতি শীঘ্র পোষ মানে। যে স্থানের জল ভাল বলিয়া ইহাদের বোধ হইবে নিত্যই সেইজল পান করিবে। জলপান করিবার সময় ঘোটকের মত জলের ভিতর নাসিকা ডুবাইয়া দেয় না। ইহারা ঘাসের উপর গড়াগড়ি দিতে বড় ভালবাসে। জলে নামিতে ইহাদের বড় ভয়। শিশুকালে ইহারা দেখিতে সুন্দর। স্বভাবও অনেকটা চতুর থাকে। তখন হইতে শিক্ষা না দিলে বড় হইয়া মন্দমতি, বুদ্ধিহীন ও অবাধ্য হয়। ইহাদের অপত্যস্নেহ বেশ দেখা যায়। গর্দ্দভ ও গর্দ্দভীতে ভালবাসাও বেশ। গর্দ্দভের পৃষ্ঠে অধিক ভার চাপাইয়া দিলে মস্তক ও কর্ণ নত করিয়া থাকে। তখন মুখব্যাদান করিয়া ওষ্ঠদ্বয় এরূপে টানে যে তাহাতে বড় কদাকার দেখায়। চক্ষু ঢাকা থাকিলে গর্দ্দভ চলে না। ইহাদিগকে শোয়াইয়া যদি তাহার একচক্ষু ঘাসে ও অপর চক্ষু পাতা বা ছিল দিয়া ঢাকিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে গর্দ্দভ নড়িবে না, সেই অবস্থাতেই থাকিবে। ইহারা ঘোটকের ন্যায় লম্ফ দিতে ও দ্রুত গমন করিতে পারে। কিন্তু অতি শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়ে। একবার ক্লান্ত হইলে সহস্র প্রহার করিলেও নড়িবে না।

সিরিয়ে-শর গর্দ্দভ সেখানকার ঘোটক অপেক্ষা বড় ও দেখিতে সুন্দর। পারস্যে দুই প্রকার গর্দ্দভ দেখা যায়।

একপ্রকার স্থূলকায় ও মন্দগামী, ইহারা ভারবহন করে। আর এক প্রকার সুপরিষ্কৃত সুন্দরকায় গর্দ্দভ আছে। তাহাতে চড়িয়া লোকে ইতস্ততঃ গমনাগমন করে। একেবারে অধিক ঘাস নির্গত করিতে পারিবে ও সহজে ক্লান্ত হইয়া পড়িবেনা বলিয়া পারস্যবাসীরা ইহাদের নাসিকাছিদ্র চিরিয়া প্রশস্ত করিয়া দেয়। এই গর্দ্দভ কখন কখন ৪।৫ শত টাকা মূল্যেও বিক্রয় হয়।

গর্দ্দভজাতি ঘোটক অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে পারে। ইহাদের চর্ম্ম শুষ্ক ও অতিশয় শক্ত। এজন্য কীটেরা আক্রান্ত হয় না। ইহারা ঘোটক অপেক্ষা অল্পক্ষণ নিদ্রা যায়। প্রায় মাটিতে শয়ন করে না। আরব ও মিসরের গর্দ্দভগুলি যেমন দ্রুতগামী, তেমনি সাবধানী। কাইরো নগরের রাজপথে গর্দ্দভদিগকে ভাড়া দিবার নিমিত্ত জিন ও লাগাম দিয়া রাখা হয়। যে ভাড়া দেয় সে চড়িয়া যায়। বাগার গাধা সে পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহাকে তাড়াইয়া লইয়া যায় এবং সম্মুখস্থ লোকদিগকে সরাইবার জন্য চীৎকার করিতে থাকে। মুসলমান তীর্থযাত্রিগণ মক্কায় যাইবার সময় গর্দ্দভে চড়িয়া যায়। নিউবিয়া দেশের বড় বড় বণিকেরা গর্দ্দভে আরোহণ করিয়া মিসরদেশে গমন করেন। যাইতে প্রায় দুইমাস সময় লাগে। গর্দ্দভ এই দীর্ঘকাল পর্য্যটন করিয়াও ক্লান্ত হয় না। আমেরিকায় পূর্ব্বে গর্দ্দভ ছিল না। স্পেনের লোকেরা তথায় প্রথম গর্দ্দভ পাঠায়। এখন গর্দ্দভের বংশ বৃদ্ধি হইয়া তথায় অনেক গর্দ্দভ হইয়াছে তাহারা স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করে। ফাঁদ পাতিয়া ধরিতে হয়।

গৃহপালিত গর্দ্দভের মাংস শক্ত। খাইতে ভাল লাগে না। তথাপি অনেকে খাইয়া থাকে। গালেন সাহেবের মতে এই মাংস আহারে রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। গ্রীকেরা গর্দ্দভের চর্ম্মে পূর্ব্বে অনেক ঔষধ প্রস্তুত করিত, এখনও কিছু কিছু করিয়া থাকে। স্থূলকায় অল্পবয়স্ক সুস্থ গর্দ্দভী যে অল্প দিন প্রসব করিয়াছে, অথচ গর্দ্দভে আসক্ত হয় নাই, এরূপ গর্দ্দভের দুগ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। গর্দ্দভীকে শাবক হইতে বিচ্ছিন্ন করাইয়া ঘাস ও যব আহার করাইয়া রাখিতে হয়। সেই গর্দ্দভীর দুগ্ধ রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারজনক। ঐ দুগ্ধ শীতল হইলে ও বাতাস লাগিলে নষ্ট হয়। গর্দ্দভের রক্ত ঔষধে লাগে বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। এক্ষণে সে বিশ্বাস কমিয়াছে। ইহাদের বিষ্ঠায় উত্তম সার হয়।

য়ুরোপের আল্‌পস্‌ পর্ব্বত হইতে নামিবার সময় গর্দ্দভ যেরূপ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। পর্ব্বতে আরোহণ করিবার পথ বড় ভয়ানক। এক দিক্ উচ্চ, অপর দিক্ অত্যন্ত গভীর। কোথাও উন্নত, কোথাও অবনত। গর্দ্দভ ব্যতীত আর কোন পশু সে পথে নামিতে পারে না। নামিবার সময় উহারা কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দেখে। কিরূপে কোন দিকে নামিবে তাহা একবার ভাবিয়া লয়। সে সময়ে আরোহী সহস্র আঘাত করিলেও নড়ে না। কেবল সেই গভীর গর্ত্তের প্রতি চাহিয়া থাকে। ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া মধ্যে মধ্যে চীৎকার করে। যখন নামিতে আরম্ভ করে, তখন সম্মুখের পা এরূপে ফেলে, বোধ হয় যেন দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। পরে পশ্চাতের পা জড় করিয়া আনিয়া সম্মুখের পা সম্মুখের দিকে প্রসারিত করে। এই ভাবে থাকিয়া একবার নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করে। পরক্ষণেই দ্রুতবেগে নামিতে থাকে। সে সময় আরোহীকে লাগাম আল্‌গা দিয়া রাখিতে হয়। লাগামে টান পড়িলে গর্দ্দভের হঠাৎ গতিরোধ হয়। তাহাতে গর্দ্দভ ও আরোহী উভয়ে নিম্নে পড়িয়া গিয়া প্রাণ হারাইতে পারে। আরোহী লাগাম আল্‌গা দিয়া জিনের সহিত আপন কটিদেশ বাঁধিয়া রাখে। এইরূপ পার্ব্বতীয় পথে গর্দ্দভের অবতরণ দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

গর্দ্দভ সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য কথা শুনা গিয়াছে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন ডওস্ মল্টা উপদ্বীপে ছিলেন। তাঁহার জন্য একটা গর্দ্দভ ক্রয় করিয়া জিব্রাল্‌টার হইতে জাহাজে করিয়া মাল্টায় লইয়া যাইতেছিল। সমুদ্রের ভয়ানক তরঙ্গে জাহাজখানি চড়ায় ঠেকিল। তথা হইতে কূল অধিক দূরে নহে। গর্দ্দভ সেই তরঙ্গে সাঁতার দিয়া কূলে উঠিতে পারে কিনা দেখিবার জন্য জাহাজের লোকেরা গর্দ্দভকে জলে ফেলিয়া দিল। সকলে মনে করিল গর্দ্দভ সেই খানেই পঞ্চত্ব পাইবে। কিন্তু গর্দ্দভ স্বচ্ছন্দে কূলে উঠিয়া যাহার নিকট হইতে ক্রয় করা হয়, তাহার নিকট উপস্থিত হইল। কূল হইতে সে স্থান এক ক্রোশেরও অধিক হইবে, অথচ সে পথে সে পূর্ব্বে কখন যায় নাই।

কাইরো নগরের একটী গর্দ্দভের কথা শুনা গিয়াছে। সে

নৃত্য ও নানা কৌতুক করিত। যখন তাহাকে বলা হইত যে সুলতান তোমাকে বাটীনির্ম্মাণের জন্য সুরকী ও প্রস্তর আনিতে পাঠাইবেন, সে তখন অমনি পা উচ্চ করিয়া চক্ষু বুজিয়া মৃতের ন্যায় ভূতলে পড়িয়া থাকিত। আবার যখন বলিত সুলতান তাহার উপর আরোহণ করিয়া মহোৎসব দেখিতে যাইবেন ও ভাল ভাল খাবার দিবেন, এই কথা শুনিবামাত্র সে উঠিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিত। অমুক বৃদ্ধবয়স্কা স্ত্রীলোককে তোমার লইয়া যাইতে হইবে বলিলে সে খঞ্জের ন্যায় গমন করিত। অনেক স্ত্রীলোক একত্র হইলে বলা হইত, ইহার মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী, তাহা দেখাইয়া দেও। সে তৎক্ষণাৎ এক সুন্দরীর নিকট গিয়া মস্তক নত করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিত। এইরূপ গর্দ্দভ কলিকাতায় বিলাতি সার্কাস্ দলে অনেকবার প্রদর্শিত হইয়াছে। গর্দ্দভ যে এই সকল কথার অর্থ বুঝিয়া কার্য্য করিয়াছে, তাহা নহে। তবে ইহাতে বুঝা যায় যে, গর্দ্দভ যত্ন বুঝিতে পারে ও শিখাইলে শিখিতে পারে। এক সময় একজন লোক একটা কুক্কুরকে গাধার প্রতি আক্রমণ করিতে সঙ্কেত করে। কুক্কুর নিকট যাইবামাত্র গর্দ্দভ পদ দ্বারা তাহাকে আঘাত করিয়া পরে দন্ত দ্বারা কুক্কুরকে ধরিয়া নিকটস্থ নদীতে ডুবাইয়া দেয়, যতক্ষণ না কুক্কুরের জীবন শেষ হইল, ততক্ষণ ছাড়ে নাই। ইহাতে বোধ হয় গর্দ্দভের প্রতিহিংসা কম নহে। গর্দ্দভ সুস্বর শুনিতে ভালবাসে। চাটুনগরে এক বিবি বড় সুন্দর গান করিতেন নিকটে একটী গর্দ্দভ থাকিত। বিবি গান আরম্ভ করিলেই গর্দ্দভ তথায় উপস্থিত হইয়া গৃহের গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া শুনিত। এমন কি এক একদিন বিবির গৃহের ভিতর গিয়া উপস্থিত হইত। গান থামিলে গর্দ্দভ নিজেই চীৎকার করিয়া বিবির অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিত। এই সকল দেখিয়া বোধ হয়, গর্দ্দভকে যতটা নির্ব্বোধ মনে করা যায়, বাস্তবিক গর্দ্দভ তত নির্ব্বোধ নহে।

পৌরাণিকগণের মতে, গর্দ্দভ শীতলাদেবীর বাহন। [শীতলা দেখ।]

বৈদ্যশাস্ত্রমতে ইহার মাংসের গুণ—কিঞ্চিৎ গুরু, বলপ্রদ। ইহার মূত্রের গুণ—কটু, উষ্ণ, তিক্ত, ক্ষার, কফ, বাতবাত, ভূতকম্প ও উন্মাদনাশক। (রাজনি°)। সক্ষার, তিক্ত, কটু, উন্মাদ ও কম্পনাশক। (হারীত ১।৯।) বিষ, চিত্তবিকার, তীক্ষ্ণ, গ্রহণীরোগনাশক, দীপক, কৃমি, বাত ও কফনাশক। (সুশ্রুত, সূত্রস্থান ৪৫ অঃ)

"অবিশ্রান্তং বহেদ্ভারং শীতোষ্ণঞ্চ ন বিন্দতি।
সসন্তোষস্তথা নিত্যং ত্রীণি শিক্ষেচ্চ গর্দ্দভাৎ ॥" (চাণক্য)

অবিশ্রান্ত ভারবহন, শীতোষ্ণ সহকরণ ও নিত্য সন্তোষ এই তিনটি গুণ গর্দ্দভ হইতে শিক্ষা করিবে।

গর্দ্দভী (স্ত্রী) গর্দ্দভস্তে। গর্দ্দ-অভচ্। ১ শ্বেতকুমুদ। (হেমঃ)। "কৈরবং চন্দ্রকান্তঞ্চ গর্দ্দভং কুমুদং কুমুৎ।" (রত্নমালা)। ২ বিড়ঙ্গ। (রত্নমালা)। ৩ স্বনামখ্যাত, গোবরে পোকা।

গর্দ্দভক (পুং) গর্দ্দভ-সংজ্ঞায়াং কন্। কীটবিশেষ। এই কীট শ্লেষ্মার প্রকোপকারক।
"কীটগর্দ্দভকশ্চৈব কথা ত্রোটক এব চ।
প্রযোদশৈতে সৌম্যাস্তাঃ কীটাঃ শ্লেষ্মপ্রকোপনাঃ ॥"
(সুশ্রুত কল্পস্থান ৮ অঃ।)

গর্দ্দভগদ (পুং) গর্দ্দভাখ্যোগদঃ। জালগর্দ্দভ নামক রোগবিশেষ। (ইহার লক্ষণাদি জালগর্দ্দভ শব্দে দ্রষ্টব্য।)

গর্দ্দভনাদিন্ (ত্রি) গর্দ্দভইব নদতি নদ-ণিনি। যে গর্দ্দভতুল্য শব্দ করে।

গর্দ্দভযাগ (পুং) গর্দ্দভেন যাগঃ। (ব্রহ্মচর্য্যভ্রষ্ট ব্রহ্মচারীর অনুষ্ঠেয়) যাগবিশেষ।
"অবকীর্ণী তু কাণেন গর্দ্দভেন চতুষ্পথে।
পাকযজ্ঞবিধানেন যজেত নির্ঋতিং নিশি ॥
হুত্বাগ্নৌ বিধিবদ্ধোমানন্ততশ্চ সমেত্যচা।
বাতেন্দ্রগুরুবহ্নীনাং জুহুয়াৎ সর্পিষাহুতীঃ ॥
কামতো রেতসঃ সেকং ব্রতস্থস্য দ্বিজন্মনঃ।
অতিক্রমং ব্রতস্যাহুর্ধর্ম্মজ্ঞা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥
মারুতং পুরুহূতঞ্চ গুরুং পাবকমেব চ।
চতুরো ব্রতিনোহভ্যেতি ব্রাহ্মং তেজোহবকীর্ণিনঃ ॥"
(মনু ১১।১১৯-২২।)

ব্রহ্মচর্য্যভ্রষ্ট ব্যক্তি রাত্রিকালে চতুষ্পথে পাকযজ্ঞবিধানে কাণা গর্দ্দভদ্বারা নৈর্ঋত দেবতার যাগ করিবে। ইহাতে বিধিপূর্ব্বক অগ্নিতে হোম করিয়া 'সমাসিঞ্চন্তু মরুতঃ' এই মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা বায়ু, ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও অগ্নির আহুতি প্রদান করিবে। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ কহিয়া থাকেন, যে ব্রতনিষ্ঠ দ্বিজগণ যদি ইচ্ছাক্রমে স্ত্রীযোনিতে রেতঃ সেক করে, তাহা হইলে ব্রতভঙ্গ হয়। সেই ব্রতভ্রষ্টের ব্রাহ্মতেজ মারুত, ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও পাবকে গমন করিয়া থাকে। (গর্দ্দভযজ্ঞ, গর্দ্দভেজ্যা শব্দের এই অর্থ।) [কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে বিশেষ বিবরণ দেখ।]

গর্দ্দভরূপ (পুং) গর্দ্দভস্যরূপেণেব গর্দ্দভরূপধারণাৎ তথাত্বম্। বিক্রমাদিত্য রাজা।

গর্দ্দভশাক (পুং) গর্দ্দভপ্রিয়ঃ শাকো যস্য। গর্দ্দভাখ্যঃ শাকো বা ব্রহ্মযষ্টি, বামনহাটী। (শব্দার্থচি°।)

গর্দ্দভশাকা (স্ত্রী) গর্দ্দভশাক-টাপ্। ব্রহ্মযষ্টি, বামনহাটী।

গর্দ্দভশাখী (স্ত্রী) গর্দ্দভস্য শাখা যস্যাঃ, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ভার্গী। (রাজনির্ঘণ্ট)।

গর্দ্দভা (স্ত্রী) শ্বেতকণ্টকারী। (ভাবপ্রকাশ।)

গর্দ্দভাক্ষ (ত্রি) গর্দ্দভস্যেবাক্ষিণী যস্য। ১ গর্দ্দভতুল্য চক্ষুর্বিশিষ্ট। ২ বলিরাজার পুত্রভেদ। (হরিবংশ ২।১৭.১৮)

গর্দ্দভাণ্ড (পুং) গর্দ্দভং গন্ধাবশেষমত্তি। অদ্-ড (অমরভাষ্যঃ। উণ্ ১।১১৩।) প্লক্ষবৃক্ষ, পাকুড়গাছ। ইহার পত্র, কাণ্ড ও ফলাদি অশ্বত্থের ন্যায়। পর্যায়—কন্দরাল, কপীতন, সুপার্শ্বক, প্লক্ষ, জটী, প্লব, কমণ্ডলু, প্লক্ষেশ, কন্দরালক, প্লক্ষবৃক্ষ।

গর্দ্দভাণ্ডক (পুং) গর্দ্দভাণ্ড-স্বার্থে কন্। গর্দ্দভাণ্ডবৃক্ষ, পাকুড়গাছ।

গর্দ্দভাহ্বয় (পুং) গর্দ্দভ আহ্বয় আখ্যা যস্য। কুমুদবিশেষ।

গর্দ্দভি (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। (মহাভারত ১৩।৪।৫৩) গর্দ্ধভি পাঠও দৃষ্ট হয়।

গর্দ্দভিকা (স্ত্রী) গর্দ্দভঃ গর্দ্দভস্যেব পীড়কাস্ত্যস্যাম্ ঠন্ টাপ্। ক্ষুদ্ররোগবিশেষ। বৃত্তাকারে উৎপন্ন পীড়কাদ্বারা ব্যাপ্ত, মণ্ডলাকার, পীড়াদায়ক, বাতপিত্ত হইতে উৎপন্ন রোগবিশেষকে গর্দ্দভিকা কহে। পৈত্তিক বীসর্প রোগের ন্যায় বিবৃতা, ইন্দ্রবৃদ্ধা, গর্দ্দভী ও জালগর্দ্দভ এই সকল রোগের চিকিৎসা করিবে। পাককালে পাক করা ঘৃত এবং পক্ক মধুর ঔষধ দ্বারা শুষ্ক করিবে। (ভাবপ্রকাশ।)

গর্দ্দভিল্ল, গুজরাটের অন্তর্গত বলভীপুরের একজন রাজা। জৈনগ্রন্থ মতে ইনি ৫২৩ সম্বতে রাজত্ব করিতেন।

গর্দ্দভী (স্ত্রী) গর্দ্দ-অভচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ কীটবিশেষ। "শকালকঃ পাকমৎস্যঃ কুকুণ্ডোহথ গর্দ্দভী।" (সুশ্রুত।) ২ অপরাজিতালতা। ৩ শ্বেতকণ্টকারী। ৪ কটভী। (রাজনি°।) ৫ গর্দ্দভিকারোগ।

"সা বিজ্ঞা বাতপিত্তাভ্যাং তাভ্যামেবচ গর্দ্দভী।
মণ্ডলা বিপুলোৎসন্না সরাগপিড়কাচিতা॥"

(বাভট, উত্তরস্থান ২১ অঃ।)

গর্দ্দভ-জাতৌ ঙীষ্। ৬ গর্দ্দভপত্নী, মাদী গাধা। ইহার দুগ্ধ গুণ—বলকারক, শ্বাসনাশক, মধুরাম্লরসাবশিষ্ট, রুক্ষ, দীপন ও পথ্য। দধির গুণ—রুক্ষ, উষ্ণ, লঘু, দীপন, পাচন, মধুরাম্লরসাবশিষ্ট, কফনাশক, বাতদোষনাশক। নবনীতের গুণ—কষায়, কফবাতনাশক, বলকর, দীপন, পাকে লঘু, উষ্ণ ও মূত্ররোধকারক। (রাজনি°)।

গর্দোখ, ভারতবর্ষের উত্তরস্থ একটী রাজ্য অক্ষা° ৩১°৪০′ উঃ ও দ্রাঘি° ৮০°২৫′ পূঃ, সিন্ধু ও শতদ্রু নদীর উৎপত্তি স্থানের মধ্যে অবস্থিত। গর্দোখ হইতে তিব্বতের লাসা পর্য্যন্ত একটী রাস্তা গিয়াছে। ১৮২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে চংপাজাতি এদেশ জয় করে। তাহার পর মহারাজ গোলাব সিংহ ইহা অধিকার করিয়া লন। এখানে শাল বুনিবার পশম বিক্রয় হয়।

গর্দ্ধ (পুং) গৃধ্যতে ইতি গৃধ্ ভাবে ঘঞ্। ১ অত্যন্ত লালসা, স্পৃহা। (হেম।) ২ গর্দ্দভাণ্ড বৃক্ষ। (শব্দচ°)।

গর্দ্ধন (ত্রি) গৃধ্যতি-গৃধ যুচ্। (যুচ্চক্রম্যদন্দ্রম্যসগৃধীতি। পা ৩।২।১৫০।) লুব্ধ। (অমর)

গর্দ্ধভি (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। (মহাভারত ১৩।৪।৫৩) গর্দ্দভি পাঠও দৃষ্ট হয়।

গর্দ্ধিত (ত্রি) গর্দ্ধো জাতোঽস্য তারকাদিত্বাৎ ইতচ্। লুব্ধ, লোভী।

গর্দ্ধিন্ (ত্রি) গর্দ্ধোঽস্ত্যস্য গর্দ্ধ-ইনি। অত্যন্তলোভী "নবাস্যামিষগর্দ্ধিনঃ।" (মনু ৪।২৮)

গর্দ্ধ (পুং) গর্দ্ধ-ভাবে অপ্। অহঙ্কার। "প্রাণা দুর্ব্বলসা বীর! গর্ব্বেণ চ বিশেষতঃ।"(রামা° ২।৩১।২০)

গর্ভ (পুং) গীর্য্যতে ইতি গৄ-ভন্ (অর্ত্তিগৃভ্যাং ভন্। উণ্ ৩।১৫২) ১ ভ্রূণ, দেহধারণকারণ শুক্রশোণিত সংযোগ জন্য মাংসপিণ্ড। ২ শিশু। ৩ কুক্ষি। ৪ পনস, কণ্টক। ৫ নাটকের সন্ধিভেদ। (মেদিনী) ৬ অপবরক, অন্তর্গৃহ, গর্ভাগার। ৭ উদর। ৮ অভ্যন্তর। ৯ নদীর অন্তর্ভাগবিশেষ। ভাদ্রকৃষ্ণ চতুর্দ্দশীতে যে পর্য্যন্ত জল উঠে, তাহাকে নদীর গর্ভ কহে। ১০ অন্ন। ১১ অগ্নি। ১২ পুত্র।

গর্ভাশয়গত শুক্রশোণিতের নাম জীব। বিকারবিশিষ্ট প্রকৃতি প্রভৃতি সমস্তই গর্ভ নামে কথিত হয়। কালবশে যখন অঙ্গ ও উপাঙ্গের সহিত গর্ভবর্দ্ধিত হয়, তখন মুনিগণ তাহাকে শরীরী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যখন নরনারী সংযোগকামী হইয়া পরস্পর শুক্রত্যাগ করে, তখন অস্থিশূন্য গর্ভ উৎপন্ন হয়। যে নারী ঋতুস্নাতা হইয়া স্বপ্নে মৈথুন করে, তাহার শুক্রশোণিত বায়ুবেগে কুক্ষিতে যাইয়া গর্ভ হয়, তাহা মাসে মাসে বর্দ্ধিত থাকে। ক্রমে তাহা হাড়গোড়াদি পৈতৃক গুণবর্জ্জিত হইয়া উৎপন্ন হয়।

গর্ভের গতি।—বিগুণ বায়ুদ্বারা গর্ভ তাড়িত হইয়া সংখ্যা অতিক্রমপূর্ব্বক বহুপ্রকারে বিকৃত হইয়া বহির্গত হয়। কোন গর্ভ মস্তক ও কটিদ্বারা যোনিদ্বার নিরোধ করে, কোন গর্ভ শরীর পরিবর্ত্তন কারণ কুব্জ দেহ হইয়া থাকে। কোনও গর্ভ একটী হস্ত, কোনটী দুইটি হস্ত বক্র করিয়া বক্রভাবে অবস্থিত হয়, কোনটী বা অধোমুখে, কোনটী পাশাপাশি

ফিরিয়া অবস্থিতি করে, গর্ভের গতি এই আটপ্রকার। আরও চারিপ্রকার গতি আছে তাহা এই—সঙ্কীলক, প্রতিখুর, পরিঘ ও বীজ। যে গর্ভস্থ শিশু বাহু ও পদ ঊর্দ্ধে তুলিয়া মস্তক দ্বারা কীলকের ন্যায় যোনিদ্বারে সংযুক্ত হয়, তাহাকে কীলক কহে। ঐ শিশু খুরের মত দৃঢ় হইলে প্রতিখুর বলে। ভুজদ্বয় ও মস্তকের সহিত যোনিগত হইলে বীজ বলে। পরিঘের ন্যায় হইয়া যোনিগত হইলে তাহাকে পরিঘ বলে। (মাধবকর)

যে নারী শীতলাঙ্গী ও লজ্জাহীনা, যাহার শিরা সকল নীলবর্ণ ও দেহমধ্যে উচ্চভাবে অবস্থিত, সেই গর্ভিণী মানসিক ও আগন্তুক সন্তাপ ও ব্যাধি দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হয় ও তাহার উদরমধ্যে গর্ভ বিনষ্ট হয়।

যে নারীর গর্ভ নড়ে না, দেহের বর্ণ কৃষ্ণ, পীত এবং শোথ ও নিশ্বাসে পূতিগন্ধ হয়, তাহার গর্ভস্থ শিশু মৃত জানিবে। (মাধবকর।)

কামহেতু স্ত্রীপুরুষের সংযোগে বিশুদ্ধ শুক্রশোণিত দ্বারা নারীদিগের গর্ভ উৎপন্ন হয়, তাহাকে কলল বলে। শোণিতের আধিক্যে কন্যা এবং শুক্রের আধিক্যে পুত্র এবং শুক্রশোণিত সমান হইলে নপুংসক উৎপন্ন হয়। (শার্ঙ্গধর।)

জীবাত্মা পূর্ব্বকৃত পাপ কর্ম্ম জন্য ক্লেশ দ্বারা প্রেরিত হইয়া বিশুদ্ধ শুক্র ও শোণিতের সম্মিলনে অরণি ঘর্ষণ দ্বারা অগ্ন্যুৎপত্তির ন্যায় গর্ভাকারে জন্মগ্রহণ করে। পরে মাতার আহার-রসজাত শোণিতরূপী সূক্ষ্ম জীবনীশক্তিসমন্বিত মহাভূতসমূহ দ্বারা মাতার গর্ভ মধ্যে ক্রমে ক্রমে বাড়িতে থাকে। স্ফটিকের উপর সূর্য্যের রশ্মি যেরূপে গমন করে, জীবও সেইরূপ গর্ভাশয়ে গমন করে। সমস্ত কার্য্যই কারণসংযুক্ত, অতএব জীব দ্রবদ্রব্যের ন্যায় নানাবিধ আকারে পরিণত হইয়া বিবিধ ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে, ইহাই স্বভাব। এই জন্য শুক্রের আধিক্যে পুরুষ, রক্তের আধিক্যে কন্যা, উভয়ের সমতায় নপুংসক জন্মে। বায়ুদ্বারা বহু প্রকারে বিভক্ত হইলে বহু সন্তান জন্মে। বিকৃত কফাদি মলদ্বারা বিজাতীয় ও বিকৃতগর্ভ উৎপন্ন হয়। (বাভট।)

সুশ্রুতের মতে, পূর্ণ ষোড়শবর্ষীয়া স্ত্রী পূর্ণ বিংশতি বৎসরের পুরুষের সহিত সঙ্গত হইলে যদি গর্ভাশয়, হৃদয়, রক্ত, শুক্র, বায়ু ও পথ বিশুদ্ধ থাকে, তবে বলবীর্য্যবান্ পুত্র জন্মে। স্ত্রীপুরুষের তাহা অপেক্ষা কম বয়স হইলে রোগী, অল্পায়ু ও অল্পবুদ্ধি শিশু উৎপন্ন হয় অথবা একবারেই গর্ভ হয় না।

স্ত্রীগণেরও দেহে যেরূপ পুরুষগণের বীজবিশিষ্ট ইন্দ্রিয় আছে, সেই হেতু সংযোগদ্বারা গর্ভের উৎপত্তি হয়। প্রথম দিনে শুক্রশোণিত যোগে কলল হয়, দশদিনে সেই শোণিত বুদ্বুদের আকার ধারণ করে, পঞ্চদশদিনে উহা ঘন হইয়া কুড়ি দিনে মাংসপিণ্ডাকার হয়। একমাসে উহাতে সূক্ষ্ম পঞ্চভূত ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। পঞ্চাশদিনে অঙ্গাদির অঙ্কুরসমূহ, তৃতীয়মাসে হস্তপদাদির, সাড়ে তিনমাসে মস্তক জন্মে ও তাহা সারবিশিষ্ট হয়। চতুর্থমাসে লোম, পঞ্চমে সজীব, ষষ্ঠে গতি, অষ্টমমাসে কণ্ঠধ্বনি ও নবমমাসে চেষ্টাদি হয়। তৎপরে গর্ভবাস হেতু তাহার বৈরাগ্য জন্মে। তাহার পর দশম বা একাদশ মাসে ঐ গর্ভ প্রসূত হয়। (ভাগবত।)

সুশ্রুতের মতে—আদ্য অঙ্গ মস্তক ও উহার উপাঙ্গ কেশসমূহ, উহার অভ্যন্তরে মস্তিষ্ক বা মুস্তিকা আছে। তৎপরে ললাট, ভ্রূদ্বয়, নেত্রদ্বয়, তাহার অন্তর্ভাগে দুই কনীনিকা। চক্ষুর্দ্বয়ের গোলক দুইটী কৃষ্ণবর্ণ, উহার প্রান্তে শ্বেতভাগদ্বয়। চক্ষুর উপরে ও নিম্নে পক্ষ্ম, তৎপরে অপাঙ্গ বা নেত্রপ্রান্তভাগ, তদনন্তর ক্রমে শঙ্খদ্বয়, কর্ণদ্বয় ও উহার ছিদ্রদ্বয়, কর্ণপালী (কাণের পাতা,) তৎপরে ক্রমে নাসিকা, ওষ্ঠ, অধর, সৃক্কণী, অধর ওষ্ঠের প্রান্তভাগ, মুখ, তালু ও হনুদ্বয়, দন্তসমূহ, দাঁতের মাড়ি, জিহ্বা, চিবুক ও গল। দ্বিতীয় অঙ্গ গ্রীবা, এই গ্রীবা মস্তককে ধরিয়া আছে। বাহুদ্বয় তৃতীয় অঙ্গ উহার উপাঙ্গ—উপরিভাগে স্কন্ধদ্বয়, তাহার নিম্নে প্রগণ্ডদ্বয়, তাহার নিম্নভাগে কফোণিযুগল, তাহার নীচে প্রকোষ্ঠদ্বয়, তৎপরে মণিবন্ধদ্বয়, তলদ্বয়, হস্তদ্বয়, হস্তদ্বয়ের অঙ্গুল দশটী ও তাহাতে দশটী নখ। চতুর্থ অঙ্গ বক্ষঃস্থল, তাহার উপাঙ্গ স্তনদ্বয়। পুরুষ হইতে নারীগণের স্তনদ্বয়ের প্রভেদ আছে। যৌবনকালে নারীদিগের স্তন উন্নত হয়। গর্ভবতীর ও প্রসূত নারীর স্তনদ্বয় দুগ্ধে পূর্ণ হয়। হৃদয়-পদ্মের ন্যায় ও অধোমুখে অবস্থিত আছে। জাগিয়া থাকিলে উহা বিকসিত থাকে, নিদ্রিত হইলে নিমীলিত হয়। এই হৃৎপদ্মই জীবাত্মার স্থান এবং চেতনাস্থান, অতএব ঐ স্থান তমোগুণ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইলে প্রাণিগণ নিদ্রা যায়। তৎপরে ক্রমে কক্ষদ্বয়, বক্ষঃস্থলের সন্ধিদ্বয়, জত্রুযুগল, তৎপরে বংক্ষণ। উদর পঞ্চম অঙ্গ, পার্শ্বদ্বয় ষষ্ঠ, পৃষ্ঠবংশের সহিত সমস্ত পৃষ্ঠদেশ সপ্তম অঙ্গ। কোষ্ঠের উপাঙ্গ এই—শোণিত হইতে প্লীহা জন্মে, উহা হৃদয়ের অধোভাগে বামদিকে অবস্থিত। ঋষিগণ উহাকে রক্তবাহী শিরাসমূহের মূল বলিয়া থাকেন। হৃদয়ের অধোভাগে বাম দিকে ফুস্ফুস্, উহা রক্তফেন হইতে উৎপন্ন। তৎপরে হৃদয়ের দক্ষিণদিকের রক্ত হইতে উৎপন্ন যকৃৎ অবস্থিত আছে। উহা রক্ত ও পিত্তের স্থান। তাহার নিম্নে হৃদয়ের দক্ষিণ দিকে ক্লোম আছে, উহা জলবাহী শিরার মূল, ইহা তৃষ্ণা

নিবারণ করিয়া রাখে। ইহা বাতরক্ত হইতে উৎপন্ন। মেদ ও শোণিতের সার হইতে বৃক্কদ্বয়ের উৎপত্তি। আয়ুর্ব্বেদবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, পুরুষদিগের অন্ত্র সাড়ে তিন ব্যাম ও স্ত্রীলোকদিগের তিন ব্যাম পরিমিত। পরে উণ্ডুক অর্থাৎ ফুসফুসের আবরক চর্ম্ম। ক্রমে কটিদেশ, ত্রিক (মেরুদণ্ডের নিম্নস্থান), বস্তি, বংক্ষণদ্বয়। বস্তিদেশ হইতে বৃহৎ বৃহৎ শিরাসকল উৎপন্ন হইয়াছে এবং উহা বীর্য্য ও মূত্রস্থান। স্ত্রীদিগের যোনি শঙ্খনাভির ন্যায় তিনটী আবর্ত্তবিশিষ্ট। সেই যোনি দ্বারা স্ত্রীদিগের গর্ভাশয়ে গর্ভাধান হয়। যোনি শঙ্খনাভির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, তাহাতে তিনটী আবর্ত্ত, তাহার তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ভ প্রতিষ্ঠিত আছে। অণ্ডকোষদ্বয় কফ, রক্ত ও মেদের সারে উৎপন্ন। ঐ অণ্ডদ্বয় বীর্য্যবাহী শিরার আধার, ইহাতেই পুরুষত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে। গুহ্যের পরিমাণ সাড়ে চারি অঙ্গুলি, তাহাতে শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় তিনটী বলয় আছে, প্রথমটীর নাম প্রবাহিনী, উহা পরিমাণ দেড় আঙ্গুল, উহার নিম্নে উৎসর্জ্জনী, উহার পরিমাণও দেড় আঙ্গুল। তাহার নিম্নে সম্বরণী, ইহার পরিমাণ এক আঙ্গুল। গুহ্যদেশের মুখ অর্দ্ধ আঙ্গুল, ইহা মলত্যাগের পথ। যাহা পুরুষের প্রোথ, তাহাই স্ত্রীদিগের নিতম্ব নামে কথিত, তৎপরে কুকুন্দরদ্বয়। তৎপরে সক্থিদ্বয়, ইহাই অষ্টম অঙ্গ, ইহার উপাঙ্গ—জানুদ্বয় ও পিণ্ডিকাদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়, ঘুটিকাদ্বয়, পার্ষ্ণিদ্বয়, গুল্ফদ্বয়, পদাগ্রদ্বয়। পদদ্বয়ে দশ অঙ্গুলি ও তদগ্রে দশটী নখ।

এই শরীর অপরাপর যে যে অবয়বীভূত কারণে উৎপন্ন হয়, তাহা এই,—প্রথমে বাত, পিত্ত, কফ ও ধাতুসমূহ। গর্ভ গ্রহণের পরেই যোনি হইতে শুক্রশোণিতস্রাব, শ্বয়থু, সক্থির অবসন্নতা, পিপাসা, গ্লানি, যোনিস্ফুরণ হয়। স্তনদ্বয়ের মুখ কৃষ্ণবর্ণ, রোম উদ্গম, বিশেষতঃ সেই স্ত্রীর চক্ষু ও চোখের পাতার লোম নিমীলিত হয়। অনিচ্ছায় বমি, মনোহর গন্ধ হইতে উদ্বেগ, শ্লেষ্মাদির নিঃসরণ, অবসাদ এই সকল গর্ভিণীর চিহ্ন।

কেশ, শ্মশ্রু, লোম, নখ, দন্ত, শিরা, ধমনী, স্নায়ু, সাদ, শুক্র ও রক্ত এই সকল পিতা হইতেই জন্মে। মাংস, মজ্জা, মেদ, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র, নাভি, হৃদয় ও গুহ্যদেশ মাতা হইতে জন্মে। শরীরের বৃদ্ধি, বর্ণ, বল ও দেহস্থিতি এই সকল রস হইতে জন্মে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, আয়ু, সুখদুঃখাদি ইন্দ্রিয় সকল জীবাত্মারই হইয়া থাকে। স্ত্রীর রসবাহিনী নাড়ীর সহিত গর্ভের নাভি সংযুক্ত হইয়া থাকে, সেই জন্য নিত্য নিত্য গর্ভের বৃদ্ধি হয়। এই গর্ভ, মাতার নিঃশ্বাস, উচ্ছ্বাস, সংক্ষোভ ও স্বপ্নাদি প্রাপ্ত হয়।

গর্ভস্থ সন্তানের নাভি মধ্যে জ্যোতিঃস্থান প্রতিষ্ঠিত আছে, বায়ু ঐ জ্যোতিঃ দ্বারা চালিত হয়, তাহাতেই গর্ভের দেহ বর্দ্ধিত হয়। বায়ু উষ্মার সহিত মিলিয়া শরীরের যে যে স্থানে বিসারিত হয়, গর্ভস্থ সন্তানের সেই সেই স্থান বর্দ্ধিত হয়। বায়ুর অল্পতা, পক্বাশয়ের সহিত বায়ুর অযোগ, এই উভয় কারণে গর্ভস্থ শিশু বাত, মূত্র ও বিষ্ঠা পরিত্যাগ করে না।

গর্ভস্থ শিশুর মুখ জরায়ু দ্বারা আচ্ছাদিত এবং কণ্ঠদেশ কফদ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে এবং বায়ুপথ রুদ্ধ থাকে বলিয়া গর্ভস্থ শিশু রোদন করিতে পারে না। (ভাবপ্রকাশ।)

নারীদিগের গর্ভ হইলে প্রথমমাসে যষ্টিমধু, নবনীত, দুগ্ধ ও মধুর দ্রব্য পান করিবে। দ্বিতীয়মাসেও কাকোলী ও মধুর দ্রব্য, তৃতীয়মাসে তিলবাটা প্রস্তুত করা খিচুড়ী, চতুর্থে দুগ্ধৌদন, পঞ্চমে পায়স, ষষ্ঠমাসে মধুর দধি, সপ্তমে ঘৃতযোগে প্রস্তুত খাঁড়, অষ্টমে ঘৃতযোগে প্রস্তুত চন্দ্রপুলী ও অন্যান্য মিষ্টান্ন, নবমে বিবিধ প্রকার অন্ন, দশমে দোহদ অর্থাৎ গর্ভিণীর অভিলাষ অনুসারে ভোজন প্রদান কর্ত্তব্য। তৃতীয়মাসেই নারীগণের দোহদ হয়, গর্ভিণী যাহা যাহা খাইতে ইচ্ছা করিবে, তাহাই খাইতে দিবে। দালের খিচুড়ী, বিদাহী দ্রব্য, গুরুপাক, উষ্ণ দুগ্ধ ও অম্ল খাইতে দিবে না। গর্ভিণীর মৃত্তিকা ভক্ষণ অনুচিত। ওলের গেঁড়ো, রশুন ও পেঁয়াজ পরিত্যাগ করিবে। উত্তম জল, মধুর দ্রব্য ও সরস দ্রব্য গর্ভিণীদিগের পথ্যাবস্থায় হিতকর। গর্ভিণী ব্যায়াম, মৈথুন, রোষ, পরাক্রম প্রকাশ ও অধিক ভ্রমণ পরিত্যাগ করিবে। তাহা হইলে কোনপ্রকার বিঘ্ন ঘটে না।

যদি প্রথমমাসে গর্ভের চলন দেখা যায়, তবে যষ্টিমধু, আঙ্গুর বা কিসমিস, চন্দন ও রক্তচন্দন দুগ্ধযোগে আলোড়িত করিয়া পান করিলে গর্ভ স্থির থাকে। যদি দ্বিতীয় মাসে চলন দেখা যায়, তবে পদ্মমৃণাল, বেণার মূল ও নাগকেশর দুধের সহিত খাইতে দিবে। তৃতীয়মাসে চলন দেখা গেলে ইন্দুরের বিষ্ঠা ও শর্করা দুগ্ধের সহিত পান করিতে দিবে। চতুর্থমাসে দাহ, পিপাসা ও বেদনাদ্বারা যদি গর্ভের স্খলনভাব দেখা যায়, তবে বেণার মূল, চন্দন, নাগকেশর, ধাইফুল, চিনি, ঘৃত, মধু ও দধি পান করাইবে। পঞ্চমমাসে গর্ভচলন দেখা গেলে ডালিমের পাতা, চন্দন, দধি ও মধু পান করাইবে। ষষ্ঠমাসে গর্ভচলন দেখা গেলে গৈরিক, কুম্ভমৃত্তিকা, গোময়ভস্ম, পরিস্রুত শীতল জল, চন্দন ও চিনির সহিত একত্র পান করিবে। সপ্তমমাসে গোক্ষুর লজ্জালুলতা, পদ্মকাষ্ঠ, দারুচিনি, বেণারমূল ও মধুর দ্রব্য দুগ্ধ

গর্ভকার (পুং) গর্ভং করোতীতি কৃ-ণ্বুল্। ১ গর্ভকারক, গর্ভ গর্ভকৃৎ। (স্ত্রী) গর্ভ-কৃ-ণ্বুল্। ১ রথন্তর সামদ্বয়ের মধ্যে বৈরাজ-পাঠরূপ সামভেদ।

"গর্ভকারকেৎ স্তবীরংস্তথৈব স্তোত্রিয়ানুরূপান্।"

(আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র ৯।৫।)

গর্ভকাল (পুং) গর্ভস্য গর্ভগ্রহণস্য কালঃ ৬তৎ। গর্ভধারণের উপযুক্ত সময়। "নিপতন্তি যদি তোয়ং গর্ভকালে ইতি ভূরি।" (বৃহৎসংহিতা ২১।৩৭।)

গর্ভকোষ (পুং) গর্ভস্য কোষ আধার ইব। গর্ভাশয়।

"গর্ভকোষ-পরাসঙ্গো মকল্লাযোনিসংবৃতিঃ।

তস্মাৎ ত্রিয়ং বৃদ্ধগর্ভে যথোক্তান্যঃপাপত্রয়াঃ॥"(সুশ্রুত সূত্র°৩৩অঃ)

গর্ভক্লেশ (পুং) গর্ভজাতঃ ক্লেশঃ মধ্যলো°। গর্ভজনিত কষ্ট।

"গর্ভক্লেশাঃস্ত্রিয়ো মতাঃ।" (মার্কপু° ২২।৪৫)

গর্ভক্ষয় (পুং) গর্ভস্য ক্ষয়ঃ ৬তৎ। গর্ভনাশ।

"গর্ভক্ষয়ে গর্ভাস্পন্দনমগ্নুরস্তকুক্ষিতা চ।" (সুশ্রুত ১।১৫)

গর্ভগৃহ (ক্লী) গর্ভ ইব গৃহম্। ১ ভবনের মধ্যভাগস্থিত গৃহবিশেষ। ২ গৃহের মধ্যভাগ।

"বাতায়নবিতানেষু তথা গর্ভগৃহেষু চ।" (ভারত ৫।১১৭ অঃ)

গর্ভগ্রহণ (ক্লী) গর্ভস্য গ্রহণম্। গর্ভধারণ।

"গর্ভগ্রহণযোগ্যস্তু স এব সময়ঃ স্মৃতঃ।" (ভাবপ্রকাশ।)

গর্ভঘাতিন্ (ত্রি) গর্ভং হন্তি-ণিনি। যে গর্ভ বিনাশ করে।

গর্ভঘাতিনী (স্ত্রী) গর্ভং হন্তি স্রাবয়তীতি হন-ণিনি-ঙীপ্। লাঙ্গলিকাবৃক্ষ। (রত্নমালা)

গর্ভচিন্তামণিরস, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—পারদ, গন্ধক ও স্বর্ণ জম্বীর নেবুর রসে তিনদিন মাড়িয়া শুঁঠ, পিপুল ও মরিচের কাথে তিনবার ভাবনা দিবে। পরে ৪ রতি প্রমাণ এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে গর্ভিণীর শূল, বিষ্টম্ভ, জ্বর ও অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

আর একপ্রকার গর্ভচিন্তামণিরস আছে, তাহা এইরূপে প্রস্তুত করিতে হয়:—রসসিন্দূর, রৌপ্য ও লৌহ প্রত্যেকের দুই তোলা, কর্পূর, বঙ্গ, তাম্র, জাতিফল, বৈঁচী, গোক্ষুর, শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলিয়া প্রত্যেকের একতোলা জলে পিষিয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে গর্ভিণীর জ্বর, দাহ, প্রদর, সন্নিপাত আদিসূতিকা প্রভৃতি সত্বর আরোগ্য হয়। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

গর্ভচ্যুতি (স্ত্রী) গর্ভস্য চ্যুতিঃ ক্ষরণম্। গর্ভস্রাব, গর্ভক্ষরণ।

"এবং কালপ্রকর্ষেণ মুক্তা নাড়ীনিবন্ধনাৎ।

গর্ভাশয়স্থো যো গর্ভো জননায় প্রপদ্যতে।

কৃমিবাতাভিঘাতৈস্তু তদেবোপক্রতং ফলম্।

পতত্যকালেঽপি তথা তথাস্যাদগর্ভবিচ্যুতিঃ॥" (সুশ্রুত)

গর্ভাশয়স্থিত গর্ভ যথাকালে নাড়ীবন্ধন হইতে মুক্ত হইলে তাহাকে জন্ম বলে। কিন্তু কৃমি ও বাতাদি দ্বারা উপদ্রুত হইয়া অকালে পতিত হইলে তাহাকে গর্ভচ্যুতি কহে।

গর্ভজ (ত্রি) গর্ভ-জন ড। গর্ভে উৎপন্ন।

গর্ভণ্ড (পুং) গর্ভস্য অণ্ড ইব, শকন্ধ্বাদিত্বাৎকারলোপঃ। নাভিকন্দক, নাভির গোঁড়। (ত্রিকাণ্ডশেষ)

গর্ভত্ব (ক্লী) গর্ভ-ত্ব। ১ গর্ভের দশা, গর্ভের ভাব। ২ মেঘ মধ্যে জলের গর্ভভাব প্রাপ্তি।

"আদং যথামরু পুনর্গর্ভত্বমরিরে।" (ঋগেদ ১।৬।৪ অঃ)

"গর্ভত্বমেরিরে মেঘমধ্যে জলস্য গর্ভাকারং প্রেরিতবন্তঃ।"

সায়ণ।

গর্ভদ (পুং) গর্ভং দদাতি সেবনেনেতি দা-ক। ১ পুত্রজীব বৃক্ষ, জিয়াপুতা। (রাজনি° ।) ২ পুত্রোৎপাদক ঔষধভেদ। (ত্রি) ৩ যে গর্ভ সম্পাদন করে।

গর্ভদা (স্ত্রী) গর্ভ-দা ক টাপ্। শ্বেতকণ্টকারী। (ভাবপ্র°)

গর্ভদাত্রিকা, [গর্ভদাত্রী দেখ।]

গর্ভদাত্রী (স্ত্রী) গর্ভং দদাতীতি গর্ভ দা-তৃচ্ ঙীপ্। ক্ষুপবিশেষ, গর্ভদা। পর্য্যায়—পুত্রদা, প্রজাদা, অপত্যদা, দৃষ্টিপ্রদা-প্রাণিমাতা, তাপসদ্রুমসন্নিভা। ইহার গুণ—মধুর, শীত, স্ত্রীলোকের পুষ্পাদির দোষ, পিত্ত, দাহ ও শ্রমনাশক এবং গর্ভোৎপাদক। (রাজনি°)

গর্ভদাস (পুং) গর্ভাৎ গর্ভমারভ্য দাসঃ ৫তৎ। গৃহস্থিত দাসীতে উৎপন্ন দাসবিশেষ। "সপুরুষং প্রাচীদিশ্ যোক্তুঃ।" (শতপথব্রাহ্মণ ১৩।৬।২।১১ অঃ) "ন চ বিরোধো গর্ভদাসস্য।"(কর্ক)

গর্ভদাসী (স্ত্রী) গর্ভদাস-ঙীপ্। গৃহস্থিত দাসীতে উৎপন্ন দাসী। (বেণীসংহার।)

গর্ভদিবস (পুং) গর্ভায় গর্ভধারণায় দিবসঃ। গর্ভধারণের উপযুক্ত দিন।

"কেচিদ্বদন্তি কার্ত্তিকশুক্লান্তমতীত্য যেষ্বভ গর্ভদিবসাঃ স্যুঃ।"

(বৃহৎসংহিতা ২১।৫)

গর্ভদোহদ (ক্লী) গর্ভস্য দোহদম্, ৬তৎ। গর্ভ জন্য অভিলষণীয় দ্রব্য।

গর্ভদ্রুহ্ (ত্রি) গর্ভং দ্রুহ্যতি, দ্রুহ-কিপ্। গর্ভপাতকারিণী স্ত্রী, যে নিজের গর্ভ নষ্ট করে।

"পাষণ্ডমাশ্রিতানাঞ্চ চরন্তীনাঞ্চ কামতঃ।

গর্ভভর্তৃদ্রুহাঞ্চৈব সুরাপীনাঞ্চ যা বতাম্॥"

"গর্ভভর্তৃদ্রুহাং গর্ভপাতনভর্তৃবধকারিণীনাং।" (কুল্লুক)।

গর্ভধ (ত্রি) গর্ভং দধাতীতি ধা-ক। গর্ভ ধারণকারক রেতঃ প্রভৃতি।

"আবহন্তানি গর্ভধমাবহন্তাসি গর্ভধম্।" (শুক্লযজুর্ব্বেদ ২৩।১৯)

'গর্ভধং গর্ভধারকং রেতঃ।' (বেদদীপ।)

গর্ভধরা (স্ত্রী) ধরতীতি-ধৃ-অচ্। গর্ভস্য ধরঃ টাপ্। গর্ভধারিণী স্ত্রী।

"নগরাণাং বিনাশেষু চৈত্যেষ্বপি চলেষ্বপি।
সপ্তবর্ষাষ্টবর্ষাচ স্ত্রিয়ো গর্ভধরা নৃপ॥" (ভারত ৩।১৮৮।৭০)

গর্ভধান (ক্লী) গর্ভস্য ধানমাধানম্। পুত্রোৎপাদনার্থ নারীগর্ভে গর্ভপাতনরূপ ক্রিয়াবিশেষ, গর্ভাধান।

"প্রাগ্ গর্ভধানমন্ত্রাহি প্রবর্ত্তন্তে দ্বিজাতিষু।"

(ভারত ১২।২৭০।১৩।)

গর্ভধারণ (ক্লী) গর্ভস্য ধারণম্ ৬তৎ। সন্তান উৎপাদন নিমিত্ত শুক্রশোণিতসম্বন্ধরূপ গর্ভগ্রহণ, গর্ভে সন্তান ধারণ, গর্ভিণী হওয়া। গর্ভধারণের চিহ্ন মিতাক্ষরায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—শ্রমাদি লক্ষণ দ্বারা গর্ভধারণ জানিতে পারা যায়। যে নিজে সদ্যই গর্ভগ্রহণ করিয়াছে, তাহার শ্রম, গ্লানি, পিপাসা, অশক্তি, অবসন্নতা, শুক্রশোণিতের অনুবন্ধ ও যোনিস্ফুরণ হয়। পারস্করের মতে, স্ত্রী যদি গর্ভধারণ না করে, তবে উপবাস করিয়া নির্বিষিকা, সিংহী ও শ্বেতপুষ্পার মূল, পুষ্যা নক্ষত্রে তুলিয়া ঋতুস্নান করিলে চতুর্থদিবসের রাত্রিতে জলযোগে বাটিয়া দক্ষিণ নাসিকাতে নাস দিবে। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থেও লিখিত আছে যে, শৃঙ্গবের, মরিচ, নাগকেশর ও পিপুল ঘৃত সহিত খাওয়াইলে বন্ধ্যাও গর্ভধারণ করে।

গর্ভধি (স্ত্রী) গর্ভং দধাতীতি, গর্ভ-ধা ইন্। গর্ভধারিণী।

"অযম্ তে সমতসি কপোত ইব গর্ভধিম্।" (ঋগ্বেদ ১।৩০।৪)

'গর্ভধিং গর্ভধারিণীং কপোতীং।' (সায়ণ।)

গর্ভনাড়ী (স্ত্রী) গর্ভস্য গর্ভোৎপাদনস্য যোগ্যা নাড়ী। গর্ভধারণের উপযুক্ত নাড়ীবিশেষ।

"ততো বিমুক্তে গর্ভনাড়ী প্রবর্ত্তে।" (সুশ্রুত শারীর ১০ অঃ)

গর্ভনিঃসৃত (ত্রি) গর্ভাৎ নিঃসৃতম্। গর্ভ হইতে নির্গত।

গর্ভদ্রুহ্ (পুং) গর্ভং দ্রুহ্যতি পাতয়তীতি দ্রুহ্ কিপ্। কলিকারী বৃক্ষ, ঈষলাঙ্গুলে। (ভাবপ্রকাশ।)

গর্ভপরিস্রব (পুং) গর্ভস্য পরিস্রবঃ করণযোগ্যাংশঃ। সন্তান হইলে তাহার সহিত যে চর্ম্মপুত্তলিকা বাহির হয়, চলিত কথায় তাহাকে 'ফুল' কহে।

গর্ভপাকিন্ (পুং) গর্ভস্য পাকো ষষ্টিদিনৈঃ সাধ্যত্বেনাস্ত্যস্য ইনি। ষষ্টিধান্য, ষাটধান।

গর্ভপাত (পুং) গর্ভস্য পাতঃ, ৬তৎ। পঞ্চম ও ষষ্ঠমাসের গর্ভপতন। "ততঃস্থিরশরীরস্য পাতঃ পঞ্চমষষ্ঠয়োঃ॥" (মাধব) [গর্ভস্রাব দেখ।]

গর্ভপাতক (পুং) গর্ভং পাতয়তীতি, পিত-ণ্বুল্। রক্তশোভাঞ্জন বৃক্ষ, রক্তসজনা। ([illegible]) (ত্রি) ১ গর্ভনাশক।

গর্ভপাতন (পুং) গর্ভং পাতয়তীতি, পত-ণিচ্-ল্যু। ১ রীঠা করঞ্জ। (ভাবপ্রকাশ।) ২ গর্ভ নষ্ট করা।

গর্ভপাতিনী (স্ত্রী) গর্ভপাতন-ঙীষ্। কলিকারী বৃক্ষ, ঈষলাঙ্গুলে (রাজনি°)

গর্ভপাতিনী (স্ত্রী) গর্ভং পাতয়তি পত-ণিচ্-ণিনি। বিশল্যা বৃক্ষ। (জটাধর।)

গর্ভপোষণ (ক্লী) গর্ভস্য পোষণম্ ৬তৎ। ১ যত্নপূর্ব্বক গর্ভপালন। ২ গর্ভের পুষ্টিসম্পাদক বিধিবিশেষ।

গর্ভবতী প্রথম দিন হইতেই হৃষ্ট, পবিত্র ও অলঙ্কৃত হইয়া শুভ্র বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক শান্তিকর্ম্ম ও মঙ্গলজনক কর্ম্ম করিবে এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইবে। মলিন, বিকৃত ও হীনগাত্র স্পর্শ করিবে না। দুর্গন্ধ গ্রহণ, দূষিত দ্রব্য দর্শন ও উদ্বেজক বাক্য পরিত্যাগ করিবে। শুষ্ক, বাসি ও ক্লেদযুক্ত অন্ন ভোজন করিবে না। বাহিরে বেড়ান, শূন্য ঘর, বাঁধা গাছতলা, শ্মশানে গমন, গাছে উঠা, ক্রোধ, ভয়, ভারবহন ও উচ্চ কথা পরিত্যাগ কর্ত্তব্য। যাহা দ্বারা গর্ভ বিনষ্ট হয়, সর্ব্বদা সেইরূপ তৈলাদি সেবন অথবা শরীরকে কোনপ্রকার কষ্টপ্রদান করিবে না। যাহা অতিশয় উচ্চ নয়, যাহাতে কোন বাধা নাই, এরূপ শয্যা, আসন ও মৃদু আস্তরণ ব্যবহার করিবে। তৃপ্তিজনক, দ্রব, মধুর, রসপ্রচুর, স্নিগ্ধ, দীপনীয় ও সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করিবে। এই সকল কার্য্য প্রসবকাল পর্য্যন্তই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ গর্ভবতী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে প্রায়ই মধুর ও শীতল দ্রব্য আহার করিবে। তৃতীয় মাসে দুগ্ধের সহিত ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিবে। চতুর্থ মাসে দধির সহিত, পঞ্চমে দুগ্ধের সহিত কেহ কেহ বলেন দুগ্ধের সহিত যষ্টিকার ভোজন করা কর্ত্তব্য। আরও চতুর্থ মাসে দুগ্ধ ও ননীর সহিত অন্ন এবং জঙ্গলোক্ত জীবের মাংস সহিত তৃপ্তিকর অন্ন, পঞ্চমে দুগ্ধ ও ঘৃতবিশিষ্ট উক্ত সমস্ত অন্ন, ষষ্ঠে গোক্ষুরক সিদ্ধ কাথ, ঘৃতের সহিত অথবা যবাগু সেবন করিবে। সপ্তম মাসে পৃশ্নিপর্ণী আদি সিদ্ধ করিয়া ঘৃতের সহিত সেবন করিবে। এরূপ করিলে গর্ভ পরিপুষ্ট হয়। অষ্টম মাসে কুলের জলের সহিত বলা, অতিবলা, শতপুষ্প, তিলকুটা, দুগ্ধ, দধির মাত, তৈল, লবণ, মদনফল, মধু ও ঘৃতমিশ্রিত অন্ন ভোজন করিবে। ইহাতে পুরাণ

মলশুদ্ধি ও বায়ুর অনুলোমন হইবে। পরে দুগ্ধ, মধুর ও কষায় দ্রব্য সিদ্ধ করিয়া তৈলের সহিত মাখাইবে, তাহাতে বায়ু সরল হইবে এবং উপদ্রবশূন্য হইয়া সুখে প্রসব করিতে পারিবে।

গর্ভপ্রসব (পুং) গর্ভস্য প্রসবঃ। গর্ভস্থ শিশুর ভূমিষ্ঠ হইবার নিমিত্ত বহির্গমনরূপ ক্রিয়াবিশেষ।

গর্ভভর্মন্ (ক্লী) ভৃ মনিন্ ভাবে ভর্ম ভরণং গর্ভস্য শিশোঃ ভরণম্। ৬তৎ। ১ শিশুসন্তানের ভরণপোষণ। ২ গর্ভস্থ শিশুর ভরণপোষণ।

"কুমারভৃত্যাকুশলৈরনুষ্ঠিতে
ভিষগ্‌ভিরাপ্তৈরথ গর্ভভর্মণি।" (রঘু ৩।১২।)

গর্ভভবন (ক্লী) গর্ভস্য ভবনম্। ১ বাটীর মধ্যবর্তী গৃহ, গর্ভাগার। ২ সূতিকাগার।

গর্ভমাস (পুং) গর্ভস্য গ্রহণস্য মাসঃ। ১ গর্ভারম্ভক মাস। ২ গর্ভ সহিত মাস।

"যদি নাধীয়াৎ তৃতীয়ে গর্ভমাসে।" (আশ্বলা° গৃহ্যসূ° ১।৩।২)
'গর্ভসহিতো মাসঃ গর্ভমাস ইতি।' (নারায়ণ।)

গর্ভভার (পুং) গর্ভএব ভারঃ। গর্ভরূপ ভার। "গর্ভভারে ভগ্না মৃতে।" (কথাসরিৎসাগর ২৬,২১৮।)

গর্ভমণ্ডপ (পুং) গর্ভস্থিতঃ মণ্ডপঃ। ভবনের অন্তর্গত মণ্ডপ।

গর্ভমোচন (ক্লী) গর্ভস্য মোচনম্, ৬তৎ। প্রসবকরণ।

গর্ভযোষা (স্ত্রী) গর্ভিণী যোষা। গর্ভধারিণী স্ত্রী।

"ইদং গর্ভেতি নিয়তং প্রবিষ্টা
ধৃতস্য রুদ্রস্য চ গর্ভযোষা॥" (১০ ভারত।২ অঃ)

গর্ভরক্ষণ (ক্লী) গর্ভস্য রক্ষণম্। গর্ভপালন।

গর্ভরস (ত্রি) গর্ভে রসমস্য। ১ যাহার গর্ভে বা অন্তরে রস আছে। ২ গর্ভোৎপত্তি নিমিত্ত রস।

"সা নৌভংসুর্গর্ভরসা নিবন্ধা।" (ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৮।)
'গর্ভরসা গর্ভরসেন।' (সায়ণ)

গর্ভরূপ (ত্রি) গর্ভস্য নবোৎপন্নশিশোঃ রূপমস্য যথা গর্ভে একোদরে রূপমস্য। তরুণ। (ভূরিপ্রয়োগ।)

গর্ভলক্ষণ (ক্লী) গর্ভো লক্ষ্যতে যেনোক্ত করণে ল্যুট্। গর্ভসূচক চিহ্ন। "অতঃ লক্ষণমাত্রং গর্ভস্য। গর্ভো-গর্ভলক্ষণম্।" (সুশ্রুত ১।১৪ অঃ।)

গর্ভলম্ভন (ক্লী) গর্ভোহসংস্রাবযোগ্যত্বেন লভ্যতেহনেনেতি। লভ-ল্যুট্ মুম্। নিষিক্ত বীর্য্য যাহাতে ব্যর্থ না হয়, অর্থাৎ গর্ভরক্ষার্থ ক্রিয়া। [গর্ভাধান দেখ।]

"উপনয়নং গর্ভলম্ভনং।" (আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র ১।১৩।১)
'সংস্কারবিশেষঃ। গর্ভোলভ্যতে যেন কর্মণা নিষিক্তবীর্য্যমমোঘং ভবতি।' (নারায়ণ।)

গর্ভবতী (স্ত্রী) গর্ভো বিদ্যতে যস্যাঃ মতুপ্ মস্য বঃ। অন্তঃসত্বা, অন্তরাপত্যা, গর্ভিণী, পোয়াতী। নামান্তর—অন্তর্বত্নী, গুর্বিণী, গর্ভিণী, সসত্বা, আপন্নসত্বা, দোহদবতী, উদরিণী, গুর্বী।

"বশৈব মাসান্ বিভ্রতি গর্ভবত্যঃ।" ভারত—বনপর্ব।

যে স্ত্রী অল্পদিন গর্ভ ধারণ করিয়াছে, তাহার যোনি হইতে শুক্র ও শোণিতক্ষরণ, শ্রমবোধ, অবসন্নতা, পিপাসা, গ্লানি ও যোনিস্ফুরণ হয়, গর্ভধারণের পর উত্তরোত্তর ক্রমে ক্রমে স্তনদ্বয়ের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়, রোমরাজির উদ্গম, বিশেষতঃ উহার চক্ষুর পাতা নিমীলিত হইতে থাকে। [গর্ভ দেখ।]

গর্ভে পুত্র জন্মিলে দ্বিতীয় মাসে গর্ভাশয়ে পিণ্ডাকার গর্ভ, আর দক্ষিণ চক্ষুর গুরুত্ব দৃষ্ট হয়, প্রথমেই দক্ষিণ স্তনে দুগ্ধ জন্মে, দক্ষিণ উরুদেশ সুপুষ্ট হয়, মুখের বর্ণ প্রসন্ন থাকে, স্বপ্নেও পুরুষের নিমিত্ত বাসনা হয়। স্বপ্নে আম্রফল ও পদ্মাদি প্রাপ্ত হয়।

যাহার গর্ভে কন্যা জন্মিয়াছে, দ্বিতীয় মাসে তাহার গর্ভে পেশী দেখা যায় এবং পুত্র জন্মিলে যে যে চিহ্ন হয়, তাহার বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

নপুংসক হইলে গর্ভ অর্বুদের মত, গর্ভের পার্শ্বদ্বয় উন্নত এবং উদরের অগ্রভাগ বিস্তৃত হয়। (ভাবপ্রকাশ)

যে মাসে উদর যে পরিমাণে বড় হওয়া উচিত, যমজ সন্তান হইলে তদপেক্ষা দ্বিগুণ ও ততোধিক পরিমাণে বড় দেখায়। উদরের সম্মুখ চেটাল, উহার উপর হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত মধ্যভাগ ঈষৎ চাপা হইয়া উদর সমদ্বিভাগে বিভক্ত বোধ হয়। উদরের স্থানে স্থানে উচ্চ নীচ হইয়া পড়ে এবং ভ্রূণদ্বয়ের বিষম চলনক্রিয়া দ্বারা গর্ভিণীর অত্যন্ত কষ্ট জন্মে। পেট খুব ভারী হওয়াতে শেষে গর্ভিণীর পদদ্বয়ে শোথ জন্মে। এই সব লক্ষণ থাকিলেও অনেক সময় যমজ গর্ভ স্থিরনিশ্চয় করা যায় না। য়ুরোপীয় চিকিৎসকেরা ষ্টেথস্কোপ যন্ত্র বা কর্ণ দ্বারা দুই হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচিকা ও প্রসারিকা ক্রিয়ার শব্দ শুনিয়া যমজ গর্ভ স্থির করেন।

গর্ভবসতি (স্ত্রী) গর্ভঃ কুক্ষিরেব বসতিঃ বাসস্থানং। ১ কুক্ষিরূপ বাসস্থান।

"স তত্র গর্ভবসতৌ বসত্যাত্মেচ্ছয়া হরিঃ।" (হরিবংশ ৬০ অঃ)
গর্ভে বসতিঃ স্থিতিঃ, ৭তৎ। ২ গর্ভমধ্যে অবস্থিতি।

গর্ভবাস (পুং) বসতি অস্মিন্ বাসঃ। গর্ভএব বাসঃ বাসস্থানং। ১ কুক্ষিরূপ বাসস্থান।

"জন্মকৃৎগর্ভবাসে চ বাসং জন্ম চ দারুণম্।" (মনু ১২।৭৮)
বস্-ভাবে ঘঞ্। ২ গর্ভে অবস্থিতি।

ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে রজোদর্শনের প্রথম তিনরাত্রির পর শুভবার, তিথি ও নক্ষত্রে গর্ভাধান সংস্কার করিবে। কিন্তু গোভিলের মতে ঋতুমতী স্ত্রীর শোণিতস্রাব বন্ধ হইলে গর্ভধান উক্ত হইয়াছে, কোন রাত্রি বা দিনের সংখ্যা নাই। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, ঋতুর পর যতদিন পর্য্যন্ত শোণিতপাত হয়, ততদিন সঙ্গম বা গর্ভাধান করা উচিত নহে, করিলে সন্তানের অনিষ্ট হয়। অপর ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ প্রায়শ তিনরাত্রির পরে রক্তপতন বন্ধ হয় বলিয়া তিনরাত্রির উল্লেখ করিয়াছেন। রজোদর্শনের প্রথমদিন হইতে ষোলরাত্রি পর্য্যন্তকে ঋতুকাল বলে, ইহার মধ্যেই গর্ভাধান কর্ত্তব্য। যুগ্ম রাত্রিতে গর্ভাধান করিলে কন্যা এবং অযুগ্ম রাত্রিতে গর্ভাধান করিলে পুত্র হয়। চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, রবিবার ও সংক্রান্তি দিবসে গর্ভাধান করা নিষিদ্ধ। জ্যেষ্ঠা, মূলা, মঘা, অশ্লেষা, রেবতী, কৃত্তিকা, অশ্বিনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রে গর্ভাধান করিবে না। হস্তা, শ্রবণা, পুনর্ব্বসু ও মৃগশিরা এই কয়টী নক্ষত্রকে পুং-নক্ষত্র বলে, ইহারা গর্ভাধানকার্য্যে শুভ। গর্ভাধান কার্য্যে বার, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার এবং বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, ধনু ও মীন লগ্ন প্রশস্ত।

অঙ্গিরার মতে রজস্বলা স্ত্রী প্রথমদিনে চণ্ডালী, দ্বিতীয় দিনে ব্রহ্মঘাতিনী ও তৃতীয়দিনে রজকীর ন্যায় অপবিত্র ও অস্পৃশ্যা হয়। চতুর্থদিবসে শুদ্ধিলাভ করে। চতুর্থদিন হইতে ষোলদিন পর্য্যন্ত গর্ভাধানের যোগ্যকাল।

বৃহজ্জাতকের নিষেকাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, গর্ভের প্রথমমাসে শুক্র ও শোণিত মিশ্রিত হয়, ইহাকে কলল-বস্থা বলে, এই সময়ের অধিপতি শুক্র। দ্বিতীয়মাসে গর্ভ অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়, তাহার অধিপতি মঙ্গল। তৃতীয় মাসে হস্তপদাদি উৎপন্ন হইতে থাকে, তাহার অধিপতি বৃহস্পতি। চতুর্থমাসে অস্থির সঞ্চার হয়, অধিপতি সূর্য্য। পঞ্চমমাসে চর্ম্মের উৎপত্তি, অধিপতি চন্দ্র, ষষ্ঠে রোম জন্মে, তাহার অধিপতি শনি, সপ্তমে চেতনার প্রাদুর্ভাব হয়, অধিপতি বুধ; অষ্টমে ভোজন-শক্তি উৎপন্ন হয়, লগ্নাধিপতিই তাহার অধিপতি, নবমমাসে উদ্বেগ জন্মে, সেই সময়ের অধিপতি চন্দ্র ও দশমমাসে প্রসব হয়, তাহার অধিপতি সূর্য্য। যে সকল গ্রহের উল্লেখ করা হইল, গর্ভাধানকালে ইহার মধ্যে কোন গ্রহপীড়িত থাকিলে সেই গ্রহের মাসে গর্ভপাতাদি ঘটিয়া থাকে। আর যদি ইহারা বলবান্ থাকে, তবে সেই সেই মাসে গর্ভের পুষ্টি হয়।

সুশ্রুতের মতে অতিশয় বৃদ্ধা, চিররোগিণী বা অন্য কোনরূপ বিকারযুক্ত রমণীর গর্ভাধান করা একান্ত নিষিদ্ধ এবং অতিশয় বৃদ্ধ, চিররোগগ্রস্ত বা অপর কোন প্রকার বিকারযুক্ত পুরুষের পক্ষেও গর্ভাধান করা উচিত নহে। প্রথম ঋতুতে গর্ভাধান সংস্কার করিলে তাহার পর আর কোন ঋতুতে সংস্কারের আবশ্যক হয় না। দেবল বলেন—

"সকৃচ্চ সংস্কৃতা নারী সর্ব্ব গর্ভেষু সংস্কৃতা।"

অর্থাৎ রমণীগণের একবার সংস্কার হইলে সকল গর্ভেরই সংস্কার হয়। অতএব গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন একবারই কর্ত্তব্য।

গোভিলগৃহ্যসূত্রে গর্ভাধান প্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—

"দক্ষিণেন পাণিনোপস্থমভিমৃশেদ্ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়ত্বিতি গর্ভং ধেহি সিনীবালীতি চ সমাপ্তেস্তৌ সম্ভবতঃ ॥"

(গোভিলগৃহ্যসূত্র ২।৫।১০।৫)

ঋতুর প্রথম তিন দিনের পর শুভদিনে কোনরূপ দোষ বা প্রতিবন্ধক না থাকিলে গর্ভাধান করিবে। গর্ভাধানের দিবসে সায়ং সন্ধ্যা অতীত হইলে পতি পবিত্র ভাবে ও পবিত্র বেশে "নমো বিবস্বতে বিষ্ণুঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা সূর্য্যার্ঘপ্রদান করিবে। "পরে বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টারূপাণি পিংশতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে।" (মন্ত্রব্রা°। ১।৪।৬) এই মন্ত্রটী ও "গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতী। গর্ভন্তে অশ্বিনৌ দেবা বাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ।" (মন্ত্রব্রা° ১।৪।৭।) এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা পত্নীর যোনিদেশ স্পর্শ করিবে এবং তৎপরে উভয়ে সঙ্গত হইবে। ইহাকেই গর্ভাধান সংস্কার কহে।

পদ্ধতিপ্রণেতা ভবদেবভট্টের মতে যোনিদেশ স্পর্শ করিয়া উপরি উক্ত মন্ত্রে মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিতে হয়। কোন কোন মতে বিবাহের ন্যায় গর্ভাধানের দিনেও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয়। (১) ছন্দোগপরিশিষ্টের মতে বিবাহাদি গর্ভাধানান্ত সংস্কারের মধ্যে একটী শ্রাদ্ধ করিলেই চলিতে পারে, প্রত্যেক কর্ম্মের প্রথমেই আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয় না। (২) লৌকিক প্রথা অনুসারে অথবা বিলুপ্ত শাখীয় বিধি অনুসারে গর্ভাধানের অব্যবহিত পূর্ব্বে পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিবার নিয়ম আছে।

(১) "নিষেককালে সোমে চ সীমন্তোন্নয়নে তথা।
জ্ঞেয়ং পুংসবনে চৈব শ্রাদ্ধং কর্ম্মাঙ্গমেব চ ॥"
(সংস্কারতত্ত্বে ভবিষ্যপুরাণ)

(২) "বিবাহাদাবেককর্ম্মণায় কুর্য্যাৎ।
শ্রাদ্ধং নান্দী কর্ম্মণঃ ভাৎ ॥" (ছন্দোগপরিশিষ্ট।)

আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্টে গর্ভাধান বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে—

বিবাহের পরে ঋতুমতী নবোঢ়া পত্নীর যজ্ঞার্থ প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে হোম করিবে। তাহার রীতি এই—প্রথম ঋতুর ষোলদিনের মধ্যে শুভদিনে পবিত্র ও মনোহর বেশধারিণী নবোঢ়া রমণীর সহিত গর্ভাধান-কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া স্থালীতে বিধি অনুসারে চরুপাক করিয়া তাহার কিয়দংশ প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি দিবে। অবশিষ্ট চরু দম্পতীর ভোজনের জন্ত রাখিয়া দিবে। পরে "বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু" ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে। স্থানান্তরে ইহার পরে কি করিতে হইবে তাহাও লিখিত আছে। প্রাজাপত্যহোমের পর যে ক্রিয়া দ্বারা গর্ভলাভ হয়, তাহাই করিবে, ইহাকে গর্ভলম্ভন বলে। তাহার রীতি যথা,—নিষিদ্ধ কএক রাত্রি পরিত্যাগ করিয়া দম্পতীর শারীরিক সুস্থতা থাকিলে সুন্দর সুসজ্জিত ও সুগন্ধিকুসুম প্রভৃতি দ্বারা সুবাসিত গৃহে নানাবিধ আভরণে বিভূষিতা অঙ্গরাগরঞ্জিতা মাল্যচন্দন দ্বারা পরিশোভিতা ও শুক্লবস্ত্রধারিণী রমণীকে পালঙ্কে শয়ন করাইয়া স্বয়ংও সেইরূপ সুস্নাত ও মাল্যাদি পবিত্র বেশাদিভূষিত হইয়া শয়ন করিবে। পরে কতকগুলি দূর্ব্বা বাটিয়া তাহার রস "উদীর্ষ্বাতঃ পতিবতী হ্যেষা বিশ্বাবসুং নমসা গীর্ভি রীড়ে। অন্যামিচ্ছ পিতৃষদং ব্যক্তাং স তে ভাগো জনুষা তস্য বিদ্ধি।" (ঋক্ ১০।৮৫।২১) ও "উদীর্ষ্বাতো বিশ্বাবসো নমসেড়ামহে ত্বা। অন্যামিচ্ছ প্রফর্ব্যং সং জায়াং পত্যা সৃজ।" (ঋক্ ১০।৮৫।২২) অন্তে স্বাহাযুক্ত এই মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণ করিয়া দম্পতীর নাসিকায় সেচন করিবে অথবা অশ্বগন্ধার চূর্ণ নিহিকাপত্রের মধ্যে লইয়া পোট্টলী করিবে। পরে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া দম্পতীর নাসিকারন্ধ্রে আঘ্রাণ দ্বারা প্রবেশ করাইবে। পরে "গন্ধর্ব্বোঽসি বিশ্বাবসু র্মূর্দ্ধসি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া উপস্থেন্দ্রিয় মর্দ্দন করিবে, তৎপরে "বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া আদিরসের আবির্ভাব করিবে ও "যো গর্ভমোষধীনাং" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সঙ্গম করিবে (১)। ধর্ম্মের অবনতি ও শ্রদ্ধার হ্রাস হওয়ায় দিন দিন প্রায় সকল বৈদিক কার্য্যই বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে পরিশিষ্ট প্রদর্শিত নিয়ম একেবারেই চলিত নাই।

২ গর্ভনিষেক মাত্র।

"গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ং নূনমাবদ্ধমালাঃ।
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ॥" (মেঘদূত ৯।)

"প্রজনে সর্ত্তেঃ" পা ৩।৩।৭১।

এই সূত্রে 'সমবায়ঃ। স্ত্রীগবীষু পুংগবানাং গর্ভাধানায় প্রথম গমনম্।' (বৃত্তিকার)

গর্ভাবক্রান্তি (স্ত্রী) গর্ভস্য অবক্রান্তিঃ। গর্ভোৎপত্তি, জীবের গর্ভাশয়ে প্রবেশরূপ অবতরণ।

"অথাতো গর্ভাবক্রান্তিশারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ।"

(সুশ্রুত ২।৩ অঃ)

গর্ভাশয় (পুং) আশেতেঽস্মিন্নিতি আ-শী-আধারে অচ্। গর্ভস্য আশয়ঃ ৬তৎ। গর্ভের আধারস্থান, গর্ভশয্যা, জরায়ু। (অমর)

"শুক্রং শোণিতসংসৃষ্টং স্ত্রিয়া গর্ভাশয়ং গতম্।
ক্ষেত্রং কর্ম্মবশাপ্নোতি শুভং বা যদিবাশুভম্॥"

(ভারত ১৪।১৮।৫।)

গর্ভাষ্টম (পুং) গর্ভাৎ গর্ভকালাৎ অষ্টমঃ। গর্ভাবধি ধরিয়া অষ্টম মাস ও বর্ষাদি।

"গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্।" (মনু।)

গর্ভাস্পন্দন (ক্লী) গর্ভস্য আস্পন্দনম্ ৬তৎ। গর্ভক্ষয়ের চিহ্নবিশেষ, গর্ভের বিকৃতিবিশেষ।

"গর্ভক্ষয়ে গর্ভাস্পন্দনমুন্নতকুক্ষিতা চ।" (সুশ্রুত ১।১৫ অঃ)

গর্ভাস্রাব (পুং) গর্ভস্য আস্রাবঃ। [গর্ভস্রাব দেখ।]

গর্ভিণী (স্ত্রী) গর্ভোঽস্ত্যস্যাঃ ইনি ঙীপ্। ১ গর্ভবতী নারী, অন্তঃসত্ত্বা, পোয়াতী।

"সুবাসিনীঃ কুমারাংশ্চ রোগিণো গর্ভিণীস্তথা।
অতিথিভ্যোঽগ্র এবৈতান্ ভোজয়েদবিচারয়ন্॥" (মনু ৩।১১৪।)

কশ্যপ বলেন—গর্ভিণী হস্তী, অশ্বাদি, পর্ব্বত ও অট্টালিকাদিতে আরোহণ, ব্যায়াম, বেগে গমন, শকটে আরোহণ, শোক, রক্তমোক্ষণ, ভয়, কুক্কুটাসন, মৈথুন, দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ পরিত্যাগ করিবে। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, গর্ভিণী নারী স্বামীর আয়ুর্বৃদ্ধি করে বলিয়া হরিদ্রা, কুঙ্কুম, সিন্দূর, কাজল, কাঁচুলী তাম্বূল, মঙ্গলজনক আভরণ, কেশসংস্কার, খুটিবাধা, কর ও কর্ণভূষণ পরিত্যাগ করিবে না। বৃহস্পতি বলেন যে, গর্ভিণী চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে বিশেষতঃ আষাঢ় মাসে যাত্রা করিবে না। আশ্বলায়নের মতে—গর্ভবতীর স্বামী কেশাদি কর্ত্তন, মৈথুন ও তীর্থযাত্রা পরিত্যাগ করিবে। মুহূর্ত্তদীপিকা ও কালবিধানের মতে—গর্ভিণীর স্বামী

(১) "অথ গর্ভলম্ভনমৃত্বাবস্বকুলায়াং নিশি যজেত হুতশেষো যানিতে বেশাদি তামানয়ে পর্য্যঙ্কগতে স্বৰ্ণাভরণকৃতাং শুক্লবসনাং স্রগ্বিণীং ভার্য্যাং স্বয়ং তথা ভূতো নিবেশ্য দূর্ব্বাপিষ্টরসং বা সুগন্ধ বাসনা সংগৃহ্য উদীর্ষ্বাতঃ পতিবতী হ্যাভ্যাং স্বাহাকারান্তাভ্যামৃগ্ভ্যাং নাসি-কায়োর্নিষিঞ্চ্য সংবেশ্য গন্ধর্ব্বোঽসি বিশ্বাবসুর্মূর্দ্ধসীতি উপস্থমভিমৃশ্য বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়ত্বিতি ঋগ্ভিরুপগচ্ছেৎ।" (আশ্বলায়নগৃহ্যপরি ৫০)

ক্ষৌরকর্ম, শবানুগমন, নখকর্তন, মৃতাদিস্থলে গমন, অতিদূরে গমন, উদ্বাহ, উপনয়ন ও সমুদ্রে অবগাহন করিলে তাহার আয়ুঃ ক্ষয় হয়।

গর্ভিণী যাহা যাহা ভোগ করিতে অভিলাষ করে, তাহা না দিলে গর্ভের পীড়া হয়, আর সেই সেই অভিলাষ পূর্ণ করিলে গুণবান্ পুত্র প্রসব করে। অভিলাষ অনুসারে ভোগ না পাইলে আপনা-আপনি ভয় পায়। গর্ভিণীর যে যে ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ পূর্ণ না হয়, সন্তানেরও সেই সেই ইন্দ্রিয়ের পীড়া হয়। রাজদর্শনে অভিলাষ হইলে সন্তান মহাভাগ্যবান্ ও ধনবান্ হয়। পট্টবস্ত্রাদি অথবা অলঙ্কারে অভিলাষ জন্মিলে সন্তান মনোহর ও অলঙ্কারপ্রিয় হয়। আশ্রম দর্শনে অভিলাষ হইলে সন্তান ধর্ম্মশীল ও সংযতচিত্ত হয়। দেবপ্রতিমাদিতে অভিলাষ হইলে সন্তান সভাসদ্, সর্পাদি দর্শনে অভিলাষ হইলে হিংস্রক, গোধামাংসে অভিলাষ হইলে বলিষ্ঠ ও ক্লেশসহিষ্ণু, মহিষমাংসে অভিলাষ হইলে সন্তান শৌর্য্যান্বিত, রক্তলোচন ও লোমশ, বরাহ মাংসের অভিলাষে সন্তান নিদ্রালু ও বীর, জন্মাল মাংসের অভিলাষে সন্তান বনেচর, সৃমর অর্থাৎ মৃগবিশেষের মাংসে অভিলাষ হইলে সন্তান উদ্বিগ্ন ও তিত্তির মাংসে অভিলাষ হইলে সন্তান ভীত হয়। ইহা ভিন্ন অন্য জন্তুর মাংসে অভিলাষ হইলে সেই সেই জন্তুর যেরূপ স্বভাব ও আচার সন্তানেরও সেইরূপ স্বভাব ও আচার হইয়া থাকে। গর্ভিণী দেবতা ব্রাহ্মণাদিতে ভক্তি ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইলে এবং শুদ্ধাচারিণী ও অন্যের সহিত হিতসাধনে নিরত হইলে অতি গুণবান্ সন্তান প্রসব করে। ইহার বিপরীত হইলে সন্তান গুণহীন হয়। (সুশ্রুত ৩৩ অঃ)

২ ক্ষীরাবী বৃক্ষ, ক্ষীরই গাছ (শব্দচন্দ্রিকা।)

গর্ভিণীদোহদ (স্ত্রী) গর্ভিণ্যা দোহদম্ ৬তৎ। গর্ভিণীর অভিলষিত দ্রব্য। [গর্ভিণী দেখ।]

গর্ভিণ্যবেক্ষণ (ক্লী) গর্ভিণ্যা অবেক্ষণম্ ৬তৎ। গর্ভিণীর পরিচর্য্যা, কুমারভৃত্যা। (ত্রিকাণ্ডশেষ।)

গর্ভিত (ত্রি) গর্ভোহস্য জাতোহস্যেতি (তদস্যসঞ্জাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) ইতি ইতচ্। ১ জাতগর্ভ, যাহার গর্ভ জন্মিয়াছে। ২ কাব্যের দোষভেদ। [দোষ দেখ।]

গর্ভিন্ (ত্রি) গর্ভোঽস্যাস্তীতি গর্ভ-ইনি। গর্ভবিশিষ্ট।

"সর্ব্বাণি ভূতানি গর্ভ্যভবৎ।" (শতপথব্রাহ্মণ ৮।৩।২।১।)

গর্ভেতৃপ্ত (ত্রি) গর্ভে শিশৌ অন্নেন তৃপ্তঃ। (পাত্রেসমিতাদয়শ্চ। পা ২।১।৪৮।) ইতি অলুক্ সমাসঃ। ১ যে শিশু পাইয়া তৃপ্ত হইয়াছে। ২ অন্নে তৃপ্ত।

গর্ভেশ্বর (পুং) গর্ভাবধি ঈশ্বরঃ গর্ভদারভ্য ঈশ্বরো বা। গর্ভকাল হইতেই রাজা, যাহার পূর্ব্বপুরুষ হইতে রাজা হইয়া আসিতেছে।

"গুণাধিতাধিঃ গর্ভেশ্বরঃ।" (বিশ্বরূপদেবের তাম্রশাসন।)

গর্ভেশ্বরতা (স্ত্রী) গর্ভেশ্বর-তল্ টাপ্। গর্ভকাল হইতেই ঈশ্বরত্ব বা রাজত্ব।

"প্রাদৈশ্বর্য্যোত্তবেন্দ্রতো গর্ভেশ্বরতয়াঞ্চথা।"

(রাজতরঙ্গিণী ৫।২০৩)

গর্ভোৎপত্তি (স্ত্রী) গর্ভস্য উৎপত্তিঃ। গর্ভের জন্ম।

গর্ভোপঘাত (পুং) গর্ভস্য উপঘাত। ১ গর্ভের নাশ। ২ মেঘের জলোৎপাদনশক্তির বিনাশ।

"গর্ভোপঘাতলিঙ্গানি।" (বৃহৎসংহিতা ২১।২৫।)

গর্ভোপঘাতিনী (স্ত্রী) গর্ভং উপহন্তীতি উপ-হন্ ণিনি। গর্ভনাশিনী গাভী প্রভৃতি। নামান্তর বেহৎ। (অমর।) অসময়ে বৃষসঙ্গাদি হেতু যে গাভীর গর্ভপাত হয়, গাবড়া বেলা যায়।

গর্ভোপনিষদ্ (স্ত্রী) গর্ভাবেদিকা উপনিষৎ। গর্ভজ্ঞাপিকা একখানি আথর্ব্বণ উপনিষৎ।

গর্ম্মুচ্ছদ (পুং) গর্মুতো নভশ্চর ইব ছদো যস্য। ধান্যবিশেষ, মেড়ুয়া ধান। (রত্নমালা)

গর্ম্মুটিকা (স্ত্রী) গর্মুতইব উটং পর্ণং যস্যাঃ কন্ টাপ্ অত ইত্বম্। ধান্যবিশেষ, মেড়ুয়া ধান। (রত্নমালা।)

গর্ম্মুটী (স্ত্রী) গর্মুতইব উটং পর্ণমস্যাঃ ঙীষ্। গর্মুটিকা ধান্য, মেড়ুয়াধান। (চরক।)

গর্ম্মুৎ (স্ত্রী) গীর্যতে ইতি-গৃ-উতি। (গ্রোতুট্ চ। উণ্ ১।৯৭।) ইতি মুড়াগমশ্চ। ১ তৃণধান্যবিশেষ। মরনা। (অমর)

"তা যত্রাবসন্নতো গর্মুচ্ছমভিষ্ঠৎ।" (তৈত্তিরীয়সং ২।৪।১।২।)

গর্ম্মুচ্ছদ (পুং) গর্মুচ্ছদ-নিপাতনাৎ দীর্ঘঃ। গর্মুচ্ছদ, মেড়ুয়াধান।

গর্ম্মূটিকা (স্ত্রী) গর্মুটিকা নিপাতনাৎ দীর্ঘঃ। গর্মুটিকা, মেড়ুয়া ধান।

গর্ম্মোটিকা (স্ত্রী) গর্মুটিকা নিপাতনাদুকারস্য ওকারঃ। জরড়ী তৃণ। (রাজনি°)

গর্ব্ব (পুং) গর্ব্ব মদে ঘঞ্। খর্ব্বাশিরতি ইতি গৃ-ব (কৃ গৃ শ পৃ কোবঃ। উণ্ ১।১৫৫।) অহঙ্কার (অমর) অবজ্ঞাবিশেষ।

"ঐশ্বর্য্যরূপতারুণ্য কুলবিদ্যাবলৈরপি।

ইষ্টলাভাদিনান্যেষামবজ্ঞা গর্ব্ব ঈরিতঃ।"

ইষ্টলাভাদি হইলে অন্যের প্রতি যে অবজ্ঞা তাহার নাম গর্ব্ব।

"যেজেছে বিশেষ গর্ব্ব দেবসভা শুনি।" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল)

● ব্যভিচারিভাববিশেষ। সাহিত্যদর্পণের মতে—

গর্ব্বের নামান্তর মদ, ইহা প্রভুত্ব, ধন, বিদ্যা, সৎকুলজাতত্ব প্রভৃতি দ্বারা উৎপন্ন হয়। অবজ্ঞা, বিলাসের সহিত অঙ্গদর্শন ও অশিষ্টতাদি প্রকাশ করে। (সাহিত্যদ° ৩ প°)

গর্ব্বণ (পু°) একটী পর্ব্বতের নাম।

গর্ব্বর (পুং) গীর্য্যতে ইতি গৃ-নিগরণে বরচ্। (কৃ গৃ শৃ বৃ-চতিভ্যঃ ষরচ্। উণ্ ২।১২৩।) ১ অহঙ্কার।

গর্ব্বোহস্ত্যস্তীতি অচ্। ২ মদক। (ত্রি) ৩ অহঙ্কারী।

গর্ব্বাট (পুং) গর্ব্বেণ অটতি অট-অচ্। শকন্ধ্বাদিত্বাৎ অকারলোপঃ। দ্বারপাল। (ত্রিকাণ্ডশেষ)।

গর্ব্বালাবু (স্ত্রী) পাতাল গরুড়ী।

গর্ব্বিত (ত্রি) গর্ব্ব-কর্ত্তরি ক্ত। যদ্বা গর্ব্বোহস্ত সঞ্জাত-ইতচ্। গর্ব্বযুক্ত, অহঙ্কৃত।

"কোহর্থান্ প্রাপ্য ন গর্ব্বিতঃ।" (পঞ্চতন্ত্র)।

গর্ব্বিন্ (ত্রি) গর্ব্বোহস্ত্যস্তীতি ইনি। গর্ব্বযুক্ত।

গর্ হক্ (আরবী) অন্যায়, অনুপযুক্ত।

গর্হণ (স্ত্রী) গর্হ কুৎসনে ভাবে ল্যুট্। নিন্দা। (অমর)।

"শক্রাঙ্গর্হণং সংখ্যে পুত্রস্য মরণং তথা।"

(ভারত ১১।২৫২ অঃ)।

গর্হণা (স্ত্রী) গর্হ-ভাবে যুচ্ টাপ্। নিন্দা।

গর্হণীয় (ত্রি) গর্হ অনীয়র্। নিন্দনীয়। "নচৈব গর্হণীয়া হি গর্হিতব্যাঃ স্বয়ঃ কচিৎ।" (ভারত, বনপর্ব্ব।)

গর্হা (স্ত্রী) গর্হ্যতে ইতি গর্হ-অ। (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০২।) ততটাপ্। নিন্দা।

"পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে।
যেন যেনাচরেদ্ধর্ম্মং তস্মিন্ গর্হা ন বিদ্যতে।"

(ভারত ১।১৫৫ অঃ)

গর্হা, মধ্যভারতের গুণা উপবিভাগের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। লোকসংখ্যা প্রায় এক সহস্র হইবে। পূর্ব্বে ইহা রাঘুগড় জায়গীরের অন্তর্গত ছিল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে রাজপুত খীচিবংশীয় তিন জনের অংশে পড়ে। এখন গোয়ালিয়র এজেন্সির অধীন একটী করদরাজ্য। গর্হার রাজা বলভদ্র সিংহের নাবালক অবস্থায় গুনার পলিটিকেল এসিষ্টেণ্টের অধীন একজন কামদার রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

গর্হাকলান্, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বান্দাজেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। ইহার অধিকাংশ অধিবাসীই ব্রাহ্মণ ও চাষার। ৫০০ বৎসরের অধিক হইল এই গ্রাম স্থাপিত হইয়াছে। সিপাহীবিদ্রোহের সময় এই গ্রামের লোকেরা রসদ যোগাইতে পারে নাই বলিয়া কর্ব্বীর নারায়ণরাও এই গ্রাম দগ্ধ করেন।

গর্হাকোট (গড়াকোট) মধ্যভারতের সাগরজেলার অন্তর্গত একটী বিভাগ। ইহার প্রধান নগর গর্হাকোট। সোণার ও গধাইরি নদীর সঙ্গমে অক্ষা° ২৩°৪৭´ উঃ ও দ্রাঘি ৭৯° ১১´৩০´´ পূঃ মধ্যে সাগরনগর হইতে ১৩ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। নগরটী সম্ভবতঃ গোঁড়জাতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রশাহ নামে বুন্দেলখণ্ডের একজন রাজপুত-সামন্ত গোঁড়দিগকে তাড়াইয়া এই স্থান অধিকার করিয়া একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। পন্নার বুন্দেল রাজা ছত্র-সালের পুত্র হৃদয়শাহ চন্দ্রশাহবংশীয় কোন রাজাকে রেহ-লির অন্তর্গত নাইগুবান গ্রাম অর্পণ করিয়া গর্হাকোট নগরটী গ্রহণ করেন। হৃদয়শাহ নদীর অপরপারে আর একটী দুর্গ ও নগর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম হিরদি (হৃদয়) নগর রাখেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে হৃদয়শার মৃত্যু হয়। পাঁচবৎসর পরে শোভাসিংহ ও তাহার ছোট ভ্রাতা পৃথ্বীসিংহ উভয়ের মধ্যে বিবাদ হইল। পৃথ্বীসিংহ পেশবার সাহায্যে নিজে রাজা হইলেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে নাগপুরের রাজা দুর্গ আক্র-মণ করিলে পৃথ্বীসিংহের বংশীয় মর্দ্দনসিংহ যুদ্ধে নিহত হন। মর্দ্দনসিংহের পুত্র অর্জ্জুনসিংহ সিন্ধিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কর্ণেল জিয়ান্ ব্যাপ্তিস্ত নামক একজন য়ুরোপীয় সেনাপতির অধীনে সিন্ধিয়া একদল সেনা পাঠাইয়া দিলেন। যুদ্ধে নাগপুরসেনা পরাজিত হইলে সিন্ধিয়া মালথন ও গর্হাকোট অধিকার করিয়া শাহগড় ও অন্যান্য প্রদেশ অর্জ্জুনসিংহকে অর্পণ করিলেন। ব্যাপ্তিস্ত সাহেব গর্হা-কোটের দুর্গে সসৈন্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিছু-দিন পরে অর্জ্জুনসিংহ বিশ্বাসঘাতকতা ও কৌশল অবলম্বন করিয়া দুর্গ অধিকার করিয়া লন। ছয়মাস পরে জেনেরল ওয়াটসন্ একদল ইংরাজসেনা লইয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন। রাজ্যটী সিন্ধিয়ার অধিকারভুক্ত রহিল, কিন্তু ইংরাজ-গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সিন্ধিয়াকে অন্যস্থান দিয়া বৃটীশ গবর্মেণ্ট নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লন। নগরটী এক্ষণে দুইভাগে বিভক্ত। মধ্যে সোণার নদী। অপর পারে হিরদিনগরে প্রধান বাণিজ্যস্থান। এখানে স্ত্রীলোকদিগের পরিধেয় আঙ্গি ও পট্টি নামক লাল কাপড় প্রস্তুত হয়। প্রতি শুক্রবারে এখানে হাট বসে। এতদ্ব্যতীত এখানে পৌষমাসে একটী প্রকাণ্ড মেলা হয়; প্রায় দেড় মাস কাল থাকে। উহাতে প্রায় ৩০০০০ লোক উপ-স্থিত হয়। সোণার ও গধাইরি নদীর সঙ্গমস্থলে উচ্চ-ভূমির উপর দুর্গ নির্ম্মিত। তাহাতে অনেক গুহাদি আছে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনাপতি সার হিউরোজ ইহা জয় করেন। নগরের ১ ক্রোশ উত্তরে মর্দ্দনসিংহের

প্রকাণ্ড প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। তাহার বেষ্টনটী এখনও নষ্ট হয় নাই। ইহা প্রায় ৭০ হস্ত উচ্চ হইবে। একটী ঘোরান সিঁড়ি দিয়া ইহাতে উঠিতে হয়।

গর্হামিণ্ডলা [গড়মণ্ডল দেখ।]

গর্হাকোটরমথা, মধ্যভারতের সাগর জেলার অন্তর্গত একটী সেগুন কাঠের বন।

গর্হিত (ত্রি) গর্হ-ক্ত। নিন্দিত। "সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্।" (চাণক্য)

গর্হিতব্য (ত্রি) গর্হ-তব্য। নিন্দনীয়।

"ন ত্বেৎবা মধ্যমা তাত ! গর্হিতব্যা যবীয়সঃ।"

(রামায়ণ ৩।২২।২৫।)

গর্হিন্ (ত্রি) গর্হ-ণিনি। নিন্দুক, নিন্দাকারক।

"অতত্ত্বোৎপন্নমিদং কলেবরং

ন ধারয়িষ্যে শিতিকণ্ঠগর্হিণঃ।" (ভাগবত ৪।৪।১৮।)

গর্হ্য (ত্রি) গর্হ-ণ্যৎ (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১।১২৪।) নিন্দনীয়, অধম। (অমর)

"পিত্রাত্তত্তা দুহিতৈবাপিবন্ত্যেষাবিরহমাত্মনঃ।

এষাং হি বিরহেণ স্ত্রী গর্হ্যে কুর্য্যাদুভে কুলে।" (মনু ৫।১৪৯।)

গর্হ্যবাদিন্ (ত্রি) গর্হ্যং বদতীতি বদ-ণিনি। (সুপ্যজাতৌ ণিনিস্তাচ্ছীল্যে। পা ৩।২।৭৮।) কুৎসিতবাদী মন্দভাষবাদী।

গল (পুং) গলতি ভক্ষদ্রব্যমনেন গল-করণে অপ্। ১ কণ্ঠ, গলাটু। "যো গলে চোরমুৎপাদয়তি।" (সুশ্রুত ১।৪২।)

গলতীতি কর্ত্তরি অচ্। ২ সর্জ্জরস, ধূনা। (মেদিনী) ৩ বাজভেদ। ৪ গড়ুক মৎস্য। (শব্দরত্ন°)

গল, নিগ্রোজাতির একটী বিস্তৃত শাখা। ইহারা আফ্রিকার অন্তর্গত আবিসিনিয়ার মধ্যে সোয়া প্রদেশে বাস করে। সোয়া প্রদেশের জলবায়ু অতি উত্তম। শীতের প্রাখর্য্য বা গ্রীষ্মের আতিশয্য এখানে নাই। জলবায়ুগুণে গলেরাও দেখিতে সুশ্রী ও সুন্দর। কথাবার্ত্তাও তেমনি মিষ্ট। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ খৃষ্টান বা মুসলমান। কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই জড়োপাসক ভৌতিক ধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা সর্পকে মানবজাতির মাতা বলিয়া থাকে। ঈশ্বর ও পরকালে ইহাদের বিশ্বাস আছে। ঈশ্বরের তিনটী স্বরূপ স্বীকার করে। যথা— ১ম "ওয়াক্" বা "ওয়াকা" অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান, ২য় "ওগলি" বা পুরুষ ৩য় "অতেতি" অর্থাৎ স্ত্রী বা শক্তি। শনি ও রবিবারে ইহারা কোন কার্য্য করে না।

গল বা পয়েন ডি গল, সিংহলের দক্ষিণপশ্চিমে সমুদ্রউপকূলস্থ একটী নগর। একটী পাহাড়ের উপর অবস্থিত। পাহাড় সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই পাহাড়ে একটী দুর্গ আছে। কলম্বো হইতে ইহা ৩৫ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিম। অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহা একটী প্রধান বাণিজ্যস্থান বলিয়া গণ্য। আরবেরা ইহাকে কল্ল বলিত। অনেকে বলেন, বাইবেলে যে টারসিস্ নগরের উল্লেখ আছে, তাহাতে এই স্থানকে বুঝাইত। ফিনিসিয় বণিকেরা এখানে আসিয়া বাণিজ্য করিত। পর্ত্তুগীজগণ ইহাকে কক্সপয়েন্ট বলিয়া থাকে। তাহারাই এখানে প্রথম দুর্গ নির্ম্মাণ করে। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা উহা কাড়িয়া লইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে ও পুনর্নির্ম্মাণ করে। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগকে অর্পিত হয়।

গলক (পুং) গলতীতি গল-অচ্ সংজ্ঞায়াং কন্। গড়কমৎস্য, গড়ুইমাছ। (শব্দরত্ন°)

গলকম্বল (পুং) গলে কম্বলইব। গোরুর গললম্বিত কম্বলাকৃতি রোমশ মাংসপট্ট, সাস্না। (অমর)

"গলকম্বলাদিমান্‌গোঃ।" (ন্যায়শাস্ত্র।)

গলকোণ্ডা বা গলিপর্ব্বত, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির বিশাখপত্তন জেলার অন্তর্গত একটী পর্ব্বতশ্রেণী। অক্ষা° ১৮° ৩০´ উঃ দ্রাঘি ১৯° ৫০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার দুইটী চূড়া আছে, একটী ৩৪৬২ ও অপরটী ৩৫০৪ হস্ত উচ্চ। ইহাতে উঠিবার পথ আছে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী স্বাস্থ্যাবাস করিবার জন্ত ইংরাজসেনা রাখা হয়। কিন্তু তাহারা বারংবার জ্বরে পীড়িত হওয়ায় সে সংকল্প পরিত্যক্ত হইয়াছে। বিজয়নগরের রাজার এখানে একটী কাফিক্ষেত্র আছে।

গলগণ্ড (পুং) গলে গণ্ডঃ স্ফোটকইব। গলরোগবিশেষ, চলিত কথায় গয়গণ্ড বলে। ইহার লক্ষণ ও নিদানাদি ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে,—গলদেশে বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র অণ্ডকোষের ন্যায় লম্বমান অথচ কঠিন শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে গলগণ্ড বলা যায়। ভোজরাজের মতে গাল, মন্যা (ঘাড়ের শির), ও গলদেশ আশ্রয় করিয়া অণ্ডকোষের ন্যায় লম্বমান শোথ হইলে তাহাকে গলগণ্ডরোগ বলে। বায়ু, কফ বা মেদ দূষিত হইয়া গলদেশ ও মন্যাদ্বয় আশ্রয় করিলে তাহা হইতে ক্রমে গলগণ্ডরোগ জন্মিয়া থাকে।

গলগণ্ড চারিপ্রকার—বাতজ, শ্লেষ্মজ, কফজ ও মেদোজ। বাতজ গলগণ্ড শ্যাব বা অরুণবর্ণ বেদনাযুক্ত ও পরুষ হয়। ইহা কৃষ্ণবর্ণ শিরাসমূহে ব্যাপ্ত থাকে ও কালবিলম্বে বর্দ্ধিত হয়। ইহা প্রায়ই পাকে না, আবার কখন কখন বিনা কারণেও পাকিয়া উঠে। রোগীর মুখ বিরস এবং তালু ও গলদেশ শুষ্ক হইয়া যায়। কফজ গলগণ্ড স্থির, গুরু, শীতল, অত্যন্ত বড়, অল্প বেদনাযুক্ত ও শরীরের বর্ণ হয়। ইহাও কালবিলম্বে বাড়ে এবং পাকিয়া থাকে। রোগীর

মুখ-অভ্যন্তরে মধুর রসযুক্ত ও বাহিরে দেখিতে স্নিগ্ধ হয়, গলনালীতে সর্ব্বদাই শব্দ হইয়া থাকে এবং তালু ও গলদেশ কফকর্ত্তৃক প্রলিপ্ত বলিয়া বোধ হয়।

মেদোজ গলগণ্ড স্নিগ্ধ, কোমল, পাণ্ডুবর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত, কণ্ডু, ও বেদনাবিশিষ্ট হয়। ইহা অলাবুর ন্যায় লম্বমান এবং শরীর ক্ষীণ হইলে ক্ষীণ এবং বর্দ্ধিত হইলে ইহাও বাড়িয়া থাকে। রোগীর মুখ স্নিগ্ধ হয় ও গলনালীতে সর্ব্বদাই শব্দ হইয়া থাকে।

গলগণ্ড রোগীর যদি শ্বাস-প্রশ্বাস করিতে অতিশয় কষ্ট হয় এবং অরুচি, স্বরভঙ্গ বা ক্ষীণতা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে চিকিৎসক তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন, তাহা অসাধ্য। রোগীর শরীর বৃদ্ধ কিম্বা সম্বৎসর অতীত হইলেও গলগণ্ড অসাধ্য হয়। (ভাবপ্রকাশ ৩য় ভাগ মধ্যখণ্ড) সুশ্রুতে গলগণ্ডরোগের নিদান ও লক্ষণাদি এইরূপই লিখিত আছে। (সুশ্রুতে নিদানস্থা° ১২ অঃ)

গলগণ্ডরোগের চিকিৎসা—সর্ষপ, সজিনা বীজ, শণবীজ, তিসী, যব ও মূলার বীজ অম্লরসযুক্ত ঘোলের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বহুদিনের গলগণ্ড নষ্ট হয়। শ্বেত অপরাজিতার মূল পেষণ করিয়া প্রাতে ঘৃতের সহিত নিয়ত আহার করিলেও গলগণ্ড ভাল হয়। পাকা তিক্ত-লাউএর মধ্যে জলপূর্ণ করিয়া সাতদিন পর্য্যন্ত রাখিয়া দিবে। পরে সেই জলপান ও হিতকর দ্রব্য পথ্য করিবে। ইহাতেও গলগণ্ড রোগের প্রতীকার হয়। যব, মুগ, পটোলাদি, কটু ও রুক্ষ দ্রব্য ভোজন, বমন এবং রক্তমোক্ষণ গলগণ্ডরোগে হিতকারক। সৈন্ধব, পাতা ও পিপ্পলীচূর্ণের সহিত প্রতিদিন প্রাতে ভক্ষণ করিলে গলগণ্ডের প্রতীকার হয়। অমৃতাদি তৈল পান করিলেও গলগণ্ড আরোগ্য হয়।

সুশ্রুত-মতে—বাযুজ গলগণ্ডরোগে মূত্রসংযোগে বিবিধ-প্রকার অম্লরস, উষ্ণ দুগ্ধ বা তৈলের সহিত মাংস বা পলাশীলতার রস; ইহা দ্বারা প্রথমে নাড়ীস্বেদ প্রয়োগ করিবে। পরে বিস্রাবিত করিয়া নিয়ত স্বেদ দিবে। এইরূপে ব্রণ সংশোধিত হইলে শণবীজ, তিসী, মূলক, সজিনা ও সুরাবীজ এবং পিয়ালের মজ্জা এই সকল দ্রব্য তিলের সহিত তাহাতে বন্ধন করিবে। নীলবৃক্ষ, অমৃতা, সজিনা, পুনর্ণবা, আকন্দ, চক্রমর্দ্দ, মদনবৃক্ষ, বক, খদির, তিলক ও কুড় এই সকল দ্রব্য সুরার সহিত পিষিয়া প্রলেপ দিলে বাযুজ গলগণ্ডরোগ নষ্ট হয়।

কফ জন্য গলগণ্ডরোগে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া শস্ত্রদ্বারা স্রাবিত করিবে। পরে অজগন্ধা, অতিবিষা, জলক, অশ্ব-গন্ধ, কুড়, গেঁঠেলা, ও কৃষ্ণা পলাশের কাথের উষ্ণজলের সহিত পেষণ করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহাতে কফ জন্য গলগণ্ডের প্রতীকার হয়।

মেদো জন্য গলগণ্ডরোগে বিধান-অনুসারে শিরা বিদ্ধ করিয়া দিবে। শ্যামালতা, কলিচূণ, লৌহমল, দন্তী ও রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্য মিশাইয়া প্রলেপ দিবে। শালবৃক্ষের সার মূত্রের সহিত আলোড়িত করিয়া পান করিবে। অথবা শস্ত্রদ্বারা বিদীর্ণ ক'রয়া অভ্যন্তর মেদ সকল বাহির করিবে। মজ্জা, ঘৃত, বসা বা মধুর সহিত দগ্ধ করিয়া তাহাতে ঘৃত-মধু প্রয়োগ করিবে। রোগীর শরীর স্নিগ্ধ থাকিলে এইরূপ চিকিৎসা করা উচিত। ইহাতে মেদোজ গলগণ্ড নিবারিত হয়। (সুশ্রুত, চিকিৎসিত ১৮ অঃ)

ভাবপ্রকাশকার গণ্ডমালা নামে একপ্রকার রোগের নির্ণয় করিয়াছেন, কিন্তু সুশ্রুত প্রভৃতিতে তাহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। সুশ্রুত গ্রন্থি নামে যে রোগের লক্ষণ করিয়াছেন, ভাবপ্রকাশোক্ত গণ্ডমালা প্রায় সেই লক্ষণা-ক্রান্ত। প্রসিদ্ধ অভিধানপ্রণেতা হেমচন্দ্র গণ্ডমালা ও গল-গণ্ডের এক পর্য্যায় ধরিয়াছেন। এরূপ স্থলে ভাবপ্রকা-শোক্ত গণ্ডমালা যে একটী পৃথক্ রোগ নহে তাহা বলা যাইতে পারে, হয় গলগণ্ডের অন্তর্গত ও না হয় গ্রন্থিরোগের অন্তর্গত হইবে। [গ্রন্থি দেখ।]

ভাবপ্রকাশে গণ্ডমালার লক্ষণাদি এইরূপ লিখিত আছে—বাহুমূল, মন্যা (ঘাড়ের শিরা) বা কুচ্‌কীতে বদরী বা আমলকীর ন্যায় আকারযুক্ত গ্রন্থিমালা উৎপন্ন হইলে তাহাকে গণ্ডমালা বলে। ইহা কালবিলম্বে পাকিয়া থাকে, দূষিত কফ ও মেদই ইহার কারণ। গণ্ডমালার চিকিৎসা গলগণ্ডের ন্যায়।

কাঞ্চনবৃক্ষের ছাল বা বরুণমূলের ছাল দ্বারা কাথ করিয়া শুণ্ঠীচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বহুকালের গণ্ডমালাও শীঘ্র আরোগ্য হয়। কাঞ্চনবৃক্ষের ছাল ৪ তোলা বা ৮ তোলা চাউল ধোয়া জলের সহিত পান করিলে গণ্ড-মালা বিনষ্ট হয়। কাঞ্চনার গুগ্‌গুলুও ইহাতে প্রযোজ্য।

বৈদ্যজীবনের মতে—তেলার আঁঠির শাঁস, হীরাকস, রক্তচিতার মূল, গুড়, আকন্দের ক্ষীর ও মনসাসিজের ক্ষীর এই সকল দ্রব্য একত্র পিষিয়া প্রলেপ দিলে অল্পকাল পরেই গণ্ডমালা বিলুপ্ত হয়। (বৈদ্যজীবন।)

য়ুরোপীয় ডাক্তারদিগের মতে গণ্ডমালা ও গলগণ্ড দুইটি স্বতন্ত্র রোগ।

গণ্ডমালা (Scrofula)—গলার গ্রন্থি স্ফীত হওয়াই রোগের

অদ্ভুত অবস্থা। ইহা কৌলিক রোগ মধ্যে গণ্য। কিন্তু শারীরিক দৌর্ব্বল্য, রক্তাল্পতা প্রভৃতি কারণে অনেক অবস্থায় এই রোগ ঘটিয়া থাকে। য়ুরোপীয় চিকিৎসকেরাও গলগণ্ড ও গণ্ডমালাকে কোন কোন সময়ে এক জাতীয় রোগ বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, গণ্ডমালা রোগের তিন অবস্থা আছে, ১ম অবস্থায় চোষক গ্রন্থি (Lymphatic glandy) ও ত্বক্, ২য় অবস্থায় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (Mucous membrane) অথবা কোষময় পদার্থ (Cellular tissue) এবং ৩য় অবস্থায় অস্থি ও শারীরিক যন্ত্র সকল (ফুস্ফুস, শ্বাসনালী, যকৃৎ, প্লীহা ও বৃক্ক) আক্রান্ত হয়। অতি সামান্য কারণে প্রথমে গলার ভিতর বা মাথায় ক্ষত হইয়া গ্রীবাদেশের গ্রন্থিগুলি ফুলিয়া উঠে, তাহা এক ভাবে থাকিয়া যায়

পূর্ব্বকালে য়ুরোপে গণ্ডমালারোগের চিকিৎসা বড় অদ্ভুত উপায়ে হইত। বাইবেলপাঠে জানা যায়, যাজকেরা কেবলমাত্র স্পর্শ করিয়া এই রোগ আরোগ্য করিতেন। প্লিনি, টাসিটাস, সিউটোনিয়া প্রভৃতির গ্রন্থেও স্পর্শ দ্বারা গণ্ডমালা আরোগ্যের কথা আছে। দুইশত বর্ষ পূর্ব্বের ফরাসী ও জর্ম্মণভাষায় লিখিত অনেক গ্রন্থে রাজস্পর্শে এই রোগ ভাল হইবার কথা দৃষ্ট হয়। এইজন্য ইংরাজী চলিত কথায় এই রোগ King's evil নামে অভিহিত। বঙ্গদেশেও স্থানবিশেষে ইহাকে "রাজগড়" বলে

শিশুর গণ্ডমালা হইলে যদি মাতা বা পিতার ঐ রোগ থাকে, তাহা হইলে ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া তাহার স্তন্যপান করাইবে। শিশুর পক্ষে ১০।২০ ফোঁটা কডলিবার অয়েল মহোপকারী। এলোপাথী মতে—গণ্ডমালা রোগে অল্পমাত্রায় আইওডাইন্ লাগান যাইতে পারে, ইহাতে বিশেষ ফল দর্শে, কিন্তু ইহা প্রয়োগ করিবার পর যদি মূত্রে শুক্র দৃষ্ট হয়, তবে আর ব্যবহার করিবে না। ঔষধ খাইতে হইবে—

আইওডাইড অব পটাসিয়ম্	১ গ্রেণ,
সিরপ ফেরি আইওডাইড্	১০ ফোঁটা,
সিরপ ফিরিবেরিস্	২০ ফোঁটা,
অনন্তমূল বা সালসার কাথ	২ ড্রাম,

মিলাইয়া ৩ ড্রাম হইতে ৬ ড্রাম মাত্রায় দিনে ২।৩ বার গ্রহণ করিবে। এই রোগে রোগীর পক্ষে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং হাল্কা অথচ বলকর পথ্য একান্ত কর্ত্তব্য।

গলগ্রন্থির এক বা উভয় খণ্ডভাগ (lobes) ফুলিয়া ভারী হইলে ডাক্তারেরা তাহাকেই গলগণ্ড রোগ বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে পার্ব্বতীয় ও স্যাঁতসেঁতে স্থানে এই রোগ অধিক জন্মে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের কিছু এই রোগ বেশী হয়। রীতিমত ঋতু না হইলে অনেক সময় স্ত্রীলোকদিগের এই রোগ হইতে দেখা যায়। ডাক্তারেরা প্রথমে এই রোগে আইওডাইন্ লাগাইতে বলেন। তাহাতে কোন ফল না দর্শিলে অস্ত্রচিকিৎসা করিতে পরামর্শ দেন। হোমিওপ্যাথী মতে দিবসে ও রাত্রিতে এক এক ফোঁটা স্পঞ্জিয়া প্রথমে ছয় দিন, তৎপরে সাত দিন পর আবার এক এক ফোঁটা সেবন করাইবে, ইহাতে উপকার না হইলে প্রাতে প্রতিদিন ১ ফোঁটা আইওডাইন্ সাতদিন ব্যবহার করিয়া আবার সাতদিন ফাঁক দিবে। ইহাতেও ভাল না হইলে রাত্রিকালে ১ ফোঁটা কালি হাইড্রিওডি দিবে। গলগণ্ডের মধ্যে চূর্ণখণ্ড জন্মিলে এ রোগ কম ধরা জানিবে।

গলগণ্ডিন্ (ত্রি) গলগণ্ডোঽস্ত্যস্যেতি ইনি। গলগণ্ডরোগী।

"ক্ষীণঞ্চ বৈদ্যো গলগণ্ডিনং তু
ভিন্নস্বরং চৈব বিবর্জ্জয়েত্তু ॥" (সুশ্রুত, নিদান ১১ অঃ)

গলগনাথ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ধারবার জেলার মধ্যে করজগি হইতে ১০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে তুঙ্গভদ্রা নদীর বামপার্শ্বে অবস্থিত একটি গ্রাম। এখানে গলেশ্বর ও হনুমানের মন্দির আছে। গ্রামের উত্তরদিকে বর্দা ও তুঙ্গভদ্রা নদী যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, গলেশ্বর দেবের মন্দির সেই স্থানে অবস্থিত। মন্দিরটী কৃষ্ণবর্ণ গ্রেণাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৩ হস্ত ও বিস্তার প্রায় ২৭ হস্ত হইবে। ইহার ছাদ ৪টী বড় বড় থামের উপর রক্ষিত। দেওয়ালে নানাবিধ পৌরাণিক মূর্ত্তি খোদিত আছে। মন্দির মধ্যে ১০০২ ও ১০৬৯ শকের দুইটী প্রস্তরলিপি আছে। হনুমান মন্দিরে দেবমূর্ত্তির পার্শ্বে একখানি প্রকাণ্ড বীরগল প্রস্তর আছে, উহা সম্ভবতঃ ১০১১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়।

গলগলি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বিজাপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। কলাদ্‌গি হইতে ৭ ক্রোশ উত্তরে কৃষ্ণা নদীর তীরে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা প্রাচীন দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত ছিল। গালব ঋষি এইখানে ছিলেন বলিয়া এ স্থানকে গালবক্ষেত্র বলিয়া থাকে। গলগলি গ্রামের অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণে পাহাড়ের মধ্যে একটী স্থান গালব ও আর ছয়টী ঋষির আশ্রম বলিয়া গণ্য। লোকে বলে, গ্রামের তিনপোয়া পথ উত্তরে কৃষ্ণানদীর গর্ভে একটী মন্দির আছে, উহা নদীর জলে ঢাকা থাকে। ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে নদীর জল শুখাইয়া গেলে মন্দিরের উপরিভাগ প্রকাশ হইয়াছিল। যে অংশ প্রকাশ হয়, তাহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৮০ হস্ত হইবে। নদীতীরে

গন্ধা দেবীর মন্দির। এতদ্ব্যতীত গ্রামে আরও ৪টী ছোট দেবমন্দির আছে। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রদিগের সহিত যুদ্ধের সময় সম্রাট আলমগীর নিজ সৈন্য-সামন্ত লইয়া এই স্থানে অবস্থিতি করেন। ইটালী দেশীয় পরিব্রাজক বেবেরি সাহেব এই স্থানে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

গলগোড়িকা (স্ত্রী) বিষযুক্ত জন্তুবিশেষ। ইহার দংশনে দাহ, তোদ, বেদ ও শোথ (ফুলা) হয়। (চরক)

গলগ্রহ (পুং) গলং কণ্ঠদেশং গৃহ্লাতি, গ্রহ অচ্। ১ ব্যঞ্জনবিশেষ পর্য্যায় মৎস্যঘণ্ট। ২ তিথিবিশেষ।

"কৃষ্ণপক্ষে চতুর্থী চ সপ্তম্যাদিদিনত্রয়ম্।
ত্রয়োদশী চতুষ্কঞ্চ অষ্টাবেতে গলগ্রহাঃ॥

কৃষ্ণপক্ষে চতুর্থী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী এবং ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও প্রতিপৎ এই আট তিথিকে গলগ্রহ বলে।

৩ আরম্ভের পর যাহাতে প্রত্যাবৃত্ত দৃষ্ট না হয়, গর্গাদি মুনিগণ তাহাকে গলগ্রহ বলেন। ইহাতে আরম্ভ দিনের পর স্বাভাবিক অবস্থায় দিনের সম্পাত হেতু প্রত্যারম্ভের অভাব হয়। (হ. ক.) ৪ অপরিহার্য্য আপদ্, পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না বলিয়া অনিচ্ছাতে যাহার ভার লইতে হয়, যাহার কোন গুণাদি নাই কেবল বসিয়া অন্ন ধ্বংস করে, সেই গলগ্রহ। ৫ কণ্ঠরোধরোগবিশেষ। যাহার শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া গলার ভিতরে স্থির থাকে, তাহাতে শীঘ্রই শোথ জন্মিয়া গলগ্রহ রোগ উৎপন্ন হয়। (চরক)

"গর্ভশূলে প্রাতঃপ্রায়ে বাতরোগে গলগ্রহে।
আধ্মানে তিমিরে কোষ্ঠে সদ্যঃ শুক্রে নবজ্বরে।
হিক্কায়াং স্নেহপীতে চ পীতাম্বু পরিবর্জ্জয়েৎ।"

(সুশ্রুত ১৪৫ অঃ।)

গলঘসিয়া বা বাঁসতলা, বঙ্গদেশের ২৪ পরগণার মধ্য দিয়া প্রবাহিত একটী নদী, বাঁসতলা খাল ও গড়িয়াখালি এই দুইটী সঙ্গমে গলঘসিয়া নদীর উৎপত্তি। তাহার পর দক্ষিণপূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া খুলনা জেলার কল্যাণপুর গ্রামের নিকট খোলপেটুয়া নদীতে পড়িয়াছে।

গলচা, আফগানস্থানে বদক্সান্ প্রদেশের অধিবাসী জাতিবিশেষ। প্রাচীন ইরাণী ও হিন্দু জাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া কথিত। একজন গলচার মাথার খুলি লইয়া পরীক্ষার্থ ফ্রান্সের পারিস্ নগরে পাঠান হয়। তথায় টপিনার্ড সাহেব তাহা আর্য্যদিগের মস্তকের মত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ফরাসী উজ্ফলভি সাহেব ইহাদিগকে গলচা নামে অভিহিত করিয়াছেন।

গলৎ (ত্রি) ১ যাহা গলিয়া পড়িতেছে। ২ ভ্রান্তি, ভুল।

গলৎকুষ্ঠ (ক্লী) গলৎ রসাদিক্ষরণশীলং কুষ্ঠম্। রসরক্তাদি ক্ষরণশীল কুষ্ঠবিশেষ।

"ভ্রাতৃভার্য্যাভিগমনাৎ গলৎকুষ্ঠং প্রজায়তে।" (শাতাতপ।)

গলৎকুষ্ঠারিরস (পুং) গলৎকুষ্ঠরোগের পারদঘটিত ঔষধবিশেষ।

পারা, গন্ধক, তামা, লৌহ, গুগ্গুল, চিতা, শিলাজতু, মাকড়াগাব ও বচ প্রত্যেকে এক এক ভাগ এবং অভ্র, ভল্লাতকের বীজ প্রত্যেক চারি চারিভাগ একত্র ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া ৬৪ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে গলৎকুষ্ঠ, কিলাস, বাতরক্ত, জলোদর, ও মলবদ্ধাদি রোগ বিনষ্ট হয়।

গলদ (দেশজ) ভুলিয়া ছাড়িয়া যাওয়া।

গলদশ্রু (ত্রি) যাহার অশ্রু গলিতেছে।

গলদ্বার (ক্লী) গলার পথ।

গলদেশ (পুং) গল এব দেশঃ। গল, গলা।

গলন (ক্লী) গল-ভাবে ল্যুট্। ১ ক্ষরণ, গলিয়া নির্গত হওয়া। ২ দ্রব হওয়া, গলিয়া যাওয়া।

গলনীয় (ত্রি) গল অনীয়র্। গলিবার যোগ্য।

গলন্তিকা (স্ত্রী) গলন্তীতি গল-শতৃ ঙীপ্, স্বার্থে কন্। অল্পার্থে কন্। স্বল্পবারিধানিকা, গাড়ু, ঝারী, নামান্তর কর্করী।

"প্রপা কার্য্যাচ বৈশাখে দেবে দেয়া গলন্তিকা।"(কাশীখণ্ড ১অঃ)

গলভঙ্গ (পুং) গলস্য কণ্ঠস্বরস্য ভঙ্গঃ, ৬তৎ। ১ স্বরভঙ্গ, গলাভাঙ্গা।

গলমেখলা (স্ত্রী) গলস্য মেখলাইব। কণ্ঠাভরণবিশেষ, গলসূত্র। পর্য্যায়—সূত্রবদ্ধী।

গলরোগ (পুং) গলজাতঃ রোগঃ। গলদেশজাত রোগ, গলব্যাধি।

গলবথি, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বুলন্দসহর জেলায় একটী নগর। বুলন্দসহর হইতে ৬ ক্রোশ উত্তর ও মীরাট হইতে ১৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সৈয়দজাতীয় কএকজন লোককে অকবরশাহ এই স্থানে নিষ্কর ভূমি দান করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে অধিকারীগণ বিদ্রোহী হওয়ায় ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লন। এখানে সৈন্যাবাস, সরকারী বাঙ্গালা, ডাকঘর ও পুলীশ আছে। সপ্তাহে সপ্তাহে হাট বসিয়া থাকে। এখানে বাটীর উপর কর আদায় হয়।

গলরোহিণী (স্ত্রী) গলে রোহিত রুহ-ণিনি ঙীপ্। কণ্ঠগত রোগবিশেষ। বায়ু, পিত্ত ও কফ গলদোষ বর্দ্ধিত হইয়া মিলিত ভাবে অথবা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রক্ত ও মাংস দূষিত

করিয়া অঙ্কুর সকল উৎপাদন করে, তাহাই গলরোহিণী রোগ। ইহাতে শীঘ্রই প্রাণ বিনষ্ট হয়।

গললগ্ন (ত্রি) গলে লগ্নঃ। গলদেশে জড়ান।

গলবস্ত্র (ত্রি) গলে বস্ত্রমস্য। যে প্রণামাদির নিমিত্ত গলায় কাপড় দিয়াছে।

গলবার্ত্ত (ত্রি) গলে গলব্যাপারে বার্ত্তঃ নিরাময়ঃ সমর্থঃ। যথেষ্ট ভোজনযোগ্য নিরাময় ব্যক্তি, ভূরিভোজন সমর্থ।

"দৃশ্যন্তে চৈব তীর্থেষু গলবার্ত্তাস্তপস্বিনঃ।" (পঞ্চতন্ত্র)

গলবিদ্রধি (পুং) গলজাতঃ বিদ্রধিঃ। গলদেশজাত ব্রণরোগবিশেষ।

এই রোগ সমস্ত গলদেশ ব্যাপিয়া উত্থিত হয়, ইহাতে শোফ (ফুলা) ও বেদনাদি সমস্তই থাকে। এই রোগ যদি মর্ম্মস্থানে না জন্মে এবং উত্তমরূপে পাকে, তবে তাহাতে অস্ত্র করিবে। (সুশ্রুত।)

গলব্রত (পুং) গরোপগরণং গিলনং সর্পাদিভক্ষণং ব্রতমস্য, রস্য লঃ। ময়ূর। (ত্রিকাণ্ডশেষ)

গলশুণ্ডিকা (স্ত্রী) গলা শুণ্ডা ইব। গলে শুণ্ডিকেব। ১ তালুর উর্দ্ধস্থিত সূক্ষ্মজিহ্বিকা, আলজিভ। পর্য্যায়—শুণ্ডাস্রবা, ঘণ্টিকা, লম্বিকা, রসাজ্ঞা, প্রতিজিহ্বিকা, বাক্মী, অলিজিহ্বিকা। (শব্দর°)

"তালুবং যদিতীর্ণং চিবুকে গলশুণ্ডিকে।" (বাজরক্ষা।)

২ তালুগত রোগবিশেষ। যাহার শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া গলদেশে অবস্থিত হয়, শীঘ্রই তাহার গলদেশে শোথ জন্মাইয়া গলশুণ্ডিকারোগ উৎপাদন করে। (চরক)।

"শ্লাং বহুমর্দির্যং সমস্বাদো গলশুণ্ডিকা।" (সুশ্রুত ১।২৫ অঃ)

চিকিৎসক শস্ত্রদ্বারা শুণ্ডিকাচ্ছেদনপূর্ব্বক উহা টিপিয়া দিবে। পরে পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বচ, খাড়, যবানিকা এই সকলের কাথ ও গরম গরম দেয় দিবে। দিবারাত্র মুখ-মধ্যে জোয়ান রাখিবে। কণ্ঠদেশ মর্দ্দন করিবে। তাহাতে রোগী সুস্থ হয়। শ্বেতসরিষা, বচ, কুড়, হরিদ্রা, পালঙে মাখায়, ঝুল ও লবণ একত্র করিয়া কণ্ঠে লেপ দিলেও উপকার হয়। ইহাতে তৈল ও পিচ্ছিল দ্রব্য সেবন করিবে না। (হারীত চিকিৎ° ৫৪ অঃ।)

গলশুণ্ডী (স্ত্রী) গলে শুণ্ডীব। গলশুণ্ডিকা রোগ। (সুশ্রুত) [গলশুণ্ডিকা দেখ।]

গলস্তনী (স্ত্রী) গলে স্তনোহস্যাঃ গলে অলুক্। ছাগী। (হেম°)

গলহস্ত (পুং) গলে হস্তোহস্ত°। দূর করিয়া দিবার নিমিত্ত গলদেশে অর্পিত হস্ত, গলাটিপি, গলাধাক্কা।

"অর্দ্ধেন্দুং গলহস্তেন তাভির্নির্বাসিতস্তদা।" (কথাসরিৎ।)

গলহস্তিত (ত্রি) যাহাকে গলহস্ত দেওয়া হইয়াছে।

"অর্দ্ধেন্দুনীলৈর্গলহস্তিতেব।" (নৈষধ। ৮।২৫।)

গলা (স্ত্রী) গলতীতি-গল-অচ্ টাপ্। ১ জলপুষা, লজ্জালুলতা, ফুলশোলা। ২ গলদেশ। (দেশজ) ৩ গলিত, দ্রবীভূত।

গলাখেঁকারি (দেশজ) গলার শব্দ করণবিশেষ।

গলাগলি (দেশজ) ১ গলায় গলায় মিলাইয়া। ২ বিশেষ সৌহার্দ।

গলাঙ্কুর (পুং) গলজাতঃ অঙ্কুরঃ। গলদেশজাত মাংসাঙ্কুরবিশেষ।

গলাটিপি (দেশজ) গলহস্ত।

গলাধঃকরণ (ক্লী) গিলন, গেলা।

গলাধাক্কা (দেশজ) গলহস্ত।

গলানিক (পুং) গলে আনিকো প্রাণো যস্য। চিঙ্গড়ীমাছ।

গলানিল (পুং) গলে অনিলঃ। প্রাণবায়ু। (ত্রিকা°)। মৎস্যভেদ, গল্দা চিঙ্গড়া। (ত্রিকা°)

গলাবিল (পুং) গলানিল মৎস্য, গল্দা চিঙ্গড়ী। (ত্রিকা°)

গলাসী, ১ গবাদির গলবন্ধন রজ্জু। ২ যে গলায় দড়ি দিয়া মরিয়া ভূত হইয়াছে।

গলি (পুং) গিরতি গ্রাসমকৃত্বৈব ভক্ষয়তীতি গৄ-ইন্। রস্য লঃ। ২ সামর্থ্যসত্ত্বেও যে ভার বহন করে না, এরূপ বৃষ। গড়ে গোরু। পর্য্যায়—দুষ্টবৃষ। (হেম°)। ২ সঙ্কীর্ণ পথ।

গলিত (ত্রি) গল-ক্ত। ১ পতিত। পর্য্যায়—পন্ন, ধ্বস্ত, ভ্রষ্ট, স্কন্ন, চ্যুত। (অমর)।

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্।" (ভাগবত ১।১।৩)

২ দ্রবীভূত, যাহা গলিয়া গিয়াছে।

গলিতকুষ্ঠ (ক্লী) গলিতং কুষ্ঠম্, কর্ম্মধা। গলৎকুষ্ঠরোগ [গলৎকুষ্ঠ দেখ।]

গলু (পুং) গল্-উন্। মণিবিশেষ। (মহাভারত)

গলুই (দেশজ) নৌকাদির অংশবিশেষ।

গল্হন (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজমন্ত্রী।

"সোঽপাসীদাসবসোবাচতাধিংশতিং সমাঃ।
চক্রে এতমঠং ব্রহ্মা গল্হনোল্লনক্ষুণ্ণঃ।
রত্নাবল্যাখ্যয়া বধ্বা বিহারং নিরমাপয়ৎ॥"

(রাজতরঙ্গিণী ৮।১৭৬—১৭৭)।

গলেগণ্ড (পুং) গলে গণ্ড ইবাস্য। পক্ষিবিশেষ, হাড়গিলা। পর্য্যায়—মর্কট। (ত্রিকা°)

গলেচোপক (ত্রি°) গলে চুপ্যতে অসৌ চুপ কর্ম্মণি ণ্বুল্। অলুক্ সমাসঃ। কণ্ঠে কণ্ডনীয়, গলা কাটিবার যোগ্য।

"গলেচোপকপায়হারকৌ।" (মুগ্ধবোধ)।

গলেস্তনী (স্ত্রী) ছাগী। [গলস্তনী দেখ।]

দেখিতে পাওয়া যায়। তন্দিগরত্‌রু, অম্বীরাবত্‌রু, চ্যাম-দিয়াত্‌রু, ওকটিয়াত্‌রু, গৌসলিয়াত্‌রু, খিন্দিয়াত্‌রু, মিয়া-ত্‌রু, মোক্তেনাত্‌রু, রাম্যবত্‌রু ও শিবরাত্‌রু। ইহাদের মধ্যে কোনরূপ শ্রেণীবিভাগ বা গোত্র অথবা কুলগত বিভিন্নতা কিছুই দেখা যায় না। পরস্পরে এক উপাধিধারী হইলে বর ও কন্যা উভয়ের মধ্যে বিবাহ হয় না।

গবন্দিরা পাথর ও মাটি দিয়া থাকিবার উপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করে। খড় বা তদ্রূপ কোন পদার্থ দিয়া বাড়ীর ছাদ ছাওয়াইয়া লয়। নিজের ব্যবহারের জন্য গো-মেষাদি পশু ও কুকুর পুষিয়া থাকে, নিজেরাই তাহাদিগকে প্রতিপালন করে। কোন কাজকর্ম্ম করিবার জন্য ইহারা চাকর রাখে না। ডাল, রুটি ও শাকসব্জিই ইহাদের মোটামুটি খাদ্য। পার্ব্বণাদিতে অন্নপাক করিয়া খায়। ভেড়া, হরিণ, খরগোস, হংস, কুক্কুটাদি পালিত পক্ষী ও মৎস্যই ইহাদের প্রিয়বস্তু, অন্যান্য মাংস অপবিত্র ও অখাদ্যবোধে ভোজন করে না। মাদক সেবনে ইহাদের আসক্তি কিছু বেশী, পূজাপার্ব্বে ইহারা অতিরিক্ত মদ্যপান করে। মদের জন্য সকলেই প্রায় ঋণগ্রস্ত।

সকলেই মাথা নেড়া করিয়া রাখে, কাহারও বা মাথায় টিকি দেখা যায়। প্রায় সকলের বেশভূষা সাদাসিদা ও পরিষ্কার। পুরুষেরা সাধারণতঃ ধুতি, চাদর, জামা ও জুতা, আর স্ত্রীলোকেরা শাড়ী ও জামা ব্যবহার করে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই কর্ণ ও হস্তাদিতে অলঙ্কার পরে। স্ত্রীলোকেরা লাল ও কাল রঙের কাপড় পরিতে কিছু ভালবাসে।

সকলেই সত্যবাদী, আতিথেয়, কর্ম্মঠ, মিতব্যয়ী ও নম্র, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই অপরিষ্কার। পূর্ব্বে ইহারা লবণ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিত, কিন্তু ঐ ব্যবসা এক্ষণে বন্ধ হওয়ায় সকলেই মজুরি ও চাষবাস করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। স্ত্রী ও পুরুষ এমন কি বালকবালিকারাও নিজ নিজ অবস্থানুসারে যথাসাধ্য জীবিকার জন্য চেষ্টা করে।

গবন্দিরা বড় ধর্ম্মভীরু। দেবদ্বিজে ইহাদের বিশেষ ভক্তি। ইহারা ব্রাহ্মণের নিকট হইতে শুভদিন স্থির করিয়া পঞ্চকর্ম্ম, বিবাহ ও গর্ভাধান প্রভৃতি শুভকর্ম্ম করে এবং বিবাহাদি কর্ম্মে ইহারা ব্রাহ্মণদিগকে নিযুক্ত করে। "ওঠম্" নামে ভিন্ন শ্রেণীর তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণেরাই ইহাদের পুরোহিত। হনুমন্তদেব, তুলজাভবানী, ব্যাঙ্কটরমণ ও যমাদেবী ইহাদের কুলদেবতা। ইহারা কার্ত্তিকমাসের উৎসবে ব্যাঙ্কটগিরিতে ব্যাঙ্কটরমণের পূজার জন্য ও নিজামরাজ্যের অন্তর্গত তুলজাপুরে তুলজাভবানীদেবীর পূজার্থ তীর্থযাত্রা করিয়া থাকে। আশ্বিন মাসে "দসেরা" পর্ব্বোপলক্ষে তুলজাভবানী দেবীর প্রীত্যর্থে ভেড়াবলি দিয়া থাকে। যমাদেবীর পূজার সময় নিমন্ত্রিত জ্ঞাতিদিগকে ভোজ দেয়।

দেবমূর্ত্তিগুলি সাধারণতঃ মনুষ্য, বৃষ ও হনুমানের আকারে হইয়া থাকে। কোন মূর্ত্তিটী প্রস্তরখোদিত, কোনটী পিত্তল বা তাম্রধাতু নির্ম্মিত।

সকলেই প্রাতরাশের পূর্ব্বাহ্ণে স্নান করিয়া গৃহদেবতার পূজা করে। যাহাদের গৃহদেবতা নাই, তাহারা মারুতির মন্দিরে আহ্নিকক্রিয়া সমাপন না করিয়া জলগ্রহণ করে না। পর্ব্বাদিতে রীতিমত উপবাসাদি করে। ধর্ম্মদীক্ষার জন্য 'ওঠম্' নামক ব্রাহ্মণবংশই বংশপরম্পরায় একজন করিয়া গুরুর কার্য্য করিয়া আসিতেছে। এই গুরুর নাম তাতাচার্য্য, ইনিই এই জাতির একমাত্র ধর্ম্মোপদেষ্টা; তিনি বেল্লারি জেলার হাম্পি গ্রামে বাস করেন। তাঁহার ভরণপোষণের জন্য সকলেই চাঁদা দেয়। গবন্দিরা গ্রাম্যদেবতা বা কোন উপদেবতার পূজা করে না।

ডাইনী খাওয়া, ভূতে পাওয়া ও ভবিষ্যৎবাক্যে ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ঔষধে রোগশান্তি না হইলে রোজা আনিয়া রোগীকে ঝাড়াইয়া থাকে। ঝাড়াইবার পর বাটীর কর্ত্তা ভূতকে খাদ্য ও কাপড় দিতে স্বীকৃত হইলে ভূত সরিয়া যায়। কোন সময় বা রোগীকে কোন দেবতার সম্মুখে শোয়াইলে ভূতযোনি আর তথায় থাকিতে না পারিয়া রোগীকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। ইহাদের বিশ্বাস যে রোজা মন্ত্রদ্বারা লোকের মৃত্যুও ঘটাইতে পারে। ইহারা বলে যে, বিজাপুরের অনেক বড় বড় জমিদার এইরূপে রোজা কর্ত্তৃক হত হইয়াছেন এবং তথাকার অনেকেই নিজের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য নিজ বাটে রোজা রাখিয়া থাকেন।

পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে গবন্দিরা নবজাত শিশু ও প্রসূতিকে স্নান করাইয়া খাটিয়ায় শোয়ায় এবং তাপের জন্য তাহার নীচে ঘুটে জ্বালাইয়া রাখে। মাতাকে শুক্না নারিকেলের শাঁস ও গুড় খাইতে দেয়। সন্তান প্রসূত হইবার অর্দ্ধঘণ্টা পরে প্রসূতিকে অন্ন ও মাখন খাওয়ায় এবং ক্রমান্বয়ে পাঁচ দিনই এইরূপ পথ্য দিয়া থাকে। পঞ্চম রাত্রিতে ধাত্রী আসিয়া জীবতীর পূজা করে ও নৈবেদ্যাদি নিজে গ্রহণ করিয়া তৎসঙ্গে প্রদীপটী ঢাকা দিয়া লইয়া যায়; ইহাদের বিশ্বাস যদি কেহ ঐ আলো দেখে, তাহা হইলে পুত্র ও প্রসূতির পীড়া হইয়া থাকে। দ্বাদশ বা ত্রয়োদশদিনে পুত্রের নামকরণ হয়। কুলদেবতার নামানুসারে ইহারা সন্তানাদির নাম রাখে। এই দিনে প্রসূতি শুচি হয়।

বিবাহের পূর্ব্বে পাকা দেখার সময় বরকর্ত্তা কন্যাকে পাণ, সুপারি, নারিকেল, চিনি, কাপড় ও জামা পাঠাইয়া দেন। একটী নারিকেল কন্যার কুলদেবতার সম্মুখে দিতে হয়। কন্যা ঐ কাপড় ও জামা পরিয়া একখানি কম্বলের উপর আসিয়া বসে, এবং বরকর্ত্তা স্বয়ং বধূমাতার কপালে সিন্দূর ও মুখে চিনি দিয়া থাকেন। "যোষী" বা গণক কর্ত্তৃক বিবাহ দিন ধার্য্য হইলে ঐ দিনে কন্যাকর্ত্তা বরকে আনিতে একজন লোক ও একটী ষাঁড় পাঠাইয়া দেন। বর আসিয়া পৌঁছিলে, বর ও কন্যা উভয়কেই হরিদ্রা মাখাইয়া স্নান করান হয় এবং যে স্থানে বরকন্যা স্নান করে, তাহার চারিকোণে চারিটী জলপূর্ণ কলসী চতুষ্পার্শ্বে সূতা দিয়া ঘেরা থাকে। একজন অবিবাহিত ব্যক্তি ঐ কলসী হইতে ক্রমান্বয়ে জল লইয়া নবদম্পতির মস্তকে ছিটাইয়া দেয়। স্নানান্তে কন্যা একখানি শাদা কাপড় ও হরিদ্রাবর্ণের জামা পরে। সম্প্রদানের সময় বর একটী ঝুড়ির উপর দাঁড়ায়, এই সময় পুরোহিত তাহাদের মাথার উপর একখানি শাদা কাপড় ঢাকা দিয়া উভয়ের মাথায় ধান দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন ও কন্যার গলায় "মঙ্গলসূত্র" বাঁধিয়া দেন। কন্যার "ঋতুশোভন" (পুষ্পোৎসব) হইলে গর্ভাধানক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

গবাদিরা মৃত্যুর পর শবদেহ দাহ করে। তৃতীয়দিনে দাহ স্থানে যায় এবং মৃতের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিয়া জলে ফেলিয়া দেয়।

ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ চলিত আছে।

ধারবার জেলার গবাদিরা আপনাদিগকে "সাগরচক্রবর্ত্তী" বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহাদের কোন গোত্র বা উপাধি নাই। তবে মদশুল, দয়ামাবুর, কল্যানাবুর, ত্রিশাম্বধারী, ও পাকুল্লা এই পাঁচটী শ্রেণীবিভাগ আছে। প্রথমোক্ত তিনথরের মধ্যে দানগ্রহণ প্রচলিত নাই, কেবল শেষোক্ত দুই ঘরে আদান প্রদান চলিত আছে। ইহারা বিজাপুরের গবাদি অপেক্ষা বেশী অপরিষ্কার ও কদাচার। তাতাচার্য্যই ইহাদের গুরু। ইহাদের মধ্যে কেহ মৃতদেহ পোড়ায়, কেহ বা গোর দেয়। ইহারা পুত্রাদির জন্মে, ঋতুকালে ও মৃত্যুতে যথাক্রমে ১০, ৫, ও ১০ দিন অশৌচ গ্রহণ করে।

গবয় (পুং) গু-শব্দে ভাবে অপ্, গবং শব্দভেদং যাতি প্রাপ্নোতি যা ক। যদ্বা গাং তদ্বর্ণকলাঙ্গুলেন অয়তে ইতি অয়-অচ্। ১ গলকম্বলশূন্য গোতুল্য পশুবিশেষ।

পর্য্যায়—গবালূক, বনগোরু, বনভদ্র, মহাগব। ইহার মাংস কর্ষণ ও পুষ্টিকর। (রাজনি°)

"গ্রামীণস্ত প্রথমতঃ পশুস্তো গবয়াদিকম্।
সাধুস্তৌর্গবাদীনাং যা তাং সা করণং মতম্।" (ভাষাপরি°)

২ বানরবিশেষ। এই বানর বৈবস্বতমনুর পুত্র। (রামায়ণ)।

গবয়ী (স্ত্রী) গবয়-জাতৌ ঙীষ্। গবয়স্ত্রী, মাদীগবয়। পর্য্যায়—বনধেনু, তিলগবী। (রাজনি°)

গবরাজ (পুং) গবেন শব্দেন রাজতে রাজ-অচ্। বৃষ। (শব্দচ°।)

গবল (পুং) গবং শব্দং লাতি লা-ক। বনমহিষ। (হেম)।
"গবলালিকুলাভিনিভা বিন্দন্তি পয়ঃ পয়োবাহাঃ।"
(বৃহৎসং ৩২।১৭)

গবলা (স্ত্রী) গব-লা-ক। মহিষশৃঙ্গ। (শব্দর°)।

গবলী (পুং) মহিষ। (রাজনি°)

গবল্গণ (পুং) সঞ্জয়ের পিতা। "সঞ্জয়ো মুনিকল্পস্তু জজ্ঞে সূতো গবল্গণাৎ।" (ভারত° ১।৬৩ অঃ।)

গবাক্ষ (পুং) গবামক্ষীব। (অক্ষোঽদর্শনাৎ। পা ৫।৪।৭৬।) অচ্। নিত্যসমাস। যদ্বা গাবঃ সূর্য্যকিরণা জলানি বা অক্ষ্-ব্যাপ্তৌ ব্যাপ্নুবন্তীতি অনেনেতি। অক্ষ ঘঞ্। ১ বাতায়ন, জানালা। পর্য্যায়—বাতায়ন, জাল, জালক।
"বিলোলনেত্রভ্রমরৈর্গবাক্ষাঃ।" (কুমার)

২ বানরবিশেষ। বৈবস্বতমনুর পুত্র। রামরাবণযুদ্ধে এই বানরটী রামের একজন সেনাপতি পদে নিযুক্ত ছিল।

গবাক্ষী (পুং) গাং ভূমিং অক্ষোতি অক্ষ-অণ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ গোড়ুম্বা, গোমুক্ বা ভমুক্। ২ ইন্দ্রবারুণী, রাখালশশা। পর্য্যায়—ঐন্দ্রী, ইন্দ্রবারুণী, চিত্রা, গবাক্ষী, গর্ব্বচিভটা, মৃগের্বারু, পিটকোটী, বিশালা, মৃগাদনী। (রত্নমালা) ৩ শাখোট, শেওড়া। (রাজনি°)। ৪ অপরাজিতা।
"গবাক্ষ্যশ্বখুরী শ্বেতাশ্বেতস্তাপরাজিতা।" (রত্নমালা)

গবাচী (স্ত্রী) গবি ভূমৌ অঞ্চতীতি। অঞ্চ্-ক্বিপ্-ঙীপ্। (অবঙ্ স্ফোটায়নস্য। পা ৬।১।১২৩) ইতি অবঙ্। মৎস্যবিশেষ। গাঁকাল মাছ। ইহা অজীর্ণকারক, গুরু, শ্লেষ্মার প্রকোপকর। (রাজবল্লভ)। (গবাচী পাঠান্তর)।

গবাদন (স্ত্রী) গোভিরদ্যতে অদ-কর্ম্মণি ল্যুট্ অবঙ্। ঘাস।

গবাদনী (স্ত্রী) গবাদন গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ ইন্দ্রবারুণী। ২ নীল অপরাজিতা। (রাজনি°) আধারে ল্যুট্ ঙীপ্। ৩ গোগণের জলপানের আধার পাত্র, ডাবা।

গবাদি (পুং) পাণিনীর একটী গণ। গো, হবিস্, অক্ষর, বিষ, বর্হিস্, অষ্টকা, সখদা, যুগ, মেধা, স্রুচ, কূপ, খদ, দর, খর, অসুর, অধ্বন্, বেদ, বীজ, দীপ্ত এই কয়টী গবাদি।

গবাধিকা (স্ত্রী) গবাধিকস্তেন অধিকারাতি কৈ-ক টাপ্। লাক্ষা। (ত্রিকাণ্ড)

গবানৃত (ক্লী) গোবিষয়ে অনৃত। গোবিষয়ে মিথ্যা কথন। "গবানৃতে পঞ্চশতং সহস্রং পুরুষানৃতে।" (স্মৃতি)

গবান্ মাহ্মুদ বা মাহ্মুদ গবান্, দাক্ষিণাপথের বাহ্মনী রাজগণের একজন প্রধান মন্ত্রী। ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে ৩রা সেপ্টেম্বর রাজা হুমায়ুনের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র অষ্টম বর্ষীয় নিজামশাহ রাজপদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার মাতা বিদগ্ধ ও বিচক্ষণ মাহ্মুদ গবানকে মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করেন। ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে নিজামশাহের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদ রাজা হন। তিনিও মাহ্মুদ গবানকে মন্ত্রী করেন। ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে নিজাম উলমুলক ভেরি নামক এক ব্যক্তি চক্রান্ত করিয়া মাহ্মুদ গবানকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলিয়া রাজার নিকট প্রতিপন্ন করেন। রাজাও সে কথায় বিশ্বাস করিয়া গবানের প্রাণ বধের আজ্ঞা দেন। গবানের মৃত্যু হইতেই বাহ্মনী রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হয়।

গবাময়ন (ক্লী) দশমাস বা দ্বাদশমাস সাধ্য যজ্ঞবিশেষ। তাণ্ড্যব্রাহ্মণের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে ইহার বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে—পূর্ব্বকালে কতকগুলি বন্য পশু দীক্ষিত হইয়া সংবৎসর পর্য্যন্ত একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। তাহার পর অপর অপরেও এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে বলিয়া ইহার নাম গবাময়ন হইয়াছে। বন্য পশুর সাধারণ নাম গো। যাহারা যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, দশমাস পর্য্যন্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইলে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি গোরুর শৃঙ্গ উঠিল। তাহারা পরস্পর বলিতে আরম্ভ করিল যে, আমরা সকলেই যজ্ঞফলে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছি এবং আমাদের শৃঙ্গও উঠিয়াছে। অতএব আর যজ্ঞানুষ্ঠানের আবশ্যক নাই, এখন যজ্ঞের সমাপন করিব। তাহারা দশমাস পর্য্যন্ত যজ্ঞ করিয়া ফললাভ করিয়াছিল বলিয়া এই যজ্ঞটী দশমাস সাধ্য হইয়াছে। (তাণ্ড্যব্রাহ্মণ ৪।১।১।) তাহাদের মধ্যে অপর কতকগুলি পশু যাহারা ফল লাভ করিতে পারে নাই, তাহারা বলিয়াছিল যে আমরা সংবৎসরের অবশিষ্ট আরও দুই মাস পর্য্যন্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া প্রারব্ধ যাগের সমাপন করিব। সংবৎসর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে তাহাদের শৃঙ্গ উঠিয়াছিল। কাহারও মতে তাহারা শৃঙ্গ উঠিলে পরেও অশ্রদ্ধায় যজ্ঞ করিয়াছিল বলিয়া তাহাদের শৃঙ্গ পুনর্ব্বার পতিত হইয়াছিল। যজ্ঞফলে ইহারা সকল ঋতুতেই আহারীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হইল। বোধ হয়, এই সময় হইতেই ইহাদের ঘাস খাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই কারণে শৃঙ্গহীন পশুগণ সকল ঋতুতেই পরিপুষ্ট হইয়া বিচরণ করে। কিন্তু শৃঙ্গযুক্ত মহিষ প্রভৃতি পশুসমূহ শীত ঋতুতেই উত্তাপে কৃশ হইয়া যায়। (তাণ্ড্যব্রা° ৪।১।২) ইহারা দ্বাদশ মাস অনুষ্ঠান করিয়া ফললাভ করে সেই কারণে এই যজ্ঞটী দ্বাদশ মাসসাধ্যও হইয়াছে। আপস্তম্বের মতে—জ্যোতিষ্টোম ও দর্শপূর্ণমাসাদি যজ্ঞের বিধানস্থলে কোনরূপ ফলের উল্লেখ না থাকিলেও যেরূপ স্বর্গলাভই তাহার ফল। সেই প্রকার এই স্থলে কোন ফলের উল্লেখ নাই বলিয়া ইহার ফল স্বর্গপ্রাপ্তি হইতে পারে। কিন্তু ইহার পরে সমৃদ্ধিপ্রাপ্তির কথা আছে বলিয়া এই যজ্ঞের ফল সমৃদ্ধিপ্রাপ্তি, স্বর্গলাভ নহে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এই যাগের ফল সমৃদ্ধিলাভ স্পষ্টাক্ষরেই লিখিত আছে।

চৈত্রমাসীয় শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে এই যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হয়। চৈত্রমাস সংবৎসরের চক্ষুর ন্যায় সর্ব্বপ্রথমাবয়ব এই কারণে তাহাতেই যজ্ঞদীক্ষার বিধান করা হইয়াছে। যজমানের বারটী দীক্ষা আছে, যদি শুক্লপক্ষীয় একাদশীতে প্রথম দীক্ষা হয়, তবে কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমী পর্য্যন্ত দ্বাদশরাত্রিতে দ্বাদশটী দীক্ষা সমাপ্ত হয়, কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীকে একাষ্টকা বলে, তাহাতে যজ্ঞক্রয় হইতে পারে। এই দিন প্রাতে প্রায়ণীয় নামক যজ্ঞাবয়বের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহা ছাড়া আরও ফল আছে। শুক্লপক্ষীয় একাদশীতে দীক্ষা হইলে সোমযাগটী পূর্ণিমা মধ্যে সমাপ্ত হইয়া যায় এবং সকল যজ্ঞেই দীক্ষার পর অন্যূন চারিটী উপসদ থাকে, এক্ষণ স্থলে দ্বাদশ দীক্ষার পর কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী হইতে শুক্লপক্ষের চতুর্থী পর্য্যন্ত দ্বাদশ দিনে দ্বাদশটী উপসদ শেষ হয় এবং শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমীতে প্রথম অভিষবের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। এইরূপ নিয়ম থেকে পূর্ণপক্ষেই মাস সমাপ্ত হয়। যথাবিধানে দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত যাগ করিয়া কৃষ্ণপক্ষেই সমাপন করিয়া যজ্ঞ হইতে উঠিবে, ইহার পরেই যজমানের পশু ও ধান্যাদি বৃদ্ধি এবং যজমানের স্বাস্থ্য ও কল্যাণজনক হয়। এই যজ্ঞফলে অল্পকাল মধ্যেই যজ্ঞকারী বিপুল সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠেন (তাণ্ড্যব্রা° ৫।৯।৮।), ইহার অপর অপর বিধান তাণ্ড্যব্রাহ্মণের ৫ম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

গবামৃত (ক্লী) গোরমৃতমিব একদেশঃ। গোদুগ্ধ। "আতিথিঃ সর্ব্বভূতানামাস্তিঃ সোমো গবামৃতম্।" (ভারত ৫।৩১২ অঃ।)

গবাম্পতি (পুং) গবাং পতিঃ অলুক্সমাসঃ। ১ বৃষ। "সিংহেনেব গবাংপতিম্।" (ভারত ৩।১৬ অঃ।) ২ গোপালক। "তথা দৃষ্ট্বা যবীয়াংসং মহসেবং গবাংপতিম্।" (ভারত ৪।১৯) ৩ গোস্বামী। ৪ চন্দ্র। ৫ কিরণপতি, সূর্য্য ও অগ্নি প্রভৃতি। "প্রণাদ্যোহধিকপ্রতাপ পরিভ্রাতো গবাংপতিঃ।" (ভারত ৩।২২০ অঃ।)

গবীশ্বর (পুং) গবামীশ্বরঃ ৬তৎ বিকল্পে পক্ষে ন অবঙাদেশঃ। গোস্বামী। পর্য্যায়—গোমান্, গোমী। (অমর)

গবেঙ্গিত (ক্লী) গবামিঙ্গিতম্ অবঙাদেশঃ বা। গোগণের শুভাশুভসূচক চেষ্টাবিশেষ। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, গোগণ দীনভাবাপন্ন হইলে রাজগণের অমঙ্গল, এবং পাদ দ্বারা ভূমি কুট্টন করিলে রোগ হয়, তাহাদের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইলে স্বামীর মৃত্যু হয়, ভীত হইয়া শব্দ করিলে তস্করগণের মৃত্যু হয়। যদি অকারণে ঐরূপ শব্দ করে, তবে অনর্থ ঘটে, আর রাত্রিতে অকারণে ঐরূপ শব্দ করিলে মঙ্গল হয়। যদি মক্ষিকা দ্বারা ব্যাপ্ত অথবা কুক্কুরগণ দ্বারা বেষ্টিত হয়, তবে শীঘ্রই বৃষ্টি হইবে। গৃহে আসিতে আসিতে হম্বা-রব করিলে গোষ্ঠবৃদ্ধি, এবং আর্দ্রদেহ, হৃষ্ট অথবা রোমাঞ্চিত হইলে গোসকল মঙ্গল প্রদান করে। (বৃহৎস° ৯২ অঃ)

গবেডু (স্ত্রী) গবে দীয়তে দা-মৃগয্বাদিত্বাৎ কু পৃষোদরাৎ দস্য ডঃ, অলুক্‌সমাসঃ। ধান্যভেদ, গড়গড়ে।

গবেডুকা (স্ত্রী) গবেডু-কন্ টাপ্। গবেধু, গড়গড়ে।

গবেধু (স্ত্রী) গবে ধীয়তে, ধা-কু অলুক্‌সমাসঃ। ধান্যবিশেষ, গড়গড়ে।

"গবেধুকা তু বিবুধৈর্গবেধুঃ কথিতা স্ত্রিয়াম্।
গবেধুঃ কটুকা স্বাদ্বী কার্শ্যকৃৎ কফনাশিনী॥" (ভাবপ্রকাশ)

গবেধুক (পুং) গবেধু-কন্। ১ দর্ব্বীকরজাতীয় সর্পবিশেষ। (ক্লী) গবেধু-সংজ্ঞায়াং কন্। ২ গৈরিক, গিরিমাটি। (রাজনি°) ৩ তৃণধান্যবিশেষ, গড়গড়ে। (বাভট, সুশ্রু° ৬ অঃ)

গবেধুকা (স্ত্রী) গবেধু কন্ টাপ্। তৃণধান্যবিশেষ, গড়গড়ে।
"শ্যামাকশ্চ নীবারা জর্ত্তিলাঃ সগবেধুকাঃ।" (বিষ্ণুপু° ১।৬।২৫)
পর্য্যায়—গবেডু, গবেধু, গবেডুকা, কুল্লী, গোজিহ্বা, শুভ্রা, শুভ্র, নাগবলা, গান্ধেরুকী, বলা, ক্ষুদ্রগবেধুকা, খর-যষ্টিকা, বিশ্বদেবা, গোরক্ষতণ্ডুলী।

গবেধু (স্ত্রী) গবেধুকা। (ভাবপ্রকাশ)

গবেন্দ্র (পুং) গোরিন্দ্র ইব নিত্য-অবঙ্। শ্রেষ্ঠ গোরু।

গবেরুক (ক্লী) গাং ভূমিং ঈর্ত্তে উৎপত্তয়ে বাহুলকাৎ ঈর উকঞ্, অবঙাদেশঃ। গৈরিক, গিরিমাটি। (ত্রিকাণ্ড)

গবেলগড়, বেরার অঞ্চলের একটী গ্রাম। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে নিকটস্থ আরগাম্ নগরে ইংরাজসেনাপতি জেনারেল ওয়েলেস্লির সহিত যুদ্ধে নাগপুরের রাজা ভোঁসলের সেনাপতি বেঙ্কোজি পরাজিত হন, তাহাতে ইংরাজসেনাপতি ষ্টিভেনসন গবেলগড় দখল করিয়া লন।

গবেশ (পুং) গবামীশঃ, অবঙাদেশঃ। ১ গোস্বামী, গোরক্ষক।

গবেশকা (স্ত্রী) গবেশ সংজ্ঞায়াং কন্ টাপ্। ১ বৃক্ষবিশেষঃ গোরক্ষতাণ্ডুলে। (শব্দচ) কেহ বলেন এই শব্দটা স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। গবেশকী।

গবেষ (ত্রি) গবেষ অন্বেষণে অচ্। অন্বেষণ।

গবেষণ (ত্রি) ইষ কর্ম্মণি ল্যু, গোরেষণঃ, ৬তৎ। ১ গোরুর অন্বেষণকর্ত্তা। ২ জলান্বেষণকারী। গবেষ-ল্যু। ৩ অন্বেষণকর্ত্তা।
"অভিপ্রা গবেষণা বর্দ্ধিষ্ণুভো গবেষণঃ।" (ঋক্ ১।১৩২।৩)
'গবেষণ উদকান্বেষণশীলঃ।' (সায়ণ)
'যজমানেভ্যো গবেষণঃ প্রাপিতানামন্বেষণকর্ত্তা।' ইয়ং-বাহুলকাৎ ল্যু। যদ্বা গবেষমাণৈঃ পুর্ব্বৈরদ্ভিঃ যজমানকামঃ মৃগয়িতো্যর্থঃ' (সায়ণ)
(পুং) ৪ চিত্রকের একপুত্র। (হরিবংশ ৩৫ অঃ)

গবেষণা (স্ত্রী) গবেষ-ভাবে যুচ্ টাপ্। ১ অন্বেষণ। (অমর) গোরুদর্শন এষণা। ২ গোরুর অথবা জলের অন্বেষণ।

গবেষণীয় (ত্রি) গবেষ অনীয়র্। অন্বেষণযোগ্য।

গবেষিত (ত্রি) গবেষ-ক্ত। অন্বেষিত। (অমর)

গবেষিন্ (ত্রি) গবেষ-ণিনি। অন্বেষণকর্ত্তা।
তত্র সর্ব্বে গমিষ্যামো ভীমার্জ্জুনগবেষিণঃ।" (ভার° ৩।১৪২ অঃ)

গবেষ্ঠিন্ (পুং) দৈত্যবিশেষ। "শঙ্কুকর্ণো নিরোধশ্চ গবেষ্ঠী দুন্দুভিস্তথা।" (হরিবংশ ৩ অঃ)

গবৈডক (ক্লী) গৌশ্চ এড়কশ্চ। গো এবং মেষ।

গবোদ্ঘ (পুং) প্রশস্তো গৌঃ। প্রশস্ত গোরু।

গব্য (ত্রি) গোরিদং গোর্বিকারো বা যৎ। (গোপয়সোর্যৎ পা ৪।৩।১৬০) (বান্তো যি প্রত্যয়ে। পা ৬।১।৭৯) ইতি অব। ১ গোসম্বন্ধীয় দুগ্ধাদি। (অমর)
"সংবৎসরন্তু গব্যেন পয়সা পায়সেন চ।" (মনু ৩।৭১)
২ গোরুর হিতকর। (মেদিনী)
(ক্লী) গবি ভবে সাধুঃ গো যৎ। ৩ জ্যা, ধনুকের ছিলা। ৪ রাগদ্রব্য। (মেদিনী)

গব্যয়ী (স্ত্রী) গোরিদং বাঞ্ছকাৎ ক্যচ্ দুড়াগমশ্চ। বাহ্বো অব্ ঙীপ্। শুক প্রভৃতি।
"গব্যয়ী ত্বগ্ ভবাত।" (ঋক্ ৯।৭০।৭) 'গব্যয়ী গোময়ী।' সায়ণ)

গব্যয়ু (ত্রি) গামিচ্ছতি গো-ক্যচ্ উণ্ বাদৌ বেদে দীর্ঘ বাহুল্যাভাবৌ। যে গোরু গ্রহণে ইচ্ছাবান্।
"আদিবস্পৃষ্ট গব্যয়ুর্বায়ুঃ। (ঋক্ ৯।৩৬।৬)
'গব্যয়ুর্গামিচ্ছন্।' (সায়ণ)

গব্যা (স্ত্রী) গবাং সমূহঃ (খলগোরথাৎ। পা ৪।২।৫০) ইতি যৎ (বান্তো যি প্রত্যয়ে। পা ৬।১।৭৯) ইতি অব্ টাপ্। ১ গোসমূহ। পর্য্যায়—গোত্রা। (অমর) ২ জ্যা, ধনুকের ছিলা। ৩ গব্যূতি, দুইক্রোশ। (হেম°) ৪ গোরচনা। (রাজনি°)

গব্যু (ত্রি) গামিচ্ছতি ইব-ক্যচ্‌, উণ্‌ (ক্যাচ্ছোবিপ্রত্যয়ে। পা ৩।২।১৭০)। দীর্ঘ বলোপাভাবৌ অব্‌। যে গো গ্রহণে ইচ্ছাবান্‌।

"অশ্বযুর্গব্যুরথযুর্বসূয়ুরিন্দ্র ইন্দ্রায় ক্ষরতি প্রয়স্থা।" (ঋক্‌ ৯।৫১।১৪)

গব্যূত (ক্লী) গব্যূতিঃ' পুষোদরাদিত্বাৎ অকারান্তত্বম্‌। ১ এক ক্রোশ। ২ দুইক্রোশ। (হেমচ°)

গব্যূতি (স্ত্রী) গোযূতিঃ (গোর্যুতৌ ছন্দস্যুপসংখ্যানম্‌। পা ৬।১।৭৯। ইত্যত্র 'অধ্বপরিমাণে চ' ইতি বার্ত্তিকাৎ) অব। দুই হাজার দণ্ড। (শব্দার্ণব।) দুই ক্রোশ। পর্য্যায়—ক্রোশযুগ, গব্যূত, গোরুত, গোমত, ৫ চম্পতি, গব্যা।

গস্‌গস্‌ (দেশজ) গরম।

গস্তা (দেশজ) বড়াইয়া পদ্যাসংগ্রহ।

গস্তানী (দেশজ) যে স্ত্রী স্বেচ্ছানুসারে পরপুরুষের সঙ্গ করে।

"কুটনী গস্তানী বড় যে মস্তানী,
উড়ে উড়ে দিব খুলে।" (বিদ্যাসুন্দর)

গহগহ (দেশজ) নিবড়রূপে প্রকাশ, ভিড়।

গহড়বার, (গহরবার বা গহর্বার)—উত্তরপশ্চিমবাসী রাজপুত-জাতির একটী শাখা। ডেরা মঙ্গলপুর, বিঠুর, আজমৌ, কনোজ, বিজয়ৌর, হসনাঙ্গপুর, বুন্দেলখণ্ড, গোরখপুর, কটি-ক্রম, বারাণসীর দক্ষিণ তহসাল, গাজিপুরের পচোত্তর ও মহাইচ, খরাহাড়, কাশ্মির প্রভৃতি স্থানে এই জাতির বাস অধিক।

এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বংশগত কোন ইতিহাস নাই, তবে বর্ত্তমান গহড়বারেরা আপনাদিগকে কনোজের পূর্ব্বতন রাজবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেয়। রাজপুত ইতিহাসেও ইহারা ৩৬টী রাজবংশের অন্তর্ভুক্ত। কাহারও মতে এই গহড়বার হইতে বর্ত্তমান রাঠোরবংশের সৃষ্টি। কেবল বিজয়ৌর ও গোরক্ষপুরের গহড়বার ব্যতীত অপর কেহ রাঠোর বংশে দান গ্রহণ করে না। [রাঠোর ও রাষ্ট্রকূট দেখ]

ওয়াকেয়াতুল্‌ কাশীম্‌ নামক পারসী গ্রন্থে লিখিত আছে, যে ইহারা (খৃষ্টীয় ১১১৫ অব্দে) বারাণসী হইতে কান্তিতে আসিয়া বাস করে। অপর কোন ঐতিহাসিকের মতে রাঠোর বংশীয় জয়চাঁদের প্রপৌত্র গড়ন দেব দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কাশীর হইতে আসিয়া ভরপত্তাদিগকে গঙ্গার উপকূল হইতে তাড়াইয়া দেন এবং আপনার বংশকে গহর্বার নামে আখ্যাত করিয়া কান্তিতে রাজ্য স্থাপন করেন। সাধারণতঃ কাশী-ধামই গহড়বারদিগের আদিবাসস্থান বলিয়া নিরূপিত। উপরোক্ত দুইজন লেখকের মতানুসারে গহড়বারদিগের স্বদেশ পরিত্যাগ ও কান্তিতে আসিয়া বাস প্রায় এক সময়েই ঘটিয়াছিল। সুতরাং নিম্নলিখিত কাশীর শব্দটি সম্ভবতঃ ভ্রমক্রমে কাশীর পরিবর্ত্তে বসিয়া থাকিবে। গোরক্ষপুর অঞ্চলে এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও দুইটী বিভিন্ন প্রবাদ প্রচলিত আছে। ১ম, গহড়বারেরা নলরাজের বংশ-সম্ভূত। গোয়ালিয়রের নিকটবর্ত্তী নরবার নামক স্থান হইতে কাশীধামে আসিয়া বাস করে। ২য়, কাশীরাজ বনদেব মগধ-রাজকর্ত্তৃক তাড়িত হইলে স্বরাজ্যপরিত্যাগপূর্ব্বক কাশ্মীর-রাজ ত্রিপুরের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরে স্বীয় প্রভুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া কাশ্মীর-রাজ্যের অধীশ্বর হয়েন। তাঁহার বংশধরেরা ১২১ পুরুষ রাজত্ব করিলে ইরান্‌, তুর্কস্থান ও রোম-দেশাধিপতি কাশ্মীর আক্রমণ করে। তথা হইতে যবন কর্ত্তৃক তাড়িত হই। বনদেবের বংশধরগণ কনোজে পলাইয়া আসেন এবং এইখানে জয়চাঁদ পর্য্যন্ত ৫০ পুরুষ রাজত্ব করেন। রাজা বনদেবের তৃতীয় পুত্র রাজা বনার গহড়বার সামন্তদিগের আদিপুরুষ। (কাহারও মতে এই বনার হইতেই কাশীর 'বনারস্‌' নাম হয়।)

বস্তুতঃ কনোজের রাঠোররাজ জয়চন্দ্র হইতে উর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ রাজা চন্দ্রদেব ও মহীপাল প্রভৃতি কনোজরাজগণ গহড়বারবংশীয় ছিলেন তাহা ১১৬১ সম্বতে প্রদত্ত বসাহী হইতে প্রাপ্ত শাসনলিপি পাঠে জানা যায়। [কনোজ দেখ।]

চন্দ্রদেবের পিতা মহীপাল বঙ্গ, বেহার ও কাশীর অধিপতি, কিন্তু বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, তাঁহার রাজত্বকালে কলচুরি রাজগণের হস্তে কনোজের আধিপত্য ছিল। মহীপালের কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রদেব কলচুরিরাজ কর্ণের নিকট হইতে বন্ধুতার চিহ্নস্বরূপ কনোজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের উপর চন্দ্রদেবের বড়ই আস্থা ছিল। বিহার ও কাশীর পালবংশীয় বৌদ্ধরাজগণ তাঁহার আত্মীয় হইলেও তিনি তাঁহাদের সংস্রব এককালে পরিত্যাগ করেন। এমন কি তিনি তাঁহার বংশগত 'পাল' উপাধি ত্যাগ করিয়া 'চন্দ্র' উপাধি গ্রহণ করেন। এই চন্দ্রদেবই কনোজের রাঠোর-রাজবংশের প্রথম রাজা। তাঁহার পর হইতেই বেহার ও কাশীর গহড়বারেরা পাল ও কনোজের রাঠোরেরা চন্দ্র উপাধি গ্রহণ করেন। এতদ্ভিন্ন বুন্দেলখণ্ডের বুন্দেলা জাতিও এই বংশসম্ভূত।

গহড়বারেরা যে কনোজের রাজা ছিল, সে সম্বন্ধে আরও একটী প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজপুতজাতির গৌতম গোষ্ঠী-রেরা বলেন যে, তাঁহারা বাস জন্য কনোজের গহড়বার রাজ-গণের অনুগ্রহে মির্ দোয়াবের অধিকার পান।

তারিখুর নৈর, তারাখযুরাশির, তবকৎ ই অকবরী, ফিরিস্তা প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, গঙ্গানপতি মাহুদ

রঘুনাথ রাও বা রাঘব প্রভুর বিপক্ষে অগ্রধাবন করেন। দমাজী রাঘবের সহায়তা করিবার জন্য নিজ পুত্র গোবিন্দ রাওকে সসৈন্যে পাঠাইয়া দিলেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল, কিন্তু শেষে রাঘব পরাস্ত হইলেন। পেশবা গোবিন্দ রাওকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। দমাজীকে ৫২৫০০০৲ টাকা দিয়া সন্ধি করিতে হইল। তিনি শান্তির সময় ৩০০০ ও যুদ্ধের সময় ৪০০০ অশ্বারোহী দিতে স্বীকৃত হইলেন। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি প্রদেশ পেশবা অধিকার করিয়া লইলেন। কথা রহিল যে, আর ২৫৪০০০৲ টাকা দিলে সেগুলি প্রত্যর্পণ করা হইবে। এই ঘটনার পর দমাজীর রাজ্যকালে আর কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই। সন্ধির সর্ত্ত পূর্ণ হইতে না হইতেই ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার তিন পত্নী ছিল, প্রথমার গর্ভে গোবিন্দরাও, দ্বিতীয়ার গর্ভে সয়াজী ও ফতেসিংহ এবং তৃতীয়ার গর্ভে মাণিকজী নামে পুত্র জন্মে। সেই পুত্রগণের মধ্যে দ্বিতীয়ার গর্ভজাত সয়াজী রাও সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ। পিতার মৃত্যুকালে প্রথমার গর্ভজাত গোবিন্দরাও বন্দীভাবে পুণায় ছিলেন। তিনি তথায় পেশবা মধুরাওকে বহুমূল্য উপঢৌকনে তুষ্ট করিয়া ও পূর্ব্বকৃত সন্ধির মত কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়া মধুরাওর নিকট হইতে আপনার নামে রাজ্য করিবার অনুমতি লইলেন এবং তিনি সেন খাস্-খেল্ উপাধিও পাইলেন। (১) এদিকে ফতেসিংহ জ্যেষ্ঠভ্রাতা বুদ্ধিহীন সয়াজীকে বরদার সিংহাসনে বসাইয়া রাজকার্য্য-পরিচালনভার নিজ হস্তে লইলেন এবং পেশবাকে তুষ্ট করিবার জন্য পুণায় যাত্রা করিলেন। সেই সময় মধুরাওর বংশ মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। লোভে পড়িয়া পেশবা সয়াজীর অধিকার স্বীকার করিলেন এবং তাঁহাকে সেন্-খাস-খেল উপাধি দিয়া ফতেসিংহকে তাঁহার মুতালেক নিযুক্ত করিলেন। তাহাতে গোবিন্দরাওর সহিত ফতেসিংহের বিবাদ আরম্ভ হইল। ফতেসিংহ মধুরাওকে বলিলেন যে, গোবিন্দরাও সম্ভবতঃ যুদ্ধের উদ্যোগ করিবেন। সুতরাং যে সৈন্য এখন পেশবার নিকট রাখা হইয়াছে, তাহাদিগকে গুজরাটে রাখিলে ভাল হয়; আর সেই সৈন্যের খোরাক স্বরূপ তিনি বাৎসরিক ৬৭৫০০০৲ টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। ফতেসিংহ পেশবার অভিসন্ধি বেশ বুঝিয়াছিলেন, তিনি জানিতেন পেশবা কোন সময়ে তাঁহাকেই আক্রমণ করিয়া বিপর্য্যস্ত করিবে। তিনি ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের বোম্বাই গবর্মেণ্টের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু বিলাতের কোর্ট অব্ ডিরেক্টরেরা সে প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তবে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ১২ই জানুয়ারি বরোচের রাজস্বসম্বন্ধে একটী সন্ধি হইল।

এদিকে নারায়ণ রাওর প্রাণবিনাশের পর রাঘব পেশবা হইলে, আবার গোবিন্দরাওকে "সেন্-খাস্-খেল্" উপাধি দেওয়া হইল। এবার গোবিন্দরাওর সাহস বাড়িল। তিনি ফতেসিংহের নিকট হইতে বরদারাজ্য কাড়িয়া লইবার জন্য গুজরাট যাত্রা করিলেন। তথায় আসিয়াই বরদানগর অবরোধ করিয়া রহিলেন। রাঘব নরোত্তমদাস নামক এক ব্যক্তিকে গোবিন্দরাওর পক্ষে সুরাটের দক্ষিণ প্রদেশ সমূহের রাজস্ব আদায় করিতে নিযুক্ত করেন। ফতেসিংহ আসিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। রাঘব সৈন্যসহ গোবিন্দরাওর সহিত মিলিত হইয়া অবরোধে যোগ দিলেন। এদিকে ফতেসিংহ হোলকার ও সিন্ধিয়ার সৈন্য লইয়া রাঘবের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। রাঘব পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। গোবিন্দরাও, খণ্ডেরাও প্রভৃতি প্রথমতঃ কপড়বঞ্জে পরে পহ্লানপুরে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। শেষে রাঘব ইংরাজদিগের আশ্রয় লইলেন। [ফতেসিংহ গাইকোবাড় দেখ।] ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ২০এ জানুয়ারি ফতেসিংহের সহিত একটী সন্ধি হয়। পরে সে সন্ধি বাতিল হইয়া ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে আর একটী সন্ধি হয়। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ২১এ ডিসেম্বর ফতেসিংহের মৃত্যু হইলে দমাজীর অপর পুত্র মানাজী রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বমত সয়াজীর নামে রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে আগষ্টমাসে তাঁহার মৃত্যু হইলে পূর্ব্বোক্ত গোবিন্দরাও গাইকোবাড় বরদার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে গোবিন্দরাওর মৃত্যু হয়। গোবিন্দরাওর ১১টী পুত্র ছিল, তন্মধ্যে ৭টী জারজ। গোবিন্দরাওর জ্যেষ্ঠ পুত্র আনন্দরাও গাইকোবাড় সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার তেমন বুদ্ধি ছিল না। মুহুর্ত্তেই

(১) গোবিন্দ রাওকে এই উপলক্ষে ৫০,৮৯,৩১২৸৶০ টাকা দিতে হয়। পেশবার দপ্তরের হিসাবে দেখা যায়, নিম্নলিখিত মতে তাঁহাকে এই টাকা দিতে হয়—

গত সনের কর	...	...	৫,২৫,০০০
১৭৬৮ খৃঃ অনুপস্থিতের জরিমানা	...	...	২৩,২৫,০০০
সেন্-খাস্-খেল্ উপাধির জন্য নজর ও আনুষঙ্গিক ইত্যাদি		...	২১,০০,০০০
খানে খাতে	...	...	১,০০,০০০
মুকুন্দ কাদির যে অতিরিক্ত কর আদায় করেন তজ্জন্য			২০,৬০০
			৫০,৯২,৬০০
জমা খর্চ দেওয়া হয়	...	...	৩,২৮৭৸/০
বাকী	...	...	৫০,৮৯,৩১২৸৶০

গোবিন্দরাওর জারজ পুত্র কনোজীরাও রাজ্যের সকল ক্ষমতা নিজ হস্তে লইতে লাগিলেন। বরদা রাজ্যের পূর্ব্বতন মন্ত্রী রাওজী আপ্পাজী আনন্দরাওর সহায়তা করিয়া কনোজীরাওর হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইলেন। উভয়পক্ষে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রাওজীর পক্ষে তাঁহার ভ্রাতা বাবাজী, তাঁহার অধীনে গুজরাটী অশ্বারোহী দল ও সপ্তসহস্র আরবসেনা ছিল। সেকালে মঙ্গল পারিখ ও সামুএলবিচর নামে দু'জন সরকার অধিক সুদে টাকা সরবরাহ করিয়া এই সেনাদলকে পালন করিত। সেনারা বেতন পাইলে তাহাদের দেনা শোধ দিত। সুতরাং সেনাগণ সরকারদলের বিশেষ বশীভূত ছিল। এই দুইজন সরকার বাবাজীর পক্ষে থাকাতে আনন্দরাওর পক্ষই বলবান্ হইল। এদিকে কনোজীর পক্ষও নিতান্ত সহায়শূন্য ছিল না। তাঁহার পিতৃব্য মলহররাও করি নামক স্থানের জাগীরদার ছিলেন। কনোজী রাজ্য পাইলে তাঁহার বাকি রাজস্ব রেহাই দিবেন ও ভবিষ্যতে আর রাজস্ব লইবেন না, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইলে মলহররাও তাঁহার পক্ষ লইলেন ও অবিলম্বে সেনাসংগ্রহ করিয়া বরদা আক্রমণ করিলেন। আনন্দরাওর পক্ষে রাওজী কানহোপাৎ হইয়া বোম্বাইয়ের ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে বলিয়া পাঠাইলেন যে মলহর রাওর বিপক্ষে যদি ইংরাজেরা সাহায্য করেন, তবে পাঁচদল ইংরাজ সেনার খরচ তিনি যোগাইতে প্রস্তুত আছেন। বোম্বাইয়ের শাসনকর্ত্তা ডন্‌কান সাহেব ভারত গবর্মেণ্টের অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু অনেকদিন অপেক্ষা করিয়াও কোন মতামত না পাইয়া, শেষ মেজর আলেকজাণ্ডার ওয়াকারকে সেনাপতি করিয়া ২০০০ সেনাসহ পাঠাইয়া দিলেন, তাঁহাকে আরও বলিয়া দিলেন যে, প্রথমতঃ তিনি মিটমাটের চেষ্টা করিবেন। মিটমাটের সুবিধা না হইলে, রাওজীর সহায় হইয়া মলহররাওর বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবেন। মলহররাও গতিক বুঝিয়া প্রথমতঃ দেখাইলেন, যেন বড় ভয় পাইয়াছেন। এজন্য যে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন। শান্তির কথা হইতেছে, এমন সময় হঠাৎ মলহররাও ১৭ই মার্চ তারিখে ইংরাজসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু শেষে তাঁহাকেই পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে হইল। এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের ৫০ জন হত হয়। এদিকে মলহর রাও গোপনে বাবাজীর অনেক সেনাদল ভাঙ্গাইয়া লইতে লাগিলেন। ওয়াকার সাহেব অবস্থা বুঝিয়া বোম্বাইয়ে সংবাদ দিলে বোম্বাই গবর্মেণ্ট আরও কতকগুলি সৈন্যসহ সার উইলিয়ম ক্লার্ক সাহেবকে পাঠাইলেন। ৩০এ এপ্রিল, তিনি বরদায় উপস্থিত হইয়াই মলহররাওকে আক্রমণ করিলেন। মলহররাও শেষে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। ইংরাজ গবর্মেণ্ট ওয়াকার সাহেবকে বরদায় পলিটিকাল এজেণ্ট নিযুক্ত করিলেন। স্থির হইল, মলহররাও নেরিয়াদ নামক স্থানে বাস করিবেন, আর মাসিক ১,২৫,০০০৲ টাকা খরচ স্বরূপ পাইবেন। ভাল ব্যবহার করিলে, আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। কানোজী বরদায় বন্দীভাবে রহিলেন কথা হইল—আনন্দরাও ইংরাজ গবর্মেণ্টের একদল সেনা রাখিবেন, আর সুরাট ও চৌরাশীজেলার চৌথ ইংরাজ গবর্মেণ্টকে দিবেন। রাওজী আপ্পাজী যাবজ্জীবন মন্ত্রী থাকিবেন। ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাহার পুত্র ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয় ও বন্ধুবান্ধবদিগের প্রতি যথেষ্ট উদারতা দেখাইবেন।

এদিকে বরদা রাজকোষের অর্থ সম্বন্ধে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত। মন্ত্রী রাওজী আপ্পাজী তাহার শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে অসমর্থ, তাঁহাকে ইংরাজ গবর্মেণ্টের সাহায্য লইয়া কার্য্য করিতে হইল। গাইকোবাড়বংশীয় গণপৎ নামে এক ব্যক্তি মলহররাওর পক্ষ অবলম্বন করিয়া সংখেদা দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। ভূতপূর্ব্ব গোবিন্দরাও গাইকোবাড়ের আর এক জারজ পুত্র মুরারি রাও গণপতের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। ইহাদিগকে দমন করা একান্ত আবশ্যক জানিয়া একদল সেনা পাঠান হইল। গণপৎ রাও ও মুরারিরাও পলায়ন করিয়া ধাররাজ্যে পুয়ারদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

অপরদিকে আর এক বিভ্রাট্ উপস্থিত। আরবদেশীয় নগদা সেনাদল অনেকদিন বেতন পায় নাই বলিয়া যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিল। তাহাদিগকে দমন করা কঠিন হইয়া উঠিল। শৃঙ্খলা স্থাপনের উদ্যোগ দেখিয়াই হউক, অথবা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে, এই আশঙ্কায় তাহারা বিদ্রোহী হইয়া গাইকোবাড় আনন্দরাওকে বন্দী করিল ও কনোজীকে মুক্ত করিয়া দিল। মলহররাও সেই সুযোগে নেরিয়াদ নামক স্থান হইতে গোপনে পলায়ন করিলেন। চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

পলিটিকাল এজেণ্ট ওয়াকার সাহেব প্রথমতঃ মিষ্ট কথায় আরবদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তিনি বোম্বাই হইতে ইংরাজসৈন্য আনাইয়া বরদা অবরোধ করিলেন। অবরোধ সময়ে আরবেরা দুর্গের অভ্যন্তর হইতে বন্দুক ছুড়িয়া ইংরাজসৈন্যের অনেককে বিনষ্ট করিতে লাগিল। দশদিন অবরোধের পর আরবসেনাগণ

আবার ১৫ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি কাড়িয়া লইলেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লেয়ার বরদায় গিয়া গাইকোবাড়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। স্থির হইল যে, গাইকোবাড় মহাজনদিগের ঋণ পরিশোধ করিবেন। মহাজনদিগের উপর কোনরূপ অত্যাচার না হয়, এজন্য গবর্মেণ্ট দায়ী হইলেন। গাইকোবাড় অশ্বারোহী সেনাদলের বেতন সময় মত দিবেন স্বীকার করিলেন এবং অঙ্গীকার প্রতিপালনের জামিন স্বরূপ গবর্মেণ্টের নিকট ১০ লক্ষ টাকা জমা রাখিলেন। গবর্মেণ্ট ইতিপূর্ব্বে ১৫ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাহা ফিরিয়া দিলেন কিন্তু সিয়াজীর পক্ষে প্রতিজ্ঞা পালন করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। তিনি নানা বিষয়ে গবর্মেণ্টের পরামর্শের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে লাগিলেন। অতঃপর ইংরাজ গবর্মেণ্ট আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। গাইকোবাড়ের কতকগুলি স্থান ইংরাজ গবর্মেণ্টের অধিকারে ছিল। গাইকোবাড়কে তাহার খাজনা দিতে হইত। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট গাইকোবাড়কে এই খাজনার টাকা দেওয়া বন্ধ করিলেন এবং তৎপর বর্ষে নওসরী নামক স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। সিয়াজীর তথাপি গ্রাহ্য নাই। তিনি সর্ত্ত মত কার্য্য করিবার কোন চেষ্টাই করিলেন না। তাঁহার বিপক্ষে ক্রমশঃ অনেক অভিযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। গবর্মেণ্ট আপনাদিগের অসন্তোষ প্রকাশ করিবার জন্য পিৎলাইড় নামক জেলায় সিয়াজীর যে অংশ ছিল, তাহা অধিকার করিয়া লইলেন। উহার আয় ৭,০২,০০০৲ টাকা। তাহার পর তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া অপরকে রাজ্য দিবার ভয় দেখান হইল। কিছুতেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। শেষে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট যখন সাতারার রাজা প্রতাপসিংহকে রাজ্যচ্যুত করিলেন, তখন সিয়াজী কি ভাবিয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়া দুই একটী ব্যতীত সকল বিষয়ে গবর্মেণ্টের আজ্ঞা মত কার্য্য করিতে অঙ্গীকার করিলেন। ইংরাজ গবর্মেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া পিৎলাউডের অংশ ছাড়িয়া দিলেন এবং পূর্ব্বে জামিন স্বরূপ যে দশ লক্ষ টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, তাহাও প্রত্যর্পণ করিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ১৯এ ডিসেম্বর সিয়াজীর মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গণপৎরাও তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। গণপৎরাও গাইকোবাড়ের রাজত্বকালে কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। প্রজার সুখস্বচ্ছন্দতার দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। কিন্তু বিলাস লইয়াই কালযাপন করিতেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই ও বরদা রেলের জন্য ইংরাজ গবর্মেণ্টকে জমি দান করেন। এইরূপ সর্ত্ত থাকে যে এই রেল খুলিলে গাইকোবাড়ের আমদানী রপ্তানি মাশুলের যে ক্ষতি হইবে, তাহা পূরণ করিয়া দিতে হইবে। প্রতি বৎসর সেই ক্ষতির হিসাব হয় ও পূরণ করিয়া দেওয়া হয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ১৯এ নবেম্বর গণপৎরাওর মৃত্যু হয়। তাঁহার সন্তান না থাকায় তাঁহার ভ্রাতা খণ্ডেরাও সিংহাসনে আরোহণ করেন। [খণ্ডেরাও গাইকোবাড় দেখ।] ইংরাজ গবর্মেণ্ট ইঁহাকে জি সি এস আই (G. C. S. I) উপাধি দেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ২৮এ নবেম্বর খণ্ডেরাওর মৃত্যু হইলে উঁহার ভ্রাতা মলহররাও গাইকোবাড়ের বরদার সিংহাসনে আরোহণ করেন। খণ্ডেরাওর বিধবা পত্নী যমুনাবাই তখন গর্ভবতী ছিলেন। ইংরাজ গবর্মেণ্ট মলহাররাওকে বলিয়া রাখিলেন যে, যদি যমুনাবাইয়ের গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মে, তবে সেই রাজত্ব পাইবেন। কয়েক মাস পরে যমুনাবাইয়ের একটী কন্যা সন্তান হইল। সুতরাং মলহাররাও নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিতে লাগিলেন। মলহাররাও পূর্ব্বে খণ্ডেরাওর প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন এবং কারাগার হইতে একেবারে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এরূপ লোক যে ভালরূপ রাজকার্য্য করিবে, তাহা কেহই আশা করে নাই। ফলেও তাহাই হইল। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রজারা বিরক্ত হইয়া ইংরাজরাজের নিকট আবেদন করায় গবর্মেণ্ট তদারক করিবার জন্য একটা কমিসন নিযুক্ত করিলেন। কমিসন আবেদনের কথা ছাড়া রাজস্ব, রাজনৈতিক ও বিচার প্রভৃতি নানা বিষয়ে তদারক করিয়া মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইলেন। সেই মন্তব্য পাঠ করিয়া ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক তাঁহাকে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাসনসংস্কার করিবার সময় দিলেন। ইতিমধ্যে তিনি যদি সুবন্দোবস্ত করিতে না পারেন তাহা হইলে সিংহাসনচ্যুত করা হইবে। কিন্তু ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেয়ারকে বিষপ্রয়োগের চেষ্টার সংবাদ প্রচার হইল। অনুসন্ধানে মলহাররাওর প্রতি সন্দেহ হয়। গবর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক একটী ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, গাইকোবাড়ের বিপক্ষে যখন সন্দেহ, তখন তাহার অনুসন্ধানের জন্য একটী আদালত বসিবে। যত দিন আদালতের বিচারে তিনি নির্দ্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত না হন, ততদিন তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ততদিন ইংরাজ গবর্মেণ্ট স্বয়ং সেই ভার গ্রহণ করিবেন। মলহাররাও ইতিমধ্যে আদালতে আপনার দোষক্ষালনের জন্য প্রমাণাদি দিবেন। [মলহাররাও দেখ।]

কলিকাতার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, গোয়ালিয়রের মহারাজ, জয়পুরের মহারাজ, মহিশূরের চিফ কমিসনর, সার দিনকররাও (গোয়ালিয়রের মন্ত্রী) ও পঞ্জাবের কমিসনর এই কএক জনে বসিয়া আদালতে গাইকোবাড়ের বিচার করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে, ২৩এ ফেব্রুয়ারী এই আদালত বসে। বিচারকগণ মলহাররাওর দোষ সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহাকে তিনজন দোষী ও তিনজন নির্দোষ সাব্যস্ত করিলেন। কিন্তু গবর্মেণ্ট তাঁহার পূর্ব্বকৃত অপরাধ স্মরণ করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনে অনুপযোগী বিবেচনা করিয়া ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ১২এ এপ্রেল তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া মান্দ্রাজে পাঠাইয়া দিলেন। খণ্ডেরাও সিপাহী বিদ্রোহের সময় সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্মানের জন্য তৎপত্নী যমুনাবাইকে একটী দত্তক গ্রহণ করিবার অনুমতি পত্র দেওয়া হইল। তদনুসারে তিনি পিলাজীরাওর পুত্র দমাজীর কনিষ্ঠ প্রতাপরাওর বংশীয় সয়াজী (সয়াজী) রাওকে মনোনীত করিলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ২৭এ মে সয়াজী গাইকোবাড় ১২ বৎসর বয়সে বরদার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। হোলকরের মন্ত্রী সুবিখ্যাত সার টি মাধবরাও কে সি এস আই বরদার মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইলেন। এলিয়ট সাহেবকে সয়াজীর শিক্ষক নিযুক্ত করা হইল। বালক পূর্ব্বে সামান্য গ্রাম্য বালকদের সহিত খেলা করিত, তখন কেহ জানিত না যে তাহার অদৃষ্টে রাজসিংহাসন আছে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ৮ই নবেম্বর যখন প্রিন্স অব ওয়েলস্ (রাজকুমার) বোম্বাইয়ে অবতরণ করেন, তখন বালক গাইকোবাড় তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। ১৯এ নবেম্বর যুবরাজ বরদায় গমন করিয়া গাইকোবাড়ের আতিথ্য গ্রহণ করেন। যাঁহারা যুবরাজের সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বালক গাইকোবাড়ের গাম্ভীর্য্য ও রাজোচিত ব্যবহারে আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণোপলক্ষে দিল্লীতে দরবার হয়, তাহাতে সয়াজী উপস্থিত ছিলেন। দরবার হইতে তিনি ফরজন্দ-ই খাস-দৌলত ইংলিসিয়া উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে যমুনাবাইকে ভারতমুকুট বা সি আই ই উপাধি দেওয়া হয়। সয়াজী গাইকোবাড়ও পরে কে সি এস আই উপাধি পাইয়াছেন।

গাইল (দেশজ) কটূক্তি, কুৎসিত বাক্য।

গাএন (দেশজ) গায়ক, যে গান করে।

গাওন (দেশজ) গান করণ, গীত গাওন।

গাওনা (দেশজ) গান।

গাং (দেশজ) ১ নদী। ২ গঙ্গা, ভাগীরথী।

গাংকই (দেশজ) একপ্রকার কইমাছ।

গাংখয়রা (দেশজ) নদী প্রভৃতির খয়রা মাছ।

গাংচাঁদা (দেশজ) নদী প্রভৃতির চাঁদা মাছ।

গাংচি (দেশজ) একরকম চাউল।

গাংচিল (দেশজ) চিল পক্ষিবিশেষ। [চিল দেখ।]

গাংদাড়া (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

গাংপটকা (দেশজ) নদীজাত মৎস্যবিশেষ।

গাংফড়িঙ্গ (দেশজ) একপ্রকার ফড়িঙ্গ, পতঙ্গবিশেষ।

গাংফেঁসা (দেশজ) নদীজাত মৎস্যবিশেষ।

গাংবেণা (দেশজ) নদীতীরজাত বেণাতৃণবিশেষ।

গাংশালিক (দেশজ) শালিকা পক্ষিবিশেষ।

গাঁ (দেশজ) গ্রাম।

গাঁই (গ্রামী শব্দের অপভ্রংশ) আদিশূরের সময় ও পরে যে সব কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ যে যে গ্রামে বাস করেন, এক্ষণে সেই সেই গ্রামের নাম তাঁহাদের কৌলিক উপাধিরূপে পরিগণিত হইয়াছে, তাহারই নাম গাঁই। [গাঁই দেখ।]

গাঁইট (দেশজ) ১ গ্রন্থি, গিরা, গিঁট। ২ মোট, বস্তা।

গাঁইটকাটা (দেশজ) যাহারা গাঁইট কাটিয়া টাকা পয়সা প্রভৃতি চুরি করে, চোর বিশেষ।

গাঁইটশূল (দেশজ) গ্রন্থিশূল, সন্ধিস্থানের বেদনাবিশেষ, গাঁট কামড়ানি।

গাঁইড় (দেশজ) ১ গা। ২ গুহ্যস্থান।

গাঁজন (দেশজ) দ্রবদ্রব্যের বিকৃতি করণ।

গাঁজলা (দেশজ) ফেণযুক্ত।

গাঁজা, স্বনামখ্যাত গাছ ও তাহার ফল। (Cannabis Sativa বা Cannabis Indica) ইংরাজী Hemp, ফরাসী Chanvre, জর্ম্মণ Hanf, ইটালী Canape, রুষ Konoplia স্পেনীয় Canamo, দিনা Hamp, হিন্দী ভাঙ, কাশ্মীরী বঙ্গি, মহারাষ্ট্র ভাঙ্গাছা ঝাড়া, বঙ্গে সিদ্ধি, ভাঙ, গাঁজা। সংস্কৃত পর্য্যায়—গঞ্জিকা, বজ্রপাক, জয়া, ভঙ্গিকা, গঞ্জাপন, গঞ্জাকিনী, মৎকুণারি, মাতুলী, মাতুলানী, মাদিনী, শক্রাশন, ত্রৈলোক্যবিজয়া, হর্ষণ, জয়া। (শব্দচন্দ্রিকা।) বীরপুত্রা, গঞ্জা, চপলা, অজয়া, আনন্দা, প্রকাশিনী, হর্ষিণী। ইহার গুণ—কটু, কষায়, উষ্ণ, তিক্ত, বাত ও কফনাশক, সংগ্রাহী, বলকর, মেধাবৃদ্ধিকারী, দীপন ও বাক্যবৃদ্ধিকর। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ—কফনাশক, তিক্ত, গ্রাহী, পাচক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পিত্ত, মোহ, মত্ততা বাক্য ও অগ্নিবৃদ্ধিকর।

ডাক্তার ওসক্নেসি সন্দর্ভে গাঁজার গুণাগুণ অবগত হইয়া ইহাকে বিলাতী ঔষধে প্রয়োগ করেন। *

ইংরাজীতে হেম্প (Hemp) শব্দে শণ বা গাঁজা উভয়ই বুঝায়। এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা প্রভৃতি গ্রন্থেও এক বোধ দৃষ্ট হয়। দুই বৃক্ষ এক জাতীয় হইলেও গাঁজা গাছের আকারে একটু বিশেষত্ব আছে। গাঁজা গাছে কাঠের ভাগ অধিক, উহা শণ বৃক্ষ অপেক্ষা স্থূল। ডাঁটা সরল, মূলদেশ বিস্তৃত, ঊর্দ্ধোপরি সরু। গাছ সচরাচর ৪ হস্ত, কখন ৬ হস্ত পর্য্যন্ত হয়। গাছে পত্রগুলি ঘোর সবুজ, ফুলগুলি শাদা, তাহাতে সবুজের আভা দেখা যায়। ইহার শিকড় শাদা মধ্যস্থলে মোটা, দুই দিক সরু। তাহাতে অনেক রোঁয়া বা আঁশ আছে। গাঁজ সরল, উর্দ্ধগ ও ইহার পরিধি ৬ হইতে ৮ হাত পর্য্যন্ত হইবে। নিম্নদেশ হইতে শাখাগুলি কখন জড়িত ভাবে কখন বা স্বতন্ত্র ভাবে ছড়াইয়া পড়ে। সকল স্থানেই রোঁয়া সংযুক্ত। তাহার ভিতর এক প্রকার কোমল শ্বেত মজ্জা বা শস্য পরিপূর্ণ থাকে। এই মজ্জার উপর সূক্ষ্ম বিশিষ্ট এক [illegible] আবরণ আছে। ইহার উপরই ছাল, লম্বা লম্বা আঁশে [illegible] নির্ম্মিত, সেগুলি সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত। পত্রগুলি একটী সরুডালের উভয় পার্শ্বে সজ্জিত। পাতা গোড়ার দিক হইতে মোটা হইয়া ক্রমে সূচ্যগ্রের ন্যায় সরু। পাতার পার্শ্বদেশ করাতের ন্যায় কাটা কাটা। পত্র যেখানে বাহির হয়, তথায় কয়েকটা গ্রন্থি দেখা যায়। ইহার ফুল কতক পুরুষজাতীয় ও কতক স্ত্রীজাতীয়। পুরুষজাতীয় ফুল স্বতন্ত্র গাছে হয়। সেগুলি এক এক গোছা একত্র জন্মিয়া থাকে ও প্রায়ই অধিক নত হয়। তাহার গোড়ায় নূতন নূতন কুঁড়ি ধরিতে থাকে। পরিব্যাপ পাঁচকোষ। ও গুলিতে নেশা হয় না বলিয়া এদেশীয় কৃষকেরা ফেলিয়া দেয়। ইহার ফুলগুলি গুচ্ছ বাঁধিয়া গোছা হইয়া উঠে। তাহার মধ্যে ডিম্বকোষ। ডিম্বকোষটী অর্দ্ধ গোলাকার। তাহাতে একটী মাত্র উদ্ভিদ্ জ্রূণ থাকিতে পারে। পরে বীজ বড় হইলেই গাছটী মরিয়া যায়।

স্ত্রীজাতীয় পুষ্পই এদেশে নেশার জন্য গাঁজারূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু চাষা লোকেরা এই গুলিকেই মদ্দা বা পুংজাতীয় বলিয়া জানে। এই বিশ্বাসে তাহারা প্রকৃত পুংপুষ্পগুলি ক্ষেত্র হইতে বাছিয়া লইয়া ফেলিয়া দেয়। পুংপুষ্প হইলে ভাল মাদক দ্রব্য হয় না। বীজে পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

রয়েল সাহেব বলেন যে, এক গাছে দুই জাতীয় ফুলই ফুটিয়া থাকে। কিন্তু সে অনুমানও ঠিক নহে। প্রথম অবস্থায় কোন কোন গাছ পুংজাতীয় তাহা নির্ণয় করা বড় কঠিন। তবে যাহারা উহার চাষ করে, তাহারাই কেবল বুঝিতে পারে।

গাঁজার মধ্যে রজনের মত একপ্রকার চটচটিয়া দ্রব্য থাকে, তাহাতেও বেশ নেশা হয়, এই আঠা কখন কখন স্বতন্ত্রভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহাই "চরস্" নামে অভিহিত। এ দেশের গাছে এই আঠা অল্পই বাহির হয়। কিন্তু হিমালয়-প্রদেশে গ্রীষ্মকালে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। চরসেরও মাদকতাশক্তি যথেষ্ট, গাঁজার ন্যায় ধূম টানিয়া নেশাখোরেরা চরস্ খায়। এ দেশে গাঁজাগাছে ফুলের ভিতর চরস্ থাকে। কিন্তু পুষ্পের মধ্যে ডিম্বকোষের ভিতর বীজ পড়িয়া গর্ভসঞ্চার হইলে, এই রস আর থাকে না। এই জন্যই কৃষকেরা গর্ভনিবারণ করিবার জন্য চেষ্টা করে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়জাতীয় বৃক্ষও আছে। তাহাতে অধিক পত্র হইয়া বৃক্ষটী ঝুপি হইয়া উঠে। তাহাতে ফুল হয় না। এ শ্রেণীর বৃক্ষ থাকিলে গাঁজার চাষের কোন অনিষ্ট হয় না। ইহাদিগকে খাসিয়া বলে।

প্রায় যেখানে সেখানে গাঁজা গাছ সকল সময়েই জন্মিয়া থাকে। তবে যাহারা ইহার চাষ দেয়, তাহারা আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে ইহার বীজ বপন করে। পৌষ মাঘ মাসে গাছে ফুল ধরিতে থাকে।

যে জমিতে কোন বড় গাছের ছায়া পড়ে, সেই জমি গাঁজা-গাছের উপযোগী নহে।

মাঘ বা ফাল্গুন মাসেই গাঁজার ভূমি কর্ষণ করিতে হয়। কোন কোন স্থানে কিছু পরেও হইয়া থাকে। তাহার পর তিন চারিদিন অন্তর একটা জমি অন্ততঃ চারিবার কর্ষণ করা আবশ্যক। জমিতে কোনপ্রকার গাছ গাছড়া থাকিবে না। ভাল পরিষ্কার করা চাই। নিম্ন ভূমি হইতে নূতন মাটি আনিয়া তাহাতে এক হস্ত বা দুই হস্ত অন্তর এক এক ঝুড়ি ছড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহাকে "বড়কোটা" বলে।

কিছুদিন পরে ক্ষেত্রের পার্শ্ব হইতে কোদাল দিয়া ঘাসের চাপড়া ও অন্যান্য গাছ গাছড়া কাটিয়া লইয়া ক্ষেত্র মধ্যে ফেলিয়া দিতে হয়। ইহাকে "চালিকাটা" বলে। পরে নিকটস্থ জমি হইতে মাটি লইয়া আইল উচ্চ করিয়া দিতে হয়। ইহাকে "পগারবান্ধা" বলে। সময় সময় গোবরের সার ও তাহার পর মই দিতে হয়। তাহাতে চাপড়া মাটি ভাঙ্গিয়া যায় ও ঘাস জন্মিতে পারে না।

বৃষ্টির জল বাহির করিয়া দিবার জন্য নালি কাটিয়া দেওয়া হয়, তাহাকে জবর বলে। গোবরাদির সার জমা করিয়া তাহা মাসে জমিতে ছড়াইয়া দেয়। আশ্বিন মাসে আকাশ পরিষ্কার

* Johnwarings Pharmacopaeia of India p. 464.

পর দিবস বেলা দুই তিনটার সময় সেইগুলিকে বাণ্ডিল বাঁধা হয়। ফুলের অনুসারে এক এক বাণ্ডিলে কখনও তিন চারিটী, কখন ৮টী বা দশটী করিয়া ফুল থাকে। এই-রূপ বাঁধা হইলে একটা দরমা পাতিয়া তাহার উপর সেই বাণ্ডিলগুলি (ফুলের মাথার দিক পরস্পর মুখামুখি করিয়া) গোলাকারে সাজান হয়। একটীর গায়ে অপর একটী রাখিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর দুই জন লোক গলা ধরাধরি করিয়া পা দিয়া সেইগুলি মাড়াইতে থাকে। বাম পা দ্বারা চাপিয়া ধরে ও দক্ষিণ পা দিয়া জোরে আঘাত করিতে থাকে। অনুক্ষণ এইরূপ করিলেও [illegible] চেপ্টা হইয়া যায়। তাহার পর আবার আর এক বাণ্ডিল আনিয়া তাহার উপর আবার রাখিয়া দেওয়া হয় ও সেইরূপ করিয়া মাড়ান হয়। তাহার উপর মাদুর ঢাকা দিয়া দুই তিন জন লোক তাহার উপর বসে। ইহাকে ভাপ দেওয়া বলে। ভাপ দিলে ফুল সংলগ্ন অষ্ঠা-[illegible] এখানে জমাট বাঁধিয়া যায়, পত্র ও বীজগুলি বিচ্ছিন্ন হয়। তখন আর একখানি মাদুর বিছাইয়া দুই হাতে দুইটী বাণ্ডিল লইয়া পরস্পরে আঘাত করিতে থাকে। তাহাতে বীজ ও পত্রগুলি ঝরিয়া পড়িলে জটাগুলি স্বতন্ত্র একটী চেটায় গোলাকারে সাজাইয়া রাখে। তাহাতে পূর্ব্বে যে জটাগুলি উপরে ছিল, সেগুলি নিম্নে পড়ে ও যেগুলি উপরে ছিল সেগুলি নিম্নে থাকে। এইরূপ সাজান হইলে আবার মাড়ান ও আবার ভাপ দেওয়া হয়। দুই তিনবার এইরূপ করিয়া জটাগুলি স্বতন্ত্র করিয়া রাখে। তখন বীজ ও পত্রগুলি কুলায় পুরিয়া লইয়া কৃষক দণ্ডায়মান হইয়া অল্প অল্প করিয়া ছাড়িয়া দেয়। তাহাতে বীজগুলি নীচে পড়ে ও পাতাগুলি উড়িয়া যায়। কৃষকেরা সেই বীজসংগ্রহ করিয়া পর বৎসরের জন্য রাখিয়া দেয়। তাহার পর একখানি চেটাই বিছাইয়া কৃষকগণ তাহার উপর দাঁড়াইয়া বামপদে জটাগুলি চাপিয়া ধরে ও দক্ষিণ পা দিয়া নিম্ন দিক হইতে উপর দিক পর্যন্ত পিষিয়া আবার ঝাড়িয়া স্বতন্ত্র করিয়া রাখে। এইরূপ কএকবার করিয়া তাহার উপর চেটাই চাপা দেয়, পর দিবস আসিয়া জড়িত অংশগুলি স্বতন্ত্র করিয়া দেয়। ইহাকে জোড়াভাঙ্গা বলে। দুই তিন দিন এইরূপ করিবার পর সেগুলি রৌদ্রে দেওয়া হয়। আবার বীজ ও শুষ্ক পত্র সংগৃহীত হয়। তাহাকে ঝোঁটা বলে। তাহার পর গাঁজার গুচ্ছগুলি স্বতন্ত্র রাখিয়া আবার মাড়ান হয়। ইহাকে পাটিভাঙ্গা বলে। পাটিভাঙ্গা হইলে পাতাগুলি ১০টী করিয়া এক এক বাণ্ডিল বাঁধা হয়। কৃষক তখন সেইগুলিকে বাড়ী লইয়া গিয়া রৌদ্রে দুই একদিন শুকাইয়া ঘরের ভিতর বাঁশের মাচায় তুলিয়া রাখে।

গোল গাঁজা প্রস্তুত করিবার প্রণালীও ঐরূপ। সেগুলিও কাটিয়া আনিয়া তাড়া বাঁধিয়া [illegible] রৌদ্রে রাখিয়া দেয়। রাত্রে শিশির খাওয়ান হয়। পর দিবস যে-গুলিতে বড় বড় ফুল হইয়াছে, সেগুলিকে কাটিয়া কোনটী ৩ খণ্ড, কোনটী ৪ খণ্ড, কোনটী বা ৫ খণ্ড করা হয়। আর যে যে গাছে ফুল হয় নাই, সেগুলি পরিত্যক্ত হয়। [illegible] অপেক্ষা চকাতে [illegible] অধিক বাছাই করা আব-শ্যক। ইহার মনোনীত ফুলগুলি রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হয়। অপরাহ্ণে সারি সারি দুই চারিটী খোঁটা পুঁতিয়া আড় আড়ে বাঁশ বাঁধিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে চটখানি মাদুর বা চেটাই পাতে ও তাহাতে গাঁজাগুলি চক্রাকারে সারি সারি করিয়া সাজাইয়া দিতে হয়। ১০।১২ জন লোক খোঁটার চতুষ্পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গাঁজাগুলিকে পায়ের চাপ দিয়া গড়াইয়া গোল করিয়া ফেলে। ইহাকে "একমালাই" বলে। ছোট ছোট বাণ্ডিলগুলি হস্ত দিয়া পাকান হয়। এইরূপে ফুলগুলি গোলাকার হইলে, এক একটী স্বতন্ত্রভাবে রৌদ্রে শুকাইতে হয়। খানিক পরে তাহাদিগকে লইয়া পুন-রায় ঐরূপে "দোমালাই" করা হয়। মধ্যে মধ্যে হাত দিয়া পাকাইতে হয়। ইহাকে "হাতমুঠা" বলে। পর দিবস আবার শুকাইয়া আবার ঐরূপ করিতে হয়। তাহার পর অতি সাবধানে কৌশলপূর্ব্বক "আঁটি" বাঁধিয়া রাখিতে হয়। ইহাকে "সরবাঁধা" বলে। আঁটিগুলির উপর নিম্ন দিকে দড়ি দিয়া দৃঢ়রূপে বাঁধিতে হয়। পর দিবস রৌদ্রে শুকা-ইয়া কৃষকেরা বাণ্ডিল লইয়া বসিয়া ক্রমাগত পাক দিতে থাকে, এই সময় কতক কতক গাঁজা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। সেগুলির নাম "চূর", তাহা স্বতন্ত্র বিক্রয় হয়। মধ্যে মধ্যে অঙ্গুলি দিয়া বা চাপড় দিয়া ফুলের সঙ্গে যে সকল শুষ্ক পত্র থাকে, তাহা ঝাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহার পর ফুলের দিকে ঢাকা দিয়া বোঁটায় রৌদ্র খাওয়ান হয়। এইরূপ প্রস্তুত হইলে সেগুলি মাচায় তুলিয়া রাখে। পরে বস্তাবন্দি করিয়া তাহার উপর খড় জড়াইয়া দেয়।

গাঁজা প্রস্তুত করিতে রৌদ্রের বিশেষ আবশ্যক, রৌদ্র না থাকিলে অগ্নিতে শুকাইয়া লইলেও চলে। গাঁজা নানা প্রকারে নষ্ট হইতে পারে। অসময়ে বৃষ্টি হইয়া গাছের উপর কাদা মাটি লাগিলে, গাছ নষ্ট হইয়া যায়। বৃষ্টিতে হিরকাটি নামক এক প্রকার পোকা জন্মে,

উহারা ফুল ও কোরক কাটিয়া ফেলে। সিঁদলে পোকা নামক আর এক প্রকার ঘুণের মত পোকা আছে, ইহারাও গাছ নষ্ট করে। গাছে কাল কাল দাগ হইলে বুঝা যায় যে, সিঁদলে পোকা ধরিয়াছে। এতদ্ব্যতীত "ধড়ধড়ি" নামক এক প্রকার রোগ আছে। এই রোগ হইলে গাছ শুকাইয়া যায়। "গর-জাল" নামে আর এক প্রকার রোগ আছে, তাহাতে পাতা ও ডাঁটাগুলি হরিদ্রাবর্ণ হইয়া গাছটী মরিয়া যায়।

গাঁজার চাসের খরচা এদেশে এইরূপ ধরা হইয়া থাকে।

ক্ষেত্রে নূতন মাটি আনিতে	..	৪৲
খইল	..	৫৲
পোস্তার বা গরখদার	.	৩৷৵০
জলসিঞ্চন	..	৬৲
জমির খাজনা	.	৩৷০
	মোট	২১৸৵০

ইহার উপর চাষীর নিজের খরচ, চাকরের খরচ, লাঙ্গল ভাড়া, গোবর ক্রয় ইত্যাদি ধরিলে বিঘাপ্রতি ৫০।৬০৲ টাকার কম নহে। তাহার পর গাঁজা কাটিয়া গোল বা চেপ্টা গাঁজা তৈয়ার করিতে মণকরা কৃষকদিগের ৩৷০ টাকা ও ব্যাপারী দিগের ৫৲ টাকা করিয়া পড়ে। চেপ্টা অপেক্ষা গোল গাঁজা-প্রস্তুতের খরচ কিছু অধিক।

বঙ্গদেশে রাজসাহী, বগুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান, পাটনা, ভাগলপুর, মুঙ্গের, আরা, শাহাবাদ, সারণ, চম্পারণ ও উড়িষ্যার গড়জাতমহলে প্রধানতঃ গাঁজার চাষ হইয়া থাকে। ১৮৮৩।৮৪ খৃষ্টাব্দে ১৯১৩ জন গাঁজা প্রস্তুত করিয়াছিল। সে বৎসর ৮৯৮২ মণ গাঁজা উৎপন্ন হয়। আসামের উপত্যকা ভূমিতে, কাছাড়ে এবং মধ্যভারতেও চাষ হইয়া থাকে। উত্তরপশ্চিমে গাঁজার চাষ নিষিদ্ধ, তবে তথায় ভাঙ্গ বা সিদ্ধির চাষে দোষ নাই। হিমালয়ের নিকট গড়বালে যথেষ্ট চরস উৎপন্ন হয়। হিমালয়ের নিকট প্রদেশে অনেক লোক গাঁজার বীজগুলি ভাজিয়া খায়। আসামের ভাঙ্গ হইতে এক পানীয় প্রস্তুত হয়, তাহাকে ভণ্টী বলে। উত্তরপশ্চিমে পত্তর নামক একপ্রকার গাঁজা বিক্রয় হয়। উহা ইন্দোর হইতে আসে। বঙ্গের গাঁজা তথায় বিলুচর নামে বিক্রয় হয়। বোম্বাইয়ের আহম্মদনগর, সাতারা, শোলাপুর ও পুণায় গাঁজার চাষ আছে। পঞ্জাবে গাঁজা হয় না, বিদেশ হইতে আমদানী হয়। মান্দ্রাজের আরকট, গঞ্জাম, মহিসুর, মলবার, তাঞ্জোর, বেলারি, সালেম প্রভৃতি প্রদেশে গাঁজার বিলক্ষণ চাষ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে সকলে অবাধে গাঁজার চাষ করিতে পারিত। কিন্তু ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে নূতন ১০ আইন হওয়ায় গবর্মেণ্টের অনুমতি ব্যতীত আর কেহ গাঁজার চাষ করিতে পারে না। ১৮৭৫।৭৬ খৃষ্টাব্দে এদেশে গাঁজা বড় কম হয়। কিন্তু সেই বৎসর গাঁজা বিক্রয়ের অনুমতি নিলামডাকে বিলি হওয়ায় উৎপন্ন কম হইলেও রাজস্ব ৬২,১১১৲ টাকা বাড়িয়াছিল। সেই সময় বঙ্গের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল সাহেব গাঁজার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন ও খরিদ্দারের নিকট শুল্ক আদায় করিতে ইচ্ছা করেন। গাঁজা চাষ করিবার পূর্ব্বে জেলার কালেক্টরের নিকট হইতে লাইসেন্স আনিতে হয়। মাঘ মাসে আবার সেই লাইসেন্স দেখাইয়া ক্ষেত্র হইতে গাঁজা উঠাইবার অনুমতি লইতে হয়। গাঁজা প্রস্তুত হইলে, তাহা কৃষকের বাড়ীতে না রাখিয়া সরকারি গোলায় আনিয়া রাখিতে হয়। সরকারী গোলাদার অধিকারী-দিগকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রসিদ দেন ও ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্য স্বতন্ত্র টিকিট লাগাইয়া রাখিয়া দেন। যে পরিমাণ গাঁজার জন্য অনুমতি লওয়া হয়, তদপেক্ষা কম হইলে তাহার কারণ অনুসন্ধান হইয়া থাকে। গোলা হইতে খরিদদারে লইয়া যায়। দালালদিগকেও লাইসেন্স লইতে হয়। গোলায় রাখিবার জন্য অধিকারীদিগকে মাসুল দিতে হয়। কখন কখন ক্ষেত্র হইতেই গাঁজা বিক্রয় হইয়া যায়। গোলাতে গাঁজা দুই বৎসরের পুরাতন হইলেই বিক্রয় করিয়া ফেলা হয়। গাঁজার উপর শুল্ক ও লাইসেন্সের জন্য গবর্মেণ্টের বিলক্ষণ আয় হয়। এই জন্যই গাঁজার মূল্য সময়ে সময়ে বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। বঙ্গদেশের এইরূপ অন্যান্য বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র বাবস্থা আছে। যেখানে গাঁজা জন্মে না, বাহির হইতে আমদানী হয়, তথায় গাঁজার ডাক ও লাইসেন্স মাত্র আদায় হইয়া থাকে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ২৪৮৮ বিঘা ভূমিতে গাঁজার চাষ হইয়াছিল। তাহাতে ২৪৮০ জন লোক নিযুক্ত ছিল এবং ৮০২১ মণ গাঁজা উৎপন্ন হইয়াছিল। এক এক মণ গাঁজা ১৫৲ হইতে ৪৫৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হয়। ঐ বৎসর বঙ্গে ২৮১৯ খানি গাঁজার দোকান ছিল। ঐ সকল দোকান হইতে ৬১০১ মণ গাঁজা বিক্রয় হইয়াছে।

গাঁজাখোরেরা বাম হস্তে গাঁজা লইয়া দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া উত্তমরূপ মলিয়া থাকে, তাহাতে গাঁজা আঠায় সংলগ্ন হইয়া জমাট হইয়া যায়। তখন দোক্তা মিশাইয়া উহাকে কোন কঠিন স্থানে রাখিয়া ছুরি দিয়া কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া লয়। তাহার পর কলিকাতে টিকরা দিয়া তাহার উপর অল্প পরিমাণ তামাকু দেয়। উহাকে গুই বলে। তাহার উপর ঐ কর্ত্তিত গাঁজা সাজিয়া আগুন দিয়া টানিয়া খায়।

অনতিবিলম্বেই নেশা হয়। নেশা হইলে চক্ষু রক্তবর্ণ ও ফোট হয়, মস্তক যেন ঘুরিতে থাকে। তুরুকে ভিন্ন প্রকারে গাঁজা খায়। তথায় ইহাকে হাসিস্ বলে। ডাক্তার পোষ্টি একবার নিজে হাসিসের আরক খাইয়া ও দুইটী বন্ধুকে খাওয়াইয়া তাহার ফলাফল পরীক্ষা করেন। তিন জনে ৭ গ্রেণ করিয়া ঐ আরক তামাক সংযোগে নল দিয়া ধূম টানিয়া ছিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টায় কোন নেশা হইল না দেখিয়া কএক মিনিট পরে আবার দুইবার সেবন করিলেন। টানা হইতে না হইতে একজন একটা হাসি কথা লইয়া নানা প্রকার অকারণ উপহাস করিতে লাগিলেন, তাহার পর বাকি দুইজনে চামচা দিয়া অকারণে ঠেকাঠেকি করিতে আরম্ভ করিলেন। এক ঘণ্টা পরে ক্রমে তাঁহার দেখিলেন, তাঁহারা যেন পরের বশ হইয়াছেন। নিজের ইচ্ছামত আর কোন কাজ করিতে পারেন না। সকলেই শুনিতেছেন, সকলি দেখিতেছেন কিন্তু যেন কে শুনিতেছে কে দেখিতেছে, এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। তাহার পর কখন হাত নাড়েন, কখন পা নাড়েন, কখন লম্ফ ঝম্প করিতে থাকেন। একজন মত্ত হইয়া অকারণে কাঁদিয়া ফেলিলেন। কেহ বা অকারণে হাসিতে লাগিলেন। কাহারও স্মৃতি লোপ হইল। ডাক্তার সাহেব এই মানসিক অবস্থাকে সমুদ্রের তরঙ্গের সহিত তুলনা করিয়াছেন। অনেকক্ষণ পরে ডাক্তারদিগের নেশা ছোটে। একজনের নেশা ছুটিতে ৩৬ ঘণ্টা লাগিয়াছিল। ১৮৬১ সালে আবগারি নামক ত্রৈমাসিক পত্রে এই বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে।

এ দেশে সিদ্ধি খাইয়া অনেকের উপরোক্ত রূপ অবস্থা হইতে দেখা গিয়াছে। গাঁজা খাইলে শীতে শৈত্যানুভব হয় না; রৌদ্রের তাপ লাগে না, মানুষ এক অবস্থায় অনেকক্ষণ থাকিতে পারে। এই জন্য এ দেশের সন্ন্যাসিগণ গাঁজা সেবন করিয়া উলঙ্গাবস্থায় থাকিতে কোন কষ্ট বোধ করে না। ভারতবর্ষে গাঁজার ধূমপান বহুদিন হইতে চলিত আছে। গাঁজা খাইলে মানসিক অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা ধূর্ত্তসমাগম নামক সংস্কৃত প্রহসনে এইরূপ লিখিত আছে—

"কৌলিকাবাক্যা গঞ্জাকিনীং দদাতি। কুলনাশকং ন গৌরবং গণেশা ন প্রমোদং আত্রায়।…অসঙ্কাতিতাবপ্রঃ সবেদনং—
'দলাতি হৃদয়মেকম্মোহমভ্যেতি চেতঃ।
স্ফুটতি সকলদেহে কীকসগ্রন্থিসন্ধিঃ।
বিষম বিষম শিরাম্বুলনাশত্তমস্মাৎ।
শিব শিব শিব সদ্যো জীবনং কুট্টতীব।' ইতি মোহমুপগতঃ।"

সিবিল সার্জ্জন ডি বসু বলেন, "গাঁজা অধিকদিন সেবন করিলে লোকে উন্মাদ হইয়া যায়।" একবার মাত্র সেবনে উন্মাদ হইয়া যাওয়ার কথাও শুনা গিয়াছে। গাঁজা হইতে যে সকল অনিষ্ট হয়, তাহা নিবারণ করিবার জন্য অনেকে সচেষ্ট হইয়াছেন। এ দেশের গবর্মেণ্ট নিজহস্তে মাদকদ্রব্যব্যবসার বন্দোবস্ত করেন, তাহাতে অনেক রাজস্ব আদায় হয়। লোকের সম্মুখে নেশার দ্রব্য আনিয়া গবর্মেণ্ট লোককে গাঁজাখোর করিতেছেন। লোকে তাহাতে উৎসন্ন যাইতেছে। এই অনিষ্ট নিবারণ করাই মাদকনিবারণীসমিতির উদ্দেশ্য।

২ বিকৃতদুগ্ধবিশেষ।

"চুলে পাগ বন্ধের করিবা তার থার।
কাল গোঁফের গাঁজা আর ঔষধের সার।" (কবিকঙ্কণ।)

গাঁজাখোর (দেশজ) যে অধিক গাঁজা খায়।

গাঁঞি (গ্রামিন্ শব্দজ) বারেন্দ্র ও রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ প্রভৃতির পৃথক করিবার উপাধিবিশেষ। পূর্ব্বে যাহারা যে গ্রামে বাস করিতেন, তাহাদিগকে সেই গ্রামের নামে উল্লেখ করা হইত, সেই গ্রামের নামই তাহাদের বংশধরগণের গাঁঞি হইয়াছে বারেন্দ্রকুলাচার্য্যগণ বারেন্দ্রশ্রেণীর মধ্যে ১০০ গাঁঞি গণনা করেন। যথা, (শাণ্ডিল্যগোত্রে)—১ রুদ্রবাগছি। ২ লাহেড়ি। ৩ সাধুবাগছি। ৪ চম্পটী। ৫ নন্দনাবাসী। ৬ কামেন্দ্র। ৭ সিহরী। ৮ তাড়োয়াল। ৯ বিশী। ১০ মৎস্যাশী বা মত্তস্যাশী। ১১ চম্প। ১২ সুবর্ণটোটক। ১৩ পূষাণ। ১৪ বেলুড়ি। (কাশ্যপগোত্রে)—১৫ মৈত্র। ১৬ ভাদুড়ি। ১৭ করঞ্জ। ১৮ বালযষ্ঠি। ১৯ মোষা। ২০ বলিহারী। ২১ মোয়ালী। ২২ কিরল। ২৩ বীজকুঞ্জ। ২৪ শরগামী। ২৫ সহগ্রামী। ২৬ কটিগ্রামী। ২৭ মধ্যগ্রামী। ২৮ মঠগ্রামী। ২৯ গঙ্গাগ্রামী। ৩০ বেলগ্রামী। ৩১ চমগ্রামী। ৩২ অশ্রুকোটি। (বাৎস্যগোত্রে)—৩৩ সান্যাল বা সন্ন্যাসিনী। ৩৪ ভীমকালী। ৩৫ ভট্টশালী। ৩৬ কামকালী। ৩৭ কুড়ুম বা কুড়মুড়ি। ৩৮ ভাড়িয়াল। ৩৯ লঙ্ক। ৪০ আমরুখী। ৪১ সিহরী। ৪২ ধোসালী। ৪৩ তানুরি। ৪৪ বৎসগ্রামী। ৪৫ দেউলী। ৪৬ নিদ্রালী। ৪৭ কুকুটী। ৪৮ বোচগ্রামী। ৪৯ ব্রহ্মবটী। ৫০ অক্ষগ্রামী। ৫১ সাহরী। ৫২ ভীমকালী হাই। ৫৩ পোঙ্কালী। ৫৪ কালিন্দী। ৫৫ চতুরাবন্দী। ৫৬ কালী বা কালাই। (সাবর্ণগোত্রে)—৫৭ সিংদিয়াড়ি। ৫৮ পাকড়ী। ৫৯ দধি। ৬০ পুণ্ডী। ৬১ নেদড়ি। ৬২ উন্দুড়ি। ৬৩ ধুমুড়ি। ৬৪ ছাতোয়ার। ৬৫ সেতু। ৬৬ দৈগ্রামী। ৬৭ বেধুড়ি। ৬৮ কপালী। ৬৯ টুটুগী। ৭০ শকবটী। ৭১ খণ্ডবটী। ৭২ নিকড়ি। ৭৩ সমুদ্র। ৭৪ কেতু। ৭৫ যশ। ৭৬ শীতলী। (ভরদ্বাজগোত্রে)—৭৭ ভাদড়। ৭৮

প্রায় ৫ সহস্র শাহ্ সেনা বিনষ্ট হয়। ১০১৯ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম্ গজনাবি যুদ্ধ পর্য্যন্তে দারপুর দুর্গ অধিকার করেন। ঐ দারপুর জলালপুরের কিছু উত্তরে বিতস্তাতীরে অবস্থিত। ঐ নগরের লোকেরা খোরাসানদেশবাসীর বংশধর। অফ্রাসিয়াব কর্ত্তৃক স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া উক্তস্থানে আসিয়া বাস করে। ইহারাও গাকরদিগের মত আপনাপন ঘরে বিবাহ করে, অপর কোন জাতি বা শ্রেণীতে বিবাহ দেয় না। অনেকে অনুমান করেন, যে গাকর ও দারপুরের খোরাসানীরা একজাতি। চাঁদকবির পৃথ্বীরাজ-রাসোগ্রন্থে লিখিত আছে যে, ১১৮০ খৃঃ অব্দে যখন মুহম্মদ-ঘোরি ভারত আক্রমণ করেন, তখন গাকর সর্দার মালক চাঁদ পৃথ্বীরাজের সহায়তা করেন।

কথিত আছে, মুহম্মদ ঘোরির রাজত্বের শেষভাগে গাকর-সর্দার সর্ব্বপ্রথমে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। কিন্তু তাহার পূর্ব্ব হইতেই তিনি "মালিক" (জাতির সর্দার) এই বিজাতীয় উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১২০৫ খৃঃ অব্দে গাকরেরা পঞ্জাবের লাহোরনগর পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিল। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে মুসলমান সুলতানকে তাঁহার তাম্বুতে আক্রমণ করে ও হৃদয়ে ছুরিকার আঘাতে তাহার প্রাণবিনাশ করে। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে ইহারা মোগলসম্রাট্ বাবরের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে রাবলপিণ্ডির সমতলক্ষেত্র হইতে শিখ কর্ত্তৃক তাড়িত হইলে ইহারা মুরি পর্ব্বতে যাইয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকে। এই স্থানে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে শিখদিগের সহিত ইহাদের যুদ্ধ হয় ও বহু রক্তপাতের পর গাকরেরা পরাজয় স্বীকার করে। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে রাবলপিণ্ডি শিখহস্ত হইতে ইংরাজ অধিকারে আসিলে গাকরেরা পরবর্ত্তী চারিবৎসরকালে ইংরাজ বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবের রাজধানী মুরিনগর আক্রমণ করিয়াছিল।

বর্ত্তমানকালে ইহারা পঞ্জাবপ্রদেশের রাবলপিণ্ডি, বিতস্তাতীরবর্ত্তী প্রদেশ, গুজরাট ও হাজারা নামক স্থানে বাস করিতেছে।

ফিরিস্তায় লিখিত আছে, "যে কোন গাকর কন্যা-সন্তান হইলে তাহাকে বাজারে লইয়া যায় এবং তথায় এক হস্তে কন্যাটিকে ও অপর হস্তে একখানি শাণিত ছুরিকা লইয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া বলে, 'যদি কেহ এই কন্যার বিবাহপ্রার্থী থাকেন, শীঘ্র আসুন।' নচেৎ তৎক্ষণাৎ ঐ নবজাত কন্যাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলা হয়। এই কারণে ইহাদের মধ্যে এক স্ত্রীর বহুস্বামী দৃষ্ট হয়।"

৩২৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে গ্রীকদিগের ভারতাক্রমণের সময় রাবলপিণ্ডি প্রদেশে শকজাতীয় তক্ষ শাখার বাস ছিল। সম্ভবতঃ ঐ তক্ষ সংস্কৃত তক্ষক শব্দের অপভ্রংশ। কাংড় শকদিগের মধ্যে আর একটী নাগবংশও আছে, ইহারাও সর্পোপাসক। অনেকের অনুমান হয় ঐ তক্ষবংশীয় শকরা হ মুসলমানগণ কর্ত্তৃক গাকর বা গাক্কর বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

গাখসা (দেশজ) গাত্রপাত।

গাগট (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

গাগর (দেশজ) ১ একপ্রকার লেবু।

২ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত একটি পর্ব্বতশ্রেণী। অক্ষা° ২৯° ১৪´ হইতে ২৯° ৩০´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ৯´ হইতে ৭৯° ৩৯´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। জেলার দক্ষিণভাগে সমান্তরালভাবে কোশীনদী হইতে কালী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ "চীন" হইতে নৈনীতাল হ্রদ, নগর ও সৈনিকাবাস সহজেই দেখা যায়। পর্ব্বতটি মোটের উপর ৭০০০ হইতে ৮০০০ ফিট উচ্চ। এখানে তুণ, সাজ, শাল প্রভৃতি বাহাদুরি কাঠ পাওয়া যায়।

গাগরাওন্ রাজপুতনার অন্তর্গত ঝালাবাররাজ্যের এলাকার অধীন একটী নগর ও গিরিদুর্গ। ঝালরাপাটনের পূর্ব্বে আহু ও কালীসিন্ধু নদীর মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতমালার একপার্শ্বে আলের উপর দুর্গটী স্থাপিত। ইহার ঠিক দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে পর্ব্বতের নিম্নস্তরে গাগরাওন্ নগর। রাজা জালিম্-সিংহ নগররক্ষার জন্য এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুর্গের মধ্যে কাহারও প্রবেশ করিবার হুকুম নাই। নগরের মধ্য দিয়া কেবলমাত্র একটি প্রবেশপথ আছে। অপর পথ দিয়া যাতায়াত নিবারণের জন্য নগরের সম্মুখে প্রায় ৭০ ফিট উচ্চ সুদৃঢ় প্রাচীর গাঁথা। এতদ্ভিন্ন উভয়ের ব্যবধানে পাহাড় কাটা খাল আছে।

একটী চিরস্থায়ী পাথরের উপর দিয়া খাল পার হইতে হয়। খাল কাটিবার সময় কৌশলক্রমে ঐ পুলটীও পাহাড় খুঁদিয়া কাটা হয়। ইহা পার হইয়া বাহিরের দুই পার্শ্বের উচ্চ পরিখার মধ্য দিয়া দুর্গের প্রবেশপথ।

দুর্গদ্বারে প্রবেশ করিয়াই একটী সুবৃহৎ "খাল"। তাহার পার্শ্ব দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া কিছুদূর যাইলে দুর্গের অভ্যন্তরভাগ দৃষ্ট হয়। অভ্যন্তর দ্বার অতিক্রম করিয়াই একটী মাঠ, তাহার পশ্চাতেই সৈনিক বারিক। গাগরাওনের চারিধারের পার্ব্বতীয় দৃশ্য অতি মনোহর। গিধকোরাই নামক শিখরটী সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ ও ৩০৭ ফিট উচ্চ। প্রবাদ আছে যে—"পূর্ব্বে কোটার

রাজগণের অধিকারকালে বধ্য অপরাধীদিগকে এই স্থানে আনিয়া পর্ব্বতশিখর হইতে ফেলিয়া দেওয়া হইত। গাগ-রাওনের উত্তরে আমঝর অধিত্যকার মধ্য দিয়া পনবাড় অভিমুখে ও ইহার প্রায় ১০ ক্রোশ উত্তরে রাজপুর যাইবার পথে একটি গিরিসঙ্কট আছে। এই পর্ব্বতে অনেকগুলি বেগবান জলস্রোত আসিয়া নদীতে মিশিয়াছে।

গাগলা, বাঙ্গালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একখানি বাণিজ্য-শালী গণ্ডগ্রাম। ধরলা ও শঙ্খ নদীদ্বয়ের মধ্যে অক্ষা° ২৫° ৫৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ৪০´ পূর্ব্বে অবস্থিত। প্রতিবৎসর এখান হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে পাট, তামাক ও আদা প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে।

গাগরা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

গাগরী (দেশজ) ক্ষুদ্র কলসী, ঘট।

গাগাভট্ট, প্রকৃত নাম বিশ্বেশ্বর ভট্ট, দিনকরভট্টের পুত্র, রামেশ্বরের পৌত্র এবং সুপ্রসিদ্ধ কমলাকরভট্টের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি আশৌচদীপিকা, দিনকরোদ্যোত, নিরূঢ়পশুবন্ধনপ্রয়োগ (বৌধ°), পিণ্ডপিতৃযজ্ঞপ্রয়োগ, প্রয়োগসার, জৈমিনী-সূত্রের ভাট্টচিন্তামণি নামে টীকা, মীমাংসাকুসুমাঞ্জলি, চন্দ্রালোকের রাকাগম নামে টীকা, শ্লোকবার্ত্তিকের শিবা-র্কোদয় নামে টীকা, সুজ্ঞানদুর্গোদয় এবং আপাজীর পুত্র শ্যামলবর্ম্মার আদেশে কায়স্থধর্ম্মপ্রদীপ নামে সংস্কৃতগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

গাগী (দেশজ) একজাতীয় ছোট ছোট কাদাপাখী।

গাঙ্গ (পুং) গঙ্গায়া অপত্যম্। (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২) ইতি অণ্। ১ গঙ্গাপুত্র, ভীষ্ম। ২ কার্ত্তিকেয়। ৩ ইলিশ মাছ। (ক্লী) ৪ স্বর্ণ। ৫ ধুস্তূরবিশেষ। (অমর।) ৬ কেশুর। (গঙ্গায়া ইদম্ ইতি অণ্।) (ত্রি) ৭ গঙ্গাসম্ভূত জলাদি।

“বিকীর্ণ সপ্তর্ষিবলিপ্রহাসিভি
স্তথা ন গাঙ্গৈঃ সলিলৈ দিবশ্চ্যুতৈঃ।” (কুমার ৫।৩৭।)

(ক্লী) ৮ মেঘনিঃসৃত জলবিশেষ।

সুশ্রুতের মতে—এই গাঙ্গজল সকল দোষনাশক, বলকর, পবিত্র, রসায়ন, শ্রম, ক্লান্তি ও পিপাসানাশক, কণ্ডুরোগের নিবারক, লঘু, মূর্চ্ছা, তন্দ্রা, বমি ও মূত্রস্তম্ভনাশক। দিবসে অথবা সন্ধ্যার সময় এই জল পড়ে।

৯ নদীর তটাদি। (পুং) ১০ মহাকল্পীতক চাবনমুনি-গোত্রীয় একজন চন্দ্রবংশীয় রাজা, আয়াতির পুত্র।

(সহ্যাদ্রিখণ্ড ১।৩১।১০)

১১ বাগীশ্বরীদেবী ভক্ত অত্রিগোত্রীয় একজন রাজা, প্রবাদির পুত্র। (সহ্যাদ্রি° ১।৩২।১৬)

গাঙ্গট (পুং) গাঙ্গং নদীতটাদি কটতি অট-অচ্। শকন্ধ্বাদি। মৎস্যবিশেষ, চিঙ্গিড়ীমাছ। (শব্দর°)

গাঙ্গটক (পুং) গাঙ্গট স্বার্থে কন্। গাঙ্গটমৎস্য, চিঙ্গিড়ীমাছ।

গাঙ্গটেয় (পুং) গাঙ্গট স্বার্থে ঢক্। গাঙ্গটমৎস্য, চিঙ্গিড়ীমাছ।

গাঙ্গদেব (পুং) সূক্তিকর্ণামৃতধৃত একজন কবি।

গাঙ্গপুর, ছোট নাগপুরের অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। কাহারও মতে, গঙ্গবংশীয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহা গঙ্গাপুর, গঙ্গপুর বা গাঙ্গপুর নামে অভিহিত।

[গঙ্গাপুর ও গাঙ্গেয় দেখ।]

গাঙ্গবেণা (দেশজ) নদীতীরাদি জাত তৃণবিশেষ, গাংবেণা।

গাঙ্গায়নি (পুং) গঙ্গায়া অপত্যম্। (তিকাদিভ্যঃ ফিঞ্। পা ৪।১।১৫৪।) ইতি ফিঞ্। ১ ভীষ্ম। (ত্রিকা°) ২ কার্ত্তিকেয় ৩ প্রবর ঋষিভেদ।

গাঙ্গিনী (স্ত্রী) গঙ্গার শাখা নদীবিশেষ।

“পশ্চিমে আপনি গঙ্গা পূর্ব্বেতে গাঙ্গিনী।”

গৌড়নগরের নিকট হইতে গঙ্গা দুইশাখায় বিভক্ত হইয়া একটী শাখা পূর্ব্বমুখে যাইয়া ব্রহ্মপুত্রনদের সহিত মিলিয়াছে, ইহার নাম গাঙ্গিনী।

গাঙ্গেয় (পুং) গঙ্গায়া অপত্যং ঢক্। (স্ত্রীভ্যো ঢক্। পা ৪।১।১২০) ১ ভীষ্ম। “গাঙ্গেয়োঽয়ং মহাভাগ ভবিষ্যতি বলাধিকঃ।”

(দেবীভাগবত ২।৪।৩৭)

২ কার্ত্তিকেয়।

“আগ্নেয়ঃ কৃত্তিকাপুত্রো রৌদ্রো গাঙ্গেয় ইত্যপি।
স্কন্দতে ভগবান্ দেবঃ সর্ব্বদেবময়ো গুহঃ॥” (ভারত ১।১৩৬ অঃ)

৩ ইলিশমৎস্য। (ত্রিকাণ্ড°) ৪ ভদ্রমুস্তা। (রাজনি°)

(ক্লী) গঙ্গায়া অপত্যং ঢক্। ১ স্বর্ণ।

“যং গর্ভং সুষুবে গঙ্গা পাবকাদ্দীপ্ততেজসম্।
তদুল্বং পর্ব্বতে ন্যস্তং হিরণ্যং সমপদ্যত॥” (ভারত বন।)

২ ধুস্তূর। ৩ কশেরু। (অমর)। ৪ মুস্ত। (হেম) পর্য্যায়—মেঘাখ্য, মুস্তক, মুস্তা, গাঙ্গেয়, ভদ্রমুস্তক। (রত্নমালা)

(ত্রি) ৫ গঙ্গা জলাদি।

“গাঙ্গেয়ং বারুপস্পৃশ্য প্রাণায়ামেন ভক্তিমান্।”

(ভারত ৩।৮৪।৩৪)

গাঙ্গেয়, দক্ষিণাপথের গঙ্গাক্রান্ত রাজবংশ। দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণাংশে ইঁহারা কোঙ্গু বা কোঙ্গনি নামে এবং উত্তরাংশে গাঙ্গেয় নামে খ্যাত ছিলেন। [কোঙ্গু দেখ।]

কত পূর্ব্বকাল হইতে এই বংশের প্রথম অভ্যুদয় হয়, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। মহারাজাধিরাজ বীর-

* Epigraphia Indica, Vol. I. p. 249-50.

১ম কামার্ণব যে নগরে রাজত্ব করিতেন, সম্ভবতঃ সেই স্থান মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিশাখপত্তন জেলার গজ-পতিনগরের অন্তর্গত "জয়তী অগ্রহার" নামক গ্রামের নিকট হইবে। জন্তপুর সংস্কৃত জয়ন্তীপুর শব্দের অপভ্রংশ। বর্ত্ত-মান জয়তী অগ্রহারে অনেক প্রাচীন শিলালিপি দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান বিশাখপত্তনের নানাস্থানেই গাঙ্গেয়রাজগণের কীর্ত্তি পড়িয়া আছে

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ১ম কামার্ণব দানার্ণবকে "কণ্টকবর্ত্তনভোগ" নামক স্থান প্রদান করিয়াছিলেন, এই স্থান গোদাবরীর জেলার তণুকু-তালুকের অন্তর্গত 'কণ্টেরু' বলিয়া অনুমিত হয়, এবং এ 'কণ্টেরু' নামক প্রাচীন গ্রামে প্রাচীন দেবালয় ও খোদিত প্রাচীন শিলাফলকাদি দৃষ্ট হয়। দানার্ণবের পুত্র ২য় কামার্ণব "নগরম্" নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। গোদাবরীজেলার নর্সাপুর তালুকের মধ্যে পুরাতন দুর্গ বেষ্টিত "নগরম্" নামে একটী প্রাচীন গ্রাম আছে, সম্ভবতঃ ইহাই পূর্ব্বে কামার্ণবের রাজধানী ছিল, মুসলমানের উপদ্রবে এই নগর একেবারে উৎসন্নে গিয়াছে, দুর্গ ভিন্ন পূর্ব্ব গৌরবের কিছুই নাই

বোধ হয় কামার্ণবের সময় কলিঙ্গরাজ্য উত্তরে গঞ্জাম্ ও দক্ষিণে কৃষ্ণানদীর উত্তরতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চোড়-গঙ্গের তাম্রশাসনে ১ম কামার্ণবের পুত্রাদির উল্লেখ নাই। কিন্তু উৎকলরাজ ২য় নরসিংহদেবের বৃহৎ তাম্রফলকে ১২শ শ্লোকে লিখিত আছে, কামার্ণবের পুত্রপৌত্রগণ বহুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহা যদি প্রকৃত হয়, তবে অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, ১ম কামার্ণবের পুত্রপৌত্রগণ গোদাবরীর উত্তরাংশে এবং দানার্ণবের বংশধরগণ প্রথমে গোদাবরীর দক্ষিণাংশে রাজত্ব করিতেন। ১০৪০ শকাঙ্কিত চোড়গঙ্গের তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

"স রাজরাজঃ প্রথমং জয়শ্রিয়ঃ পতির্বভূব দ্রবিলাহবোৎসবে।
বিরাজমানাম্বচ রাজসুন্দরীমুদূঢবাংশ্চোড়মহীভুজাত্মজাং॥
ভাক্তা বেঙ্গীং সপ্তম পরিণামোদয়ে তামিবাজাং।
চোড়গ্যাকে মহস্ত বিক্রমাদিত্যমপ্ত্যো মিমান্তুম।
আপন্নানাং শরণমসমং রাজরাজো বিচিত্রং
কর্ত্তুং কাঙ্ক্ষং স্থিতিমকরোৎ পশ্চিমায়াং দিশায়াং॥"

(১০৪০ শকাঙ্কিত তাম্রশাসন ৮৪-৮৯ ছত্র)

তাম্রশাসন হইতে কিছু ভিন্ন। এই উভয় তাম্রশাসনে এইরূপ বংশাবলী আছে—

(চোড়গঙ্গের পিতা) সেই রাজরাজ প্রথমে দ্রাবিড়যুদ্ধে জয়শ্রীরূপ কামিনী লাভ করিয়াছিলেন। পরে (রাজেন্দ্র) চোড়রাজের কন্যা রাজসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন। অতঃপর ভাগ্যবিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় দ্বিতীয় সুরপুরীর ন্যায় বেঙ্গী পরিত্যাগ করিয়া চোড়রাজকন্যা বিপুল সম্রমে নিমগ্নপ্রায় বিক্রমাদিত্যকে শরণাগতবৎসল রাজরাজ পশ্চিমদিকে সঙ্গীযুক্ত করিয়াছিলেন

উক্ত প্রমাণ দ্বারা বোধ হয়, প্রথমে রাজরাজ সুরপুরী সদৃশ বেঙ্গীনগরে রাজত্ব করিতেন, তৎপরে বিক্রমাদিত্যকে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া আসেন।

চাড়রাজের শ্বশুর মহারাজাধিরাজ রাজেন্দ্র চোল (অপর নাম কুলোত্তুঙ্গ)-প্রদত্ত শিলাফলক ও তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, তাঁহার নিকট হইতে তদীয় পিতৃব্য (৭ম) বিজয়াদিত্য বেঙ্গীরাজ্য প্রাপ্ত হন। এই বিজয়াদিত্য ৯৮৫ হইতে ১০০০ শক পর্য্যন্ত বেঙ্গীতে রাজত্ব করেন *। সুতরাং সম্ভবতঃ ৯৮৫ শকের পূর্ব্বে গঙ্গবংশীয় রাজরাজ ও তাঁহার পিতৃপুরুষগণ বেঙ্গীরাজ্যে রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। গোদাবরী জেলার ইল্লোর তালুকের অন্তর্গত "বেগী" নামক স্থানে যে সকল ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে, তাহাতে 'সুরপুরী সদৃশ' রাজরাজের পরিত্যক্ত বেঙ্গীর কতক পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারই তিনক্রোশ দূরে প্রাচীন কীর্ত্তিশালাপূর্ণ চাড়কলপু গ্রামে অতি পুরাতন খোদিতশিলালিপিশোভিত গাঙ্গেয়স্বামী বা "গঙ্গেশ্বর" স্বামীর মন্দির † আছে, ঐ দেবালয় এখনও গঙ্গবংশীয়দিগের পরিচায়ক স্বরূপ বর্ত্তমান।

* Hultzsch, South Indian Inscriptions, Vol I p 32

† Sewell's Lists of the Antiquarian Remains in the Presidency of Madras, Vol 1. I. 36

প্রাচীন তাম্রশাসন ও খোদিত শিলাফলক পাঠে জানা যায় যে, এক সময়ে কলিঙ্গনগরে গঙ্গবংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। গঞ্জাম্ প্রদেশের মধ্যে বংশধরা নদী যেখানে আসিয়া সমুদ্রে মিশিয়াছে, ঠিক সেইখানে কলিঙ্গপত্তনং নামে একটী নগর ও বন্দর আছে, উহার প্রাচীন কীর্ত্তি ও ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টে উহাই কলিঙ্গরাজ্যের রাজধানী প্রাচীন কলিঙ্গনগর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। তাম্রশাসন হইতে কলিঙ্গনগরাধিষ্ঠিত এই কয়জন গাঙ্গেয়রাজের নাম ও রাজ্যকাল পাওয়া গিয়াছে—

৫১ সংবৎসরে অনন্তবর্ম্মার পুত্র দেবেন্দ্রবর্ম্মা।
৫১ ঐ দেবেন্দ্রবর্ম্মার পুত্র সত্যবর্ম্মা।
৯১ ঐ ইন্দ্রবর্ম্মা অপর নাম রাজসিংহ।
১২৪।১২৮।১৩৪।১৪৬ সং ইন্দ্রবর্ম্মা।
২৫৪ সংবৎসরে অনন্তবর্ম্মার পুত্র দেবেন্দ্রবর্ম্মা।

উক্ত সংবৎসরগুলি যেন কোন বিশেষ শকবাচক নহে। উক্ত রাজগণের 'বৃষভলাঞ্ছন' চিহ্নিত তাম্রশাসন পাই বটে, তাঁহাদিগকে কলিঙ্গবিজেতা ১ম কামার্ণবের বংশধর বলিয়া বোধ হয়। তৎপূর্ব্বে বলিয়াছি, কামার্ণবের বংশধরগণ কলিঙ্গের দক্ষিণাংশে বেঙ্গীরাজ্যে রাজত্ব করিতেন। এখন বোধ হইতেছে ১ম কামার্ণবের বংশধরগণ কলিঙ্গের উত্তরাংশে অধিষ্ঠিত ছিলেন; কিন্তু ঐ 'সংবৎসর' কোন সময় হইতে আরম্ভ হইল? তাহার কোন প্রামাণিক নিদর্শন নাই। তবে এইমাত্র অনুমান হয়, ১ম কামার্ণব কর্ত্তৃক বালাদিত্যের পরাজয় ও তাঁহার রাজ্যারম্ভ হইতে ক্রমে 'গাঙ্গেয়শক' প্রচলিত হইয়া থাকিবে*।

চোড়গঙ্গের ১০৪০ শকাঙ্কিত তাম্রশাসনে গঙ্গবংশীয় রাজগণের শাসনকাল যোগ করিলে মোটামুটি ৬৫০ শক বা ৭২৮ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়, ঐ সময়েই ১ম কামার্ণবের রাজ্যারোহণ ও সম্ভবতঃ গাঙ্গেয় 'সংবৎসর' প্রচলিত হয়। এরূপ হইলে বলা যায়, ১ম কামার্ণব ৭২৮ হইতে ৭৬৪ খৃঃ অঃ, তৎপরে [illegible] পিতা ৭৭৮ খৃঃ অঃ, দেবেন্দ্রবর্ম্মা ৭৭৯ খৃঃ অঃ, তৎপুত্র সত্যবর্ম্মা ৭৭৯ খৃঃ অঃ, রাজসিংহ ইন্দ্রবর্ম্মা ৮১৯ খৃঃ অঃ, ইন্দ্রবর্ম্মা, ৮৫২ হইতে ৮৭৪ খৃঃ অঃ, এবং অপর অনন্তবর্ম্মার পুত্র দেবেন্দ্রবর্ম্মা ৯৮২ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। দেবেন্দ্রবর্ম্মার পর সংবৎসরাঙ্কিত আর কোন গাঙ্গেয়রাজের তাম্রশাসন এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে এইমাত্র অনুমান করা যায় যে, দেবেন্দ্রবর্ম্মার বংশধরেরা বহুদিন আর কলিঙ্গনগরের সিংহাসনে অবস্থান করিতে পারেন নাই। উৎকলরাজ ২য় নরসিংহদেবের বৃহৎতাম্রফলকে (১৪ শ্লোকে) লিখিত আছে—চোড়গঙ্গের পিতামহ ভিন্নরাজ্য জয় করিয়া ত্রিকলিঙ্গনাথ হইয়াছিলেন। চোড়গঙ্গের ১০৪০ শকাঙ্কিত তাম্রশাসন অনুসারে ৯৬১ শকে বা ১০৩৯ খৃষ্টাব্দে বজ্রহস্ত রাজ্যারোহণ করেন, সম্ভবতঃ ঐ সময় অথবা ইহারই অনতিকাল পরে কলিঙ্গনগর অবধি নিজ অধিকারভুক্ত করেন। রাজা বজ্রহস্তের পুত্র রাজরাজ বেঙ্গি পরিত্যাগ করিয়া কলিঙ্গনগরে আগমন করেন, এইখানে তৎপুত্র অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ ৯৯৯ শকে কুম্ভরাশিতে শুক্লপক্ষ রবিবারে রেবতী নক্ষত্রে ও মিথুন লগ্নে রাজপদে অভিষিক্ত হন।(১)

মাদলাপঞ্জী সাহায্যে দেশীয় ও বিদেশীয়গণ উৎকল, বাঙ্গালা ও ইংরাজীভাষায় যে সকল উড়িষ্যার ইতিহাস প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে, ১০৫৪ শকে ১৩ই আশ্বিন, "চোড়গঙ্গ উৎকল জয় করেন।" কিন্তু ইহা ঠিক নহে।

১০৪০ শকাঙ্কিত তাম্রশাসনে লিখিত আছে,—চোড়গঙ্গ পশ্চিমে বেঙ্গি ও পূর্ব্বে উৎকল পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। (২) চোড়গঙ্গের ১০০৩ শকে প্রদত্ত তাম্রশাসনে বেঙ্গি ও উৎকলের কোন কথাই নাই। এতদ্বারা বোধ হয়, ১০০৩ শক অর্থাৎ ১০৮১ খৃষ্টাব্দের পরে ও ১০৪০ শক বা ১১১৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে চোড়গঙ্গ উক্ত দুই প্রদেশ জয় করিয়া থাকিবেন। ইনিই উৎকলের গঙ্গবংশীয় প্রথম নরপতি। (৩)

* এই কলিঙ্গপত্তন, অক্ষাং ১৮°২০´ উঃ ও দ্রাঘি ৮৪°৯´ পূঃ। ইহা চিকাকোল হইতে ৮ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখন এই নগর [illegible] বালিয়া [illegible] এখানে একটি আলোকস্তম্ভ আছে।

বোধ হয় কামার্ণবের বংশধরগণ এই 'সংবৎসর' গ্রহণ করেন নাই।

‡ ইন্দ্রবর্ম্মার ১২৮ সংবৎ-অঙ্কিত তাম্রশাসনে মার্গশীর্ষে পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণোপলক্ষে ভূমিদানের কথা আছে, জ্যোতিষগণনাদ্বারা গণনা দ্বারা দেখা যায় ৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ১০ই ডিসেম্বর মার্গশীর্ষ পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল।

(১) "শকাব্দে নন্দরন্ধ্রগ্রহগণগণিতে কুম্ভগতে দিনেশে
শুক্লপক্ষে তৃতীয়াযুজি রবিদিবসে রেবতীতে মৃগাঙ্কে।
লগ্নে [illegible]
[illegible] চোড়গঙ্গোঽভিষিক্তঃ।"
(অনন্তবর্ম্মচোড়গঙ্গের তাম্রশাসন।)

(২) অনেক গুলি চোড়গঙ্গের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু উনিই যে উৎকলের গঙ্গবংশীয় প্রথম রাজা, তাহা কেহই স্থির করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি কটকজেলা হইতে ২য় নরসিংহদেবের ৫১ খানি তাম্রফলকযুক্ত বিরাট তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় তদ্দ্বারা উক্ত অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গদেবকে উৎকলের ১ম গাঙ্গেয়রাজ বলিয়া জানিতে পারিয়াছি।

(৩) ২য় নরসিংহদেবের তাম্রশাসন বিশেষ আবশ্যক বোধে তাহার একখানি পত্রের ফটো ক্রোড়পত্ররূপে স্বতন্ত্র প্রকাশ করা গেল।

এক ব্যক্তি যেযোঙ্কেশে ভূমিদান করিতেছেন। তখন বোধ হয়, মহাবীর নরসিংহদেব যুবরাজপদে অভিষিক্ত ছিলেন। তাঁহার পিতা অনঙ্গভীমের মৃত্যু হইলে নরসিংহদেব (১২৫২ হইতে ১২৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) ৩৩ বর্ষকাল রাজত্ব করেন। [ক্রোড়পত্রে ৮৮ শ্লোক।]

প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্হাজউদ্দীনের তবকাত-ই-নাসিরী নামক সাময়িক ইতিহাস পাঠে জানা যায়—

"৬৪১ হিজিরায় (১২৪৩ খৃষ্টাব্দে) জাজনগররাজ লক্ষ্মণাবতী রাজ্যে গোলযোগ আরম্ভ করায় (গৌড়াধিপ) মালিক তুগ্রল্-ই-তুগান্ খাঁ জাজনগর অভিমুখে যাত্রা করেন, যুদ্ধযাত্রায় ঐতিহাসিক মিন্হাজউদ্দীন্ তাঁহার সহচর ছিলেন। জাজনগরের সীমা কতাসিনে যুদ্ধ হয়। প্রথমে হিন্দুগণ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন, তৎপরে ইক্ষুবন হইতে পঞ্চাশজন অশ্বারোহী ও ২০০ পদাতি আসিয়া অকস্মাৎ মুসলমানসৈন্যদিগকে আক্রমণ করে, তাহাতে বিস্তর মুসলমান যোদ্ধা প্রাণত্যাগ করেন। গৌড়াধিপ প্রাণ লইয়া লক্ষ্মণাবতী নগরে পলাইয়া আসেন এবং দিল্লীশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সুলতান্ আলাউদ্দীন্ মসুদ্শাহ অযোধ্যার সুবাদার তমুর-খাঁন্-ই-কিরাণকে সসৈন্যে জাজনগরসৈন্যের বিপক্ষে লক্ষ্মণাবতীতে প্রেরণ করেন। এদিকে ৬৪২ হিজিরায় (১১৪৪ খৃষ্টাব্দে) জাজনগররাজ প্রতিশোধ লইবার জন্য অশ্বারোহী ও বিস্তর পদাতি সৈন্য লক্ষ্মণাবতীতে প্রেরণ করেন। জাজনগরসৈন্য প্রথমে কড়কন্ দুর্গকে পরাজয়পূর্ব্বক "লখন্-ওর" প্রদেশ অধিকার করিয়া তৎপরে লক্ষ্মণাবতী নগরের প্রাকারের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে থাকে। পরে অযোধ্যা-সৈন্যের আগমন সংবাদ পাইয়া ফিরিয়া যায়।" (৭)

মিন্হাজ লিখিয়াছেন, জাজনগরের সেনাপতির নাম "সাবস্ত্র", ইনি জাজনগররাজের জামাতা ছিলেন। (৮) মুসলমান ঐতিহাসিক বর্ণিত জাজনগর (৯) উৎকলের যাজপুর। 'সাবন্ত' নাম নহে, উপাধি। সংস্কৃতে সামন্ত ও উৎকলের চলিতভাষায় "সাস্ত্র" নামে খ্যাত। মিন্হাজ্ সাবস্ত্রকে জাজনগররাজের জামাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় বিদেশী লেখক ভ্রমক্রমে পুত্রকে জামাতা ভাবিয়া উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। তৎকালে যাজপুরে বা সমস্ত কলিঙ্গরাজ্যে মহারাজ অনঙ্গভীম অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারই পুত্র প্রতাপবীর ১ম শ্রীনরসিংহদেব। ২য় নরসিংহদেবের তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

"রাঢ়া-বরেন্দ্রযবনীনয়নাঞ্জনাশ্রু-
পূরেণ দূরবিনিবেশিতকালিমশ্রীঃ।
তদ্বিপ্রসঙ্গকরণাদ্ভুতনিম্নগা
গঙ্গাপি নূনযমুনা যমুনা তদাভূৎ॥"

রাঢ় ও বরেন্দ্রদেশের যবনীরা স্বামীবিরহে সর্ব্বদাই রোদন করিত, তাহাদের অশ্রুজলে নয়নাঞ্জন ধৌত হইয়া গঙ্গার জলে মিলিত হইত, তাহাতে গঙ্গার জল কালিমশ্রী ধারণ করিয়াছিল। সেই ভয়ানক কাণ্ড দেখিয়া বিস্ময়েই যেন গঙ্গা জ্ঞানহীন হইয়াছিলেন। (বাস্তবিক সেই সময়ে নরসিংহের জন্যই) গঙ্গা যমুনা হইয়া উঠিয়াছিলেন।

উক্ত শ্লোকদ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে, প্রতাপবীর শ্রীনরসিংহদেবই পিতার রাজত্বকালে লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিয়া শত শত মুসলমান সৈন্যবিনাশ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই রাঢ় ও বরেন্দ্রের যবনীগণের স্বামীবিরহের হেতু। এই প্রতাপবীরের সহিত আরও কয়েকবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার প্রবল প্রতাপে কোন মুসলমানবীর উড়িষ্যাজয়ে সমর্থ হন নাই।

২য় নরসিংহদেবের ১২১৭ শকাঙ্কিত দুইখানি (অপ্রকাশিত) বৃহৎ তাম্রশাসন পাঠে জানা যায়,—যে ১১৯৬ শক বা ১২৭৪ খৃষ্টাব্দে উৎকলরাজ্যে একটী নূতন সম্বৎ চলিত হয়। বোধ হয়, (১ম) নরসিংহদেব পুনরায় রাঢ় ও বরেন্দ্রাধিপতিকে পরাজয় করিয়া ১২৭৪ খৃষ্টাব্দে নূতন সম্বৎ প্রচলিত করেন এবং আপনার কীর্ত্তি অক্ষয় করিবার জন্য কোণার্কের (১০) প্রসিদ্ধ সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তা উক্ত ঘটনা উল্লেখ না করিয়া লিখিয়াছেন, যে ৬৭৮ হিজিরায় (১২৭৯ খৃষ্টাব্দে) তুগ্রল খাঁ জাজনগর আক্রমণ করিয়া বিস্তর অর্থ ও একশত হস্তী জয় করিয়া আনেন। বোধ হয়, ফেরিস্তা পূর্ব্ব ঘটনা চাপা দিবার জন্য শেষোক্ত বিবরণ কল্পনা করিয়া থাকিবেন। তিনি ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে আপনার গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু তাহার অনেক পূর্ব্বে ২য় নরসিংহদেবের তাম্রশাসনে ১ম নরসিংহ কর্ত্তৃক রাঢ় ও বরেন্দ্র

(৭) Raverty's Tabakat-i-Nasiri, p 738—39

(৮) Raverty's Tabakat-i Nasiri, 765

(৯) কেহ কেহ এই জাজনগরকে ত্রিপুরারাজ্য বলিয়া অনুমান করেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। See H. Blochmann's contribution to the Geography and History of Bengal, (in Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XLII. pt. 1 p. 237.)

(১০) ২য় নরসিংহদেবের বৃহৎ তাম্রফলকে এই স্থান 'কোণাকোণ' নামে বর্ণিত। সম্ভবতঃ এই মন্দির ১২৭০ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ এবং ১২৭৮ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়।

আক্রমণের কথা আছে। প্রতাপবীরশ্রী নরসিংহদেবের পর তাঁহার ঔরসে মালবচন্দ্রাত্মজা সীতাদেবীর গর্ভজাত ভানুদেব রাজ্যে অভিষিক্ত হন, ইনি (১২৮০ হইতে ১২৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) ১০ বর্ষ মাত্র রাজত্ব করেন। (১১)

তৎপরে ২য় নরসিংহদেব রাজা হন, ইনি ভানুদেবের ঔরসে চালুক্যকুলসম্ভূতা জাকল্লদেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। সম্প্রতি ইঁহারই প্রদত্ত ২১খানি তাম্রফলকযুক্ত ৩ প্রস্থ সুবৃহৎ তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে।

ইহার ১ম খানি—"সপ্তদশোত্তরদ্বাদশশতশকবৎসরে" "বর্দ্ধমানাভিষেককবিংশত্যঙ্কে নবরাজ্যান্তর বিজয় সময়ে" "সিংহ-গুরু-ষষ্ঠ্যাং সোমবারে";

২য় খানি—"সপ্তদশোত্তরদ্বাদশশতমিতে গতবতি শক বৎসরে," "মেষ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশ্যাং সৌরিবারে," "বর্দ্ধমানাঙ্ক দ্বাবিংশত্যঙ্কে", এবং

৩য় খানি—"অষ্টাদশোত্তরদ্বাদশশতশকবর্ষে" প্রদত্ত হয়।

১ম ও ২য় খানির বর্দ্ধমানের ২১শ ও ২২শ অঙ্কপাঠ করিলে, প্রথমে উহা তাঁহার অধিকার কাল বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু পূর্ব্বেই চোড়গঙ্গ ও তৎপুত্র কামার্ণবের অভিষেকশক ও প্রত্যেক রাজার অধিকারবর্ষ স্পষ্ট করিয়া লিখিত থাকায় ১২১৭ শকেই ২য় নরসিংহের রাজ্যারোহণ হইয়াছে, জানা যায়। বোধ হয় "বর্দ্ধমান" নির্দ্দেশক অঙ্ক ১ম নরসিংহের সময় ১১৯৬ শকে প্রচলিত হইয়া থাকিবে, পূর্ব্বোক্ত গাঙ্গেয়শকের সহিত ইহার কোন সৌসাদৃশ্য নাই।

২য় নরসিংহের ১ম তাম্রশাসনে নবরাজ্যবিজয়ের কথা আছে। শ্রীকূর্ম্মস্বামীর মন্দিরে অনেকগুলি খোদিত শিলা-ফলকে ইনি বীরশ্রী-বীরবর শ্রীনরসিংহদেব নামে বর্ণিত হইয়াছেন। ঐ সকল শিলাফলকের মধ্যে শেষ সময়ের লিপি ১২৭১ শকে অঙ্কিত, ইহাতে অনুমান হয় যে, ইনি ১২১৭ শক অর্থাৎ ১২৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৭১ শক অর্থাৎ ১৩৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার পরবর্ত্তী গাঙ্গেয়রাজগণের প্রদত্ত সাময়িক লিপি অভাবে গাঙ্গেয়রাজগণের এই পর্য্যন্ত বিবরণ লিখিয়া ক্ষান্ত হইলাম। (১২)

গাঙ্গেরুক (ক্লী) গোরক্ষ-তণ্ডুলের বীজ। (সুশ্রুত সূত্র° ৪৬ অঃ)

গাঙ্গেরুকী (স্ত্রী) গাঙ্গং জলমীরয়তি ঈর-কু "মৃগয্বাদয়শ্চ।" (উণ্ ১।৩৮) ততঃ স্বার্থে কন্। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। গোরক্ষ তণ্ডুলা (অমর)। পর্য্যায়—নাগবলা, ঝষা, হ্রস্ব-গবেধুকা, খরকর্ণিকা, বিশ্বদেবা, গোরক্ষ-তণ্ডুলী। (রত্নমালা) ইহা মধুর, কষায়, শীতল, পিত্ত ও কফনাশক। (চরক সূত্রস্থান ২৭ অঃ)।

গাঙ্গেরুহী (স্ত্রী) গাঙ্গে তটাদৌ রোহতি রুহ-ক। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। নাগবলা (রাজনি°)।

গাঙ্গেষ্ঠী (স্ত্রী) গাঙ্গে নদীতটে তিষ্ঠতি স্থা-ক ষত্বম্, অলুকসমা° গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। কটশর্করা, লতা। (হারাব°)।

গাঙ্গৌঘ (পুং) গাঙ্গো গঙ্গাসম্বন্ধী ওঘঃ। কর্ম্মধা°। গঙ্গাস্রোতঃ।

গাঙ্গ্য (ত্রি) গাঙ্গে গঙ্গাকূলে ভবঃ যৎ। গঙ্গাকূলাদি সম্বন্ধী।

"উরুঃ কক্ষো ন গাঙ্গ্যঃ।" (ঋগ্বেদ ৬।৪৫।৩১)

'গাঙ্গ্যঃ গঙ্গায়াঃ কূলে ভবঃ'। (সায়ণ)

গাচা (দেশজ) ১ গুচ্ছ, তসাদি। ২ সংখ্যা। যেমন এক বা দুই গাচা ছড়ি, এক গাচা দড়ি ইত্যাদি।

গাছ (দেশজ) বৃক্ষ।

গাছড়া (দেশজ) শাক সবুজি।

গাছী (দেশজ) সংখ্যা। স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। যেমন এক-গাছী দড়ি ইত্যাদি।

গাছুড়ে (দেশজ) যে গাছে উঠিতে অতিশয় নিপুণ।

গাজন (দেশজ) শিবের উৎসববিশেষ।

"গাজন লইয়া এল ময়না মণ্ডলে।

শিরে বন্ধ পাছড়া সোনার চড়দোলে॥" শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।

---

(১১) পূর্ব্বোক্ত শ্রীকূর্ম্মস্বামীর মন্দিরের ১১শ স্তম্ভে খোদিত ১১৫৩ শকে প্রদত্ত ভানুদেবের ষষ্ঠীয় দানপত্র দৃষ্ট হয়। ইহাতে অনুমান হয় যে ১১৫৩ শকে অর্থাৎ ১২৩১ খৃষ্টাব্দে রাজা অনঙ্গভীমের রাজ্যারোহণের পরে কলিঙ্গদেশে ভানুদেব নামে অপর কোন রাজা রাজত্ব করিতেন। নিশ্চয়ই ইনি নরসিংহদেবের পুত্র পূর্ব্ব বর্ণিত ভানুদেব হইতে স্বতন্ত্র। ষ্টার্লিং ও হণ্টর সাহেব উক্ত "নরসিংহের পর কবীর নরসিংহ" বা কেশরী নরসিংহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু এই নাম তাঁহাদের উল্লিখিত প্রমাণ কোন তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয় না।

(১২) হণ্টর ও ষ্টার্লিং সাহেব ঐ সময়ের পরেও কএকজন গঙ্গবংশীয় রাজার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সে নাম বিশ্বাসযোগ্য না হওয়ায় গৃহীত হইল না। উক্ত ঐতিহাসিকগণের লিখিত ১৩৪৯ খৃষ্টাব্দের পরেরও বিবরণ বিশ্বাস না করিবার কারণ আছে। কটকজেলার অন্তর্গত গোপীনাথপুরে স্থিত গোপীনাথজীর মন্দিরের সম্মুখে এবং বিশাখপত্তন জেলায় সর্ব্বসিদ্ধি তালুকের অন্তর্গত কোহুকোণ্ডগ্রামে বীরভদ্রদেবের মন্দিরের সম্মুখে যথাক্রমে কপিলেশ্বর গজপতি বা কপিলেন্দ্রদেবের আজ্ঞায় ১৩৭৪ শকে মন্দিরের প্রশস্তি বর্ণিত শিলাফলক খোদিত আছে। ষ্টার্লিং, হণ্টর প্রভৃতির ইতিহাসে ১৪৫২ খৃষ্টাব্দে কপিলেন্দ্রদেবের রাজ্যারোহণ কাল দৃষ্ট হয়; কিন্তু উক্ত সাময়িক প্রমাণেই জানা যাইতেছে যে, ১৪৫০ খৃষ্টাব্দের অনেক পূর্ব্বে ১৩৭৪ শকে উৎকলরাজ কর্ণাট-বিজয়ী সূর্য্যবংশীয় কপিলেন্দ্রদেব রাজত্ব করিতেন।

গাজর (স্ত্রী) গাজর নামক জাতি বা-ক। গৃঞ্জন, গর্জর, গাজোর। (গাজনি°)

গাজি (পারস্য) ১ যে ধর্মের জন্য বিধর্মী বিনাশ করিয়াছে। ২ মুসলমানদিগের একটী সম্প্রদায়। এদেশে এই সম্প্রদায়ের লোক অনেক আছে।

গাজিউদ্দীন্ খাঁ ফিরোজ জঙ্গ ১ম, ইহার আসলনাম মীর সাহাবুদ্দীন। সম্রাট্ বাহাদুর শাহের সময়ে ইনি গুজরাটের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ইনি দিল্লীতে আজমীর ফটকের বাহিরে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে আহমদাবাদে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দেহ দিল্লীতে আনীত হইয়া ঐ বিদ্যালয়ের মধ্যে কবরস্থ করা হয়। সুবিখ্যাত নিজাম উল্‌মুল্ক আসফ্‌জা ইহারই পুত্র।

গাজিউদ্দীন্ খাঁ ফিরোজ জঙ্গ ২য়, নিজাম উল্‌মুল্ক আসফ্‌জার পুত্র, নাদিরশাহের পারস্যদেশে প্রত্যাগমনের পর ইনি আমীর-উল-ওমরা উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর দিল্লী যাইবার সময় পথে আরঙ্গাবাদে তাঁহার মৃত্যু হয়। কেহ কেহ বলেন, বিষ প্রয়োগ দ্বারা তাঁহার বিনাশ সাধন হইয়াছিল।

গাজিউদ্দীন্ খাঁ ৩য়, ইমাদ-উল্-মুল্ক; নিজাম-উল্‌মুল্কের পৌত্র ও ২য় গাজিউদ্দীনের পুত্র। ইহার আসল নাম সাহাবউদ্দীন্। পিতার মৃত্যু হইলে, তাঁহার নাম ও উপাধি ধারণ করেন। ইনি উজীর হইয়া সম্রাট্ আহমদশাহকে কারারুদ্ধ ও তাঁহাকে অন্ধ করিয়া দেন। পরে তৎকর্তৃক ২য় আলমগীর বাদশাহের প্রাণ বিনষ্ট হয়। গাজিউদ্দীন্ গন্নাবেগমকে বিবাহ করেন। [গন্নাবেগম দেখ।] ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে গন্নাবেগমের মৃত্যু হয়। তাহার পর গাজিউদ্দীনের অবস্থা মন্দ হইয়া পড়ে। মাসির-উল্-উমরা নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তিনি ১৭৭৩ খৃঃ দক্ষিণাপথে গমন করেন ও মালবপ্রদেশে একটী জায়গীর প্রাপ্ত হন। পরে সুরাটে গমন করিয়া তথায় কিছুকাল ইংরাজদিগের নিকট থাকিয়া মক্কা গমন করেন। গুলজার ইব্রাহিম কৃত কাব্যগ্রন্থে ইহার বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। তাহাতে ইনি নিজাম নামে উক্ত হইয়াছেন। গাজিউদ্দীন্ পারসি ও রেখতা কবিতা; আরব ও তুর্কিভাষায় গজল এবং পারস্যভাষায় "দিবান" ও "মসনবী" রচনা করেন। কেহ কেহ বলেন কাল্পিতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গাজিউদ্দীন্ নগর [গাজিয়াবাদ দেখ।]

গাজিউদ্দীন্ হাইদার, অযোধ্যার নবাব উজীর। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ১১ই জুলাই পিতা নবাব সাদৎ আলি খাঁর মৃত্যু হইলে গাজিউদ্দীন্ অযোধ্যার নবাব পদে প্রতিষ্ঠিত হন। সাদৎ আলি মৃত্যুকালে ধনাগারে অনেক অর্থ রাখিয়া যান। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর গবর্ণর-জেনারল লর্ড ময়রার সহিত নবাবের সাক্ষাৎ হয়। তাহাতে নবাব কোম্পানি বাহাদুরকে এক কোটি টাকা দান করিতে চাহেন। কিন্তু গবর্ণর-জেনারল উহা দান স্বরূপে না লইয়া ঋণ বলিয়া গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয়েন এবং নেপাল যুদ্ধের ব্যয়ের কারণ আরও এক কোটি টাকা চাহেন। এই অতিরিক্ত টাকা নবাব উজীর প্রথমতঃ দিতে সম্মত হন নাই। শেষ রেসিডেণ্ট লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল বেলির উদ্যোগে সেই টাকাও গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া হয়। ১২২৬ সালের ৬ই বৈশাখ (ইং ১৭ই এপ্রেল ১৮১৯) তারিখের সমাচার দর্পণ পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, "তিন চারিবৎসর হইল ইংলণ্ডীয়েরা নেপালের রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া নেপাল-রাজ্যের তৃতীয়-ভাগ লইলে লক্ষ্ণৌয়ের নবাব সাহেব কোম্পানি বাহাদুরকে কহিলেন যে, আমার রাজ্য-সংলগ্ন নেপালীয় দেশ আমাকে দেও। তাহাতে কোম্পানি বাহাদুরকে এক কোটি টাকা দিয়া সেই নেপালীয় দেশ নবাব সাহেব লইলেন।"

ইতিপূর্ব্বে ওয়ারেণ হেষ্টিংস যে বেগমের প্রতি অত্যাচার করেন, সেই বেগমের ত্যক্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি উত্তরাধিকারী সূত্রে গাজিউদ্দীন্ পাইয়াছিলেন। কিন্তু কোম্পানি বেগমের আছে বলিয়া কর্তৃত্ব ভার নিজ হস্তে রাখিয়া সেই সম্পত্তি হইতে প্রায় ১ কোটি টাকা অধিকার করিয়া লইলেন। পরে কয়েক সহস্র টাকা ফেরত দেওয়া হয় মাত্র। বেগমের উইলে অনেক লোকের বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল, নবাব রেসিডেণ্টকে দিয়া ঐ বৃত্তিদানের জন্য অনেক আবেদন করেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

১৮১৪ খৃঃ অব্দে ১২ই নবেম্বর তিনি তাৎকালিক গবর্ণর-জেনারল লর্ড ময়রা বা মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস সাহেবকে লিখিয়া পাঠান যে, "আপনি আমাকে পিতৃসিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছেন। সুতরাং আমি পিতার রাজ্য সম্পত্তিতে অধিকারী। অতএব সেই রাজ্য যেন আমার সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে থাকে। একটী পরগণা বা গ্রাম যেন আমার শাসন হইতে বিচ্ছিন্ন না হয়। আর আমি রাজ্যমধ্যে সুবিচারের জন্য তিন প্রকার আদালত স্থাপন করিয়াছি। অতএব আমার আত্মীয়, অনুচর বা ভৃত্যবর্গের মধ্যে কেহ যদি কলিকাতায় গিয়া আপনাদিগের নিকট আমার সম্বন্ধে কোন অভিযোগ করে, তবে তাহাদিগকে সুবিচার জন্য

আমার রাজ্যেই পাঠাইবেন। এরূপ না করিলে আমার সম্মান প্রতিপত্তি কিছুই থাকিবে না।" গবর্ণর-জেনারল উত্তরে বলেন যে, তার সমস্ত বিষয়ে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের সর্ত্ত সকল বজায় রাখিয়া নবাবের অভিপ্রায় আনুযায়িক কার্য্য করা যাইবে। বেলিসাহেব তখন লক্ষ্ণৌয়ের রেসিডেন্ট। গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরি এডাম সাহেব তাঁহাকে লেখেন যে, নবাবকে বাহিরের স্বাধীন রাজা বলিয়া দেখাণ হইবে। বস্তুতঃ তাঁহাকে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে।*

গাজিউদ্দীন নবাব উজীর ছিলেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর তিনি আবুল্ মুজফ্‌ফর মইজ উদ্দীন্ শা জমান্ গাজিউদ্দীন হাইদার বাদশাহ নাম ধারণ করেন। এই উপলক্ষে একটী প্রকাণ্ড দরবার হয়। তাঁহার অভিষেক কালে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার মুক্তা ছড়ান হইয়াছিল।

সাহেবদিগের মেমেরা এই সুযোগে অনেক মুক্তা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর হইতে ইংরাজেরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

গবর্ণর-জেনারল লর্ড আমহার্ষ্টের আমলে নবাব-রাজের সহিত ইংরাজদিগের বেশ সৌহার্দ্দ্য ছিল। লর্ড আমহার্ষ্ট রাজাকে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর এবং ১৮২৩ অব্দের ২০এ জুন যে খরিতা (পত্র) লিখিয়া পাঠান, তাহার প্রথমখানিতে রাজা ও পরের খানিতে বাদশাহ বলিয়া গাজিউদ্দীন্‌কে সম্বোধন করা হইয়াছে। ঐ সকল খরিতা পাঠে বুঝা যায় যে, ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের জন্য লক্ষ্ণৌয়ের নবাব ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে এক কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ দান করিয়াছিলেন। রেসিডেন্ট রিকেট্‌স্ সাহেব ও নবাব মাতমুদ্দৌলা মুতমিদ-উদ্-দৌলা এই দুই জনের উদ্যোগেই এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। আগামীর নামক গাজিউদ্দীনের মন্ত্রীর উপর রাজকুমার নাসিরুদ্দীনের বড় আক্রোশ ছিল। রাজা ভাবিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্র রাজা হইয়া নিশ্চয়ই আগামীরকে বিনাশ করিবে। যাহাতে তাহা না হয়, তাহার জন্য তিনি ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করেন। গবর্ণমেন্ট শতকরা ৫৲ টাকা সুদে এক কোটি টাকা কর্জ্জ লইয়া আগামীরকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হন। রাজা ব্যবস্থা করিলেন যে, মৃত্যুর পর এই টাকার অর্দ্ধেক সুদ আগামীর পাইবেন। বাকি অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ পাইবে। প্রসিদ্ধ বিশপ হেবার সাহেব ১৮২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থে তৎকালীন অনেক বৃত্তান্ত লিখিত আছে। সাহেব নবাবের বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ১৯এ অক্টোবর গাজিউদ্দীন্ হাইদারের মৃত্যু হয়। তখন তাহার বয়স চারি ৫৮ বৎসর হইয়াছিল। ইনি লক্ষ্ণৌয়ের মতি মহল, মোবারক মঞ্জিল, শা মঞ্জিল, চিনিবাজার, ছত্র মঞ্জিল, সাদতক ও কদম-রসুল প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন।

* Dacoity in Excelsis p. 61.

গাজি খাঁ, দিল্লীর সম্রাট্ বাবরের সময়ের একজন সামন্ত। ইনি লাহোর অঞ্চল শাসন করিতেন। পরে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বাবরের বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করেন। বাবর সসৈন্যে গিয়া গাজি খাঁকে পরাস্ত ও মিলবটের দুর্গ অধিকার করিলে, গাজি খাঁ পর্ব্বতে পলায়ন করেন। গাজিখাঁর পুস্তকাগারে অনেক বহুমূল্য পুস্তক সংগৃহীত ছিল।

গাজি-খাঁ-ই বদক্‌সি, মুসলমান সেনাপতি ও কবি। ইহার নাম কাজি নিজাম। ইনি মোল্লা ইসামুদ্দীন্ ইব্রাহিমের নিকট আইন অধ্যয়ন করিয়া শেষে মহাপণ্ডিত বলিয়া গণ্য হয়েন। বদক্‌সানের সুলতান সুলিমান তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'কাজি খাঁ' উপাধি দান করেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর সুলিমান সসৈন্যে কাবুলে আসিয়া হুমায়ুনের অনুচর মুনিমকে অবরোধ করেন। সেই সময় তিনি গাজি নিজামকে মুনিম্ খাঁর নিকট পাঠাইয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়া দেন। মুনিম্ খাঁ তাঁহাকে কয়েকদিন নিকটে রাখিয়া সুখ্যাতের সহিত আহারাদি করান। গাজি নিজাম তুষ্ট হইয়া সুলিমানকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। সুলিমান তদনুসারে বদক্‌সানে চলিয়া যান। গাজি নিজাম সুলিমানের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়া খাঁপুরে সম্রাট্ অকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, সম্রাট্ তাঁহাকে নানা উপহার দিয়া প্রথমতঃ 'পার্‌বাকি' লেখকের পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু শেষে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া এক হাজারি সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া দেন এবং কয়েকটী যুদ্ধে তাঁহার বীরত্বের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে গাজি খাঁ উপাধি দান করেন। গাজি খাঁ মানসিংহের অধীনে বাহাদিকের সেনার নায়ক হইয়া রাণা কীকার সহিত যুদ্ধ করেন ও তৎপরে বেহারের বিদ্রোহ দমন করেন। অকবর বাদশাহের রাজত্বের ২৯ বৎসরে (অর্থাৎ ৯৯১ হিজিরায়) ৭০ বৎসর বয়সে অযোধ্যা নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

গাজি খাঁ চক্, কাশ্মীরের রাজা। ইনি অকবরশাহের সেনাপতি কাশ্রা বাহাদুরকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। মআসিরি-রহিমী নামক পারস্য গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

গাজি খাঁ তন্নূরী, আফগান ওমরাহ, অকবর বাদশাহের কর্মচারী। ইনি ভাটগড়ের জমিদারদিগকে অকবরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। ভাটের রাজা রামচন্দ্রকে কর দিবার জন্ত ও বিদ্রোহীদিগকে আত্মসমর্পণ করাইবার জন্ত অকবর বলিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু রাজা তাহাতে সম্মত না হইয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করায় অকবর সসৈন্তে তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। পরে রাজাকে পরাজিত করিয়া গাজি খাঁর প্রাণ বিনাশ করিলেন।

গাজিপুর, উত্তর পশ্চিমের বারাণসী বিভাগের একটী জেলা। অক্ষা° ২৫°১৮´২৯˝ হইতে ২৬°৫৩´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৩°২১´২৩˝ হইতে ৮৪°০´৭˝ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

গাজিপুর জেলার উত্তরে আজিমগড়; পশ্চিমে বারাণসী ও জৌনপুর জেলা; দক্ষিণে সাহাবাদ ও পূর্ব্বে বেলিয়া। ইহার ক্ষেত্রফল ১৪১৩ বর্গ মাইল।

গাজিপুর নগরে এই বিভাগের সদরকাছারি। গাজিপুরের মধ্য দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত, দুইধারের জমি বিশেষ উর্ব্বরা। ইহার উত্তরাংশ সরযূ ও গোমতী নদীর মধ্যে অবস্থিত। এই নদীদ্বয় জেলার পশ্চিমভাগে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। দক্ষিণভাগে কর্ম্মনাশা ও গঙ্গা। জেলার উত্তরাংশ দক্ষিণাংশ-অপেক্ষা উচ্চ। হিমালয় প্রদেশের অধিকাংশ গঙ্গার জলে ধৌত হইয়া পলিরূপে জমিয়া উত্তরাংশে পতিত হওয়ায় এই ভাগ অপেক্ষাকৃত উচ্চ হইয়াছে। এই উচ্চভাগের উপর দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইয়া পার্শ্বস্থ ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। মঙ্গাই নামক নদীতে গ্রীষ্মকালে জল থাকে না। নদীগুলি অনেকস্থানে পূর্ব্ব গর্ভ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথে চলিয়াছে। উচ্চভূমির স্থানে স্থানে ক্ষার জমিয়া সাজিমাটিতে পরিণত হইয়াছে। এখানে ভাল ফসল হয় না। কিন্তু অন্যান্ত স্থান বেশ উর্ব্বরা। গাজিপুরে ১০০৬ বর্গ মাইল ভূমিতে চাস হইতেছে। নিম্নভূমিতে কবাইল নামক একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা আছে। ইহাতে জল সিঞ্চন না করিলেও রবি শস্ত উৎপন্ন হইতে পারে। ইহার উপরে বালি ছড়াইয়া দিতে হয়, নতুবা ইহা শীঘ্র শুষ্ক ও শক্ত হইয়া যায়। গঙ্গার পার্শ্বস্থ নিম্নভূমি পলিময়। ইহার নিম্নে বালুকার স্তর আছে। গঙ্গার বন্যাতে শস্তের বিশেষ উপকার দর্শে। খরিফ শস্ত জ্যৈষ্ঠমাসে রোপিত হয় এবং কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে কাটা হইয়া থাকে। আশু ধান্ত ভাদ্রমাসে ও তুলা মাঘমাসে উঠান হয়। রবি শস্ত কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে রোপিত হয় এবং চৈত্র বৈশাখমাসে কাটা হয়।

গাজিপুর জেলায় বন্যার দ্বারা, বা বৃষ্টি অভাবে তথায় অন্ত শস্তের বিশেষ ক্ষতি হয় না। সুতরাং এখানে প্রায় দুর্ভিক্ষ ঘটে না।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বৃষ্টি অভাবে বিলক্ষণ অন্ন কষ্ট হইয়াছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ধান্ত ভালরূপ জন্মে নাই। ১৮৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দেও অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। ১৮৫৮-৬০, ১৮৬৪ ও ১৮৬৫-৬৬ খৃঃ তথা ও ১৮৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে বন্যা হয়। ১৮৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে সমস্ত বৎসরের মধ্যে কেবল ২১ ইঞ্চিমাত্র জল হয়। তাহাতে অনেক শস্ত নষ্ট হওয়ায় লোকের বিলক্ষণ ক্লেশ হইয়াছিল।

হিন্দুদিগের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, রাজপুত, কায়স্থ, বেণিয়া ও নিম্নশ্রেণীর আহির, চামার, কাছি, ভূঁইহার, ভর, কাহার, তেলি, লোহার, লোনিয়া, কুম্ভার, মাল্লা, কলবার, কুর্ম্মি, গদারিয়া, নাই, সোণার, ধোবি, তাম্বুলি প্রভৃতি দেখা যায়। মুসলমানদিগের মধ্যে সুন্নির সংখ্যাই অধিক।

পঞ্চায়তগণ এখানে ব্যবসা, বাণিজ্য, সামাজিক বা বৈষয়িক নানা বিষয়ের বিবাদ ভঞ্জন ও মীমাংসা করিয়া দেয়। গাজিপুর জেলার মধ্যে গাজিপুর, গহমার, বাহাদুরপুর সেয়দপুর, জামানিয়া, বাহাদুরগঞ্জ নামক কয়েকটী নগর আছে।

স্থানীয় প্রবাদ এইরূপ যে, এই স্থানে গাধি নামক কোন রাজার গাধিপুর নামে একটী দুর্গ ছিল, তিনিই এই নগর স্থাপন করেন। কিন্তু বর্ত্তমান গাজিপুর নামটী মুসলমান সময়ে প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থানের নাম গজপুর ছিল। অধিবাসীরা এখনও এই স্থানকে গজিপুর বলিয়া থাকে। যাহাই হউক গাজিপুর যে অতি প্রাচীন নগর তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নগর পার্শ্বে নদীকূলে মৃত্তিকার ভিতর অনেক পুরাতন ইষ্টক এবং মৃণ্ময়পাত্র ও স্থানে স্থানে অতি পুরাতন খোদিত শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। জেলার ভিত্রি নামক গ্রামে সমুদ্রগুপ্তের সময়ের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ইনি কনৌজ পর্য্যন্ত আপনার রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। গাজিপুরে যে সমস্ত মূল্যবান স্তম্ভ ও খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা জানা যায় যে, খৃষ্টের বহু পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের সময়ে সৈদিপুর হইতে বক্সার পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল। খৃষ্টের ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ অশোক রাজার রাজত্ব সময়ে এই দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার হয়। অশোক রাজার নির্ম্মিত প্রস্তর-স্তম্ভ ও স্তূপ দেখা গিয়াছে। খৃষ্টীয় ৪র্থ হইতে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত মগধ দেশের গুপ্তবংশ এ প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। এই বংশীয় রাজগণের নির্ম্মিত স্তম্ভ ও মুদ্রাদি স্থানে স্থানে পাওয়া গিয়াছে। গাজিপুর হইতে ৩০ ক্রোশ দক্ষিণে জমানিয়া

তহসিলের লাটিয়া নামক ক্ষুদ্র গ্রামে একটী ৫০০ ফুট লম্বা ও ২০০ ফুট প্রস্থ ইষ্টকের ভগ্ন স্তূপের পশ্চিমদিকে একটী প্রস্তর স্তম্ভ আছে *। কোন কোন মুদ্রায় ও শিলালিপিতে শ্রীগুপ্ত স্কন্দগুপ্তের নাম পাওয়া গিয়াছে। † ৬৩০ খৃষ্টাব্দে চীন পরিব্রাজক হিউয়েন-সিয়াং যখন এই প্রদেশ দর্শন করিতে আগমন করেন, তখন এখানে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয়েরই প্রাদুর্ভাব ছিল। হিউয়েন-সিয়াং এই প্রদেশের 'চেন-চু' নাম দিয়াছেন। রাজ্যটী চারিদিকে ১৬৫ ক্রোশ। (১) গঙ্গাতীরে ইহার রাজধানী। অধিবাসীবর্গ সমৃদ্ধিশালী, ভূমি উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী।

হিউয়েন সিয়াং-এর আগমনের পরে হিন্দুগণ বৌদ্ধদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দেন। সেই সময় ভর নামক পরাক্রান্ত জাতি এই স্থানে আধিপত্য বিস্তার করে। উত্তর-পশ্চিমে যখন মুসলমান জাতি রাজ্য বিস্তার আরম্ভ করে, তখন ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণ পলায়ন করিয়া এই ভর জাতীয় রাজাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহারাই ক্রমে ঐ রাজার নিকট হইতে জমি গ্রহণ করিয়া পরে জমিদাররূপে পরিণত হইয়াছে। ক্রমে কুতবউদ্দীন ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত মুসলমান রাজ্য বিস্তার করিলেন। গাজিপুর অবশ্যই তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কথিত আছে, ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মহম্মদ তোগলকের সময়ে মসাউদ নামক একজন সাহসী এই প্রদেশের রাজাকে যুদ্ধে নিহত করেন। সম্রাট্ তাঁহার উপর তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে গাজি (ধর্ম্মের সহায়) উপাধি দেন ও নিহত রাজার রাজ্যদান করেন। এই মসাউদই উক্ত স্থানের 'গাজিপুর' নামকরণ করেন। সেই অবধি উহার নাম গাজিপুর হইয়াছে। ১৩৯৪ হইতে ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই প্রদেশ জৌনপুরের সর্কি রাজগণের অধীন ছিল। সর্কি রাজবংশ দিল্লীর লোদীবংশীয় রাজগণের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন হইয়াছিল। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ বাবর এই প্রদেশ অধিকার করিয়া লন। বক্সারের যুদ্ধে সেরশাহ হুমায়ূনকে পরাস্ত করিয়া এই প্রদেশ অধিকার করেন। আকবরের সময় এই স্থান মোগলদিগের অধিকারে এলাহাবাদ সুবার অন্তর্গত থাকে। তাহার পর ইহা অযোধ্যার নবাব উজীরের রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হয়। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে নবাব সাদাদাত খাঁ, সেখ আবদুল্লা নামক এক ব্যক্তিকে গাজিপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এই স্থানে তাঁহার কৃত চিহল্-সতুন (চল্লিশ স্তম্ভযুক্ত বাটী), ইমামবাড়া, মসজিদ, নবাবকি চাহরদোয়ারি, একটী দুর্গ ও নবাব-বাগ নামে উদ্যান নির্ম্মাণ করেন। (১) উদ্যানের নিকট তাঁহার সমাধিমন্দির ছিল। জলালাবাদ ও কাশিমাবাদে তাহার কৃত মসজিদের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। আবদুল্লার মৃত্যুর পর তৎপুত্র ফজল আলি রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। বারাণসীর রাজা বলবন্তসিংহ তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়া গাজিপুর প্রদেশ নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বলবন্ত সিংহের মৃত্যু হইলে চৈতসিংহ রাজা হন। নবাব উজীরের সম্মতিক্রমে গাজিপুর চৈতসিংহের অধিকারে রহিল। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে নবাব উজীর আসফ্ উদ্দৌলা বারাণসী রাজ্য ইংরাজদিগকে অর্পণ করেন। শেষ ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ চৈতসিংহকে সিংহাসনচ্যুত করেন। সেই অবধি গাজিপুর ইংরাজরাজের অধীন হইয়াছে। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে গাজিপুরে ভারতের গবর্ণর-জেনারল লর্ড কর্ণওয়ালিসের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার স্মরণার্থ 'কর্ণওয়ালিস মনুমেণ্ট' নামক ইমারত নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে ১২টি স্তম্ভ ও উপরে একটী গম্বুজ আছে। উহার বেদ ভূমি হইতে প্রায় ৮ হস্ত উচ্চ, উপরে মর্ম্মর প্রস্তর বাঁধান। মধ্যস্থলে প্রস্তর খোদিত লর্ড কর্ণওয়ালিসের অর্দ্ধমূর্ত্তি। উহার এক পার্শ্বে হিন্দু ও অপর পার্শ্বে মুসলমান মূর্ত্তি। উত্তরদিকে একজন গোরা ও একজন সিপাহীর মূর্ত্তি, যেন শোকাকুল ভাবে অবস্থিত। সিপাহী বিদ্রোহের তরঙ্গ গাজিপুরেও আসিয়াছিল। কিন্তু তাহা শীঘ্রই দমিত হয়।

ইংরাজ অধিকারে আসিবার পর ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে গাজিপুরে জমি সম্বন্ধীয় যে বন্দোবস্ত করা হয়, তাহাই চিরস্থায়ীরূপে চলিয়া আসিতেছে। এক একটী বিভাগের প্রতিনিধিস্বরূপ কয়েক জনের সহিত সরকারের বন্দোবস্ত হয়। কোন কোন স্থলে কোন আবাদকারী ঐরূপ প্রতিনিধির নিজ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জমির সমাসদের ও সংশোধনের নূতন ব্যবস্থা করা হয়। বাকি খাজনার জন্য অনেক ভূসম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যায়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে জমি সম্বন্ধে নূতন আইন হইলে জমির পুরাতন অধিকারীদিগের সহিত নূতন অধিকারীদিগের অনেক বিবাদ ও মোকদ্দমা হইয়াছিল।

এখানে শাসনকার্য্যের জন্য একজন মাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর, একজন জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও তিনজন ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট আছেন। মামলার জন্য গাজিপুরের দাওয়ানি বিচার

* Führer's Monumental Antiquities and Inscriptions. p. 232.

† Cunningham's Archæological Survey Reports. XXII p. 98.

(১) Cunningham's Ancient Geography of India. p 439.

(১) Führer's Monumental Antiquities &c. 290

করিয়া থাকেন। গাজিপুরই জেলার ও তহসিলের প্রধান নগর। এইখানেই এই সকল আদালত বসিয়া থাকে। ইহা বারাণসীর উত্তর-পূর্ব্বে ২২ ক্রোশ দূরে অক্ষাং ২৫° ৩৫´ উঃ দ্রাঘি° ৮৩° ৩৮´ ৭´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার জনসংখ্যা ৪৪৯৭০ জন। এখানে চিনি, তামাক, মোটা কাপড় ও গোলাপ জল প্রস্তুত হয়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সমস্ত অহিফেন গাজিপুরে আনীত হয়। উত্তর-পশ্চিম গবর্ণমেণ্টের অহিফেনবিভাগ এইখানেই অবস্থিত। এখানে একটী মিউনিসিপালিটী আছে।

গাজিপুর জেলায় বাহির হইতে বিলাতী সূতা, কাপড়, চুনা, লবণ, মসলা ও নানাবিধ শস্য আমদানী হইয়া থাকে। খৃষ্টীয় ষোড়শ-শতাব্দী হইতে এখানে অহিফেন চাষ হইতেছে। বারাণসী জেলা ইংরাজদিগের হস্তগত হওয়ার পর হইতে গবর্ণমেণ্ট অহিফেন ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া লইয়া কণ্ট্রাক্টরদিগকে বিলি করেন। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে একজন সরকারী অফিসের এজেণ্ট নিযুক্ত করা হয়। দেশের লোকে যেমন অহিফেন চাষ করিত, সেই-রূপই করিতে লাগিল। তাহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কমিসন পাইত। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডালহাউসি নূতন নিয়ম করেন। তদনুসারে এজেণ্টের অধীনে দশজন ডিপুটী নিযুক্ত হইলেন। এবং একজন ডেপুটির অধীনে ২ জন করিয়া ইংরাজ আসিষ্টেণ্ট ও কর্ম্মচারী। এই দশটী বিভাগের ৩৯টী উপবিভাগ হইয়াছে। প্রত্যেক উপবিভাগে এক একজন দেশীয় ওভারসিয়ার বা তত্ত্বাবধায়ক আছেন। যাহারা চাষ করিবে, তাহারা সরকার হইতে লাইসেন্স ও দাদন লইয়া যায়। তদনুসারে তাহারা নিয়মিত পরিমাণ ভূমি অহিফেন চাষের জন্য রাখে। অহিফেন বোনা হইলে, সরকারী লোক ভূমি মাপিয়া কত অহিফেন জন্মাইবে, তাহার একটা বৃত্ত করেন। চৈত্র বৈশাখ মাসে অহিফেন সংগৃহীত হইয়া সরকারী কুঠিতে আনীত হয়। তথায় তাহার ওজন ও পরীক্ষা হইয়া চাষীর হিসাব মিটান হয়। কুঠিতে অহিফেনের বাট প্রস্তুত হয়। তাহা বাক্সবন্দী হইয়া কলিকাতায় চালান যায় ও তথায় নিলাম ডাকে বিক্রয় হইয়া থাকে। গাজিপুরের সাজিমাটি হইতে "কারবনেট-অব-সোডা" প্রস্তুত হয়। এখানে গোলাপও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের জমানিয়া, দিলদার নগর ও গহ-মার নামক ষ্টেসন গাজিপুর জেলার মধ্যেই অবস্থিত। দিলদার নগর হইতে একটী রেলপথের শাখা গাজিপুর নগরের নিকট গঙ্গার অপর কূলে তারিঘাট নামক স্থানে আসিয়াছে। রেলপথ হইয়াও নৌকায় আমদানী রপ্তানী কম হয় নাই। জেলার ভিতর প্রধান প্রধান নগরে গতায়াতের জন্য উত্তম রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। চোচকপুর নামক স্থানে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে গঙ্গাস্নানোপলক্ষে প্রায় দশহাজার লোক সমবেত হয়।

গাজিপুরে শীতকালে অত্যন্ত শীত, আবার গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত গ্রীষ্ম বোধ হয়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে তাপমান যন্ত্র ৬১° ও মে মাসে ৯৮° উঠে। গাজিপুরে, সৈয়দপুর ও জীর নগরে ঔষধালয় আছে।

২ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ফতেপুর জেলার অন্তর্গত একটী তহসিল। ইহাতে আয়াশা, গাজিপুর ও মুতৌর নামক পরগণা আছে। ইহার ক্ষেত্রফল ২৮২ বর্গ মাইল। গাজিপুর খাস ইহার সদর। ফতেপুর হইতে শিবরা পর্যন্ত যে পথ গিয়াছে ঐ পথে ফতেপুর হইতে ৪।০ ক্রোশ গমন করিলে, গাজিপুর যাওয়া যায়। আসোথরের রাজার পূর্ব্ব পুরুষ দক্ষসিংহ এই নগর স্থাপন করেন। এই বংশের বাসের জন্য একটী দুর্গ, এতদ্ভিন্ন পুলিস ও ডাকঘর আছে।

গাজি মহ্দি, মুসলমানদিগের একটী ধর্ম্মসম্প্রদায়। ইহাদের নিজের সম্পত্তি থাকে না। সম্প্রদায়ের লোক আপনার স্ত্রী-পরিবার পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ সম্পত্তি লইয়া একটী সাধা-রণ ভাণ্ডার করে। তাহা হইতেই তাহাদের খরচপত্র চলে। ইহারা ধর্ম্মে এরূপ উন্মত্ত যে, কাহাকে কোন পাপ কাজ করিতে দেখিলে তাহাকে বিনাশ পর্য্যন্ত করিতে ত্রুটি করে না।

গাজি মিঞা, মুসলমানদিগের উপাস্য দেবতা। ইনি পঞ্চপীরের মধ্যে একটী পীর। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা ইহাকে বিশেষ ভক্তি করে। কোথাও কোথাও ইহাকে গজনা দুলহা ও সালার-ছিনুলা বলে। অনেক স্থানে জ্যৈষ্ঠমাসে ইহার উদ্দেশে নানাবিধ উৎসবাদি হইয়া থাকে। একটা লম্বা বাঁশের মাথায় কতকগুলি চুল বাঁধিয়া বহিয়া বেড়ায়। চুলগুলি গাজির ছিন্নমস্তক। কথিত আছে যে, বিবাহের দিবস ধর্ম্মের জন্য ইনি প্রাণত্যাগ করেন। সেই জন্য এই উৎসবকে 'গাজি মিঞার সাদি' উৎসবও বলিয়া থাকে। অনেক নীচ শ্রেণীর হিন্দুও এই উৎসবে যোগ দিয়া থাকে। গাজিমিঞা কোন্ সময়ের লোক তাহা কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন যে, ইনি গজনির মামু-দের ভাগিনেয়, ৪০৫ হিজিরায় আজমীরে ইহার জন্ম হয়। হিঃ ৪২৪ অব্দে ১৯ বৎসর বয়সে বহরাইচ নগরে হিন্দুরাজ সাহর-দেবের সহিত যুদ্ধে ইহার মৃত্যু হয়।

গাজিয়াবাদ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মীরাট জেলার একটী

তহসীল। উহা জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অবস্থিত। ইহাতে দাসনা, জালালাবাদ ও লোনী নামক কয়েকটী পরগণা আছে। ইহা যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। সিন্ধু-পঞ্জাব, দিল্লী ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ ইহার মধ্য দিয়া গিয়াছে। গঙ্গা ও যমুনার খাল হইতে ইহার ক্ষেত্রাদিতে জল সরবরাহ করা হয়। ইহার ক্ষেত্রফল ৪৯৪ বর্গমাইল। ইহার মধ্যে ১টী দেওয়ানি ও একটী ফৌজদারী আদালত ও ৭টী থানা আছে। গাজিয়াবাদ ইহার প্রধান নগর। গাজিয়াবাদ নগর অক্ষা° ২৮° ৩৯´ ৫৫˝ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ২৮ ১০´ পূর্ব্ব মধ্যে মীরাট হইতে ৭ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১ ,৯১ জন। তন্মধ্যে ৬৯৫২ জন হিন্দু। দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ নবাব সলাবত জঙ্গের ভ্রাতা উজীর গাজীউদ্দীন্ ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপন করিয়া গাজিউদ্দীন্ নগর নাম রাখেন। রেলপথ খুলিবার সময় সাধারণের উচ্চারণের সুবিধার জন্য নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া গাজিয়াবাদ হইয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় একদল ইংরাজ সেনা এই স্থানে বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত করে। এখানে দুধেশ্বরনাথ দেবের মন্দির আছে। ইহা ২০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়। এতদ্ব্যতীত ৬টী বড় মস্‌জিদ আছে। রেলপথ খোলার পর এখানে অনেকগুলি সরাই হইয়াছে। ষ্টেসনের নিকট অনেক ঘর বাড়ী আছে চামড়া বিক্রয়ের জন্য সপ্তাহে হাট বসে। দুধেশ্বরনাথ ব্যতীত এখানে আরও কয়েকটী হিন্দু দেবমন্দির আছে।

গাজিবেগ তরখাঁ, মির্‌জা, সিন্ধুদেশের মুসলমান শাসনকর্ত্তা। সুপ্রসিদ্ধ জানিখাঁর বংশসম্ভূত। মুহম্মদ জানিবেগ ইহার পিতা। পিতার যখন মৃত্যু হয় তখন ইহার বয়স ১৭ বৎসর মাত্র। তাঁহার প্রতি সম্রাট্ অকবরের বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। সম্রাট্ সেই অল্পবয়সেই তাঁহাকে সিন্ধুদেশের শাসনভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু মিরজা-ঈসা-তরখাঁ নামক তাঁহারই আত্মীয় গাজিবেগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া যাহাতে তিনি শাসনকার্য্য করিতে না পারেন, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পিতৃবন্ধু খস্‌রুখাঁ-চির্কিসের সাহায্যে গাজিবেগ প্রতিবাদী ঈসা-তরখাঁকে পরাস্ত করাইয়া তাঁহাকে সিন্ধুদেশ হইতে বিদূরিত করিলেন। গাজিবেগ এই সূত্রে অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই সেনা লইয়া সম্রাটের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবার উদ্যোগ করেন। অকবর এই সংবাদ পাইয়া ১০১১ হিজরিতে বেহারের শাসনকর্ত্তা সৈয়দখাঁ ও রাজপুত্র মাল্লাকে বিদ্রোহ দমন করিতে পাঠাইয়া দেন।

গাজিবেগ সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া সম্রাটের নিকট দিল্লীতে আগমন করিলে, সম্রাট্ তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া পুনরায় সিন্ধুদেশের শাসনভার অর্পণ করিলেন। অকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর সম্রাট্ হইয়াও তাঁহাকে সিন্ধুদেশের সহিত মুলতানের শাসনভার প্রদান করেন। জাহাঙ্গীর তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া "সাতহাজারী" সেনাপতি পদ প্রদান করেন। হিরাটের শাসনকর্ত্তা হুসেন খাঁ-সামলু কান্দাহার অবরোধ করিলে, গাজিবেগ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। সেই সময় তাঁহাকে "ফরজন্দ" উপাধি দেওয়া হয়। পারস্যরাজ শাহ আব্বাস তাঁহাকে আপন পক্ষে আনয়ন করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন ও অনেক খেলাত (উপহার) পাঠাইয়া দেন। কিন্তু গাজিবেগ যে নিজ প্রভুর পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ৭ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া ১০১৮ হিজরিতে সহসা তাঁহার মৃত্যু হয়। কেহ কেহ বলেন, জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ৭ম বর্ষ অর্থাৎ ১০২১ হিজরিতে এই ঘটনা ঘটে। খস্‌রু খাঁর পুত্র লুৎফুল্লার প্রতি তিনি কোন কারণে নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, অনেকে অনুমান করেন যে, সেই ব্যক্তিই বিষপ্রয়োগে ইহার প্রাণবিনাশ করিয়া থাকিবে। গাজিবেগের সন্তানাদি হয় নাই। পিতার মত তিনিও কবি ছিলেন। সঙ্গীতেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি সকলপ্রকার বাদ্যযন্ত্রই বাজাইতে পারিতেন। তালিবী, মোল্লা মুর্‌শিদ্-ই-যার্দ্দিরজী, মীর নিয়াজুল্লা খাফিনী, মোল্লা আসদ্ কিস্‌সা খবান ও মুগফুরি প্রভৃতি কবিগণ তাঁহার অনুগত ছিলেন। গাজিবেগ বড় পানাসক্ত ও বিলাসী ছিলেন। ইনি অনেক রমণীর সতীত্ব হরণ করেন।

গাঞ্জিকায় (পুং) বর্ত্তিকপক্ষী। (রাজনি°)

গাড় (দেশজ) গর্ত্ত।

গাড়ন (দেশজ) পোতন, প্রোথিত করণ।

গাড়র (দেশজ) ভেড়া, মেড়া, মেষ।

গাড়ল (দেশজ) ভেড়া, মেষ।

গাড়(ওয়া)বান্ (দেশজ) যে গাড়ী চালায়।

গাড়া (দেশজ) গর্ত্ত।

"হুঁদে সের গাড়া এটা এ কথা নিশ্চয়।" (বিদ্যাসুন্দর)।

গাড়ি, গাড়ী (দেশজ) শকট।

গাড়িক (ত্রি) গড়িক-ইক্। (বুঞ্ছণ্ কঠেতি। পা ৪।২।৮০) গড়িক দ্বারা নির্বৃত্ত।

গাড়ি(ওয়া)বালা (দেশজ) যাহার গাড়ী আছে।

গাড়ু (দেশজ) গড়ুক, ঝারী, জলপাত্রবিশেষ।

ধরের আদর্শে নির্ম্মিত, ইলোরার 'ডুমার লেনা' নামক গুহা-মন্দিরের সহিত ইহার অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। ইহার প্রধান দ্বার উত্তরমুখী। এই দ্বারটিই একণে পরিষ্কৃত ও উন্মুক্ত আছে, ইহার মধ্য দিয়াই প্রবেশের সুবিধা। দ্বারে উঠিবার জন্য ২½ ফুট করিয়া প্রশস্ত কয়েক ধাপ সিঁড়ি আছে। এই সিঁড়ি দিয়া উঠিলাই প্রবেশ যায়। দ্বারটী তিন কুকুরে। এই তিনটী কুকুর বা পদন চারিটী স্তম্ভের উপর রক্ষিত। পার্শ্বভাগের স্তম্ভ দুইটী পর্ব্বতগাত্রে সংলগ্ন সুতরাং আধখোলা। গুহাটীর পূর্ব্বদ্বার হইতে পশ্চিমদ্বার ১৭০ ফুট, দৈর্ঘ্য ও বিস্তার সমান। তিনটী প্রবেশ পথের সম্মুখস্থ মণ্ডপ, ৫৪ ফুট করিয়া দীর্ঘ ও ১৬½ ফুট প্রস্থ। এই মণ্ডপের ঠিক সম্মুখে তিনটী খোদিত শিল্পকল গৃহ আছে, এই তিনটী গৃহের পরিমাণও ঠিক মণ্ডপের ন্যায়। মণ্ডপ ও এই তিনটী গৃহ বাদ দিলে গুহাটীর অবশিষ্টাংশে কেবল ৯১ ফুট পরিমিত একটী চতুষ্কোণ থাকে। এই স্থানটীর ছাদ ছয় সারি থামের উপর অবস্থিত, প্রতি সারিতে আবার ছয়টী করিয়া থাম আছে। কেবল পশ্চিম-দিকের কোণে পীঠস্থান নির্ম্মাণার্থ স্থান বাঁচাইতে হইয়াছে বলিয়া, সেদিকে ৪টী করিয়া থাম আছে। সর্ব্বশুদ্ধ এখানে ২৬টী থাম ছিল, তন্মধ্যে ১৬টী আধখোলা থাম, বাকী পুরা ১০টী থামের মধ্যে ৮টী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ছাদ বা মেজের সর্ব্বত্র সমতল নহে বলিয়া থামের উচ্চতা সব একপ্রকার নহে; ১৫ হইতে ১৭ ফুট উচ্চ থাম আছে। পশ্চাদ্দেশে দালানের দুই পার্শ্বে দুইটী গৃহ আছে, তাহা লম্বে ১৭½ ও প্রস্থে ১৬ ফুট। পূর্ব্বদিকের মণ্ডপ অতিক্রম করিলে একটী উঠানের মত স্থান, এই উঠান হইতে দুএক পা দক্ষিণ-মুখে গেলে আর একটী ক্ষুদ্র গুহা দেখা যায়, উহা ৮৯ ফুট দীর্ঘ ও ৫৬ ফুট প্রস্থ। ইহাতে একটী খোলা বারাণ্ডা আছে, তাহার পশ্চাতে একটী দেবগৃহ বা 'আদিত্যম্' এবং দু' পার্শ্বে দুইটী পূজাগৃহ আছে। এই দেবগৃহের চতুর্দ্দিকে মন্দির-প্রদক্ষিণের জন্য ৮½ ফুট চওড়া ঘুরাণ রাস্তা আছে, ইহার নাম 'প্রদক্ষিণা'।

প্রথম গুহার অভ্যন্তর ভাগে সর্ব্বপশ্চাতে প্রস্তরখোদিত একটী ত্রিমূর্ত্তি। এই প্রতিমার বক্ষস্থলের অর্দ্ধ পর্য্যন্ত খোদিত, ইহার তিনটী মুখ ও ছয়টী হাত। তিনটী মুখ হরিহরব্রহ্মার মুখ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়, এজন্য ইহার নাম ত্রিমূর্ত্তি। মূর্ত্তিটী

একটী দেওয়ালের পশ্চাতে অন্ধকার ক্ষুদ্র গৃহ মধ্যে স্থাপিত এই গৃহটী ১০½ ফুট গভীর, ইহার সম্মুখে ২½ ফুট পরিসর দুইটী থাম। ঐ মূর্ত্তিটীর স্বরূপ সম্বন্ধে কেহ বা বলেন যে, উহা শিব, শক্তি ও রুদ্রের। উহার কারুকার্য্য অতীব সুন্দর। মধ্যস্থলের মুখটী শিবের, কিন্তু দেখিলেই ব্রহ্মার মুখ বলিয়া বোধ হয়, কারণ ইহার বাম হস্তে ব্রহ্মা'র বীজস্বরূপ একটী দাড়িম্বফলের অগ্রাংশ বা যোগীদের পানপাত্রের ন্যায় কমণ্ডলু দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ হস্তে একটী সর্পমূর্ত্তি ছিল; এক্ষণে তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কাণ দুইটী কন্দদেবের কর্ণকুণ্ডল যোগীদিগের মত লম্বা। মাথার মুকুটে একটী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি আছে। দক্ষিণের মুখটী রুদ্রদেবের। ইহার দক্ষিণ হস্তে একটী সর্প আছে। বামদিকের মুখটী মহাদেবের, কিন্তু দেখিলেই বিষ্ণুমুখ বলিয়া বুঝিতে হয়, কারণ ইহার দক্ষিণ হস্তে পদ্ম। এই বিষ্ণুভাবাপন্ন মুখটীকে কেহ কেহ শক্তিমূর্ত্তির মুখ বলিয়া বর্ণনা করেন। ঐ ত্রিমূর্ত্তি-রক্ষিত স্থানের বাহিরে থামের গায়ে দুইধারে দুইটী দ্বারপাল-মূর্ত্তি। প্রত্যেকটী ১১ ফুট ১ ইঞ্চি করিয়া লম্বা। ইহাদের পার্শ্বে এক একটী পিশাচমূর্ত্তি।

ত্রিমূর্ত্তি দেখিতে যাইতে হইলে দক্ষিণভাগে লিঙ্গ-মন্দিরের গর্ভগৃহ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। ঐ গর্ভ

১০।

গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য চারিধারে চারিটী দরজা, ঐ দ্বারে উঠিবার জন্য দুইটী ধাপ আছে ; এই কারণে মন্দিরের মেঝে হইতে পীঠস্থানের মেঝে ৩ ফুট ৮ ইঞ্চি উচ্চ। দর-জার দুই পার্শ্বে দুইটী করিয়া আটটী দ্বারপাল আছে, কোনটী উচ্চে ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি, কোনটী বা ১৫ ফুট ২ ইঞ্চি।

ত্রিমূর্ত্তির পূর্ব্বদিকের গৃহে অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিতে মহাদেব ও উমার অর্দ্ধাঙ্গমিলন দেখান হইয়াছে। এই গৃহে অপরাপর আরও অনেক দেবমূর্ত্তি খোদিত আছে। অর্দ্ধনারীর পুং-মূর্ত্তির দক্ষিণে পশ্চাদ্দেশে গরুড়াসীন বিষ্ণু-মূর্ত্তি, সঙ্গে ঐরাবতপৃষ্ঠে ইন্দ্রমূর্ত্তি, তাহার পর পক্ষহংসপৃষ্ঠে পদ্মাসনস্থ ব্রহ্মমূর্ত্তি আছে।

ত্রিমূর্ত্তির পশ্চিমদিকের গৃহে চারিহস্তবিশিষ্ট ১৬ ফুট উচ্চ শিবমূর্ত্তি। ইহার মস্তকের উপর একটী তিনমুখী গঙ্গার মূর্ত্তি। এই শাখীদেবের হস্তদ্বয় ভগ্ন, শিব মূর্ত্তিরও বামদিকের হস্তদ্বয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বামদিকে ১২ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চ পার্ব্বতীর মূর্ত্তি। শিবের দক্ষিণে চতুর্হস্ত ব্রহ্মা ও ঐরাবতাসীন ইন্দ্রের মূর্ত্তি। পার্ব্বতীর বামে গরুড়াসীন বিষ্ণুমূর্ত্তি, গরুড়ের গলায় মালাকারে সর্প বাঁধা। এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মার মূর্ত্তির উপরিভাগে খোদিত দেবরাশি, তাহার মধ্যে ছয়টী মূর্ত্তি। শিবমূর্ত্তির মাথার উপরে একটী মুনি ও আর একটী পুরুষ-মূর্ত্তি। পার্ব্বতীর মাথার উপরেও মেঘের উপর ভাসমান ছয়টী স্ত্রী ও পুরুষ-মূর্ত্তি খোদিত দেখা যায়।

এই গুহা-মন্দিরের দক্ষিণ দ্বার দিয়া গিয়া পশ্চিম-দিকের প্রবেশ-দ্বারের চাদনীর নিকটে একটী গৃহে শিব-দুর্গার বিবাহ খোদিত আছে। শিবের মূর্ত্তি ১০ ফুট ১০ ইঞ্চি ও পার্ব্বতীর মূর্ত্তি ৮ ফুট ৬ ইঞ্চি উচ্চ। শিবের যজ্ঞোপবীত বাম স্কন্ধ হইতে দক্ষিণহস্তের উপর ঘুরিয়া দক্ষিণ জানু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। শিবের বামভাগে একটী ত্রিমুখ (?) মূর্ত্তি। উহা সম্ভবতঃ ব্রহ্মার, কারণ স্বয়ং পদ্মযোনিই এই বিবাহের পুরোহিত। ইহাদের পশ্চাদ্ভাগে চারিহস্ত বিষ্ণু-মূর্ত্তি, ইহার একহস্তে পদ্ম ও অপর হস্তে চক্র ; অন্য হাত দুইটী ভগ্ন। উমার দক্ষিণে তাঁহার মাতা মেনকার মূর্ত্তি। উমার মস্তকের উপর চামরহস্তে বেদমাতা সরস্বতী বিরা-জিতা। পার্ব্বতীর দক্ষিণে আরও একটী স্ত্রীমূর্ত্তির হস্তে চামর। ইহার পশ্চাতে কোঁকড়ান চুল ও মস্তকে শিরস্ত্রাণ-বিশিষ্ট চন্দ্রদেবের মূর্ত্তি। ইহার হাতেও একটী চন্দ্রার্দ্ধ আছে। শিবের মস্তকের উপর ভৃঙ্গী ? অন্যান্য দেওয়ালে মুনি-ঋষির মূর্ত্তি খোদিত আছে।

ইহার পর শিব ও পার্ব্বতীর কৈলাসবিহার ; সঙ্গে পুত্র কার্ত্তিকেয় ও গণেশ এবং শিবের দক্ষিণে ভৃঙ্গীর মূর্ত্তি। হর-পার্ব্বতীর নিম্নে বৃষভ ও সিংহ এবং চারিপার্শ্বে পিশাচগণ।

পূর্ব্বদিকের মণ্ডপে উত্তরধারে শেষোক্ত গৃহের ঠিক সম্মুখের গৃহের মধ্যে কৈলাসপর্ব্বতে হরপার্ব্বতী আসীন, নিম্নে লঙ্কাধিপতি রাবণ স্তব করিতেছে। শিবের বামদিকে গরুড়াসীন বিষ্ণু ও অনেকগুলি পিশাচ-মূর্ত্তি খোদিত।

বৃহৎ গুহার পশ্চিম সীমার শেষভাগে মণ্ডপের উত্তরদিকে শিব-বিবাহগৃহের সম্মুখের গৃহে শিবের ভৈরব, মহাকাল, বা কপালভৃৎ মূর্ত্তি খোদিত আছে।

উত্তরদিকের মণ্ডপে ভিতরে গিয়া দক্ষিণধারের একটী ঘরে ১০ ফুট ৮ ইঞ্চি উচ্চ একটী চতুর্হস্ত শিবমূর্ত্তি। রুদ্রদেব এই স্থানে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছেন। নিকটে ৬ ফুট ১ ইঞ্চি উচ্চ পার্ব্বতী, গরুড়ে বিষ্ণু, ঐরাবতে ইন্দ্র, গণেশ, ব্রহ্মা ও ভৃঙ্গীর মূর্ত্তি আছে।

ঐ মণ্ডপের পূর্ব্বসীমার সম্মুখের ঘরে শিবের মহা-যোগী বা ধর্ম্মরাজ-মূর্ত্তি। গৃহে সম্মুখের দুইধারে ছইটী অনুচর। একজনের গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ও অপরটী পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া আছে। শিবের বামভাগে একটী কলাগাছ। এই গাছটীর তিনটি পাতা ছড়াইয়া পড়িয়াছে ও একটী নূতন পাতা গোল হইয়া বাহির হইতেছে, এরূপভাবে খোদিত। ঐ কলাগাছের নিকটে বিষ্ণু ও ব্রহ্মার মূর্ত্তি। শিবের দুই পার্শ্বে চামরব্যজনকারিণী দুইটী সখী।

এই বৃহৎ গুহামন্দিরের পূর্ব্বধারটী অতি সুন্দর ও সুচারুরূপে খোদিত। মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিতে নয় ধাপ সিঁড়ি, এক একটী ১০ ফুট ১০ ইঞ্চি প্রশস্ত। উপরের সিঁড়ির দুইপার্শ্বের রোয়াকে দুইটী করিয়া সিংহমূর্ত্তি। ভিতরের মণ্ডপটী ৫৮ ফুট ৪ ইঞ্চি×২৪ ফুট ২ ইঞ্চি। চারিকোণে চারিটী ঘর। ইহার পশ্চাদ্ভাগে গর্ভগৃহ। পশ্চিমদিকের প্রবেশ-পথ ততদূর সুন্দর নহে, কিন্তু সম্মুখে দ্বার ও তাহার পশ্চাদ্ভাগে দেওয়ালের গায়ের খোদিত মূর্ত্তির কারুকার্য্য অতিশয় সুন্দর।

ঐ গুহা-মন্দিরের কিছুদূরে দক্ষিণপূর্ব্বদিকে আর একটী গুহা দেখা যায়। ইহা লম্বে ১০৯½ ফুট। ইহার উত্তর-সীমায় গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহটী সম্মুখের মণ্ডপ হইতে অপেক্ষা-কৃত উচ্চ। ভিতরের স্তম্ভগুলির ব্যাস ২ ফুট ৯ ইঞ্চি। মণ্ডপের পশ্চাতে তিনটী গৃহ। উত্তরদিকের গৃহটী ১৫ ফুট ৯ ইঞ্চি×১৬ ফুট ৫ ইঞ্চি। গুহার মধ্যভাগের গৃহের সম্মুখে ২০ ফুট ৯ ইঞ্চি প্রস্থ ও পশ্চাতে ২২ ফুট। ঐ পশ্চাতের দেওয়া-লের ৩ ফুট দূরে ৭ ফুট ৪ ইঞ্চি চতুরস্র একটী বেদী, বেদীর উত্তরে প্রণালিকা এবং বেদীর উপরে ভগ্ন লিঙ্গ-মূর্ত্তি আছে।

এই দ্বিতীয় গুহার মণ্ডপের দক্ষিণভাগের পর্ব্বতে আর একটী গুহা। ইহার প্রবেশদ্বার দক্ষিণমুখী। এই গুহা-পূর্ব্বোক্ত গুহাদ্বয় অপেক্ষা পুরাতন ও ভগ্ন। ইহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া মণ্ডপটীর দৈর্ঘ্যতার পরিমাণ অনুমান করা যায় না। গুহার ভিতরের দৈর্ঘ্য ৫০ ফুট ২ ইঞ্চি। ইহার উত্তর ও দক্ষিণ সীমায় দুইটী গর্ভগৃহ, গর্ভগৃহদ্বয়ের সম্মুখে সারি সারি অষ্টকোণবিশিষ্ট থাম আছে। ইহার পশ্চিমদিকেও আর একটী ঘর। মণ্ডপ দিয়া গর্ভগৃহে যাইবার পথের দরজা ৫ ফুট ৯ ইঞ্চ প্রশস্ত। ইহার দুই পার্শ্বে দুইটী বৃহৎ দ্বারপাল-মূর্ত্তি ও চারিধারে পিশাচ ও অন্যান্য মূর্ত্তি খোদিত। ভিতরের গর্ভগৃহ দৈর্ঘ্যে ১৯ ফুট ১০ ইঞ্চি ও প্রস্থে ১৮ ফুট ১০ ইঞ্চি। মধ্যে ৬ ফুট ১১ ইঞ্চি চতুরস্র একটী বেদী, তাহার উপর একটী লিঙ্গমূর্ত্তি। পরিধি ৬ ফুট ১১ ইঞ্চি ও ব্যাস ২৩ ইঞ্চি। ইহার দুইপার্শ্বে দুইটী ১৫ ফুট চতুরস্র গৃহ।

এই পর্ব্বতের উপত্যকা অতিক্রম করিয়া এই তিনটী গুহা-মন্দিরের বিপরীতদিকে অবস্থিত অপর পর্ব্বতের উপরিভাগে ৪র্থ গুহা-মন্দির। উহা ১ম গুহা-মন্দির হইতে প্রায় ১০০ ফুট উচ্চে ও উহার উত্তরপূর্ব্বকোণে অবস্থিত। ডি কুটো (De Couto) সাহেব ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে ঐ মন্দিরটী দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই মন্দিরের মধ্যে একটী দালান ও তিনটী গৃহ ছিল। দক্ষিণদিকের গৃহটীতে এক্ষণে কিছুই নাই। দ্বিতীয় গৃহের মধ্যে একটী বৃহৎ চতুরস্র স্থানের উপর দুইটী প্রতিমূর্ত্তি, ইহাদেরই মধ্যে একটী হয়বক্তবিশিষ্ট মূর্ত্তি। ঐ মূর্ত্তির নাম সাহেব "বিধবা চণ্ডী" লিখিয়াছেন। সম্ভবতঃ ঐ মূর্ত্তিদ্বয় বেতাল ও চণ্ডীর মূর্ত্তি হইবে। উহার চিহ্নমাত্রও এখন দেখা যায় না। এই দ্বীপের অধিবাসীরা এই গুহা-মন্দিরকে সীতাবাইয়ের দেউল বলিয়া থাকে। মণ্ডপের চারিধারে চারিটী থাম ও দুইটী ৮ ফুট ৫ ইঞ্চি উচ্চের আধ্‌লা থাম দৃষ্ট হয়। মণ্ডপটী দৈর্ঘ্যে ৭০ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং প্রস্থে উত্তরদিকে ২৭ ফুট ৪ ইঞ্চি ও দক্ষিণে ২৫ ফুট ৭ ইঞ্চি। ইহার দুইপার্শ্বে দুইটী অন্তরালগৃহ। মধ্যস্থলের গৃহটী গর্ভগৃহ, ইহার প্রবেশদ্বারটী উচ্চে ৭ ফুট ১১ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৪ ফুট ১১½ ইঞ্চি। ভিতরের বেদী দৈর্ঘ্যে ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৩ ফুট ৫ ইঞ্চি। ইহার উত্তরে প্রণালিকা।

বৃহৎ গুহা-মন্দিরের পশ্চিমে পর্ব্বতশিখরে একটী ভগ্ন ব্যাঘ্রমূর্ত্তি আছে। দ্বীপবাসীরা ইহাকে উমাবাঘেশ্বরী বা দেবীর ব্যাঘ্রমূর্ত্তি বলিয়া ভক্তি ও পূজা করে। ঐ মূর্ত্তিটী বৃহৎমন্দিরের পূর্ব্বদ্বারের চত্বরের সিংহমূর্ত্তির মত। উহা উচ্চে ৩ ফুট। এবং উহার নিম্নভাগের প্রস্থ ১ ফুট ৯ ইঞ্চি, পদদেশের পদবন্ধ আছে।

কতদিন পূর্ব্বে, কোন্ রাজার রাজত্বকালে এবং কাহা-দ্বারা এই গাড়াপুরীর গুহা-মন্দির কয়টী খোদিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক নিরূপণ করা যায় না। স্থানীয় অধিবাসীদিগের মধ্যে তিনটী বিভিন্ন প্রবাদ প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন, পাণ্ডবেরাই এই মন্দির খোদিত করেন, কেহ বা কানাড়ার রাজা বাণাসুরকে ইহার নির্ম্মাতা এবং কাহারও মতে আলেকজাণ্ডার এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু উপরি উক্ত প্রবাদগুলির সত্যাসত্য ঠিক করা যায় না।

বর্জেস্ (James Burgess) সাহেব বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া ঐ গুহা-মন্দিরগুলির নির্ম্মাণকাল খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ৯ম শতাব্দীর প্রারম্ভেই নির্ণয় করেন।

এক্ষণে এই মন্দিরের মধ্যে অপর কোন খোদিত শিলা-লিপি দৃষ্ট হয় না। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ গবর্ণর জু-য়োয়াও দি ক্যাষ্ট্রো এই পর্ব্বতগুহা হইতে একখানি শিলালিপি স্বদেশে লইয়া যান। সম্ভবতঃ তাহাতেই ইহার নির্ম্মাণকাল ও নির্ম্মাতার নাম থাকিবে। ঐ প্রস্তরলিপি-খানি হারাইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে উহা পুনঃপ্রাপ্ত হইলে ইহার কালনির্ণয় সম্বন্ধে আশা রহিল।

কোন শৈবপর্ব্বে হিন্দুদেশীয়েরা ঐ বৃহৎ গুহা-মন্দিরে আসিয়া পূজা ও উৎসবাদি করিয়া থাকে। শিবরাত্রিতে এখানে মহা ধূমধামে মেলা বসিয়া থাকে।

গাড়াবটী (স্ত্রী) গাড়া বটী বটিকা যত্র বহুব্রী, নিপাতনাৎ পূর্ব্বহ্রস্বাভাবঃ। চতুরঙ্গ-ক্রীড়া মধ্যে ক্রীড়াবিশেষ।

"নৌকৈকা বটিকা যত্র বিজয়ে খেলনে যদি।
গাড়াবটীতি বিখ্যাতা পদং তত্র ন দ্যোতি।" (তিথিতত্ত্ব)

গাণকার্য্য (ত্রি) গণকাদৌ ভবঃ গণকাদি-ণ্য। (কুর্ব্বাদিভ্যো-ণ্যঃ। পা ৪।১।১৫১)। গণকাদির অপত্যাদি।

গাণগারি (পুং) গণগারস্যাপত্যং ইঞ্। মুনিবিশেষ।

"পুনর্হোমক গাণগারিঃ।" (আশ্ব° শ্রৌত° ২।১৭।১৮)

গাণপত (ত্রি) গণপতির্দেবতাস্য গণপতি-অণ্। (অশ্বপত্যাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৮৪) ১ গণপতি-সম্বন্ধীয়। ২ গণপতির উপাসক। "সারস্বতো গাণপতঃ সৌরশ্চ বৈষ্ণবঃ ক্রমাৎ।" (তিথিতত্ত্ব) পঞ্চপ্রকার উপাসকের মধ্যে একপ্রকার। শৈব, শাক্ত বা বৈষ্ণবগণের ন্যায় ইহারা অন্যান্য ইষ্টদেবতা বা সকল দেবতার প্রধান ভাবিয়া কেবল গণপতিরই উপাসনা করিয়া থাকে। "বর্ত্তমান সময়ে-গাণপত

প্রায় ত্রিকোণাকৃতি। মুখবিবরের পর খড়্গের নিম্নে মুখের আয়তন কিছু সরু ও মুখের দুই পার্শ্বের মাংস ঝোলান।

যবদ্বীপবাসীরা এই জাতীয় গণ্ডারকে "বরক" ও মলয়বাসীরা "বদক" বলিয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ লম্বে ৯ ফুট ও উচ্চে ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি হইয়া থাকে।

সুমাত্রাদ্বীপের গণ্ডার (R. Sumatrensis) দ্বিশৃঙ্গ-

১ সুমাত্রাদ্বীপের, ২ কিটলোয়া, এবং ৩ আফ্রিকার বোরিলি ৪ শ্বেত দ্বিশৃঙ্গীর মুখ।

বিশিষ্ট। ভারতীয় ও যবদ্বীপের গণ্ডারের মত ইহাদের ৩৬টী দাঁত। গাত্রচর্ম্ম বলীযুক্ত ও পিঙ্গলবর্ণ লোমে আচ্ছাদিত। স্কন্ধ ও নিতম্বের উপর স্থূল ভাঁজ দৃষ্ট হয়, অপর সকল স্থানই সরল। মস্তকটী অপেক্ষাকৃত লম্বা, চক্ষু দুইটী ছোট ও কটা, উপরের ঠোঁট ছুঁচাল ও সম্মুখভাগে কিছু ঝোলান। কর্ণদ্বয় ছোট ও সরু, চারিধারে ঝালরের মত ছোট ছোট [illegible] লোম আছে। সম্মুখের খড়্গটী পশ্চাদ্ভাগে বক্র, ইহার পর চক্ষুর্দ্বয়ের নিম্নে চূড়াকৃতি আর একটী ছোট খড়্গ দেখা যায়।

আফ্রিকাদেশীয় গণ্ডারের (R. Africanus) বর্ণ জরদাভ কপিশ, মস্তক ও মুখবিবরের পার্শ্বে বেগুনের ছাবকা, কুচকির বর্ণ কাটা মাংসের মত, চক্ষু কটা, খড়্গদ্বয় নীল কালশিরার রঙের মত। সম্মুখের খড়্গ পশ্চাতের অপেক্ষা কিছু বড় ও ঈষদ্ বক্র। গলা ও মস্তকের সন্ধিস্থলে গোলাকার ভাঁজ এবং লেজ ও কর্ণের অগ্রভাগে কৃষ্ণবর্ণ লোম আছে। অপরাপর দেশীয় গণ্ডারের তুলনায় ইহারা অলস, ও অসাবধান হইয়া থাকে, এমন কি দেখা গিয়াছে, যে, বহুতর উপদ্রব সত্ত্বেও ইহারা আপন মনোমত দ্রব্য খাইয়া যায়। ইহাদের কেবলমাত্র ২৮টী চর্ব্বণ দন্ত আছে, ছেদনদন্ত আদৌ নাই। ইহারা লম্বে ১০ ফুট ১১ ইঞ্চি।

আফ্রিকাদেশে আরও তিনপ্রকার গণ্ডার আছে। প্রত্যেক জাতিরই দুইটী করিয়া খড়্গ হয়। ঐ খড়্গ ভারতবর্ষীয় গণ্ডারের খড়্গ হইতে বৃহৎ। ইহাদের চর্ম্ম সরল ও ভাঁজহীন, এবং দেখিবামাত্র একটী বৃহৎ শূকরাকার বলিয়া বোধ হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার "বোরিলি" গণ্ডার (R. Bicornis) দেখিতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। ইহারা অতি চতুর ও দুর্দ্ধর্ষ, শিকারীরা ইহাদিগকে সিংহের অপেক্ষা স্বভাবতঃ বদমায়েস ও ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে করে। 'কিটলোয়া' (R. Keitloa) জাতীয় গণ্ডার সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক ও বলিষ্ঠ। ইহাদের খড়্গ দুইটীই সমান, সম্মুখেরটী পশ্চাতে বেঁকান ও পশ্চাতেরটী সম্মুখের দিকে বেঁকান। ইহাদের গাত্রবর্ণ জরদ ও পিঙ্গল মিশ্রিত ফ্যাকাশে রঙের। উপরের ঠোঁটের অগ্রভাগ ছুঁচাল কিছু ঝুলান। ঠোঁট ছুঁচাল বলিয়া ইহারা ছোট লতা গুল্ম ও বৃক্ষাদির কচি কচি পাতা বাছিয়া খাইতে পারে। অন্যান্য গণ্ডারের অপেক্ষা ইহাদের ঘাড় বেশী লম্বা। অন্যান্য ভিন্ন ইহাদের কাল কাল দাগ, নাসিকার উপর এবং চক্ষুর চারিপার্শ্বে ছোট ছোট গর্ত্ত আছে। ইহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় অতিশয় সূক্ষ্ম। এমন কি ক্রোশাধিক দূর হইতেও ইহারা ঘ্রাণদ্বারা শত্রুর আগমন জানিতে পারে। এই জন্য গণ্ডার আক্রমণকালে শিকারীদিগকে বায়ুর গতির বিপরীতদিকে গমন করিতে হয়। শত্রুকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া ইহারা পলায়ন করে না। বরং তাহাকে বিনাশ না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। ইহাদের চক্ষু অতি ক্ষুদ্র এবং স্থূলকায়প্রযুক্ত দ্রুতগমনকালে হঠাৎ পার্শ্বে দেখিতে পায় না। এই গণ্ডার দ্বারা আক্রান্ত হইলে হঠাৎ একপার্শ্বে ফিরিয়া ঐ গণ্ডার ফিরিবার পূর্ব্বেই তাহাকে গুলিদ্বারা আঘাত করা যুক্তিসঙ্গত। ইহারা লম্বে ১১ ফুট ½ ইঞ্চি ও উচ্চে ৫ ফুট হইয়া থাকে।

শ্বেত খড়্গী (R. Simus) দেখিতে কতকটা জরদমিশ্রিত ধূসর ও পিঙ্গল। কাণ ও লেজের গোড়ায় কাল কাল শক্ত চুল আছে। মুখ কতকটা গোরুর মত। নাসিকার উপর দুইটী খড়্গ, অগ্রভাগের খড়্গ পশ্চাতের অপেক্ষা চারগুণ বড়। চক্ষু অত্যন্ত ক্ষুদ্র, শরীর লম্বে ১২ ফুট ১ ইঞ্চি ও স্কন্ধ পর্য্যন্ত উচ্চতায় ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি। আফ্রিকাদেশীয় গণ্ডারের মধ্যে এই জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহারা অতিশয় নিরীহ, কেবলমাত্র ঘাস খাইয়া জীবন ধারণ করে। যে স্থানে প্রচুর পরিমাণে ঘাস জন্মে, ইহারা সেই স্থানে থাকিতে ভালবাসে। মধ্যআফ্রিকার বেচুয়ানা জাতি ইহাদিগকে "মোহহ" বলে। তাহাদের মধ্যে প্রবাদ এইরূপ যে, মোহহই তাহাদের দেশের আদি জীব এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত এক গুহা হইতে বহির্গত হইয়া আসিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিটলোয়া হইতে অনেকেও দেখাইয়া থাকে।

এসিয়ায় দ্বিখড়্গী গণ্ডারের খড়্গ সহজে পাওয়া

যায় না। চীনবাসীরা ঐ খড়্গ ক্রয় করিয়া তাহাতে সুন্দর সুন্দর পানপাত্রাদি নির্ম্মাণ করে এবং তাহা বিক্রয়ার্থ ভারত, শ্যাম, কোচীন, চীন সুমাত্রা প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী রাজ্যে প্রেরণ করিয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণের চুঁচাল খড়্গগুলি বিশেষ আদরণীয়। চীনভাষায় খড়্গকে সি-কো ও সি-মিউ-কো এবং চর্ম্মকে সি-পি বলে। ঐ চর্ম্মে ঢাল তরবারির বাট ও বন্দুকের চাঁদনি তৈয়ারী হয়।

চাটাবাড়ীর বনবাসী মনুষ্যেরা যে উপায়ে গণ্ডার শিকার করে, তাহা অতি আশ্চর্য্যজনক। প্রথমে তাহারা একটী মিরেট বাঁশের অগ্রভাগ চাঁচিয়া সরু করে ও তাহা আগুনে তাতাইয়া শক্ত করিয়া লয়। পরে বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া চীৎকার ও করতালিদ্বারা গণ্ডারকে ডাকিয়া আনে। গণ্ডার তাহার স্বভাবসুলভ মুখব্যাদন করিতে করিতে তাহাদের প্রতি ধাবিত হয়। তৎকালে তাহারা কৌশলক্রমে ঐ বংশফলক গণ্ডারের মুখবিবরে সবলে প্রবেশ করাইয়া চারিধারে পলাইয়া যায়। গণ্ডার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ভূমিতে পড়িয়া চিৎকার করিতে থাকে ও প্রচুর রক্তপাত জন্য ক্রমশই নির্জীব হইয়া পড়ে। এতদ্ভিন্ন বনজঙ্গল হইতে গ্রামের প্রবেশপথসমূহ আলবাল আবদ্ধ রাখিয়া শিকারীরা বনে আগুন লাগাইয়া দেয় ও পলায়নপর গণ্ডারদিগকে গুলির আঘাতে মারিয়া ফেলে।

প্রাচীন রোমরাজ্যে এই গণ্ডার লইয়া অনেক সময় অনেক অদ্ভুত ক্রীড়া হইয়া গিয়াছে। পুস্তকাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, আগাস্টস ক্লিওপেট্রাকে জয় করিয়া নিজ জয়ঘোষণা করিবার জন্য রোমনগরের ক্রীড়াভূমিতে বহু গণ্ডার ও জলহস্তীর লড়াই দেখাইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সম্রাট এন্টোনিয়াস হেলিওগাবেলাস ও গর্ডিয়ান ঐরূপ গণ্ডারের ক্রীড়া দেখাইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১৫১৩ অব্দে প্রথমে ভারতবর্ষ হইতে যুরোপে পর্ত্তুগালরাজ ইমানিউয়েলের নিকট একটী গণ্ডার প্রেরিত হইয়াছিল। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে আবার লণ্ডন নগরে একটী গণ্ডার-শাবক আইসে। কুবিয়ার ও পার্কিন্স সাহেব উহার সবিশেষ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ জন্তু ২০শ বৎসর বাঁচিয়াছিল। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে যে গণ্ডারটী ইংলণ্ডে লইয়া যাওয়া হয়, বিংলে সাহেব তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "ঐ জন্তুটী শান্ত, চালকের মতানুসারে চলে এবং দর্শক তাহার গা চাপড়াইলে কিছু বলে না। ঐ জন্তু ১০ সের ঘাস, ১০ সের বিস্কুট ও প্রচুর পরিমাণে কচি শাক পাতা খাইত। দিনে দুই কিম্বা তিনবার ইহাকে ৫ বালতি জল দেওয়া হইত। গণ্ডার এক নিশ্বাসে তাহা খাইয়া ফেলিত। ঐ জন্তু সুমিষ্ট মদ্য ভালবাসিত এবং ৩ এক ঘণ্টার মধ্যে ৪ বোতল মদ খাইয়া ফেলিত।"

ডাক্তার হর্সফিল্ড ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে যখন যবদ্বীপে ছিলেন, তখন তিনি একটী গণ্ডার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে ঐ জন্তুটীর পৃষ্ঠে চড়িলে সে তাঁহাকে বহন করিয়া থাকিত এবং ডুমুরের ডাল ও কলা খাইতে বেশী ভালবাসিত।

গণ্ডারেরা সাধারণতঃ জলকাদা মাখিতে ভালবাসে। এজন্য পশুশালায় গণ্ডার রাখিতে হইলে বড় একটী মাটির ঢিবি দিতে হয়।

বহুদিন পরে ইহার ১টী মাত্র সন্তান জন্মে।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে গণ্ডারের মাংসের গুণ বলকর, বৃংহণ ও গুরু, কফ ও বায়ুনাশক, কষায়, পিত্তশ্লেষ্মকর ও পবিত্র আয়ুর হিতকর, মূত্রবদ্ধকারক ও রুক্ষ। ভগবান্ মনুও ইহার মাংস ভক্ষণযোগ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন *। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশেও এই গণ্ডার মাংসভক্ষণপ্রথা চলিত ছিল এবং এক্ষণেও আফ্রিকায় স্থানে স্থানে ঐ মাংস খাইয়া থাকে। তন্মধ্যে দুএকটী গণ্ডার জাতির মাংস বিশেষ আদরণীয়।

মোগলসম্রাট বাবর স্বয়ং পেশবারে গণ্ডার শীকার করিতে বাহির হইতেন। পঞ্জাবের নানাস্থানে ও সিন্ধুপ্রদেশে পাদ্রি জর্ডনাস সাহেবও জীবিত গণ্ডারের উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের সাহায্যে মৃত্তিকার মধ্য হইতে যে সমস্ত প্রস্তরীভূত গণ্ডার পাওয়া গিয়াছে, তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, পূর্ব্বকালে এই পৃথিবীতে অন্ততঃ অনেক রকম প্রকারের গণ্ডারের অস্তিত্ব ছিল। যথা—কাম্বে উপসাগরের মধ্যস্থিত পেরিম দ্বীপে ১ Acerotherium Perimense, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বেলগাম প্রদেশের গোকক তালুকের ৩০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে চিকদোলি গ্রামের পার্শ্বস্থানে একটী কূপ কাটিবার জন্য মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে ২৮ ফুট নিম্নে ভিন্ন জাতীয় ২ R. Deccanensis গণ্ডারের দাঁত ও অস্থি পাওয়া যায়, পঞ্জাব প্রদেশে ৩ R. Sivalensis এবং হিমালয়ের নিকটস্থ শিবালিক গিরিশ্রেণীর উপত্যকা মধ্যে ৪ R. Palaeindicus, ৫ R. Platyrhinus, ৬ R. Planidens এই তিনটী ভিন্ন জাতি, নর্ম্মদানদীর উপকূলে ৭ R. Namadicus ব্রহ্মদেশের নানাস্থানে ও আবানগরের মধ্যে ৮ R. Iravadicus, চীনদেশে ৯ R. Sinensis, যবদ্বীপপুঞ্জে ১০ R. lasiotis এবং

* "শাবিধং শল্যকং গোধাং খড়্গকূর্ম্মশশাংস্তথা।
ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষ্বাহুরনুষ্ট্রাংশ্চৈকতোদতঃ।" (মনু ৫ অঃ ১৮ শ্লোক)

সংস্কৃত ভাষা।	গাথার ভাষা।
প্রয়াতঃ	প্রয়াতো।
ক্রমমান	গোদমান।
তাঃ	তে।
স্মিতমুখী	স্মিতামুখি ইত্যাদি।

কোথাও স্বরগুলির সংকোচ করিয়া এইরূপ হইয়াছে—

যাবে	যাবি।
ভাবি	ভবি।
মিথ্যাপ্রয়োগ	মিথ্যাপ্রযোগ ইত্যাদি।

কোথাও বা স্বর ও ব্যঞ্জন একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

নয়সি	নয়ে।
প্রণিধ্যায়তি	প্রণিধেতি ইত্যাদি।

কোথাও সন্ধি বা যুক্তবর্ণকে ভাগ করিয়া সরল ও সুমিষ্ট করিবার চেষ্টা হইয়াছে। যথা—

গ্লানো	গিলানো।
স্ত্রী	ইত্থি।
ক্লেশ	কিলেশ।
শ্রী	শিরি।
পদ্মানি	পদুমানি ইত্যাদি।

লিঙ্গ, বচন, কারক ও ক্রিয়ার ভুল অনেক দৃষ্ট হয়। যথা—

তাবপি	তামপি।
আসনাৎ	আসনিনা।
ত্রিলোকী	ত্রিলোকং।
মহ্য	মম, মহ্যং।
ভব, স্যা	ভুত্বা।
কুরু, কেন	কহিং।
দদামি	দেমি বা দদমি।
ভবসি	ভোসি।
ভবিষ্যসি	ভেষ্যা ইত্যাদি।

বাক্যাদি রচনায় সংস্কৃত ভাষার যে স্থানে যাহা বসাইবার নিয়ম আছে, গাথার ভাষায় তাহারই অনুসরণ করা হয়, সমাস ও সন্ধিতে সে নিয়ম রক্ষিত হয় না। ফরাসী পণ্ডিত বুর্নোফ সাহেব বলেন, "পুস্তকগুলি পড়িলে, ইহার কারণ কিছুই অনুভব করিয়া উঠা যায় না। শাক্যমুনির সময়ের পরেও পালিভাষার সৃষ্টির পূর্ব্বে কি এই ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল? লোকে সংস্কৃত জানিত না—অথচ সেই ভাষায় লিখিবার তাহাদের ইচ্ছা হইত বলিয়া এইরূপ সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এই অংশগুলি ভারতের বাহিরে অর্থাৎ পশ্চিমপ্রান্তে বা কাশ্মীর প্রান্তে লিখিত হইয়া থাকিবে। ভারতের মধ্যে সংস্কৃতের যেরূপ চর্চ্চা ছিল, তথায় সেরূপ ছিল না।" কিন্তু সাহেবের কথায় যাহা বুঝা যায়, তাহাতে বোধ হয়, তিনি গাথার ভাষা ভাল করিয়া দেখেন নাই। গাথার ভাষায় বিশেষ গুণপনা ও পাণ্ডিত্য দেখা যায়। ন্যায়শাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞানের কঠিন বিষয়গুলি অতি পরিষ্কার ও সুললিত ভাষায় আর্য্যা ও ত্রোটকচ্ছন্দে রচিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার উপর যাহাদের এত অধিকার তাহারা যে সংস্কৃত জানিত না, কেমন করিয়া বলিব। পঞ্জাব প্রভৃতি দেশে রচিত হইয়া থাকিলে, সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে গদ্যাংশ বিশুদ্ধ আর পদ্যাংশ অশুদ্ধ হইল কিরূপে? রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন যে, "শাক্যমুনির সময় বা অব্যবহিত পরে লোকেরা গাথা গান করিয়া বেড়াইত। ললিতবিস্তর প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা পণ্ডিতগণ গদ্যাংশ লিখিয়া তাহার পোষকতা করিবার জন্য পরে পরে গাথার কবিতাগুলি যথাবৎ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। গাথার প্রতি তৎকালে লোকের বড় আদর ছিল বলিয়াই এইরূপ করা হইয়াছে। গদ্যরচনার পর 'তত্রেদমুচ্যতে' বলিয়া গাথার পদ্য উদ্ধৃত হইয়াছে।" মোক্ষমূলর ও বেবর সাহেব উপরি উক্ত মিত্রমহাশয়ের মতের সমর্থন করেন। লাসেন বর্ণুফের মতের পোষকতা করেন। ডাক্তার মিওর বলেন, পূর্ব্বে গাথার ভাষা একটা নির্দ্দিষ্ট ভাষা ছিল। বেনফি সাহেব রাজেন্দ্রলালের পোষকতা করিয়া বলিয়াছেন যে, "গাথার রচয়িতাগণ নিম্নশ্রেণীর লোক বলিয়া অনুমান করিলে, রাজেন্দ্রলালের মত ঠিক বলা যাইতে পারে।" রাজেন্দ্রলাল উহার খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন যে, "যদিও বৌদ্ধধর্ম্মে জাতিভেদ ছিল না, তথাপি ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় জাতীয় প্রচারকগণ আপনাদিগকে উচ্চশ্রেণীর বলিয়া মনে করিত না এরূপ নহে। তাহারা সাধারণ লোকদিগের রচিত ভাষা উদ্ধৃত করিতেন না। গাথাগুলি যুদ্ধে রচিত হওয়া বলিয়া হয়ত শুদ্ধাশুদ্ধির প্রতি তাদৃশ মনোযোগ দেওয়া হয় নাই।" এক সময় শুদ্ধ হউক, অশুদ্ধ হউক, একটী সরল ভাষা যেরূপ চিত্ত আকর্ষণ করে তাদৃশ শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চ শ্রেণীর ভাষায় তাহা করে না। আমাদের ঘটকেরা মূর্খ নহেন, কিন্তু তাঁহাদের সংস্কৃত গ্রাম্য অশুদ্ধ প্রভৃতি নানা দোষে দূষিত। অথচ সভাস্থলে তাঁহাদের বক্তৃতার বিশেষ আদর হইয়া থাকে। গাথা সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। লেখকেরা পণ্ডিত হইলেও শ্রোতারা যে সকলেই সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিল, তাহা সম্ভব নহে। শ্রোতাদিগের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত সুপণ্ডিত অপেক্ষা ভাটদিগেরই আদর অধিক হইত। বৌদ্ধদিগের মহাসঙ্ঘের

সময় গাথারই আদর আধিক হইত। গদ্যের মধ্যে গাথার প্রবেশলাভের ইহাই কারণ। বেশ অনুমান হয় যে, বৌদ্ধদিগের প্রথম মহাসভায় শুদ্ধ গাথাই উচ্চারিত হইয়াছিল। তাহার পর পণ্ডিতগণ বুদ্ধদেবের বিবরণ বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করা কর্ত্তব্য বোধে গদ্যাংশ রচনা করিয়া তাহার পোষকতার জন্য গাথা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন।"

গাথার পদগুলি দুইভাগে বিভক্ত বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। উহার কতকগুলি পদের প্রকৃতি অংশ সংস্কৃত, কেবল বিভক্তি, বচন ও লিঙ্গাংশেই বিকৃত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু কতকগুলি পদের প্রকৃতি, বিভক্তি, বচন ও লিঙ্গ প্রভৃতি সকল অংশই বিকৃত, কোন অংশেই সংস্কৃতের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। এইরূপ দেখিয়াই পূর্ব্বোক্ত ভাষাতত্ত্ববেত্তারা ইহাকে একটী নূতন ভাষা দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। (কেহ কেহ বা ইহাকে বিকৃত বা ভুল সংস্কৃত বলিয়া স্থির করেন।) কিন্তু আমরা উহার কোনটীরই পক্ষপাতী হইতে পারিলাম না। আমাদের মতে গাথার ভাষা সংস্কৃতমিশ্র প্রাকৃত, স্বতন্ত্র কোন নূতন ভাষা নহে। উহার যে অংশ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে সিদ্ধ হইতে পারে, প্রকৃতি বিভক্তি, বচন বা লিঙ্গাংশে কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা সংস্কৃত; এবং যে গুলি প্রকৃতি, বিভক্তি প্রভৃতি কোন অংশে বা সম্পূর্ণ বিকৃত, তাহা প্রাকৃত বা অপভ্রংশ। বর্ত্তমান সময়েও এইরূপ অনেক রচনা দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহার কতক অংশ সংস্কৃত ও কতক অংশ বাঙ্গালা বা অপর কোন ভাষা। গাথার যে অংশগুলি সংস্কৃত নহে, তাহা প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ অনুসারে সিদ্ধ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ গাথার কতকগুলি ভাষার প্রাকৃত ব্যাকরণ অনুসারে সাধনপ্রণালী নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

চণ্ড প্রণীত "আর্ষ প্রাকৃতলক্ষণ" নামক প্রাকৃত ব্যাকরণের স্বরবিধানের ৪র্থ সূত্র যথা "স্বরোহন্যোহন্যস্য।" (প্রাকৃতল° ২।৪৯) ইহার অর্থ—(প্রাকৃত তিনপ্রকার সংস্কৃতযোনি, সংস্কৃতসম ও দেশী। ইহার মধ্যে সংস্কৃতযোনি প্রাকৃত সংস্কৃত হইতে কোন অংশে বিকৃত হইয়া উৎপন্ন হয়।) প্রাকৃত ভাষায় সংস্কৃতের একটী স্বরের স্থানে অপর স্বরের আদেশ হয়। এই নিয়ম অনুসারে গাথায় ব্যবহৃত নিম্নলিখিত শব্দগুলি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

গাথায় ব্যবহৃত প্রাকৃত।			সংস্কৃত।
জোমধান	...	...	জনমান।
কয়োথ	...	...	কুরুথ।
গেহি	...	...	গহে।
মম	...	...	মমা।
উবরি	...	...	উপরে। ইত্যাদি।

"সংযোগস্থোইস্বরাগমো মধ্যে।" (প্রাকৃতল° ৩।৩০)

সূত্রানুসারে সংযোগের মধ্যে কোন একটী স্বর আগম হইতে পারে। এই নিয়ম অনুসারে এই প্রাকৃতগুলি সিদ্ধ হয়।—

গাথায় প্রাকৃত।			সংস্কৃত।
রতন	...	...	রত্ন।
অভুঁজিয়	...	...	আভুজ্য।
অকম্পিয়	...	...	আকম্প্য।
বিয়ূহ	...	...	ব্যূহ।
পাদমানি	...	..	পদ্মানি ইত্যাদি।

"ওদবাপয়োঃ।" (প্রাকৃতল° ২।২০) অব এবং অপ উপসর্গের স্থানে ওকার হয়। যথা—আরুহ ওরুহিয়। 'ববো বিছুরে।" (প্রাকৃতলক্ষণ ৩।৩১)

যকার ও বকারের স্থানে যথাক্রমে ইকার ও উকার আদেশ হয়। যথা জনয়তি জনেতি। দর্শয়তি দর্শেতি। উপযতি উপেতি ইত্যাদি। গাথার অনেক অংশে দ্বিবচনের স্থলে বহুবচনের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রাকৃত ভাষায় দ্বিবচন নাই, দ্বিবচনের স্থলে বহুবচনের প্রয়োগ করা হয়। "দ্বিত্বং বহুবৎ।" (প্রাকৃতল° ২।১২)। "কচিদ্ ব্যত্যয়ঃ।" (প্রাকৃতল° ১।৪) এই সূত্রানুসারে স্থানে স্থানে লিঙ্গ ব্যত্যয়ও হইয়া থাকে। যথা দেবাঃ দেবা ন ইত্যাদি।

এই স্থলে অনাবশ্যক মনে করিয়া আর অধিক লিখিত হইল না। গাথার সংস্কৃত ভিন্ন অপর সকল অংশই প্রাকৃত ব্যাকরণ অনুসারে সাধিত হইতে পারে। অতএব উক্ত গাথার ভাষাকে সংস্কৃতমিশ্র প্রাকৃত বলাই উচিত।

গাথা যে কতকালের তাহার স্থিরতা নাই। তবে সৃষ্টির পর মানব যখন ছড়া বলিতে শিখিয়াছে, তখনই গাথার সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার পর ছন্দোবন্ধসংযোগে ইহার ক্রমশঃ উন্নতি হইয়াছে। বুদ্ধদেব নিজে গাথা পাঠ করিতেন। ধর্ম্মাবসরে সূত্রভাগ পদে গ্রথিত হইয়া গাথা নাম ধারণ করিয়াছিল। বৌদ্ধপ্রধান কাশ্যপ বলিয়াছেন, "ভিক্ষুগণ সূত্রান্ত, বিনয়, অভিধর্ম প্রভৃতি হয় বুঝিবেন, না হয় জানিয়া যাইবেন, কারণ এ সকলে বাধা নাই। পাঠক অপরাহ্নে সূত্রের গাথা পাঠ করিবে।" বুদ্ধদেব গাথাকে ধর্ম্ম শাস্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা ১ম

সুত্রান্ত, ২য় গেয়, ৩য় ব্যাকরণ, ৪র্থ গাথা, ৫ম উদান, ৬ষ্ঠ নিদান, ৭ম অবদান, ৮ম ইতিবৃত্তক, ৯ম জাতক, ১০ম বৈপুল্য, ১১শ অদ্ভুতধর্ম্ম, ১২শ উপদেশ। ইহাতে বুঝা যায় যে, তখন গাথা শিক্ষণীয় বস্তু ছিল।

পারসিক জাতির ধর্ম্মগ্রন্থে "গাথা" শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ধর্ম্মগ্রন্থে ৫টী গাথা আছে। যথা—১ গাথা অহুনবৈতি, ২ গাথা উষ্টবৈতি, ৩ গাথা স্পেন্তা মৈন্যু, ৪ গাথা বহুখষ্ম্র, ৫ গাথা বহিষ্টোইষ্টি এই গাথাগুলি ছোট ছোট পদ্যময় রচনামাত্র। তাহাতে প্রার্থনা, গান, স্তোত্র এবং মনোবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় নানাবিধ কথা লিখিত হইয়াছে। আমাদের সংস্কৃত বা পালি ভাষায় গাথাও এইরূপ। এই গাথা পারসিকদিগের মধ্যে গীত হইয়া থাকে। পারসিকজাতির ধর্ম্মগ্রন্থ জন্দ-অবস্তায় অনেক গাথা আছে। তবে পারসিকেরা জন্দ-অবস্তার সকল পদ্যই গানের ন্যায় সুর করিয়া পড়েন। তাঁহাদের গাথার রচনা আমাদের বৈদিক রচনার অনুরূপ। গাথা ছন্দোবদ্ধে গ্রথিত হইলেও ইহাদের শেষ অক্ষরে মিল নাই। উপরোক্ত পাঁচটী গাথার প্রত্যেকটী এক এক স্বতন্ত্র প্রকার ছন্দে রচিত। গাথা অহুনবৈতিতে প্রত্যেক শ্লোকে ৪৮টী বর্ণ আছে; ইহা তিনটী পঙ্‌ক্তিতে বিভক্ত। প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে ১৬টী বর্ণ।

পারসিকদিগের বিশ্বাস গাথায় ৭টী অধ্যায় আছে। দেবগণ এই গাথা গান করিতেন। স্পিতম জরথুস্ত্র ধ্যানযোগে দেবগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। উষ্টবৈতি গাথা জরথুস্ত্র নিজে রচনা করেন। গাথায় ৫টী অক্ষরে এক একটী পঙ্‌ক্তি। ইহার ছন্দোবন্ধ বৈদিক ত্রিষ্টুভ্‌ছন্দের সহিত অনেকটা মিলে। স্পেন্তামৈন্যু গাথার ছন্দ ত্রিষ্টুভ্‌-ছন্দের প্রায় অনুরূপ। প্রথম দুইটী গাথা অপেক্ষা ইহাতে শ্লোকের সংখ্যা অনেক অল্প। চতুর্থ বহুখষ্ম্র ও পঞ্চম বহিষ্টোইষ্টি নামক গাথায় শ্লোকের সংখ্যা আরও অল্প।

মিউনিকের সংস্কৃত অধ্যাপক মার্টিন্ হোগ অনুমান করেন যে, গাথা অনেক ছিল, এক্ষণে তাহা লুপ্ত হইয়াছে, ঐ সকল রচনায় স্পিতম জরথুস্ত্রের মতামত ও উপদেশাদি ছিল। এক্ষণে তাঁহাদের পুরাকারী (ব্রাহ্মণ)-গণের অনিষ্ট হইতে যাহাতে নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা ও জরদস্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের যাহাতে মঙ্গল হয়, এরূপ গাথাগুলিই রক্ষিত হইয়াছে। হোগ সাহেব আরও বলেন যে, এই গাথাগুলি সংস্কৃত সামবেদেরই মত। উহা ঋগ্বেদের অংশ। ব্রাহ্মণগণ সেগুলি বহু কাহিয়া রাখিয়াছেন বা পারসিকেরা তাহা নষ্ট করিয়াছেন। অতএব সাহেবের অনুমান যে খৃষ্টপূর্ব্ব অন্ততঃ ১২০০ বৎসর পূর্ব্বে মহাপুরুষ স্পিতম জরথুস্ত্র জীবিত ছিলেন। গাথা সেই সময়ের রচনা।

বৈদিককালের হিন্দুদিগের সহিত পারসিক ধর্ম্মের বিশেষ সম্পর্ক আছে বলিয়া বোধ হয়। উভয়ের আদি ধর্ম্মগ্রন্থে দেব ও অসুরদিগের কথা আছে। তবে হিন্দুগণ দেবের ও পারসিকগণ অহুরের উপাসক। যজুর্ব্বেদে আসুরী নামক একটী ছন্দ দৃষ্ট হয়। যথা—গায়ত্রী আসুরী, উষ্ণিক্ আসুরী, পঙ্‌ক্তি আসুরী। জন্দ-অবস্তা নামক ধর্ম্মপুস্তকের গাথায় ইহার প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়। জন্দ অবস্তা অহুর বা অসুরদিগের ধর্ম্ম। গায়ত্রী আসুরীছন্দ অহুনবৈতি গাথায় দৃষ্ট হয়। উষ্ণিক্ আসুরীছন্দ বহুখষ্ম্র গাথায় ও পঙ্‌ক্তি আসুরী উষ্টবৈতি ও স্পেন্তমৈন্যু গাথায় দৃষ্ট হয়। ঘটনাক্রমে এরূপ সাদৃশ্য ঘটিয়াছে তাহা বোধ হয় না। বরং ইহা অনুমান হয় যে যজুর্ব্বেদের গাথা ঋষিদিগের জানা ছিল। হিন্দুদিগের অনেক দেবদেবীর নাম ও অনেক বৈদিক শব্দ জন্দ-অবস্তার গাথায় পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই সকল দেখিয়া অনুমান করেন যে, ভারতে আসিবার পূর্ব্বে হিন্দু ও পারসিকেরা এক আর্য্যসমাজভুক্ত ছিল।

পারসিক গাথায় একেশ্বর ধর্ম্ম মতের উল্লেখ দেখা যায়।

গাথাকার (পুং) গাথাং করোতি কৃ-অণ্। (ন শব্দশ্লোককলহগাথাবৈরচাটুসূত্রমন্ত্রপদেষু। পা ৩।২।২৩) গাথাকারক, গাথারচয়িতা।

গাথানী (ত্রি) গাথাযোগ্য, গাতব্য। ("পুরুহূতং পুরুষ্টুতং গাথান্যং।" (ঋক্ ৮।৯২।২) 'গাথান্যং গাথাযোগ্যং গাতব্যম্।' (সায়ণ)

গাথান্তর (পুং) একটী কল্পের নাম, ব্রহ্মার মাসের চতুর্থদিন।

গাথিকা (স্ত্রী) গাথা স্বার্থে কন্ টাপ্, অত ইত্বঞ্চ। গাথা দেখ। নির্দিষ্ট শ্লোক, গেয়শ্লোক।

গাথিন্ (ত্রি) গাথা স্তোত্রাদি অস্ত্যস্য ইনি। ১ গাথাযুক্ত, গীয়মান সামযুক্ত। "ইন্দ্রমিদ্ গাথিনো বৃহৎ।" (ঋক্ ১।৭।১) 'গাথিনো গীয়মান-সামযুক্তাঃ।' (সায়ণ)

গাথিন (ত্রি) গাথিনোঽপত্যং, গাথি-অণ্। (গাথিবিদথিকেশিগাণিপণিনশ্চ। পা ৬।৪।১৬৫) ইতি ন টিলোপঃ। ১ গাথিবেদপারকের অপত্য। ২ তচ্ছাত্র।

গাদ (দেশজ) ১ মল, ময়লা।

২ বোম্বাইয়ের মধ্যে সাতারা জেলায় সহ্যাদ্রিতে যে সকল গিরিবর্ত্ম আছে, গাদ তাহাদের অন্যতম। বাই ও কোরিগাঁয়ের মধ্যে গাতাল নামক ক্ষুদ্রাকো অবস্থিত। ইহা গতাল ও

ভোরঘাজোর মধ্যে পর্ব্বতের মধ্যে ভোর হইতে পুণা ও বেলগাম যাইবার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পথ, এই গিরিপথের উপরে মির্জা গ্রাম অবস্থিত। এই গিরিপথের নিয়ে বগুলবাজোর অতীতগ্রাম এবং ভোরঘাজোর কনহবড়ি ও উত্রাবলি নামক গ্রামদ্বয় অবস্থিত।

গাদন (দেশজ) গোজন, ঠাসন পূর্ণকরণ, চাপ দেওন।

গাদরবাড়া, মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর জেলার পশ্চিম তহসিলকে গাদরবাড়া তহসিল বলে। এই তহসিলে তিনটী দেওয়ানী ও ৪টী ফৌজদারী আদালত আর ১১টী থানা আছে। জব্বলপুর হইতে বোম্বাই যাইবার রাস্তার উপর শক্কর নদীর ধারে ২২° ৫৫′ ১০″ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৭৮°৫০′ পূর্ব দ্রাঘিমায় নরসিংহপুর সহরের ১৫ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। গাদরবাড়া সহরে বাণিজ্য বিস্তৃতি বেশ। ইহা গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ের একটী ষ্টেশন। এখান হইতে মোহপানি কয়লার খনিতে যাইবার রাস্তা আছে। এখানে বস্ত্রবয়ন ও বস্ত্র রং করার ব্যবসা অতি বিস্তৃত। পূর্ব্ব ভূপাল, ভিল্‌শা ও সাগর হইতে যে সকল শস্য চালান আসে, সবই এই সহরের মধ্য দিয়া যায়। এখান হইতে শস্যের পরিবর্ত্তে ঐ সকল রাজ্যে গুড়, লবণ ও চিনি রপ্তানী হয়। মহারাষ্ট্র অভ্যুদয়ের সময়ে একজন গোঁড় রাজপুত্র এই সহরে নদীতীরে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। সেই দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দুর্গেই সরকারী কার্য্যালয় বসিত, সংপ্রতি ভিন্ন বাটীতে উঠিয়া গিয়াছে।

গাদা (দেশজ) রাশি, স্তূপ।

গাদাগাদি (দেশজ) ঠেসাঠেসি।

গাদি (পুং স্ত্রী) গদস্য অপত্যং ইঞ্ (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৯৬) যদুবংশীয় গদের অপত্য। (দেশজ) ২ তৃণাদির রাশি, স্তূপ।

গাদিত্য (ত্রি) গদিতেন নির্বৃত্তম্। গদিত ণ্য। (বৃঞ্ছণ্ কঠেতি। পা ৪।২।৮০) গদিতে অর্থাৎ বাক্য দ্বারা নির্বৃত্ত, যাহা বাক্য দ্বারা সাধিত হয়।

গাদ্গদ্য (স্ত্রী) গদ্গদস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। গদ্গদের ভাব, গদ্গদত্ব। "গাদ্গদ্য মত্তক্ষনয়োক্ত কুর্ব্বন্।" (সুশ্রুত কল্পস্থান ২ অঃ।)

গাধ (পুং) গাধ-প্রতিষ্ঠায়াং লিপ্সায়াঞ্চ ভাবাদৌ ঘঞ্। ১ স্থান। ২ লিপ্সা, লালসা। ৩ তলস্পর্শ। (ত্রি) ৪ তলস্পর্শযোগ্য অগভীর। "সরিতঃ কুর্ব্বতী গাধাঃ।" (রঘু ৪।২৪) ৫ কূল, পরপার। (ভরত ৭।১১৩০।২)

গাধা (স্ত্রী) গাধ-টাপ্। গায়ত্রীস্বরূপা মহাদেবী। "গৌতমী গাধিনী গাধা।" (দেবীভাগবত ১২।৬।৪০) (দেশজ) রাসভ, গর্দ্দভ।

গাধি (পুং) গাধতে গাধ-ইন। কান্যকুব্জের একজন চন্দ্রবংশীয় রাজা। (ভারত ৩।১১৫ অঃ)

ইনিই কুশিকরাজের পুত্র ও বিশ্বামিত্রের পিতা। হরিবংশে লিখিত আছে—রাজা কুশিক ইন্দ্রতুল্য পুত্রলাভের নিমিত্ত তপস্যারম্ভ করিলে ইন্দ্র ভীত হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া চলিয়া গেলেন। অনন্তর সহস্র বৎসর পরে আসিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে দেখা দিলেন। তাঁহার উগ্রতর তপস্যা দেখিয়া ইন্দ্র পুত্রজন্মের নিমিত্ত নিজ অংশ প্রদান করিলেন। কুশিকের ভার্য্যা পৌরকুৎসী, তাঁহার গর্ভে ইন্দ্রের অংশে গাধি জন্মগ্রহণ করিলেন।

গাধিজ (পুং) গাধের্জায়তে-জন ড। মহর্ষি বিশ্বামিত্র। (ত্রিকাণ্ড) "গাধেঃ পুত্রো মহাতেজাঃ বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।" (রামায়ণ) [বিশ্বামিত্র শব্দে বিবরণ দেখ।]

গাধিন্ (পুং) গাধঃ প্রতিষ্ঠাস্ত্যস্য ইনি। গাধিনামক নৃপতি।

গাধিনগর (স্ত্রী) কান্যকুব্জ।

গাধিনন্দন (পুং) গাধের্নন্দনঃ। বিশ্বামিত্র ঋষি।

গাধিপুত্র (পুং) গাধেঃ পুত্রঃ। বিশ্বামিত্র।

গাধিপুর (স্ত্রী) গাধেঃ পুরম্। গাধিরাজের পুর, কান্যকুব্জ।

গাধিভূ (পুং) গাধিঃ ভূরুৎপত্তিস্থানমস্য। বিশ্বামিত্র ঋষি।

গাধিসুত (পুং) গাধেঃ সুতঃ। বিশ্বামিত্র ঋষি।

গাধিসূনু (পুং) গাধেঃ সূনুঃ। বিশ্বামিত্র ঋষি।

গাধেয় (পুং) গাধেরপত্যং, গাধি-ঢক্। (ইতশ্চানিঞঃ। পা ৪।১।১২২।) বিশ্বামিত্র প্রভৃতি। (হরিবংশ ২৭ অঃ)

গাধেয় স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ গাধির কন্যা, সত্যবতী। ইনি ভার্গবপুত্র ঋচীকের পত্নী।

গাধ্যগা (স্ত্রী) দুর্য্যাধনকী। (ভারত ১৭৪ অঃ)

গান (স্ত্রী) গীয়তে গৈ ভাবে ল্যুট্। গীত, সঙ্গীত। (অমর) পর্য্যায়—গেয়, গীতি, গান্ধর্ব্ব। (দেব) জপের কোটিগুণ ধ্যান, ধ্যানের কোটিগুণ লয়, লয়ের কোটিগুণ গান, অতএব গানের তুল্য উৎকৃষ্ট কল আর কিছুতেই হয় না। [গীত দেখ।]

গানিগ, দাক্ষিণাত্যের বিজাপুরপ্রদেশবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা জাতিতে তেলী এবং তৈলবিক্রয়ই ইহাদের একমাত্র উপজীবিকা। বর্ত্তমানকালে ইহাদের মধ্যে অনেকেই জাত ব্যবসা ছাড়িয়া চাষবাসে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে।

ইহাদের মধ্যে 'সজ্জন' ও "কারিকুল" এই দুইটী থাক আছে। যাহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ চলিত আছে, তাহারাই কারিকুল এবং যাহারা বিধবাবিবাহ অনুমোদন করে না তাহারাই সজ্জন। কারিকুল গানিগেরা সাধারণতঃ বেশী

কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া লোকে ইহাদের জাতিগত কারিকুল নামটী সম্ভবতঃ কালিকুল (কালা জাতি) শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে বৃদ্ধেরা বলেন যে, কারিকুল খরকুল শব্দের পরিবর্তে বসিয়াছে। (হিন্দিতে খর বা খার শব্দে যথার্থ বুঝায়।) কোল্হার ও বাখরকোট জেলায় ইহাদের বাস অধিক।

ইহাদের মধ্যে বংশবাচক কোন নাম নাই, কেবল স্থানীয় নাম ও ডাক নামেই একমাত্র পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা স্বগোত্রে পুত্র বা কন্যার বিবাহ দেয় না। কাপড়ে তৈলাদির দাগ দেখিয়া ইহাদের গানিগ বলিয়া চিনিতে পারা যায়, নতুবা পরিচ্ছদবেশ কপালে ভস্ম মাখিয়া দাঁড়াইলে ইহাদের ঠিক লিঙ্গায়তের মত দেখায়। ইহারা বলিষ্ঠ, কৃষ্ণবর্ণ, লম্বা চৌড়া, মুখাকৃতি অতি সুন্দর। ইহারা গৃহে কণাড়ি ভাষায় কথা কহে, তবে সকলেই কতক কতক মরাঠী ও হিন্দুস্থানী ভাষা জানে।

মাটি ও প্রস্তরনির্মিত একতল গৃহে ইহাদের বাস। জাতব্যবসা চালাইতে চাকর ও ঘানি টানিবার জন্য বলদ ও মহিষ রাখে। ইহারা সকলেই নিরামিষাশী, লিঙ্গায়তদিগের মত কেহই মদ বা মাংস খায় না। ধার্মিক ব্যক্তিগণ দিনান্তে দুইবার ও অন্যান্য গানিগেরা দিনে তিন বার করিয়া আহার করিয়া থাকে। আসনে উপবেশন করিয়া আহারের পূর্বে ইহারা লিঙ্গায়তদিগের মত লিঙ্গের উপাসনা করে। এক্ষণে ইহারা লিঙ্গায়তের মত বেশ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে হাঁটু পর্য্যন্ত পাজামা, ওড়ানী ও রুমাল ব্যবহার করিত। স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়েই অলঙ্কার পরে। স্বামীর জীবিতাবস্থায় আয়তিত্বের জন্য স্ত্রীকে সীমন্তে সিন্দুর, হাতে কাচের চুড়ি বা বালা ও মঙ্গলসূত্র ধারণ করিতে হয়। ইহারা অতিথেয়, সৎ, শান্তস্বভাব ধীর, কর্মঠ ও চতুর, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অপরিষ্কার।

যে সমস্ত গানিগ তৈল প্রস্তুত ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহারা এক্ষণে বংশপরম্পরায় কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা গৃহ কর্ম দেখে এবং নিজ নিজ স্বামীর দোকানে খুচরা তৈল বিক্রয় করে। বালকেরা ঘানির বলদ চরায় এবং শস্যের সময় পাখী প্রভৃতির উপদ্রব হইতে ক্ষেত্ররক্ষা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ধনী এবং আপনাদিগকে লিঙ্গায়তের সমকক্ষ বলিয়া বিবেচনা করে, কিন্তু কোন ধর্মক্ষেত্র বা দেবালয় ভিন্ন অপর কোন স্থানে লিঙ্গায়তেরা ইহাদের সহিত একত্র বসিয়া আহার করে না।

ইহাদের ধর্মসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যই লিঙ্গায়তের ন্যায়। বিবাহ ও কবর লিঙ্গায়ত জঙ্গমের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। উত্তর আর্কট প্রদেশের মধ্যবর্তী শ্রীশৈলের সম্বা, বিজাপুরের বাগবাড়ীর বাসব (বাসবন্ন), পারশগড়ের যল্লমা, তুলজাপুরের তুলজা-ভবানী প্রভৃতি দেবদেবীগণ ইহাদের উপাস্য এবং উক্ত গ্রামগুলি ইহাদের মহাতীর্থ মধ্যে গণ্য।

ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ ও বিধবা বিবাহ প্রচলিত। সামাজিক কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলে লিঙ্গায়ৎ-কালঠার আয়ের "দেশাই" আসিয়া 'নিষ্পত্তি' করেন। "দেশাই" বৃত্তি তাঁহারা বংশপরম্পরায় করিয়া আসিতেছেন। গানিগেরা ক্রমেই একটী উন্নতিশীল জাতি হইয়া উঠিতেছে।

সজ্জন গানিগদিগের সমস্ত ক্রিয়াকলাপই কারিকুলদিগের মত, কিন্তু ইহাদের বিবাহকার্য্য ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিবাহের সময় বর ও কন্যার মাঝখানে একখানি বস্ত্র দিয়া ব্রাহ্মণ পুরোহিত কন্যার গলদেশে মঙ্গলসূত্র বাঁধিয়া দেন। ইহারা তৎকালে কারিকুলদিগের মত ৫টী পূর্ণ কলসের পূজা করে না, এবং বিবাহের সময় নিরূপণের জন্য জলঘটিকা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই। কোন স্ত্রীলোকের স্বামীর মৃত্যু হইলে তাহার হস্তস্থিত কাচের বালা ভাঙ্গিয়া তৎপরিবর্তে রূপার বালা বা কড়া পরাইয়া দেয়। কোন একটা সামাজিক বৈষম্য উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ সভাপতি থাকিয়া তাহা মিটাইয়া দেন।

ধারবারে এই জাতির মধ্যে কারীকুলবাস, পঞ্চমশালী, পদ্মশালী, সজ্জন ও সাগরবাস নামে ৫টী থাক বা শ্রেণী আছে। ধারবারে ইহারা গানিগাড় নামে খ্যাত। বিভিন্ন শ্রেণীর গানিগাড়েরা একত্র বসিয়া আহারাদি করে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে দানগ্রহণ করে না। ইহাদের সামাজিক অবস্থা ও রীতিনীতিতে অতি অল্পমাত্রই প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

ইহারা সাধারণতঃ খর্ব্বাকৃতি, দৃঢ়, বলিষ্ঠ, কর্মক্ষম নম্র ও অতিথেয়, কিন্তু অতি কুৎসিতাচারী ও কপট। আপনাদিগের বসবাসের জন্য প্রস্তর ও মৃত্তিকা দিয়া একতল গৃহ নির্মাণ করে, কিন্তু তাহার সংস্কার করে না এবং এরূপ অযত্নে ও অপরিষ্কার রাখে যে দেখিলেই ঘৃণার উদ্রেক হয়। ডাল, রুটী ও শাকসব্জিই ইহাদের প্রধান খাদ্য। মদ্যমাংস কেহই ছোঁয় না। সকলেই হাতে বোনা দেশীয় মোটা কাপড় পরিধান করে। স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়েই অলঙ্কার পরিয়া থাকে।

উত্তর-কর্ণাট প্রদেশের উদ্গীর নিকটবর্তী বাসব

ও গদগের বীরভদ্র (বীরনারায়ণ) ইহাদের কুলদেবতা এবং ঐ দুই দেবতার সময় সময় যাইয়া ইহারা দেবতার পূজা দেয়। ব্রাহ্মণের প্রতি ইহাদের বিশেষ ভক্তি বা শ্রদ্ধা নাই। বিবাহ ও অন্যান্য ব্রতকর্মাদিতে লিঙ্গায়ত পুরোহিতেরা পূজাদির কার্য্য করিয়া থাকে। গদগের নিকটবর্ত্তী নবল নামক গ্রামে ইহাদের গুরু "তাতভাস্বামী" বাস করেন। ইহারা উক্ত শ্রেণীর হিন্দুদিগের প্রধান প্রধান উৎসব পালন করে এবং দাত্যম্মা ও দুর্গা এই দুই দেবীর পূজা করিয়া থাকে। ইহারা কোন পূজা বা উৎসব দিবসে কর্ম্ম করে না। এতদ্ভিন্ন প্রতি সোমবার বাসবের পবিত্রদিন বলিয়া সকল প্রকার কার্য্য হইতে বিরত থাকে। ইহারা যাদুবিদ্যা, ডাইন ও ভবিষ্যদ্বাণীতে (দৈবজ্ঞের কথায়) বিশ্বাস রাখে এবং গৃহের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করে। দুএকটী বিশেষ সংস্কার ছাড়া ইহাদের ধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ড সমস্তই লিঙ্গায়তদিগের মত।

স্ত্রীলোকেরা যদি কেশ আলুলায়িত করিয়া দোকানে তৈল ক্রয় করিতে আসে, তাহাকে কখনও ইহারা তৈল বিক্রয় করে না এবং যদি কোন ব্যক্তি একটী পায়ে চামড়া বা পদত্রাণ পরিয়া ইহাদের দোকানে যায়, তাহা হইলে দোকানদার চামড়াটী সেদিনকার মত কাড়িয়া রাখে এবং পরদিন তাহা অধিকারীকে ফিরাইয়া দেয়।

বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ গানিগাড়দের মধ্যে প্রচলিত। ইহাদের জাতীয় একতা অতিশয় সুদৃঢ়। সমাজে কোনরূপ বিভ্রাট বা গোলযোগ উপস্থিত হইলে গ্রামের পঞ্চায়ত তাহা নিষ্পত্তি করেন এবং কোন বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হইলে ধর্ম্মগুরু তাহার মীমাংসা করিয়া দেন। ইহারা সকলেই কর্ণাট ভাষায় কথা কহিয়া থাকে।

গানিন্ (ত্রি) গান-ইনি। ১ গানযুক্ত। ২ গীতযুক্ত। ৩ স্তুতিযুক্ত।

গানিনা (স্ত্রী) গানিন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। বচা। (শব্দরত্নাবলী)

গানী, একজন মুসলমান কবি। ইহার আসল নাম মির্জা মুহম্মদ-তাহির কাশ্মীরে ইহার জন্ম, এই জন্য সাধারণে ইহাকে 'গানী কাশ্মীরি' বলিয়া থাকে। ইনি সেখ মুহসীন্ ফানীর ছাত্র; নিজ বিদ্যাপ্রভাবে ইনি একজন সুকবি, ও নিজ গুরু হইতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃত 'দিবান গানী' নামক কাব্যগ্রন্থই অতি সুন্দর। গুরুর মৃত্যুর দুইবৎসর পরে ১০৭৯ হিজিরায় তাঁহার মৃত্যু হয়। কথিত আছে দিল্লীর সম্রাট্ আলমগীর গানীকে নিজ সমীপে প্রেরণার্থ কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা সৈফ্ খাঁকে লিখিয়া পাঠান। সৈফ্ খাঁ গানীকে এই সংবাদ দিলে তিনি দিল্লী যাইতে অস্বীকৃত হইলেন এবং শাসনকর্ত্তাকে বলিলেন যে, সম্রাট্কে বলিও গানী উন্মাদ হইয়াছে ও এরূপ অবস্থায় আপনার সম্মুখে যাইবার উপযুক্ত নয়। সৈফ্ খাঁ বলিলেন যে, কিরূপে তিনি এরূপ জ্ঞানী লোককে উন্মাদ বলিবেন। ইহাতে গানী তৎক্ষণাৎ উন্মাদগ্রস্ত হইয়া নিজ বস্ত্রাদি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন ও ইহার তিনদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮ বৎসর কাল কাব্যজগতের সুখলাভ করিয়া তিনি অল্প বয়সে জীবনলীলা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

গানবিদ্যা (স্ত্রী) সঙ্গীতশাস্ত্র।

গান্তু (ত্রি) গচ্ছতি গম-তুন্, বৃদ্ধিশ্চ। (ক্রমি-গমি ক্ষমিভ্যস্তুন্ বৃদ্ধিশ্চ। উণ্ ১।৪০।) ১ গন্তা, গমনকর্ত্তা। ২ পথিক। (উজ্জ্বলদত্ত।) ৩ গায়ক। (সংক্ষিপ্তসারে উণাদিবৃত্তি।) কেহ কেহ বলেন যে, লিপিকরপ্রমাদে গায়ক স্থলে গাথক পাঠ কল্পিত হইয়াছে।

গান্ত্র (ক্লী) গম-ত্রন্। (অমিচিমিদিশসিভ্যঃ ক্ত্রঃ বৃদ্ধিশ্চ। উণ্ ৪।১৬৫) শকট। (উজ্জ্বল)

গান্ত্রী (স্ত্রী) গন্ত্রী এব স্বার্থে অন্, ঙীপ্। ১ বৃষবাহ্য শকট, গোরুর গাড়ী। (রায়মুকুট)

গান্দিক (ত্রি) গন্দিকায়াং ভবঃ সিন্ধ্বাদিত্বাৎ অণ্। গন্দিকা-নদীজাত।

গান্দিনী (স্ত্রী) গাং ধেনুং দদাতি প্রতিদিনম্, গো-দা-ণিনি পৃষোদরাৎ সাধুঃ। অক্রূরের মাতা। ইনি কাশিরাজের দুহিতা ও শ্বফল্কের ভার্য্যা। হরিবংশের মতে—ইহার নাম নিরুক্তি, ইনি প্রতিদিন বিপ্রগণকে ধেনুদান করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম গান্দিনী হইয়াছে। ইনি মাতার উদরে বহু বর্ষ বাস করিলেন ভূমিষ্ঠ হইলেন না, তখন পিতা বলিলেন, তুমি শীঘ্র ভূমিষ্ঠ হও, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি এতদিন উদরে রহিয়াছ কেন? কন্যা প্রত্যুত্তর করিলেন, যদি প্রতিদিন গোদান করিতে পারি, তবে জন্মগ্রহণ করি। পিতা স্বীকার করিয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই গান্দিনীর গর্ভে শ্বফল্কের ঔরসে, অক্রূর নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। তৎপরে ইহার গর্ভে উপমদ্গু, মদ্গু, মৃদর, অরিমেজয়, অবিক্ষিপ, উপেক্ষ, শত্রুঘ্ন, অরিমর্দ্দন, ধর্ম্মভৃৎ, যতিধর্ম্মা, গৃধ্রভোজান্ধক, আবাহ ও প্রতিবাহ এই কয়েকটী পুত্র ও সুন্দরী নামে একটী সুন্দরী কন্যা জন্মে। কেহ কেহ গান্ধিনা এরূপ পাঠ করেন, কিন্তু নিরুক্তি নাম লইয়া বিবেচনা করিলে গান্দিনী পাঠই উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। গাং ভূমিং যাবত্ ধারয়তি দৈর্ঘ্যেণেতি পৃষোদরাৎ সাধুঃ। ২ গঙ্গা। (ত্রিকাণ্ড)।

অশোকের পুত্র ধর্ম্মবর্দ্ধন এখানে রাজত্ব করিতেন। এখানকার লোকেরা হীনযান-বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দে প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজ কনিষ্ক গান্ধারে রাজত্ব করিতেন, তিনি এখানকার নানাস্থানে বৌদ্ধ-কীর্ত্তি স্থাপন করেন।

হুএন্ সুয়ন্ ৬২০ খৃষ্টাব্দে গান্ধাররাজ্যে উপস্থিত হন। তিনি লিখিয়াছেন, ইহার অনেক বার 'বেথা' (হূণ) জাতি কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত, তাহারা এই রাজ্য অধিকার করিয়া লএলিকে (রাজব-রাজকে) প্রদান করেন। হুএন্ সুয়নের সময়ে রাজবরাজ এখানে রাজত্ব করিতেছিলেন, পেশাবরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম মানিতেন না। তথনও অধিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্রাহ্মণজাতির বাস ছিল।

ফিউএন্-সিয়ং লিখিয়াছেন যে, পুষ্কলাবতী নামক স্থানেই গান্ধাররাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ছিল। রামায়ণের মতে ভরতের পুত্র পুষ্কল স্বনামে এই নগর স্থাপন করেন। ফিউএন্-সিয়ঙের সময়ে কপিশ রাজের অধীনে একজন শাসনকর্ত্তা আসিয়া গান্ধার শাসন করিতেন। চীনপরিব্রাজকের বর্ণনায় জানা যায়—এই রাজ্যে নারায়ণদেব, অসঙ্গ বোধিসত্ত্ব, বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব, ধর্ম্মত্রাত, মনোহিত ও পার্শ্ব প্রভৃতি বৌদ্ধশাস্ত্রকারগণ জন্মগ্রহণ করেন *।

মুসলমান জাতির অভ্যুদয়ে এখানকার হিন্দুগণ কেহ ইস্লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, কেহ বা ভারতের মধ্যে পলাইয়া আসিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা করেন। [কান্দাহার, কাবুল, পেশাবর, পুষ্কলাবতী প্রভৃতি শব্দ বিশেষ দ্রষ্টব্য।]

গান্ধারোহভিজনোহস্য। ৩ পিত্রাদিক্রমে গান্ধারদেশ-বাসী ব্যক্তি মাত্র। গন্ধার অণ্, তত লুক্। ৪ গন্ধার-দেশের রাজা। গান্ধং ঋচ্ছতি অণ্। ৫ সপ্তস্বরান্তর্গত তৃতীয় স্বর। এই স্বর ছাগস্বরতুল্য। সঙ্গীতশাস্ত্র মতে ময়ূরের স্বর ষড়্জ, গোরুর স্বর ঋষভ, ছাগের স্বর গান্ধার, ক্রৌঞ্চের স্বর মধ্যম। ভরতের মতে নাভি হইতে বায়ু উঠিয়া কণ্ঠ ও মস্তকে আহত হয়, ঐ সকল স্থান হইতে নানাবিধ পবিত্রগন্ধ বহন করে বলিয়া ইহার নাম গান্ধার। সঙ্গীতদর্পণের মতে এই স্বর দেবকুল হইতে উৎপন্ন, বৈশ্যজাতি, ইহার বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় পীত ও উজ্জ্বল। কুশদ্বীপে ইহার জন্ম, গন্ধর্ব্ব ঋষি, সরস্বতী দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। করুণরসেই ইহার প্রয়োগ উত্তম।

৬ স্বরগ্রামবিশেষ। লক্ষণ যথা,—যদি গান্ধার স্বর, নি ও ধ এর এক এক শ্রুতি, প, ম এর শ্রুতি, নিষাদ ধ ও স এর শ্রুতি আশ্রয় করে, তাহাকে গান্ধার গ্রাম বলে। এই গ্রাম স্বর্গলোকে প্রযুক্ত হয়, পৃথিবীতে ইহার প্রয়োগ হয় না। ৭ রাগবিশেষ। সঙ্গীতদামোদরের মতে ইহার মস্তকে জটা, অঙ্গে ভস্মভূষণ, শ্রবণে কর্ণাবতংস ; দেহ ক্ষীণ, নয়ন মুদ্রিত। যোগপট্টধারী ও তপস্বী, ভৈরবরাগের পুত্র। ইহার গানের সময় প্রাতঃকাল।

(ক্লী) ৮ গন্ধরস, গন্ধবোল। (ত্রিকাণ্ড) (পুং স্ত্রী) গান্ধারেরপত্যং অঞ্। (সাল্বেয়গান্ধারিভ্যাঞ্চ। পা ৪।১।১৬৯) ৯ গান্ধারির অপত্য। (ত্রি) গান্ধারে ভবঃ, তত আগত বা কচ্ছাদিভ্যোহণ্। গান্ধারদেশজাত। (ভারত ১৩৮৮ অঃ।)

গান্ধারক (ত্রি) গন্ধার-বুঞ্। (মনুষ্যতৎস্থয়োর্বুঞ্। পা ৪।২।১৩৪) ১ গন্ধারদেশের মনুষ্য। ২ গন্ধারদেশস্থিত।

"গান্ধারকৈঃ সপ্তপদৈঃ" (ভারত, ৭।১৬ অঃ)

গান্ধাররাজ (পুং) গন্ধারস্য রাজা সমাসান্ত-টচ্। ১ শকুনির পিতা প্রভৃতি। (ভারত ৩।১১০।১৪)

গান্ধারি (পুং) গন্ধস্য অণ্ গান্ধং ঋচ্ছতি ঋ-ইন্। ১ গান্ধার-দেশ। গান্ধারস্য জনপদবাচি নৃপস্যাপত্যং ইঞ্। ২ গান্ধারদেশীয় নৃপতির অপত্য। "গান্ধারিভিঃ সমগ্রৈশ্চ পার্ব্বতীয়েশ্চ দুর্জ্জয়ৈঃ।" (ভারত ৮।৫৬ অঃ)

গান্ধারিকা (স্ত্রী) গান্ধার কন্ টাপ্ অত ইত্বম্। গন্ধদ্রব্য-বিশেষ, শীধা। [গান্ধারী দেখ।]

গান্ধারী (স্ত্রী) গান্ধারস্য অপত্যং স্ত্রী-ইঞ্ ঙীপ্। ১ ধৃত-রাষ্ট্রপত্নী। ইনি সুবলরাজের কন্যা ও দুর্য্যোধনাদির মাতা। গান্ধারী মহাদেবের আরাধনা করিয়া শত পুত্র প্রাপ্ত হন। মহাভারতে লিখিত আছে—ভীষ্ম জানিলেন যে, গান্ধারী শত পুত্র লাভের বর পাইয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সুবলের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। সুবল বিচার করিয়া দেখিলেন যে, বর অন্ধ, কিন্তু তাঁহার কুলখ্যাতি প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া কন্যা দিতে সম্মত হইলেন। গান্ধারী শুনিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ এবং পিতা মাতা তাঁহাকেই সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তৎপরে তিনি বস্ত্র লইয়া তাহা বহুগুণ করিয়া চক্ষুর উপর বন্ধন করিলেন। ইহাতে তিনি পতিব্রতাধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ২ অশ্বধীকের কন্যা। ৩ নাড়ীবিশেষ। "ইড়া-পৃষ্ঠে তু গান্ধারী" (তন্ত্র)

৪ জিনাধপের শাসনদেবতাবিশেষ। (হেম) ৫ যবাসা। (রাজনি°) ৬ দুরালভা। (ভাবপ্র°)

৭ পার্ব্বতীর সহচরীবিশেষ। (ভারত ৩২৩ অঃ)

৮ গায়ত্রী। (দেবীভাগবত ১২।৬।৪০।)

* Sy-yu-ki BK. II.

গান্ধারীতনয় (পুং) গান্ধার্য্যাস্তনয়ঃ, ৬তৎ। ১ দুর্য্যোধনাদি। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ দুর্য্যোধনাদির ভগিনী, দুঃশলা।

মহাভারতে গান্ধারীতে দুর্য্যোধনাদির উৎপত্তি-বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—"ব্যাস ক্ষুধা ও শ্রমাতুর হইয়া উপস্থিত হইলে গান্ধারী তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। ব্যাস বলিলেন, বর প্রার্থনা কর। তিনি স্বামীর অনুরূপ শত পুত্র প্রার্থনা করিলে ব্যাসদেব তাঁহাকে সেই বরই দিলেন। পরে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্র হইতে গর্ভধারণ করিলে দুই বৎসরের পরেও সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল না। এদিকে কুন্তীর সূর্য্যতুল্য সন্তান জন্মিল শুনিয়া দুঃখভরে আপন গর্ভ যত্নপূর্ব্বক নিপাতিত করিলেন, তাহাতে লোহার ন্যায় কঠিন মাংসপিণ্ড জন্মিল। তাহা ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা করিলে ব্যাস আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করিয়াছ? গান্ধারী সমস্ত সত্য বলিলেন। ব্যাস বলিলেন, ঐ মাংসপেশী একশত ঘৃতপূর্ণকুম্ভ মধ্যে রাখিয়া দাও। ঐরূপে রাখিয়া দিলে পর ক্রমে বৃদ্ধাঙ্গুলির পর্ব্বের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ একশত ভাগ প্রকাশ পাইয়া যথাকালে একশত পুত্র জন্মিল। জ্যেষ্ঠানুক্রমে তাহাদের নাম—দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল, জলসন্ধ, সম, সহ, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্দ্ধর্ষ, সুবাহু, দুষ্প্রধর্ষণ, দুর্ম্মর্ষণ, দুর্ম্মুখ, দুষ্কর্ণ, কর্ণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, শল, সত্ত্ব, সুলোচন, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, শরাসন, দুর্ম্মদ, দুর্ব্বিগাহ, বিবৎসু, বিকটানন, ঊর্ণনাভ, সুনাভ, নন্দ, উপনন্দক, চিত্রবাণ, চিত্রবর্ম্মা, সুবর্ম্মা, দুর্ব্বিমোচন, অয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রাঙ্গ, চিত্রকুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, বলবর্দ্ধন, উগ্রায়ুধ, ভীমকর্ম্মা, কনকায়ুঃ, দৃঢ়ায়ুধ, দৃঢ়বর্ম্মা, দৃঢ়ক্ষত্র, সোমকীর্ত্তি, অনূদর, দৃঢ়সন্ধ, জরাসন্ধ, সত্যসন্ধ, সদঃসুবাক্, উগ্রশ্রবাঃ, উগ্রসেন, সেনানী, দুষ্পরাজয়, অপরাজিত, কুণ্ডশায়ী, বিশালাক্ষ, দুরাধর, দৃঢ়হস্ত, সুহস্ত, বাতবেগ, সুবর্চ্চাঃ, আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, নাগদত্ত, অগ্রযায়ী, কবচী, নিষঙ্গী, কুণ্ডী, কুণ্ডধার, ধনুর্দ্ধর, উগ্র, ভীমরথ, বীরবাহু, অলোলুপ, অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা, দৃঢ়রথ, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বিরাবী, দীর্ঘলোচন, প্রমথ, প্রমাথী, দীর্ঘরোম, বীর্য্যবান্, দীর্ঘবাহু, মহাবাহু, ব্যূঢ়োরু, কনকধ্বজ, কুণ্ডাশী, বিরজা। গান্ধারীর শতপুত্রের অধিক দুঃশলা নামে একটী মাত্র কন্যা জন্মে।

গান্ধারেয় (পুং) গান্ধার্য্যা অপত্যং ঢক্। দুর্য্যোধনাদি। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। গান্ধারেয়ী। গান্ধারীর কন্যা, দুঃশলা।

গান্ধিক (পুং) গন্ধো গন্ধদ্রব্যং পণ্যমস্য ঠক্। ১ গন্ধবণিক, গন্ধবেণে। [গন্ধবণিক দেখ।] ২ লেখক। (মেদিনী)। ৩ কীটবিশেষ। (শব্দরত্না°) (ক্লী) স্বার্থে ঠক্। ৪ গন্ধদ্রব্যমাত্র।

"পণ্যানাং গান্ধিকং পণ্যং।" (পঞ্চতন্ত্র)

গান্ধিনী (স্ত্রী) [গান্দিনী দেখ।]

গান্ধী (স্ত্রী) গন্ধ এব স্বার্থে প্রজ্ঞাদিত্বাৎ অণ্। গন্ধোহস্ত্যস্যা অর্শআদিত্বাৎ অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ। ১ কীটবিশেষ, গাঁধিপোকা।

গাপ (দেশজ) গোপন, ছাপা।

গাফ (হিউ), ভারতবর্ষের একজন প্রধান ইংরাজসেনাপতি। আয়র্লণ্ডবাসী জর্জ গাফের পুত্র। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে হিউ গাফ ইংরাজসৈনিক বিভাগে প্রবেশ করেন। তাঁহার পর ইংরাজসেনার সহিত আফ্রিকা ও আমেরিকার নানাস্থানে যুদ্ধ করেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে যুরোপের পেনিন্সুলার যুদ্ধে ভয়ানকরূপে আহত হন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতের ইংরাজ সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত হইয়া মান্দ্রাজে আগমন করেন। তথায় তাঁহাকে মহিসুরের সৈনিক-বিভাগে নিযুক্ত করা হয়। ১৮৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে ইংরাজসেনা প্রেরিত হয়। গাফ সাহেব সেই দলের সেনাপতি হইয়া যান। সেই যুদ্ধে দক্ষতা দেখাইয়া তিনি জি, সি, বি ও ব্যারনেট উপাধি লাভ করেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ১১ই আগষ্ট তিনি ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত হন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২৯এ ডিসেম্বর মহারাজপুরে মহারাষ্ট্রদিগকে ও ১৮৪৫ ও ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে শিখযুদ্ধে মুদকি ফেরোজশা ও সোব্রাওন নামক স্থানে শিখদিগকে পরাজিত করেন। বিলাতের পার্লেমেণ্ট মহাসভা তাঁহার বীরত্বে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে লর্ড উপাধি দেন। ১৮৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি শিখজাতিকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়াছিলেন। ইহাতে আরও পদবৃদ্ধি হয়। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও পার্লেমেণ্ট প্রত্যেক দুইহাজার পাউণ্ড পেন্সন দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। কথিত আছে, ফেরোজশার যুদ্ধে ভারতের গবর্ণর জেনারল হার্ডিঞ্জ সাহেব সখ করিয়া তাঁহার অধীনে সেনানায়ক হইয়া সৈন্যচালনা করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে চিলিয়ানবালার যুদ্ধে গাফ সাহেবের অধীনে অনেক সেনা নষ্ট হয়। ইংলণ্ডে এই সংবাদ পৌঁছিলে কর্ত্তৃপক্ষ তথা হইতে সার চার্লস্ নেপিয়ারকে পাঠাইয়া দেন, কিন্তু তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই গাফসাহেব ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ২২এ ফেব্রুয়ারী পঞ্জাবের অন্তর্গত গুজরাট নামক নগরে শিখদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। সুতরাং নেপিয়ার সাহেবকে আর কিছু করিতে হয় নাই। তৎপরে গাফসাহেব দেশে ফিরিয়া গেলেন।

গাফসাহেব বিষম সাহসী পুরুষ ছিলেন। জেনারল হাবলক বলেন যে, বিপদ্ দেখিলে তাঁহার যেন আনন্দ হইত। সৈন্যদিগকে উত্তেজনা করিতে তিনি বেশ জানি-

হেন। কিরাতবেশী শঙ্করের সহিত যুদ্ধে ভিন্ন আর কোন যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হন নাই।

গাব, বনমধ্যস্থ বৃক্ষের ফল। (Diospyros embryopteris.) দেখিতে ঠিক ছোট কমলালেবুর মত, গায়ে কাল কাল দাগ ও পুষ্পরেণুর মত গুঁড়া আছে। ভিতরে আটটী আঁটি। ইহার শাঁস আটাযুক্ত ও আস্বাদ কষায়। ইহা ধারকতা গুণবিশিষ্ট। এই ফল হইতে যে নির্য্যাস বাহির হয়, তাহা উদরাময় ও অজীর্ণরোগে বিশেষ উপকারী। এক পাইন্ট জলে ২ ড্রাম পরিমাণ নির্য্যাস মিশাইয়া পিচকারি দ্বারা ঐ জল প্রক্ষেপ করিলে শ্বেত প্রদররোগ আরোগ্য হয়। এক হইতে পাঁচ গ্রেণ মাত্রায় নির্য্যাস দিনে তিনবার করিয়া খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। ইহার ছালের ক্বাথ বহুদিনের অজীর্ণ, উদরাময় ও স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার জন্য উৎপন্ন রোগ মাত্রেই প্রযোজ্য।

গাবান (দেশজ) ১ জলাদি ঘোলাকরা। ২ গুপ্তবিষয় প্রকাশ করা।

গাবীন (দেশজ) গর্ভবতী গাভী।

গাভা (দেশজ) পুষ্করিণী প্রভৃতির গর্ভস্থান, গাবা।

গাভী (দেশজ) স্ত্রীগো, ধেনু, গবী।

গামছা (দেশজ) গা মুছিবার নিমিত্ত বস্ত্রখণ্ড, গাত্রমার্জ্জনী।

গামার (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, গাম্ভারী।

গামিক (ত্রি) গামিন্ স্বার্থে-কন্। গমনকারী।

"অযোধ্যাগামিকো দেবঃ পন্থাঃ।" (রামায়ণ ৬।১০৬।৭)

গামিন্ (ত্রি) গম-ভবিষ্যতি-ণিনি। ১ ভাবি-গমনকারক, যে গমন করিবে।

ইহার যোগে কর্ম্মকারকে ষষ্ঠী হয় না।

"দ্বিতীয়গামী নহি শব্দ এষঃ।" (রঘু ৩।৪৯)

কর্ত্তৃ্যুপমানে উপপদে গম-ণিনি। ২ তত্তুল্য গমনকর্ত্তা।

"ধরাং দ্বিরদগামিনা।" (রঘু ২।৩০)

গামুক (ত্রি) গচ্ছতি গম-উকঞ্। (লষপতপদস্থাভূবৃষহন কমগমশৄভ্য উকঞ্। পা ৩।২।১৫৪।) গমনশীল, গমনকারী।

গাম্ভারী (স্ত্রী) গামার।

গাম্ভীর (ত্রি) গভীর-অঞ্। (সংকলাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৭৫) গম্ভীর দ্বারা নির্বৃত্ত।

গাম্ভীর্য্য (ক্লী) গভীরস্য ভাবঃ, গভীর ষ্যঞ্। (গভীরাঞ্ ষ্যঃ। পা ৪।৩।৫৮) ১ গভীরের ভাব, অগাধত্ব, তলস্পর্শে অযোগ্যতা। "সমুদ্রইব গাম্ভীর্য্যে।" (রামায়ণ ১।১।১৮) ২ অবিকারিত্ব। "নিরস্তগাম্ভীর্য্যমপাস্তপুষ্পকম্।" (মাঘ) 'গাম্ভীর্য্যমবিকারিত্বং অগাধত্বঞ্চ।' (মল্লিনাথ)।

৩ সাত্ত্বিকগুণবিশেষ। ভয়, শোক, ক্রোধ ও হর্ষাদি দ্বারা বিকার না হইলে সেই নির্ব্বিকারতার নাম গাম্ভীর্য্য। (সাহিত্যদর্পণ)

"বিকারা সহজা যত্র হর্ষক্রোধভয়াদিষু।
ভাবেষু নোপলভ্যন্তে তদ্গাম্ভীর্য্যমিতি স্মৃতম্।"

৪ অচাপল্য। "গাম্ভীর্য্যমনোহরং বপুঃ।" (রঘু ৩।৩২)

গাম্মন্য (ত্রি) গামিব মন্যতে খশ্। হুতঃঅম্। (ইচ একাচোহম্ প্রত্যয়বৎ। পা ৬।৩।৬৮।) যে আপনাকে গোতুল্য মনে করে।

গামলা (দেশজ) মৃত্তিকাদিনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ।

গায় (পুং) গৈ ভাবে ঘঞ্। ১ গান।

"যথাবিধানেন পঠন্ সামগায়মবিচ্যুতম্।" (যাজ্ঞবল্ক্য।)

গায়ক (ত্রি) গৈ ণ্বুল্। গানকর্ত্তা, গানোপজীবী।

"তথা গায়ন্তি গায়কাঃ।" (ভারত ১৩।৫৩ অঃ।)

গায়ত্র (ত্রি) গায়ত্র্যাঃ গায়ত্রীচ্ছন্দসঃ ইদম্ অণ্। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সম্বন্ধীয়। "ত্বা গায়ত্রেষু গায়ত।" (ঋগ্বেদ ১।২১।২)

'গায়ত্রেষু গায়ত্রীচ্ছন্দস্কেষু মন্ত্রেষু।' (সায়ণ)

গায়ত্রিন্ (পুং) গায়ত্রং ত্রায়তে শত্রু, গায়ৎ ত্রৈ-ণিনি আলোপাৎ সাধুঃ। ১ খদিরবৃক্ষ। গায়ত্রং স্তোত্রং অস্ত্যস্য ইনি। ২ উদগাতা সামগায়ক।

"গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোহর্চন্তি।" (ঋক্ ১।১০।১)

গায়ত্রী (স্ত্রী) গায়ন্তং ত্রায়তে গায়ৎ ত্রা-ক। (আতোহনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। যদ্বা গয়া এব গয়াঃ গয় স্বার্থে অণ্ গয়ান্ প্রাণান্ ত্রায়তে। গায়-ত্রা, ক-ঙীষ্। ১ বেদমাতা, দ্বিজগণের উপাস্য বৈদিক মন্ত্রবিশেষ।

লৌকিক ছন্দঃশাস্ত্রে যে সমবৃত্তের প্রত্যেক চরণ ৬টী অক্ষর বা বর্ণযুক্ত, তাহাকে গায়ত্রী বলে। বেদে সমবৃত্ত বা চারিটী চরণ বলিয়া কোন নিয়ম নাই, যাহাতে সর্ব্বসমেত চাব্বিশটী অক্ষর থাকিবে, তাহাকে গায়ত্রী বলা যাইতে পারে। কাত্যায়ন কৃত সর্ব্বানুক্রমণিকা ও তাণ্ড্যব্রাহ্মণের মতে বৈদিক গায়ত্রীছন্দে অষ্টাক্ষরযুক্ত তিনটী চরণ থাকে। এই নিয়মানুসারে বলিতে হইলে বৈদিক অনেক মন্ত্রকেই গায়ত্রী বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই গায়ত্রী শব্দটী যোগরূঢ়, কেবল বৈদিক "তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ইত্যাদি মন্ত্রটীই বুঝায়, অপর কোনটীকে বুঝায় না। বাস্তবিক পক্ষে গায়ত্রী ছন্দের লক্ষণাক্রান্ত বলিয়াই যে ইহাকে গায়ত্রী বলা হয়, তাহা নহে, যাহারা এই মন্ত্রটী গান বা পাঠ করেন, তাঁহাদিগকে ত্রাণ করে বলিয়া এই মন্ত্রটীর নাম গায়ত্রী হইয়াছে। (১) বৃহদারণ্যক উপনিষদে

(১) "গায়ন্তং ত্রায়সে যস্মাৎ গায়ত্রীত্বং ততঃ স্মৃতা।" (তন্ত্র)

৩। অথবা ভর্গপদের অর্থ অন্ন। যে সবিতা আমাদের ধী-শক্তি প্রেরণ করেন আমরা সেই সবিতা দেবের প্রসাদে প্রশংসনীয় অন্নাদিরূপ ফলধারণ করি। (ঋক্ ৩।৬২।১০ ভাষ্য। সাম উত্তর° ৬।১০।১ ভাষ্য)

৪। জ্যোতিষ্মান, প্রেরক, অন্তর্যামী, বিজ্ঞানানন্দ স্বভাব, হিরণ্যগর্ভ বা আদিত্যরূপ উপাধিধারী ব্রহ্মের প্রার্থনীয়, পাপ এবং সংসারধ্বংসকারক তেজ আমরা চিন্তা করি। যে সবিতা আমাদের বুদ্ধি সৎকর্মানুষ্ঠানে প্রেরণ করেন।

(বাজসনেয়সংহিতা ৩।৩৫ মহীধর)

ইহা ব্যতীত গায়ত্রীর আরও অনেক প্রকার ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ বা কালীপক্ষে, কেহ বা বিষ্ণুপক্ষে এবং কেহ বা শিবপক্ষেও ইহার ব্যাখ্যা করেন।

গায়ত্রী উপাসনাপ্রণালী—মনুর মতে গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে উপাসকের পুনর্জন্ম হয়, এই জন্মে আচার্য্য পিতা, সাবিত্রীই মাতা হইয়া থাকেন। গায়ত্রী এবং তৎ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের অভেদচিন্তা করিয়া উপাসনা করিতে হয়। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে প্রণব (ওঁ) ও ব্যাহৃতি (ভূর্ভুবঃস্বঃ) যোগ করিয়া গায়ত্রী উপাসনা করিবে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চবিষয়, পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি, আত্মা ও প্রকৃতি এই চতুর্ব্বিংশতি পদার্থ গায়ত্রীর চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরে যথাক্রমে চিন্তা করিবে। অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, যম, বরুণ, বৃহস্পতি, পর্জ্জন্য, ইন্দ্র, গন্ধর্ব্ব, পূষা, মৈত্রাবরুণ, ত্বষ্টা, বাসব, মরুত, সোম, অঙ্গিরা, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমার, প্রজাপতি, সর্ব্বদেব, রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এই সকল দেবগণ যথাক্রমে গায়ত্রীর চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরের অধিপতি, জপকালে ইহাদিগকে চিন্তা করিতে হয়। প্রণবটীকে ঈশ্বর ভাবনা করিতে হয়।

কাশীখণ্ডে গায়ত্রীর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—"অষ্টাদশ বিদ্যার মধ্যে মীমাংসা প্রধান, মীমাংসা হইতে তর্কশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র হইতে পুরাণ, তাহা হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে বেদ প্রধান। বেদের মধ্যে আবার উপনিষদ্ প্রধান, গায়ত্রী উপনিষদ্ হইতেও "শ্রেষ্ঠতমা", গায়ত্রীর অপেক্ষা অধিক আর মন্ত্র নাই, ইনি বেদমাতা ও ব্রাহ্মণপ্রসবকারিণী। যে ব্যক্তি ইহার গান করে, ইনি তাহাকেই ত্রাণ করেন, এই কারণেই ইহার নাম গায়ত্রী হইয়াছে। সবিতৃদেবতাই এই মন্ত্রের বাচ্য। এই গায়ত্রীর প্রভাবেই রাজর্ষি কৌশিক ব্রহ্মর্ষিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং আর একটী জগৎসৃষ্টি করিবার শক্তি পাইয়াছিলেন। গায়ত্রীর উপাসনা করিলে সদ্গতি হইতে পারে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি সকলেই গায়ত্রীস্বরূপ। বেদপাঠ বা অন্যশাস্ত্র পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, কেবল ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রীর উপাসনা করিলেই ব্রাহ্মণ হইতে পারে।" (কাশীখণ্ড)

প্রায় সকল পুরাণ উপপুরাণেই অল্প বিস্তর গায়ত্রীর প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, কোন সময়ে পরীক্ষা করিবার জন্য একদিকে সাঙ্গবেদ ও অপরদিকে গায়ত্রী উঠাইয়া দেওয়া হয়। তাহাতে সমস্তবেদ অপেক্ষা গায়ত্রীর ভারই বেশী হইয়াছিল। যিনি গায়ত্রী জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ, গায়ত্রী না জানিলে বেদপারগ হইলেও তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া জানিবে। ত্রিসন্ধ্যায় সন্ধ্যা-রূপিণী গায়ত্রীর উপাসনা করিবে। ব্যাসের মতে প্রাতে ইহার নাম গায়ত্রী মধ্যাহ্নে সাবিত্রী ও সায়াহ্নে ইহার নাম সরস্বতী।

পদ্মপুরাণে গায়ত্রী ব্রহ্মার স্ত্রী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উপাখ্যানটী এই—"একসময়ে ব্রহ্মা একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তিনি সাবিত্রীকে যজ্ঞস্থানে আনিবার জন্য ইন্দ্রকে তাঁহার নিকটে পাঠাইলেন। দেবরাজ সাবিত্রীর নিকটে আসিয়া ব্রহ্মার আদেশ জানাইলে সাবিত্রী বলিলেন, 'লক্ষ্মী প্রভৃতি সখীগণ এখন উপস্থিত নাই, আমি একাকিনী যাইতে পারি না। তুমি বিরিঞ্চিকে বলিবে যে, সখীগণ আসিলেই আমি যাইব।' ইহা বলিয়া সাবিত্রী গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন। দেবরাজ আসিয়া ব্রহ্মাকে জানাইলেন। বিরিঞ্চি পত্নীর ব্যবহারে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রকে বলিলেন, 'দেবরাজ! তুমি আমার জন্য আর একটী রমণী শীঘ্র আনয়ন কর, আমি এখনই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব।' ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র অন্বেষণ করিতে করিতে বরাঙ্গনে গমন করিলেন। সেই সময়ে একটী সুন্দরী গোয়ালার কন্যা দুগ্ধ ও দধি বিক্রয় করিতে যাইতেছিল, দেবরাজ তাহাকে ধরিয়া লইয়া আসিলেন। মহাবিষ্ণুর আদেশে ব্রহ্মা তাহাকে গন্ধর্ব্বমতে বিবাহ করেন। তাঁহারই নাম গায়ত্রী। তাঁহার বর্ণ শুক্ল, দুইখানি হাত, এক হাতে একটা মৃগশৃঙ্গ এবং অপর হাতে একটী পদ্ম। ইহার উরস্থল অতিশয় বিশাল, পরিধেয় বসন রক্তবর্ণ, বক্ষঃস্থলে মনোহর মুক্তাহার, কর্ণে কুণ্ডল ও মস্তকে নানাবিধ রত্নখচিত একটী মুকুট আছে। ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বে স্নান করিয়া গায়ত্রী জপ করিলে অসৎপ্রতিগ্রহজনিত পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। গায়ত্রী জপ করিলে দশ জন্ম, শত জন্ম বা সহস্র জন্মের [illegible] সমূহ যে সকল পাপ হইয়াছে, তাহা বিনষ্ট হয়। ইনি বেদমাতা, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল ত্রিলোক ব্যাপিয়া অবস্থিতি

করেন। ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রীগ্রহণের পরে মরণ পর্য্যন্ত ত্রিকালে গায়ত্রীর উপাসনা না করিলে পতিত হন।" (পদ্মপুরাণ)

সন্ধ্যাবিধিতে লিখিত আছে যে, প্রাতে গায়ত্রীকে রক্তবর্ণা, হংসবাহিনী, দ্বিভুজা, যজ্ঞোপবীত ও কমণ্ডলুধারিণী ব্রাহ্মণীস্বরূপা চিন্তা করিবে। মধ্যাহ্নে শ্বেতবর্ণা, চতুর্ভুজা, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারিণী গরুড়বাহিনী বিষ্ণুশক্তির ন্যায় এবং সায়ংকালে নীলবর্ণা, বৃষভবাহিনী, ত্রিশূল ও ডমরু-ধারিণী, অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতা চিন্তা করিবে।

গায়ত্রীতন্ত্রে লিখিত আছে যে, ন্যাস ব্যতীত গায়ত্রী জপ করিলে কোনই ফল হয় না—এই কারণে গায়ত্রীজপের পূর্ব্বে ন্যাস করিতে হয়। যতিগণ পঞ্চমুদ্রায় ও গৃহী কেবল ত্রয়মুদ্রায় ন্যাস করিবে। পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সাতবার "ভূর্ভুবঃস্বঃ" এই অংশ ন্যাস করিতে হয়, পরে যোগী চিত্ত স্থির করিয়া পাদাঙ্গুষ্ঠে তৎ, অঙ্গুলীর মধ্যে স, জঙ্ঘায় বি, জানুমধ্যে তু, মধ্যদেশে র্ব, গুহ্যে রে, বৃষণে ণ, কটিদেশে য়ং, নাভিতে ভ, উদরে র্গো, স্তনদ্বয়ের মধ্যে দে, হৃদয়ে ব, কণ্ঠে স্য, মুখে ধী, তালুতে ম (?), নাসিকাগ্রে হি, চক্ষুমধ্যে ধি, ভ্রূমধ্যে যো, ললাটে যো, মুখে নঃ, দক্ষিণে প্র, পশ্চিমে চো, উত্তরে দ এবং মস্তকে যাৎ এই বর্ণদ্বয় ন্যাস করিবে। ন্যাস করা হইলে পর "তৎ" এই বর্ণদ্বয়কে চম্পককুসুমের ন্যায় পীতবর্ণ, স শ্যামবর্ণ ও বি এই বর্ণটীকে কপিলবর্ণ চিন্তা করিবে। এইরূপ তু ইন্দ্রনীলমণির ন্যায়, র্ব অগ্নিতুল্য, ণ নির্ম্মল, য়ং বিদ্যুতের ন্যায়, ভ কৃষ্ণবর্ণ, র্গো রক্তবর্ণ দে শ্যামলবর্ণ, ব শুক্লবর্ণ, স্য শ্যামবর্ণ, ধী কুন্দপুষ্পসদৃশ, ম শুক্লবর্ণ, হি চন্দ্রসদৃশ, ধি পীতবর্ণ, যো বিদ্যাভ, যো ধূম্রবর্ণ, ন তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়, নকারের নিকটবর্ত্তী বিন্দুদ্বয়ের উপরেরটী রক্তবর্ণ ও নীচেরটী কৃষ্ণবর্ণ, প্র নীলবর্ণ, চো গোরচনার ন্যায় পীতবর্ণ, দ শুক্লবর্ণ এবং যাৎ এই বর্ণ দুইটীকে অগ্নিশিখার চিন্তা করিবে। এই ভাবে গায়ত্রীর প্রত্যেক বর্ণের চিন্তা করা হইলে পর গায়ত্রীর চিন্তা করিবে। পরমদেবতা গায়ত্রী মৃণালসূত্রের ন্যায় অতিশয় সূক্ষ্মা, বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় প্রভাযুক্তা, মূলাধার পদ্মে সুপ্ত কুণ্ডলীর ন্যায় অবস্থিতি করেন। ব্রাহ্মণেরা বৈদিক গায়ত্রীতে তিনটী প্রণব যোগ করিয়া এবং ক্ষত্রিয়বৈশ্যগণ দুইটী প্রণব যোগ করিয়া গায়ত্রী জপ করিবেন। গায়ত্রীতন্ত্রের মতে তান্ত্রিকগণের ইষ্ট মন্ত্র ও গায়ত্রী পুটিত করিয়া জপ করা উচিত না হইলে তাহা হয় না (১)। যিনি গায়ত্রী ভিন্ন জপ বা পূজা করেন, তিনি শতকোটি জপেও ফল লাভ করিতে পারেন না। প্রাণায়াম করিয়া গায়ত্রী জপ করিতে হয়। তন্ত্রের মতে সকল সময় ও সকল অবস্থায় গায়ত্রী জপ করিতে পারে, ইহাতে অশুচি বা শুচি বলিয়া বিশেষ নাই। (২) গায়ত্রী ত্রিসন্ধ্যায় জপ করিবে, জনন বা মরণাশৌচে গায়ত্রী মনে মনে স্মরণ করিতে পারে, অন্য বৈদিক কার্য্যের ন্যায় অশৌচে ইহার নিষেধ নাই। (৩) ব্রাহ্মণ গায়ত্রী পরিত্যাগ করিলে চণ্ডাল হয়, বা শূকরযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

গায়ত্রীতন্ত্রের মতে কলিকালের ব্রাহ্মণসকল শূদ্রের ন্যায় আচারব্যবহারসম্পন্ন হইয়া অশুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে অতএব গায়ত্রীমন্ত্র দীক্ষার পর গায়ত্রীর প্রত্যেক অক্ষর একশত আটবার করিয়া জপ করিবে, পরে সমস্তের যোগ করিয়া গায়ত্রী জপ করিলে ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, না হইলে অরণ্যে রোদনের ন্যায় গায়ত্রী জপে কোনই ফল হয় না। (গায়ত্রীতন্ত্র ১ম ও ২য় পটল।) তন্ত্রশাস্ত্রে গায়ত্রীর পূজা করিবার বিধান আছে। [গায়ত্রীর যন্ত্র যন্ত্র শব্দে দ্রষ্টব্য।] অন্য অপর জপপ্রণালী সন্ধ্যাবিধি ও ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। তন্ত্রমতে প্রায় সমস্ত দেবতার এক একটী গায়ত্রী এবং তাহার জপের বিস্তর ফলশ্রুতি আছে।

যে দেবতার উদ্দেশে বলি দেওয়া হয়, পূজক সেই দেবতার গায়ত্রী বধ্য পশুর কর্ণে বলিয়া দেন, ইহা এক প্রকার পশুদীক্ষা।

২ যাহার প্রত্যেক চরণে ছয় অক্ষর, এরূপ ছন্দো-বিশেষ। চরণে লঘু গুরুভেদে ইহা চৌষট্টি প্রকার। তন্মধ্যে তিনপ্রকার প্রধান, যথা—তনুমধ্যা, শশিবদনা ও বসুমতী, এই সকল লৌকিক। লৌকিক গায়ত্রীর চরণ চারিটী, বেদে তিনটী। বেদে তিনটী এই নিমিত্ত ইহার আর একটী নাম ত্রিপদা। লৌকিকছন্দে ষড়ক্ষর চরণের চারিটীতে চব্বিশটী অক্ষর এবং বৈদিক গায়ত্রীছন্দে আট আটটী অক্ষরবিশিষ্ট তিনচরণে চব্বিশটী অক্ষর, লৌকিক ও বৈদিকে এইরূপ প্রভেদ আছে।

---

(১) "সর্ববেদময়ী দিব্যা গায়ত্রী পরদেবতা।
পরম ব্রহ্মণো মাতা সর্ববেদময়ী মতা।
গায়ত্রীপুটিতং কৃত্বা হ্রীংমন্ত্রং জপেৎ শতম্।
এতজ্জপং মহেশানি আদাবন্তে প্রযুক্তকম্।
বিনাভ্যাং মহেশানি আদ্যেক বিনা তথা।
বাধাং নিয়তং তন্ত্রে যাবেক শুনিশ্চিতি।" (গায়ত্রীতন্ত্র ১ পটল)

(২) "অশুচির্বা শুচির্বাপি গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ যথাতথা।
গায়ত্রীং প্রজপেদ্ধীমান্ জপাৎ পাপাৎ নিবর্ত্ততি।" (গায়ত্রীতন্ত্র ১ পটল)

(৩) "গায়ত্রীং প্রজপেন্নিত্যাং ত্রিসন্ধ্যাং যাবৎ সংশয়ঃ।
অশৌচেষু মহেশানি গায়ত্রীং মনসা স্মরেৎ।" (গায়ত্রীতন্ত্র ১ পটল)

"অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্ যজ্ঞস্য দেব মৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্।" (ঋক্ ১।১।১)

এইটী বৈদিক গায়ত্রীছন্দের উদাহরণ। [লৌকিক ছন্দের উদাহরণ সেই সেই শব্দে দ্রষ্টব্য।] তাণ্ড্যব্রাহ্মণের মতে— গায়ত্রীর চরণ অষ্টাক্ষর হইবার কারণ এই যে, সাধ্যনামক দেবগণ উপকরণসম্পন্ন যজ্ঞের সহিত স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। বসু প্রভৃতি দেবগণ প্রথমে স্বর্গসাধন যজ্ঞের নিমিত্ত চতুরক্ষরবিশিষ্ট গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ সকলকে বলিলেন, 'তোমরা স্বর্গলোক হইতে সোম আহরণ কর', তাঁহারাও অঙ্গীকার করিলেন। পরে তাঁহারা জগতীছন্দকে পাঠাইলেন, তিনি তথায় সোম রক্ষকগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনার তিন অক্ষর ছাড়িয়া একাক্ষরা হইয়া ফিরিলেন। পরে ত্রিষ্টুভকে পাঠাইলে তিনি এক অক্ষর ত্যাগ করিয়া তিন অক্ষরবিশিষ্ট হইয়া ফিরিলেন। অনন্তর গায়ত্রীকে পাঠাইলে, তিনি যাইয়া রক্ষ প্রভৃতি সোমরক্ষকগণের নিকট হইতে জগতীর ও ত্রিষ্টুভের চারিটী অক্ষর লইয়া স্বয়ং অষ্টাক্ষরা হইয়া আসিলেন।

৩ খদির। ৪ দুর্গা।

"গায়নাদ্‌গমনাদ্ বাপি গায়ত্রী ত্রিদশার্চ্চিতা।" (দেবীপুরাণ)

৫ গঙ্গা।

গায়ত্রীসার (পুং) গায়ত্র্যাঃ সারঃ। ১ খদিরসার। (চক্রদত্ত)

গায়ন (ত্রি) গায়তি গৈ শিল্পিনি ল্যুট্। (ল্যুট্চ। পা ৩।১।১৪৭)

১ সঙ্গীতব্যবসায়ী, গানোপজীবী। (ত্রিকাণ্ড°)

"তেন গায়নবোস্তারং ওঙ্কারার্দ্ধ বিকস্ত চ।" (বহু ৪।২১০)

২ কার্ত্তিকেয়ের পারিষদবিশেষ। (ভারত ৯।৪৬ অঃ।)

স্ত্রিয়াং ঙীপ্। গায়নী।

গায়ন, মুসলমান জাতির একটী শাখা। সাধারণতঃ জনসমাজে গীত গাইয়া ও বাদ্য বাজাইয়া বেড়ায় বলিয়া ইহাদের নাম 'গায়ন' হইয়াছে। কিন্তু ঢোল্লাদের নিকট অবগত হওয়া যায়, যে শাহ জলাল যখন শ্রীহট্ট আক্রমণ করেন, তখন জিহাদ্ গাজিন্ নামে একব্যক্তি তাঁহার সহিত আসেন। বর্তমান গায়নেরা ঐ জিহাদের বংশধর। কেহ কেহ বলেন যে, ইহারা পূর্ব্বে "মাল্লার" জাতি ছিল।

ইহারা কারকার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। পুরুষদিগের অনুপস্থিতিতে স্ত্রীলোকেরা শস্যক্ষেত্র রক্ষা করে ও গোমেষাদি চরায়। ইহারা স্থানীয় বেদীয়া জাতির সহিত কোনরূপ সংস্পর্শ রাখে না। এ কারণে অপরাপর মুসলমানের মত কন্যাদি সম্প্রদায় ইহাদের আচার-ব্যবহারে সন্তুষ্ট।

ইহাদের স্ত্রীলোকেরা বড়ই লজ্জাশীলা ও একাকী অন্তঃপুরে থাকিতে ভালবাসে। বেদীয়া স্ত্রীলোকেরা অনাবৃত অবস্থায় ও ঘোমটা খুলিয়া অসভ্যের মত রাস্তায় রাস্তায় বেড়ায় বলিয়া ইহারা তাহাদিগকে বিশেষ ঘৃণা করে।

গায়স্তিকা (স্ত্রী) হিমালয়স্থ একটী স্থান। (ভারত উদ্যোগ°)

গায়ন্তী (স্ত্রী) গৈ-শতৃ, গায়ৎ-ঙীপ্-নুম্। ১ গদগদী। (ভাগবত ৫।১৫।১৪।) ২ যে স্ত্রী গান করিতেছে। গায়ৎ শব্দ হইতে এই শব্দ নিষ্পন্ন হয়। গায়ৎ শব্দ ত্রিলিঙ্গ।

গার (পুং) ১ সামভেদ। ২ জাতিভেদ। [গারোজাতি দেখ।]

গারদ (দেশজ) কারাগার, জেলখানা।

গারিত্র (ক্লী) গীর্য্যতে গৄ-ণিত্রন্। (ভুবাদিভ্যো ণিত্রন্। উণ্ ৪।১৭০।) অন্ন। (উজ্জ্বল°)

গারুড় (ক্লী) গরুড়ায় উক্তং বিষ্ণুনা যথা তস্যেদম্ অণ্। ১ গরুড়পুরাণ। ২ বিষহর মন্ত্রবিশেষ। (জটাধর) ৩ গরুড়াকৃতি ব্যূহভেদ।

"গারুড়ং মহাব্যূহং চক্রে শান্তনবস্তদা।" (ভারত ৮৫ অঃ)

৪ মরকতমণি। (রাজনি°)

"রাশিম্ণীনামিব গারুড়ানাম্।" (রঘু° ১৩।৫৩।)

৫ স্বর্ণ। (হেম°।) গরুড়ো দেবতাস্য অণ্। ৬ অস্ত্রবিশেষ। (রামা° ৬।৪৯।১৩।) (স্ত্রী) গারুড়-ঙীপ্। পাতাল গরুড়লতা। (রাজনি°)

গারুড়িক (পুং) গারুড়েন বিষমন্ত্রেণ জীবতি ঠক্। বিষবৈদ্য।

"সর্পান্ গারুড়িকো যথা।" (দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা)

গারুত্মত (ক্লী) গরুত্মান্ গরুড়ো দেবতাস্য অণ্। গরুড়দৈবত অস্ত্রবিশেষ। (রঘু ১৬।৭৭) গরুত্মান্ তদ্বর্ণঃ অস্তি অস্য প্রজ্ঞাদিত্বাৎ অণ্। ২ মরকতমণি। (অমর)

"তপ্তোজ্জ্বলৎকাঞ্চনকুণ্ডলাগ্র-
প্রভাপ্রগারুত্মতরঙ্গভাসা।" (মাঘ)

গারুত্মতপত্রিকা (স্ত্রী) গারুত্মতমিব বর্ণেন পত্রমস্য কপ্ অত ইত্বম্। পাচীলতা। (রাজনি°)

গারো, আসামের দক্ষিণপশ্চিমদিকে অক্ষা° ২৫° ৯ ও ২৬° ১´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৯° ৫২´ ও ৯১° ৩´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত গিরিশ্রেণী। এই গিরিশ্রেণীর মধ্যে তুরা ও অরবেলা পাহাড় প্রধান। এই দুইটী গিরি সমান্তরালভাবে পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত। তুরা পাহাড়ে দুইটী উচ্চ চূড়া আছে। উহাদের উচ্চতা ৩৮৫০ ফিট্ হইবে। এই দুইটীর মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট চূড়া, আবার মধ্যে মধ্যে উপত্যকা আছে। এই পাহাড় প্রায় জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ঐ সকল জঙ্গলে শাল ভাল কাঠ পাওয়া যায়। তুরা নামক চূড়ার উপর উঠিলে গোয়ালপাড়া, ময়মনসিংহ ও রঙ্গপুর জেলা এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর গতি ৫০ ক্রোশ পর্য্যন্ত

দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি হিমালয় পর্ব্বতও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে উপত্যকার ভিতর দিয়া নদী প্রবাহিত হইতেছে, দেখিতে মনরম চমৎকার হয়। তুরা পাহাড়ের অপর চূড়াকে হিন্দুরা কৈলাস বলে, কিন্তু গারো ও খাসিয়া জাতি চিকমং, ভৈরভূয়া বা মামবাই বলিয়া থাকে। অন্যান্য স্থানের পাহাড় ক্রমশঃ ঢালু, কোথাও কোথাও বা উচ্চ হইয়াছে। কিন্তু কৈলাস নামক চূড়ার নিকট উহা একেবারে উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। আকৃতি অনেকটা পুরুষের পৃষ্ঠের মত। ইহা পার্শ্ববর্ত্তী সকল পাহাড় অপেক্ষা উচ্চ।

গারো পাহাড়ের সকল স্থানে পশ্বাদি চরিয়া বেড়াইতে পারে। এই পাহাড়ে দুইটী প্রকাণ্ড গহ্বর দেখা যায়। সোমেশ্বরী ও গণেশ্বরী নদীর মধ্যে যেখানে চূণাপাথরের অংশ দেখা যায়, তথায় ঐ গুহা আছে। রাঙ্গক নামক গ্রামের নিকট যে গহ্বর আছে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বড়। উহার প্রবেশস্থান প্রায় ১২ হস্ত উচ্চ ও ১০ হস্ত বিস্তৃত। ভিতরে প্রায় ২০ হাত গমন করিলে দেখা যায় যে একটী ছোট কুঠারির মত স্থান হইতে একটী নদী প্রবাহিত হইতেছে। তাহা এত ছোট যে, মনুষ্য তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। পর্ব্বতের ভিতরের সম্ভবতঃ কোথাও জলাশয় বা হ্রদ আছে। এই গুহায় বাদুড়ে বাসা করিয়া থাকে।

গারো পাহাড়ে উষ্ণ প্রস্রবণ নাই। তবে লোণামাটি আছে; ইহাতে বোধ হয় কোন সময়ে লবণাক্ত প্রস্রবণ এখানে ছিল। তাহার জন্যই লবণাক্ত মাটি হইয়াছে। তথায় হস্তী ও হরিণের দল আসিয়া বিচরণ করে। গারো জাতি এই স্থান হইতে লবণ প্রস্তুত করে না। গারো পাহাড়ের মধ্যে সোমেশ্বরী, গণেশ্বরী, নেতাই ও মহাদেব নদীর উৎপত্তির স্থানে পাহাড় ভাঙ্গা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল নদীর উপত্যকার বন নিবিড় নয়, ছোট গাছ ও লতা দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানকার স্বভাবের শোভা অতি চমৎকার।

২ গারো পাহাড়ের উপরিস্থ একটী জেলা, অধিবাসীরা ইহাকে গারোয়ানা বা গারানা বলে। ইহা এখন আসামের চিফ্ কমিসনেরের অধীন। ইহার ক্ষেত্রফল ৩১৮০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। জেলার মধ্যে প্রকৃত নগর নাই। তবে তুরা নগরেই আদালতাদি আছে। এই জেলার উত্তরসীমায় গোয়ালপাড়া, পূর্ব্বে খাসিপাহাড় ও মহেশখালি নদী, দক্ষিণে ময়মনসিংহ ও পশ্চিমে গোয়ালপাড়া জেলা। পূর্ব্বসীমা অতি অল্পদিন স্থির হইয়াছে। অনেক অংশে মহেশখালি নদী পূর্ব্বোক্ত সীমা নির্দ্দিষ্ট। তৎপরে জাল-ছড়ার প্রায়। পরে মহাদেব নদীর উত্তরাংশ সমতল,

সমসং বা সোমেশ্বরী, ক্ষরি রঙ্গা ও বদিয়াক নামক নদীগুলি হোদাগারি গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে। তাহার পর কিছুদূর গিয়া কামরূপ ও গোয়ালপাড়া সীমানির্দ্দেশক স্তম্ভগুলি পাওয়া যায়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে খাসি ও গারো জেলার কমিসনরদ্বয়ে মিলিত হইয়া ঐ সীমা নির্দ্দেশ করেন। গোয়ালপাড়া ও গারো জেলার প্রান্তসীমা অল্পদিন হইল নির্ণীত হইয়াছে। গোয়ালপাড়ায় যে অংশে গারো জাতির বাস, তাহা গারো জেলার অন্তর্গত করা হইয়াছে। দক্ষিণ-সীমা নির্দ্দেশ করিতে পার্ব্বতীয় জাতির ও ময়মনসিংহের জমীদারদিগের অনেক আপত্তি খণ্ডন করিতে হইয়াছিল।

জেলাটী পাহাড়ময়, এখানকার কুক্রাই, কালু, ভোগাই, নেতাই ও সোমেশ্বরী এই কয়েকটী নদীতে নৌকাগমনোপযোগী জল থাকে। কুক্রাই নদী অরবেলা পাহাড়ের মধ্যস্থিত মণ্ডলগিরি নামক গ্রামের নিকট হইতে বাহির হইয়া উত্তরাভিমুখে বড়গ্রনগিরি, খাপা ও সনমা নামক গ্রাম পার হইয়া জীরা গ্রামে গোয়ালপাড়া জেলায় পড়িয়াছে। শীতকালে ডোঙ্গা করিয়া লোকে ইহাতে গমনাগমন করে। বরি ও রঙ্গুরি নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীদ্বয় কুক্রাই নদীতে মিলিত হইয়াছে। কালুনদীকে গারোরা গানই বলিয়া থাকে। ইহা তুরা হইতে পশ্চিমমুখে প্রবাহিত হইয়া হরিগাঁও নামক স্থানে গোয়ালপাড়া জেলায় পড়িয়াছে। তুরা হইতে বারাণসী নামক একটী নদী উঠিয়া কালু নদীতে পড়িয়াছে। গারোরা ইহাকে রঙ্কন বলে। হরিগাঁও হইতে দামালগিরি পর্য্যন্ত কালুনদীতে নৌকা চলে। জলের ভিতর বড় বড় বৃক্ষ থাকাতে নৌকা গতা-য়াতের পক্ষে বড়ই অসুবিধা। ভোগাই নদী তুরানগরের দক্ষিণপূর্ব্ব হইতে উঠিয়া দক্ষিণবাহিনী হইয়া অনাচ, সুগা, মোরাপাড়া, মেমরাজপাড়া, মেবনোপাড়া, চেলিপাড়া, জমকংগিরি, চন্দ্রপাড়া ও সুরপাড়া নামক গ্রামগুলি পার হইয়া দালু গ্রাম দিয়া ময়মনসিংহের নাসিরাবাদগ্রামে ব্রহ্মপুত্র নদের পুরাতন গর্ভে পড়িয়াছে। নোরবাদা নামক উপনদী মেমরাজপাড়া গ্রামে ইহাতে মিলিত হইয়াছে। নেতাই নদী তুরার দাকগদিগ্ হইতে উদ্ভূত হইয়া বক্রগতিতে দক্ষিণ-মুখে গিয়া রঙ্গম, দুর্গাগিরি, গরোজিখি, কাপা, দসিং গাবচক, আমিপারি ও বোগাবেগ্গাগিরি গ্রাম হইয়া ময়মনসিংহের মহুরকোট বা বোকলীও দিয়া কাংস নদীতে মিলিত হইয়াছে। সোমেশ্বরী নদীকে গারোরা সংসাং বলিয়া থাকে; জেলার মধ্যে এই নদীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। তুরানগরের উত্তরাংশ হইতে ইহার উৎপত্তি। পরে উত্তরবাহিনী হইয়া ১৫ ক্রোশ

দক্ষিণে গিয়া ময়মনসিংহের সুসঙ্গ পরগণায় পড়িয়াছে। সেমসাংগিরি, ধোবাখাল, রামবাংগিরি, বনোরগিরি, জঙ্গরাই, সিজু, রাম্ব, পরকলথম্ ও অবাকৃকং নামক গ্রামগুলি ইহার কূলে অবস্থিত। নদীর নিম্নপ্রদেশে মধ্যে মধ্যে পাহাড় থাকায় নৌকা যাতায়াতের সুবিধা নাই। উচ্চতর প্রদেশে সিজু পর্য্যন্ত নৌকাদি চলিয়া থাকে। জঙ্গরাইয়ের নিকট নদী বালুপাথরের উপর দিয়া গমন করিয়াছে। এখানে নৌকা চলে। ধোবাখালের পর হইতে সেমসাংগিরি পর্য্যন্ত নদীতে পাহাড় থাকায় নৌকা যাইতে পারে না। তাহার পর সামান্দল গ্রামের নিকট সরমফা এর হাট পর্য্যন্ত নৌকা চলে। বঙ্কাই, রঙ্গাই ও চিবোক নামক উপনদীগুলি ইহাতে মিলিত হইয়াছে।

গারো জাতি, গারোপর্ব্বতবাসী অসভ্য আদিবাসী। আজকাল গারোপাহাড়ের যে সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তন্মধ্য গ্রামগুলিতে গারো ভিন্ন হাজং, কোচ, রাজবংশী, দালু, মেচ ও মুসলমান জাতীয় লোকেরও বাস আছে। থাপা নামক গ্রামে রাভা নামক এক জাতীয় লোক দেখা যায়। গারোজাতি তাহাদের হইতে স্বতন্ত্র।

গারোজাতীয় লোকেরা দেখিতে কাছাড়ী ও কোচ জাতির মধ্যবর্ত্তী একটী জাতি বলিয়া বোধ হয়। কাছাড়ী অপেক্ষা কোচজাতির সহিত ইহাদের সৌসাদৃশ্য বেশী। প্রবাদ আছে যে, পূর্ব্বে সমস্ত গারোপাহাড় কোচদিগের অধিকারে ছিল, পরে গারোরা প্রবল হইয়া উহাদিগকে উত্তরাংশে তাড়াইয়া দিয়াছে। মিঃ ডল্টন তাঁহার "ভারতের অসভ্যজাতি" নামক পুস্তকে এই গারোদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, এই শ্রেণীর লোকেরা তাহাদিগের নিজ জাতীয়ত্ব হারাইয়া পুরা বাঙ্গালী হইয়া পড়িয়াছে, ইহাদের নিজ ভাষা পর্য্যন্ত হারাইয়াছে। গারো পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী রাভা জাতির ভাষা স্বতন্ত্র। দালুজাতীয়েরা দালু নামক গ্রামে বাস করে, পূর্ব্বকালে ইহাদের স্বতন্ত্র ভাষা ছিল, কিন্তু এখন তাহার চিহ্নমাত্র পাওয়া যায়, নতুবা ইহারা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। হাজং জাতীয়েরা ইহাদিগেরই ন্যায়।

গারোরা দৃঢ়কায়, নাতি দীর্ঘ, কর্ম্মঠ, মাংসল ও কষ্টসহিষ্ণু। ইহাদের বক্ষদেশ উচ্চ, নাসিকা বড়, চক্ষু ঈষৎ রক্তাভ, কর্ণ দীর্ঘ, ওষ্ঠাধর মোটা, শ্মশ্রু ক্ষুদ্র, গাত্রবর্ণ কৃষ্ণাভিকাযুক্ত তাম্রবর্ণ। ইহাদের মধ্যে কি স্ত্রী কি পুরুষ কেহই সুশ্রী নহে। ইহারা ভারবহনে এতদূর পটু যে, ইহারা কৃষিদ্রব্যের যেরূপ বোঝা লইয়া পাহাড়ের উপর দিয়া যাতায়াত করে, সেরূপ বোঝা কোন বাঙ্গালীতে সাহস করিয়া নাড়িতেই পারে না। ইহাদের শ্মশ্রু এত অল্প হয় যে, তজ্জন্য ইহারা একপ্রকার প্রসিদ্ধ; প্রায় কাহারও মুখে শ্মশ্রু দেখা যায় না। আজকাল স্বাধীন গারোদিগের মধ্যে কেহ কেহ দাড়ী রাখে, নতুবা যাহাদের দাড়ী উঠে, তাহারা লোমগুলি টানিয়া টানিয়া তুলিয়া ফেলে। ইহারা মাথায় লম্বা লম্বা চুল রাখে, কখন কাটে না। লম্বা চুলগুলি হয় মাথার উপর ঝুঁটি বাঁধিয়া রাখে, নয় মুখের উপর সরাইয়া পাগড়ী দ্বারা আটকাইয়া রাখে। পাগড়ীকে "কোটিপ" বলে। ইহারা সাধারণতঃ সাহসী, সত্যবাদী; কিন্তু যখন ইহাদিগকে ইহাদের দেশ-সম্বন্ধে বা ইহাদের কমাকর্ম্ম সম্বন্ধে আত্মকলহের কথা জিজ্ঞাসা করা যায়, তখন ইহারা কেবল মিথ্যা কথা বলিতে থাকে। ইহারা স্বভাবতঃ শান্ত, কিন্তু অল্প চেষ্টায় রাগাইয়া তুলিতে পারা যায়। ইহাদিগকে প্রাচীন কোন জাতির কথা, মনে করাইয়া দিলে, ইহারা অতি নিষ্ঠুর ও রক্তপিপাসু হইয়া প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হয়।

গারো পুরুষেরা লেঙ্গটী ধুতি পরিধান করে। এই ধুতি ইহারা আপনারাই বুনে। ছোট হইলেও এরূপ কৌশলে পরিধান করে যে তাহাতে অতি সুন্দররূপে ভদ্রতা রক্ষা হয়। এই ধুতিকে 'গান্দুবার' বলে। স্ত্রীলোকদিগের ধুতি পুরুষের ধুতি অপেক্ষা বড়, তাহাকে 'রিখং' বলে। স্ত্রীলোকেরা কোন বক্ষাচ্ছাদন ব্যবহার করে না। অপেক্ষাকৃত ধনশালী স্ত্রীপুরুষ উভয় শ্রেণীতেই একপ্রকার কাঁথা ব্যবহার করে। গরীবেরা এক প্রকার গাছের ছাল জলে ভিজাইয়া পিটিয়া বিস্তৃত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লয়, তাহাই গাত্রবস্ত্ররূপে

ব্যবহার করে। এই ছাপপেটা গাত্রবস্ত্রকে 'কাক্রাম্' বলে। ইহাতে শরীরকে একটু উষ্ণ রাখে। গারো পাহাড়ের পূর্ব্ব অংশের গারোদিগের পোষাক খাসিদিগের ন্যায়। অনেকেই খাসিদের মেরজাইয়ের ন্যায় গাত্রাবরণ ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকদিগের পোষাক গারো পাহাড়ের সর্ব্বত্র সমান।

গারোজাতির স্ত্রী ও পুরুষ বড়ই অলঙ্কারপ্রিয়। পুরুষের কাণে অনেকগুলি পিত্তলের শাদা মাকড়ি, মাকড়িগুলির ব্যাস প্রায় ২ ইঞ্চ; পুঁতির মালা ইহাদের প্রিয় অলঙ্কার, এক একজন দুই তিন ছড়া ব্যবহার করিয়া থাকে। এই মালা পরিয়া ইহারা আপনাদিগকে ঈষৎ গর্ব্বিত মনে করে এবং মালা পরিয়াছে ইহা দেখাইবার জন্য প্রায় অনেকেই শীত-কালেও খালি গায়ে থাকে।

যাহারাগ্রামের গারোদিগের সহিত খাসিদিগের বিবাহাদি হয়, এই শ্রেণীর গারোরা রেশমী পাগড়ি ব্যবহার করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের কাণের মাকড়ি খুব বড় এবং কাণের দুল বড় ভারী; এই ভারী দুল পরিয়া ইহাদের কাণের পটপটি বা নিম্নাংশ চিবুক পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে। এরূপ লম্বকর্ণ ইহাদের মধ্যে সৌন্দর্য্যের চিহ্ন। অনেকের আবার এই দুল পরিবার পসারে কাণ কাটিয়া যায়, তখন দুলে সূতা বাঁধিয়া কাণের উপরে ঝুলাইয়া পরিধান করে।

স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ পুঁতি ও কাঁসার দানা পরিয়া থাকে। স্ত্রীপুরুষেরা আপনাদের পোষাকে কড়ি গাঁথিয়া শ্রীসম্পাদন করে। কড়ি বাঙ্গালা হইতে আসে। খাসি পাহাড়ের গারোরা কএক প্রকার কড়ির গহনা প্রস্তুত করে, তন্মধ্যে 'রূপক' ও 'পেডি' প্রধান। ইহাদের মধ্যে মান্যগণ্য লোকেরা কফোণির উপর লৌহ বা পিত্তলের কড়া ধারণ করে, তাহাকে ইহারাও 'তাড়' বলে। কোন ক্রীতদাস তাড় ব্যবহার করিতে পায় না, তবে কেহ ইচ্ছা করিলে তাহাকে গ্রামপতি বা লাখমার নিকট অর্থ দিয়া অনু-মতি লইতে হয়। পুরুষদের মধ্যে আর একপ্রকার অলঙ্কার চলিত আছে, তাহাকে 'কড়াশিল' বলে; কড়াশিল পিত্তলের পাতনির্ম্মিত মুকুট, মুকুটের দুই প্রান্তে সূতা বাঁধা থাকে, পরিধানের সময় পশ্চাদ্দেশে এই সূতা টানিয়া বাঁধিয়া রাখে। পূর্ব্বকালে যে গারো কোন শত্রুকে যুদ্ধে স্বহস্তে মারিতে পারিত, সেই ব্যক্তি মানের ও গৌরবের চিহ্নস্বরূপ এই মুকুট পরিধান করিত। স্বাধীন গারোরা আজিও এই প্রথা মানিয়া থাকে, কিন্তু যাহারা ইংরাজাধিকারে একেবারে বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা-দের মধ্যে ইহা বিলাসিতাপ্রকাশক সাধারণ ভূষণ হইয়া পড়িয়াছে। কড়াশিল বাঙ্গালীরা প্রস্তুত করে এবং গারো পাহাড়ে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া আসে। গারোরা কখন ও উষ্ণী পরে না।

গারোদিগের অস্ত্রশস্ত্রাদির মধ্যে 'সেলু' (বর্শা), 'মেল্লাম্' (তরবারী) 'পাঞ্জি বা শুলা' (সূচীর ন্যায় সূক্ষ্মাকার তীক্ষ্ণ-মুখ বংশশলাকাধার) প্রধান। 'হল-গৌজা' বা বাঁশের বর্শা ইহাদের সাধারণ অস্ত্র। বৃক্ষাদি বা ঝোপের অন্তরাল হইতে নিকটস্থ শত্রুর প্রতি এই হল-গৌজা ছুড়িয়া মারে। ইহার অগ্রভাগ সাধারণ বর্শার ন্যায় ত্রিকোণাকার। যুদ্ধ ভিন্ন অন্য সময়ে লোকের হস্তে সর্ব্বদাই হল-গৌজা ব্যবহৃত হয়, আর ইহার অগ্রভাগ কাটারীর কার্য্য সম্পাদন করে, গারোদের তরবারিগুলি দ্বিধার। তরবারির ফলক ও মুষ্টি একত্র গঠিত, ফলকাগ্র অতি সূক্ষ্ম। মুষ্টিতে বাঁশের খোল পরাইয়া দেয় এবং ছাগলোমের ঝাঁপা দিয়া অলঙ্কৃত করে। এই অসি সর্ব্বদা ইহাদের সঙ্গে থাকে, ইহাদ্বারা যুদ্ধব্যতীত জঙ্গল পরিষ্কার ও কাটারীর ন্যায় অন্যান্য কার্য্যও করিয়া থাকে। ইহাদের ঢাল নানারূপে প্রস্তুত হয়। এই ঢাল প্রধানতঃ পাঞ্জির আঘাত বাঁচাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। পাঞ্জি বা বাঁশের ক্ষুদ্র বর্শাগুলি নানা আকারে প্রস্তুত, কিন্তু ব্যবহার একইপ্রকার। পাঞ্জিদ্বারা ইহারা আগন্তুক সৈন্যের গমনপথ রোধ করে। শত্রুর গমনপথ অবগত হইয়া তন্মধ্যে এক স্থানে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত এই পাঞ্জি-পুঁতিয়া রাখিয়া দেয়, পাদুকাহীন শত্রুসৈন্য এইরূপ স্থলে উপস্থিত হইলে সূক্ষ্মাগ্র পাঞ্জিমুখ পদতলে বিদ্ধ হইয়া বিষম যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠে, অনেকের চলচ্ছক্তি বন্ধ হয়। আর যাহারা বা চলিতে পারে, তাহাদের একশত গজ ভূমি আক্রমণ করিতে নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষা প্রায় এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা বিলম্ব হইয়া পড়ে। গারোরা অনেক প্রকার তীব্র বিষ জানে, কিন্তু তাহারা আসামের আবরদিগের ন্যায় এই সকল বিষ পাঞ্জিমুখে ব্যবহার করে না। গারোরা গুপ্তভাবে ঝোপ হইতে শত্রু আক্রমণ করিতে অতিশয় পটু। ইহাদের অস্ত্র না থাকিলেও ইহারা পর্ব্বতের উপর হইতে প্রস্তরাদি গড়াইয়া দিয়া শত্রুবিনাশে বিশেষ দক্ষতা দেখায়।

গারোজাতি কলহপ্রিয়, সর্ব্বদাই পরস্পরে যুদ্ধ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা লইয়া আছে। ইহারা যুদ্ধে পটু বটে, কিন্তু শীকার করিতে পারে না; ফাঁদ পাতিয়া পশু পক্ষী ধরিতেও পটু নহে। কখন কখন দেখা যায় যে, মাংস খাইবার জন্য ইহারা গর্ত্ত খুঁড়িয়া একটা হরিণ কি মহিষ অথবা বন্য মারিয়া ছোট হাতী মারিয়া থাকে, কখন বা জাল পাতিয়া

নক্তলোভী পাখী ধরে। বন্য হস্তী মারিতে ইহারা বেশ কৌশল অবলম্বন করে। যে পথে হাতী যাতায়াত করে, সেই পথে একটা উচ্চ বৃক্ষে একটা বর্শা নিম্নমুখ করিয়া ঝুলাইয়া রাখে, বর্শার অগ্রভাগে একখানি বৃহৎ পাথর বাঁধা থাকে ও একটা লম্বা দড়ি এরূপ কৌশলে বর্শার বন্ধনীর সহিত বাঁধিয়া রাখে যে, যে মুহূর্তে হাতী আসিয়া দড়িটা স্পর্শ করে, অমনি বর্শার বাঁধন খুলিয়া যায় আর প্রস্তরের ভারে বর্শা বেগে পড়িয়া হাতীর শরীরে অনেকটা বিঁধিয়া যায়। কখন কখন ইহারা গর্ত করিয়াও হাতী ধরে।

ইহারা সকল জীবের এমন কি সাপ, ব্যাং এবং কুকুরের মাংস পর্য্যন্ত খায়। ইহাদের প্রধান ও সাধারণ খাদ্য অন্ন। ডাইল কলাই খুব অল্প খায়। কুকুরপিষ্টক ইহাদের প্রধান উপাদেয় খাদ্য। একটা কুকুরকে আকণ্ঠ চাউল খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলে, তৎপরে তাহাকে পোড়াইয়া লয়, শেষে তাহার উদর হইতে সেই অন্ন ও তাহারই দগ্ধ মাংস ভোজন করে, ইহাই কুকুর-পিষ্টক। ইহারা একপ্রকার চাউল হইতে মদ্য প্রস্তুত করে, তাহাকে 'চু' বলে।" "কাজেন্-বেগাক" চাউল ও অন্যান্য শস্য হইতেও এই মদ হয়, চাউলের মদই উৎকৃষ্ট। ইহারা প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় তিনবার আহার করে; প্রাতের আহারকে 'মীক্রিং' মধ্যাহ্ন ভোজনকে 'মীসাল' ও সান্ধ্যভোজনকে 'মিয়াথম্' বলে। ইহারা অত্যন্ত সুরাসক্ত, কিন্তু ইহাদের প্রস্তুত মেরোয়দ অত্যধিক পরিমাণে না খাইলে নেশা হয় না। ইহারা বড়ই তামাকুপ্রিয়। ইহারা বাঁশের মূল হইতে এক প্রকার ধূমনল প্রস্তুত করে, তাহাকে 'কসুরেল্' বলে। থাকুমলও ব্যবহার করে, তাহা বাঙ্গালীদের প্রস্তুত। ইহারা গুড় দিয়া তামাকু প্রস্তুত করিতে পারে না। শুষ্ক তোক্তাপাতার কলায় আগুন দিয়া নলে করিয়া ধূমপান করিয়া থাকে। অহিফেন, গাঁজা, চরস বা অন্য কোন মোদক ইহারা ব্যবহার করে না এবং বাঙ্গালীরা ব্যবহার করে বলিয়া বাঙ্গালীকে ঘৃণা করে।

গারোদিগের গৃহপালিত পশু নাই, কেহ কেহ দুই চারিটা শূকর, ছাগল, মুরগী ও হাঁস খাইবার জন্য পুষিয়া থাকে। অনেকেই অন্যদেশ হইতে এক একটী ষণ্ড ক্রয় করিয়া আনিয়া প্রতিপালন করে এবং যাহাতে ষাঁড়টী মোটা হয়, তাহার চেষ্টা করে। কারণ কোন সম্ভ্রান্ত লোক মরিলে তাহার শ্রাদ্ধে তাহাকে মারিয়া খায়। খাসিয়াদিগের ন্যায় গারোরাও গোদুগ্ধ পান করে না, গোমূত্রতুল্য অখাদ্য বলিয়া ত্যাগ করে।

গারোরা চাষবাস করিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহারা যে প্রণালীতে চাষবাস করে, তাহাকে 'ঝুম্' বলে। পার্ব্বতীয় জমী তত্দূর সুবিধার নহে, কিন্তু উহারই মধ্যে দেখিয়া শুনিয়া পৌষ মাসে ইহারা একখণ্ড জমী স্থির করে, তৎপরে তাহার জঙ্গল কাটিয়া সেই জমীতেই ফেলিয়া রাখে, চৈত্রমাস পর্য্যন্ত এই কাটা গাছপালা পড়িয়া পড়িয়া শুকায়, চৈত্রের শেষে আগুন দিয়া পুড়াইয়া ভস্মসাৎ করে। বৃষ্টি পড়িলে এই ভস্মাবৃত ক্ষেত্রে ধান্য রোপণ করে, তৎপরে সেই এক ক্ষেত্রেই তুলা, লঙ্কা ও নানাবিধ কলায়ের বীজ রোপন করে। আর কোন পাট করে না। স্বভাবের কৃপায় শস্যাদি যথাকালে ক্রমশঃ পাকিতে থাকে ও ইহারা সময় মত আহরণ করে। নূতন শস্য কাটা হইলে ইহাদের একটা উৎসব-ভোজনাদি হয়। এই উৎসবভোজ না হইলে তাহারা নূতন শস্য ব্যবহার করে না। এক বৎসর যে স্থানে শস্য উৎপাদন করে, তাহার পরে আর দশ বৎসর সে স্থানে শস্য বপন করে না। একটা ক্ষেত্রে বৎসরে দুইবার শস্য উৎপাদন করে। প্রথমবার ধান্য, তুলা, লঙ্কা, কলাই ইত্যাদি একত্র বপন করে, দ্বিতীয়বারে কেবল ধান্য রোপণ করে। আউশ (আশু) ধানই রোপিয়া থাকে। তুরা পাহাড়ে আষাঢ় শ্রাবণে ধান্য রোপিত হয়। ইহাদের হাতে তুলা অল্পই জন্মে এবং তাহাও উৎকৃষ্ট হয় না। চাষবাসের যন্ত্রাদির মধ্যে ইহাদের প্রধান অস্ত্র দা বা কাটারিকে ইহারা 'থাক্কে', কুঠারকে 'রোয়া', কাস্তেকে 'কচি' এবং একটী তীক্ষ্ণমুখ গোঁজাকাটিকে 'গুলমথর' বলে। শস্যবীজ রোপণ করিবার সময় এই গোঁজাকাটি দিয়া ভূমিতে এক একটা গভীর গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে দুইচারিটা করিয়া বীজ নিক্ষেপ করে। ইহারা লাঙ্গল বা কোদালি ব্যবহার করে না।

গারোরা যখন যেখানে চাষ করে, তখন সেই ক্ষেত্রেই কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। যতদিন শস্য কাটা না হয়, ততদিন সেইখানে থাকে। ক্ষেত্রের শস্যরক্ষার জন্যই ইহারা এরূপ করে, নতুবা দূরে থাকিলে বন্যপশু শস্য নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। শস্য কাটা হইয়া গেলে সেই সকল কুটীর ভাঙ্গিয়া গ্রামে গিয়া স্ব স্ব গৃহে বাস করে। প্রতি বৎসরই এইরূপে দুবার মাঠে থাকিতে হয় এবং প্রতিবৎসরে ক্ষেত্রপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগকেও নানাস্থানে যাইতে হয়। গারোদিগের প্রতি গ্রামের সীমা স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত করা থাকে। কোন এক গ্রামের লোক তাহাদের নিজ গ্রামের সীমার অন্তবর্ত্তী স্থানেই প্রতি সাত হইতে দশবৎসর অন্তর এক একখণ্ড জমী পরিষ্কার করিয়া পূর্ব্বনিয়মে চাষবাস

করিতে থাকে। প্রতি গ্রামের পার্শ্বেই একটী বড় পর্ব্বত ও নদী বা ঝরণা আছে। গারোদিগের গৃহাদি বাঁশ খুঁটী তৃণাদিতে নির্ম্মিত। প্রতি বাটীতে পশুশালা, শয়নের জন্য একখানি বৃহৎ ঘর, ঘরের উত্তরদিকে দাওয়া এবং স্ত্রীলোকদিগের জন্য একাংশে কয়েকখানি ঘর নির্ম্মিত হয়। গৃহের মধ্যে একটী অগ্নিকুণ্ড থাকে।

ইহারা ভাল জিনিস রাঁধিয়া খাইতে জানে না, রন্ধনের মধ্যে শাক রাঁধে আর কলাগাছ পোড়াইয়া একপ্রকার ক্ষার প্রস্তুত করিয়া লবণের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করে। লবণ কিনিবার সামর্থ্য ইহাদের নাই। পোরার ন্যায় মৃৎপাত্রে অথবা কাঁচা বাঁশের খোলে ইহারা ভাত রাঁধে, মাংস বা বেগুনাদি তরকারি আর যাহা কিছু খায়, সমস্ত আগুনে ঝলসাইয়া লয়। মাংস পোড়াইবার সময় তাহার ছাল ছাড়াইয়া লয় না। ইহাদের মধ্যে যাহারা একটু ধনী, তাহারা পিত্তলের রন্ধনপাত্র ব্যবহার করে। কিন্তু মাটির হাঁড়ী বা কোনরূপ পাত্র কেহই করিতে জানে না। ইহাদের কেহ কোনরূপ কামার, কুমার বা ছুতারের কাজ জানে না। দু-একজন কেবল দা ও বাণ গড়িতে পারে। যে গ্রামে এরূপ কামার একজন থাকে, সে গ্রাম তাহার জন্য বড়ই স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে।

ইহারা এক মণ হইতে দেড় মণ পর্য্যন্ত তুলা, লঙ্কা, মোম, গালা, রবার, বাঁশাড়িয়া কাষ্ঠের বোঝা লইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়া বাঙ্গালীদিগকে দেয় এবং তৎপরিবর্ত্তে ধান, শূকর, ছাগল, মোরগ, লবণ, মৎস্যাদি, তরকারী, বস্ত্র, ক্ষারক ও পিত্তলাদি লয়। সময় সময় তুলার দাম নগদ দেওয়া হয় এবং গারোরা সেই অর্থে বাঙ্গালীদের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া থাকে।

পিতামাতাই ইহাদের বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিয়া থাকে। বর কন্যার বাড়ীতে যায়। বর উপস্থিত হইলে বরকন্যার সম্মুখে একটী মোরগ ও একটী মুরগী বধ করা হয়। তাহাদের নাড়ীভুঁড়ি হইতে ইহারা শুভাশুভ নির্দ্ধারণ করে। তৎপরে একজন স্ত্রীলোক মোরগের মৃত দেহ লইয়া যায়, পুরোহিত বা তদভাবে একজন আত্মীয় তাহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে পশ্চাতে পশ্চাতে যায়। মৃত দেহ দুইটী বাড়ীর বাহির হইলেই বিবাহসিদ্ধ হয়। তৎপরে ভোজনাদি উৎসব হইয়া থাকে। কোন পক্ষে যৌতুকাদি দেওয়া লওয়া হয় না। বিবাহের পর বর কন্যার সহিত কন্যার পিত্রালয়ে বাস করে এবং শ্বশুরবংশের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

ইহাদের স্ববংশে বিবাহ হয় না। কিন্তু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হইলে বিবাহে বাধা নাই। ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু কেহ দুইটীর অধিক বিবাহ করে না বা প্রথমাপত্নীর অসম্মতিতে দ্বিতীয়পত্নী গ্রহণ করিতে পারে না। প্রথমাস্ত্রীকে 'জিক্‌কোংমা' ও পরবর্ত্তী স্ত্রীগুলিকে 'জিক্‌-গিতি' বলে। ব্যভিচারদোষে অপরাধীর অর্থদণ্ড হয়। ব্যভিচারীর পত্নী স্বামীর নিকট 'দাই' বা ক্ষতিপূরণ লইয়া স্বামীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারে। পূর্ব্বকালে এই অপরাধে দোষী স্ত্রী পুরুষের প্রাণদণ্ড হইত।

গারোদিগের মধ্যে কেহ আপনার কন্যাকে বিবাহ করিলে শ্বশুরের মৃত্যুর পর শাশুড়ীকেও বিবাহ করিতে বাধ্য এবং এই বিবাহের পর শ্বশুর বা শাশুড়ীর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়। এইরূপে স্ত্রীপরম্পরায় ইহাদের উত্তরাধিকারী নির্ণীত হইয়া থাকে। পুত্রেরা কিছুই পায় না।

খাসিয়াদিগের ন্যায় স্ত্রীই ইহাদের সংসারে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী।

কেহ মরিলে ইহারা উৎসব করে, দেশ প্রথায় [illegible] সাজাইয়া সাত দিন রাখিয়া দেয় এবং [illegible] [illegible] কাঁদিয়া কাটিয়া শোক করিয়া বাদ্য বাজাইয়া নৃত্য করে। পরে ৩য় কি ৪র্থ দিনে দাহ করে এবং সেই ভস্ম বাঁশের বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রাখে। ভস্মরাশির উপর ইহারা খাদ্য ও পানীয় স্থাপন করে এবং সেই স্থানে একটী কুকুর বধ করে। ইহাদের বিশ্বাস যে মৃত [illegible] [illegible] পর চিকমাংপ পর্ব্বতে অবস্থান করে। (সুসঙ্গের উত্তরে এই নামে এক পর্ব্বত আছে।) পথে পাছে [illegible] কষ্ট পাইতে না হয় এজন্য পুষ্প, ভাত, পানীয় ও পথশ্রম না ঘটে এজন্য পথপ্রদর্শক কুকুর উৎসর্গ করা হয়। পূর্ব্বকালে ইহাদের কোন সর্দ্দারের মৃত্যু হইলে তাহার আত্মার পরিচর্য্যার্থ একটী ক্রীতদাসকেও বধ করা হইত। ঐ ক্রীতদাস একদল কর্ত্তৃক রক্ষিত ও আর একদল কর্ত্তৃক অপহৃত হইত। তদুপলক্ষে মহা মারামারি রক্তারক্তি শেষে ক্ষুদ্র যুদ্ধ পর্য্যন্ত ঘটিত, ইহাদের বিশ্বাস ছিল যে এইরূপে বলাকৃত দাসের মস্তক উৎসর্গ করিলে মৃত ব্যক্তি ও তাহার আত্মীয়গণের গৌরব বৃদ্ধি হয়। তৎপরে ভোজ, পান ও আনন্দ উৎসবে শ্রাদ্ধকর্ম্ম শেষ হয়। এক সপ্তাহ পরে শবভস্ম মৃত ব্যক্তির গৃহদ্বারে পুতিয়া তাহার উপর এক ধ্বজা গাড়িয়া দেয়। এরূপ ধ্বজা গ্রামের মধ্যে অসংখ্য দেখা যায়।

ইহারা 'সালজাঙ্' নামে এক আদিদেব স্বীকার করে, সূর্য্যই তাঁহার আকার। ইহাদের বিশ্বাস শারীরিক ও মানসিক পীড়াদি কতকগুলি অপদেবতার ক্রোধে জন্মে, সুতরাং

তাহাদের প্রীতির জন্য নানাবিধ উপহার দিতে হয়; কোন কোন পূজায় গ্রামের সমস্ত লোক চাঁদা দিয়া থাকে। উপ-হারাদি সাধারণতঃ কোন বৃহৎ জঙ্গলে বা গ্রামের মধ্যে কিম্বা বাহিরে কোন স্তূপের উপর প্রদত্ত হয়। ষণ্ড, ছাগ, শূকর, মোরগ বা কুকুর বলি দেয়; তাহাদের রক্ত উৎসর্গ করা হয় এবং গ্রামবাসীরা মাংস আহার করে। সময়ে সময়ে অপদেবতাগণকে ভয় দেখাইবার জন্য রাস্তাপথে বৃক্ষশাখা বা সপত্রবাঁশ নিশান বাঁধিয়া পুতিয়া রাখে। ইহারা ডাকিনী, পিশাচী প্রভৃতিতে বিশ্বাস করে ও কেহ কেহ মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়া ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর রূপ ধারণ করিতে পারে, তাহাও বিশ্বাস করে। ইহাদের পুরুতকে 'কমাল' বলে। ইনি নানাবিধ লক্ষণ দ্বারা স্থির করেন যে, কোন্ অপদেবতার ক্রোধে পীড়া ঘটিয়াছে এবং তৎপরে তাহার পূজা বলি ইত্যাদি ব্যবস্থা করেন।

ইহাদের মধ্যে জাতিভেদ ও খাদ্যাখাদ্যবিচার নাই। গোমাংস, ব্যাঘ্রমাংস ও সর্পমাংস ইহাদের অতীব প্রিয়। 'মাহারি' বা পিতৃপুরুষের নাম বা শ্রেণী অনুসারে ইহাদের বংশ বিভক্ত। কোন বংশের কোন ব্যক্তির উপর অত্যাচার হইলে তদ্বংশীয় অপর সাধারণ তাহার প্রতিশোধ লইয়া থাকে। জমী লইয়া বিবাদ প্রায় বাধে এবং বাধিলে পর রক্তারক্তি না হইয়া মিটে না।

১৮৭২—৭৩ খৃষ্টাব্দে গারোবিদ্রোহ ঘটে, নিম্নে তাহার সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া গেল।—

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে খাসপাহাড় জরীপ হয়। তৎপরে মেজর গডউইন্ অষ্টেন নামক সেনানীর অধীনে জরিপেরা গারোপর্ব্বত জরীপ করিতে অগ্রসর হইয়া উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে উপস্থিত হয়। ময়মনসিংহ ও গোয়ালপাড়ার মধ্যবর্ত্তী এই অংশ তখন বৃটীশাধিকারে ছিল। তৎপরে এখানকার ডেপুটী কমিশনর উইলিয়মসন মেজর অষ্টেনের সঙ্গে মিলিত হইয়া গারোদিগের স্বাধীনদেশে প্রবেশ করেন। তাঁহারা সুসঙ্গদুর্গাপুর পথ দিয়া সারাঙ্গ্রু গ্রামে উপস্থিত হন, তৎপরে বাজরপিরি গ্রামে একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইবার উপক্রম ঘটে, কিন্তু মেজর অষ্টেনের কৌশলে থামিয়া যায়। সোমেশ্বরী উপত্যকা পর্য্যন্ত জরীপ কার্য্য নির্ব্বিবাদে চলে। তৎপরে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মাইমহোল্ নামক পর্ব্বতের উপর জরিপেরা উপস্থিত হয়। এই স্থানে করাম-গিরি ও রঙ্গমাগিরি নামে দুইটী গ্রাম আছে, তন্মধ্যে একটী স্বাধীন, অপরটী কিয়ৎ পরিমাণে বৃটিশের অধীনতা স্বীকার করিত। গারোজাতির জন্য দুইজন কুলিকে ঐ দুইগ্রামে মাইমহোল গিরি পরিষ্কার করিবার জন্য লোকসংগ্রহে পাঠান হয়। রঙ্গমাগিরি গ্রামে উহারা যখন পৌঁছিল, তখন সেখানে "নোকপান্তে" অর্থাৎ অবিবাহিতগণের আশ্রমে একটা পানভোজনের উৎসব চলিতেছিল। কুলি ছটা সম্ভবতঃ আমোদে বাধা দেওয়ায় 'নখমা' বা গ্রামের সর্দ্দারের আদেশ মত তাহাদিগকে ধরিয়া কাটিয়া ফেলিবার উদ্যোগ হয়। একজন কাটা পড়ে, আর এক-জন পলাইয়া যায় ও তুরায় গিয়া সংবাদ দেয়। কাপ্তেন ডাটুনির অধীনে একদল পুলিসসৈন্য আসে। ঐ দুই গ্রামের লোকেরা পরাজিত হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মে মাসে কাপ্তেন ডাটুনি করামগিরি গ্রামের নখমা ও একজন গারোকে হত্যা-কারী বলিয়া ধৃত ও বন্দী করিয়া রাখেন। তাহাতে কাকথা-গিরি, বাউইগিরি প্রভৃতি কয়খান গ্রামের লোকেরা ইংরাজাধিকৃত দামাকচিগিরি নামক গ্রাম আক্রমণ করে। কাপ্তেন ডাটুনি অধিকৃত গ্রাম হইতে সাহায্য পাইলেন। দামাকচিগিরির আক্রমণের পর কাপ্তেন ডাটুনি করামগিরি আক্রমণ করেন। তখন সকল স্বাধীন গ্রামের আতঙ্ক হইল, ক্রমে সে আতঙ্ক গারোজাতির মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ডেপুটী কমিশনর উইলিয়মসন্ আর একদল পুলিসসৈন্য-সহ গোয়ালপাড়ার পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে করাম-গিরিতে পাঠাইলেন। ইহারা বাউইগিরি ও কাকথাগিরি গ্রাম আক্রমণ করিল। গারোরা দুইবার যুদ্ধ করিয়া ভঙ্গ দিল। ইংরাজেরা কতক লোককে বন্দী করিলেন। গ্রাম দুইটী তাঁহাদের অধিকৃত হইল।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে গারোপাহাড় প্রথমে ইংরাজের অধীন হয়। কাপ্তেন উইলিয়মসন্ ডেপুটী কমিশনর হইয়া তুরায় থাকেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গারোরা শান্ত ছিল। জরিপদিগের সহিত পূর্ব্বোক্ত বিবাদ উপলক্ষে বাঙ্গালার ছোটলাট স্থির করিলেন যে, গারো পাহাড়ে আর কোন গ্রাম স্বাধীন রাখা উচিত নহে। সৈন্য প্রেরিত হইল। কোচবিহার বিভাগের কমিশনর ও গারোপাহাড়ের ডেপুটী কমিশনর সৈন্যপরিচালনের ভার পাইলেন। কাপ্তেন উইলিয়মসন্ পুলিসসৈন্য লইয়া ওয়কলগিরি, দিলমাগিরি প্রভৃতি বড় বড় স্বাধীন গ্রাম অধিকার করিতে খাসি পাহা-ড়ের মাওছান সহর হইতে পশ্চিমমুখে যাত্রা করিলেন। আসাম বিভাগের একদল সৈন্য এই সঙ্গে ছিল। কাপ্তেন উইলিয়মসন্ রঙ্গরণগিরি গ্রামে আসিলে সুসঙ্গ দুর্গাপুর হইতে কাপ্তেন ডালি আসিয়া পৌঁছিলেন। দুইদলে মিলিয়া সোমেশ্বরী নদীতীরে ও আইমানগিরি গ্রামে যুদ্ধ

(গোত্রচরণাচ্ছ্লাঘাত্যাকারতদবেতেষু। পা ৫।১।১৩৪) ১ গার্গীয় ভাব, গার্গ্যের ধর্ম। ২ গার্গ্যের কর্ম। "গার্গিকয়া শ্লাঘতে গার্গ্যাজেন বিকত্থতে।" (সি° কৌ°)

গার্গী (স্ত্রী) গর্গস্য গোত্রাপত্যং স্ত্রী যঞ্, ঙীপ্, ঙীপি য লোপঃ। (যঞশ্চ। পা ৪।১।১৬) ১ গর্গগোত্রোৎপন্না বিদুষী রমণী। শতপথব্রাহ্মণে ইঁহার পরিচয় আছে।

"অথৈনং গার্গীবাচক্নবী পপ্রচ্ছ।" (বৃহদারণ্যক উপনি°।)

২ দুর্গা। "ওঁং শ্রীং গার্গীক গাঙ্গস্বাং।" (চণ্ডিকা ১১৮ অঃ)

গার্গীপুত্র (পুং) গার্গ্যাঃ পুত্রঃ ৬তৎ। ১ গার্গীর পুত্র, শুক্ল-যজুর্বেদোক্ত একজন মুনি। (শতপথব্রা° ১৪।৯।৪।৩০)

গার্গীপুত্রকায়ণি, গার্গীপুত্রায়ণ, গার্গীপুত্রি (পুং স্ত্রী) গার্গীপুত্রস্য অপত্যং বা ফিঞ্ বা কুকচ পক্ষে ইঞ্। (পুত্রান্তা-দন্যতরস্যাম্। পা ৪।১।১৫৯) গার্গীপুত্রের অপত্য।

গার্গীয় (ত্রি) গার্গ্যাণামিদং ছ যলোপশ্চ (বৃদ্ধাচ্ছঃ। পা ৪।২।১১৪) ১ গার্গ্যসম্বন্ধীয়। ২ গার্গ্যপ্রোক্ত। (বৃহৎসংহিতা ১১।১)

গার্গেয় (পুং স্ত্রী) গর্গ-ঢক্। ১ গর্গগোত্রোৎপন্ন।

গার্গ্য (পুং স্ত্রী) গর্গস্য অপত্যং যঞ্। (পা ৪।১।১০৫) ১ গর্গের গোত্রাপত্য। ২ একজন অতি প্রাচীন বৈয়াকরণ, পাণিনি ও যাস্ক ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। নিরুক্তটীকাকার দুর্গ-সিংহের মতে—ইনিই সামবেদের পদপাঠ রচনা করেন। ৩ একজন প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্, ভট্টোৎপল, রঘুনন্দন, দেবনাথ প্রভৃতি স্মার্ত্তগণ গার্গ্যসংহিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইঁহার রচিত গার্গ্যস্মৃতি নামে একখানি ধর্মশাস্ত্রও পাওয়া যায়।

গার্গ্যগোপালযজ্বন্, একজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত। ইনি আপস্ত-ম্বীয় পিতৃমেধভাষ্য ও যজুর্বেদপ্রাতিশাখ্যের "বৈদিকাভরণ" নামে ব্যাখ্যান রচনা করেন।

গার্ত্তক (ত্রি) গর্ত্তদেশে ভবঃ, গর্ত্ত-বুঞ্। (ধূমাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১২৭) গর্ত্তদেশজাত।

গার্ৎসমদ (পুং) গৃৎসমদস্যাপত্যং অণ্। (শিবাদিভ্যোহণ্। পা ৪।১।১১২) গৃৎসমদের পুত্র। শুনকগোত্রের ভিন্ন প্রবরের অন্তর্গত একজন ঋষি।

"শুনকানাং গৃৎসমদেতি ত্রিপ্রবরং বা ভার্গবশৌনহোত্র-গার্ৎসমদেতি।" (আশ্বলায়নশ্রৌ° ১২।১০।১৩)

গার্দ্দভ (ত্রি) গর্দ্দভস্যেদং অণ্। (তস্যেদম্। পা ৪।৩।১২০) গর্দ্দভসম্বন্ধীয়।

"দীপনং গার্দ্দভং মূত্রং ক্রিমিবাতকফাপহম্" (সুশ্রুত ১৪৫ অঃ)

গার্দ্দভরথিক (ত্রি) গর্দ্দভযুক্তং রথমর্হতি ঠক্। (নঞো গুণপ্রতিষেধে সংপাদ্যর্হহিতালমর্থাস্তদ্ধিতাঃ। পা ৬।২।১৫৫) গর্দ্দভযুক্ত রথগমনযোগ্য।

গার্দ্ধ্য (স্ত্রী) গর্দ্ধ ভাবে ষঞ্, গর্দ্ধ এব স্বার্থে ষ্যঞ্। লোভ, অতিশয় তৃষ্ণা।

গার্ধ্রপক্ষ (পুং) গৃধ্রস্যায়ং অণ্ গার্ধ্রঃ, গার্ধ্রঃ পক্ষো যস্য। গৃধ্রপক্ষবিশিষ্ট বাণ। (হেম°)

গার্ধ্রপত্র (পুং) গার্ধ্রং গৃধ্রসম্বন্ধীয়ং পত্রং পক্ষোঽস্য। গৃধ্র-পক্ষবিশিষ্ট। "গার্ধ্রপত্রাঃ শিলাশিতাঃ।" (ভারত ৪।৪২ অঃ)

গার্ধ্রবাজিত (পুং) গার্ধ্রবাজঃ কৃতঃ গার্ধ্র বাজ করোত্যর্থে ণিচ্ কর্ম্মণি-ক্ত। কৃতগৃধ্রপক্ষবাণ, যে বাণে গৃধ্রপক্ষ সংযুক্ত করা হইয়াছে।

"কাঞ্চনৈ গার্ধ্রবাজিতৈঃ।" (ভারত ৪।৫৮ অঃ)

গার্ধ্রবাসস্ (ত্রি) গার্ধ্রঃ পক্ষো বাস ইবাস্য। গৃধ্রপক্ষযুক্ত-বাণ। "শরাণাং গার্ধ্রবাসসাম্।" (ভারত ৩।৩০ অঃ)

গার্ভ (ত্রি) গর্ভে গর্ভকালে সাধু অণ্। ১ গর্ভকালের নিমিত্ত যাহার অনুষ্ঠান করা হয়। "গার্ভৈর্হোমৈঃ" (মনু ২।২৭) গর্ভ ভবং অণ্। ২ গর্ভসম্বন্ধীয়।

"সংস্কারৈর্বিবিধৈস্তেজশ্চ গার্ভমেনো নশ্যেৎ তু।" (স্মৃতি।)

গার্ভিক (ত্রি) গর্ভ ঠক্। গর্ভসম্বন্ধীয়।

"বৈদিকং গার্ভিকং চৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে।" (মনু ২।২৭)

গার্ভিণ (স্ত্রী) গর্ভিণীনাং সমূহঃ অণ্। (ভিক্ষাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।২।৩৮) গর্ভিণীসমূহ।

গার্মুত (ত্রি) গর্মুত ইদম্ অণ্। গর্মুৎ ধান্যসম্বন্ধীয়।

"প্রাজাপত্যং গার্মুতং চরুং নির্বপেৎ।" (তৈত্তি°সং ২।৪।৪।৭)

গার্ষ্টেয় (পুং স্ত্রী) গৃষ্টেরপত্যং পুমান্ ঢঞ্। (গৃষ্ট্যাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১৩৬) গৃষ্টির অর্থাৎ একবার প্রসূত গাভীর অপত্য, বৃষভ।

"গার্ষ্টেয়ো বৃষভো গোভিরানট্।" (ঋগ্বেদ ১০।১১১।২)

'সকৃৎ প্রসূতাগৌঃ গৃষ্টিঃ তস্যা অপত্যম্।' (সায়ণ)

গার্হপত (ত্রি) গৃহপতেরিদং গৃহপতে-র্ভাবো বা অশ্বপত্যাদিত্বাৎ অণ্। ১ গৃহপতি সম্বন্ধীয়। (ক্লী) ২ গৃহপতির ভাব।

"বৈশ্যরাজন্যয়োঃ গার্হপতে।" (কাত্যা° শ্রৌ° ১।৬।১৬)

গার্হপত্য (পুং) গৃহপতিনা যজমানেন নিত্যং সংযুক্তঃ সংজ্ঞায়াং ঞ্য। (গৃহপতিনা সংযুক্তে ঞ্যঃ। পা ৪।৪।৯০) যজমানরূপ গৃহপতির সহিত সংযুক্ত অগ্নিবিশেষ।

"গার্হপত্যাদাহবনীয়ং প্রণয়েদ্ধরেৎ।" (আশ্ব° শ্রৌ° ২।২।১)

সাগ্নিক গৃহপতিগণকে অবিচ্ছেদরূপে এই অগ্নি রক্ষা করিতে হয়।

গার্হপত্যাগার (পুং) গার্হপত্যস্যাগারঃ, ৬তৎ। গার্হপত্য অগ্নির গৃহ।

গার্হমেধ (পুং) গৃহমেধস্যায়ং অণ্ গার্হঃ মেধঃ, কর্ম্মধা°। গৃহ-সম্বন্ধীয় যজ্ঞ, গৃহস্থের কর্ত্তব্য পঞ্চ যজ্ঞরূপ কর্ম।

"গৌজং গাবেধুকং চরুং নির্বপতি।" (শতপথ ব্রা° ৫।৩,৩,৭)

গাব্লী, দাক্ষিণাত্যের গোয়ালাজাতি। বিজাপুর, মামদাপুর, বাগলকোট, ইল্‌কল, কলাদ্‌গি, তালীকোট ও সিন্দগী প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বসবাস আছে। মহারাষ্ট্র ও শোলাপুরের নিকটবর্ত্তী পন্ঢরপুর নামক স্থানে ইহাদের আদিবাস ছিল। সম্ভবতঃ গাভীদোহন করে বলিয়া ইহাদের নাম গাভ্লী বা গাব্লী হইয়াছে।

ইহাদের মধ্যে দুইটী থাক আছে—একটী লিঙ্গায়ত বা নন্দ-গাব্লী এবং উহাদের নিম্ন শ্রেণীকে মরাঠী বা থিল্লার গাব্লী বলে। ভৈরগাজী, দাইদে, গজাপ্পা, ঘাটী, গানাপ, জগান্ গাব্লী, কিলেঙ্কর, কিস্‌দে, নামদে, পনভরবাণী প্রভৃতি ইহাদের উপাধি এবং ঐ সকল পদবী হইতে এক একটী ভিন্ন শাখা উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বর ও কন্যা এক পদবীর হইলে বিবাহ হয় না।

গাব্লীরা বড়ই গরীব, ইহাদের দেখিতে মরাঠী কুণ্‌বি-দিগের মত এবং বেশভূষাও তাহাদের অনুরূপ। তবে মহারাষ্ট্রীয় পাগড়ীর পরিবর্ত্তে ইহারা কণাড়ীদিগের মত রুমাল ব্যবহার করে। ইহারা গ্রামের মধ্যে বাস করিতে চায় না। তাই মাঠের মধ্যে কুটীর বাঁধিয়া নিজ নিজ গোমেষাদি লইয়া বাস করে। ইহাদের সকলেই প্রায় নিরামিষভোজী, পূজা-পার্ব্বণে পিয়াজ, দধি, ভাত ও রুটী মাখন মাখাইয়া খাইয়া থাকে। সপ্তাহে বা পক্ষান্তরে একবার মাত্র স্নান করে। কেহ কেহ প্রতি রবিবারে স্নানান্তে গৃহস্থিত খাণ্ডোবার প্রতিমূর্ত্তির পূজা ও তাঁহাকে দুগ্ধাদি নিবেদন করিয়া থাকে। লিঙ্গায়ত মতাবলম্বী হইলেও ইহারা তাহাদিগের মত মদ্য বা মাংস ভোজন করে না।

এই জাতি স্বভাবতঃ ধীর, পরিশ্রমী, সৎ ও পরিমিত-ব্যয়ী, কিন্তু ইহাদের আচার ব্যবহার ভাল নয়। গো-মেষাদি পালন, দুগ্ধ, দধি ও মাখন বিক্রয়ই ইহাদের উপজীবিকা। স্ত্রীলোকেরা দধি, ছানা ও মাখন প্রস্তুত করে এবং মাথায় লইয়া গ্রামের পথে পথে ঘুরিয়া বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। বালকেরা মাঠে গো-মেষাদি চরায়। পুরুষেরা প্রাতে ও সায়ংকালে দুই ঘণ্টা করিয়া পরিশ্রম করে।

লিঙ্গায়ত গাব্লীরা স্বজাতিস্পৃষ্ট অন্ন ব্যতীত অপর কোন লোকের অন্ন ভোজন করে না। থিল্লারিরা সকলের হাতেই খাইয়া থাকে।

তুলজাপুরের খাণ্ডোবা ও অম্বাবাই ইহাদের প্রধান দেবতা। ইহারা পন্ঢরপুর, জেজুরি, তুলজাপুর ও সিঙ্গনাপুরে দেব-দর্শনোদ্দেশে তীর্থযাত্রা করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণের উপর ইহাদের অচলা ভক্তি। ব্রাহ্মণের নিকট বিবাহ বা শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের শুভদিন দেখাইয়া লয়। ফাল্গুনমাসের দোলপূর্ণিমায় "হোলি," শ্রাবণ মাসে নাগপঞ্চমী, আশ্বিনে দশেরা, কার্ত্তিকী অমাবস্যায় দেওয়ালী ও মার্গশীর্ষে "ছুটি" ইহাদের প্রধান পর্ব্বদিন। একাদশী, শিবরাত্রি ও গোকুলাষ্টমীতে উপবাস ও পরদিন পারণ করে। সকলেই শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবারে এবং মার্গশীর্ষের প্রতি রবিবারে উপবাস করিয়া থাকে। পন্ঢরপুরের নিকটবর্ত্তী মাদলগাব নামক গ্রামে ইহাদের গুরু বাস করেন। সকলেই তাঁহাকে চন্দ্রশেখরাপ্পা (অর্থাৎ চন্দ্রশেখর বাবা) বলিয়া ডাকে। তিনি অবিবাহিত, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাকে একটী শিষ্য রাখিতে হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরে ঐ শিষ্য চন্দ্রশেখরাপ্পা পদ পাইয়া থাকে। তাঁহাকেও চিরজীবন ঐ পদে অবিবাহিত অবস্থায় থাকিতে হয়।

ইহারা ভবিষ্যবাণী বিশ্বাস করে, এই জন্য প্রায়ই নিজ অদৃষ্টপরীক্ষার জন্য দৈবজ্ঞের নিকট অথবা সামুদ্রিকশাস্ত্র-ব্যায়ীর নিকট গমন করে। ইহারা ডাইনে বা ভূতে প্রায় বিশ্বাস করে না, কারণ তাহারা জানে যে গাব্লীদের উপর কখনও অপদেবতার দৃষ্টি পড়ে না।

শিশু প্রসূত হইলে তাহার নাড়ী কাটিয়া পরে গরমজলে তাহাকে ও প্রসূতিকে স্নান করান হয়। তৎপরে ক্রমান্বয়ে প্রসূতিকে শুষ্ক নারিকেলের শাঁস, গুড় ও পিপুল গুঁড়াইয়া ঘৃতের সহিত খাইতে দেওয়া হয়। পাঁচ দিন ইহাদের অশৌচ থাকে। পঞ্চমদিবসে সূতিকাগৃহ ধুইয়া তাহার চারিধারে গোবরের প্রলেপ দেয় এবং প্রসূতি বস্ত্রাদি সমস্তই কাচিয়া শুদ্ধ হয়। ঐ দিন সন্ধ্যার পর "সাতভাই" দেবতার পূজা হয়। পুরোহিত আসিয়া শিশুর গলায় লিঙ্গসূত্র বাঁধিয়া দেন ও এই সময়ে তাঁহাকে ১১টী পয়সা দক্ষিণা দিতে হয়। পরদিন কেহ দৈবজ্ঞের নিকট যাইয়া বালকের নাম স্থির করিয়া আনে। দ্বাদশদিনে ৫টী সধবা স্ত্রীলোককে নিমন্ত্রণ করে। তাহারা আসিয়া পুত্রের জন্য দোলা খাটায়, পরে পুত্রকে কোলে লইয়া তাহার নামকরণ করে। তাহার পর ইহাদের কোলে গম, কলাই, নারিকেলকুচা ও গুড় ঢালিয়া দেওয়া হয়। ৯ হইতে ১২ মাসের মধ্যে শিশুর মাতুল আসিয়া ভাগিনেয়ের মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেয়।

কোন বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে হইলে বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা দুইচারিজন স্বজাতি সঙ্গে লইয়া দৈবজ্ঞের নিকট যায় এবং তাঁহাকে বর ও কন্যার নাম বলিয়া জিজ্ঞাসা করে

যে, এই বিবাহে নবদম্পতি ভবিষ্যৎকালে সুখী হইবে কি না? যদি উভয়ের জন্মনক্ষত্র পরস্পর অনুকূল হয়, তাহা হইলে বিবাহদিন ধার্য্য হইয়া থাকে এবং সেই সময়ে কন্যার মুখে কিছু মিষ্টান্ন দেওয়া হয়।

শুভদিনে বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার বাটীতে যাইয়া তাহার গৃহদেবতার সম্মুখে ঘণ্টী, শাড়ী, হাতজোড়া, জামা, এক টুকরা ছিটের কাপড়, পাঁচফুলিকা চাউল, খজ্জ, খর্জ্জুর, সুপারি ও হরিদ্রা প্রত্যেক পাঁচটী এবং এক বাণ্ডিল সিন্দুর দিয়া থাকে। ইষ্টদেবতার জন্য কেবল ১ যোড়া চিনি রাখিয়া দেয়। পরে কন্যাকে ঐ জামা, কাপড় ও গহনা পরাইয়া আনে। একজন দেশস্থ পুরোহিত কন্যার অঙ্গস্পর্শ করে ও পাঁচজন সধবা স্ত্রীলোক তাহার কোলে বসে। বরকর্ত্তা সে দিন অভ্যাগত ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ও আত্মীয় স্বজনকে পান ও চিনি দিয়া বিদায় করে।

বরকর্ত্তা বিবাহের দিন স্থির করে। বর কন্যাকর্ত্তার গৃহে আসিলে পরদিনে তাহার গাত্রহরিদ্রা হয় এবং সেই হরিদ্রার অবশিষ্টাংশ কন্যাকে মাখায়। তৎপরে দুইটী চতুষ্কোণ খাত কাটিয়া তন্মধ্যে উভয়ে দাঁড়াইয়া স্নান করে। ঐ খাতের চারিকোণে চারিটী কলস এবং তাহা সূতা দিয়া ঘেরা থাকে। বিবাহের সময় পুরোহিত ঐ সূত্র বরের দক্ষিণ ও কন্যার বামহস্তে বাঁধিয়া দেয়। ঐ সময়ে অপরাপর ৫টী সিদ্ধান্ত ব্রাহ্মণ ৫টী পূর্ণ ঘট পূজা করে। বিবাহকালে বর ও কন্যা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া ঝুড়ির উপর দাঁড়ায় এবং তাহাদের মাথার উপরে একখানি কাপড় ঢাকা দেয়। প্রথমে পুরোহিত ও শেষে সমাগত আত্মীয়েরা ধান দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। সন্ধ্যার সময় বর ও কন্যা ঘাঁড়ের উপর চড়িয়া স্বদলে গ্রাম্য দেবতার পূজা করিতে যায়। ইহার পর 'সাড়' বা আত্মীয়ের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ হইয়া থাকে। সেই সময় কন্যার শাশুড়ী নববধূকে কোলে লয়। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে।

লিঙ্গায়ত গাব্লীরা মৃতদেহ কবরস্থ করে ও লিঙ্গায়তদিগের মত অপরাপর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও করিয়া থাকে। শববাহীদিগের মধ্যে কেহ স্নান করিয়া, কেহবা কেবলমাত্র খুঁটের ছাই মাখিয়া শুদ্ধ হয়। তৃতীয়দিনে ইহারা গোরস্থানে যায় এবং মৃতের উপর একটী মৃত্তিকাস্তূপ বসাইয়া দেয়। তাহারা ফিরিয়া আসিলে, চারিজন শববাহী এক একটী পাত্রে তৈল রাখিয়া নিজ নিজ মুখ দেখিয়া থাকে। তৃতীয় অথবা দ্বাদশদিনে মৃতের কবরের নিকট অন্ন ব্যঞ্জনাদি দেওয়া হয়। সেই অন্ন কাকে না খাইলে তাহা গোরুকে খাইতে দেয়। দ্বাদশদিনে ইহাদের অশৌচ দূর হয় এবং ঐ দিনে স্বজাতি মধ্যে ভোজ হইয়া থাকে। ইহারা প্রতিবৎসর বৈশাখমাসের তৃতীয়দিনে মৃতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করে।

মরাঠী গাব্লীদের আচার ব্যবহার অন্যান্য মহারাষ্ট্রী হইতে বিভিন্ন। ইহাদের মধ্যে জাতীয় একতা অতি দৃঢ়।

ইহারা সকলেই মরাঠী ভাষায় কথা কহিয়া থাকে। ছেলেপিলেদের মধ্যে কেহই বিদ্যালয়ে যায় না।

গাসিটি বেগম, দুর্দান্ত মুহম্মদ শাহামৎ জঙ্গের স্ত্রী। বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা আলীবর্দ্দী খাঁর কন্যা ও নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার মাসী। ইনি সিরাজের বিরুদ্ধে শাসনভার গ্রহণ করিবার জন্য একজন উত্তরাধিকারী খাড়া করেন। তাঁহার আপত্তি যুক্তিসঙ্গত না হওয়ায় সিরাজ বাঙ্গালার নবাব হইলেন। কিন্তু তথাপি সিরাজ মাসীর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না, কিন্তু পাছে মাসীর আত্মীয়েরা তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য পাইয়া সিরাজের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়, এই ভয়ে তিনি তাঁহার রাজবাটী ও বিষয় সম্পত্তি অধিকার করিয়াছিলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে জুনমাসে মীরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশে জাহাঙ্গীরনগরের নিকটে নদীর জলে গাসিটি বেগম ও সিরাজের মাতা আমিনা বেগমকে ডুবাইয়া মারা হয়।

গাহ (পুং) গহ কর্ম্মণি ঘঞ্। ১ গহন, দুর্গম।

"যতো গাহাদিব আ নিরধুক্ত।" (ঋক্ ১।১১০।৮)

'গাহাৎ গহনাৎ' (সায়ণ)। গাহতে অবগাহতে গাহ কর্ত্তরি অচ্। ২ যে অবগাহন করে, অবগাহনকর্ত্তা।

গাহক (ত্রি) গাহ-ণ্বুল্। ১ অবগাহনকর্ত্তা, যে অবগাহন করে। (গায়ক শব্দজ) ২ যে ভাল গান করিতে পারে।

গাহন (ক্লী) গাহ-ল্যুট্। বিলোড়ন, আকুলীকরণ।

গাহনীয় (ত্রি) গাহ-অনীয়র্। বিলোড়নীয়, যাহাকে বিলোড়ন করা উচিত।

গাহিত (ত্রি) গাহ ক্ত। ১ আলোড়িত। ২ অবগাহিত।

গাহিতৃ (ত্রি) গাহ তৃচ্। ১ অবগাহনকর্ত্তা। ২ আলোড়নকর্ত্তা। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইলে গাহিত্রী শব্দ হয়।

গিজগিজ (দেশজ) নিরন্তরানন্তাব।

গিজালী মৌলানা, একজন পারস্যকবি। মশহদ নগরে ইহার জন্ম। ইনি স্বকৃত মৌজাৎ-উল্-সাফা নামক কবিতায় আত্মপরিচয় দিয়া লিখিয়াছেন যে, ৯৩০ হিজিরা অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। প্রাপ্তবয়সে ইনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে আইসেন এবং আশায় হতাশ হইয়া তথা হইতে জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা খাঁ জমান্ আলী

কোন শত্রুই সহজে এই কেল্লা দখল করিতে পারিত না। পর্ব্বত ও প্রাচীর সমেত কেল্লার পরিধি ৭ মাইলের অধিক।

রাজগিরিতে দেখিবার অনেক জিনিষ আছে। পর্ব্বতটী উচ্চে প্রায় ৬০০ ফিট, ইহার সর্ব্বোচ্চস্থানে এক খণ্ড প্রস্তরের উপর শত্রুর আগমন জানিবার জন্ত দুর্গম সৈনিকাবাস, তন্মধ্যে যাতায়াতের জন্ত সম্মুখে ২৪ ফিট দীর্ঘ ও ৭০ ফিট নিম্ন একটী কাঠ সেতু নির্ম্মিত আছে।

কোন সময়ে গিঞ্জির দুর্গ কে নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহার কোন প্রকৃত প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেহ বলেন যে, চোল রাজগণের সময় সর্ব্ব প্রথমে এই দুর্গ স্থাপিত হয়। কাহারও মতে ১৪৪২ খৃষ্টাব্দে তঞ্জোরের শাসনকর্ত্তা বিজয়রঙ্গ নায়কের পুত্র এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিজয়নগররাজ হরিহর কর্ত্তৃক ১০৮০ খৃষ্টাব্দে খোদিত একখানি প্রশস্তিতে লিখিত আছে যে, দুর্গ হইতেই এই প্রদেশের নাম গিঞ্জি হইয়াছে। অতএব তাঁহার পূর্ব্ব কালেই এই সুদৃঢ় দুর্গের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেল্লার ভিতরে কল্যাণমহাল, জিমখানা, শস্যাগার, ঊদগাবাড়ী, বারিক, মণ্ডপ ও একটী ৮ তলা স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভের প্রথম ছয় তলে ৮ ফিট চতুরস্র গৃহের চারি ধারে বারাণ্ডা এবং প্রত্যেক তল হইতে উপরে উঠিবার জন্ত এক একটী সিঁড়ি আছে। ৭ম তলের বারাণ্ডা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, উপরের তলের ঘরটী সকলের ছোট। ৬ষ্ঠ তল হইতে একটী মাটির নল প্রাচীরের মধ্য দিয়া ৬০০ গজ পর্য্যন্ত গিয়া এক পুষ্করিণীতে পড়িয়াছে। রাজগিরির উপরে গড়ের বাহিরে এবং শিখরের উপরে দুইটী স্বচ্ছ সলিলা ও চিরবাহিনী প্রস্রবণ আছে। ঐ প্রস্রবণের জল স্থানীয় সকল লোকেই খাইয়া থাকে। রাজগিরি ও চন্দ্রায়ন দুর্গের মধ্যে দুইটী পুষ্করিণী ও দুর্গের জল আসিয়া পড়িবার জন্ত একটী কাটা খাল আছে। রাজগিরির উপরে একটী বৃহৎ কামান ও ১৫ ফিট চতুরস্র ও ৫ ইঞ্চ পুরু একখানি গ্রেণাইট প্রস্তর পড়িয়া আছে। কামানটী এরূপ ধাতুতে নির্ম্মিত যে, কোন কালে ইহাতে মরিচা ধরে না। ইহার চূড়ার গোড়ায় ৭৫৬০ সংখ্যা খোদিত আছে। স্থানীয় লোকেরা বলে এইখানে রাজবাড়ী ছিল এবং উক্ত প্রস্তরে দাঁড়াইয়া রাজা স্নান করিতেন। পাথরের নিকটে একটী বৃহৎ কূপও দেখা যায়। প্রবাদ আছে যে রাজারা কয়েদীদিগকে ইহার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া অনাহারে বিনাশ করিতেন। দুর্গের আর্কট-দ্বারের নিকটে একখানি প্রস্তরের উপর শিলালিপি খোদিত।

রাজগিরির দক্ষিণে চন্দ্রায়নদুর্গম্ পাহাড়ে আর একটী স্বতন্ত্র কেল্লা আছে।

বহুদিন এই দুর্গ বিজয়নগরের অধীন থাকে, পরে মহিসুরের নায়েকেরা দখল করেন। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে তালীকোটের যুদ্ধে মুসলমানকরগত হয়। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে বিজয়পুরের সেনাপতি, শিবজীর পিতা শাহজীর সাহায্যে দুর্গ অধিকার করেন, কিন্তু ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে শিবজী তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লন। তৎপরে গিঞ্জিদুর্গ ২১ বৎসর মহারাষ্ট্রনেতার কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকে। দিল্লীর সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব মহারাষ্ট্রগণ উচ্ছেদ করিবার জন্ত জুল্‌ফিকার খাঁকে পাঠান। ৮ বৎসর ক্রমাগত যুদ্ধের পর ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে মোগলসৈন্ত গিঞ্জিদুর্গ অধিকার করে। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ফরাসীসেনানিক মার্কুস্ বুঁসী গিঞ্জি আক্রমণ করেন। ১১ বৎসর কাল ফরাসী অধীনে থাকিয়া ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ৫ সপ্তাহ অবরোধের পর কাপ্তেন ষ্টিফেন স্মিথ গিঞ্জি দখল করিলেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় হাইদার আলীর হস্তগত হয়। মুসলমান আক্রমণের সময় গিঞ্জির দেসিংহরাজ (?) রাজা তেজসিংহ মুসলমানের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া ছিলেন। তাঁহার এই বীরত্ব গীত অদ্যাপি স্থানীয় লোকেরা গাহিয়া থাকে। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় মহিষী সহমৃতা হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী নবাব সাদত উল্লা খাঁ সতীর এরূপ স্বামী ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার স্মরণার্থ আর্কটের নিকট তাঁহার নামানুসারে "রাণীপেটা" নামে একটী নগর স্থাপন করেন।

রাজগিরির মন্দিরাদির কারুকার্য্যময় স্তম্ভগুলি ফরাসীরা পণ্ডিচেরীতে লইয়া রাখিয়াছে। তথায় যাইলে এখনও তাহার শিল্পনৈপুণ্য দৃষ্টিগোচর হয়।

গিঞ্জির এক মাইল উত্তরে পাহাড়ের উপর "তিরুনাথর কুণ্ড" নামক স্থানে পর্ব্বতগাত্রে চব্বিশটী জৈন তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি খোদিত আছে। ইহার ১½ মাইল উত্তর পশ্চিমে পর্ব্বতোপরি রঙ্গাস্বামী মঠ নামে একটী বিষ্ণুমন্দির আছে। লোকে এই দেবতাকে বিশেষ ভক্তি করে। এই মন্দিরটী পাহাড় কাটিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ইহার উত্তরে আর একটী জৈনমন্দিরে অনেকগুলি খোদিত শিলাফলক দেখা যায়।

গিড়বা, একটী নদী। হিমালয়ের গহ্বর হইতে উঠিয়া নেপাল ও অযোধ্যার মধ্য দিয়া কৌড়িয়ালা নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে, ইহার উৎপত্তি স্থানের জল অত্যন্ত স্বচ্ছ বলিয়া তথায় ইহার 'সীসাপানী' নাম হইয়াছে। পূর্ব্বে এটী সামান্ত স্রোত ছিল মাত্র, কিন্তু এখন প্রকৃত নদীর আকার

ধারণ করিয়াছে। ইহার গর্ভে খণ্ড খণ্ড পাথর আছে। ইহার গভীরতা ৩০ ফিটের অধিক নহে, এবং প্রস্থে প্রায় ৪০০ গজ হইবে। কিন্তু স্রোতের গতি এত বেগবতী যে বলবান্ হস্তী এমন কি দু এক স্থান ব্যতীত মানুষেও এই নদী পারাপার হইতে পারে না। ইহার তীরভূমি শালবৃক্ষে পরিপূর্ণ, মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের ঢল নামিয়া ক্ষুদ্র স্রোত হইয়াছে। ঐ সমস্ত ক্ষুদ্রস্রোতের মাঝে মাঝে বাঁশের ন্যায় বনময় চরভূমি। গিরবা নদীতে সরযূ ও চোকা বা সারদা নদীর জল মিশিয়া ঘর্ঘরা নাম ধারণ করিয়াছে।

২ (হিন্দী) এক প্রকার শস্য বিনাশকারী পোকা

গিট্‌কিরি (দেশজ) স্বর-গ্রামের উপর শীঘ্র শীঘ্র গমনের নাম গিট্‌কিরি। মূর্চ্ছনা হইতে ইহার এই প্রভেদ করা যাইতে পারে যে, মূর্চ্ছনায় শ্রুতি সকল স্পষ্ট প্রকাশিত হওয়া উচিত, ইহাতে তত স্পষ্ট না হইলেও চলিতে পারে। ইহা কেবল মধুরতার জন্যই ব্যবহৃত হয়।

গিদ (পুং) রথের পালক, দেবতাবিশেষ। "গিদৈবতে রথ এষ বামধিনা" (তাণ্ড্য ব্রা° ১।৭।৭) 'গিদোনাম রথ পালকঃ কশ্চিদ্ দেব বিশেষঃ' (ভাষ্য।)

গিধড় (গৃধ্র শব্দজ) ১ গৃধ্র। ২ শিয়াল।

গিধিনী (গৃধ্রী শব্দজ) স্ত্রীশকুনি।

গিধী (গৃধ্র শব্দজ) ১ গৃধ্র। ২ শিয়াল।

গিধোড়, মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত গিধোড় রাজস্ব-বিভাগের একটী নগর। অক্ষা° ২৪° ৫১´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৬° ১৪´ ৩১ "পূঃ। পূর্ব্বকালে এই নগর বেশ সমৃদ্ধিশালী ও বহুজনাকীর্ণ ছিল। কিন্তু এক্ষণে ক্রমেই ক্ষীণপ্রভ হইতেছে। নগরের নিকটে একটী বৃহৎ প্রাচীন কেল্লার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ঐ দুর্গের প্রাচীর ও বাটী বৃহৎ বড় প্রস্তর খণ্ডে নির্ম্মিত। ইহাতে অপর কোনরূপ মাল মসলা নাই। গড়ের মধ্যে চারিটী প্রবেশের পথ। যথাক্রমে দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরদ্বার হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র নামে খ্যাত, কেবলমাত্র পূর্ব্বদ্বারে মহাদেবের নাম আছে। কেহ কেহ বলেন যে, সেরশাহ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু একথা বিশেষ প্রামাণ্য নহে, দুর্গটী বহু প্রাচীন। সম্ভবতঃ সম্রাট্ হুমায়ুনের সহিত যুদ্ধকালে সেরশাহ ঐ দুর্গের কেবল জীর্ণ সংস্কার করিয়া ছিলেন।

বর্ত্তমান গিধোড়-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বীর বিক্রমসিংহ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়। ইহার পূর্ব্বপুরুষেরা বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত মহোবা নামক বিষয়ের অধিকারী ছিলেন। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে তথা হইতে তাড়িত হইয়া রেবা-রাজ্যের অন্তর্গত বর্দ্দীনগরে আসিয়া বাস করেন। ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে বর্দ্দীরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীর বিক্রমসিংহ দেওঘরে বৈদ্যনাথ দর্শন মানসে সপরিবারে উপস্থিত হন। প্রবাদ আছে, যে বৈদ্যনাথ তাঁহাকে চারিপার্শ্বের সমুদায় ভূভাগ অধিকার করিতে স্বপ্নাদেশ করেন। তিনি এই রাজ্য অধিকারের পর প্রথম গিধোড়রাজরূপে অভিষিক্ত হন। এই বংশের দশম রাজা পূরণমল্ল বৈদ্যনাথদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। মন্দিরের ভিতরের দরজার উপরিভাগে সংস্কৃত ভাষায় অদ্যাপি তাঁহার প্রশস্তি খোদিত আছে। বীরবিক্রম হইতে চতুর্দ্দশ পুরুষ অধস্তন দলন সিংহ বাঙ্গালার উদ্ধত সুবেদারকে দমন করিবার জন্য দিল্লীসম্রাটের পৌত্র সুলতানের সাহায্য করায় ১০৬৮ হিজিরায় সম্রাট্ শাহজাহান তাঁহাকে ফর্ম্মাণ দ্বারা রাজা উপাধি প্রদান করিলেন। এই ফর্ম্মাণে শাহজাহান ও দারাসেকোর মোহর দৃষ্ট হয়। যখন বঙ্গ ও বেহারের শাসনভার ইংরাজ গবর্মেণ্ট হস্তে গ্রহণ করেন, তখন ইংরাজ কোম্পানি (গিধোড়রাজের ১৯শ পুরুষ) রাজা গোপাল সিংহের নিকট হইতে তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি কাড়িয়া লইলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় রাজা গোপালসিংহের পৌত্র জয়মঙ্গলসিংহ ইংরাজের বিশেষ সাহায্য করেন, তাহাতে বড়লাট সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে একখানি সনন্দ ও রাজা উপাধি দেন। সিপাহী-যুদ্ধের সময় তিনি ইংরাজ গবর্মেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ গবর্মেণ্ট তাঁহাকে যাবজ্জীবন মহারাজ ও কে, সি, এস্, আই (K. C. S. I.) উপাধি এবং তাঁহাকে ও তাঁহার বংশধরদিগকে লাখরাজ সম্পত্তি প্রচুর জায়গীর দান করেন। তৎপুত্র মহারাজ শিবপ্রসাদ সিংহ। তৎপুত্র রাবণেশ্বরপ্রসাদ গিধোড়ের বর্ত্তমান রাজা।

গিধোড়রাজ্যের ভূপরিমাণ ২২৩০২ বর্গমাইল। ইহার মধ্যে ১৩টী বিষয় আছে। জামুই নামক স্থানে মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সফি আদালত আছে।

গিধোড়-গল, পেশাবর প্রদেশের অন্তর্গত একটী গিরিসঙ্কট। আটকনগরের ৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ৩৩° ৫৩´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭২° ১২ পূঃ। সঙ্কট ১০ ফিট প্রশস্ত। এত সরু বলিয়া শৃগালের গমনের উপযুক্ত পথ বিবেচনায় 'গিধোড়গল' নাম হইয়াছে। কখন কখনও এই পথ দিয়াও সৈন্যাদি যাতায়াত করে।

গিন্নি (গৃহিণী শব্দজ) গৃহিণী গৃহের কর্ত্রী ঠাকুরাণী, ভার্য্যা।

গিমা, একপ্রকার বনশাক, ইহার পাতা সরু, ফুলের রঙ্ সাদা এবং রস তিক্ত।

গিন্দুক (পুং) গেন্দুক পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। গেন্দুক-বৃক্ষ (দেশ)

গিয়াসাবাদ, বঙ্গের মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত আজিমগঞ্জের তিনক্রোশ উত্তরে ভাগীরথীর দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত একটী প্রাচীন নগর। অক্ষা° ২৪° ১৭′ ৩০″ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ১৬′ ৪১″ পূঃ। ইহার প্রাচীন নাম বজ্রিহাট। এখন স্থানীয় পুলিস ফাঁড়িকে বজ্রিহাট থানা বলিয়া থাকে। গৌড়ের গয়াস্ উদ্দীন্ নামে একজন পাঠান রাজার নামানুসারে গিয়াসাবাদ নাম হইয়াছে। চলিত কথায় গয়াসাবাদ বলে। এখানকার ধ্বংসাবশেষ দেখিলে ইহা অতি প্রাচীন নগর বলিয়াই বোধ হয়। এই স্থানে একটী দুর্গ, রাজবাটী, পালিভাষায় খোদিত লিপিযুক্ত প্রস্তরস্তম্ভ, বিচিত্র বিচিত্র শিল্পময় প্রস্তরাদির ভগ্নাবশেষ স্বর্ণমুদ্রা ও মৃৎপাত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে কোন্ বংশীয় রাজগণ এইখানে রাজত্ব করিতেন, তাহার কোন ইতিহাস জানা যায় নাই। পালিভাষায় লিখিত শিলাফলক দেখিয়া অনুমান হয় যে এখানে পূর্ব্বকালে কোন বৌদ্ধরাজার রাজত্ব ছিল। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কতক কলিকাতার যাদুঘরে আনিয়া রাখা হইয়াছে।

গিয়াসপুর, মালদহ র অন্তর্গত একটী নগর। গৌড়ের মুসলমান রাজগণের সময় এইখানে টাকশাল ছিল।

গির্ (স্ত্রী) গৄ-ক্বিপ্। বাক্য।

"গীর্ভিষ্টু। বয়ং বর্দ্ধয়ামো বচোবিদঃ।" (ঋক্ ১।৯১।১১)

গির, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের অন্তর্গত একটী গিরিশ্রেণী। ডিউ দ্বীপের ২০ মাইল উত্তরপূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ৪০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই বনময় পর্ব্বত মধ্যে দস্যুপতি হাবাবাল ভারতীয় নৌ-সেনাধ্যক্ষ কাপ্তেন গ্রাণ্টকে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে আড়াই মাস বন্দী করিয়া রাখেন।

গিরা (স্ত্রী) গিব্ বা টাপ্। (টাপং চাবে)-ভগুজানাং স্কুধা বাচা নিশাগিরা। আপিশলীয়।) বাক্য।

"তাং গিরাং করণাং ক্বণা।" (দশরথবিলাপ)

গিরাড়, মধ্যপ্রদেশের বর্দ্ধাজেলার অন্তর্গত একটী নগর, বর্দ্ধানগরের ৩৭ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২০° ৪০′ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ৯′ ৩০″ পূঃ। ইহার নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে সেখ-ফরিদ্দীনের পীঠ। স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান ভক্তেরা সকলে সেইস্থানে যাইয়া থাকে। ধার্ম্মিক ফরিদ ত্রিশবৎসর কাল ফকিরবেশে ভারতের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া ১২৪৪ খৃষ্টাব্দে এই পর্ব্বতে আসিয়া বাস করেন। ইহার সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা শুনা যায়। পীরখানি গ্রামের আয়ে এই পীরস্থানের খরচ চলে। এখানে একটী পুলিশ ও গ্রাম্য বিদ্যালয় আছে, সপ্তাহে সপ্তাহে হাট বসে।

গিরি (পুং) গৄ-ই, কিচ্চ। (কৄগৄশৄপৄ কুটিভিদিচ্ছিদিভ্যশ্চ। উণ্ ৪।১৪২)। ১ পর্ব্বত। "গিরেস্তুর্বি ব্রাজতে তুঙ্গা শবঃ।" (ঋক্ ১।৫৬।৩) 'গিরেঃ পর্ব্বতস্য' (সায়ণ।) ২ তান্ত্রিক-সন্ন্যাসী বিশেষ

"সদোর্দ্ধবাহুর্বা বীরঃ মুক্তকেশো দিগম্বরঃ।
সর্ব্বত্র সমভাবেন ভাবয়েদ্ যোষযোষিতঃ।
ইষ্টদেবী-ধিয়া নারীং স গিরিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥" (তন্ত্র)

যিনি সর্ব্বদাই ঊর্দ্ধবাহু, বীরাচারী, মুক্তকেশ, ও উলঙ্গ, সর্ব্বত্রই সমভাবে অবলোকন করেন এবং আপনার ইষ্টদেবী ভাবিয়া সকল নারীর উপরে অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাকেই গিরি বলে।

৩ পরিব্রাজকগণের উপাধিবিশেষ। শঙ্করাচার্য্যের প্রধান শিষ্য আনন্দ এই উপাধিধারী ছিলেন।

৪ নেত্ররোগবিশেষ। ৫ গেন্দুক। (বিশ্ব) ৬ মেঘ। "গিরয়োনাপ উগ্রা অস্পৃধ্রন্।" (ঋক্ ৮।৬৮।১১)। 'গিরয়ো মেঘাঃ' (সায়ণ।)

৭ পারদদোষবিশেষ। পারদের এই দোষের শোধন না করিয়া সেবন করিলে শরীরের জাড্য হয়।

"মলং বিষং বহ্নিগিরী চ চাপলং
নৈসর্গিকঃ দোষমুশন্তি পারদে" (ভাবপ্রকাশ)

৮ দশনামী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত একটী সম্প্রদায়। [দশনামী দেখ।] শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য "গিরি" হইতে এই সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে এক একজন মঠধারী মোহন্ত আছেন। তাঁহারাই এই সম্প্রদায়ের প্রধান। বর্ত্তমান কালে এই সম্প্রদায়ের অনেক লোক বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। তাহারা গিরিবৈষ্ণব নামে খ্যাত। উৎকলে এরূপ গিরিবৈষ্ণব দেখা যায়। তাহারা ক্বষি ও শিষ্য সেবকদিগের দান গ্রহণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। যশোর জেলায় ইহারা যোগীবৈষ্ণব নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা দার পরিগ্রহ করে না।

(ত্রি) ৯ পূজ্য, শ্রেষ্ঠ। (মেদিনী)

(স্ত্রী) গৄ-ভাবে ই কিচ্চ। ১০ নিগরণ, ভক্ষণ। গিরতি স্তোকং গৄ-কর্ত্তরি ই। ১১ বালমূষিকা। স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঙীপ্ হয়। গিরি শব্দের পরবর্ত্তী নদী নদ প্রভৃতি কয়েকটী শব্দের নকার ণত্ব হয়।

গিরিক (পুং) গিরৌ কৈলাসে কায়তি কৈ-ক। ১ শিব। "গিরিকো হিন্দুকোদণ্ডঃ জীবঃ পুরাণ এবসঃ।" (ভারত ১২।৩৬৮ অঃ)

(ত্রি) গিরৌ ভবঃ গিরি-কন্। ২ পর্ব্বতজাত।

গিরিকচ্ছপ (পুং) গিরৌ পর্ব্বতস্থলবর্ত্তী কচ্ছপঃ। একপ্রকার

অপচর কচ্ছপ, এই জাতীয় কচ্ছপ পর্ব্বতের গহ্বরে বাস করে। এই কচ্ছপ গৃহে থাকিলে পিশাচ প্রভৃতি অপদেবতার উৎপাত নিবারণ হয়।

"তাম্রকোষ্ঠপর্ণাংষ্ট্রীচ তথৈব গিরিকচ্ছপঃ।
আতাম্রধূম্রো বিক্রান্ত ছাগঃ কৃষ্ণোহথ পিঙ্গলঃ॥
বেষাবেতানি তিষ্ঠন্তি গৃহেষু গৃহমেধিনাম্।
তান্যধৃষ্যাণ্যগারাণি পিশিতাশৈঃ সুদারুণৈঃ॥"
(ভারত অনু° ১২১ অঃ)

গিরিকণ্টক (পুং) গিরৌ কণ্টক ইব ভেদকত্বাৎ। বজ্র।

গিরিকদম্ব (পুং) গিরিসমুৎপন্নঃ কদম্বঃ মধ্যলো°। নীপ, ধারাকদম্ব (রাজনি°)

গিরিকদম্বক (পুং) গিরিকদম্ব স্বার্থে-কন্। নীপ, ধারা কদম্ব।
"বেষ্টাক বচা বিন্দু কৃষ্টং গিরিকদম্বকঃ।" (সুশ্রুত ২২ অঃ)

গিরিকদলী (স্ত্রী) গিরিজাতা কদলী মধ্যলো°। পার্ব্বতীয় কদলী। চলিত কথায় বরা কলা বা পাহাড়ে কলা বলে। স্থানবিশেষে ইহাকে জঙ্গলে কলাও বলিয়া থাকে। ইহার পর্য্যায়—গিরিরম্ভা, পর্ব্বতমোচা, অরণ্যকদলী, বহুবীজা, বনরম্ভা, গিরিজা, গজবল্লভা। ইহার গুণ—শীতল, মধুররস, বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক, তৃষ্ণা, পিত্ত, দাহ ও শোষনাশক, দুর্জ্জর, গুরু এবং অগ্নের হিতকর। (রাজনি°)

গিরিকন্দর (পুং) গিরেঃ কন্দরঃ ৬তৎ। পর্ব্বতগহ্বর।

গিরিকর্ণা (স্ত্রী) গিরিকর্ণ-টাপ্। অপরাজিতালতা।

গিরিকর্ণিকা (স্ত্রী) গিরেঃ কর্ণ ইব কণ্ঠঃ যস্যাঃ বহুব্রী, গিরিকর্ণ-কপ্ টাপ্ অত ইত্বং চ। ১ পৃথিবী (ত্রিকাণ্ড°) গিরের্ন-মূষিকাযাঃ কর্ণ ইব কর্ণস্থানাযাঃ গিরিকর্ণ-ঠন্-টাপ্। ২ শ্বেতকিণিহী বৃক্ষ। ৩ অপরাজিতা। (রাজনি°)

গিরিকর্ণী (স্ত্রী) গিরের্নমূষিকাযাঃ কর্ণ ইব কর্ণঃ পত্রমস্যা বহুব্রী° গিরিকর্ণ ঙীষ্। ১ অপরাজিতালতা।
"ত্রিফলা গিরিকর্ণী চ হংসপাদীচ চিত্রকম্॥" (ভাবপ্রকাশ)
২ যবাস। (শব্দচিন্তামণি)

গিরিকা (স্ত্রী) গিরি স্বার্থে-কন্ টাপ্। ১ বালমূষিকা, ছোট ইঁদুর, নেঙটী। ২ বসুরাজের পত্নী। মহাভারতে ইহার উপাখ্যানটী এইরূপ লিখিত আছে। পুরুবংশে বসু নামে একজন প্রবল পরাক্রমশালী রাজা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার অপর নাম উপরিচর। মহারাজ বসু সমস্ত শত্রু পরাজিত করিয়া পরে কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। দেবতারা তাঁহার তপস্যায় ভীত হইয়া শান্ত বাক্যে তাঁহাকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করেন এবং সেই সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র মহারাজ বসুকে একখানি আকাশগামী রথ প্রদান করেন। মহারাজ ঐ রথে চড়িয়া আকাশপথে গমন করিতেন। তাঁহার রাজধানীর নিকটে শুক্তিমতী নামে একটী নদী ছিল। কোলাহল নামে একটা সচেতন পাহাড় কামার্ত্ত হইয়া শুক্তিমতীকে আক্রমণ করে। মহারাজ পাহাড়ের এইরূপ অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া তাঁহাকে পদাঘাত করেন। রাজার পদাঘাতে দুই পাহাড় বিদীর্ণ হইয়া পড়িল, সেই প্রহারমার্গ দিয়া বেগবতী শুক্তিমতী নদী কল কল করিয়া বহিয়া চলিল। এই নদীর গর্ভে কোলাহলের একটী পুত্র ও একটী কন্যা উৎপন্ন হয়। সেই কন্যার নাম গিরিকা। মহারাজ রূপলাবণ্যবতী গিরিকার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন, ইনি মহারাজ বসুর অতিশয় প্রিয়তমা ছিলেন। (ভারত আদি° ৬৩ অঃ)

গিরিকাণ (পুং) গিরিণা অক্ষিরোগবিশেষেণ কাণ একনয়নহীনঃ ৩তৎ। গিরি নামক চক্ষুরোগে যাহার একটী চক্ষু নষ্ট হইয়াছে।

গিরিক্ষিৎ (ত্রি) গিরি বাচি ক্ষিয়তি অবতিষ্ঠতে ক্ষি-কিপ্ তুগাগমশ্চ, অলুক্‌সমাসঃ যদ্বা গিরৌ গিরিবদুন্নতপ্রদেশে ক্ষিয়তি আতিষ্ঠতে গিরি-ক্ষি কিপ্। ১ বাক্যে অবস্থিত। ২ যিনি পর্ব্বতের ন্যায় উন্নতস্থানে বাস করেন।
"প্র বিষ্ণবে শূষমেতু মন্ম গিরিক্ষিত উরুগায়ায় বৃষ্ণে" (ঋক্ ১।১৫৪।৩) 'গিরিক্ষিতে গিরি বাচি গিরিবদুন্নত প্রদেশে বা তিষ্ঠতে' (সায়ণ।)

গিরিক্ষিপ (ত্রি) গিরিং ক্ষিপতি গিরি-ক্ষিপ-ক। ১ যাহার পর্ব্বত উৎক্ষেপণ করিবার সামর্থ্য আছে। ২ শ্বফল্কের পুত্র, অক্রূরের ভ্রাতা। (হরিবংশ)

গিরিগুড় (পুং) গিরৌ গুড় ইব কন্দুক, গেণ্ডু। (হেম ৩।৩৪৩)

গিরিগৈরিকধাতু (পুং) গিরিস্থিতঃ গৈরিক ধাতুঃ মধ্যলো°। পর্ব্বতস্থিত গৈরিকধাতু।
"অথাপশ্যত্ স হংসবদ্ধোরং গিরিগৈরিকধাতুবৎ।" (ভারত)

গিরিচর (ত্রি) গিরৌ চরতি চর-ট। ১ পর্ব্বতচারী, যে পর্ব্বতে বিচরণ করে।
"গিরিচরইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্ত্তি।" (শকুন্তলা)
(পুং) ২ চোর। ৩ চোরগণের অধিপতি রুদ্রদেব।
"নম উষ্ণীষিণে গিরিচরায়" (বাজসনেয়° ১৬।২২)
'গিরিচরস্তোয়ঃ তদধিপত্বাৎ রুদ্রোঽপি গিরিচরঃ' (মহীধর।)

গিরিচারিন্ (ত্রি) গিরৌ চরতি অবিরতং ভ্রমতি গিরি-চর-ণিনি। যাহারা পর্ব্বতে ভ্রমণ করে, পর্ব্বতচারী।

গিরিজ (ক্লী) গিরৌ জায়তে গিরি-জন-ড। ১ শৈলজ, শিলাজতু। ২ লৌহ। ৩ অভ্র। (মেদিনী) ৪ গৈরিক, গিরিমাটি।

(রাজনি°) (পুং) ৫ পার্ব্বতীয় মধুকবৃক্ষ, পাহাড়েমৌল। ইহার পর্য্যায়—মৌলাক, মধুস্রব। (শব্দমালা) (ত্রি) গিরি জাতি জায়তে গিরি-জন-ড, অনুকর্ষ°। ৬ যাহা যাহে। নিপন্ন হয়, শাকজাত।

"প্রবো মহে মন্দমো বৃহ বিজয়ে মরুতে গিরিজা এব যামরুৎ।" (ঋক্ ৫।৮৭।১) 'গিরিজা যাতি নিপন্নাঃ' (সায়ণ।)

৭ পর্ব্বতজাত, যাহা পর্ব্বতে উৎপন্ন হয়।

গিরিজা (স্ত্রী) গিরৌ জায়তে গিরি-জন-ড-টাপ্। ১ পার্ব্বতী, হিমালয়ের কন্যা, দুর্গা।

"যথা যথা ন গিরিজা মুহ মাধাক্ষয়াগতম্।" (কাশীখণ্ড ৬৬ অঃ)

২মাতুলুঙ্গ, কদলী। (মেদিনী) ৩ শ্বেতবুহ্না। ৪ ক্ষুদ্র পাষাণ ভেদিলতা। ৫ আবর্ত্তাপলতা, বনাজুতুর। ৬ কাকোতুম্ব, ৭ মল্লিকা। ৮ গিরিকদলী। (রাজনি°) ৯ গঙ্গা।

গিরিজাকুমার, ১ কার্ত্তিকেয়। ২ শঙ্করাচার্য্যের একজন শিষ্য।

গিরিজাতনয় (পুং) গিরিজায়াঃ পার্ব্বত্যাঃ তনয়ঃ ৬তৎ। পার্ব্বতীনন্দন, কার্ত্তিকেয়। গিরিজানন্দন প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

গিরিজাপতি (পুং) গিরিজায়াঃ পতিঃ ৬তৎ। পার্ব্বতীপতি, শিব। গিরিজেশ প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

গিরিজামল (ক্লী) গিরিজেষু অমলং ৭তৎ, যদ্বা গিরিজায়া মলং বীজরূপং ৬তৎ। অভ্রক। [অভ্রক দেখ।]

গিরিজাল (ক্লী) গিরীণাং জালং ৬তৎ। গিরিসমূহ পর্ব্বতপঙ্ক্তি।

"গিরিজালাবৃতাং দিশং" (রামায়ণ ৪।৪৩।১১)

গিরিজ্বর (পুং) গিরিং জ্বরয়তি গিরিজ্বর-ণিচ্-অচ্। বজ্র।

গিরিণদ্ধ (পুং) গিরের্ণদ্ধঃ খণ্ডঃ ৬তৎ, বিকল্পে ণত্ব। (গিরিণদ্ধাদীনামুপসংখ্যানম্। পা ৮।৪।১০ বার্ত্তিক) পর্ব্বতের অংশ বা একদেশ।

গিরিণদী (স্ত্রী) গিরিপ্রভূতা নদী মধ্যলো°, বিকল্পে ণত্ব। (গিরিণদ্ধাদীনামুপসংখ্যানম্ পা ৮।৪।১০ বার্ত্তিক) পার্ব্বতীয় নদী।

গিরিণদ্ধ (ত্রি) গিরৌ নদ্ধ আবদ্ধঃ ৭তৎ, পূর্ব্ববৎ ণত্ব। যাহা পর্ব্বতে আবদ্ধ আছে।

গিরিণিতম্ব (পুং) গিরের্নিতম্বঃ ৬তৎ, পূর্ব্ববৎ ণত্ব। পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ।

গিরিত্ত (ত্রি) গির-ক্ত, বা লত্ব মঃ। অক্ষিত। (শব্দরত্না°)

গিরিত্র (পুং) গিরৌ কৈলাসে স্থিত্বা ত্রায়তে গিরি-ত্রৈ-ক। শিব। গিরৌ গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ "(বাজসনেয়স° ১৬।৩) "গিরৌ কৈলাসে স্থিতো ভূতানি ত্রায়তে ইতি গিরিত্রঃ" (মহীধর)

গিরিদুর্গ (ক্লী) গিরৌ দুর্গং ৭তৎ, যদ্বা গিরিরেব দুর্গং। পর্ব্বতোপরিস্থিত দুর্গ। পর্ব্বতের উপরে ও তন্মধ্যে প্রবাহিত নদী বা প্রস্রবণাদি যুক্তস্থানে এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে হয়, ইহাতে যাইবার জন্য অতি ক্ষুদ্র একটী মাত্র পথ থাকে। দুর্গ স্থানে নানাবিধ শস্যাদি পূর্ণক্ষেত্র ও বাগান প্রভৃতি প্রস্তুত করা উচিত। সকল প্রকার দুর্গের মধ্যে গিরিদুর্গ প্রশস্ত।

(মনু ৭।৭০ কুল্লূক)

গিরিদ্বার (ক্লী) গিরেদ্বারঃ ৬তৎ। পর্ব্বতের পথ।

গিরিধর (পুং) ১ বিষ্ণু।

২ একজন বৈয়াকরণ। ইনি সংস্কৃতভাষায় ব্রহ্মসূত্রানু-ভাষ্যবিবরণ ও শুদ্ধাদ্বৈতমার্ত্তণ্ড রচনা করেন।

৩ একজন সংস্কৃত বাস্তুশাস্ত্রপ্রণেতা।

৪ বিভক্ত্যর্থনির্ণয় নামে সংস্কৃত ব্যাকরণপ্রণেতা, ইহার পিতার নাম বাণীশ।

৫ একজন বৈষ্ণব কবি। ইনি ১৩১৮ শকে আষাঢ় মাসে বাঙ্গালাভাষায় শ্রীগোবিন্দের পদামৃত রচনা করেন। ইহার অনুবাদ অতি সরল ও মধুর, তাহাতে কাব্যের রস ও মৌলিক ভাব বেশ বজায় আছে।

গিরিধর গোস্বামী, উর্দ্ধপুণ্ড্রব্যাখ্যা নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার।

গিরিধর দাস, ১ রামকথামৃত নামে সংস্কৃত গ্রন্থকার। ২ দিল্লীনিবাসী একজন হিন্দুস্থানী কবি। ইনি ১৭২২ খৃষ্টাব্দে হিন্দীভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। তাহার ভাষা সরল, মধুর ও ওজোগুণবিশিষ্ট। কবি একখানি হিন্দীভাষায় ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন, তুলসীদাসের ও নিজ গ্রন্থের প্রমাণ লইয়া এই ব্যাকরণ রচিত।

গিরিধর মিশ্র, দৃগ্‌গোলবর্ণন নামক সংস্কৃত জ্যোতিঃশাস্ত্রকার,

গিরিধর সিংহ, একজন রাজপুত নায়ক। ইনি সম্রাট্ মুহম্মদশাহের রাজত্বসময়ে মালবের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে পেশবা বাজিরাওর সহিত যুদ্ধে ইনি প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ভাগিনের দয়ারাম তুল্যপ্রতাপে কিছুকালের জন্য মালবরাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র ইতিহাসে ইনি গিরিধর বাহাদুর নামে খ্যাত।

গিরিধাতু (পুং) গিরের্ধাতুঃ ৬তৎ। উপধাতুবিশেষ, গৈরিক, গিরিমাটি। (রাজনি°)

গিরিধি, ছোট নাগপুরের হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান-রেলওয়ে কোম্পানির মধুপুর শাখা গিরিধি পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এখানে উক্ত কোম্পানির একটী ষ্টেসন আছে। এই রেলপথ প্রায় ২৩ মাইল বিস্তৃত।

ইহার নিকটে করহরবাড়ী নামক স্থানে কয়লার খনি আছে। এই উপবিভাগের ভূমির পরিমাণ ২৫৪৬ বর্গমাইল। ইহার মধ্যে ৩৫৫৩ খানি গ্রাম ও প্রায় ১০৬৫০ ঘর লোকের বসতি আছে। এখানে একটী দেওয়ানী ও দুইটী ফৌজদারী আদালত এবং ইহার অন্তর্বর্তী পচম্বা, গবাম, কড়গ্‌ড়ি, কোদর্ম ও ডুমরী নামক স্থানে এক একটী থানা আছে। এখানকার জলবায়ু ভাল বলিয়া বর্ত্তমান সময়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি জন্য অনেকেই এই স্থানে আসিয়া থাকেন। চলিত কথায় এই স্থানকে গিরিডী বলে।

গিরিধ্বজ (পুং) গিরিনাশকং ধ্বজং ব্রজরূপং যস্য বহুব্রী। ইন্দ্র।

গিরিনখ (পুং) [গিরিণখ দেখ।]

গিরিনগর (ক্লী) দাক্ষিণাপথবর্ত্তী একটী নগর।

"গিরিনগর নগরবদ্ধ গন্ধর্ব্বমালিকাবক্ষকণ্ঠাঃ ॥"

(বৃহৎস° ১৪ অঃ)

গিরিনগর শব্দ ক্ষুভ্রাদি গণান্তর্গত বলিয়া সংজ্ঞার্থে ণত্ব হয় না। ইহার বর্ত্তমান নাম গিরনার বা গির্ণার। [উজ্জয়ন্ত দেখ।]

গিরিনদী (স্ত্রী) [গিরিণদী দেখ।]

গিরিনদ্যাদি (পুং) গিরিনদী আদির্যস্য গণস্য বহুব্রী। পাণিনীয় বার্ত্তিকসম্মত একটী গণ। গিরিনদী, গিরিনখ, গিরিনদ্ধ, গিরিনিতম্ব, চক্রনদী, চক্রনিতম্ব, তূর্য্যমান প্রভৃতি শব্দকে গিরিনদ্যাদিগণ বলে। গিরিনদ্যাদিগণের নকারের স্থানে বিকল্পে ণত্ব হয়। (পা ৮।৪।১০ বার্ত্তিক)

গিরিনন্দিনী (স্ত্রী) গিরের্হিমালয়স্য নন্দিনী। ১ পার্ব্বতী, দুর্গা। ২ গঙ্গা। গিরের্নন্দিনীব। ৩ নদী।

"কলিন্দগিরিনন্দিনীতটসুরদ্রুমালম্বিনী।" (রসগঙ্গাধর)

গিরিনিতম্ব (পুং) [গিরিণিতম্ব দেখ।]

গিরিনিম্নগা (স্ত্রী) গিরিসম্ভবা নিম্নগা। পার্ব্বতীয় নদী।

গিরিনিম্ব (পুং) গিরিসম্ভূতঃ নিম্বঃ। মহানিম্ববৃক্ষ, ঘোড়ানিমগাছ। (রাজনি°)

গিরিপীলু (পুং) গিরিসম্ভূতঃ পীলুঃ। পুরুষক বৃক্ষ, চলিত কথায় ফল্‌সা বলে। (রাজনি°)

গিরিপুর (ক্লী) আনর্ত্তদেশান্তর্গত একটী নগর। [আনর্ত্ত দেখ।]

গিরিপুষ্পক (ক্লী) গিরিজাতং পুষ্পকং। শৈলেয়। (রাজনি°)

গিরিপ্রিয়া (স্ত্রী) গিরিঃ প্রিয়োযস্যাঃ বহুব্রী। মৃগবিশেষ, চমরী। (রাজনি°)

গিরিবুধ্না (স্ত্রী) গিরিবুর্ধ্নইব যস্যাঃ বহুব্রী ততঃ টাপ। নদ।

"গিরিবুর্ধ্না উপচারঃ" (শতপথব্রা° ৭।৪।২।১৮)

গিরিপ্রপাত (পুং) গিরেঃ প্রপাতঃ ৬তৎ। পর্ব্বতের তট, উচ্চস্থান।

গিরিপৃষ্ঠ (ক্লী) গিরেঃ পৃষ্ঠং ৬তৎ। পর্ব্বতের উপরিভাগ।

গিরিপ্রস্থ (পুং) গিরেঃ প্রস্থঃ ৬তৎ। পর্ব্বতের সানু। পর্ব্বতের উপরিস্থ সমতল স্থান।

গিরিবান্ধব (পুং) গিরির্বান্ধবঃ বন্ধুর্যস্য বহুব্রী। শিব।

গিরিফ্‌তার (পারসী) অধিপতি বা শাসনকর্ত্তার আদেশ অনুসারে তাহার নিকটে লইবার জন্য আবদ্ধ বা ধৃত করা।

গিরিফ্‌তারী (পারসী) ১ যে গিরিফ্‌তার করে। ২ যে অনুবাজ্ঞর বলে গিরিফ্‌তার করা হয়।

গিরিভট্ট, সংস্কারকৌমুদী নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার।

গিরিভিদ্ (পুং) গিরিং ভিনত্তি ভিদ্-ক্বিপ্। ১ বৃক্ষবিশেষ, পাষাণভেদক। ২ ইন্দ্র। (ত্রি) ৩ যে পর্ব্বত ভেদ করে।

"মন্তরতে হসংসবো গিরিভিচ্ছেৎ" (কাত্যা°শ্রৌ° ২৫।১৪।২০)

'গিরিং ভিত্বা যা নদ্যাগতা' (কর্ক।)

গিরিভূ (স্ত্রী) গিরৌ ভবতি ভূ-ক্বিপ্। ১ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন ক্ষুদ্রপাষাণভেদক। (রাজনি°) ২ পার্ব্বতী। ৩ গঙ্গা। গিরের্ভূঃ ৬তৎ। ৪ পর্ব্বতভূমি।

"গিরিভুব হব তব মধ্যে ধনঃশিলা সমভবচ্ছতি।"

(আর্য্যাসপ্তশতী ৬১৫)

(ত্রি) ৫ পর্ব্বতোৎপন্ন, যাহা পর্ব্বতে উৎপন্ন হয়।

গিরিভেদ (পুং) গিরিং ভিনত্তি গিরি-ভিদ্ অণ্। (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) উপপদস°। পাষাণভেদক বৃক্ষ, হিমসাগর।

গিরিমল্লিকা (স্ত্রী) গিরিজাতা মল্লিকেব মধ্যলো°। কুটজবৃক্ষ। কুড়চী।

গিরিমান (ত্রি) গিরেরিব মানং পরিমাণং যস্য বহুব্রী। ১ যাহার পরিমাণ পর্ব্বতের তুল্য। (পুং) ২ হস্তী (শব্দর°)

গিরিমাল (পুং) গিরৌ মালঃ সমুচ্চোহস্য বহুব্রী। বাধক বৃক্ষ, ইহাদ্বারা যজ্ঞীয় যূপ প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

"তৈলপাকো বাধকো বা" (কাত্যা°শ্রৌ° ২।৩।৩)

"যূপাভাবতি তৈলাকাষ্ঠনিশঃ বাধকো গিরিমালঃ। (কর্ক)

গিরিমৃদ্ (স্ত্রী) গিরের্মৃৎ ৬তৎ। ১ গৈরিক, গিরিমাটী। (ত্রিকাণ্ড°) ২ পার্ব্বতীয় মৃত্তিকা।

গিরিমৃদ্ভব (ক্লী) গিরিমৃদোদ্ভবতি ভূ অচ্। গৈরিক। (রাজনি°)

গিরিমেদ (পুং) গিরেমেদঃ ইব সারোহস্য বহুব্রী। বিটখদির।

গিরিয়ক (পুং) গিরিং যাতি গিরি যা-ক, ততঃ সংজ্ঞার্থে কন্। গেণ্ডুক, গেঁড়ু। (হেম°)

গিরিয়াক (পুং) গিরিং যাতি যা-ক্বিপ্ ততঃ সংজ্ঞার্থে কন। ১ গেণ্ডুক (শব্দরত্না°)

২ পাটনা জেলার অন্তর্গত পঞ্চান্ নদীর উপকূলে অক্ষা° ২৫° ১´ ৪৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৫° ৩৪´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত একখানি

গ্রাম। এই নদীর পূর্বতীরে গ্রামের নিকটে একটা পাহাড়ের উত্তর-পূর্ব্বে অনেকগুলি প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সেইগুলি সাধারণের দেখিবার জিনিষ। সেখানে ১২ ফিট প্রশস্ত একটী প্রস্তরময় রাস্তা আজও বর্ত্তমান আছে। এই পথ দিয়া গাড়ী, ঘোড়া অনায়াসে যাইতে পারে। এই ক্ষুদ্র পাহাড়ের পশ্চিমে উচ্চ ইষ্টকনির্ম্মিত চালের উপরিভাগে চৌরস্ পাথরের উপরে গ্রেণাইট্ প্রস্তরে নির্ম্মিত কতকগুলি স্তম্ভ ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। পর্ব্বতের পূর্ব্বভাগে ৪৫ ফিট চতুরস্র একটী বেদী আছে, তাহার নাম "জরাসন্ধ-কা চবুতরা"। এই বেদীর উপরে ৫৫ ফিট উচ্চের একটী ইষ্টকনির্ম্মিত স্তম্ভ আছে, তাহার পরিধি ৬৮ ফিট।

সাধারণের বিশ্বাস যে, পূর্ব্বকালে এই স্থানে জরাসন্ধের "প্রমোদগৃহ" ছিল। প্রবাদ আছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে যুদ্ধার্থে আহ্বানকালে এই স্থানে নদী পার হইয়াছিলেন। তাই অনেকে আজও প্রতিবৎসর কার্ত্তিক মাসে এই নদীতে স্নান করিতে আসে।

উক্ত পঞ্চান্ নদীর অপর পারে গিরিয়াক পর্ব্বত। সেই স্থানে জরাসন্ধকৃত অপরাপর অনেক কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। [রাজগৃহ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

গিরিরম্ভা (স্ত্রী) গিরৌ সমুৎপন্না রম্ভা মধ্যলো°। গিরিকদলী, পাহাড়ে কলা। (রাজনি°)

গিরিরাজ (পুং) গিরিষু রাজতে রাজ-ক্বিপ্, ৭তৎ। ১ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ। ২ হিমালয়।

গিরিরাজ (পুং) গিরীণাং রাজা ৬তৎ। হিমালয়।
"সোঽপি কার্পটিকস্তত্র গিরিরাজম্ভাবিতম্।" (কাশীখ°)

গিরিবর্ত্তিকা (স্ত্রী) গিরিসমুৎপন্না বর্ত্তিকা মধ্যলো°। পর্ব্বতীয় পক্ষিবিশেষ, চলিত কথায় পাহাড়ে বর্ত্তক বলে।

গিরিবাসিন্ (পুং) গিরিং বাসয়তি সুরভী করোতি গিরি-বাস-ণিনি। ১ হরিতকন্দ বৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) গিরৌ-বসতি গিরি-বস ণিনি। ২ পর্ব্বতবাসী।

গিরিব্রজ (ক্লী) গিরীণাং পঞ্চানাং ব্রজ আবৃত্ত বহুব্রী। ১ মগধ-দেশান্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। কুশাম্বজ বসু এই নগরটী স্থাপন করেন, ইহা গঙ্গা ও শোণ নদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। জরাসন্ধের সময়ে এই নগরটী মগধের রাজধানী হইয়াছিল। ইহার চতুর্দ্দিকে বৈভার, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক নামে পাঁচটী পর্ব্বত বেষ্টিত থাকায় ইহা শত্রু-পক্ষীয়ের অতিশয় দুর্গম। ইহার চতুঃপার্শ্বে মনোহর উপবন, তাহাই ধর্ম্মারণ্য নামে বিখ্যাত। (ভারত সভা ২০ অঃ)
[রাজগৃহ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

২ কেকয়রাজ অশ্বপতির রাজধানী। (রামা° অযোধ্যা-কাণ্ড) ইহার অপর নাম রাজগৃহ, বর্ত্তমান নাম রাজৌরি।
[কেকয় দেখ।]

গিরিশ (পুং) গিরৌ-শেতে গিরি-শী-ড, যদ্বা গিরিরস্ত্যস্য বসতিত্বেন গিরি অস্ত্যর্থে শ। (লোমাদিপামাদিপিচ্ছাদিভ্যঃ শনেলচঃ। পা ৫।২।১০০) অথবা গিরিং তৎসদৃশং কর্ম্মাশয়ং শ্যতি তনূকরোতি গিরি-শো-ড: শিব।
"ভক্তিঃ কান্তে মন্তে গিরিশযুবতী কাপি সত্তম্।" (কর্পূরাদি)

গিরিশচন্দ্ররায়, নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রপৌত্র ও ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র। ১২০৯ সালে (১৮০২ খৃঃ) পিতার মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ষোড়শবর্ষ মাত্র হইয়াছিল। সেই সময় হইতেই তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব প্রবল হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কিছুকাল বিষয়-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া কর্ম্মচারীগণের উপর কার্য্যভার অর্পণ করেন এবং নিজে ধর্ম্মানুষ্ঠানে মনোযোগ দেন। প্রথমে নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে তৃণাচ্ছাদিত কুটীরে অবস্থান করিয়া অনেক মহাপুরশ্চরণ করেন। কৃষ্ণনগরের আনন্দময়ী কালী ও আনন্দময় শিবমন্দির তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। তিনি এই দেবদেবীর পূজার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ অনেক নিষ্কর ভূমি দান করেন। কিছুকাল পরে তিনি এক রজনীতে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন কোন দেবতা তাঁহাকে কহিতেছেন, আমি নবদ্বীপের ভাগীরথী তীরে ভূগর্ভে অবস্থান করিতেছি, আমাকে নিজ নিকেতনে লইয়া স্থাপন কর।" পরদিনেই তিনি অমাত্য ও কর্ম্মচারী-গণের সহিত সুরধুনীতীরে উপস্থিত হইয়া কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থান খনন করিতে আদেশ দিলেন। উক্তস্থান খুঁড়িতে খুঁড়িতে এক বালুকাময় ভূখণ্ডের ভিতর দিয়ে সকলেই গোপালমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। রাজা মহাসমারোহে ঐ বিগ্রহটী রাজবাটীতে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া 'নবদ্বীপনাথ' নাম রাখিলেন। তাঁহার জন্য একখানি বাটী দান করিলেন ও নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া দিতে অপর্য্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। এই অমিতব্যয়িতা দোষে এবং কর্ম্মচারীগণের কুমন্ত্রণায় দিন দিন তাঁহার সম্পত্তি হ্রাস হইতে লাগিল। পৈত্রিক জমিদারীর ৮৪ পরগণার মধ্যে ৭টী পরগণা ও কতকগুলি নিষ্কর ভূমি মাত্র রহিল। প্রথমা মহিষীর পুত্রাদি হয় নাই। মাতার অনুরোধে গিরিশচন্দ্র ১২১৬ অব্দে পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন এবং এই দ্বিতীয় পত্নীও পুত্রবতী না হওয়ায় তিনি ১২২৬ সালে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে শ্রীশচন্দ্রকে দত্তক গ্রহণ করেন। এ সময় বিলক্ষণ অর্থাভাব থাকিলেও তিনি মহ-

গির্ব্বাহ্বা (স্ত্রী) গিরিং বাণমূর্ত্তিকাকর্ণং আহ্বয়তি স্পর্দ্ধতে অন্তাকারেণ গিরি-আ-হ্বে-ক টাপ্। গিরিহ্বা, অপরাজিতা।
"গিরীয়ঃ কর্ণিকা শ্বেতগির্ব্বাহ্বারজনিদ্বয়ং।"
(সুশ্রুত কল্প° ৫ অঃ)

গির্ব্বণস্ (পুং) গিরা বাচা বন্যতে গির্ বন-কর্ম্মণি অসুন্ পক্ষে দীর্ঘাভাবশ্ছন্দসঃ। ১ দেববিশেষ।
"গির্ব্বণা দেবো ভবতি গীর্ভিরেনং বনয়ন্তি।" (নিরু° ৬।১৪) "সোমাস ইন্দ্র গির্ব্বণঃ (ঋক্ ১।৫।৭) 'গির্ব্বণঃ গীর্ভিঃ স্তুতিভিঃ সম্ভজনীয়ঃ দেববিশেষঃ।' (সায়ণ।)
(ত্রি) গিরা বনন্তি স্তুবন্তি গির্ বন-কর্ত্তরি অসুন্, পক্ষে দীর্ঘাভাবশ্চ পূর্ব্ববৎ। ২ স্তবকর্ত্তা। [গির্ব্বণস্যু দেখ।]

গির্ব্বণস্যু (ত্রি) গির্ব্বণস্-ক্যচ্ উ। ১ যাহারা স্তব করে।
"স হি বীরো গির্ব্বণস্যুর্বিদানঃ।" (ঋক্ ১০।১১১।১) "গির্ব্বণস্যুঃ গীর্ভির্বননীয়ং সংভজনীয় ইতি গীর্ব্বণসঃ স্তোতারঃ বনতেরসুনি রূপং উপপদস্য দীর্ঘাভাবশ্ছান্দসঃ তদাত্মনঃ ইচ্ছন্ ক্যচ্ ক্যাচ্ছন্দসি (পা ৩।২।১৭০) ইতি উ প্রত্যয়ঃ।' (সায়ণ।)

গির্ব্বন্ (ত্রি) গিরা বনতি স্তৌতি গির্-বন্ বিচ্ নিপাতনাৎ উপপদস্য ন দীর্ঘঃ। যাহারা স্তব করে।
"ইন্দ্রো বৈ গির্ব্বা" (শতপথব্রা° ৩।৩।১২৪)

গির্ব্বান্, উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশের বান্দা জেলার দক্ষিণপশ্চিমস্থিত একটী তহসীল। ইহার চারিপার্শ্বেই পর্ব্বতময় উচ্চভূমি। এখানে একটী গ্রেণাইট পাথরের পাহাড় আছে। ইহার ভূপরিমাণ ৩৩১ বর্গমাইল, তন্মধ্যে ১৭৩টী গ্রাম বা মৌজা আছে। এই তহসীলের আসল নাম সিহোন্দা। গির্ব্বান্ নগর ইহার সদর। এই নগরে প্রসিদ্ধ কালিঞ্জর দুর্গ অবস্থিত।

গির্ব্বাহস্ (ত্রি) গিরা স্তুত্যাত্মিকয়া উহ্যতে গির্-বহ-অসুন্ নিপাতনাৎ লোপপদস্য দীর্ঘশ্চ, স্তুতিবাক্য দ্বারা যাহাকে বহন করা হয়, ইন্দ্রাদি দেবগণ।
"আবিঃ ন অগ্নির্গির্ব্বাহো অস্থাঃ।" (ঋক্ ৮।২৪।৮) "গির্ব্বাহো গীর্ভিঃ স্তুতিরূপাভির্ব্বাগ্ভির্বহনীয়েন্দ্র'। (সায়ণ।)

গিল (ত্রি) গিলতি ভক্ষয়তি গিল-ক (ইগুপধেতি। পা ৩।১।১৩৫) ১ ভক্ষক। (পুং) ২ কুম্ভীর। ৩ জম্বীর। (শব্দচন্দ্রিকা)

গিলগিল (ত্রি) গিলং কুম্ভীরং গিলতি গিল-গিল-ক। ১ যে কুম্ভীরকেও গিলিতে পারে। (পুং) ২ গিলগ্রাহ, নক্র, হাঙ্গর।

গিলগ্রাহ (পুং) গিলং গৃহ্ণাতি গিল গ্রহ-অণ্ উপপদস°। নক্র।

গিলজাই, আফগান জাতির একটী শাখা। সচরাচর ইহাদিগকে ঘিলজাই বলে। ইহারা অপরাপর পাঠান অপেক্ষা বীর ও সাহসী। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহারা যুদ্ধবিভায় শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া কিছুকালের জন্য ইস্পাহান্ নগরের সিংহাসন ভোগ করিয়াছিল। এক্ষণে ইহারা কান্দাহারের উত্তর সীমায় কাবুল নদীর তীরবর্ত্তী স্থান এমন কি জালালাবাদ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছে। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা কাবুল আক্রমণ করিলে ইহারা দোস্ত মুহম্মদের সাহায্য করিয়াছিল।

ইহাদের দেখিতে তুর্কীদিগের মত, এরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিয়া খৃষ্টীয় ১১শ ও ১২শ শতাব্দীর আরবীয় প্রত্নতত্ত্ববেত্তারা দিল্লীর তুর্কবংশীয় খিলজী রাজাদিগকে এই গিলজাই বংশসম্ভূত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

গিলন (ক্লী) গিল-ভাবে ল্যুট্। গিল গিলনে ইতি নির্দ্দেশাৎ ন ণত্বঃ। গ্রাসকরণ, গলাধঃকরণ, চলিত কথায় গেলা।

গিলায়ু (পুং) গিলং গিলনং বিনাশনং আয়ুঃ যেন বহুব্রী। পৃষোদরাদিত্বাৎ সকারলোপে সাধু। সুশ্রুতোক্ত কণ্ঠরোগবিশেষ। গলদেশে আমলকীর অস্থির ন্যায় গ্রন্থি জন্মিয়া কঠিন ও বেদনাযুক্ত হইলে এবং দেখিতে কফজ রোগের ন্যায় বোধ হইলে তাহাকে গিলায়ু বলে। রোগী ভোজনকালে ভুক্ত দ্রব্য গলদেশে সংলগ্ন হইয়াছে বলিয়া অনুভব করে। এই রোগে শস্ত্রচিকিৎসা করিতে হয়। (সুশ্রুত নিদান° ১৬ অঃ)

গিলা, স্বনামখ্যাত বৃক্ষের (Mimosa scandens) বীজ। ইহার গুণ রুক্ষ, আস্বাদ তীব্র ও কটু। হরিদ্রা, মরিচ, শুঁট, পিপুল, কালাজিরা ও গিলা একত্র সমভাগ বাটিয়া জলে গুলিয়া লবণ বা ঘৃত সংযোগে আগুনে ফুটাইতে হয়। পরে তাহা সদ্যপ্রসূতিকে নাড়ী ও শরীর শুকাইবার জন্য খাইতে দেয়। ইহার নাম 'কাওয়া ঝাল'। এরূপ চালভাজার সহিত মিশাইয়া 'গুঁড়া ঝাল' প্রস্তুত হয়।

গিলাগাছ (দেশজ) স্বনামখ্যাত গাছ। (Mimosa scandens)

গিলি (স্ত্রী) গিল-ভাবে ইন্। গিলন, গেলা। (অমরটীকা)

গিলিত (ত্রি) গিল-ক্ত। ভক্ষিত। (অমর)

গিলোড্য (পুং) সুশ্রুতোক্ত মধুরবর্গান্তর্গত বৃক্ষবিশেষ, ইহার ফলের রস মধুর।
"কতককিলোড্য ··সমাসেন মধুরোবর্গঃ। (সুশ্রুত সূত্র° ৪২ অঃ)

গিষ্ণু (ত্রি) গায়তি গৈ ইষ্ণু (গাস্থাভ্যাং কিৎ। উণ্ কো° টী°) ১ গায়ক। (পুং) ২ সামবেদগায়ক, সামবেদবেত্তা। কোন কোন আভিধানিকের মতে গিষ্ণু শব্দ।

গিলঘিট্, কাশ্মীররাজ্যের অন্তর্গত একটী জেলা ও উপত্যকা। হিন্দুকুশ পর্ব্বতের দক্ষিণ ঢালুর উপর অথবা হিমালয়পর্ব্বতের বাল্‌তিস্তান ও দারদ্ নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যে

অবস্থিত। ঘাগির্ বা গিলগিট্ নদী উপত্যকার সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বুংজী নগরের ছয় মাইল উত্তরে সিন্ধুনদে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই নগরের পূর্ব্বে ৮টী দুর্গপ্রাকারবেষ্টিত সমৃদ্ধিশালী বাসভূমি ছিল। ঘাগির্ ও চিত্রলের রাজগণের পরস্পর যুদ্ধে ঐ দুর্গ বিধ্বস্ত এবং সেই সঙ্গে সমগ্র গিলগিট্ উপত্যকা শিখদিগের অধিকারভুক্ত হয়। গিলগিট্ জেলা প্রায় ৪০ মাইল বিস্তৃত। ইহার সদর গিলগিট্ নগর, সিন্ধুনদ হইতে ২৪ মাইল দূরে ও সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৮৯০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। এতৎস্থানের ভূমি উর্ব্বরা ও জলবায়ু স্বাস্থ্যকর।

এই স্থানের প্রাচীন নাম সর্গিন্। পরে গিলিত নাম হয়। শিখ অধিকারে আসিয়াই গিলগিট্ নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখনও স্থানীয় শীন্ জাতীয় অধিবাসীরা 'সর্গিন্-গিলিত' বলিয়া থাকে। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর পূর্ব্বে এই স্থানে হিন্দুরাজগণ রাজত্ব করিতেন। ঐ হিন্দুরাজগণের 'রাস' বা 'রাহোরায়' উপাধি ছিল, তাহার অপভ্রংশে মুসলমান অধিকারীরা 'রা' উপাধি গ্রহণ করেন। হিন্দুরাজবংশের শেষ রাজার নাম শ্রীবদত্ত। একজন মুসলমান আক্রমণকারী যুদ্ধে তাঁহাকে নিহত করিয়া তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ঐ কন্যার গর্ভজাত পুত্রগণ 'ত্রখনে' বংশীয় বলিয়া অভিহিত। এক্ষণে ত্রখনেবংশীয় পুত্রগত রা উপাধিধারী কোন রাজার নাম পাওয়া যায় না। নাগরের রাজবংশীয় আলীদাদ খাঁ এখন 'রা' উপাধি পাইয়াছেন, কারণ তাঁহার মাতা 'ত্রখনে' বংশীয়া ছিলেন।

রাজা শ্রীবদত্তের সময় চিত্রল, ঘাগির্, অস্তির্, দরেল, চিলাস, গোর, অস্তোর, হুণজা, নাগর ও হরমোষ প্রভৃতি স্থান তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

এই পার্ব্বত্যপ্রদেশে অসংখ্য উপত্যকা ও গিরিশৃঙ্গ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে ১১টী ১০০০০ হইতে ২০০০০ ফিট, ৭টী ২০০০০ হইতে ২২০০০ ফিট, ৬টী ২২০০০ হইতে ২৪০০০ ফিট ও ৮টী ২৪০০০ হইতে ২৬০০০ ফিট উচ্চ হইবে। একটী পর্ব্বতের ১০০০০ ফিট উপরে স্বাভাবিক জঙ্গল আছে, ঐ জঙ্গলের নিম্নদেশে পশমযুক্ত অসংখ্য পশু যেন চরিতে দেখা যায়। ঐ পর্ব্বতের ১১০০০ ফিট উচ্চে বহু পরিমাণে স্বভাবজাত বন্য পিয়াজ উৎপন্ন হইয়া থাকে। চীনেরা ঐ পর্ব্বতকে মুস্তাগ্ বলে। এই জেলার মধ্য দিয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইয়াছে। রাকাপোষ্ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন নদীতে স্বর্ণ পাওয়া যায়। গ্রামবাসীরা শীতকালে এই নদীতে স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া থাকে

গিলগিট্ নগর ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্তী স্থানে বাস্তোর উপত্যকা। ইহার মধ্যে অনেকগুলি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম আছে। এই স্থানে স্বর্ণ ও খনিজ দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। গিলগিটের প্রাচীন রাজগণ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে উক্ত উপত্যকায় আসিয়া আত্মরক্ষা করিতেন। এখানকার অধিবাসীরা সকলেই শীন্‌বংশীয়। ইহারা শীন্‌ভাষায় কথা কয়।

গিলগিট নগরের এক মাইল দক্ষিণে হুণজা নদী আসিয়া গিলগিট্ নদীতে মিশিয়াছে। ঐ নদীর বাঁকের উত্তর চাপ্রোত জেলা। এখানে চাপ্রোত গ্রামে একটী দুর্গ, আর ছয়খানি গ্রাম আছে। ঐ দুর্গ নদীর সঙ্গমে নির্ম্মিত ও অজেয় দুর্গম। জলপথ ভিন্ন ইহার আর অপরদিকে প্রবেশপথ নাই। সময়ে সময়ে এই দুর্গ গিলগিট্ হুণজা ও নাগররাজগণের অধীনে ছিল, এক্ষণে কাশ্মীররাজের অধিকারভুক্ত।

উত্তরদিক্ হইতে রকিপোষ্ পর্ব্বত অভিমুখে চাহিয়া দেখিলে বোধ হয়, যেন একটী নদীর কিনারা হইতে ক্রমাগত ঊর্দ্ধাভিমুখে পাহাড় উঠিয়াছে। এই পার্ব্বতীয় দৃশ্য অতি মনোহর। ঘাগির, পোনিয়াল্ ও গিলগিটের নিকটবর্তী উপত্যকাবাসী লোকেরা যে বংশ হইতে উৎপন্ন, হুণজা ও নাগরের লোকেরাও সেই বংশীয়, ইহারা শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান। তাহাদের সর্দ্দারকে ইহারা 'থুম' বলিয়া ডাকে। থুম সর্দ্দারেরা যোগলোট ও গিরকিশ নামক দুই যমজ ভ্রাতার বংশধর; খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে ঐ দুই ভ্রাতা বিদ্যমান ছিলেন। নাগরের দুর্গ ও থুমের বাটী বাগিল নামক নদীর কূলে অবস্থিত। গিলগিটের রাস্‌বংশীয় রাজগণের অধিকারকালে থুমগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ইহারা কাশ্মীররাজের অধীন হয়, নাগর-সর্দ্দার তদবধি কাশ্মীররাজকে করস্বরূপ ২১ তোলা স্বর্ণ কর দিয়া থাকেন। ঐ পার্ব্বত্য প্রদেশের উত্তরদিকে 'ছোট তব্বত্' নামে এক বড় তৃণাবৃত একটী স্থান আছে, এখানে গোয়েবাদি নামক এক ভ্রমণকারী জাতি বাস করে। এই রাজ্যের উত্তরপূর্ব্বে পক্‌পু ও শাকপু নামে দুই জাতির বাস। ইহাদের সংখ্যা দশ হাজারের অধিক হইবে। ইহারা হুণজা সর্দ্দারকে প্রতি বৎসর কর দিয়া থাকে। ইহাদের দেখিতে অতিশয় সুন্দর। গায়ের বর্ণ তাম্রের মত লাল। হুণজার উত্তরে সিরিকোল নামক পার্ব্বতীয় রাজ্য। হুণজা সর্দ্দারবংশের নাম "আয়েসে" অর্থাৎ (স্বর্গীয়)। পূর্ব্বে ইহারাও সাহোরাজগণের অধীন ছিল। হুণজা আটটী জেলায় বিভক্ত, প্রত্যেক জেলায় এক একটী কেল্লা আছে।

ছন্দোবতী নামক চতুর্থশ্রুতিতে সমাপ্ত হয় এবং মধ্যম মার্জনী নামক ত্রয়োদশ শ্রুতিতে বিরত হয়। ছন্দোবতী ও মার্জনীর মধ্যে দয়াবতী, রঞ্জনী, রক্তিকা, রৌদ্রী, ক্রোধা, বজ্রিকা, প্রসারিণী ও প্রীতি এই আটটী শ্রুতি আছে, অতএব মধ্যম ষড়্জের সংবাদী। এই প্রকার দ্বাদশ শ্রুতি ব্যবধান বলিয়া পঞ্চমও ষড়্জের সংবাদী। ঋষভের সংবাদী ধৈবত, গান্ধারের নিষাদ, মধ্যমের ষড়্জ, পঞ্চমের ষড়্জ, ধৈবতের ঋষভ এবং নিষাদের গান্ধার সংবাদী। (সঙ্গীতর° ২।৪৩)

গীতের অংশরূপে যে স্বর কল্পিত হয়, তাহার স্থানে তাহার সংবাদী স্বর প্রয়োগ করিলে, তাহাকে রাগ বলা যাইতে পারে না, অথবা রাগের জাতি বিনষ্ট হয়। পূর্ব্ব সংবাদী স্থলে উত্তর সংবাদীর প্রয়োগে রাগের অভাব এবং উত্তর সংবাদীস্থলে পূর্ব্ব সংবাদীর প্রয়োগে জাতি হানি হইয়া থাকে।

নিষাদ ও গান্ধার অপর স্বরের বিবাদী। কোন সংগীতবিদের মতে ঐ দুইটী স্বর ঋষভ এবং ধৈবত স্বরেরই বিবাদী, অপর স্বরের নহে। আবার কোন কোন সংগীতবেত্তা বলেন যে, ঋষভ এবং ধৈবত নিষাদ ও গান্ধারের বিবাদী স্বর। গীতে নির্দ্দিষ্ট স্বরের স্থানে তাহার বিবাদীর প্রয়োগে রাগের বাদীত্ব, অনুবাদিত্ব ও সংবাদিত্ব নষ্ট হয়। যে দুইটী স্বর পরস্পর সংবাদী বা বিবাদী হয় না, তাহারা পরস্পর অনুবাদী হইয়া থাকে। গীতে নির্দ্দিষ্ট বাদী স্বরের স্থলে অনুবাদীর প্রয়োগ করা যাইতে পারে, ইহাতে জাতিরাগের কোন অনিষ্ট নাই। (সঙ্গীতর° ২।৪৭)

শার্ঙ্গদেবের মতে ষড়্জ, গান্ধার ও মধ্যম এই তিনটী স্বর দেবকুলে সমুৎপন্ন, পঞ্চম পিতৃকুলে, ঋষভ ও ধৈবত ঋষিকুলে এবং নিষাদ অসুরবংশে উৎপন্ন হইয়াছে। ষড়্জ, মধ্যম ও পঞ্চম ব্রাহ্মণ, ঋষভ ও ধৈবত ক্ষত্রিয়, নিষাদ ও গান্ধার বৈশ্য এবং অন্তর ও কাকলী শূদ্রবর্ণ। সাতটী মৌলিক স্বর যথাক্রমে—রক্ত, ঈষৎপীত, অতিপীত, শুভ্র, কৃষ্ণ, পীত ও কর্ব্বুরবর্ণ এবং জম্বু, শাক, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাল্মলী, শ্বেত ও পুষ্করদ্বীপে উৎপত্তিলাভ করিয়াছে। সংগীতশাস্ত্রে বেদমন্ত্রের ন্যায় এই সকল স্বরের ঋষি, ছন্দঃ এবং দেবতারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ষড়্জ ও ঋষভস্বর বীর, অদ্ভুত ও রৌদ্ররসে, ধৈবত বীভৎস ও ভয়ানকরসে, গান্ধার ও নিষাদ করুণরসে এবং মধ্যম ও পঞ্চম হাস্ত অথবা শৃঙ্গার রসে সমধিক প্রয়োগ বা বাদী করা উচিত। (৩)

মূর্চ্ছনা, তান, জাতি ও গ্রাহাংশযুক্ত স্বরসমূহকে গ্রাম বলে। স্বরগ্রাম তিনটী ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার; মনুষ্য লোকে প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রাম অবলম্বনেই গীত ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। গান্ধার গ্রাম মনুষ্যের মধ্যে চলিত নাই, উহা কেবল দেব লোকেই প্রচলিত। যে স্বরসমূহের মধ্যে পঞ্চম স্বরটী স্বীয় চতুর্থ শ্রুতিতে অবস্থিত অর্থাৎ অবিকৃত, তাহাকে ষড়্জ গ্রাম বলে। যে স্বর সমূহে পঞ্চমটী নিজ তৃতীয় শ্রুতিতে বিশ্রান্ত অর্থাৎ বিকৃত, তাহার নাম মধ্যম গ্রাম। সঙ্গীতদর্পণের মতে স্বরসমূহের মধ্যে ধৈবত ত্রিশ্রুতি বা অবিকৃত থাকিলে ষড়্জ গ্রাম এবং ধৈবত স্বরটী পঞ্চমের চতুর্থ শ্রুতি গ্রহণ করিয়া চতুঃশ্রুতি বা বিকৃত হইলে মধ্যম গ্রাম বলা যাইতে পারে। স্বরসমূহের মধ্যে গান্ধার ঋষভের অন্তিম ও মধ্যমের আদিশ্রুতি অবলম্বনে চতুঃশ্রুতি, ধৈবত পঞ্চমের অন্তিমশ্রুতি এবং নিষাদ ধৈবতের অন্তিম ও ষড়্জের আদি শ্রুতি গ্রহণ করিয়া বিকৃত হইলে তাহার নাম গান্ধার গ্রাম। মতঙ্গের মতে মধ্যম গ্রামে পঞ্চম, ষড়্জ গ্রামে ধৈবত এবং উভয় গ্রামেই মধ্যম স্বরের স্থিতি আবশ্যক। ইহাদের লোপ অর্থাৎ উচ্চারণ না থাকিলে গ্রাম হয় না, কিন্তু আবশ্যক মতে উহা ব্যতীত অপর স্বরের লোপ করিলেও গ্রাম হইয়া থাকে। (১)

ষড়্জ গ্রামের অধিপতি ব্রহ্মা, মধ্যমের বিষ্ণু এবং গান্ধার গ্রামের অধিপতি মহাদেব। হেমন্ত ঋতুর পূর্ব্বাহ্নে ষড়্জ গ্রাম, গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে মধ্যম গ্রাম এবং বর্ষাঋতুর অপরাহ্নে গান্ধার গ্রাম অবলম্বন করিয়া গান করা উচিত। (২)

মূর্চ্ছনা—ক্রমানুসারে সাতটী স্বরের আরোহণ অর্থাৎ পর পর রূপে ষড়্জ প্রভৃতি সাতটী স্বরের উচ্চারণ এবং ব্যুৎক্রমে অবরোহণ অর্থাৎ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব ভাবে নিষাদ প্রভৃতি স্বরের উচ্চারণের নাম মূর্চ্ছনা। বাস্তবিক পক্ষে উক্ত আরোহণ ও অবরোহণযুক্ত স্বরসমূহের নামই মূর্চ্ছনা। ইহাতে রাগ মূর্চ্ছিত অর্থাৎ বর্দ্ধিত হয় বলিয়া মূর্চ্ছনা নাম হইয়াছে। (ভূপালসিংহ, সঙ্গীতর° ৩৯।) ষড়্জ গ্রামে উত্তরমন্দ্রা, রজনী, উত্তরায়তা, শুদ্ধ ষড়্জা, মৎসরীকৃতা, অশ্বক্রান্তা এবং অভিরুদ্গতা নামক সাতটী মূর্চ্ছনা আছে, এইরূপ মধ্যম গ্রামে সৌবীরী, হারিণাশ্বা, কলোপনতা, শুদ্ধমধ্যা, মার্গী, পৌরবী ও হৃষ্যকা নামে সাতটী এবং গান্ধার গ্রামে নন্দা, বিশালা, সুমুখী, চিত্রা, চিত্রবতী, সুখা এবং

(৩) "স-রী বীরেঽদ্ভুতে রৌদ্রে ধো বীভৎসে ভয়ানকে।
কার্য্যো গ-নী তু করুণে হাস্তশৃঙ্গারয়োর্মপৌ॥" (সঙ্গীতর° ২।৫৩)

(১) "পঞ্চমং মধ্যমগ্রামে ষড়্জগ্রামেতু ধৈবতম্।
অলোপিনং বিজানীয়াৎ সর্ব্বত্রৈবতু মধ্যমং॥" (সঙ্গীতদ° ৩৭ টী)

(২) "হেমন্তগ্রীষ্মবর্ষাসু গ্রামত্রয় যথাক্রমম্।
পূর্ব্বাহ্নকালে মধ্যাহ্নে পরাহ্নে জ্ঞাতব্যবিধিঃ॥" (সঙ্গীতদ° ৩৮)

আলাপী নামক সাতটী মূর্চ্ছনা আছে। গান্ধার গ্রাম মনুষ্য-লোকে চলিত নাই বা হইতে পারে না বলিয়া লৌকিক সঙ্গীত-শাস্ত্রে গান্ধার গ্রামের বিশেষ কথা নাই এবং তাহার মূর্চ্ছনার লক্ষণাদিও জানিতে পারা যায় না। (৩)

মধ্যস্থানস্থিত ষড়্জ হইতে আরম্ভ করিয়া নিষাদ পর্য্যন্ত যথাক্রমে অবরোহণ এবং নিষাদ হইতে আরম্ভ করিয়া ষড়্জ পর্য্যন্ত ব্যুৎক্রমে আরোহণ করিলে ষড়্জগ্রামের প্রথমা মূর্চ্ছনা উত্তরমন্দ্রা উৎপন্ন হয়। এই প্রকার মন্দ্রস্থানস্থিত নিষাদ প্রভৃতি ছয়টী স্বর হইতে আরম্ভ করিয়া নিয়মিতরূপে আরোহণ এবং অবরোহণ করিলে রজনী প্রভৃতি অপর ছয়টী মূর্চ্ছনা হয়। মধ্যস্থানস্থিত মধ্যমস্বর হইতে আরম্ভ করিয়া যথানিয়মে আরোহণ এবং অবরোহণ করিলে মধ্যমগ্রামের প্রথমা মূর্চ্ছনা সৌবীরী উৎপন্ন হয়। এই প্রকার ষড়্জ স্থানস্থিত নিষাদ প্রভৃতি অপর ছয়টী স্বর হইতে আরম্ভ করিয়া আরোহণ ও অবরোহণ করিলে হারিণাশ্বা প্রভৃতি অপর ৬টী মূর্চ্ছনা হইয়া থাকে। যে স্বর হইতে আরোহণ আরম্ভ করিয়া যে স্বরে থামিতে হয় এবং যে স্বর হইতে অবরোহণ আরম্ভ করিয়া যে স্বর পর্য্যন্ত মূর্চ্ছনা সমাপ্ত হয়, তাহা স্বরের সংক্ষিপ্ত নাম দ্বারা নিম্নে লিখিত হইল। সঙ্গীতশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে যাহার উপরে বিন্দু আছে, তাহা মন্দ্রস্থানীয় এবং যাহার উপরে ঊর্দ্ধ-রেখা থাকিবে, তাহা তারস্থানীয়, তদ্ব্যতীত মধ্যস্থানীয় জানিবে। বামদিকের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া ডানদিকের শেষ স্বর পর্য্যন্ত যাওয়ার নাম আরোহ এবং ডানদিকের শেষ স্বর আদি করিয়া বামক্রমে বামের শেষ স্বরে উপস্থিত হওয়ার নাম অব-রোহ জানিবে। (৪)

ষড়্জ গ্রামের মূর্চ্ছনা।

১ম উত্তরমন্দ্রা—স রি গ ম প ধ নি।

২য় রজনী—নি স রি গ ম ম প ধ।

৩য় উত্তরায়তা—ধ নি স রি গ ম প।

৪র্থ শুদ্ধষড়্জা—প ধ নি স রি গ ম।

৫ম মৎসরীকৃতা—ম প ধ নি স রি গ।

৬ষ্ঠ অশ্বক্রান্তা—গ ম প ধ নি স রি।

৭ম অভিরুদ্গতা—রি গ ম প ধ নি স।

মধ্যম গ্রামের মূর্চ্ছনা।

১ম সৌবীরী—ম প ধ নি স রি গ।

২য় হারিণাশ্বা—গ ম ম প ধ নি স।

৩য় কলোপনতা—রি গ ম প ধ নি স

৪র্থ শুদ্ধমধ্যা—স রি গ ম প ধ নি।

৫ম মার্গী—নি স রি গ ম প ধ।

৬ষ্ঠ পৌরবী—ধ নি স রি গ ম প।

৭ম হৃষ্যকা—প ধ নি স রি গ ম।

মধ্যম গ্রামের ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম মূর্চ্ছনার সহিত ষড়্জ গ্রামের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ মূর্চ্ছনার কোন ভেদ নাই বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ষড়্জ গ্রামের পঞ্চমটী চতুঃশ্রুতি এবং মধ্যম গ্রামের পঞ্চম ত্রিশ্রুতি এই কারণে উহাদের পরস্পর বিলক্ষণ ভেদ হইয়া থাকে। মতঙ্গ ও নন্দি-কেশ্বরের মতে প্রত্যেক মূর্চ্ছনায় দ্বাদশটী স্বর হইয়া থাকে (১)। তাঁহাদের মত সিদ্ধ-মূর্চ্ছনার আকার এইরূপ—

ষড়্জ গ্রামের মূর্চ্ছনা।

১মা—ধ নি স রি গ ম প ধ নি স রি গ।

২য়া—নি স রি গ ম প ধ নি স রি গ ম।

৩য়া—স রি গ ম প ধ নি স রি গ ম প।

৪র্থী—রি গ ম প ধ নি স রি গ ম প ধ।

৫মী—গ ম প ধ নি স রি গ ম প ধ নি।

৬ষ্ঠী—ম প ধ নি স রি গ ম প ধ নি স।

৭মী—প ধ নি স রি গ ম প ধ নি স রি।

মধ্যম গ্রামের মূর্চ্ছনা।

১মা—নি স রি গ ম প ধ নি স রি গ ম।

২য়া—স রি গ ম প ধ নি স রি গ ম প।

৩য়া—রি গ ম প ধ নি স রি গ ম প ধ।

৪র্থী—গ ম প ধ নি স রি গ ম প ধ নি।

৫মী—ম প ধ নি স রি গ ম প ধ নি স।

৬ষ্ঠী—প ধ নি স রি গ ম প ধ নি স রি

৭মী—ধ নি স রি গ ম প ধ নি স রি গ।

আদিসঙ্গীতশাস্ত্রপ্রণেতা ভরতমুনির মতে গান বা বাদ্য সময়ে যে স্থলে কণ্ঠ বা হস্ত কম্পিত হয়, তাহারই নাম

(৩) "তান্ত বর্গে প্রযোক্তব্যা বিশেষাত্তেন বোধিতাঃ।" (সঙ্গীতর° ৩২৩ টী°)

(৪) "মন্দ্রো বিন্দুশিরা ভবেৎ। ঊর্দ্ধরেখাশিরাস্তারোঽপিনো।" (সঙ্গীতরত্না° ৩১৩ টী°)

(১) "দ্বিতীয়াঃ সপ্তস্বরকাদি দ্বাদশ স্বরমূর্চ্ছনাঃ।" (মতঙ্গ)

"দ্বাদশস্বরসম্পন্না জ্ঞাতব্যা মূর্চ্ছনা বুধৈঃ।" (নন্দিকেশ্বর)

মূর্চ্ছনা। ভরতমতের মতে ষড়্জাদি স্বর হইতে ধৈবতাদি স্বরের উত্থান যে স্থানে বিরাম হয়, তাহাকে মূর্চ্ছনা বলে।

এই সকল মূর্চ্ছনা আবার চারি প্রকার—শুদ্ধা, সকাকলী, সান্তরা এবং কাকল্যন্তরযুক্তা। মূর্চ্ছনায় যে যে স্বর বিকৃত বা অবিকৃত উক্ত হইয়াছে, তাহা ঠিক সেইরূপ থাকিলে শুদ্ধমূর্চ্ছনা বলে। নিষাদ স্বর ষড়্জের শ্রুতিদ্বয় গ্রহণ করিয়া চতুঃশ্রুতি হইলে তাহাকে কাকলী বলে। যে মূর্চ্ছনায় চতুঃশ্রুতি নিষাদ বা কাকলী থাকে, তাহাকে সকাকলী বলে। গান্ধার স্বর মধ্যমের শ্রুতিদ্বয় গ্রহণ করিয়া চতুঃশ্রুতি হইলে তাহাকে অন্তর বলে, যে মূর্চ্ছনায় গান্ধার অন্তর বা চতুঃশ্রুতি তাহার নাম সান্তরা। যদি একটী মূর্চ্ছনা অন্তর এবং কাকলীযুক্ত হয়, তবে তাহাকে কাকল্যন্তরযুক্তা বলে। এই চারি প্রকার মূর্চ্ছনা প্রথমাদি স্বর হইতে আরম্ভ ভেদে আবার সাত প্রকার হয়। অতএব সর্ব্বসমেত ৩৯২ প্রকার মূর্চ্ছনা। (৭×২=১৪, ১৪×৪=৫৬, ৫৬×৭=৩৯২।) (সঙ্গীতরত্নাকর ৩।১৯)

যক্ষ, রাক্ষস, নারদ, ব্রহ্মা, সর্প, অশ্বিনীকুমার এবং বরুণ ইহারা যথাক্রমে ষড়্জগ্রামের সাতটী মূর্চ্ছনার অধিপতি। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বায়ু, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, দ্রুহিণ ও ভানু ইহারা যথাক্রমে মধ্যমের সাতটী মূর্চ্ছনার অধিপতি। যে মূর্চ্ছনার যে অধিপতি নির্দ্দেশ করা হইল, তিনি সেই মূর্চ্ছনায় প্রীতিলাভ করেন।

যে প্রকার আরোহ এবং অবরোহক্রমযুক্ত স্বরসমূহকে মূর্চ্ছনা বলে, সেইরূপ কেবল আরোহক্রমযুক্ত স্বরসমূহকে তান বলা যায়। তান প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, শুদ্ধ তান ও কূট তান। মূর্চ্ছনা একস্বরহীন হইয়া ষট্স্বর এবং দুই স্বর হীন হইয়া পঞ্চস্বর হইলে তাহাকে শুদ্ধতান বলে। ষট্স্বর শুদ্ধতানকে ষাড়ব এবং পঞ্চস্বর-শুদ্ধতানকে ঔড়ব বলা যাইতে পারে।

ষাড়ব শুদ্ধতান সর্ব্বসমেত ঊনপঞ্চাশটী। ষড়্জ গ্রামের সাতটী মূর্চ্ছনা ষড়্জ, ঋষভ, পঞ্চম বা নিষাদ। ইহার মধ্যে কোন একটী হীন হইয়া ২৮টী ষাড়ব শুদ্ধতান উৎপন্ন হয় এবং মধ্যম গ্রামের সাতটী মূর্চ্ছনা ষড়্জ, ঋষভ ও গান্ধার ইহার মধ্যে কোন একটী হীন হইয়া ২১টী ষাড়ব শুদ্ধতান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ঔড়ব শুদ্ধতান সর্ব্বসমেত ৩৫টী। ষড়্জ গ্রামের সাতটী মূর্চ্ছনা হইতে ষড়্জ ও পঞ্চমহীন সাতটী গান্ধার ও নিষাদহীন হইলে সাতটী এবং ঋষভ ও পঞ্চম হীনে সাতটী এই একবিংশতি তান হইয়া থাকে। এই প্রকার মধ্যম গ্রামের মূর্চ্ছনা হইতে ঋষভ ও ধৈবত না থাকিলে সাতটী এবং গান্ধার ও নিষাদের অভাবে সাতটী এই চৌদ্দ তান হয়। সর্ব্বসমেত তানের সংখ্যা ৮৪টী।

পূর্ণ বা অসংপূর্ণ মূর্চ্ছনা ব্যুৎক্রমে উচ্চারিত হইলে তাহাকে কূটতান বলে। পূর্ণ মূর্চ্ছনায় যে কূটতান উৎপন্ন হয়, তাহাকে পূর্ণ এবং অসংপূর্ণ মূর্চ্ছনায় যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকে অসংপূর্ণ কূটতান বলে। একটী পূর্ণ মূর্চ্ছনায় ৫০৪০টী পর্য্যন্ত কূটতান হইতে পারে। পূর্ণ মূর্চ্ছনা ৫৬টী। অতএব পূর্ণ কূটতান ২৮২২৪০টী হইতে পারে।

পূর্ণ মূর্চ্ছনায় অন্য একটী না থাকিলে ষট্স্বর অসংপূর্ণ কূট তান হয়। এই প্রকার দুইটীর অন্যস্বরের অভাবে পঞ্চস্বর, ৩টীর অভাবে চতুঃস্বর, ৪টীর অভাবে ত্রিস্বর, পাঁচটী না থাকিলে দ্বিস্বর এবং অন্য ছয়টীর স্বর না থাকিলে একস্বর কূটতান বলা যাইতে পারে। এইরূপ প্রত্যেক মূর্চ্ছনায় ৬টী করিয়া অসংপূর্ণ কূট তান হইয়া থাকে। ষট্স্বর কূট তানের নাম ষাড়ব, পঞ্চস্বর ঔড়ব, চতুঃস্বর স্বরান্তর, ত্রিস্বর সামিক, দ্বিস্বর গাথিক এবং একস্বরের নাম আর্চিক। এই ষাড়ব প্রভৃতিকে সঙ্গীতশাস্ত্রে ক্রম নামে উল্লেখ করা হয়। [তানের অপর বিবরণ তান শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পূর্ব্ব কথিত স্বরসমূহের মধ্যে কোন কোন স্বর অপর স্বরে সাধারণ হইয়া থাকে। সঙ্গীতশাস্ত্রে তাহাকে সাধারণ নামে উল্লেখ করা হয়। এই সাধারণ দুইপ্রকার স্বরসাধারণ ও জাতিসাধারণ। স্বর-সাধারণ আবার চারিভাগে বিভক্ত—কাকলী, অন্তর, ষড়্জ ও মধ্যম সাধারণ। কাকলী ও অন্তরের লক্ষণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। কাকলী স্বর ষড়্জ ও নিষাদের এবং অন্তর স্বর গান্ধার ও মধ্যমের সাধারণ হয়। গানক্রিয়াতে ষড়্জের উচ্চারণের পর অবরোহ ক্রমে প্রথমে কাকলী ও তৎপরে ধৈবতের প্রয়োগ করা উচিত। এই প্রকার মধ্যমের পরে অন্তর ও ঋষভ প্রযোজ্য। শার্ঙ্গদেবের মতে জাতি রাগাদিতে কাকলী বা অন্তরের অল্প প্রয়োগ করা উচিত। নিষাদ ও যথাক্রমে ষড়্জের আদি ও অন্ত্য শ্রুতি গ্রহণ করিলে তাহাদিগকে ষড়্জ সাধারণ বলা যাইতে পারে। গান্ধার ও পঞ্চম যথাক্রমে মধ্যমের আদ্য ও অন্তিম শ্রুতি অবলম্বন করিলে মধ্যম সাধারণ হয়। ষড়্জ সাধারণ ষড়্জ গ্রামে এবং মধ্যম গ্রামে মধ্যম সাধারণ প্রযোজ্য। কৈশিকে উভয় সাধারণও প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

তদংশভূমিক হইতে এক গ্রামে উৎপন্ন সমান অংশ ও স্বরযুক্ত জাতিতে পরস্পর সমান স্বরকে জাতি সাধারণ বলে। (সঙ্গীতরত্নাকর ১।৬)

সংগীতদর্পণের মতে—রাগালাপযুক্তকেই জাতি সাধারণ নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। কোন কোন সঙ্গীতবেত্তার মতে কৌশিক প্রভৃতি রাগের নাম জাতি-সাধারণ।

স্বরের যথানিয়মে উচ্চারণ করার নাম বর্ণ, ইহাকেই গান বা গীত শব্দে উল্লেখ করা হয়। এই গান ক্রিয়া বা স্বরের উচ্চারণ চারিপ্রকার—স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী। একটি স্বরের কিয়ৎক্ষণ পরে পরে উচ্চারণকে স্থায়ী বলে। যথা, ষড়্জের সা সা সা। মধ্যমের মা মা মা ইত্যাদি। যে উচ্চারণে আরোহ এবং যাহাতে অবরোহ হয়, তাহাদিগকে যথাক্রমে আরোহী ও অবরোহী বলে। যে উচ্চারণে এই তিনটী লক্ষণই লক্ষিত হয়, তাহার নাম সঞ্চারী। সঙ্গীতবেত্তারা এই সকল গীত বা উচ্চারণের আবার কতকগুলি অলঙ্কার নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাতে গানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হয়। [গীতালঙ্কার সঙ্গীতশাস্ত্রে দ্রষ্টব্য।]

গীতের প্রারম্ভে যে স্বরটী স্থাপিত হয়, তাহাকে গ্রহস্বর, গীতসমাপক স্বরের নাম ন্যাসস্বর এবং গীতে যাহার বহুল প্রয়োগ আছে, তাহাকে অংশস্বর বলে।

সঙ্গীতশাস্ত্রে জাতির ত্রয়োদশটী লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রহ, অংশ, তার, মন্দ্র, ন্যাস, অপন্যাস, সংন্যাস, বিন্যাস, বহুত্ব, অল্পত্ব, অন্তরমার্গ, ষাড়ব এবং ঔড়ব। এই ত্রয়োদশ লক্ষণ যাহাতে লক্ষিত হয়, তাহারই নাম জাতি।

পূর্ব্বে যে গ্রামের কথা বলা হইয়াছে, সেই গ্রাম হইতে রাগ উৎপন্ন হয়। ইহা মনুষ্য প্রভৃতির চিত্তরঞ্জক বলিয়া আদি সঙ্গীতবেত্তারা ইহার "রাগ" এই সংজ্ঞা দিয়াছেন। সংগীতদর্পণে লিখিত আছে যে, শিব ও শক্তির যোগে শিবের মুখ হইতে শ্রীরাগ, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম ও মেঘনামক রাগ উৎপন্ন হয় এবং গিরিজার মুখ হইতে নটরাগ উৎপন্ন হয়। (সংগীতদর্পণ রাগাধ্যায় ৯-১১।) ইহাতে বোধ হয় যে, সর্ব্বপ্রথমে কেবল ছয়টী রাগই ছিল, সঙ্গীতবেত্তারা তৎপরে তাহা হইতে অপর রাগ, রাগিণী, উপরাগ প্রভৃতিও সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রে সর্ব্বসমেত বিংশতিপ্রকার রাগ ও ছত্রিশ প্রকার রাগিণী নিরূপিত হইয়াছে এবং রাগিণীকে রাগের ভার্য্যা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। [রাগ-রাগিণী শব্দ দেখ।] বিভিন্ন কালে সেই সকল রাগ-রাগিণী হইতেই শুদ্ধ ও মিশ্রভাবে অনেক গীতের আবিষ্কার হইয়াছে। প্রাচীন তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, প্রাচীন আর্য্য হিন্দুগণ হইতেই সর্ব্বপ্রথমে সংগীতবিদ্যার সৃষ্টি হয়। পরে অপর জাতীয়েরা ইহাতে উন্নতি লাভ করিয়াছে। মুসলমানের আধিপত্য-সময়ে সঙ্গীতবিদ্যার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

(ত্রি) গৈ কর্ম্মণি ক্ত। ২ শব্দিত। (মেদিনী) ৩ স্তুত। ৪ যাহার গান করা হইয়াছে।

"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা" শ্রীধর।

গীতক (ক্লী) গীতমেব গীত-স্বার্থে কন্। গীত।

"নৃত্যৈঃ সবাদ্যৈরুপদেবগীতকৈঃ" (ভাগবত ৮।১৫।২১)

গীতকণ্ডিকা (স্ত্রী) গীতস্য কণ্ডিকা ৬তৎ। সামবেদের পরিশিষ্ট।

গীতক্রম (পুং) গীতস্য ক্রমঃ ৬তৎ। তানবিশেষ। [গীত দেখ।]

গীতগোবিন্দ (পুং) গীতো গোবিন্দো যত্র বহুব্রী। মহাকবি জয়দেব কৃত একখানি গ্রন্থ। ইহাকে গীতকাব্যও বলা যাইতে পারে। জয়দেব ইহাতে কবিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, কবিতাগুলি অতিশয় মধুর ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট গীতরূপে প্রায় সমস্ত কৃষ্ণচরিতই বর্ণিত আছে, সকল কবিতাই শৃঙ্গাররস-সংশ্লিষ্ট। এই গ্রন্থখানি দ্বাদশসর্গে বিভক্ত। সংস্কৃতে এরূপ ধরণের কাব্য প্রায়ই লক্ষিত হয় না।

গীতগোবিন্দে শৃঙ্গার রসের আধিক্য দেখিয়া কেহ কেহ বলেন যে, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা কষ্টসাধ্য হেতু যখন সগুণভাবে কৃষ্ণরূপ ধ্যেয়, তখন শৃঙ্গার ভাব বর্ণনা করা জয়দেবের উচিত হয় নাই। কিন্তু কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় সুবুদ্ধিমান্ ও সত্যাবগ্রাহী পণ্ডিতেরা এই গ্রন্থের গূঢ়তত্ত্ব এবং ভক্ত্যুচ্ছ্বাসক প্রণালীতে মোহিত হইয়া উক্ত কারণে দোষারোপ না করিয়া ইহার অশেষ গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা ইহার রূপকরচনার অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতদ্দেশের সুপ্রাজ্ঞ ভক্তবৃন্দের কথা দূরে থাকুক, বিদেশীয় অহিন্দু নানা বিদ্যাবিশারদ ভাষাতত্ত্বজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিৎ অনেকেই গীতগোবিন্দ পাঠে মোহিত হইয়া তৎমধুরতার মধুময়ছন্দ নির্ঝর ভাবপীযূষসিক্ত প্রবন্ধ আলোচনা করিয়া কি শব্দবিন্যাসে ইহার গুণ কীর্ত্তন করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। সর্ব্বপ্রথম সর্ উইলিয়ম্ জোন্স ইংরাজিভাষায়, পণ্ডিত ল্যাসেন ল্যাটিন্ভাষায়, রুকর্ট জর্ম্মণ ভাষায় এবং সুকবি এড্উইন্ আর্ণল্ড ইংরাজী কাব্যে এই গ্রন্থের অনুবাদে এই প্রেমসম্বন্ধীয় মহাপ্রয়োজনীয় বিষয়ের অলৌকিক সুন্দর মর্ম্ম লিখিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই ভাগবতের ১০ অধ্যায় ভাবানুযায়িক ইহার অর্থ বুঝিতে এবং বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার অনেক টীকা ও অনেকগুলি প্রাচীন বঙ্গানুবাদ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে রসময়দাস ও কবিগিরিধর কৃত পদ্যানুবাদ প্রধান। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, প্রভৃতির রচিত পদরচনায় গীতগোবিন্দের রচনা কৌশল

পুষ্ট হয়। চৈতন্যদেব গীতগোবিন্দ পাঠানুরক্ত ছিলেন এবং অর্থ বুঝাইতে আনন্দানুভব করিতেন, তাহা চৈতন্যচরিতামৃতে প্রকাশ আছে। গীতগোবিন্দের গীতগুলি মাত্রাবৃত্তিতে রচিত এবং কেহ কেহ বোধ করেন, ইহারই ছন্দঃ অনুকরণে হিন্দী দোহা চৌপেয়া প্রভৃতি কবিতা রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের পদগুলি গ্রন্থকর্ত্তার নির্দিষ্ট রাগরাগিণী তালমানে সময়ে সময়ে এতদ্দেশে এবং পশ্চিমাঞ্চলে গীত হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালার এই সকল গায়কদিগের মধ্যে বিষ্ণুপুরনিবাসী ভুবনপুজ্য গঙ্গাভট্টাচার্য্য, তৎপুত্র কেশবভট্টাচার্য্য এবং চুঁচুড়ার রামসুন্দর শীলের নাম সুপরিচিত। ইহাদিগের গানে শ্রোতৃবর্গ বিহ্বল হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। গীতগোবিন্দভক্ত হিন্দু এবং অহিন্দু উচ্চশ্রেণীর মহাত্মারা তাঁহাদের মন্তব্যে প্রকাশ করেন যে, জীবাত্মা পরমাত্মার একটী রূপ হইয়াও মায়াবশে অহংভাবে পরমাত্মাকে বিস্মৃত হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞানে জাগরিত হইয়া মুক্তিপথারূঢ় হয়। তখন পরমাত্মার বিরহে ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য ভ্রমণ করিতে করিতে তন্নিকটে উপস্থিত হইয়া স্ফূর্ত্তচিত্তে পবিত্র প্রেমরসে পুষ্ট হয় এবং তাহাতে লীন হইয়া পরমানন্দে ভাসমান হইয়া থাকে। গীতগোবিন্দের রূপক বর্ণনায় ইহাই গূঢ়ভাবে নায়কনায়িকা-কথার ছলে প্রকাশ। এইরূপ গূঢ়ভাবে ঈশ্বরভক্তির বর্ণনা পারস্যভাষায় হাফেজ মহাকবির গ্রন্থে প্রচার আছে। অনেক সুপণ্ডিতদিগের মতে গীতগোবিন্দ গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের সময় রচিত হয়। [জয়দেব দেখ।]

গীতজ্ঞ (ত্রি) গীতং জানাতি গীত জ্ঞা-ক। যে গীত জানে, গায়ক, গীতশাস্ত্রনিপুণ।

"গীতজ্ঞো যদি গীতেন নাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥" (সঙ্গীতদর্পণ)

গীতপুস্তক (ক্লী) গীতস্য পুস্তকং ৬তৎ। যে পুস্তকে গীতের বিষয় লিখিত আছে, গানের বহি।

গীতপ্রিয় (ত্রি) গীতং প্রিয়ং যস্য বহুব্রী। ১ যে গীত ভালবাসে, গানানুরক্ত (পুং) ২ মহাদেব। ইনি সর্ব্বদা গীত করিতে ও শুনিতে ভালবাসেন বলিয়া ইঁহার নাম "গীতপ্রিয়" হইয়াছে।

গীতপ্রিয়া (স্ত্রী) গীতং প্রিয়ং যস্যাঃ বহুব্রী। কার্ত্তিকেয়ের অনুগামিনী মাতৃকাবিশেষ।

"গীতপ্রিয়া চ কল্যাণী।" (ভারত শল্য° ৪৬ অঃ)

গীতমোদিন্ (পুং) গীতেন মোদতে মুদ-ণিনি। ১ কিন্নর। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ যাহারা গান করিয়া আমোদ করিতে ভালবাসে।

গীতবাদন (ক্লী) গান গাওয়া।

গীতশাস্ত্র (ক্লী) গীতপ্রতিপাদকং শাস্ত্রং মধ্যলো°। যে শাস্ত্রে গীতের বিষয় বর্ণিত আছে।

গীতা (স্ত্রী) গীয়তে আত্মবিদ্যা যত্র গৈ ক টাপ্। ১ গুরু এবং শিষ্য কল্পনা করিয়া আত্মবিদ্যা উপদেশাত্মক জ্ঞানগ্রন্থবিশেষ। যেমন—ব্রহ্মগীতা, শিবগীতা, রামগীতা, সাবিত্রীগীতা, পাণ্ডবগীতা, ভগবদ্গীতা (অর্জ্জুনগীতা), অনুগীতা, ভগবতীগীতা, উত্তরগীতা, জীবন্মুক্তিগীতা, ব্রাহ্মণগীতা, গোপীগীতা ইত্যাদি।

২ ভগবদ্গীতা, এই গ্রন্থের উৎকর্ষপ্রযুক্ত গীতা বলিলেই ভগবদ্গীতা বুঝায়, লৌকিক ব্যবহারও এইরূপ এবং শঙ্করাচার্য্য তাঁহার নানাপ্রবন্ধে যখন এই গ্রন্থের বিশেষ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন তাহার শাসনে কখন ভগবদ্গীতা কখন গীতা, কখন বা বহুবচনাস্ত "গীতাঃ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন (১)।

কেহ কেহ এই গ্রন্থের নামান্তর ঈশ্বরগীতা বলেন (২) অন্যে ইহার প্রতিবাদ করেন। ভাগবতগীতে সার্থবোধক রচনাস্থলে অনন্তগীতা নামে ইহার উল্লেখ আছে, প্রবাদ এবং কোন প্রাচীন ভাষানুবাদে ইহাকে অর্জ্জুনগীতা বলা হইয়াছে। (৩)

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহাভারতসংহিতা রচনা করেন। তাহার ষষ্ঠ বা ভীষ্মপর্ব্ব ৫৮৩৩ শ্লোকে গ্রথিত এবং ১১৭ অধ্যায়ে বিভক্ত। সেই পর্ব্বের অন্তর্গত অষ্টাদশাধ্যায়ী ৭০০ শ্লোকনিবদ্ধা (৪) কৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদগতা গীতা। যেরূপ মহাভারত পঞ্চম বেদ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তদ্রূপ গীতা বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ, ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগশাস্ত্র নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে শঙ্করাচার্য্য ইহার মহোচ্চভাবসমন্বিত বিধি-নিষেধ-সমষ্টিকে স্মৃতি বলিয়াও গ্রহণ করিয়াছেন (৫)।

মহাভারতের ১৮ পর্ব্বের প্রত্যেকের যে মুখ্য বিভাগ তাহাকে পর্ব্বাধ্যায় বলা হয়। ভীষ্মপর্ব্বের চারিটী পর্ব্বাধ্যায় আছে ইহাদিগের নাম—১ জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণ

(১) শারীরকভাষ্য।

(২) শারীরকভাষ্য ২।১।১৮, ২।১।৩৩

(৩) অক্‌বর বাদসাহের সময়ে কবি কর্ত্তৃক মহাভারতের পারস্য অনুবাদের পূর্ব্বে অজ্ঞাত কতিপয় কৃতবিদ্য মুসলমান দ্বারা আর এক অনুবাদ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার অষ্টাদশ পর্ব্বের অন্তে "অর্জ্জুনগীতা" নামে গীতার অনুবাদ লিখিত আছে।

(৪) শ্লোকসংখ্যা সম্বন্ধে মতামত আছে, তদ্বিষয়ে ৭এর টীকা দ্রষ্টব্য।

(৫) শারীরকভাষ্য ১।১।৩০।

২ ভূমিপর্ব্ব, ৩ ভগবদ্গীতাপর্ব্বাধ্যায়, ৪ ভীষ্মবধপর্ব্ব। প্রথম দুই পর্ব্বাধ্যায় ১২ ক্ষুদ্রাধ্যায়ে বিভক্ত। তৃতীয় অর্থাৎ ভগবদ্গীতা পর্ব্বাধ্যায় এক শ্রেণী ১৩ অবধি ২৪ অর্থাৎ ১২ ক্ষুদ্রাধ্যায়াত্মক এবং দ্বিতীয়শ্রেণী ২৫ অবধি ৪২ অর্থাৎ ১৮ ক্ষুদ্রাধ্যায়াত্মক উভয়যোগে ৩০ ক্ষুদ্রাধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথমশ্রেণীর ২২শ অধ্যায়ের নাম কৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদপর্ব্ব এবং তৎপরে যে ২৩শ অধ্যায় যাহাতে দুর্গাস্তোত্র আছে, তাহাও উক্ত সম্বাদের মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে (৬), দ্বিতীয় শ্রেণীর ২৫ পঁচিশ অধ্যায় হইতে উপনিষৎ ব্রহ্মবিদ্যাযোগশাস্ত্রগত কৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদ ভগবদ্গীতা নামে খ্যাত।

গীতার প্রথমাবধি অষ্টাদশ অধ্যায়ের নাম ক্রমান্বয়ে ১ সৈন্যদর্শন বা অর্জ্জুনবিষাদযোগ, ২ সাঙ্খ্যযোগ ৩ কর্ম্মযোগ, ৪ জ্ঞানযোগ, ৫ কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ, ৬ ধ্যান, অভ্যাস বা আত্মসংযমযোগ, ৭ বিজ্ঞানযোগ, ৮ তারকব্রহ্মযোগ, ৯ রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগ, ১০ বিভূতিযোগ, ১১ বিশ্বরূপদর্শনযোগ, ১২ ভক্তিযোগ, ১৩ প্রকৃতিপুরুষবিভাগযোগ, ১৪ গুণত্রয়বিভাগযোগ, ১৫ পুরুষোত্তমযোগ, ১৬ দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ ১৭ শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ, ১৮ সন্ন্যাস বা মোক্ষযোগ।

গীতার শ্লোকসংখ্যা গণনা সম্বন্ধে নানামত দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ অধিকাংশ গ্রন্থে ৭০০, কোন কোন গ্রন্থে ৭০১, ৭০২ ও ৭৪৫ গণনার উল্লেখ আছে (৭)।

গীতার মহোৎকৃষ্টতাহেতু বহুকালাবধি মহাভারত হইতে উদ্ধৃত হইয়া পৃথক্ গ্রন্থরূপে প্রকাশ হইয়া আসিতেছে এবং ইহার মহোজ্জ্বল গভীর ভাব সকল ও অনেক জটিলতত্ত্ব মিতাক্ষরে সন্নিবেশিত থাকায় প্রাচীন এবং নব্য বিবিধ সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিবিশারদ সাধক ভক্ত পরিব্রাজক প্রভৃতি মহাত্মারা গীতার ভাষ্য, বৃত্তি, টীকা, টিপ্পনি ও বিবিধ প্রকার ব্যাখ্যা স্ব স্ব ভাবোদয়ানুসারে তত্ত্ব ভাবের রূপ কিৎ পরিচয় দিয়া আসিতেছেন, ঐ সকল মহাত্মাদিগের কৃত ভাষ্যাদি নানাদেশে বিদ্যমান আছে এবং প্রকাশ হইয়াছে। অনেক ব্যাখ্যা বিবৃতি যাহা পূর্ব্বকালে প্রকাশ ছিল, তাহার লোপও হইয়াছে, ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইতেও পারে।

(৬-৭) অধিকাংশ গীতার প্রথমাবধি অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রত্যেকের শ্লোক সংখ্যা যথা—

১ম অঃ—৪৭ শ্লোক, ২য়—৭২, ৩য়—৪৩, ৪র্থ—৪২, ৫ম—২৯, ৬ষ্ঠ—৪৭ ৭ম—৩০, ৮ম—২৮, ৯ম—৩৪, ১০ম—৪২, ১১শ—৫৫, ১২শ—২০, ১৩শ—৩৪, ১৪শ—২৭, ১৫শ—২০, ১৬শ—২৪, ১৭শ—২৮, ১৮শ—৭৮। এই সকলের সমষ্টি ৭০০। কোন কোন গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৩৫টী শ্লোক আছে, তাহার প্রথম শ্লোকটী এই—

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব॥" ১

এই শ্লোকটী যাহা অধিকাংশ গীতাতে নাই, তাহা ধরিলে ৭০১ শ্লোক হয়, আবার এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে দেবনাগর অক্ষরে যে মহাভারত প্রকাশিত হয়, তাহাতে গীতার ৭০০ শ্লোক অপেক্ষা কোন নূতন শ্লোক দৃষ্ট হয় না, কিন্তু কোন কোন অধ্যায়ে শ্লোকের বিচ্ছেদানুসারে অতএব ৭০২ শ্লোক হয়।

ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে লিখিত মহাভারতে গীতার শেষে একটী শ্লোক আছে, তাহাতে প্রকাশ যে গীতায় কৃষ্ণোক্ত ৬২০ শ্লোক, অর্জ্জুনোক্ত ৫৭, সঞ্জয়োক্ত ৬৭ এবং ধৃতরাষ্ট্রোক্ত ১ শ্লোক, এই সকল অঙ্কের সমষ্টিতে ৭৪৫ সংখ্যা হয়।

কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলঙ্গ তাঁহার গীতার ইংরাজী গদ্য অনুবাদের মুখবন্ধে উক্ত শ্লোকের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তিনি ৭৪৫ শ্লোক সংখ্যার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না এবং অনুমান করেন যে, ঐ শ্লোকটী কোন প্রাচীন সময়ে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে।

ফৈজি কর্ত্তৃক পারস্য ভাষায় অনুবাদিত গীতাগ্রন্থের শেষেও লিখিত আছে, বৈশম্পায়ন গীতার সংক্ষেপে প্রশংসা করিয়া পরে শ্লোকসমূহের ৭৪৫ শ্লোক উল্লেখ করতঃ কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, সঞ্জয় ও ধৃতরাষ্ট্রের উক্তির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে ৬২০, ৫৭, ৬৭, ১ পরিগণিত করিয়াছিলেন। যে গ্রন্থে এরূপ লিখিত আছে, তাহার প্রতিলিপি ১২২২ হিজিরাতে লক্ষ্ণৌনগরে প্রস্তুত হইয়াছিল, একখানি রাজা সর্ রাধাকান্তদেবের পুস্তকালয়ে আছে।

অধিকাংশ গীতায় যাহাতে ৭০০ শ্লোক দৃষ্ট হয়, তাহাতে উক্ত প্রকার উক্তি গণনায় কৃষ্ণের, অর্জ্জুনের, সঞ্জয়ের এবং ধৃতরাষ্ট্রের ক্রমান্বয়ে ৫৭৪, ৮৪, ৪১, ১, এইরূপে মোট ৭০০ শ্লোকই হয়। শাঙ্করভাষ্যেও ৭০০ শ্লোকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 'বেদব্যাস সর্ব্বজ্ঞোভগবান্ গীতাখ্যৈঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিবদ্ধ' এই ভাষ্যের অনুকরণে যাঁহারা ভাষ্য করিয়াছেন তাঁহারাও ঐরূপ লিখিয়াছেন। শঙ্করের পূর্ব্বে গীতার যে সকল ভাষ্য ছিল, যাহা যে তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহার আভাস তাঁহার ভাষ্যে প্রকাশ আছে। আবার পারস্য গীতানুবাদের শ্লোক গণনায়ও ৭০০ শ্লোক, তবে বৈশম্পায়নোক্ত শ্লোকে এবং পারস্যানুবাদে ৭৪৫ শ্লোকের সম্বন্ধে কি বিবেচ্য হইতে পারে?

ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভগবদ্গীতাপর্ব্বাধ্যায় নামক প্রবিভাগে কৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে উপনিষৎ নামে খ্যাত ২৫ অধ্যায়ই গীতা এবং ইহার শ্লোক সংখ্যা ৭০০, কিন্তু উপনিষৎ উল্লেখ নাই অথচ কৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে অর্থাৎ ২২ অধ্যায়ে সঞ্জয়োক্ত ১৪টী এবং কৃষ্ণোক্ত ২টী এই ১৬টী আর ঐ সম্বাদে অর্থাৎ ২৩ অধ্যায়ে সঞ্জয়োক্ত ৩, কৃষ্ণোক্ত ১, অর্জ্জুনোক্ত ১৩ এবং দেব্যুক্ত ১২ এই কয়েকটীতে ২৯, সুতরাং ১৬+২৯ উভয়যোগে ৪৫ শ্লোক, মোট ৭৪৫ শ্লোক কৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে সন্নিবেশিত আছে।

বলরামদাস কৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদ সমেত যে উৎকলভাষায় গীতানুবাদ করিয়াছেন, তাহাতেও মোট ৭৪৫ শ্লোকের অনুবাদ দৃষ্ট হয়। বোধ হয় এইজন্যই কেহ কেহ ৭৪৫ শ্লোকের উল্লেখ করিয়া থাকিবেন।

মহাভারতের এই কয়জন টীকাকারের সন্ধান পাওয়া যায়। যথা—অর্জুনমিশ্র, আনন্দপূর্ণমুনি বিদ্যাসাগর, চতুর্ভুজমিশ্র, জনার্দনভট্ট, দেববোধ, দেবস্বামী, নন্দকিশোর, নারায়ণসর্ব্বজ্ঞ, নীলকণ্ঠ চতুর্ধর, পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, যজ্ঞনারায়ণ, রত্নগর্ভ, রামকৃষ্ণ, লক্ষ্মণভট্ট, বিমলবোধ, বৈশম্পায়ন, শ্রীনিবাসাচার্য্য, সর্ব্বার্থমিশ্র, বরদরাজ, বিট্ঠলাচার্য্যপুত্র, শ্যামতীর্থ, সত্যাভিনবযতি। ইঁহারা অল্পাধিক গীতার টীকা করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন অভেদবরপাল, আনন্দতীর্থ, কৃষ্ণাচার্য্য, কল্যাণভট্ট, কেশবভট্ট, জগন্নাথ, জয়তীর্থ, জয়রাম, দত্তাত্রেয়, ব্রহ্মানন্দগিরি, বেঙ্কটনাথ, মথুরানাথ শুক্ল, মধুসূদন সরস্বতী, মাধবাচার্য্য, মুকুন্দদাস, যমুনাচার্য্য, রাঘবেন্দ্র, রাজানক রামকণ্ঠ, রামচন্দ্র সরস্বতী, রঘুনারায়ণ, রামানন্দতীর্থ, রামানুজ, বনমালী, বলদেব বিদ্যাভূষণ, বল্লভাচার্য্য, বিজ্ঞানভিক্ষু, বিট্ঠলদীক্ষিত, বিদ্যাধিরাজ, বিশ্বেশ্বর, বেদান্তাচার্য্য, শঙ্করাচার্য্য, শঙ্করানন্দ, শিবদয়াল, শ্রীধরস্বামী, সদানন্দব্যাস, সূর্য্যপণ্ডিত, হনুমান, হরিবংশমিশ্র প্রভৃতি গীতাবিকাশক মহাত্মারা স্ব স্ব ভাষ্য অথবা টীকায় নানাপ্রণালীতে গীতার্থ-সুবোধগম্য, তৎসম্বন্ধীয় তত্ত্ববিকাশ এবং গীতার রস সাধারণের হৃদয়গ্রাহী করিবার বিশেষ যত্ন করিয়াছেন (৮)। তথাচ তাহাতে অনেক কূট লক্ষিত হয় এবং কোন কোন কথা এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে। মহাভারতের মাহাত্ম্যসূচক রূপক বর্ণনায় লিখিত আছে যে, ব্যাসের মস্তিষ্কে মহাভারত গ্রথিত হইলে ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহার উৎসাহবর্দ্ধনার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং গণেশ লেখক-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন গণেশ প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি চারিহস্তে লিখিবেন ও ব্যাস কবিতা কণ্ঠোস্থিত করিতে বা রচনানুরোধে ক্ষণকাল বিলম্ব করিলে লেখনীর বেগ যদি সম্বরণ করিতে হয়, তাহা হইলে তিনি আর লিখিবেন না, তখন ব্যাস বলিলেন যে, গণেশ কবিতার সকল মূল না বুঝিয়া লিখিতে পারিবেন না। ব্যাসের কণ্ঠনিঃসৃত কবিতার মধ্যে ৮৮০০ কূট শ্লোক উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত অর্থ বোধগম্য করিবার জন্য গণেশকে সময়ে সময়ে চিন্তা ও লেখনীর বেগধারণ করিতে হইয়াছিল। ঐ সময়ের মধ্যে ব্যাস রচনা করিতে অবকাশ পাইয়াছিলেন। সেই সকল শ্লোককে ব্যাসকূট বলে। অতএব গীতার মধ্যেও যে এরূপ কূট নাই, তাহা কে বলিবে? (৯)

গীতার অনুপম অনন্যপ্রাপ্য হৃদয়াকর্ষণীয় গুণ থাকাতে ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানে তত্তদ্দেশীয় বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ী হিন্দুগণ স্বদেশপ্রচলিত অক্ষরে গীতার মূল লিখিত বা মুদ্রিত ও সেই সেই দেশভাষায় অনুবাদিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং করিয়া আসিতেছেন। দেশীয় ও বিদেশীয় অহিন্দুজগতে নানাবিরোধী ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেও গীতার মোহিনীধ্বনি শুনিয়া তাঁহারাও স্ব স্ব ভাষায় গদ্যে পদ্যে গীতানুবাদ, গীতারহস্য, গীতাব্যাখ্যা, গীতার সমালোচনা, গীতাদ্যোতিত ধর্ম্মালোচনা ও প্রশংসাবাদ প্রকাশ করিতেছেন। এই সকল অহিন্দু গীতানুবাদকদিগের মধ্যে কতিপয়ের সম্বন্ধে এবং তাঁহাদিগের অনুবাদ সম্বন্ধে মনোরঞ্জন এবং আবশ্যক প্রয়োজন ও অনুসন্ধেয় কথা বিবিধ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে।

কোন নিরপেক্ষমানী পারসিক ইতিহাসবেত্তা (১০) হিজরির ৫২০ সালে (খৃঃ ১১২৬) স্বীয় রচিত ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, আবুসলেহ কর্ত্তৃক একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের আরবী ভাষায় অনুবাদ ছিল এবং হিজরি ৪১৭ সালে (খৃঃ ১০২৬) ঐ আরবী অনুবাদ আবুল হোসেন নামক এক ব্যক্তি পুনরায় পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং এই শেষোক্ত গ্রন্থের অনেক কথা উক্ত ইতিহাসবেত্তা স্বীয় ইতিহাসে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ এলিয়ট সাহেব এই ইতিহাস দেখিয়াছেন এবং তিনি বলেন যে, ইহাতে মহাভারতের অবিকল অনেক কথা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মহাভারতের সুতরাং গীতার অনুবাদ সহস্র বৎসরের অনেক পূর্ব্বে করা হইয়াছিল। এবিষয়টি পুরাতত্ত্ববিৎদিগের বিশেষ অনুসন্ধেয়।

উদারস্বভাব রাজনীতিজ্ঞ প্রজাপালক আকবর শাহ তাঁহার রাজ্যে হিন্দুমুসলমান মধ্যে ধর্ম্মসংক্রান্তবিরোধজনক নানা প্রকার বিপ্লব ঘটে দেখিয়া সর্ব্বদা ভক্তিবাক্যের

(৮ ও ৯) কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত গীতার মধ্যে পরস্পর বিরোধিস্থল দেখিয়া অনুতাপপরবশ হইয়া দোষারোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ বা বলেন, প্রক্ষিপ্ত পাঠ সময়ে সময়ে নানাকারণে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকিবেক। বিবিধ প্রকারের বহু ভাষ্যকার ও টীকাকার গীতার্থ সম্বন্ধে অনেকস্থলে বিভিন্ন বা বিরোধী মত প্রকাশ করায়, ইহাতে ব্যাসকূটের উপর নূতন কূট অনেকের মনে উপস্থিত হইয়াছে। ইহা নূতন কথা নহে। শঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার পূর্ব্ব সময়ের ভাষ্যকারদিগের সম্বন্ধে এইরূপ আক্ষেপ করিয়া জনহিতার্থ সদর্থপ্রকাশের [illegible] ভাষ্য লিখিয়াছেন এবং শ্রীধরস্বামীর টীকা বলবৎ করিবার জন্য কাশীধামে বিশ্বেশ্বর সহায়ে কিরূপে তাহা সিদ্ধ হইল, এতৎকাহিনী অনেকেই জ্ঞাত আছেন।

(১০) মুজমলুৎ তবারিখ নামক একখানি বিশ্বঐতিহাসিক পুস্তক আছে। হিজরি ৫২০ (বা খৃঃ ১১২৬) অব্দে পুস্তকখানি রচিত হয়। গ্রন্থকার তাঁহার পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহের নামের পরিচয় দিয়া নিজের নাম ব্যক্ত না করিয়া ঐ গ্রন্থে আবুসলেহের সংস্কৃত গ্রন্থানুবাদের কথা লিখিয়াছেন।

ফরাসী ভাষায় গীতার অনেক গ্রন্থের অনুবাদ সময়ে সময়ে প্রকাশ হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ বহুভাষার সুপণ্ডিত (Eugene Burnouf) বর্নুফ সাহেব যিনি শ্রীমদ্ভাগবতের একমাত্র ফরাসী অনুবাদক, তিনি ইংরাজি ১৮২৫ সালে গীতার প্রথম ফরাসী অনুবাদ করেন। কেহ কেহ মহাভারতের কোন কোন অংশ তন্মধ্যে গীতারও ফরাসী অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু (Fauche) ফোসে সাহেব সমস্ত মহাভারতের ফরাসী অনুবাদ করিতে সঙ্কল্প করিয়া ইংরাজী ১৮৬৩ হইতে ১৮৭২ সাল পর্য্যন্ত ১০ বৎসরের মধ্যে আদিপর্ব্ব অবধি কর্ণপর্ব্ব শেষ করিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। এই অনুবাদ মধ্যে গীতারও অনুবাদ যথাস্থানে প্রকাশিত আছে (১৬)।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতবর (Dr. F. Lorinser) লোরিন্সর সাহেব জর্ম্মন্ ভাষায় স্বীয় বহু মন্তব্য কথার সহিত গীতার অনুবাদ প্রকাশ করেন, ইহার পরিশিষ্টে গীতাসম্বন্ধীয় নানা অনুসন্ধেয় বিষয়ের যে সমস্ত আলোচনা আছে, তাহা বিশেষ কৌতুকাবহ (১৭)।

এইরূপ ইতালীয়, (১৮) রুষ প্রভৃতি য়ুরোপীয় প্রায় সকল মুখ্য ভাষায় গীতার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

এসিয়াখণ্ডে মধ্যে ভারতবর্ষের প্রায় সকল ভাষায় এবং আরব ও পারস্যদেশীয় ভাষায় গীতার অনুবাদের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন বর্ণীগণের নিকট বলিয়াছে 'কাব' নামে এক প্রাচীনভাষায় মহাভারতের অনেক ভাগের অনুবাদ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে গীতার অনুবাদ থাকা সম্ভব (১৯)।

সম্প্রতি কাশীর কোন বিদ্যাবর্দ্ধে সহযোগী "সন্ন্যাসীর" মুখে জানা গিয়াছে যে, তিনি চীনদেশীয় একজন পরিব্রাজকের নিকট গীতার চীন ভাষায় অনুবাদ একখানি গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন, সেই অনুবাদককে চীনপণ্ডিতেরা "কিবণজী" (কৃষ্ণজী) নাম দিয়াছেন। শেষ দুই অনুবাদ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণের বিশেষ গবেষণা (২০)।

আমেরিকাখণ্ডে য়ুরোপীয় নানাভাষায় গীতানুবাদ অপ্রাপ্য নহে, কিন্তু কয়েক বৎসর হইল, কোন কৃতবিদ্য বাঙ্গালী যুবক ঐ স্থানের মহানগর নিউইয়র্কে গমন করিয়াছিলেন, তথায় তিনি যে গীতার ইংরাজি অনুবাদ টীকা টিপ্পনিসহ প্রকাশ করেন, তাহা আমেরিকা মধ্যে মহাসমাদৃত হইয়াছে (২১)।

(১৬) ফরাসীপণ্ডিত কোবের পর বুর্নো ও কোমিয়ের প্রভৃতি পণ্ডিতগণও গীতাসম্বন্ধে অনেক লিখিয়া গিয়াছেন।

(১৭) লোরিন্সর্ সাহেব গীতার জর্ম্মন্ ভাষায় অনুবাদ এবং গীতাতত্ত্ব লিখিয়া সন্তুষ্ট হয়েন নাই। ঐ অনুবাদ প্রকাশ করিবার ৪ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ঐ অনুবাদের একটী পরিশিষ্ট (Indian Antiquary, October) প্রকাশ হয়। অনুবাদক গীতার ভাব, গীতাতত্ত্ব এবং গীতা-বক্তা শ্রীকৃষ্ণ-বচনের সহিত খৃষ্টীয় মত ও খৃষ্টান ধর্ম্মপুস্তক বাইবেলস্থ কথার সহিত সৌসাদৃশ্য দেখিয়া এরূপ বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন যে, তিনি কৃতবিদ্য ও সংস্কৃতজ্ঞ হইয়াও সম্যগ্‌দর্শনশক্তি এবং ধর্ম্মের বিশ্বগ্রাহিতা বুঝিতে না পারিয়া খৃষ্টানধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া একেবারে স্থির করেন যে, গীতা বাইবেলের (New Testament) ভাগ হইতে উদ্ভাবিত হইয়াছে।

তিনি উক্ত প্রকার সৌসাদৃশ্য দেখাইবার জন্য সমস্ত স্থলগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

১। গীতার যে যে শ্লোকের এবং বাইবেলের যে যে পদের ভাবের ঐক্যতা আছে, কিন্তু পদবিন্যাসের প্রণালীর একতা নাই।

২। ঐরূপ পদবিন্যাসের একতা আছে, কিন্তু ভাবের প্রয়োগের বিভিন্নতা।

৩। পদবিন্যাস ও উপমা এবং ভাবের একতা।

এই সকল বিষয় দেখাইবার জন্য গীতার শ্লোক বা শ্লোকাংশের এবং বাইবেলের স্থলের অঙ্ক নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বিখ্যাত জর্ম্মন্ পণ্ডিত বোথলিঙ্ক, উইবর, হাইজেন্‌বর্গ, ও মন যুইর লোরিন্সর প্রভৃতির উক্ত মতের প্রতিবাদ করেন। মুইর একটী সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ধর্ম্মবেত্তার এবং নীতির মৌলিক কথা সকল একই, ভিন্ন হইতে পারে না।

সুতরাং গীতার ভাব এবং বাইবেলের অনেক স্থলের ভাবের সদৃশ আশ্চর্য্য একতা দেখিয়া এই মনে করা উচিত, হিন্দু ও খৃষ্টান উভয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক জ্ঞানী দিগের মনে সত্যসম্বন্ধে একই ভাব উদয় হইয়াছিল, উভয় জ্ঞানীগণ একরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক বিষয়ে তিনি বলেন যে, মহাভারত এবং তদন্তর্গত গীতার রচনার কালনির্ণয় সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিদ্যানুসারে বিচার করিবার তুলিবার উপাদান কিছুই সংগ্রহ হয় নাই। অতএব ইহার সিদ্ধান্ত এখন করা যাইতে পারে না।

(১৮) ইতালীয় গীতানুবাদকের নাম (Stanislas Gatti) স্তানিস্লাও গাট্টি, এ অনুবাদগ্রন্থ লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে আছে। রুষ ভাষাতে যে গীতার অনুবাদ হইয়াছে, তাহা গাট্টি সাহেবের গীতানুবাদের ভূমিকা পাঠে জানা যায়, কিন্তু অনুবাদকের নাম তাহাতে প্রকাশ নাই।

(১৯) [কবি শব্দ দেখ।]

(২০) কাশীর বহুভাষাবেত্তা তারকব্রহ্মচারীর মুখে কিবণজীর বৃত্তান্ত পাওয়া গিয়াছে।

(২১) আমেরিকার সর্ব্বপ্রধান কবি ইমর্সন "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" [illegible] তাঁহার উপদেশ ছিলেন। তাঁহারই পুস্তকাগারের আলমারীতে একখানি গীতা থাকিত, তাহার পৃষ্ঠায় [illegible] মন্তব্য কথা লিখিতেন এবং তাঁহার মনের বড় সাধ ছিল যে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ-মুখে তিনি গীতাপাঠ শুনিবেন। সেই গ্রন্থখানি এক্ষণকার অধ্যাপক ওখানে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন।

এইরূপে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বদেশে গীতা নানাকালে নানাভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রচার হইয়া আসিতেছে, কেবল তাহা নহে। গীতানুরাগী, গীতাসারগ্রাহী, গীতাভক্তিরসমোহিত মহাত্মারা বহুকালাবধি নানা প্রণালী অবলম্বনে গীতালোচনা, গীতাবিবরণ, গীতার গূঢ়তত্ত্ব, গীতার বিশদভাব ও গীতামাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া ভূমণ্ডলে মহাকল্যাণকর গীতাবীজ রোপণ করিয়া আসিতেছেন। গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ, বরাহপুরাণ প্রভৃতি পুরাণে, বৈষ্ণবীয় তন্ত্রাদিতে গীতামাহাত্ম্য বিবিধভাবে প্রকাশিত আছে এবং শ্রীমদ্ভাগবতকার ভাগবতে কোন কোন অধ্যায়ে বিশেষতঃ একাদশাধ্যায়ে গীতার অনেক স্থলের মনোহর ভাবের বিবৃতি করিয়াছেন, ইহা সুস্পষ্ট জানা যায়। অনুগীতা, উত্তরগীতা প্রভৃতিতে ঐরূপ বিবৃতি দৃষ্ট হয়। কোন কোন উপনিষদের বিশেষতঃ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাবে গীতার অনেক শ্লোক উপনিষদের ভাবপরিচয়ার্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

গোস্বামী ও বৈষ্ণবাদিরচিত জ্ঞান ও ভক্তিমার্গের বহু প্রকার গ্রন্থ গীতাবলম্বনেই প্রকাশিত। এদেশের নানাবিধ গদ্যে ও পদ্যে গীতার বঙ্গানুবাদ তৎসহ মূলব্যাখ্যা বিবিধ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে। চৈতন্যচরিতেও চৈতন্যের গীতানুরাগসূচক সুন্দর উক্তি প্রচারিত আছে।

কবি বৈষ্ণবচরণের পদ্যানুবাদই গীতার প্রথম বঙ্গীয় অনুবাদ। তৎপরে ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ ও বর্দ্ধমানের ভূতপূর্ব্ব মহারাজ মহতাবচাঁদ বাহাদুর বাঙ্গালায় গদ্যানুবাদ প্রচার করেন। উড়িষ্যাবাসী বলরামদাসের পদ্যানুবাদই উৎকল ভাষায় প্রথম।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য কি কারণে গীতা এবম্প্রকার সর্ব্বদেশের সমাদরণীয় ধন হইয়াছে। ইহার প্রধান হেতু এই—যে সকল বিশালতত্ত্ব, গুহ্যাদগুহ্যতত্ত্ব, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম গভীর বিষয়, সকলজাতীয় জ্ঞানীদিগের আলোচ্য এবং চিন্তনীয়, যাহা লোকমাত্রেরই আকাঙ্ক্ষিত ও পরিত্যাজ্য, তাহার সাধন ও বর্জ্জনউপায়, ফলাফল এবং জীবনযাত্রানির্ব্বাহের সদর্থবিকাশ এই গীতায় অতি মনোহর ছন্দে অপূর্ব্ব রচনাচাতুর্য্যে সংক্ষেপে অথচ ঈদৃশ উক্ত প্রবন্ধে সত্যপর প্রাঞ্জলতার সহিত বর্ণিত আছে। অনন্ত জগতের বিকাশ, স্থিতি ও পরিণাম, জন্ম জীবন ও মরণ, সুখ, দুঃখ, দেহ, আত্মা, জ্ঞান ও মূঢ়তা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, সদ্গতি ও অধোগতি, আত্মোন্নতি, আর্য্যবিধান, ধর্ম্ম, নরক প্রভৃতি [illegible] সমস্ত ও তৎসম্বন্ধে বিবিধপ্রকার সংশয়াপন্ন লোকের পক্ষে আচরণীয় সহজ সদুপদেশ, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিমার্গ, ব্রহ্মানন্দ, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ও জগৎ হিতৈষিতা ব্রত ইত্যাদি বিষয়ক মূলগ্রাহিকথার পরিচয় গীতায় পাওয়া যায়।

গীতার শিক্ষা এই যে—একই ঈশ্বর তিনি অনাদি, অনন্ত ও পূর্ণ, তাঁহার ব্রহ্মের আত্মীয় শক্তি হইতে প্রকৃতি বা ত্রিগুণাত্মিকা মায়ায় এই অনন্ত জগৎ উৎপন্ন ও তাহাতেই আবার লয় হয়। পুনর্জন্ম ও পুনর্লয় এইরূপ অনন্তকালব্যাপী ক্রিয়া হইতেছে। ঈশ্বর স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হইলেও মায়াযুক্ত হইয়া জীবলোকে দেহধারী। তিনি দেহী (জীবাত্মা) বা পুরুষপদবাচ্য এবং তিনিই স্বয়ং পুরুষোত্তম। প্রকৃতির নিয়মে দেহের জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয়, ধ্বংস অর্থাৎ বিকার হয়, কিন্তু দেহনাশে দেহীর নাশ হয় না, দেহান্তর ধারণ করে মাত্র। দেহী (আত্মা) অবিনশ্বর, অজাত ও অবিকারী, ইহারই বিশেষে তিনি পরমাত্মা—তিনিই সৎ (একমাত্র বিদ্যমান) সুতরাং সমস্ত জগৎ তাঁহারই মূর্ত্তিস্বরূপ। তাঁহার অংশই অব্যক্তভাবে জড় এবং ক্রমশঃ উত্তরোত্তর স্ফূর্ত্তিতে উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী, সিদ্ধ, ঋষি ভূমণ্ডলাতীত অসীম ব্রহ্মাণ্ড, (দ্যুলোক)-বাসী দিব্যপুরুষ (দেবতা) এবং মহাপুরুষ ভাবাপন্ন অবতার। এইজন্যই তিনি সৎ ও অসৎ (সূক্ষ্ম ও অসূক্ষ্ম) এবং তদুভয়ের অতীত। সংসার প্রাকৃতিক নিয়মে সংগঠিত, আবার প্রাকৃতিক নিয়মেই ইহার বিপ্লব ঘটে। বিপ্লব হইলে অবতার আবির্ভূত হন এবং তাঁহার ক্রিয়ায় সংসার শোধিত হয়। সংসারে প্রাকৃতিক নিয়মে সুখ দুঃখ উত্থাপিত; জীবমাত্রেই সুখান্বেষী ও দুঃখদূরীকরণেচ্ছুক। ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়ের সংযোগে যে সুখদুঃখোদয় হয়, তাহার স্থায়িত্ব নাই। এরূপ অনিত্য বিষয় ঈশ্বরে আত্মসমর্পণে ও অভ্যাসবলে মনোবিকার করিতে পারে না। বুদ্ধিগ্রাহ্য যে আত্যন্তিক সুখ, গীতার মতে তাহাই সেবনীয়। ঈশ্বর ধ্যানে, ঈশ্বর মহিমাস্তবে, তৎকীর্ত্তনে, তৎসম্বন্ধীয় উচ্চভাবনকল আত্মসাৎ করিলে এবং তদ্বলে স্বতঃ সর্ব্বভূতে পক্ষবিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিয়া হিতসাধনে রত হইলে উক্তপ্রকার অবর্ণনীয় চিরস্থায়ী সুখোদ্ভব হয়, সর্ব্বদুঃখ লোপ এবং সর্ব্বপ্রকার অপর বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ সেই মহানন্দে মজ্জিত হইয়া যায়। ফলাফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া প্রাকৃতিক নিয়মে যে সকল কার্য্য অবশ্য করিতে হইবেক, সেই সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে কখন দুঃখানুভব হয় না। কিন্তু নিজ ইন্দ্রিয়বৃত্তিকর সুখসাধনার্থে পুণ্যপ্রদ কর্ম্ম অর্থাৎ সকাম কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে উক্ত প্রকার সিদ্ধিলাভ হয় না, তাহাতে মুক্তিলাভের বাধা হয় এবং নানাবিধ দুর্গতি ঘটে।

একটী অণুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ অবধি অতি বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ও গ্রহসমূহের সমষ্টি যাহা অনন্তাকাশে অনন্তকালাবধি সমুদ্রবালুকাবৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহা পর্য্যন্ত, সকলে পরস্পরের উপর স্ব স্ব ধর্ম্মানুযায়িক কার্য্য করিতেছে। মনুষ্যের গর্ভচ্যুতি হইতে যাবজ্জীবন সমস্ত জগৎ তাহার উপর কার্য্য করিতে থাকে এবং সেই কার্য্যফল যাবজ্জীবন হইয়া থাকে, স্ব স্ব নূতন নূতন কার্য্যগত ফল ইহলোকে এবং জন্ম-জন্মান্তরে ভোগ করিতে হয়, সুতরাং কর্ম্মবন্ধ মুক্ত হইয়া জীবাত্মা পরমাত্মায় লয় হওয়া (নির্ব্বাণপ্রাপ্তি) অনির্ব্বচনীয় দীর্ঘকাল-ব্যাপী জটিল ও দুর্জ্ঞেয় ব্যাপার। যোগ নামক কর্ম্মকৌশল এই নির্ব্বাণপ্রাপ্তির সাধক। যোগের নানা পন্থা নানা গ্রন্থে বিবৃত আছে। কিন্তু আহারাদির সংযম ও অন্যান্য বিবিধ চেষ্টা দ্বারা চিত্তবিক্ষেপকারী অর্থাৎ শরীরস্থিত ইন্দ্রিয়-সংযম রিপুবশীভূত, সদ্গুরুর নিকট তত্ত্বোপদেশগ্রহণ, তদন্তে তত্ত্বানুশীলনে আত্মজ্ঞানলাভ করিয়া তাহাতে তন্ময় হওয়া, সদ্যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঈশ্বরকে যদিও নানা প্রকারে লোকে ভজনা করে এবং সর্ব্বপ্রকারেই কাম্যানুরূপ সিদ্ধি আছে, তথাপি আত্মজ্ঞানানুশীলনে যে ভজনা তাহাই প্রকৃষ্ট, সে জ্ঞানের চরমফল এই যে সর্ব্বভূতেই একমাত্র ঈশ্বর এবং সর্ব্বভূতই ঈশ্বরে অবস্থিত ইহা দৃঢ় উপলব্ধি হয়, সুতরাং সাধক সিদ্ধ হইলে আপনাকে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন অনুভব করিতে পারে না। তখনই 'সোহহং' (তিনি আমি) 'অহং স' (আমি তিনি) 'ব্রহ্মময়ং জগৎ' এই ভাব তাঁহার দৃঢ়নিশ্চয় হয়। তিনি জ্ঞানচক্ষে জগৎ এবং সংসারদৃশ্যদর্শন করিতে পারেন। মহাকবির বিশাল ভাবানুভাব অতিক্রম করিয়া তত্ত্বোদ্ভাবনে মহাবিজ্ঞানশাস্ত্রবিৎদিগের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হইতেও সূক্ষ্মবুদ্ধিতে অনন্তকৌশলের নিগূঢ়তত্ত্ব ভেদ করিয়া সদানন্দসাগরে ভাসমান থাকেন, তাঁহার চিত্ত কিছুতেই কখন বিক্ষুব্ধ হয় না এবং সর্ব্বদাই নির্ভয় হইয়া থাকে। আপনার উপমাতে সকলের সুখ-দুঃখ সমভাবে দর্শন করিয়া বিশ্বব্যাপ্ত ব্রতধারী, দয়াশীল, সত্যপরায়ণ, বালবৎ বন্ধুত্বভাববিশিষ্ট, সন্তোষচিত্তা, মৃদুভাবাপন্ন ইত্যাদি সকল উজ্জ্বল ও মহোৎকৃষ্ট গুণে ভূষিত এবং সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্র অধম নিকৃষ্টভাবে অপরি-চিত হইয়া থাকেন। বিষয় কামনা সকল সুবুদ্ধিকে মলিন করে। ঐ কামনাই ঈশ্বরনিষ্ঠার সুতরাং শান্তির ও মুক্তির বাধক। জ্ঞান ও বুদ্ধিকৌশলে এবং অভ্যাসবলে কামনা দমন করিতে না পারিলে উহা সর্ব্বনাশকারী হইয়া উঠে। বিশ্বমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বস্বরূপ যে এক এক পৃথক্ বস্তু, তন্মধ্যে মনুষ্যও একটী। অন্যান্য বস্তু যেরূপ নিজ নিজ প্রাকৃতিক নিয়মে এবং অতি গূঢ়ভাবে পরস্পরের অনুকূলতা করে, মনুষ্য তন্নিয়মবশতাপন্ন হইলেও চিৎশক্তির অপেক্ষাকৃত স্ফূর্ত্তি থাকায় তাহার বলে স্বশরীরে ও মনে অন্যপ্রকার পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিতে পারে। সেইজন্য তাহার পক্ষে উক্ত সকল কোন কোন কার্য্য যেন স্বতন্ত্র ভাবে করিতে পারে এরূপ বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা যতদূর বুদ্ধিমনোত্তীর্ণ হইতে পারে, ততদূর সেই বুদ্ধিশক্তির নিয়মানুসারের কার্য্য। আবার যখন মায়া বুদ্ধিকে মহা-জড়ীভূত করিয়া রাখে, তখন সেই মায়াবলে উক্ত পৃথকপর্ব্ব (মানব) নিজের ও অন্যান্য পৃথক পর্ব্বের প্রতিকূলাচরণ উপস্থিত করে। এরূপ হইলে কামনাই মায়ার প্রতিনিধি-স্বরূপে কার্য্য করে। উক্ত অনুকূলতাই পুণ্য ও প্রতিকূলতাই পাপ। ইহলোক বা পরলোকে বিষয়ভোগকামনাই পাপের বীজ, এই কণ্টকস্বরূপ অগ্নিবৎ কামনা শুদ্ধ শরীরে অন্তশ্চিত্তে কেবল ঈশ্বর ধ্যানে দমিত হয়। তখন জীবভূত চিদংশ চিৎমধ্যে (ঈশ্বরে) লয় হইলেই ঐ মায়ার প্রতিনিধি কামনা এক-কালে 'ঈশ্বরার্পিত'-হয়, তখন মনুষ্য নিজের ও অন্যের কল্যাণ সাধন করে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কামনার আধার, সুতরাং এই সকল দমনের কৌশল অবগত হওয়াও একটী মহৎ কার্য্য। মনুষ্যের পাপপুণ্যবিষয়ে কি স্বতন্ত্রতা ও কি পরতন্ত্রতা এ নিগূঢ়তত্ত্ব বিশেষ গুরূপদিষ্ট জ্ঞানী ভিন্ন অপর সাধারণের বোধগম্য নহে, এতদ্বিষয়ে অজ্ঞানীদিগের হঠাৎ বুদ্ধিভেদ চেষ্টা করিলে, তাহাদিগের বিষম অনিষ্টোৎ-পাদন সম্ভব। তাহাদিগের পক্ষে সদ্ধর্ম্মের উপদেশ এই— ঈশ্বর আত্মারূপে হৃদয়ে স্থিত এবং সর্ব্বজীব যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকা বা মায়াকর্তৃক সঞ্চালিত, ইহাতে দায়িত্ব এবং স্ব স্ব কর্ম্মের সুফল কুফলের অধিকারিত্ব সাংসারিক ব্যক্তির মনে লোপ হইলে সংসার নাশ হয়। তাহারা যে মনে করে যে, তাহারা স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করে এবং স্বকৃত ক্রিয়া অনুসারে পুণ্য-পাপের ভাগী হয়, তাহাদের মনের সেই ভাব জ্ঞান-নিয়মে যতদিন তাঁহাকে না পায়, ততদিন সেই ভাবই থাকা উচিত। পরম তত্ত্বজ্ঞানী যিনি যোগবলে সোহহং ভাব পরিষ্কাররূপে অনুভব করিয়াছেন এবং ভগবৎপ্রেমে লীন হইয়াছেন, তাঁহার নিকট পাপপুণ্য, হেয়-উপাদেয় ভেদজ্ঞান কিছুই থাকে না। তাহা হইতে কল্যাণকর কার্য্য ভিন্ন অন্য কিছুই উদ্ভাবিত হয় না। আর যদিও তাঁহার আত্মারামহেতু কোন কার্য্যে তাঁহার প্রয়োজন নাই, তথাচ লোকশিক্ষার্থে লোকেরা যেমন কামনাযুক্ত হইয়া বিবিধ পুণ্যকর্ম্মাদি করে, সেইরূপ নিষ্কাম হইয়া তাঁহার কর্ম্ম করা উচিত। তাঁহার

দৃষ্টান্তে অপরে কার্য্য করিবে, তাহাতে জগতের উপকার আছে। জ্ঞানসোপানারোহণেচ্ছু ব্যক্তি যথাসাধ্য ইন্দ্রিয়দমন করিয়া ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন হয়, সাধনাবস্থায় প্রকৃতির গুণ বলে (তাহার নিজ চেষ্টা ভিন্ন উপস্থিত) বীতানুরাগে যে সুখ ভোগ করে, তাহা তাহার পক্ষে মোক্ষের প্রতিকূল হয় না এবং উক্ত সাধন অবস্থায় যদি প্রমাদক্রমে এক একবার পাপও করে, তাহা হইলেও জ্ঞানবলে তাহা বুঝিয়া অনুতাপগ্রস্ত ও ঈশ্বরের নিকট বল প্রার্থনা করিয়া পুনঃপুনঃ প্রতিজ্ঞাশীল হয় ও সাধনপথে অনুসরণ করিলেই সে পাপ ধ্বংস হয়। সকল কর্ম্মের প্রারম্ভেই দোষের যোগ থাকে, ক্রমশঃ কৌশল ও অভ্যাস বলে দোষ বিযুক্ত হয়। মন কামনাদি রিপু হইতে মুক্ত হইলে আত্মার বন্ধু এবং ঐ সকলের বশীভূত হইলেই আত্মার শত্রু হয়।

রিপুগ্রস্ত ব্যক্তি বাহ্য ও মানসিক পীড়ায় যেরূপ অস্থির ব্যাকুল হইয়া থাকে, সেরূপ না হইয়া জ্ঞানবলে ঐ পীড়া অবশ্যম্ভাবিনী জানিয়া অভ্যাসবলে অটল হইয়া থাকেন। তিনি শশাঙ্কাত্মভাবাপন্ন পরমাত্মসমাহিত জ্ঞান এবং বিজ্ঞানে পূর্ণচিত্ত হইয়া সংসারে সকল আদরণীয় ও অনাদরণীয় বিষয়ে সমদৃষ্টি করেন এবং এই সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার ফলাফলে ঈশ্বরের কোন দোষ দেখিতে পান না। ক্রমে তিনি সর্ব্বোচ্চভাবে উপস্থিত হন। অবিচলিত আত্মতত্ত্ব ভক্তিরসে মগ্ন হইয়া সদা ঊর্দ্ধমুখী মতিতে উক্ত অবস্থা লাভ করিলে তদপেক্ষা অধিক লাভ অন্য কিছুতেই যে আছে বা হইতে পারে, তাহা তাঁহার উপলব্ধি হয় না এবং যতই গুরুতর সাংসারিক বা অন্য প্রকার দুঃখ ঘটনা হউক, তাহাতে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ মাত্র বিচলিত করিতে পারে না। সদা ঈশ্বরচিন্তা, সদা সর্ব্বভূত হিতের চেষ্টা, স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে যে যে প্রকার জীবিকানির্ব্বাহের এবং হিতকর কার্য্যে সমর্থ, তত্তৎকর্ম্ম স্বধর্ম্মজ্ঞানে অবশ্য সাধনীয় বোধে সাধন করেন ও পরপীড়নের ভাব বিসর্জ্জন দিয়া জীবনযাত্রা সমাধা করেন, তিনি ইহলোকে অতি উন্নত মনে পবিত্র আনন্দ অনুভব করেন এবং কলেবর ত্যাগের পর আর তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না।

এরূপ উদ্দেশ সাধনার্থ নানা শাস্ত্রে নানা উপায় ও উপদেশ আছে। কিন্তু গীতায় ঈশ্বর অব্যক্ত হইলেও কিরূপে চিন্ময়? জগদুদ্ভব কিরূপে হয়? তদুপাদান কি কি, জীবন কি, জীবিত থাকা বা মৃত্যু হওয়া কি, ধর্ম্ম কি, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও নিষ্ক্রিয় হওয়া কি, মনোবৃত্তির মূল কি, শীতোষ্ণসুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব সকলের উৎপত্তি কিরূপ, সৃষ্টিক্রিয়ার মূল যে মায়া তদাত্মিকা সত্ত্বরজস্তম গুণত্রয়ের লক্ষণ ও কার্য্য, এবং তদনুসারে মনুষ্যের স্বভাবভেদ, স্বভাবভেদে চাতুর্ব্বর্ণ্য ও তত্তৎবর্ণের কর্ম্মভেদ, ত্রিগুণের পরস্পর সম্বন্ধ ও প্রাদুর্ভাবের ইতর বিশেষ ও তত্তৎ ফল কি? এইগুণ এবং অন্য কি কি বলে কর্ম্মের উৎপত্তি হয় এবং গুণভেদে জ্ঞান, বুদ্ধি, ধৈর্য্য শ্রদ্ধা, উপাস্য পদার্থ, আহার, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, সুখ, কর্ম্ম, কর্ত্তা, কর্ম্মত্যাগ এই সকলের উৎকৃষ্টতা, মধ্যমভাব ও নিকৃষ্টতা ভেদ হয়, ইত্যাদি কার্য্যাকার্য্য কার্য্যের কারণ কি কি এবং কর্ম্মে প্রবৃত্তি সম্পাদনের হেতুই বা কি কি ইত্যাদি অনেক মনোহর জ্ঞানগর্ভ তত্ত্বোদ্দীপক এবং মোক্ষসাধক বিষয়ের কথা গীতায় বিবৃত হইয়াছে।

এই সকল তত্ত্ব সংক্ষেপে বিকাশের পর সগুণ এবং নির্গুণ উপাসনাভেদে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাই ব্রহ্মতত্ত্ব এবং তাহাতেই বিবিধ শাস্ত্রের মতামতের মীমাংসার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই বলা হইয়াছে যে, অব্যক্ত নিরাকার অনাদি অনন্ত নির্বিশেষ অব্যয় ইত্যাদি কেবল অভাবসূচক শব্দ দ্বারা অনির্দ্দিষ্ট অচিন্তনীয় ব্রহ্মোপাসনা দেহধারীর পক্ষে দুঃসাধ্য এবং যদিও অপেক্ষাকৃত কচিৎ চিন্ত্য ভাব সকল, (যথা তমসঃ পরস্তাৎ, দিব্যোত্তম, ভূতেশ্বর, ভূতভাবন, স্থাণু, কবি, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্যানির্ম্মাতা, সমদৃষ্ট, সর্ব্বভূতের বীজ, পরমপুরুষ, বিশ্বনিয়ন্তা, বিধাতা, বিশ্বপিতা বিশ্বমাতা, স্রষ্টা, রক্ষক, সংহর্ত্তা, সুহৃৎ;) মন, বুদ্ধি জ্ঞান, পরিত্রাতা, প্রাণ, বল, বীর্য্য, সকলেরই আদি, মধ্য অন্ত, ইত্যাদি ভাব ও সর্ব্বপ্রকার উজ্জ্বল মনোবৃত্তির ভাব (যথা দয়া, সত্য, শম দম, অভয়, অহিংসা, ক্ষমা, পবিত্রতা, বন্ধুতা ইত্যাদি) এবং ক্রমশঃ অনুভবাতীত জ্যোতিঃ (সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, প্রাকৃতিক মহোজ্জ্বল ইন্দ্রিয়গোচরপদার্থাদি) এবং রূপাকারে বর্ণিত বেদ, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, প্রণব, ইত্যাদি, (তৎপরে বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, ব্যাসমুনি ও কপিলাদি জ্ঞানী এবং প্রহ্লাদাদি ভক্ত পুরাণবর্ণিত পুরুষ ইত্যাদি) মূর্ত্তিনির্দ্দেশে উপাসনা সুবোধগম্য করা হইয়াছে। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মের অভাবসূচক শব্দদ্বারা বর্ণিত উপাধি উক্ত ও তদতিরিক্ত গুণের সঙ্গে মিশ্রিত পূর্ণব্রহ্ম ঘনীভূত আকারে কৃষ্ণাবতার মহামূলভক্তিযুক্ত ধ্যানে তদ্ভাবাপন্ন হইয়া সামর্থ্যানুসারে ইহলোক বা জন্মজন্মান্তরে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়াই শব্দের নিগূঢ়ার্থ।

ব্রহ্মোপাসকেরা স্ব স্ব প্রকৃতি, শিক্ষা, বুদ্ধি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মফল এবং ইহলোকের বিবিধ সংঘটনভেদে নানা ভাবে তাঁহার ধ্যান পূজাদি করেন। সংক্ষিপ্ত শ্রেণীর লোকে

ব্রহ্মবাচক ধ্যানযোগ্য স্বপক্ষ ভাবে তাঁহার উপাসনা করে। কেহ বা তাঁহাকে চতুর্ভুজ নারায়ণের একটী বিভূষ মূর্ত্তি দেবাবতার ভাবে বর্ণন করে। কেহ বা তিনি বৃষ্ণিবংশীয় যদুকুলোদ্ভব বাসুদেব মাধব মধুসূদন যোগেশ্বর মহাতেজস্বী পুরুষ জগদ্‌গুরুস্বরূপ ভাবিয়া তাঁহাকে ভজনা করে। কেহ বা তাঁহাকে কামদাতা মনে করিয়া নানা কামনাপূর্ণাশয়ে তাঁহার স্তবস্তুতি করে। ইত্যাদি বহু প্রকারে তাঁহার অর্চ্চনা আছে। তন্মধ্যে যাঁহারা ইহলোক বা পরলোকের সর্ব্ব-কামনা সিদ্ধির অভিলাষবর্জ্জিত হইয়া মোক্ষলাভেও দৃষ্টি না করিয়া তাঁহার ভক্তিতে ও তৎ প্রেমে লীন হইয়া "তদ্‌বুদ্ধয়-স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ" হইয়া জ্ঞানবিজ্ঞান এবং সর্ব্বভূত-হিতরত হইয়া থাকেন, তাঁহারা অতি দুর্লভ। তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু অন্যান্য শ্রেণীর উপাসক যাঁহারা পুষ্প পত্রফল জল ইত্যাদি দ্রব্য দ্বারা ও হোমাদি ক্রিয়া দ্বারা তাঁহাকে পূজা করেন, তাঁহারা কেবল তৎকর্ম্মফল মাত্র প্রাপ্ত হয়েন।

যৎকালে গীতা রচিত হয়, তখনও কৃষ্ণ মত অবহেলা করিবার লোক অনেক ছিল, তাহাদের প্রতি করুণা-ভাবের কথাও গীতায় প্রকাশ আছে। পূর্ব্বমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা, যোগশাস্ত্র এই সকলের বর্ত্তমান যে সকল গ্রন্থ দৃষ্ট হয়, তত্তৎ গ্রন্থগত মতের অনেক কথার মূল ও এমন কি নাস্তিকমতও যথাযোগ্য কৃষ্ণমত সহ গীতায় প্রকাশিত হইয়াছে।

[পূর্ব্বোক্ত গীতার বিষয় সকল ঈশ্বর, জগৎ, সমত্ব, কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, পূজা প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য।] .

যদিও মহাভারতের সংগ্রহসময়ে এবং তৎপূর্ব্ব সময়ের বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতির অনেক মত ও উদ্ধৃত বচন সকল গীতায় সন্নিবেশিত আছে, তথাপি কৃষ্ণমত অন্যান্য নূতন উপাদানের সহিত সংঘটিত ও বিশেষ বিশেষ স্থলে 'মে মতং' 'মে বপুঃ' ইত্যাকারে কৃষ্ণমত সুস্তোলিত ও সমর্থন করা হইয়াছে।

সকল জ্ঞানের সার ও সকল শাস্ত্রের মুখোপেক্ষা সাধন মানব জাতির সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। আত্মতত্ব পর্য্যন্ত অনন্ত বিষয়ের অনন্ত বিকাশ ৭০০ শ্লোকগত হবি কিরূপে গীতার কি প্রণালীতে ও কি নিয়মে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ইহাই একটী গীতারহস্য। যেমন ক্ষুদ্র বট বা অশ্বত্থ বীজ হইতে মহাবিশাল ও তরুশাখাদি প্রবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ গীতার প্রথমাধ্যায়ে অর্জ্জুনের বিষাদব্যঞ্জক অতি অল্প কথা ও দ্বিতীয়াধ্যায়ে অবস্থ-পাদিক সাধারণ কথা হইতেই উপরি উক্ত বিশাল তত্ত্ব সকল উদিত হইয়াছে। অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধোৎসাহী বীর ও বিপক্ষ সৈন্যদল সমবেত দেখিয়া মোহ প্রাপ্ত হইলে তিনি তাঁহার শরীর, মন ও হৃদয়ের অবস্থা ও তদুদ্ভাবিত মত কৃষ্ণের সমক্ষে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সেই পরিচয় মধ্যে তাঁহার উপস্থিত যুদ্ধকর্ম্ম করিবার অনিচ্ছাও প্রকাশ করেন এবং তজ্জন্য যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তত্তৎ কারণ খণ্ডনেই কৃষ্ণোক্তি এবং সেই উক্তিতে অর্জ্জুনের মধ্যে সংশয়-সূচক বা সহজে বোধগম্য হওয়ার জন্য অল্প প্রশ্নে এক একটী অধ্যায় এবং তত্তৎ অন্তর্গত অংশ সকল শ্রেণীগত হইয়াছে। ইহার লিপিচাতুর্য্য বিবরণ করিতে হইলে সমস্ত গীতারই এক প্রকার ব্যাখ্যা করিতে হয়, সুতরাং উপস্থিত প্রবন্ধে তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হইল।

গীতা মহাভারতের অন্তর্গত, সুতরাং মহাভারত প্রণয়ন যে সময়ে হইয়াছে, সেই সময়েই গীতা রচিত হইয়াছে, ইহাও স্থূলরূপে গ্রাহ্য। কিন্তু শাস্ত্রের কালনির্ণায়ক পণ্ডিতদিগের মধ্যে এ বিষয়ের অনেক মতামত আছে। [তদ্বিচার মহাভারত শব্দে দ্রষ্টব্য।]

গীতায়ন (ক্লী) গীতস্য অয়নং আশ্রয়ঃ ৬তৎ। গীতের আশ্রয়, গীতযুক্ত। (ভাগবত ৪।৪।৫)

গীতাসার (পুং) গীতায়াঃ সারো যত্র বহুব্রী। যদ্বা গীতায়াঃ সারঃ ৬তৎ। যাহাতে গীতার সারাংশ সংক্ষেপে উক্ত আছে, অথবা যাহা অপর গীতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহার নাম গীতাসার। (গরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডের ২৩৩ অধ্যায় হইতে ২৩৬ অধ্যায় পর্য্যন্ত।) গীতা বেদব্যাসের অনুষ্টুপী (?) গীতামৃতধারা। এই গীতাসারে তাহারই সারাংশ লিখিত হইয়াছে। ইহার বক্তা স্বয়ং ভগবান। গরুড়পুরাণে ইহার শ্রোতার কোন উল্লেখ নাই, তবে এই মাত্র লিখিত আছে যে, "ভগবান্ বলিলেন আমি পূর্ব্বকালে অর্জ্জুনের নিকট যে গীতাসার প্রকাশ করিয়াছি, তাহাই কীর্ত্তন করিব।" ইহাতে বোধ হয় যে ভারতযুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জ্জুনের মোহ উপস্থিত হইলে ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে বিস্তৃত উপদেশ দেন, মোহগ্রস্ত অর্জ্জুন তাহা ধারণা করিতে পারেন নাই। পরে ভগবান্ তাহার সারাংশ পুনর্ব্বার উপদেশ দেন। তাহাই গীতাসার নামে অভিহিত। তাহাতে ইহার কোন প্রসঙ্গই নাই। ফলের অভিলাষী না হইয়া কেবল কর্ত্তব্যতাবোধে লৌকিক ও বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই মানব সুখী হইতে পারে, ইহাই প্রতিপাদন করাই গীতার প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু এই গীতাসারে তাহার কোন কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। নির্ব্বাণমুক্তিই ইহার প্রধান প্রতিপাদ্য।

গুঁড়ি, ১ চূর্ণ, গুঁড়া। ২ মূল। বৃক্ষাদির কাণ্ড বা নিম্নভাগ, যাহার উপর হইতে ডাল পাতা প্রসারিত হয়।

গুঁড়িকচু, ক্ষুদ্র জাতীয় এক প্রকার কচু।

গুঁড়িপিঁপ্‌ড়া, ক্ষুদ্র জাতীয় একপ্রকার পিপ্‌ড়া, ইহাদের রক্ত রঙ্গ; গৃহস্থের গুড় চিনির ভাঁড়ই ইহাদের প্রধান আশ্রয়। ইহার কামড়ে শরীর ফুলিয়া উঠে ও প্রায় ১ ঘণ্টা পর্যন্ত চুলকানি থাকে। [পিপীলিকা দেখ।]

গুঁড়িষা মাছ, একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য (Cobitis Tænia)

গুগ্‌লী, ক্ষুদ্র শম্বুক, চলিত কথায় ইহাকে গেঁড়ী বলে।

গুগ্‌গুল (পুং) গোপায়তি গুপ্‌ কিপ্‌ গুক্ রোগঃ তস্মাৎ গুড়তি রক্ষতি গুড়-গুক্ ক উক্ত শকাদিঃ। ১ বনাময়ব্যাপ্ত বৃক্ষবিশেষ, গুগ্‌গুলু। (অমরটীকা ভরত।) ২ রক্তশোভাঞ্জন বৃক্ষ (শব্দচন্দ্রিকা।)

গুগ্‌গুলু (পুং) গুক্‌রোগস্তস্মাৎ গুড়তি রক্ষতি গুড়-কু, উক্ত শকাদিঃ। ১ বনামব্যাপ্ত বৃক্ষ। ২ উক্ত বৃক্ষের নির্য্যাস ও সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। ইহার পর্য্যায়—কুম্ভ, উলূখলক, কৌশিক, পুর, কুম্ভোলূখলক, জটায়ু, কালনিষ্যাস, দেবধূপ, সর্ব্বসহ, মহিষাক্ষ, পলঙ্কষা, যবনদ্বিষ্ট, ভবাভীষ্ট, নিশাটক, জটাল, পুট, ভূতহর, শিব, শাম্ভব, দুর্গ, যাতুঘ্ন, মহিষাক্ষক, দেবেষ্ট, মরুদ্বিষ্ট, রক্ষোহা, রক্ষগন্ধক ও দিব্য। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কফ, বাত, কাস, কৃমি, বাতরোগ (সামবাত) ক্লেদ, শোথ ও অর্শনাশক এবং রসায়নবিশেষ। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—বিশদ, তিক্ত, কটু ও কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, সারক, কটুবিপাক, রুক্ষ, অত্যন্ত লঘু, ভগ্নসন্ধানকারক, শুক্রবর্দ্ধক, স্বরপ্রসাদক, অগ্নিবৃদ্ধিকারী, পিচ্ছিল, বলকারক; কফ, বায়ু, ব্রণ, অপচী, মেদোদোষ, প্রমেহ, অশ্মরী, সামবাত, ক্লেদ, কুষ্ঠ, আমবাত, পীড়কা, গণ্ডমালা ও কৃমিনাশক।

গুগ্‌গুলের মধুর রসে বায়ু, কষায় রসে পিত্ত এবং তিক্তরসে কফ নষ্ট হয়। নূতন গুগ্‌গুলু মাংসবর্দ্ধক ও শুক্রজনক, কিন্তু পুরাতন হইলে অত্যন্ত লেখন গুণযুক্ত অর্থাৎ অতিশয় কৃশকারক; যে গুগ্‌গুলু দেখিতে পাকা জম্বুফলের ন্যায় সুগন্ধি, পিচ্ছিল ও সুবর্ণ বর্ণ, তাহা নূতন এবং শুষ্ক দুর্গন্ধযুক্ত বিকৃত বর্ণ ও বীর্য্যহীন হইলে তাহা পুরাতন জানিবে। গুগ্‌গুল সেবনকারীর পক্ষে অম্লরস, তীক্ষ্ণদ্রব্য, অজীর্ণজনক অর্থাৎ গুরুপাক দ্রব্য, মৈথুন, পরিশ্রম, রৌদ্র, মদ্য ও ক্রোধ অতিশয় অহিতকর।

গুগ্‌গুলু জাতিভেদে পাঁচ প্রকার—মহিষাক্ষ, মহানীল, কুমুদ, পদ্ম ও হিরণ্য। যাহা দেখিতে অঞ্জনের ন্যায় তাহাকে মহিষাক্ষ বলে, অতিশয় নীলবর্ণ গুগ্‌গুলুকে মহানীল, কুমুদকুসুমের ন্যায় আভাবিশিষ্টকে কুমুদ, পদ্মবর্ণকে পদ্ম এবং স্বর্ণবর্ণ গুগ্‌গুলুকে হিরণ্য বলে।

ইহার মধ্যে প্রথম দুই জাতীয় গুগ্‌গুল হস্তীর পক্ষে এবং কুমুদ ও পদ্মজাতীয় অশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর ও আরোগ্যজনক। কেবলমাত্র হিরণ্য জাতীয় গুগ্‌গুলুই মানুষের উপকারী। অবস্থাবিশেষে মহিষাক্ষও মনুষ্যের হিতকর হইয়া থাকে।

(ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব ১ ভাগ)

গুগ্‌গুল্ অতিশয় সুগন্ধি বলিয়া হিন্দুগণ ধূনার সহিত ইহার ব্যবহার করেন। ইহা আগুনে দিলে গন্ধে গৃহ আমোদিত হয় এবং মন প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠে।

প্রয়োগামৃতের মতে গ্রীষ্মকালে মরুভূমিতে গুগ্‌গুলু বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। পরে শীত ঋতুতে শিশির জলে ভিজিলে উহা হইতে এক প্রকার রস বা নির্য্যাস নির্গত হয়, তাহারই নাম গুগ্‌গুলু। ইহা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিতে হয়। যাহা আগুনে দিলে জ্বলিয়া উঠে, সূর্য্য উত্তাপে বিলীন হইয়া যায় এবং উষ্ণজলে নিক্ষেপ করিলে জলের ন্যায় ক্লেদযুক্ত হয়, তাহাই গ্রহণ করা উচিত। পুরাতন, কদাবর্ণ, গন্ধহীন বা বিবর্ণ হইলে গ্রহণ করিবে না। (প্রয়োগামৃত) তিন মাস পর্য্যন্ত ইহা পূর্ণবীর্য্য থাকে; তৎপরেই গুণ ও বীর্য্য কমিয়া যায়।

ইহার শোধনপ্রণালী—গুগ্‌গুলু খণ্ড খণ্ড করিয়া গুড়ূচী, ত্রিফলার কাথ ও দুগ্ধের সহিত পাক করিলে শুদ্ধ হয়। শোধিত গুগ্‌গুলুই ব্যবহার করা উচিত। (রসচন্দ্রিকা) উষ্ণ দশমূলের কাথে গুগ্‌গুলু নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিবে। তৎপরে সরু কাপড়ে ছাঁকিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া ঘৃত মিশাইবে। এইরূপ করিলে গুগ্‌গুলু শুদ্ধ হয়। (বৈদ্যক)

এই বৃক্ষ ভারতবর্ষে ও আফ্রিকার স্থানে স্থানে জন্মিয়া থাকে। ইহার নির্য্যাসকে চলিত ইংরাজীতে Bdellium বলে। ইহা দেখিতে কতকটা রজনের মত, আটা জমিয়া গোলাল ভাব ধারণ করে। কোন স্থানের গুগ্‌গুল জরদাভ, কোথাও বা ঘোর লাল রঙের হয়। ইহাতে কতক মিষ্ট গন্ধও পাওয়া যায়। সুরাসারে ডুবাইলে ইহা একেবারে অস্বচ্ছ হইয়া পড়ে, নতুবা এই দ্রব্য অল্প স্বচ্ছ বলা যাইতে পারে। ইংরাজী মতে ইহার গুণ—তার্পিণতৈলের ন্যায় উত্তেজক, খাইলে শ্লৈষ্মিকঝিল্লী বিশেষতঃ ফুসফুসে ইহার কার্য্য হইয়া থাকে। কঠিন কফরোগ, বহুকালস্থায়ী ক্ষয়রোগ, জলবৎ শ্লেষ্মাস্রাবরোগ ও কণ্ঠনলীর রোগে খাইলে বা ইহার ধূমের নাস লইলে বিশেষ উপকার দর্শে। কঠিন ব্রণরোগ, ক্ষত ও

বর্ত্তমান পট্ট হইতে আড়াই ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ১.´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৭´ পূঃ। লোকসংখ্যা ১৮০৫০, তন্মধ্যে ১২৮২৪ মুসলমান, ৪৭০৪ হিন্দু ও ৪৫২ জন শিখ।

গুরুদাসপুর প্রাচীন নগরের উপর বর্ত্তমান নগর স্থাপিত। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম সাহেব অনুমান করেন যে এখানে যে প্রাচীন নগর ছিল, তাহা ১০০০ খৃষ্টাব্দে বিধ্বস্ত হয়। তাহার প্রায় ২০০ বর্ষ পরে শেরশাহ এই অঞ্চলের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অথবা অকবর বাদশাহ এই বর্ত্তমান নগর স্থাপন করিয়া থাকিবেন। শাহজাহানের সময় গুজরাত শাহদৌলা নামে একজন সাধু থাকিতেন। তিনি এই নগরে অনেক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। রাবলপিণ্ডির গক্কর নায়ক মুকাররব খাঁ ২৫ বর্ষকাল গুজরাট আধিপত্য করেন। পরে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে সর্দার গুজরসিংহ তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন। নগরের মধ্যস্থলে অকবরের নির্ম্মিত ও গুজরসিংহ কর্ত্তৃক সংস্কৃত দুর্গ শোভা পাইতেছে। এই দুর্গের মধ্যে তহসীল ও মুন্সফের কার্য্যালয়। এ ছাড়া ৬২টী মসজিদ, ৫১টী হিন্দুদেবমন্দির ও ১১টী শিখ [illegible]।

এখানে উৎকৃষ্ট শাল, কার্পাস ও পশমী বস্ত্র প্রস্তুত হয়। ছুরী, ছোরা ও পিস্তলের গড়নাদির জন্য গুজরাট নগর বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ। এখানে মিউনিসিপালিটী আছে।

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির উত্তর সমুদ্রকূলবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগ [গুর্জ্জর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

গুজরাটী এলাচী, গুজরাটদেশোৎপন্ন ক্ষুদ্র এলাচী; চলিত কথায় গুজরাতী বলিয়া থাকে। [এলাচ দেখ।]

গুজরাটী পেটা, মন্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত চিকাকোলের নিকটে লাঙ্গুলিয়ানদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত একটি নগর। এই স্থানে লক্ষ্মী ও নরসিংহস্বামীর মন্দিরে স্তম্ভের গায়ে ৮ খানি শিলাফলক আছে। মন্দিরটী বড় পুরাতন। স্থানীয় প্রবাদ—বলরাম এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় ২।৩ শত বৎসর হইল, এইখানে গুজরাটী ব্যবসায়ীরা আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। ইহার অপর নাম 'বস্তুনগরম'।

গুজরাটী ব্রাহ্মণ, দাক্ষিণাত্যবাসী এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। প্রায় শত বৎসর গত হইল ইহারা গুর্জ্জর ত্যাগ করিয়া স্থানে স্থানে বাস করিতেছে। পুণা জেলায় ঔদীচ্য, দিশাবাল, খেড়াবল, মোঢ়, নাগর, শ্রীগৌড়, শ্রীমালী প্রভৃতি থাক আছে।

ইহারা নিরামিষাশী, কেবল মাদকতার জন্য আফিম্, গাঁজা ও তামাকু সেবন করে। ইহারা স্বভাবতঃই পরিষ্কার, [illegible] কর্ম্মঠ, চতুর ও আতিথেয়। ইহাদের অনেকেই দালালী ব্যবসা হইতে পৌরাহিত্য পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। কেহ কেহ জমী ক্রয় করিয়া জমিদার হইয়াছেন এবং ঐ জমির প্রজা বন্দোবস্ত করিয়া জাত দ্রব্যের অর্দ্ধেক খাজনা স্বরূপ লইয়া থাকেন।

ইহারা বালাজি, গণপতি, মহাদেব, মারুতী, তুলজা-ভবানী এবং শঙ্করের পূজা করে। ইহারা অপদেবতা, ডাকিনী ও ভবিষ্যদ্বাক্যে বিশ্বাস রাখে।

ইহাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু বিধবা বিবাহ চলিত নাই। কেহ সন্তান প্রসব করিলে মরাঠী ধাত্রী বা স্বজাতীয়া কোন রমণী যাইয়া সন্তানের নাড়ী কাটিয়া দেয় এবং ঐ ফুল একটী পাত্রে রাখিয়া সূতিকাগারে 'মোরি'র নিকট পুঁতিয়া রাখে। তরবারি, তীর, কাগজ, কলম, ও চৌকি দিয়া ষষ্ঠীমাতার পূজা দেয়। অশৌচ ১০ দিন মাত্র থাকে। ১২শ দিনে আত্মীয় কুটুম্ব ভোজন হয় এবং সন্ধ্যার সময় স্ত্রীলোকেরা পুত্রের নামকরণ করে। চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত প্রসূতি বাটীর বাহির হইতে পারে না, তৎপরে একদিন সুন্দর বেশভূষা করিয়া আত্মীয় স্ত্রীলোকগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করে। ৫ মাস হইতে ৫ বৎসরের মধ্যে পুত্রের চূড়াকরণ হইয়া থাকে। যদি কেহ ঠাকুরের নামে চুল রাখে, তবে তাহাকে এক গুচ্ছ চুল বিবাহ পর্য্যন্ত রাখিতে হয়, বিবাহের দিনে ঐ চুল কাটিয়া ফেলে। ১২ হইতে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত পুত্রের এবং ৮ হইতে ১৫ বৎসরে কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে আত্মীয় কুটুম্বকে পাণ ও সুপারি দিয়া আমন্ত্রণ দেওয়া হয়। ইহাকে 'বাগনী' বলে। ইহাদের গর্ভাধান সংস্কার নাই। ইহারা শবদাহ করে। শবদাহের তিন দিন পরে অস্থির উপর দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, গোবর ও গোমূত্র ঢালিয়া দিয়া আসে।

আহম্মদ নগর-বাসী গুজরাটী ব্রাহ্মণের মধ্যে পিতৃ ও মাতুলগোত্রে বিবাহ হয় না। ইহাদের 'ত্রিব্‌দিবেব্‌রাস' শাখায় ভরদ্বাজ, গার্গ্য ও বশিষ্ঠ এই তিনটী গোত্র চলিত দেখা যায়। ইহারা যজুর্ব্বেদী এবং সকলেই শঙ্করাচার্য্যকে হিন্দুধর্ম্মের প্রধান প্রবর্ত্তক বলিয়া ভক্তি করে। গণপতি, মহাদেব ও বিষ্ণু ইহাদের উপাস্য দেবতা।

শোলাপুর জেলায় ঔদীচ্য, নাগর, শ্রীমালী এই তিনটী থাক ও ভরদ্বাজ, কপিল, বশিষ্ঠ প্রভৃতি গোত্র চলিত আছে। ইহাদের মধ্যে স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। ঐ বিভিন্ন থাকের লোকেরা একত্র আহারাদি বা পরস্পর দান গ্রহণ করে না। ইহাদের মধ্যে আচার্য্য, ভট্ট, পাণ্ড্যা, রাউল, ঠাকুর ও ব্যাস এই কয়েকটী পদবী চলিত। এক পদবীধারী কিন্তু বিভিন্ন

397-V

গোত্র হইলে বিবাহ হয়। অম্বাবাই ও বালাজি ইহাদের কুলদেবতা। বিজাপুর জেলায় ইহাদের নাগর, শ্রীমালী এবং পোরবাড় এই তিনটী শ্রেণী দেখা যায়।

গুজরাটী বাণিয়া, দাক্ষিণাত্যবাসী বণিক্ জাতির একটী শাখা। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির নানাস্থানে ইহাদের বাস, তন্মধ্যে আহম্মদনগরে কিছু অধিক। ইহাদের মধ্যে বড়নগরী ও বিসনগরী এই দুইটী থাক দৃষ্ট হয়। সকলেই আপনাদিগকে বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দেয়। ২।৩ শত বর্ষ হইল ইহারা গুর্জ্জর দেশ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাপথের নানাস্থানে বাস করিতেছে। গুর্জ্জরের উত্তরস্থিত বড়নগর ও বিসনগর নামক স্থানে ইহাদের আদিবাস এবং বোধ হয় উক্ত দুইটী নগরের নাম হইতেই তাহাদের জাতিগত বিভাগ হইয়া থাকিবে।

উভয় দলেই একত্র ভোজনাদি করে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে দান গ্রহণ চলিত নাই। ইহারা বেশ সুশ্রী ও সুন্দর; স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা সুন্দরী। ইহারা মদ্য বা মাংস কিছুই খায় না, কেবলমাত্র তাম ও পানের সহিত দোক্তা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদের অবস্থা ভাল।

ইহারা দক্ষিণদেশের ব্রাহ্মণদিগের আচার, ব্যবহার ও বেশভূষা সকল বিষয়েই অনুকরণ করিয়াছে। সকলেই মাথায় টিকি রাখে এবং দাড়ি কামায়। ইহাদের স্বভাব ভাল, দোষের মধ্যে বড়ই কৃপণ। বাণিজ্য ব্যবসা ইহাদের জাতিগত উপজীবিকা। যাহাদের পয়সা নাই, তাহারাও অপরের দাসত্ব স্বীকার করে না, বরং কোন ব্যবসায়ীর দোকানে বা কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম স্বীকার করে।

ইহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ জাতির নিম্নে ও মারাঠা অপেক্ষা উচ্চপদস্থ মনে করে। কেবল স্বজাতীয় ব্রাহ্মণ, দাক্ষিণাত্যবাসী শেনবি ব্রাহ্মণ ও পাকালদিগের স্পৃষ্ট অন্ন ভিন্ন আর কাহারও হাতে অন্ন খায় না। সকল হিন্দু দেবতা ইহাদের পূজ্য এবং উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদিগের মত উপবাসাদি করে। তিরুপতির বালাজি ও পন্ধরপুরের বিঠোবা ইহাদের কুলদেবতা। ইহারা সময়ে সময়ে হিন্দুদিগের সমস্ত পবিত্র তীর্থেই গমন করে ও ভক্তিসহকারে পূজা দেয়। সকলেই প্রত্যহ প্রাতে বাসাতে গৃহদেবতার পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের গর্ভাধান, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম গুজরাটী ব্রাহ্মণেরাই করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার অভাবে দেশস্থ ব্রাহ্মণেও সম্পন্ন করাইতে পারে। ইহারা সকলেই বল্লভাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ভুক্ত। ব্রাহ্মণ জাতির দশবিধ সংস্কারের মধ্যে ইহারা নামকরণ, চূড়াকরণ, বিবাহ, গর্ভাধান, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কয়েকটী পালন করে। বালকের হাতে খড়ির সময় তত্তদিনে ঢাকঢোল বাজাইয়া ঐ বালককে বিদ্যালয়ে লইয়া যায়। তথায় বালকের তক্তিপাত ও পুস্তকাদি সরস্বতীর নামে পূজা হয়। এই সময়ে বালককে সর্ব্বপ্রথম "ওঁ নমঃ সিদ্ধং" এই কয়েকটী কথা শিখাইয়া লয় এবং তৎপরে শিক্ষককে পান, সুপারি ও টাকা দক্ষিণা দেয়। বালিকারা কুমারী অবস্থায় মঙ্গলাগৌরীর পূজা করিয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। বহু-বিবাহ বা বিধবাবিবাহ করিলে জাতিচ্যুত হয়। সামাজিক কোন বিভ্রাট উপস্থিত হইলে ইহারা আপনারাই তাহার নিষ্পত্তি করে। সকলেই মরাঠী ও গুজরাতি ভাষায় কথা কহিতে পারে। কোলাপুরের গুজরাটী বাণিয়াদিগের মধ্যে হুমাড়, খড়া-য়ত, লাড়, মোধ, নাগর, পোরবাড় ও শ্রীমালী প্রভৃতি শ্রেণী দেখা যায় ও প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে দশা ও বিশা এই দুইটী বিভাগ আছে। দুইটী মূল শ্রেণীর মধ্যে একত্র ভোজন বা দান গ্রহণ চলে না। ইহারাও নিরামিষভোজী। পুত্র প্রসবের পাঁচদিন পরে ছটী বা ষষ্ঠীমাতার পূজা দেয়। দ্বাদশ দিনে পুত্রের নামকরণ করে এবং এক হইতে তিন মাসের মধ্যে চূড়াকরণ হইয়া থাকে।

পুণার বেণিয়াদিগের মধ্যে দুইটী স্বতন্ত্র থাক আছে। বল্লভাচার্য্যের শিষ্য সম্প্রদায় মিশ্রী ও জৈনসম্প্রদায় শ্রাবক নামে অভিহিত। মিশ্রীদিগের মধ্যে কপোল, খড়ায়ত, লাড়, মোধ, নাগর পাকাল ও পোরবাল এবং জৈনদিগের মধ্যে হুমাড়, পোরবাল ও শ্রীমালী প্রভৃতি কয়েকটী শাখা আছে। ইহাদের বিবাহ সময়ে 'লম্বান্ গণেশ' বা গণপতির পূজা হইয়া থাকে। ইহাদের মৃতাশৌচ দশদিন মাত্র। মিশ্রীরা ৩য়, ১১শ ও ১২শ এই দিনত্রয় ধরিয়া শ্রাদ্ধ করে এবং ১৩শ অথবা ১৩শ দিনে জাতিভোজ দেয়। শ্রাবকেরা মৃতের শ্রাদ্ধাদি করে না, ১২শ দিনে জৈনমন্দিরে যাইয়া তীর্থঙ্করদিগের উদ্দেশে পুষ্প ও সুগন্ধি দ্রব্য প্রদান করে।

গুজরাম্ (পারসী) অতিবাহিত করা, দিন যাপন বা কাল কাটান।

গুজরান্‌বালা, পঞ্জাবের ছোট লাটের শাসনাধীন একটী জেলা। অক্ষা° ৩১° ৩২´ হইতে ৩১° ৩৩´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৩° ১১´ ৩০″ হইতে ৭৩° ২৮´ ১৫″ পূঃ। লাহোর বিভাগের উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। ইহার উত্তর-পশ্চিম সীমা চন্দ্রভাগা নদী, দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব্বে ঝঙ্গ, মণ্টগোমরি ও লাহোর এবং পূর্ব্বসীমায় শিয়ালকোট জেলা। গুজরান্‌বালানগর ইহার সদর ও এইখানে বিচার-বিভাগ স্থাপিত। জেলার ভূ-পরিমাণ ১৫৮৭ বর্গমাইল।

এই জেলা চেনাব-দোআবের মধ্যস্থলে শিয়ালকোটের পার্ব্বতীয় উর্ব্বরাভূমি ও ঝাঙ্গের মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত। জেলার ভূমি দেখিলে বোধ হয়, হিমালয়পর্ব্বতের নিম্নতল ঢালু করিয়ে গঠিত, এই কারণে ইহার উত্তরাংশ সমতল। ঐ অংশ প্রায় ৬ মাইল বিস্তৃত। ইহার মধ্য দিয়া চন্দ্রভাগা নদী প্রবাহিত। এই নদীর তীর হইতে প্রায় ১০ মাইল পর্য্যন্ত স্থানে কূপ খনন করিলে জল পাওয়া যায় কিন্তু ইহার পরে জল দুষ্প্রাপ্য। এখানে কেবল বৃষ্টির জলে ফসল জন্মে। শিয়ালকোটের সীমায় এই জেলার পূর্ব্বে যে অধিত্যকা আছে, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা এবং তথাকার লোকেরা বহু পরিশ্রমে ও যত্নে চাসবাস করিয়া থাকে। এখানে জলেরও বেশ সুবিধা আছে।

জেলার উত্তরের পার্ব্বতীয় অংশ পরিত্যাগ করিয়া যতই দক্ষিণাভিমুখে যাওয়া যায়, জমি ততই কঠিন ও জলহীন দেখা যায়। অধিক নিম্নে সুড়ঙ্গ খনন না করিলে জল পাইবার উপায় নাই। জেলার দক্ষিণ সীমায় 'বার' নামক মরুভূমি। এখানে ছোট ছোট গাছ ভিন্ন আর কিছুই জন্মে না, কেবল বর্ষার পর অল্প অল্প ঘাস গজাইয়া থাকে। ঐ 'বারভূমির' দক্ষিণ হইতেই ঝঙ্গের মরুভূমির সূত্রপাত হইয়াছে। জেলার দক্ষিণপূর্ব্বে দেগনদী। ইহার জল অতি স্বচ্ছ। প্রতি বৎসর বন্যার সময় স্রোতের সহিত ভেলামাটি আসিয়া কিনারায় পড়ে এবং তাহাতে নদীর উভয় কূলের জমী উর্ব্বরা করে। এতদ্ভিন্ন এইস্থানে আরও ৩।৪টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত বহিয়া চন্দ্রভাগা ও দেগনদীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

এই জেলা ও এখানকার নগর বহু প্রাচীন নহে, তথাপি ইহার সম্বন্ধে অনেক অতীত ঘটনার কথা জানা যায়। সম্ভবতঃ লাহোর নগর স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে এইস্থানে পঞ্জাবের রাজধানী ছিল। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌-সিয়াং যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন তিনি এই পঞ্জাবরাজ্যের রাজধানী 'তকি' নগরের বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। কানিংহাম সাহেব এই জেলার অন্তর্গত অসরুর গ্রামে একটী বৃহৎ বৌদ্ধস্তূপ দেখিয়া অনুমান করেন যে পূর্ব্বে এই স্থানে তকি নগর ছিল। ঐ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তূপ যে বহু পুরাতন, ইহার বৃহদাকার ইষ্টক ও এই স্থানে প্রাপ্ত মুদ্রাদি হইতে স্পষ্টই জানা যায়। হিউএন্‌-সিয়াংএর পরবর্ত্তীকাল হইতে মুসলমান রাজত্বের আরম্ভ পর্য্যন্ত গুজরান্‌বালা সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক ঘটনা পাওয়া যায় না। কারণ ঐ তকি নগরের নাম মনুষ্যের হৃদয় হইতে অপসৃত হইলে লাহোর নগর বর্ত্তমান পঞ্জাব রাজ্যের রাজধানী হইয়াছে।

মুসলমান রাজত্বের সময় এই নগর ক্রমেই সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। মোগলসম্রাট্ অকবর ও ঔরঙ্গজেব এই জেলার নানা স্থানে কূপ খনন করাইয়া দেন। ঐ সময়ে আমিনাবাদ ও হাফেজাবাদ উহার প্রধান নগর এবং এই জেলা ৬টী পরগণায় বিভক্ত হয়। মোগলপ্রভাব খর্ব্বের সময়ে রণজিৎসিংহের পিতামহ চড়ৎসিংহ এই প্রদেশ অধিকার করিয়া আপনার আবাসভূমি স্থাপিত করেন। এইখানে রণজিৎসিংহের জন্ম হয়। রণজিৎসিংহ এই নগরের চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী সমস্ত প্রদেশ নিজ করতলস্থ করেন। তিনি অল্প করে লবান জাতিকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের পর ইহা ইংরাজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে এই জেলা গুজরান্‌বালা ও শিয়ালকোট এই দুই বিভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ইহার দক্ষিণপূর্ব্বের ৩০৩ খানি গ্রাম লাহোর জেলাভুক্ত হয়। পরবর্ত্তী বৎসরে পুনরায় আরও ৩২৪ খানি গ্রাম ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হয়। ইহার পর এখানে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যুদ্ধাদি নানা ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।

এই জেলার মধ্যে গুজরান্‌বালা, উজীরাবাদ, রামনগর, আমিনাবাদ, সোদরা, অকালগড়, পিণ্ডি ভট্টিয়ানা, কিলা দিদারসিংহ, হাফেজাবাদ ও জালালপুর প্রভৃতি কয়েকটী নগর আছে। এখানে রবি শস্যের মধ্যে গম, যব, ছোলা, তামাক, তিল ও শাকসব্জি এবং খরিফ শস্যের মধ্যে জোয়ার ও বজরা, ধান, মকা, কলাই, তিল, তুলা, ইক্ষু ও অন্যান্য ফসলাদি জন্মে।

এখান হইতে শিশু শাল বাবল চন্দনাদি ও বাহাদুরী কাঠ রপ্তানী হয়। লবণ, লৌহ, গো-মেষাদি, গরম মসলা প্রভৃতি ও বিলাতী দ্রব্য আমদানী হইয়া থাকে। উজীরাবাদ হইতে চিনি, গম, ঘি ও পশম রামনগরে আমদানী হয়। এই স্থান হইতে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড নামক রাস্তা বরাবর কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিয়াছে।

এই স্থানে একজন ডেপুটী কমিসনর, এসিষ্টাণ্ট কমিসনর, একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিসনর ও তিনজন তহসীলদার আছেন। এতদ্ব্যতীত ডাক্তার ও পুলিসকর্ম্মচারী আছে। গুজরান্‌বালা, অকালগড়, উজীরাবাদ ও হাফেজাবাদে গবর্মেণ্টের সাহায্যকৃত ৪টী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। স্থানে স্থানে বিদ্যালয়েরও অভাব নাই। এক্ষণে এই জেলা ৩টী তহসীল ও ১১টী পরগণায় বিভক্ত। ইহাতে সর্ব্বসমেত ১২৯১ খানি গ্রাম আছে।

২ উক্ত জেলার তহসীল। অক্ষা° ৩১° ৫৯′ হইতে ৩২° ২০′ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৩° ২৮′ ১৫″ হইতে ৭৪° ৫০ পূঃ মধ্যে

রহে। পূর্বোক্ত উপদংশ রোগে ইহা সালসার ন্যায় ব্যবহার করা যায়। অত্যধিক পর শরীর দুর্বল হইয়া পড়িলে ইহা ব্যবহার করিলে ক্ষুধা, বীর্য ও বল বৃদ্ধি হয়। বাঙ্গালা আসাম ও ব্রহ্মে এই গাছ জন্মে।

গুড়ূচীঘৃত (ক্লী) গুড়ূচ্যা সহ পক্কং ঘৃতং মধ্যলোং। গুড়ূচীর কাথ ও কল্কের সহিত দুগ্ধযুক্ত ঘৃত পাক করিলে তাহাকে গুড়ূচীঘৃত বলে। ইহা বাত রক্ত ও কুষ্ঠ রোগে বিশেষ উপকারী।

গুড়ূচ্যাদি (পুং গুড়ূচী আদির্যস্য বহুব্রী। বৈদ্যকশাস্ত্রোক্ত ঔষধগণ। গুড়ূচী নিম, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ ও চন্দন ইহাদিগকে গুড়ূচ্যাদি বলে। ইহার গুণ—তৃষ্ণা, অরুচি, ছর্দ্দি, পিপাসা ও দাহনাশক। (চক্রদত্ত, সুশ্রুত সূত্র° ৩৮ অ)

গুড়ূচ্যাদিকষায় (পুং) চক্রদত্তোক্ত পাচনবিশেষ গুড়ূচী, আতইচ, ধনে, শুঁঠ, বিষমুষ্টা ও বালা এই সকল দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত পাচনকে গুড়ূচ্যাদি কষায় বলে। এই পাচন শীতল হইলে পান করা বিধেয়। ইহা সেবনে জ্বর, তন্দ্রা, তৃষ্ণা, অরুচি, ছর্দ্দি, পিপাসা ও গাত্রদাহ দূর হয়। (চক্রদত্ত)

গুড়ূচ্যাদিকাথ (পুং) পাচনবিশেষ। ভাবপ্রকাশে তিন রকম গুড়ূচ্যাদিকাথ নিরূপিত হইয়াছে। ১ গুড়ূচী ও আমলকী সংযুক্ত ক্ষেতপাপড়ার কাথকে এক রকম গুড়ূচ্যাদি কাথ বলে। ইহা সেবনে দাহ, শোষ ও ভ্রান্তি উপসর্গ যুক্ত পিত্তজ্বরে বিশেষ উপকার হয়। ২য়, গুড়ূচী, চিরতা, বালা, বেণার মূল, অগুরু, মুথা, তেউড়ী, আমলকী, কিস মিস, বাসক ও ক্ষেতপাপড়া এই সকল দ্রব্যের কাথকে গুড়ূচ্যাদিকাথ বলে। ইহা সেবনে পৈত্তিক জ্বর বিনষ্ট হয়। প্রাতে মধুর সহিত সেবনীয়। ৩য়, গুলঞ্চ, নিমপাতা, ধনে, রক্তচন্দন ও কটকী এই সকল দ্রব্য দ্বারা যে কাথ হয়, তাহাকেও গুড়ূচ্যাদিকাথ বলে। ইহা পিত্তশ্লৈষ্মিকজ্বরে সেবনীয়। ইহা সেবনে পিপাসা, দাহ, অরুচি ও বমি নষ্ট হয় (ভাব প্রকাশ)।

গুড়ের (পুং) গুড়-এরক্। (পতিকটি কুটিপক্তিভক্তি বংশিভ্য এরক্। উণ ১।১২৯) ১ গুড়ক, বর্ত্তুলাকার পদার্থ বিশেষ, গুলী। (উজ্জ্বল) ২ গ্রাস। (হেম)

গুড়েরক (পুং) গুড়ের স্বার্থে কন্। [গুড়ের দেখ।]

গুড়োদ্ভবা (স্ত্রী) গুড় উদ্ভবোহস্যাঃ বহুব্রী। ১ শর্করা। (রাজনি°) (ত্রি) ২ যাহা গুড় হইতে উৎপন্ন।

গুড়োদ্ভূতা (স্ত্রী) গুড়াৎ উদ্ভূতা ইতি। শর্করা।

গুড়গুড়াপুর, দাক্ষিণাত্যের বম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত ধারওয়ার উপবিভাগের ৮ মাইল উত্তরে পাহাড়ের উপরিস্থ একটি গ্রাম। এখানে কৃষ্ণবর্ণ পাথরে নির্ম্মিত মল্লারিদেবের মন্দির আছে। মন্দিরের বাহিরের দেয়ালে নানাবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত। এই মন্দিরের চারিপার্শ্বে আরও কতকগুলি দেবগৃহ দেখা যায়। দেবের সেবার ব্যয়ের জন্য গবর্মেণ্ট বাৎসরিক ৩৩৮৲ টাকা আয়ের একটী ভূসম্পত্তি দিয়াছেন ও নগদ ১০৲ টাকা দান করেন। এতদ্ভিন্ন আশ্বিন মাসে দশেরার সময় মল্লাসুরবধ্যা ভৈরবের উদ্দেশে যে মেলা হয়, তাহাতেও তীর্থযাত্রীদিগের নিকট হইতে অনেক টাকা পাওয়া যায়। এই মন্দিরে নিকট কেহ বাস করিতে পারে না। কেবলমাত্র পুত্রকামা অথবা অপর কোন কারণে স্ত্রীলোক যাইয়া মেলার দিন মল্লারিদেবের উপাসনা করিয়া থাকে।

স্থানীয় প্রবাদ এইরূপ যে মল্লারিদেব ভৈরব অংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রায় ১০ হাত লম্বা ধনুক লইয়া এই গ্রামে মল্লাসুরকে নিহত করেন। তদবধি ঐ গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে মল্লারিদেব রূপে পূজা করিয়া থাকেন। ঐ ধনুক অদ্যাপি রক্ষিত আছে, তাহারও প্রত্যহ পূজা হইয়া থাকে। মল্লারি দেবরূপে অভিহিত হইলে তাঁহার শীকারযুক্ত কুক্কুরেরাও মনুষ্যাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া বাগ্যা ও গোরবক নাম ধারণ করিয়াছে। এই বাগ্যাদিগের উৎসাহে ও বিশেষ ধূমধামে মেলা হয়। [মল্লারি দেখ।]

গুড়গুড়ি, বম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে কল্লাণের মন্দির এবং ঐ মন্দিরের গাত্রে ১০৭৮ ও ১০৭২ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত দুইখানি প্রশস্তি খোদিত আছে।

গুড়গুড়ি (দেশজ) ১ তামাক খাইবার একপ্রকার নল। ২ পক্ষী বিশেষ।

গুণ (পুং) গুণ ভাবে কর্ত্তরি বা অচ্। ১ ধনুকের আকর্ষণ রজ্জু ছিলা।

"কনকপিঙ্গতড়িদ্গুণসংযুতম্" (রঘু ৯।৫৪)

পর্য্যায়—মৌর্ব্বী জ্যা, শিঞ্জিনী, শিঞ্জা, জ্যাবা, গোধিকা, জীবা। ২ রজ্জু।

"গুণবদ্রোহপি সন্দেহে গুণাধারে বধি।
ন গুণোহপি পূর্ণভূত্বা যথা কূপে নিমজ্জতি।" (উদ্ভট)

৩ মৌর্ব্বী প্রভৃতি। ৪ ষট্প্রকার রাজনীতি। সন্ধি, বিগ্রহ যান আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয় ইহাদিগকে গুণ বলে।

"সন্ধিঞ্চ বিগ্রহঞ্চৈব যানমাসনমেব চ।
দ্বৈধীভাবং সংশ্রয়ঞ্চ ষড়্গুণাংশ্চিন্তয়েৎ সদা।" (মনু ৭।১৬০)

৫ সূত্র। "কাকী গুণ ইব পতিতঃ।" (আর্য্যাসপ্ত° ৩৬৯)

পাঠ হইলেন। পুত্র পিতার আদেশে উপনয়নের পর গুরুগৃহে বাস করিয়া বিদ্যা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। যৌবনের প্রারম্ভেই গুণনিধির সহিত নাগরিক যুবকগণের মিলন হইতে লাগিল, তাহাদের হাব ভাব দেখিয়া গুণনিধি আর থাকিতে পারিলেন না, দিন দিনই তাহাদের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। মাতার নিকট হইতে গোপনে অর্থ লইয়া দ্যূতক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্পদিন মধ্যেই দ্যূতক্রীড়ায় উহার চিত্তের আসক্তি বাড়িয়া উঠিল। ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদাই তিনি [illegible] অসাধুতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গীত, বাদ্য প্রভৃতি কোনটিই গুণনিধির অবিদিত থাকিল না। গুণনিধির কপাল পুড়িয়াছে জানিতে পারিয়া তাঁহার জননী তাঁহাকে নানা প্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু গুণনিধি তাহার কিছুই শুনিলেন না। কেবল অর্থ লইবার সময় জননীর সহিত দেখা করিতেন, আর প্রায় সকল সময়ই আড্ডায় থাকিয়া আমোদ প্রমোদে কাটাইতেন। গুণনিধির পিতা একজন সম্ভ্রান্ত লোক; সকলেই তাঁহাকে আহ্বান করিত, তিনি প্রায়ই গৃহে থাকিতে পারিতেন না, গৃহে আসিয়া পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার সহধর্ম্মিণী বলিতেন যে গুণনিধি এই মাত্র গৃহ হইতে বাহির হইয়াছে। জননী অনেক উপদেশ দিয়া যখন দেখিলেন যে কোন ফল হইল না, তখন তিনি অর্থ দেওয়া বন্ধ করিলেন। গুণনিধি যখন আর মাতার নিকটে অর্থ পায় না অথচ দ্যূতক্রীড়া না করিয়াও থাকিতে পারে না। কাজেই উপযুক্ত পুত্র আপনার গৃহে চুরি করিতে লাগিল। দিন দিন থাল ঘটী বাটী চুরি করিয়া পরিশেষে মাতার পরিধেয় শাড়ীখানি পর্য্যন্ত চুরি করিলেন। জননী জানিতে পারিলেও একমাত্র পুত্রের বাৎসল্যে কোন কথাই প্রকাশ করিতেন না। একদিন গুণনিধির জননী নিদ্রিত আছেন, পুত্র অবসর পাইয়া তাঁহার হস্তের একটী অঙ্গুরী চুরি করিয়া লইলেন। দ্যূতকারগণের প্রাপ্য টাকার বাবদ ঐ অঙ্গুরী অর্পণ করিলেন। যজ্ঞদত্ত দ্যূতকারগণের নিকটে আপনার পরিচিত অঙ্গুরী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করায় তাহারা গুণনিধির সমস্ত গুণের কথা প্রকাশ করিয়া দিল। যজ্ঞদত্ত সহধর্ম্মিণীর বাৎসল্যেই পুত্র এইরূপ কুপুত্র হইয়াছে ভাবিয়া গুণনিধি ও তাহার জননীকে পরিত্যাগ করিলেন।

গুণনিধি এখন নিরুপায়, বিদ্যা বুদ্ধি কেমন নাই, কোথা যাইবেন কি করিবেন কি প্রকারেই বা জীবনরক্ষা হইবে ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। এদিন আর গুণনিধির আহার জুটিল না। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, গুণনিধির একে দারুণ চিন্তা, তাহার উপরে আবার ক্ষুধা তৃষ্ণা, প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে শিবরাত্রির উপবাসী একজন শিবভক্ত নানাবিধ উপচার লইয়া নগর হইতে বাহির হইলেন। গুণনিধি তাঁহার হাতে সকল দ্রব্য দেখিয়া স্থির করিলেন, এই ব্যক্তি শিবের পূজা করিয়া শিবমন্দিরে উপচার রাখিয়া আসিলে আমি চুরি করিয়া লইয়া উদরসাৎ করিব। এরূপ ভাবিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। শিবভক্ত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অশ্রুজলে বুক ভাসাইয়া ভক্তিগদ্গদ স্বরে শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল। গুণনিধি তাহার নিদ্রার অপেক্ষায় দ্বারে বসিয়া সমস্ত পূজা দেখিতে লাগিলেন। পূজান্তে সেই ব্যক্তি মন্দির হইতে বাহির না হইয়া সেখানেই নিদ্রিত হইয়া পড়িল। গুণনিধি এই সুযোগে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, যে মন্দিরের প্রদীপটী নির্ব্বাণ হইয়া যায়। দীপ নির্ব্বাণ হইলে আপনার কার্য্যে অসুবিধা হইবে মনে করিয়া নিজ বস্ত্রাঞ্চলে বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিয়া দীপটী উজ্জ্বল করিলেন। ব্রাহ্মণকুমার উপচার লইয়া যখন বাহির হইতেছিল, এমন সময় তাহার পদশব্দে পূজকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। পূজক চোর চোর বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, চারিদিক হইতে পুররক্ষকগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। গুণনিধি উপচার ফেলিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন। রক্ষিগণ বেগে গিয়া তাহাকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের দারুণ প্রহারে গুণনিধি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

যমরাজ ব্রাহ্মণকুমারকে লইবার জন্য কিঙ্করদিগকে অনুমতি করিলেন। তাহারা বিকটাকার মুদ্গর লইয়া গুণনিধিকে বদ্ধ করিয়া লইয়া চলিল। এদিকে শিব আপনার অনুচরগণকে আদেশ করিলেন, "তোমরা এখানে বসিয়া কি করিতেছ। দেখিতেছ না যে গুণনিধিকে লইয়া যমদূতগণ চলিয়া যাইতেছে। শীঘ্র যাও, রথে চড়াইয়া পরম সমাদরে উহাকে এই স্থানে লইয়া আইস।" শিবদূতগণ একখানি রথ লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং যমকিঙ্করগণকে নিষেধ করিয়া বলিল যে, শিবের অনুমতি হইয়াছে, উহাকে শিবপুরী লইয়া যাইতে হইবে। যমকিঙ্করগণও সহজে ছাড়িতে চাহিল না। তাহারা শিবের অনুচরদিগের সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিল, অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল ব্রাহ্মণকুমার আচারভ্রষ্ট এবং আজন্ম কুকার্য্য করিয়া থাকিলেও শিবরাত্রিব্রতের দিনে উপবাস, শিবমন্দিরে নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপটী রক্ষা এবং

উপবাসী থাকিয়া শিবরাত্রি দিবসে আপনার শিবপূজা দর্শন করেন, এই জন্য ইহার শিবপুরী গমন হইবে, যমদূতদের ইহার উপরে কোন অধিকার নাই। বিচারে পরাজিত হইয়া যমকিঙ্করগণ ফিরিয়া চলিল। গুণনিধি রথে চড়িয়া শিবলোকে গমন করিলেন। এইরূপে শিবরাত্রি ব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। (কাশীখণ্ড ১০ অঃ)

২ একজন বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থকার, শ্রীনিবাসের পুত্র। ইহার রচিত পরমাত্মবিনোদ (অলঙ্কার), অন্নপূর্ণাস্তুতি, ঈশস্তুতিস্তুতি, গণপতিস্তুতি, ভগবতীস্তুতি, বিষ্ণুস্তুতি, ষামস্তুতি ও শিবশিখরিণীস্তুতি পাওয়া যায়।

গুণনী (স্ত্রী) গুণ্যতে ভবয়া গুণ ল্যুট ঙীপ্। পাঠাভ্যাস দৃঢ়তর সংস্কারের জন্য বার বার অনুশীলন। পর্য্যায়—ভণিনী, শীলন।

গুণনীয় (পুং) গুণ্যতে পুনঃপুনরনুশীল্যতেঽনেন গুণ অনীয়র্। ১ অভ্যাস। (তারানাথ) (ত্রি) গুণ কর্ম্মণি অনীয়র্। ২ গুণিতব্য। (ত্রিকাণ্ড)

গুণনীয়ক (পুং) গুণনীয় সংজ্ঞার্থে কন্। যে রাশি দিয়া অপর একটী রাশিকে ভাগ করিলে ভাগশেষ কিছুই থাকে না, তাহা দ্বিতীয় রাশির গুণনীয়ক। প্রাচীন আর্য্যগণিত শাস্ত্রে এই সংজ্ঞার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী গণিতবেত্তাগণ এই নূতন সংজ্ঞার সৃষ্টি করিয়াছেন।

গুণপনা (দেশজ) গুণীর ভাব, নিপুণতা, কৌশল।

গুণপন্থ (গুণপথিন্ শব্দজ) ধর্ম্মের তাৎপর্য্যজ্ঞাপকগ্রন্থ, যাহাতে নানা মতের মর্ম্মভেদ করিয়া ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য বিবৃত করা হইয়াছে।

"আগমের নানা গ্রন্থ আর যত গুণপন্থ
চারিবেদ আঠার পুরাণ।"

গুণপদী (স্ত্রী) গুণৌ গুণিতৌ পাদৌ যস্যাঃ বহুব্রী। কুম্ভপদ্যাদিত্বাৎ অকারলোপঃ ঙীপ্ চ। যে স্ত্রীর পদ গুণযুক্ত হইয়াছে। (পা ৫।৪।১৩৯)

গুণপূর্ণ (ত্রি) গুণেন পূর্ণঃ ৩তৎ। যাহার অনেক গুণ আছে, গুণাধার।

গুণপ্রবৃদ্ধ (ত্রি) গুণৈঃ প্রবৃদ্ধঃ ৩তৎ। যাহা গুণ দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে। "যদধোর্দ্ধঃ প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধাঃ" (গীতা ১৫।২)

গুণপ্রকর্ষ (পুং) গুণস্য প্রকর্ষঃ ৬তৎ। গুণের আধিক্য।

গুণপ্রভ (পুং) একজন বৌদ্ধশিক্ষক, শ্রীহর্ষরাজের গুরু ও বসুবন্ধুর শিষ্য। ইনি তত্ত্ববিভঙ্গশাস্ত্র ও ভবসত্যশাস্ত্র রচনা করেন। পূর্ব্বে ইনি মহাযানমতাবলম্বী ছিলেন, পরে বিভাষাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া হীনযান মত গ্রহণ করেন। মতিপুরের নিকটে ইঁহার বাস ছিল। মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের পূজা না করায় ইনি দেবসেন কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলে বনগমনপূর্ব্বক সমাধিযোগ অবলম্বন করেন।

বর্ত্তমান বিজ্নোর জেলার লালপুর গ্রামে আমি মসজিদের প্রায় ৪॥০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে গুণপ্রভ-সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

গুণপ্রিয় (ত্রি) গুণঃ প্রিয়োযস্য বহুব্রী। গুণানুরাগী, যে গুণ ভালবাসে।

গুণভদ্র (পুং) একজন চীনদেশবাসী বৌদ্ধ পণ্ডিত। ইনি চীন ভাষায় অবদানশতকের অনুবাদ করেন। ঐ অনুবাদের নাম পিকুকিং।

গুণভর, চোলদেশের একজন শৈব রাজা। কেহ কেহ ইঁহাকে পল্লববংশীয় বলিয়া অনুমান করেন। ত্রিশিরাপল্লী পাহাড়ের উপর খোদিত শিলাফলকে ইঁহার অনুশাসনলিপি দৃষ্ট হয়।

গুণভোক্তৃ (ত্রি) গুণানাং ভোক্তা ৬তৎ। যে গুণ ভোগ করে।

গুণভৃৎ (ত্রি) গুণং বিভর্ত্তি ভৃ কর্ত্তরি ক্বিপ্। ১ যাহার গুণ আছে, গুণাধার। (পুং) গুণান্ সত্ত্বরজস্তমাংসি বিভর্ত্তি অধিষ্ঠাতৃত্বেন আশ্রয়তি ভৃ-ক্বিপ্। ২ পরমেশ্বর।

"গুণভৃন্নির্গুণো মহান্।" (ভারত ১৩।১৪৯।১০৩।)

গুণভ্রংশ (পুং) গুণস্য ভ্রংশঃ ৬তৎ। গুণনাশ। (হারা)

গুণমতি (পুং) একজন বৌদ্ধপণ্ডিত, ইনি অভিধর্ম্মকোষের ব্যাখ্যা রচনা করেন। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং লিখিয়াছেন, ইনিই শাস্ত্রীয় তর্কে মাধবকে পরাজয় করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেন।

গুণময় (ত্রি) গুণাত্মকঃ গুণপ্রচুরোবা গুণ-ময়ট্। ১ গুণাত্মক, গুণস্বরূপ।

"তথা বহুমনস্তদ্ভঃ পাণির্গুণময়ৈস্তথা।" (ভারত)

২ গুণাঢ্য, গুণযুক্ত, যাহার গুণ আছে। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্।

গুণমহার্ণব, কলিঙ্গের একজন গঙ্গবংশীয় রাজা। [গাঙ্গেয় দেখ।]

গুণযুক্ত (ত্রি) গুণেন যুক্তঃ ৩তৎ। গুণবিশিষ্ট।

গুণযোগ (পুং) গুণেন যোগঃ ৩তৎ। গুণের সহিত সম্বন্ধ।

গুণরত্ন (ক্লী) গুণএব রত্নং। গুণস্বরূপরত্ন, রত্নের ন্যায় প্রশংসনীয় বা আদরণীয় গুণ।

গুণরত্নগণি বা গুণরত্নসূরি—একজন জৈন পণ্ডিত, দেবসুন্দর সূরির শিষ্য। ইনি সংস্কৃতভাষায় তর্করহস্যদীপিকা, ষড়্দর্শনসমুচ্চয়টীকা ও ক্রিয়ারত্নসমুচ্চয় নামে একখানি ব্যাকরণ রচনা করেন।

বিশিষ্ট অর্থাৎ স্তুতমুখবিধায়ী অর্থ কল্পিতে হয়, অতএব ইহাকে গুণবাদ বলা যাইতে পারে। [অর্থবাদ দেখ।]

গুণবান্‌, রাজর্ষিদেবীভক্ত সাত্তত্য মুনিবংশীয় একজন রাজা, বৈতালিকের পুত্র। (সহাদ্রি ১।৩৩।৫১।)

গুণবিজয়গণি, একজন জৈনগ্রন্থকার, প্রমোদমাণিক্যের প্রশিষ্য ও জয়সোমসূরির শিষ্য। ইনি খণ্ডপ্রশস্তিটীকা, বিশেষার্থবোধিকা নামে রঘুবংশের টীকা এবং (১৫৯০ খৃষ্টাব্দে) দময়ন্তীকথাটীকা প্রণয়ন করেন।

গুণবিধ (ত্রি) গুণস্য বিধাইব বিধা যস্য বহুব্রী। গুণতুল্য।

গুণবিধি (পুং) গুণস্য অঙ্গস্য বিধিঃ ৬তৎ। অপর বিধি বাক্য প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত কর্ম্মের অঙ্গবিধানের নাম গুণবিধি। যথা—"দধ্না জুহোতি"। দধিদ্বারা অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিতে হয়। এই বাক্য দ্বারা "অগ্নিহোত্রং জুহোতি স্বর্গকামঃ" এই বিধিবাক্যে প্রাপ্ত অগ্নিহোত্র যাগের অঙ্গমাত্র বিধান করা হইয়াছে, অতএব ইহার নাম গুণবিধি। "সোমেন যজেত"। সোমদ্বারা সোম যাগ করিবে। এই স্থলে সোম যাগ অপর কোন বিধিবাক্যে পাওয়া যায় না, এই কারণে এই বাক্যটী দ্বারা সোমযাগ ও অঙ্গভূত সোম এই উভয়েরই বিধান করা হইয়াছে বলিতে হইবে। অতএব ইহাও একপ্রকার গুণবিধি। মীমাংসাভাষ্যকার ও সৌগাক্ষি প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ গুণবিধি সম্বন্ধে অনেক বিচার করিয়া পরিশেষে ইহার স্থাপন করিয়াছেন। [বিশেষ বিবরণ বিধিশব্দে দ্রষ্টব্য।]

গুণবিশেষ (পুং) গুণস্য বিশেষঃ ৬তৎ। একপ্রকার গুণভেদ।

গুণবিষ্ণু (পুং) একজন বৈদিক পণ্ডিত, দামুকের পুত্র। ইনি ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য নামে সামবেদীয় সন্ধ্যা ও দশকর্ম্ম-পদ্ধতির টীকা প্রণয়ন করেন। টীকার ভাষা অতি সরল। ইহার সাহায্যে দুর্ব্বোধ বৈদিক মন্ত্রগুলির প্রকৃত অর্থ অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে সকলেই ঐ টীকার সমধিক আদর করেন। রঘুনন্দন প্রভৃতি বঙ্গ স্মার্ত্তগণ ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

গুণবৃক্ষ (পুং) গুণানাং নৌকাকর্ষকরজ্জুনাং বন্ধনাধারঃ বৃক্ষঃ। নৌকা বা জাহাজের মাস্তল।

গুণবৃক্ষক (পুং) গুণবৃক্ষ-স্বার্থে কন্। গুণবৃক্ষ। (অমর)

গুণবৃত্তি (স্ত্রী) গুণেন বৃত্তিঃ, ৩তৎ। ১ লক্ষণাবিশেষ।

"যত্রাপি সমীপেপোত্থাপি ন গুণবৃত্ত্যা চতুষ্কঃ।"

(কাত্যায়নশ্রৌ° ২০।১।৩৮ কর্ক) [লক্ষণা দেখ।]

(ত্রি) গুণে বৃত্তির্যস্য বহুব্রী। ২ গুণের উপর যাহাদের বৃত্তি বা সামর্থ্য আছে।

"ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যনির্দেশ্যে নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ।" (ভাগবত)

(স্ত্রী) গুণানাং সত্ত্বাদীনাং বৃত্তিঃ ৬তৎ। ৩ সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বৃত্তি, ব্যাপার পরিণাম বিশেষ। যথা—সত্ত্বগুণের বৃত্তি সুখ, রজোগুণের দুঃখ এবং তমোগুণের বৃত্তি মোহ মূঢ়তাদি। [বিশেষ বিবরণ সত্ত্বাদি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

গুণবৈচিত্র্য (ক্লী) গুণানাং বৈচিত্র্যং ৬তৎ। গুণের বিচিত্রতা, বিভিন্নতা।

গুণশব্দ (পুং) গুণবাচকঃ শব্দঃ মধ্যলো°। গুণবোধক শব্দ।

গুণশালিতা (স্ত্রী) গুণশালিনোভাবঃ গুণশালিন্-তল্। গুণাধারতা, গুণবত্তা, গুণযোগ।

গুণশালিন্‌ (ত্রি) গুণেন শালতে শোভতে শাল-ণিনি। গুণবিশিষ্ট, গুণবান্।

"পদ্মং ক দাক্ষ্য গুণশালি পূর্ণং
কথাদতঃ খণ্ডয়িতুং প্রভুত্বং॥" (নৈষধচ°)

গুণশীল (ত্রি) গুণযুক্তঃ শীলঃ স্বভাবো যস্য বহুব্রী। সচ্চরিত্র, যাহার স্বভাবে অনেক গুণ আছে।

গুণশ্লাঘা (স্ত্রী) গুণস্য শ্লাঘা ৬তৎ। গুণপ্রশংসা।

গুণসংকীর্ত্তন (ক্লী) গুণস্য সংকীর্ত্তনং ৬তৎ। গুণকথন, গুণানুবাদ।

গুণসংখ্যান (ক্লী) গুণাঃ সংখ্যায়ন্তে যেনেন সংখ্যা করণে ল্যুট্ ৬তৎ। সাংখ্য বা পাতঞ্জলশাস্ত্র।

গুণসঙ্গ (পুং) গুণেষু গুণকার্য্যেষু সুখাদিষু সঙ্গ আসক্তিঃ ৭তৎ। সুখ প্রভৃতিতে আসক্তি। "কারণং গুণসঙ্গোঽস্য" (গীতা)

গুণসংযুক্ত (ত্রি) গুণৈঃ সংযুক্তঃ ৩তৎ। গুণ কার্য্য প্রভৃতিতে আত্মাভিমানবিশিষ্ট।

"প্রকৃতে র্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।" (গীতা)

গুণসমুদ্র (পুং) গুণস্য সমুদ্রইব। গুণনিধি, গুণাধার।

গুণসাগর (পুং) গুণানাং সাগরইব। ১ গুণাধার। ২ চতুর্মুখ ব্রহ্মা। (শব্দর°) ৩ বৃক্ষবিশেষ। (ত্রিকাণ্ড°)

গুণসিন্ধু (পুং) গুণস্য সিন্ধুরিব। গুণাধার, গুণসাগর।

গুণস্থানপ্রকরণ, বৌদ্ধ ও জৈনদিগের একখানি ধর্ম্ম গ্রন্থ।

গুণহীন (ত্রি) গুণেন হীনঃ ৩তৎ। গুণশূন্য, যাহার কোন গুণ নাই।

গুণস্তম্ভ (পুং) গুণাধারঃ স্তম্ভঃ। গুণবৃক্ষ, মাস্তল।

গুণা (স্ত্রী) গুণোঽস্ত্যস্যাঃ গুণ অচ্ (অর্শ আদিভ্যোঽচ্। পা ৫।২।১২৭) স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ দূর্ব্বা। ২ মাংসরোহিণী। (রাজনি°)

গুণা, মধ্যভারতের একটী সব্ এজেন্সী। গড়োল ও রঘুগড় নামক দুইটি বিষয় ইহার অন্তর্গত। উক্ত স্থানদ্বয়ের

সর্দারেরা গোয়ালিয়রের অধীনে থাকিয়া জায়গীর স্বরূপ ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন। [পত্তোম ও রঘুপত দেখ।]

গুণাকর (পুং) গুণানামাকরঃ ৬তৎ। ১ বুদ্ধবিশেষ। (শব্দরত্না°) ২ গুণযুক্ত, গুণাধার। ৩ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৮৭) ৪ বুদ্ধের একজন শিষ্য।

৫ গুণাকরতন্ত্র নামে খ্যাত, সূক্তিকর্ণামৃত ধৃত একজন প্রাচীন কবি।

গুণাকরসূরি, একজন জৈনগ্রন্থকার, গুণচন্দ্রসূরির শিষ্য, ইনি ষড়্দর্শনসমুচ্চয়টীকা রচনা করেন। ইহার ভক্তামরস্তোত্রের টীকা ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।

গুণাখ্যান (স্ত্রী) গুণস্য আখ্যানং ৬তৎ। ১ গুণ-কীর্তন, গুণকথন।

গুণাগুণ (পুং) দ্বন্দ্ব°। গুণ ও দোষ, ভাল মন্দ।

গুণাঢ্য (ত্রি) গুণৈরাঢ্যঃ ৩তৎ। ১ গুণযুক্ত, গুণবান্।

(পুং) ২ একজন ব্রাহ্মণকুমার। কথাসরিৎসাগরে ইহার উপাখ্যান এইরূপ বর্ণিত আছে। প্রতিষ্ঠানপ্রদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত নগরে সোমশর্মা নামে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার বৎসক ও গুল্মক নামে দুই পুত্র ও শ্রুতার্থা নামে একটী মাত্র কন্যা ছিল। শ্রুতার্থার যৌবন সময়ে তাহার অলৌকিক রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া নাগরাজ বাসুকির ছোট ভাই কীর্তিসেন তাহাকে গান্ধর্ব-বিধানে বিবাহ করেন। এই শ্রুতার্থার গর্ভে গুণাঢ্যের জন্ম হয়। গুণাঢ্যের শৈশবাবস্থায় তাঁহার মাতা ও মাতুলদ্বয় অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। বালক গুণাঢ্য কোন মতে তাঁহাদের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে দক্ষিণাপথে গমন করেন। অল্পদিন মধ্যেই ইনি একজন সিদ্ধান্ত পণ্ডিত হইয়া উঠেন। সর্বদেশে ইহার পাণ্ডিত্য ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

সেই সময়ে মহারাজ শালিবাহন (সাতবাহন) প্রতিষ্ঠান রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। গুণাঢ্য সাতবাহনের সভায় উপস্থিত হইলে মহারাজ ইহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং পরমসমাদরে প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিলেন। গুণাঢ্য সেইস্থানেই একটী রমণীরত্নের পাণিগ্রহণ করিয়া শিষ্যগণের সহিত পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

রাজা শালিবাহন প্রথমে মূর্খ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার রাজ্ঞী অতিশয় বিদ্যাবতী। একদিন রাজা ও রাণী জলক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলে বিদুষী রাজ্ঞী তাঁহাকে সংস্কৃত বাক্যে কোন একটী বিষয়ের জন্য অনুরোধ করেন। রাজা তাহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাহার বিপরীত আচরণ করায় রাণী তাহাকে তিরস্কার করেন। রাজার অনুশোচনা হইল, তিনি ভাবিলেন যে এ সংসারে বিদ্যাই মানবের প্রধান ধন, বিদ্যার অভাবে কোনই সুখ নাই, রাণীর তিরস্কারে আজ আমার পক্ষে সংসার অসার হইয়াছে। যদি বিদ্যা অভ্যাস করিতে না পারি তবে আর জীবন রাখিয়া ফল কি? রাজার মনন জানিতে পারিয়া গুণাঢ্য রাজাকে ছয়বৎসরে ব্যাকরণ শিখাইতে স্বীকার করেন। সেই সময়ে শর্ববর্মা নামে একজন পণ্ডিত বলিলেন, "আমি ছয় মাস মধ্যেই মহারাজকে ব্যাকরণ শিখাইতে পারি।" এই কথা শুনিয়া গুণাঢ্য চটিয়া গেলেন ও ক্রোধে আত্মহারা হইয়া বলিলেন, "পণ্ডিতাভিমানি! যদি ছয়মাস মধ্যে তুমি এই কার্য্য সাধন করিতে পার, তবে গুণাঢ্য সংস্কৃত, প্রাকৃত ও দেশী ভাষা পরিত্যাগ করিবে, ইহা গুণাঢ্যের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা জানিও।" পণ্ডিতপ্রবর শর্ববর্মা অসাধারণ প্রতিভাবলে সংক্ষিপ্ত কলাপ ব্যাকরণ রচনা করিয়া ছমাস মধ্যেই মহারাজকে বিদ্বান্ করিয়া তুলিলেন। গুণাঢ্য পরাস্ত হইয়া ভাষাত্রয় পরিত্যাগ করিলেন। কথা না বলিয়া জনসমাজে বাস করা অসম্ভব মনে করিয়া আপনার প্রিয় শিষ্য গুণদেব ও নন্দীদেবের সহিত নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করেন। মনুষ্য সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পিশাচগণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। দিন দিন প্রতিবেশী পিশাচগণের কথাবার্তা শুনিয়া পিশাচ ভাষা শিখিয়া ফেলিলেন। কিছু দিন পরে কাণভূতির সহিত ইঁহার দেখা হয়। ইনি মধুর ভক্তিবাক্যে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকটে পুষ্পদন্তকথিত সপ্তকথাময় উপাখ্যান শ্রবণ করেন। পরে সেই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া পিশাচ ভাষায় সাতলক্ষ শ্লোকে বৃহৎকথা রচনা করেন। এই বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিতে সাতবৎসর মাত্র সময় লাগিয়াছিল। গুণাঢ্য আপনার রক্তে সেই গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া কাণভূতিকে দেখাইয়া ছিলেন, তাহাতে কাণভূতি শাপমুক্ত হন। [কাণভূতি দেখ।]

গুণাঢ্য ঐ বৃহৎকথা জনসমাজে প্রচার করিবার মানসে শিষ্যদ্বয়ের সহিত প্রতিষ্ঠান নগরে উপস্থিত হন এবং গ্রন্থখানি রাজার নিকটে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু বিদ্যামদগর্বিত সাতবাহন ঐ গ্রন্থখানির বিশেষ আদর করিলেন না। রাজার ব্যবহারে গুণাঢ্য অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া গ্রন্থখানি আগুনে পোড়াইতে আরম্ভ করেন।

গুণাঢ্য এক এক পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া পোড়াইতে লাগিলেন। পশুপক্ষীগণ অনাহারে সেই অমৃতময়ী কথা

শুনিতে লাগিল। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া মহারাজ সাতবাহন ঐ গ্রন্থ প্রার্থনা করেন, তখন গল্পকথার ছয়টী ভস্মশেষ হইয়াছে। মহারাজের অনেক অনুরোধে অবশিষ্ট সমুদয় ইনি তাঁহাকে অর্পণ করেন।

ইনি মাল্যবান নামে একজন শিবের অনুচর ছিলেন, শাপে গুণাঢ্যরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হন। কিছুদিন মহীতলে থাকিয়া শাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী ও সোমদেবের কথাসরিৎসাগর গুণাঢ্যের উক্ত বৃহৎকথা অবলম্বনে রচিত। দণ্ডী, সুবন্ধু, ত্রিবিক্রম, গোবর্দ্ধন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ গুণাঢ্যের রচিত বৃহৎকথার উল্লেখ করিয়াছেন।

গুণাঢ্যক (পুং) গুণাঢ্য সংজ্ঞায়াং কন্। অঙ্কোঠ বৃক্ষ, ধলা আঁকড়া। (রাজনি°)

গুণাতীত (পুং) গুণান্ সত্বাদিগুণান্ তৎকার্য্যসুখাদীন্ অতীতঃ, ২তৎ। ১ সুখদুঃখাদিশূন্য পরমেশ্বর। ২ আত্মজ্ঞ স্থিতপ্রজ্ঞ, জীবন্মুক্ত। ভগবদ্গীতায় ভগবান প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনকে উপদেশ ছলে বলিয়াছেন যে যাহারা ত্রিগুণ অতিক্রম করিতে পারে তাহাদের আর জন্ম মৃত্যু হয় না, প্রারব্ধের শেষ হইলে নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে। যাহারা ভক্তিবলে একাগ্রচিত্তে আমার অর্থাৎ ঈশ্বরের সেবা করে তাঁহারাই গুণাতিক্রম করিতে পারে। ঈশ্বর সেবা ব্যতীত ইহার কোন উপায় নাই। যাহারা গুণাতীত হইতে পারিয়াছে, তাহাদের অনভিলষিত কোন ঘটনায় দ্বেষ বা অভীষ্ট বিষয়ে আগ্রহ থাকে না, তাঁহারা সকল বিষয়েই উদাসীন থাকেন। কখনও সুখ, দুঃখ বা মোহে বিচলিত হন না। তাঁহাদের বিশ্বাস যে এই সকল গুণের কাজ যাহা হইতেছে হইয়া যাউক। গুণাতীত মহাত্মগণ সুখে বা দুঃখে সুস্থচিত্তে অবস্থান করেন। পাষাণ লোষ্ট্র ও মহার্ঘমণি, হিতাহিত, নিন্দাস্তুতি এবং মান অপমান ইঁহাদের পক্ষে সমান। তাঁহাদের মিত্র বা অমিত্র নাই। ইঁহারা সকল বিষয়ের ঔৎসুক্য পরিত্যাগ করেন। এই সকলই গুণাতীতের লক্ষণ। (গীতা ১৪ অঃ)

"সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে।" (গীতা ১৪।২৫)

গুণাদি (পুং) ১ পাণিনীয় একটীগণ। গুণ, অক্ষর, অধ্যায়, সূক্ত, ছন্দস, মান, এই কয়টী শব্দকে গুণাদি বলে। সিদ্ধান্ত কৌমুদীর মতে গুণাদি আকৃতিগণ।

(ন গুণাদয়ো হ্ৰবয়বাঃ। পা ৬।২।১৭৬)

বহু শব্দের পরবর্ত্তী অবয়ববাচী গুণাদিগণের অন্ত্য উদাত্ত হয় না। যথা বহুগুণারজ্জুঃ।

গুণাধার (পুং) গুণস্য আধারঃ ৬তৎ। গুণবান্ গুণের আশ্রয়।

গুণাধিষ্ঠানক (ক্লী) বক্ষের যেখানে মেখলা বাঁধিতে হয়।

গুণানন্দবিদ্যাবাগীশ, একজন দার্শনিক, মধুসূদনের শিষ্য। ইনি ন্যায়কুসুমাঞ্জলিবিবেক, শব্দালোকবিবেক ও আত্মতত্ত্ববিবেকটীকা রচনা করেন। ত্রিলোচনদেব ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

গুণানুরাগ (পুং) গুণেষু অনুরাগঃ ৭তৎ। গুণপ্রিয়তা, গুণে আসক্তি, গুণের আদর।

গুণানুরোধ (পুং) গুণস্য অনুরোধঃ ৬তৎ। গুণের প্রতীক্ষা, গুণের অনুসরণ।

গুণান্তর (পুং) অন্যো গুণঃ নিত্যস°। অন্য গুণ।

গুণান্তরাধান (ক্লী) গুণান্তরস্য আধানং ৬তৎ। কোন দ্রব্যের পূর্ব্বগুণ ভিন্ন অপরগুণ উৎপাদন বা প্রাপণের নাম গুণান্তরাধান। বৈয়াকরণগণ ইহাকে প্রতিযত্ন শব্দে উল্লেখ করেন।

"সতো গুণান্তরাধানং প্রতিযত্নঃ।" (কলাপে দুর্গ°)

গুণান্তরাপাদন (ক্লী) গুণান্তরস্য আপাদনং ৬তৎ। গুণান্তর ঘটাইয়া দেওয়া, ভাবান্তর প্রাপ্তি।

গুণান্বিত (ত্রি) গুণৈরন্বিতঃ যুক্তঃ ৩তৎ। ১ বিবেক, বৈরাগ্য ও উপশম প্রভৃতি মুক্তির উপায়বিশিষ্ট।

"প্রক্ষীণদোষায় গুণান্বিতায়।" (বেদান্তসা°)

২ গুণযুক্ত, গুণবান্।

গুণাপবাদ (পুং) গুণস্য অপবাদঃ ৬তৎ। গুণের নিন্দা।

গুণাব্ধি (পুং) বৃক্ষবিশেষ। (হেমচ°)

গুণাভরণ (ক্লী) গুণ এবাভরণং। ১ গুণ রূপ অলঙ্কার। (ত্রি) গুণএবাভরণং যস্য। ২ গুণরূপ আভরণযুক্ত, গুণালঙ্কৃত।

গুণায়ন (ক্লী) গুণস্য অয়নং আশ্রয়ঃ ৬তৎ। ১ গুণের আশ্রয়, গুণবান্। (ত্রি) গুণোঽয়নং আশ্রয়োযস্য বহুব্রী। ২ যাহা গুণকে আশ্রয় করিয়াছে গুণাশ্রিত।

"গুণায়নং শীলধনং কৃতজ্ঞং।" (ভাগবত ৪ ২১ ৪৪)

গুণারিয়া, মান্দা পর্ব্বতের তিন মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত পুনপুন্ ও মুরহরনদীদ্বয়ের সঙ্গমের নিকট একটী নগর। ইহার প্রাচীন নাম শ্রীগুণচরিত। পূর্ব্বে এই স্থানে একটী বৃহৎ বৌদ্ধবিহার ছিল। এখনও অনেকানেক শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

গুণারিষ্ট (ক্লী) মদ্য, মদ।

গুণালঙ্কৃত (ত্রি) গুণৈরলংকৃতঃ ৩তৎ। গুণভূষিত, গুণবান।

গুণালাভ (পুং) গুণস্য অলাভঃ ৬তৎ। গুণাপ্রাপ্তি, ফলহীনতা।

"ক্রিয়ামাত্র গুণালাভে ক্রিয়ামন্যাং প্রযোজয়েৎ"

(সুশ্রুত ১।৫৩ অঃ)

গুণাবলী (স্ত্রী) গুণস্য আবলী ৬তৎ। ১ গুণশ্রেণী। ২ নামন্তা।

গুণিকা (স্ত্রী) গুণ ইন্ স্বার্থে কন্ টাপ্। শূক্সাঙ্গ, (শূক্সাঙ্গ?) (হারাবলী।)

গুণিত (ত্রি) গুণ কর্ম্মণি ক্ত। ১ আহত, পূরিত, অঙ্ক অঙ্ক দ্বারা যে অঙ্কের পূরণ করা হইয়াছে।

"ইষ্টকৃতিরষ্টগুণিতা ব্যেকা দলিতা বিভাজিতেষ্টেন।" (লীলাবতী ক্ষেত্রব্যব°)

গুণো গুণোঽস্য গুণ ইতচ্। ২ পিণ্ডিত। (শব্দরত্নাবলী)

গুণিতা (স্ত্রী) গুণিনোভাবঃ গুণিন্ তল্। গুণির ধর্ম্ম, গুণ।

গুণিন্ (পুং) গুণঃ জ্যা বিদ্যতে ঽস্য গুণ ইনি। ১ ধনুঃ। (ত্রিকাণ্ড°) (ত্রি) গুণো বিদ্যাদিরস্যাস্য গুণ-ইনি। ২ গুণযুক্ত, যাহার গুণ আছে।

"গুণিগণগণনারম্ভে ন পততি কঠিনী সসম্ভ্রমা যস্য।" (হিতোপ°)

গুণীভূত (ত্রি) অগুণো গুণোভূতঃ গুণ চ্বি ভূ-ক্ত। অপ্রধানীভূত, যাহা বাস্তবিক অপ্রধান নহে, অবস্থা বা কার্য্যবিশেষে অপ্রধান ভাবে অবস্থিত।

"গুণীভূতা গুণাঃসর্ব্বে তিষ্ঠন্তি হি পরাক্রমে।" (ভারত ২।১৫।১১)

চ্বি প্রত্যয়ের অর্থে সমাস হইলে আর চ্বি প্রত্যয় হয় না। তখন "গুণভূত" শব্দ হয়।

গুণীভূতব্যঙ্গ্য (ক্লী) গুণীভূতং অপ্রধানীভূতং ব্যঙ্গং যত্র বহুব্রী। কাব্যবিশেষ।

আলঙ্কারিকগণের মতে রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য, এই কাব্য প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ধ্বনি ও গুণীভূতব্যঙ্গ্য। [কাব্য দেখ।] আলঙ্কারিকেরা শব্দের তিনটী শক্তি স্বীকার করেন। যথা অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। শব্দের অভিধা শক্তি দ্বারা যে অর্থ বোধ হয়, তাহাকে বাচ্য এবং ব্যঞ্জনা শক্তি দ্বারা যে অর্থ বোধ হয় তাহাকে ব্যঙ্গ্য বলে। [ব্যঞ্জনা দেখ।]

যে স্থলে কাব্যের ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থ হইতে ন্যূন বা বাচ্যার্থের সমান হয়, সেই কাব্যকে গুণীভূতব্যঙ্গ্য বলে। এই গুণীভূত ব্যঙ্গ্য আট প্রকার। যথা—১ ইতরাঙ্গ, ২ কাক্বাক্ষিপ্ত, ৩ বাচ্যসিদ্ধ্যঙ্গ, ৪ সন্দিগ্ধপ্রাধান্য, ৫ তুল্যপ্রাধান্য, ৬ অস্ফুট, ৭ অগূঢ় ও ৮ ব্যঙ্গ্যাসুন্দর।

ব্যঙ্গ্য কোন একটী রস বাচ্য কোন একটী রসের অঙ্গ হইলে তাহাকে ইতরাঙ্গ গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্য বলে।

"মানোন্নতাং প্রণয়িনীমনুনেতুকাম-
স্তৎসৈন্যসাগররবোদ্গতকর্ণতাপঃ।
হা হা কথং নু ভবতো রিপুরাজধানী
প্রাসাদসন্ততিষু তিষ্ঠতি কামিলোকঃ।"

এই স্থলে রাজবিষয়ক রতিবাচ্য ব্যঙ্গ করুণ রস তাহার অঙ্গ রূপে বর্ণিত হইয়াছে, অতএব ইহাকে ইতরাঙ্গ গুণীভূত ব্যঙ্গ্যকাব্য বলা যাইতে পারে। (সাহিত্য দ° ৪ পরি°) কাব্যপ্রকাশকার ইহাকে অপরাঙ্গ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। (কাব্যপ্র° ৫ উল্লা° ১ কারি°)

যে স্থলে ব্যঙ্গ্যার্থ কাকুদ্বারা আক্ষিপ্ত হয়, তাহাকে কাক্বাক্ষিপ্ত গুণীভূত ব্যঙ্গ্য বলে। যথা –

"মথ্নামি কৌরবশতং সমরে ন কোপাদ্
দুঃশাসনস্য রুধিরং ন পিবাম্যুরস্তঃ।
সংচূর্ণয়ামি গদয়া ন সুযোধনোরূ
সন্ধিং করোতু ভবতাং নৃপতিঃ পণেন॥"

এই স্থলে "নিশ্চয়ই শতকৌরবদিগকে বধ করিব" "দুঃশাসনের বক্ষস্থল হইতে রুধির পান করিব" এবং "নিশ্চয়ই দুর্য্যোধনের উরুযুগল চূর্ণ করিব" এই কয়টী ব্যঙ্গ্যার্থ কাকু দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া "শত কৌরবদিগকে বধ করিব না" ইত্যাদি বাচ্যার্থের সমানরূপে অবস্থিত হইয়াছে। এই কারণে ইহাকে কাক্বাক্ষিপ্ত গুণীভূতব্যঙ্গ্য বলা যাইতে পারে।

যে স্থলে ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থসিদ্ধির হেতু হয়, তাহাকে বাচ্যসিদ্ধ্যঙ্গ বলা যায়। যথা—

"দীপয়ন্ রোদসীরন্ধ্রমেষ জ্বলতি সর্ব্বতঃ।
প্রতাপস্তব রাজেন্দ্র! বৈরিবংশদবানলঃ।"

এই স্থলে প্রতাপে দাবানলত্বের আরোপ বাচ্য, বৈরিকুলে বেণুত্বের আরোপ ব্যঙ্গ্য, ইহাই বাচ্য আরোপের হেতু ইহাকে বাচ্যসিদ্ধ্যঙ্গ বলা যাইতে পারে।

যাহা প্রস্তাবের উপযোগী ও বর্ণনীয়, তাহাকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করা হয়। যে স্থলে ব্যঙ্গ্যার্থ ও বাচ্যার্থ উভয়ই প্রধান হইতে পারে অর্থাৎ কোন একটীকে প্রধান বলিয়া নিশ্চয় করা যাইতে পারে না, তাহাকে সন্দিগ্ধ প্রাধান্য বলে। যথা—

"হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিবৃত্তধৈর্য্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভইবাম্বুরাশিঃ।
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি॥"

এই স্থলে মুখনিরীক্ষণ বাচ্য ও মুখচুম্বন ব্যঙ্গ্য। ইহার কোনটী প্রধান তাহার নিশ্চয় হইতে পারে না। এই কারণে ইহাকে সন্দিগ্ধ-প্রাধান্য বলা যাইতে পারে।

বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ উভয়ই প্রধান বা প্রকৃত হইলে তুল্যপ্রাধান্য বলে। যথা—

"ব্রাহ্মণাতিক্রমত্যাগো ভবতামেব ভূতয়ে।
জামদগ্ন্যশ্চ বো মিত্র মন্যথা দুর্ম্মনায়তে।"

এই স্থলে "পরশুরাম সমস্ত রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিবেন"

এই ব্যঙ্গার্থটী বাচ্যার্থের ন্যায় বর্ণনীয়। অতএব তুল্যপ্রাধান্য গুণীভূতব্যঙ্গ হইল।

ব্যঙ্গ্যার্থ অস্ফুট হইলে তাহাকে অস্ফুটগুণীভূত-ব্যঙ্গ বলে। যথা—

"অদৃষ্টে দর্শনোৎকণ্ঠা দৃষ্টে বিচ্ছেদভীরুতা।
নাদৃষ্টেন ন দৃষ্টেন ভবতা লভ্যতে সুখম্॥"

এই স্থলে "কখনও দৃষ্টির অগোচর হইও না" এবং "কখনও যেন বিরহ যাতনা অনুভব করিতে না হয়" এই ব্যঙ্গ অর্থটী অতিশয় অস্ফুট অর্থাৎ সহসা বোধগম্য হয় না, অতএব অস্ফুটগুণীভূতব্যঙ্গ্য বলা যাইতে পারে।

যে স্থলে বাচ্যার্থের ন্যায় ব্যঙ্গ্যার্থ অতি সহজে বোধগম্য হয়, তাহাকে অগূঢ় গুণীভূতব্যঙ্গ্য বলে। যথা—

"অনেন লোকগুরুণা সতাং ধর্ম্মোপদেশিনা।
অহং ব্রতবতী স্বৈরমুক্তেন কিমতঃ পরম্।"

এ স্থলে শাক্যমুনির তির্য্যক্‌যোষিদ্ বলাৎকার ব্যঙ্গ বাচ্যার্থের ন্যায় অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় বলিয়া অগূঢ়গুণীভূতব্যঙ্গ্য হইল।

ব্যঙ্গ্য হইতে বাচ্যার্থের চমৎকার অধিক হইলে তাহাকে ব্যঙ্গ্যাসুন্দর বলে। যথা—

"বাণীরকুড়ঙ্গুড্ডীণ সউণি কোলাহলং সুণন্তীএ
ঘর কম্ম বাবড়াএ বহুএ সীঅন্তি অঙ্গাইং।"

এই স্থলে "সঙ্কেত অনুসারে কোন ব্যক্তি লতাগৃহে প্রবিষ্ট হইয়াছে" এই অর্থ ব্যঙ্গ্য, ইহা অপেক্ষা বাচ্যার্থের চমৎকার অধিক। অতএব ইহাকে ব্যঙ্গ্যাসুন্দরগুণীভূত ব্যঙ্গ্য বলা যাইতে পারে।

দীপক ও তুল্যযোগিতা প্রভৃতি স্থলে যে উপমাদি অলঙ্কার ব্যঙ্গ্য হয়, ধ্বনিকারাদির মতে তাহাকেও গুণীভূত ব্যঙ্গ্য বলে। আলঙ্কারিকগণ গুণীভূতব্যঙ্গ্যের ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি ভেদ নিরূপণ করিয়াছেন। (সাহি° ৪ অঃ)

গুণেশ্বর (পুং) গুণেশ্বীশ্বরঃ গুণানামীশ্বরো বা। ১ চিত্রকূট পর্ব্বত। (শব্দরত্না°)

গুণানাং সত্ত্বাদীনাং ঈশ্বরঃ ৬তৎ। ২ সত্ত্বাদি গুণের নিয়ন্তা, পরমেশ্বর। (ত্রি) ৩ গুণের অধিপতি।

গুণেশ প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

গুণোৎকর্ষ (পুং) গুণস্য উৎকর্ষঃ ৬তৎ। গুণাতিশয়।

"ত্রপন্ত্ব গুণোৎকর্ষমেতে বিদ্যো করিষ্যতঃ।" (রামা° ১ ২৬ অঃ)

গুণোৎকীর্ত্তন (ক্লী) গুণানামুৎকীর্ত্তনং কথনং। বিরহে নায়ক অথবা নায়িকার প্রশংসাদি কথন। (রসমঞ্জরী)

গুণ্টুনাল, কর্ণূল জেলার অন্তর্গত একখানি গ্রাম। নন্দ্যাল হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানে বিজয়নগররাজ সদাশিবের রাজত্ব সময়ে রামরাজবেঙ্কটাদ্রিদেবের আদেশে ১৪৬৯ শকে উৎকীর্ণ শিলালিপি আছে।

গুণ্টুপল্লী, ইলোরার ১০ ক্রোশ উত্তরে ও কামবরপুকোটার দেড় ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত গোদাবরী জেলার একখানি গ্রাম। এই গ্রামের পূর্ব্বদিকের পাহাড়ে একটী সুন্দর গুহামন্দির আছে। মন্দিরের মধ্যভাগ গোলাকৃতি, ছাদ খিলান করা এবং উহার ভিতরে ৮ হাত চতুরস্র ও ২ হাত উচ্চ একটী প্রস্তরময় বেদী আছে। তাহার উপরে দুইহাত ৯ ইঞ্চ উচ্চ একটী গম্বুজ, তদুপরি লিঙ্গমূর্ত্তি। মন্দিরের উভয়পার্শ্বে প্রায় ২০০ হাত দূরে পাহাড় কাটিয়া দেয়াল ও গৃহাদি নির্ম্মিত। দালানগুলি দৈর্ঘে ৮০ হাত ও প্রস্থে ১২ হাত। ঐ দালানের একটীতে ছোট গুহা দেখা যায়। প্রবাদ আছে পূর্ব্বকালে মহাদেবের স্নানের জন্য ঐ গুহা হইতে জল আসিত। এইখানে প্রতিবৎসর শিবরাত্রের সময় মহা উৎসব হইয়া থাকে।

এখন যদিও ঐ মন্দিরে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাব, তথাপি এখানে যে বহুপূর্ব্বে বৌদ্ধসঙ্ঘারাম ও চৈত্য ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ গোলাকৃতি মন্দিরের চারিধারে ১১ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রদক্ষিণা, তাহার ৭ ফিট উচ্চ 'দাগব' দৃষ্ট হয়। বারগেস সাহেব এই গুহামন্দিরের সহিত জুনারের বৌদ্ধকীর্ত্তি তুলজালেনার তুলনা করেন। চৈত্যগুহার সম্মুখে একটী ভগ্নদাগব দৃষ্ট হয়। ইহার দক্ষিণে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ পড়িয়া আছে।

উত্তরদিকে বিহারগুহা, ইহার মধ্যে একখণ্ড শিলাফলকে দুই ছত্র খোদিতলিপি আছে। উহার অক্ষরগুলি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর অথবা তাহারও কিছু পূর্ব্ব সময়ের বলিয়া অনুমিত হ.

গুণ্টুর, কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৬° ১২´ উঃ ও ৮০° ২০´ পূঃ। এখানে সব কালেক্টারের সদর কাছারি আছে। ইহার চারিধারই পর্ব্বতময়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা এই নগর অধিকার করেন কিন্তু মোগল সম্রাটের সহিত লর্ড ক্লাইবের যে সন্ধি হয়, তাহাতে নিজাম ভ্রাতা বসালতজঙ্গ যাবজ্জীবন এই সম্পত্তি জায়গীর স্বরূপ ভোগ দখল করিবেন এই কথা থাকে। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ঐ সম্পত্তি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পুনরায় দখল করেন।

এখানে রামচন্দ্রপুর অগ্রহার নামক স্থানে লক্ষ্মীনরসিংহস্বামীর মন্দিরের মণ্ডপে স্তম্ভের গাত্রে এবং প্রাচীন গুণ্টুরের লালদিঘীর পূর্ব্বে অগস্ত্যেশ্বর স্বামীর মন্দিরে

১১৯০ শকে উৎকীর্ণ একখানি প্রশস্তি আছে। শেষোক্ত মন্দিরে একখণ্ড পাথরে চারিপাদ সর্প ও কতকগুলি উপাসকের মূর্ত্তি অঙ্কিত। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে এই তালুকের নানাস্থানে বৌদ্ধকীর্ত্তি ছিল, এখনও তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

গুণ্ঠন (ক্লী) গুণ্ঠি ল্যুট্। ১ আবরণ। ২ বেষ্টন।

গুণ্ঠিত (ত্রি) গুণ্ঠ কর্ম্মণি ক্ত। ১ আবৃত, আচ্ছাদিত। ২ ধূলি প্রভৃতি দ্বারা ধূসরিত, রূষিত।

"লক্ষণং নিহতং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং প্রাংশুগুণ্ঠিতম্॥" (রামায়ণ)

৩ গুপ্তিত। (অমরটী, রমানাথ)

গুণ্ড (পুং) গুড়-অচ্। ১ তৃণবিশেষ। পর্য্যায়—কাণ্ডগুণ্ড, দীর্ঘকাণ্ড ত্রিকোণক, ছত্রগুচ্ছ, অসিপত্র, নীলপত্র ও ত্রিধারাক। ইহার কন্দকে কশেরু বলে। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, কফ, পিত্ত অতীসার, দাহ ও রক্তনাশক। (রাজনি°)

এই তৃণ অনূপদেশে উৎপন্ন হয়। ইহার কাণ্ড ৪।৫ হাতও হইয়া থাকে। মধ্যদেশ তিনধারযুক্ত, মৃদুল ও তন্তুপ্রাবণ দেখা স্থূল সূক্ষ্ম ছিদ্রাবশিষ্ট। ইহার মাথা ছত্রের ন্যায়। তাহার ভিতর হইতে আসর ন্যায় পাতা বাহির হইয়া চতুঃপার্শ্বে বিস্তৃত হয়। মূল মুথার ন্যায়। এই জাতীয় তৃণ তিন চারি প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কাণ্ড দ্বারা বালান্দার মাদুর প্রস্তুত হয়।

গুড়ি ভাবে ঘঞ্। ২ চূর্ণন, পেষণ, গুঁড়াকরা। (ত্রি) গুড় কর্ম্মণি অচ্। ৩ চূর্ণীকৃত।

গুণ্ডক (ত্রি) গুণ্ড স্বার্থে কন্। ১ মলিন। (পুং) গুণ্ড সংজ্ঞায়াং কন্। ২ ধূলি। ৩ কলধ্বনি, অব্যক্ত মধুর শব্দ। ৪ স্নেহপাত্র। (মেদিনী)

গুণ্ডকন্দ (পুং) গুণ্ডঃ কন্দঃ ৬তৎ কশেরু, কেশর। (রাজনি°)

গুণ্ডবা, অযোধ্যার হরদোই জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ইহার উত্তর ও পূর্ব্বে গোমতী নদী, দক্ষিণে এবং পশ্চিমে সণ্ডিল ও কল্যাণমল। গোমতীনদীর তীরবর্ত্তী স্থান বালুকাময় পাহাড়ের উপর মধ্যে মধ্যে বিস্তৃত খাত ও বালুময় 'ভূর' ভূমিতে পরিপূর্ণ। জেলার দক্ষিণপূর্ব্বে একটী প্রাচীন নদীখাত আছে। তাহার গর্ভে পলি পড়িয়া এখন ঐ স্থান বৃহৎ ঝিলের আকার ধারণ করিয়াছে। নদীকূল হইতে ভূর ভূমি অতিক্রম করিয়া কিছু দূর আসিলে 'দুমাঠ' জমি দেখা যায়। ঐ জমি ততদূর বালুময় নহে। কতকগুলি ক্ষুদ্র নদী ও পার্ব্বতীয় জলস্রোত ঐ জমির মধ্যদিয়া প্রবাহিত। এই জন্য চাসবাসেরও বিলক্ষণ সুবিধা আছে। ভূপরিমাণ ১৪০ বর্গমাইল, তন্মধ্যে ৮৮টী বর্গমাইল ভূমিতে চাস হইয়া থাকে। পরগণায় ১২৭টী গ্রাম, তন্মধ্যে ৪৮টী 'ভরাবান্' বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, ৬২টী পট্টিদারী, ৩০টী জমিদারী এবং ৬টী তালুকদারী স্বত্বে বিভক্ত।

গুণ্ডমি (দেশজ) অকারণে কাল কাটান বৃথা হাস্য পরিহাস করিয়া সময় অতিবাহন।

গুণ্ডুল, কর্ণুল জেলার একখানি পণ্ডগ্রাম। পত্তিকোণ্ডার .৫ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে গোপালস্বামীর মন্দির অতিশয় প্রাচীন। এই মন্দিরের সম্মুখে একখণ্ড পাথরে অনুশাসনলিপি উৎকীর্ণ আছে।

গুণ্ডুল কাম্মা, মান্দ্রাজের অন্তর্গত একটী নদী। কর্ণুল জেলার গুণ্ডুল রঙ্গেশ্বরের নিকটবর্ত্তী নল্লমলয় নামক [illegible] হইতে বহির্গত হইয়াছে। অন্য দোন্তু ও যেলারলেরু নামক পার্ব্বতীয় স্রোতদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়া 'কম্বম' পর্ব্বত হইতে নিম্নদেশে পতিত হইয়াছে। এই স্থানে বাঁধ দিয়া নদীর স্রোত রোধ করায় একটী বিস্তৃত হ্রদ পরিণত হইয়াছে। এই হ্রদের নাম কম্বম্ পরিধি প্রায় ১১ মাইল হইবে। নদীর জল বর্ষাকালে বাঁধ অতিক্রম করিয়া নেলুর কৃষ্ণা ও নেলুর জেলার মধ্য দিয়া বঙ্গে সাগরে আসিয়াছে। এই নদীর পর্ব্বত মোহানা পর্য্যন্ত অনুমান .২০০ হইতে ৬০০ [illegible] হয়। ইহার 'স্বতীয় মোহানার নাম' [illegible] রত্না সময়ে সং য় ৩৬ হইতে .২ [illegible] পর্য্যন্ত [illegible]

গুণ্ডুলমৌ, [illegible] উত্তরসীমা সাই নদী ও কুর্শান পরগণা, পূর্ব্বে [illegible] দক্ষিণ ও পশ্চিমে মিঠুলী। পূর্ব্বে [illegible] করিয়া বাস ছিল। [illegible] তাড়াইয়া দেয়। ঐ [illegible] সিংহ তিনি নিজ নামে ঐ পরগণা স্থাপন করেন। পরগণার মধ্যে সর্ব্বসমেত ৩টী গ্রাম, [illegible] বাছিলেন। [illegible] 'কুচলাই' নামক বিষয় [illegible] স্থানটী পর্ব্বতময় উচ্চ গ্রাম ও পর্য্যন্ত। [illegible] জন্মে না। কেবল [illegible] উর্ব্বর ভূমিতে শস্যাদি হয়। ভূপরিমাণ ৬৫ বর্গমাইল, তন্মধ্যে ৪১ বর্গমাইল ভূমিতে চাস হইয়া থাকে।

গুণ্ডবোলু, নেলুর জেলার মধ্যবর্ত্তী একটী গ্রাম। নাপুরের ৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত। গ্রামের দক্ষিণে একটী পুষ্করিণীর জল গমনাগমনের পথের নিকটে পাথরের দানের উপর তৈলঙ্গ অক্ষরে খোদিতলিপি ও জলাশয়ের দক্ষিণ দিকে তামিল অক্ষরে খোদিত লিপি বিদ্যমান আছে। এই গ্রাম

এখন জনমানবশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামবাসীরা বলেন, যে পূর্ব্বকালে এই স্থানে রাজবাটী ছিল।

গুণ্ডলপাড়ু, কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। মাচল হইতে ১০ মাইল ও চুমিকোটের ১৮ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে দুইটী প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। গ্রামের পশ্চিমভাগে শিবকেশবের মন্দিরে একখানি ভগ্ন শিলালিপি আছে। শিব ও বিষ্ণুমন্দিরের নিকট ১২৪৩ শকে উৎকীর্ণ সংস্কৃত ও তেলগু ভাষায় উৎকীর্ণ আর একখানি প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে।

গুণ্ডলপাড়েং, নেল্লুর জেলার অন্তর্বর্ত্তী একটী গ্রাম বন্দুকুর হইতে ৭ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এই গ্রামে পাহাড়ের উপরে তিনটী ও নিম্নদেশে একটী প্রাচীন মন্দির ও পাহাড়ের উপরে ভ্রমরেশ্বরস্বামীর মন্দির আছে। এই মন্দিরের ধ্বজস্তম্ভের নিকট ১৪৩৬ শকে উৎকীর্ণ একখানি প্রশস্তি এবং ঐ মন্দিরের দক্ষিণে একখণ্ড প্রস্তরের উপর একখানি শিলালিপি আছে। নদীর বালুর মধ্যে অর্দ্ধ প্রোথিত দুইটী শিবমন্দির দেখা যায়। প্রবাদ আছে যে একজন চোলরাজ এই মন্দিরদ্বয় প্রতিষ্ঠা করেন।

গুণ্ডলমড়, কদাপা জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। সিদ্ধবটের ১৪ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে মুক্তিকণ্ঠীশ্বরস্বামীর একটী প্রাচীন মন্দির আছে। প্রবাদ এইরূপ যে মহর্ষি নারদ ঐ মূর্ত্তি স্থাপনা করেন। মন্দিরের সন্নিকটে একখানি অস্পষ্ট শিলাফলক আছে।

গুণ্ডলুপেং, নিজামরাজ্যের অন্তর্গত একটী তালুক ভূপরিমাণ ৫৯৭ বর্গমাইল।

২ ঐ তালুকের অন্তর্গত প্রধান গ্রাম। গুণ্ডলনদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ১১° ৫০ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬° ৪৭ পূঃ মহিসুরের প্রাচীন রাজধানী ইহার পূর্ব্বনাম বিজয়পুর রাজা চিক্কদেবরাজ উদেয়ার কর্তৃক ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় স্থাপিত হয়। এই নগরে তিনি পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করেন। তিনি একটী অগ্রহার দান করেন এবং অপরিমিতপরবাসুদেবের জন্য একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। উক্ত দুইটী এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে। টিপু সুলতানের রাজত্বকালে এই নগর ক্রমেই শ্রীহীন হইয়াছিল এবং সেই সময় হইতেই ইহার লোকসংখ্যা হ্রাস হইয়া গিয়াছে।

গুণ্ডলুরু, ১ কদাপা জেলার লুন্নম্‌পেট তালুকের অন্তর্গত একখানি গ্রাম। লুন্নম্পেটের সদর কাছারি হইতে ৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার প্রাচীন বিষ্ণুমন্দিরের নিকট দুইখানি পাথরে গ্রন্থ ও তেলগু অক্ষরে খোদিত শিলালিপি আছে। ইহার দক্ষিণে অগস্ত্যেশ্বরের মন্দিরে আরও কতকগুলি গ্রন্থশিলালিপি দেখা যায়। সন্নিকটস্থ বীরভদ্রস্বামীর মন্দিরে কতকগুলি গ্রন্থ ও তেলগুভাষায় শিলাফলক আছে উহার একখানি ১৪৭৭ শকে ও অপরখানি ১৪৮০ শকে উৎকীর্ণ। গ্রামবাসীরা বলে যে ৪৫ বৎসর অন্তর মন্দিরস্থ লিঙ্গকে গঙ্গার জলে স্নান করান হয়, ঐ জল নির্দ্দিষ্ট দিবসে মন্দিরের ছাদ হইতে ভূমিতে আসিয়া পড়ে।

২ উক্ত জেলার রায়লপাড় তালুকের অন্তর্গত একটী গ্রাম। রায়লপাড় কাছারির ১৩ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। বিজয়নগররাজ বেঙ্কটপতিদেবের রাজত্ব সময়ে পেরকোণ্ডার সর্দ্দার কর্তৃক ১৫২১ শকে প্রদত্ত একখানি শিলালিপি আছে। এখানকার শম্ভুমন্দির অতি প্রাচীন।

গুণ্ডা (দেশজ) ১ যে গুণ্ডামি করে। ২ দুষ্ট বলবান লোক।

গুণ্ডার, ১ মদুরা জেলার অন্তর্গত একটী নদী। অন্নিপত্তি বা বর্দ্ধনাড পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলস্রোত অক্ষা° ৯°৩৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮°১৪´ পূর্ব্বে একত্র মিলিত হইয়া দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে প্রায় ১০০ মাইল গিয়া কিলক্কারাই নামক স্থানে সমুদ্রে পড়িয়াছে।

২ মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার সর্দ্দারের অধীন একখানি ডিহী। ইহার মধ্যে ৫২ খানি গ্রাম আছে। ভূমির পরিমাণ ৯০ বর্গমাইল। জমি উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী। বর্ত্তমান সর্দ্দারের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রায় তিনশত বর্ষ পূর্ব্ব হইতে ঐ স্থান ভোগ করিতেছেন। গুণ্ডারডিহী গ্রাম অক্ষা° ২০°৫৬´৩০´ ও দ্রাঘি° ৮১°২০ ৩ পূঃ মধ্যে অবস্থিত

গুণ্ডারোচনিকা (স্ত্রী) গুণ্ডা সতী রোচনাইব। ইবার্থে কন্‌টাপ ইত্বঞ্চ। বৃক্ষবিশেষ। চলিত কথায় কমলাগুঁড়ী বলে। পর্য্যায়—কাম্পিল্লক ও রক্তাঙ্গ। (বৈদ্যক)

গুণ্ডারোচনী (স্ত্রী) গুণ্ডারোচনিকা।

গুণ্ডালা (স্ত্রী) গুণ্ড° চূর্ণ° আলতি আ-লা-কটাপ্। ক্ষুদ্র ক্ষুপবিশেষ। পর্য্যায়—জলোদ্ভূতা, গুচ্ছবধ্যা ও জলাশয়া। ইহার গুণ কটু তিক্ত, উষ্ণ, শোথ ও বাতনাশক। (রাজনি°)

কেহ কেহ চেঁচো নামক জলজ তৃণকে এই জাতীয় তৃণ বলিয়া অনুমান করেন।

গুণ্ডাসিনী (স্ত্রী) গুণ্ডা সতী অন্তে আসিনি। তৃণবিশেষ। পর্য্যায়—গুণ্ডালা, গুণ্ডাশা গুচ্ছমূলিকা, চিপিটা, তৃণপত্রী দ্রবাসা পত্রিলা, বিরলা। ইহার গুণ কটু পিত্ত দাহ, শোথ ও বাতদোষনাশক। তিক্ত ও উষ্ণ। (রাজনি°)

গুণ্ডিক (পুং) গুণ্ডোরুৎস্বার্থে গুণ্ঠন (কৃত্তইনিষ্ঠনৌ। পা ৫।২।১১৫।) চূর্ণীকৃত তণ্ডুলাদি গুঁড়া।

"গুণ্ডিকৈঃ পিষ্টপৈষ্টৈশ্চ।" (অনন্তব্রতকথা)

বর্ণকুণ্ডলাদি প্রদান করেন। পরে ব্রহ্মগিরি আবার গুরু ভ্রাতাকে তাহা ব্যবহার করিতে দেন।

ইহারা সকলে কষায় বর্ণ খেলকা পরে, এককর্ণে কুণ্ডল ও অপর কর্ণে অগুগড়ের পদচিহ্নিত তামার তক্তি রাখে। ঐ কুণ্ডলাদিকে খেচরীমুদ্রা বলে। সকলেই ধুনচীতে ধূপ জ্বালাইয়া লইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। কোন সন্ন্যাসীর মৃত্যু হইলে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করে। দেহসমাধির পর তাহার সমুদায় সামগ্রী অধিকার করিয়া লয়। ইহাই ইহাদের প্রধান বৃত্তি।

গুদপরিণদ্ধ (পুং) ঋষিবিশেষ। ইহার উত্তর অপত্যার্থে ইঞ্ প্রত্যয় হইয়া গৌদপরিণদ্ধি শব্দ নিষ্পন্ন হয়। বক্র-নখ শব্দের সহিত দ্বন্দ্বসমাসে অপত্য প্রত্যয়ের লোপ হইয়া যায়। "বক্রনখ গুদপরিণদ্ধাঃ" (পা ২।৪।৬৮ গণপা°)

গুদপাক (পুং) গুদস্য পাকঃ ৬তৎ। গুদস্থানের পাকবিশেষ, অতিশয় অতীসার হইলে এই রোগ উপস্থিত হয়, ইহাতে পূযস্রাব হইয়া থাকে।

সুশ্রুতের মতে বালকের গুদপাক রোগ উপস্থিত হইলে পিত্তঘ্ন ক্রিয়া করিবে এবং পানে ও আলেপনে রসাঞ্জন ব্যবহার করা উচিত। (সুশ্রুত শারীর° ১০ অঃ।) কুপথ্য সেবনকারী ব্যক্তির পিত্ত কর্তৃক গুদপাকরোগ উৎপন্ন হইলে পিত্তনাশক দ্রব্য সেবন এবং তাহার কাথে অনুবাসন দিবেন। এই রোগে বায়ুর রোগ থাকিলে দধিমণ্ড, মদ ও সিরের সহিত তৈল পাক করিয়া অনুবাসন প্রয়োগ করা উচিত। ক্ষীরবৃক্ষের মলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেবন করিলেও উপকার দর্শে। গুদপাকরোগে বেশী রকম রক্তস্রাব হইলে কিংবা বায়ু বদ্ধ থাকিলে পিচ্ছিল বস্তিপ্রয়োগ করা উচিত। (সুশ্রুত উত্তর° ৪০ অঃ।)

গুদভ্রংশ (পুং) গুদস্য গুদমাংসস্য ভ্রংশঃ ৬তৎ। রোগবিশেষ। রুক্ষ ও দুর্বল ব্যক্তির প্রবাহন (কোঁথপাড়া) ও অতীসার দ্বারা মলদ্বারের মাংস বাহিরে নির্গত হইলে তাহাকে গুদভ্রংশ বলে। (সুশ্রুত নিদা° ১৩ অঃ।)

গুদভ্রংশরোগের চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমে বহির্গত নাড়ী বা মাংস ঘৃতাক্ত ও স্নিগ্ধ বা স্বেদ প্রয়োগ করিয়া গুদমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে পরে মলদ্বার চর্মদ্বারা বন্ধন করিবে। চামড়ার যে অংশ মলদ্বারের ছিদ্র আবরণ করিয়া থাকিবে, সেই ভাগে একটী ছিদ্র করিতে হয়। বায়ু নিঃসরণের জন্য বার বার স্বেদ প্রয়োগ করা উচিত।

দুগ্ধ, মহাপঞ্চমূল, অম্লদ্রব্য মূষিকার দেহ এবং বাতঘ্ন ঔষধ এই সকল রোগে তৈলপাক করিয়া পানে ও অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাতে কষ্টসাধ্য গুদভ্রংশরোগও আরোগ্য হইয়া থাকে। (সুশ্রুত, চিকিৎসা° ২১ অঃ।)।

অতীসাররোগে গুদভ্রংশ উপস্থিত হইলে মধুরাম্লযোগে তৈল বা ঘৃতপাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। সুশ্রুত, উত্ত। ৪০ অ.

গুদরোগ (পুং) গুদস্য রোগঃ ৬তৎ। গুদস্থানে উৎপন্ন একপ্রকার রোগ। শাতাতপের মতে—দেবালয় অথবা জলে মূত্র বা প্রস্রাব করিলে সেই পাপে জন্মান্তরে গুদরোগ উৎপন্ন হয়। ইহা সেই পাপের চিহ্নস্বরূপ। একমাস পর্য্যন্ত দেবতার্চ্চন ও গোদান করিয়া একটী প্রাজাপত্য করিলে এই রোগের প্রতীকার হয়। (শাতাতপ°)

ভগন্দর ও অর্শ প্রভৃতি গুদজাত রোগের অন্যরূপ কর্ম্ম ও প্রায়শ্চিত্তপ্রণালী উক্ত হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয় শাতাতপ যে গুদরোগের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা ভগন্দর ও অর্শ প্রভৃতি রোগ হইতে ভিন্ন। কিন্তু প্রচলিত প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রে গুদরোগ নামে অপর কোন একটী পৃথক্ রোগ লক্ষিত হয় না।

গুদবর্ত্ম (স্ত্রী) গুদরূপং বর্ত্ম। মলদ্বার। (জটাধর)

গুদস্তম্ভ (পুং) গুদস্য তদ্ব্যাপারস্য মলনিঃসারণস্য স্তম্ভঃ ৬তৎ। মলনিঃসারণের প্রতিরোধক রোগবিশেষ।

শাতাতপের মতে অশ্বযোনি গমন করিলে জন্মান্তরে গুদস্তম্ভ রোগ জন্মে। একমাস পর্য্যন্ত সহস্র কমলপুষ্প শিবের স্নান করাইলে ইহার প্রতীকার হয়।

গুদা (স্ত্রী) গুদ-বাহুলকাৎ টাপ। নাড়ীবিশেষ, শরীরের সকল নাড়ী সমান বায়ুদ্বারা অন্নরস ধাতুস্থানে লইয়া যায়, তাহাদিগকে গুদা বলে।

"অন্ত্রেভ্যস্তে গুদাভ্যোহনিষ্ঠোজনয়াবধি।" (ঋক্ ১০।১৬৩।৩)

'গুদাভ্যঃ সারিতনাড়ীভ্যোহন্নরসং সমানবায়ুনা ধাতুষু নীয়তে তাভ্যঃ নাড়ীভ্যঃ।' সায়ণ।

২ পক্ষীবিশেষ (Loxia hypoxantha)

গুদাঙ্কুর (পুং) গুদে অঙ্কুরইব অর্শরোগ। (হেম° ৩।১৩১)

"গুদাঙ্কুরা বহ্বনিলাঃ।" (বাভট, নিদান° ৭ অঃ)

গুদাম, যাহাতে একজাতীয় অনেক দ্রব্য রাখিয়া দেওয়া হয়, গোলা। গুদাম শব্দের উৎপত্তি লইয়া গোল, কাহারও মতে Godown শব্দের অপভ্রংশ, আবার কাহার মতে মলয়ভাষার "গদোঙ্" শব্দ হইতে গুদাম হইয়াছে। যে ঘরে মালবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, সেই ঘরকে তামিল ভাষায় "কিদঙ্গু" ও তেলগুভাষায় 'গিদাঙ্গি' বলে। সিংহলেও ঐ শব্দ "গুদাম' নামে ব্যবহৃত। ইহাতে বোধ হয়, তামিল ও তৈলঙ্গ হইতেই অপভ্রংশ গুদাম শব্দ বাহির হইয়াছে

গুদার (পারসীক) খেয়াঘাট।

গুদী (স্ত্রী) গুদ ঙীষ। যেখানে নৌকাদি মেরামত হয়।

গুদৌষ্ঠ (পুং) গুদস্য ওষ্ঠ ইব। গুদের অবয়ববিশেষ।
[গুদ দেখ।]

গুধড়ী (পর্তুগীজ গোদ্‌রিম্ শব্দজ) কন্থা, সন্ন্যাসীগণের গাত্রা-চ্ছাদন।

গুধের (ত্রি) গুধ্যতি বেষ্টয়তি রক্ষতি ইত্যর্থে। গুধ এরক্। (মূলেরাদয়ঃ। উণ্ ১।৬১) গোপ্তা। 'গুধেরঃ গোপ্তা' (উজ্জ্বল°)।

গুন (দেশজ) গুলিয়া।

গুনজাইস্ (পারসী) ১ আধারগৃহ। ২ লাভ।

গুনজাইসী (পারসীজ) সুবিধাজনক, লাভকর।

গুনাহ্ (পারসী) দোষ, পাপ, দুষ্টতা।

গুনাহ্‌গার (পারসী) ১ অনিষ্টকারী। ২ দুষ্ট, দুরন্ত। (দেশজ) ৩ দণ্ড ক্ষতিপূরণ।

গুন্দগড় একটী পর্ব্বত, হিমালয়ের পশ্চিম সীমায় অবস্থিত। ইংরাজশাসনের আসিবার পূর্ব্বে এখানে দস্যুদল বাস করিত। এই পর্ব্বতের উত্তরে হরিপুরের সম্মুখভাগে সুবিগ্রাম, এইখানে পার্ব্বত্য অধিবাসী কর্ত্তৃক শিখেরা অনেকবার তাড়িত হইয়াছিল। বিদ্রোহের সময় মেজর এবট এই পর্ব্বতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন।

গুন্দল (পুং) গুন ইতি শব্দেন দলতি হসৌ দল ণিচ কর্ম্মণি অচ মর্দ্দলধ্বনি, মাদোলের শব্দ। (হেম°)

গুন্দিকোটা, দাক্ষিণাত্যের একটী নগর ও দুর্গ। গুন্তি ও কদাপার মধ্যস্থলে অক্ষা° ১৪° ৫১´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ২২ পূঃ পর্ব্বতশৃঙ্গের উপরে এই দুর্গ স্থাপিত। ইহার দক্ষিণদিকের বালুপাথরের পাহাড় কাটিয়া পেন্নার নদী কদাপা জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নিজাম কর্ত্তৃক এই জেলা ইংরাজের হস্তে অর্পিত হয়।

গুন্দ্র (পুং) গুদ্রি কর্ম্মণি অচ। ১ শরতৃণ। (অমর) ২ গুণ্ডজাতীয় শৃঙ্গবেরের আকৃতি মূলযুক্ত বৃহৎ তৃণ, হিন্দী ভাষায় গোদপটের বলে। পর্য্যায়—পটরক, অচ্ছ ও শৃঙ্গবেরাভমূল। ইহার গুণ—কষায় মধুর রস, শীতবীর্য্য, পিত্তঘ্ন, রক্তনাশক, স্তন্য, শুক্র, রজ ও মূত্রশোধক এবং মূত্র কৃচ্ছ্রনাশক। (ভাবপ্র° পূর্ব্ব° ১ ভাগ।)

গুন্দ্রমূলা (স্ত্রী) গুন্দ্রস্য মূলমিব মূলং যস্যাঃ বহুব্রী। এরকা তৃণ, হোগলা। (ভাবপ্র° পূ° ১ ভাগ)

গুন্দ্রা (স্ত্রী) গুন্দ্রঃ তৎসাদৃশ্যমস্ত্যস্যা মূলে গুন্দ্র অচ্ টাপ্ ১ এরকা। (ভাবপ্র° পূর্ব্বঃ ১ ভাগ।) ২ ভদ্রমুস্তক। ৩ প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ। (অমর ২।৪।১৬০) ৪ গবেধুকা। (রত্নমা°) সুশ্রুত পিত্তসংশমনীয়বর্গের মধ্যে ইহার গণনা করিয়াছেন। (সুশ্রুত সূত্র°)

গুন্দ্রাল (পুং) গুন্দ্রং মিথ্যাবচনং আলাতি আ-লা ক। জীব-জীব পক্ষী চকোর। (হেম° ৪।৪০৬) কোন কোন পুস্তকে "গুন্দ্রালঃ" স্থলে "গুন্দাল" পাঠ দৃষ্ট হয়।

বাচস্পত্যে গুন্দ্রলা শব্দ হেমচন্দ্রসম্মত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু হেমচন্দ্রকৃত অভিধানচিন্তামণি গ্রন্থে গুন্দ্রলা শব্দ নাই। 'জীবজীবস্তু গুন্দ্রালো বিষদর্শনমৃত্যুকঃ।' এইরূপ পাঠই দেখিতে পাওয়া যায়।

গুপিল (পুং) গোপায়তি গুপ ইলচ্ কিচ্চ। (গুপাদিভ্যঃ কিচ্চ। উণ্ ১।৫৭) রাজা। (উজ্জ্বল°)

গুপো (গুপধাতুজ) ১ গোপনীয়। ২ যাহার বৃহৎ গোঁপ আছে।

গুপ্ত (ত্রি) গুপ কর্ম্মণি ক্ত। ১ রক্ষিত, যাহা রক্ষা করা হইয়াছে। পর্য্যায়—ত্রাত, ত্রাণ, রক্ষিত, অবিত, গোপায়িত।

"যথা প্রৌষং শুহমতেন্দ্যমনৈ
তাঁরবাজেনাত্তশদ্বেণ গুপ্তম্।" (ভারত ১।১।১৮৮)

২ গূঢ়, যাহা গোপন করা হইয়াছে, লুক্কায়িত।

"স গুপ্তমূলপ্রত্যন্তঃ" (রঘু)

(পুং) ৩ সঙ্কত। (শব্দরত্না°) ৪ বৈশ্যগণের উপাধি বিশেষ।

"গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

৫ পরমেশ্বর।

"গুপ্তশ্চক্রগদাধরঃ।" (ভারত ১৩।১৪৯।৭১)

৬ ভারতের বিখ্যাত প্রাচীন রাজবংশ। [গুপ্তরাজবংশ দেখ]

গুপ্তক (পুং) ১ রাজা জয়দ্রথের একজন সেনাপতি। (ভারত ১।২৬৪ অঃ) (ত্রি) গুপ্ত স্বার্থে কন। ২ গুপ্ত। ৩ (পুং) বৌদ্ধস্থবিরদিগের পঞ্চতীয় মতের একটী উপশাখা।

গুপ্তকথা (স্ত্রী) গুপ্তাচাসৌ কথাচেতি কর্ম্মধা°। গুঢ়বাক্য, যাহা সাধারণের নিকট প্রকাশিত হয় না।

গুপ্তকাল, গুপ্তরাজগণের প্রতিষ্ঠিত একটী স্বতন্ত্র অব্দ। ইহা গুপ্তনৃপতিভুক্তি, গুপ্তসম্বৎ, গুপ্তকাল, গুপ্তনৃপকাল প্রভৃতি শব্দ দ্বারাও উক্ত হইয়াছে। কোন্ সময়ে এই গুপ্ত সম্বৎ আরম্ভ হয়, তাহা স্থির করিবার জন্য পাশ্চাত্য ও দেশীয় ভারতপ্রেমিক প্রায় প্রধান প্রধান সকল প্রত্নতত্ত্ববিদ লেখনী ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু বহুদিন অশেষ অনুসন্ধান ও অসাধারণ অধ্যবসায় দ্বারাও কেহ নিঃসন্দেহে প্রকৃত গুপ্তকাল নির্ণয় করিতে পারেন নাই। অল্প দিন হইল, অনেক চেষ্টার পর সর্ব্ববাদীসম্মত প্রকৃত গুপ্তকাল নির্ণীত হইয়াছে। কিরূপে এই গুপ্তকাল নির্ণীত হইল তাহাই লিখিতেছি -

ইহার প্রাত্যাহিক সেবার জন্ত ব্যয়নির্ব্বাহার্থ গোর্গালিয়া অর্থদান করিয়াছে।

গুপ্তগতি (পুং) গুপ্তা গতির্গস্ত বহুব্রী। গুপ্তচর। (শব্দার্থচিং) (স্ত্রী) গুপ্তা চাসৌ গতিশ্চেতি কর্ম্মধাং। ২ গূঢ়গমন।

গুপ্তগোদাবরী, একটি ক্ষুদ্র নদী। বুন্দেলখণ্ডজেলার চিত্রকূট পর্ব্বতের ৯ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে পাহাড়ের গুহা হইতে প্রবাহিত হইয়া গোদাইনালায় পতিত হইয়াছে। ইহার পবিত্র জলে স্নান করিবার জন্ত নানাস্থান হইতে লোক আসিয়া থাকে। ঐ গুহার প্রান্তদেশে নাগরী অক্ষরে খোদিত একখানি শিলাফলক আছে।

গুপ্তঘাট, সরযূতীরস্থ একটী তীর্থস্থান। এই স্থান হইতে রামচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন। ইহার বর্ত্তমান নাম গোপ্তার ঘাট, ফয়জাবাদ মধ্যে অবস্থিত। অপর নাম স্বর্গদ্বার। [স্বর্গদ্বার দেখ।]

গুপ্তচর (ত্রি) গুপ্তশ্চারো যস্ত বহুব্রী। ১ যাহার গুপ্তচর আছে। (পুং) গুপ্তশ্চাসৌচরশ্চেতি। ২ দূতবিশেষ, প্রজা বা অপর রাজগণের কার্য্যকলাপ দেখিবার জন্ত গুপ্ত ভাবে যে সকল দূত প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে গুপ্তচর বলে।

"গুপ্তঃ গোপনাদ্‌যসংবৃতঃ সন্ চরতি চর অচ্‌। ৩ বলদেব।

গুপ্তপত্রক (পুং) মন্থালু।

গুপ্তমণি (পুং) কুমারীগণের ক্রীড়াবিশেষ।

গুপ্তরাজবংশ, ভারতের মহাবলপরাক্রান্ত রাজবংশ। বিষ্ণু, বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড ও মৎস্যপুরাণে এই রাজবংশের উল্লেখ আছে। যথা—

"মথুরাঞ্চ পুরীং রম্যাং নাগা ভোক্ষ্যন্তি সপ্ত বৈ।
অনুগঙ্গং প্রয়াগঞ্চ সাকেতং মগধাংস্তথা।
এতান্ জনপদান্ সর্ব্বান্ ভোক্ষ্যন্তে গুপ্তবংশজাঃ।"

ব্রহ্মাণ্ড উপসংহারপাদ।

নাগবংশীয় সাতজন মথুরাপুরী ভোগ করিবেন, কিন্তু গুপ্তবংশীয়গণ মথুরা, অনুগঙ্গ, প্রয়াগ, অযোধ্যা ও মগধ এই সকল জনপদই উপভোগ করিবেন।

বাস্তবিক এক সময়ে গুপ্তরাজগণ সমস্ত উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং প্রবল পরাক্রান্ত রাজচক্রবর্ত্তীরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাহা গুপ্তরাজদিগের সময়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি ও অনুশাসনপাঠে জানা যায়।

গুপ্তবংশীয়দিগের মধ্যে এক বংশ রাজচক্রবর্ত্তী ও ভারতের সম্রাট্ হইয়াছিলেন এবং অপর কয়েক বংশ কেবলমাত্র জনপদ বিশেষের রাজা হইয়াছিলেন। প্রথমে গুপ্তসম্রাট্‌গণের কথাই বলিব।

গুপ্তসম্রাট্‌গণ।—গুপ্তগণ কোন জাতীয় ছিলেন, তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই। অধ্যাপক উইলসন্ সাহেব গুপ্তরাজগণকে বৈশ্যজাতীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার মতে "গুপ্ত" বৈশ্যজাতিরই উপাধি। কিন্তু নানা স্থানের প্রাচীন শিলালিপি হইতে জানা যায়, গুপ্ত নামে এক জন রাজা ছিলেন, তিনিই এই বংশের আদিপুরুষ। সম্ভবতঃ তাঁহা হইতেই পরবর্ত্তী গুপ্তসম্রাট্‌গণ গুপ্তউপাধি ব্যবহার করিয়া থাকিবেন।

গুপ্তরাজের পুত্রের নাম মহারাজ ঘটোৎকচ। তৎপুত্র মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত অপর নাম বিক্রমাদিত্য। অনেকের
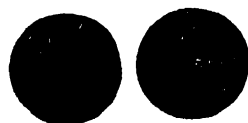
(চন্দ্রগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রা।)

মতে ইনিই প্রথম গুপ্তসম্রাট্। সম্রাটপদে অভিষিক্ত হইবার সময় এই চন্দ্রগুপ্ত হইতেই (৩১৯ খৃষ্টাব্দে) গুপ্তসম্বৎ প্রচলিত হইয়া থাকিবে। [গুপ্তকাল শব্দ দেখ।]

সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের ঔরসে লিচ্ছবিরাজকন্যা কুমারদেবীর গর্ভে মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অপর নাম কাচ ও বিজয়রাজ। আলাহাবাদ ও এরণ হইতে শিলায় উৎকীর্ণ তাঁহার অনুশাসনলিপি ও গয়া হইতে তাঁহার তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। গয়ার তাম্রশাসনের অঙ্ক দৃষ্টে কেহ কেহ অনুমান করেন, যে সমুদ্রগুপ্তই প্রথম গুপ্তসম্রাট্ (১)। ফ্লিট সাহেবের মতে এই তাম্রশাসনে ৯ সম্বৎ লেখা আছে কিন্তু এই তাম্রশাসনের মূল প্রতিকৃতির সম্বৎ শব্দের পরের চিহ্ন পরিদর্শন করিলে উহা "৯ না হইয়া "১৯" বা "২৯" বলিয়া সহজেই ধারণা হয়। এই তাম্রশাসনে লিখিত আছে, য মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত বর্ত্তমান

(সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধমুদ্রা।)

(১) ফ্লিট সাহেব এই তাম্রশাসনখানি "জাল" বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। তাঁহার মতে এখানি খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে খোদিত হয়। (Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol III P 255 6) ফ্লিট সাহেবের যুক্তি এই যে—অপর স্থান হইতে সমুদ্রগুপ্তের যে শিলালিপি আবিষ্কৃত

অপ্রচলিত অশ্বমেধ যজ্ঞ পুনঃ প্রচলিত করেন। আলাহাবাদের স্তম্ভে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠে জানা যায়—ইনি পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কোশলরাজ মহেন্দ্র মহাকান্তারাজ ব্যাঘ্র, পিষ্টপুররাজ মহেন্দ্র কেরলরাজ মণ্ট, কোট্টুররাজ স্বামিদত্ত, কাঞ্চিরাজ বিষ্ণুগোপ, অবিমুক্তপতি নীলরাজ বেঙ্গীরাজ হস্তিবর্ম্মা, পলক্কের উগ্রসেন দেবরাষ্ট্রের কুবের, কুস্থলপুররাজ ধনঞ্জয়, রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্ম্মা গণপতিনাগ, নাগসেন, অচ্যুত নন্দি, বলবর্ম্মা প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবর্গ, দৈবপুত্র শাহি শাহানুশাহি, মরুণ্ড ও শকনৃপতিবর্গকে এবং সমতট, ডবাক, কামরূপ, নেপাল, কর্ত্তৃপুর, মালব আর্জ্জুনায়ন, যৌধেয়, মদ্রক, আভীর, প্রার্জ্জুন সনকানীক, কাক, খরপরিক, সিংহল প্রভৃতি জনপদ জয় করেন।

উক্ত প্রমাণ দ্বারা বোধ হয় সমুদ্রগুপ্তের পূর্ব্বেও তাঁহার পিতা মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিলেও সমুদ্রগুপ্তই প্রকৃত গুপ্তসম্রাট্ ও তাঁহার সময়েই গুপ্তসাম্রাজ্য সুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল।

সমুদ্রগুপ্ত অ [illegible] জয়স্কন্ধাবারে যে সময়ে সমাসীন সেই সময়ে গয়ার তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হয়। এই শাসনপত্রে তৎকর্ত্তৃক ভারতীয় নৃপতিবর্গের পরাজয়ের কথা কিছুমাত্র লিখিত নাই, ইহাতে অনুমিত হয় যে সমুদ্রগুপ্ত সম্রাট পদে অভিষিক্ত হইয়াই অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন এবং [illegible] দিগ্বিজয় ব্যাপারে লিপ্ত না থাকায় ঐ গয়ার শাসনদান করিয়া থাকিবেন। উক্ত তাম্রফলকের শেষ অঙ্ক ধরিয়া লইলে অনুমান হয় ২৮ কি ২৯ গুপ্ত সম্বতে সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসনারোহণ করেন

তৎপরে তৎপুত্র দত্তদেবী গর্ভজাত ২য় চন্দ্রগুপ্ত মহারাজাধিপদে অভিষিক্ত হন। ইঁহার অপর নাম বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমাঙ্ক। ইনি (লিচ্ছবিরাজ ধ্রুবদেবের ভগিনী) ধ্রুবদেবীকে বিবাহ করেন। (উপসংহারে দেখ।) নানাস্থান হইতে ২য় চন্দ্রগুপ্তের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে উদয়গিরির শিলাফলকে ৮২, গড়বার শিলাফলকে ৮৮ এবং সাঞ্চির শিলালিপিতে ৯৩ গুপ্ত সম্বৎ অঙ্কিত আছে।

২য় চন্দ্রগুপ্তের ঔরসে ধ্রুবদেবীর গর্ভে মহারাজাধিরাজ ১ম কুমারগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অপর নাম মহেন্দ্র বা মহেন্দ্রাদিত্য। নানাস্থান হইতে ইঁহার সময়কার শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে মন্দসোর শিলালিপিতে ৪৯৩ মালবসংবৎ, বিলসড়ের স্তম্ভে উৎকীর্ণ শিলাফলকে ৯৬, গড়বার খোদিত লিপিতে ৯৮, ও সাঞ্চির শিলালিপিতে ১৩১ গুপ্ত সম্বৎ দৃষ্ট হয়।

মস্কুবার হইতে প্রাপ্ত শিলালিপিতে কুমারগুপ্তের কেবল "মহারাজ" উপাধি দৃষ্টে কেহ কেহ অনুমান করেন, এই সময়ে গুপ্তবংশের প্রভাব অনেকটা হ্রাস হইয়াছিল। তাই কুমারগুপ্ত মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ না করিয়া কেবল মাত্র মহারাজ নামে পরিচয় দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১ম কুমারগুপ্তের পর তৎপুত্র মহারাজাধিরাজ স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার অপর নাম ক্রমাদিত্য। ইনি পুষ্যমিত্র, হূণ ও নাগবংশীয়দিগকে পরাজয় করিয়া বংশগৌরব পুনরুদ্ধার করেন। ইঁহার সময়ে উৎকীর্ণ সাঞ্চির শিলালিপিতে ১৩১, জুনাগড়ের শিলালিপিতে ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, কহাউম স্তম্ভের খোদিতলিপিতে ১৪১, ইন্দোর হইতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে ১৪৬ এবং গড়বার শিলালিপিতে ১৪৮ গুপ্ত সম্বৎ অঙ্কিত আছে (১)।

স্কন্দগুপ্তের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা (অনন্তদেবীর গর্ভজাত) পুরগুপ্ত মহারাজাধিরাজ পদগ্রহণ করেন (৩)। তাঁহার পরে তৎপুত্র নরসিংহগুপ্ত রাজা হন। গুপ্তরাজগণের যে সকল মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন কোন মুদ্রায় নরবালাদিত্যের নাম পাওয়া যায়। ডাক্তার হোর্ণলি নরবালাদিত্য ও নরসিংহগুপ্ত এক ব্যক্তির নাম বলিয়া স্থির করিয়াছেন। হিউএন্ সিয়াঙের বর্ণনায় জানা যায় মগধরাজ বালাদিত্য মিহিরকুলকে পরাস্ত ও বন্দী করেন, পরে তিনি স্বীয় জননীর অনুরোধে মিহিরকুলকে মুক্তি দেন। মিহিরকুল কাশ্মীর প্রস্থান করেন [মিহিরকুল দেখ] বাস্তবিক তোরমাণ ও তৎপুত্র হূণরাজ মিহিরকুলই গুপ্তপরাক্রম খর্ব করেন, এ সময়ে মগধের গুপ্তরাজগণ নামে মাত্র "মহারাজাধিরাজ" ছিলেন।

হইয়াছে, তাহার অক্ষরের সহিত ইহার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই বরং তদপেক্ষা অনেক অপ্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু আমরা ইহার অপ্রাচীনত্বের বিশেষ কোন নিদর্শন পাইলাম না বরং বলাগুলা হইতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ আদিত্যসেন প্রভৃতির যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহা অপেক্ষা এই তাম্রশাসনের অক্ষর সমধিক প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। যানভেদে অক্ষরভেদ বলিয়া একপক্ষে আমরা এই তাম্রশাসনখানি সমুদ্রগুপ্তের সমকালীন বলিয়া অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারি।

(১) ফ্লিট সাহেবের প্রকাশিত গুপ্তশিলালিপিতে স্কন্দগুপ্ত পর্য্যন্ত গুপ্তসম্রাটগণের নাম আছে। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ২য় কুমারগুপ্তের একখানি রৌপ্য মিশ্রিত [illegible] মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় তদ্দ্বারাই স্কন্দগুপ্তের পরবর্ত্তী গুপ্তরাজগণের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। (J A S B Vol LVIII Pt I P 84-105)

(৩) Journ As Soc Bengal Vol LVIII Pt I P 93

সম্ভবতঃ ৪৯৫ হইতে ৫১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গুপ্তসম্রাট্ হূণের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মন্দসোরের শিলাফলকে বর্ণিত হইয়াছে, মালবরাজ যশোধর্ম্মা মিহিরকুলকে পরাজয় করেন। ইহাতে বোধ হয়, গুপ্তসম্রাট্ নরসিংহ বালাদিত্যের সহিত যখন মিহিরকুলের যুদ্ধ হয়, তখন যশোধর্ম্মা, সেনাপতি ভটার্ক প্রভৃতি বীরগণ সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

বলভীর খোদিত শাসনপত্রপাঠে জানা যায় দ্রোণসিংহ 'স্বয়ং পরম স্বামী' কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই পরমস্বামী যে একজন গুপ্তসম্রাট্ তাহাতে সন্দেহ নাই ৪। ধ্রুবসেন ৫২৬ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সেনাপতি ভটার্কের কনিষ্ঠপুত্র দ্রোণসিংহ অন্ততঃ ৫২০ খৃষ্টাব্দে গুপ্তসম্রাট্ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

নরসিংহের পর তৎপুত্র ২য় কুমারগুপ্ত সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। গুপ্তসম্রাটের মধ্যে ইনি সম্ভবতঃ শেষ নরপতি ছিলেন। ইহারই সময়ে প্রায় (৫৩৩ খৃষ্টাব্দে) প্রবল পরাক্রমশালী যশোধর্ম্মা গুপ্তাধীনতা অস্বীকারপূর্ব্বক রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন (৫)। [যশোধর্ম্মন্ দেখ।]

যে সময়ে গুপ্তসম্রাট্গণ মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত *, সেই সময়ে অপর গুপ্তরাজগণ তাঁহাদের অধীনে ভারতের নানা স্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন, বুধগুপ্ত ও ভানুগুপ্ত প্রভৃতির শিলালিপি পাঠে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ স্থির করিয়াছেন বুধগুপ্ত ও ভানুগুপ্ত মালবের পূর্ব্বাংশে এবং আদিত্যসেন ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ মগধের কোন অংশে রাজত্ব করিতেন। গয়াজেলায় অফসড় গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত আদিত্যসেন কর্ত্তৃক বিষ্ণুমন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শিলায় উৎকীর্ণ প্রশস্তিতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের এইরূপ পরিচয় আছে—

১ম রাজা কৃষ্ণগুপ্ত, তৎপুত্র শ্রীহর্ষগুপ্ত, তৎপুত্র [illegible] জীবিতগুপ্ত তাঁহার একমাত্র পুত্র কুমারগুপ্ত [illegible] ঈশানবর্ম্মাকে রণে পরাজয় করেন ও প্রয়াগে [illegible] হয়। কুমারগুপ্তের পুত্রের নাম রাজশ্রীদামোদর[illegible] ইনি হূণবেষ্টা মৌখরিদিগকে সমরে পরাজয় করেন [illegible] পুত্রের নাম মহাসেনগুপ্ত, ইনিও [illegible] পরাজয় করিয়া জয়শ্রী অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহার ঔরসে বীরবর মাধবগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন, ইঁনিই শ্রীহর্ষদেবের সহচর ও মহারাজ আদিত্যসেনের পিতা।

কানিংহাম ফ্লিট ডাক্তার হোরণলি প্রভৃতি [illegible] য়ুরোপীয় পুরাবিদ্গণের মতে, (গুপ্তসম্রাট্গণ যখন [illegible] বিদ্যমান, সেই সময় হইতে) আদিত্যসেনের পূর্ব্বপুরুষ[illegible] মগধের একপার্শ্বে রাজত্ব করিতেন সম্রাট [illegible] মৃত্যুর পর আদিত্যসেন স্বাধীনতা অবলম্বনপূর্ব্বক [illegible] ধিরাজ উপাধি ধারণ করেন।

আমাদের বিবেচনায় মহারাজ আদিত্যসেন ও [illegible] গুপ্ত ব্যতীত তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ কেহই মগধে রাজত্ব করেন নাই। আদিত্যসেন অথবা তদ্বংশীয় গুপ্তরাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ কোন শিলালিপিতে এমন কথা নাই যে কৃষ্ণগুপ্ত প্রভৃতি আদিত্যসেনের পূর্ব্বপুরুষগণ কখন মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ যখন প্রবল পরাক্রান্ত গুপ্তসম্রাট্ মগধে অধিষ্ঠিত, তখন যে অপর কেহ মগধে রাজত্ব করি[illegible]

(৪) J A S Bengal, Vol LVIII Pt I P 97

(৫) গুপ্তসম্রাট্গণের উপরোক্ত বিবরণ পাঠ করিলে বোধ হয় খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে গুপ্ত নামে একজন রাজা হইয়াছিলেন, তিনি গুপ্তবংশের সংস্থাপক। তাঁহার পর তদ্বংশীয় রাজগণ এই সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন—

১ম চন্দ্রগুপ্ত	গু' সং ১—২৮	—	৩১৯ হইতে ৩৪৭ খৃঃ অঃ।
সমুদ্রগুপ্ত	গু' সং ২৯—৮০	—	৩৪৮ হইতে ৩৯৯ ,,
২য় চন্দ্রগুপ্ত	গু' সং ৮১—৯৪	—	৪০০ হইতে ৪১৩ ,,
১ম কুমারগুপ্ত	গু' সং ৯৫—১৩১	—	৪১৪ হইতে ৪৫০ ,,
স্কন্দগুপ্ত	গু' সং ১৩১—১৪৮	—	৪৫০ হইতে ৪৬৭ ,,
পুরগুপ্ত	(গু' সং ১৪৯—১৭১)	—	(৪৬৮ হইতে ৪৯০) ,,
নরসিংহগুপ্ত	(গু' সং ১৭২—২০১)	—	৪৯১ হইতে ৫২০ ,,
২য় কুমারগুপ্ত	(গু' সং ২০২—২১৪)	—	৫২১ হইতে ৫৩৩ ,,

উক্ত গুপ্তসম্রাট্গণের নানাবিধ স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে (এ সম্বন্ধে Journal of the Royal Asiatic Society, N. S. Vol XXI দ্রষ্টব্য।)

* সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপিপাঠে জানা যায় যে পুষ্পপুর তাঁহার রাজধানী ছিল। ফ্লিট সাহেবের মতে, এই পুষ্পপুরের অপর নাম কুসুমপুর, তাহা হিউএনসিয়াং কথিত কনোজের রাজধানী। এই বিষয়ে তিনি কনোজেই গুপ্তরাজগণের রাজধানী ছিল এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। বোধ হয়, তাঁহার মতানুসরণ করিয়াই অপরাপর ভারতেতিহাস রচয়িতাগণ গুপ্তরাজগণকে "কনোজের গুপ্ত" নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল। কোন প্রাচীন গ্রন্থে কনোজের অপর নাম কুসুমপুর লিখিত নাই। হিউএনসিয়াং কুশস্থল [illegible] ভ্রমক্রমে কুসুমপুর লিখিয়া থাকিবেন। বাস্তবিক মগধের প্রাচীন রাজধানী পাটলীপুত্র নগরের অপর নাম মৎস্যপুরাণে (১।৪) পুষ্পপুর ও (মুদ্রারাক্ষস নাটক, কথাসরিৎসাগর, হেমচন্দ্রাদির অভিধান) কুসুমপুর লিখিত আছে। ২য় চন্দ্রগুপ্তের শিলালিপিতেও পাটলীপুত্রের উল্লেখ আছে। সুতরাং পাটলীপুত্র বা পুষ্পপুর যে গুপ্তসম্রাট্গণের রাজধানী ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

ছেন, সবিশেষ প্রমাণ ভিন্ন ইহা কখন সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। মহারাজ আদিত্যসেনের উক্ত শিলালিপিতে লিখিত আছে স্বয়ং শ্রীহর্ষদেব মাধবগুপ্তের সঙ্গ বাঞ্ছা করিতেন (৬)। বাণভট্টের হর্ষচরিতে বর্ণিত হইয়াছে যে মালবরাজপুত্র কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত উভয়ে রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষদেবের সহচর নিযুক্ত হইয়াছিলেন (৭)। মাধবগুপ্ত সর্ব্বদাই হর্ষদেবের নিকট থাকিতেন, তাহা হর্ষচরিতের ৮ম উচ্ছ্বাসে স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে (৮)। মধুবন হইতে প্রাপ্ত হর্ষবর্দ্ধনের তাম্রশাসনে লিখিত আছে—হর্ষের পিতামহ আদিত্যবর্দ্ধন মহাসেনগুপ্তাকে বিবাহ করেন। (Epigraphia Indica, Vol I p 7) প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এই মহাসেনগুপ্তাকে দামোদরগুপ্তের কন্যা ও (মাধবগুপ্তের পিতা) মহাসেনগুপ্তের ভগিনী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এরূপ স্থলে মাধবগুপ্ত সম্পর্কে হর্ষদেবের পিতৃব্য ও মগধরাজ আদিত্যসেন হর্ষের সম্পর্কীয় ভ্রাতা হইতেছেন।

বাণভট্ট হর্ষদেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা অবশ্যই প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এরূপ স্থলে মগধরাজ আদিত্যসেনের পূর্ব্বপুরুষগণকে মালবরাজবংশীয় বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ। বোধ হয় যখন বুধগুপ্ত ও ভানুগুপ্ত মালবের পূর্ব্বাংশে রাজত্ব করিতেছিলেন সেই সময়ে কৃষ্ণগুপ্ত প্রভৃতি আদিত্যসেনের পূর্ব্বপুরুষগণ মালবের অপর কোন অংশে অধিষ্ঠিত ছিলেন অথবা পূর্ব্বমালবের গুপ্তরাজগণের সহিত ইঁহাদের কোন বিশেষ সম্বন্ধ থাকিবে। সম্ভবতঃ হূণরাজ তোরমাণ অথবা তৎপুত্র মিহিরকুলের প্রবল আক্রমণে মালবরাজ মহাসেনগুপ্ত রাজ্য হারাইয়া রাজা আদিত্যবর্দ্ধনের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং স্থাণ্বীশ্বর রাজকে নিজ ভগিনী প্রদান করিয়া কুটুম্বিতাসূত্রে আবদ্ধ হন। এখানে তাঁহার কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত নামে দুই বীর্য্যবান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

শাহপুরের সূর্য্যপ্রতিমায় উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ৬৬৬ সম্বতে (ক) রাজা আদিত্যসেনের রাজত্বকালের কথা বিবৃত আছে। বৈদ্যনাথের প্রসিদ্ধ দেবালয়ের মণ্ডপের একধারে একখানি অপ্রাচীন শিলালিপিতে লিখিত আছে যে রাজা আদিত্যসেন চোলদেশ হইতে আসিয়া বৈদ্যনাথে নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন (৯)। যদিও এই অপ্রাচীন শিলালিপির কথা সব ঠিক নহে তবে এই মাত্র অনুমান করা যাইতে পারে, যে সময়ে ঐ শিলালিপি উৎকীর্ণ হয় তখন এরূপ প্রবাদ ছিল যে রাজা আদিত্যসেন দক্ষিণাঞ্চল হইতে কোন সময় এদেশে আগমন করেন। সম্ভবতঃ মালবদেশ হইতে তিনি আসিয়া থাকিবেন। মালবদেশে প্রধানতঃ মালবসম্বৎ প্রচলিত ছিল, আদিত্যসেনও আপনার পূর্ব্বপুরুষগণের প্রথানুসারে বোধ হয় মালবসংবৎই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কারণে ৬৬৬ সম্বৎকে মালবসম্বৎ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। তাহা হইলে তিনি ৬০৯ খৃষ্টাব্দে মগধে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইতিপূর্ব্বে গুপ্তসম্রাট্গণের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে ২য় কুমারগুপ্ত ৫৩১-৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, পরে মগধ সম্ভবতঃ যশোধর্ম্মা অথবা অপর কোন মৌখরিরাজের অধিকারভুক্ত হয়। তৎপরে হর্ষদেবের অধিকারকালে তিনি অথবা তৎপিতা মাধবগুপ্ত (বোধ

(৬) শ্লোকটী এই— "শ্রীমাধবগুপ্তো মাধব ইব বিক্রমৈকরসঃ …. শ্রীহর্ষদেবনিজসঙ্গমবাঞ্ছয়া চ।"
Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III p 211

(৭) "মালবরাজপুত্রৌ কুমারগুপ্তমাধবগুপ্তনামানৌ ভ্রাতরৌ অস্মাভির্ভবতোরনুচরতা উচিতৌ চিন্তিতৌ"। (হর্ষচরিত ৪র্থ উচ্ছ্বাস)

(৮) বোম্বাইএর বিখ্যাত পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ লিখিয়াছেন যে হর্ষদেব হস্তীকবল হইতে কুমারগুপ্তকে উদ্ধার করেন ও তাঁহাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। (Sankar Pandurang Gaudavaho, intro p 127 8) কিন্তু মুদ্রিত হর্ষচরিতে একথা পাইলাম না।

(ক) শিলালিপির এই অঙ্ক লইয়া বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন মত দেখা যায়। সুপ্রসিদ্ধ কানিংহাম্ সাহেবের মতে '৪৪' পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজির মতে '৮৮' এবং ফ্লিট সাহেবের মতে '৬৬' সম্বৎ হইবে। কিন্তু উহার কোনটীই সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। সিংহকল কানিংহাম্ ঐ শিলালিপির যে সুন্দর প্রতিকৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, (Arch Sur Rept Vol XV plate XI তাহাতে স্পষ্ট 'সম্বৎ ৬৬৬ মার্গশির ৭ অভিলিখিতসম্বৎসরানুপূর্ব্ব্যা শ্রীআদিত্যসেনদেবরাজ্যে' এরূপ পাঠ আছে। উক্ত পুরাবিদগণ প্রথম '৬'কে ৪ বলিয়া ধরিয়াছেন কিন্তু ঐ শিলালিপির ১ম পংক্তির ৯ম ১০ম ১১শ ও ৮শ অক্ষরের সহিত মিলাইলে কিছুতেই তাঁহাদের পাঠ প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এই শিলালিপি সম্বতের ২ স্থানে ' চিহ্ন আছে। এইরূপ দুইটী চিহ্ন নেপাল হইতে সংগৃহীত পণ্ডিত ভগবানলালের ৯ম শিলাফলকের প্রতিকৃতিতে দৃষ্ট হয়। আবার ফ্লিট সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত গুপ্তশিলালিপির অনেকের সম্বৎ ৪ মোটেই নাই। সম্বতের ৬৬৬ অঙ্কের অক্ষরের সহিত বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ের সংগৃহীত ৩০০ শকের বঙ্গীয় হস্তলিপির অনেকটা ঐক্য আছে।

(৯) Journal of the Bengal Asiatic Society Vol LII pt I p 190ff

* কানিংহাম্ ও ফ্লিট সাহেব অমিয় ও অভাব্ পাঠ লিখিয়াছেন, এ পাঠ ঠিক হয় নাই।

হয় হর্ষের সাহায্যে) মগধ অধিকার করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন (১০)।

(২য়) জীবিতগুপ্তের শিলালিপিতে আদিত্যসেনবংশীয় রাজগণের এইরূপ বংশাবলী পাওয়া যায়—

মাধবগুপ্ত ও শ্রীমতীর পুত্র শ্রীআদিত্যসেনদেব, তৎপুত্র কোণদেবীর গর্ভজাত মহারাজাধিরাজ দেবগুপ্ত, তৎপুত্র কমলাদেবীর গর্ভজাত মহারাজাধিরাজ বিষ্ণুগুপ্ত, তৎপুত্র ইজ্যাদেবীর গর্ভজাত মহারাজাধিরাজ (২য়) জীবিতগুপ্ত।

মন্দরগিরি হইতে প্রাপ্ত শিলাফলকে আদিত্যসেনের পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি দেখিয়া ফ্লিট প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন যে সম্রাট্ হর্ষদেবের মৃত্যুর পর যে গোলযোগ ঘটে, সেই গোলযোগের সময় আদিত্যসেন উক্ত উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু শাহপুর, অফসড় ও পরবর্ত্তী (২য়) জীবিতগুপ্তের শিলালিপিতে উক্ত উপাধি না থাকায় স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে আদিত্যসেন হর্ষদেবের ন্যায় মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণে সমর্থ হন নাই। তাঁহার এবং শ্রীহর্ষদেবের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র দেবগুপ্ত এই উচ্চউপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। বোধ হয় এই দেবগুপ্তের সময়ে মন্দরগিরির শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়া থাকিবে।

আদিত্যসেন ৬০৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ হর্ষদেবের সমকালে মগধে রাজত্ব করিতেছিলেন। ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে হর্ষদেবের মৃত্যু হয়, এই সময়ে দেবগুপ্ত প্রাধান্য লাভ করেন *।

মহারাজাধিরাজ ২য় জীবিতগুপ্তের পর মগধের আর কোন গুপ্তবংশীয় রাজার নাম এখনও পাওয়া যায় নাই।

কবি বাক্‌পতি রচিত গউড়বহো (গৌড়বধ) নামক প্রাকৃত কাব্যে লিখিত আছে, কনোজরাজ যশোবর্ম্মা প্রবল পরাক্রান্ত মগধনাথকে পরাজয় করেন। এই জয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিবার জন্যই "গউড়বহো" কাব্য রচিত হয়। সম্ভবতঃ ৬৯৫ খৃষ্টাব্দের অনতিকাল পরে অথবা পূর্ব্বে এই ঘটনা হইয়াছিল (১১)। এই সময়ের মধ্যে বোধ হয় ২য় জীবিতগুপ্তের সহিত মগধের গুপ্তকুলরবি অস্তমিত হয়।

নেপাল হইতে গুপ্তাক্ষরে লিখিত অনেকগুলি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে নেপালের লিচ্ছবি রাজগণের বিবরণ একপ্রকার মোটামোটি পাওয়া যায়। লিচ্ছবিরাজগণের সহিত বহুকাল হইতে গুপ্তরাজগণের কুটুম্বিতা ছিল, সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতির শিলালিপিতে এ কথা অতি গৌরবের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক লিচ্ছবি ও গুপ্ত রাজগণের ইতিহাস নিতান্ত ঘনিষ্ঠতা সূত্রে বদ্ধ। এই জন্য উপসংহারে নেপালের লিচ্ছবিরাজগণের ও তাঁহাদের সহিত গুপ্তরাজগণের কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা সংক্ষেপে লিখিতেছি।

মহারাজচক্রবর্ত্তী সমুদ্রগুপ্ত লিচ্ছবিরাজদুহিতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি, তৎপুত্র ২য় চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবিরাজ ধ্রুবদেবের ভগিনী ধ্রুবদেবীকে বিবাহ করেন। ফ্লিট্, কোবর্ণ প্রভৃতি পুরাবিদগণের মতে মহারাজ ধ্রুবদেব ৬৫৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন (১২), তাঁহাদের যুক্তি এই—

ভাটগ্রামের গোলমাড়িটোল গ্রাম হইতে বেণ্ডলসাহেব যে শিলালিপি সংগ্রহ করেন, তাহাতে "১১৮ সম্বতে" মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মার অনুরোধে লিচ্ছবিকুলকেতু মহারাজ শিবদেবের অনুশাসনের প্রসঙ্গ আছে (১৩)।

নেপাল হইতে সংগৃহীত অপরাপর শিলালিপিতে অংশুবর্ম্মার প্রসঙ্গে "৩৪," "৩৯," "৪৪ বা ৪৫" ও "৪৮" সম্বৎ চিহ্নিত অঙ্ক আছে। শেষোক্ত "৪৮" অঙ্কে ধ্রুবদেব ও অংশুবর্ম্মা উভয়ের নাম পাওয়া যায় (১৪)।

উক্ত যুরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের বিশ্বাস প্রথম যে ১১৮ সম্বৎ লিখিত হইয়াছে, উহা গুপ্ত সম্বতের অঙ্ক এবং শেষোক্ত

(১০) শাহাবাদ জেলায় অন্তর্গত দেওবরণার্ক গ্রাম হইতে প্রাপ্ত মগধরাজ জীবিতগুপ্তের শিলালিপিতে পূর্ব্বপুরুষগণের বর্ণনায় সর্ব্বপ্রথম মাধবগুপ্তের নাম দৃষ্ট হয়, ইহাতে বোধ হয়, মাধবগুপ্তই মগধ জয় করিয়াছিলেন।

* মগধরাজ দেবগুপ্তের ন্যায় বলভীরাজ ধর্ম্মধরসেন ৩২৬ গুপ্তসম্বতে অর্থাৎ ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে "পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর রাজচক্রবর্ত্তী এই উচ্চ উপাধি ধারণ করেন, তাহা তৎপ্রদত্ত তাম্রশাসনে বর্ণিত আছে। বলভীরাজ ধর্ম্মধরসেন ২য় ধ্রুবসেনের (হিউএন্ সিয়ং বর্ণিত ধ্রুবভট্টের) পুত্র। তৎকর্ত্তৃক ৩১০ গুপ্ত সম্বতে (অর্থাৎ ৬২৯ খৃষ্টাব্দে) প্রদত্ত খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে। হিউএন্ সিয়ং-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত ও জীবনীতে লিখিত আছে, ৬৪০ খৃষ্টাব্দে ইনি বলভীতে রাজত্ব করিতেন এবং ৬৪২ খৃষ্টাব্দে হর্ষদেব যখন কান্যকুব্জে ধর্ম্মের উদ্যোগ করেন, তৎকালে বলভীরাজ ধ্রুবভট্ট তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন। এই ধ্রুবভট্ট শ্রীহর্ষদেবের পুত্রের জামাতা অর্থাৎ তাঁহার নাতিজামাই ছিলেন। (Beal's Si-yu-ki, Vol. II, and La Vie de Hiouen Thsang par Stanislas Julien)

(১১) Sankar Pandurang Pandits Gaudavaho, Intro. P. 1
(১২) Fleet's Inscriptionum Indicarum, Vol III P 180 and Jour As Soc Ben Vol LVIII Pt I (Dr Hoernle's Table)
(১৩) Indian Antiquary Vol XIV P 98
(১৪) Twenty Three Inscriptions from Nepal, (translated from Gujarati) by Dr G. Buhler, and C Bendall's Journey in Nepal

এবং ২য় জয়দেব ২৬৯ (গুপ্ত) সম্বৎ‡। ২য় জয়দেবের শিলালিপিতে লিখিত আছে তাঁহার পিতা ২য় শিবদেব মৌখরিরাজ ভোগবর্ম্মার কন্যা ও মগধরাজ আদিত্যসেনের দৌহিত্রী শ্রীবৎসদেবীর পাণিগ্রহণ গ্রহণ করেন, তাঁহার গর্ভে ২য় জয়দেব অপর নাম পরচক্রকাম জন্ম গ্রহণ করেন। গৌড়োড্রকলিঙ্গকোশলাধিপ শ্রীহর্ষদেবের দুহিতা ও ভগদত্তবংশীয় রাজদৌহিত্রী দেবী রাজ্যমতীর সহিত এই জয়দেবের বিবাহ হয়। লিচ্ছবিরাজবংশ বহুদিন হইতে সম্মানিত। সুতরাং এই প্রথিত কুলে প্রবল পরাক্রান্ত হর্ষদেব কন্যাসম্প্রদান করিয়া যথার্থ সম্মানের কার্য্যই করিয়াছিলেন। এখানে একটী কথা উঠিয়াছে—ডাক্তার বুলর এই হর্ষদেবকে সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন হইতে ভিন্ন ভাবিয়া লিখিয়াছেন। আবার কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছেন এ হর্ষদেব স্বতন্ত্রই বটে, "কারণ হিউএন সিয়াং এর বর্ণনায় জানা যায় যে কনোজরাজ শিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক কামরূপরাজ ব্রাহ্মণ ছিলেন, সুতরাং তিনি কখনই ভগদত্তবংশীয় হইতে পারেন না।" আমরা বলি, হিউএন সিয়াং এই কথা ভুল লিখিয়াছেন। বাণভট্টের হর্ষচরিতে স্পষ্টই লিখিত আছে যে হর্ষদেবের সমসাময়িক কুমাররাজ ভাস্করবর্ম্মা ভগদত্তবংশীয় ছিলেন। (২০)। হর্ষদেব ও কুমাররাজ ভাস্করবর্ম্মা পরস্পর অনুরক্ত ও উভয়ে পরস্পর বন্ধু ছিলেন, তাহা শ্রীহর্ষচরিত ও হিউএন-সিয়াং এর বর্ণনাপাঠে জানা যায়। কেবল যে বন্ধু তাহা নহে, হর্ষদেব কুমাররাজের ভগিনী অথবা তাঁহার কোন আত্মীয় কন্যার যে পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। এক্ষণে নেপালরাজ জয়দেবের শিলালিপি বর্ণিত শ্রীহর্ষদেব ও সম্রাট শিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধন উভয়ে যে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। [নেপাল, হর্ষদেব, ভাস্করবর্ম্মন প্রভৃতি শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

উপরোক্ত গুপ্তরাজগণের পরে দক্ষিণকোশলে শিবগুপ্ত মহাভবগুপ্ত প্রভৃতি গুপ্তপদবীধারী কয়েকজন রাজা রাজত্ব করিতেন সম্বলপুর কটক ও শ্রীপুর হইতে ইঁহাদের তাম্রশাসন ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে (২১)। ইঁহাদের সময়েই উড়িষ্যার কেশরীবংশীয় রাজগণের অভ্যুদয়। শ্রীপুরের শিলালিপি পাঠে জানা যায় ঐ গুপ্তেরা শবরবংশীয় ছিলেন। [শবর দেখ।]

গুপ্তবেশ (ত্রি) গুপ্তঃ লুক্কায়িতঃ বেশোহস্য বহুব্রী। ১ যে ব্যক্তি আপনার উপযুক্ত বেশ লুকাইয়া রাখিয়া অন্যবেশ ধারণ করিয়াছে। (পুং) গুপ্তশ্চাসৌ বেশশ্চেতি কর্ম্মধা। ২ গুপ্তবেশ।

গুপ্তস্নেহ (পুং) গুপ্তঃ স্নেহো যত্র বহুব্রী। ১ অঙ্কোট বৃক্ষ, ধলা আঁকড়া। (রাজনি°) ২ গুপ্তস্নেহ।

"গুপ্তস্নেহকরী চতুর্থভবনে" (নীলকণ্ঠ তাজক।)

গুপ্তা (স্ত্রী) গুপ্ত টাপ্। ১ কপিকচ্ছু আলকুশী। (রাজনি°) ২ পরকীয়া নায়িকা। আলঙ্কারিকগণের মতে গুপ্তা বিদগ্ধা প্রভৃতি সকল নায়িকাই পরকীয়া নায়িকার অন্তর্গত রসমঞ্জরীর মতে এই নায়িকা আবার তিনপ্রকার বৃত্তসুরতগোপনা, বর্ত্তিষ্যমাণসুরতগোপনা ও বর্ত্তমানসুরতগোপনা। নায়িকা সুরতভাব গোপন করিয়াছে তাহাকে বৃত্তসুরতগোপনা, যে গোপন করিবে তাহাকে বর্ত্তিষ্যমাণসুরতগোপনা এবং যে নায়িকা গোপন করিতেছে তাহাকে বর্ত্তমানসুরতগোপনা বলা যাইতে পারে। উদাহরণ যথা—

'শ্বশ্রূঃ কুপ্যতু নিন্দতু স্বজনো নিন্দন্তু বা বান্ধবা
স্তস্মিন্ সা ন মন্দিরে সখি। পুনঃ স্বাপো বেধেয়ো ময়া।
আধো রাত্রমণায় কোণকুহরাহৃৎকালমাতন্বতী
মার্জ্জারী নখরৈঃ খরৈঃ কৃতবতী কাং কাং দশাং দুর্দ্দশাম্।"

৩ রক্ষিতা স্ত্রী।

"ব্রাহ্মণীং যদ্য গুপ্তাং তু সেবেতাং বৈশ্যপার্থিবৌ॥" (মনু)

প্রথম অক্ষরের সংখ্যা ২০০, দ্বিতীয় * অক্ষরের সংখ্যা ৬০, এবং তৃতীয় অক্ষরের সংখ্যা ৯, (২০০+৬০+৯) মোট ২৬৯। এ ছাড়া তাঁহার পঠিত ১৪৩ সংখ্যার শেষ অক্ষর ২৬৯ সংখ্যা জ্ঞাপক, শেষ অক্ষরের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য আছে, তাহা '৩' না হইয়া নিঃসন্দেহে "৯" হইবে এইরূপে ইহার পাঠ ২৬৯ই ঠিক।

‡ পণ্ডিত ভগবানলাল '১৫৩' পাঠ করিয়াছেন। প্রতিকৃতি এই রূপ [illegible]। ইহার মধ্যস্থলে যেরূপ অক্ষর আছে, ঐরূপ অক্ষর টমাস সাহেব ৮০ পাঠ করিয়াছেন বাস্তবিক ঐ অক্ষরটী কত, তাহা এখনও নিঃসন্দেহে কেহ স্থির করিতে পারেন নাই। আমরা আনুমানিক প্রমাণ দ্বারা উহা ৯০ বলিয়া গ্রহণ করিলাম, এইরূপ শেষোক্ত অক্ষর পূর্ব্ববৎ "৯" বলিয়া ধরিলাম।

(২০) 'বভূব মহাত্মা নারায়ণাদে ভগদত্তবজ্রদত্তপুষ্পদত্তপ্রভৃতিষু বহুষু বংশধরেষু মহৎসু মহীপালেষু প্রপৌত্রো মহারাজ ভূতিবর্ম্মণঃ পৌত্রশ্চন্দ্রমুখবর্ম্মণঃ পুত্রো দেবস্য কৈলাসস্থিতঃ স্থিরবর্ম্মণঃ সুস্থিরবর্ম্মা। মহারাজাধিরাজ ... তস্য চ সুগৃহীতনাম্নো দেবস্য মহাদেব্যাং শ্যামাদেব্যাং আত্মজো ভাস্করদ্যুতিঃ ভাস্করবর্ম্মাপরনামা ... কুমারঃ সমভবৎ।" শ্রীহর্ষচরিত ৭ উচ্ছ্বাস।

* পণ্ডিত ভগবানলাল ২য় অক্ষরের সংখ্যা "৯০" স্থির করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ চিহ্ন ৯০ সংখ্যার নহে। ৯০ সংখ্যার চিহ্ন এইরূপ

(২১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol XLVI Pt I P 149*f*, 173*f*, and Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol XVII p 86, plates XI, XVIII, XIX and XX

গুপ্তি (স্ত্রী) গুপ ক্তিন্‌। ১ গোপন। "অনগোরবলজ্জাদেঃ ইত্যাদ্যাকারগুপ্তি রবাহিত্থা" (সাহিত্য° ৩ প°)
২ সংবরণ আচ্ছাদন।
"বৃহন্মণিশিলাসালং গুপ্তাবপি মনোহরম্।" (কুমার ৬৩৮)
৩ রক্ষণ।
"সম্যক্ ত্বাস্তু মগ্নং গুপ্ত্যর্থং স মহাত্মাভিঃ" (মনু ১৮৭)
৪ গ্রহণীয় মন্ত্রের সংস্কারবিশেষ।
"জননং জীবনং পশ্চাৎ তাড়নং বোধনং তথা।
তথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ।
তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতা মন্ত্রসংস্ক্রিয়াঃ॥" (তন্ত্রসার)
৫ অবরুদ্ধ স্থান। ৬ কারাগার গারদ।
"দলিত দলকবাটঃ ষটপদানাং সরোজে
সরভস ইব গুপ্তিস্ফোটমর্কঃ করোতি।" (মাঘ ১১ ৬০)
৭ ভূগহ্বর। ৮ যম অহিংসাদি যোগাঙ্গ। (হেম°)
৯ গর্ত্ত করিবার জন্ত ভূমিখনন। ১০ নৌকার ছিদ্র। (ভরত)

গুপ্তিপাড়া, প্রকৃত নাম গুপ্তপল্লী অর্থাৎ গুপ্ত উপাধিধারী বৈদ্যজাতির বাসস্থান। বঙ্গদেশের হুগলী জেলার উত্তরসীমায় অবস্থিত ... প্রাচীন গণ্ডগ্রাম বা নগরবিশেষ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী পণীত চণ্ডীগ্রন্থে ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগরের সমুদ্রযাত্রা প্রসঙ্গে কবিবর কৃষ্ণরাম প্রণীত শীতলামঙ্গলে জয়দেব সওদাগরের দক্ষিণপাটনযাত্রার প্রস্তাবে এবং গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী গ্রন্থে এই গুপ্তিপাড়ার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত গ্রন্থকারেরা নিজ নিজ গ্রন্থে যে সময় গুপ্তিপাড়ার উল্লেখ করিয়াছেন, তৎকালে সুরতরঙ্গিণী ভাগীরথী গুপ্তিপাড়ার উত্তর দিয়া অর্থাৎ উহাকে দক্ষিণে রাখিয়া সাগরাভিমুখে গমন করিতেছিলেন।

এই গ্রামে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থাদি উচ্চবর্ণের বহু সংখ্যক হিন্দুজাতির বাস ছিল। এখানে বিস্তর পণ্ডিত ও গুণী লোকের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রসিদ্ধ কবি ও পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই গুপ্তিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

এই গুপ্তিপাড়া বিদ্যানটীকাকার বিশ্বম্ভরের ও অমরকোষাভিধানের টীকাকার ভরতমল্লিকের জন্মস্থান। সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ সুকার কালীমির্জ্জাও এখানে প্রাদুর্ভূত হন।

এখানকার স্ত্রীপুরুষ উভয়েই চিরদিন সুরসিক ও সবক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

গুম্ফিত (ত্রি) গুফ ভক্ত বা কর্ম্মণি ক্ত। গ্রথিত। (অমরটী°)

গুমগাঁও, মধ্যপ্রদেশের নাগপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। নাগপুর নগরের ১২ মাইল দক্ষিণে বনা নদীর উপকূলে স্থাপিত। অক্ষা° ২১° ১ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ২´ ৩০´ পূঃ। অধিবাসীরা সকলেই কৃষিজীবী কেবল কোষ্ঠি জাতীয়েরা তুলার কারবার করিয়া থাকে। পুলিসের ফাঁড়ীর নিকট নদীতীরে একটী মহারাষ্ট্রীয় দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহার সন্নিকটে একটী গণপতির মন্দির আছে। রাজা ২য় রঘুজীর স্ত্রী চীমাবাই উক্ত দুর্গ ও মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং তাঁহারই রাজ্যকাল হইতে এই প্রদেশ ভোঁসলে বংশের অধিকারে থাকে।

গুমট (দেশজ) গরম, গ্রীষ্ম।

গুমটকাল (দেশজ) গরমকাল গ্রীষ্ম ঋতু।

গুমটিয়া (দেশজ) গরমসম্বন্ধীয়।

গুমনয়কন্ পল্লী, মহিসুরের কোলার জেলার মধ্যস্থিত একখানি তালুক। বগেপল্লীতে (বগেনহল্লী) ইহার সদর কাছারি আছে। ভূপরিমাণ ৩৪২ বর্গমাইল।

২ ঐ তালুকের মধ্যে একখানি গ্রাম। পাহাড়ের উপর অবস্থিত। অক্ষা° ১৩° ৪৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ৫৮´ ১০˝ পূঃ। এই গ্রামের রক্ষার জন্ত স্থানীয় সর্দার গুম্মানায়ক কর্ত্তৃক ১৩৫৪ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ঐ সময় হইতে নায়কবংশীয়েরা রাজ্যবিস্তার এবং স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। পরে হাইদার আলীর সময়ে তাঁহাদের অধঃপতন হয়।

গুমর (দেশজ) ১ গরিমা। ২ অভিমান।

গুমসন (দেশজ) ১ দুর্গন্ধ হওন। ২ গ্রীষ্মহওন।

গুমসুর, দাক্ষিণাত্যের গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত একটী তালুক ও নগর। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা দেশীয় রাজের অধীনে ছিল। উক্ত বৎসরে স্থানীয় সর্দার বিদ্রোহী হইলে ইংরাজরাজ তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লন। তৎকালেও এখানে খণ্ডজাতির মধ্যে নরহত্যা প্রচলিত ছিল। বৃটীশ গবর্মেণ্ট ঐ প্রথা একবারে উঠাইয়া দেন।

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৯° ৫০´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৪° ৪২´ পূঃ। এখানে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদ ছিল। রাজার বংশধরেরা ঐ নগরে বাস করিতেছেন। এই নগর বহরমপুর হইতে ৩৮ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এই রাজ্যের অধীশ্বর রঘুনাথভঞ্জের কর্ত্তৃক তাঁহার রাজা ধনঞ্জীভঞ্জের অনুমত্যানুসারে ৭৫৪ শকসংবতে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে, তিনিই বর্ত্তমান গুমসুর রাজবংশের আদিপুরুষ।

গুমান্ (পারসী) ১ সন্দেহ, অনুমান, অভিপ্রায়। ২ অভিমান।

গুমান্‌সিংহ, জৈতপুরের একজন রাজা। ইনি বান্দা জেলার

বামেশ্বরের ভগ্ন মন্দির দৃষ্ট হয়। সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের দরদালানে নবটী স্তম্ভ আছে। মন্দিরের লিঙ্গমূর্ত্তি গর্ত্তের মধ্যে স্থাপিত। এই মন্দিরের প্রবেশদ্বারে ও ভিতরের একটী পৃথক স্তম্ভে শিলালিপি খোদিত আছে।

গুরী (দেশজ) ক্ষুদ্র ছোট।

গুরীকচু (দেশজ) একপ্রকার ক্ষুদ্র কচু।

গুরু (পুং) গৃণাতি উপদিশতি ধর্ম্মং গিরত্যজ্ঞানং বা গৃ কু উচ্চ (কৃগোরুচ্চ। উণ্ ১।২৫।) যদ্বা গীর্য্যতে স্তূয়তে দেবগন্ধর্ব্বাদিভিঃ গৄ কু উচ্চ। ১ বৃহস্পতি, দেবগুরু।

"গুরুকাব্যানুগাং বিভ্রৎ চান্দ্রীমভিনতঃশ্রিয়ং।" (মাঘ ২ সং)

২ প্রভাকর, একজন সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসক। প্রভাকর বাল্যকালে শব্দশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। পরে কোন একজন প্রধান মীমাংসকের নিকট মীমাংসাদর্শন পড়িতে আরম্ভ করেন। একদিন তাঁহার গুরু কোন একজন ছাত্রকে তৎকাল প্রচলিত মীমাংসা গ্রন্থ অধ্যয়ন করাইতে আরম্ভ করেন। সেই গ্রন্থে "অত্র তু নোক্তং তত্রাপি নোক্তং অতঃ পৌনরুক্ত্যং" এইরূপ একটী পাঠ বাহির হয়। অধ্যাপক মহাশয় অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহার কোন সঙ্গত অর্থ করিতে পারিলেন না। ইহার অর্থ করিলে এইরূপ হয় যে এখানেও বলা হইল না, সেই স্থানেও বলা হয় নাই, অতএব পৌনরুক্ত্য হইল। কিন্তু এরূপ অর্থ নিতান্তই অসঙ্গত। ছাত্রগণ ও অধ্যাপক মহাশয় মিলিত হইয়া অনেক চিন্তা করিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। অধ্যাপক নিতান্ত দুঃখিত হওয়া চতুষ্পাঠী হইতে চলিয়া যাইয়া নিবিড় অরণ্যে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। প্রভাকর আপনার প্রতিভাবলে ঐ পাঠের একটী সঙ্গত অর্থ করিয়াও তখন প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন না, কারণ এইরূপ করিলে অধ্যাপক মহাশয় অপমান মনে করিয়া দুঃখিত হইতে পারেন। তিনি চলিয়া গেলে প্রভাকর ঐ পুস্তকে 'তুনা' ও 'অপিনা' এইরূপ পদ বিচ্ছেদ করিয়া রাখিয়া দিলেন ইহাতে পাঠের অর্থ হইল যে, এইস্থানে তু শব্দ দ্বারা উক্ত হইল, সেই স্থানেও অপি শব্দ দ্বারা উক্ত হইয়াছে অতএব পৌনরুক্ত্য হয়। অধ্যাপক মহাশয় অনেক গবেষণায়ও কিছু স্থির করিতে না পারিয়া চতুষ্পাঠীতে ফিরিয়া আসিলেন। পুস্তক বাহির করিয়া দেখেন যে তাহাতে ঐরূপ পদবিচ্ছেদ করা রহিয়াছে। তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, প্রভাকরই এই মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছে। অধ্যাপক প্রভাকরকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন, সেইদিন হইতে তাঁহার 'গুরু' নাম হইল। [প্রভাকর দেখ।]

৩ নিষেকাদি ক্রিয়াকর্ত্তা।

"নিষেকাদীনি কর্ম্মাণি যঃ করোতি যথাবিধি।
সম্ভাবয়তি চান্নেন স বিপ্রো গুরুরুচ্যতে॥" (মনু ২।১৪২)

যিনি যথাবিধি সমস্ত নিষেকাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং অন্নদান করিয়া প্রতিপালন করেন, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া জানিবে।

৪ শাস্ত্রোপদেশক, আচার্য্য।

"অল্পং বা বহু বা যস্য শ্রুতস্যোপকরোতি যঃ।
তমপীহ গুরুং বিদ্যাচ্ছ্রুতোপক্রিয়য়া তয়া॥" (মনু ২।১৪৯)

অল্পই হউক আর অনেকই হউক যিনি বেদজ্ঞান প্রদান করিয়া উপকার করেন সেই উপকারের জন্য শাস্ত্রমতে তাঁহাকেই গুরু জানিবে। বালক হইয়াও যিনি বেদ বা শাস্ত্রের উপদেশ দেন তিনিই গুরু এবং বৃদ্ধগণেরও মাননীয়। অতি প্রাচীনকালেও শাস্ত্রজ্ঞ বালকের নিকট বৃদ্ধেরা উপদেশ লইতেন এবং তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করা হইত। মনুতে ইহার একটী উপাখ্যান পাওয়া যায় যে, অঙ্গিরার একটী পুত্র বাল্যকালেই সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন। তিনি আপনার পিতৃব্যগণকে শাস্ত্রপরাঙ্মুখ দেখিয়া তাঁহাদিগকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতে আরম্ভ করেন। একদিন শাস্ত্রোপদেশের সময়ে বালক পিতৃব্যদিগকে পুত্রক বলিয়া সম্বোধন করেন। এই সম্বোধনে পিতৃব্যগণের মনে বড় আঘাত লাগিল। তাঁহারা অনেক বাদানুবাদ করিয়া শেষে দেবসভায় অভিযোগ উপস্থিত করেন। সমস্ত দেবতারা বিচার করিয়া বলিলেন যে, ইহাতে কোন দোষ হয় নাই, কারণ বৃদ্ধ হইলেও বালক এবং যিনি জ্ঞানোপদেষ্টা তিনি বালক হইলেও পিতৃবৎ পূজনীয়। (মনু ২।১৫০—১৫৩)

মনুর মতে—গুরুর নিকটে সর্ব্বদাই হীনাবস্থায় অবস্থান করা উচিত। গুরু উঠিবার পূর্ব্বে উত্থান করা ও তিনি শয়ন করিলে তাঁহার পরে শয়ন করা শিষ্যের একান্ত কর্ত্তব্য। শয়ন বা উপবেশন করিয়া, ভোজন করিতে করিতে কিম্বা দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া অথবা অন্যদিকে মুখ করিয়া গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ বা তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিতে নাই। গুরু যদি আসনে বসিয়া কোন অনুমতি করেন, শিষ্য দাঁড়াইয়া সেই আদেশ গ্রহণ করিবে। অসাক্ষাতে গুরুর নাম গ্রহণ করিতে নাই। [শিষ্য দেখ।]

৫ আচার্য্য প্রভৃতি একাদশ পূজনীয় ব্যক্তি।

"আচার্য্যশ্চ পিতা জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চৈব মহীপতিঃ।

মাতুলঃ শ্বশুরস্ত্রাতা মাতামহপিতামহৌ।
বর্ণজ্যেষ্ঠঃ পিতৃব্যশ্চ পুংস্যেতে গুরবো মতাঃ॥" (দেবল)

শাস্ত্রোপদেষ্টা, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, রাজা, মাতুল, শ্বশুর, ত্রাণকর্ত্তা, মাতামহ, পিতামহ, বর্ণজ্যেষ্ঠ ও পিতৃব্য ইহাদিগকে গুরু বলা যায়। [গুরুতল্প দেখ।]

কূর্ম্মপুরাণে—মাতা, মাতামহী, মাতুলানী, মাসী, শ্বশ্রূ, পিতামহী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও ধাত্রী ইহাদিগকেও গুরু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মাতা প্রভৃতি অর্থে গুরু শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

৬ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক। ৭ ধর্ম্মোপদেশক। ৮ কাপকচ্ছু বৃক্ষ, আলকুশী। (রাজনি°) ৯ বর্ণবিশেষ। একবার জানুমণ্ডলে হাত ঘুরাইতে যতটুক সময় লাগে তাহাকে মাত্রা বলে, যে বর্ণের উচ্চারণে দুই মাত্রা সময় লাগে, তাহাকে দীর্ঘবর্ণ বলে; দীর্ঘ, অনুস্বারযুক্ত বিসর্গবিশিষ্ট ও সংযোগের পূর্ব্ববর্ণকে গুরু বলে। পাদ বা শ্লোকের চরণের শেষবর্ণ বিকল্পে গুরু হইয়া থাকে।

(ত্রি) ১০ অধিক। "পাপে গুরিণি গুরূণি।" (প্রায়শ্চিত্তত°)

১১ দুর্জর। ১২ দুষ্পাক, যাহা সহজে পরিপক হয় না। "তৎফলং মধুরং রুক্ষং কষায়ং শীতলং গুরুঃ।" (ভাবপ্রকাশ°)

১৩ গুরুত্ববিশিষ্ট, ভারী। "গুরুণী যে রসবতী।" (ভাষাপ°)

১৪ পূজনীয়, মাননীয়। "বিভ্রৎ সজ্জকাঠিন্যং জাতো গৌরীগুরুর্গুরুঃ।" (কাশীখ° ৬৬।৭১)

(পুং) ১৫ ব্রহ্মা। ১৬ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৬৫)

১৭ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৩০)

১৮ তান্ত্রিক মন্ত্রোপদেষ্টা, যিনি দীক্ষা প্রদান করেন। সারদাতিলকের মতে তান্ত্রিক গুরুর লক্ষণ পবিত্র কুলোদ্ভব, শুদ্ধস্বভাব, জিতেন্দ্রিয়, আগমশাস্ত্রদর্শী, তত্ত্বজ্ঞ পরোপকারনিরত, যিনি জপ ও পূজা করিতে তৎপর সত্যবাদী ও শান্তিপ্রিয়, বেদে ও যোগশাস্ত্রে যাহার অধিকার আছে এবং যিনি সর্ব্বদাই দেবতাকে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই গুরু করা উচিত। এই সকল গুণই গুরুর লক্ষণ। অতিশয় বালক, বৃদ্ধ, খঞ্জ, কুণ, বিকৃতাঙ্গ ও হীনাঙ্গ ইহারা গুরু হইবার উপযুক্ত নহে। (রাঘবভট্ট°)

চিন্তামণির মতে ক্ষয়রোগগ্রস্ত দুশ্চর্ম্ম, কুনখী, শ্যাবদন্তক, বধির, অন্ধ, কুক্কুরের সদৃশ চক্ষুবিশিষ্ট, খর্ব্বাট (যাহার হস্ত পদাদিতে খাল ধরে) ও দন্তুর ইহাদিগকে গুরু করিতে নাই।

সংস্কারহীন, মূর্খ, বেদশাস্ত্রবিবর্জ্জিত, বৈদিক ও স্মার্ত্ত ক্রিয়াকলাপশূন্য, গুরুত্যাগী, কুৎসিত, যাজনকর্ম্মোপজীবী, কামুক, ক্রূর, দম্ভী, মৎসরী, ব্যসনযুক্ত, কৃপণ, খল, নাস্তিক, অসৎসঙ্গকারী, ভীরু, মহাপাতকের কোন একটী চিহ্ন

যুক্ত, দেবতা অগ্নি ও গুরুপূজা প্রভৃতিতে শ্রদ্ধাহীন, সন্ধ্যা তর্পণ, পূজা ও মন্ত্রাদি জ্ঞানরহিত, আলস্যযুক্ত, বিলাসী, ধর্ম্মহীন ও প্রতিশ্রুত, ইহারা গুরুর যোগ্য নহে। মৎস্যসূক্তের মতে অপুত্রক, গৃহিণীশূন্য, শক্তিবিহীন ও বৃষলীপতি ইহারাও বর্জ্জনীয়। (রাঘবভট্ট)

জ্ঞানার্ণবের মতে যিনি গৃহস্থ, যাহার পুত্র ও কলত্র আছে, তাঁহাকেই গুরু করা উচিত (১)। মুণ্ডমালায় লিখিত আছে যে বৈষ্ণব ও শৈব মধ্যম গুরু। যিনি শাক্তমন্ত্রে দীক্ষিত তিনিই উত্তম গুরু।

তান্ত্রিকগণ গুরু শব্দ, প্রত্যেক বর্ণ ধরিয়া অর্থ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে গকারের অর্থ সিদ্ধিদাতা, রেফের অর্থ পাপনাশক এবং উকারের অর্থ শম্ভু। এই জন্য গুরু শব্দের অর্থ হইল সিদ্ধিদাতা পাপনাশক শম্ভু। অর্থাৎ যিনি সিদ্ধিদান করিতে পারেন, পাপ বিনাশ করিতে যাঁহার ক্ষমতা আছে এবং মঙ্গলকর, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া জানিবে। অথবা গকারের অর্থ জ্ঞান, রেফের অর্থ তত্ত্ব প্রকাশক ও উকারের অর্থ শিবতাদাত্ম্যপ্রদ। যিনি তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করিয়া শিবের সহিত অভেদ করিয়া দেন, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া জানিবে (২)

যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে পিতা, মাতামহ সোদর কনিষ্ঠ ও বিপক্ষীয় ইহাদের মন্ত্র গ্রহণ করিতে নাই অর্থাৎ ইহাদিগকে গুরু করিবে না। গণেশবিমর্ষিণীর মতে যতি, বনবাসী বা আশ্রমপরিত্যাগী ইহাদের নিকট দীক্ষা হইলে অমঙ্গল হয়। কিন্তু শাক্তযামলের মতে অধ্যাত্ম পরায়ণ, মন্ত্রী জ্ঞানী সমাধিযুক্ত ও শ্রদ্ধাবিশিষ্ট যতির মন্ত্র গ্রহণ করিলে কোন অমঙ্গল হয় না। রুদ্রযামলে লিখিত আছে যে, ভর্ত্তা পত্নীকে, পিতা পুত্র কিম্বা কন্যাকে এবং ভ্রাতা ভ্রাতাকে দীক্ষিত করিবেন না। কিন্তু স্বামী সিদ্ধমন্ত্র হইলে পত্নীকে দীক্ষিত করিতে পারেন।

তন্ত্রসংগ্রহকারগণের মতে—তন্ত্রে যে সকল নিন্দনীয় গুরু ও যাহাদের মন্ত্র গ্রহণ করা উচিত নহে বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, উহা কেবল অসিদ্ধ মন্ত্রের পক্ষে জানিবে, সিদ্ধমন্ত্র হইলে আর কোন লক্ষণালক্ষণ বা ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার দরকার নাই, যাহার নিকট ইচ্ছা তাহার নিকটেই দীক্ষিত হইতে পারা যায়। (তন্ত্রসার)

(১) "সকলশাস্ত্রার্থবেত্তা চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে।" জ্ঞানার্ণব।
(২) "গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপস্য দাহকঃ।
উকারঃ শম্ভুরিত্যুক্ত স্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ স্মৃতঃ।
গকারো জ্ঞানসম্পত্ত্যৈ রেফস্তত্ত্বপ্রকাশকঃ।
উকারাৎ শিবতাদাত্ম্যং দদ্যাদিতি গুরুঃ স্মৃতঃ॥" (আগমসার)

গুরুকুণ্ডলীচক্র।

কেতুকুণ্ডলীতে যে প্রকার বর্ষাধিপতির ফল বর্ণিত হইয়াছে, গুরুকুণ্ডলীতেও সেইরূপ ফল জানিবে। কোন জ্যোতিষকের মতে প্রথমস্থানে রবি, দ্বিতীয়স্থানে মঙ্গল, তৃতীয়স্থানে কেতু, চতুর্থে চন্দ্র, পঞ্চমে বুধ, ষষ্ঠে বৃহস্পতি, সপ্তমে শুক্র, অষ্টমে শনি ও নবমে রাহুগ্রহ স্থানে যথাক্রমে পুষ্যাদি নক্ষত্র স্থাপন করিলে তাহাকে গুরুকুণ্ডলী বলে (১)। পঞ্চস্বরার মতে প্রথমে রবি, দ্বিতীয়ে চন্দ্র, তৃতীয়ে মঙ্গল, চতুর্থে বুধ, পঞ্চমে বৃহস্পতি, ষষ্ঠে শুক্র, সপ্তমে শনি, অষ্টমে রাহু এবং নবম স্থানে কেতুগ্রহ স্থাপন করিয়া রবি হইতে প্রত্যেক গ্রহের স্থানে কৃত্তিকাদি নক্ষত্র যথাক্রমে স্থাপন করিতে হয় (২)। এই তিনপ্রকার গুরুকুণ্ডলীর মধ্যে প্রথমটী সর্ব্বত্র আদরণীয় বলিয়া তাহারই প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইল।

গুরুকুল (ক্লী) গুরোঃ কুলং ৬তৎ। গুরুর বংশ।

গুরুকৃত (ত্রি) গুরুণা কৃতং অনুষ্ঠিতং ৩তৎ। গুরু যাহার অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

গুরুক্রম (পুং) গুরোর্ব্বে ক্রমো যত্র বহুব্রী। পরম্পরাগত উপদেশ, পরম্পরায় যে উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। (হলায়ুধ)

গুরুগীতা (স্ত্রী) গুরুস্তবসম্ভূতা গীতা। গীতাবিশেষ, ইহাতে গুরুর স্তব, গুরুকে ব্রহ্মস্বরূপে বর্ণনা, গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, এবং আত্মতত্ত্ব উপদেশ অতি সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। ইহা রুদ্রযামলের একটী অংশ।

গুরুগোবিন্দ সিং, শিখদিগের ১০ম গুরু, তেজবাহাদুরের পুত্র। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি শিখধর্ম্মের অনেক পরিবর্ত্তন ও খাল্‌সা প্রথা প্রচলন করেন। ইনি শিখদিগের মধ্যে সিংদীক্ষার প্রবর্ত্তক। গুরুমুখী ভাষায় ইঁহার রচিত গ্রন্থসাহেব আছে, উহা শিখদিগের যথেষ্ট ভক্তির জিনিস। ৪৮শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে গোদাবরীর বামতীরে নন্দের নামক স্থানে দুইজন পাঠানের হস্তে গোবিন্দ নিহত হন। ঐ স্থানে তাঁহার স্মরণার্থ শিখধর্ম্মমন্দির আছে। তাঁহার মতানুবর্ত্তী শিখগণ "গোবিন্দশাহী" নামে খ্যাত।

[নানক ও শিখ দেখ।]

গুরুঘ্ন (পুং) গুরুং হন্তি হন্ টক্। ১ গৌরসর্ষপ, শ্বেত সরিষা। (রাজনি') (ত্রি) ২ গুরুনাশক, যে গুরুহত্যা করে।

গুরুঙ্গ (গুরুঙ্গ), নেপালবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা সাহসী ও যুদ্ধনিপুণ। ইহাদের মধ্যে দশ গুরুঙ্গ ও বার গুরুঙ্গ এই দুইটী থাক এবং প্রায় ৪৮টি থর বা শ্রেণী বিভাগ আছে। ইহারা বয়স্থা হইলে কন্যার বিবাহ দেয়। বিবাহ বন্ধন ছেদন করিতে হইলে ইহাদিগকে কন্যার মাতাকে টাকা দিতে হয়। ঐ স্ত্রীলোক পুনরায় সমারোহের সহিত বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু বিধবাদিগের এরূপ বিবাহের অনুমতি নাই। বিধবারা কেবলমাত্র নিজ দেবরকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিতে পারে। এই বিবাহে কোন সংস্কার নাই।

এই জাতি এক সময়ে বৌদ্ধ ছিল, কিন্তু এক্ষণে হিন্দু হইয়াছে। দ্বিতীয় পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনই ইহাদের উপাস্য দেবতা। গৃহসম্বন্ধীয় বিপদ্ হইতে মুক্তি অথবা পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিবার জন্য পর্ব্বত ও নদী প্রভৃতিকে পুষ্প ও খাদ্য দিয়া পূজা করে। ব্রাহ্মণেরাই ইহাদের পৌরহিত্য করে, কিন্তু তদভাবে জগাবুড়া থরের কোন ব্যক্তি জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহাদির সংস্কার করিতে পারে।

ইহারা শবদেহ পুঁতিয়া রাখে। জাতির উচ্চতা থরেরা পর্ব্বতের উপরে শবদেহ পোড়ায় এবং ভস্মরাশি শূন্যে উড়াইয়া দেয়। শব কবরস্থ করিবার সময় লেহ্‌লামা থরের এক ব্যক্তি আসিয়া আত্মার প্রীত্যর্থে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক প্রথমে গোরের উপর মৃত্তিকা নিক্ষেপ করে। তাহার পর যে সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তৎসমস্তই সুনুবার জাতির মত। ইহারা গো, শূকর প্রভৃতির মাংস খায় না। কিন্তু মহিষ, বনবরা ও মুরগী খাইয়া থাকে।

ছত্রি বা খস, গুরুঙ্গ, মগর ও সুনুবার এই চারিটী জাতি বিভাগ দৃষ্ট হয়। গুরুঙ্গেরাই 'মুখ্য' বা প্রধান বলিয়া গণ্য। ইহারা অপর জাতিকে বিবাহ করে না। যদি কেহ কন্যা লইয়া পলাইয়া যায়, ঐ কন্যাকে বিবাহ করিতে হইলে পণ দিতে হয়। বিবাহের পর ঐ কন্যা স্বামীর অন্নপাক করিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে যদি কেহ অপর কোন ব্যক্তির স্ত্রী অপহরণ করিয়া আনে, ঐ স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রাদি

(১) "অর্কো ভৌমশ্চ কেতুশ্চ চন্দ্রঃ সৌম্যো বৃহস্পতিঃ।
শুক্রঃ শনৈশ্চরো রাহুঃ কুণ্ডলীয়ং বৃহস্পতেঃ।"
(২) "রবিশ্চন্দ্রঃ কুজঃ সৌম্যো গুরুঃ শুক্রো বৃহস্পতিঃ।
রাহুঃ কেতুশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বথা গুরুকুণ্ডলী।
কৃত্তিকাদীনি ঋক্ষাণি ত্রিয়াবৃত্তক্রমান্ন্যসেৎ।" (পঞ্চস্বরা)

গুরুন্ন নামে অভিহিত হয়, কিন্তু কেহই ঐ মাতার স্পৃষ্ট অন্নজলাদি গ্রহণ করে না। কিরাম্ভ শ্রেণীর কন্যাকে বিবাহ করিলে তজ্জাত পুত্রকেও গুরুঙ্গ বলে। খস বা মগধা পিতা ও গুরুঙ্গ মাতার গর্ভে পুত্রাদি খস নাম প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহারাও গুরুঙ্গ।

ইহারা নিম্নশ্রেণীর ক্ষত্রিয়। মুখশ্রী কতকটা তাতার জাতির মত, স্বভাব চঞ্চল।

গুরুণ্টক (পুং) গুরুকণ্টক পৃষোদরাদিবৎ মধ্যককারলোপে সাধু। তিলময়ূর। (ত্রিকাণ্ড॰)

গুরুতম (ত্রি) অতিশয়েন গুরুঃ গুরু তমপ্। ১ অতিগুরু। মাতা, পিতা ও আচার্য্য এই তিনজন। (বিষ্ণুসূক্ত) ২ মাতা পিতা প্রভৃতি গুরুজন। ৩ অতিশয় গুরুত্ববিশিষ্ট। (পুং) ৪ পরমেশ্বর। (ভারত ১৩।১৪৯।৩৬)

গুরুতল্প (পুং) গুরোঃ পিতুস্তল্পঃ ভার্য্যা যস্য বহুব্রী। ১ বিমাতৃগামী। মনুর মতে বিমাতৃগমনে মহাপাতক হয়। গুরুতল্পগামী উচ্চৈঃস্বরে আপনার পাপকীর্ত্তন করিয়া তপ্তলৌহময় শয়নে শয়ন অথবা জলন্ত লৌহময়ী স্ত্রী মূর্ত্তি আলিঙ্গন করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে। এই প্রকারে প্রাণ পরিত্যাগ ভিন্ন ইহার আর কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই(১)।

গুরোস্তল্পঃ ৬তৎ। ২ গুরুর ভার্য্যা।

"গুরুতল্পব্রতদেব কুর্ব্বীত গুরুতল্পমকামতঃ।" (প্রায়শ্চিত্তবিবে॰)

গুরুতল্পগ (পুং) গুরোঃ পিতুস্তল্পং ভার্য্যা তাং গচ্ছতি গম ড। বিমাতৃগামী। গুরুশব্দের নানা অর্থ বলিয়া গুরুতল্পগ শব্দে আচার্য্যপত্নীগামী প্রভৃতিকেও বুঝাইতে পারে। কিন্তু বিবেককার অনেক বিচারের পর স্থির করিয়াছেন যে গুরুতল্পগশব্দে কেবল বিমাতৃগামীকেই বুঝায়, আচার্য্যপত্নীগামী প্রভৃতিকে বুঝায় না। গুরুতল্পগামী মহাপাতকী, ইহার সংসর্গ করিলেও মহাপাতক হয়। বিবেককারের মতে পিতার সবর্ণা বা উত্তমবর্ণা স্ত্রী অভিগমন করিলেই মহাপাতক হয় এবং তাহাকেই গুরুতল্পগ বলে। পিতার হীনবর্ণ স্ত্রীগমন করিলে উপপাতক হইয়া থাকে, তাহাকে গুরুতল্পগ শব্দে উল্লেখ করা যায় না। প্রাণত্যাগ ভিন্ন গুরুতল্পগের প্রায়শ্চিত্ত নাই। [গুরুতল্প দেখ।]

মনুর মতে গুরুতল্পগামীর নরকভোগের অবসানে তাহার চিহ্নস্বরূপ শরীরের চর্ম্ম অতি বিশ্রী বা দৌশ্চর্ম্ম্য হয়।

(মনু ১১।৪৯)

গুরুতল্পিন্ (পুং) গুরোস্তল্পং গম্যত্বেনাস্ত্যস্য গুরুতল্প ইনি। বিমাতৃগামী। (মনু ১১।১০৪)

গুরুতা (স্ত্রী) গুরোর্ভাবঃ গুরু তল্-টাপ্। গুরুত্ব।

"কৌমারকেঽপি গিরিবদ্ গুরুতাং দধানঃ।" (উত্তরচরিত)

গুরুতাল (পুং) গুরুরেব তালো যত্র বহুব্রী। তালবিশেষ। যাহাতে একটী মাত্র গুরু থাকে। [গুরু দেখ।]

গুরুত্ব (ক্লী) গুরোর্ভাবঃ গুরু ত্ব। ১ বৈশেষিক মতসিদ্ধ চতুর্বিংশতি গুণের অন্তর্গত একটী গুণ। ভাষাপরিচ্ছেদের মতে—পতনক্রিয়ার অসমবায়ি কারণ অর্থাৎ যে গুণ থাকায় দ্রব্যের পতন হয়, তাহাকে গুরুত্ব বলে। এই গুণটী অপ্রত্যক্ষ, কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা ইহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এই গুণবিশিষ্ট কোন দ্রব্য মানদণ্ডের একদিকে উঠাইয়া দিলে তাহার অবনতি হইয়া থাকে বলিয়া এই গুণের অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। লৌকিক ব্যবহারে এই গুণকে রতি, মাষ, তোলক, সের ও মণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। (দিনকরী ও কণাদসূত্র।) বল্লভাচার্য্যের মতে স্পর্শবিশেষকেই গুরুত্ব বলিয়া স্বীকার করা হয়, গুরুত্ব অতিরিক্ত গুণ নহে। তাঁহার মতে ইহার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ কেবল জল ও মৃত্তিকাতেই গুরুত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে তেজঃ, বায়ু প্রভৃতি অপর কোন পদার্থে গুরুত্ব নাই। এই গুরুত্ব আবার দুই প্রকার—নিত্য ও অনিত্য। জল ও মৃত্তিকার পরমাণুতে যে গুরুত্ব আছে, তাহা নিত্য, কখনও তাহার বিনাশ হয় না এবং তদ্ব্যতীত অপর দ্ব্যণুক প্রভৃতির গুরুত্ব অনিত্য, ইহার উৎপত্তি ও নাশ হইয়া থাকে (১)।

সাংখ্যমতে অতিরিক্ত গুণের উল্লেখ না থাকিলেও সাংখ্যাচার্য্যগণ দ্রব্যস্বরূপে বৈশেষিক মতসিদ্ধ অনেকগুলি গুণের স্বীকার করেন। তবে দ্রব্যকে আশ্রয় না করিয়া গুণের অস্তিত্ব নাই বলিয়া ইঁহারা বৈশেষিক মতসিদ্ধ গুণগুলিকে দ্রব্যের স্বরূপই স্বীকার করেন; দ্রব্যের অতিরিক্ত বলিয়া মানেন না। ইঁহাদের মতে মূলকারণের অন্যতম তমঃ গুণের ধর্ম্ম গুরুত্ব, সত্ত্ব বা রজোগুণে গুরুত্ব নাই (২)।

সাংখ্যমতে সমস্ত জড় পদার্থ ই ত্রিগুণময় অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ হইতে উৎপন্ন। মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সকল দ্রব্যেই

(১) "গুরুতল্প্যভিভাষ্যৈনস্তপ্তে স্বপ্যাদয়োময়ে।
সূর্ম্মীং জ্বলন্তীং বাশ্লিষ্যেন্মৃত্যুনা স বিশুধ্যতি।" (মনু ১১।১০৪)

(১) "অতীন্দ্রিয়ং গুরুত্বং স্যাৎ পৃথিব্যাদিদ্বয়ে তু তৎ।
অনিত্যো তদনিত্যঃ স্যান্নিত্যে নিত্যমুদাহৃতম্।" (ভাষাপ॰)

(২) "সত্ত্বং লঘুপ্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
গুরু বরণকমেব তমঃ।" (সাংখ্যকারিকা)

কারণরূপে তমোগুণ আছে। সাংখ্যমতের পর্য্যালোচনা করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, জড় দ্রব্যমাত্রেই গুরুত্ব আছে, তমোগুণের তারতম্যানুসারে কোন দ্রব্যে ইহার আধিক্য এবং কোন কোন দ্রব্যে ইহার অল্পতা হইয়া থাকে। মৃত্তিকা ও জলে তমোগুণের অংশ বেশী বলিয়া এই উভয়ের গুরুত্ব সহজেই অনুভব হইয়া থাকে। কিন্তু তেজঃ প্রভৃতি পদার্থে তমোগুণের অংশ নিতান্ত কম বলিয়া তাহার গুরুত্ব সহজে অনুভব করা যায় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা অনেক প্রমাণবলে বায়ুর গুরুত্ব স্থাপন করিয়াছেন। [বায়ু ও বায়ুমানযন্ত্র শব্দ দ্রষ্টব্য।] ২ মহত্ত্ব গৌরব। ৩ অধ্যাপকত্ব, উপদেশকত্ব। ৪ পূজ্যত্ব। ৫ কাঠিন্য।

গুরুত্বানুভাবকতা (স্ত্রী) গুরুত্বানুভাবকস্য ধর্ম্মঃ গুরুত্বানুভাবক তল টাপ্। যে বৃত্তি দ্বারা গুরুত্বের অনুভব করা যাইতে পারে।

গুরুদক্ষিণা (স্ত্রী) গুরুপ্রদেয়া দক্ষিণা। অধ্যয়ন শেষ হইলে গুরুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যাহা কিছু দান করা হয়, তাহাকেই গুরুদক্ষিণা বলে। এই দেশে অতি প্রাচীনকালে গুরুকে দক্ষিণা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। ভারতে উতঙ্ক প্রভৃতি কয়েক জন মুনি গুরুদক্ষিণা দিতে অনেক অসাধ্য সাধন করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত আছে। গুরু শিষ্যের নিকটে দক্ষিণা স্বরূপে যাহা চাহিতেন, শিষ্য প্রাণপণে তাহাই সাধন করিবার চেষ্টা করিত। কালে গুরুভক্তির হ্রাস ও মানব প্রকৃতির ধর্ম্মভাব তিরোহিত হওয়ায় কৃতজ্ঞতার চরম সীমা সেই গুরুদক্ষিণা প্রণালী এই দেশে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে কৃষ্ণবলরাম গুরুদক্ষিণা দিতে সান্দীপনের মৃত বা অপহৃত পুত্রটীকে আনিয়া দিয়াছিলেন।

[উতঙ্ক, কৃষ্ণ প্রভৃতি শব্দে বিশেষ দ্রষ্টব্য]

গুরুদাসপুর, পঞ্জাবের ছোটলাটের অধীন একটী জেলা। অক্ষা° ৩১° ৩৬´ হইতে ৩২° ৩০´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৪° ৫৬ হইতে ৭৫° ৪৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরসীমা কাশ্মীর ও চম্বারাজ্য, পূর্ব্বে কাঙ্গড়া ও বিপাশা নদী, দক্ষিণপশ্চিমে অমৃতসর জেলা এবং পশ্চিমে শিয়ালকোট। গুরুদাসপুর নগর ইহার বিচারবিভাগের সদর, কিন্তু বটালা নগরই প্রধান বাণিজ্যস্থান। ভূপরিমাণ ১৮১৮ বর্গ মাইল।

এই জেলা বিপাশা ও রাবী বা ইরাবতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী বারী দোআবের অন্তর্ভুক্ত এবং শেষোক্ত ইরাবতী নদীর কূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া শিয়ালকোট হইতে ত্রিকোণাকৃতি হইয়াছে। এই জেলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে পরিপূর্ণ, মধ্যে হিমালয় শ্রেণীর একটী পাহাড়ের সূত্র ধরিয়া উত্তরদিকে গমন করিলে ডালহৌসীর পার্ব্বতীয় স্বাস্থ্যাবাসে যাওয়া যায়। ডালহৌসী শৈলাবাস ধবলাধার নামক বরফাবৃত পর্ব্বতের উপর স্থাপিত। পর্ব্বতের নিম্নদেশে স্থানে স্থানে বাহাদুরী কাষ্ঠের ও নানা প্রকার বৃক্ষে পরিপূর্ণ অরণ্যাদি সমূহ দৃষ্ট হয়। বারী দোআব খাল কেবল ইরাবতী নদীর জলে পূর্ণ হইয়া থাকে। উক্ত দোআবের অপরাপর স্রোতের জল নালা দিয়া বিপাশা নদীতে চলাচল হইয়াছে।

সাধারণতঃ জেলার সমুদায় ক্ষেত্রই সমতল, কেবল পশ্চিমাংশ ক্রমশঃ ঢালু হইয়াছে। এই উচ্চস্থানের জন্য বর্ষার সময় ঢালুর উপর দিয়া প্রচুর জল আসিয়া থাকে। ইহাতে চাষ বাসের বিশেষ উপকার দর্শে। জেলার মধ্যে অনেকগুলি ঝিল বা হ্রদসদৃশ জলাভূমি আছে। ঐ জমীতে ধান্য ও পানিফলের চাষ হইয়া থাকে।

মোগল রাজাদের সময় বটালা ও পাঠানকোট এখানকার প্রধান নগর ছিল। বটালা নগরে [illegible] খাঁর রাজপ্রাসাদ ছিল এবং তাঁহার কৃত একটি সুন্দর পুষ্করিণী অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। পাঠানকোট নগর এককালে রাজপুতগণের রাজধানী ছিল। প্রবাদ আছে—খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জৈতপাল নামে এক রাজপুত দিল্লী হইতে আসিয়া এই নগর স্থাপন করেন। পরে তাঁহার বংশধরেরা কাঙ্গড়ার নিকটবর্ত্তী নূরপুর নগরে আপনাদিগের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। কলানোর নগরে সম্রাট আকবর তাঁহার পিতার মৃত্যুসংবাদ পান এবং [illegible] সম্রাট উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। [illegible] দেরানানক নামক নগর শিখগুরু নানকের [illegible] উক্ত [illegible] পরগণে একটী গ্রামে ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে নানকের মৃত্যু হয়। মোগল রাজত্বের সময় এই জেলার কোন বিশেষ ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু শিখজাতির অভ্যুদয়ে এক পক্ষে রাজকীয় শাসনকর্ত্তা ও অপরপক্ষে আফগান দুরাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া শিখসর্দ্দারেরা ক্রমশই নিজ নিজ আবশ্যকমত পঞ্জাব ও শতদ্রুর উভয় পার্শ্বস্থ স্থান অধিকার করিতে থাকেন। কনহিয়াদলের অধিপতি মানজাটবংশীয় অমরসিংহ বারী দোআবের পশ্চিমাংশ হস্তগত করেন এবং রামগড়িয়া দলের সর্দ্দার জস্সাসিংহ দীনানগর, কলানোর, শ্রীগোবিন্দপুর, বটালা প্রভৃতি নগর অধিকার করিয়া লন। কনহিয়া সর্দ্দার কর্ত্তৃক জস্সাসিংহ তাড়িত হন, পুনরায় ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বরাজ্য অধিকার করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে জস্সাসিংহের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র যোধসিংহ রাজা হন। ৫ন

উচ্ছিষ্ট ভোজন বা পদমর্দন করিবে না এবং গুরুপুত্রকে স্নান করাইয়া দিবে না। (মনু) [শিষ্য দেখ।]

তান্ত্রিকগণ বলেন যে, মনুর বিধানটী কেবল আচার্য্য পুত্রের প্রতি জানিবে। মন্ত্রদাতা গুরুপুত্র যেরূপ হউক না কেন, তাঁহার প্রতি গুরুর ন্যায়ই ব্যবহার করিতে হয়।

"গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু" (তন্ত্রসার)

বর্ত্তমান সামাজিক নিয়মে তান্ত্রিক উপাসকগণের মধ্যে অনেকেই গুরুর ন্যায় গুরুপুত্রের পাদপূজা ও উচ্ছিষ্টাদি ভোজন করিয়া থাকেন। আবার একদল তান্ত্রিক উহা করিতে বাধ্য নন কিন্তু তাঁহারাও গুরুপুত্রকে প্রাণের সহিত ভক্তি করেন। গোঁড়া বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব গুরু গোসাই ঠাকুরের বংশজ সকলকেই গুরুর ন্যায় মান্য করেন।

গুরুপূজা (স্ত্রী) গুরোঃ পূজা ৬তৎ। গুরু বা মন্ত্রদাতার পূজা। দীক্ষিত হইয়া যেরূপ প্রতিদিন ইষ্টদেবতার পূজা করিতে হয় সেইরূপ গুরুপূজাও করিবার বিধান আছে। [পূজা দেখ।]

গুরুপ্রমোদ (পুং) গুরোঃ প্রমোদঃ ৬তৎ। ১ গুরুর প্রীতি (ত্রি) গুরুং প্রমোদয়তি গুরু-প্র-মুদ-ণিচ্-অণ্। ২ গুরুর সন্তোষকারক, যাহাতে গুরু সন্তুষ্ট হন।

গুরুপ্রসাদ (পুং) গুরোঃ প্রসাদঃ ৬তৎ। ১ গুরুর প্রসন্নতা।

গুরুপ্রিয় (ত্রি) গুরোঃ প্রিয়ঃ ৬তৎ। ১ গুরু যাহাকে ভালবাসেন। গুরুদেব প্রিয়বয়স্য বহুশ্রী। ২ গুরুপরায়ণ, গুরুতে যাহার অচলা ভক্তি।

গুরুভ (ক্লী) গুরোর্ভং ৬তৎ। ১ পুষ্যানক্ষত্র। বৃহস্পতি এই নক্ষত্রের অধিপতি বলিয়া ইহাকে গুরুভ বলে।

"গুরুভং ধ্রুবাণ্যশ্বিনীহস্তম্" (বৃহৎসং ৫৫ অঃ)

২ ধনুরাশি ৩ মীনরাশি।

গুরুভার (পুং) ১ গরুড়ের পুত্র। (ভারত) ২ বেশী ভারি।

গুরুভাব (পুং) গুরোর্ভাবঃ ৬তৎ। ১ গুরুর ভাব, গুরুতা। গুরুত্বাসৌ ভাবশ্চেতি কর্ম্মধাং। ২ অতিশয় গৌরবান্বিত অভিপ্রায়। (ত্রি) গুরু গৌরবযুক্তঃ ভাবোঽভিপ্রায়ো যস্য বহুব্রী। ৩ যাহার অভিপ্রায় বা তাৎপর্য্য গৌরবযুক্ত।

গুরুভৃৎ (পুং) গুরু- গুরুত্বং বিভর্ত্তি গুরু ভৃ কিপ্ তুগাগমশ্চ। গুরুত্বযুক্ত যাহাতে গৌরব আছে।

গুরুমৎ (ত্রি) গুরুঃ গুরুবর্ণোঽস্ত্যস্য অস্তি গুরু মতুপ। ১ যাহাতে গুরুবর্ণ আছে। "নাম্যাদেগুরুমতোঽনৃচ্ছঃ।" (কলাপসূত্র) ২ গুরুযুক্ত।

গুরুমর্দ্দল (পুং) নিত্যকর্ম্মধাং। বাদ্যবিশেষ, ভিত্তিমবাদ্য।

গুরুরত্ন (ক্লী) গুরু গৌরবান্বিতং রত্নং। পুষ্পরাগমণি। (রাজনিং) গুরোর্বৃহস্পতেঃ প্রিয়ং রত্নং মধ্যলোং। ২ গোমেদ মণি। [নবরত্ন দেখ]

গুরুরাজ, ১ একজন বৈদান্তিক। ইনি চন্দ্রিকাটীকা প্রণয়ন করেন। ২ বৃন্দাবনধ্যানস্তোত্র রচয়িতা।

গুরুরাম কবি, সুভদ্রাধনঞ্জয় নামে সংস্কৃত নাটক প্রণেতা।

গুরুরাহু (পুং) গুরুণা সহ রাহু যত্র বহুব্রী। যোগবিশেষ। বৃহস্পতি রাহুর সহিত এক রাশিতে থাকিলে গুরুরাহু যোগ হয়। এই যোগে কালাশুদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাতে বিবাহ, ব্রত ও যজ্ঞ প্রভৃতি কার্য্য নিষিদ্ধ। জ্যোতিঃসার ভবিষ্যপুরাণের মতে গুরু ও রাহু ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রে থাকিয়াও যদি এক রাশিগত হয়, তাহা হইলেও এই যোগ হইয়া থাকে। [কালাশুদ্ধি দেখ।]

গুরুবর্চ্চোঘ্ন (পুং) গুরুবর্চ্চো বাতাদিপ্রকোপজনিতবর্চ্চো রোধঃ তং হন্তি হন টক। নিম্পাক পাতিলেবু (শব্দচং)

গুরুবর্ত্তিন্ (পুং) গুরৌ গুরুকুলে বর্ত্ততে বৃত ণিনি। ১ ব্রহ্মচারী। (ত্রি) ২ যে গুরুকুলে বাস করে। গুরুবাসিন প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

গুরুবর্ষ (ক্লী পুং) বর্ষবিশেষ যেরূপ বৈশাখ মাসের প্রথম দিন প্রথমাংশক সৌর বৎসর বলে সেই প্রকার বৃহস্পতি যে সময়ে মেষ রাশির প্রথমাংশ হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়া মীন রাশির শেষ অংশে উপস্থিত হয় তাহাকে গুরুবর্ষ বলা যায়। বর্ত্তমান সময়ে মানবের দৈনন্দিন ব্যবহার সৌর বর্ষ অবলম্বনেই চলিয়া থাকে অন্য কোন গ্রহের বর্ষ ব্যবহারের দরকার হয় না। কিন্তু জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ সকল গ্রহেরই এক একটা বর্ষ স্থির করিয়াছেন। [খগোল দেখ।] বরাহমিহিরের মতে বৃহস্পতির মাধ্যমিক গতিতে এক রাশির ভোগ কালকে গুরুবর্ষ বলা হয়।

বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, যে বৃহস্পতি যে মাসের নক্ষত্রে উদিত হইবে তদনুসারে সেই মাসের নামের ন্যায় সেই বৎসরের নাম হইবে। বৃহস্পতির মোটে বার বৎসর হইয়া থাকে, ইহাকে বার্হস্পত্য মান (12-Years Cycle of Jupiter) বলে যথা—কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘ, ফাল্গুন চৈত্র বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন। কৃত্তিকা বা রোহিণীনক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় হইলে কার্ত্তিক নামক বর্ষ হয়। এই বর্ষে শকটজীবী অগ্নিকারী লোক ও গোরুর পীড়া হয়, অনেক লোকেই ব্যাধিগ্রস্ত ও অস্ত্রাঘাতে মর্ম্মাহত হয়। কিন্তু রক্ত ও পীতপুষ্পের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মৃগশিরা বা আর্দ্রা নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় হইলে তাহাকে মার্গশীর্ষ বর্ষ বলে। এই বর্ষে অনাবৃষ্টি ও মৃগ, ইন্দুর, পতঙ্গ

ও পক্ষী প্রভৃতি দ্বারা শস্য বিনষ্ট হয়। মানবের ব্যাধিভয় এবং রাজগণের মিত্রের সহিতও শত্রুতা জন্মে।

পুনর্বসু বা পুষ্যানক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় হইলে পৌষ নামক বর্ষ হয়। এই বর্ষে ধান্যের মূল্য দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ হইয়া থাকে, রাজার শত্রুভয় থাকে না এবং পৌষ্টিক কার্য্যেরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অশ্লেষা কিম্বা মঘা নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় হইলে তাহাকে মাঘ বর্ষ বলে। ইহাতে পিতৃগণের পূজাবৃদ্ধি, সর্ব্ব প্রাণীর মঙ্গল, আরোগ্য, সুবৃষ্টি, ধান্যসুলভ, সম্পদের বৃদ্ধি ও মিত্রলাভ ঘটিয়া থাকে।

পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী বা হস্তা নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয়ে বর্ষের নাম ফাল্গুন হয়। এই বর্ষে মঙ্গল, শস্যবৃদ্ধি স্ত্রীলোকের সৌভাগ্য, চোরের প্রবলতা ও রাজগণের সর্ব্বদাই উগ্রতা হইয়া থাকে।

চিত্রা কিম্বা স্বাতীনক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় হইলে তাহাকে চৈত্রবর্ষ বলে। এই বর্ষে অল্প বৃষ্টি, রাজগণের মৃদুস্বভাব, কোষ ও ধান্যের বৃদ্ধি, কিন্তু রূপবান ব্যক্তিগণের পীড়া হয়। এই বৎসরে লোকের অন্ন কষ্ট থাকে না।

যে বৎসরে বিশাখা বা অনুরাধা নক্ষত্রে বৃহস্পতি উদিত হয় তাহাকে বৈশাখ বলে। ইহাতে রাজা ও প্রজাগণের ধর্ম্ম বৃদ্ধি ও আহ্লাদ হয়। কোনরূপ ভয় উপস্থিত হয় না।

যে বৎসরে জ্যেষ্ঠা বা মূলা নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় হয়, তাহাকে জ্যৈষ্ঠ সংবৎসর বলে। এই বৎসরে রাজগণ ও ধর্ম্মজ্ঞেরা প্রাধান্য লাভ করেন। কঙ্গু ও শমীধান্য ভিন্ন অপর সকল রকম ধান্যেরই হানি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বাষাঢ়া বা উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় হইলে সেই বৎসরকে আষাঢ় বলে। এই বৎসরে জল বৃদ্ধি, অনেক [illegible] লাভ এবং [illegible] রক্ষা হয়। [illegible] ব্যস্ত থাকেন।

যে বৎসরে শ্রবণা বা ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় হয়, তাহাকে শ্রাবণ বলে। ইহাতে [illegible] কিন্তু [illegible] ও [illegible]।

শতভিষা পূর্ব্বভাদ্র ও উত্তরভাদ্র ইহাদের কোন একটিতে বৃহস্পতির উদয় হইলে, সেই বৎসরকে ভাদ্র সংবৎসর বলে। এই বৎসরে কেবল লতাজাতীয় শস্যেরই বৃদ্ধি হয়, কিন্তু আর কোন শস্য একেবারেই হয় না। কোন স্থানে বা ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়।

রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণী ইহাদের কোন একটী নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় হইলে সেই বৎসরকে আশ্বিন বলে। এই বৎসরে অত্যন্ত জলপাত, প্রজাগণের আহ্লাদ, সমস্ত প্রাণীগণেরই সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হইয়া থাকে। কোথাও অন্নকষ্ট উপস্থিত হয় না। (বৃহৎস° ৮ অ:) [ইহার বিশেষ বিবরণ বৃহস্পতিচার শব্দে দ্রষ্টব্য।]

গুরুবায়ক্কেরি, দক্ষিণ কাণাড়া জেলার উপ্পিনঙ্গড়ি তালুকের অন্তর্গত একটী গ্রাম। বেল্লঙ্গড়ির নিকট, তালুকের কাছারী হইতে ১২ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে একটী জৈনমন্দির আছে। ষ্টার্জ্জন সাহেব এই মন্দিরকে 'গুরুশঙ্করী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ মন্দিরের মণ্ডপের ছাদ পাঁচটী স্তম্ভের উপর রক্ষিত ও ভিত্তির নিকটে চারি ধারে পাথরে সর্পমূর্ত্তি খোদিত। লোকের বিশ্বাস যে ঐ মন্দির বহুকালের প্রাচীন।

গুরুবায়ুর, মান্দ্রাজের মলবার জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা° ১০° ৩৮´ উ: ও দ্রাঘি° ৭৬° ৪ পূ:। এখানে নম্বুরি ব্রাহ্মণ, নায়র এবং উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর বাসই অধিক। এই গ্রাম পোনানীর ১৬ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানকার প্রাচীন কৃষ্ণমন্দিরের এবং নগরের প্রবেশদ্বারের গোপুরের শিল্পকার্য্য অতি সুন্দর। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এখানকার অনেকগুলি বৃহৎ মন্দির টিপু সুলতান কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কালিকটের সামুরিরাজ কয়েকটীর জীর্ণ সংস্কার করাইয়া দেন।

গুরুবাসী বৈষ্ণব, উৎকলদেশীয় একপ্রকার বৈষ্ণব সম্প্রদায়। ইহারা গৃহস্থ। ইহাদের স্বতন্ত্র মঠ ও মোহন্ত আছে, সেই মোহন্তের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইয়া কৈবর্ত্ত, চাষা, মালাকার প্রভৃতি নানাজাতীয় লোককে মন্ত্র দেয় ও শিষ্য করিয়া থাকে। সেই [illegible] হইতে ও [illegible] দ্বারা ইহাদের [illegible] হয়। ইহাদের [illegible] স্বতন্ত্র। অন্যান্য [illegible] এবং [illegible] করে না।

গুরুবৃত্তি [illegible] ১৭৩২। আচার্য্য প্রভৃতি [illegible] [[illegible] দেখ]

গুরু[illegible]

গু[illegible]

গু[illegible]

[illegible] মহাভা [illegible]

গুরুসেবা ([illegible]) সেবা [illegible]। গুরুশুশ্রূষা।

গুরুস্কন্ধ (পুং) [illegible] বহুব্রী। একটী পর্ব্বত।

"গুরু [illegible]" (ভারত ৬৩ অ:)

গুরুহ (ত্রি) [গুহ্রূ দেখ।]

গুরুহন্ (পুং) গুরুং গুরুপাকং হন্তি গুরু হন্ ক্বিপ্। ১ গুরুপাকনাশক গৌরসর্ষপ। (হেম°) (ত্রি) গুরুং আচার্য্যাদিকং হন্তি ক্বিপ্। ২ গুরুঘ্ন, গুরুহন্তা।

গুরুতম (ত্রি) গুরুষু গুরূণাং বা উত্তমঃ। ১ পূজ্যতম। (পুং) ২ পরমেশ্বর। "তস্মৈ পুন গুরুত্তমায় জগতামীশায়।" (আগ্ন°বি°)

পুরুষোত্তম ও গুরুত্তম প্রভৃতি পদের সমাস লইয়া বৈয়াকরণগণ বিরোধ উপস্থিত করেন। কোন কোন বৈয়াকরণের মতে গুরুতম প্রভৃতি স্থলে গুরুষু উত্তমঃ এইরূপ সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসই হয়, ষষ্ঠী সমাস হয় না। পাণিনীয়সূত্রও ইহাদের মতই সমর্থন করে। (ন নির্দ্ধারণে। পা ২।২।১০) কৈয়টের মতে যে স্থলে নির্দ্ধার্য্যমাণ, নির্দ্ধারণের কারণ ও যাহা হইতে নির্দ্ধারণ করা হয়, এই তিনের উল্লেখ থাকে, তথায় নির্দ্ধারণে বিহিত ষষ্ঠীর সমাস হয় না, তিনটী না থাকিলে ষষ্ঠী সমাস হইতে কোন বাধা নাই (১)।

যেরূপ 'মনুষ্যাণাং দ্বিজঃ শ্রেষ্ঠঃ' এইস্থলে নির্দ্ধার্য্যমাণ দ্বিজ, নির্দ্ধারণের হেতু শ্রেষ্ঠতা এবং যাহা হইতে নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে তাহা অর্থাৎ মনুষ্য এই তিনের উল্লেখ আছে বলিয়া ষষ্ঠী সমাস হইল না। কিন্তু গুরুতম প্রভৃতি স্থলে তিনের উল্লেখ নাই, এই স্থলে ষষ্ঠী ও সপ্তমী তৎপুরুষ এই উভয় সমাস হইতে পারে।

নৈয়ায়িকবর গদাধর ভট্টাচার্য্য বলেন যে—পাণিনীয় (২।২।১০) সূত্রানুসারে গুরুত্তমঃ ইত্যাদি স্থলে ষষ্ঠী সমাস হইতে পারে না বলিয়া যদি সপ্তমী সমাস স্বীকার করা হয়, তবে ষষ্ঠী ও সপ্তমীর অর্থের ভেদ নাই বলিয়া ষষ্ঠী সমাস হইলেও যে অর্থ হয় সপ্তমী সমাসেও তাহাই হইয়া উঠে। এরূপস্থলে পাণিনীয় সূত্রে ষষ্ঠী সমাস নিষেধ করার কোন ফল থাকে না। অতএব ঐ সকল স্থলে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস স্বীকার করা উচিত। গদাধরের মতে গুরুভ্য উত্তমঃ এইরূপ পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাসই হইবে। কিন্তু বাস্তবিক ষষ্ঠী ও সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসে স্বরের ভেদ হইয়া থাকে, অতএব ঐ সকল স্থলে সপ্তমী সমাস করিলে পাণিনির সূত্রের নিষ্ফলতা হয় না। পাণিনির মতে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাসের যে সকল সূত্র আছে, তদনুসারে ঐ স্থলে পঞ্চমী সমাস হইতে পারে না। (হলাদিঃশেষঃ। পা ৭।৪।৬০) এই সূত্রের ব্যাখ্যাবসরে ভাষ্যকার "হলামাদিঃ" এইরূপ ষষ্ঠী সমাস প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব গদাধরের মত পাণিনীয় বিরুদ্ধ বলিয়াই অনেক বৈয়াকরণেরা স্থির ক[illegible] থাকেন। [সমাস দেখ।]

গুরূপদেশ (পুং) গুরোরুপদেশঃ ৬তৎ। গুরুর বাক্য।

গুরূপাসনা (স্ত্রী) গুরোরুপাসনা ৬তৎ। গুরুসেবা।

গুর্গাঁও (গুড়্গাঁও), পঞ্জাবের ছোটলাটের অধীন একটী জেলা। অক্ষা° ২৭° ৩৯´ হইতে ২৮° ৩০ ৪৫ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬° ২০ ৪৫ হইতে ৭৭° ৩৪ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ [illegible] বর্গমাইল। ইহার উত্তরে রোহতক, পশ্চিমে ও দক্ষিণ পশ্চিমে আলবার, নাভা ও ঝিন্দরাজ্য, দক্ষিণে মথুরাজেলা, পূর্ব্বে যমুনানদী এবং উত্তরপূর্ব্বে দিল্লীজেলা। গুর্গাঁও নগরে জেলার সদর কাছারী আছে। কিন্তু জেলার রেবাড়ী নামক স্থানেই বাণিজ্য প্রধান।

দুইটী ছোটপাহাড় জেলার দক্ষিণ হইতে আসিয়া বরাবর উত্তরাভিমুখে সমতলক্ষেত্র পর্যন্ত গিয়াছে। ইহার পশ্চিমে আর একটী পাহাড় আছে। ঐ পাহাড় আলবার রাজ্যকে স্বতন্ত্র রাখিয়াছে। এই পাহাড়ের একটী শাখা দিল্লী পর্যন্ত গিয়াছে। ঐ পাহাড়দ্বয়ের কোনটীই ৮০০ ফিটের বেশী উচ্চ হইবে না। সমুদয় ভূমিই বালুকাময়। স্থানে স্থানে [illegible] আছে। মৃত্তিকার নিম্নে ইঁদারা খনন করিয়া জমিতে জল যোগান হয়। জমী শুষ্ক হইলেও অতীব চাষীদিগের যত্নে এখানে সুন্দর সুন্দর বাগান নির্ম্মিত হইতেছে। পার্ব্বতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য জলস্রোত এই জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া নজফগড় নামক ঝিলে পরিণত হইয়াছে। ঐ ঝিল গুর্গাঁও সদর হইতে রোহতক ও দিল্লী জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার কোন নিকটবর্ত্তী [illegible] গ্রামের ইঁদারার জল লবণাক্ত এবং রোহতকের নিকটবর্ত্তী নজফগড় ঝিলের নিকটেও জলে লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ পাহাড়ের [illegible] ভাগে লৌহের খনি আছে। জেলার দক্ষিণ ফিরোজপুরে এক সময়ে লৌহ গলাইবার কারখানা ছিল। অন্যান্য ধাতুর মধ্যে তাম্র, সীসক, গেরিমাটি, হরিতাল প্রভৃতি দেখা যায়। পশ্চিমদিকের পাহাড়ের নিম্নভাগে একটী ঝরণা আছে, উহার জল গন্ধকমিশ্রিত। বাত, ক্ষত এবং অপরাপর চর্ম্মরোগে এই জল বিশেষ উপকারী। এই জেলায় সেরূপ বন নাই, কিন্তু পাহাড়ে নেকড়েবাঘ ও চিতাবাঘ অনেক আছে। হরিণ, নীলগাই প্রভৃতি সময়ে সময়ে দেখা যায়। জেলার মধ্যে শৃগাল, খরগোস ও খাঁকশিয়াল অসংখ্য।

এই জেলার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। মুসলমান ইতিহাসে এই জেলার নাম "মেবাত" অর্থাৎ মেওজাতির বাসস্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

---

(১) "যত্র নির্দ্ধার্য্যতে যচ্চনির্দ্ধার্য্যতে যচ্চনির্দ্ধারণহেতুঃ এতত্ত্রিতয়সন্নিধানে সমাসস্য নিষেধঃ।" (কৈয়ট)

এখনও গুর্গাঁওয়ের অধিবাসীদিগের মধ্যে এই মেও জাতির সংখ্যাই অধিক। দিল্লীতে যখন মোগলশক্তির ক্ষয়োন্মুখ, তখন এই মেও দস্যুরা দলে দলে দিল্লী রাজধানীর প্রাচীর পর্য্যন্ত আসিয়া লুটপাট করিয়া যাইত। ইহারা পাহাড়ের মধ্যে এরূপ ভাবে লুকাইয়া থাকিত যে মোগলসম্রাটগণ কোনমতেই তাহাদিগকে দমন করিতে পারিতেন না। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড লেকের জয়ের পর এই জেলা ইংরাজের হস্তে আসে। ভরতপুরের রাজা এই সময় ইংরাজ পক্ষে সাহায্যকারী হইয়াছিলেন, এই জন্য ঐ রাজ্যভোগ দখল পান এবং সেই সঙ্গেই জেলার কতকাংশ দিল্লীর পলিটিকাল এজেণ্টের শাসনের অন্তর্গত হয়। উত্তরাধিকারীর অভাবে এবং সন্তানদিগের অসদ্ব্যবহারে ক্রমে সমগ্র জেলা বৃটীশশাসনে আসিয়াছে।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে হইতে জেলার অনেক উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু দস্যুর উৎপাত ও উচ্ছৃঙ্খল রাজপুতজাতির অত্যাচার আজিও যায় নাই। প্রথমে ভরতপুরের রাজা জেলার সমস্ত জমি ইজারা লন। পরে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ভরতপুরযুদ্ধের গোলমালে ঐ সমস্ত বন্দোবস্ত রহিত হয়।

রেবাড়ির নিকটে ইংরাজদিগের সৈনিকাবাস প্রথমে এই জেলার সদর কাছারী ছিল, পরে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে গুর্গাঁও নগরে উঠিয়া যায়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে এই জেলা ও দিল্লীর কতকাংশ উত্তরপশ্চিম গবর্মেণ্টের অধিকারভুক্ত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যে সময়ে সিপাহীবিদ্রোহের সময় ফরক্কনগরের নবাব বিদ্রোহী হইয়া উঠেন, মেও জাতি ও রাজপুতেরা তাঁহার অনুগামী হয়। ১৮৫৮ খৃঃ বিদ্রোহের সহকারী ছিলেন বলিয়া নবাবের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়।

জেলার মধ্যে রেবাড়ি, ফিরোজপুর, পলবল, ফরক্কনগর, গুর্গাঁও, সোহনা, হোদল ও নো এই কয়েকটী নগর আছে। এখানে মেও, জাট, গুজর, আহীর, রাজপুত বেণিয়া ব্রাহ্মণ ও মিনা জাতির বাস। সমগ্র গুর্গাঁও জেলায় শীতলাদেবীর পূজাই অধিক প্রচলিত।

জলের বিশেষ সুবিধা না থাকায় এখানে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে, পরে ১৮০৩, ১৮১২, ১৮১৭, ১৮৩৩, ১৮৩৭, ১৮৬০ ও ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সাতবার দুর্ভিক্ষ হয়। কিন্তু ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের মহামারী দুর্ভিক্ষ আজিও হিন্দুস্থানীর মধ্যে 'সন চালীশ' নামে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এখানে চারিটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

২ উক্ত জেলার তহশীল। ৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও সদর কাছারী, দিল্লী নগরের ২১ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮° ২৭ ৩০´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ৪´ পূঃ। ১৮২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জেলার দেওয়ানী বিচারভার ভরবা জাতির উপর থাকে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে এই জেলা সব থানার বেগম সমরুর জমিদারী ছিল। পরে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুতে ইংরাজরাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হয়। এই নগরের প্রায় এক মাইল উত্তরপূর্ব্বে বাহাদুরগড় যাইবার পথের ধারে ৩ ফিট দৈর্ঘ্য, ১২½ ইঞ্চ প্রস্থ ও ৫ ইঞ্চ পুরু একটী স্তম্ভ আছে। ঐ স্তম্ভের গাত্রে "সম্বৎসর শতে ৭১৯" "বৈশাখ বদি ৪ গুরু" "নাগলোকভবিভূত" এই তিনটী ছত্র খোদিত আছে।

গুর্চনি, ভারতের উত্তরপশ্চিমপ্রান্তবাসী যুদ্ধনিপুণ আফগান জাতিবিশেষ। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সমতলক্ষেত্রে চাষ বাস করে এবং অধিকাংশই প্রায় পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। এই পর্ব্বতের দক্ষিণে হরন্দ নামক স্থানে একটী দুর্গ আছে। এই জাতিকে দমন করিবার জন্য সবুনমন্ন ঐ সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। হরন্দের নিকট দিয়া কান্দাহার যাইবার একটী গিরিসঙ্কট আছে। ১৮৫০, ১৮৫২ ও ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে আফগানসৈন্য এখানে দেখা দেয়। তাহাতে বৃটীশ গবর্মেণ্ট ঘোষণা করেন যে কোন পার্ব্বতীয় আফগানকে ইংরাজ রাজ্যের মধ্যে পাইলে তাহাকে বন্দী করা হইবে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে গুর্চানি সর্দ্দার গিরিসঙ্কট রক্ষায় নিযুক্ত হইলে ইংরাজরাজ তাঁহাকে খরচের জন্য বাৎসরিক হাজার টাকা দিয়াছিলেন। এই জাতির লিশরি শাখা বড়ই যোদ্ধা এবং সকল সময়েই মুরি জাতির সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকে। গুর্চানি ও লিশরি পর্ব্বতের সম্মুখে এবং হরন্দ ও মিথুনকোটের মধ্যস্থিত সমতল ভূমিতে দ্রেশক জাতির বাস।

গুর্জ্জর (পুং) গুর্জ্জং জবয়তি জূ-নিচ্-অণ্। ১ গুজরাটদেশ।
"চম্পাগুর্জ্জরো ... দেশদোষ প্রকল্পাতে।"

সহ্যাদ্রিখণ্ড ২১।৮।

গুজরাট বলিতে গেলে এখন বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সমুদ্রবর্ত্তী সমুদায় উত্তরাংশ অর্থাৎ উত্তরসীমায় রাজপুতানা, দক্ষিণে কোঙ্কণ পূর্ব্বে বিন্ধ্য ও পশ্চিমে সাগর পর্য্যন্ত। ইহার মধ্যে সুরাট, বরোচ খেড়া, পঞ্চমহল, আমেদাবাদ, বরদারাজ্য, মহীকান্ত, রেবাকান্ত, পালনপুর, রধনপুর, বালাসিনোর, কাম্বে, দঙ্গ, চৌরার, কাঁসদা, পেট, ধরমপুর, খনড় সচিন, বসবরি প্রভৃতি জনপদ। এ ছাড়া ১৮০ ক্ষুদ্র রাজ্যবিশিষ্ট কাঠিয়াবাড় প্রদেশকেও বুঝায়। এই সমস্ত লইয়া গুজরাটের ভূপরিমাণ প্রায় ৪১,৫৩৬বর্গমাইল। এখানে গুজরাটী, মরাঠী ও কণাড়ী ভাষা প্রচলিত।

উপরে গুজরাটের আকার যেরূপ দেওয়া হইল, প্রকৃত

গুর্জ্জররাজ্য এত বড় ছিল না, গুর্জ্জরবাসী গুজরাটীগণ ক্রমে ক্রমে উক্ত স্থানসমূহে বিস্তৃত হইয়া পড়ায় পরিশেষে ঐ সমস্ত জনপদ গুজরাট নামে গণ্য হয়। প্রাচীন গুর্জ্জর সুরাষ্ট্র, আনর্ত্ত, ভৃগুকচ্ছ (বরোচ) প্রভৃতি জনপদ হইতে ভিন্ন, তাহা পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থে ও হিউএন সিয়ংএর ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে জানা যায়। প্রাচীন গুর্জ্জর বর্ত্তমান বরদা, খেড়া ও অবার জেলার উত্তর হইতে রাজপুতানার দক্ষিণসীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখনও এ অঞ্চলকে গুজরাট বলে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ং (কিউ চে লো) গুর্জ্জর রাজ্যে আসিয়াছিলেন, তখন ইহার পরিমাণ ৫০০০ লি অর্থাৎ প্রায় ৪০০ ক্রোশ ছিল। তৎকালে এখানে বিংশতিবর্ষীয় এক ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিতেন এবং পি লো মো লো (অর্থাৎ রাজপুতানার বাল্মের নামক স্থানে) ইহার রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে গুর্জ্জরে চাপোৎকট রাজগণের অভ্যুদয় হয়। এই চাপোৎকটবংশীয় বনরাজ অনহিলপত্তনে রাজধানী স্থাপন করেন। ৯৯৮ বিক্রমসম্বতে গুর্জ্জররাজ্য চৌলুক্যরাজগণের হস্তগত হয়। [চাপোৎকট ও চৌলুক্য দেখ।] ১৩০২ বিক্রম সম্বতে বাঘেলাবংশীয় বীসলদেব গুর্জ্জরের অধিকার লাভ করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্রাদি ক্রমে অর্জ্জুনদেব, সারঙ্গদেব ও কর্ণদেব মোট ৫৮ বর্ষ রাজত্ব করেন। অনন্তর সুলতান আলা উদ্দীন্ গুর্জ্জর অধিকার করেন। তাঁহার পর উদে খাঁ ২৫ বর্ষ, সুলতান্ মুজাফর ১৮ বর্ষ, সুলতান আহ্মদ ৩২ বর্ষ ৭ মাস ৭ দিন (ইনি আহ্মদাবাদ স্থাপন করেন), সুলতান্ কুতব্ উদ্দীন্ ১০ বর্ষ ৫ মাস ৬ দিন, সুলতান দাউদ শাহ ৩৬ বর্ষ, (১৫৭৮ সম্বতে) সুলতান সেকন্দর ৮ দিন, (১৫৮২ সম্বতে) বাদশাহ মাহ্মুদ ১ মাস ১০ দিন এবং তৎপরে বাদশাহ বাহাদুর ১০ বর্ষ রাজত্ব করেন। (এই বাহাদুর শাহ গুর্জ্জর রাজ্য অনেকটা বাড়াইয়া ছিলেন।) ইহার পর মোগলসম্রাট্ হুমায়ুন্ ৮ মাস গুজরাটে আসিয়া অবস্থান করেন। তৎপরে বাহাদুর অধিকার লাভ করেন, কিন্তু সমুদ্রে তাঁহার মৃত্যু হয়। (১৫৯৩ সম্বতে) বাদশাহ মহম্মদ রাজা হন ও ১৭ বর্ষ রাজত্ব করেন। বহলা নামক একজন খাতকের হস্তে ইঁহার মৃত্যু হয়। (১৬১৭ সম্বতে) মুজাফর শাহ রাজা হন, ইঁহার সময়ে অকবর বাদশাহ আসিয়া গুজরাট দখল করেন। সেই অবধি এই স্থান দিল্লীর মোগল সম্রাট্গণের অধীন হয়। সিপাহী-প্রলেপ [illegible]কালের পর এই স্থানও ইংরাজরাজ্যভুক্ত হয়।

[বহু] গুর্জ্জরোৎভিজনোহস্য গুর্জ্জর অণ বহুত্বে তস্য লুক। ২ গুজরাটদেশবাসী।

৩ গুজরাটবাসী ব্রাহ্মণভেদ। পঞ্চদ্রাবিড়ের মধ্যে একতম।
"দ্রাবিড়াশ্চৈব তৈলঙ্গাঃ কর্ণাটা মধ্যদেশগাঃ।
গুর্জ্জরাশ্চৈব পঞ্চৈতে দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ কথ্যতে।" সহ্যাদ্রি ২।১।২।

গুর্জ্জর নামক জনপদে বাস [illegible]লিয়া ইহাদের গুর্জ্জর নাম হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৮৪টী শ্রেণী আছে। যথা—

অঙ্গবালা, অগস্ত্যবাল, অনবলা, ইতাবাল, উনেবাল, উদ্রবা, ককোজিয়া, কন্দোলিয়া, কপিলা, করখেলিয়া, করোরা, কালিঙ্গা, খরগড়া, খেড়াবাল, গঙ্গাপুলা, গয়াবাল, গ[illegible]বী, গিবুনারা, গুজরগোরা, গুগলা, গোমতীবাল গোমিত্রা, গোবাল, চতুর্বেদীমোড়, চবেল, চিত্রোরা, জম্বু, ঝাংগোলা, তংগোরিয়া তালঙ্গা, তিলোক কনোজিয়া, তিলোকীয় উদীচা, ত্রবাড়ীমেবারা, ত্রিবেড়ামোড়, দধীচ, দাহিমা, দীমাবাল, দ্রাবিড়া, নন্দাবামপুরা, নাদোদরা, নাগলা, নাম্বাদক, নিত্রবারা, পগোরা, পরালিয়া, পল্লীবাল, পুড়্বাল, পুষ্করণা, প্রেতবাল, ভড়্মেবারা, মলোধরা, ভর্টানা, মরোনা, মালবী, মাক, মেদৎবাল, মোঢ়নৈত্রা, মো তালা, যাজ্ঞবল্ক্যবাল, রাকবাল, রায়পুলা, রায়কোবাল রোবযাজ, ললাঠ, বড়নগর, বিসনগর, বয়ড়া, বনকারা, বলোদরা, বাল্মীক, বিসগোধরা, শিহোরাউদীচা, সনোদ্রিয়া, সঙ্খ্রাড়বা, সপে দরা, সনোবিয়া সহচোরা, সহস্রউদীচা, সারবত, সিন্দুবাল, শ্রীগোড়া, শ্রীমালা, সোমপরা, সোরঠিয়া, হলসোরা।

[গুজরাটী ব্রাহ্মণ দেখ।]

গুর্জ্জরী (স্ত্রী) গুর্জ্জর উৎপাদকত্বেন অস্ত্যস্ত গুজর অচ্ বাহ-লকাৎ ঙীষ্ যদ্বা গুর্জ্জং গুর্জ্জনয়াবেগং অর্য্যাতি গুর্জ্জ-[illegible] ঙীপ্। রাগিণীবিশেষ। প্রাচীন সঙ্গীতবেত্তারা ইহাকে ভৈরবরাগের সহচরী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (সঙ্গীতদর্পণ রাগাধ্যা ১৬।) দর্পণকারের মতে গ্রীষ্ম ঋতুতে ভৈরবরাগের সহিত এই রাগিণী গান করা উচিত। প্রাতে এক প্রহরের পর এই রাগিণী গান করিতে হয়।

হনুমানের মতে [illegible] মেঘরাগের স্ত্রী। রাগার্ণবে ইহা [illegible] ।

[illegible]। [illegible]। [গুর্জ্জরী দেখ]

[illegible]।

"গু[illegible]।" [illegible] ২।১৩০।

গুর্জ্জাল, [illegible] একটী গ্রাম। [illegible] ৮ মাইল [illegible]পশ্চিমে অবস্থিত। "[illegible]" নামক [illegible] আছে। ইহার প্রাচীন নাম [illegible]। [illegible] চারিটী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। মন্দিরগুলি অতি প্রাচীন। এখানে তিনখানি শিলাফলক পাওয়া গিয়াছে,

গুলবাঘা (দেশজ) এক রকম বাঘ, গোবাঘা। (Hyæna.)

গুলমকমল (পারসী) একপ্রকার ফুলগাছ। (Gomphrena globosa)

গুলমস্ত (পারসী) ঔষধবিশেষ, জোয়ান হইতে প্রস্তুত

গুলমেন্দি (পারসী) একপ্রকার ফুলগাছ। (Impatiens balsamina)

গুলর (দেশজ) একজাতীয় ডুমুর। (Ficus Goolooreca

গুলল (দেশজ) ১ গুলতীর, মাটির গুলি ছুড়িবার একপ্রকার ধনুক। ২ বৃক্ষবিশেষ।

গুলশকর (পারসী) একপ্রকার গোলাপী মেঠাই।

গুলা (স্ত্রী) গুলঃ গুড়ইব রসোঽস্ত্যস্যাঃ গুল-অর্শ আদিত্বাৎ অচ্ ততঃ টাপ্। ১ স্নুহীবৃক্ষ, সিজ। (দেশজ) ২ সমূহ।

গুলাব (পারসী) পুষ্পবিশেষ, গোলাপ। [গোলাপ দেখ।]

গুলাবী (পারসীজ) গুলাব সম্বন্ধীয়, গোলাপী।

গুলাবজাম (পারসীজ) এক প্রকার জাম, গোলাপজাম।

গুলাল (দেশজ) ১ গুলতীর। ২ কয়েক প্রকার গাছ।

গুলালতুলসী (দেশজ) একপ্রকার সুগন্ধি তুলসী (Ocymum caryophyllatum)

গুলাশ্যামা, এক প্রকার গাছ। (Cronthemum pulchellum)

গুলাস্‌রূপী (পারসীজ) একপ্রকার বাহারীলতা। (Linum trigynum)

গুলি (গুল বা গুলী শব্দজ) ১ বাটিকা। ২ গুটিকা। ৩ সমূহবোধক, এই শব্দ অপর শব্দের উত্তরে ব্যবহৃত হয়। যেমন— ফলগুলি, পাখীগুলি। কোন কোন বাঙ্গালা বৈয়াকরণ উহাকে সমূহবাচক প্রত্যয় বলিয়া কল্পনা করেন।

গুলিক (দেশজ) সমূহ, গুলিন।

গুলিকা (স্ত্রী) গুলঃ গোলাকারো ইবাস্ত্যস্যাঃ গুল-ঠন্ টাপ্। ১ গুটিকা, গোলাকার বটিকা। ২ বসন্তরোগ। (মেদিনী) [বসন্তরোগ দেখ।] ৩ পক্ককুষ্মাণ্ডখণ্ডবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পুরাতন গুক কুষ্মাণ্ড গোলাকারে খণ্ড খণ্ড করিয়া ঘৃত ও গুড়দ্বারা পাক করিবে, পাকের নিয়ম অনুসারে তাহাতে জীরা ও মরিচ দিবে। ভাল পাক হইলে নামাইবে। ইহাকে গুলিকা বলে।

গুলিঙ্ক (পুং) [কুলিঙ্গক দেখ।]

গুলিন (দেশজ) সমূহ, গুলিক।

গুলিবাঁট (দেশজ) গুলিদ্বারা বণ্টন। অংশীদারগণের নাম লিখিয়া গুলি করিয়া পরে কোন অজ্ঞ বা বালক প্রভৃতি দ্বারা তাহার এক একটী প্রত্যেক ভাগে রাখাইবে। অনুষ্ঠানুসারে যাহার নামের গুলি যে ভাগে পড়িবে, সেই অংশীদারকে সেই ভাগ লইতে হইবে। ইহাকে গুলিবাঁট বলে।

গুলিবাগুণ (দেশজ) একপ্রকার ক্ষুদ্র বেগুন। (Solanum longum)

গুলিয়া (দেশজ) এক প্রকার মাছ। (Silurus porosus ,

গুলিয়াচেঙ্গো (দেশজ) একপ্রকার মৎস্য।

গুলী (স্ত্রী) গুলঃ গুড়াকারো ইবাস্ত্যস্যাঃ গুল্-অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ গুটিকা, গুলি। ২ বসন্তরোগ। (মেদিনী) (ভাদৃশ শব্দজ) ৩ বর্তুল। ৪ ক্ষুদ্র অয়োগোল।

গুলুগুধা (অব্য) সত্যার্থ। এই শব্দটী পাণিনীর উঞ্ছাদি গণান্তর্গত।

গুলুচ্ছ (পুং) গুচ্ছ পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। গুচ্ছস্তবক। (ত্রিকাণ্ড, "কোবাতকী পুষ্পগুলুচ্ছকান্তিভিঃ।" (মাঘ)

গুলুঞ্ছ (পুং) গুঞ্জ কিপ্ গুনং কোলাকারং উঞ্ছতি বর্দ্ধয়তি গুন-উঞ্ছ-অণ্। গুচ্ছ, স্তবক। (হেম০)

গুলুঞ্ছক (পুং) গুনং উঞ্ছতি গুন্ উঞ্ছ ণ্বুল। স্তবক। (হেম০) হারাবলী অভিধানে 'গুলুঞ্চ' এইরূপ পাঠ আছে।

গুলুহ (পুং) [গুড়হ দেখ।]

গুলেড়গড়, দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর জেলার অন্তর্গত একটী পাহাড় ও সমৃদ্ধিশালী নগর। বাদামী হইতে ১৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা০ ১৬০ ৩´ উঃ ও দ্রাঘি০ ৭৫০ ৫০´ পূঃ। এখানে কাপাস ও রেশমের বস্ত্রাদিপ্রস্তুত হয়। প্রায় ৫০০ শত ঘর লোক তাঁত বুনিয়া থাকে। নবাব ২য় ইব্রাহিম আদিল শাহের রাজত্বকালে সিদ্দিসামায়ক দেশাই কর্তৃক এখানে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হয় বর্ত্তমান নগর ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে এক শুষ্ক হ্রদের নিকট স্থাপিত হয়। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে বাখেলকোট অধিকারকালে মাষ্টিয়া সেনাপতি কৃষ্ণজি বিশ্বনাথ এই নগর ও দুর্গ লুণ্ঠন করেন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতান পাকঢ়ী ও গুলেড়গড় অধিকার করিলে মহারাষ্ট্রসৈনিক পরশুরাম ভাউ পটবর্দ্ধন পুনরায় এই নগর লুট করেন। কিছু কালের জন্য এই নগর জনহীন ছিল। পরে দেশাই কর্তৃক পুনরায় স্থাপিত হয়। পরে নবাবের সুদিকেরির অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া অধিবাসীরা নগর ছাড়িয়া পলায়ন করে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মেজর মন্‌রো দেশাই দিগের সাহায্যে নগরবাসীদিগকে পুনরায় আহ্বান করেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে গুলেড়গড় ইংরাজদিগের করগত হয়।

গুল্‌গা (দেশজ) একপ্রকার গাছ।

গুল্‌গুজা (দেশজ) গুজব।

গুল্‌গুলা, বামিয়ানের নিকটবর্তী একটী প্রাচীন নগর। অতীত

খাঁ এই নগর ধ্বংস করেন। এখানে অনেক গুহামন্দির ও পাহাড় কাটিয়া ঘরবাড়ী আছে।

গুল্‌গুলিয়া, নীচজাতি বিশেষ। কাহারও মতে বেদিয়া জাতির একটী শাখা। ইহারা পশুপক্ষী শীকার, নানা প্রকার ঔষধের শিকড় বিক্রয়, ভিক্ষা ও সামান্য চুরি চামাটি করিয়া এবং বাঁদরের নাচ দেখাইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। গয়ার গুল্‌গুলিয়ার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—বজ্জি, পাঁচপনিয়া ও মুকবার ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলে, যে রুক্মিণী নামে ইহাদের এক আদি রমণী ছিল, তাহার মোহবাবা নামে এক পুত্র জন্মে, সেই মোহবাবার আবার সাতটী পুত্র হয়। তাহাদের নাম—গৈন্তুও, ব্যাধা, তিপুঁলিয়া, মথামা, তুর্ক (মুসলমান পাসি), গিলেন্ডি ও গুল্‌গুলিয়া। এই সাতজন তাল গাছ হইতে লাফ দিয়া স্ব স্ব বল পরীক্ষা করে। প্রথমে গিলেন্ডি (অর্থাৎ খরগোস্) নিরাপদে লম্ফ দেয়, পরে তিপুঁলিয়া যেমন লম্ফ দিবে অমনি পড়িয়া মরিয়া যায়। মোহবাবা দেখিল, গিলেন্ডির দোষেই অপর সকলে কষ্ট পায়। তখন সে গিলেন্ডিকে জোরে চাপড় মারিল, আর এই বলিয়া অভিশাপ দিল যে গিলেন্ডি (খরগোস) নীচ পশুতে গণ্য হইবে, কিন্তু অতি উচ্চ গাছ হইতে অনায়াসে লম্ফ দিতে পারিবে। সেই অবধি খরগোসের পিঠে বরাবর পাঁচ অঙ্গুলের দাগ আছে। গুল্‌গুলিয়ার সহোদরেরা কেবল তাড়ী যোগাইয়া বেড়ায়, অতি নীচ লোককে তাড়ী দেয় ও তাহাদের পাত্র পরিষ্কার করে। এসব দেখিয়া শুনিয়া গুল্‌গুলিয়ার মনে আত্মাভিমান জন্মিল। সে আত্মীয় স্বজনকে ছাড়িয়া বাহির হইল। সেই অবধি তাহার বংশধরেরাও নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়, ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থায়ী বাসস্থান নাই।

ইহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়, অথচ ইহাদের দেবদেবী স্বতন্ত্র। পাটনায় গুল্‌গুলিয়ারা বন্দাবন, রামঠাকুর, কপ্‌দমাই, বয়েন্, শেক্তি, গোটেয়া, বন্দী, পরমেশ্বরী, ডাক প্রভৃতির পূজা দেয়। হাজারিবাগে এই জাতি একখণ্ড পাথরে পাঁচ ফোঁটা সিন্দুর দিয়া তাহাই "দামু" নামে পূজা করে।

ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। তবে কন্যা ঋতুমতী হইবার পরও বিবাহিত হইলে দোষের মধ্যে গণ্য নহে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা বড় সচ্চরিত্রা, ব্যভিচার নাই বলিলেও চলে। পুরুষেরা অবস্থানুসারে বহুবিবাহ করিতে পারে। পতির মৃত্যু হইলে বিধবা তাহার দেবরকে বিবাহ করে, তবে পঞ্চায়েতের মত লইয়া অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে বাধা নাই।

ইহারা মৃত দেহ কবরস্থ করে। গোর দিবার সময় মৃতের সন্তোষের জন্য তাহার মুখে খানিকটা মদ ঢালিয়া দেয় এবং একটী পাখী জবাই করে।

গুল্‌গুলিয়ারা গোমাংস ব্যতীত আর সকল প্রকার পশু পক্ষীর মাংস খায়। ধোবা, ডোম, হাড়ি, চামার ও মেথর ছাড়া অপর সকল হিন্দু জাতির উচ্ছিষ্ট ভোজনে আপত্তি করেনা। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা দাঁতের পোকা, বাত প্রভৃতি রোগ ভাল করিতে পারে। [বেদিয়া দেখ।]

গুল্‌গুলু (পুং) গুগ্‌গুল।

গুল্‌তাই (দেশজ) গুলতীর, যে ধনুকে ছোট গুলি ছোড়া হয়।

"কণি মণিহার আর, কত রত্ন অলঙ্কার,
হাতে দেয় গুল্‌তাই বাটুল।"—ধর্ম্মমঙ্গল।

গুল্‌ফ (পুং) গল্‌ কক্‌ অকারস্য উকারঃ (কলিগলিভ্যাং ফগস্যোচ্চ। উণ্‌ ৫।২৬) পাদগ্রন্থি, গোড়ালী। পর্য্যায়—ঘুটিকা, চরণগ্রন্থি, ঘুটিক, ঘুণ্টক, ঘুণ্ট।

গুল্‌ফজাহ (স্ত্রী) গুল্‌ফস্য মূলং গুল্‌ফ জাহচ্‌ (তস্যপাকমূলে পীল্বাদিকর্ণাদিভ্যঃ কুণবজাহচৌ পা ৫।২।২৪) গুল্‌ফমূল।

গুল্ম (পুং) গুড়তি বেষ্টয়তি গুড় করণে বাহুলকাৎ মক্‌ ডস্য লকারঃ। ১ প্রধান পুরুষ বা অধিনায়ক দ্বারা পরিচালিত এক সৈন্যসংখ্যা।

"একোরথো গজশ্চৈকো নরাঃ পঞ্চ পদাতয়ঃ।
ত্রয়শ্চ তুরগাস্তজ্জ্ঞৈঃ পত্তিরিত্যভিধীয়তে।
পত্তিন্তু ত্রিগুণামেতামাহুঃ সেনামুখং বুধাঃ।
ত্রীণি সেনামুখান্যেকো গুল্ম ইত্যভিধীয়তে।" (ভারত ১।২।১৯ ২০)

একখানি রথ, একটী হাতী, পাঁচজন পদাতিক ও তিনটী ঘোড়া এই সমুদায়কে পত্তি বলে। তিন পত্তির নাম এক সেনামুখ ও তিনটী সেনামুখে এক গুল্ম হয়। অর্থাৎ নয়খানি রথ, ৯টী হাতী, ২৭টী ঘোড়া ও ৪৫টী পদাতিক এই সমুদায়কে গুল্ম কহে।

২ ঘট্টদেশ, থানা, ঘাঁটি। ৩ থানা বা ঘাঁটিতে স্থাপিত সৈন্য। ৪ রক্ষকসমূহ।

"দ্বয়োস্ত্রয়াণাং পঞ্চানাং মধ্যে গুল্মমধিষ্ঠিতম্‌।" (মনু ৭।১১৪)

'গুল্মং রক্ষিতৃপুরুষসমূহং' (কুল্লূকভট্ট) ৫ প্লীহা। ৬ একটী মূলে গুচ্ছাকারে উৎপন্ন তৃণবিশেষ, শর প্রভৃতি।

"গুচ্ছগুল্মন্তু বিবিধং তথৈব তৃণজাতয়ঃ। (মনু ১।৪৮)

'গুল্মা একমূলাঃ সঙ্ঘাতজাতাঃ' (কুল্লূক।)

৭ কাণ্ডশূন্য লতাদি, লতার ঝাড়। ৮ গুড়িরহিত গাছ, ঝোপ।

৮ পেটের ব্যাপ্ত রোগ, উদরজ রোগবিশেষ। (A chronic enlargement of the spleen, or glandular enlarge-

ment of the abdomen) তাবৎপ্রকাশের মধ্যে অনিয়মিত আহার বিহারে বায়ুপিত্ত ও কফ অত্যন্ত দূষিত হইয়া গুল্ম রোগ উৎপাদন করে। উদরের কোন স্থানে যে গুল্ম হইবে, তাহার বিশেষ কোন নিশ্চয় নাই। হৃদয়ের নিম্ন হইতে বস্তি পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে যে কোনস্থানে গুল্ম হইতে পারে। গুল্ম গুটিকাকারে উৎপন্ন হয়।

এই গুল্মরোগ প্রধানতঃ পাঁচপ্রকার। বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও সান্নিপাতিক। এই চারিপ্রকার গুল্ম স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত স্ত্রীলোকের আর্ত্তব রক্ত দূষিত হইয়া একপ্রকার গুল্ম উৎপন্ন হয়, এই জাতীয় গুল্ম পুরুষের হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু বায়ুরূপ রক্ত হইতে উৎপন্ন গুল্ম স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই হইতে পারে তাহারও মধ্যে—পার্শ্বদ্বয়, হৃদয়, নাভি ও বস্তি এই পাঁচটী গুল্মস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

গুল্মের লক্ষণ—হৃদয় এবং বস্তির মধ্যস্থলে সচল বা নিশ্চল গোলাকৃতি গুটিকার ন্যায় উৎপন্ন হইলে এবং উহা কখনও বর্দ্ধিত আবার কখনও হ্রাস হইলে তাহাকে গুল্মরোগ বলা যায়।

পূর্ব্বরূপ বা পূর্ব্বলক্ষণ—গুল্ম হইবার পূর্ব্বে বেশী উদ্গার, মলের কঠিনতা, আহারে অনিচ্ছা উদরে বেদনার সহিত গুড় গুড় বা গুন্ গুন্ শব্দ, বলের লাঘব, উদরাধ্মান, ভুক্ত দ্রব্যের অপাক এবং শূল উপস্থিত হয়।

সর্ব্বপ্রকার গুল্মেই অরুচি, মল ও মূত্রের কষ্টে নির্গম, উদরে গুড় গুড় শব্দ ও অধিক উদ্গার হইয়া থাকে।

রুক্ষ অন্ন পানীয়, বিষম ভোজন, অতিশয় ভোজন, বলবানের সহিত যুদ্ধ প্রভৃতি বিরুদ্ধ চেষ্টা, মল, মূত্রাদির বেগ ধারণ, শোকপ্রযুক্ত মনঃক্ষোভ, বিরেচন প্রভৃতি দ্বারা অত্যন্ত মলক্ষয় এবং উপবাস এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া বাতজ গুল্মরোগ উৎপন্ন হয়। বাতজ গুল্মরোগ সময়ে সময়ে ছোট বড় হইয়া থাকে, কখনও বর্ত্তুলাকৃতি কখনও বা দীর্ঘাকার হয় এবং কখন বস্তি ও পার্শ্বদিকে, কখন বা নাভিদেশে যাইয়া থাকে। ইহাতে সময়ে সময়ে বেদনা হয়। এই রোগে মল ও বায়ু বা অধোবায়ু নিরোধ করে, গলশোষ ও মুখশোষ হইয়া থাকে। শরীরের শ্যাব ও অরুণবর্ণতা, শীত জ্বর এবং হৃদয়, কুক্ষি, পার্শ্ব স্কন্ধ ও শিরোদেশে বেদনা উপস্থিত হয়। ভুক্তান্ন জীর্ণ হইলে এই রোগ বর্দ্ধিত হয় এবং ভোজন করিলে অনেকটা ভাল থাকে। রুক্ষ দ্রব্য, কষায়, তিক্ত ও কটুরসযুক্ত দ্রব্য সেবন করিলে এই রোগের বৃদ্ধি হয়।

কটু ও অম্লরসযুক্ত দ্রব্য, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিদাহী, রুক্ষদ্রব্য, ক্রোধ, অতিরিক্ত মদ্যপান, রৌদ্র ও অগ্নির উত্তাপ সেবন, দণ্ডাদির অভিঘাত, আম অর্থাৎ বিদগ্ধাজীর্ণ এবং কোন কারণে রক্ত দূষিত হইলে পিত্তজ গুল্মের উৎপত্তি হয়। পিত্তজ গুল্মরোগে জ্বর, পিপাসা, শরীরের অবসন্নতা ও রক্তবর্ণতা, ঘর্ম্মোদ্গম ও ভুক্তদ্রব্যের পরিপাকাবস্থায় অতিশয় বেদনা হয়। গুল্ম ব্রণের ন্যায় দাহযুক্ত স্পর্শাসহ হইয়া থাকে।

শীতল, গুরু ও স্নিগ্ধদ্রব্য সেবন, তৃপ্তিপূর্ব্বক পরিপূর্ণ ভোজন, এবং দিবানিদ্রা এই সকল কারণে শ্লৈষ্মিক গুল্ম উৎপন্ন হয়। বাতজ, পিত্তজ ও শ্লৈষ্মিক গুল্মের যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করা হইল এই কারণ সমুদায় হইতে সান্নিপাতিক গুল্ম উৎপন্ন হয়।

শ্লৈষ্মিক গুল্মে রোগীর বোধ হয় যেন একখানি ভিজা কাপড়ে তাহার সর্ব্বশরীর আবৃত রহিয়াছে। শীতজ্বর, দেহের জড়তা ও অবসন্নতা, বমনোদ্বেগ, কাস, অরুচি, অগ্নি-মান্দ্য ও অল্প বেদনা প্রভৃতি শ্লেষ্মার অপচারের সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক গুল্ম প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় কঠিন ও উন্নত হয়। ইহাতে অত্যন্ত বেদনা ও দাহ হইয়া থাকে। এইরোগে শীঘ্র বিদাহ, মনের ব্যাকুলতা, শরীরের কৃশতা, অগ্নিবৈষম্য ও বলের হ্রাস হয়। সান্নিপাতিক গুল্ম অসাধ্য।

নবপ্রসূতা অর্থাৎ প্রসবের পরে যাহাদের অস্থি, রস, রক্ত, মাংস স্বাভাবিক হয় নাই। আমগর্ভপাতিনী (নয়মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে যে প্রসব করিয়াছে) এবং ঋতুমতী স্ত্রী কোনরূপ অহিতজনক দ্রব্য ভোজন করিলে তাহার বায়ু রক্তধারা গর্ভাশয়ে গুটিকাকারে গুল্মরোগ উৎপন্ন করে। ইহাতে দাহ ও বেদনা হইয়া থাকে। ইহার লক্ষণ প্রায় পিত্তজ গুল্মের ন্যায়। ইহা ছাড়া রক্তজ গুল্মে গর্ভের সমস্ত লক্ষণ অর্থাৎ ঋতু না হওয়া, মুখের পীতবর্ণতা, স্তনের অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ এবং দোহদ প্রভৃতি সমস্তই প্রকাশ পায়। কিন্তু গর্ভ যেরূপ হস্তাদি অবয়বভাগ সঞ্চালনপূর্ব্বক নিঃস্পন্দ স্পন্দিত হয়, রক্তজ গুল্ম তদ্রূপ নহে। ঐ গুল্ম বা রক্তপিণ্ড বহুকাল পরে বেদনার সহিত সর্ব্বাঙ্গে স্পন্দিত হইয়া থাকে। দশমাস অতীত হইলে বৈদ্যগণ ইহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবেন না।

যে গুল্ম প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় কঠিন, উন্নত, বেদনা ও দাহযুক্ত এবং মনের ব্যাকুলতা, শরীরে কৃশতা, অগ্নিবৈষম্য ও বল হ্রাস করে, তাহা অসাধ্য জানিবে। গুল্ম যদি ক্রমান্বয়ে সঞ্চিত হইয়া সমস্ত উদরে ব্যাপ্ত হয়, এবং ধাতুরোগের

গুল্মকেশ (পুং) গুল্মকারাঃ গুল্মাকারাঃ কেশাঃ যস্য। গুল্মের অধীশ্বর, যাহার অধীনে গুল্ম থাকে।

গুল্মমূল (ক্লী) গুল্ম ইব মূলং যস্য বহুব্রী। আর্দ্রক, আদা।

গুল্মবজ্রিণীবটিকা, রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত একরকম ঔষধ। পারা, গন্ধক, তামা, কাঁসা, সোহাগা, হরিতাল, প্রত্যেক আট তোলা চূর্ণ করিয়া শরীরের অবস্থানুসারে সেবন করিবে। ইহার নাম গুল্মবজ্রিণীবটিকা। ইহা সেবনে রক্তগুল্ম, প্লীহা, অষ্ঠীলা, যকৃৎ, আনাহ, কামলা, পাণ্ডু, জ্বর ও শূলনাশ হয়।

গুল্মবল্লী (স্ত্রী) গুল্ম প্রধানা বল্লী। সোমলতা।

গুল্মশার্দ্দূলরস (পুং) গুল্মস্য শার্দ্দূল ইব নাশকো রসঃ। এক প্রকার ঔষধ। পারা, গন্ধক, লৌহ, গুগ্‌গুল, পিপুল, তেউড়ী, বালা, শুঁঠ, ধনে, জীরা ও শঠী প্রত্যেক আটতোলা, জয়পাল বারতোলা একত্র ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাকে গুল্মশার্দ্দূলরস বলে। আদার রস ও উষ্ণজল অনুপানে ইহা সেবন করিলে প্লীহা যকৃৎ, গুল্ম, কামলা, উদরী, শোথ, বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক গুল্ম নাশ হয়। রক্তজ গুল্মরোগও ইহাতে ভাল হইয়া থাকে। গহনানন্দনাথ নামক কোন একব্যক্তি এই ঔষধের আবিষ্কার করেন। (রসেন্দ্রসা°)

গুল্মশূল (পুং) গুল্মমূলকংশূলমত্র। শূলরোগবিশেষ। [শূল দেখ।]

গুল্মিন্ (ত্রি) গুল্মোঽস্ত্যস্য গুল্ম-ইনি। গুল্মরোগযুক্ত, যাহার গুল্ম রোগ আছে।

গুল্মিনী (স্ত্রী) গুল্মোঽস্ত্যস্যাঃ গুল্ম-ইনি (অত ইনি ঠনৌ। পা ৫।২।১১৫।) ততঃ ঙীপ্। বিস্তৃতা লতা, পঁইলতা। পর্য্যায়—বীরুৎ, উলুপ, বিরুধা, প্রবরুৎ।

গুল্মী (স্ত্রী) গুল্মোঽস্ত্যস্যাঃ গুল্ম-অর্শ আদিত্বাৎ অচ্ ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ আমলকী। ২ এলাচী। ৩ বস্ত্রনির্ম্মিত গৃহ, তাঁবু। (মেদিনী) ৪ লবলী। (শব্দার্থচিন্তামণি) ৫ ধূম্রমূলীবৃক্ষ, গজপাতলী। (শব্দচন্দ্রিকা)

গুল্‌মুহম্মদ খাঁ, দিল্লীর একজন রাজকবি। ইঁহার কৃত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বব্‌হর উল্ মুয়ানি নামক কাব্যগ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইনি নিজ কবিতার গুণে "নাজিক" উপাধি পাইয়া ছিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

গুল্য (ত্রি) গুড়ং গুড়ং রসং অর্হতি গুড়-যৎ-ডস্য লত্বং। মধুর, স্বাদু। (হেম°)

গুলরিহ, অযোধ্যার উন্নাও জেলার অন্তর্গত একটী নগর, উন্নাও নগর হইতে ৩৩ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ২৪´ উ° ও দ্রাঘি° ৮১° ১´ পূঃ। সম্ভবতঃ পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে গুলাবসিংহ ঠাকুর কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। এখানে গবর্মেণ্ট-সাহায্যকৃত একটী বিদ্যালয় আছে।

গুজর, রিচোক্ দোআবের মধ্যবাসী জাতিবিশেষ। ইহাদের মধ্যে আড়বি গুজর ও গদ্দী গুজর এই দুইটী স্বতন্ত্র থাক আছে। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি বিভাগও দেখা যায়। হায়দরাবাদ ও পুণাজেলার গ্রামসমূহে এবং কৃষ্ণবর্ণার নিকটবর্ত্তী সেলম প্রদেশেই ইহাদের অধিক বাস। ইহারা আপনাদিগকে 'গোল' বা 'হনমগোল' বলে এবং ইতর ধাঙ্গড়জাতি বলিয়া মনে করে।

আড়্বি গুজরজাতির পুরুষেরা গ্রামে ও বনের নানা স্থানে ঘুরিয়া দেশীয় কবিরাজদিগের জন্য গাছগাছড়া খুজিয়া আনে এবং স্ত্রীলোকেরা ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ইহাদের শারীরিক গঠনপ্রণালী রাজপুতনাবাসী লোকের মত, গাত্রের বর্ণও তদনুরূপ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কৃশ ও খর্ব্ব। ইহারা হিন্দী, কণাড়ি ও তেলগু ভাষায় কথা কহিতে পারে। সকলেই গেঁড়িমাটিতে কাপড় ছোবাইয়া পরিধান করে। ভেড়া, ছাগ, খরগোস্ ও অন্যান্য জন্তুর মাংস খায়, কিন্তু গো-মাংস ভক্ষণ করে না। বৈদার জাতির মত ইহারা কুম্ভীর মাংসও খাইয়া থাকে। গদ্দী গুজরজাতির সহিত ইহারা আপন পুত্র বা কন্যার বিবাহ দেয় না।

পক্ষান্তরে গদ্দী গুজরেরা কুকুর ও গাধা পোষে ও বনে বনে শীকার করিয়া বেড়ায়। ইহারা শৃগাল, কুম্ভীর, সজারু প্রভৃতির মাংস খায়। পুরুষেরা চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তিতে পটু।

গুল্‌সামী, একজন মুসলমান কবি। ইহার আসল নাম সেখ মরাদ্ উল্লা। ইনি গুজরাটরাজমন্ত্রী ইস্লাম খাঁর বংশধর ও শাহ গুলের শিষ্য। সর্ব্বদাই দরবেশরূপে ভ্রমণ করিতেন এবং গুলশন্ কবি এই উপাধি গ্রহণ করেন। ইনি দিল্লীতে থাকিতেন, তথায় ১০০০০০ গজল রচনা করেন। ঐ কবিতাগুলি গূঢ়ার্থক। ইনি নিজ শিক্ষাগুরু শাহ আবদুল আহদ সরহিন্দির সহিত মক্কায় তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। ১১৪১ হিজিরা সনে দিল্লীনগরে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়।

গুবাক (পুং) গুবতি মলবৎ কার্য্যমুৎসৃজতি গু-আক। (পিনাকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১৫) নিপাতনাৎ উকারস্য বিকল্পেন দীর্ঘতা। বৃক্ষবিশেষ, চলিত কথায় সুপারী ও স্থানবিশেষে গুয়া বলে। পর্য্যায়—ঘোণ্টা, পূগ, ক্রমুক, খপুর, গূবাক, পূগবৃক্ষ, দীর্ঘপাদপ, বল্কতরু, দৃঢ়বল্ক, চিক্কণ, পূগী, সুরঞ্জন, গোপদল, রাজতাল, ছটাফল। ইহার ফলের নাম ক্রমুকফল, পূগ, চিক্কণী, চিক্কা চিক্কণ, উদ্বেগ পূগফল পূগীফলম। (Areca catechu.) ইহার সাধারণ গুণ—গাঢ়,

তিক্ত, কষায়, বল, প্রাণ, শুক্রবৃদ্ধি, ভেদ ও মদকারক এবং মূত্ররোগনাশক। ইহার নির্যাসের গুণ—শীতল, রোচক, শুক্র, বিপাকে উষ্ণ, ক্ষার, অল্প পরিমাণ ক্ষয়রস, বাতঘ্ন ও পিত্তবৃদ্ধিকর। ইহার ফলের গুণ—গুরু, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, কষায়, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, মদকারক, অগ্নিবৃদ্ধিকর, রুচিকারক এবং মুখের বিরসতানাশক। অপরিপক্ব সুপারী ফলের গুণ—গুরু, অভিষ্যন্দী এবং অগ্নি ও দৃষ্টিনাশক। সিদ্ধ করা সুপারী ফলের গুণ ত্রিদোষনাশক। যে ফলের মধ্যভাগ কঠিন, ভিষকশাস্ত্রের মতে তাহাই শ্রেষ্ঠ। (ভাবপ্রকাশ)

রাজনির্ঘণ্টের মতে কাঁচা সুপারীর গুণ—কষায়, মুখমল, রক্তার্ত্তি, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও উদরাধ্মাননাশক, কণ্ঠশুদ্ধিকারক ও সারক। শুষ্ক সুপারীর গুণ—কণ্ঠরোগনাশক, রুচিকারক, পাচন, রেচক, তাম্বুলের সহিত খাইলে পাণ্ডু, বাত ও শোথকারক। (রাজনি°)

রাজবল্লভের মতে ইহার পীগগুণ—প্রথম পীগ বিষতুল্য, দ্বিতীয় পীগ ভেদক ও গুরুপাক, তৃতীয় পীগ পানের উপযুক্ত, সুধাতুল্য ও রসায়ন। (রাজবল্লভ)

ডাক্তার সটের মতে শুষ্ক সুপারি-গুঁড়া ১০ হইতে ১৫ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার করিলে দুর্ব্বল ব্যক্তির উদরাময় ভাল হয়। মোরিণ সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে সুপারিতে ট্যানিক ও গ্যালিক এসিডের ভাগই বেশী। (Journ de Pharm. Vol VIII p 449)

এসিয়ার প্রায় সর্ব্বদেশেই ইহা প্রচলিত।

সুপারী গাছের মধ্য শূন্য, ইহা খর্জ্জুর জাতীয় তৃণমধ্যে গণ্য। যাহারা অন্তঃসারবিশিষ্ট শাখা ও পত্রবাদি বৃক্ষকে বৃক্ষ বলেন, তাঁহাদের মতে ইহাকে বৃক্ষ বলা যাইতে পারে না। এই জাতীয় গাছ সচরাচর ৪০।৫০ হাত লম্বা হইতে দেখা যায়। অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে ইহার মুকুল বাহির হয়। চৈত্র বৈশাখ মাসে ফল হয় এবং আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে পাকিয়া থাকে। কোন কোন স্থানে ইহার বৈপরীত্যও দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশীয় লোকেরা ইহার ফলের বাকল ফেলিয়া সরু সরু ভাবে কাটিয়া পানের সহিত খাইয়া থাকে। বঙ্গদেশে চারি প্রকার সুপারী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম বেলাল বা বড়ে, দেখিতে বড়, কাটিলে মধ্যভাগ শুভ্রবর্ণ। দ্বিতীয় ভেটেল, ইহা প্রায় পূর্ব্ববৎ, কিন্তু বাঁধের পা কাটা কাটা। তৃতীয় চিকি, ইহা দেখিতে ক্ষুদ্র অথচ কিঞ্চিৎ লম্বা। বোধ হয় সুপারির সংস্কৃত পর্য্যায়, চিক্কা বা চিক্কণী শব্দের অপভ্রংশে চিকি শব্দ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে অপক্ব ফল শুষ্ক করিলে চিকি সুপারি হয়। চতুর্থ রামপুগ, ইহা প্রায় এত দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রদেশেই এই জাতীয় সুপারী জন্মিয়া থাকে। আর এক জাতীয় সুপারী দক্ষিণদেশ হইতে আনীত হয়, এদেশে তাহাকে জাহাজে সুপারি বলিয়া থাকে। [সুপারী দেখ।]

গুবারিচ, অযোধ্যার গোণ্ডা জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ইহার উত্তরসীমায় তীহি নদী ও গোণ্ডা পরগণা, পূর্ব্বে দিগ্‌সার পরগণা, দক্ষিণে ঘর্ঘরা নদী এবং পশ্চিমে কুরাসর পরগণা। এইখানে রাজপুতরাজগণের সেনানায়ক সুহলদেও ১০৩২ খৃষ্টাব্দে মুসলমান বিজেতা সৈয়দ সালর মুসাউদকে পরাজিত ও দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। পরে এই পরগণা গোণ্ডারাজ্যের রামগড় গৌড়িয়া পরগণার মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হয়। বর্ত্তমান গোণ্ডা, বস্তি ও গোরক্ষপুর প্রাচীন গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কিছু কালের জন্য কুরাসরাজের রাজভুক্ত হয়। রাজা অচলসিংহের অধঃপতনে তাঁহার জারজ পুত্র মহারাজসিংহ এই প্রদেশ হস্তগত করেন। আজও তাঁহার বংশধরেরা এই সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছেন।

[গোণ্ডা দেখ।]

এই পরগণার মধ্য দিয়া অনেকগুলি নদী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত উত্তরপশ্চিম হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। এই কারণে ভূমির নিম্নতর প্রদেশ সমধিক উর্ব্বরা। ভূপরিমাণ ২৬৭ বর্গমাইল বা ১৭০৯৮২ একর, তন্মধ্যে ৯৯১৪২ একর জমিতে চাষবাস হইয়া থাকে। গবর্মেণ্টের দেয় রাজস্ব প্রায় ১৬০৩০০৲ টাকা।

গুব্বি, মহিসুর রাজ্যের তুমকুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর তুমকুরের ১৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ১৩° ১৮´ ৪০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬° ৫৮´ ৩০´´ পূঃ। ইহা কড়বতালুকের সদর। এই নগরে সুপারির কারবারের বিস্তৃত আড়ত আছে। প্রবাদ আছে যে ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে নোনব বোক্কলিগর জাতির অধিপতি গৌড় বা হোসহল্লির সর্দ্দার এই নগর স্থাপন করেন। পরে টিপু সুলতান এই নগর ইহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লন। ঐ গৌড়বংশীয়েরা এক্ষণে চাষবাস করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। স্বজাতি মধ্যে ইহাদের সেই পূর্ব্ব সম্মান অদ্যাবধি বিদ্যমান। সময়ে সময়ে এই স্থানে কোমাতি ও বনজিগ লিঙ্গায়তদিগের বিরুদ্ধে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। এখানে প্রতি সপ্তাহে হাট এবং বৎসরে একটী মেলা হইয়া থাকে। মেলার সময়ে দূরদেশীয় বণিকেরা পণ্যদ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ার্থ আসিয়া থাকে।

এখানে দেশী সাদা ও রঙ্গিন কার্পাস বস্ত্র, কম্বল, চটের কাপড় প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত সুপারী, নারিকেল,

গুহাহিত (ত্রি) গুহায়াং বুদ্ধৌ হৃদয়ে বা আহিতঃ ৭তৎ। হৃদিস্থ, যাহা হৃদয়ে অবস্থান করে।

গুহিন (ক্লী) গুহ বাহুলকাৎ ইনন্। বন। (শব্দরত্না°)

গুহিল (ক্লী) গুহ ইলচ্ কিচ্চ (কুপাদিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ১।৫৭) ১ বন। 'গুহিলং বনং' উজ্জ্বলদত্ত। (ত্রি) গুহা চাতুরর্থিক ইলচ্। ২ গুহার নিকটবর্ত্তী দেশাদি। (পুং) ৩ গহলোৎ-বংশের আদিপুরুষ। [গহলোৎ দেখ।]

গুহের (ত্রি) গুহ এরক। (কুলেরাদয়শ্চ। উণ্ ১।৬২।) ১ রক্ষা-কর্ত্তা, রক্ষক। (পুং) ২ লৌহকার। (উজ্জ্বল°।)

গুহ্য (ক্লী) গুহ-ভাবাদৌ যৎ। ১ গোপন। (ত্রি) ২ গোপনীয়, যাহা গোপন করিবার উপযুক্ত।

"গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্তা ত্বং" (জপসমাপন)

(পুং) ৩ কমঠ। ৪ দম্ভ। ৫ বিষ্ণু।

"গুহ্যো গভীরো গহনঃ।" (ভারত ১৩।১৪৯।৭১)

(ক্লী) ৬ উপস্থ, স্ত্রী ও পুরুষ চিহ্ন।

"কামার্ত্তঃ পুরুষোহত্র চুম্বয়েদ্ গুহ্যমাদৃতঃ।" (রতিম°)

(পুং) ৭ মহাদেব। "বভ্রুঃ পাবকুলো গুহ্যঃ প্রকাশো জলদস্তথা।" (ভারত ১৩।১৭।৯১)

৮ উপদেবতাবিশেষ। "গুহ্যাঃ পিতৃগণাঃ সপ্ত যে দিব্যা যে চ মানুষাঃ।" (ভারত ৩।৩।৪২)

গুহ্যক (পুং) গূহন্তি রক্ষন্তি নিধিং যক্ষবিশেষঃ গুহ-ণ্বুল্ পৃষোদরাদিবৎ হ্রস্বত্বে সাধু।

"নিধিং গূহন্তি যে যক্ষাস্তে তু গুহ্যকসংজ্ঞকাঃ।" (ব্যাড়ি)

গুহ্যং গূহনীয়ং কায়তি কৈ শব্দে ক। যদ্বা গুহ্যং গোপনীয়ং কং সুখং যেষাং বহুব্রী। ১ দেবযোনিবিশেষ। ইঁহারা কুবেরের অনুচর। ইঁহাদের আবাসস্থান পিশাচ-লোকের ঊর্দ্ধে ও গন্ধর্ব্বলোকের নিম্নে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণের গুহ্যদেশ হইতে পিঙ্গলবর্ণ অনুচর জন্মগ্রহণ করে। কৃষ্ণের গুহ্য হইতে জন্মে বলিয়া উঁহাদিগের নাম গুহ্যক হইয়াছে। এইরূপ হইলে "গুহ্যাৎকায়তি আবির্ভবতি কৈ-ক" এইরূপ ব্যুৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়।

"আবির্ব্বভূব কৃষ্ণস্য গুহ্যদেশাত্ততঃ পরম্।
পিঙ্গলশ্চ পুমানেকঃ পিঙ্গলৈশ্চ গণৈঃ সহ।
আবির্ভূতা যতো গুহ্যাৎতেন তে গুহ্যকাঃ স্মৃতাঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ব্রহ্ম° ৫।৩০)

কাশীখণ্ডের মতে যাহারা সদুপায়ে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গোপন করে, কখনও অন্যায় পথে পদক্ষেপ করেনা, যাহারা অতিশয় বলশালী অথচ ক্রোধ বা অহঙ্কারশূন্য, আপনাদের ধন বিভাগ করিয়া নির্ব্বিবাদে ভোগ করে, যাহাদিগের পোষ্যবর্গের অধিকাংশই শূদ্র, যাহারা সর্ব্বদাই সুখাভিলাষী, পুণ্য তিথি, বার, সংক্রান্তি বা পর্ব্বদিনে কোন পুণ্য কার্য্য অনুষ্ঠান করেনা বা অনুষ্ঠান করিতে জানেনা, কেবল ব্রাহ্মণকেই পূজ্য বলিয়া জানে, সময়ে সময়ে তাঁহাকে গো দান করে এবং কখনও ব্রাহ্মণবাক্য লঙ্ঘন করেনা। সেই সকল মানব মৃত্যুর পরে গুহ্যকলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এখানে সর্ব্বদাই সুখভোগ এবং নির্ভয়চিত্তে জীবন যাপন করে। (কাশীখ°)

২° পক্কান্নবিশেষ, এক প্রকার মিষ্ট খাদ্য দ্রব্য। ময়দা বা সুজী ঘৃতে ভাজিয়া তাহাতে চিনি ও কিস্মিস্ মিশাইবে। সুপক্কের জন্য দুই একটা ছোট এলাচ, লবঙ্গ ও কর্পূর দিতে হয়। পরে অপর একটী সমিতাপত্র-পুটে নিক্ষেপ করিয়া ঘৃতে পাক করিবে। পাক হইলে চিনির রসে ফেলিবে, ইহাকে গুহ্যক বলে। ইহা অতি উপাদেয় খাদ্য। ইহার গুণ—বৃংহণ, অতিশয় হৃদয়গ্রাহী, বৃষ্য, পিত্ত ও বায়ুনাশক, মধুর এবং গুরুপাক। (শব্দার্থচি°)

৩ অদিতি কুলজ ভাবসাদেবীভক্ত একজন রাজা, গোপ-লের পুত্র। (সহ্যাদ্রি ১৩৩।৩৫)

গুহ্যকালী (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা°। কালীমূর্ত্তিবিশেষ। নিগমার তন্ত্রে ইঁহার উপাসনার কথা, দীক্ষাপ্রণালী ও ইহার মন্ত্রোদ্ধার লিখিত আছে। ইহার উপাসনায় চতুর্বর্গ লাভ হয়, সাধক যখন যাহা ইচ্ছা করেন তিনি সত্বর হইয়া তাহাই পূর্ণ করিয়া থাকেন, দিন দিন সাধকের ভক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং পারলৌকিক দেহপাত হইলে কৈবল্য হইয়া থাকে। ইঁহার মন্ত্র যথা—(১)

"ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হুঁ হুঁ হ্রীঁ গুহ্যে কালিকে।"

[অপর বিবরণ দীক্ষা শব্দে দেখ।]

গুহ্যকেশ্বর (পুং) গুহ্যকানাং ঈশ্বরঃ ৬তৎ। কুবের।

"ধনেশো গুহ্যকেশ্বরঃ।" (ব্রহ্মবৈ° ব্রহ্মখ° ৫।৩১)

গুহ্যগুরু (পুং) গুহ্যো গোপনীয়ো গুরুঃ। শিব। (ত্রিকাণ্ড°) তন্ত্রশাস্ত্রে অনেক স্থলে শিবের গুহ্য গুরু নামে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) "ইন্দ্রাগ্নিচক্রং বর্ণাখ্যং ষষ্ঠবিন্দুবিভূষিতম্।
ত্রিরুক্ত্বা ততঃ কূর্চ্চং দীর্ঘাসং সমুদ্ধরেৎ।
ষষ্ঠস্বরসমাযুক্তং বিন্দুনাদকলান্বিতম্।
দ্বিরুক্ত্বা ততঃ কূর্চ্চং ঈশবর্ণসমুদ্ধরেৎ।
বামাক্ষিবহ্নিসংযুক্তং নাদবিন্দুকলান্বিতম্।
গুহ্যকে কালিকে দেবী দীর্ঘবর্ণং বদেৎ ততঃ।
সপ্তবীজং ততঃ পশ্চাৎ ত্রৈলোক্যমোহিনী প্রিয়ে।" (নিগমকল্প)

গুহ্যগ্রন্থ (পুং) গুহ্যঃ গোপনীয়ো গ্রন্থঃ। ১ গোপনীয় গ্রন্থ। ২ তন্ত্রশাস্ত্র। ৩ বৌদ্ধশাস্ত্র।

গুহ্যতন্ত্র (ক্লী) গুহ্যং চ তৎ তন্ত্রং চেতি কর্ম্মধা°। একখানি তন্ত্র, ইহাতে তান্ত্রিক ধর্ম্মের অনেকানেক গোপনীয় কথা সুন্দররূপে লিখিত আছে। তান্ত্রিকগণের পক্ষে ইহা বিশেষ আদরণীয়।

গুহ্যদীপক (পুং) স্বয়ং গুহ্যঃ সন্ দীপয়তি প্রকাশয়তি দীপ-ণিচ্-ণ্বুল্। খদ্যোত, জোনাকী। (শব্দচন্দ্রিকা)

গুহ্যদেশ (পুং) পায়ু, মলদ্বার।

গুহ্যনিষ্যন্দ (পুং) গুহ্যাৎ উপস্থাৎ নিষ্যন্দতে নি-স্যন্দ-অচ্ মূত্র, প্রস্রাব। (রাজনি°)

গুহ্যপতি (পুং) গুহ্যানাং পতিঃ ৬তৎ। গুহ্যকদিগের অধিপতি, কুবের। [কুবের দেখ।]

গুহ্যপিধান (ক্লী) গুহ্যস্য পিধানং ৬তৎ। গুহ্যদেশের আবরণ।

গুহ্যপুষ্প (পুং) গুহ্যং গোপনীয়ং পুষ্পং যস্য বহুব্রী। অশ্বত্থ-বৃক্ষ। (রাজনি°)

গুহ্যভাষিত (ক্লী) গুহ্যং গোপনীয়ং ভাষিতং। ১ মন্ত্র। ২ গুপ্তকথা।

গুহ্যমণ্ডল, নেপালের এক পবিত্র স্থান। (স্বয়ম্ভূপু° ১০৭অঃ)

গুহ্যময় (পুং) গুহ্য প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্। কার্ত্তিকেয়।
"স্তূয়তে ভগবান্ দেবঃ সর্ব্বগুহ্যময়ো গুহঃ॥" (ভারত°১।১৩৭অঃ)

গুহ্যবীজ (পুং) গুহ্যং বীজমস্য বহুব্রী। ভূতৃণ, গন্ধতৃণ। (রাজনি°)

গুহ্যস্থান, নেপালের এক পবিত্র স্থান।

গুহ্যাষ্টক (ক্লী) গুহ্যানাং তীর্থবিশেষাণামষ্টকং ৬তৎ। আটটী তীর্থ। অমরেশ্বর, প্রভাস, নৈমিষ, পুষ্কর, আষাঢ়ি, ডিণ্ডি, ভারভূতি, লাকুলী, অমরকণ্টক, পুষ্কর, প্রভাস ও নৈমিষ এই আটটী তীর্থকে গুহ্যাষ্টক বলে। (২)

গুহ্যেশ্বরী (স্ত্রী) গুহ্যানাং ঈশ্বরী ৬তৎ। ১ গুহ্যকগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। গুহ্যা গোপনীয়া অপ্রকাশ্যা ঈশ্বরী কর্ম্মধা°। ২ গোপনীয় দেবী, ইষ্টদেবী। ৩ কালী, আদ্যা বিদ্যা।

গূ (স্ত্রী) গচ্ছতি অপানবায়ুনা দেহাৎ গম-কূ-টিলোপশ্চ। ১ বিষ্ঠা। ২ মল। কোন কোন আভিধানিকের মতে গূ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া পুংলিঙ্গ গূ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। লিঙ্গানুশাসনের বিরুদ্ধ বলিয়া ঐ মতটী গ্রহণ করা হইল না। [লিঙ্গানুশাসন দেখ।]

গূএলেখড়া, এক প্রকার পাখী, অপর নাম গূএশালিক। ইহারা পরিত্যক্ত মলমূত্রের লেখড়া লইয়া বাসা বাঁধে বলিয়া জনসাধারণে এইরূপ নাম হইয়াছে।

গূএশালিক, এক জাতীয় ক্ষুদ্র পাখী (Sturnus Jocalica, Buch.) এই পাখী দেখিতে মন্দ নহে। অপর জাতীয় শালিকের ন্যায় শিখা পাইলে ইহারাও কথা বলিতে পারে। বন ফল ও কীট পতঙ্গই ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহারা বিষ্ঠার কীট খাইতেই ভালবাসে। ভারতের স্থানবিশেষে লোকেরা সখ করিয়া এই জাতীয় শালিক পোষে।

গূজরখাঁ, পঞ্জাবের রাবলপিণ্ডি জেলার একটী তহসীল মধ্যে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। অক্ষা° ৩৩° ০´ হইতে ৫° ২৬ উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ৭৬° ৫২´ হইতে ৭৩° ৩১´ ৩০´´ পূঃ।

গূড়ূর (গূড়ুর) ১ কৃষ্ণাজেলার মছলিপত্তন তালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। মছলিপত্তন নগর হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। টলেমি "কোড্ডুর" (Koddura) নামে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

২ মান্দ্রাজের কর্ণূল জেলার অন্তর্গত একটী নগর। কর্ণূল নগর হইতে ১৯ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ১৫° ৪৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৩৪´ ৪০´´ পূঃ। এখানে কার্পাস ও রেশমী কাপড় প্রস্তুত হয়।

৩ নিজাপুর জেলার অন্তর্গত একটী পুরাতন গ্রাম। রামেশ্বরের প্রাচীন মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে প্রতিমা ও তাহার বাসন প্রস্তুত অনেকাধার কাপড়ের ব্যবসা আছে।

গূঢ় (ত্রি) গুহ-ক্ত। ১ সংবৃত। ২ গুপ্ত।
"শক্তিরৈশ্বরী কাচিৎ সর্ব্ববস্তুনিরূপিকা।
আনন্দময়মাত্যা গূঢ়া সর্ব্বেষু বস্তুষু॥" (পঞ্চদশী ৩।৩৮)
(ক্লী) ৩ রহস্য, গুহ্য। (মেদিনী)

গূঢ়চারিন্ (ত্রি) গূঢ়ঃ সন্ চরতি চর-ণিনি। ১ যে গুপ্তভাবে বিচরণ করে, গুপ্তচারী।
"পররাষ্ট্রগৃহেশাস্ক প্রচ্ছন্না গূঢ়চারিণঃ।
নিহত্য ব্যবহারজ্ঞা বিনষ্টদ্রব্যবিক্রয়াঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৬৮)

গূঢ়জ (ত্রি) গৃহে গুপ্তস্থানে জায়তে গূঢ় জন-ড। গূঢ়োৎপন্ন পুত্র। গৃহে গুপ্তভাবে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে গূঢ়জ পুত্র বলে।
"গৃহে প্রচ্ছন্ন উৎপন্নো গূঢ়জস্তু সুতো মতঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৩২)

গূঢ়তা (স্ত্রী) গূঢ়স্য ভাবঃ গূঢ়-তল্-টাপ্। গূঢ়ের ভাব, গূঢ়ত্ব, গোপন।

গূঢ়ত্ব (ক্লী) গূঢ়স্য ভাবঃ গূঢ় ত্ব। গূঢ়তা।

গূঢ়নাভি, বাসব গোত্রীয় চণ্ডকৌশিক পুত্রবংশীয় একজন রাজা, কালির পত্র। (মহাভারত° ১২।৭।৩৪)

গূঢ়নীড় (পুং) গূঢ়ং গুপ্ত নীড়ং যস্য বহুব্রী। খঞ্জন পক্ষী, খাড়ানাচা পাখী।

গূঢ়নীড়া (স্ত্রী) গূঢ়নীড় জাত্যর্থে ঙীষ্। খঞ্জনজাতীয় পক্ষিণী।

(২) "ভারভূত্যাষাঢ়িডিণ্ডি লাকুল্যমরকণ্টকপুষ্করাঃ।
প্রভাসনৈমিষো চেতি গুহ্যাষ্টকমিদং স্মৃতং॥" (কুলার্ণব

(উজ্জ্বল°) (ত্রি) ২ স্তবকর্ত্তা, যে স্তব করে। "অগ্নিং হোতারং প্রযুগে নিষেধে গৃৎসং কবিং বিশ্ববিদমমূরম্।" (ঋক্ ৩।১৯।১)

'গৃৎসং স্তুবস্তং মেধাবিনং স্তুতিং কুর্ব্বন্তং' (সায়ণ।)

৩ স্তুত্য, যাহাকে স্তব করা উচিত, স্তবের যোগ্য।

"গৃৎসো রাজা বরুণশ্চক্র এতং।" (ঋক্ ২।২৮।৫)

'গৃৎসঃ স্তুত্যঃ' (সায়ণ।)

৪ মেধাবী, যাহার মেধা আছে। "স গৃৎসো অগ্নিস্তরুণ শ্চিদস্তু।" (ঋক্ ৭।৪।২) 'গৃৎসো মেধাবী' (সায়ণ।)

৫ বিষয়াভিলাষী।

"গৃৎসেভ্যো গৃৎসপতিভ্যশ্চ বো নমঃ।" (বাজসনেয়° ১৬।২৫)

'গৃৎসাঃ বিষয়লম্পটাঃ মেধাবিনো বা' (মহীধর।)

গৃৎসপতি (পুং) গৃৎসানাং বিষয়াভিলাষিণাং মেধাবিনাং বা পতিঃ ৬তৎ। ১ বিষয়াভিলাষীগণের প্রতিপালক রুদ্র। ২ মেধাবিপ্রতিপালক রুদ্র। [গৃৎস দেখ।]

গৃৎসমতি (পুং) একজন রাজা, ইনি বৃহস্পতিবংশীয় সুহোত্রের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। (হরিবংশ ৩২ অঃ।)

গৃৎসমদ (পুং) একজন মুনি, শুনকগোত্রের প্রবর-প্রবর্ত্তক।

"শুনকানাং গৃৎসমদেতি" (আশ্ব° শ্রৌ° ১২।১০।১৩)

বিষ্ণুপুরাণের মতে ইনি ক্ষত্রবৃদ্ধবংশীয় সুহোত্রের তৃতীয় পুত্র, ইহার পুত্রের নাম শুনক। (বিষ্ণুপুরাণ ৪.৮ অঃ)

মহাভারতে লিখিত আছে যে পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র সহস্রবৎসরব্যাপী একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। মহর্ষি গৃৎসমদ ঐ যজ্ঞে সামবেদ পাঠ করিতে ছিলেন। তাঁহার পাঠ সম্যক্ না হওয়ায় চাক্ষুষমনুর পুত্র ভগবান্ বশিষ্ঠ তাঁহাকে শাপ দেন, সেই শাপে ইনি মৃগ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। ১১৮০০ বৎসর মৃগরূপে জলবায়ুবিহীন° বিশাল কান্তারে বাস করেন। পরে আপনার দুর্দ্দশা দূর করিবার মানসে মহাদেবের স্তব করেন। মহাদেবের বরে ইহার সহিত ইন্দ্রের সখ্যভাব হয় এবং ইনি সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী হইয়াছিলেন।

(ভারত অনু° ১৮ অঃ।)

২ ব্রহ্মর্ষি বীতহব্যের পুত্র। ইহাকে দেখিতে ঠিক দেব রাজ ইন্দ্র বলিয়া বোধ হইত। একদিন ইন্দ্রদ্বেষী দৈত্যগণ ইন্দ্র ভাবিয়া ইহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। ইনি অনেক কষ্টে তাহাদের হাত হইতে মুক্ত হন। ঋগ্বেদে ইহার অনেক প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। (ভারত অনু° ৩০ অঃ)

গৃঞ্জিন্ [গর্ঞ্জিন্ দেখ।]

গৃধু (পুং) গৃধ্যত্যনেনাসাবিতি গৃধ্-কু। (গৃধিবিধ্যবিগ্নধি মৃজিদৃশিভ্যঃ। উণ্ ১।২৪।) ১ কাম, কন্দর্প। (উণাদিকোষ) (ত্রি) ২ অভিলাষুক। (সংক্ষিপ্তসা° উণা°)

গৃধু (পুং) গৃধ্ বাহুলকাৎ কু। ১ বুদ্ধি। ২ কুৎসিত। ৩ অপান। (সংক্ষিপ্তসা° উণা°)

গৃধ্ন (ত্রি) গৃধ্নু পৃষোদরাদিত্বাদুকারস্য অকারঃ। [গৃধ্নু দেখ।]

গৃধ্নু (ত্রি) গৃধ্যতি কাঙ্ক্ষতে শীলমস্য বা ধনমিতি শেষঃ। গৃধ্-ক্নু (ত্রসিগৃধিধৃষিক্ষিপেঃ ক্নুঃ। পা ৩।২।১৪০)

লুব্ধ, লোভযুক্ত। "অগৃধ্নুরাদদে সোহর্থান্।" (রঘু ১ স°)

গৃধ্নুতা (স্ত্রী) গৃধ্নোর্ভাবঃ গৃধ্নু-তল্-টাপ্। অভিলাষ, অতিশয় ইচ্ছা, লুব্ধতা। (ত্রিকাণ্ড°)

গৃধ্য (ত্রি) গৃধ কর্ম্মণি ক্যপ্। ১ অভিলষণীয়, বাঞ্ছনীয়।

"গৃধ্যবর্গ মবাপ্সসি।" (ভট্টি ৬।৫৫)

(স্ত্রী) গৃধ ভাবে ক্যপ্। ২ ইচ্ছা, অভিলাষ।

গৃধ্যিন্ (ত্রি) গৃধ্যামস্ত্যাস্তি গৃধ্যা-ইনি। অভিলাষযুক্ত, অভিলাষী।

"যেষাং হিংস্রা বনে বাসাং ক্রব্যাদা মাংসগৃধ্যিনঃ।"

(ভারত ১০।৭২ অঃ)

গৃধ্র (পুং স্ত্রী) গৃধ্যতি অভিকাঙ্ক্ষতি মাংসং গৃধ ক্রন্ (সুসূধাঞ গৃধিভ্যঃ ক্রন্। উণ্ ২।২৪) ১ পক্ষীবিশেষ, একপ্রকার শকুনি। পর্য্যায়—দাক্ষায্য, ধ্বক্ষুণ্ড, দূরদর্শন।

"আলয়মূর্দ্ধ্নোর্বিশতং চরতি গৃধ্রাশ্চো মৃত্যি গৃহোদ্ধভাগে।"

(শাকুনশাস্ত্র।)

মাথার উপরে অথবা বাটীর গৃহের উপরিভাগে নিয়ত গৃধ্র ভ্রমণ করে, তাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিবে।

২ পাখী। "দ্বৌ সীতাবেষিণৌ গৃধ্রং লূনপক্ষমপশ্যতাং।" (রঘু

(ত্রি) ৩ লুব্ধ। "পটৈর্ন্ন র্বৈগৃধ্রাঃ প্রকাশিনঃ।" (ভারত, ৭।৭ অঃ স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়। [গৃধ্রী দেখ।]

গৃধ্রকূট (পুং) গৃধ্র প্রধানং কূটং যস্য বহুব্রী। মগধদেশের মধ্যবর্ত্তী একটী পর্ব্বত। এই পর্ব্বতটী গিরিব্রজ হইতে ২½ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার অপর নাম শৈলগিরি।

"গোলাঙ্গুলৈর্ম্মহাভাগো গৃধ্রকূটে হুতির্বাক্তঃ।"

[রাজগৃহ দেখ।] (ভারত শান্তি° ৪৯ অঃ।)

গৃধ্রচক্র (পুং) গৃধ্র ও চক্রবাক।

গৃধ্রজম্বুক (পুং) শিবের এক অনুচর।

গৃধ্রনখী (স্ত্রী) গৃধ্রস্য নখস্তদাকারো হস্ত্যাস্যাঃ গৃধ্রনখ-অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ কাকাদনী বৃক্ষ কালিয়াকড়া। (রত্নমালা।) ২ কোলিবৃক্ষ, কুলগাছ। (ত্রিকাণ্ড)

"সৌবীরকং পত্তাবন্নী গৃধ্রনখ্যশ্চ।" (সুশ্রুত সূত্র° ৩৮ অঃ)

গৃধ্রপতি (পুং) গৃধ্রাণাং পতিঃ ৬তৎ। গৃধ্রগণের অধীশ্বর।

গৃধ্রপত্র (পুং) গৃধ্রস্য পত্রমিব পত্রমস্য বহুব্রী। ১ বাণ। ২ কার্ত্তিকের একজন সৈনিক।

গৃধ্রপত্রা (স্ত্রী) গৃধ্রস্য-পত্রমিব পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী। ধূম্রপত্রা বৃক্ষ।

গৃধ্রগল (পুং) গৃধ্রস্য গলঃ ৬তৎ। গৃধ্রপক্ষীর গিরা, শকুনের গল। (চক্রদত্ত)

গৃধ্রমাংসোক্তক (পুং) যক্ষের একপুত্র।

গৃধ্রযাতু (পুং) গৃধ্ররূপেণ যাতি যা-তুন্। অথবা গৃধ্রৈঃ পরি-করভূতৈঃ সহ যাতয়তি যাত-উণ্। রাক্ষসবিশেষ, যাহারা গৃধ্ররূপ ধারণ করিয়া গমনাগমন করে, অথবা যাহারা গৃধ্র পরিকরের সহিত হিংসা করে।

"সুপর্ণযাতুমুত গৃধ্রযাতুং দৃষদেব প্রমৃণ রক্ষ ইন্দ্র।"
(ঋক্ ৭।১০৪।২২) 'গৃধ্রযাতুং গৃধ্ররূপেণ যাতুধানং।' (সায়ণ)
এই মন্ত্রের ভাষ্যে দ্বিতীয় প্রকার অর্থও লিখিত আছে।

গৃধ্ররাজ (পুং) গৃধ্রাণাং পক্ষিণাং রাজা ৬তৎ। গরুড়ের পুত্র, জটায়ুপক্ষী।

"সমবিবেশ্বস্তীক্ষ্যাগ্রৈশ্চণ্ডধারৈঃ শিলাশিতৈঃ।" (রামায়ণ)
গৃধ্রপতি প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

গৃধ্রবট (পুং) গৃধ্রোপলক্ষিতো বটোঽত্র বহুব্রী। তীর্থবিশেষ, দেবস্থান। এই তীর্থে বৃষভধ্বজ মহাদেব আছেন। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া স্নান করিয়া শরীরে ভস্ম মাখিলে ব্রাহ্মণগণের দ্বাদশবার্ষিক ব্রতানুষ্ঠানের সমান ফল হয়। ইতর বর্ণের সকল পাপ বিনষ্ট হয়। (ভারত ৩।৮৪ অঃ।)

গৃধ্রসদ্ (ত্রি) গৃধ্রে সীদতি গৃধ্রেণ সীদতি গচ্ছতি বা সদ্-কিপ্। যিনি গৃধ্রে উপবেশন করেন অথবা গৃধ্র আরোহণ করিয়া গমন করেন। "শ্যেন সদসি গৃধ্রসদসি সুপর্ণসদসি নাকসদসি।"
(তৈত্তিরীয়স° ৪।৪।৭।১)

গৃধ্রসী (স্ত্রী) গৃধ্রমপি স্যতি সো-ক গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বাত রোগবিশেষ। (Lumbago.) ভাবপ্রকাশে ইহার লক্ষণাদি এইরূপ লিখিত আছে। কুপিত বায়ু নিতম্বদেশ আশ্রয় করিয়া তাহার স্তব্ধতা ও বেদনা উৎপাদন করে, ইহাতে নিতম্বস্থান বার বার স্পন্দিত হইতে থাকে। ইহাকেই গৃধ্রসী বলা যায়। ক্রমে রোগ বর্দ্ধিত ও গাঢ়মূল হইলে উরু, কোটী, পৃষ্ঠ, জানু, জঙ্ঘা ও পদদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া সেই সেই স্থানেরও স্তব্ধতা, বেদনা ও স্পন্দন উৎপাদন করে।

এই গৃধ্রসী রোগ আবার দুইপ্রকার—অসংসৃষ্ট বায়ুজনিত এবং কফসংসৃষ্টবায়ুজনিত। অসংসৃষ্ট বায়ুর গৃধ্রসীরোগে বেদনা, দেহের অত্যন্ত বক্রতা, এবং জানু, জঙ্ঘা ও ঊরুসন্ধির অত্যন্ত স্তব্ধতা ও স্ফুরণ হয়। কফ সংসৃষ্ট বায়ুজনিত গৃধ্রসীরোগে শরীরের জড়তা, অগ্নিমান্দ্য তন্দ্রা, মুখ হইতে লালাস্রাব এবং অরুচি হয়।

গৃধ্রসী রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রথমে বিরেচন বা বমন দ্বারা শোধন করিবে। রোগীর আমদোষ না থাকিলে অথবা অগ্নি দৃপ্ত থাকিলে বস্তিক্রিয়াদ্বারা চিকিৎসা করিবে। বিরেচন বা বমনে শোধন না করিয়া বস্তিক্রিয়া করিবে না।

প্রাতে গোমূত্রের সহিত ভেরেণ্ডার তেল অর্দ্ধমাত্রায় একমাস পর্যন্ত সেবন করিলে গৃধ্রসীরোগ ভাল হয়। আদার রস, জোলঙ্গ লেবুর রস, আমরুলের রস ও গুড় সম-ভাগে লইয়া তৈল অথবা ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে গৃধ্রসীর প্রতীকার হয়। ভেরেণ্ডার মূল, বেলমূল, বৃহতী ও কণ্টকারী এই সমুদায় ২ তোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইবে। ইহাতে কিঞ্চিৎ সৌবর্চ্চলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে গৃধ্রসীজনিত শূল নষ্ট হয়। গোমূত্র ও এরণ্ডতৈল ৪ তোলা ইহার সহিত ৪ মাষা পিপ্পলীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বহুকালের বাত কফজ গৃধ্রসীরোগও ভাল হয়। বালক, দন্তী ও সোঁদাল ২ তোলা আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইবে, ভাল করিয়া ছাঁকিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অচল গৃধ্রসীরোগীর স্তব্ধতা দূর হইয়া গমনশক্তির সঞ্চার হয়।

রাস্না-গুগ্গুলু রাসাসপ্তককাথ ও পথ্যাদিগুগ্গুলু প্রভৃতি ঔষধও ইহাতে প্রযোজ্য। (ভাবপ্র° মধ্য° ২ ভাগ)

[বাত দেখ।]

গৃধ্রাণ (পুং) ১ গৃধ্রের ন্যায় স্বভাব। ২ গৃধ্রগন্ধযুক্ত।

গৃধ্রাণী (স্ত্রী) গৃধ্রইবানিতি অন্-অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ সংজ্ঞা-য়াং ণত্বং। দুর্গন্ধযুক্ত। (বৈদ্যক)

গৃধ্রী (স্ত্রী) কশ্যপের স্ত্রী তাম্রার এক কন্যা। (বিষ্ণুপু° ১।২১।১৫)

গৃষ্টি (স্ত্রী) [বৈ] ইষ্টকা।

"পুরা গৌরবেষ্যা গৃষ্টো যজাং।" (বাজসনেয় সং ২১।৪৩)
'গৃষ্টঃ গৃহ্যতে স্কন্ধার্থমিতি গৃষ্ ক্তা গৃষ্ট ইষ্টকাঃ' (মহীধর।)

গৃভ (পুং) গৃহ হস্য ভ ভকারঃ ছান্দসত্বাৎ। গৃহ।

"স্থা ভিনত্তি বলস্য গৃভাণি দৃঢ় উপসো বৃষণো নৃষাচ।"
(ঋক্ ৭।২১।২) 'গৃভাদ্ গৃহাৎ' (সায়ণ।)

গৃভি (পুং) গ্রহ-কি সংপ্রসারণং ছান্দসত্বাৎ হকারস্য ভকারঃ।
"বনস্পতীনাং গৃভিরোষধীনাং।" (অথর্ব ১২।১।৫৭)

গৃভীত (ত্রি) গ্রহ-ক্ত ছান্দসত্বাৎ হকারস্য ভকারঃ। ১ গৃহীত।
"রাতিং গৃভীতাং মৃষতোনয়তি।" (ঋক্ ১।৩২।২)
'গৃভীতাং গৃহীতাং' (সায়ণ।)
২ গৃহীত যজ্ঞ, যাহারা যজ্ঞ গ্রহণ করিয়াছেন।
"বন্দী গৃভীতাভজের শিংহমিব দ্রুপদে।" (ঋক্ ৫।১৫।৪)
'গৃভীতাস্তরে গৃহীতযজ্ঞস্য দাসার' (সায়ণ।)
লৌকিক আর বাক্যেও ইহার প্রয়োগ আছে—

সদৃশ, অতিশয় বায়ুর আঘাতে পীড়িত, বিকটাকার বা বহুরূপ বা অগ্নযুক্ত, যাহার নিকটে চৈত্য, শ্মশান, বল্মীক বা ধূর্ত্তগণের আবাস, যে স্থান চতুষ্পথ, দেবালয় বা মন্ত্রিভবনের নিকটবর্ত্তী, যাহাতে অনেকগর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়, সেই স্থান মনোহর হইলেও পরিত্যাগ করিবে।

যে বর্ণের যে রঙের ও যে গন্ধযুক্ত মৃত্তিকা প্রশস্ত, তাহাতে গৃহ নির্ম্মাণ করিলে ধন ও ধান্যের বৃদ্ধি এবং সুখ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার বিপরীত করিলে বিপরীত ফল হয়, চতুরস্র ভূমিতে গৃহ নির্ম্মাণ করিলে ধনবৃদ্ধি, সিংহা-কার স্থানে গৃহনির্ম্মাণে গুণযুক্ত পুত্রলাভ, বৃষসদৃশ স্থানে পশুবৃদ্ধি, বৃত্তাকারে বিত্তলাভ, ভদ্রপীঠ ও ত্রিশূলাকার ভূমিতে বীরের জন্ম ও নানাবিধ সুখলাভ হইয়া থাকে। লিঙ্গাভ ভূমি লিঙ্গীর পক্ষে প্রশস্ত। প্রসাদ ধ্বজসদৃশ স্থানে পদোন্নতি এবং কুম্ভাকার, ত্রিকোণ, শকটাকার ও সূর্প বা ব্যজন সদৃশ স্থানে গৃহ করিলে যথাক্রমে ধনবৃদ্ধি, সুখ, সৌখ্য, অর্থ ও ধনহানি হয়। মৃদঙ্গাকার ভূমি বংশনাশিনী, সর্প বা মণ্ডূকাকার ভূমিতে গৃহ করিলে ভয়, গর্দ্দভসদৃশ স্থানে ধননাশ, অজগর সদৃশ মৃত্যু ও চিপিটাভূমিতে পৌরুষ হানি হইয়া থাকে। চৈত্যের নিকটে গৃহ করিলে গৃহস্বামীর ভয়, ধূর্ত্তা-লয়ের নিকটে পুত্রের মরণ, চতুষ্পথে অকীর্ত্তি ও মন্ত্রীর নিকটে গৃহ করিলে অর্থহানি হয়। এই প্রকার নিন্দনীয় প্রত্যেক স্থানের দুষ্ফল ও প্রশস্ত স্থানের এক একটী ভাল ফল শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করেন। (সেই সকল বিবরণ মূলগ্রন্থে দ্রষ্টব্য।)

স্থান মনোনীত হইলে সেই স্থানে এক হাত পরিমাণ একটী গর্ত্ত খুঁড়িবে। সেই গর্ত্তের মাটি উপরে উঠাইয়া পুনর্ব্বার তাহা দ্বারাই গর্ত্তটীকে পূর্ণ করিবে। মাটি বেশী হইলে ভাল, সমান সমান হইলে মধ্যম কিন্তু কম হইলে সেই স্থানকে অধম বলিয়া জানিবে। অধমস্থানে গৃহ করিলে গৃহস্বামীর অমঙ্গল হয়। অথবা উক্ত গর্ত্ত জলদ্বারা পূর্ণ করিয়া একশত পদ গমন করিবে, ফিরিয়া আসিয়া যদি দেখিতে পাওয়া যায় যে সেই জল একটুকও কম হয় নাই তবে সেই ভূমি অতিশয় প্রশস্ত। কিম্বা ঐ গর্ত্তে এক আঢ়ক জল ঢালিয়া দিয়া একশত পদ গমনের পর আসিয়া উত্তোলন করিবে, তাহাতে যদি ঐ জল ৬৪ পল হয় তবেও সেই ভূমিকে শুভপ্রদ জানিবে। কাঁচা মৃত্তিকাপাত্রে চারিটী বর্ত্তি জ্বালিয়া ঐ গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া দিবে, যে দিকের বাতি অধিক জ্বলিবে, সেই দিকই প্রশস্ত। ঐ গর্ত্তের মধ্যে শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণের চারিটী ফুল রাখিয়া দিবে, পরদিন প্রাতে যে বর্ণের ফুল ম্লান হয় নাই দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেই জাতির পক্ষে সেই স্থান মঙ্গলকর জানিবে। বরাহমিহির বলেন যে, শাস্ত্রকারগণ ভূমির বহুবিধ পরীক্ষা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার মধ্য যেটী গৃহস্বামীর মনোমত হয়, সেইটী দ্বারা পরীক্ষা করিলেই চলিতে পারে; একস্থানে অনেক রকম পরীক্ষা করিতে হয় না।

যে স্থান গৃহ করিবার জন্য মনোনীত হইয়াছে সেই স্থান হল দ্বারা চাষ করিয়া সর্ব্ববীজ রোপণ করিবে, উপ্তবীজ তিন রাত্রির মধ্যে অঙ্কুরিত হইলে ভাল, তিনরাত্রির পর পাঁচ রাত্রির মধ্যে অঙ্কুরিত হইলে তাহাকে অধম বলে। ব্রীহি, শালি, মুদ্গ, গোধূম, সর্ষপ, তিল ও যব এই সাতটীকে সর্ব্ববীজ বলা হইয়া থাকে।

এই রকমে বাস্তু ভূমি ও তাহার মৃত্তিকার পরীক্ষা করিয়া পরে শুভদিনে শুভলগ্নে সমস্ত শুভ শকুন উপস্থিত হইলে গৃহস্বামী দ্বপতিগণের সহিত সেইস্থানে গমন করিবেন।

বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, গৃহারম্ভের পূর্ব্বে সর্ব্ব প্রথমে বাস্তু ভূমিতে হলাকর্ষণ করিয়া বীজরোপণ করিবে। পরে সেইস্থানে এক দিবারাত্র ব্রাহ্মণ ও গোরু বাস করা-ইবে। ইহার পরেই সেইস্থানে গৃহারম্ভ করিতে হয়। (বৃহৎস° ৫৩।৯৮) [গৃহারম্ভের শুভ ও অশুভ চিহ্ন শকুন শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বৃহৎসংহিতার মতে সমস্ত বাস্তু গৃহ পাঁচভাগে বিভক্ত, তাহার মধ্যে প্রথমটী উত্তম, দ্বিতীয়টী প্রথমাপেক্ষায় অধম এবং তদপেক্ষা তৃতীয়াদি। গৃহের এই পাঁচপ্রকার ভেদ পরিমাণ অনুসারে হইয়া থাকে। যে গৃহের বিস্তার ১০৮ হাত ও দৈর্ঘ্যে বিস্তারের সহিত তাহার চতুর্থাংশ ১৩৫ হাত, তাহাই রাজার উত্তম গৃহ এবং উহার বিস্তার হইতে যথাক্রমে আট আট বাদ দিলে অপর চারিটী গৃহের পরিমাণ বাহির হইবে, সেই চারিপ্রকার গৃহ অপেক্ষাকৃত পরস্পর অল্প। ২য় প্রকার বিস্তার ১০০ হাত ও দৈর্ঘ্য ১২৫ হাত। ৩য় প্রকার বিস্তার ৯২ হাত ও দৈর্ঘ্য ১১৫ হাত। ৪র্থ প্রকার বিস্তার ৮৪ হাত ও দৈর্ঘ্য ১০৫ হাত এবং ৫ম প্রকার বিস্তার ৭৬ হাত ও দৈর্ঘ্য ৯৫ হাত। সেনা-পতির পাঁচপ্রকার গৃহের প্রথম গৃহের বিস্তার ৬৪ হাত ও দৈর্ঘ্য ৭৪ হাত ১৬ অঙ্গুলি। বিস্তার হইতে ছয় ছয় হাত বাদ দিলে যথাক্রমে আর চারিটী গৃহের পরিমাণ হইবে। যথা ২য়—বি ৫৮, দৈ ৬৭।৮; ৩য়—বি ৫২, দৈ ৬০।১৬; ৪র্থ—বি ৪৬, দৈ ৫৩।১৬ এবং ৫ম—বি ৪০, দৈ ৪৬।১৬। মন্ত্রীর পাঁচপ্রকার প্রথমটীর গৃহের বিস্তার ৬০ হাত, অপর-

ভাগ চারিহাত কমিয়া কম হইবে। বিস্তারের সহিত তাহার ১/৪ অংশ যোগ করিলে দৈর্ঘ্যের পরিমাণ হইবে। ১ম বিস্তার ৬০, দৈর্ঘ্য ৬৭।১২ ; ২য় বি ৫৬, দৈ ৬১ ; ৩য় বি ৫২, দৈ ৫৮।১২ ; ৪র্থ বি ৪৮, দৈ ৫৪ ; ৫ম বি ৪৪, দৈর্ঘ্য ৪৯।১২। মন্ত্রীগৃহের দৈর্ঘ্য ও বিস্তারের অর্দ্ধভাগ পরিমিত দৈর্ঘ্য ও বিস্তারযুক্ত গৃহই রাজমহিষীগণের উপযুক্ত। যুবরাজের পাঁচপ্রকার গৃহের পরিমাণ ১ম বি ৮০, দৈ ১০৬।১৬, ২য় বি ৭৪, দৈ ৯৮।১৬; ৩য় বি ৬৮, দৈ ৯০।১৬; ৪র্থ বি ৬২ দৈ ৮২।১৬; ৫ম বি ৫৬, দৈ ৭৪।১৬। যুবরাজের পাঁচপ্রকার গৃহের অর্দ্ধপরিমিত গৃহই যুবরাজের অনুজগণের গৃহ হইয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষগণের গৃহ পরিমাণ উত্তরক্রমে বিস্তার ৪৮, ৪৪, ৪০, ৩৬ ও ৩২; উত্তরক্রমে দৈর্ঘ্য ৬৭।১২, ৬২।০, ৫৬।১২, ৫১।০ ও ৪৫।১২। কঞ্চুকী, বেশ্যা ও নৃত্যগীতাদিবেত্তা ব্যক্তিগণের গৃহ পরিমাণ উত্তরক্রমে বিস্তার ২৮, ২৬, ২৪, ২২ ও ২০; উত্তরক্রমে দৈর্ঘ্য ২৮।৮, ২৬।৮, ২৪।৮, ২২।৮ ও ২০।৮। অধ্যক্ষ ও অধিকৃত ব্যক্তিগণের গৃহ পরিমাণ, কোষগৃহ ও রতিগৃহ পরিমাণের সমান, কর্ম্মাধ্যক্ষ ও দূতগণের গৃহপরিমাণ উত্তরক্রমে বিস্তার ২০, ১৮, ১৬, ১৪ ও ১২, দৈর্ঘ্য ৩৯।৭, ৩৪।১৬, ৩২।৪, ২৮।১৬ ও ২৫।৪। দেবজ্ঞ, পুরোহিত ও চিকিৎসকের গৃহপরিমাণ উত্তরক্রমে বিস্তার ৪০, ৩৬, ৩২, ২৮ ও ২৪; দৈর্ঘ্য ৪৬।১৬, ৪২।০, ৩৭।১৬, ৩২।১৬ ও ২৮। যাহা বাটীর যাহা বিস্তার, তাহাই উচ্চ হইলে মঙ্গলকর। কিন্তু যে সকল বাটীতে একটী মাত্র শালা থাকিবে, তাহার দৈর্ঘ্য বিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ হইবে। কোষগৃহ ও রতিগৃহের পরিমাণ উত্তরক্রমে বিস্তার ৪৪, ৪২, ৪০, ৩৮ ও ৩৬, উত্তরক্রমে দৈর্ঘ্য ৬০।৮, ৫৭।১৬, ৫৪।৮, ৫১।৮ ও ৪৮।৮। (বৃহৎস° ৫৩ অঃ।)

ব্রাহ্মণ প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ জাতির যে যে বাস্তুতে অধিকার তাহাও বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে। এই বাস্তু পূর্ব্বপ্রদর্শিত গৃহের ন্যায় পাঁচভাগে বিভক্ত। ব্রাহ্মণের পাঁচপ্রকার বাটীর বিস্তার ৩২, ২৮, ২৪, ২০ ও ১৬ হাত। ক্ষত্রিয়ের বাস্তু চারিপ্রকার তাহার বিস্তার ২৮, ২৪, ২০ ও ১৬। বৈশ্যের বাস্তু তিনপ্রকার তাহার বিস্তার ২৪, ২০ ও ১৬। শূদ্রের বাস্তু দুইপ্রকার তাহার বিস্তার ২০ ও ১৬। ইহা ছাড়া অন্যান্য জাতির কেবল একপ্রকার বাস্তুতেই অধিকার। তাহাদের বাস্তুর বিস্তার ১৬ হাতের বেশী করা উচিত নহে। ব্রাহ্মণের পাঁচপ্রকার বাস্তুর দৈর্ঘ্য ৩৫।৪।১৮, ৩০।১৯।১২, ২৬।১৯।৬, ২২।০ ও ১৭।১৪।২৪; ক্ষত্রিয়ের চারিপ্রকার বাস্তুর দৈর্ঘ্য ৩১।১৪, ২৭।০, ২২।১২ ও ১৮। বৈশ্যের তিন প্রকার বাস্তুর দৈর্ঘ্য ২৮।০, ২৩।১৬ ও ১৮।৮। শূদ্রের দুই প্রকার বাস্তুর দৈর্ঘ্য ২৫ ও ২০ হাত। অন্যান্যের বাস্তুর দৈর্ঘ্য ১৬ হাত করিবে। সকল জাতির পক্ষেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অল্প বা অধিক পরিমাণ বাস্তু অমঙ্গলকর। কিন্তু দেবালয়, [illegible], ধান্যাগার, অস্ত্রগৃহ, অগ্নিশালা ও রতিগৃহ বা বৈঠকখানার পরিমাণ ইচ্ছানুসারে করিতে পারা যায়। কোন গৃহই ৩০ হস্তের অধিক উন্নত করিতে নাই।

গৃহের অন্তরস্থ ভাগকে শালা বলে। কোন গৃহের শালা কি পরিমাণ করিতে হইবে তাহা নিরূপণ করিবার উপায় বৃহৎসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে। রাজগৃহ ও সেনাপতি গৃহের ব্যাসের সহিত ৭০ যোগ করিয়া ২ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধ ভাগ ফলকে ১৪ দিয়া ভাগ দিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই নৃপগৃহের শালা পরিমাণ। শালাভিত্তির বহির্ভাগস্থ সোপানযুক্ত অঙ্গন বিশেষকে প্রাচীন বাস্তুশাস্ত্রোপদেষ্টারা অলিন্দনামে উল্লেখ করিয়া থাকেন, পূর্ব্বপ্রদর্শিত বিবিক্ত অঙ্ককে ৩৫ দিয়া ভাগ দিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই নৃপগৃহের অলিন্দ পরিমাণ জানিবে। অপর জাতির ভবনের শালা ও অলিন্দের পরিমাণ বাহির করিতে হইলে রাজা ও সেনাপতি গৃহের ব্যাসের যোগফলের সহিত ৭০ যোগ দিয়া তাহা হইতে স্বজাতীয় ব্যাসাঙ্ক হীন করিবে। পরে তাহার অর্দ্ধকে যথাক্রমে ১৪ ও ৩৫ দ্বারা ভাগ করিয়া যে দুইটী অঙ্ক লব্ধ হইবে, তাহাই সেই জাতির শালা ও অলিন্দের পরিমাণ হইবে।

ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মণ প্রভৃতির পাঁচ প্রকার বাস্তু পরিমাণ যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে যথাক্রমে ৪।১৭, ৪।৩, ৩।১৬, ৩।১৩ ও ৩ হাত ও অঙ্গুলি এই পাঁচ প্রকার শালা এবং ৩।১৯, ৩।৮, ২।২০, ২।১৮ ও ২।৩ এই পাঁচ প্রকার অলিন্দ নির্ম্মাণ করিতে হয়। শালার ১/৩ অংশ স্থান ভবনের বাহিরে রাখিতে হয়। প্রাচীন কালে উহাকে বীথিকা বলা হইত। এই বীথিকা যদি ভবনের পূর্ব্বভাগে থাকিলে এই বাস্তুকে সোষ্ণীষ, পশ্চিমে থাকিলে সাশ্রয়, উত্তর বা দক্ষিণদিকে থাকিলে সেই বাস্তুকে সাবষ্টম্ভ নামে উল্লেখ করা যাইতে পারে। আর যদি কোন ভবনের চারি দিকেই ঐরূপ বীথিকা থাকে, তবে তাহাকে সুস্থিত বলে। বাস্তুশাস্ত্রে এই সব রকম বাস্তুরই অনেক প্রশংসা আছে। এই সকল বাস্তুই গৃহস্থের মঙ্গলজনক।

গৃহের উচ্চতা বা উচ্ছ্রায়—উত্তম গৃহের বিস্তারের [illegible]

অংশের সহিত ৩ হস্ত যোগ করিলে যাহা হইবে, সেই গৃহের উচ্ছ্রায় বা উচ্চতা তত পরিমাণ করিতে হয়। অবশিষ্ট চারি প্রকার গৃহের উচ্ছ্রায় ক্রমশঃ উহা অপেক্ষা দ্বাদশ ভাগ করিয়া কম হইবে।

ভিত্তির পরিমাণ—পক্ক ইষ্টকে যে সকল ভিত্তি নির্ম্মিত হয়, তাহার পরিমাণ ব্যাসের ১৬ ভাগের এক ভাগ করিবে। কিন্তু কাষ্ঠদ্বারা যে ভিত্তি নির্ম্মিত হয় তাহার পরিমাণ ইচ্ছানুসারে করিতে পারা যায়।

দ্বার পরিমাণ—রাজা ও সেনাপতি গৃহের ব্যাসের সহিত ৭০ যোগ দিয়া ১১ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তত হাত তাহাদের প্রধান দ্বারের বিস্তার হইবে। বিস্তার হস্তের পরিমাণ যত অঙ্গুলি হইবে তত হাত উহা উন্নত করিতে হয় এবং দ্বারবিস্তারের অর্দ্ধেক দ্বারের বিকম্ভমান করা উচিত। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অপর জাতীয় ব্যক্তিগণের গৃহব্যাসের পঞ্চাংশের সহিত ১৮ অঙ্গুলি যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহাই তাহাদের গৃহের দ্বার পরিমাণ। দ্বার পরিমাণের অষ্টাংশ দ্বারের বিকম্ভ ও বিকম্ভের ত্রিগুণ দ্বারের উচ্চতা করা উচিত। দ্বারের উচ্ছ্রায় পরিমাণ যত হাত হইবে, শাখা দুইটী তত অঙ্গুলি প্রশস্ত ও শাখার দেড় গুণ উড়ম্বর বা গোবরাটের নীচের কাঠের পরিমাণ করিবে। উচ্ছ্রায় যত হস্ত হইবে, তাহাকে ১৭ দ্বারা গুণ করিয়া ৮০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হয়, তাহাই ইহাদের পৃথুত্ব পরিমাণ জানিবে। (বৃহৎস° ৫৩।১—২৭)

উচ্ছ্রায়কে ৯ দিয়া গুণ করিয়া ৮০ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহা হইতে তাহার ১০ অংশ হীন করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, স্তম্ভের অগ্রটী তত পরিমাণ করিবে। স্তম্ভটী সমচতুরস্র বা চারশিরে হইলে তাহাকে রুচক, অষ্টাস্রি বা আটশিরে হইলে তাহাকে বজ্র, ষোড়শাস্রিকে দ্বিবজ্র, দ্বাত্রিংশদস্রি বা বত্রিশশিরেকে প্রলীনক এবং বৃত্ত বা গোলাকার স্তম্ভকে বৃত্ত বলে। এই পাঁচ প্রকার স্তম্ভই ভাল। গৃহস্বামী ইহার যে কোন প্রকার স্তম্ভই করিতে পারেন। ইহা ছাড়া অন্যপ্রকার স্তম্ভ করিতে নাই।

(বৃহৎস° ৫৩ অঃ)

বিশ্বকর্ম্ম প্রকাশে গৃহের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার অনুসারে শুভাশুভ জানিবার নিয়ম এইরূপ লিখিত আছে। গৃহের বিস্তারকে দৈর্ঘ্যদ্বারা গুণ করিয়া ৮ আটদ্বারা ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তদনুসারে ধ্বজাদি আয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ ৮ দিয়া ভাগ করিলে যদি ১ অবশিষ্ট থাকে তবে ধ্বজ, ২ থাকিলে ধূম ৩ থাকিলে হরি, ৪ অবশিষ্ট হইলে কুক্কুর, ৫ অবশিষ্টে গো, ৬ অবশিষ্ট হইলে গর্দ্দভ ৭ থাকিলে হস্তী, ৮ বা শূন্য থাকিলে বায়স নামক আয় হইয়া থাকে। এই ধ্বজাদি আটটী আয় যথাক্রমে পূর্ব্বাদিদিকে অবস্থিতি করে। নিজস্থান হইতে পঞ্চমস্থানে ইহাদের বৈরতা হয়। গৃহে বিষম আয় হইলে শুভফল ও সম আয় হইলে শোক ও দুঃখ হইয়া থাকে। অগ্নিশালা ও অগ্নিজীবীদের গৃহে ধূমনামক আয় করিতে হয়। কোন বাস্তুশাস্ত্রোপদেষ্টার মতে ম্লেচ্ছাদিজাতীয়ের পক্ষে কুক্কুর নামক আয় করা উচিত। বৈশ্যের গৃহে গর্দ্দভ ও শূদ্রের গৃহে কাক নামক আয় শুভপ্রদ। বৃষ, সিংহ ও গজ নামক আয়ে প্রাসাদ ও পুরগৃহ নির্ম্মাণ করিবে। গজায়ে বা ধ্বজায়ে হস্তীশালা, ধ্বজ গর্দ্দভ বা বৃষভ নামক আয়ে বাজিশালা, গজ বৃষ বা ধ্বজায়ে উষ্ট্রশালা এবং বৃষ বা ধ্বজায়ে পশুশালা নির্ম্মাণ করিলে শুভ হয়। ব্রাহ্মণের পক্ষে ধ্বজ নামক আয় প্রশস্ত, পূর্ব্বদিকে ব্রাহ্মণের গৃহদ্বার করিতে হয়। ক্ষত্রিয়ের সিংহ আয় প্রশস্ত, ইঁহাদের গৃহদ্বার উত্তরদিকে করিতে হয়। বৈশ্যদিগের বৃষ আয় শুভদ, গৃহদ্বার দক্ষিণদিকে প্রশস্ত। সকল প্রকার আয়ের মধ্যে ধ্বজায় শ্রেষ্ঠতম। বৃহস্পতির মতে ধ্বজায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে ভাল। ব্রাহ্মণগণ সিংহ ও বৃষভ নামক আয় সর্ব্বদাই পরিত্যাগ করিবেন। সিংহ ও কুক্কুর আয়ে অন্ন আহার, ধ্বজ আয়ে পূর্ণ সিদ্ধি, বৃষ আয়ে পশু বৃদ্ধি, গজ আয়ে সম্পদবৃদ্ধি। ইহা ছাড়া অপর আয়ে দুঃখ ও শোক হইয়া থাকে।

গৃহের পিণ্ডকে ৯ দিয়া গুণ করিয়া ৮ দ্বারা ভাগ করিলে অবশিষ্ট অঙ্কানুসারে ধ্বজাদি আয় হইয়া থাকে। সেই প্রকার পিণ্ডকে ৯ দিয়া গুণ করিয়া ৭ দ্বারা ভাগ করিলে অবশিষ্ট অঙ্কানুসারে রবি প্রভৃতি বার, পিণ্ডকে ৩ দিয়া গুণ করিয়া ৯ দ্বারা ভাগ করিলে অংশ, ৮ দিয়া গুণ করিয়া ১২ দ্বারা ভাগ করিলে ধন, ৩ দিয়া গুণ করিয়া ৮ দ্বারা ভাগ করিলে ঋণ বা ব্যয়, ৮ দিয়া গুণ করিয়া ২৭ দ্বারা ভাগ করিলে নক্ষত্র, ৮ দিয়া গুণ করিয়া ১৫ দ্বারা ভাগ করিলে তিথি, ৪ দিয়া গুণ করিয়া ২৭ দ্বারা ভাগ করিলে যোগ এবং গৃহপিণ্ডকে ৮ দিয়া গুণ করিয়া ১২০ দ্বারা ভাগ করিলে বর্ষ জানিতে পারা যায়। (বিশ্বকর্ম্ম প্রকাশ।) ইহার ফল পীযূষধারায় এইরূপ লিখিত আছে—বিষম আয় শুভকর এবং সম আয় দুঃখ ও শোকজনক। সূর্য্য এবং মঙ্গলের বার ও রাশ্যংশ অগ্নিভয়কর, তাহা ভিন্ন অপর গ্রহের বার রাশ্যংশ ভাল। পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে গৃহের যে নক্ষত্র হইবে তাহা যদি দিবান্ধাত্মক হয়, তবে শুভ কর্ত্তব্য।

ধন ও ঋণের ফল প্রক্রিয়া অনুসারে গৃহের ঋণ হইতে ধন অধিক হইলে ধনবৃদ্ধি হয়, কিন্তু ধন হইতে ঋণ অধিক হইলে গৃহ করিবে না, করিলে ধনের হানি হয়।

নক্ষত্র ফল—গৃহের নক্ষত্র গৃহস্বামীর বিপৎ তারা হইলে বিপদ্, প্রত্যরি হইলে অমঙ্গল এবং নিধনাখ্য হইলে গৃহস্বামীর মৃত্যু হয়। এই সকল নক্ষত্রে গৃহ করিবে না, করিলে নানাবিধ উৎপাত হইয়া থাকে। কোন কোন জ্যোতির্বেত্তার মতে যে নক্ষত্রে গৃহকার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। সেই নক্ষত্রটী গৃহ নক্ষত্র হইতে যত সংখ্যা হইবে, তাহাকে ৯ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তদনুসারে জন্ম সম্পদ বিপদ্ তারা প্রভৃতি হইয়া থাকে। এই নিয়মে বিপদ্-প্রত্যরি বা নিধন তারা হইলে সেই দিনে গৃহ করিতে নাই। আবার কোন জ্যোতির্বেত্তা বলেন যে, গৃহকর্ত্তার নক্ষত্র হইতে গৃহ নক্ষত্র গণনা করিলে যত সংখ্যা হইবে, তাহাকে ৯ দ্বারা ভাগ করিলে অবশিষ্ট অনুসারে জন্ম প্রভৃতি তারা হইয়া থাকে। গৃহ ও গৃহস্বামীর এক নক্ষত্র হইলে গৃহস্বামীর অকাল মৃত্যু হয়। কিন্তু বশিষ্ঠ বলেন যে, গৃহ ও গৃহস্বামীর একরাশি ও এক নক্ষত্র হইলে ঐরূপ হইয়া থাকে। ভিন্ন রাশিতে এক নক্ষত্র হইলেও গৃহ প্রস্তুত করিতে পারা যায়, তাহাতে কোন বিঘ্ন হয় না। ব্যবহারসমুচ্চয়ে লিখিত আছে যে, কৃত্তিকা প্রভৃতি তিন তিন নক্ষত্রে যথাক্রমে নয়টী ফল হয়, যথা—১ রোগনাশ, ২ পুত্রলাভ, ৩ ধনপ্রাপ্তি, ৪ শোক, ৫ শত্রুভয়, ৬ রাজভয়, ৭ মৃত্যু, ৮ সুখ ও ৯ প্রবাস।

বাস্তুশাস্ত্রের নিয়মানুসারে গৃহের অশ্বিনী, ভরণী ও কৃত্তিকা নক্ষত্র হইলে মেষরাশি, রোহিণী, ও মৃগশিরা হইলে বৃষ, আর্দ্রা ও পুনর্ব্বসু হইলে মিথুন, পুষ্যা ও অশ্লেষা হইলে কর্কট, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী হইলে সিংহ, হস্তা ও চিত্রায় কন্যা, স্বাতী ও বিশাখায় তুলা, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে বৃশ্চিক, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়ায় ধনু, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠায় মকর, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রে কুম্ভ এবং উত্তরভাদ্র ও রেবতীনক্ষত্র হইলে গৃহের মীনরাশি হয় জানিবে।

তিথির ফল—পূর্ব্বপ্রক্রিয়া অনুসারে গৃহের তিথি রিক্তা বা অমাবস্যা হইলে তাহাতে গৃহ করিতে নাই। ইহা ব্যতীত অপর তিথিতে গৃহ নির্ম্মাণ করিলে মঙ্গল হয়।

যোগের ফল—যে সকল যোগ শুভ বলিয়া উক্ত আছে, গৃহের সেই সকল যোগ হইলে শুভফল। অশুভ যোগ হইলে অমঙ্গল হইয়া থাকে।

আয়ুর ফল—প্রক্রিয়া অনুসারে যত বৎসর আয়ু হইবে, তত বৎসর পর্য্যন্ত গৃহের স্থিতি জানিবে।

অংশের ফল—দ্বিতীয় অংশে গৃহ নির্ম্মাণ করিলে মৃত্যুভয় রোগ ও শোক হইয়া থাকে। শুভ গ্রহের অংশ শুভ ও ক্রূরগ্রহের অংশ অনিষ্টকর জানিবে।

এই নিয়ম অনুসারে গৃহের আয় ব্যয় প্রভৃতি স্থির করিবার উদাহরণ—কোন একটী গৃহ দৈর্ঘ্যে ২৯ হাত ও বিস্তারে ৭ হাত হইলে দৈর্ঘ্য ২৯কে বিস্তার দ্বারা গুণ করিলে ফল হইবে ২০৩। ইহাই গৃহের পিণ্ড। পিণ্ড ২০৩কে ৯ দিয়া গুণ করিলে ফল হইল ১৮২৭; ইহাকে আট দ্বারা ভাগ করিলে অবশিষ্ট থাকিবে ৩। অতএব ঐ গৃহের সিংহ নামক ৩ আয় হইল।

ব্যয়—পিণ্ড ২০৩কে ৯ দ্বারা গুণ করিলে ফল হয় ১৮২৭ ইহাকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট থাকে ৭ বা শূন্য। অতএব ঐ গৃহের শনিবার (ব্যয়াংশক।) পিণ্ড ২০৩কে ৬ দ্বারা গুণ করিলে ফল হয় ১২১৮, ইহাকে ৯ দিয়া ভাগ দিলে অবশিষ্ট থাকে ৩। অতএব ঐ গৃহের অংশক হইল ৩।

ধন—পিণ্ড ২০৩×৮=১৬২৪÷১২ অবশিষ্ট ৪। গৃহের ধন হইল ৪।

ঋণ—পিণ্ড ২০৩×৩=৬০৯÷৮=৭৬ অবশিষ্ট ১। গৃহের ঋণ ১।

নক্ষত্র—পিণ্ড ২০৩×৮=১৬২৪÷২৭=৬০ অবশিষ্ট ৪। গৃহের নক্ষত্র রোহিণী।

তিথি—পিণ্ড ২০৩×৮=১৬২৪÷১৫=১০৮ অবশিষ্ট ৪। গৃহের তিথি চতুর্থী।

যোগ—পিণ্ড ২০৩×৪=৮১২÷২৭=৩০ অবশিষ্ট ২। গৃহের যোগ প্রীতি।

আয়ু—পিণ্ড ২০৩×৮=১৬২৪÷১২০=১৩ অবশিষ্ট ৬৪ গৃহের আয়ু ৬৪।

বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশের মতে ১১ হাত হইতে ৩২ হাত পর্য্যন্তই আয়াদি চিন্তা করিবে। ইহার বেশী হইলে আর আয়াদি চিন্তা করিবে না। গৃহের জীর্ণ সংস্কার করিবার সময়ে আয়, ব্যয় বা মাস শুদ্ধি প্রভৃতি দেখিবার প্রয়োজন নাই। বাস্তুর ঈশান কোণে দেবগৃহ, পূর্ব্বদিকে স্নানমন্দির, অগ্নিকোণে পাকগৃহ, দক্ষিণদিকে শয়নাগার, নৈর্ঋত কোণে অস্ত্রশালা, পশ্চিমদিকে ভোজনগৃহ, বায়ুকোণে ধান্যালয়, উত্তরদিকে ভাণ্ডাগার, অগ্নিকোণ ও পূর্ব্বদিকের মধ্যে দধিমন্থনগৃহ, অগ্নিকোণে ও দক্ষিণদিকের মধ্যে ঘৃতশালা, দক্ষিণ ও নৈর্ঋতের মধ্যে পায়ুগৃহ বা পায়খানা। নৈর্ঋত ও পশ্চিমের মধ্যে বিদ্যালয়, পশ্চিম ও বায়ুকোণের মধ্যে রোদনগৃহ, বায়ু ও উত্তর দিকের মধ্যে রতিগৃহ বা বৈঠকখানা, উত্তর ও ঈশান কোণের

মধ্যে ঔষধালয়, ঈশান ও পূর্ব্ব দিকের মধ্যে অপরাপর গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। সূতিকাগৃহ নৈঋত কোণে প্রস্তুত করিতে হয়।

গৃহের অলিন্দ ও দ্বার ভেদে ১৬ প্রকার হইয়া থাকে।

১ ধ্রুব—ইহা ঊর্দ্ধমুখ, কোন দিকেই অলিন্দ দেওয়া উচিত নহে। এই জাতীয় গৃহে গৃহস্থের ধন, ধান্য ও সুখ বৃদ্ধি হয়।

২ ধন্য—ইহার পূর্ব্বদিকে অলিন্দ দিতে হয় এবং দ্বারও পূর্ব্বদিকে রাখিতে হয়। ইহাতে ধান্য বৃদ্ধি হয়।

৩ জয়—ইহা দক্ষিণদ্বার, দক্ষিণদিকে ইহার অলিন্দ করিতে হয়। এই গৃহে সর্ব্বত্র বিজয় লাভ হইয়া থাকে।

৪ নন্দ—ইহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণে দুইটী দরজা করিতে হয় এবং ঐ দুই দিকে দুইটী অলিন্দও দিতে হয়। ইহাতে গৃহিণীর অকাল মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

৫ খর—যাহার দরজা ও অলিন্দ পশ্চিমদিকে তাহাকে খর কহে। ইহাতে বিত্তনাশ হয়।

৬ কান্ত—যে গৃহের পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দুইটী দরজা ও দুইটী অলিন্দ থাকে তাহাকে কান্ত বলে। ফল পুত্র ও পৌত্র বৃদ্ধি।

৭ মনোরম—যে গৃহের দক্ষিণে ও পশ্চিমে দুইটী দরজা ও দুইটী অলিন্দ থাকে, তাহাকে মনোরম বলে। ফল ধনবৃদ্ধি।

৮ সুমুখ—যে গৃহের পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে তিনটী দরজা ও তিনটী অলিন্দ থাকে, তাহাকে সুমুখ নামে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ফল ভোগবৃদ্ধি।

৯ দুর্ম্মুখ—যাহার দরজা ও অলিন্দ উত্তর দিকে তাহাকে দুর্ম্মুখ কহে। ফল বিমুখতা।

১০ ক্রূর—যে গৃহের পূর্ব্ব ও উত্তরে দুইটী দরজা ও দুইটী অলিন্দ, তাহাকে ক্রূর বলে। ফল সকল প্রকার দুঃখ।

১১ বিপক্ষ—যে গৃহের দক্ষিণ ও উত্তরে দুইটী দরজা ও দুইটী অলিন্দ থাকে, তাহাকে বিপক্ষ বলে। ফল শত্রুবৃদ্ধি।

১২ ধনদ—যে গৃহের পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও উত্তর দিকে তিনটী দরজা ও তিনটী অলিন্দ থাকে, তাহাকে ধনদ বলে। ফল ধনবৃদ্ধি।

১৩ ক্ষয়—যাহার পশ্চিম ও উত্তরে দুইটী দরজা ও দুইটী অলিন্দ থাকে, তাহাকে ক্ষয়গৃহ বলে। ফল সর্ব্বস্বনাশ।

১৪ আক্রন্দ—যে গৃহের পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকে তিনটী দ্বার ও তিনটী অলিন্দ থাকে, আর্য্যঋষিগণ তাহাকে আক্রন্দ নামে উল্লেখ করেন। ফল শোকপ্রাপ্তি।

১৫ বিপুল—যে গৃহের দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরে তিনটী দরজা ও তিনটী অলিন্দ দেওয়া হয়, তাহার নাম বিপুল। ফল বিপুলার্থলাভ।

১৬ বিজয়—ইহার চারিদিকে চারিটী দরজা ও চারিটী অলিন্দ দিতে হয়। সকল প্রকার গৃহের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ। ফল বিজয়লাভ।

বিশ্বকর্ম্মার মতে বাস্তু বিস্তারের সমান উচ্ছ্রিত বা উন্নত করা উচিত। কিন্তু যদি একশাল করিতে হয়, তবে বিস্তারের দ্বিগুণ উচ্চতা করা কর্ত্তব্য। এই প্রকার চতুঃশাল গৃহের উচ্ছ্রায় ও ব্যাস সমান করিবে। একশাল গৃহে বিস্তারের দ্বিগুণ দৈর্ঘ্য ও বিস্তারের সমান উচ্চতা করিলেও চলিতে পারে। দ্বিশাল গৃহে দ্বিগুণ, ত্রিশালে ত্রিগুণ ও চতুঃশালে পাঁচগুণ উচ্ছ্রায় করিবে। ইহার অধিক কখনও করিবে না।

কোন বাড়ীতে যদি একটী শালা নির্ম্মাণ করিতে হয়, তবে সাধ্যপক্ষে থাকিলে উত্তর শালা ভিন্ন অপর যে কোন শালা প্রস্তুত করিতে পারা যায়, কিন্তু একশালা গৃহে কেবল উত্তর শালা করিতে নাই। এইরূপ দ্বিশালা করিতে হইলে, দক্ষিণ ও পশ্চিমে, ত্রিশালা করিতে হইলে দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তরে অথবা পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে তিনখানি শালা নির্ম্মাণ করিবে।

পরাশর বলেন, যে বাস্তুতে গৃহ করিতে হইবে, তাহার পূর্ব্বসীমা হইতে পশ্চিম সীমা পর্য্যন্তকে পাঁচ ভাগ করিবে। তাহার পূর্ব্ব দিকের প্রথম তিন ভাগ পরিত্যাগ করিয়া তৎপরবর্ত্তী ভাগটীকে নাভি বলে। সেইস্থানে গৃহ করিতে নাই।

বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশের মতে ব্রাহ্মণের চতুঃশাল, ক্ষত্রিয়ের ত্রিশাল, বৈশ্যের দ্বিশাল ও শূদ্রের একশাল গৃহ করা উচিত। একশাল গৃহ সকল বর্ণেরই প্রশস্ত। ইহা কাহারও অমঙ্গলজনক নহে।

বৃহৎসংহিতায় প্রত্যেকের গৃহ পরিমাণ যেরূপ বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশ ও ময়শিল্প প্রভৃতিতে সেরূপ নাই। ইহার মতে প্রক্রিয়া অনুসারে আয়, ব্যয়, বার ও নক্ষত্র প্রভৃতি শুদ্ধ হইলেই গৃহ করিতে পারা যায়। কিন্তু মোটামোটি যেরূপ গৃহ করিলে যাহার পক্ষে ভাল হয়, তাহার সংক্ষেপে উল্লেখ আছে। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, যে বাস্তুর অলিন্দগুলি প্রদক্ষিণ ক্রমে দ্বারের নীচভাগ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহার নাম বর্দ্ধমান, ইহাতে দক্ষিণদিকে দরজা করিবে না। বর্দ্ধমান বাস্তু সকলের পক্ষেই শুভকর।

যাহার পশ্চিমদিকে একটী ও পূর্ব্বদিকে দুইটী অলিন্দ শেষ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ থাকে এবং অপর দুই দিকের অলিন্দও উৎক্ষিপ্ত এবং শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাহার নাম স্বস্তিক।

যাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমের অলিন্দ শেষ সীমা পর্য্যন্ত

বিস্তীর্ণ এবং উত্তর ও দক্ষিণের অলিন্দদ্বয় উহার অবধি সীমায় মিলিত হয়, সেই বাস্তুর নাম রুচক। ইহার উত্তর-দিকে দ্বার করিলে অমঙ্গল হয়।

যে বাস্তুর অলিন্দগুলি প্রদক্ষিণক্রমে নীচ ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ থাকে, তাহার নাম নন্দ্যাবর্ত্ত। ইহার পশ্চিম ভিন্ন অপর তিন দিকে দ্বার করিতে হয়। নন্দ্যাবর্ত্ত ও বর্দ্ধমান নামক বাস্তু সকলের পক্ষেই উত্তম, স্বস্তিক ও রুচক মধ্যম এবং অপর বাস্তুগুলি রাজাদির পক্ষেই শুভকর হইয়া থাকে।

যাহার উত্তরদিকে শালা থাকে না, তাহাকে হিরণ্যনাভ, পূর্ব্বশালাহীন হইলে সুক্ষেত্র, দক্ষিণশালা না থাকিলে চুল্লীত্রিশালক এবং পশ্চিমশালা হীন হইলে তাহাকে পক্ষঘ্ন বলে। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয়টী শুভকর। চুল্লীত্রিশালকে ধন-নাশ এবং পক্ষঘ্নে পুত্র নাশ ও বৈরিতা হয়। যে বাস্তুর পশ্চিম ও দক্ষিণ দুইটীমাত্র শালা থাকে, সেই দ্বিশাল বাস্তুকে সিদ্ধার্থ, কেবল পশ্চিমে ও উত্তরে শালা থাকিলে যমসূর্য্য, উত্তরে ও পূর্ব্বে শালা থাকিলে দণ্ড; পূর্ব্ব ও দক্ষিণে শালা থাকিলে বাত, পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে শালা থাকিলে গৃহচুল্লী এবং কেবল দক্ষিণ ও উত্তরদিকে শালাবিশিষ্ট দ্বিশাল বাস্তুকে কাচ বলে। সিদ্ধার্থ বাস্তুতে অর্থ প্রাপ্তি, যমসূর্য্যে গৃহস্বামীর মৃত্যু, দণ্ড বাস্তুতে দণ্ড ও বধ, বাত বাস্তুতে কলহ ও উদ্বেগ, চুল্লীতে বিত্তনাশ এবং কাচ বাস্তুতে জ্ঞাতিবিরোধ উপস্থিত হয়। (বৃহৎসং ৫৩অ৩২ ৪১)

বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশের মতে দক্ষিণে চতুর্ম্মুখ ও পূর্ব্বে ধন নামক গৃহ প্রস্তুত করিলে সেই দ্বিশাল বাস্তুকে বাত বলে। ইহাতে বাতরোগের বৃদ্ধি হয়। দক্ষিণে চতুর্ম্মুখ ও পশ্চিমে ধান্য নামক গৃহ প্রস্তুত করিলে তাহাকে যমসূর্য্য বলে। ইহাতে মৃত্যুভয় হয়। পূর্ব্বে ধন ও উত্তরে ধান্যসংজ্ঞক গৃহ করিলে তাহার নাম দণ্ড। ফল দণ্ডভয়। দক্ষিণে চতুর্ম্মুখ ও উত্তরে জয় সংজ্ঞক গৃহ থাকিলে তাহার নাম বীচী। ফল বন্ধুনাশ ও ধনক্ষয়। যাহার পূর্ব্বদিকে ধন নামক গৃহ ও পশ্চিমে ধান্যসংজ্ঞক গৃহ, তাহার নাম চুল্লী, ফল ধন ও ধান্যনাশ। দক্ষিণে আক্রন্দ ও পশ্চিমে ধনদ গৃহ নির্ম্মাণ করিলে সেই দ্বিশালকে ইন্দু বলে। ফল শস্য ও ধন বৃদ্ধি। যাহার দক্ষিণে বিপক্ষ ও পশ্চিমে ক্রূর নামক গৃহ, তাহার নাম শোভন, ফল ধন ও ধান্য বৃদ্ধি। যাহার দক্ষিণে বিজয় এবং পশ্চিমেও বিজয় গৃহ তাহার নাম কুম্ভ, ফল পুত্র ও কলত্র বৃদ্ধি। যাহার পূর্ব্বদিকে ধান্য এবং পশ্চিমেও ধান্যসংজ্ঞক গৃহ তাহার নাম মন্দ, ফল ধন ও শোভাবৃদ্ধি। যে কোন দুইদিকে বিজয় নামক দুইখানি শালা করিলে তাহার নাম অহ্বাবা। ফল শুভ। বাস্তুকে নব ভাগ করিয়া গৃহের শুভাশুভ চিন্তা করিতে হয়। [অপর বিবরণ বাস্তু প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

যে সকল বৃক্ষে ক্ষীর আছে, তাহাদ্বারা গৃহের কোন কার্য্য করিবে না। যে বৃক্ষে পক্ষীর বাসা আছে, তাহা দ্বারাও গৃহ প্রস্তুত করিতে নাই। গজভগ্ন, বিদ্যুৎ নির্ঘাত, অনল বা বায়ুপীড়িত চৈত্য বা দেবালয়োৎপন্ন, শ্মশানজাত, দেবাশ্রিত, কদম্ব, নিম্ব, বহেড়া, কণ্টকবৃক্ষ, অসার, বট, অশ্বত্থ, নির্গুণ্ডী, কোবিদার, প্লক্ষ, শাল্মলি ও পলাশ এই সকল বৃক্ষ দ্বারা গৃহের কোন কার্য্য করিবে না।

আগম শিরোজ্ঞান করিয়া যে স্থানে গৃহ করিলে কোন অমঙ্গল হইবার সম্ভব নাই, তথায় গৃহ নির্ম্মাণ করিবে।

বৈশাখ, শ্রাবণ, আষাঢ়, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন ও কার্ত্তিক এই কয়টী মাস গৃহারম্ভে প্রশস্ত। শুক্লপক্ষে গৃহারম্ভে সুখ ও কৃষ্ণপক্ষে ভয় হয়। রবি ও মঙ্গলবার ভিন্ন সকল বারই গৃহারম্ভে প্রশস্ত। পূর্ণিমা হইতে অষ্টমীর মধ্যে পূর্ব্বদ্বারী গৃহ, নবমী হইতে চতুর্দ্দশীর মধ্যে উত্তরদ্বারীগৃহ, অমাবস্যা হইতে অষ্টমীর মধ্যে পশ্চিমদ্বারী, এবং নবমী হইতে শুক্লচতুর্দ্দশীর মধ্যে দক্ষিণদ্বারী গৃহ করিতে নাই। বজ্র, ব্যাঘাত, শূল, ব্যতীপাত, অতিগণ্ড, বিষ্কুম্ভ ও গণ্ড, এই কয়টী যোগ গৃহারম্ভে বর্জ্জনীয়। অদিত্যদ্বয়, রোহিণী, মৃগশিরা, জ্যেষ্ঠা, ধনিষ্ঠা, উত্তরাত্রয়, রেবতী, মঘা, অনুরাধা ও শ্রবণানক্ষত্রে, শুভবারে, গণ্ড ভিন্ন যোগে, রিক্তা ও বিষ্টি ভিন্ন তিথিতে গৃহারম্ভ করিলে মঙ্গল হয়।

বৃশ্চিক, কর্কট, মেষ, কুম্ভ ও ধনু লগ্নে গৃহারম্ভ করিলে কার্য্যে বিলম্ব, কন্যা, মীন ও মিথুনলগ্নে গৃহারম্ভে অর্থ নাশ হয়। কোন কোন জ্যোতির্বিদের মতে কুম্ভ, সিংহ ও বৃষলগ্নে গৃহারম্ভে বৃদ্ধি হয়। গৃহারম্ভে যে যে নক্ষত্রের উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে কেবল জ্যেষ্ঠা ও পুনর্ব্বসু ভিন্ন অপর সকল নক্ষত্রই গৃহপ্রবেশে প্রশস্ত। কন্যা, কুম্ভ, বৃষ, বৃশ্চিক, সিংহ ও মিথুনলগ্নে, শুক্র, বৃহস্পতি সোম ও বুধবারে গৃহ প্রবেশ করিলে শুভ হয়। (যুক্তিকল্পতরু ও সময়প্রদীপ।)

বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশের মতে—চৈত্রমাসে গৃহারম্ভ করিলে ব্যাধি, বৈশাখে ধনরত্ন, জ্যৈষ্ঠে মৃত্যু, আষাঢ়ে ভৃত্য ও ধন-লাভ, শ্রাবণে মিত্রলাভ, ভাদ্রে হানি, আশ্বিনে যুদ্ধ, কার্ত্তিকে ধন ও ধান্যবৃদ্ধি, অগ্রহায়ণে ধনলাভ, পৌষে চোরভয়, মাঘে অগ্নিভয় এবং ফাল্গুনমাসে লক্ষ্মীবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

(বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশ ২ অঃ)

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, বাস্তুপুরুষ বামপার্শ্বে শয়ন

করিয়া থাকেন এবং তিন তিন মাস পরে মাথাটী একদিক্ হইতে আর একদিকে সরিয়া যায়। ইহার ক্রোড়ে গৃহ করা ভাল। সিংহ, কন্যা ও তুলারাশিতে উত্তরদ্বারী এবং যথাক্রমে বৃশ্চিক প্রভৃতি তিন তিন রাশিতে পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমদ্বারী গৃহ করিতে পারা যায়। দ্বারের দীর্ঘ পরিমাণের অর্দ্ধেক বিস্তার করিতে হয়। দিক্‌ভেদে গৃহের আটপ্রকার দ্বার হইয়া থাকে। দক্ষিণদ্বারে বীর্য্যহানি, অগ্নিকোণে দ্বার করিলে বন্ধন, বায়ুকোণে পুত্রনাশ ও সন্তোষ, উত্তরদিকে রাজপীড়া বন্ধন ও রোগ, পশ্চিমদ্বারে রাজভয়, অপত্যনাশ ও বিরোধ, পূর্ব্বদ্বারে অগ্নিভয়, বহু কন্যা, ধন, সম্মান, রাজনাশ ও রোগ হয়। ঈশানকোণে পূর্ব্ব দ্বারের ন্যায় ও নৈর্ঋতে পশ্চিম দ্বারের ন্যায় ফল হইয়া থাকে। (গরুড়পু° ৪৬ অঃ।) গৃহারম্ভে যাগ ও বাস্তুপুরুষের পূজা প্রভৃতি করিতে হয়। [বাস্তুযোগ ও বাস্তুবিদ্যা প্রভৃতি শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, বাস্তু যদি পূর্ব্ব ও উত্তরে উন্নত হয়, তবে ধনক্ষয় ও পুত্রনাশ, দুর্গন্ধযুক্ত হইলে পুত্রনাশ, বক্র হইলে বন্ধুনাশ, এবং দিক্‌ভ্রমে বাস্তু নির্ম্মিত হইলে নারীগণের গর্ভনাশ হইয়া থাকে। বাসভবনের চারিদিকে সমানভাবে ভূমি বর্দ্ধিত করিলে সমস্ত পদার্থের বৃদ্ধি হয়। যদি কোন কারণে একদিক্ বর্দ্ধিত করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তবে পূর্ব্ব বা উত্তরে বর্দ্ধিত করিতে পারে। বাস্তুর পূর্ব্বাদি দিক্ জলপূর্ণ থাকিলে যথাক্রমে সুতহানি, অগ্নিভয়, শত্রুভয়, স্ত্রীকলহ, স্ত্রীদোষ, নির্ধনতা, ধনবৃদ্ধি ও পুত্রবৃদ্ধি এই আটটী ফল হইয়া থাকে। গৃহকার্য্যের জন্য বৃক্ষ ছেদন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বদিন রাত্রিকালে বৃক্ষের বলিদান ও পূজা করিয়া পরদিন প্রাতে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক ছেদন করিবে। কর্ত্তিত বৃক্ষ যদি উত্তর বা পূর্ব্বদিকে পতিত হয় তবে শুভ। ইহা ব্যতীত অপরদিকে পড়িলে অশুভ জানিবে, সেই বৃক্ষকাষ্ঠে গৃহের কোন কার্য্য করিবে না। বৃক্ষচ্ছেদন করিলে সেই ছিন্ন স্থানের বর্ণ অবিকৃত থাকিলে সেই বৃক্ষই গৃহনির্ম্মাণের উপযোগী জানিবে। ছেদনের পর বৃক্ষের সারভাগ বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইলে তাহা দ্বারা গৃহনির্ম্মাণ করা উচিত নহে। গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বিজ, গো, গুরু, অগ্নি বা দেবতার উপরিভাগে শয়ন করিবে না। বংশ বা কড়িকাঠের নীচে শয়ন করা একান্ত নিষিদ্ধ।

প্রাচীন ঋষিগণ কি প্রকারে প্রাসাদ, একতল, দ্বিতল, ত্রিতল প্রভৃতি গৃহনির্ম্মাণ করিতে হয়, কি প্রকারে গৃহস্তম্ভ, গৃহসন্ধি বা গৃহভিত্তি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হয়। তাহা সুন্দর সুন্দর নিয়ম উদ্ভাবিত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই সকল নিয়মেই পূর্ব্বকালে গৃহাদি নির্ম্মিত হইত। [প্রাসাদ ও বাস্তু বিদ্যা প্রভৃতি শব্দে বিশেষ দ্রষ্টব্য।]

২ কলত্র, ভার্য্যা।

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।" (স্মৃতি)

৩ নাম। মেষাদি রাশি।

গৃহকচ্ছপ (পুং) গৃহে কচ্ছপ ইব। পেষণশিলা। (শব্দরত্না°) পর্য্যায়—পেষণি, পেষণীপট্ট, গৃহাখ্য।

গৃহকন্যা (স্ত্রী) ঘৃতকুমারী। (রাজনি°)

গৃহকপোত (পুং স্ত্রী) গৃহেস্থিতঃ কপোতঃ। পক্ষীবিশেষ, পায়রা। [পারাবত দেখ।]

গৃহকর্ত্তৃ (ত্রি) গৃহং করোতি কৃ-তৃচ্। ১ গৃহকারক, চলিত কথায় ঘরামি বলে। (পুং স্ত্রী) ২ ক্ষুদ্রাকৃতি ধূসরবর্ণ এক প্রকার চটকপক্ষী, চলিত কথায় বাবুই বলে। পর্য্যায়—দারু-ভক্ষণ, ক্ষয়, চটক, কুষিবিষ্ট, কর্ণপ্রিয়। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

গৃহকর্ম্মন্ (ক্লী) গৃহস্য কর্ম্ম ৬তৎ। ১ গৃহনির্ম্মাণ। ২ গৃহকার্য্য, গৃহে যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়, গৃহস্থের দৈনন্দিন ব্যাপার।

গৃহকর্ম্মদাস (পুং) গৃহকর্ম্মণো দাসঃ ৬তৎ। গৃহকর্ম্মের ভৃত্য, যে ভৃত্যের উপরে গৃহকর্ম্মের ভার অর্পিত হয়।

গৃহকলহ (পুং) গৃহে কলহঃ ৭তৎ। গৃহবিরোধ, একান্নভুক্ত পরিবারবর্গের সামান্য বিরোধ।

গৃহকারক (পুং) গৃহং করোতি কৃ-ণ্বুল্ ৬তৎ। ১ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। পরাশরপদ্ধতিতে লিখিত আছে যে, প্রতিমা-ঘটকের (কুম্ভকার?) ঔরসে নাপিতকন্যার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হয়।

"প্রতিমাঘটকাদেব কন্যায়াং নাপিতস্য চ।
সূত্রধারস্য সন্ততিঃ সোপানগৃহকারকঃ॥"

(ত্রি) ২ গৃহনির্ম্মাণকর্ত্তা, যে গৃহ নির্ম্মাণ করে, ঘরামী।

"মৃদ্দণ্ড চক্রসংযোগাৎ কুম্ভকারো যথা ঘটম্।
করোতি তৃণমৃৎকাষ্ঠৈ গৃহং বা গৃহকারকঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্য)

গৃহকারিন্ (ত্রি) গৃহং করোতি কৃ-ণিনি। ১ গৃহকারক, ঘরামী। (পুং) ২ কীটবিশেষ কুমিরপোকা। উপস্কর, উপকরণ বা ব্যঞ্জনের মসলা চুরি করিলে জন্মান্তরে গৃহকারী পোকা হয়।

"বকো ভবতি হৃত্বাগ্নিং গৃহকারী হ্যুপস্করং॥" (মনু ১২।৬৬)

গৃহকার্য্য (ক্লী) গৃহস্য কার্য্যং ৬তৎ। গৃহ কর্ম্ম, গৃহস্থালীর কাজ। "সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।" (মনু ৫।১৫০)

গৃহকুক্কুট (পুং স্ত্রী) গৃহে কৃতঃ কুক্কুটঃ। গৃহপালিত কুক্কুট।

"শ্বেতায় বদ্ধাদ্ গৃহকুক্কুটায়।" (সুশ্রুত, চি°ক° ৯)

গৃহকুলিঙ্গ (পুং) গৃহে দুষ্টঃ কুলিঙ্গঃ। পক্ষীবিশেষ, গৃহযাচক

৩ অর্থাবশেষ।

"অর্থপ্রবৃত্তিপতিভির্মানিতাঃ যজ্ঞেষু পূজ্যন্তে।" (ভারত)

(পুং স্ত্রী) ৭ গৃহস্বামী। স্ত্রীলিঙ্গে গৃহপত্নী ও গৃহপতি এই দুইটী প্রয়োগ হয়। [পতি দেখ।]

গৃহপত্নী (স্ত্রী) গৃহস্য পতিঃ ৬তৎ গৃহপতি-ঙীষ্ বিকল্পে নাস্তা-দেশঃ (বিভাষা স পূর্বস্য। পা ৪।১।৩৪) গৃহপালিকা, কর্ত্রী।

"গৃহান্‌গচ্ছ গৃহপত্নী" (ঋক্‌ ১০।৮৫।২৬) 'গৃহপত্নী গৃহ স্বামিনী' (সায়ণ।)

গৃহপাল (ত্রি) গৃহং পালয়তি গৃহ-পালি-অণ্। ১ গৃহরক্ষক। "অমকা প্রজাসীনং গৃহপালমথাব্রবীৎ।" (ভারত ৫।৬৪৭ অঃ) (পুং স্ত্রী) গৃহে পালয়ে তস্মৌ পালি অচ্। ২ কুকুর।

"আত্তেহক্ষয়তোপক্তং গৃহপাল ইবাহৃতম্।"

(ভাগবত ৩।৩০।১৫) 'গৃহপালঃ শ্বা' (শ্রীধর।)

গৃহপোতক (পুং) গৃহং পোতঃ শিশুরিবযত্র বহুব্রী কপ্। বাস্তু, বাটী। (শব্দর)

গৃহপ্রবেশ (পুং) গৃহে প্রবেশঃ ৭তৎ। ১ নূতন গৃহ নির্মিত হইলে শুভদিনে শুভক্ষণে যথাবিধি যাগাদির অনুষ্ঠান করিয়া গৃহযাত্রা। [বাস্তুপ্রয়োগ দেখ।] ২ গৃহের ভিতর গমন।

গৃহবক্র (পুং স্ত্রী) গৃহবন্নিতো বক্র। গৃহস্থিত মকুণ।

গৃহবলি (পুং) গৃহে দেয়ো বলিঃ। গৃহে অনুষ্ঠেয় বলিকর্ম, বৈশ্বদেব কর্ম।

"ততো গৃহবলিং কুর্যাদিতি ধর্মব্যবস্থিতঃ।" (মনু ৩।২৬৫।)

গৃহবলিপ্রিয় (পুং) গৃহবলিপ্রিয়োহস্য বহুব্রী। বকপক্ষী।

গৃহবলিভুজ্ (পুং স্ত্রী) গৃহে দত্তং বলিং অম্লাদিভক্ষ্যান্নং ভুঙ্‌ক্তে, ভুজ্-ক্বিপ্। ১ কাক। ২ চটক, চড়াই।

গৃহভঙ্গ (পুং) গৃহস্য ভঙ্গঃ ৬তৎ। ঘর ভাঙ্গা।

গৃহভঞ্জন (স্ত্রী) গৃহস্য ভঞ্জনং ৬তৎ। গৃহভঙ্গ।

গৃহভর্তৃ (ত্রি) গৃহস্য ভর্ত্তা ৬তৎ। গৃহস্বামী।

"গৃহভর্তৃবচনোহেব পীড়ামবেপ্রবজতি।" (বৃহৎস° ৫০ অঃ)

গৃহভূমি (স্ত্রী) গৃহস্য যোগ্যা ভূমিঃ। বাস্তুভূমি। (হলায়ুধ) [বাস্তু দেখ।]

গৃহভেদিন্ (ত্রি) গৃহং ভিনত্তি গৃহ-ভিদ্-ণিনি। গৃহভেদ-কারক, যে গৃহ ভেদ করে।

গৃহভোজিন্ (ত্রি) গৃহে ভোক্তুং শীলমস্য ভুজ-ণিনি। গৃহের লোক, একপরিবারভুক্ত।

গৃহমণি (পুং) গৃহস্য মণিরিব। প্রদীপ। (হারাব°)

গৃহমাচিকা (স্ত্রী) গৃহে মাচে অবতারেন তিষ্ঠতি মচ-ণ্বুল্ টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। চামচিকা, চামচিকা। (ত্রিকাণ্ড°)

গৃহমৃগ (পুং স্ত্রী) গৃহে মৃগইব। কুক্কুর। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়।

গৃহমেঘ (পুং) গৃহস্থমৃগ।

গৃহমেধ (পুং) গৃহেণ দারৈঃ মেধন্তে সংগচ্ছন্তে মেধ-অচ্ ৩তৎ। ১ যিনি দার পরিগ্রহ করিয়াছেন, গৃহস্থ। মেধ-হিংসায়াং ভাবে ঘঞ্। ২ পঞ্চসূনা রূপ হিংসা। গৃহে মেধা হিংসাহেতুকো যজ্ঞো যত্র বহুব্রী। ৩ যিনি গৃহে পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। গৃহে কর্তব্যো যজ্ঞো যস্য বহুব্রী। ৪ দেবতাবিশেষ।

"গৃহমেধাস আগত মরুতো মাপ ভূত ন।" (ঋক্‌ ৭।৫৯।১০।)

'গৃহমেধাসো গৃহে ক্রিয়মাণো যজ্ঞো মেধাং।' (সায়ণ।)

গৃহমেধিন্ (পুং) গৃহেণ দারৈঃ মেধন্তে সংগচ্ছন্তে মেধ-ণিনি। ১ গৃহস্থ। "পঞ্চক্লৃপ্তমহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহংগৃহমেধিনাম্।"(মনু ৩।৬৯।)

'গৃহমেধিনাং গৃহস্থানাং' (মেধাতিথি।) গৃহে কর্তব্যঃ মেধা যজ্ঞ ইত্যস্য ইনি। ২ মরুৎবিশেষ।

"মরুদ্ভ্যো গৃহমেধিভ্যঃ সায়ং চরুং নির্বপতি।"

(কাত্যা° শ্রৌ° ৫।৬।৮)

গৃহমেধীয় (ত্রি) গৃহমেধস্যেদং গৃহমেধ-ছ। ১ গৃহস্থের অনু-ষ্ঠেয় কর্ম। "সায়ংগবীয় দোহাৎ গৃহমেধীয়ং নিরূপং।"

(কাত্যা° শ্রৌ° ৫।৬।৩ চরিস্বামী।) গৃহমেধী মরুদ্বিশেষো দেবতাস্য গৃহমেধিন্-ছ। ২ হবিঃ প্রভৃতি গৃহমেধী মরুদ্-গণকে প্রদেয়। "সহস্রিয়ং দম্যং ভাগমেতং গৃহমেধীয়ং।" (ঋক্‌ ৭।৫৬।১৪) 'গৃহমেধিভ্যঃ দেয়ো ভাগম্'। (সায়ণ।)

গৃহমেধ্য (ত্রি) গৃহমেধো দেবতাস্য গৃহমেধ যৎ। গৃহমেধি দেবতাদিগকে প্রদেয় হবিঃ প্রভৃতি। গৃহমেধ্য ধর্মাদিস্বার্থে অণ্। গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় কর্মসমূহ।

"গৃহমেধ্যা ভবেরিত্যং কৃপণানি চ পূজয়েৎ।" (ভক্তিতত্ত্ব°)

'গৃহমেধ্যা গৃহকৃত্যপরাঃ' রঘুনন্দন।

গৃহযন্ত্র (স্ত্রী) গৃহে যন্ত্রং ৭তৎ। গৃহস্থিত কাষ্ঠাদি নির্মিত দ্রব্য রাখিবার আধারবিশেষ, চলিত কথায় আল্‌না বলে।

"গৃহযন্ত্রপতাকাশ্রীরপৌরাদরনির্মিতা।" (কুমার ৬।৪১।)

গৃহযাষ্য (ত্রি) গৃহয়তে গৃহ-ণিচ্-আয্য (অনিদিভ্য ণিগৃহিভ্য আয্যঃ। উণ্ ৩।৯৬) গৃহস্থ। (উণাদিকো°)

গৃহয়ালু (ত্রি) গৃহয়তে গৃহ্লাতি। গৃহ-ণিচ্-আলু। গ্রহীতা, গ্রাহক।

গৃহরাজ (পুং) গৃহাণাং রাজা ৬তৎ সমাসান্তটচ্। শ্রেষ্ঠ গৃহ।

"এবং তত্রৈব গৃহরাজনা ভাগম্।" (অথর্ব ১১।১।২৯।)

গৃহলক্ষ্মী (স্ত্রী) গৃহস্য লক্ষ্মীরিব। কুলীনা সচ্চরিত্রা স্ত্রী।

গৃহবাটিকা (স্ত্রী) গৃহসমীপে বাটিকা ইব আরামঃ। গৃহের নিকটবর্তী উপবন। (শব্দার্থ)

গৃহবিত্ত (ত্রি) গৃহং বিত্তং যত্র বহুব্রী। গৃহস্বামী। (অমরটীকা) স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ হয়।

গৃহবাজ (দেশজ) একপ্রকার পায়রা, ইহারা বহুদূর উড়িতে ও দূরস্থ নিজবাটী যাইতে পারে।

গৃহবাস (পুং) গৃহে বাসঃ ৭তৎ। ১ গৃহে অবস্থিতি। ২ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম।

গৃহবাসিন্ (ত্রি) গৃহে বসতি বস-ণিনি। যাহারা গৃহে বাস করে।

গৃহসংবেশক (পুং) গৃহং গৃহনির্ম্মাণং সংবেশয়তি উপজীবতি সম্-বিশ-ণুল্। বাস্তুবিদ্যোপজীবী, যাহারা গৃহনির্ম্মাণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, স্থপতি।

"গৃহসংবেশকো দূতো বৃক্ষারোপক এব চ।" (মনু ৩।১৬৩।)

গৃহস্থ (পুং) গৃহে দারেষু তিষ্ঠতি অভিরমতে গৃহ-স্থা-ক। (সুপিস্থঃ। পা ৩।২।৪) গৃহী, দ্বিতীয়াশ্রমস্থ। পর্য্যায়—জ্যেষ্ঠাশ্রমী, গৃহমেধী, স্নাতক, গৃহী, গৃহপতি, সত্রী, গৃহযাযী, গৃহাধিপ, কুটুম্বী, গৃহাশ্রমিক।

"গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্ বলীপলিতমাত্মনঃ।" (মনু ৬।২)

(ত্রি) গৃহে তিষ্ঠতি গৃহ-স্থা-ক। ২ গৃহস্থিত।

গৃহস্থধর্ম্ম (পুং) গৃহস্থস্য ধর্ম্মঃ ৬তৎ। গৃহী বা দ্বিতীয়াশ্রমীর অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্ম, গার্হস্থ্যধর্ম্ম। যিনি যে অবস্থাপন্নই হউন না কেন, যে পর্য্যন্ত পাঞ্চভৌতিক শরীর ধারণ করিবে, যে পর্য্যন্ত অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন থাকিয়া প্রকৃতপথ অবলোকন করিতে অক্ষম থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত সকলেই কোন না কোন একটী কার্য্য করিতে বাধ্য। কিন্তু প্রকৃতি বা রুচিভেদে প্রায়ই বিভিন্ন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই কার্য্যগুলি অমঙ্গল ও মঙ্গলকর স্বভাবতই দুই প্রকার। মানব আপন অভিলাষের পক্ষপাতী হইয়া প্রায়ই কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। অমঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠানে দারুণ মনস্তাপনার বিষময় রস পান করিয়াও আপনার অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে চাহে না। পরমকারুণিক পরিণামদর্শী আর্য্য ঋষিগণ সমস্ত মানবকুলের মঙ্গলের জন্য অনেক গবেষণা ও যোগলব্ধ প্রতিভাবলে ঐ সকল কার্য্যগুলির ফলাফল স্থির করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহারা কর্ত্তব্য কার্য্যগুলিকে চারিটী স্তরে বিভক্ত করিয়া অবস্থানুসারে মানবের পক্ষে অনুষ্ঠেয় বা অননুষ্ঠেয় বলিয়া নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। এই চারি স্তর কার্য্যই যথাক্রমে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষুধর্ম্মনামে অভিহিত হয়। মানবের জীবন কালকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া যথাক্রমে চারিটী ধর্ম্মের অনুষ্ঠানাধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। [কোন ধর্ম্ম কিরূপ গুণযুক্ত হইলে ধর্ম্মে অধিকারী তাহা তৎ তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।] এই চারিটী ধর্ম্মের মধ্যে যে ধর্ম্ম বা কার্য্যগুলি মানবজীবনের দ্বিতীয়ভাগে অনুষ্ঠেয়, তাহাকে গৃহস্থধর্ম্ম বা দ্বিতীয় আশ্রম বলে। আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় কার্য্যগুলির পর্য্যালোচনা করিলে উহাদিগকে তিনভাগে বিভক্ত বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে—সামাজিক, শারীরিক ও পারত্রিক। যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে সামাজিক উন্নতি এবং তদনুসারে অনুষ্ঠানকর্ত্তাও আংশিক ফললাভ করিয়া সুখী হইতে পারে, তাহাকে সামাজিক। যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে শরীর সুস্থ, বলবান ও কার্য্যক্ষম হইয়া মানবের পারত্রিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান সহায় হয়, তাহাকে শারীরিক এবং সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে জন্মান্তরে অথবা পরজীবনে সুখ বা নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও মুক্তিলাভ হয়, তাহাকে পারত্রিক বলা যাইতে পারে। আর্য্য ঋষিগণ সাংসারিক প্রীতিকে সুখ বলিয়া স্বীকার করেন না, চঞ্চল মানবপ্রকৃতি যে সুখ লাভ করিতে সর্ব্বদা লালায়িত, বিবেকী মুনিগণের চক্ষে তাহা অতি নিকৃষ্ট ও ঘোর দুঃখ। তাঁহারা মুক্তিকেই সুখ বলিয়া স্থির করেন এবং সকলকেই সুখী করিতে তাঁহাদের অভিপ্রায় (১)। অতএব তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত সকল ধর্ম্মেরই প্রধান উদ্দেশ্য মুক্তি। আপাততঃ যে ভাবেই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, আর্য্যগণের বিহিত সমস্ত কার্য্যই মুক্তির অনুকূল। [ধর্ম্ম ও মুক্তি দেখ।] মুক্তির প্রধান সহায় অন্তঃকরণ। গৃহস্থাশ্রমে সেই অন্তঃকরণ গঠিত হয় এবং মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ জ্ঞানের অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া মানবকে মুক্তির প্রথম সোপানে উপনীত করে, এই কারণে সকল আশ্রম বা ধর্ম্মের মধ্যে গার্হস্থ্যই প্রধান ও প্রশংসিত। প্রায় সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রেই অল্প বিস্তর গৃহস্থধর্ম্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে মনু, কাশীখণ্ড, মহাভারত, গরুড়পুরাণ, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাসসংহিতা ও বৃহৎপারাশরে অতি সুন্দর ও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

মনুর মতে ব্রহ্মচারী গুরুর অনুমতি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া গৃহস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। ব্রহ্মচর্য্য শেষ হইলে গৃহস্থধর্ম্মে অধিকার হয়। [ব্রহ্মচারী দেখ।] গৃহস্থ ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রথমে দারপরিগ্রহ করিতে হয়। দারপরিগ্রহ না করিলে গৃহস্থ হইতে পারা যায় না। ভার্য্যা গৃহস্থ ধর্ম্মের প্রধান সহায়, স্বয়ং ভাল বা উপযুক্ত ও কার্য্যাধিকারী হইলেও ভার্য্যার দোষে ধর্ম্মে ব্যাঘাত হয় এবং প্রকৃত পথ হইতে বিচলিত হইয়া পরিণামে দুঃখকর কুপথে যাইতে হয় এই কারণে আর্য্যগণ দারপরিগ্রহ সম্বন্ধে অনেকগুলি

(১) 'সুখার্থং সর্ব্বদা কাম্যং তচ্চ ধর্ম্মসমুদ্ভবম্।
তস্মাদ্ধর্ম্মোহয়ং কর্ত্তব্যঃ সর্ব্ববর্ণৈঃ প্রযত্নতঃ।" (কাশীখণ্ড)

নিয়ম করিয়াছেন। গৃহস্থের পক্ষে সেই সকল নিয়মগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্যপরিচালন করা উচিত। না হইলে নানা বিভ্রাট ঘটিতে পারে। [বিবাহ দেখ।] গৃহলক্ষ্মী কুলমহিলাগণ যাহাতে সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে, গৃহস্থ মন প্রাণে তাহার যত্ন করিবেন। অলঙ্কার ও বস্ত্র প্রভৃতি কামিনীগণের অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইবেন না, যে গৃহে মহিলারা সর্ব্বদাই আনন্দিত ও আদৃত হয়, দেবগণ সেই স্থানে বাস করেন। অর্থাৎ কামিনীগণ সুখস্বচ্ছন্দে আহ্লাদিত থাকিলে সেই গৃহ স্বর্গধামের ন্যায় সুখকর হয়। অকারণে অবলাদিগকে যাতনা দিলে তাহাদের শোকনিঃশ্বাসে গৃহস্থের দিন দিন অবনতি হইতে থাকে।

গৃহস্থ পঞ্চসূনা পাপের বিনাশের জন্য পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। ব্রাহ্মণের পক্ষে অধ্যাপন, পিতৃযজ্ঞ, হোম বলি ও অতিথিসৎকার এই পাঁচটী মহাযজ্ঞ একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা পরিত্যাগ করিলে গৃহস্থ একেবারেই উৎসন্নপ্রায় হইয়া পড়েন। অহুত, হুত, প্রহুত, ব্রাহ্ম্যহুত ও প্রাশিত এই পাঁচটী যজ্ঞও গৃহস্থের কর্ত্তব্য। ইষ্টমন্ত্রের জপের নাম অহুত, হোমের নাম হুত, ভৌতিক বলিকে প্রহুত, ব্রাহ্মণের অর্চ্চনাকে ব্রাহ্ম্যহুত ও পিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতিকে প্রাশিত বলে। গৃহস্থের পক্ষে অতিথিসৎকার একটী প্রধান কার্য্য, প্রাণান্তেও ইহা পরিত্যাগ করিবে না। যখন যেরূপ অবস্থায় থাকিবে, তখন সেইরূপ অবস্থায় অতিথির পূজা করিবে। সর্ব্বাগ্রে অতিথিকে ভোজন করাইয়া তৎপরে গৃহস্থ সপরিবারে ভোজন করিবে। [অতিথি ও শ্রাদ্ধ দেখ।]

মনুর মতে—মানবজীবনকে চারিভাগ করিয়া তাহার প্রথমভাগ ব্রহ্মচারী হইয়া গুরুর বাড়ীতে থাকিবে এবং যথাবিধি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া পরে গৃহস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। কোন প্রাণীর হিংসা না করিয়া যে প্রকারে জীবিকানির্ব্বাহ হইতে পারে, সেই বৃত্তি অবলম্বন করাই সর্ব্বপ্রকারে উচিত। আপৎকালে অল্প হিংসা করিয়াও জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারা যায়। সকল জাতীয় গৃহস্থই আপন বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। কখনও নিন্দনীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। যে সকল অনুষ্ঠানে শরীরের বিশেষ ক্লেশ না হয়, সেই সকল উপায়ে ধনসঞ্চয় করিবে। শরীরটী জীর্ণ শীর্ণ করিয়া অথবা পোষণ না করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিলে পাপ হয়। ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত ও সত্যানৃত এই পাঁচটী বৃত্তি প্রশংসনীয় এবং শ্ববৃত্তি গৃহস্থের পক্ষে নিন্দনীয়। উঞ্ছশীলতাকে ঋত, যাচ্ঞা না করার নাম অমৃত, ভিক্ষাকে মৃত, কৃষিকার্য্যের নাম প্রমৃত ও বাণিজ্যকে সত্যানৃত বলে। ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পরবর্ত্তীগুলি লঘু। সেবাকে শ্ববৃত্তি নামে উল্লেখ করা হয়। গৃহস্থ নিতান্ত বিপদ্ সময়েও এই বৃত্তি অবলম্বন করিবে না। ইহার ন্যায় দুঃখকর ও লাঘবকারিণী নিকৃষ্ট বৃত্তি নাই। যে গৃহস্থ তিন বৎসর পর্য্যন্ত পরিবারবর্গের যথোচিত ভরণপোষণ চলিতে পারে, এইরূপ ধন সঞ্চিত রাখিয়া ব্যয় করে, তাহাকে কুশূলধান্যক, যে এক বৎসরের উপযুক্ত সঞ্চয় করিয়া ব্যয় করে তাহাকে কুম্ভীধান্যক, তিন অহের অর্থ রাখিয়া ব্যয় করিলে তাহাকে 'ত্র্যৈহিক' এবং যে গৃহস্থ পরদিন কি খাইবে তাহার নিশ্চয় নাই, তাহাকে অশ্বস্তনিক বলে। প্রাচীন আর্য্যগণ ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পরকে প্রশংসা করিয়াছেন। এই চারি রকমের গৃহস্থের মধ্যে প্রথম অর্থাৎ কুশূলধান্যক উঞ্ছশীলতা, অযাচিত যাচিত কৃষি, বাণিজ্য ও অধ্যাপন এই ছয়টী বৃত্তি অবলম্বন করিবে। কুম্ভীধান্যক কৃষি ও বাণিজ্য পরিত্যাগ করিয়া অপর চারিটী বৃত্তির যে কোন তিনটী অবলম্বন করিতে পারে। ত্র্যৈহিক কৃষি বাণিজ্য ও যাচিত এই তিনটী পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট তিন বৃত্তির যে কোন দুইটী এবং অশ্বস্তনিক কেবলমাত্র ব্রহ্মসত্র শিলোঞ্ছের অন্যতর বৃত্তি অবলম্বন করিবে।

অকুটিল, শঠতাশূন্য ও শুদ্ধজীবিকাই ব্রাহ্মণের অবলম্বনীয়। সুখার্থী সংযত ও সন্তোষযুক্ত থাকিবে। সন্তোষই সুখের কারণ, সন্তোষ না থাকিলে সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্য লাভেও সুখী হইতে পারা যায় না। বেদে যে সকল কার্য্য যাহার পক্ষে বিহিত আছে, তাহার অনুষ্ঠানে মানব জগতে অতুল সুখ, দীর্ঘায়ু ও প্রশংসা লাভ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত একত্র বাস করিতে পারা যায়। প্রসঙ্গ অর্থাৎ গীত বাদ্য প্রভৃতি ও অবিহিত বা অকুলোচিত কর্ম্ম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবে না। জীবিকানির্ব্বাহের উপযুক্ত পৈতৃক ধন থাকিলে আর অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে নাই। ইন্দ্রিয় সংযত রাখিতে সর্ব্বদাই যত্ন করিতে হয়। ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ পূরণ করিতে কখনও আসক্ত হইবে না। কোন বিষয়েই অতিরিক্ত আসক্তি থাকা ভাল নহে। দৈবাৎ কোন বিষয়েই নিরতিশয় আসক্তি হইয়া পড়িলে যে প্রকারে হউক তাহার নিবারণ করিবে। ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়নের বিরোধি কোন বিষয়েই অনুষ্ঠান করিবে না। বয়স, কর্ম্ম, ধন, সম্পত্তি, পাণ্ডিত্য ও বংশের অনুরূপ বেশ, বাক্য ও বুদ্ধি অবলম্বন করিতে হয়। জ্ঞানের বিকাশ ও উন্নতি জন্য প্রতিদিন শাস্ত্র

ও বৈবাহিকগণের অবলোকন করিবে। শাস্ত্রের অনুশীলনে দিন দিন জ্ঞানের বৃদ্ধি ও বিজ্ঞানের অভিরুচি হয়। (মনু ৪ অধ্যায়।)

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে, বিনা ক্লেশে কখনও অর্থ হইতে পারে না। অর্থের অভাবে ক্রিয়ালোপ ও ক্রিয়ালোপে ধর্ম্ম হানি হয়। ধর্ম্মই সুখের কারণ, ধর্ম্ম না হইলে কখনও সুখ হইতে পারে না। গৃহস্থ আশ্রমে অর্থোপার্জ্জন, ধর্ম্ম ও নিবৃত্তিপর সুখ লাভ হইয়া থাকে, তাই চারি প্রকার আশ্রমের মধ্যে ইহাই প্রশংসনীয়। সৎপথে থাকিয়া উপার্জ্জিত অর্থ পারলৌকিক সুখের জন্য সৎপাত্রে অর্পণ করিবে, অসৎ পাপাচারীদিগকে কখনও দান করিবে না। বিপদ্ সময়ে পরিবারবর্গ পালনের জন্যও অথবা ঋণ পরিশোধের জন্য পাপাচারীকে দান করিলেও কোন প্রত্যবায় হয় না। যথাসাধ্য পোষ্য বা পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ করিলে ঐহিক ও পারত্রিক সুখ হয় এবং না করিলে পাপ হইয়া থাকে। গৃহস্থমাত্রই যত্নপূর্ব্বক আপন পোষ্যবর্গকে প্রতিপালন করিবে। মাতা, পিতা, গুরুপত্নী, সন্তান, আশ্রিত, অভ্যাগত ও অগ্নি এই সব শ্রেণীকে শাস্ত্রকারগণ পোষ্যবর্গ বলিয়া থাকেন। দীন অনাথদিগকে দান, পরিবারবর্গকে সমান ভাবে প্রতিপালন, দয়া, ক্ষমা, দেবতা ও অতিথিপূজা গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতিথি গৃহে উপস্থিত হইলে মিষ্ট বাক্য, স্নেহদৃষ্টি, মন ও মুখের প্রসন্নতা, অভ্যুত্থান, স্নেহসম্ভাষণ, উপাসনা ও অনুগমন করা গৃহস্থের একান্ত উচিত। আসন, পাদশৌচ যথাশক্তি ভোজন, পৃথিবী, শয্যা, তৃণ, জল, অভ্যঙ্গ ও দীপ গৃহস্থের উন্নতির কারণ। ব্রাহ্মণগণ যথানিয়মে অতিথি ও দেবগণের পূজা করিয়া রাত্রি এক প্রহর অতীত হইলে যজ্ঞ শেষ হবি ভোজন করিয়া শয়ন করিবেন এবং শেষ প্রহরে পুনর্ব্বার শয্যা পরিত্যাগ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হইবেন। খলতা, পরদারাভিলাষ, পরদ্রোহ, ক্রোধ, মিথ্যা ব্যবহার, অপ্রিয় আচরণ, দ্বেষ, দম্ভ ও কপটতা এই নয়টীকে বিকর্ম্ম বলে। গৃহস্থ ইহা পরিত্যাগ করিবে। স্নান, সন্ধ্যা, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, দেবার্চ্চনা, বৈশ্বদেব, অতিথিসৎকার ও পিতৃতর্পণ এই নয়টী অবশ্য করণীয়: সত্য, শৌচ, অহিংসা, শান্তি, জ্ঞান, দয়া, দম, অস্তেয় ও ইন্দ্রিয় সংযম এই নয়টী সকল বর্ণের সাধন। [এই আশ্রমে স্ত্রীদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্ত্রীধর্ম্ম শব্দে দ্রষ্টব্য।] গৃহস্থ সর্ব্বদাই ইহার অনুষ্ঠানে যত্ন করিবে। (কাশীখণ্ড ৩৫ অঃ)

ব্যাসসংহিতার মতে গৃহস্থের কর্ম্ম তিন প্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। গৃহস্থ রাত্রির শেষভাগে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুর ধ্যান করিবে এবং মাঙ্গলিক দ্রব্য অবলোকন করিয়া আবশ্যক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে। প্রথমে শৌচ কর্ম্ম করিয়া অগ্নিসেবন, দন্তধাবন ও স্নান করিয়া পবিত্র ভাবে সন্ধ্যা ও দেবদেবীর অর্চ্চনা করিবে। ইহার পরে যথাবিহিত বেদ বা বেদাঙ্গ অধ্যয়ন ও ইতিহাস প্রভৃতি অভ্যাস করিয়া ব্রাহ্মণগণ উপযুক্ত অধিকারী শিষ্যদিগকে অধ্যাপনা করাইবেন। ইহার পরে যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি করিয়া বৈদিক ব্যাপার সমাপন করিবেন। (ব্যাসসংহিতা ৪ অঃ)

ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা দক্ষের মতে উদয় হইতে অস্তের মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষণকালের জন্যও নিষ্ক্রিয় হইবে না। সর্ব্বদাই কোন না কোন একটী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। ব্রাহ্মণের দৈনিক কর্ত্তব্যকর্ম্ম—উষাকাল হইতে যথাক্রমে শৌচ স্নান, দন্তধাবন, প্রাতঃস্নান, সন্ধ্যার উপাসনা, হোমের অনুষ্ঠান, দেবতার্চ্চন, গুরু ও মাঙ্গলিক দ্রব্যের অবলোকন; এই সকল কর্ম্ম দিবসের প্রথম ভাগে অনুষ্ঠেয়। দ্বিতীয় ভাগে বেদাভ্যাস, জপ, দান ও অধ্যাপনা এই কয়টী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। তৃতীয় ভাগে পোষ্যবর্গের প্রতিপালনের জন্য অর্থোপার্জ্জন ও আহরণ করিতে হয়। চতুর্থ ভাগে স্নান ও মৃত্তিকা আহরণ, পঞ্চম ভাগে পিতৃলোক ও দেবলোক প্রভৃতির অর্চ্চনা এবং যথানিয়মে পোষ্যবর্গকে বিভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং অবশিষ্ট ভোজন করিবে। ভোজনের পরে অন্ন সুপরিপাক হওয়া পর্য্যন্ত সুস্থচিত্তে অবস্থান করিবে। ইহার পরে ইতিহাস ও পুরাণ প্রভৃতির আলোচনে ষষ্ঠ ও সপ্তমভাগ অতিবাহিত করিবে। অষ্টম ভাগে প্রয়োজনীয় লৌকিক ব্যবহারের অনুষ্ঠান, সন্ধ্যা, উপাসনা, হোম, ভোজন ও সাংসারিক কার্য্য যথাক্রমে করিয়া পরে বেদাধ্যয়ন করিবে। যথাসময়ে নিদ্রিত হইয়া রাত্রি এক প্রহর থাকিতে গাত্রোত্থান করিতে হয়। (দক্ষ স্মৃতি।) [গৃহস্থধর্ম্মের অপর বিবরণ তত্তৎ শব্দে ও আহ্নিক শব্দে দ্রষ্টব্য।]

গৃহস্থান (ক্লী) গৃহস্য স্থানং ৬তৎ। বাস্তুস্থান, যে স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়।

গৃহস্থাশ্রম (পুং ক্লী) গৃহস্থরূপাশ্রমঃ। গৃহস্থের কর্ত্তব্য ধর্ম্ম, দ্বিতীয়াশ্রম। [গৃহস্থধর্ম্ম দেখ।]

গৃহস্থূণ (ক্লী) গৃহস্য স্থূণং ৬তৎ সমাসে ক্লীবত্বং। গৃহস্তম্ভ, ঘরের খুঁটি বা থাম। (অমর ৩।৪।৩০।)

গৃহস্বামিন্ (ত্রি) গৃহস্য স্বামী অধিপতিঃ ৬তৎ। গৃহপতি, বাটীর কর্ত্তা।

গৃহহন্ (ত্রি) গৃহং হন্তি হন্ ক্বিপ্। গৃহনাশক। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইয়া গৃহঘ্নী হয়।

গৃহাক্ষ (পুং) গৃহস্যাক্ষীব সমাসে টচ্। গবাক্ষ, বাতায়ন।

গৃহাগত (পুং) গৃহমাগতঃ ২তৎ। ১ আগন্তুক অতিথি। (ত্রি) ২ যে ব্যক্তি গৃহে আসিয়াছে।

গৃহাধিপ (পুং) গৃহস্য অধিপঃ ৬তৎ। ১ গৃহস্থ। (ত্রি) ২ গৃহস্বামী।

গৃহালিকা (স্ত্রী) জোঁক, টিকটিকী। (শব্দর°)

গৃহাম্ল (ক্লী) গৃহস্থিতমম্লং। কাঁজিক, কাঁজি। (ত্রিকাণ্ড°)

গৃহাম্বু (ক্লী) গৃহে পর্য্যুষিতং অম্বু। কাঁজিক। (চক্রদ°)

গৃহায়নিক (পুং) গৃহরূপময়নং বিদ্যতেঽস্য গৃহায়ন-ঠন্। গৃহস্থ। (শব্দর°)

গৃহারাম (পুং) গৃহস্য আরামঃ ৬তৎ। গৃহের নিকটবর্ত্তী উপবন। (অমর ২।৩।১)

গৃহার্থ (পুং) গৃহে নিষ্পাদ্যোঽর্থঃ মধ্যলো°। গৃহকর্ম। "পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া।" মনু ২।৬৭

গৃহালিকা (স্ত্রী) গৃহে আলিরিব কায়তি কৈ ক। গৃহগোধিকা টিকটিকী। (হারাবলী)

গৃহাবগ্রহণী (স্ত্রী) গৃহং অবগৃহ্যতে অনয়া অবগ্রহ করণে ল্যুট্ ঙীপ্। দেহলী, দেওয়াল। (অমর)

গৃহাবস্থিত (ত্রি) গৃহে অবস্থিতঃ। গৃহস্থিত, যাহা গৃহে আছে।

গৃহাশয়া (স্ত্রী) গৃহে ইব আধারভূতস্থানে আশেতে আ-শী অচ্ টাপ্। তাম্বুলী, পানের গাছ। (রাজনি°)

গৃহাশ্মন্ (পুং) গৃহস্থিতোঽশ্মা। পেষণী, শিল। (ত্রিকাণ্ড°)

গৃহাশ্রম (পুং ক্লী) গৃহস্যেব আশ্রমঃ। ১ গৃহরূপ আশ্রম।
"এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ।" (মনু ৬।১)
২ গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় ধর্ম, গার্হস্থ্য।

গৃহাশ্রমিন্ (পুং) গৃহাশ্রমোঽস্ত্যস্য গৃহাশ্রম-ইনি। যাহার গৃহাশ্রম আছে, গৃহস্থ।
"তাবদ্ ভবেন্নৃপজ্যেষ্ঠাপত্যোৎপাদনাদ্গৃহাশ্রমী।" (মার্ক° ২৯।২৯)

গৃহাসক্ত (ত্রি) গৃহে ভার্য্যায়াং আসক্তঃ। ১ ভার্য্যাসক্ত। গৃহে সাংসারিককর্ম্মণি আসক্তঃ। ২ সাংসারিক কার্য্যে নিরত। ৩ গৃহস্থিত পাখী প্রভৃতি।

গৃহিন্ (পুং) গৃহং ভার্য্যা অস্ত্যস্য গৃহ ইনি। গৃহাশ্রমী, গৃহস্থ।
"হুতান্ ক্রতুপ্রতীকাশং সুখবদ্ধাশ্রমে গৃহী।" (ভা° ৩।৩০।৯)

গৃহিণী (স্ত্রী) গৃহং গৃহকর্ত্তৃত্বং গৃহকৃত্যং বা অস্ত্যস্য গৃহ ইনি ঙীপ্। ভার্য্যা, পত্নী, গৃহস্বামী যে ভার্য্যার প্রতি সমস্ত গৃহভার অর্পণ করেন, চলিত কথায় গিন্নী বলে। প্রাচীন কালে আর্য্যগণ যে সকল নিয়মে গৃহিণী দ্বারা গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতেন, ইতিহাস ও প্রাচীন নীতিশাস্ত্রে তাহার অনেক গুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে। শুক্রনীতির মতে ব্রাহ্মণ গৃহিণীর কর্ত্তব্য স্বামীসেবা, ইহা ব্যতীত স্ত্রীলোকের আর কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয় না, তবে পতি কোন যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে গৃহিণীকে তাহার সহায় হইতে হয়, ইহা ছাড়া স্বতন্ত্রভাবে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান নাই। গৃহিণী স্বামী শয্যা পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই শয্যা পরিত্যাগ করিবে, পঞ্চপ্রণাম শরীর শুদ্ধি করিয়া বিছানাদি উঠাইয়া রাখিবে, এবং গৃহটী ঝাট দিয়া জলদ্বারা পরিষ্কার করিয়া লেপন করিবে। ইহার পরে যজ্ঞকাষ্ঠ ও জলপাত্র যথাবিধানে শোধন করিয়া উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করিবে। জলপাত্রগুলি জলপূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। এইরূপে আহ্নিক ব্যাপারের যাজন যাজন ও অপর অপর কার্য্য শেষ হইলে পাককার্য্যে নিযুক্ত হইবে। প্রথমে পাকগৃহের বাসনগুলি বাহির করিয়া গৃহ লেপন ও বাসনগুলি মার্জ্জন করিবে। ইহার পরে স্নান করিয়া পাকের সমস্ত আয়োজন করিবে। এই সকল পূর্ব্বাহ্নের কার্য্য। গৃহিণী সর্ব্বদাই শ্বশুর ও শাশুড়ীর সেবা করিবে। সর্ব্বদা স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমন ও দাসীর ন্যায় তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিবে। ইহার পরে উপযুক্ত সময়ে পাক করিয়া সর্ব্বপ্রথমে গুরুজনকে ভোজন করাইবে, গুরুজনের ভোজন হইলে অপর লোকদিগকে ভোজন করাইয়া পরে অনুযাত্রক্রমে সর্ব্বশেষে স্বয়ং ভোজন করিবে। ভোজনের পর সায়ংকাল পর্য্যন্ত গৃহের আয় ব্যয় ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য চিন্তা করিবে। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে পূর্ব্বাহ্নের ন্যায় সমস্ত গৃহকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া পাক করিবে। পূর্ব্বানুসারে সকলকে ভোজন করাইয়া আপনি ভোজন করিবে। তৎপরে শয্যা প্রস্তুত করিবে। পতি শয়ন করিলে তাহার চরণসেবায় নিযুক্ত থাকিবে। স্বামীর নিদ্রা হইলে স্বয়ং নিদ্রিত হইবে এবং রাত্রিশেষে পতির উঠিবার পূর্ব্বেই গাত্রোত্থান করিবে। অনবধানতা, চঞ্চলতা, ক্রোধ, ঈর্ষ্যাবচন, পরের নিন্দা, পিশুনতা, হিংসা, বিদ্বেষ, মোহ, অহঙ্কার, ধূর্ত্ততা, নাস্তিকতা, সাহস ও দম্ভ এই সকল পরিত্যাগ করা সাধ্বী গৃহিণীর পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। (শুক্রনীতি ৩ অঃ)

কৃষ্ণপত্নী সত্যভামা দ্রৌপদীর নিকটে জিজ্ঞাসা করায় দ্রৌপদী তাঁহাকে গৃহিণীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য উপদেশ দেন। তাহা ভারতে অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। সেই সকল নিয়মে চলিলে স্ত্রীলোক পরমসুখে কাল কাটাইতে পারেন। [স্ত্রীধর্ম দেখ।]

গৃহিণীপনা (দেশজ) গৃহিণীর ভাব।

গৃহীত (ত্রি) গ্রহ-কর্ম্মণি-ক্ত। ১ স্বীকৃত। ২ অবগত। ৩ প্রাপ্ত। ৪ ধৃত। "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ।" (হিতো°) (ক্লী) গ্রহ-ভাবে-ক্ত। ৫ স্বীকার। ৬ জ্ঞান। ৭ প্রাপ্তি। ৮ ধারণ।

গৃহীতগর্ভা (স্ত্রী) গৃহীতো গর্ভোযয়া বহুব্রী। গর্ভবতী। [গর্ভিণী দেখ।]

গৃহীতদিশ্ (ত্রি) গৃহীতা দিক্ যেন বহুব্রী। ১ পলায়িত। ২ তিরস্কৃত। (হেমচ°)

গৃহীতনামন্ (ত্রি) গৃহীতং প্রশস্তং পুণ্যজনকং নাম যস্য বহুব্রী। যাহার নাম প্রশস্ত।

"গৃহীতনামা বিখ্যাতো বীরসেন ইতিস্মৃতঃ।" (মনো° ১২।৩৫)

গৃহীতবিদ্য (ত্রি) গৃহীতা অধীতা বিদ্যা যেন বহুব্রী। যে বিদ্যা গ্রহণ করিয়াছে শিক্ষিত, পণ্ডিত।

গৃহীতব্য (ত্রি) গ্রহ-কর্ম্মণি তব্য। গ্রহণযোগ্য, যাহা গ্রহণ করা উচিত। (ক্লী) গ্রহ-ভাবে তব্য। ১ গ্রহণ।

গৃহীতাস্ত্র (ত্রি) গৃহীত মস্ত্রং যেন বহুব্রী। যে ব্যক্তি অস্ত্র ধারণ করিয়াছে, অস্ত্রধারী।

গৃহীতিন্ (ত্রি) গৃহীতং গ্রহণং অস্ত্যস্য গৃহীত-ইনি। যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, কৃতগ্রহণ।

গৃহু (ত্রি) গ্রহ-কু (উণ্ ১।৩৮)। যে গ্রহণ করে, গ্রহীতা। "স ইন্দ্রোভো যো গৃহবে দদাত্যন্নকামায় চরতে কৃশায়।" (ঋক্ ১০।১১৭।৩) 'গৃহবে প্রতিগ্রহীত্রে' (সায়ণ।)

গৃহেজ্ঞানিন্ (ত্রি) ১ অদূরদর্শী। ২ নিতান্ত নির্ব্বোধ।

গৃহেরুহ (পুং) গৃহে রোহতি রুহ-ক, অলুক্সমা°। গৃহজাত বৃক্ষ। "তিরস্তাণ্ডক খট্বাঙ্ক কুক্কুটং জলকং তথা। অপ্রশস্তানি সর্ব্বাণি যশ্চবৃক্ষো গৃহেরুহঃ॥" (ভা° আহ্ণি° ১১৭)

গৃহেনর্দ্দিন্ (পুং) গৃহে এব নর্দ্দতি নর্দ্দ-ণিনি অলুক্সমা°। কাপুরুষ, যাহারা যুদ্ধে ভীরু, কেবল গৃহে বসিয়া আস্ফালন করে, তাহাদিগকে গৃহেনর্দ্দী বলে।

গৃহেশ (পুং) গৃহস্য ঈশঃ ৬তৎ। ১ গৃহের স্বামী, ঘরের কর্ত্তা। ২ রাশপতি।

গৃহেশ্বর (পুং) গৃহস্য ঈশ্বরঃ ৬তৎ। গৃহের অধিপতি, কর্ত্তা। "অর্থতস্মিন্ স্থানে গৃহেশ্বরাধিষ্ঠিতে হবে বা।" (বৃহৎস° ৫৩ অঃ)

গৃহোৎপাত (পুং) গৃহস্য উৎপাতঃ ৬তৎ। গৃহের বিঘ্ন।

গৃহোপকরণ (ক্লী) গৃহস্য উপকরণং ৬তৎ। গৃহ প্রস্তুত করিতে যে যে দ্রব্য দরকার হয়, গৃহসামগ্রী।

গৃহোলিকা (স্ত্রী) গৃহে বলতে গৃহ-বল-ক্বুন্ বাহুলকাৎ সংপ্রসারণং টাপ্ অত ইত্বক। জেঠী, টিকটিকী। (হেমচ°)

গৃহ্য (পুং) গৃহ্যতে আত্মবার্যতিঃ গ্রহ ক্যপ্ (পদাস্বৈরিবাহ্যাপক্ষ্যেষু চ। পা ৩।১।১১৯) ১ গৃহাসক্ত পক্ষী। ২ গৃহাসক্ত মৃগ। (ক্লী) গৃহ্যতে আক্রম্যতে যোগেণ গ্রহ-ক্যপ্। ৩ গুহ্য, মলদ্বার। (ত্রি) ৪ অস্বতন্ত্র, পরাধীন। ৫ আয়ত্ত। ৬ পক্ষ্য, পক্ষপাতী।

অপগৃহ্য বচনে বিপশ্চিতঃ।" (ভারবি ২।৫)

গৃহে ভবঃ গৃহ-যৎ। ৭ গৃহোৎপন্ন। (পুং) ৮ গৃহনিমিত্তক অগ্নি। (ক্লী) ৯ সেই অগ্নি সম্বন্ধীয় কর্ম্ম।

"উক্তানি বৈতানিকানি গৃহ্যাণি বক্ষ্যামঃ।" (আশ্ব° গৃহ্য° ১।১।১)

'গৃহনিমিত্তোঽগ্নিঃ গৃহ্যঃ। তত্রভবানি কর্ম্মাণ্যপি গৃহ্যাণি' (কর্ক)। (পুং) গৃহ্যন্তে সংগৃহ্যন্ত বেদবিহিতানি কর্ম্মকাণ্ডান্যত্র গ্রহ-ক্যপ্। ১০ বৈদিকগ্রন্থ বিশেষ, ইহাতে গৃহস্থের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান প্রণালী ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অতি সুন্দররূপে নির্ণীত আছে। হিন্দুগণ অনেক দিন হইতেই এই গ্রন্থের মতানুসারে বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান সময়েও ইহার মতই সর্ব্বাধিক আদরণীয়। সচরাচর ব্যবহারে ইহাকে গৃহ্যসূত্র নামে উল্লেখ করা হয়। বেদ এবং শাখাভেদে অনেকগুলি গৃহ্যসূত্র আছে। ইহার ভাষা প্রায় বৈদিক ভাষার ন্যায়। ইহার ভাষা দেখিয়া অনেকেই অনুমান করেন যে ঠিক বৈদিক কালে না হইলেও তাহার অব্যবহিত পরে যে এই গ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। [সূত্র দেখ।]

গৃহ্যক (ত্রি) গৃহ্য স্বার্থে কন। ১ গৃহাসক্ত পক্ষী। ২ গৃহাসক্ত মৃগ। ৩ পরাধীন।

গৃহ্যগুরু (পুং) শিব।

গৃহ্যগ্রন্থ (পুং) গৃহ্যসূত্র।

গৃহ্যা (স্ত্রী) গৃহ্য টাপ্। বৃহৎ গ্রামের নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্রগ্রাম।

গেঁউড় (দেশজ) স্ফীত গ্রন্থযুক্ত মূল।

গেঁওখালি, বাঙ্গালার মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম, কাঁথি হইতে ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে আলোকগৃহ ও ষ্টীমারের ষ্টেসন আছে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ঝড়ে ইহার বিশেষ অনিষ্ট হয়।

গেঁজ (দেশজ) বীজ হইতে উৎপন্ন কন্দযুক্ত মুকুল।

গেঁজলা (দেশজ) ফেনাযুক্ত।

গেঁজা (গঞ্জাশব্দজ) গাঁজা।

গেঁজ্যা (দেশজ) ছোট থলি।

গেঁজ্যাল (দেশজ) যে ব্যক্তি সর্ব্বদা গাঁজা খাইয়া উন্মত্ত থাকে, গাঁজাখোর।

গেঁটা (গ্রন্থিশব্দজ) গ্রন্থি।

গেঁটাগেঁটা (দেশজ) স্থূলাকার ও বলিষ্ঠ।

গেঁটিয়া (দেশজ) গ্রন্থিযুক্ত, যাহাতে গেঁটা আছে।

গেঁটিবন (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Ocymum sanctum)

গেঁঠান (গ্রন্থন শব্দজ) গ্রন্থন করা, গাঁথা।

গেঁড়ি (দেশজ) ক্ষুদ্রজাতীয় শম্বুক, ইহা জলাশয়ে জন্মে।

গেঁড়িভাঙ্গা কেউটিয়া (দেশজ) একপ্রকার কেউটিয়া সাপ।

গেঁড় (গণ্ডুশব্দজ) ১ গেণ্ডুক। গেঁড়ু।

গেঁড়ুয়া (দেশজ) গেণ্ডুক। ফুলের গোলা।

গেঁদড়া (দেশজ) মিষ্টান্নবিশেষ।

গেঁদা (দেশজ) একপ্রকার ফুল। (Tagetes patula.) পারসীতে গুলজাফরি বলে। ইহা ভারতের সর্ব্বত্রই জন্মে। এই পীতবর্ণ ফুল শীতকালে গৃহমন্দিরাদি সাজাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

গেঁরি (গণ্ডুক শব্দজ) গুলি।

গেঁয়ে (গ্রাম্য শব্দজ) গ্রামবাসী।

"অন্ন বিনা অনেকের অস্থিচর্ম্মসার।
গেঁয়ে লোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার॥" (অন্নদামঙ্গল)

গেঙ্গাড়ি (গ্রাম্য) চৌকিদারের চীৎকার।

গেঙ্গান (দেশজ) কাতর ধ্বনি।

গেণ্ডু (পুং) গচ্ছতি গম-ড, গো গন্তা ইন্দ্রিয় পৃষোদরাদিবৎ দকারস্থ স্থানে সাধু। যদ্বা গণ্ড পৃষোদরাদিবৎ অকারস্থ ইকারে সাধু। গেণ্ডুক। (দ্বিরূপকোষ) কোন কোন স্থানে গেন্দুক পাঠও দৃষ্ট হয়।

গেণ্ডুক (পুং) গেণ্ডু স্বার্থে কন্। কন্দুক, বস্ত্রনির্ম্মিত গোলাকার ক্রীড়াসাধন পদার্থ, ভাঁটা। (গেণ্ডুক স্থলে গেন্দুক, গেন্ডুক ও গেন্দুক পাঠ দৃষ্ট হয়। গেণ্ডু, গেণ্ডুক ও গেন্দুক শব্দের সমানার্থ।

গেনিটেঙ্গরা (দেশজ) একপ্রকার টেঙ্গরা মাছ।

গেয় (ক্লী) গৈ-যৎ (অচোযৎ। পা ৩।১।৯৭) অকারস্যেকারঃ (ঈদ্যতি পা ৬।৪।৬৫) ততো গুণশ্চ। ১ গীত, গান।

"অনয়া বাচয়তাহো গেয়স্যেব বিচিত্রতা।" (মাঘ ২।৭২)

(ত্রি) ২ গায়ক।

"হরে ত্বাং নুমঃ সপ্ত সংস্তুতা মুনিসত্তমৈঃ।
গায়ন্তি দেববিদ্যার্থে গেয়াস্তি শীর্ষরক্ষণাঃ॥" (হরি° ২০।৩১)

৩ গাওয়া।

গেয়ান (জ্ঞান শব্দজ) জ্ঞান।

গের (পারসী) গির, গ্রন্থি।

গেরী (গৈরিক শব্দজ) গৈরিক, গিরিমাটি।

গের্দ (পারসী) বেষ্ট, ঢাকা।

গের্দবার (পারসী) অন্তরাল, আবরণ।

গেলান (গিরণ শব্দজ) গলাধঃকরণ।

গেলুয়া (দেশজ) বেঁকো, যে বৃথা বেশী কথা কয়।

গেষ্ণ (পুং) গা-ইষ্ণ। (ইষ্ণো গাদাভ্যাং কিচ্চ। উণাদিটীকা) ১ যজ্ঞোপজীবী। ২ সামগানকর্ত্তা। (উণাদিকোষ।) ৩ পর্ব্বগ্রন্থি, অবয়বচ্ছেদ।

গেষ্ণু (পুং) গা-ইষ্ণুচ্ (গাদাভ্যামিষ্ণুচ্। উণ ৩।১৬) ১ গায়ন। ২ নট। ৩ সামগানকর্ত্তা।

গেহ (ক্লী) গো গণেশো গন্ধর্ব্বো বা ঈহঃ ঈপ্সিতা যত্র বহুব্রী। গৃহ। "তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥" (হিতো°)

গেহদাহ (পুং) গেহস্য দাহঃ ৬তৎ। গৃহদাহ।

গেহপতি (পুং) গেহস্য পতিঃ ৬তৎ। গৃহপতি।

গেহভূ (স্ত্রী) গৃহস্য ভূঃ ৬তৎ। গৃহস্থান।

গেহিন্ (পুং) গেহমস্ত্যস্য গেহ-ইনি। গৃহী।

গেহিনী (স্ত্রী) গেহিন ঙীপ্। গৃহিণী।

"গেহিন্যাঃ পুত্রো গোত্রস্খলিতাপরাধতো মানম্।"
(আর্য্যাস° ১৯৯)

গেহেক্ষ্বেড়িন্ (ত্রি) গেহে ক্ষ্বেড়তে ক্ষ্বেড় ইনি পাত্রে সমিতাদিত্বাৎ অলুক্ সমাসঃ। যুদ্ধে অক্ষম, গৃহে বসিয়া আত্মশ্লাঘাকারী। এই শব্দটী যুক্তারোহ্যাদি গণান্তর্গত বলিয়া ইহার আদিস্বর উদাত্ত হয়। (যুক্তারোহ্যাদয়শ্চ। পা ৬।২।৮১।)

গেহেদাহিন্ (ত্রি) গেহে দহতি দহ-ইনি অলুক্স° (পাত্রে সমিতাদয়শ্চ। পা ২।১।৪৮।) কাপুরুষ। যুক্তারোহ্যাদি গণান্তর্গত বলিয়া ইহার আদিস্বর উদাত্ত হয়।

গেহেদৃপ্ত (ত্রি) গেহে দৃপ্তঃ অলুক্স°। যিনি কেবল গৃহে বসিয়া আত্মশ্লাঘা করেন, কাপুরুষ।

গেহেধৃষ্ট (ত্রি) গেহে ধৃষ্টঃ অলুক্স°। যে আপন গৃহে ধৃষ্টতা প্রকাশ করে।

গেহেনর্দ্দিন্ (ত্রি) গেহে নর্দ্দতি গর্জ্জতি নর্দ্দ-ণিনি অলুক্স°। যে গৃহে বসিয়া গর্জ্জন করে, কাপুরুষ।

গেহেমোহিন্ (ত্রি) গেহে মুহ্যতে মুহ-ণিনি। যে গৃহেই মোহ প্রাপ্ত হয়।

গেহেবিজিতিন্ (ত্রি) গেহে বিজিতং অস্যাস্তি গেহে-বিজিত ইনি। কাপুরুষ।

গেহেব্যাড় (পুং) দাম্ভিক।

গেহেশূর (পুং) অলুক্স°। কাপুরুষ। (হেম° ৩।১৪১)

গেহোপবন (ক্লী) গেহসমীপবর্ত্তি উপবনং। গৃহের নিকটস্থ উদ্যান। (অমর)

শিরাজালে পরিব্যাপ্ত, গণ্ডদেশে স্থূল শিরাসমূহ দেখিতে পাওয়া যায় ও যে বৃষ স্থানত্রয়ে মূত্রত্যাগ করে, তাহাকে অশুভকর জানিবে। যাহার চক্ষু বিড়ালের চক্ষুর ন্যায় এবং শরীরের বর্ণ কপিল তাহাকে করট বলে। ইহা অশুভপ্রদ। কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষে এই জাতীয় বৃষ প্রশস্ত। বৃষের ওষ্ঠ, তালু ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ হইলে এবং সর্ব্বদাই নিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিলে তাহা যাহা সেই পালের বিনাশ হয়। যে বৃষের বিষ্ঠা, মণি ও শৃঙ্গ স্থূল, উদর শ্বেতবর্ণ, অপর শরীরের রঙ কৃষ্ণসার মৃগের ন্যায়, সেই বৃষত গৃহজাত হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত। যাহার শরীরের বর্ণ ভস্মমিশ্রিত ঈষৎ রক্ত, চক্ষু দুইটী বিড়ালের মত এবং যাহার শরীরে পুষ্পাকার তাম্রবর্ণ চিহ্ন লক্ষিত হয়, সেই বৃষ ব্রাহ্মণের পক্ষে ভাল, অপরের অশুভকর। যে সকল বৃষ যোজিত হইলে কাঁধ হইতে পা-তোলার মত পা উঠাইতে থাকে, যাহাদের গ্রীবা কৃশ এবং চক্ষু দুইটীতে কাতরতা-ভাব লক্ষিত হয়, যে বৃষ ভার বহন করিতে অক্ষম, যে সকল গোর ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ, মৃদু ও সংহত, শৃঙ্গ অপ্রশস্ত, জিহ্বা ও তালু তাম্রবর্ণ, কর্ণ ছোট, হ্রস্ব ও উচ্চ এবং পেটটী দেখিতে সুন্দর, যাহাদিগের খুর ঈষৎ তাম্রবর্ণ, বক্ষঃস্থল বিপুল ও বিস্তৃত, ককুদ্ বৃহৎ, গাত্রত্বক্ স্নিগ্ধ, রোম মনোহর ও তাম্রবর্ণ হয়, যাহাদের লাঙ্গুল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোমবিশিষ্ট ও ভূতলস্পর্শী, চক্ষু রক্তাক্ত, স্কন্ধ সিংহের ন্যায়, গলকম্বল সূক্ষ্ম ও ছোট, সেই সকল বৃষভদিগকে সুগত বলে। ইহারা শুভফলপ্রদ। সিংহের ন্যায় স্কন্ধ, বামদিকে বামাবর্ত্ত ও ডানদিকে দক্ষিণাবর্ত্তযুক্ত ও মৃগসদৃশ হইলে শুভপ্রদ। যে বৃষের চক্ষু বৈদূর্য্য, মল্লিকা ও বুদ্বুদ সদৃশ, চক্ষুর আবরণ স্থূল ও পাক্ষি অস্ফুট, সেই বৃষ ভারবহনক্ষম ও প্রশস্ত ফলপ্রদ।

যে বৃষভের নাসিকার নিকটে বলি আছে, মুখটী দেখিতে ঠিক বিড়ালের ন্যায় ডানদিকে শ্বেতবর্ণ, রোমরাজি কমল, উৎপল ও লাক্ষা সদৃশ, লাঙ্গুলটী সুন্দর, গতি ঘোড়ার ন্যায়, বৃষণ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, উদর মেষের ন্যায় নীলবর্ণ এবং বক্ষণ ও ক্রোড় খাট; সেই জাতীয় বৃষভ ভারবহনক্ষম ও প্রশস্তফলপ্রদ জানিবে। যে বৃষের শরীরের রঙ শাদা, চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, শৃঙ্গ তাম্রবর্ণ ও মুখটী বড়, তাহার নাম হংস। ইহা শুভফলপ্রদ এবং যে পালে থাকে, সেই পালের বৃদ্ধি করে। যে বৃষভের লাঙ্গুল পুচ্ছযুক্ত ও ভূতলস্পর্শী, বক্ষণ তাম্রবর্ণ, ককুদ্ লাল এবং শরীরের রঙ শ্বেত ও কৃষ্ণ মিশ্রিত, সেই বৃষ অল্পকাল মধ্যেই পালকের লক্ষ্মী বৃদ্ধি করে। যে বৃষের একটী চরণ শ্বেতবর্ণ অপর চরণ ও শরীর নানা রঙের, তাহা গৃহস্থের পক্ষে অতিশয় শুভফলপ্রদ। এইস্থলে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট বৃষভের যে সকল লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে, সেই উভয় লক্ষণ কোন বৃষে লক্ষিত হইলে তাহার ফল মিশ্র জানিবে। (বৃহৎসংহিতা ৬১ অঃ।)

গোর ইঙ্গিত দেখিয়া পালকের ভাবী শুভাশুভ জানিতে পারা যায়। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, গোরুগুলি অতিশয় দীনভাব অবলম্বন করিলে রাজার অমঙ্গল হয়, এইরূপ পা দিয়া ভূমিকুট্টন করিলে রোগ, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইলে মৃত্যু এবং অকারণ অবিরত ডাকিতে থাকিলে পালকের চৌরভয় হইয়া থাকে। গাভীগণ অকারণে রাত্রিকালে রব করিলে ভয় হয়, কিন্তু বৃষভ রাত্রিতে ডাকিলে মঙ্গল হইয়া থাকে।

গোসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মক্ষিকা ও ছোট ছোট কুক্কুরকর্ত্তৃক তাড়িত হইলে শীঘ্র বৃষ্টি হয়। যখন মাঠ হইতে গাভীগুলি ফিরিয়া আইসে, তখন হম্বারব করিতে করিতে গোষ্ঠে অনেকের সহিত মিলিত হইলে গোষ্ঠের বৃদ্ধি হয়। গোগণ আর্দ্রাঙ্গী ও হৃষ্টলোমা হইলে ধন ও হর্ষ বৃদ্ধি হয়। (বৃহৎসংহিতা ৯২।)

দেবলের মতে গো অষ্টমাঙ্গল্য দ্রব্যের অন্তর্গত একটী। ইহার দর্শন, নমস্কার, অর্চ্চনা ও প্রদক্ষিণ করিলে আয়ুঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে (১)।

গো-প্রণামের মন্ত্র যথা—

"নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমোনমঃ।" (ব্রহ্মপুরাণ)

এই মন্ত্রটী পড়িয়া গোরুর নমস্কার করিলে গোদানের ফল হয়। ভবিষ্যপুরাণের মতে গাভীর অঙ্গমর্দ্দন ও নমস্কার করিয়া প্রদক্ষিণ করিবে। গাভীর প্রদক্ষিণ করিলে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফল হইয়া থাকে। গোরুর আর লঙ্ঘন করিবে না। গো মরিলে সংস্কার করিয়া দিবে (২)।

বিষ্ণুর মতে গোর বিষ্ঠা, মূত্র, ক্ষীর, ঘৃত, দধি ও রোচনা এই ছয়টী পদার্থ পরম পবিত্র (৩)।

গোগণ রোমন্থক জাতির অন্তর্গত। সাধারণতঃ এই

(১) "লোকেঽস্মিন্ মঙ্গলান্যষ্টৌ ব্রাহ্মণো গৌর্হুতাশনঃ।
হিরণ্যং সর্পিরাদিত্য আপো রাজা তথাষ্টমঃ।
এতানি সততং পশ্যেন্নমস্যেদর্চ্চয়েচ্চ যঃ।
প্রদক্ষিণঞ্চ কুর্ব্বীত তথা চায়ুর্ন হীয়তে।" (দেবল)

(২) "গোমাতরো নমস্কৃত্য কুর্য্যাত্তেষু প্রদক্ষিণম্।
প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
গবাং যদি ন লঙ্ঘেত মৃতে সংস্কারমাচরেৎ।" (ভবিষ্য)

(৩) "গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং সর্পির্দধি চ রোচনম্।
ষড়ঙ্গমেতন্মাঙ্গল্যং পবিত্রং সর্ব্বদা গবাং।" (বিষ্ণু)

জাতীয়েরা আশুগব নিরীহ, সহজেই পোষ মানে। দেখা গিয়াছে যে, মনুষ্যেও ইহার স্তনে মুখ দিয়া দুগ্ধ পান করিলেও কোন উপদ্রব করে না। ইহাদের পায়ের খুর খণ্ডিত, মস্তকে দুইটী শৃঙ্গ আছে। বিপক্ষকর্তৃক আক্রান্ত হইলে ইহারা পদ ও শৃঙ্গ দ্বারাই কেবল আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা পায়।

ইহাদের মাথার করোটী কিছু স্থূল এবং ললাটদেশ বৃহৎ। মুখবিবর লম্বা ও বড়, ওষ্ঠদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ এবং মস্তকে দুইটী ক্ষুদ্র চক্ষু আছে। ইহাদের বক্ষের দুই ধারে ১৩খানি করিয়া ২৬খানি পঞ্জরাস্থি। গলদেশ মোটা ও ক্ষুদ্র, মস্তক ও স্কন্ধদ্বয় হইতে যেন কিছু ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কতকগুলি গোরুর পৃষ্ঠ ও স্কন্ধের মধ্যস্থলে একটী উচ্চ ঝুঁটি দেখা যায়, উহাকে ককুদ্ বলে। ভোটান ও ভোটদেশীয় গোরুর এরূপ ঝুঁটি নাই। ভারতীয় গোরু (Gavæus Gaurus) অপেক্ষা ইহারা আকারে ক্ষুদ্র এবং ইহাদের গাত্রের বিশেষতঃ লাঙ্গুলের লোম অতি দীর্ঘ ও চিক্কণ। ঐ লোমে এদেশীয় লোকেরা চামর প্রস্তুত করে এবং চীনদেশীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিরা উক্ত লোম নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া টুপির উপর বসাইয়া থাকে। এই জাতীয় গোরুকে অস্মদ্দেশে চমরী-গো বলিয়া থাকে। [চমরী দেখ।]

গাভী সচরাচর প্রায় ন্যূনাধিক দুইশত আশীদিন গর্ভ-ধারণ করিয়া এককালে একটী মাত্র সন্তান প্রসব করে। কখন কখন গাভীকে যমজ বা এককালে তিনটী সন্তান প্রসব করিতেও দেখা যায়। কেহ নবপ্রসূতা গাভীর নিকটে যাইলে তাহাকে শৃঙ্গ-সঞ্চালন দ্বারা তাড়াইয়া দেয়। দুগ্ধদোহন-কালে গো-স্তনের মাংসপেশী আকুঞ্চিত করিয়া বাছুরের জন্য দুগ্ধ লুকাইয়া রাখে এবং সর্ব্বদা বাছুরের গাত্রলেহন করিয়া বাৎসল্য প্রকাশ করিয়া থাকে।

ইহাদের অপত্যস্নেহ অতিশয় প্রবল। স্তন্যপায়ী বাছুর মরিয়া গেলে গাভী তিন চারিদিন কিছু খায়না এবং সময়ে সময়ে শোকের কাতরতাসূচক চীৎকার করিয়া থাকে। এই কারণে কখন কখন ইহাদের চক্ষে জল পড়িতেও দেখা গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রতিপালকের কোন আকস্মিক বিপদেও ইহাদের চক্ষে জল দেখা যায়।

পুংগোরুকে সচরাচর ষাঁড় বা বলদ বলে। কৃষকেরা ইহাদের স্কন্ধে হলযোজনা করিয়া ভূমিকর্ষণ করে। আমাদের দেশের সামান্য পণ্যব্যবসায়ীরা ইহাদের পৃষ্ঠে ধান্য, ছোলা প্রভৃতি বোঝাই করিয়া লইয়া যায়। ইহারা পৃষ্ঠে পাঁচ মণ পর্য্যন্ত ভার বহন করে এবং কুড়ি বাইশ মণ বোঝাই সমেত গাড়ী টানিয়া লইয়া যায়। বলদের অণ্ড কাটিয়া আখ্তা করিলে ঐ গোরুকে এ দেশীয়েরা 'দামড়া' বলে।

গোর বিলক্ষণ বোধশক্তি আছে। অনেকে ভালুকের মত ইহাদিগকে খেলা শিখাইয়া গ্রামে ও নগরে কৌতুক দেখাইয়া থাকে। গো যে স্থানে একবার পালিত হয়, তথা হইতে অন্যত্র লইয়া গেলে সুযোগক্রমে পলাইয়া পূর্ব্ব-স্থানে আগমন করে। কোনমতে আর তথা হইতে যাইতে চাহে না। ইহারা প্রতিপালকভক্ত। প্রতিপালক বাসপরিবর্তন করিলেও ইহারা তাহার অনুগামী হয়। কলিকাতার পথে গোরু ছাড়িবার নিয়ম নাই। কিন্তু দেখা গিয়াছে, কলিকাতায় কোন গৃহস্থের কতকগুলি গো প্রত্যহই রাত্রিকালে বাহির হয়, সমস্ত রাত্র পথে পথে খাইয়া আবার প্রাতে প্রত্যহ প্রতিপালকের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হয়, কাজেই কেহ ধরিতে পারে না।

গো ভারতবাসীগণের সর্ব্বস্ব-ধন। কি ধনী, কি নির্ধন এদেশীয় সকলেই যত্নপূর্ব্বক গোরুর সেবাশুশ্রূষা করিয়া থাকে। অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের রাজগণের মধ্যে অনেকেই গোরু পুষিতেন। মহাভারতে লিখিত আছে যে, বিরাটরাজের ষষ্টি সহস্র গাভী ছিল। আইন-অকবরী পাঠে জানা যায়, অকবর বাদশাহের বহুশত গাভী ও বলদ ছিল। তিনি গোদিগকে বড়ই যত্ন করিতেন। তিনি জাতিতে মুসলমান হইলেও ভারতবর্ষ হইতে গো-হত্যা প্রথা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। পূর্ব্বকাল হইতে বর্ত্তমান সময়েও ব্রাহ্মণকে গোদান একটী মহাপুণ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এখনও আমাদের দেশের বালিকারা গোকালব্রত নামে গোরুর পূজা করিয়া থাকে। এদেশে গোরু প্রায় ন্যূনাধিক বাইশ বৎসর বাঁচে।

গোরুর শরীরের সকল দ্রব্যই ব্যবহারে লাগে। দুগ্ধে আমাদের প্রাণধারণ হয়। চর্ম্মে জুতা ও মশক প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। অস্থিতে ছাতা ও ছুরির বাঁট এবং বোতাম নির্ম্মিত হয়। লোম জমাট করিয়া একপ্রকার বস্ত্র তৈয়ার হয়। শৃঙ্গ ও খুর গলাইলে শিরিষ হয় এবং নাড়ীতে বাদ্যযন্ত্রের তাঁত নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহার মূত্রে রজকেরা বস্ত্র ধৌত করে এবং বিষ্ঠা শুষ্ক করিয়া লোক কাষ্ঠের ন্যায় জ্বালাইয়া থাকে। অহিন্দুরা ইহার মাংস খায়। ইহার শোণিতে সুরা পরিষ্কার করা হয়। প্রুসিয়াদেশে গোরুর রক্তে এক প্রকার রং প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ রং প্রুসিয়ানব্লু নামে প্রসিদ্ধ।

কুমারিকা অন্তরীপ হইতে হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত সকল স্থলেই গোরু দেখা যায়। ভারতের পশ্চিম নীলগিরি, বারমহাল, কুর্গ, বাবাবুদান ও মহাবলেশ্বর পর্ব্বতে ইহাদের বাস অধিক। নর্ম্মদা ও তাপ্তীনদীর মধ্যবর্ত্তী বনে, পুনেশ,

চিগিল পাহাড়, পাঞ্চমহল্‌ পর্ব্বত এবং বেলুরের নিকটবর্ত্তী সর্ব্বর পর্ব্বতে, গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে, কটক, মেদিনীপুর, মধ্যভারত, মহীসুর, মেবার, অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, শাহাবাদ, এবং মুজাফরনগরের নিকটবর্ত্তী দোয়াবে ইহাদিগকে বন্য অবস্থায় দেখা যায়।

হিমালয়প্রদেশের বরফাবৃত স্থানে একপ্রকার বন্য গো (Poephagus grunniens) দেখা যায় এবং হিমালয়বাসীরা চামরের জন্য চমরীগো (Yak) পুষিয়া রাখে। [চমরী দেখ।] ব্রহ্মপুত্রনদীর পূর্ব্বস্থ পার্ব্বতীয় স্থানসমূহে, আসাম উপত্যকার মিশমি পাহাড় ও তন্নিকটবর্ত্তীস্থান হইতে উত্তরে ও পূর্ব্বে চীনদেশের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত এক (Gavaeus frontalis) জাতীয় গোরু আছে। আমাদের দেশে ঐ জাতীয় গোরুকে গয়াল বা মিথুন বলে, ইহারা খুব পোষ মানে। ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে ইহাদের সংখ্যাই অধিক। শ্রীহট্টে একপ্রকার সঙ্কর গো (Bos sylhetanus) আছে। ব্রহ্মদেশের "বেনাটিঙ্" নামক বন্য গাভী (Gavaeus sondaicus) উত্তরে চট্টগ্রাম এবং দক্ষিণে মলয় পর্য্যন্ত সকল স্থানেই বাস করে।

যুরোপীয় প্রাণিতত্ত্ববিদরা পালিত গোরুর মধ্যে যাহাদের ককুদ্‌ আছে তাহাদের Zibu শ্রেণী এবং ককুদ্‌বিহীন গোলাকার কর্ণবিশিষ্ট গোরুকে Taurus এবং ঝুঁটিহীন চেপ্টা শৃঙ্গ গোদিগকে Gavaeus শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।

যুরোপের পোলাণ্ড, কার্পেথীয় পর্ব্বত, লিথুয়ানীয়া এবং এসিয়ার ককেসস্‌ পর্ব্বতের নিকটস্থ বনে একজাতীয় গোরু আছে, তাহাকে বাইসন (Bison) বলে। অনেকে অনুমান করেন যে, বর্ত্তমান গৃহপালিত গোরুসকল বাইসন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উত্তর আমেরিকায় যে সকল বাইসন দেখা যায়, তাহাদের শরীর বড় বড় মহিষ অপেক্ষা বৃহৎ। ইহাদের মস্তকের বিশেষতঃ ঘাড়ের লোম এমন লম্বা যে, ভূমি পর্য্যন্ত লুটাইয়া পড়ে। ঐ একগুচ্ছ লোম ওজনে প্রায় চারি সের। গ্রীষ্মকালে ইহাদের পশ্চাদ্ভাগে লোম উঠিয়া যায় এবং শীতকালে পুনরায় গজাইয়া থাকে। ঐ লোমে যে সূতা প্রস্তুত হয়, তাহাতে উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও দস্তানা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাদেরও ঘাড়ের উপর ঝুঁটি হয়। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে ইহারা দলবদ্ধ হইয়া চরিয়া বেড়ায়। রৌদ্রে বৃক্ষ-ছায়ায় শয়ন করিয়া থাকে। মনুষ্যকে দেখিলে ইহারা বড় ভয় পায়। যদি আহত হয়, তবে ক্রোধান্বিত হইয়া আক্রমণকারীকে বিনাশ করিতে ধাবিত হয়। ঐ দেশীয় অসভ্য লোকেরা অগ্নি জ্বালাইয়া ইহাদিগকে কোন অপরিসর স্থানে তাড়াইয়া আনে এবং একত্র হইলে মারিয়া ফেলে।

লিথুয়ানিয়ার বিস্তৃত অরণ্য মধ্যে ইউরস্‌ নামে এক জাতীয় বন্য গোরু দেখা যায়। চার্লস্‌ মেকফিসাহেব লিখিয়াছেন, তাহাদের শরীর হস্তীর ন্যায় বৃহৎ, চক্ষু উজ্জ্বল ও রক্তবর্ণ গ্রীবা ছোট, শৃঙ্গ, স্থূল ও খর্ব্ব। ইহাদের সমুদয় শরীর কৃষ্ণবর্ণ লোমে আচ্ছাদিত ও গাত্র হইতে সাধারণতঃ একপ্রকার দুর্গন্ধ নির্গত হয়।

পম্পার বনে গো-শীকার

আমেরিকার বনে পূর্ব্বে গো ছিল না, স্পেনীয়েরা গো লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেয়। এখন তাহাদের এত বংশবৃদ্ধি হইয়াছে যে, তথায় এক পম্পাস বনেই লক্ষ লক্ষ গো দৃষ্ট হয়। শীকারীরা বনে গিয়া ঐ গো ধরিয়া আনে।

বৈদ্যকমতে গোমাংসের গুণ—স্নিগ্ধ, পিত্ত ও শ্লেষ্ম বৃদ্ধিকর, বৃংহণ, বলকর, পীনস ও প্রদরনাশক। (ভাবপ্রকাশ) গোদুগ্ধের গুণ—পথ্য, অত্যন্ত রুচিকর, স্বাদু, স্নিগ্ধ, পিত্ত ও বাতরোগনাশক, পবিত্র কান্তি, প্রজ্ঞা, অঙ্গপুষ্টি ও বীর্য্যবৃদ্ধিকর। দধির গুণ—অতি পবিত্র, শীত, স্নিগ্ধ, দীপন, বলকর, মধুর, অরুচি ও বাতরোগনাশক এবং গ্রাহী। নবনীতের গুণ—শীত বর্ণ, বল, শুক্র, কফ, রুচি, সুখ, কান্তি, ও পুষ্টিকর, অত্যন্ত মধুর, সংগ্রাহী, চক্ষুর হিতকর; বাত, সর্ব্বাঙ্গশূল, কাস, শ্রম ও রোগনাশক। ইহার ঘৃতের গুণ—সুখপ্রিয়, বুদ্ধি, কান্তি, স্মৃতি, বল, মেধা, পুষ্টি, আয়ু, শুক্র ও শরীরের স্থূলতা-বৃদ্ধিকর। বাত, শ্লেষ্মা, শ্রম ও পিত্তনাশক, পাকে মধুর। ঘৃতের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ ও বহুগুণবিশিষ্ট।" রাজনির্ঘণ্টের মতে প্রত্যূষকালের গোদুগ্ধ গুরু, বিষ্টম্ভী ও দুর্জর। এই কারণে সূর্য্য উদয়ের এক প্রহর পরে দুগ্ধ গ্রহণ করিবে। তক্র পথ্য, দীপন ও লঘু। [অপর বিবরণ দুগ্ধ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

গোদুগ্ধের ফেনের গুণ—যোগ বা পাকা আমের সহিত গোদুগ্ধফেন খাইলে গ্রহণীরোগের প্রতীকার হয়। (হারীত)

গোমূত্রের গুণ—ক্ষার, কটু, তিক্ত ও কষায় রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, অগ্নিদীপ্তিকারক, মেধাজনক, পিত্তবৃদ্ধিকর, কফ, বায়ু, শূল, গুল্ম, উদর, আনাহ, কণ্ডু, নেত্ররোগ, কিলাস রোগ, আমবাত, বস্তি, বেদনা, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, শোথ, কামলা ও পাণ্ডুরোগনাশক। সকল রকমের মূত্র হইতে গোমূত্রই অধিক গুণবিশিষ্ট। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব ২ ভা°।)

গম্যতে জায়তে অনেন গম করণে ডো যদ্বা দীপ্তং গচ্ছতি গম্ কর্ত্তরি ডো। (পুং) ২ রশ্মি, কিরণ।

"অজোদশ দীপবতীং গোভির্ভাসয়সে মহীম্।
ব্রাহ্মণানপিলোকানাং হিতার্থৈকঃ প্রবর্ত্তসে॥" (ভারত ৩।৩৫)

৩ বজ্র। ৪ হীরক। গম্যতে বহুনামাদিভিঃ গম্ কর্ম্মণি ডো। ৫ স্বর্গ। (মেদিনী) গম্যতে ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মণা গম কর্ম্মণি ডো। ৬ চন্দ্র। (বিশ্ব।) গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ভুবনং স্বতেজসা গম কর্ত্তরি ডো। ৭ সূর্য্য। ৮ গোমেধযজ্ঞ। (তাদ্ধনীক্ষিত।) ৯ ঋষভ নামক এক প্রকার ঔষধ। (রাজনি°।) (স্ত্রী) গম্যতে বিষয়ো যয়া গম করণে ডো। ১০ চক্ষু। ১১ বাণ। গম কর্ম্মণি ডো। ১২ দিক্। ১৩ বাক্য।

"ইত্যর্থপাত্রানুমিতব্যয়স্য রঘোরুদারামপি গাং নিশম্য।" (রঘু ৫।১২।) গম্যতেহনয়া গম্ অধিকরণে ডো। ১৪ পৃথিবী।

"দুদোহ গাং স যজ্ঞায় শস্যায় মঘবা দিবং।" (রঘু ১।২৬) ১৫ জল। কোন কোন অভিধানিকের মতে এই অর্থে গো শব্দ বহুবচনান্ত। ১৬ পশু। (অমর।) ১৭ মাতা। ১৮ পুলস্ত্যের ভার্য্যা।" ইঁহার অপর নাম গাবজাতা। [গাবজাতা দেখ।] ১৯ নবসংখ্যা। ২০ ইন্দ্রিয়। (পুং স্ত্রী) গম্যতে জায়তে স্পর্শসুখমনেন গম্ করণে ডো। ২১ লোম। (পুং) ২২ বৃষরাশি।

"গোমধ্যমধ্যে। মৃগনাথরে যে সংস্থাগোস্থূষণকিন্নরাণাং।
নাদেন গোভৃত্তিশরেষু মত্তা নদন্তি গোকর্ণশরীরভক্ষ্যাঃ॥"
(বিভাসুন্দর।)

গোঅগ্র (ত্রি) গাবোহগ্রে যস্য বহুব্রী, সন্ধিনিষেধঃ (সর্ব্বত্র বিভাষা গোঃ। পা ৬।১।১২২) যাহার অগ্রভাগে গো আছে। (ঋক্ ১।৫৩।৫)

গোঅজন (ত্রি) অজ্যতে চাল্যতে অজ ল্যু গবাং অজনঃ ৬তৎ। পূর্ব্ববৎসন্ধিনিষেধঃ। গোচালক। (ঋক্ ৭।৩৯।৬)

গোঅর্ণস্ (ত্রি) গাবোহর্ণ উদকানিব প্রভূতা যস্মিন্ বহুব্রী, পূর্ব্ববৎ সন্ধিনিষেধঃ। যাহাতে জলের ন্যায় গোরু বৃদ্ধি পায়। (ঋক্ ১০।৩৮।২)

গোঅশ্ব (ক্লী) গৌশ্চ অশ্বশ্চ দ্বন্দ্ব। গোরু ও অশ্ব।

গোআলনী (গোপালিনী শব্দজ) গোপাঙ্গনা, গোপালের স্ত্রী।

গোআলা (গোপাল শব্দজ) গোপাল, যাহারা গোরু পালন করে, দুগ্ধবিক্রেতা। [গোয়ালা দেখ।]

গোআলিয়া (গোপালীয় শব্দজ) ১ গোপালসম্বন্ধীয়। ২ এক প্রকার ঘাস (Andropogon punctatum)

গোআলিয়ালতা (দেশজ) একপ্রকার লতা। (Cissus vitiginea)

গোঋজীক (ত্রি) দধ্যাদি দ্বারা সংস্কৃত।
"পিবাস্থ সোমং গোঋজীকমিন্দ্র।" (ঋক্ ৬।২৩।৭)
'গোঋজীকঃ গোবিকারৈর্দধ্যাদিভিঃ সংস্কৃতং' (সায়ণ।)

গোওপশস্ (ত্রি) গাব উপশাঃ সমীপবর্ত্তিন্যঃ যস্য বহুব্রী। পূর্ব্ববৎসন্ধিনিষেধঃ। যাহার নিকট গোরু শুইয়া থাকে। (ঋক্ ৮।৫৩।৯)

গোএন্দা (পারসী) ১ চর, সংবাদদাতা। ২ যাহারা গুপ্তভাবে গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহ করে, গুপ্তচর।

গোঁ (দেশজ) মতলব, বিপরীত বুদ্ধি।

গোঁজ (দেশজ) কীলক, খোঁটা, খুঁচ।

গোঁজা (দেশজ) ১ খোঁটা ২ হিসাবে কম হইলে তাহার পূরণ করাকে গোঁজা বলে।

"গোঁজা দিতা না জানে বিসাবে দেয় গোঁজা।
নিকাশে তাহার গোঁজা হাতে হয় গোঁজা॥" (বিদ্যাসুন্দর)

গোঁড় (গণ্ডশব্দজ) ১ উচ্চ নাভি। ২ মাংসপিণ্ড। ৩ স্ফীত।

গোঁড়, মধ্যপ্রদেশবাসী এক অসভ্য জাতি। বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের অধিকাংশ মধ্যভারতের পার্ব্বত্য ও উড়িষ্যার মধ্যবর্ত্তী অধিত্যকায়, নর্ম্মদা, তাপ্তী, বর্দ্ধা বেণগঙ্গা প্রভৃতি নদী প্রবাহিত স্থানে এবং বৈতুল, ছিন্দবাড়া, সিবনী ও মণ্ডলা প্রভৃতি জেলায় বাস করে।

এই গোঁড়জাতিকে কেহ গোন্দ কেহ বা গণ্ড নামে উল্লেখ করিয়াছেন। হিস্‌লোপ সাহেব অনুমান করেন যে সম্ভবতঃ তেলগু কোণ্ড (পাহাড়) শব্দ হইতে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ "পাহাড়ী জাতি" এতদর্থে অপভ্রংশ গোণ্ড লিখিয়া গিয়াছেন। ভূ-বর্ণনে টলেমীও ইহাদিগকে "গোণ্ডল" (Gondaloi) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মুসলমান ইতিহাসে এই জাতির বাসভূমি "গোণ্ডবন" লিখিত আছে। [গোণ্ডবন দেখ।] পূর্ব্বকালে উক্তস্থানে সমৃদ্ধিশালী গোঁড়রাজ্য ছিল। ৭৮০ হইতে ৮০৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে রাষ্ট্রকূট রাজ গোণ্ড প্রদেশ আক্রমণ করেন। তৎকালে নাগপুর ও বৎসরাজ গোঁড়রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। ৮১২ খৃষ্টাব্দে লাটেশ্বররাজ কর্ক রাষ্ট্রকূট গোঁড়রাজের হস্ত হইতে মালব রাজ্যকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ১০৪২ খৃষ্টাব্দে গোঁড়রাজ চেদিরাজ কর্ণদেবের বশীভূত ছিল। উক্ত প্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে পূর্ব্বে এক গোঁড়দেশ চেদি, মালব, রাষ্ট্রকূট ও বেরার রাজ্যের সীমাবর্ত্তী ছিল। সম্ভবতঃ ঐ গোঁড়দেশ পঞ্চগৌড়ের মধ্যে একটী। [গৌড় দেখ] গোঁড় দেশবাসী বলিয়া এই জাতির গোঁড় নাম হওয়া সম্ভবপর।

গোঁড়দিগের মধ্যে রাজগোঁড়, রঘুবল, দাদাবে, কটুলা, পাড়াল ঢোলী, ওঝয়াল, ঠোটিয়াল, কৈলাভুতাল, কৈকোপাল, কোলাম ও মাদিয়াল এবং নীচ পাড়াল এই কয়েকটি থাক দৃষ্ট হয়। রাজগোঁড়, রঘুবল ও দাদাবে শ্রেণীর গোঁড়েরা চাসবাস করে, ইহারা একত্র বসিয়া ভোজনাদি করিলেও পরস্পরের মধ্যে কেহ পুত্র বা কন্যার বিবাহ দেয় না। ইহারা হিন্দুদিগের ক্রিয়াকাণ্ডের অনেক অনুকরণ করিয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে অনেকেই হিন্দুর ভিতরে প্রবেশ করিতে প্রয়াস পাইতেছে। খাণ্ডওয়ার গোঁড়রাজ আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহারা দরিদ্র রাজপুতকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া থাকে। পাড়ালেরা ধর্ম্মোপদেশকের কার্য্য করে। কোথায়ও কোথায়ও ইহাদিগকে পাথাড়ি, মাজপর্দ্ধন বা দেশাই বলে। ঢোলীয়া ক্রিয়াকর্ম্মে ঢোল বাজাইয়া থাকে। নাগারচী বা হেরকা নামে ইহাদের একটী নিম্নবিভাগ আছে। ঐ শ্রেণীর পুরুষেরা ছাগপাল চরায় এবং স্ত্রীলোকেরা ধাত্রীর কার্য্য করিয়া থাকে। ওঝিয়ালেরা পথে পথে করতালী বাজাইয়া গান করিয়া বেড়ায়। ঠোটিয়ালেরা শীতলাদেবীর উপাসক। বসন্তরোগ হইলে ইহারা তাহার উপশমের উপায় জানে এবং লোকের বাড়ীতে শীতলার (মাতার) গান গাইয়া বেড়ায়। এইজন্য কোথায়ও কোথায়ও ইহাদিগকে মাতাধাল, ঠাকুর ও পেণ্ডা বলিয়া বলে।

কৈলাভুতালেরাও পথে পথে গান গাহিয়া বেড়ায় এবং ইহাদের কন্যারাও নর্ত্তকীর কার্য্য করিয়া থাকে। কৈকোপাল বা গোড়গোপাল নামক গোঁড়েরা গোয়ালার কার্য্য করে। মাদিয়াল গোঁড়েরা বেশী অসভ্য ও বন্য, বেলাদিলা পর্ব্বতে ইহারা উলঙ্গাবস্থায় কুঠারহস্তে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। ইহাদিগের স্ত্রীলোকেরাও বস্ত্রাদি পরিতে জানে না। কেবলমাত্র কতকগুলি বৃক্ষপত্র একত্র করিয়া কোমরের সম্মুখে ও পশ্চাদ্ভাগে ঝুলাইয়া বাঁধে। বাস্তারের লোকেরা ইহাদিগকে যোদিয়া বলে। ইহারা অপরিচিত ব্যক্তি দেখিলেই ভয়ে পলাইয়া যায়। বাস্তারের রাজাকে ইহারা নানা প্রকারে কর দিয়া থাকে। কর আদায়ের সময় তহশীলদার আসিয়া গ্রামের বাহিরে ঢাক বাজাইয়া লুকায়, পরে উহারা সেই চিহ্নিত স্থানে আসিয়া নিজ নিজ অংশমত কর রাখিয়া পলায়ন করে। বর্দ্ধানদীর দক্ষিণে লিপি পাহাড়ে কোলাম শ্রেণীর বাস। ইহারা স্বজাতির মধ্যে একত্র বসিয়া ভোজনাদি করে, কিন্তু বিবাহাদি করে না। ইহারা মহাদেবের পূজা করিয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন চন্দবাড়া ও মহাদেব পর্ব্বতের মধ্যস্থলবাসী মাদিয়া গোঁড়েরা হিন্দুদিগের ভাষা ও ধর্ম্মসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের অনেক অনুকরণ করিয়াছে। বাস্তার, ভাণ্ডার ও রায়পুর জেলায় এমন গোঁড়েরা বাস করে যাহারা এখনও উপবীত ধারণ করিয়া আপনাদিগকে উচ্চশ্রেণীস্থ মনে করে। বাস্তারের পৈগত বা কৈতোর ও মাড়িয়া গোঁড়েরা প্রধানতঃ চাসবাসের উপর জীবিকানির্ব্বাহ করে। বেণগঙ্গার তীরবর্ত্তী নৈকুড়ে গোঁড়েরা হিন্দুর মত বেশভূষা করিয়াছে। ইহারা শীকার করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। বন ও ঘাস কাটিয়া প্রতিবেশীদিগকে বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহারা গোমাংস ভক্ষণ করে না। সময়ে সময়ে চৌর্য্য বা দস্যুবৃত্তি দ্বারা প্রতিবেশীবর্গের ধন অপহরণ করে।

195 V

ইহাদের ধর্ম্মসংস্কার কার্য্যপ্রণালী শবজাতির মত। ইহারা জীবিত অশ্বের পরিবর্ত্তে দেবোদ্দেশে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত অশ্বদান করে। প্রেতলোকে পিতৃপুরুষের তৃপ্তির জন্য মাটির ঘোড়া, চাল, কলাই, তিল, মোরগ বা ভেড়া উৎসর্গ করিয়া থাকে। ভোঁসলেরাজ কর্তৃক ইহাদের মধ্যে গোবধ প্রথা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহারা বালক-বালিকার মৃত্যু হইলে পুঁতিয়া ফেলে, কোথাও কোথাও বৃদ্ধদিগকেও গোর দেয়। কিন্তু বাস্তারের মাড়িয়া জাতি ও হিন্দুধর্ম্মানুসারী গোঁড়েরা শবদাহ করে।

ইহারা সর্ব্বসমেত ৫৫টি দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে। তন্মধ্যে বুড়াদেব ও দুলহাদেব অধিকতর ভক্তি ও সম্মানার্হ। সময়ে সময়ে স্বর্গস্থ "ভগবানকে" ভক্তির সহিত পূজা করে ও তাঁহার উদ্দেশে ঘৃত ও চিনি দিয়া হোম করিয়া থাকে।

ইহারা প্রতি বৎসরে বাজের সময় বুড়াদেব বা বুড়াপেনের (সূর্য্য) উদ্দেশে শূকর উৎসর্গ করিয়া পূজা দেয়। বুড়াপেনের বামযুক্ত হোলার্দীন। মাড়িয়াল শীতলাদেবী। তাহার দেউলের দক্ষিণে পরস্পরে সংলগ্ন চৌকা কাঠে কতকগুলি মূর্ত্তি দেখা যায়, ঐ মূর্ত্তিগুলির নাম বলর থাই। প্রবাদ আছে যে ঘণ্টারাম, চম্পারাম, নৈকারাম, গোকলিদ প্রভৃতি তাঁহার পঞ্চভ্রাতা এবং দন্তেশ্বরী (কালী) নামে এক ভগিনী আছে। গোঁড়জাতীয়েরা বিবেচনা করে যে তাঁহারাই জীবের রোগ ও মৃত্যুর কারণ। নাগপুরবাসী গোঁড়েরা তাঁহাদিগকে বিশেষ ভয় ও ভক্তি করিয়া থাকে।

জগদলপুরের ৬০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে শঙ্খী ও ইন্দ্রাবতী নদীর দক্ষিণশাখার সংযোগস্থলে বাস্তারের নিকটবর্ত্তী দন্তেবাড় নামক গ্রামে দন্তেশ্বরী (কালী)-মন্দির বিরাজমান। বাস্তাররাজ কোন কর্ম্মোপলক্ষে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে উক্ত দেবীর সম্মুখে ২৫টি নরবলি দিয়াছিলেন। এই সংবাদ জনরবে ১৮৮৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত নাগপুরবাসীদের নিকট আইসে। বজ্রবৃক্ষের নিম্নে শলী, গোবেয়া মল, পলো পণ্ডাবা, খাস বা বক, বুড়াপেন ও মাড়িয়াল এই সাত দেবতার একত্র 'সাতদেবল' বলিয়া পূজা হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন কোদো পেন, মারুয়া কদিপেন, হর্দল, বঞ্জারাম, জীবান্ন বা জীবপেন, সনরকন্ম, গাগোব, দুলহান শাকদ, শঙ্করদেব বা শঙ্করপেন এবং সাজালপেন বা সেমক এত কয়েকটী দেবতার পূজা প্রচলিত আছে।

মণ্ডলাবাসী গোঁড়দিগের মধ্যে 'লম্‌ঝিনা' বিবাহ প্রচলিত। এই প্রথানুসারে বরকে বিবাহের পূর্ব্বে কিছু কাল কন্যার আজ্ঞাবাহী হইয়া থাকিতে হয়। কন্যা নিজ ইচ্ছামত পুরুষের সহিত চলিয়া আসিতে পারে। ইহাদের মধ্যে যে বিবাহ জোর করিয়া দেওয়া হয়, তাহার নাম 'সাদি-বদলী'। যদি কন্যা বরের বাটীতে বিবাহ করিতে আসে, এরূপ বিবাহকে 'সাদি বৈঠো' বলে। বিধবারা নিজ দেবরকে অথবা অপর কোন পুরুষকে বিবাহ করিতে পারে।

আগুনে দাহ করিয়া ইহারা মৃত-দেহ সৎকার করে। কেবলমাত্র স্ত্রীলোকের দেহ পুঁতিয়া রাখে।

বাঙ্গালা-প্রদেশে গোঁড়জাতির মধ্যে রাজগোঁড়, ধোকড়-গোঁড়, দোয়ারা গোঁড় বা নায়েক, খোয়া প্রভৃতি চারিটী থাক আছে। ইহাদের মধ্যে রাজগোঁড়েরাই প্রাধান্য এবং সকলেই অনুমান করিয়া থাকে যে, ইহারাই প্রাচীন গৌড়রাজবংশসম্ভূত। ধোকড়েরা পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। সিংহভূমে দোয়ারা গোঁড়ের সংখ্যাই অধিক। কর্ণেল ড্যাল্টন সাহেব লিখিয়াছেন যে এই দোয়ারা গোঁড়েরাই বামনঘাটীর মহাপাত্রের সৈন্যদলে নিযুক্ত ছিল। নিজ প্রভুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায় তাহারা বামনঘাটী হইতে তাড়িত হয় ও সিংহভূমে বাস করিবার অনুমতি পায়।

ইহাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ এবং পূর্ণবয়সে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে। হিন্দুধর্ম্মের সংস্পর্শে ইহারা ক্রমেই বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে। সিন্দুরদান ও আম্রবৃক্ষের সহিত বিবাহই ইহার প্রধান অঙ্গ। কোথাও কোথাও বিবাহবন্ধনকালে নাপিত আসিয়া এক কলসী জল বর ও কন্যার মাথায় ঢালিয়া দেয়। বিধবারা নিজ দেবরকে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু এরূপ বিবাহে কোন ক্রিয়া নাই, এমন কি ব্রাহ্মণ অথবা নাপিতের আবশ্যক হয় না। কেবলমাত্র স্বজাতি সম্মুখে ঐ বিধবাকন্যাকে একখানি নূতন কাপড় ও কলি দেয়। পরে সেই কন্যার ভরণপোষণের ভার আমার গ্রহণ; বর এরূপ অঙ্গীকার করিলে উপস্থিত আত্মীয়গণের সম্মতি অনুসারে বিবাহ হয়।

বাঙ্গালার গোঁড়েরা ক্রমশই আপনাদিগকে গোঁড়া হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতেছে। ইহারা হিন্দুর অনেক দেব-দেবীর পূজা করে। তদ্ভিন্ন বুড়াদেব ও দুলহাদেবেরও পূজা করিয়া থাকে। দেবপূজা ও বিবাহাদি কর্ম্মে নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা পৌরোহিত্য করে। ইহারা মৃতদেহ পোড়ায়। অশৌচ ত্রিরাত্র মাত্র থাকে। ক্ষৌরকর্ম্মের পর স্নানান্তে শুদ্ধ হয় এবং মৃতের আত্মার উদ্দেশে দুগ্ধ ও রুটী উৎসর্গ করে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, গোণ্ডবানার অন্তর্গত ভূভাগে প্রাচীন গৌড়রাজ্য ছিল এবং সেই সেই

রাজগণের সময়ে উক্ত প্রদেশে গড়া ও মণ্ডলা নামে গৌড়-রাজগণের প্রতিষ্ঠিত দুইটী রাজধানী ছিল। ঐ দুই স্থানের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও হিন্দুরাজগণের সময়ে খোদিত প্রাচীন শিলালিপির দ্বারা পূর্ব্ব সমৃদ্ধির বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। এখন আর সে পূর্ব্ব-সমৃদ্ধি নাই, গড়া ও মণ্ডলা দুইটী নগরমাত্র পূর্ব্ব নামের পরিচায়ক। পূর্ব্বকালে যে সকল গোঁড় বা গৌড়রাজগণ গড়মণ্ডলে রাজত্ব করিতেন, তাঁহারা আপনাদিগকে হিন্দু ও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। [গড়মণ্ডল শব্দ দ্রষ্টব্য।]

প্রাচীনকালে মালবের রাজপুত রাজগণের সহিত এই গোঁড় বা গৌড়রাজগণের সময়ে সময়ে যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিত এবং সম্ভবতঃ সেই সময় হইতেই উভয় জাতির মধ্যে বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে। তাহাদিগের বংশধরেরা আজিও রাজপুত বা রাজপুতগোঁড় নামে পরিচিত। গড়ার গৌড়-রাজ নাগদেবের মৃত্যু হইলে তাঁহার জামাতা যাদবরায় তাঁহার রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়েন এবং গড়া নগরই নিজ রাজধানী মনোনীত করেন। ৬৮ পুরুষে যাদব-রায়ের বংশধর সংগ্রামশাহী মণ্ডলা অধিকার করেন। সংগ্রামশাহী যখন ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারোহণ করেন, তৎকালে তিনি ৩টী মাত্র জেলার রাজা ছিলেন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ৫২ খানি জেলা অধিকার করিয়াছিলেন।

ফিরিস্তা পাঠে জানা যায় যে, ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে আসফ্ খাঁ যখন গড়া আক্রমণ করেন, তৎকালে বীরনারায়ণ গড়ার রাজা ছিলেন। এই যুদ্ধে বীরনারায়ণের প্রাণবিয়োগ হয়। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে হৃদয়েশ্বর রাজা হন। ইনি রাম-নগরে মতিমহল নামে আপনার প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। ঐ মতিমহলের ১০০ ফুট দক্ষিণ পশ্চিমে তাঁহার পত্নী রাণী সুন্দরীর প্রতিষ্ঠিত একটী বিষ্ণুমন্দির আছে। মন্দির মধ্যে বিষ্ণু, শিব, গণেশ, দুর্গা ও সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটী ৫৬ ফিট্ চতুরস্র। ইহার অভ্যন্তর ভাগে ২৯ ফিট্ চতুরস্র একটী গৃহ, উহার ছাদের উপর গুম্বজ আছে। এই মন্দিরবাড়ী কতকটা মুসলমান ধরণের। বাঙ্গালায় ইহাকে পঞ্চরত্নমন্দির বলে। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে শিবরাজশাহী রাজ্যভার গ্রহণ করেন। মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার বালাজি বাজীরাওর সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল।

সাতপুরা পর্ব্বতের দক্ষিণে, ছিন্দবাড়ার অন্তর্গত দেওগড়ে ও বৈতুলের অন্তর্গত খেরলা গ্রামে অপরাপর গোঁড় রাজা রাজত্ব করিতেন। ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে খেরলারাজ নরসিংহ-রায় মালবরাজ হুসঙ্গ ঘোরীর যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে শিবনীগড়ে একজন পার্ব্বতীয় স্বাধীন রাজা রাজত্ব করিতেন। ১৭৬০ হইতে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মহারাষ্ট্র কর্ত্তৃক তাঁহার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। বর্দ্ধানদীর তীরবর্ত্তী চান্দানগরে আরও একটী গৌড়রাজবংশ আছে।

গোঁড়া (দেশজ) ১ তাবক, তোষামোদকারী, খোসামুদিয়া। ২ যাহার গোঁড় আছে।

গোঁড়াঝিনুক (দেশজ) একপ্রকার ঝিনুক।

গোঁড়ানেবু (দেশজ) অম্লপ্রধান একজাতীয় নেবু।

গোঁড়ামি (দেশজ) তাবকতা, খোসামোদ।

গোঁড়ি, বেহারের মৎস্য ও কৃষিজীবী জাতিবিশেষ। গুঁড়ি, মল্লা, মাছুয়া প্রভৃতি নামেও খ্যাত। গোঁড়িরা বলে, যে নিষাদ শ্রীরামচন্দ্রকে নদী পার করিয়াছিল, ইহারা তাঁহারই বংশধর। [নিষাদ দেখ] ইহাদের আকৃতি অনেকটা অনার্য্য জাতির মত। ইহাদের উপাধি—চৌধুরী, জেথরৎ, মন্ডর, মুখিয়ার, নাথুরা, সহনি। ইহাদের মধ্যে কুরিন্, খুলৌৎ, কোল, চাব বা চাবি, পরবতীকুমীন্ ও বনপর ইত্যাদি নামে শ্রেণীভেদ আছে। উক্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে কোল ও কুরিনেরা পরস্পর আদান প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু আর কেহ অপর শ্রেণীর সহিত বৈবাহিক-সম্বন্ধ করিতে চায় না। বালিকা বিবাহই ইহারা প্রশস্ত মনে করে, তবে যুবতী হইবার পর কন্যার বিবাহ হইলেও দোষের মধ্যে গণ্য নয়। প্রথমা পত্নী বন্ধ্যা অথবা চিররুগ্না না হইলে ইহারা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করে না। ইহাদের বিধবারাও ইচ্ছামত পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে। দোষ ঘটিলে পঞ্চায়তের মত লইয়া বিবাহবন্ধন ছেদন করিতে হয়। গোঁড়িদিগের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব, অল্পসংখ্যক শৈবও দৃষ্ট হয়। নিম্নশ্রেণীর মৈথিল-ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে। ইহারা পাঁচপীর, কৈলাবাবা, বারাহী, জয়সিং, অমরসিং, চাঁদসিং, দিয়ালসিং, কেবল, মরদ, বন্দি, গোসাঁইয়া, কমলাজি ও হনুমানের পূজা করে। কৈলা-বাবাকে ইহারা 'গঙ্গাজি কা বেওদার' বলিয়া পরিচয় দেয়। বারাহীপূজায় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অসাক্ষাতে একটী শূকর-ছানা বলি দিয়া থাকে। জয়সিং জাতিতে গোঁড়ি ও ডক্কবিনী ইহার বাসস্থান ছিল। এক সময় সুন্দরবনের রাজার সহিত একখণ্ড কাঠ লইয়া গোলযোগ ঘটে, তাহাতে রাজা সাতশত গোঁড়িকে বন্দী করেন। জয়সিং রাজাকে বধ করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করে। সেই অবধি জয়সিং

গোঁড়ি ও তিয়রদিগের নিকট দেবতুল্য পূজিত। ইহারা শব দাহ করে। ত্রয়োদশদিনে ইহাদের শ্রাদ্ধ হয়।

মাছ ধরা ও নৌকাবহাই ইহাদের জাতিগত উপজীবিকা। তবে এখন অনেকেই কৃষিকার্য্যে মন দিয়াছে। ইহারা মদ, মাছ, ইন্দুর, কাছিম ও শূকর খাইতে ভালবাসে। কেবল ইহাদের মধ্যে ভকতেরা মদ-মাংস খায় না। বেহারের উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ইহাদের হাতের জল গ্রহণ করেন না। সেখানে ইহারা কুম্ভকার অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর বলিয়া গণ্য। ইহারা কেওত, ধানুক প্রভৃতি নীচজাতির স্পৃষ্ট জল ও মিষ্টান্নাদি খায়। সমস্ত বঙ্গদেশে প্রায় ৬ লক্ষ গোঁড়ির বসবাস।

গোঁদ, বনাবস্থিত বৃক্ষের আটাবিশেষ। (Gum) বৃক্ষের ত্বক চিরিয়া দিলে ডিমের শ্বেতলালার মত একপ্রকার আটা বাহির হয়। বাবলা, খদির, গুয়েবাবলা, শিরীষ, কিকর, ফুলা, কোচাই, আমলকী, সজিনা, লালধয়ের প্রভৃতি বৃক্ষে গোঁদ জন্মিয়া থাকে। পিনসরোগে, ফুসফুস-প্রদাহে, মূত্রযন্ত্রের প্রদাহে ও উদরাময়রোগে ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ৪ আউন্স গোঁদ ৬ আউন্স জলে উত্তমরূপে মিশাইয়া পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া প্রত্যহ তিন হইতে ৬ আউন্স পর্য্যন্ত খাওয়ান যাইতে পারে।

গোঁফ (গুম্ফ শব্দজ) মোচ, ওষ্ঠের উপরিস্থ কেশ

"বদনমণ্ডল, চাঁদ নিরমল,
ঈষদ্ গোঁফের রেখা।" (বিদ্যাসুন্দর)

গোঁফাল (দেশজ) বড় বড় গোঁফযুক্ত।

গোঁয়ার (দেশজ) বদরাগী। যে কাহারও কথা শুনে না, আপনার মতলবে কার্য্য করে।

"পড়েছে গোঁয়ার পুত্র হয়েছে দুর্জ্জন।" (শ্রীধর্ম্ম° ২সর্গ)

গোঁসাই (গোস্বামী শব্দজ) ১ ঠাকুর, ইষ্টদেব।

"অভাগীর এই দুঃখ ঘুচাও গোঁসাই।
তোমা বিনা তাপিতে তরাতে কেহ নাই।" (শ্রীধর্ম্ম° ১সর্গ)

২ বৈষ্ণব-ভক্তগণের উপাধি।

গোকণ্ট (পুং) গোঃ পৃথিব্যাঃ কণ্টইব। গোক্ষুর বৃক্ষ, গোখরু গাছ। (বৈদ্যক)

গোকণ্টক (পুং) গোঃ পৃথিব্যাঃ কণ্টক ইব। ১ গোক্ষুর বৃক্ষ। পর্য্যায়—গোক্ষুর, গোক্ষুরক, ত্রিকণ্ট, স্বাদুকণ্ট, গোকণ্ট, বনশৃঙ্গাট ও ইক্ষুগন্ধিকা। (ভাবপ্র° পূর্ব্ব° ১ ভাগ।) ২ গোরুর পায়ের ক্ষুর। ৩ হস্তপৃষ্ঠ। ৪ বিষমোন্নত। (হেম°)

গোকর্ণ (পুং) গোরিব কর্ণৌ যস্য বহুব্রী। ১ সর্প।

"বৃতাভি গোকর্ণশরীরভঙ্গাঃ।" (বিদ্যাসুন্দর)

গোরিব কর্ণাবস্য বহুব্রী। ২ অশ্বতর, খচ্চর। ৩ মৃগবিশেষ, গো-হরিণ।

"গোকর্ণতর্ণকোহয়ং তর্ণো জ্ঞাপকণ্টকদ্বেষু।" (অমর্ষরাঘব ২।২৩)

ইহার মাংসগুণ—মধুর, মৃদু, কফনাশক, পাকে মধুর ও রক্তপিত্তনাশক। (সুশ্রুত-সূত্র ৩৪ অঃ।) ৪ গণদেবতাবিশেষ। (মেদিনী°) ৫ পরিমাণবিশেষ, বিতস্তি, বিঘৎ, অনামিকাযুক্ত অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণকে গোকর্ণ বলে।

৬ রুদ্রবিশেষ। (ভারত শান্তি ২৮৬ অঃ)

৭ কাশীর একটী শিবলিঙ্গ। (কাশীখ° ৩৩ অঃ)

৮ কাশ্মীররাজ গোপাদিত্যের পুত্র।

৯ উত্তর কর্ণাটের একটী নগর। সমুদ্রতটে অক্ষা° ১৪°৩২´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৪°২২´৩০˝ পূর্ব্বে অবস্থিত।

ইহা একটী অতি পুণ্যক্ষেত্র। কূর্ম্ম, গরুড়, নাগরখণ্ড প্রভৃতি পুরাণে ও বৃহন্নীলতন্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে। স্কন্দপুরাণীয় তাপীখণ্ডে ও নারদপুরাণে (উপ° ৭৪ অঃ) ইহার মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। ভাগবতের মতে এ তীর্থে সর্ব্বদাই শিব অবস্থান করেন। হিন্দু তীর্থযাত্রীগণ এখানকার গোকর্ণেশ্বর ও মহাবলেশ্বর শিব-লিঙ্গ দর্শনে গমন করিয়া থাকেন।

"মধ্যা হিমবতঃ পৃষ্ঠে গোকর্ণে ভদ্রকালিকা।" (দেবী)

[গাভের শব্দ ৩১৫ পৃঃ দেখ।]

গোকর্ণেশ্বর, ১ গোকর্ণতীর্থস্থ এক শিবলিঙ্গ। তাপীখণ্ডে ও নারদপুরাণে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। ২ নেপালস্থ এক পবিত্র লিঙ্গ। স্বয়ম্ভূপুরাণে ইহার প্রসঙ্গ আছে।

গোকর্ণী (স্ত্রী) গোঃ কর্ণ ইব পত্রমস্যাঃ বহুব্রী ঙীপ্ [পাককর্ণপর্ণপুষ্প ফলমূলবালোত্তরপদাচ্চ। পা ৪।১।৬৪] মূর্ব্বালতা। [মূর্ব্বা দেখ।]

গোকা (স্ত্রী) গৌরেব গো স্বার্থে কন্ টাপ্। গোরু।

গোকাক, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বেলগাম্ জেলার প্রধান নগর। বেলগাম্ সহর হইতে ১৫ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৬°১০´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮°৫২´ উঃ। এখানে জেলার সদর কাছারি, ডাকঘর, ঔষধালয় প্রভৃতি আছে। পূর্ব্বে এখানে সহস্র তাঁত চলিত ও রঙ্ করা ব্যবসায় প্রবল ছিল। এখন এখানে দেশীয় মোটা কাগজের ব্যবসায়ই প্রধান। এখানে সুন্দর সুন্দর মাটির ও কাগজের খেলানা প্রস্তুত হয়।

গোকাম (ত্রি) গাঃ কাময়তে গো-কামি অণ্। যে ব্যক্তি গোরু কামনা করে। "গোকামা মে।" (ঋক্ ১০।১০৮।১০) 'গোকামাঃ গাঃ কাময়মানাঃ' (সায়ণ।)

গোকামুখ (পুং) ভারতবর্ষের একটী পর্ব্বত।

গোকার্ণ, উত্তর কাণাড়ার অন্তর্গত একটী নগর। গোকর্ণ-তীর্থের পার্শ্বে অবস্থিত। এখানে তীর্থযাত্রীর আগমন হয়। বিশেষতঃ মাঘ মাসের মেলায় প্রায় আট দশ হাজার সন্ন্যাসী সাধু ও তীর্থযাত্রী প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে।

গোকালব্রত, আমাদের দেশের বালিকাদিগের অনুষ্ঠিত ব্রতবিশেষ। বিশ্বাস—এই ব্রত পালন করিলে স্বর্গে বাস হইবে। প্রথমে গাভীর চারিটী খুর গঙ্গাজলে ধুইয়া ও মুছাইয়া মস্তকে গঙ্গাজল সেচন করিয়া তাহাকে স্নান করাইয়া দেয়। কপালে হলুদ-চন্দন ও সিন্দুরের টিপ দিয়া 'নমো ভগবত্যৈ নমঃ' বলিয়া ফুল লইয়া গাভীর পাদপূজা করে। পূজান্তে গাভীর মস্তকে অর্ঘ্য দিয়া থাকে। এই সকল কার্য্য সমাধা হইলে গাভীর তৃপ্তির জন্য দূর্ব্বাঘাস ও কাঁঠালিকলা খাইতে দিয়া এই মন্ত্র পাঠ করে—

"গোকাল গোকুলে বাস।
গোরুর মুখে দিয়ে ঘাস
আমার যেন স্বর্গে বাস।"

তোলনান্তে গোরুর ক্লেশ নিবারণের জন্য তালবৃন্ত ব্যজন করে। পরিশেষে গো-পুচ্ছ মাথায় স্পর্শ করাইয়া গোরুকে ভক্তিভাবে প্রণামপূর্ব্বক চলিয়া আসে।

গোকিরাটিকা (স্ত্রী) গাং বাচং কিরতি গো-কৃ-ক তথা সতী অটতি অট বুল্ টাপ্। সারিকাপক্ষী। (হেম°)

গোকিরাটী (স্ত্রী) গোকিরা বাচং রটন্তী সতী অটতি অট-অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। সারিকাপক্ষী। (রাজনি°)

গোকিল (পুং) গোঃ পৃথিব্যাঃ কীলইব নিপাতনাৎ হ্রস্বঃ। ১ মুষল। ২ লাঙ্গল। (হেম°)

গোকীল (পুং) গোঃ পৃথিব্যাঃ কীলইব। ১ মুষল। ২ লাঙ্গল।

গোকুল (ক্লী) গোঃ কুলং ৬তৎ। ১ গোসমূহ, গোরুর পাল।
"গোকুলাকুলতীরায়াঃ তমসায়া বিদূরতঃ।" (রামা° ২।৬।১৬)
গাবাং কুলমত্র বহুব্রী। ২ গোষ্ঠ।
"গোকুলে কন্দুশালায়াং তৈলযন্ত্রেক্ষুযন্ত্রয়োঃ।
অমীমাংস্যানি শৌচানি স্ত্রীষু বালাতুরেষু চ।" (তিথিতত্ত্ব)

৩ মথুরার পূর্ব্ব ও দক্ষিণকোণে অবস্থিত যমুনার বাম তীরবর্ত্তী এক পুণ্যধাম, গোপরাজ নন্দ এই স্থানে বাস করিতেন। (ভাগবত)

কৃষ্ণ ও বলরাম এই স্থানেই বাল্যকাল অতিবাহিত করেন। পূতনাবধ, শকটভঞ্জন প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠানও এইখানেই হইয়াছিল। কৃষ্ণলীলাক্ষেত্র বলিয়া গোকুল বৈষ্ণবগণের একটী তীর্থ বলিয়া গণ্য। এখানে অনেক দেবালয় আছে। শিবশতনাম পাঠে জানা যায় যে, গোকুলে গোপীশ্বর নামে একটী শিব আছেন।

গোকুলজিৎ (ত্রি) গোকুলং জয়তি জি-কিপ্ তুগাগমশ্চ। যে গোকুল জয় করিয়াছে।

গোকুলচন্দ্র, ১ আহ্নিকচন্দ্রিকা নামে সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।
২ ভগবদ্গীতার্থসার প্রণেতা।
৩ রসিকচন্দ্রিকা নামে গোবর্দ্ধনকৃত আর্য্যাসপ্তশতীর একজন টীকাকার।

গোকুলজিৎ, এক স্মার্ত্ত পণ্ডিত। ইঁহার পিতার নাম হরিজিৎ। ইঁনি চলদুর্গাধিপতি কল্যাণমল্লের আদেশে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে সংক্ষেপতিথিনির্ণয়সার নামে সংস্কৃতগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

গোকুলজি সম্পত্তিরাম জালা, সুরাষ্ট্রের একজন বিখ্যাত বৈদান্তিক এবং পারস্য, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষাবিৎ পণ্ডিত। ইঁনি জুনাগড়ের একজন প্রধান সচিব ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বেদান্তে অনুরাগ জন্মে। জুনাগড়ে যখন রামবাবা নামে এক বৈদান্তিক সন্ন্যাসী গমন করেন, গোকুলজী তাঁহার মুখে বেদান্তের বিমল উপদেশ শুনিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। তৎপরে তিনি পরমহংস সচ্চিদানন্দ স্বামীর নিকট বেদান্তের গূঢ় তাৎপর্য্য অবগত হন। ক্রমে তাঁহার সংসারাসক্তি হ্রাস হইতে থাকে। অল্পদিন হইল ইনি আপনার উচ্চ পদগৌরব ও বিষয়সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও ইঁনি প্রাচীন আর্য্যগণের মত অন্তিমকালে বনবাসে ঈশ্বরা-ধনায় জীবন উৎসর্গ করেন। সুরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান লোকেরা ইঁহাকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

গোকুলদেব, তীর্থকমলতা নামে সংস্কৃত গ্রন্থকার।

গোকুলনাথ, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি সুললিত সংস্কৃত ভাষায় করণপ্রবেশ, (বেদান্ত), প্রমাণপ্রবোধ, (ন্যায়), ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (মীমাংসা), শাণ্ডিল্যসূত্রের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিবৃতি নামে টীকা প্রণয়ন করেন।

২ জয়াবলাস নামে সংস্কৃত জ্যোতিঃশাস্ত্রকার।

৩ মিথিলার একজন প্রধান পণ্ডিত। ইনি মৈথিল মহামহোপাধ্যায় নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহার রচিত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এই কয়খানি প্রধান—দ্বৈতনির্ণয়ের কাদম্বরী নাম্নী টীকা, রসমীমাংসা, রসমহার্ণব, শিবশতক-স্তোত্র, রশ্মিচক্রতত্ত্বচিন্তামণিটীকা, তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিদ্যোত, তর্কতত্ত্বনিরূপণ, ন্যায়সিদ্ধান্ততত্ত্ব, পদবাক্যরত্নাকর।

৪ কাশীবাসী একজন বিখ্যাত হিন্দিকবি, কবি রঘুনাথের পুত্র। ইনি পঞ্চক্রোশীর অন্তর্গত চৌরাগাঁও নামক স্থানে

জন্মগ্রহণ করেন। কাশীরাজ চেৎসিংহ কবির প্রতিপালক ছিলেন। প্রতিপালকের ইঙ্গিতে অবলম্বন করিয়া ইনি চেৎচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থ, পরে গোবিন্দসুখদবিহার, এবং কাশীরাজ উদিত নারায়ণের আদেশে হিন্দীভাষায় মহাভারত ও হরিবংশের অনুবাদ প্রকাশ করেন। মহাভারতের কিয়দংশ তাঁহার শিষ্য মণিদেব ও পুত্র গোপীনাথও অনুবাদ করিয়াছিলেন। [মহাভারত দেখ।]

গোকুলপ্রসাদ, একজন হিন্দীকবি, ইনি জাতিতে লালাকায়স্থ। গোঁড়া জেলার অন্তর্গত বলরামপুরে ইহার বাস ছিল। ইনি রাজা দিগ্বিজয়সিংহের সম্মানার্থে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে দিগ্বিজয়-ভূষণ রচনা করেন, ইহাতে প্রায় ১৯২ জন হিন্দী কবির কবিতা সংগ্রহ আছে। এ ছাড়া কৃষ্ণলীলাঘটিত অষ্টযাম, চিত্রকলাধর, দূতীদর্পণ প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন।

গোকুলভট্ট, হরিরামের বেদান্তকারিকার একজন টীকাকার।

গোকুলস্থ (ত্রি) গোকুলে তিষ্ঠতি গোকুল-স্থা-ক। ১ গোকুল-বাসী। ২ কৃষ্ণউপাসক সম্প্রদায়বিশেষ।

গোকুলাষ্টমী (স্ত্রী) গবাং কুলং পূজনীয়ং যস্যাং যস্যাং, তাদৃশী অষ্টমী, কর্ম্মধা° পুংবদ্ভাবশ্চ। দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী এই নামে প্রসিদ্ধ। [জন্মাষ্টমী দেখ।]

গোকুলিক (ত্রি) গোর্ব্রজ কুলমত্র গোকুল-ঠন। ১ কেকর। পরি পঙ্কপঙ্ক্যাং কুলিকঃ অন্ড ইব। ২ পঙ্ক গবাপক্ষেপক, যে পঙ্কপতিত গোকে উপেক্ষা করে।

গোকুলোদ্ভবা (স্ত্রী) গোকুলং উদ্ভবং যস্যাঃ বহুব্রী। দুর্গা, মহামায়া।

গোকৃত (ক্লী) গোভিঃ কৃতং ক্ত তৎ। ১ গোময়। (ত্রি) ২ গোকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত।

গোক্ষীর (ক্লী) গবাং ক্ষীরং ৬ তৎ। গোদুগ্ধ।

গোক্ষীরজ (ক্লী) গোক্ষীরাৎ জায়তে জন্-ড। ১ ঘৃত। ২ তক্র-ক্ষীর, ক্ষীরজল।

গোক্ষুর (পুং) গোঃ পৃথিব্যাঃ ক্ষুর-ইব। স্বনামপ্রসিদ্ধ ক্ষুপবিশেষ, চলিত কথায় গোখুরি বলে। (Tribulus (lanuginosus) পর্য্যায়—ত্রিকন্ট, হলশৃঙ্গাট, গোকন্টক, ত্রিপুট, কন্টকফল, ক্ষুর, গোক্ষুরক, পলঙ্কষা, ইক্ষুগন্ধা, স্বদংষ্ট্রা, ব্যালকন্টক, গোকণ্ট, বনশৃঙ্গাটক, ক্ষুরক, ভক্ষ্য-কন্ট, ইক্ষুগন্ধিকা, ক্ষুরক, স্বদংষ্ট্রিকা, কন্টকী, ভদ্রকন্ট, ব্যালদংষ্ট্র, বহুল, গোখুর, ত্রিকট, ত্রিক ও ইক্ষুর। হিন্দীতে গোখরু বলে। ইহা দেখিতে চানার মত।

ইহার গুণ—শীতল, বলকর, মধুর, বৃংহণ, কৃচ্ছ্র, অশ্মরী, মোহ ও দাহনাশক এবং রসায়ন। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—দাহ, বস্তিশোধক, দীপন, পুষ্টিকর, বাস, কাশ, অর্শ ও ব্রণনাশক। রাজবল্লভের মতে গোক্ষুরের গুণ—বায়ুনাশক এবং বৃষ্য। ইহার শাকের গুণ—তিক্ত, বৃষ্য ও স্রোতশোধক। গোক্ষুর দুইপ্রকার ক্ষুদ্রাকার ও বৃহৎ। ইহার মধ্যে বৃহৎ গোক্ষুরই প্রশস্ত। বৃহৎ গোক্ষুরকে সচরাচর গোক্ষুরদক্ষিণা বলে। দুর্ভিক্ষের সময় পশ্চিমাঞ্চলে লোকেরা গোক্ষুরবীজ গুঁড়া করিয়া খাইয়া থাকে। ২ আর একজাতীয় গাছ। Ruellia longifolia.)

গোক্ষুরক (পুং) গোক্ষুর স্বার্থে কন্। গোক্ষুর। (অমর) "গুড়াকনং গোক্ষুরকাচ্চা বীজং।" (সুশ্রুতচিকিৎসা° ২৫ অঃ)

গোক্ষুরাদিগণ (পুং) গোক্ষুর আদির্যস্য বহুব্রী ততঃ কর্ম্মধা°। ভিষক্শাস্ত্রোক্ত একটী গণ। গোক্ষুর, ক্ষুরক, ব্যাঘ্রী, সিংহ-পুচ্ছী ও কুলিখিকা, ইহাদিগকে গোক্ষুরাদিগণ বলে। ইহার গুণ বাতশ্লেষ্মানাশক। (রসচন্দ্রিকা)

গোক্ষুরি (পুং স্ত্রী) গোক্ষুর।

গোক্ষুরী (স্ত্রী) গোক্ষুর।

গোক্ষুরীবীজ (ক্লী) গোক্ষুর্য্যা বীজং ৬ তৎ। গোক্ষুরের বীজ, চলিত কথায় গোখুরবীজ বলে। ইহার গুণ—শীতল, মূত্র-বৃদ্ধিকর, শোথনাশক, বৃষ্য, আয়ুষ্কর, শুক্র, মেহ ও কৃচ্ছ্র-নাশক। (আত্রেয়সংহিতা।)

গোক্ষোড়ক (পুং স্ত্রী) প্রতুদ শ্রেণীর অন্তর্গত একপ্রকার পক্ষী। [প্রতুদ দেখ।]

গোখা (স্ত্রী) গাং ভূমিং খনত্যনয়া খন-ড। নখ। এই শব্দটী পাণিনীয় ক্রোড়াদিগণান্তর্গত।

গোখুর (পুং) খুরাভ্র বিলিখতি খুর-অচ্ অশ্ববিশেষঃ গোঃ পৃথিব্যাঃ খুর ইব। ১ গোক্ষুর বৃক্ষ। (শব্দরত্না°) (ক্লী°) গবাং খুরং ৬-তৎ। গোরুর খুর।

গোখুরাসাপ, এক প্রকার তীব্র বিষধর সর্প, দেশবিশেষে জাতিসর্প বলে। (Cobra de capello) [সর্প দেখ।]

গোখুরি (পুং) গবাং খুরিরিব। গোক্ষুর। (শব্দচন্দ্রিকা)

গোগাচৌহান্, ১ একজন সিদ্ধ বীরপুরুষ। হিমালয় হইতে নর্ম্মদাতট পর্য্যন্ত কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই এই মহাপুরুষকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকে। হিন্দুরা ইহাকে গোগাচৌহান্ বা গোগাবীর এবং মুসলমানেরা "গোগা-পীর" বা জাহিরপীর" বলিয়া জানেন। হিন্দু বলেন যে, ধর্ম্মরক্ষার্থ সবর্ণনদীতটে গমন ও ১ ধর্ম্মরক্ষার জন্য তিনি মুসলমান-দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন সেইজন্য তিনি সম্মানার্হ। মুসলমানেরা বলেন, গোগা ইস্লাম্ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এইজন্য তাঁহাদের পূজ্য.

প্রবাদ এইরূপ—বাগড়দেশের রাজা বৎসরাজ চৌহান্ জোবরাজ অরমলের দুইটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, এই দুই কন্যার নাম বাচল ও কাচল। বাচলের অপর নাম শীলবতী। যমুনাতীরস্থ শির্শাবাসনগরে উভয়ের জন্ম। বহুদিন উভয়েরই কোন সন্তানাদি হয় নাই। ঘটনাক্রমে গুরু গোরক্ষনাথ বাগড়দেশে আসিয়া বাজোতানে অবস্থান করেন। বহুদিন ধরিয়া বাচল রাণী গোরক্ষনাথের সেবা-শুশ্রূষা করেন। একদিন কাচল ভগিনীর পোষাক পরিয়া গোরক্ষনাথের নিকট আসিয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। মহাপুরুষ তাঁহাকে দুইটী যব খাইতে দিলেন এবং বলিলেন ইহাতেই তাঁহার দুইটী পুত্র হইবে। তৎপরে বাচল গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ভগিনীর চাতুরী ও আপনার দুঃখ জানাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর গোরক্ষনাথ তাঁহাকে একটী গুগ্‌গুল দিয়া বলিলেন যে, "তোমার ভগিনীর পুত্রগণ তোমার পুত্রের দাসত্ব করিবে।" যথাকালে শীলবতী রাণীর গর্ভ হয়। কাচল তাঁহার গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিল না। আট মাস গর্ভধারণ করিয়া বাচল ভাদ্রমাসে কৃষ্ণনবমী তিথিতে একটী পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। গুগ্‌গুল হইতে জন্ম বলিয়া পুত্রের নাম গুগা বা গোগা হইল। যথাকালে গোগা বাগড়দেশের রাজা হইলেন। কাচলের দুই পুত্র অর্জ্জুন ও সুর্জন দিল্লীরাজের সাহায্যে বাগড়দেশ অধিকার করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু গোগা উভয়কে পরাস্ত ও নিহত করিয়া উভয়ের ছিন্নমুণ্ড মাতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বাচল পুত্রের এই দুর্ব্ব্যবহারে অতিশয় সন্তপ্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন—"যেখানে আমার ভগিনীর পুত্র গিয়াছে, আমার পুত্রও সেইখানে যাক্।" মাতার কথায় গোগার মনে বড়ই আঘাত লাগিল। তিনি প্রার্থনা করিলেন, "মা বসুন্ধরে তুমি বিদীর্ণ হও, আমি তোমার কোলে শয়ন করি, এ পাপ মুখ আর কাহাকেও দেখাইতে ইচ্ছা করি না।" পৃথিবী বিদীর্ণ হইল, তিনি জবাদিয়া নামক অশ্বে আরোহণ করিয়া ভূগর্ভে লুক্কায়িত হইলেন।

অবশেষে একদিন তিনি জবাদিয়ায় চড়িয়া পাহাড় ভেদ করিয়া উত্থিত হইলেন। তাঁহার সেই অশ্বারোহী প্রস্তরময় তীব্রমূর্ত্তি রাজস্থানের মন্দর রাজধানীতে আজও রক্ষিত আছে।

মুসলমানেরা বলিয়া থাকেন, গোগাপীরের প্রার্থনায় প্রথমে পৃথিবী বিদীর্ণ হয় নাই। তিনি মক্কায় গিয়া মহম্মদীয় শিক্ষা গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিলে তবে বসুন্ধরা তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম শিরিয়াল। প্রতিরাত্রিতে জাহিরপীর পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং তাঁহাকে বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করিতেন।

পশ্চিমাঞ্চলের রমণীগণ গোগার জন্মতিথি-উৎসবে তাঁহার স্তুতিগান করিয়া থাকেন। কাহারও মতে গোগা দিল্লীপতি পৃথিরাজের সমসাময়িক। রাজস্থানের মরুবাসী গোগাবৎ নামক রাজপুতেরা তাঁহার বংশধর। এ ছাড়া ইস্‌লাম্‌-ধর্ম্মাবলম্বী অনেক চৌহান্ গোগার বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। [চাহিল দেখ।]

২ মাচাড়ীর একজন রাজা, আসলদেবের পুত্র। ফিরোজশাহের রাজত্বকালে ১৩০৪ শকে উৎকীর্ণ ইঁহার একখানি শিলালিপি পাওয়া যায়। (Cunnigham's Arch. Sur. Report. vol. VI. Plate IIIX.)

গোগৃষ্টি (স্ত্রী) গৌশ্চাসৌ গৃষ্টিশ্চেতি কর্ম্মধা° গৃষ্ট্যবস্থা পরনিপাতঃ। একবার প্রসূতা গাভী।

গোগোযুগ (ক্লী) গোর্দ্বিত্বং গো-দ্বিত্বার্থে গোযুগচ্ প্রত্যয়ঃ। গোর দ্বিত্ব সংখ্যা। (মুগ্ধবোধ)

গোগোষ্ঠ (ক্লী) গোঃ স্থানং গো স্থানার্থে গোষ্ঠচ্ প্রত্যয়ঃ। (পশুভ্যঃ স্থানার্থবট্‌কে গোষ্ঠগোযুগষড়্গবম্। মুগ্ধ° সূত্র°) গোরুর স্থান, যে স্থানে গোরু থাকে।

গোগ্রন্থি (পুং) গোভ্যো জাতো গ্রন্থিরিব। ১ করীষ, ঘুঁটে। গোগ্র দ্বিষ ত্র বহুব্রী। ২ গোষ্ঠস্থান। গোগ্রন্থিরিব। ৩ গোজিহ্বিকা।

গোঘা, কাঠিয়াবাড়ের আহ্মদাবাদ জেলার গোঘা উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ২১° ৩৯´ ৩´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭২° ১১´ পূঃ। বোম্বাই সহর হইতে ১৯৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এই নগরের ১।০ ক্রোশ পথ পূর্ব্বে জাহাজাদির অবস্থানোপযোগী বন্দর আছে। নগরবাসীরা অনেকেই নাবিকবিদ্যায় সুদক্ষ। জাহাজাদি ভগ্ন হইলে মেরামতের জন্য অথবা জলগ্রহণোদ্দেশে এই বন্দরে আসিয়া থাকে। কিছুদিন হইল গোঘার বাণিজ্য-ব্যবসা খাস্থিত পড়িয়াছে। নগরের প্রাচীন গৌরব ও সমৃদ্ধি দিনদিন হ্রাস হইয়া আসিতেছে এবং নিকটবর্ত্তী ভবনগরের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রমশঃই উন্নতি হইতেছে। ১৩২১ খৃষ্টাব্দে পাদ্রি জর্ডনাস্ সাহেব এই নগর দেখিতে আসিয়াছিলেন। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে শাসনকর্ত্তার (নুনো-ডা-কান্‌হা) আদেশানুসারে আন্তনিও-ডি-সালদান্‌হা ইহাকে জয় করিতে আসেন। তিনি এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী এবং ধনী ব্যবসায়ীতে পূর্ণ *

* Correa III. 418.

দেখিতে পান। কুটো সাহেব তাঁহার নিজ গ্রন্থে এই নগরের বাণিজ্যের কথা বিশেষ সুখ্যাতির সহিত লিখিয়া গিয়াছেন †। এই নগরের উত্তর ও দক্ষিণে লবণময় জলা ভূমি আছে।

গোঘাত (পুং) গাং হন্তি গো-হন্-অণ্। গোহন্তা।

"অন্তকায় গোঘাতং ক্ষুধে যোগাং বিকৃন্তন্তং।"

(বাজসনেয় স° ৩০।১৮) 'গোঘাতং গবাং হন্তারং' (মহীধর।)

গোঘাতক (পুং) গবাং ঘাতকঃ ৬তৎ। গোহত্যাকারী।

গোঘাতিন্ (ত্রি) গাং হন্তি গো-হন্-ণিনি। গোহত্যাকারী।

গোঘৃত (ক্লী) গোঃ পৃথিব্যা ঘৃতমিব শস্যপোষকত্বাৎ। ১ বৃষ্টি-জল। (ত্রিকাণ্ড) গোঃ ঘৃতং ৬তৎ। ২ গব্যঘৃত। [ঘৃত দেখ।]

গোঘ্ন (ত্রি) গাং হন্তি-হন-ক ৬তৎ। ২ গোঘাতক, গোহত্যা-কারী। [গোহত্যা দেখ।] (পুং) গৌর্হন্যতে যস্মৈ হন্ সংপ্রদানে ক। ২ অতিথি। পূর্ব্বকালে শ্রোত্রিয় অতিথি বাড়ীতে উপস্থিত হইলে মধুপর্কের জন্য গোহত্যা করা হইত, এই কারণে অতিথির নাম গোঘ্ন হইয়াছে (১)।

গোঙরাণ (দেশজ) অব্যক্ত ধ্বনি করা।

গোঙ্গা (দেশজ) ১ বোবা। ২ বড় কড়ি।

গোঙ্গাকড়ি (দেশজ) একপ্রকার বড় মসৃণ কড়ি।

গোঙ্গান (দেশজ) দুঃস্বপ্ন।

গোচ (অপভ্রংশ) ১ ছালা, আঁটি। ২ সুযোগ।

গোচন্দন (ক্লী) গোশীর্ষাখ্যং চন্দনং মধ্যলো°। গোশীর্ষাখ্য চন্দন। "গোচন্দনাযোহমিকা মধুকমাক্ষিকং মধু।

সুবর্ণমিতিসংযোগঃ পেয়ঃ সৌভাগ্যমিচ্ছতা॥"

(সুশ্রুত চিকিৎসি° ২৮ অঃ)।

গোচন্দনা (স্ত্রী) একপ্রকার জলৌকা। সুশ্রুতের মতে যে সকল জলৌকার অধোভাগ বা পুচ্ছদেশ গো-বৃষণের ন্যায় দুই ভাগে বিভক্ত এবং মুখের দিক্ ক্ষুদ্র, তাহাদিগকে গোচন্দনা বলে। ইহাদের দংশনে অতিশয় চুলকানি, মূর্চ্ছা, জ্বর, দাহ, বমন, মত্ততা বা মনের বিকৃতি ও শরীরে অবসন্নতা হয়, দষ্ট-স্থান ফুলিয়া উঠে। ইহাতে অগদ নামক ঔষধ পান, দংশন-স্থানে লেপন ও তাহার নস্য প্রয়োগ করিলে ভাল হয়।

গোচর (পুং) গাবইন্দ্রিয়াণি চরন্ত্যস্মিন্ গো-চর-অচ্। (গোচর-সঞ্চরবহব্রজব্যজাপণ নিগমাশ্চ। পা ৩।৩।১১৯) ১ ইন্দ্রিয় যাহা গ্রহণ করে, বিষয়, রূপরস প্রভৃতি।

"প্রাণস্য গোচরো গন্ধঃ॥" (ভাষাপরি°)

২ জ্ঞানবিষয়। "সদসৎসংশয়গোচরোদরী।" (নৈষধ°)

(ত্রি) গবি ভূমৌ চরতি গো-চর-কর্ত্তরি অচ্। ৩ ভূচর। (পুং) গাবশ্চরন্ত্যস্মিন্ পূর্ব্ববৎসাধু। ৪ গোপ্রচার স্থান, গোষ্ঠ

"উপারতাঃ পশ্চিমরাত্রিগোচরা-

দপারয়ন্তঃ পতিতুং জবেন গাম্॥" (কিরাত° ৪। ১০)

৫ পশুবাদেশ।

"ইন্দ্রিয়াণিহয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।" (কঠোপনিষৎ)

৬ দেশ।

"অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা গুহো গহনগোচরঃ॥" (রামায়ণ ২ ৮৫।৫)

'গহনং বনং গোচরো দেশো যস্য সঃ' (রামানুজ।) গাবো ব্যোমগতয়ো গ্রহাশ্চরন্ত্যস্মিন্ পূর্ব্ববৎসাধু। ৭ জন্মরাশি অবধি গ্রহাক্রান্ত রাশির নাম। ফলিত জ্যোতিষ-মতে, গ্রহগণ আপন গতিতে যে রাশিতে উপস্থিত হয়, সেই রাশি অর্থাৎ সেই রাশিটী জন্মরাশি অপেক্ষা যে সংখ্যক রাশি হয়, তত সংখ্যক রাশি শুভ হইলে গ্রহ শুভফলদায়ক এবং অশুভ হইলে অশুভ ফলদায়ক হইয়া থাকে। গ্রহের পক্ষে কোন রাশিই অশুভ বা মন্দ নহে, তবে জ্যোতিষশাস্ত্রে জন্মরাশি অপেক্ষা কোন কোন রাশিতে গ্রহের অবস্থানে শুভফল এবং কোন কোন রাশিতে গ্রহ থাকিলে অশুভফল হইয়া থাকে, এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে। যে স্থানে যে গ্রহ অবস্থিত অশুভফলপ্রদ, সেই গ্রহ সেই রাশিতে থাকিলে তাহাকে গোচর অশুদ্ধ ও যে রাশিতে থাকিলে শুভফল হয়, সেই স্থানে গ্রহের অবস্থান হইলে গোচরশুদ্ধি বলে।

বৈজ্ঞানিক মতে মানবগণ নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে সময়ে সময়ে সুখী অথবা দুঃখী হয়, খগোলে অবস্থিত গ্রহগণ তাহার কারণ নহে, তবে গ্রহগণের অবস্থান অনুসারে মানব বা জন্তুগণের ভাবী মঙ্গল বা বিপদ্ অনুমান করা যাইতে পারে। গ্রহের অবস্থান অনুসারে ভাবিষ্যৎ বিপদের সম্ভব হইলে তাহার নিবারণ জন্য শান্তির অনুষ্ঠান করিলে আর বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয় না। কোন কোন জ্যোতির্বিদের মতে অপরাপরের ন্যায় গ্রহগণের অবস্থানও মানবের সুখদুঃখের অন্যতম কারণ। যাহা হউক, গ্রহের অবস্থানে যে মানবের শুভাশুভ ফল ঘটিয়া থাকে, তাহা সকলেই স্বীকার করেন, এবং প্রত্যক্ষও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ফলিত-জ্যোতিষে ইহার বিষয়ে অনেক মতামত আছে। কিন্তু কি প্রকারে প্রাচীন আচার্য্যগণ গ্রহের অবস্থান অনুসারে এইরূপ ফলাফল নিরূপণ করিতেন, তাহার কোন উপায় তাঁহারা প্রকাশ করিয়া যান নাই। কেবল যে ফল হইয়া থাকে তাহাই নিরূপিত আছে।

কেতু, রাহু, রবি, চন্দ্র, মঙ্গল ও শনি এই সকল গ্রহ জন্মরাশি হইতে তৃতীয় কিম্বা ষষ্ঠ স্থানে থাকিলে শুভ ফল

---

† Couto IV, VII, Cap 5.

(১) "মহোক্ষং বা মহাজং বা শ্রোত্রিয়ায় প্রকল্পয়েৎ।" (স্মৃতি)

হয় এবং এই সকল গ্রহ জন্মরাশির দশমে অবস্থিত হইলেও শুভফল হইয়া থাকে। জন্মরাশির সপ্তম, নবম কিংবা পঞ্চমে থাকিলে শুভফল প্রদান করে। বুধ জন্মরাশিতে অবস্থিত হইলে এবং শুক্র ষষ্ঠ, সপ্তম ও দশম ভিন্ন অন্য রাশিতে থাকিলে শুভফল হয়। একাদশ রাশিতে যে কোন গ্রহের অবস্থানই মানবের পক্ষে শুভকর। গ্রহগণ বক্র কিংবা অতিচার প্রভৃতি যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, সকল অবস্থাতেই শুভাশুভ ফল প্রদান করে। সকল গ্রহই বক্রী বা অতিচারী হইলে বক্রী বা অতিচারী হইয়া যে রাশিতে যাইবে, সেই রাশিতে শুভাশুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু বুধ ও বৃহস্পতি যে রাশি হইতে বক্রী বা অতিচারী হইবে, সেই রাশির নিরূপিত ফলই প্রদান করে। চন্দ্রের রাশিতে গমনকালে যদি তারাশুদ্ধ থাকে, তবে সকল রাশিতেই চন্দ্র শুভফল প্রদান করে এবং রবির সঞ্চারকালে চন্দ্রশুদ্ধ থাকিলে শুভফল হয়। মঙ্গলাদি গ্রহের সঞ্চার সময়ে যদি রবিশুদ্ধ থাকে, তবে শুভ ফল হয়। রবি, মঙ্গল ও শনির সঞ্চারকালে যদি নাড়ীনক্ষত্র হয় তবে গোচরে অতিশয় অশুভ দুঃখ ও ক্লেশ প্রদান করে।

[চন্দ্রশুদ্ধ ও রবিশুদ্ধ দেখ]

জন্মরাশিতে চন্দ্র থাকিলে মিষ্টান্নভোজন, শুক্র থাকিলে আমোদপ্রমোদ, রবি বা মঙ্গল থাকিলে শত্রুবৃদ্ধি, শনি থাকিলে প্রাণহানি, বুধ থাকিলে বন্ধন এবং বৃহস্পতি জন্মরাশিস্থ হইলে শত্রুর বলবৃদ্ধি ও মানসিক ক্লেশ হয়।

দ্বিতীয় স্থানে রবি থাকিলে মিত্রভেদ, চন্দ্র থাকিলে ক্লেশ শনি থাকিলে বিত্তনাশ, বুধ থাকিলে লাভ, মঙ্গল থাকিলে হানি, শুক্র থাকিলে ভোগ এবং বৃহস্পতি থাকিলে জ্ঞানবৃদ্ধি হয়।

তৃতীয় স্থানে রবি, মঙ্গল, শনি ও শুক্র থাকিলে চির দিনের জন্য কোন একটী স্থানপ্রাপ্তি, চন্দ্র ও বুধ থাকিলে শত্রুনাশ এবং বৃহস্পতি থাকিলে মানসিক পীড়া হয়।

চতুর্থ স্থানে বৃহস্পতি থাকিলে মনুষ্যের পারিবারিক পীড়া বৃদ্ধি হয়। রবি থাকিলে আদেশের দুঃখ, চন্দ্র থাকিলে উদররোগ, বুধ থাকিলে আরোগ্য, শুক্র থাকিলে রোগনাশ, মঙ্গল থাকিলে শত্রুভয় এবং শনি হইলে বিত্তনাশ হইয়া থাকে।

চন্দ্র জন্মরাশি হইতে পঞ্চম স্থানে অবস্থিত হইলে দৌর্ভাগ্য, মঙ্গল হইলে মানসিক উদ্বেগ, শনি হইলে নানাপ্রকার দোষোৎপত্তি, রবি হইলে প্রিয় বস্তুর বিচ্ছেদ, বুধ হইলে দৌর্ভাগ্য এবং বৃহস্পতি পঞ্চমস্থানে অবস্থিত হইলে মনুষ্যের সকল বিষয়ে সুখ হয়।

ষষ্ঠ স্থানে রবি চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ ও শনি গ্রহ থাকিলে প্রচুর ধনধান্যাদি লাভ হয়। বৃহস্পতি ষষ্ঠ স্থানে থাকিলে শত্রুবৃদ্ধি ও মানসিক দুঃখ এবং শুক্র থাকিলে নানাপ্রকার শত্রুতা নাশ হইয়া যায়,

জন্মরাশি অপেক্ষা সপ্তম রাশিতে চন্দ্র থাকিলে স্ত্রীলাভ, শনি থাকিলে মানসিক উদ্বেগ, মঙ্গল থাকিলে ধনক্ষয়, বৃহস্পতি থাকিলে সম্পদলাভ, শুক্র থাকিলে রোগবৃদ্ধি ও রবি সপ্তমগত হইলে নানাপ্রকার অনিষ্ট হয়।

মঙ্গল জন্মরাশি অপেক্ষা অষ্টমস্থানে থাকিলে আপিত্তয়, বুধ থাকিলে সুখ শনি থাকিলে ধনহরণ, শুক্র থাকিলে অর্থলাভ, রবি থাকিলে মৃত্যু, বৃহস্পতি থাকিলে স্থাননাশ এবং চন্দ্র থাকিলে নেত্ররোগ হয়।

জন্মরাশি অপেক্ষা নবমে শনি থাকিলে অর্থনাশ, বুধ থাকিলে রোগ, মঙ্গল বা শুক্র থাকিলে অর্থলাভ, চন্দ্র থাকিলে ত্রাস, রবি থাকিলে শোক ও ক্লেশ এবং বৃহস্পতি থাকিলে মান ও পদাদি লাভ হয়।

জন্মরাশির দশম স্থানে বুধ থাকিলে মনের প্রফুল্লতা, রবি থাকিলে ইচ্ছানুরূপ কীর্ত্তি, মঙ্গল থাকিলে সম্পত্তি, চন্দ্র থাকিলে প্রধান পদ, রবি থাকিলে কার্য্যসিদ্ধি, শুক্র থাকিলে মিত্রের যশঃবৃদ্ধি এবং বৃহস্পতি থাকিলে শ্রীহানি হয়।

রবি চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র বা শনি ইহারা জন্মরাশির একাদশে অবস্থিত হইলে মনুষ্যের ধন, ধান্য ও মান বৃদ্ধি হয়। একাদশ স্থানে থাকিয়া কোন গ্রহই অশুভ ফল প্রদান করে না।

বৃহস্পতি, রবি, শনি, রাহু, মঙ্গল ও চন্দ্র জন্মরাশির দ্বাদশ স্থানে গমন করিলে মনুষ্যের বধ ও বন্ধনভয় উপস্থিত হয়। বুধ বা শুক্র দ্বাদশ স্থানে থাকিলে মনুষ্যের ধৈর্য্য হয়।

কোন কোন জ্যোতিষের মতে গোচরফল এইরূপ কথিত আছে—রবি জন্মরাশিতে থাকিলে মনুষ্যের স্থানভ্রষ্ট হয়। এইরূপ দ্বিতীয়ে থাকিলে ভয়, তৃতীয়ে শ্রীলাভ, চতুর্থে মানহানি, পঞ্চমে দৈন্য, ষষ্ঠে শত্রুনাশ, সপ্তমে অর্থনাশ, অষ্টমে পীড়া, নবমে কান্তিপুষ্টি, দশমে কার্য্যসিদ্ধি, একাদশে সম্পত্তিবৃদ্ধি ও দ্বাদশ স্থানে রবি থাকিলে মনুষ্যের সম্পত্তিনাশ হইয়া লোকের বিপদ উপস্থিত হয়।

জন্মরাশিতে চন্দ্র থাকিলে অর্থলাভ, দ্বিতীয় স্থানে থাকিলে বিত্তনাশ, তৃতীয়ে দ্রব্যলাভ, চতুর্থে উদরপীড়া, পঞ্চমে কার্য্যহানি, ষষ্ঠে বিত্তলাভ, সপ্তমে স্ত্রীলাভ, অষ্টমে [illegible], নবমে রাজভয়, দশমে মহাসুখ, একাদশে ধনবৃদ্ধি এবং দ্বাদশ স্থানে থাকিলে রোগ ও ধনক্ষয় হয়।

জন্মরাশিতে মঙ্গল থাকিলে শত্রুভয়, দ্বিতীয় স্থানে থাকিলে ধননাশ, তৃতীয়ে অর্থলাভ, চতুর্থে শত্রুভয়, পঞ্চমে প্রাণনাশ, ষষ্ঠে বিত্তলাভ, সপ্তমে শোক, অষ্টমে অস্ত্রাঘাত, নবমে কার্য্যহানি, দশমে শুভফল, একাদশে ভূমিলাভ, এবং দ্বাদশ স্থানে থাকিলে রোগ, অর্থনাশ ও অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে।

জন্মরাশিতে বুধ থাকিলে বন্ধন, দ্বিতীয়ে ধনলাভ, তৃতীয়ে ধন ও শত্রুবৃদ্ধি চতুর্থে অর্থলাভ, পঞ্চমে অশান্তি, ষষ্ঠে অশুভ, সপ্তমে নানাপ্রকার শারীরিক রোগ ও আপদ্, অষ্টমে ধনলাভ, নবমে জীবনসংশয়রোগ, দশমে শুভফল, একাদশে অর্থলাভ এবং দ্বাদশ স্থানগত হইলে বিত্তনাশ হয়।

জন্মরাশিতে বৃহস্পতি অবস্থিত থাকিলে ভয়, দ্বিতীয়ে অর্থলাভ, তৃতীয়ে শারীরিক ক্লেশ, চতুর্থে অর্থনাশ, পঞ্চমে শুভ, ষষ্ঠে অশুভ, সপ্তমে রাজপূজা, অষ্টমে ধননাশ, নবমে ধনবৃদ্ধি, দশমে স্থিতিনাশ, একাদশে ধনলাভ এবং দ্বাদশস্থানে থাকিলে শারীরিক ও মানসিক পীড়া হয়।

জন্মরাশিতে শুক্র থাকিলে শত্রুনাশ, দ্বিতীয়স্থানে অর্থলাভ, তৃতীয়ে শুভফল, চতুর্থে ধনলাভ, পঞ্চমে পুত্রলাভ, ষষ্ঠে শত্রুবৃদ্ধি, সপ্তমে শোক, অষ্টমে অর্থলাভ, নবমে নানাবিধ বস্ত্রপ্রাপ্তি, দশমে শুভ, একাদশে বহুতর ধনলাভ এবং দ্বাদশস্থানে থাকিলে ধনাগম হয়।

জন্মরাশিতে শনি থাকিলে বিত্তনাশ ও সন্তাপ, দ্বিতীয়ে চিন্তারোগ, তৃতীয়ে শত্রুনাশ ও বিত্তলাভ, চতুর্থে শত্রুবৃদ্ধি, পঞ্চমে পুত্র ও ভৃত্য প্রভৃতির নাশ, ষষ্ঠে অর্থলাভ, সপ্তমে অনিষ্টপাত, অষ্টমে শরীরপীড়া, নবমে ধনক্ষয়, দশমে মানসিক উদ্বেগ, একাদশে বিত্তলাভ এবং দ্বাদশ স্থানে থাকিলে নিয়ত অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে।

জন্মরাশি, দ্বিতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবম বা দ্বাদশ রাশিতে রাহু থাকিলে অর্থক্ষয়, শত্রুভয়, কার্য্যহানি, রোগ, আশঙ্কা ও মৃত্যু হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্যস্থানে রাহু থাকিলে শুভফল প্রদান করে।

জন্মরাশি হইতে একাদশ, তৃতীয়, দশম কিম্বা ষষ্ঠ রাশিতে কেতু অবস্থিত হইলে মনুষ্যের সম্মান, ভোগ, রাজ-পূজা, সুখ ও অর্থলাভ হয় এবং আজ্ঞাকারী পুরুষ ও স্ত্রী হইতে সুখভোগ ও পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে।

গোচরগত গ্রহের ফল-কাল-নির্ণয়—রবি ও মঙ্গল এই দুই গ্রহ প্রবেশকালে ফলদান করে। বৃহস্পতি ও শুক্র এই দুইটী মধ্য সময়ে, শনি ও চন্দ্র শেষাবস্থায় এবং বুধ গ্রহ সর্ব্ব-সময়েই ফল প্রদান করিয়া থাকে।

[রবি, চন্দ্র প্রভৃতি শব্দে বিশেষ দ্রষ্টব্য।]

মুহূর্ত্তচিন্তামণির মতে সূর্য্য গন্তব্য রাশির পূর্ব্বে পাঁচ দিবস ফলদান করে। মঙ্গল গন্তব্য রাশির পূর্ব্বে আট দিন, বুধ গন্তব্য রাশির পূর্ব্বে সাত দিন, চন্দ্র গন্তব্য রাশির পূর্ব্বে তিন দণ্ড, রাহু গন্তব্য রাশির পূর্ব্ব তিন মাস, শনি ছয় মাস, এবং বৃহস্পতি দুইমাস পূর্ব্বে ফলদান করে (১)।

রবি ও মঙ্গল রাশির প্রথম দশাংশের মধ্যে থাকিয়াই সম্পূর্ণরূপে ফল প্রদান করে, ইহা ছাড়া অপরাংশে অবস্থিতিকালে অল্প অল্প ফল হইয়া থাকে। এইরূপ শুক্র ও বৃহস্পতি মধ্যগত দশাংশে, বুধ ত্রিশ অংশে, চন্দ্র ও শনি চরম দশাংশে অবস্থানকালে ফলদান করে। ইহা ছাড়া অপরাংশে অবস্থিতিকালে অল্প ফল হইয়া থাকে। এইরূপ শুক্র ও বৃহস্পতি মধ্যগত দশাংশে, বুধ ত্রিশ অংশে, চন্দ্র ও শনি চরম দশাংশে অবস্থানকালে ফল দান করে। অবশিষ্ট সময়ে অল্পপরিমাণে ফল দিয়া থাকে। গ্রহগণ গোচরে বিরুদ্ধ হইলে শান্তি জপ দান ও গ্রহপূজাদি করিতে হয়, তাহা হইলে আর কোন অমঙ্গল ঘটে না।

গোচর্ম্মন্ (ক্লী) গবাং চর্ম্ম ৬তৎ। ১ গোরুর চামড়া। তন্ত্রের মতে অভুক্তকালে গোচর্ম্ম দ্বারা আসন করিবার বিধান আছে। "গোচর্ম্মাসনে রোগ! সর্ব্বং বা কচাসন।" (শব্দার্থরত্ন ২ পঃ) ২ পরিমাণবিশেষ। বৃহস্পতির মতে সাত হাতে এক দণ্ড, ত্রিশ দণ্ডে এক নিবর্ত্তন এবং দশ নিবর্ত্তনে এক গোচর্ম্ম হয়। (২) ভারতে লিখিত আছে যে, গোচর্ম্ম পরিমিত ভূমি দান করিলে জ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়।
"যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে পাপং জ্ঞানতোঽজ্ঞানতোঽপি বা।
অপি গোচর্ম্মমাত্রেণ ভূমিদানেন শুধ্যতি।" (ভারত অনু° ৬২অ°)

গোচর্ম্মবসন (পুং) গোচর্ম্ম বসনমস্য বহুব্রী। মহাদেব।
"গোপালিগোপতিগ্রামো গোচর্ম্মবসনো হরঃ।"
(ভারত ১৩।১৭ অঃ)

গোচা (অপভ্রংশ) গুচ্ছ, আঁটি।

গোচাভালী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

(১) "[illegible]
নবাক্ষিবস্রান্ বিধুঃ ঘনাড়ীঃ।
বর্ষো ঘনেজ্যা ত্রিদশাদিমাসান্
গন্তব্যরাশেঃ ফলদাঃ পুরস্তাৎ।" (মুহূর্ত্তচি ১১)

(২) "সপ্তহস্তেন দণ্ডেন ত্রিংশদ্দণ্ডৈর্নিবর্ত্তনম্।
দশ তান্যেব গোচর্ম্ম ব্রাহ্মণেভ্যো দদাতি যঃ।" (বৃহস্পতি)
"দশহস্তেন দণ্ডেন ত্রিংশদ্দণ্ডান্ সমন্ততঃ।
পঞ্চ চাভ্যধিকান্ দদ্যাদেতদ্গোচর্ম্ম উচ্যতে।" (বশিষ্ঠ)

গোচান (দেশজ) ইতস্ততঃ বিস্তীর্ণ পদার্থকে এক স্থানে মিলিতকরণ।

গোচারক (ত্রি) গাঃ চারয়তি যাবানো গো-চর-ণিচ ণ্বুল্। গোরক্ষক, রাখাল, যে গোরু চরায়।

গোচারণ (ক্লী) গবাং চারণং ৬-তৎ। গোরু চরান।

গোচারিন্ (ত্রি) গোভিঃ সহ চরতি চর-ণিনি। একত্র বনস্থ তপস্বী।
"গোচা গোণাশ্বকুষ্টিষক্ষ দুগ্ধশকাশ্চবা।
মগী চণাঃ কেনপাশ্চ ধৈব্য মু চীবরাঃ।" (ভারত অনু° ১৪)

গোচাল (দেশজ) ১ গোছা করিয়া একত্র করা। ২ যে বিবেচনা করিয়া কার্য করে, তদ্যুক্ত কার্যকারী।

গোচা (স্ত্রী) গাং মুক্ত চ ৰূন ক্ব ব ৰূপ্ বাৎপাতে অগোপঃ। ১ মৎস্যবিশেষ। গাঃ শিবস্থাঃ ক্ষপাঃ বাচঃ অর্কন্ত অনচ ক্ষিপ ৰূপ। ২ হিমালয়পর্বত। (শব্দার্থচি°)

গোছ (অজ্ঞশব্দজ) গুচ্ছ, স্তবক।

গোছা (অজ্ঞশব্দজ) গোছা।

গোচ্ছাল (পুং) গাং কূর্দং চারয়তি ছল ণিচ অচ্ গোধনবান্ সাধু জুকবন, চলিত কথায় চাকুলিয়া বলে। (রত্নমালা)

গোজ (পুং) ১ বর্ণসঙ্করভেদ। উশনার মতে ব্রাহ্মণ-কন্যা বৃন্দার গর্ভে নৃপ বা ক্ষত্রিয়ের ঔরসে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে গোজ বলে। এই জাতিও কয়জাত্যগত, ইহাদের আচার ব্যবহারও ক্ষত্রিয়ের ন্যায়, কিন্তু অভিষেক নাই (১)। এই শব্দটী রাজপালিগণমধ্যবর্তী, ব্রাহ্মণের সহিত সমাজে ইহার পুজানিপাত হয়।

(ক্লী) গো বা ছাগী দুগ্ধের বিকারবিশেষ। ভাবপ্রকাশের মতে গোদুগ্ধ বা ছাগীদুগ্ধ হইতে যে ফেন উৎপন্ন হয়, তাহাকে গোজ বা গোফেন বলে। ইহার গুণ—ত্রিদোষঘ্ন, রুচিকারক, বলবৃদ্ধিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, তৃপ্তিকর, ভোজনমাত্রে তৃপ্তিকারক, লঘু, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য ও জীর্ণজ্বরে প্রশস্ত। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব খ° ২ ভাগ।) (ত্রি) ৩ গোজাত।

গোচর (ত্রি) গোষু মধ্যে জরোজীর্ণঃ। বৃদ্ধ বলীবর্দ্দ।
"নাত্রিয়ন্ত যথা পূর্বং কীনাশা ইব গোজরম্।
(ভাগবত ৩৩০।১৪) 'গোজরং বৃদ্ধবলীবর্দ্দং' শ্রীধর।

গোজল (ক্লী) গবিজাতং জলং। গোমূত্র। (রাজনি°)
"গোজলেনৈব পুরেণ কর্ণস্রাবো বিনশ্যতি।" (গারুড় ১৮০ অঃ)

গোজা (ত্রি) গবি পৃথিব্যাং শ্রীহ্যাদিরূপেণ জায়তে গো জন বিট্ আচ্ (জনসনখনক্রমগমোবিট্। পা ৩।২।৬৭) ১ ব্রীহি প্রভৃতি। (ঋক্ ৪।৪০।৫) (স্ত্রী) ২ গোলোমিকা বৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ সূর্যজাত।

গোজাগরিক (ক্লী) গবি স্বর্গে জাগরঃ অপ্রমত্ততায়াস্ত গোজাগর-ঠন্। ১ মঙ্গল। ইহা সকলেরই স্বর্গসাধক বলিয়া এই নামে অভিহিত। (পুং) গবি ভূমৌ জাগরিকঃ প্রবৃদ্ধ অসুরগণকণ্টকধারিত্বাৎ। ২ কণ্টকারবৃক্ষ। (ত্রি) গোষু গবাদিষু জাগরাস্ত্যস্য গোজাগর-ঠন্। ৩ যে গবাদি পশু রক্ষা করে। (শব্দার্থচি°)

গোজাত (পুং) গবি জাতঃ। ১ গোনামক পৃশ্নির গর্ভজাত। (ত্রি) ২ গোরু হইতে উৎপন্ন দুগ্ধাদি। গোঃ স্বর্গাৎ জাতঃ। ৩ স্বর্গজাত, যাহা স্বর্গে উৎপন্ন হয়।
"শৃণ্বন্ত নো বৃষণঃ পর্বতাসো গোজাতা উত যে যজ্ঞিয়াসঃ।"
(ঋক্ ৭।৩৫।১৭) 'গোজাতা গোঃ পৃশ্নেজাতাঃ নাকো গৌরিতি সাধারণনামসু পাঠাৎ।' (সায়ণ।)

গোজাপর্ণী (স্ত্রী) গোজা চঞ্চল ইব অগ্রম্যাৎ পর্ণমস্য এতরী, গোরা নদ্যৎ উষ। হুক্কশনীবৃক্ষ। (রাজনি°)

গোজি (স্ত্রী) [গোজী দেখ।]

গোজিকা (স্ত্রী) গোজিহ্বা। (ভাবপ্রকাশ)

গোজিৎ (ত্রি) গাং পৃথিব্যাং জয়তি গো জি ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। ১ যে পৃথিবী জয় করে। (ঋক্ ১।১৩০।১৯।) (পুং) ২ রাজা। বাহুবলে পৃথিবী জয় করে বলিয়া গোজিৎ নাম হইয়াছে।

গোজিয়া (গোজিহ্বা শব্দজ) লতাবিশেষ।

গোজিহ্বা (স্ত্রী) গোজিহ্বেব। লতাবিশেষ, চলিত কথায় গোজিয়ালতা ও স্থানবিশেষে দারিয়াশাক বলে। (Premna Esculenta) পর্যায়—দার্বিকা, দর্বিকা, দার্বিপত্রিকা, খরপত্রী, বাত্তোলা, অধোমুখা, অনডুজ্জিহ্বা, অধঃপুষ্পী, দর্বী, গোজিহ্বিকা।

ইহার গুণ—কটু, তীক্ষ্ণ, শীতল বিসর্প, দদ্রু ও বিষাক্তিনাশক এবং ব্রণ উৎপাদক। (রাজনি°।) ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—বাতবৃদ্ধিকর, শীতল, গ্রাহী, কফ ও পিত্তনাশক, প্রমেহ, কাশ, রক্ত, ব্রণ, ও জ্বরনিবারক, লঘু, কষায়, তিক্তরস ও স্বাদুপাক। (ভাবপ্রকাশ)

গোজিহ্বিকা (স্ত্রী) গোজিহ্বা স্বার্থে-কন্ টাপ্ অতঃ ইত্বঞ্চ। [গোজিহ্বা দেখ।]

গোজী (স্ত্রী) গোজি বা ঙীপ্। গোজিহ্বালতা।
"গোজী শকুলিকা শাকপত্রৈর্বিস্রাবয়েত্তান্।" (সুশ্রুত)

গোজীর (ত্রি) যিনি স্তোতৃগণের উদ্দেশে পশু প্রেরণ করেন, পশুপ্রেরক। "গোজীরয়া রংহমাণঃ পুরন্ধ্যা।" (ঋক্ ১।১১০।৩) 'গোজীরয়া স্তোতৃভ্যোগবাং প্রেরকেণ।' (সায়ণ।)

(১) "বৃন্দায়াং নৃপসংসর্গাৎ প্রমাদাৎ গূঢ়জাতকঃ।
সোঽপি ক্ষত্রিয় এব স্যাদভিষেকেন বর্জিতঃ।
অভিষেকং বিনাচারাৎ গোজ ইত্যভিধীয়তে।" উশনা।

195-1

গোঞ্জালিস্, একজন বিখ্যাত পর্তুগীজ দস্যু। আসল নাম সিবাষ্টিয়ান্ গোঞ্জালিস। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে আরাকান হইতে যখন পর্তুগীজ দস্যুগণের আড্ডা উঠিয়া যায় এবং তাহারা সন্দীপে আসিয়া পড়ে, সেই সময় গোঞ্জালিস্ একজন সামান্য সৈন্য ও লবণব্যবসায়ী ছিল। ঘটনাক্রমে ইহার অনতিকাল পরে একজন আরাকানরাজ স্বরাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া সন্দীপে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে গোঞ্জালিস তাঁহার সহিত যোগ দিল এবং মগ সৈন্যদিগকে পরাজয় করিয়া আপনাকে একজন স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিল। দুষ্ট সেই আশ্রিত রাজার ভগিনীকে জোর করিয়া বিবাহ করিল এবং গুপ্তভাবে হঠাৎ রাজাকে মারিয়া ফেলিল। পরে গোয়াস্থ পর্তুগীজ রাজপ্রতিনিধিকে আরাকান আক্রমণ করিবার জন্য আহ্বান করিল।

১৬১৫ খৃষ্টাব্দে গোঞ্জালিস ৫০ খানি জাহাজ লইয়া আরাকানে উপস্থিত হইল। তাহার অত্যাচারে মগেরা নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া ওলন্দাজদিগের সাহায্য গ্রহণ করিল। ওলন্দাজ ও আরাকানরাজের সৈন্যগণ একত্র হইয়া বহ্বাপাত গোঞ্জালিস্কে আক্রমণ করিল। সেই যুদ্ধে পর্তুগীজ নৌ-সেনাপতি নিহত হয়, পরে গোঞ্জালিস্ আপন সহায়-সম্পত্তি হারাইয়া অতিকষ্টে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল।

গোট (দেশজ) একপ্রকার অলঙ্কার, ইহা স্ত্রীলোকেরা কটিদেশে পরিয়া থাকে।

গোটা (দেশজ) ১ অখণ্ড, আস্ত। ২ একগাছা।
"চরণে নূপুর পরে পায়ে গোটা মল।
গমন সময়ে কত পুরুষ পাগল।" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ৫ সং)
৩ জরির পাড়। ৪ বিবিধ মসলার চূর্ণবিশেষ, এদেশীয় রমণীগণ বৈশাখমাসে মঙ্গলাচরণ করিয়া ইহা প্রস্তুত করে। ৫ সুপারি। ৬ নিন্দাবাক্য।

গোটাকত (দেশজ) কয়েকটী।

গোটান (দেশজ) সঙ্কুচিত করণ।

গোটানাল (দেশজ) কটু দ্রব্য ভক্ষণ অথবা সর্প দংশন করিলে মুখ হইতে যে ফেন উৎপন্ন হয়।

গোটাল (দেশজ) পূর্ণ, অখণ্ড।

গোটামোটা (দেশজ) একত্র।

গোঠ (গোষ্ঠ শব্দজ) ১ গোচারণস্থান, গোষ্ঠ। ২ কটিভূষণ, গোট।

গোঠছাড়া (দেশজ) বিপথে গমন।

গোড় (পুং) গোড-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। উচ্চ জাতি, গৌড়।

গোড়গাঁইঠ, গোড়গাঁঠি (দেশজ) গুল্ফ, চরণগ্রন্থি।

গোড়মুড়া (দেশজ) গুল্ফ, পাদমূল, গোড়ালী।

গোড়া (দেশজ) মূল, আদি।

গোড়াগোড়ি (দেশজ) সর্ব্ব প্রথমে।

গোড়াঘেঁষা (দেশজ) মূলের নিকটবর্ত্তী।

গোড়ান (দেশজ) ১ বৃক্ষের মূলচ্ছেদন। ২ কোন ব্যক্তির অভিমুখে গমন বা আক্রমণ।

গোড়ালি (দেশজ) গুল্ফ, পাদমূল।

গোড়ালী (দেশজ) গুল্ফ।

গোড়িম (গোড়িম্ব শব্দজ) গোড়িম্ব।

গোড়িম্ব (পুং) গোড়ং বে ডিম্বইব। শৃগালকণ্ট। (শব্দার্থচি°)

গোডুম্ব (পুং) গাং ভুবং ডুম্বতি অর্দ্দতি। গোডুম্ব ক পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ শীর্ণবৃন্ত তরমুজ। (মেদিনী)

গোডুম্বা (স্ত্রী) গোডুম্ব টাপ্। গবাদনী।

গোডুম্বিকা (স্ত্রী) গোডুম্বা স্বার্থে কন্ টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। গোডুম্বা। (রত্নমালা)

গোড্ডগড়ি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অনন্তপুর জেলার তাড়পত্রি তালুকের অন্তর্গত একখানি প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। এখান হইতে ১৩৯৮ শকে উৎকীর্ণ বিজয়নগররাজ প্রৌঢ়দেবের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে।

গোণ (পুং) বৃষভ, ষাঁড়।

গোণিক (স্ত্রী) এক প্রকার পশমী কাপড়। (পালি—গোণক।)

গোণিকাপুত্র, ১ একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ, মহাভাষ্যে ইহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে। ২ কামশাস্ত্র ও পারদারিকাকরণ নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার, বাৎস্যায়ন ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

গোণী (স্ত্রী) গোণ আবপনার্থে ঙীষ্ (জানপদকুণ্ডগোণস্থলেতি। পা ৪।১।৪২) ধান্যাদি বহনের জন্য আধারবিশেষ, আবপনপাত্র, চলিত কথায় গুণ বলে। ২ ছিন্নবস্ত্র। ৩ পরিমাণবিশেষ, বৈদ্যক-পরিভাষামতে দুই শূর্পে এক গোণী হয়।
"শূর্পাভ্যাঞ্চ ভবেদ্ দ্রোণী বাহো গোণী চ সা স্মৃতা।" (সুশ্রুত)

গোণীতরী (স্ত্রী) হ্রস্বা গোণী গোণী ষ্টরচ্ ষিত্বাৎ ঙীষ্ (কাস্বগোণীভ্যাং ষ্টরচ্। পা ৫।৩।৯০) ক্ষুদ্র গোণী।

গোণ্ড (পুং) ১ নীচজাতিবিশেষ, চলিত কথায় গোঁড় বলে। গোণ্ডইব। ২ উন্নত নাভি। (ত্রি) ৩ উন্নতনাভিযুক্ত।

গোণ্ড উম্‌রি, মধ্যপ্রদেশের ভাণ্ডারা জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। সাকোলিগড়ের ১০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। সর্ব্বসমেত ১০ খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত। তন্মধ্যে গোণ্ড-উম্‌রি নামক গ্রাম সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এখানে একটী বিদ্যালয় আছে। অধিবাসীদিগের মধ্যে গোঁড় ও ধেরজাতির সংখ্যাই অধিক। এখানকার সামন্তগণ ব্রাহ্মণবংশীয়।

গোণ্ডকিরী (স্ত্রী) এক প্রকার রাগিণী।
"গোণ্ডকিরীরাগেণ রূপকতালেন গীয়তে।" (গীতগোবিন্দ)

গোণ্ডক্রী (স্ত্রী) গোণ্ডকিরী রাগিণী।

গোণ্ডবন, সাধারণতঃ গোণ্ডবানা নামে খ্যাত। গোণ্ডজাতির বাস থাকায় এই নাম হইয়াছে। মুসলমানেরা ইহার গোণ্ডবন নাম দিয়াছে। বর্ত্তমান নাম মধ্যপ্রদেশ।
[গোঁড় ও মধ্যপ্রদেশ দেখ।]

গোণ্ডবা, সিংহভূমের অন্তর্গত একখানি গ্রাম। বড়া বাজারের ১৩ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে চাইবাসা যাইবার পথে অবস্থিত। গোণ্ডগ্রাম এবং বেনাসালার নিকটবর্ত্তী বিবক পাহাড়ের পাদদেশে কয়েকখানি শিলালিপি খোদিত আছে। ইহার মধ্যে দুইখানি শঙ্খাকৃতি অক্ষরে ও অপর দুইখানি উৎকল উড়িয়া অক্ষরে খোদিত। শেষোক্ত দুইখানি শিলা ফলক দেখিয়া অনুমান হয় যে, উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবের সমকালে কোন সময়ে এই লিপি খোদিত হইয়াছিল। উক্ত মুকুন্দদেব হুগলী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই রাজ্যকালে এই গ্রাম উক্ত প্রদেশের প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল।

উক্ত শঙ্খাকৃতি অক্ষরগুলি বহু প্রাচীন। কানিংহাম সাহেব অনুমান করেন যে, রাজা মুকুন্দদেবের বহুপূর্ব্বে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্ক রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সময়ে ঐরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল। তখন হইতেই এই গ্রামের অবস্থা সমৃদ্ধিশালী।

গোণ্ডা উত্তর পশ্চিমের ছোটলাটের অধীন অযোধ্যার ফয়জাবাদ বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। অক্ষা° ২৬°৪৬′ হইতে ২৭°৫০′ উঃ ও দ্রাঘি° ৮১°৩৫′ হইতে ৮২°৪৮′ পূর্ব্ব। ইহার উত্তরসীমা হিমালয়ের নিম্নতর পর্ব্বতশ্রেণী, পূর্ব্বে বস্তি জেলা, দক্ষিণে ফয়জাবাদ, বারাবাঙ্কী ও ঘর্ঘরা নদী এবং পশ্চিমে বরাইচ। ভূ-পরিমাণ ২৮২৪ বর্গমাইল।

সমগ্র জেলাই একটী সমতল ক্ষেত্র বলিয়া বোধ হয়। স্থানে স্থানে অল্প উচ্চ ও অল্প নিম্ন হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোথাও আম্রবন, কোথাও বা সারি সারি মহুয়া গাছ দেখা যায়। জেলার ভূমি তিনভাগে বিভক্ত—তরাই, উপরহার এবং তরহার। তরাই বা জলাভূমি জেলার উত্তর সীমা হইতে দক্ষিণাভিমুখে রাপ্তী নদীর ছয়মাইল দক্ষিণ পর্য্যন্ত আসিয়াছে, ইহার মধ্যে বলরামপুর ও উতরৌলা নগর অবস্থিত। এই স্থানের জমি কর্দ্দমময়, কেবল যে যে স্থানে পার্ব্বতীয় জলস্রোত জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া রাপ্তী ও বুড়ী রাপ্তী নদীতে পড়িয়াছে, সেই সেই স্থানে বন্যার সময় পাহাড়ধৌত বালুকাস্তর পড়িয়া বালুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। তরাই ভূমির পর হইতে গোণ্ডানগরের ছয়মাইল দক্ষিণ পর্য্যন্ত উপরহার বা উচ্চ ভূমি। এখানকার জমি দোয়াট অর্থাৎ কাদা ও বালিসংযুক্ত। ইহার পর ঘর্ঘর নদীর উপকূল পর্য্যন্ত তরহার বা নাবাল জলাভূমি বিস্তৃত। তিন প্রকার জমিই সমধিক উর্ব্বরা। জেলার উত্তরপশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ব্বমুখে বুড়ী রাপ্তী, রাপ্তী, সুবাবন, কুয়ানা, বিশুহি, চমনাই, মনুবর, তিরহি, সরযূ ও ঘর্ঘরা নদী প্রবাহিত। এই নদীগুলির মধ্যে ঘর্ঘরা ও রাপ্তী নদীতেই নৌকাযোগে বাণিজ্য চলিয়া থাকে। রাপ্তী নদীতে বর্ষাকাল ভিন্ন অপর সময়ে নৌকা যাতায়াত করিতে পারে না। জেলার মধ্যভাগে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলস্রোত আছে। গ্রীষ্মের সময় শুকাইয়া যায় এবং তৎসমুদায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাল, মহুয়া ও জামুন্ গাছ জন্মিয়া থাকে। এখানকার নদীকূলবর্ত্তী চোঁয়ালি অতিশয় ভয়াবহ। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ দৃষ্ট হয়। ঐ হ্রদের জল হইতে চাসবাসের বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। জেলার উত্তরাংশে পর্ব্বতের সীমান্তবর্ত্তী গবর্মেণ্টের ইজারাকৃত বনবিভাগে শাল, খয়, আবলুশ ও বাবলাগাছই অধিক। এই বনে ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, ভল্লুক, নেকড়েবাঘ, কালসার প্রভৃতি নানাজাতীয় হরিণ ও বনবরাহ দৃষ্ট হয়। নদীতে মাছ, কুম্ভীর ও কচ্ছপ অসংখ্য। কাদাখোঁচা, বনকুক্কুট, তাকই, ময়ূর, পেরু ও পারাবত প্রভৃতি পক্ষীও যথেষ্ট দেখা যায়।

এই জেলার প্রাচীন ইতিহাস শ্রাবস্তীনগরের পুরাতত্ত্বের সহিত সংবদ্ধ। কূর্ম্ম ও লিঙ্গপুরাণে এই ভূভাগ গৌড়দেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সূর্য্যবংশীয় শ্রাবস্তিপুত্র বংশক এইখানে শ্রাবস্তী নগরী নির্ম্মাণ করেন*। ঐ নগরে শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লবের রাজধানী ছিল। ঐ নগরের বর্ত্তমান নাম শেঠমহেট্। [শ্রাবস্তী ও গোঁড় দেখ।]

খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে অযোধ্যারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব সময়ে এই রাজ্য অধিকতর সমৃদ্ধিশালী হয়। কিন্তু তাহার মৃত্যুর ত্রিশ বৎসরের মধ্যে গোণ্ডার রাজদণ্ড গুপ্তরাজগণের হাতে আইসে। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর বিদ্বেষিতার এই নগর ক্রমে উৎসন্নপ্রায় হয়। চীনপরিব্রাজক যখন শ্রাবস্তী ও কপিলবস্তু নগর দর্শনমানসে আসেন, তখন তিনি উক্ত দুইটি নগরের মধ্যস্থিত পথসমূহ বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ দেখিয়াছিলেন। ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, গোণ্ডার

---

* "শ্রাবস্তিশ্চ মহাতেজা বংশকস্তু ততোঽভবৎ।
নির্ম্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে দ্বিজোত্তমাঃ।" লিঙ্গপু° ৬৫।৩৩।

197-1

জৈনরাজ সোহিলদেব শিকলীর মাস্‌উদের ভাগিনের সৈয়দ সলারকে সসৈন্যে বিনাশ করিয়াছিলেন। মুহম্মদ ঘোরির ভারত আক্রমণের সময় এখানে ডোমরাজেরা রাজত্ব করিতেন এবং গোরক্ষপুরের নিকটবর্তী ডোমনগড় নগরে তাহাদিগের রাজধানী ছিল। এই বংশের বিখ্যাত রাজা উগ্রসেন মহাদেব পরগণার অন্তর্গত ডুমরিয়াদি গ্রামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি থারু, ডোম, ভর, পাশী প্রভৃতি জাতিকে অনেক গ্রাম দান করেন।

খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে এই ডোমরাজ্য কলহংসী, জনবার ও বিসেনবংশীয় ক্ষত্রিয়জাতির অধিকারে আইসে। কলহংসীরাজেরা তিসামপুর হইতে গোরক্ষপুরের মধ্যস্থল পর্যন্ত রাজ্য অধিকার করে। প্রবাদ আছে—দিল্লীর কোন তোগলক সম্রাটের সৈন্যের সহিত কলহংসী দলপতি সহাজসিংহ নর্ম্মদানদীর উপত্যকা হইতে এখানে আসেন এবং হিমালয় পর্ব্বত ও ঘর্ঘরা-মধ্যবর্ত্তী দেশবাসীদিগকে বশে আনিবার জন্য উক্ত সম্রাট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন। তাহারা প্রথমে বর্ত্তমান খুরাসা নগরের ২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোএলী জঙ্গলে বাসস্থাপন করেন। প্রত্যেক সর্দ্দার ৩½ ক্রোশ করিয়া জমি জায়গীর পাইয়াছিলেন।

গোণ্ডারাজবংশের পতনসম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে যে, রাজা অচলনারায়ণসিংহ কোন ব্রাহ্মণ জমিদারের কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনেন। ইহাতে ঐ কন্যার পিতা অত্যাচারী রাজার দ্বারে বসিয়া অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন এবং কনিষ্ঠারাণীর গর্ভস্থ সন্তান ব্যতীত সমস্ত রাজবংশই শীঘ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক এই বলিয়া অভিশাপ দেন। ব্রাহ্মণের কথার অন্যথা হইল না। শীঘ্রই সরযূনদী দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ গ্রাস করিল। রাজা ও রাজপরিবারেরা সেই সঙ্গে নদীগর্ভে ডুবিলেন। কেবলমাত্র সপুত্রক কনিষ্ঠা রাণী প্রাণে বাঁচিলেন। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ভঙ্গিপাইর বর্ত্তমান কলহংসী জমিদারেরা ঐ কনিষ্ঠারাণীর পুত্রের বংশধর। ইহার কিছু পূর্ব্বে জনবারেরা জেলার উত্তরস্থ সমুদায় তরাই ভূমি অধিকার করে। সম্রাট্ আকবরের সময়ে ইকৌনা ও উৎরৌলা ব্যতীত অযোধ্যা প্রদেশের আর কোথাও অপর বলবান্ সর্দ্দার ছিল না। বিসেন ও বন্দলগোটী জাতি জেলার অবশিষ্ট অংশে বাস করিতেছিল। গোণ্ডার বিসেনরাজগণের উন্নতির সময়ে তাহাদিগের রাজ্য প্রায় ১০০০ বর্গমাইল বিস্তৃত ছিল। বলরামপুর, তুলসীপুর ও মাণিকপুরে ভিন্ন ভিন্ন জনবার সর্দ্দারেরা রাজত্ব করেন।

দিল্লী হইতে অযোধ্যা স্বাতন্ত্র্যলাভ করিবার পূর্ব্বে সআদৎ খাঁ কিছু দিনের জন্য স্বাধীনভাবে রাজত্ব-সুখভোগ করিয়াছিলেন। বরাইচের প্রথম শাসনকর্ত্তা আলাবল খাঁ গোণ্ডার রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। পুনরায় গোণ্ডারাজের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠান হয়, কিন্তু এবারেও তিনি মুসলমানদিগকে পরাজয় করেন। অতঃপর প্রায় ৭০ বর্ষকাল ধরিয়া বিসেন-রাজগণ নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন এবং পৈত্রিক রাজ্য গোণ্ডা, পাহাড়পুর, দিগসার, মহাদেব, নবাবগঞ্জ প্রভৃতি পাঁচটী পরগণা স্বতন্ত্ররূপে শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। শেষে রাজা হিম্মৎ সিংহের মৃত্যু হইলে পাঁড়ে ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে ভবানীসিংহ গোণ্ডারাজ্য অধিকার করেন। বলরামপুর ও তুলসীপুরের সর্দ্দারগণ অনেক যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাণিকপুর ও ভঙ্গিপাইর সর্দ্দারগণ নাজিমকে কর দিতেন। গোণ্ডা ও উৎরৌলা রাজ্যের অধঃপতনকালে নাজিম কর আদায়ের সুবিধার জন্য কতকগুলি গ্রাম তালুকদারী বন্দোবস্ত করিলেন। উৎরৌলা ও গোণ্ডার পদচ্যুত রাজগণ তালুকদারী লইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। উৎরৌলারাজ কয়েক বৎসর পরে তালুকদারী পাইলেন এবং গোণ্ডার বিসেনরাজ বিশ্বেশ্বরপুর ভোগ-দখল করিতে লাগিলেন। নাজিমের কর্ম্মচারীগণ বলপূর্ব্বক কর আদায় করে, তাহাতে গোণ্ডাবাসী বড়ই উত্যক্ত হইয়াছিল। পরিশেষে অযোধ্যা ইংরাজরাজ্যভুক্ত হইলে ঐ সমস্ত অত্যাচার কমিয়া যায়। সিপাহী বিদ্রোহের সময় গোণ্ডারাজ প্রথমে ইংরাজের পক্ষ ছিলেন। শেষে বিদ্রোহী হইয়া লক্ষ্ণৌনগরে অযোধ্যার বেগমের সহিত যোগ দেন। বলরামপুরের রাজগণ বরাবর রাজভক্ত ছিলেন, এবং গোণ্ডা ও বরাইচের কমিসনর উইঙ্গফিল্ড ও অন্যান্য ইংরাজ কর্ম্মচারীকে আপনার দুর্গমধ্যে আশ্রয় দিয়াছিলেন। গোণ্ডারাজ সসৈন্যে চন্দনাই তীরবর্ত্তী লক্ষ্মী নগরে তাঁবু গাড়িয়াছিলেন। সামান্য যুদ্ধের পর তিনি সসৈন্যে নেপাল অভিমুখে পলায়ন করেন। তালুকদারেরা এই রাজদ্রোহিতার জন্য ক্ষমা চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গোণ্ডারাজ ও তুলসীপুরের রাণী ক্ষমা প্রার্থনা না করায়, তাঁহাদের রাজ্য কাড়িয়া লওয়া হয়। গবর্মেণ্ট ঐ রাজ্য বলরামপুরের মহারাজ দিগ্বিজয়সিংহকে ও শাহগঞ্জের মহারাজ স্যর মানসিংহকে দান করিয়া দেন।

এই জেলার মধ্যে গোণ্ডা, বলরামপুর, কর্ণেলগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, উৎরৌলা, কাৎরা ও খড়্গপুর প্রভৃতি নগর আছে। দেবীপাটন গ্রামে পাটেশ্বরী দেবীর মন্দির, ছাপিয়ার

ঠাকুরদ্বার, মহাদেব পরগণার বিশেশ্বরনাথ, মহুলী গাঁওর কেদারনাথ, বলরামপুরের বিজেশ্বরী দেবী এবং খড়্গপুরের পচরানাথ ও পৃথ্বীনাথের মন্দিরই এখানকার হিন্দুদিগের মহাপুণ্যস্থান।

২ উক্ত জেলার তহসীল। ইহার উত্তরে বরাইচ্ ও বলরামপুর তহসীল, পূর্ব্বে উত্রোলা, দক্ষিণে বেগমগঞ্জ এবং পশ্চিমে হিসামপুর ও বরাইচ্ তহসীল।

৩ তহসীলের অন্তর্গত একটী পরগণা। ভূ-পরিমাণ ৫০৯ বর্গমাইল। তন্মধ্যে ৩১৪ বিঘা জমিতে চাস হয় মাত্র। এখানে গোণ্ডা নগর, বিশনা, ধানপুর, চূকা, রাজগড় ও খড়্গপুর গ্রামে বাজার বসিয়া থাকে।

৪ উক্ত জেলার প্রধাননগর ও সদর। ফয়জাবাদের ২৮ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৭′ ৩০″ ও দ্রাঘি° ৮২° পূঃ। পূর্ব্বে এই স্থানে জঙ্গল ছিল এবং আহীরেরা এই বন মধ্যে রাত্রিকালে গোরু বাঁধিয়া রাখিত। কুলালায় রাজা মানসিংহ এখানে প্রাসাদ ও দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তদবধি এই স্থান রাজপরিবারের বাসভূমি ও নগররূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

এখানে দুইটী ঠাকুরদ্বার, রাধাকুণ্ড সরোবর, ঔষধালয়, বিদ্যালয় ও রাজা শিবপ্রসাদকৃত কৃত্রিম হ্রদ ও তত্তীরে অঞ্জুমান-ই-রিফা নামক বিখ্যাত সাহিত্যমন্দির আছে।

৫ বদোসা তহসীলের অন্তর্গত একটী গ্রাম। বাস্তা-নগরের ৩০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে দুইটী চন্দেলী মন্দির আছে। উক্ত মন্দিরদ্বয়ে গঙ্গা, যমুনা, শিব, কালী, গণেশ, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মূর্ত্তি আছে।

৬ অযোধ্যার প্রতাপগড় জেলার অন্তর্গত একটী নগর। আইকুবাদেবীর মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ।

গোণ্ডাল, বোম্বাই প্রদেশের কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত দেশীয় রাজার অধীনে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার ভূ-পরিমাণ ৬৯৯ বর্গমাইল এবং সর্ব্বসমেত ১৮০ খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত।

এখানকার আস্তর পাহাড় ব্যতীত সর্ব্বত্রই সমতল, মাটির রং কাল। এখানে তুলা ও শস্যাদি প্রচুর জন্মিয়া থাকে। রাজ্যের মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলস্রোত প্রবাহিত। তন্মধ্যে কেবল ভাদর নামক নদীতে বর্ষাকালে নৌকা দ্বারা যাতায়াত করে। জমিতে জল সেচন করিবার জন্য অধিবাসীরা চামড়ার মশকে করিয়া বলদের পৃষ্ঠে উঠাইয়া নদী অথবা ইঁদারা হইতে জল আনে। এখানে কার্পাসবস্ত্র, রৌপ্য ও স্বর্ণতারের কারবার আছে। গোণ্ডাল হইতে রাজকোট যাইবার জন্য একটী পাকা রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। দাব্রোল, দেরাবল ও কুবিয়া গ্রাম হইতেই উৎপন্ন দ্রব্যের রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানে সর্ব্বসমেত ৩৭টী বিদ্যালয় আছে।

এখানকার রাজারা হিন্দু। ইহারা জাড়েজা-বংশীয় রাজপুত। সামন্ত ভগবানজি সংগ্রামজি ঠাকুরসাহেব বর্ত্ত-মান রাজা। ইনি ইংরাজরাজকে, বরদার গাইকোবাড়কে এবং জুনাগড়ের নবাবকে মোট ১১২১৮০৲ টাকা কর দিয়া থাকেন। এই সামন্তের খুনি মোকদ্দমা বিচার করিবারও ক্ষমতা আছে। ইহার ১১৮ জন অশ্বারোহী, ৬৫৯ জন পদাতিক ও পুলিস এবং ১৬টী কামান আছে।

২ উক্ত রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২১° ৫৭″ ৩০″ উঃ ও দ্রাঘি° ৭০° ৫৩′ পূঃ। নগরটী কেল্লা দ্বারা সুরক্ষিত।

গোতম (পুং) গোভির্ধ্বস্তং তমোযস্য বহুব্রী। পৃষোদরাদিবৎ সাধু। ১ একজন মুনি। মহাভারতে ইহার নামের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিত আছে যে, ইহার শরীরের তেজে সমস্ত অন্ধকার নষ্ট হয় বলিয়া ইহার নাম গোতম হইয়াছে। বায়ুপুরাণে লিখিত আছে যে, শ্বেতবরাহকল্পে ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু° গয়া° ২ অঃ) ইনি ন্যায়দর্শন প্রণয়ন করেন। [ন্যায় দেখ।] (পুং স্ত্রী) অতিশয়েন গৌঃ গো-তম। ২ অতিশয় বড়।

"গোতমং তমবেত্যৈব যথাবেত্থ তথৈব সা।" (নৈষধ)

৩ বুদ্ধদেব।

গোতমস্তোম (পুং) ১ সূক্তবিশেষ। ২ যজ্ঞবিশেষ।

গোতমস্বামিন্ (পুং) জৈনধর্ম্মাবলম্বী একজন ব্রাহ্মণ। তীর্থঙ্কর মহাবীরের এক প্রধান শিষ্য, ইহার অপর নাম ইন্দ্রভূতি। ভারতের নানাস্থানে ইহার সুবৃহৎ পাষাণমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কর্ণাট ও মলবার উপকূলেই কিছু বেশী। মহিসুরের শ্রাবণ-বেলগোলায় ৫৬ ফিট, বেণুরে ৩৫½ ফিট, ও কর্কালা নামক স্থানে ৪১½ ফিট উচ্চ গোতমস্বামীর পাষাণমূর্ত্তি আছে।

গোতমান্বয় (পুং) গোতমোঽন্বয়ো বংশপ্রবর্ত্তকো যস্য বহুব্রী। মায়াদেবীর পুত্র শাক্যমুনি। (হেম°)

গোতমী (স্ত্রী) গোতমস্য ভার্য্যা গোতম-ঙীষ্। গোতমের ভার্য্যা, অহল্যা। কৃত্তিবাসী রামায়ণে লিখিত আছে যে, অহল্যা গোতমের শাপে পাষাণী হইয়াছিলেন। বাল্মীকি এ কথা লেখেন নাই, বাল্মীকি রামায়ণের মতে অহল্যা গোতমের শাপে নিতান্ত কুরূপা হইয়া তপস্যা করিতেছিলেন। তপোবলে তাঁহার সেই দেহ জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছিল, রাম তাহাই দেখিয়াছিলেন। (উত্তরকাণ্ড)

গোতমীপুত্র (পুং) গোতম্যাঃ পুত্রঃ ৬তৎ। অহল্যাপুত্র, শতানন্দ।

গোতমেশ্বর (পুং) গোতম ঈশ্বরোযস্য বহুব্রী। তীর্থবিশেষ। (পদ্মপুরাণ)।

গোতর্দ্দি, বোম্বাইএর রেবাকান্তাবিভাগের মধ্যবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। চারিজন সামন্তের অধীন। তাঁহারা বরদার গাইকোবাড়কে কর দিয়া থাকেন।

গোতল্লজ (পুং) প্রশস্তোগোঃ নিত্যসমাস। গোশব্দস্য পূর্ব্ব-নিপাতঃ (প্রশংসাবচনৈশ্চ। পা ২।১।৬৬) উত্তম গোরু। কোন কোন ব্যাকরণের মতে "গোষু তল্লজঃ" এইরূপ সপ্তমীতৎ-পুরুষ সমাস দেখিতে পাওয়া যায়।

গোতীর্থ (ক্লী) গবাং কৃতং তীর্থং মধ্যলো°। ১ গোষ্ঠ।

"বলির্নিবেদ্যো গোতীর্থে দেবদৈত্য প্রবর্ত্তাপ্সরা।" (সুশ্রুত)

২ কারুক্ষেত্রের অন্তর্গত তীর্থবিশেষ।

"তীর্থং মুদাসত্ত গবাং তত্র বজ্রাঞ্চিদেবত স আসিষেবে।" (ভাগবত ৩।১।২১)।

গোতীর্থক (পুং) বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত একপ্রকার ছেদনপ্রণালী।

"পার্শ্বাগতেন শস্ত্রেণ ছেদো গোতীর্থকো ভবেৎ।" (সুশ্রুত)

সুশ্রুতের মতে বহুছিদ্র ব্যাধিতে এই প্রণালীতে ছেদন করিবার বিধান আছে।

গোত্র (পুং) গাং পৃথিবীং ত্রায়তে রক্ষতি গো-ত্রৈ-ক (আতো-ঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) ১ পর্ব্বত।

"মাত্তো মধনদীমাত্ত গোত্রাণামপি সংহতিঃ।" (ভাগ° ২।৫।৯)

(ক্লী) গবন্তে শব্দায়ন্তেহনেন গু-করণে ত্র (গু-ধৃ বী পচি বচি যমি সদি ক্ষদিভ্যা ত্রঃ। উণ্ ৪।১৬৬) ২ আখ্যা, নাম। ৩ সম্ভাবনীয় বোধ। ৪ কানন। ৫ ক্ষেত্র। ৬ মার্গ। (মেদিনী) ৭ ছত্র। (হেম) ৮ সঙ্ঘ, সমূহ। ৯ বৃদ্ধি। (শব্দচন্দ্রিকা।) ১০ বিত্ত, ধন। (বিশ্ব।) গবতে শব্দায়তি পূর্ব্বপুরুষান্ যৎ গু-ত্র। (ভরত) ১০ বংশ। পর্য্যায়—সন্ততি, জনন, কুল, অভিজন, অন্বয়, বংশ, অন্ববায়, সন্তান। (অমর)

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের মধ্যে গোত্র-নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রের পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, প্রথমে গোত্র-নিয়ম ছিল না, ক্রমে ক্রমে মনুষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকিলে, আর্য্য ঋষিগণ গোত্র-নিয়ম করেন এবং সেই সময় হইতেই আর্য্যগণের গোত্র-নিয়ম চলিয়া আসি-তেছে। হিন্দুগণের জাতকর্ম হইতে অন্ত্যেষ্টি পর্য্যন্ত প্রত্যেক কার্য্যেই আত্মপরিচয় সময়ে গোত্রের উল্লেখ করিতে হয়, গোত্রটী উল্লেখ করিবার সময়ে ভুল বা বিকৃত হইলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, ইহা ছাড়া বিবাহেও গোত্রের বিশেষ আবশ্যক আছে, মনু প্রভৃতি স্মৃতিপ্রণেতাগণ, বৌধায়ন, আপস্তম্ব প্রভৃতি সূত্রকারগণ ও মৎস্য প্রভৃতি পুরাণকার সকলেই সগোত্রবিবাহ নিষেধ করিয়াছেন। ভ্রান্তি অথবা অপর কোন কারণে সগোত্রে বিবাহ করিলে যথানিয়মে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, প্রায়শ্চিত্তের পরে সেই স্ত্রীর সহিত মাতার ন্যায় ব্যবহার করিবে। কখনও তাহাকে গ্রহণ করিবে না এবং সেই স্ত্রীও তাহাকে আপন সন্তানের ন্যায় দেখিবে। এই কারণে প্রত্যেক হিন্দুর পক্ষেই আপনার গোত্রের বিষয় বিশেষ রকম জানা আবশ্যক।

মেদিনী ও অভিধানচিন্তামণি প্রভৃতি অভিধান-প্রণেতাগণের মতে গোত্রশব্দের অর্থ বংশ বা সন্তান। এদেশীয় লোকেরা আত্মপরিচয় দিবার সময় আমি শাণ্ডিল্য-গোত্র, আমি কাশ্যপগোত্র ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের উল্লেখ করিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

বৌধায়ন, আপস্তম্ব, সত্যাষাঢ়, কুটিল, ভরদ্বাজ, লৌগাক্ষি, কাত্যায়ন ও আশ্বলায়ন প্রভৃতি রচিত শ্রৌতসূত্রে, মৎস্য-পুরাণে, ভারতাদি ইতিহাসে ও মনু প্রভৃতি প্রণীত স্মৃতি-সমূহে অল্প-বিস্তর গোত্রের বিবরণ আছে, কিন্তু ইহার অনেক স্থলেই এক গ্রন্থের সহিত অপর গ্রন্থের বিরোধ বা মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণে সহজে তাহার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারে না, এই কারণেও দিন দিন শাস্ত্রালোচনা শিথিল হইয়া আসিলে পণ্ডিতপ্রবর পুরুষোত্তম গোত্রপ্রবর মঞ্জরী নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়া ধনঞ্জয়কৃত ধর্ম্মপ্রদীপ, বালভট্ট ও মহাদেব দৈবজ্ঞ রচিত গোত্রপ্রবর, বিষ্ণুপণ্ডিতকৃত গোত্রপ্রবরদীপ, অনন্তদেব, আপদেব কেশব, জীবদেব, নারায়ণভট্ট, ভট্টোজি, মাধবাচার্য্য ও বিশ্বনাথদেব রচিত গোত্রপ্রবরনির্ণয়, লক্ষ্মণভট্টকৃত প্রবরমন্ত্র, গোত্রপ্রবরভাস্কর এবং কমলাকরকৃত গোত্রপ্রবর-দর্পণ নামে কতকগুলি গ্রন্থ পাওয়া যায়। এতন্মধ্যে গোত্রপ্রবরমঞ্জরী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে প্রাচীন সমস্ত মতের পর্য্যালোচনা ও তাহার মীমাংসা লিখিত আছে।

গোত্রের আলোচনায় উপনীত হইতে হইলে প্রথমে গোত্র কাহাকে বলে, অর্থাৎ গোত্রের লক্ষণ কি? তাহার নির্ণয় করা আবশ্যক। আভিধানিকগণ গোত্রের যে অর্থ করিয়া-ছেন, এইস্থলে যদি তাহাই স্বীকার করা যায়, তবে অসংখ্য গোত্র হইয়া পড়ে, অর্থাৎ সকলেই আপন আপন পূর্ব্ব-পুরুষের মধ্যে কোন একটীর নামে গোত্রের পরিচয় দিতে পারেন। ইহা হইলে গোত্র-নিয়ম থাকা না থাকা একই কথা হইয়া উঠে। লৌকিক ব্যবহারেও এরূপ প্রচলিত নাই; সকলেই অতি প্রাচীনকাল হইতে এক নামেই গোত্র-

পরিচয় দিয়া থাকেন, পরিবর্ত্তন করিয়া নামান্তরে পরিচয় দেন না। অতএব বলা যাইতে পারে আভিধানিক অর্থ লইয়া গোত্র ব্যবহার হয় না, অর্থাৎ এই গোত্র শব্দ সাধারণ বংশ বা সন্তান বুঝায় না। "অপত্যং পৌত্রপ্রভৃতি গোত্রম্।" (পা ৪।১।১৬২) পাণিনির এই পরিভাষানুসারে জানা যায় যে, পৌত্র প্রভৃতি অপত্যগণের নাম গোত্র। পাণিনি-সম্মত অর্থ স্বীকার করিলেও পূর্ব্বদোষ বারণ হয় না। এই কারণে বৌধায়ন প্রভৃতি সকলেই গোত্রশব্দের অপর একটী পারিভাষিক অর্থ করিয়াছেন—

"বিশ্বামিত্রো জমদগ্নির্ভরদ্বাজোঽথ গোতমঃ।
অত্রির্বশিষ্ঠঃ কশ্যপ ইত্যেতে সপ্তর্ষয়ঃ।
সপ্তানাং ঋষীণামগস্ত্যাষ্টমানাং যদপত্যং তদ্গোত্রম্॥" (১)
(বৌধায়ন।)

বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গোতম, অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ ও অগস্ত্য এই আটজন মুনির পুত্র ও পৌত্র প্রভৃতি অপত্যগণের মধ্যে যিনি খ্যাত হইতে পারিয়াছেন, তিনিই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সকলের গোত্র অর্থাৎ তাঁহার নামেই সেই বংশীয়গণের গোত্র চলে।

অতএব বিশ্বামিত্রের অপত্য দেবরাত প্রভৃতিকে বিশ্বামিত্রের গোত্র বলে, এবং জমদগ্নির অপত্য মার্কণ্ডেয় প্রভৃতিকে জমদগ্নির গোত্র বলে (২)। আশ্বলায়নশ্রৌত সূত্রের নারায়ণকৃত বৃত্তিতে লিখিত আছে যে, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি আটজন ঋষির অপত্যদিগকে তাঁহাদের গোত্র বলিয়া জানিবে। যেমন—জমদগ্নি ঋষির গোত্র বৎস প্রভৃতি, গোতমের আয়স্যাদি, ভরদ্বাজের দক্ষ, গর্গ প্রভৃতি (৩)। এখন কথা হইতেছে যে, বৌধায়নের "বিশ্বামিত্র" ইত্যাদি বাক্যটীর মধ্যে কশ্যপ ও গোতমের উল্লেখ আছে, নারায়ণ-বৃত্তির ব্যাখ্যা স্বীকার করিতে হইলে কশ্যপ গোত্র ও গোতম-বংশীয়দিগকে গোতম গোত্র বলিতে হয়। কিন্তু প্রাচীনকাল হইতে কাশ্যপগোত্র ও গৌতমগোত্র ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। ইহা ছাড়া বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ প্রভৃতির বংশোৎপন্ন ব্যক্তিদিগকে যথাক্রমে বশিষ্ঠ ও ভরদ্বাজ গোত্র বলে।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, গোত্র শব্দ স্বাভাবিক ক্লীবলিঙ্গ, পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা স্বীকার করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, বিশ্বামিত্রগোত্র, বশিষ্ঠগোত্র ও ভরদ্বাজগোত্র ইত্যাদি স্থলে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসই স্বীকার করিতে হয়। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে তৎপুরুষ সমাসের উত্তরপদটী যে লিঙ্গ, সমাস হইলেও শব্দটী সেই লিঙ্গ হইয়া থাকে। এরূপ হইলে গোত্র শব্দ ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া বিশ্বামিত্রগোত্র প্রভৃতি শব্দও ক্লীবলিঙ্গ হইয়া যায়, কিন্তু তাহা হইলে, "বিশ্বামিত্র গোত্রমহং" "বশিষ্ঠগোত্রমহং" "ভরদ্বাজ গোত্রমহং" এবং "বিশ্বামিত্রগোত্রাণি বয়ং" ইত্যাদি ব্যবহার হইতে পারে। কিন্তু লৌকিক বা বৈদিক ব্যবহারে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ্বামিত্রগোত্রোঽহং, ভরদ্বাজগোত্রোঽহং এবং বিশ্বামিত্রগোত্রা বয়ং ইত্যাদি ব্যবহারই দৃষ্ট হয়। আশ্বলায়ন (১২।১০।১) শ্রৌতসূত্রের নারায়ণকৃত বৃত্তিতেও "মিত্রযুবগোত্রোঽহং মুদ্গলগোত্রোঽহং" এইরূপ প্রয়োগ আছে। অতএব বৌধায়ন প্রভৃতি কথিত গোত্রলক্ষণের "যদপত্যং তদ্গোত্রং" এই অংশের ব্যাখ্যা অন্যরূপ স্বীকার করিতে হয়। বিশ্বামিত্র প্রভৃতি আটজনের অপত্যসমূহের গোত্র বিশ্বামিত্র প্রভৃতি এইরূপ হইলে বিশ্বামিত্রগোত্র, বশিষ্ঠগোত্র, ভরদ্বাজ গোত্র ইত্যাদিস্থলে বিশ্বামিত্রো গোত্রং যস্য এইরূপ বহুব্রীহি সমাস হইতে পারে (৪)। বহুব্রীহি সমাস হইলে শব্দটী বাচ্যলিঙ্গ হয়, তাহা হইলে "বিশ্বামিত্রগোত্রোঽহং" ইত্যাদি ব্যবহার হইতে কোন বাধা থাকে না। এইরূপ স্বীকার না করিলে "ভরদ্বাজ গোত্রস্য অমুকী দেব্যাঃ" এইরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব বাক্য স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এই ব্যাখ্যানুসারেও গোতম-গোত্র ও কশ্যপগোত্র এইরূপ ব্যবহার হইতে পারে। যদি

(১) গ্রন্থের অনেকস্থলেই পরস্পর পাঠভেদ লক্ষিত হয়। তাহার মধ্যে যে পাঠটী সঙ্গত ও অনেক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই গ্রহণ করা হইল। বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে সংগৃহীত হস্তলিখিত গোত্রপ্রবরমঞ্জরী ও বাচস্পত্যে "গোতম" এবং মুদ্রিত আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্রের বৃত্তি ও বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে সংগৃহীত হস্তলিখিত গোত্রপ্রবরদর্পণগ্রন্থে "গৌতম" পাঠ আছে। ইহার মধ্যে এইস্থলে "গোতম" পাঠই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

(২) "এতদুক্তং ভবতি অগস্ত্যাষ্টম সপ্তর্ষীণাং মধ্যে যদপত্যং ঋষিত্বং প্রাপ্তং তত্তদ্ গোত্রমুচ্যতে।" (গোত্রপ্রবরমঞ্জরী)

"যেষাং যৎপুত্রপৌত্রাদ্যপত্যং ঋষিত্বং তৎপূর্ব্বভাবিনাং অনন্তরভাবি-নাঞ্চ গোত্রমিত্যভিধীয়তে।" (গোত্রপ্রবরদর্পণ)

(৩) "এতেষামপত্যানীতি যে স্মর্য্যন্তে তে তদ্গোত্রমিত্যুচ্যন্তে যথা জমদগ্নের্গোত্রং বৎসাদয়ঃ। তথা গোতমস্যায়াস্যাদয়ঃ।"
(আশ্বলায়ন ১২।১০।১ বৃত্তি)

(৪) অপরেতু বিপরীতং গোত্রলক্ষণমাহুঃ। অগস্ত্যাষ্টমানাং যদপত্যং তদ্গোত্রমুচ্যতে। যথা দেবরাতাদীনাং গোত্রং বিশ্বামিত্র ইতি মার্কণ্ডেয়াদীনাং জমদগ্ন্যাদীনি গোত্রাণি।" (গোত্রপ্রবরমঞ্জরী)

এই পক্ষে "যদপত্যং তদ্গোত্রং" এই অংশের সংস্কৃত ব্যাখ্যা এইরূপ করিতে হয়—অগস্ত্যাষ্টমানাং সপ্তর্ষীণাং মধ্যে যস্য ঋষেঃ অপত্যং পুত্র-পৌত্রাদি যদপত্যং (তৎ) তদ্গোত্রং স ঋষিঃ গোত্রং যস্য তৎ তদ্গোত্রং ভবতীতিশেষঃ।

ঐ স্থলে গৌতম ও কাশ্যপ পাঠ করা যায়, তবে কোন গোলযোগই থাকে না। মুদ্রিত আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্রে ও হস্তলিখিত গোত্রপ্রবরদর্পণে গৌতম পাঠ আছে।

কাহারও মতে বৌধায়ন গোত্রসংগ্রাহক শ্লোকে যে আটটী গোত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ছাড়া আরও অনেক গোত্র দেখিতে পাওয়া যায়, এবং অপর অপর গ্রন্থেও তাহার কথা আছে, অতএব ঐ বচনটীকে উপলক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে এবং বৌধায়ন স্বয়ংও বলিয়াছেন—

"গোত্রাণাং তু সহস্রাণি প্রযুতান্যর্ব্বুদানি চ।
উনপঞ্চাশদেবৈষাং প্রবরা ঋষিদর্শনাৎ॥"

অর্থাৎ গোত্রসংখ্যা সর্ব্বসমেত তিন কোটী, ব্যাখ্যাকারগণ এই বচনটীর এইরূপ তাৎপর্য্য স্বীকার করেন যে, বাস্তবিকই তিন কোটী গোত্র প্রতিপাদন করা এই বচনের উদ্দেশ্য নহে, তবে সহস্ররশ্মি, সহস্রপত্র, সহস্রশীর্ষা ইত্যাদিস্থলে যেরূপ অনিয়ত সংখ্যা অর্থাৎ কতকগুলি তাৎপর্য্যে সংখ্যাবিশেষ প্রযুক্ত হয়, সেইরূপ ঐস্থলেও অনিয়ত সংখ্যা তাৎপর্য্যেই ঐরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে। অপরাপর গোত্রনিরূপক গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহাই গোত্র-সংখ্যা জানিবে। মোট কথা, বৌধায়ন স্বয়ংও ঐ বচন দ্বারা প্রথম প্রদর্শিত আটটী গোত্র ভিন্ন অপর গোত্র আছে, অতএব ঐ বচনটীকে উপলক্ষণ জানিবে এইরূপ স্বীকার করিয়াছেন। এরূপস্থলে গোতম ও কশ্যপ পাঠ থাকিলেও কোন অনিষ্ট নাই, বৌধায়নের ঐ বচনে কশ্যপ ও গোতমগোত্রই নিরূপিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ কাশ্যপ ও গৌতমগোত্র অপরাপর গ্রন্থানুসারে স্থির করিতে হইবে, বৌধায়ন শাণ্ডিল্য, সাবর্ণ প্রভৃতি অপর প্রসিদ্ধ গোত্রসমূহের ন্যায় কাশ্যপ এবং গৌতমেরও উল্লেখ করেন নাই।

মঞ্জরীকার পুরুষোত্তম শেষোক্ত ব্যাখ্যাটী স্বীকার করেন না, তাঁহার মতে ঐরূপ স্বীকার করিলে বৌধায়নের ঐ বচন দ্বারা বুঝায় যে, তিনি আটটীমাত্র গোত্র স্বীকার করেন এবং কিছু পরেই আবার "গোত্রাণাং তু সহস্রাণি" এই বচনদ্বারা অনেক গোত্রের উল্লেখ আছে, অতএব শেষোক্ত ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে বৌধায়নের নিজের কথার সহিত তাঁহার কথারই বিরোধ উপস্থিত হয়। (৫) বাস্তবিক শেষে যে ব্যাখ্যার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সমস্ত বলিয়া বোধ হয় না, কষ্টেসৃষ্টে বৌধায়নীয় বচনের "যদপত্যং তদ্গোত্রং" এই অংশের ঐরূপ কূট ব্যাখ্যা করিতে পারিলেও রঘুনন্দন ও ধনঞ্জয় প্রভৃতি সংগ্রহকারধৃত "এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে" ইত্যাদি বচনের অন্য কোনরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে না। ইঁহাদের পুত্র-পৌত্র প্রভৃতি অপত্যগণকে ইঁহাদের গোত্র জানিবে। এস্থলে এরূপই ব্যাখ্যা স্বীকার করিতে হইবে।

"বৃহস্পতিং গোতমঞ্চ সংবর্ত্তমৃষিসত্তমম্।
উতথ্যং বামদেবঞ্চ অজস্যমৃষিজং তথা॥
ইত্যেতে ঋষয়ঃ সর্ব্বে গোত্রকারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তেষাং গোত্রসমুৎপন্নান্ গোত্রকারান্ নিবোধ মে॥"

(মৎস্যপু° ১৯৫-৬)

এই স্থলের "তেষাং গোত্রসমুৎপন্নান" এই প্রয়োগানুসারে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষির সহিত গোত্রশব্দের ষষ্ঠী সমাস হইয়া থাকে। আশ্বলায়নবৃত্তিকার নারায়ণ, মঞ্জরীকার পুরুষোত্তম ও দর্পণকার কমলাকর প্রভৃতির মতে গোত্র শব্দের অর্থ অপত্য, গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষির বংশধরগণের সহিত গোত্রশব্দের অভেদান্বয় হয়। কিন্তু এরূপ হইলে কাশ্যপগোত্রস্য শ্রীমত্যা অমুকী দেব্যাঃ এইরূপ বাক্য হইতে পারে। ইহা ছাড়া "স গোত্রাদ্ ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে। "পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যাস্তস্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥" এইরূপ বচনও দেখিতে পাওয়া যায়, এইস্থলে গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষির বংশধরের সহিত গোত্রশব্দের ভেদান্বয় (অর্থাৎ পতির গোত্র এই) আছে স্বীকার করিতে হয়। এই সকল বিরোধ মীমাংসার জন্য গোত্র শব্দটীকে দুই প্রকার স্বীকার করিলে আর কোনই গোল থাকে না। একটী গোত্র শব্দ ক্লীবলিঙ্গ উহার তিনটী অর্থ—১ম বংশ, কুল। * ২ বংশপরম্পরাপ্রসিদ্ধ আদিপুরুষ †। ৩ অপত্য পুত্রপৌত্রাদি ‡। দ্বিতীয় গোত্র শব্দ পুত্রাদি শব্দের ন্যায় উভয়লিঙ্গ, বিশেষ্য অনুসারে লিঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে বা পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। (৯) কর্ম্মকাণ্ডে যে

(৫) "অত্র ক্রমঃ বৌধায়নমতানুবর্ত্তিনস্তু ব্যাখ্যেয়ং "গোত্রাণান্তু সহস্রাণি অনন্তসংখ্যক গোত্রাণি কোটিত্রয়সংখ্যাযুক্ত। কানি কানীত্যাকাঙ্ক্ষায়াং বিশ্বামিত্রো জমদগ্ন্যাদিগণত্যাভ্যন্তরৌ গোত্রাধিকৃতেঃ পূর্ব্বাপরবিরোধাসমঞ্জসং স্যাৎ। অস্মাকং পক্ষেতু নাস্তি কশ্চিদ্ দোষঃ। (গোত্রপ্রবরমঞ্জরী।)

* 'গোত্রং চাভিজনঃ কুলং' অমর। 'গোত্রা ভূগবয়োঃ গোত্রঃ শৈলে গোত্রং কুলাখ্যয়োঃ।' মেদিনী।

† "অতএব বসিষ্ঠাদেরপি গোত্রং বংশপরম্পরাপ্রসিদ্ধং" (গোত্রপ্রবরদর্পণ) "গোত্রং কুলপরম্পরাপ্রসিদ্ধমাদিপুরুষং ব্রাহ্মণরূপম্।" (শব্দকল্পদ্রুম)

‡ "এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে।" (রঘুনন্দনকৃত ধর্ম্মপ্রদীপ) "অপত্যং পুত্রপৌত্র প্রভৃতি গোত্রম্।" পা ৪।১।১৬২

(৯) "লোকব্যবহারমর্য্যাদানিয়মকোত্তমপি গোত্রশব্দস্য উভয়-

বাক্যাদি রচনা করিতে হয়, তাহাকে দ্বিতীয় গোত্র শব্দেরও প্রয়োগ হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া অন্যস্থলে ইচ্ছানুসারে যে কোনটীর প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এরূপ হইলে আর কোন প্রাচীন শাস্ত্রে বিরোধ থাকে না।

গোত্র কয়টী? প্রাচীন মুনি বা ঋষিগণের মধ্যে কোন্ কোন্ ঋষির নামে গোত্র চলিয়াছে? এই সকল বিষয় নিরূপণ করিতে হইলে কেবলমাত্র প্রাচীন শাস্ত্র বা সংগ্রহ-বলেই করিতে হয়। কিন্তু সম্যক্ অনুশীলনের অভাবে অথবা লিপিকর কর্তৃক লিপিপ্রমাদে ঐ সকল মূলগ্রন্থ ও সংগ্রহগ্রন্থের পাঠ এতই বিকৃত হইয়াছে যে, তাহার প্রকৃত পাঠ নিরূপণ করা অসাধ্য। এই কারণে সংগ্রহকার পুরুষোত্তম স্বকৃত মঞ্জরীগ্রন্থে আপস্তম্ব প্রভৃতির মত ধরিয়া তাহার পরস্পর বিরোধ ভঞ্জন করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। তৎপরবর্ত্তী সংগ্রহকার কমলাকর স্বরচিত দর্পণে বলিয়াছেন যে, "কাত্যায়নাপস্তম্বাদিসূত্রভাষ্যা-লোচনেন ন্যূনাধিক্যাভাবাৎ গোত্রাণাং প্রবরাণাঞ্চ গণসংখ্যা-স্বরূপসংখ্যাপ্রবরবিকল্পবাধিতবিসংবাদাচ্চ সর্ব্বসূত্রপুরা-ণোপসংহারেণ নির্ণয়ঃ কার্য্য ইত্যুক্তং ভবতি মঞ্জর্য্যাং।" অর্থাৎ পুরাণ প্রভৃতি সকল গ্রন্থের সামঞ্জস্য রাখিয়াই গোত্রনির্ণয় করা উচিত।

মৎস্যপুরাণের ১৯৫—২০২ অধ্যায় পর্য্যন্ত গোত্র ও প্রবরের নিরূপণ করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে "গোত্রকারান্ ঋষীন্ বক্ষ্যে" ইত্যাদি বলিয়া পরে যে যে ঋষির নাম করা হইয়াছে, বোধ হয় সেইগুলিই মৎস্যপুরাণ-অভিপ্রেত গোত্রের নাম। কিন্তু যদিও কোন দিন তাহার প্রত্যেক নামেই এক একটী গোত্র প্রচলিত ছিল কল্পনা করা যায়, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, বহুদিন পূর্ব্বেই সেই সকল গোত্র লোপ হইয়াছে, তাহার আর কোন পরিচয় পাইবার উপায় নাই।

বৌধায়ন প্রভৃতি সূত্রকারগণ কতকগুলি গোত্রগণ ও কতকগুলি প্রবরগণের নিরূপণ করিয়াছেন। স্মৃত্যর্থসার প্রভৃতি গ্রন্থের মতানুসারে জানিতে পারা যায় যে, গোত্রগণে যে সকল ঋষির নাম আছে, সেই সেই নামে একটী গোত্রও আছে—যেরূপ বৎস, বিদ, আর্ষ্টিষেণ, যস্ক, শুনক, মিত্রযুব ও বৈন্য ভৃগুর এই সাতটী গোত্রগণ আছে। এই সাতটী নামে সাতটী গোত্র ও ইহাদের গণান্তর্গত অপর অপর নামেও গোত্র প্রচলিত। এই প্রকার অত্রিগোত্রগণ ও বিশ্বামিত্রগোত্রগণ প্রভৃতিও নিরূপিত আছে। কিন্তু সকল গোত্র এখন বড় একটা দেখা যায় না।

ধনঞ্জয়কৃত ধর্ম্মপ্রদীপে এই কয়টী গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষির উল্লেখ আছে। ১ যমদগ্নি, ২ ভরদ্বাজ, ৩ বিশ্বামিত্র, ৪ অত্রি, ৫ গৌতম, ৬ বশিষ্ঠ, ৭ কাশ্যপ, ৮ অগস্ত্য, ৯ সৌকালীন, ১০ মৌদ্গল্য, ১১ পরাশর, ১২ বৃহস্পতি, ১৩ কাঞ্চন, ১৪ বিষ্ণু, ১৫ কৌশিক, ১৬ কাত্যায়ন, ১৭ আত্রেয়, ১৮ কাণ্ব, ১৯ কৃষ্ণাত্রেয়, ২০ সাঙ্কৃতি, ২১ কৌণ্ডিন্য, ২২ গর্গ, ২৩ আঙ্গিরস, ২৪ অনাবৃকাক্ষ, ২৫ অব্য, ২৬ জৈমিনি, ২৭ বৃদ্ধি, ২৮ শাণ্ডিল্য, ২৯ বাৎস্য, ৩০ আলম্ব্যায়ন, ৩১ বৈয়াঘ্রপদ্য, ৩২ ঘৃত-কৌশিক, ৩৩ শক্তি, ৩৪ কাণ্বায়ন, ৩৫ বাসুকি, ৩৬ গৌতম, ৩৭ শুনক, ৩৮ সৌপায়ন। বৌধায়ন, আপস্তম্ব ও আশ্বলায়ন প্রভৃতি সূত্রকারগণ ও পৌরাণিকগণ, প্রথমতঃ কয়েকটি গোত্রকাণ্ডের উল্লেখ করিয়া তদন্তর্গত কয়েকটী গোত্র-গণ উল্লেখ করিয়াছেন। একটী গোত্রগণের অন্তর্গত যে কয়েকটী গোত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের প্রবর সমান। যেমন ভৃগুগোত্রকাণ্ডের আর্ষ্টিষেণ গোত্রগণের অন্তর্গত যে কয়টী গোত্র, তাহাদের সকলেরই ভার্গব, চ্যবন, আপ্নবান্ আর্ষ্টিষেণ ও আনূপ এই পাঁচটী প্রবর। (আর্ষ্টিষেণানাং ভার্গবচ্যবনাপ্নবানার্ষ্টিষেণানূপেতি। আশ্ব° শ্রৌ° ১২। ১০। ৮) [প্রবর কাহাকে বলে তাহা প্রবর শব্দে দেখ।] যেমন সমান গোত্রে বিবাহ করিতে নাই, সেই-রূপ সমান প্রবর হইলেও বিবাহ করিতে পারা যায় না।

বৌধায়ন প্রভৃতি যে সকল গোত্রগণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল—

ভৃগুগোত্রকাণ্ডের মধ্যে ৭টী গোত্রগণের উল্লেখ আছে—বৎস, আর্ষ্টিষেণ, বিদ, যস্ক, মিত্রযুব, বৈন্য ও শুনক। বৌধায়ন ইহার প্রত্যেক গণের অন্তর্গত যে কয়েকটী গোত্র আছে, তাহার নির্ণয় করিয়াছেন। এস্থলে কেবল বৌধায়নের মতেই গোত্রগণ লিখিত হইল।

১। বৎস, মার্কণ্ডেয়, মাণ্ডূকেয়, মাণ্ডব্য, কাষায়ণ, গার্গায়ণ, শার্করাক্ষ, দেবলায়ন, শৌনকায়ন, মাথুকেয়, বার্ধিক, শাক, প্রত্যায়ণ, পৈল, পৈলায়ন, বাভ্রেবকি, বাহ্বকি, বৈথানরি, বৈহিনরি, বিরোহিন, বাহ্য, ছত্র, গোষ্ঠায়ন, টিকি, কারণ, রুক্ষ, বাদহূতক, খণ্ডভাগ, রোহিনায়ন, জানায়ন, পাণিনি, বাল্মীকি, স্তৌলাপতি, শাতন, জিহিনি, সাবর্ণি, বাকায়ন, বালায়ন, সৌদ্ধতি, মণ্ডবিষ্টি, হস্তাগ্নি, মাকায়ণ, কাক্ষায়ণী, যাস্কব, বাহ্নী, শাকায়ব কাযবচ, চান্দ্রমস, পারেয়, মৌবেচ,

---

নিরবাদবিরুদ্ধং পুত্রশব্দবৎ যথা বশিষ্ঠস্য পুত্রঃ কুশিক ইতি তথা বশিষ্ঠগোত্রঃ কুশিক ইতি।" (গোত্রপ্রবরমঞ্জরী) পুরুষোত্তমের এই লিপি ভিন্ন অপর কোন স্থলে উক্তবিধ গোত্র শব্দের প্রমাণ আছে কি?

যাজ্ঞিয়, যাস্ক, মিত্রায়ণ, আপিশলি, বৈষ্টপুরেয়, লোহিতায়ন, উত্তমূক, মালায়ন, শারদ্বতায়ন, মণ্ডশাক, বাৎস ও বাৎস্যায়ন এইগুলি বৎসগণ। ইহাদের পাঁচ প্রবর—ভার্গব, চ্যবন, আপ্রবান, ঔর্ব্ব ও জামদগ্ন্য। (বৌধায়ন ৩ প্রবরাধ্যায়।)

২। বিদ, শৈল, অবট প্রাচোনযোগ্য, অভয়জি, কাণ্ডরথি, বৈমতৃথি, পুলাস্ত, আর্কায়ন, ভাযায়ন, ক্রৌকায়ন ও কামন ইহাদিগকে বিদগণ বলে। ইহাদের পাঁচ প্রবর—ভার্গব, চ্যবন, আপ্রবান, ঔর্ব্ব ও বৈদ। (বৌধায়ন ৪ প্রবরাধ্যায়।)

৩। আর্ষ্টিষেণ, রথি, কাদবায়ন, কৌলায়ন, চন্দ্রায়ণ, বৌচ-কলায়ন, সিন্ধ, সুমনায়ন, গোরক্ষি ও আস্তি ইহাদিগকে আর্ষ্টিষেণগণ বলে। ইহাদের পাঁচ প্রবর—ভার্গব, চ্যবন, আর্ষ্টিষেণ, আপ্রবান ও আনুপ। (বৌধায়ন ৫ প্রবরাধ্যায়।)

৪। যস্ক, ভৌনমূক, বাধুল, মর্ষপুষ্য, ভাগলেয়, মার্কণ্ডা য়ন, ভাগলেয়, উচ্ছিন, ভাস্কর, রৈবতায়ন, বারুনি, মাধ্যমেয়, বালি, কোণাদেয়, ক্রৌবিন্দ, সাম্বকি, চিত্রসেন, ভাগুরি ও কাপিশায়ন ইহাদিগকে যস্কগণ বলে। ইহাদের তিন প্রবর—ভার্গব, বৈতহব্য ও সাচেতস। (বৌধায়ন ৬ প্রবরাধ্যায়।)

৫। মিত্রযুব, রৌক্ষায়ণ, সাপিণ্ডিত, সুরভিনি, মাহামহা-বাহা, ভাক্ষায়ণ, উক্ষায়ণ, বাজায়ন, যোজাবত, কৌমতবায়ন, ইহাদিগকে মিত্রযুবগণ বলে। ইহাদের তিন প্রবর, ভার্গব—দৈবদাস ও বাধ্র্য। (বৌধায়ন ৭ প্রবরাধ্যায়।)

৬। শুনক, গৃৎসমদ, যজ্ঞপতি, সৌগন্ধি, খার্দ্দায়ন, গাত্তা-য়ণ, মৎস্যগন্ধ, শ্রোত্রিয় ও তৈত্তিরীয় ইহাদিগকে শুনকগণ বলে। ইহাদের একটী প্রবর শুনক অথবা গার্ৎসমদ। (বৌধায়ন ৯ প্রবরাধ্যায়) কাত্যায়নের মতে ইহাদের দুই প্রবর ভার্গব ও গার্ৎসমদ। আশ্বলায়নের মতে ইহাদের তিন প্রবর—শৌনক, শৌনহোত্র ও গার্ৎসমদ। (আশ° শ্রৌ° ১২।১০।১৩)

৭। বৈন্য, পার্থ ও বাস্কল ইহাদিগকে বৈন্যগণ বলে। আশ্বলায়নের মতে 'বৈন্য' স্থলে বৈন্য পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। (আশ° শ্রৌ° ১২।১০।১১) ইহাদের তিন প্রবর—ভার্গব, বৈন্য ও পার্থ। (বৌধায়ন প্রবরা°)

গৌতম গোত্রকাণ্ড—

১। আয়াস্য, শ্রোণিচেয়, মিত্রবধ, সাত্যকি, বৈদেহ, কৌমারকত্য, ভৌজি, মার্তি, মৌদ্ক, সত্যমুগ্রি, কৌবাহ, বৌধ্য, নৈকথি, তৈথিকি, কিলালি, কফণি, কঠোকাদি ও কক্ষি ইহাদিগকে আয়াস্যগৌতমগণ বলে। ইহাদের তিন প্রবর—আঙ্গিরস, আয়াস্য ও গৌতম। (বৌধায়ন গৌতমকা° ১ অঃ।)

২। শরদ্বত, অভিজিত, রৌহিণ্য, ক্ষীরকম্ভ, সৌমুচি, গৌবাশুণ, কোর্ণিন্দু, রহুগণ, গণি ও মাথণ্য ইহারা শরদ্বত গৌতমগণ। ইহাদের তিন প্রবর—আঙ্গিরস, গৌতম ও শারদ্বত। (বৌধায়ন গৌতমকা° ২ অঃ।)

৩। কৌমণ্ড, মাধন্দ, ঔষণ্য, মাতুলাক্ষ, কাঠরেখি ও আজ্ঞম ইহাদিগকে কৌমণ্ডগৌতমগণ বলে। ইহাদের পাঁচ প্রবর—আঙ্গিরস, ঔতথ্য, কাক্ষিবৎ, গৌতম ও কৌমণ্ড। (বৌধায়ন গৌতমকা° ৩ অঃ।)

৪। দীর্ঘতমগণেরও পাঁচ প্রবর—আঙ্গিরস, ঔতথ্য, কাক্ষী-বৎ, গৌতম ও দীর্ঘতম,। (বৌধায়ন গৌতমগোত্রকা° ৪ অঃ।)

৫। ঔশনস, আদিত্য, অরুণপ্রশস্ত, সুরূপাক্ষ, মহোদর, বিকঙ্কত, মুদ্গুধা, নিহত, ইহাদিগকে ঔশনসগণ বলে। ইহা-দের তিন প্রবর—আঙ্গিরস, গৌতম ও ঔশনস। (বৌধায়ন গৌতমকা° ৫ অঃ।)

৬। কারেণুপালি, বৈতীয়, গৌষ্ঠি, বৌদজায়ন, মাধু-কার ও অগ্নপদি ইহাদিগকে কারেণুপালিগণ বলে। ইহাদের তিন প্রবর—আঙ্গিরস, গৌতম ও কারেণুপালি। (বৌধায়ন গৌতমকা° ৬ অঃ)।

ভরদ্বাজ গোত্রকাণ্ড—

ভরদ্বাজ, ক্ষাম্যায়ণ. মদক্ষা, দেবাশ্বপ্রবহব্যা, প্রাগরোাস, সৌমায়ন, ত্রৈদেহ, অত্রাস্যা, বৌক্ষাভূমি, পরিণদেয়, কেজর-দেয়, চম্বুবত, বৌদামেধি, প্রবাহণেয়, কম্পোাণ, ভদ্রি, সংবোয়, প্রকৃতপর, হেরি, সৈবযজ্ঞগ, স্বাতি, গ্রৌবি, ঔপমি, বারাক্ষি, ভেদ, আগ্নেয়াবট, গৌরি, বারবি, কর্ণ, যাজ্ঞ, মানবিয়, কালববেকা, রোক্সলি, খারকৃতি, ভরদ্বেয়, ভদ্রায়ন, সৌরভ, বাবল, সৈহুকেয়, কৌশ্রায়ন, কৌশুম্য, প্রবাহণেয়, বলভীকি, রুক্ষাজপথ, শালাহনি বেদবেলায়ন, বৃন্তায়ন, শালালয়, শার্দ্দূল, ব্রহ্মস্তম্ব, রাজস্তম্ব, অগ্নিস্তম্ব, বায়ুস্তম্ব, সূর্য্যস্তম্ব, সোমস্তম্ব, বিষ্ণুস্তম্ব, যমস্তম্ব, ইন্দ্রস্তম্ব, আপস্তম্ব এবং অপরাপর স্তম্বান্ত শব্দ, আরণ্যাকি, সিন্ধু, সৌগান্ধ, শিখায়ন, আত্রেয়ায়ণ, কুন্দ্য, কৌবাক্ষি, পঞ্চনৈকৃতি, মার্জি, সাত্যেয়, মধুরাথ, কারণায়ন, কারুণথি, কারিষায়ণ ও কারৎস ইহা-দিগকে ভরদ্বাজগণ বলে। ইহাদের তিন প্রবর—আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য ও ভরদ্বাজ। (বৌধায়ন ভরদ্বাজগো° কা°)

কেবলাঙ্গিরস গোত্রকাণ্ড—

১। হরিত, শঙ্খোদ্ধত, সৌতগ, দোমরব, মলাপু, নাবোদয়, মৈমিত্র, আমিশ্রোদন, কৌতপ, কারিবি, কৌলি, বৌলি, পৌতল, মাদ্র, মাধাতু, মাণ্ডকারি, ইহাদিগকে হরিতগণ বলে। ইহাদের তিন প্রবর—আঙ্গিরস, অম্বরীষ ও যৌবনাশ্ব।

২। কক্ষ, যৌপমর্কয়ায়ণ, বাকল, পৌলগানি, লোমাজি, মাজি, মৌধিগাক, বিজবাজি ও বাজশ্রবস, ইহাদিগকে কক্ষগণ বলে। ইহাদের তিন প্রবর—আঙ্গিরস, আজমীঢ় ও কাত্রব।

৩। রথীতর, হস্তিদাস, কাক্কায়ণ, মৌতরক্ষ, শৈলালি, তিলেতি, লিক্কায়ন সাবহল, তৈক্ষ্যবাহ ও হেমনাবাদ ইহাদিগকে রথীতরগণ বলে। ইহাদের তিন প্রবর—আঙ্গিরস, বৈরূপ ও রথীতর।

৪। বিষ্ণুবৃদ্ধ, শটামর্ষণ, ভদ্রাণ, মদ্রাণ, বাদায়ন, গাৎস্ত প্রায়ণ, ধাত্যাক, সাত্যকায়ন, নৈকৃত, স্তত্য, তাকস্ত ও দেবস্থানি, ইহাদিগকে বিষ্ণুবৃদ্ধগণ বলে। ইহাদের তিন প্রবর—আঙ্গিরস, পৌরকুৎস, ত্রাসদস্য।

৫। সঙ্কৃত, মলক, পৌলস্ত্য, শৈশৈলতব, তারক, আঘার, গ্রীবাদেশক, শ্রৌতায়ন, রায়ণায়ন, আম্রাপি ও পুতিমাষ ইহাদিগকে সঙ্কৃতগণ বলে। ইহাদের তিন প্রবর—আঙ্গিরস, গৌরবীত ও সাঙ্কৃত্য।

৬। কপি, বৈতল, অনাথ, সায়ন, পতঞ্জল, অতরথিন, তাণ্ডিন, আস্তোজ, সিনাকাশ, শনাকর, শিখণ্ডায়ন, আমোবিতকি, সাম্বৃহ [illegible] রৌধি, ইহাদিগকে কাপিগণ বলে। ইহাদের তিন প্রবর—আঙ্গিরস, আমহীয় ও উরুক্ষয়স। (বৌধায়ন)

অত্রিগোত্রকাণ্ড—

অত্রি, ছান্দার, পৌষ্টিকা, মাহন্য, বৈপাঙ্ক্ষ্য লাঙ্গলাক, শ্রোণকাবা, গৌরগ্রীব, ষোগ, বিশিষ্টিরা, শিতপাল, কৃষ্ণাত্রেয়, গৌরাত্রেয়, অরুণাত্রেয়, নিলাত্রেয়, শ্বেতাত্রেয়, মহাত্রেয়, পালেয়েভ্য, গেয়রামরথি, বৈতভাব, সৌত্রেয়, কৌত্রেয়, গোপবন্ত্য, কালায়চর, অনিলায়ন, আনাজ, মানজি, সৌরজি, গৌরজি, পুস্পয়, সৈব্য, সাকেতায়ন, তারবাজায়ন ও হস্রাতিপ্র ইহাদিগকে আত্রেগণ বলে। ইহাদের তিন প্রবর—আত্রেয়, আর্চনান, আনসন্তাব।

বাভুম্বুচকগণের তিন প্রবর—আত্রেয়, আনসন্তাব ও বাভুষ্তক।

গাবিষ্টিরগণের তিন প্রবর—আত্রেয়, আর্চনান ও গবিষ্টির।

মুদ্গল, ব্যাপ্তি, সংবি, আরণক, বৌধাক, গবিষ্টির, বৈতবাহ, শিবিরয়, শালিমন, গৌরিতি, গৌরকি ও বায়গন, ইহাদিগকে মুদ্গলগণ বলে। ইহাদের তিন প্রবর—আত্রেয়, আর্চনস ও মৌদ্গল্য। (বৌধায়ন, অত্রিগোত্রকাণ্ড।)

বিশ্বামিত্রগোত্রকাণ্ড—

কুশিক, পর্ণজঙ্ঘ, বারক্য, ঔর্দ্দল, যাশি, বৃহদগ্নি, বানবিরা, বাহিরাপত্যাধা, কামস্তকা, বর্দ্ধকথা, চিকি, তাল, মকমারুক্ষ শালঙ্কায়ন, শাস্কায়ন, লৌক, গৌর, সৌগতি, যমদূত, অত্রাভিন্ন, শনকায়ন, চৌবল, জাবালি, যাজ্ঞবল্ক্য, উত্তাকবাণ, গৌমুতরা, ঔপদহস্ত, উদস্তরি, অযাগ, শ্যামের, চৈত্রেয়, তাল, বলা, মধুরাস, গৌশুত্যাত্রি, নবি, সংস্তায়ন, আনৃত, কাম্যাশ্বর, যক্ষ্য, কাল ও উৎসরি ইহাদিগকে কুশিকগণ বলে। ইহাদের তিন প্রবর—বৈশ্বামিত্র, অষ্টক ও লৌহিত্য।

রৌক্ষক, যোনবল ও রেবণ ইহাদের তিনটী প্রবর—বৈশ্বামিত্র, রৌক্ষক ও রেবণ।

বৈশ্বামিত্র, দৈবরাত, শ্রবস, দৈবতরস, গিতি জ্যায কারণ ও কাকায় নিন্ ইহাদের তিন প্রবর—বিশ্বামিত্র দৈবশ্রবস ও দৈবতরস।

অজ, মাহ ও মধুচ্ছন্দ ইহাদের তিন প্রবর—বিশ্বামিত্র, মধুচ্ছন্দ ও মার্জ্জিত।

অঘমর্ষণ গোত্রগণের তিন প্রবর—বিশ্বামিত্র, অঘমর্ষণ ও কৌশিক।

ইন্দ্রকৌশিক গোত্রগণের দুই প্রবর—বিশ্বামিত্র ও ইন্দ্রকৌশিক। (বৌধায়ন বিশ্বামিত্র গোত্রকাণ্ড।)

কাশ্যপগোত্রকাণ্ড—

কাশ্যপ, আঙ্গিরস, ভারদ্বাজ, এতিসায়ন, ভূত্য, বৈশিপ্রা, ধূর্ম্মায়ন, সৌম্য, ধর্ম্মায়ণ, ওটবৃক্ষ, প্রগ্রায়ণ, শৈর্ষক, প্রাচর্য্য, হ্রদ্রোণ, আতপ, পাকায়তিক, নৈবর্তকি, সার্ষসি, মাশরি, সৌবচি, সাম্পা, আশ্বায়ন, ছাগব্য, সৌনি, শ্বেতকেশি, বার্ষ, ঔপব্য, নাকণ, ক্রোষ্টাজীব, খাণ্ডায়ন রৌহিত্যায়ন, মিতকুম্ভ, পিজাক্ষি, মাগায়ণ, পচবর, কর্ণেয়, কৌষিতকি, ধূমলহায়ন, সুদা, গৌরিবায়ন, মহাচক্রেয়, বৈকিনস্ত, পাণপাণি, বগণ, দাকপাণি, ভাণ্ডন, সাথমিত্রেয়, হাবস্ত্য, আরমাৎস্ত, ওরমাণপ, বিশ্রবস, বৈশম্পায়ন, বৈবক, কাশলি, ভণ্ডায়নি, মাজনায়ন, কাংসলায়ন, দৈবহোত্র, হ্রাচ, মেজি, তাণ্ডি, পাথকায়ন, গোমায়ন, হিরণ্যরশ্মি, অগ্নিবেদি, সৌশল, আবিশ্রেণ্য, সুপ্রতদন্ত, মত্রিত, বৈকাণ ও সুনারধ্বজ ইহাদিগকে নিধ্রুবগণ বলে। ইহাদের তিন প্রবর—নিধ্রুব, আপসার ও কাশ্যপ।

রেভগোত্রগণের তিনপ্রবর—কাশ্যপ, আপসার ও নৈধ্রুব।

শাণ্ডিল্য, পাচক, বাধ্রিক, ঔদমেধ্য, সোদান, সাবচস, কাদেব, কৌকষ্ঠিক, তৈক্ষ, মাহকি, বকোদকি, কোথি, মৌঞ্জায়ন, আপবংশ, খার্বায়ণ, গাবভাব, সন্তাপ, গোভিল, বধায়ন, বাভ্রায়ন, বহুদরি, তাণ্ডরি, খাদক্ষৌমুখ, হিরণ্যবাহ, ভেদেহ, গোপুত্র, বাকচা, জালন্ধরি ও ধবজরি, ইহাদিগকে শাণ্ডিল্যগণ বলে। ইহাদের তিন প্রবর—কাশ্যপ, আপসার ও দেবল।

লৌগাক্ষি, মার্কণ্ডেয়, মৈত্রবরুণ, পরত্রবাদি, হবাভুচি, তথা কলি, কলশাক্ত্র, কারিসিংহবন্ধু, বিরোধকি, কৌনারি, সৌলয়, সিতি, কিষ্টি, ভেরোনিষ্টি, চৈত্রতি, চৌধ্যন, পৌধকালক, চয় ও জপ, ইহাদিগকে লৌগাক্ষিগণ বলে। ইহাদের প্রবর — কশ্যপ, আপসার ও বশিষ্ঠ। (বৌধায়ন কাশ্যপগোত্রকাণ্ড)।

বশিষ্ঠগোত্রকাণ্ড—

বৈতনাক, বাহরকি, সাত্যপ, গৌরিধ্বংস, আশ্বলায়ন, কপিষ্ঠ, গৌচি, বাহ্বকার্ণি, গায়ান, কৌশায়ন, মুদ্গরিত, সেপদযায়ন, আনস্তায়ন, পর্ণব্যায়ন, পাণিবাহু, দেবল, গৌরবান্ধ, বাহব্যাথি, অবাকি, বপশায়, পূতিমাষ ও সপ্তায়ন, ইহাদিগকে বৈতানিকগোত্রগণ বলে। ইহাদিগের একটী প্রবর—বশিষ্ঠ।

কুণ্ডিন, লোহায়ন মুগ, কৌক্রোকা, সাজ্জনিন্, পেটক, নবরি, হিরণ্যাক্ষায়ণ, পৈপ্পলাদি, ভোজ্যাক্ষি, মধ্যোন্দিন, স্থাস্তু ও শৌপাসিন্, ইহাদিগকে কুণ্ডিনগোত্রগণ বলে। ইহাদের তিন প্রবর—বশিষ্ঠ, মৈত্রাবরুণ ও কৌণ্ডিন্য।

পরাশর, কক্রথি, বাজি, বাম্রিতি, বেমতায়ন ও গৌরাণ, ইহাদিগকে কৃষ্ণপরাশর, প্রয়োহি, বৈকলি, ম্লাক কৈয়ুধি ও হর্যবাথি ইহাদিগকে গৌরপরাশর, কাম্পায়নি, গোপ্রায়ণ, স্থাণ্ড ও বাক্রাণ ইহাদিগকে অরুণপরাশর বলে। তাগুকি, রাজানি, ক্যানহায়ন, কৌকুলেয় ও কৈক্রম থারি, ইহাদিগকে নীলপরাশর এবং কৃষ্ণাজিন, কপিমুখ, বাস্তাপায়ন, শ্বেতযুপি ও পৌষ্করসাদি ইহাদিগকে শ্বেত-পরাশর গোত্রগণ বলে। ইহাদের তিন প্রবর—পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ। (বৌধায়ন বশিষ্ঠগোত্রকাণ্ড।)

অগস্তিগোত্রকাণ্ড—

কাথায়ন, আদহাক, মাবর্তিন, লোপানাৎস, বয়ন্দি, বৈরণি, বুধোদ, লৌরপথি, শারস্তপ, মৌঞ্জীকর, পাখোদুগত, হারিগ্রীবা, রৌহিণ্য ও নৌশনহি ইহাদিগকে অগস্ত্য-গোত্রগণ বলে। ইহাদের তিন প্রবর—অগস্তি, দার্ঢ্যচ্যুত ও ইধ্মবাহ, (বৌধায়ন অগস্তিগোত্রকাণ্ড।)

বৌধায়নোক্ত গোত্র ও প্রবরের বিষয় লিখিত হইল*। কাত্যায়নপ্রণীত শ্রৌতগ্রন্থে ও মৎস্যপুরাণেও এই সকল গোত্রকাণ্ড লিখিত আছে। কিন্তু এই তিনখানি গ্রন্থে ঠিক্ একরূপ লিখিত হয় নাই, কোনস্থলে কোন গ্রন্থে দুই একটী গোত্র বেশী, কোথায়ও বা দুই চারিটী গোত্র কম দেখিতে পাওয়া যায়। (গোত্রপ্রবরমঞ্জরী।) [মৎস্যপুরাণ, কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র, আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র, আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ দেখ।]

গোত্রপ্রবরদর্পণকার কমলাকর স্বীয় গ্রন্থে বৌধায়নোক্ত ভৃগুগোত্রকাণ্ডের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, "এতে বৌধায়নোক্তাঃ যদ্যপি প্রবরমঞ্জরীধৃত বৌধায়নসূত্রে আকরস্থত্রে চ ভূয়ান্ ন্যূনাধিকভাবঃ তদপ্যুভয়ানুসারেণ বদামঃ।" অর্থাৎ "বৌধায়নকথিত গোত্রগণ এই, কিন্তু প্রবর-মঞ্জরীতে বৌধায়নের যে সকল সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে ও (প্রাপ্ত) বৌধায়নীয় মূল গ্রন্থে অনেক পাঠ ব্যতিক্রম বা ন্যূনাধিকভাব দৃষ্ট হয়। আমি এইস্থলে উভয় মতানু-সারেই বলিব।" ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, বৌধায়নীয় মূলগ্রন্থের সহিত পুরুষোত্তমকৃত প্রবরমঞ্জরীর পাঠের অনেকস্থলেই মিল নাই। কমলাকর কোন্টী বিকৃত বা কোন্টি যথার্থ তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া উভয় মতই গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। অতি প্রাচীন হস্তলিখিত প্রবরমঞ্জরীগ্রন্থে যেরূপ পাঠ আছে, এইস্থলে তাহাই সন্নিবেশিত করা হইল। বৌধায়নায় যে সকল গোত্র ও প্রবরের কথা লিখিত হইয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে তাহার অধিকাংশ গোত্রই প্রচলিত নাই। যে কয়টী গোত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের প্রবরও বৌধায়নোক্ত প্রবর হইতে ভিন্ন। এই কারণে ধনঞ্জয়কৃত ধর্ম্মপ্রদীপ গ্রন্থে যে সকল গোত্র ও প্রবর লিখিত আছে, এইস্থলে তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক, বর্ত্তমানকালে ইহাই চলিত। (১)

গোত্রের নাম		প্রবরের নাম
১	জমদগ্নি	জমদগ্নি, ঔর্ব্ব ও বশিষ্ঠ।
২	বিশ্বামিত্র	বিশ্বামিত্র, মরীচি ও কৌশিক।
৩	অত্রি	অত্রি, আত্রেয় ও শাতাতপ।
৪	গৌতম	গৌতম, বশিষ্ঠ ও বার্হস্পত্য।

(১) "জমদগ্নির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রিগৌতমাঃ।
বশিষ্ঠঃ কাশ্যপাগস্ত্যৌ মুনয়ো গোত্রকারিণঃ।
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্বতে।
এতন্মূলকপক্ষেষাময়ি দর্শনাৎ। তথাচ
মৌকালীনকমৌদ্গল্যো পরাশরবৃহস্পতী।
কাশ্যপো বিষ্ণুকৌশিকৌ কাত্যায়নাত্রেয়কাণ্বকাঃ।
কৃষ্ণাত্রেয়ঃ সাঙ্কৃতিশ্চ কৌণ্ডিন্যো গর্গসংজ্ঞকঃ।
আঙ্গিরস ইতি খ্যাতঃ অনাবৃকাখ্য সংজ্ঞিতঃ।
অব্যক্তৈর্বিবিধৈর্ব্যাখ্যাঃ শাণ্ডিল্যোবাৎস্য এবচ।
সাবর্ণিজন্মানৈবায়ণশ্চ ঘৃতকৌশিকঃ।
শক্তিঃ কাণ্বায়নশ্চৈব যাস্কী মৌতমতথা।
শুনকঃ সৌপায়নশ্চৈব মুনয়ো গোত্রকারিণঃ।
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্বতে।" (ধর্ম্মপ্রদীপ)

* পুথি দৃষ্টে বৌধায়নীয় গোত্র ও প্রবরের নাম লিখিত হইয়াছে। নামের অনেক স্থানেই সন্দেহ থাকিল।

৫	বশিষ্ঠ	বশিষ্ঠ। মতান্তরে বশিষ্ঠ, অত্রি ও সাঙ্কৃত।
৬	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার ও নৈধ্রুব।
৭	অগস্ত্য	অগস্তি, দধীচি ও জৈমিনি।
৮	মৌকালীন	মৌকালীন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, অপ্সার ও নৈধ্রুব।
৯	গৌতমশা	ঔর্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য ও আপ্লুবৎ।
১০	পরাশর	পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ।
১১	বৃহস্পতি	বৃহস্পতি, কপিল ও পার্বণ।
১২	কাঞ্চন	অশ্বথ, দেবল ও দেবরাজ।
১৩	বিষ্ণু	বিষ্ণু, বৃদ্ধি ও কৌরব।
১৪	কৌশিক	কৌশিক, অত্রি ও জমদগ্নি।
১৫	কাত্যায়ন	অত্রি, ভৃগু, বশিষ্ঠ।
১৬	আত্রেয়	আত্রেয়, শাতাতপ ও সাংখ্য।
১৭	কাথ	কাথ, অশ্বথ ও দেবল।
১৮	কৃষ্ণাত্রেয়	কৃষ্ণাত্রেয়, আত্রেয় ও আঙ্গিরস। মতান্তরে আঙ্গিরস স্থানে আবাস।
১৯	সাঙ্কৃত	অব্যাহার, অত্রি ও সাঙ্কৃত।
২০	কৌণ্ডিন্য	কৌণ্ডিন্য ও স্তিমিৎকাৎস।
২১	গর্গ	গার্গ্য, কৌস্তভ ও মাণ্ডব্য।
২২	আঙ্গিরস	আঙ্গিরস, বশিষ্ঠ ও বার্হস্পত্য।
২৩	অনাবৃকাক্ষ	গার্গ্য, গৌতম ও বশিষ্ঠ।
২৪	অব্য	অব্য, বলি ও সারস্বত।
২৫	জৈমিনি	জৈমিনি, উতথ্য ও সাঙ্কৃতি।
২৬	বৃদ্ধি	কুরুবৃদ্ধ, আঙ্গিরস ও বার্হস্পত্য।
২৭	শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত ও দেবল।
২৮	বাৎস্য	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য ও আপ্লুবৎ।
২৯	সাবর্ণ	
৩০	আলম্যান	আলম্যায়ন, শাকায়ন ও শাকটায়ন।
৩১	বৈয়াঘ্রপদ্য	সাঙ্কৃতি।
৩২	ঘৃতকৌশিক	কুশিক, কৌশিক ও ঘৃতকৌশিক। মতান্তরে বন্ধুল।
৩৩	শক্তি	শক্তি, পরাশর ও বশিষ্ঠ।
৩৪	কাথায়ন	কাথায়ন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভরদ্বাজ ও অজমীঢ়।
৩৫	বাসুকি	অক্ষোভ্য, অনন্ত ও বাসুকি।
৩৬	গৌতম	গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য ও নৈধ্রুব। মতান্তরে গৌতম, আঙ্গিরস ও আবাস।
৩৭	শুনক	শুনক, শৌনক ও গৃৎসমদ। মতান্তরে শুনক, সুনিহোত্র ও গৃৎসমদ।
৩৮	সৌপায়ন	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য ও আপ্লুবৎ।

ব্রাহ্মণ ঋষিগণই গোত্রপ্রবর্ত্তক। তাঁহাদের বংশধরদিগকে তাঁহাদের গোত্র বলা হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অপর-বর্ণের পক্ষে এরূপ গোত্রনিয়ম হওয়া অসম্ভব। তাহাদিগকে তাহাদের পুরোহিতের গোত্রের নামে উল্লেখ করা হয়। অতি প্রাচীনকালে অথবা গোত্রনিয়মের অব্যবহিত পরে যে পুরোহিতের গোত্রের নামে যিনি পরিচয় দিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার বংশধরেরা সেই নামেই পরিচয় দিতেছেন। এখনকার পুরোহিতের গোত্রনামে কেহ পরিচয় দেয় না। "পুরোহিতপ্রবরো রাজ্ঞাং।" আশ্ব° শ্রৌ° ১২।১৫।৫) "ক্ষত্রিয় বৈশ্যয়োঃ কুলপুরোহিতগোত্রং শূদ্রজাতিবিহিতাদিষ্টগোত্রং" (উদ্বাহতত্ত্ব)।

গোত্রক (ক্লী) গোত্রমেব গোত্র স্বার্থে কন্। [গোত্র দেখ।]

গোত্রকর্ত্তৃ (পুং) গোত্রস্য কর্ত্তা ৬তৎ। গোত্রপ্রবর্ত্তক।

"তস্য পুত্রা মহাত্মানো ব্রহ্মবংশবিবর্দ্ধনাঃ।

তপস্বিনো ব্রহ্মবিদো গোত্রকর্ত্তার এবচ।" (ভারত ১৩।৪)

গোত্রকারিন্ (পুং) গোত্রং করোতি কৃ-ণিন্। গোত্রকর্ত্তা, গোত্রপ্রবর্ত্তক।

গোত্রকীলা (স্ত্রী) গোত্রঃ পর্ব্বতঃ কীল ইব বিষ্টম্ভকত্বাদ্ যস্যাঃ বহুব্রী টাপ্। পৃথিবী। (হেম°)

গোত্রজ (ত্রি) গোত্রে সমানগোত্রে জায়তে গোত্র জন-ড। ১ একগোত্রোৎপন্ন। "তৎসুতো গোত্রজো বন্ধু।" (যাজ্ঞবল্ক্য ৩।১৩৯) 'গোত্রজাঃ সপিণ্ডাঃ পিতামহাদয়ঃ সমানগোত্রাঃ।' (মিতাক্ষরা।) ২ চতুর্দ্দশ পুরুষের পর একগোত্রোৎপন্ন ব্যক্তিগণকে গোত্রজ বলে।

"সপিণ্ডতা তু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে।

সমানোদকভাবস্তু নিবর্ত্ততাচতুর্দ্দশাৎ।

জন্ম নাম্নাং স্মৃতেরেকে তৎপরং গোত্রজা মতাঃ॥" (বৃহন্মনু)

গোত্রভিৎ (পুং) গোত্রং পর্ব্বতং মেঘং বা ভিনত্তি ভিদ্-ক্বিপ্। (সৎসূদ্বিষেত্যাদি। পা ৩।২।৬১) ১ ইন্দ্র।

"গোত্রভিদ্ বজ্রবাহুর্জয়ন্ অজ্মম্ প্রমৃণন্ ওজসা।" (বাজ-সনেয়° ২০।৩৮) 'গোত্রভিদ্ গাং ভূমিং বৃষ্ট্যা ত্রায়তে গোত্রা মেঘাঃ তান্ বৃষ্ট্যর্থং ভিনত্তি গোত্রান্ গিরীন্ বা ভিনত্তি।' (মহীধর)

গোত্রং নাম ভিনত্তি ভিদ্ ক্বিপ্। ২ নামভেদক, যে ব্যক্তি একটী নাম উচ্চারণ করিবার সময়ে অপর নামের

উচ্চারণ করে। "প্রকটীকৃতা জগতি যেন খলু
স্ফুটমিন্দ্রস্তাভ যদি গোত্রভিদা।" (মাঘ)

গোত্ররিক্থ (ক্লী) গোত্রস্য রিক্থং ৬তৎ। গোত্রধন।
"গোত্ররিক্থে জনয়িতুর্ন হরেদ্দত্ত্রিমঃ ক্বচিৎ।" (মনু ৯।১৪২)

গোত্রবৎ (ত্রি) গোত্রং অস্ত্যস্য গোত্র-মতুপ্ মকারস্য বকারঃ। গোত্রযুক্ত, যাহার গোত্র আছে।

গোত্রবৃক্ষ (পুং) গোত্রজাতঃ বৃক্ষ। ধবল বৃক্ষ। (ভাবপ্রকাশ)

গোত্রস্খলন (ক্লী) গোত্রে নামনি স্খলনং ৭তৎ। একটী নাম বলার অভিপ্রায়ে অপরের নাম উচ্চারণ। অতিশয় গাঢ় চিন্তায় এইরূপ ঘটিয়া থাকে। আলঙ্কারিকগণের মতে নায়িকা বা নায়কের অনুরাগ অতিশয় বর্দ্ধিত হইলে গোত্রস্খলন হইয়া থাকে।
"ন কা নিশি স্বপ্নগতং যদর্থ ত্বং
অগাদ গোত্রস্খলনে চ কানতম্।" (নৈষধ°)

গোত্রা (স্ত্রী) গাঃ পশূন্ সর্ব্বান্ জীবান্ ত্রায়তে ত্রৈ-ক-টাপ্। ১ পৃথিবী। গবাং সমূহঃ গো-ত্র টাপ্। (ইনি ত্র-কড্যচশ্চ। পা ৪।২।৫১) ২ গোসমূহ। ৩ গায়ত্রীস্বরূপা মহাদেবী। "গন্ধর্ব্বী গহ্বরী গোত্রা গিরিশা গহনা গমী।" (দেবীভাগবত ১২।৬।৪১)

গোত্রাদি (পুং) পাণিনীয় একটী গণ, গোত্র ব্রুব, প্রবচন, প্রহসন, প্রকথন, প্রত্যায়ন, প্রপঞ্চ, প্রায়, ন্যায়, প্রচক্ষণ, বিচক্ষণ, অবচক্ষণ, স্বাধ্যায়, ভূয়িষ্ঠ ও বানাম ইহাদিগকে গোত্রাদিগণ বলে। গোত্রগণ তিঙন্তের পরে থাকিলে অনুদাত্ত হইয়া যায়। (তিঙো গোত্রাদীনি কুৎসনাভীক্ষ্ণ্যয়োঃ। পা ৮।১।২৭)

গোত্রান্ত (পুং) গোত্রস্যান্তঃ ৬তৎ। গোত্রের বিনাশ।

গোত্রান্তর (ক্লী) নিত্যস°। অন্য গোত্র।

গোত্রিক (ত্রি) গোত্রে ভবঃ গোত্র-ইকন্। গোত্রোৎপন্ন, গোত্রীয়।

গোত্ব (ক্লী) গোর্ভাবঃ গো-ত্ব। ১ জাতিবিশেষ, যে জাতি কেবল গোরুতেই আছে, অপর কোন পদার্থে নাই, তাহাকে গোত্বজাতি বলে।
"গবেতরাবৃত্তিত্বে সতি সকল গোব্যক্তিবৃত্তিত্বং গোত্বম।"
(নৈয়ায়িক)। [জাতি দেখ।]
২ গোরুর ধর্ম্ম।
"চুম্ববুক্তা পুনর্গোত্বং প্রযোক্তুঃ নৈব শংসতি।" (কাব্যাদর্শ)

গোথুরি (দেশজ) এক প্রকার ঘাস।

গোদ (পুং) গাং নেত্রং দদাতি গো-দা-ক। ১ মস্তিষ্ক, মগজ। (হেম°)। (ত্রি) গাং দদাতি দা-ক। ২ গোদাতা, যিনি গোদান করেন।
"অনডুদঃ শ্রিয়ং পুষ্টাং গোদো ব্রধ্নস্য বিষ্টপম্।" (মনু ৪।২৩১)
(পুং) ৩ গোদাবরীর নিকটস্থ একটী দেশ।
(দেশজ) ৪ শ্লীপদরোগ। [শ্লীপদ দেখ।]

গোদত্র (ক্লী) গোদং ত্রায়তে-ত্রৈ-ক। মস্তক রক্ষক, মুকুটাদি।

গোদনা (রেবেলগঞ্জ) সারণ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৫° ৪৬ ৫৬´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৪° ৪১´ ৭´ পূঃ। গঙ্গা ও ঘর্ঘরা নদীর সঙ্গমের উপর স্থাপিত। সারণ জেলার মধ্যে এই নগরই প্রধান বাণিজ্যস্থান। চম্পারণ, নেপাল, বাঙ্গালা ও উত্তরপশ্চিমভারতের দ্রব্যজাত এই স্থান হইতে রপ্তানী ও আমদানী হইয়া থাকে। নিম্নবঙ্গ হইতে যে সমস্ত নৌকা চাউল ও লবণ বোঝাই লইয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যায়; ঐ সকল নৌকার মাল গোরক্ষপুর ও ফয়জাবাদের নৌকায় তুলিয়া পশ্চিমাঞ্চলে লইয়া যায়। এই নগরে ঔষধালয় ও বাজার আছে। বৎসরে এখানে কার্ত্তিক ও চৈত্রমাসে দুইবার মেলা হইয়া থাকে। প্রবাদ এইরূপ—ন্যায়দর্শনকার গৌতম ঋষি অহল্যার সহিত এখানে বাস করিতেন। একটী ভগ্ন কুটীরে একখানি খড়ম আছে, অধিবাসীগণ যাত্রীদিগকে তাহাই গৌতমের আশ্রম বলিয়া দেখাইয়া থাকে।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে রেবেল সাহেব গবমেণ্টের শুল্কসংগ্রহকর্ত্তা হইয়া এখানে আসেন। তিনি এখানে একটী বাজার এবং শুল্কসংগ্রহের জন্য বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। আজিও হাটের লোকেরা তাঁহার কবর দেখিতে আসে ও ভক্তি প্রদর্শন করে। কোনরূপ বিপদ হইলে কেহ বা সময়ে সময়ে তাঁহার নামও গ্রহণ করিয়া থাকে।

গোদনাবলী, বেদিয়া জাতীয় স্ত্রীলোক। ইহারা নানাপ্রকার গাছ-গাছড়া, শিকড় ও নকল লইয়া পথে পথে বেড়ায়। দাঁতের পোকা ও বাত ভাল করা এবং স্ত্রীলোকের গায়ে উল্কা দেওয়াই ইহাদের ব্যবসা।

জাম্‌রা গাছের রস দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া ছুঁচ অথবা করমর্দ্দের কাঁটা দিয়া গায়ে ফুটাইয়া দাগ করিয়া দেয়।

হিন্দুরা পূর্ব্ব হইতেই উল্কী পরিত। প্রবাদ আছে যে উল্কী থাকিলে হাতের জল শুদ্ধ হয়। হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের অনুকরণ করিয়া মুসলমান স্ত্রীলোকেরাও উল্কী পরে। কিন্তু ফরাজী সম্প্রদায়ের উত্থানের পর হইতে মুসলমানদিগের মধ্যে উল্কাধারণপ্রথা উঠিয়া যাইতেছে।

গোদন্ত (ক্লী) গোদন্তইবাবয়বোঽস্য। ১ হরিতাল। (রাজনি°) গোর্দন্তঃ ৬তৎ। ২ গোরুর দাঁত।

গোদা (স্ত্রী) গাং স্বর্গং দদাতি দা ক-টাপ্। ১ গোদাবরী নদী। "কোটীশ্ব গোদোত্তরতশ্চ যাবৎ।" (মুহূর্ত্তচি°)

২ গায়ত্রীস্বরূপা মহাদেবী।

"সর্ব্বাপহারিণী গোদা গোকুলস্থা গদাধরা।"

(দেবীভাগবত ১২।৬।৪৩)

(ত্রি) গাং দদাতি গো-দা-ক্বিপ্। ৩ গোদাতা।

গোদা, সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ২৪°৩০ হইতে ২৫°১৪´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭°৫´ হইতে ৮৭°৩৮´ পূঃ। এই উপবিভাগের মধ্যে সর্ব্বসমেত ১৬৩৪ খানি গ্রাম আছে। ভূ-পরিমাণ ৯০৭ মাইল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে যখন ইহা উপবিভাগরূপে সংস্থাপিত হয়, তখন এই স্থানে একটী পুলিসের থানা মাত্র ছিল। তৎপরে ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও রাজস্বসম্বন্ধীয় আদালত স্থাপিত হয়।

গোদাগরী, বঙ্গের রাজশাহী জেলার অন্তর্গত একখানি বাণিজ্যপ্রধান গণ্ডগ্রাম ও পুলিসের সদর। অক্ষা° ২৪°২৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮°২১´৩৩´´ পূঃ। গঙ্গাতীরে অবস্থিত।

গোদাচিল (দেশজ) এক প্রকার চিল পাখী। [চিল দেখ।]

গোদাতৃ (ত্রি) গবাং দাতা তৃচ্। যে গো দান করে।

গোদান (ক্লী) গাবঃ কেশা লোমানি বা দীয়ন্তে খণ্ড্যন্তেহত্র আধারে ল্যুট্। ১ দ্বিজাতির একটী সংস্কার, অপর নাম কেশান্ত-সংস্কার। "অথাস্য গোদানবিধেরনন্তরম্।" (রঘু)

[কেশান্ত দেখ।]

গাব পূর্ণবত্যাং দীয়ন্তে নিধীয়ন্তে যা কর্ম্মণি ল্যুট্। ২ দক্ষিণ কর্ণের সমীপবর্ত্তী স্থান। "দক্ষিণং গোদানং বিভজ্যোর্দ্ধ্বং সীমানাপঃ।" (কাত্যায়নশ্রৌ° ৭।২।৯) 'গোদানং শিরসো দক্ষিণং প্রদেশং যদভিজ্ঞতাৎ পৃথিব্যাং দীয়ন্তে ইতি।' (কর্ক)

গোর্দানং ৬তৎ। ৩ গাভী বা বৃষের দান, আপনার স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়া অপরকে গো অর্পণ। হেমাদ্রির দানখণ্ডে গোদান-প্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—বিশ্বামিত্রের মতে বৎসযুক্ত গাভীকে পূর্ব্বমুখী করিয়া রাখিবে। দাতা স্নান ও শিখাবন্ধন করিয়া গোরুর পুচ্ছদেশে উপবেশন করিবে। যে ব্রাহ্মণকে গোটি দান করিতে হইবে, তাঁহাকে উত্তরমুখী করিয়া বসাইবে। পরে দাতা একটী ঘৃতপূর্ণ পাত্রে কিঞ্চিৎ পরিমাণ স্বর্ণ লইয়া তাহাতে গোরুর পুচ্ছটী ডুবাইবে এবং ঘৃতলিপ্ত ঐ পুচ্ছটী ধারণ করিবে। ব্রাহ্মণের হস্তে তিল দিয়া পূর্ব্বমুখী করিয়া রাখিবে। ইহার পর তিল ও কুশাদি লইয়া যথানিয়মে এই বলিবে। "যজ্ঞসাধনভূতা যা বিশ্বস্যাঘ-প্রণাশিনী। বিশ্বরূপঃ পরো দেবঃ প্রীয়তামনয়া গবা।" এই মন্ত্রটী পড়িয়া ব্রাহ্মণের হাতে জল অর্পণ করিবে। ব্রাহ্মণ সেই গোরু লইয়া চলিলে ব্রাহ্মণও গোরুর অনুগমন করিয়া গোমতী মন্ত্র জপ করিবে। (বিশ্বামিত্র)

গোমতী মন্ত্র যথা—

"গাবঃ সুরভয়ো নিত্যং গাবো গুগ্গুলগন্ধিকাঃ।
গাবঃ প্রতিষ্ঠা ভূতানাং গাবঃ স্বস্ত্যয়নং মহৎ॥
অন্নমেব পরং গাবো দেবানাং হবিরুত্তমম্।
পাবনং সর্ব্বভূতানাং রক্ষন্তি চ বহন্তি চ॥
হবিষা মন্ত্রপূতেন তর্পয়ন্ত্যমরান্ দিবি।
ঋষীণামগ্নিহোত্রেষু গাবো হোমপ্রযোজিকাঃ॥
সর্ব্বেষামেব ভূতানাং গাবঃ শরণমুত্তমম্।
গাবঃ পবিত্রং পরমং গাবো মঙ্গলমুত্তমম্॥
গাবঃ সর্ব্বদা লোকস্য গাবো ধন্যাঃ সুধাবহাঃ।
নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ।
ব্রাহ্মণাশ্চৈব গাবশ্চ কুলমেকং দ্বিধা কৃতম্।
একত্র মন্ত্রাস্তিষ্ঠন্তি হবিরেকত্র তিষ্ঠতি।" (যম)

মহাভারতে অন্য প্রকার গোমতীমন্ত্র লিখিত আছে।

[তিলধেনু দেখ।]

বশিষ্ঠের মতে গোদানের দক্ষিণা একতোলা স্বর্ণ দিতে হয়।

গোদানের ফল—কৃষ্ণবর্ণ গাভী পট্টবস্ত্রে আচ্ছাদিত ও স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া দান করিলে তাহার যমলোকে গমন হয় না, আয়ুঃ, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি ও মনোভীষ্ট পূর্ণ হয়। রত্নালঙ্কার, ঘণ্টামালা ও পুষ্পমালা পরিশোভিত গোরুর মুখে ঘৃত দিয়া শৃঙ্গ স্বর্ণময় ও খুর চারিটী রৌপ্যময় নির্ম্মাণ করিয়া পট্টবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। এই প্রকার শ্বেত-বর্ণ গাভী দান করিলে, তাহার ও তৎকুলোৎপন্ন সকলের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। এই প্রকার গৌরবর্ণ গাভী দান করিলে কোটিসহস্র বৎসর স্বর্গবাস, নীলবর্ণ গাভী দান করিলে কোটিসহস্র বৎসর বরুণলোকে বাস এবং তাহার পূর্ব্বপুরুষেরা নরক হইতে মুক্তিলাভ করে। (বশিষ্ঠ)

কপিলবর্ণ বৎসযুক্ত ও দুগ্ধবতী ধেনু দান করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। এই প্রকার বৎসযুক্ত দুগ্ধবতী রোহিণী ধেনুদানে ইন্দ্রলোক, বিচিত্রবর্ণ ধেনু দানে চন্দ্রলোক, কৃষ্ণবর্ণ ধেনুদানে অগ্নিলোক, বাতরেণুর ন্যায় বর্ণযুক্ত ধেনুদানে বায়ুলোক, ধূম্রবর্ণ ধেনুদানে যমলোক, স্বর্ণবর্ণ ধেনুদানে বরুণলোক, পিঙ্গলবর্ণ চক্ষুযুক্ত হিরণ্যবর্ণ ধেনুদানে কুবের-লোক, পলাল ধূমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ধেনুদানে পিতৃলোক, গৌরবর্ণ ধেনুদানে বসুলোক এবং পাণ্ডুকম্বলবর্ণ ধেনু দান করিলে গন্ধর্ব্বলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যিনি শুদ্ধচিত্তে ও পবিত্রভাবে অনবরত গোদান করিতে পারেন, তিনি সূর্য্যবর্ণ বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করেন। স্বর্গীয়

রমণীগণ নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুক করিয়া সর্ব্বদাই তাঁহাকে আনন্দিত করে। (মহাভারত)

বিষ্ণুধর্ম্মে লিখিত হইয়াছে যে, পুণ্যদিনে স্নান করিয়া প্রথমে পিতৃতর্পণ করিবে। ইহার পূর্ব্বদিন কেবল দুগ্ধ খাইয়া থাকিবে। পরে ঘৃত ও ক্ষীরদ্বারা বিষ্ণু বা শিবের অভিষেক করিয়া পুষ্পাদি উপহারে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। ইহার পরে একটী দুগ্ধবতী গৃষ্টি ধেনুকে উত্তরমুখী করিয়া স্থাপন করিবে, ইহার শৃঙ্গ স্বর্ণময় ও খুর রৌপ্যময় করিবে। পরে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিবে। ইহাতে যথাশক্তি দক্ষিণা দিতে হয়। দানের মন্ত্র—

"গাবো মমাগ্রতঃ সন্তু গাবো মে সন্তু পৃষ্ঠতঃ।
গাবো মে হৃদয়ে সন্তু গবাং মধ্যে বসাম্যহং॥
ইমাং নঃ পতি গৃহ্ণীষ্ব ধেনুর্হন্তা মমা ভব।
স মে পাপাপনোদায় গোবিন্দঃ প্রীয়তামিতি।" (আদিপু°)

ভারত অনুশাসন ৭৬ অধ্যায় প্রভৃতিতেও গোদানের প্রশংসা ও নিয়ম প্রভৃতি লিখিত আছে। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে যে, ধেনু সূর্য্যের কন্যা, সর্ব্বলোকের মঙ্গলের ও যজ্ঞাদির নিমিত্ত ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ও গোরু এক কুলেই উৎপন্ন। গোরু হইতে যজ্ঞসিদ্ধি হয়। দেবগণ ও মনুষ্য চতুর্ব্বেদ ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। গোরুর শৃঙ্গমূলে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, শৃঙ্গের অগ্রভাগে সমস্ত তীর্থ ও চরাচর, পার্শ্ব-দেশে সর্ব্বভূতময় শিব, ললাটাগ্রে দেবী, নাসিকার অগ্রে কার্ত্তিকেয়, নাসাপুটদ্বয়ে কম্বল, ও অশ্বতরনাগ, কর্ণদ্বয়ে অশ্বিনীকুমারযুগল, চক্ষুর্দ্বয়ে চন্দ্র ও সূর্য্য, দন্তে বায়ু, জিহ্বায় বরুণ, হুঙ্কারে সরস্বতী, মুখে যম ও যক্ষ, ওষ্ঠে সন্ধ্যা, গ্রীবায় ইন্দ্র, ককুদ্দেশে রাক্ষসগণ, বক্ষস্থলে সাধ্যগণ, জঙ্ঘাদেশে ধর্ম, খুরমধ্যে গন্ধর্ব্ব, খুরের অগ্রভাগে পন্নগগণ, খুরের পশ্চাদ্ভাগে অপ্সরাগণ, পৃষ্ঠদেশে বসুগণ, শ্রোণিতটে পিতৃলোক, লাঙ্গুলে চন্দ্র, কেশে সূর্য্যরশ্মি, মূত্রে গঙ্গা, গোময়ে যমুনা, দুগ্ধে সরস্বতী, দধিতে নর্ম্মদা, ঘৃতে হুতাশন, রোমকূপে অষ্টা-বিংশতিকোটি দেবতা, উদরে পৃথিবী এবং স্তনে চতুঃসাগর ও পয়োধরগণ অবস্থান করে। এই প্রকারে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই গোরুতে অবস্থিত।

গোদানিক [গৌদানিক দেখ।]

গোদায় (ত্রি) গাং দদাতি-গো-দা-অণ্ উপপদস°। (অণ্ কর্ম্মণিচ। পা ৩।২।১২) যে গোদান করে, গোদাতা। "গোদায়ো ব্রজতি।" (সি° কৌ°)

গোদারণ (ক্লী) গাং ভূমিং দারয়তি-দৃ-ণিচ্-ল্যু। ১ লাঙ্গল। (অমর) ২কুদ্দাল। (হেম°)

গোদাবরী (স্ত্রী) গাং স্বর্গং দদাতি দা বনিপ্ ঙীপ্ রশ্চান্তাদেশঃ। যদ্বা গোদানাৎ বরী শ্রেষ্ঠা ভবৎ। নদীবিশেষ। এই নদীটী বহুদিন হইতেই হিন্দুগণের আদরণীয়, হিন্দুরা ইহাকে একটী পুণ্যতীর্থ বলিয়া মনে করেন। সমস্ত কার্য্যের পূর্ব্বেই জলশুদ্ধ করিবার জন্য মন্ত্রদ্বারা ইঁহারও আবাহন করিতে হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, এক ব্রাহ্মণী একাকিনী তীর্থযাত্রা করেন। পথে যাইতে যাইতে এক নিবিড় নির্জ্জন পুষ্পোদ্যানের মধ্যে একজন কামুক তাঁহাকে দেখিতে পায়। যুবতীর সুন্দর রূপ দেখিয়া কামুক আর স্থির থাকিতে পারিল না ব্রাহ্মণী তাঁহাকে অনেক বারণ করিলেন, পরিশেষে সেই কামুক বলপূর্ব্বক আপনার পাপবৃত্তি চরিতার্থ করিল। ব্রাহ্মণীর গর্ভসঞ্চার হইল। ব্রাহ্মণ দেখিয়া কি বলেন, এই ভয়ে ব্রাহ্মণী তখনই গর্ভ পরিত্যাগ করিলেন, তাহাতে সেই সময়েই তপ্তকাঞ্চন-বর্ণ একটী পুত্র উৎপন্ন হয়। পুত্রের মুখ দেখিয়া ব্রাহ্মণী আর তাহাকে ফেলিয়া যাইতে পারিল না, সেই সদ্যোজাত বালকটীকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন ও সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। ব্রাহ্মণ পুত্রের সহিত তাহাকে পরিত্যাগ করেন। লজ্জায় ও অভি-মানে ব্রাহ্মণী যোগ করিতে আরম্ভ করেন। যোগবলে তিনি নদী হন। তাহারই নাম গোদাবরী। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত°)

গোদাবরীর অপর নাম গৌতমী। ব্রহ্মাণ্ড উপপুরাণের অন্তর্গত গৌতমীমাহাত্ম্যে গোদাবরীর উৎপত্তি-কথা অন্যরূপ বর্ণিত আছে—'যখন মহর্ষি গৌতম ব্রহ্মগিরির আশ্রমে থাকেন, সেই সময় একবার বারবর্ষ অনাবৃষ্টি হয়। তাহাতে চারিদিকে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ গৌতমের আশ্রমে গমন করেন। গৌতম ঋষিদিগকে অন্ন দিয়া রক্ষা করিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতেন, তাঁহার তপোবলে সেই বীজ হইতে ক্রমে অঙ্কুর, গাছ ও ফল জন্মিত। সন্ধ্যার পূর্ব্বে পক্ক শস্য কাটিয়া মাড়িয়া চাউল হইত। তাহা পাক হইলে ঋষি-গণ আহার করিতেন। দ্বাদশবর্ষ পরে সুবৃষ্টি হইল। আবার বসুমতী শস্যশালিনী হইলেন। এই সময়ে কৈলাসে এক বিভ্রাট উপস্থিত। মহাদেব গঙ্গাকে মাথায় করিয়া জটার মধ্যে রাখিয়াছেন বলিয়া একদিন পতিসোহাগিনী হৈমবতীর বড়ই ঈর্ষা হইল। তিনি সকাতরে ভোলানাথকে বলিলেন, 'দেব' তুমি গঙ্গাকে মাথায় আর আমাকে কোলে রাখিয়াছ, ইহাতে আমার অপমান করা হইতেছে। তুমি শীঘ্র গঙ্গাকে নামাইয়া দাও।' মহাদেব শুনিয়াও শুনিলেন না, তাহাতে

পার্ব্বতীর আরও দুঃখ হইল, তিনি গণেশ ও স্কন্দের নিকট তাহা জানাইলেন। গণপতি মাতার দুঃখ দূর করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। তিনি কার্ত্তিকের সঙ্গে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে গৌতমাশ্রমের বহির্ভাগে আসিয়া ঋষিগণকে দেখিয়া বলিলেন, 'ব্রাহ্মণগণ! এখন সর্ব্বত্রই দেশ শস্যপূর্ণ হইয়াছে, এখন তোমাদের পরান্নে নির্ভর করা উচিত নহে, তোমরা নিজ নিজ আশ্রমে গমন কর।' ঋষিগণ গৌতমের নিকট আসিয়া বিদায় চাহিলেন। তাহাতে গৌতম উত্তর করিলেন, 'এতদিন তোমাদিগকে অন্ন দিয়াছি, এখন ভাল সময় বলিয়া আমাকে ছাড়িয়া যাওয়া তোমাদের উচিত নয়। আমার ইচ্ছা, তোমরা এখানেই থাক।' বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী গণেশ গৌতমের মুখে সকল কথা শুনিলেন। তিনি তথা হইতে চলিয়া আসিয়া কার্ত্তিককে বলিলেন, 'ভাই! তুমি গাভী হইয়া গৌতমের ক্ষেত্রের সমস্ত শস্য নষ্ট কর, গৌতম তোমাকে তাড়না করিলে তুমি মৃতবৎ পড়িয়া থাকিবে।' তখন কার্ত্তিক গাভীরূপে গৌতমের ক্ষেত্রে গিয়া সমস্ত শস্য নষ্ট করিতে লাগিলেন। গৌতমের চক্ষে পড়িল। তিনি যেমন গাভীকে তাড়াইয়া দিতে যাইবেন, গাভী অমনি মৃতবৎ পড়িয়া গেল।

আশ্রমে গোহত্যা হইয়াছে শুনিয়া ঋষিরা সকলেই পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এবারও গৌতম তাঁহাদিগকে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। তখন ঋষিগণ কহিলেন, 'যদি তুমি ভগীরথের মত গঙ্গা আনিয়া গাভীকে পুনর্জীবিত করিতে পার, তাহা হইলে আমরা থাকিতে পারি, নচেৎ কিরূপে এই অপবিত্র স্থানে থাকিব?' গৌতম তাহাতেই সম্মত হইলেন। তিনি ঋষিগণকে আশ্রমে রাখিয়া ত্র্যম্বক পাহাড়ে গিয়া হরপার্ব্বতী ও গঙ্গার পৃথক পৃথক স্তব করিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন। ত্র্যম্বকেশ্বর পার্ব্বতীর সহিত গৌতমকে দেখা দিলেন ও তাঁহাকে বর লইতে আদেশ করিলেন। গৌতম চাহিলেন—'যদি আপনার বরই দিতে ইচ্ছা থাকে, তবে আপনার জটাস্থিত গঙ্গাকে আমায় প্রদান করুন, আমি তাঁহাকে লইয়া গিয়া মৃত গাভীকে পুনর্জীবিত করিব।' মহাদেবও তাহাই করিলেন। গৌতম আবার বর প্রার্থনা করিলেন—'ভগবন্! গঙ্গা মৃত গাভীর জীবনদান করিয়া সাগরে গমন করুন ও আমার নামে বিখ্যাত হউন্।' মহাদেব কহিলেন, 'ইনি গৌতমীগঙ্গা ও গোদাবরী নামে বিখ্যাত হইবে। ভাগীরথী সাগরসঙ্গমে, যমুনা ত্রিবেণীসঙ্গমে এবং নর্ম্মদা অমরকণ্টকে যেমন সর্ব্বদা পুণ্যপ্রদা, এই গৌতমীগঙ্গা সেইরূপ সর্ব্বত্রই পুণ্যপ্রদা হইবে এবং আমি ইহার উত্তরতীরে লিঙ্গরূপে অবস্থান করিব।' এই বলিয়া মহাদেব গঙ্গাকে গৌতমের হস্তে সমর্পণ করিলেন। গৌতম হৃষ্টচিত্তে জটার সহিত গঙ্গাকে লইয়া ব্রহ্মগিরির আশ্রমে আসিলেন। এখানে গঙ্গা ত্রিধারা হইলেন, এক ধারা ব্রহ্মগিরির মৃত গাভীকে পুনর্জীবিত করিয়া দক্ষিণ সাগরে মিলিত হইল, অপর ধারা ব্রহ্মগিরি ভেদ করিয়া পাতাল গমন করিল, তৃতীয়ধারা আকাশমার্গে বিয়দ্গঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ হইল *।"

গোদাবরী নদী মধ্যভারতের পশ্চিমঘাট হইতে পূর্ব্বঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। জলের পবিত্রতা, উভয় কূলের সৌন্দর্য্য এবং শস্যের উপকারিতা সম্বন্ধে ইহা গঙ্গা ও সিন্ধু নদের তুল্য। এই নদী ৮০৮ মাইল লম্বা এবং প্রায় ১১২২০০ বর্গমাইল ভূমির উপর দিয়া বেগে প্রবাহিত হইয়াছে। লোকমুখে শুনা যায় যে, নাসিক জেলার ত্র্যম্বক গ্রামের পশ্চাদ্বর্ত্তী পাহাড় হইতে এই নদীর উৎপত্তি। এইখানে একটী কৃত্রিম কূপ আছে। উহার নিম্নতল নামিবার জন্য ৬৯০টী ধাপ সিঁড়ি আছে। এখানে একটী গোমুখ মূর্ত্তির ওষ্ঠপ্রান্ত দিয়া ফোটা ফোঁটা জল পড়িতেছে, ঐ মূর্ত্তির উপরিভাগ পাথরের আচ্ছাদনে আবৃত।

স্বভাবতই নদীর গতি দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখী। প্রথমে নাসিক জেলা অতিক্রম করিয়া, আহম্মদনগর ও নিজাম-রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া, সিরোঞ্চা নামক স্থানে আসিয়া প্রাণহিতা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পরে ওর্দ্ধা, পেন-গঙ্গা ও বেণগঙ্গা নদী আসিয়া ইহার জলে মিশিয়াছে। সিরোঞ্চা হইতে যেখানে নদী পূর্ব্বঘাটপর্ব্বত অতিক্রম করিতেছে, ইহার মধ্যবর্ত্তী নদীর দক্ষিণকূল নিজামরাজ্যভুক্ত এবং উত্তরতীর উত্তরগোদাবরী জেলার সীমারূপে পরিণত। এই অংশে ইন্দ্রাবতী, তাল ও শাবরী প্রভৃতি কয়েকটী শাখা নদী আছে। গোদাবরীর দক্ষিণ কূলে প্রাচীন তেলঙ্গ-রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখিতে পাওয়া যায়। ধবলেশ্বর গ্রামের নিকট নদীতে একটী 'ব' দ্বীপ আছে। এখানে অনিকট বাঁধের দ্বারা জল ক্ষেত্রাদিতে সরবরাহ করা হয়। গোদাবরী সপ্তমুখের মধ্যে গৌতমী-গোদাবরীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহার কূলে ফরাসী অধিকারভুক্ত যনান নগর। সমুদ্রকূলে এই শাখার উপর কোরিঙ্গবন্দর। ইহারই অনতিদূরে কোকনাডা

* গোদাবরীর পশ্চিম পারে রাজমহেন্দ্রবরের সম্মুখে কভূরনামে একখানি গ্রাম আছে, প্রবাদ এইরূপ, এইখানে মহর্ষি গৌতমের ক্ষেত্র ছিল। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, সেখানে খাঁটী পড়িলে আজও গো-খুরের চিহ্ন দেখা যায়। কভূরের ৩ মাইল দূরে ব্রহ্মগিরি নামক একটী ক্ষুদ্র পাহাড় আছে।

(কাকনাড়া) বন্দর। নরসাপুরের নিকট বশিষ্ঠগোদাবরীর বৈনাতেয়-গোদাবরী নামে শাখা নির্গত হইয়া সমুদ্রে প্রবাহিত হইয়াছে।

এই নদীর বামভাগে ভদ্রাচলম্ নগর। ইহার ১০০ শত মাইল উত্তরে রাজমহেন্দ্রী নগর। রাজমহেন্দ্রী নগর ও কোটিফলী গ্রাম গোতমী শাখার উপর অবস্থিত।

ভিষকশাস্ত্রের মতে ইহার জলের গুণ—পথ্য এবং পিত্তার্ত্তি, রক্তার্ত্তি, বায়ু, পাপ, কুষ্ঠাদি চর্মরোগ ও তৃষ্ণানাশক। (রাজনি°)

গোদাবরী সাত ভাগে বিভক্ত হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে, এই সাতভাগের নাম—তুল্যা, আত্রেয়ী, ভারদ্বাজী, গোতমী, বৃদ্ধগোতমী, কৌশিকী ও বাশিষ্ঠী। কাকনাড়া হইতে ২ মাইল দূরে চোল্লঙ্গীগ্রামের নিকট তুল্যা বর্ত্তমান। এখানে চোলঙ্গীশ্বর মহাদেব আছেন। কোরিঙ্গ বন্দরের নিকট গোদাবরীর উত্তরতীরে আত্রেয়ীসঙ্গম। ধবলেশ্বরের অপর পারে বিজয়েশ্বর নামে একখানি গ্রামে বিজয়েশ্বর শিবলিঙ্গ আছে। ধবলেশ্বর ও বিজয়েশ্বর হইতে গোদাবরী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া সাগরাভিমুখে গমন করিয়াছে। উহার উত্তরভাগের স্রোতের নাম গোতমী ও দক্ষিণদিকের স্রোত বাশিষ্ঠা। গোতমীর উত্তরভাগে যথাক্রমে তুল্যা, আত্রেয়ী ও ভারদ্বাজী নামে তিনটী শাখা, দক্ষিণভাগ হইতে বৃদ্ধগোতমী এবং বাশিষ্ঠার বামতীর হইতে কৌশিকী নামে শাখা পৃথক্ ভিন্ন হইয়া সাগরে মিশিয়াছে, ঐ সপ্তশাখা সপ্তগোদাবরী নামে খ্যাত। যেখানে এই সপ্তশাখা মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম সপ্তগোদাবরী সাগরসঙ্গম। ভাগীরথীর সাগরসঙ্গম যেমন মহাপুণ্যতীর্থ, সেইরূপ দাক্ষিণাত্যে সপ্তগোদাবরী-সাগরসঙ্গম মহাপুণ্যপ্রদ বলিয়া বিখ্যাত।

গোতমীমাহাত্ম্যে প্রত্যেক ভাগের মাহাত্ম্যও এইরূপ লিখিত আছে।—

তুল্যাভাগা—চন্দ্র রোহিণীতেই আসক্ত ছিলেন, একারণ অপর পত্নীগণের উত্তেজনায় দক্ষকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া ক্ষয়রোগ প্রাপ্ত হন। তিনি পাপমুক্তির জন্য বিষ্ণুর তপস্যা করেন। বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তুল্যাসঙ্গমে স্নান করিতে আদেশ করেন। চন্দ্রও যথাবিধি তুল্যাসঙ্গমে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হন। মাঘমাসের সোমবার অমাবস্যা হইলে তুল্যা-সঙ্গমে স্নান করিয়া সোমেশ্বরের পূজা করিলে কোটিগুণ ফল হইয়া থাকে। এখানে মুণ্ডন, তর্পণ ও পিণ্ডদান করিলে দশ অশ্বমেধের ফল ও সপ্তজন্মের পাপ দূর হয়। (গোতমীমা°)

আত্রেয়ী—আত্রেয় ঋষি গোতমী হইতে যে নদী আনিয়াছিলেন, তাহাই আত্রেয়ী নামে খ্যাত। ইহার তীরে ঋষি ইন্দ্রত্ব লাভ করিবার জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। এখানে মারীচ কুরঙ্গরূপে মহাদেবের তপস্যা করিয়াছিল।*

ভারদ্বাজী—পূর্ব্বকালে ভরদ্বাজ ঋষি গোতমীর পূর্ব্বতীর হইতে বারিকুল্যাকে আনিয়া তাহার তীরে তপস্যা করিয়াছিলেন, সেইজন্য ইহার নাম ভারদ্বাজী হইয়াছে। ইহার অপর নাম রেবতীসঙ্গম। ভরদ্বাজের রেবতীনামে এক অতি-কুৎসিতা ভগিনী থাকে, বয়স্থা হইলেও কেহই তাহাকে বিবাহ করিতে চায় নাই। একদিন ভরদ্বাজ আশ্রমে বসিয়া ভগিনীর বিবাহের বিষয় ভাবিতেছেন, এমন সময় কঠ নামে এক সুন্দর ব্রাহ্মণকুমার আশ্রমে আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ঋষিবর তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া সমস্ত বিদ্যা শিখাইলেন। পাঠান্তে কঠ গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য প্রার্থনা করিলে ভরদ্বাজ তাঁহাকে আদর করিয়া বলিলেন, 'তুমি এই কন্যাকে বিবাহ কর, তাহা হইলেই গুরুদক্ষিণা দেওয়া হইবে।' কঠ গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিল না, সেই কুৎসিতা কামিনীর পাণিগ্রহণ করিল। পরে কঠ সেই ভার্য্যার সহিত ভারদ্বাজীসঙ্গমের নিকট শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক বেদোক্ত স্তবে মহাদেবের আরাধনা করিল। মহাদেব দেখা দিয়া তাহাকে সস্ত্রীক ভারদ্বাজীসঙ্গমে স্নান করিতে আদেশ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন উভয়ে সঙ্গমে অবগাহন করিল। স্নান করিয়া উঠিবামাত্র রেবতী সুশ্রী ও পরমা সুন্দরী হইল। স্নান করিয়া রেবতী সুন্দরী হইয়াছিল বলিয়া সঙ্গমের অপর নাম রেবতীসঙ্গম হইয়াছে। (গোতমীমাহাত্ম্য।)

গোতমীসঙ্গমের অপর নাম অহল্যাসঙ্গম। গোতমীমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—অহল্যা ব্রহ্মার কন্যা, অতি সুন্দরী, তেমন রূপ আর কাহারও ছিল না। ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই তাঁহার করপ্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মা গোতমকে উপযুক্ত পাত্র স্থির করিয়া তাঁহাকেই আপন কন্যারত্ন সম্প্রদান করেন। গোতম অহল্যাকে লইয়া ব্রহ্মগিরি আশ্রমে পরমসুখে থাকেন। ইন্দ্র অহল্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া দুরভিপ্রায়ে আশ্রমের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি গোতমের রূপ ধরিয়া অহল্যার সহবাস করিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে গোতম সশিষ্য আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র গোতমের ভয়ে বিড়ালরূপ ধরিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গোতম গৃহে প্রবেশ করিয়া অহল্যার হাবভাব দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, 'পাপীয়সি! দুষ্টে এ কি করিয়াছিস?' পরে সেই বিড়ালকে দেখিয়া বলি-

* এই স্থান হইতে বর্ত্তমান কোরিঙ্গবন্দরের নামকরণ হইয়াছে।

লেন, 'তুই কে? সত্য বল, নহিলে এখনি তোকে ভস্ম করিব।' তখন মার্জ্জাররূপী ইন্দ্র ভয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'আমি মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া এই পাপকার্য্য করিয়াছি, আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে রক্ষা করুন।' ঋষি ইন্দ্রকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন, 'পাপের প্রতিফলস্বরূপ তোর শরীরে হাজার ভগ হইবে।' পরে অহল্যাকে কহিলেন, 'পাপীয়সি তুইও অতি কুৎসিত হ।' তখন অহল্যা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'স্বামিন্। এই পাপিষ্ঠ আপনার রূপে মোহিত করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, আমি পাপিনী নহি। আমাকে ক্ষমা করুন।' তখন গৌতম ধ্যানযোগে সমস্ত অবগত হইয়া পুনরায় কহিলেন, 'অহল্যে। তুমি নদীরূপে প্রবাহিত হইয়া আমার সহিত পুনরায় মিলিত হইবে।' পরে ইন্দ্রকে পদে নিপতিত দেখিয়া বলিলেন, 'ইন্দ্র! তুমিও গৌতমীতে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হইয়া সহস্রচক্ষু লাভ করিবে।' অহল্যা নদীরূপে পুনরায় পতির সহিত মিলিত হইলেন। ইন্দ্রও সেই অহল্যাসঙ্গমে স্নান করিয়া সহস্র চক্ষু লাভ করেন, তদবধি ঐ সঙ্গমের আর একটি নাম ইন্দ্রতীর্থ হইল। ঐ সঙ্গমস্থলে এখন তীর্থলঙ্কী নামক গ্রাম দৃষ্ট হয়।

বৃদ্ধগৌতমীর নামোৎপত্তি সম্বন্ধে গৌতমীমাহাত্ম্যে এইরূপ লিখিত আছে,—"মহর্ষি গৌতম এক বৃদ্ধাকে বিবাহ করেন। একদিন বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলে বৃদ্ধাকে দেখিয়া একজন বলিল, ওহে গৌতম! এই বৃদ্ধা দ্বারা তোমার পুত্রোৎপাদনের সম্ভাবনা নাই।' তাহা শুনিয়া অগস্ত্য গৌতমকে বলিলেন, 'গৌতমী নামে তোমারই আনীত নদী রহিয়াছে, তাহার তীরে বৃদ্ধার সহিত ঈশ্বরারাধনা করিলে তোমার মনস্কাম সিদ্ধ হইবে।' তাহা শুনিয়া গৌতম গৌতমীতীরে আসিয়া শিব, গঙ্গা ও বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। সাক্ষাৎ গঙ্গা দেখা দিয়া উভয়ের অঙ্গে পবিত্রবারি সেচন করিলেন, তাহাতে উভয়েই অতি সুন্দরকান্তি প্রাপ্ত হইলেন। গঙ্গা কর্ত্তৃক অভিষিক্ত সেই জল নদীরূপে বহিয়া সাগরে গিয়া মিলিত হয়, তাহাই বৃদ্ধগৌতমী নামে খ্যাত। গৌতমঋষি ইহার তীরে বৃদ্ধেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। স্বয়ং মহাদেব এই বৃদ্ধাসঙ্গমে স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হন। এখানে স্নান করিলে বন্ধ্যানারীরও পুত্রসন্তান লাভ করে।"

কৌশিকী—গৌতমীমাহাত্ম্যের মতে, বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব পাইবার উদ্দেশে বশিষ্ঠ হইতে তুল্যা নামে নদী আনিয়া তাহার তীরে তপস্যা করেন। কৌশিক কর্ত্তৃক আনীত বলিয়া উহা কৌশিকী নামে বিখ্যাত। ইহার উভয় তীরে পুণ্যপ্রদ রামেশ্বরক্ষেত্র ও লক্ষ্মণেশ্বরক্ষেত্র আছে। এখানে রামলক্ষ্মণ উভয়েই শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন।

বশিষ্ঠ গৌতমী হইতে তুল্যা আনিয়া তাহার তীরে তপস্যা করেন, এইজন্য তাঁহার নাম বশিষ্ঠাসঙ্গম। সাগর ও বশিষ্ঠার মধ্যে ত্রিকোণাকৃতি ভূভাগ অন্তর্বেদী নামে খ্যাত। এখানে নরসিংহদেব * বিরাজমান, ইহা বৈকুণ্ঠসদৃশ পুণ্যভূমি। মাঘমাসে রবিবারে শুক্ল একাদশীতে বশিষ্ঠাসঙ্গমে স্নান করিয়া নৃসিংহদেবের পূজা করিলে মহাপাতক নষ্ট হয়।

গোদাবরী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী জেলা। অক্ষা° ১৬° ১৫´ হইতে ১৭° ৩৫´ ও দ্রাঘি° ৮০° ৫৫´ হইতে ৮২° ৩৮´ পূঃ। ইহার উত্তরসীমা মধ্যপ্রদেশ ও বিশাখপত্তন, পূর্ব্বে বিশাখপত্তন ও বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও কৃষ্ণাজেলা এবং পশ্চিমে নিজামরাজ্য। ভূ-পরিমাণ ৭৩৪৫ বর্গমাইল।

সমুদ্রকূল হইতে ৩০ মাইল দূরে ধবলেশ্বরের নিকটে ঐ নদী দুইধারে দুইশাখায় প্রসারিত হইয়া মধ্যস্থলে 'ব' দ্বীপে পরিণত হইয়াছে। ইহার মধ্যে অমলাপুর তালুক ও কাকনাড়া জমিদারী এবং পশ্চিমে নর্সাপুর, তীমাবরম্ ও তণুকু তালুক। ঐ সকল 'ব' দ্বীপের ভূমি সমতল, কোথাও কোথাও জলা জমি আছে। 'ব' দ্বীপের শেষে পপিকোণ্ডা (৪২০০ ফিট উচ্চ) অধিত্যকার আসিয়া পর্ব্বত দেখা যায়। রাজমহেন্দ্রীর নিকট ঐ নদীর বিস্তৃতি প্রায় ৩ মাইল হইবে। এই নদীর ভিতর দিয়া যে একবারেই নৌকায় যাওয়া যায় না তাহা নহে, তবে নদীগর্ভে স্থানে স্থানে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড থাকায় নদীর ভিতর দিয়া যাইবার জন্য কোন একটী সরল পথের সুবিধা করা দুঃসাধ্য।

গোদাবরী নদী বাহিয়া ত্রিশ মাইল উপরে যাইলে ধবলেশ্বরের বিখ্যাত "আনিকট" দেখা যায়। ইহার চার মাইল উত্তরে রাজমহেন্দ্রী নগর। আরও উত্তরাংশে পত্তপত্তিসীম নামক গ্রাম। এখানে অনেক মন্দিরাদি আছে। তীর্থবাসীরা সময়ে সময়ে এই স্থানে আসিয়া বাস করে। ইহার নিকটে পোলাবরম্ গ্রাম, এখানে বাহাদুরী কাঠ বিক্রয়ের জন্য একটী বড় বাজার আছে। এই নদীর কোরিঙ্গা শাখার উপরিস্থ তাল্লরেবু গ্রামে জাহাজ ও নৌকাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। নদীগর্ভে ক্রমাগত বালুকার পলি পড়িয়া নদীপ্রবাহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ও সমুদ্রের উপকূলের আকৃতি দিন দিন পরিবর্ত্তিত

* নরসিংহদেবের নাম হইতে বর্তমান নর্সাপুরের নামকরণ হইয়াছে।

হইয়াছে। জেলার কোলের হ্রদে অনেকগুলি ক্ষুদ্র দ্বীপ এবং কতকগুলি গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে জেলিয়া জাতি বাস করে। মৎস্য ধরিয়া বিক্রয়ই তাহাদের একমাত্র উপজীবিকা, রম্পা ও ভদ্রাচলম্ বনবিভাগে আমলকী, ইটা, তেঁতুল, মধু ও গোঁদ প্রচুর জন্মে। ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, হায়না, বন্যশূকর, কৃষ্ণসার মৃগ, হরিণ, নেকড়ে বাঘ, ভল্লুক এবং নানাজাতীয় পক্ষী দেখা যায়।

বর্ত্তমান গোদাবরী জেলা প্রাচীন দ্রাবিড় রাজ্যের অন্ধ্র-বিভাগের অন্তর্গত ছিল। ইহার উত্তরপশ্চিমে কলিঙ্গরাজ্য ও দক্ষিণপশ্চিমে বেঙ্গীরাজ্য। [বেঙ্গী, গাঙ্গেয়, পল্লব ও চোল দেখ।] ক্রমান্বয়ে বহুকাল ধরিয়া এই জেলা যুদ্ধক্ষেত্র-রূপে পরিণত ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মুসলমানগণ দাক্ষিণাত্যে আগমনের পূর্ব্বে চালুক্য ও গণপতিবংশীয় রাজগণ, রেড্ডিবংশ সর্দ্দারেরা ও পাহাড়ী বন্য জাতিরা সময়ে সময়ে বহুতর যুদ্ধ করিয়াছে। মুসলমান আক্রমণকারীদিগের সহিত হিন্দুরাজগণ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া (১৪৭১-৭৭ খৃষ্টাব্দের পরে) বশ্যতা স্বীকার করেন। পরে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগররাজ কৃষ্ণরায় কিছুকালের জন্য মুসলমান কবল হইতে রাজ্য উদ্ধার করেন। ঐ সময়ে অন্যান্য হিন্দুরাজগণও স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে কুতুবশাহীগণের হস্ত হইতে এখানকার শাসনভার দিল্লীর মোগলসম্রাটের হস্তে অর্পিত হয়। আরঙ্গজেব বহুকষ্টে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার অধীশ্বরকে পরাজয় করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ঐ সময় হইতেই এই জেলার শাসনভার হায়দরাবাদের নবাব আসফ্‌জার হস্তে অর্পিত হয়। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে এই বিখ্যাত নিজামের মৃত্যু হইলে দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ ও ফরাসী মধ্যে বিবাদ বাধে এবং এই সূত্রে ভারতে ফরাসীদিগের একেবারে অধঃপতন হয়। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে এই জেলা ফরাসীদিগের অধীনে থাকে। ঐ বৎসরে মহারাষ্ট্রেরা আসিয়া জেলা লুট করিয়া যায়।

উক্ত বৎসরের পূর্ব্ব হইতেই এই জেলার মধ্যে ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজদিগের কুঠী ছিল। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা, ১৬৭৯ খৃঃ ফরাসীরা ও ১৬৬০ খৃঃ ওলন্দাজেরা মছলিপত্তন নগরে কুঠী স্থাপন করেন। ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা ঐ নগরের শাসনভার কাড়িয়া লয়। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে ইংরাজেরা পত্তপলম্, বীরাবসরম্ ও মদপোল্লিয়ম্ নগরে এবং ১৮শ শতাব্দীতে ইঞ্জারম্ ও বন্দেমরলঙ্কায় কুঠী নির্ম্মাণ করেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা পলকোল্লু, নর্সাপুর ও কাকনাড়ায় এবং ১৭৫০ খৃঃ অব্দে ফরাসীরা যনায়োন নগরের অধিকার পায়। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা মদপোল্লিয়ম্, বন্দেমরলঙ্কা ও ইঞ্জারমের কুঠী বিনা যুদ্ধে দখল করেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ফোর্ড ফরাসীদিগকে কোণ্ডোরে পরাস্ত করেন। ইহার পর নর্সাপুর ও মছলিপত্তন নগর অবরোধ করিয়া সমগ্র সরকারই হস্তগত করিতে থাকেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় সনন্দ দ্বারা ইংরাজের অধিকার দৃঢ়ীভূত হয়। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজেরা উত্তর সরকারের জন্য নিজামকে বার্ষিক খাজনা দিতেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত রাজ্যের শাসনকার্য্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাচীন নিয়মে একজন চিফ ও প্রভিন্সিয়াল কৌন্সিল দ্বারা পরিচালিত হইত। পোলাবরম্ ও জমীদার বিদ্রোহদমনের সময় উক্ত নিয়মে বিশেষ অসুবিধা ঘটিলে মছলিপত্তনে একজন কালেক্টর নিযুক্ত হন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে জেলার সীমা নির্দ্দেশের সময় গুণ্টুর, রাজমহেন্দ্রী ও মছলি-পত্তন, কৃষ্ণা ও গোদাবরী জেলায় অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে জেলায় ভদ্রাচলম্ ও রেকাপল্লী তালুক মধ্য প্রদেশের অন্তর্নিবিষ্ট করা হয়।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে এখানে ভয়ানক ঝড় হয়। ইহাতে সমুদ্রের জল কোরিঙ্গানগর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম পর্য্যন্ত আসিয়া একেবারে গ্রামটীকে জনমানবহীন করিয়া ফেলে। পুনরায় ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ১৬ই নবেম্বরের ঝড়ে কাকনাড়া, কোরিঙ্গা বন্দরের ও নীলপল্লীর অধিকাংশ নষ্ট হইয়া যায় এবং সমুদ্রতীর-বর্ত্তী অনেক জাহাজও জলমগ্ন হয়।

গোদুগ্ধ (ক্লী) গবাং দুগ্ধং ৬তৎ। গোরুর দুধ। [ইহার সাধারণ গুণ গোশব্দে দ্রষ্টব্য। ভাবপ্রকাশে বর্ণভেদে গো-দুগ্ধের গুণ লিখিত আছে—কৃষ্ণবর্ণ গাভীর দুগ্ধের গুণ বায়ু-নাশক ও অতিশয় উপকারী। পীতবর্ণ গাভীর দুগ্ধের গুণ—পিত্ত ও বায়ুনাশক। শুক্লবর্ণ গাভীর দুগ্ধের গুণ—কফকারক ও গুরুপাক। রক্ত বা চিত্রবর্ণ গাভীর দুগ্ধের গুণ—বায়ুনাশক। বালবৎসা বা বৎসহীনা গাভীর দুগ্ধের গুণ—ত্রিদোষজনক। বাষ্কয়ী বা অনেকদিনের প্রসূতা গাভীর দুগ্ধের গুণ—ত্রিদোষনাশক, তৃপ্তিকারক ও অতিশয় বল-কারী। যে সকল গাভী জাঙ্গলদেশ, অনূপদেশ বা পর্ব্বতে বিচরণ করে, তাহাদের দুগ্ধের গুণ—গুরু ও স্নিগ্ধ। যে সকল গাভী অল্প পরিমাণে আহার করে, তাহাদের দুগ্ধের গুণ—গুরুপাক, বলকারী, অত্যন্ত শুক্রবৃদ্ধিকর এবং সুস্থ ব্যক্তি-দিগের পক্ষে উপকারী। যে সকল গাভী পলাল, তৃণ বা কার্পাস বীজ ভক্ষণ করে তাহাদের দুগ্ধ রোগীদের পক্ষে হিতকর। (ভাবপ্রকাশ)

গোদুগ্ধদা (স্ত্রী গোদুগ্ধং দদাতি দা-ক। চণিকা-তৃণ। (রাজনি°)

গোদুগ্ধা (স্ত্রী) চণিকাতৃণ। (রাজনি°)

গোদুহ্ (ত্রি) গাং দোগ্ধি দুহ কিপ্ ৬তৎ। ১ গোদোহক, গোয়াল। "চিরং নিষণ্ণো দুহুহঃ সগোদুহঃ।" (মাঘ)
২ গোপ। "চেতোহস্মাকং শ্রুণুতেষ শৃণং গোদুহাং।" (উদ্ভবদূ°)

গোদুহ (পুং) গাং দোগ্ধি গো-দুহ-ক। ১ গোদোহক। ২ গোপাল।

গোদোহ (পুং) গবাং দোহঃ ৬তৎ। ১ গোদোহন।
"ক্রন্দনজনেন ভূয়ো-গোদোহাৎ।" (বৃহৎস° ২৩ অঃ)
দুহ-কর্মণি ঘঞ্ গোদো'হঃ ৬তৎ। গোদুগ্ধ।
"যো গোদোহেন্দ্রবৎ দুহঃ।" (অমর) আধারে ঘঞ্।
৩ কালবিশেষ, গোদোহন করিতে যতটুক সময় লাগে। "আস্তা গোদোহমাত্রং তু কালং তিষ্ঠেদ্ গৃহাঙ্গনে।" (বিষ্ণুপু°) সংগ্রহকারগণ এক মুহূর্ত্তের আটভাগের একভাগকে গোদোহ-কাল বলিয়া স্থির করেন।
"গোদোহনকালশ্চ মুহূর্ত্তাষ্টমভাগাত্মকঃ।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

গোদোহন (ক্লী) গোদোহনং ৬তৎ। ১ গোদোহন। ২ গোদোহনকাল। "ন লক্ষ্যতে হ্যবস্থানমপি গোদোহনং ক্বচিৎ।" (ভাগবত ১।১৯।৩৯।)

গোদোহনী (স্ত্রী) গাবো দুহ্যন্তে যস্যাং গো-দুহ আধারে ল্যুট্ ঙীপ্। গোদোহনপাত্র, যাহাতে গোদোহন করা হয়।

গোদ্রব (পুং) দ্রবতি দ্রু অচ্ গোর্দ্রবঃ ৬তৎ। গোমূত্র। (রাজনি°)

গোধন (ক্লী) গবাং ধনং সমূহঃ ৬তৎ। গোসমূহ। (ত্রি) গৌরেব ধনমস্য বহুব্রী। ২ যাহার গোরূপ ধন আছে। (ক্লী) গৌরেব ধনং। ৩ গোরূপ ধন। (পুং) ধন-রবে ভাবে অচ্ গোধনং রবত্ব ধনং রবো যস্য বহুব্রী। ৪ স্থূলাগ্রবাণ। চলিত কথায় তুকা বলে।

গোধন্ত, চীনপরিব্রাজক বর্ণিত এক বিস্তৃত মহাদ্বীপ।

গোধর (পুং) গাং পৃথিবীং ধরতি ধর অচ্। ১ পর্ব্বত। (শব্দার্থচি°)
২ প্রভাসখণ্ড বর্ণিত এক প্রাচীন পুণ্যতীর্থ, এখানে ভগবান গোপতি বিরাজমান।

গোধর্ম্ম (পুং) গোধর্ম্মঃ ৬তৎ। গোরুর ন্যায় আবচারশূন্য মৈথুন। "গোধর্ম্মং সৌরভেয়াচ্চ সোঽধীত্য নিখিলং মুনিঃ।" (ভারত ১।১০৪ অঃ)

গোধা (স্ত্রী) গুধ্যতে পারবেষ্ট্যতে বহুলতয়া গুধ করণে ঘঞ্-টাপ্। ১ ধনুকের গুণাঘাতনিবারণার্থ বামপ্রকোষ্ঠনিবদ্ধ চর্ম্মনির্ম্মিত পট্টিকা। পর্য্যায়—তলা, জ্যাঘাতবারণ, তল।
"কৃপধৃন্যপধরঃ শূরঃ বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রবান্।" (ভারত ৩।১৭৩) গুধ-কর্ত্তরি-অচ্-টাপ্। ২ জন্তুবিশেষ, গোসাপ।

গোধাখ্য (পুং) গোধাসর্প, গোসাপ। চরকের মতে গোসাপের মত এক প্রকার সর্প।

গোধাঙ্ঘ্রি (স্ত্রী) গোধায়াইব অঙ্ঘ্রিঃ মূলমস্যাঃ বহুব্রী। গোধাপদী, গোয়ালে লতা। (ভরত)

গোধাপাদিকা (স্ত্রী) গোধায়াইব পাদো মূলমস্যাঃ বহুব্রী। সাজ্ঞায়াং ঙীষ্ পদ্ভাবঃ (কুম্ভপদ্যাদিষু চ। পা ৫।৪।১৩৯) ততঃ স্বার্থে কন্ টাপ্ পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। গোধাপদী লতা। (শব্দচ°)

গোধাপদী (স্ত্রী) গোধায়াইব পাদো মূলমস্যাঃ বহুব্রী। সাজ্ঞায়াং ঙীষ্ পদ্ভাবশ্চ পূর্ব্ববৎ। লতাবিশেষ, চলিত কথায় গোয়ালিয়া (Cissus Pedata)। পর্য্যায়—সুবহা, হংসপদী, গোধাঙ্ঘ্রি, ত্রিকলা, ত্রিপদী, মধুস্রবা, হংসপাদী, হংসপাদিকা, হংসাঙ্ঘ্রী, রক্তপাদী, ত্রিপদা, ঘৃতমণ্ডিকা, বিশ্বগ্রন্থি, ত্রিপাদিকা, ত্রিপাদী, কীটমারী, কর্ণাটী, তাম্রপাদী, বিক্রান্তা, ব্রহ্মদনী, পদাঙ্গী, শীতাঙ্গী, হংসপাদিকা, সকারিণী, পবিকা, প্রহ্লাদী, কীটপাদিকা, ধার্ত্তরাষ্ট্রপদী, গোধাপদিকা, বলী, বিদলা, হংসবতী। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, বিষ ও ভূতবাধিহর, অপস্মারদোষনাশক এবং রসায়ন। (রাজনি°)

এই লতার মূল কিম্বা পত্রের সাদৃশ্যপক্ষে মতভেদ লক্ষিত হয়। কোন ভিষকশাস্ত্রবেত্তার মতে ইহার পাতা গোধা বা হংসচরণের ন্যায় ত্রিদলবিশিষ্ট। আবার কেহ বলেন যে, ইহার পাতার মূলেই গোধা বা হংসের পদসাদৃশ্য আছে এবং মূল হংসচরণের ন্যায় রক্তবর্ণ। পাতার সাদৃশ্য দেখিয়া এ দেশীয় চিকিৎসকগণ গোয়ালিয়া নামক লতাকেই গোধাপদী বলিয়া স্বীকার করেন। ইহা জাতিভেদে তিনপ্রকার। যাহার বৃন্তচিহ্ন বৃন্তদ্বয়ে তিনটী করিয়া পাতা থাকে, তাহাকে চলিত কথায় হনুআঙ্গুলে-গোয়ালে বলে। এতদ্দেশীয় চিকিৎসকগণ ইহাকেই প্রকৃত গোধাপদী বলেন। যে জাতীয় গোয়ালিয়ার কেবল এক বৃন্তে তিনটী করিয়া দল থাকে এবং প্রত্যেক দলের পাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেদ দৃষ্ট হয়, তাহাকে তিনপাতী বা ছোট গোয়ালে বলে। তৃতীয় জাতীকে বড় গোয়ালিয়া বলে। ইহার প্রত্যেক বৃন্তে এক একটী পাতা, দেখিতে চোল-কলমীর পাতার মত; কিন্তু তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র, গোলাকৃতি ও মলিনাভ। এই লতা বহুল গ্রন্থিযুক্ত ও অতিশয় বিস্তৃত হয়। ইহার ফল বটরাকৃতি, গুচ্ছভাবাপন্ন এবং পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। এই জাতীয় আর এক প্রকার লতা আছে, তাহার মূল স্থূল ও হংসচরণের ন্যায় পীতবর্ণ এবং অন্ত লালবৎ পিচ্ছিল। পাতা প্রায় তদ্রূপ।

গোধায়স (ত্রি) গাং দধাতি গো-ধা বাহুলকাৎ অসুন্। যে গো ধারণ করে, গোধারক।

"গোধায়সং বি ধনসৈরদর্দঃ।" (ঋক্ ১০।৬৭।৭)

'গোধায়সং গোধারকম্।' (সায়ণ।)

গোধাবতী (স্ত্রী) গোধা তৎসদৃশাকৃতং বিদ্যতেহস্যাঃ গোধা মতুপ্ মস্য বঃ ঙীপ্ চ। ১ গোধাপদী। ২ বটপত্রী।

গোধাবল্লী (স্ত্রী) গোধা সদৃশী লতা। গোধাবতী।

গোধাবীণাকা (স্ত্রী) গোধায়াশ্চর্ম্মণা নদ্ধা বীণা, হ্রস্বা গোধা-বীণা, হ্রস্বার্থে কন্। গোধার চর্ম্মদ্বারা আবদ্ধ ক্ষুদ্রবীণা।

"গোধাবীণাকা কাণ্ডবীণাশ্চ পত্ন্যো বাদয়ন্ত্যপগায়ন্তি।"

(কাত্যা° শ্রৌ° ১২।৩।১৭)

গোধাস্কন্ধ (পুং) গোধেব স্কন্ধোঽস্য বহুব্রী। বিট্খদির।

গোধি (পুং) গৌর্নেত্রং ধীয়তে ঽস্মিন্ ধা-অধিকরণে কি। (কর্ম্মণ্যধিকরণে চ। পা ৩।৩।৯৩) ১ ললাট। (অমর ২।৬।৯২) ভরতি মতে কুপ্যতি গুধ-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্যইন্। উণ্ ৪।১১৮) ২ গোধিকা, গোসাপ। (শব্দরত্নাবলী)

গোধিকা (স্ত্রী) গুধ্যতি গুধ্ বুন্-টাপ্। ১ গোধা, গোসাপ। (অমর ১।১০।২২।) ২ একপ্রকার টিক্টিকি।

গোধিকাত্মজ (পুং) গোধিকায়া আত্মজঃ ৬তৎ। ১ গোসাপের ছানার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট জন্তুবিশেষ, ইহারা বৃক্ষের কোটরে বাস করে। চলিত কথায় ইহাদিগকে তোকে বলে। মধ্যে মধ্যে ভয়ানক কঠোর শব্দ করে। এদেশীয় অনেকের বিশ্বাস যে, ইহাদের যে কয়বৎসর বয়ঃক্রম হয়, ইহারা প্রত্যেকবার সেই কয়টী করিয়া শব্দ করিয়া থাকে। সারসুন্দরী ইহাকে হলী নামে উল্লেখ করিয়াছেন। পর্য্যায়—গোধেয়, গৌধের ও গৌধার। ২ গোসাপ গর্ভে সর্পের ঔরসে উৎপন্ন জন্তুবিশেষ, চলিত কথায় স্থানবিশেষে সোণাগোসাপ বলিয়া থাকে। (শব্দার্থচি°) [গোধিকাপুত্র প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।]

গোধিনী (স্ত্রী) গোধঃ ক্রীড়াবিশেষো হস্ত্যস্যাঃ গোধ-ইনি। কাবলা, বৃহতীবিশেষ। (রাজনি°)

গোধীশ (পুং) দ্রোণপুষ্পী।

গোধুম (পুং) গুধ বাহু° কাং উম্। গোধূম। (শব্দচন্দ্রিকা)

গোধূম (পুং) গুধ্যতে বেষ্টতে ত্বগাদিভিঃ গুধ-উম্ (গুধে-রূমঃ। উণ্ ৫।২) ১ নাগরঙ্গ নারাঙ্গা। ২ ব্রীহিবিশেষ। সংস্কৃত পর্য্যায়—বহুদুগ্ধ, অপূপ, ম্লেচ্ছভোজন, যবন, নিস্তৃষক্ষীর, রসাল ও সুমনসা। চলিত বাঙ্গালায় গম, গোম ও হিন্দীতে গেহুঁ; পারসী গন্দুম; আরবী হিন্তে; তামিল গোধুমি; তেলগু গোধুমলু; মলয় গন্দূম্; পঞ্জাবে খানক; গ্রীক পাড়ি; হিব্রু খিত্তা; ইতালীয় গ্রেনো (Grano); জর্ম্মন্ Weltzen; রুষ Pschenlz; সুইস Hvete; পর্ত্তুগীজ Trigo; ওলন্দাজ Tarw; দিনেমার Hvede; ফরাসী Froment, Bled; ইংরাজী Wheat; চীন মৈ, সিয়াউমৈ।

গম হইতে সকল দেশে ময়দা ও আটা প্রস্তুত হইয়া থাকে। পৃথিবীর নানাস্থানে এই শস্য জন্মে। য়ুরোপের আটলাণ্টিক্ মহাসাগরের উপকূলে ৩০° হইতে ৫০° অক্ষান্তর-বর্ত্তী স্থানে, রকী পর্ব্বতের পশ্চিমে ও কতকাংশ উত্তরে, দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমকূল এবং উষ্ণকটিবন্ধের মধ্যবর্ত্তী সমতল ও উচ্চ ভূমিতে প্রচুর গোধূম উৎপন্ন হয়।

মেরায়, কোএবাস্তোর ও ব্রহ্মদেশে অধিক পরিমাণে গম জন্মে। ঐ গম প্রতিবৎসর নানা দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে যে যে জাতীয় গমের চাস হইয়া থাকে, তাহাদের নাম;—

(১) Triticum vulgare, *Var* hybernum শীতকালিক।

(২) T. vulgare, *Var.* aestivum বাসন্তিক।

(৩) T. Compositum মিসরদেশজাত।

(৪) T. Spelta—ফরাসীয়।

(৫) T. Monococcum, (এই গমের দানা অন্যান্য গমের ন্যায় দুইভাগ নহে।)

ইংলণ্ডে শরৎ ও বসন্তকালে পূর্ব্বোক্ত প্রথম দুইজাতীয় গমের চাস হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে সকল প্রকার গমের চাস হয়। কার্ত্তিকমাসে অথবা মাঘমাসের প্রথমে শস্য বপন করে এবং বৈশাখমাসে উহা কাটিয়া লয়। পঞ্জাব প্রদেশে দুই প্রকার গমের শুঁয়া আছে, অপর জাতির সেরূপ নাই। উক্ত শুঁয়াযুক্ত গমের আটায় একের রুটী কাল ও অপরের কিছু রক্তাভবর্ণ হয়। এ ছাড়া কোন কোন গমের ময়দা ঈষৎ লালবর্ণেরও দেখা যায়।

পর্ব্বতের উপরে ১৩০০০ হইতে ১৫০০০ ফিট্ উচ্চ ভূমিতেও গম জন্মে। কাপ্তেন ওয়েব সাহেব হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ ঢালুর ১২০০০ ফিট্ উপরে গমের চাস দেখিয়াছিলেন। স্পিতি উপত্যকার লাড়া ও লদঙ্গ নামক স্থানে ১৩০০০ ফিট্ উচ্চ স্থানে এবং সিন্ধুনদের নিকটবর্ত্তী উপত্যকার মধ্যে উপসী ও চম্‌রা নামক স্থানে ১১০০০ হইতে ১২০০০ ফিট্ উচ্চ ভূমিতে গমের চাস হয়। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে সমধিক শাদা একপ্রকার গম জন্মে, তাহাকে 'দাদখানি' বলে। শতদ্রুনদীর উত্তরকূলে এবং তত্তীরবর্ত্তী জলসিক্ত বালুকাময় ভূমিতে এই গমের চাস আছে। মুলতানের গমে শুঁয়া নাই, রাজপুতনা ও সিন্ধুপ্রদেশে এই গম রপ্তানী

হইয়া থাকে। অযোধ্যা প্রদেশে লক্ষের, খেরিলবা (তঁরাতীর মথোবরা ও লালিয়া এই চারিজাতীয় গমের চাষ দেখা যায়। সম্বলপুর জেলায় অধিক গম জন্মে। ঐ গমের ময়দায় ভাল রুটী প্রস্তুত হয়। জব্বলপুর, নরসিংহপুর ও হোসেঙ্গাবাদে, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি ও ব্রহ্মদেশে প্রচুর পরিমাণে গম উৎপন্ন হয়। বোম্বাই প্রদেশের গম অপেক্ষাকৃত শাদা এবং কাঠিয়াবাড় জেলার উৎপন্ন গম হইতে ভারী। ইহা হইতে অধিক পরিমাণে সুজি ও ময়দা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাঠিয়াবাড়ের গমের ময়দা কিছু লাল হয়।

পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে, ভারতের গম পৃথিবীর অপর সকল স্থানের গম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এইজন্য এখান হইতে প্রতিবর্ষে প্রায় সাতকোটী টাকার গম বিলাতে রপ্তানী হয়।

চীনদেশেও গমের প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। হো-নন, সেন-সি, শান-সি, শান-তুঙ ও পে-চি-লী নামক স্থানে শীতকালে কোথাও বা বসন্তে ইহার চাষ হইয়া থাকে।

য়ুরোপীয় চিকিৎসকের মতে ইহার গুণ—স্নিগ্ধ ও বল কর। রক্তপিত্ত রোগে ও দৈাহক প্রদাহে ইহার প্রলেপ বিশেষ হিতকর। বিষ খাইলে ময়দা ও জলের সহিত পারদ, তাম্র, দস্তা, রূপা, লৌহ ও আয়োডাইন মিশাইয়া সেবন করাইলে বিষের প্রতিকার হয়। মসিনার সহিত অথবা শুধু ময়দার কড়ভাবে পুলটিস্ দেওয়া যাইতে পারে। ডাক্তারখানায় একপ্রকার ময়দার রুটী পাওয়া যায়, উহাতে ঔষধ মিশাইয়া বর্ত্তী ও জল মিশাইলে পুলটিস্ হয়। [ময়দা দেখ।]

বৈদ্যকশাস্ত্র মতে, ইহার গুণ—স্নিগ্ধ, মধুর, বাত, পিত্ত ও দাহনাশক, গুরুপাক, শ্লেষ্ম, শুক্র, বল, রুচি ও বীর্য্যকারক। (রাজনি°) সুবর্ণ, জীবনের হিতকারক, শীতবীর্য্য, স্তন্যজনন ও স্থৈর্য্যকারী এবং সারক। (রাজবল্লভ) ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, গোধূম তিন প্রকার—মহাগোধূম, মধুলী ও নান্দীমুখ। মহাগোধূম এই দেশে বুড়া গম নামে প্রসিদ্ধ, ইহা পশ্চিমদেশ হইতে আনীত হয়। ইহা অপেক্ষা মধুলী গোধূম কিছু ছোট, ইহা মধ্যদেশ বা প্রয়াগ প্রদেশের পশ্চিম হইতে আনীত হয়। নান্দীমুখ গোধূম শূকবিহীন ও দীর্ঘাকৃতি।

মহাগোধূমের গুণ—মধুর রস, শীতবীর্য্য, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, বলকারক, স্নিগ্ধ, ভগ্নসন্ধানকারক, শুক্রধাতু বৃদ্ধিকর, শরীরের উপচয়কারক, বর্ণপ্রসাদক, ব্রণের হিতকর, রুচিকারক ও শরীরের স্থিরতাসম্পাদক। নূতন গোধূমে কফবৃদ্ধি করে, কিন্তু পুরাণ হইলে আর তাহাতে কফবৃদ্ধি হয় না। এই কারণেই বাগ্ভট বসন্তচর্য্যায় পুরাতন গোধূম খাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মধুলী গোধূমের গুণ—শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, পিত্তনাশক, মধুররস, লঘুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক ও সুপথ্য।

নান্দীমুখ গোধূমের গুণ—মধুলী গোধূমের সমান।

(ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখ° ১ ভাগ)

গোধূমক (পুং) গোধূমইব কং শিরোযস্ত বহুব্রী। সর্পবিশেষ। (সুশ্রুত)

গোধূমচূর্ণ (ক্লী) গোধূমস্ত চূর্ণং ৬তৎ। চূর্ণীকৃত গোধূম, ময়দা। "ভৃষ্টগোধূমচূর্ণেন কিঞ্চিৎ পুষ্টাক্ত রোটিকা।" (ভাবপ্রকাশ)

গোধূমসম্ভব (ক্লী) সম্ভবত্যস্মাৎ সং ভূ অপাদানে অপ্‌ গোধূমঃ সম্ভবো যস্ত বহুব্রী। সৌবীর কাঞ্জিকবিশেষ। (রাজনি°)

গোধূমসার (পুং) গোধূমস্ত সারঃ ৬তৎ। গোধূমের সারাংশ, গোমের পালো। প্রস্তুতপ্রণালী—গোধূমগুলি ভালরূপে সিদ্ধ করিয়া উদূখলে চূর্ণ করিবে। সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে ঐ চূর্ণগুলি মৃত্তিকাপাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে, পরদিন প্রত্যূষে উপরের জল ফেলিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। ইহাকেই গোধূমসার বলে। (পাকরাজেশ্বর)

গোধূমী (স্ত্রী, শাং ধূম্রমিতি ধূম পিচ্‌ অণ্‌ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্‌।) গোলোমিকা। (রাজনি°) পশ্চিমদেশে চলিত কথায় পাথু'র বলে।

গোধূলি (স্ত্রী) গবাং খুরোত্থিতা ধূলিঃ। কালবিশেষ। জ্যোতিষশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, গোধূলি লগ্ন সকল কার্য্যেই প্রশস্ত। ইহাতে নক্ষত্র, তিথি, করণ, লগ্ন, বার, যোগ ও জামিত্রাদি দোষের চিন্তা করিতে হয় না, গোধূলি সমস্ত দোষ বিনাশ করে (১)। লল্লাদি জ্যোতির্ব্বিদগণের মতে শুভদিন বা শুভলগ্নের অভাবে অগত্যা গোধূলিতে অপরিহার্য্য কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু শুভলগ্ন পাইলে গোধূলিতে কার্য্য করিতে নাই, করিলে অমঙ্গল হয় (২)।

নারদের মতে পূর্ব্বদেশ ও কলিঙ্গদেশবাসীগণের পক্ষে গোধূলি শুভপ্রদ। গোধূলিতে গান্ধর্ব্বাদি বিবাহ ও বৈশ্যের

(১) "নাস্মিন্ ঋক্ষং ন তিথিকরণং নৈব লগ্নস্য চিন্তা
নো বা বারো ন চ লববিধির্নো মুহূর্ত্তস্য চর্চ্চা।
নো বা যোগো ন মৃতিভবনং নৈব জামিত্রদোষো
গোধূলিঃ সা মুনিভিরুদিতা সর্ব্বকার্য্যেষু শস্তা॥" (মুহূর্ত্তচি°)

(২) "লগ্নং যদা নাস্তি বিশুদ্ধমন্যৎ গোধূলিকাং সাধু তদা বদন্তি।
লগ্নে বিশুদ্ধে সতি বীর্য্যযুক্তে গোধূলিকা নৈব ফলং বিধত্তে॥" (লল্ল)

বিবাহই দিবে (৩)। দৈবজ্ঞবল্লভের মতে শূদ্রের পক্ষেই গোধূলি প্রশস্ত। দ্বিজগণের প্রশস্ত নহে (৪)।

গোধূলি সময়ের নিরূপণ লইয়া জ্যোতিষশাস্ত্রে মতান্তর লক্ষিত হয়। কোন কোন জ্যোতির্বিদের মতে সূর্য্যবিম্বের অর্দ্ধেক অস্তমিত হইলে পর দুইদণ্ড সময়কে গোধূলি বলে। আবার কোন জ্যোতিষিক বলেন যে, সূর্য্যবিম্বের তিন ভাগের দুই ভাগ অদৃশ্য হইলে পর দুইদণ্ড সময়কে গোধূলি বলিতে পারা যায় (৫)। মুহূর্ত্তচিন্তামণির টীকাকার বলেন যে, এই দুই মতই দেশভেদে ও আচারভেদে আদরণীয়। মুহূর্ত্ত-চিন্তামণির মতে হেমন্ত ও শীত ঋতুতে সূর্য্য পিণ্ডাকৃতি হইলে গোধূলি হয়। এই প্রকার চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে সূর্য্য অর্দ্ধাস্ত এবং শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যমণ্ডল সম্পূর্ণ অস্তমিত হইলে গোধূলি হইয়া থাকে (৬)।

মুহূর্ত্তচিন্তামণির মতে বৃহস্পতিবারে সূর্য্য অস্ত হইলে এবং শনিবারে সূর্য্য থাকিতে গোধূলি শুভপ্রদ। গোধূলি সময়ের লগ্ন হইতে অষ্টমে বা ষষ্ঠে চন্দ্র থাকিলে সেই গোধূলিতে বিবাহ দিলে কন্তার মৃত্যু হয়। লগ্নে বা অষ্টমে মঙ্গল থাকিলে বরের মৃত্যু হয় এবং চন্দ্র একাদশ বা দ্বিতীয় রাশিতে থাকিলে বর ও কন্তার নানাবিধ সুখ হইয়া থাকে (৭)।

জ্যোতিষতত্ত্বের মতে অগ্রহায়ণ ও মাঘ মাসে গোধূলি যোগে বিবাহ করিলে কন্যা বিধবা হয়। ফাল্গুনে গোধূলিলগ্নে বিবাহে পুত্র, আয়ু ও ধনবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই প্রকার বৈশাখে ভক্ত ও প্রজাবৃদ্ধি, জ্যৈষ্ঠে বরের সম্মানবৃদ্ধি এবং আষাঢ়মাসে গোধূলি লগ্নে বিবাহে ধন, ধান্য ও পুত্রবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

(৩) "প্রাচ্যানাঞ্চ কলিঙ্গানাং মুখ্যং গোধূলিকং স্মৃতম্।
লগ্নং সর্ব্বাদি বিবাহেষু দৈবজ্ঞাদ্যেষু যোজয়েৎ॥" (নারদ)

(৪) "শূদ্রাণাঞ্চ যদা বাস্তি তদা গোধূলিকং শুভম্।
দ্বিজাতীনাং বুধাঃ প্রাহুর্মধ্যমিত্যাহুঃ কথঞ্চন॥" (পীযূষধা° দৈবজ্ঞবল্লভ)

(৫) "অর্দ্ধাস্তমিতে দিবি পঙ্কজানাং
পক্ষেৎ তৃতীয়ং রবিবিম্বভাগম্।
তস্মাৎ পরং নাড়ীকদ্বয়ঞ্চেদ্
গোধূলিকালং মুনয়ো বদন্তি॥" (পীযূষধারা)

(৬) "গোধূলিং ত্রিবিধাং বদন্তি মুনয়ো নারীবিবাহাদিকে,
হেমন্তে শিশিরে প্রযাতি মৃদুতাং পিণ্ডীকৃতে ভাস্করে।
গ্রীষ্মে হর্দ্ধাস্তমিতে বসন্তসময়ে ভান্ডোদয়েৎ দৃশ্যতাং
সূর্য্যে চান্তমুপাগতে চ নিয়তং বর্ষাসু শৎকালয়োঃ॥" (দীপিকা)

(৭) "মার্গে গোধূলিযোগে প্রভবতি বিধবা মাঘমাসে তথৈব,
পুত্রায়ুর্দ্ধনযোগেন সহিতা ফাল্গুনে স্থিতে ভাস্করে।
বৈশাখে ভক্তা প্রজা বলবতী জ্যৈষ্ঠে পত্যুর্মান্যা
আষাঢ়ে ধনধান্য-পুত্রবহুলা পার্থিবেহপি কন্যা॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

গোধেনু (স্ত্রী) গৌরেব ধেনুঃ। দুগ্ধবতী গাভী। (সংক্ষিপ্তসার)

গোধের (ত্রি) গুধ বাহুলকাৎ এরক্। রক্ষক। (উণাদিকোষ)

গোধেরক (ত্রি) গোধের স্বার্থে কন্। ১ রক্ষক। (পুং) গোধের সংজ্ঞায়াং কন্। ২ চতুষ্পদ সর্পবিশেষ।
"সর্পো গোধেরকো নাম গোধাখ্যঃ স্যাচ্চতুষ্পদঃ।
কৃষ্ণসর্পেণ তুল্যঃ স্যাদ্‌ বিষাক্ত বিপ্রকারতঃ॥" (চরক)

গোধ্র (পুং) গাং ভূমিং ধরতি গো ধৃ-মূলবিভুজাদিত্বাৎ কঃ। ভূধর, পর্ব্বত।

গোধ্রা, গুজরাটের পাঁচমহল জেলার গোধ্রা উপবিভাগের অন্তর্গত প্রধান নগর। অক্ষা° ২২° ৪৬´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৫০´ পূঃ। এখানে জেলার সদর কাছারী, দেওয়ানী আদালত, ডাকঘর, কারাগার ও ঔষধালয় আছে। ইহার পার্শ্বে বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র দৃষ্ট হয়।

গোনন্দ (পুং) ১ কার্ত্তিকের গণবিশেষ। ২ কাশ্মীরের এক রাজা, গোনর্দ্দ নামে পরিচিত। [কাশ্মীর দেখ।] ৩ মৎস্য, বামন ও মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্ত জনপদবিশেষ।

গোনন্দন, হরিভক্তিকর্ণামৃত ধৃত একজন কবি।

গোনন্দী (স্ত্রী) গবি জলে নন্দতি নন্দ অচ্‌ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। সারসপক্ষী। (হারাবলী)

গোনর্দ্দ (পুং) গবি জলে নর্দ্দতি নর্দ্দ-অচ্‌। ১ সারসপক্ষী। (মেদিনী) ২ দেশবিশেষ। বৃহৎসংহিতার কূর্ম্মবিভাগে দক্ষিণদিকে এই দেশের উল্লেখ আছে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির জন্মস্থান। সম্ভবতঃ গোণ্ডবানা প্রদেশ।
"আকরবেণাবতকপুরগোনর্দ্দকেরলাঃ।" (বৃহৎ স° ১৪।১২, মেঘদূতেও এই জনপদের বর্ণনা আছে।
(স্ত্রী) ৩ কৈবর্ত্তমুস্তক, চলিত কথায় কেউটে মুথা বলে। ৪ কাশ্মীরের একজন রাজা। (হরিবংশে ৯১ অঃ) (পুং) গবি বৃষে নর্দতে নর্দ্দ-অচ্‌। ৫ মহাদেব (ভারত ১৩।১২৮৬ শ্লোঃ)
৬ এক প্রাচীন গ্রন্থকার, মল্লিনাথ ইহার কৃত কামশাস্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন ও মহাভাষ্যে ইহার ব্যাকরণের উল্লেখ আছে।

গোনর্দ্দীয় (পুং) গোনর্দ্দে দেশভবঃ গোনর্দ্দ-ছ। (এঙ প্রাচাং দেশে। পা ১।১।৭৫।) ১ পতঞ্জলি মুনি। (হেম) বাৎস্যায়ন ও মল্লিনাথ গোনর্দ্দীয় নামে এক কামশাস্ত্রকারের উল্লেখ করিয়াছেন। (ত্রি) ২ গোনর্দ্দদেশোৎপন্ন।

গোনস (পুং স্ত্রী) গোরিব নাসিকাযস্ত বহুব্রী, অচ্‌ নাসিকায়া নসাদেশশ্চ। (অগ্রনাসিকায়াঃ সংজ্ঞায়াং নসং চাস্থূলাৎ। পা ৫।৪।১১৮) ১ সর্পবিশেষ, ঘোড়াসাপ, চক্রবোড়া। পর্য্যায়—স্তম্ভিলৎস, গোনাস, ঘোনস, মণ্ডলী, ঘোড্র। [ঘোড়া দেখ]।

(পুং) ২ বৈক্রান্তমণি। (রাজনি°)

গোনসী (স্ত্রী) গোনসস্তদাকারো ইবাস্ত্যাঃ গোনস অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ঔষধবৃক্ষবিশেষ। গোনস সাপের গায়ের মণ্ডলাকার কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নযুক্ত রক্তাভপত্রবিশিষ্ট তৃণপ্রধান বৃক্ষকে গোনসী বলে, চলিত কথায় গোড়চক্র। সুশ্রুতে লিখিত আছে—ইহা কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডলযুক্ত মূলজাত ও দুইটী পত্রবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার রস লাল, দুই অরত্নি বা প্রায় দেড়হাত লম্বা হইয়া থাকে। ইহা দেখিতে গোনসাকৃতি। (সুশ্রুত চিকিৎসিত° ৩০ অঃ)

গোনাগোষ্ঠী (গণগোষ্ঠি শব্দজ) পূর্ব্বপুরুষ বা বংশ হইতে ঠিক গণা।

গোমাডাক (পুং) চঞ্চুশাক। স্থলবিশেষে গোমাড়ীক বলে গোমাড়ীচ বলে।

গোনাথ (পুং) গোর্নাথঃ ৬তৎ। ১ বৃষ। (রাজনি°) ২ ভূমপতি। ৩ গোস্বামী।

গোনায় (পুং) গাং নয়তি নী-অণ। ১ গোপ। (শব্দার্থচি°) 'তদ্যথা গোনায়োহধ্বনায়ঃ—পুরুষনায়ঃ।' (ছান্দ° উপ°) গোনায়ঃ গোপালকঃ।' (ভাষ্য)

গোনাস (পুং, গোর্নাসা ইব নাসাযস্য বহুব্রী ১ গোনসসর্প। (হেম° ৪। ৩৭২) (স্ত্রী) গোর্নাসাইব আকৃতির্যস্য বহুব্রী। ১ বৈক্রান্তমণি। (রাজনি°)

গোনিকোপ্পল, কোড়গ প্রদেশের অন্তঃপাতি একটী নগর।

গোনিক্রমণ, একটী পুণ্যতীর্থ। বরাহপুরাণে ১৪১ অধ্যায়ে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

গোনিবালা, বোম্বাই প্রদেশবাসী মুসলমান শস্তবিক্রেতা, ইহাদের আচার-ব্যবহার শেখদিগের মত। [শেখ দেখ।]

গোনিষ্যন্দ (পুং) গোনিষ্যন্দতে নিষ্যন্দ অচ্ ৫তৎ। গোমূত্র, চানা। (রাজনি°)

গোন্দুপল্লী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর নেলুর জেলার রাপুর তালুকের অন্তর্গত এক গ্রাম। রাপুর হইতে ৫ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে পুরাতন বিষ্ণুমন্দির আছে, ইহার নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের উপরি পিঙ্গলকোণ মন্দিরে প্রতি বৎসর এক মেলা হয়। তাহার প্রায় একক্রোশ পূর্ব্বে প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

গোন্দোলি, সাতারা জেলার বান নদী হইতে নিঃসৃত একটী বিস্তৃত খাল। ১৮৬৭ হইতে ১৮৭২ পর্য্যন্ত এই খাল কাটা হয়। গোন্দোলি গ্রাম হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে।

গোন্ধলগার (গোন্ধলী) বোম্বাইপ্রদেশবাসী মরাঠা জাতিবিশেষ। গোন্ধল নাচ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে বলিয়া ইহাদের গোন্ধলগার বা গোন্ধলী নাম হইয়াছে। ইহাদের উপাধি—গায়োড়, শুক্ল, পচলি, বুগড়ে। ইহাদের গঠন লম্বা ও দৃঢ়কায়। সকলেই অপরিষ্কার ও কদর্য্য পরিচ্ছদে থাকে। জোয়ারের রুটী ইহাদের নিত্য আহার কিন্তু পর্ব্বদিনে মিষ্টান্ন ও মাংস খায়। মাদক সেবনে সকলেই পটু ইহাদের পুরুষেরাও কানে পিত্তলের মাকড়ি পরে। ইহাদের গুরু নাই, তবে কোন কোন ব্রাহ্মণ ইহাদের পৌরোহিত্য করে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহার নাড়ী কাটিয়া ফেলে ও গৃহস্থ জ্ঞাতিভোজ দেয়। ৭ম দিনে শিশুর নামকরণ ও দোলারোহণ হয়। তারপর বিবাহ পর্য্যন্ত আর কোন উৎসব নাই। ইহাদের বিবাহের পূর্ব্বদিন বরকন্যার গাত্রহরিদ্রা হয়। বিবাহকালে গ্রামস্থ গ্রহবিপ্র আসিয়া বরকে পূর্ব্বমুখে ও কন্যাকে পশ্চিমমুখে দাঁড় করাইয়া মন্ত্রপাঠ করিয়া ধান দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। তৎপরে উভয় পক্ষের জ্ঞাতিভোজ হইয়া বিবাহ-উৎসব শেষ হয়। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও পুরুষের পক্ষে বহুবিবাহ প্রচলিত জাতীয় কোন গোলযোগ ঘটিলে ইহাদের পঞ্চায়েত তাহার মীমাংসা করে ইহারা পঞ্চায়েত করে। সকল হিন্দুপর্ব্ব ও মুসলমানদিগের মহরমে যোগ দেয়।

প্রত্যহ চারি পাঁচজন গোন্ধলগার মিলিয়া বাদ্যাদি সঙ্গে লইয়া লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়। কাহারও ইচ্ছা হইলে ইহারা তাহার প্রাঙ্গণে সমস্ত রাত্রি গোন্ধলনাচ করিয়া অতিবাহিত করে। প্রভাত হইবার কিছু পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি অম্বাদেবীকে লইয়া উন্মত্তের ন্যায় লাফাইতে লাফাইতে নাচিতে থাকে ও ভবিষ্যৎ কথা বলিতে আরম্ভ করে। সেই সময়ে দর্শকেরা ধূপ করিয়া পয়সা দিয়া তাহার চরণে প্রণিপাত করে, তখন সে জ্বলন্ত মশাল লইয়া নিজের গায়ে ঠেকাইতে থাকে, পরে দেবীর গাত্রস্থ হলুদ লইয়া আগন্তুকগণের কপালে স্পর্শ করে ও অপুত্রক রমণীগণের কবে পুত্র হইবে, তাহা বলিয়া দেয়। প্রাতঃকাল হইলে গোন্ধলভঙ্গ হয়। তাহারা বিদায় হইয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া আসে। আজকাল আর বড় কেহ গোন্ধল দেয় না, সুতরাং ইহাদের ভিক্ষাই উপজীবিকা হইয়াছে।

গোন্যোধস্ (পুং) [বৈ] গমনশীল। দুগ্ধে যাহা তরলিত বা প্রবাহিত হয়।

গোপ (পুং স্ত্রী) গাং পাতি রক্ষতি গো-পা-ক। (আতোহনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) ১ জাতিবিশেষ, গোয়ালা। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়। পর্য্যায়—গোসংখ্য, গোধুক্, আভীর, বল্লব, গোপাল। সাধারণতঃ গোয়ালা নামে খ্যাত। পশ্চি-

মাকলে স্থানে স্থানে আহীর ও দাক্ষিণাত্যে গাবলী নামে অভিহিত। [আহীর ও গাবলী দেখ।]

পূর্ব্বকাল হইতে এই জাতি গোপ ও আভীর নামে প্রসিদ্ধ। মনুর মতে ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠকন্যার গর্ভে আভীরের জন্ম (১)। পরশুরামপদ্ধতির মতে—কাংসারি ও মণিবন্ধকন্যা হইতে গোপজাতির উৎপত্তি (২)। আবার রুদ্রযামলোক্ত জাতিমালায় লিখিত আছে—ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বণিককন্যার গর্ভে গোপজাতি জন্মগ্রহণ করিয়াছে (৩)। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে গোপগণ উৎপন্ন হয় ইহারা সৎশূদ্র মধ্যে গণ্য (৪)।

এই জাতি পূর্ব্বকাল হইতে গোপালন করিয়া আসিতেছে বলিয়া ইহাদের গোপ নাম হইয়াছে। মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে, গোপ বেতনপ্রার্থী নহে, সে গোস্বামীর অনুমতি লইয়া দশটী গাভীর মধ্যে যেটী শ্রেষ্ঠ তাহার দুগ্ধ দোহন করিয়া লইতে পারে। সীমা নির্দ্দেশকালে রাজা গোপাদির কথা গ্রাহ্য করিবেন। (মনু ৮।২৩১, ২৬০) ব্যাসসংহিতায় প্রক্ষিপ্ত বচনে ইহারা অন্ত্যজজাতি মধ্যে গণ্য *। কিন্তু যম, পরাশর, মনু প্রভৃতি সংহিতায় ইহারা শূদ্র ও ভোজ্যান্ন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে (৫)।

বর্ত্তমান সময়ে এই জাতির মধ্যে অনেক শ্রেণী ও শাখাভেদ দেখা যায়। বঙ্গদেশে এই কয় শ্রেণীর গোয়ালা আছে—রাঢ়ী, বাগ্‌ড়ী, বারেন্দ্র, পল্লব বা বল্লব, গৌড় বা ঘোষগোয়ালা, মধুগোয়ালা, ভাদিয়া, করঙ্গী, কানাল, আহীর বা মহিষা গোয়ালা, মগধ বা মাগধী ও ভোগা। বারেন্দ্র গোয়ালাদিগের মধ্যে আবার পল্লাল, দারোকি, মূল গাবার,

তাপাসিয়া প্রভৃতি এবং ভোগাশ্রেণীর মধ্যে শাদা গোয়ালা ও লাল গোয়ালা এই দুই থাক আছে।

উত্তরপশ্চিমে—ঘোষী, নন্দবংশী, যদুবংশী, দুধবংশী, গোয়ালবংশী, আহীর, কথা প্রভৃতি শ্রেণী আছে।

বেহারে—গোরিয়া বা দহিয়ারা, মজুমুলিয়া বা মজরৌৎ, সাতমূলিয়া বা কিষ্ণৌৎ, কনৌজিয়া, বর্গোবার, ধমরোয়ার, চৌধারিয়া, চোখা, ভজিয়ার বা গোদাগা, গোহৎ, কাঁটাতাহা, পুরোয়া, সেপারি ও বমপুর প্রভৃতি মূল আছে।

উড়িষ্যায়—দুধাণা, বহুপুরিয়া, মগধা, মথুরা বা মথুরাবংশী, গৌড় বা গোপপুরীয়া প্রভৃতি শ্রেণী আছে।

ছোটনাগপুরে—কিষ্ণৌৎ, গোবো, চৌআনিয়া, মঝরৎ, লাবি, ভোগতা, সঘোর, সাওড়া প্রভৃতি গোছি বা থাক আছে।

বাঙ্গালায় গোয়ালাদের মধ্যে বারিক, চৌধুরী, চাল, ঘোষ, দাস, মণ্ডল, পরামাণিক প্রভৃতি পদবী ও অলম্যান বা আলম্যান, ভরদ্বাজ, গৌতম, কাশ্যপ, মদগুলি বা মদুকুল্য ও শাণ্ডিল্যগোত্র প্রভৃতি প্রচলিত।

বেহারে—ভাণ্ডারী, ভোগত, চৌধুরী, খোটয়া, মিরাহা, মহতো, মণ্ডল, মাঝি, মালিক, পাঞ্জিয়ারা, রায়, রাউত, সঁওয়া, সিং প্রভৃতি পদবী দেখা যায়।

উত্তরপশ্চিম, বেহার ও ছোটনাগপুর প্রভৃতি স্থানে গোয়ালাদিগের মূল বা শ্রেণী ছাড়া পাঁজির মত আরও অনেক 'গোছি' বা থাক প্রচলিত আছে।

বঙ্গের পল্লব বা বল্লব শ্রেণীরা বলে যে, শ্রীকৃষ্ণের বাম হইতে বামঘোষ জন্মে, সেই বামঘোষই ঐ শ্রেণীর আদিপুরুষ *। বাগড়ীশ্রেণীরা বলে যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ উজ্জয়িনী হইতে আসিয়া বাগ্‌ড়ী অঞ্চলে বাস করে, তাই ইহারা উজৈনিয়া নামেও পরিচয় দেয়। রাঢ়ী গোয়ালারা মৃতের দেহে তপ্তলৌহ দ্বারা অঙ্কিত করে ও দামড়া করায় বলিয়া অপর শ্রেণীর নিকট হেয় ও অতি নীচ বলিয়া গণ্য। গৌড়গোয়ালারা বহুদিন হইতে বঙ্গে লাঠিয়াল বলিয়া বিখ্যাত, ইহারা আপনাদিগকে সৎশূদ্র বলিয়া পরিচয় দেয় এবং অপর কোন শ্রেণীর সহিত আদান-প্রদানে আপত্তি করে না। প্রধানতঃ ঢাকাজেলায় লাল ও শাদা গোয়ালার বাস। লাল গোয়ালারা বিবাহকালে সকলে লাল কাপড় ও শাদা গোয়ালারা বিবাহকালে সকলে শাদা কাপড় পরিধান করে। উভয়ের মধ্যে শাদা গোয়ালারাই আপনাদিগকে প্রধান বলিয়া জানে ও লাল গোয়ালাকে কন্যাদানকালে অনেক পণ আদায় করিয়া থাকে। বঙ্গের গোয়া-

(১) "আভীরোঽম্বষ্ঠকন্যায়াং।" (মনু ১০। ১৫।)

(২) "মণিবন্ধ্যাং কাংস্যকারাৎ গোপাখ্যস্য চ সম্ভবঃ।"
পরশুরাম কৃত জাতিমালা।

(৩) "বণিককন্যায়াং ক্ষত্রিয়াৎ গোপজাতিস্য সম্ভবঃ।"
রুদ্রযামলোক্ত জাতিমালা।

(৪) "কৃষ্ণস্য লোমকূপেভ্যঃ সদ্যো গোপগণো মুনে।
আবির্ব্বভূব রূপেণ বেশেনৈব চ তৎসমঃ।
ত্রিংশৎকোটি পরিমিতঃ কমনীয়ো মনোহরঃ।
সংখ্যাবিদ্ভিশ্চ সংখ্যাতো বল্লবানাং গণঃ শ্রুতৌ।" ব্রহ্মখণ্ড ৫।৪২-৪৩
"গোপ নাপিত ভিল্লাশ্চ তথা মোদককূবরৌ।
ইত্যেবমাদ্যা বিপ্রেন্দ্র সৎশূদ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।" ব্রহ্মখণ্ড ১০।১৮।

* বিশ্বকোষ ৩য় ভাগ কায়স্থশব্দে ব্যাসের প্রক্ষিপ্ত অংশের সমালোচনা দেখ।

(৫) "দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ।"
যম ২০, পরাশর ১১।২০।

* ব্রহ্মবৈবর্ত্তে "বল্লব" নামে গোপজাতির উল্লেখ আছে বটে।

লারা স্বগোত্রে ও মাতামহগোত্রে বিবাহ করে না। ইহাদের মধ্যে কন্যার বাল্যবিবাহই আদরণীয়, বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই। বিবাহপ্রণালী উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মত। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব এবং শাক্ত ও শৈব অল্প। ইহাদের ব্রাহ্মণ পুরোহিত স্বতন্ত্র। এদেশে ইহারা নবশাখ অংশ নিম্নশ্রেণীর বলিয়া গণ্য।

বেহারের গোয়ালাদের গোত্রনিয়ম প্রচলিত নাই, ইহারা মূল লক্ষ করিয়া বিবাহাদি সম্বন্ধ নির্ণয় করে। সাতমূলিয়ারা সপ্তমূল ও নওমূলিয়ারা নবমূল বাদ দিয়া আদান প্রদান করিয়া থাকে *। মাঝমূলিয়া বা কিষ্ণোতেরা কৃষ্ণ হইতে উদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেয়। উক্ত উভয়শ্রেণী দধি প্রস্তুত করে না। তাহারা কেবল দুগ্ধবিক্রয় করিয়া থাকে। গোরিয়া বা দহিয়ারা মূলের লোকেরা দুগ্ধ গরম না করিয়া তাহা হইতে দধি করে বলিয়া পতিত হইয়াছে। কাটিহারা মূলের গোয়ালারা গাভীর গায়ে কাটি দিয়া দাগ দেয়, তাই এই নাম হইয়াছে। কনৌজিয়া ও মথুরাবাসীরা উত্তরপশ্চিম হইতে বেহারে আসিয়া বাস করিতেছে। বেহারের নানাস্থানে সেপাহিরা পাটোয়ারির কাজ করে, ইহারা নিজেই নবপ্রসূত শিশুর নাড়ী কাটিয়া দেয় বলিয়া অপর মূলের গোয়ালারা ইহাদিগকে নীচ মনে করে। বেহারের গোয়ালাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ও পতির মৃত্যু হইলে বিধবা দেবরকে বিবাহ করিতে পারে। সেখানকার গোয়ালারা বিষহরি, গণপৎ, গোরাবন, কালামাথি ও গাঁইয়াভূতকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করে, এবং প্রায় সত্যনারায়ণের পূজা দেয়। বেহারে শৈব ও শাক্ত বেশি।

ঝাড়খণ্ডের গোয়ালারা আপনাদিগকে বঙ্গ ও বেহারের গোপজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও শুদ্ধ বলিয়া মনে করে। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর মত শাস্ত্র মানিয়া চলে। ইহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা বেহারের গোয়ালার মত। সেখানকার গোয়ালারা বলে, যদি ঘটনাক্রমে বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা ঋতুমতী হয়, তবে একজন নিতান্ত বুড়ার সঙ্গে প্রথমে তাহার বিবাহ দিতে হয়। বিবাহের পরই বুড়া তাহাকে পরিত্যাগ করে। তখন সে বিধবার ন্যায় অপর কাহাকে বিবাহ করিতে পারে। ইহাদের রমণী পূর্ণগর্ভা হইলে একটী স্বতন্ত্র ঘরে সর্ব্বদাই গরমে রাখা হয়। প্রসবের পর ২১ দিন পর্য্যন্ত সেই উক্ত ঘরে গরমে থাকিতে হয়। এই একুশ দিন পতিপত্নী উভয়েই অশুচি হইয়া থাকে, কোন কাজ করিতে পারে না।

ছোট নাগপুরের গোয়ালাদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ ও বয়স হইলে বিবাহ উভয়ই প্রচলিত। ইহাদের বিবাহের ৪ মাস পরে 'কথ্সাত' অর্থাৎ কন্যার শ্বশুরালয়ে গমন হইয়া থাকে। কথ্সাত না হইলে ইহাদের বিবাহসিদ্ধ হয় না। ইহাদের বিধবারা সাঙ্গা করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে পতির গোষ্ঠি বাদ দিয়া বিবাহ করিতে হয়।

গোয়ালারা সর্ব্বত্র গোমেষাদি পালন ও দধিদুগ্ধঘৃতাদি বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। নানা স্থানে চাষবাসও করিয়া থাকে।

(পুং) ২ গ্রামাধিকারী। ৩ ভূপাল। ৪ গোষ্ঠাধ্যক্ষ। (মেদিনী) (ত্রি) ৫ গোরক্ষক।

"গোপঃ ক্ষীরভৃতো যস্তু স দুহ্যাদ্দশতো বরাং।" (মনু ৮।২৩১)

গোপায়তি গুপ্-অচ্। ৬ রক্ষক। "সর্ব্বে দেবা ভুবনস্যাস্য গোপাঃ।" (ভারত° ১৩। ১৭ অঃ) ৭ উপকারক। (শব্দরত্ন°) (পুং) গাং জলং পিবতি পা-ক। ৮ বোল, কাজল। (শব্দার্থচি°) ৯ গন্ধর্ব্ববিশেষ।

"নারদস্তুম্বুরর্গোপঃ প্রঘসঃ সূর্য্যবর্চ্চসঃ।

এতে গন্ধর্ব্বরাজানো ভরতস্যাগ্রতো জগুঃ।" (রাম° ২।৯১।৩৬)

গোপক (ত্রি) গোপ স্বার্থে কন্ গুপ্-ণ্বুল্ বা। ১ গোপ। ২ বহুগ্রামের অধিপতি। ৩ রক্ষক। স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ হয়। ৪ বর্ত্তমান গোয়ার প্রাচীন নাম। [গোয়া দেখ।]

গোপকন্যা (স্ত্রী) গোপস্য কন্যেব প্রিয়তমা। ১ ঔষধিবিশেষ, শারিবা। গোপস্য কন্যা ৬তৎ। ২ গোপজাতীয় কন্যা।

"যুবত্যো গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সংকাল্য কালবিৎ।"

(হরি° ৭৬।১৮)

গোপকপুরি [গোয়া দেখ।]

গোপকর্কটিকা (স্ত্রী) গোপপ্রিয়া কর্কটিকা মধ্যলো°। গোপালকর্কটী, চলিত কথায় রাখালশশা ও হিন্দীভাষায় গোয়াল কাঁকরী বলে। (রাজনি°)

গোপক্ষেত্র, প্রভাসখণ্ড বর্ণিত এক পুণ্য স্থান।

গোপঘোণ্টা (স্ত্রী) গোপপ্রিয়া ঘোণ্টা মধ্যলো°। ১ বৃক্ষবিশেষ, পেয়াকুল। নিবিড় বনে এই জাতীয় বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ফল ও গাছ বদরীর ন্যায়।

"বদরী সদৃশাকারো বৃক্ষঃ দৃশ্য কাননান্তরে।

অটব্যামেব সা ঘোণ্টা গোপঘোণ্টেতি কীর্ত্তিতা।" (শব্দরত্ন°)

২ হস্তিকোলি। (রত্নমালা) ৩ বিকঙ্কত বৃক্ষ, বৈঁচ। (রাজনি°)

---

* সাতমূলিয়ারা স্বমূল, মাতৃমূল, মাতামহীমূল, মাতার মাতামহীমূল, পিতামহীমূল, পিতার পিতামহীর মূল ও পিতার প্রপিতামহীর মূল এই সাতটী মূল। এতদ্ভিন্ন নওমূলিয়ারা পিতার পিতামহীর মাতৃমূল ও পিতার প্রপিতামহীর মাতৃমূল এই ৯টী মূল বাদিয়া চলে।

গোপতা (স্ত্রী) গোপস্ত ভাবঃ গোপ-তল্-টাপ্। গোপের ধর্ম, গোপ ভাব। "কৃষিগো বংস গোপতাম্।" (হরিবংশ)

গোপতি (পুং) গোঃ পতিঃ ৬ তৎ। ১ শিব।
"গোপালির্গোপতিগ্রামো গোচর্ম্ম বসনোহরিঃ।"
(ভারত ১৩।১৭।১৩)

২ বৃষ, ষাঁড়।
"বৃষভাং বনমাপন্নং সিংহামাষির গোপতিম্।" (রামায়ণ)
গাং পৃথ্বীং জগন্তি যাবৎ পাতি পালয়তি। ৩ গোপপতি বিষ্ণু।
"উত্তরো গোপতির্গোপ্তা" (ভারত ১৩।১৪৯।৬৮)

৪ ভূমিপতি। ৫ কিরণপতি, সূর্য্য। ৬ স্বর্গপতি, ইন্দ্র। ৭ ঋষভ নামক ওষধি। (রাজনি°) ৯ ভোজবংশীয় একজন রাজা। কৃষ্ণ ইরাবতী নগরীতে ইঁহাকে নিহত করেন। (ভারত বনপর্ব্ব) ৯ গন্ধর্ববিশেষ। (ভারত ১।১২৩।৫৫)

গোপতিচাপ (পুং) ইন্দ্রধনু।

গোপত্য (ক্লী) গোপতের্ভাবঃ গোপতি-ষৎ। গোপতির ধর্ম, গোপালক ভাব। "স যেনাংশেন জগতীং গত্বা গোপত্য-মেষ্যতি।" (হরিবং° ৫৬ অঃ)

গোপথ (পুং) অথর্ব্ববেদীয় ব্রাহ্মণ বিশেষ। [ব্রাহ্মণ দেখ।]

গোপদ (ক্লী) গোঃ পদং পদস্থানযোগ্যস্থানং। গোরুর পদ-যোগ্যস্থান। "গোঃ পদং গোপদং" (সি° কৌ°)

গোপদল (পুং) গোপদং গোচরণভাসযোগ্যং স্থানং তদা-কারং বা দলানি যস্য। গুবাক্ বৃক্ষ।

গোপন (ক্লী) গুপ-ভাবে ল্যুট্। ১ অপহ্নব, লুকান।
"গোপনাতীয়তে সত্যং ন গুপ্তিরনৃতঃ বিনা।
তস্মাৎ প্রকাশতঃ কৌলকঃ কুলসাধনম্॥"
(মহানির্ব্বাণ ৪।৭৯)

২ রক্ষণ।
"সৈন্যেন মহতাযুক্তং ভরতাবস্থ গোপনে।" (ভা° ৬৫৩ অঃ)
৩ কুৎসা। ৪ ব্যাকুলতা। ৫ দীপ্তি। ৬ তমালপত্র, তেজ-পাতা। (রাজনি°)

গোপনা (স্ত্রী) গুপ দীপ্তৌ ভাবে যুচ্। দীপ্তি।

গোপনীয় (ত্রি) গুপ-কর্ম্মণি অনীয়র্। ১ অপ্রকাশ্য, যাহা প্রকাশ করা উচিত নহে। ২ রক্ষণীয়।

গোপবধূ (স্ত্রী) গোপস্ত বধূরিব প্রিয়ত্বাৎ। ১ শারিবা। (ভাবপ্রকাশ।) গোপস্ত বধূঃ ৬তৎ। ২ গোপপত্নী।
"পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগম্।
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিত পঞ্চম রাগম্॥"
(গীতগোবিন্দ ১।৪১)

গোপবধূটী (স্ত্রী) বধূ-অল্পার্থে টী গোপস্ত বধূটী ৬তৎ। যুবতী গোপাঙ্গনা।
"গোপবধূটী দুকূলচৌরায়।" (ভাষাপরি°)

গোপভট্ট [গোভট্ট দেখ।]

গোপভদ্র (ক্লী) ১ শালুক। (শব্দচ°)

গোপভদ্রা (স্ত্রী) গোপানাং ভদ্রং মঙ্গলং যস্যাঃ বহুব্রী। কাশ্মরী বৃক্ষ। (রাজনি°)

গোপভদ্রিকা (স্ত্রী) গোপভদ্রা-সংজ্ঞায়াং কন্। টাপ্ অত-ইত্বঞ্চ। গম্ভারী বৃক্ষ। (রাজনি°)

গোপমাউ, উঃ পঃ প্রদেশের হর্দোই জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। হর্দোই সদর হইতে ৭ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। প্রবাদ এইরূপ—পূর্ব্বকালে এখানে ঠঠেরাগণ কর্ত্তৃক বন জঙ্গল কাটিয়া স্থাপিত মবৃা-সরাই বা মবৃা-চাচর ছিল। রাজা গোপ খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে সেখানে নিজ নামে নগর পত্তন করেন। এখানে ঠঠেরাদিগের প্রতিষ্ঠিত কোরিমন ও বামনদেবের প্রস্তরমূর্ত্তির আজও পূজা হইয়া থাকে। ১০১২ খৃষ্টাব্দে মসায়ুদের অধীনে সালারী গোপমাউ আক্রমণ করিতে যান। কিন্তু তিনি যুদ্ধে নিহত হন এবং বিজেতাগণ তাঁহাকে গোপীনাথের মন্দিরে পুঁতিয়া ফেলেন। ১২৩০ খৃষ্টাব্দে আলতামাসের আদেশে খাজা ত্রুকউদ্দীন ঘোরীন এখানে সসৈন্য উপস্থিত হন। তিনি এখানে একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। খাজা কুতবউদ্দীনের আদেশে হোসেন সালারীর কবরা নির্ম্মাণ করান। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে আর্কটের সুবাদার নবাব মহম্মদ আলিখাঁর যত্নে উহার মেরামত হয়। অকবরের সময়ে এখানে ৬২ ফিট উচ্চ এক জামিমসজিদ নির্ম্মিত হয়। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে গৌরিঙ্গ রায় কর্ত্তৃক এখানকার প্রসিদ্ধ গোপীনাথের মন্দির স্থাপিত হয়। ঐ মন্দিরে সংস্কৃত শিলালিপি আছে।

গোপরস (পুং) গাং জলং পিবতি পা-ক। গোপো রসোহস্য বহুব্রী। গোল, কাযফল। (শব্দরত্না°)

গোপরাজপণ্ডিত, একজন জ্যোতির্ব্বিদ্। গ্রহণগণিতাগম তন্ত্রবাসনাভাষ্যরচয়িতা।

গোপরাজ, ভানুগুপ্তের অধীন এরণের একজন রাজা। ১৯১ গুপ্তসম্বতে প্রদত্ত ইহার একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

গোপরাষ্ট্র (পুং)[বহু] গোপপ্রধানাঃ রাষ্ট্রাঃ। ভারতবর্ষের একটী প্রদেশ, আভীরগণের প্রধান বাসস্থান। মহাভারতে এই জনপদের উল্লেখ আছে। বর্ত্তমান নাম গোয়ালিয়র।
"অথকাঃ শাংগুরাষ্ট্রাশ্চ গোপরাষ্ট্রা করীতয়ঃ।"
(ভারত ৬।৯ অঃ)

গোপরিচর্য্যা (স্ত্রী) গোঃ পরিচর্য্যা ৬তৎ। গোসেবা, গো প্রতিপালন। হিন্দুশাস্ত্র মতে প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষেই গো প্রতিপালন করা উচিত। পূর্ব্বকালে রাজারাজড়াও গোরু পালন করিতেন। গৃহস্থ মাত্রেই গোরুর দ্বারা উপকৃত। গৃহস্থের এমন কোন ভার নাই। ইহাদের আহার বন্য তৃণ, ও বাসস্থান অরণ্য। আবার যে জল কেহ পান করিতে পারে না, সেই বন্য জলপানেই ইহাদের পরিতৃপ্তি হইয়া থাকে। গোরু প্রতিপালন করিতে গৃহস্থকে বিশেষ কোন আয়াস পাইতে হয় না। অথচ ইহারা চতুর্ব্বর্গ গৃহস্থের মহা উপকার করিয়া থাকে। গোরুর মূত্র ও বিষ্ঠা কৃষি সকলই গৃহস্থের প্রয়োজনীয় ও উপকারী, গৃহস্থ মাত্রেই ইহাদের ঋণে আবদ্ধ। বাল্যকালে জননী ও গাভী এই উভয়ের দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয় বলিয়া উভয়কেই সমান ভাবে ভক্তি করিবে। ব্রহ্মপুরাণের মতে গৃহস্থ প্রতিদিন গোরু পূজা, নমস্কার ও গোরু সেবা করিবে। গোষ্ঠে যাইয়া গাভীদিগকে প্রদক্ষিণ করিলে সসাগরা ভূমণ্ডল পরিভ্রমণের ফল হয়। গোমূত্র, গোময়, ঘৃত দুগ্ধ, দধি ও রোচনা গোরুর এই ছয়টী দ্রব্যই মঙ্গলকর ও সকল পাপনাশক। গোরুর শরীর চুলকাইয়া দিলে সকল পাপের নাশ ও গোরুকে গ্রাস দান করিলে স্বর্গবাস হয়।

পদ্মপুরাণের মতে গোরু দেখিতে পাইলেই "নমো গোভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া নমস্কার করিবে, না করিলে প্রত্যবায় আছে। রঘুবংশে লিখিত আছে যে, রামের পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ দিলীপ স্বর্গ হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়ে সুরভীকে নমস্কার করিতে ভুলিয়াছিলেন, সেই পাপে অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি পুত্ররত্নে বঞ্চিত ছিলেন।

আদিত্যপুরাণের মতে গোরুকে যথাশক্তি লবণ দান করিলে পুণ্যলোকে গমন হয়। যিনি প্রতিদিন অগ্রে কিছু না খাইয়া গাভীদিগকে খাইতে দেন তাঁহার সহস্র গোদানের ফল হয়। দেবীপুরাণে লিখিত আছে যে, মক্ষিকা ও ডাঁশ প্রভৃতি নিবারণের জন্য গোগৃহে ধূম দিতে হয়।

গোগৃহে ধূঁয়া না দিলে গোপালক মক্ষিকালীন নরকে গমন করে এবং নরকের ভীষণ মক্ষিকাগণ তাহার চর্ম্ম ছিঁড়িয়া রক্তপান করিয়া থাকে। গোরুর বাছুর মরিয়া গেলে আর তাহাকে দোহন করিবে না। করিলে সেই নরাধমকে নরকে বাস করিয়া ক্ষুধায় হাহাকার করিতে হয় (১)।

(১) "গোপালকো যদা গোষ্ঠে ধূমং নকারয়েৎ।
মক্ষিকালীননরকে মক্ষিকাভিঃ স ভক্ষ্যতে॥
মৃতবৎসাং তু গাং যত্ত দোগ্ধি দিবসে নরঃ।
বাহিতাঃ সাকিনং তিষ্ঠেৎ ক্ষুধার্তো বৈ নরাধমঃ॥" (দেবীপুরাণ)

মহাভারতের মতে—তৃষ্ণার্ত্ত গো জলপান করিতে আরম্ভ করিলে যে ব্যক্তি তাহায় বাধা দেয়, তাহাকে ব্রহ্মঘাতক বলে, যিনি শীত ও বায়ুরোধক গোগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তাঁহার সাতকুল উদ্ধার হয় (২)।

গৃহস্থের নিজগৃহে কুলক্ষণা গাভী উৎপন্ন হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না। শীতকালে অনাথ গোরুগণের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া উচিত (৩)।

গাভী প্রসব করিলে প্রথম দুইমাস দোহন করিবে না, বাছুরকে খাওয়াইবে। তৃতীয় মাসে দুইটী বাঁট দোহন করিবে, অপর দুটী বাছুরকে খাইতে দিবে। চতুর্থ মাস হইতে তিনটী বাঁট দোহন করিতে হয় (৪)। কিন্তু দোহন করিলে যদি গাভী কোনরূপ কষ্ট অনুভব করে, তবে একেবারেই দোহন করিতে নাই। আষাঢ়ী, আশ্বিনী ও পৌষ পূর্ণিমায় গোদোহন করিবে না, বৎসকে খাইতে দিবে। যুগাদি, যুগান্ত, ব্যতীপাত, বিষুব, সংক্রান্তি, উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন প্রবৃত্তির দিন চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণে এবং পূর্ণিমা, অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী, দ্বাদশী ও অষ্টমী তিথিতে গোরুর পূজা করিবে এবং চারি পল লবণ, ৮ পল ঘৃত, ১৬ পল অথবা দুগ্ধ, ও ৩২ পল শীতল জল গোরুকে খাইতে দেওয়া উচিত। কিন্তু রুচি ও দ্রব্যের পরিমাণ অনুসারে আহারীয় পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে হয়। প্রাতে লবণ ও তৎপরে জল ও তাহার পরে তৃণ খাইতে দিতে হয়। রাত্রিতে গোগৃহে দীপ, গীতবাদ্য ও পৌরাণিককথার প্রসঙ্গ করিবে। মনুষ্যমাত্রেই গোদিগকে তৃণ জলাদি দ্বারা প্রতিপালন, পূজা ও প্রাণের সহিত ভক্তি করা উচিত এবং দাঁড়াইতে বসিতে খাইতে শুইতে সর্ব্বদাই মনে মনে এই মন্ত্রটী চিন্তা করিবে। মন্ত্র যথা—

"তৃণোদকাদ্যৈর্ম্মনস্যৈর্ম্মত্যাঃ ক্রীড়ন্ত গাবঃ সতৃষাঃ সবৎসাঃ।
ক্ষীরং প্রযুঞ্জন্তু সুখং স্বপন্তু শীতাতপব্যাধিভয়ৈর্বিমুক্তাঃ॥"

এই প্রকার গোপরিচর্য্যা করিলে ঐহিক সুখভোগ ও পরকালে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। (ব্রহ্মপুরাণ)

সর্ব্বদা সন্তোষের সহিত গোরুকে ঘাস খাইতে দিবে। তাড়ন, আক্রোশ বা ক্রোধ প্রদর্শন করিবে না। গোময় বা গোমূত্রে কখনও ঘৃণা করিবে না। শুষ্ক কার্য্য দ্বারা সর্ব্বদাই

(২) "গোকুলস্য তৃষার্ত্তস্য জলার্থে বসুধাধিপঃ।
উৎপাদয়তি যো বিঘ্নং তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্॥
কৃত্বা গবার্থে শরণং শীতবাতসহং মহৎ।
আসপ্তমং তারয়তি কুলং ভরতসত্তম॥" (মহাভারত)

(৩) "অনাথানাং গবাং যত্নাৎ কার্য্যস্ত শিশিরে মঠঃ॥" (ব্রহ্মপুরাণ)

(৪) "দ্বৌমাসৌ পায়য়েদ্বৎসং তৃতীয়ে দ্বিস্তনং দুহেৎ।
চতুর্থে ত্রিস্তনং নৈব যথা ভাগং যথাবলম্॥" (হারীত)

গোগৃহ পরিষ্কার করিবে। গ্রীষ্মকালে শীতল গাছের ছায়ায় ও শীতকালে গরম ও কর্দ্দমবিহীন গৃহে গোরু রাখিবে। বর্ষা ও শিশিরকালে আলোক ও বায়ুবিহীন গৃহে রাখিতে হয়। উচ্ছিষ্ট, মূত্র, বিষ্ঠা, কফ, কাশ বা অন্য কোনরূপ মল গোগৃহে পরিত্যাগ করিবে না। রজস্বলা, কুলটা বা নীচজাতিকে গোগৃহে প্রবেশ করিতে দিতে নাই। কখনও গোবৎসদিগকে লঙ্ঘন করিবে না। গোশালার নিকটে ক্রীড়া করা নিষিদ্ধ। জুতা পায়ে অথবা হাতী ঘোড়া বা গাড়ী, পাল্কী প্রভৃতি যান আরোহণ করিয়া গোরুর মধ্যে গমন করিবে না। নগ্নভাবে পায় হাঁটিয়া গোগৃহে বা গোরুর মধ্যে যাইতে হয়। পিতা ও মাতার ন্যায় শ্রদ্ধার সহিত গোদিগকে প্রতিপালন করিবে (৫)। মহাকোলাহল, ঘোর দুর্দ্দিন ও দেশে বিপ্লব উপস্থিত হইলে গোদিগকে তৃণ ও শীতল জল খাইতে দিতে হয়। (ব্রহ্মপুরাণ)

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, রাজাদিগের পক্ষে গোরু প্রতিপালন করা উচিত। গোময় ও গোমূত্রে অলক্ষীর বিনাশ হয়। ইহাতে কখনও ঘৃণা করিবে না। যে কয়টী গোরু প্রতিপালন করিতে গৃহস্থের কষ্ট না হয়, সেই কয়টী প্রতিপালন করিবে, কখনও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গোরু কষ্ট না পায়, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। যাহার গৃহে গোগণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া রোদন করে, সেই ব্যক্তির নরক হয়। পরের গোরুকে গ্রাস দান করিলে অধিক পুণ্য হয়। সমস্ত শীতকালে পরের গোরুকে গ্রাসদান এবং আটবৎসর পর্য্যন্ত অগ্রভক্ত প্রদান করিলেও স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। গোরুর গৃহে শীতনিবারণের উপায় ও জল খাইবার পাত্রে জল পূর্ণ করিয়া দিলে বরুণলোকে যাইয়া অপ্সরাগণের সহিত নৃত্যগীত করিতে পারে। ভূমিতে গোচারণ করা হয়, সেই ভূমি কর্ষণ করিবে না, সিংহ ব্যাঘ্র, ভয়ত্রস্ত এবং পঙ্ক বা জলমগ্ন গোরু উদ্ধার করিলে এক কল্প পর্য্যন্ত স্বর্গভোগ হইয়া থাকে। বাড়ীতে একটী মাত্র গোরু থাকিলেও রজস্বলা স্ত্রীর কখনও গর্ভদোষ হইতে পারে না এবং সেই বাড়ীর মৃত্তিকা কোনরূপ দূষিত হইলে তাহাও ভাল হইয়া যায়। গোরুর নিঃশ্বাস বায়ুতে সেই ভবনটী সর্ব্বদাই পবিত্র থাকে। গোরুর অস্থি কখনও লঙ্ঘন করিবে না। গোরু মরিলে তাহার গন্ধ পরিত্যাগ করিবে না, সেই গন্ধ যত দূর যায়, ততদূর পর্য্যন্ত পবিত্র হইয়া থাকে। জননীর ন্যায় গাভীগণও সর্ব্বদা রক্ষণীয়, পূজনীয় ও পালনীয়। যে ব্যক্তি ইহাদিগকে তাড়না করে, তাহার রৌরব নরক হয়। গাভী কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া আঘাত করিতে উদ্যত হইলে যে ব্যক্তি "জয় মাতঃ" এই বলিয়া স্থির থাকিতে পারে, তাহাকে কোনরূপ তাড়না করে না, সে পরমপদ পাইয়া থাকে। (হেমাদ্রি—দানখণ্ড)

(৫) "মাতঃ কুলপ্রসূতাঃ পাল্যা শ্রদ্ধয়া পিতৃমাতৃবৎ।" (ব্রহ্মপুরাণ)

গোপবন (ক্লী) গোপভূয়িষ্ঠং বনং মধ্যলো°। ১ যে বনে অনেক গোয়ালা বাস করে। (পুং) ২ একজন ঋষি। (কাত্যা° শ্রৌ° ১০।২,২১)

গোপবনাদি (পুং) গোপবন আদির্যস্য বহুব্রী। পাণিনীয় একটী গণ। এই গণের উত্তরবর্ত্তী অপত্য প্রত্যয়ের লোপ হয় না। (ন গোপবনাদিভ্যঃ। পা ২।৪।৬৭) গোপবন, শিগ্রু, বিন্দু, ভাজন, অশ্বাবতান, শ্যামাক, শ্যামক, শ্যাপর্ণ, হরিত, কিন্দাস, বহ্যস্ক, অর্কলূষ, বধ্যোগ, বিষ্ণু, বৃদ্ধ, প্রতিবোধ, রথীতর, রথন্তর, গবিষ্ঠির, নিষাদ, শবর, অলস, মঠর, মৃড়াকু, স্পৃপাকু, মৃদু, পুনর্ভূ, পুত্র, দুহিতৃ, ননান্দৃ, পরস্ত্রী ও পরশু।

গোপবরম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির কড়াপা জেলার অন্তর্গত একখানি গণ্ডগ্রাম। প্রাদ্দটুর হইতে ৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানকার আঞ্জনেয়স্বামীর মন্দিরে ৩ খানি পুরাতন শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

গোপবল্লিকা (স্ত্রী) গোপবল্লী-স্বার্থে কন্ টাপ্ পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। গোপবল্লী।

গোপবল্লী (স্ত্রী) গাং পাতি গো-পা ক টাপ্। গোপাচাসৌ বল্লীচেতি কর্ম্মধা°। ১ মূর্ব্বা। ২ শারিবা। (রাজনি°) ৩ শ্যামালতা। (শব্দরত্নাবলী)

গোপস্ (ত্রি) গুপ্-অসুন্। রক্ষিতা, রক্ষক। "সলপার ভুবনস্য গোপাঃ" (ছান্দো° উ°।) 'গোপাঃ-রক্ষিতা' (ভাষ্য)

গোপা (স্ত্রী) গাং পাতি পা-ক-টাপ্। ১ শ্যামলতা। (শব্দরত্না°), (ত্রি) গাং পাতি পা-ক্বিপ্। ২ গোরক্ষক। (মুগ্ধবো°)

৩ শাক্য কিঙ্কিণীশ্বরের কন্যা এবং সিদ্ধার্থবুদ্ধের পত্নী। বোধিসত্ত্ব একদিন পথে অভ্যাগত হইয়েছেন, এমন সময় গোপা ছাদের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতেছিলেন। বুদ্ধদেব গোপার মনোহর রূপে মুগ্ধ হইয়া তথায় রথ রাখিয়া তাঁহার রূপের ছটা দেখিয়াছিলেন। সিদ্ধার্থকে এইরূপে মোহিত দেখিয়া লোকে গোপার কথা রাজা শুদ্ধোদনকে জানাইলেন। রাজা গোপাকে আনিয়া নিজ পুত্রের সহিত বিবাহ দিলেন। তোটগ্রন্থ 'দুব' পাঠে জানা যায় যে, যখন বুদ্ধদেব শ্রাবস্তী নগরে ছিলেন, সেইজন্ত গোপাকে বরণ মানসে কপিলবস্তু নগরে আসিয়া গোপার হস্ত-ধারণ করেন। গোপা সেই সময় এত জোরে মুচড়াইয়া ধরিলেন যে তাঁহার হাত হইতে কিন্তু

দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। পরে গোপা তাহাকে বাটীর ছাদ হইতে নিয়ে বোধিসত্ত্বের "মোদ-সরোবরে ফেলিয়া দিলেন। শাক্যসিংহের সন্ন্যাসগ্রহণের পর ইনিও ভিক্ষু আশ্রম গ্রহণ করেন। স্থূল গ্রন্থে বুদ্ধদেবের যশোধারা, গোপা ও মৃগদজা প্রভৃতি তিনজন স্ত্রীর উল্লেখ আছে। লিকসার সাহেব বলেন যে গোপার অপর একটি নাম যশোধারা। [যশোধারা দেখ।]

গোপাঙ্গনা (স্ত্রী) গোপস্যাঙ্গনা ৬তৎ। ১ গোপস্ত্রী, গোপী। গোপানাং অঙ্গনেব দিব্যা। ২ শারিবা, চলিত কথায় অনন্তমূল বলে। (বাগ্ভট)

গোপাজিহ্ব (ত্রি) [বৈ] গোপা গোপ্ত্রী 'মা বিভীত' ইতি ব্যাখ্যাকারিণী জিহ্বা যস্য বহুব্রী। যাহার জিহ্বা 'ভয় নাই' এই কথা উচ্চারণ করে।

"গোপাজিহ্বস্য তস্থুষো বিরূপা।" (ঋক্ ৩।৩৮।৯) গোপা জিহ্বস্য গোপ্ত্রী জিহ্বা মা বিভীতেত্যাদৃশী বাগ্ যস্য।" (ভাষ্য।)

গোপাটবিক (পুং) গোপাল, যে বনে বনে গোরু চরাইয়া বেড়ায়।

গোপাতীর্থ, বৌদ্ধদিগের তীর্থবিশেষ। অবদানকল্পলতা গ্রন্থে লিখিত আছে যে, দেবদত্ত যশোধারার ভালবাসা প্রার্থনা করিলে, যশোধারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। ইহাতে দেবদত্ত যশোধারার চিরশত্রু হইয়া উঠিল এবং ক্রমাগত ২১ বৎসর কাল তাঁহার প্রাণ নাশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। এক সময়ে দেবদত্ত যশোধারাকে পুষ্করিণী মধ্যে নিক্ষেপ করে। যশোধারা প্রাণে বাঁচিলেন এবং ঐ পুষ্করিণী 'মৃত সর্পরাজ কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া পিতৃসদনে প্রেরিত হন। উক্ত পুষ্করিণী যশোধারার অপর নামে গোপাতীর্থ বলিয়া বহু কাল প্রসিদ্ধ ছিল।

গোপাদিত্য (পুং) ১ কাশ্মীরের একজন রাজা। ২১০২ কল্যব্দে বা ৪০০ পূর্ব খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন, ইনি অতি সুশৃঙ্খলায় রাজ্যশাসন ও ব্রাহ্মণদিগকে অনেক ভূমি দান করেন।

২ সুভাষিতাবলী ধৃত একজন প্রাচীন কবি।

গোপাধ্যক্ষ (পুং) গোপানামধ্যক্ষঃ ৬তৎ। গোপালকদিগের কর্তা, গোপপতি। "গোপাধ্যক্ষো ভয়ত্রস্তো রথমারুহ্য সত্বরঃ।" (ভারত ৪।৩৫ অঃ)

গোপানসী (স্ত্রী) গাং জলং পাতি নিবারয়তি গোপানাং ছাদং কৃন্নতি প্রাপ্নোতি গোপান-সিধ্-ক্ত-ঙীপ্। ১ বড়ভী, ঘরের চালের বা ছাদের নিম্ন বক্রকাষ্ঠ, পাইল। অমরটীকা সারসুন্দরীর মতে গৃহের অগ্রভাগে স্থিত বক্র কাষ্ঠ, যাহাকে চলিত কথায় মুদলী বলে। ২ পটলের অবস্থিত বংশপঞ্জর। (ভরত) ৩ কর্ণিকাবিরুদ্ধিকাষ্ঠ। ৪ বক্রীভূত ধারণকাষ্ঠ। (অমরটীকা, ভরত)

"গোপানসীষু ক্ষণমাস্থিতানাম্" (মাঘ ৩।৫৩)

গোপায়ক (ত্রি) গোপায়তি গুপ্-আয়-ণ্বুল্। রক্ষক। গোপায়কানাং ভুবনত্রয়স্য" (কিরাত°)

গোপায়ন (ক্লী) গুপ্-আয় ভাবে-ল্যুট্। ১ গোপন। "গোপায়নং প্রকুরুতে জগতঃ সার্বলৌকিকম্।" (হরিবংশ ৪ অঃ।) (ত্রি) গোপায়তি গুপ কর্তরি ল্যুট্। ২ রক্ষক।

"গোপানাং হসাংশ্চৈর্বৈর্গোপায়নৈর্বৃতঃ।" (ভারত ৪৭ অঃ)

গোপায়িত (ত্রি) গুপ আয় কর্মণি ক্ত। ১ রক্ষিত। (অমর) (ক্লী) গুপ আয় ভাবে-ক্ত। ২ গোপন।

গোপায়িতৃ (ত্রি) গুপ আয়-তৃচ্। রক্ষক।

গোপাল (পুং) গাং ভূমিং পশুবিশেষং পালয়তি পালি-অণ্, উপস°। ১ রাজা। ২ গোরক্ষক, গোপালক। ৩ সংকীর্ণ জাতিবিশেষ। পরাশরের মতে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ভে গোপালের উৎপত্তি। ইহাদের অন্ন ব্রাহ্মণের ভোজ্য।

"ক্ষত্রিয়াৎ শূদ্রকন্যায়াং সমুৎপন্নস্তু যঃ সুতঃ।
স গোপাল ইতি জ্ঞেয়ো ভোজ্যো বিপ্রৈর্ন সংশয়ঃ॥" (পরাশর)

এখন দাক্ষিণাত্যের মান্দ্রাজ ও বেলগাম জেলায় এই জাতীয় অনেকের বসবাস আছে। কোথাও কোথাও ইহারা—"গোল্ল" নামে পরিচিত। ইহারা তেলগু ভাষায় কথা কহিয়া থাকে।

ইহাদের দেখিতে কৃষ্ণকায়, আকৃতি মধ্যম, মুখ লম্বা, ঠোঁট পুরু, গাল তোবড়ান এবং গলা সরু ও লম্বা। সকলেই মাথায় টিকী, অল্পদাড়ী ও গোঁফ রাখে। সাধারণতঃ দাল ও রুটী খায়, মৎস্য, ছাগ, ভেড়া, খরগোস, মুর্গীও শিকার করিয়া অন্যান্য মাংসও খাইয়া থাকে। মাদকতার জন্য ইহারা তাড়ি, গাঁজা ও তামাকু সেবন করে। ইহারা যাদু এবং নানা প্রকার গাছগাছড়া হইতে ঔষধ প্রস্তুত করিতে জানে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা এবং বালকবালিকারা গৃহে থাকিয়া মাদুর তৈয়ার করে এবং বাজারে বিক্রয় করিয়া আসে।

ইহারা ব্রাহ্মণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি রাখে এবং বিবাহাদি কর্মে তাঁহাদিগকে পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করে। কেবলমাত্র বিবাহেই ইহাদের জাতিভোজ হইয়া থাকে। ইহারা সকল হিন্দু দেব-দেবীরই পূজা করে, এতদ্ব্যতীত মারুতী, খ্যাণ্ডোব, মশৌব ও যল্লমা দেবীর মূর্তি নিজ নিজ গৃহে রাখিয়া পূজা করিয়া থাকে।

পুত্র প্রসূত হইলে ইহারা পঞ্চমি দেবীর পূজা এবং নবমদিনে পুত্রের নামকরণ করে। ইহারা শব পুড়াইয়া রাখে

ও ৫ সপ্তাহ কাল অশৌচ গ্রহণ করে। নিকটস্থ পুরোহিতেরা আসিয়া শাঁখ বাজাইয়া ইহাদের অশৌচ দূর করে।

৪ বিষ্ণুর অবতারবিশেষ, নন্দনন্দন। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, ইনি সর্ব্বদাই বালকমূর্ত্তি ধারণ করেন। ইঁহার নবীন জলধরের ন্যায় শরীরের বর্ণ। গোপকন্যাগণ ও গোপবালকগণ সর্ব্বদাই ইঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে। ইনি গোপবেশ পরিধান করেন। ইঁহার মুখখানি সর্ব্বদাই মৃদুমধুর হাস্যযুক্ত। পরিধানে পীতবাস। ইনি বৃন্দাবনের কদম্বমূলে উপবেশন করিতে ভালবাসেন। শৈব শাক্তের ন্যায় অনেকে এই বালগোপালের উপাসনা করেন। জগদীশ তর্কালঙ্কার ও গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ায়িক গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে ইঁহারই বালগোপালের নমস্কার করিয়াছেন। তন্ত্রসারে ইঁহার উপাসনা-প্রণালী প্রভৃতি লিখিত আছে।

গোপালের ধ্যান—

"অব্যাদ্ ব্যাকোষ নীলাম্বুজরুচিরকপালোজ্জ্বলেন্দ্রোজ্জ্বলো
বালো জঙ্ঘাকটীরস্থলকলিতরণৎ কিঙ্কিণীকো মুকুন্দঃ।
দোর্ভ্যাং হৈয়ঙ্গবীনং দধদতিবিমলং পায়সং বিশ্ববন্দ্যো
গোগোপীগোপবীতোরুরুনখবিলসৎকণ্ঠভূষশ্চিরং বঃ।"

(তন্ত্রসার)

৫ রাজা কীর্ত্তিবর্ম্মদেবের প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি, ইঁহারই যত্নে প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক রচিত হয়।

গোপাল, বিদেহরাজ বিরূঢ়কের মন্ত্রী, সকলের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সকল বিদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সপুত্র বৈশালী নগরে আসিয়া বাস করেন। গোপাল সাহসী ও বীর ছিলেন। ইনি লিচ্ছবিদিগের উপবন ধ্বংস করেন। তাঁহাকে দমন করিয়া রাখিবার জন্য, সাধারণ সভা হইতে তাঁহাকে ও তদীয় ভ্রাতা সিংহকে একখানি উপবন দান করা হয়। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে যে, বুদ্ধদেব বৈশালী হইতে গোপাল ও সিংহের শালবনে আসিয়াছিলেন। সকলের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সিংহ পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। গোপাল আপনাকে উপেক্ষিত ভাবিয়া বৈশালী পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজগৃহে আসিয়া বিম্বিসার রাজার প্রধান মন্ত্রী হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে রাজা বিম্বিসার গোপালের ভ্রাতৃকন্যা বাসবীকে বিবাহ করেন।

গোপাল, এই নামে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়।

১ একজন ধর্ম্মশাস্ত্রকার, স্মৃতিতত্ত্বে রঘুনন্দন ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

২ কুবলয়ানন্দকার-অপ্পয়দীক্ষিতের পিতামহ ও মাধবের পিতা, ইনি কলাপতন্ত্রের টীকা ও কাব্যকৌমুদী রচনা করেন।

৩ সংস্কৃত চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা।

৪ দ্রব্যগুণ নামে বৈদ্যক গ্রন্থপ্রণেতা, ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হয়। ইনি চক্রপাণি ও নারায়ণ কৃত দ্রব্যগুণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৫ পঞ্চোপাখ্যানরচয়িতা।

৬ একজন জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি ভাস্বতীর টীকাকার।

৭ বিবেকামৃত নামে বৈদান্তিক গ্রন্থরচয়িতা।

৮ শারদাশতরূপদূতাবলী নামে গ্রন্থকার।

৯ তর্কশাস্ত্রের একজন টীকাকার।

১০ বিষমার্থদীপিকা নামে সারস্বত ব্যাকরণের একজন টীকাকার।

১১ বিবাদতাণ্ডবের একজন সংগ্রহকার।

১২ রাজানক গোপাল নামে খ্যাত। ইনি দীনাক্রন্দনস্তোত্র, ব্রহ্মর্ষিবংশাষ্টক, মহারাজস্তব ও শিবমালাকাব্য প্রণয়ন করেন।

১৩ "পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য গোপাল" নামে খ্যাত, গণপতি ও নৃসিংহের গুরু, সায়ণাচার্য্য সম্মানে ইঁহার নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইনি অনেক বৈদিকগ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে এই কয়খানি পাওয়া যায়—আপস্তম্বসূত্রবিবরণ, আপস্তম্বস্থহস্ত, কাত্যায়নপরিশিষ্টসূত্রাধ্যায়ভাষ্য, গোপালকারিকা, বৌধায়নীয় চাতুর্মাস্যপ্রয়োগকারিকা, দর্শপূর্ণমাসাদিকারিকা, পশুযাগটীকা, বৌধায়নীয় পশুপ্রয়োগকারিকা, প্রায়শ্চিত্তকারিকা, বৌধায়নীয়শ্রৌতসূত্রবিবরণ, অবধানসূত্রটীকা, যজ্ঞপ্রায়শ্চিত্তবিবরণ, শ্রৌতকারিকা, সোমকারিকা।

গোপাল আচার্য্য, ১ আদেশকৌমুদীখণ্ডন নামে একখানি বেদান্ত-রচয়িতা। ২ বিষ্ণুপূজাক্রম নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার।

গোপালক (ত্রি) গাং পালয়তি পালি ণ্বুল্ অচ্। ১ গোরক্ষক। ২ ভূপাল। (পুং) ৩ শিব। (ত্রিকাণ্ড°) গোপাল শব্দে কন্। ৪ নন্দনন্দন। ৫ চণ্ডমহাসেন নরপতির একপুত্র। (কথাসরিৎ)

গোপালকক্ষা (স্ত্রী) গোপালানাং কক্ষেব। ১ ভারতবর্ষের পশ্চিমভাগে অবস্থিত একটী প্রদেশ।

"কক্ষা গোপালকক্ষাশ্চ জাঙ্গলাঃ কুরুবর্ণকাঃ। (ভারত ৬।৯ অঃ)

(পুং) তদ্দেশবাসী।

"ততো গোপালকক্ষাংশ্চ সোত্তমানপি কোশলান্।

(ভারত ২।২৯ অঃ)

গোপালকচ্ছ পাঠও দৃষ্ট হয়।

গোপালকর্কটী (স্ত্রী) গোপালস্য গোরক্ষকস্য প্রিয়া কর্কটী। ক্ষুদ্র কর্কটী, বাঘালপশ্যা, হিন্দীতে গোয়াল-কাকড়ী কহে।

পর্য্যায়—বন্ধ্যা, গোপকর্কটিকা ক্ষুদ্রেবারু, ক্ষুদ্রফলা, চিভিটা। ইহার গুণ—শীতবীর্য্য, মধুর, পিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, মেহ, দাহ ও শোষনাশক। (রাজনি০)

গোপালকবি, ১ একজন বিখ্যাত হিন্দী কবি। ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। ইনি রাজা বিক্রমজিৎ সিংহের সভাকবি ছিলেন। ২ বাঘেলখণ্ডের অন্তর্গত রেবো (রেবা) নিবাসী এক জন কবি। ইনি জাতিতে কায়স্থ এবং রেবোর মহারাজ বিশ্বনাথসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। প্রায় খৃষ্টীয় ১৮৩০ অব্দে গোপাল পচিশি নামে একখানি প্রসিদ্ধ হিন্দী গ্রন্থ রচনা করেন। ৩ আনন্দলহরী নামক সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।

গোপালকৃষ্ণ, ১ একজন বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি অবাধিশতী, আর্য্যাবর্ণমালিকা, নৃসিংহস্তব, উমামহেশ্বরাষ্টক, কুমারকর্ণামৃত, দুর্গানবরত্ন, দেবীনবরত্ন, পঞ্চদশবর্ণমালিকা, বাসুদেবদ্বাদশাক্ষরী, বাসুদেবনন্দিনীচম্পু, বীররাঘবস্তব, বেঙ্কটাদ্রিনাথাষ্টক, সৌভাগ্যলহরী প্রভৃতি রচনা করেন। ২ রসেন্দ্রসারসংগ্রহ নামে বৈদ্যক গ্রন্থকার।

গোপালকেশব (পুং) কৃষ্ণের মূর্ত্তিভেদ।

গোপালগঞ্জ, ১ মৈমনসিংহ? ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ২৩° ২২´´ উঃ, দ্রাঘি০ ৮৯° ৫২´ পূঃ। মধুমতী নদীতীরে অবস্থিত। ধান, লবণ, পাট, দধি ও শীতলপাটীর ব্যবসায় জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ। ২ দিনাজপুরের অন্তর্গত এক গণ্ডগ্রাম, এখানে এক অতি সুন্দর দেবমন্দির আছে।

গোপালগিরি, একটী গিরি। সংস্কৃত জ্যোতিগ্রন্থ যন্ত্ররাজমতে ইহা ২৭।২৯ অক্ষাংশে অবস্থিত।

গোপাল চক্রবর্ত্তী, একজন বিখ্যাত টীকাকার। ইহার কৃত ভাগবত ৭ অধ্যাত্মরামায়ণের টীকা প্রচলিত আছে।

গোপালচন্দ্র সাহু, একজন বিখ্যাত হিন্দীকবি। প্রসিদ্ধ হিন্দীকবি হরিশ্চন্দ্রের পিতা। ইহার অপর নাম গিরিধর দাস বা গিরিধর বনারসী। ইনি দশাবতারকাব্য ও ভাষাভূষণের ভারতীভূষণ নামে তিলিটীকা রচনা করেন।

গোপাল ভট্টাচার্য্য, একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক, ইনি সংস্কৃতভাষায় অনেক ন্যায়গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে এইগুলি পাওয়া যায়—

অনুপলব্ধিবাদ, অনুমিতিমানসত্ববিচার, অভাববাদ, আত্মব্যাপ্তিসিদ্ধিবাদ, ঈশ্বরবাদ, ঈশ্বরানুমানবাদ, একত্বসিদ্ধিবাদ, কারণতা ও জ্ঞানকারণবাদ, ক্ষণভঙ্গবাদ, নব্যমতবাদ, পরামর্শবাদার্থ, বাধবুদ্ধিবাদ, রাজপুরুষবাদ, বাদভিত্তিক, বাদকলিকা, বিধিবাদ, বিষয়শিক্ষাবাদ, সমাধিবাদ, সাদৃশ্যবাদ।

গোপালচম্পূ (স্ত্রী) জীবগোস্বামীকৃত একখানি চম্পূ, ইহাতে গোপালচরিত্র বর্ণিত আছে।

গোপালতাপনীয় (ক্লী) গোপালতাপনীয়ঃ সোহস্যাবক্তব্যতা। উপনিষদ্বিশেষ। কোন কোন স্থলে গোপালতাপন নামে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য, জীবগোস্বামী, নারায়ণ, বিশ্বেশ্বর প্রভৃতি রচিত গোপালতাপনীয় ভাষ্য অথবা টীকা পাওয়া যায়।

গোপালদাস, ১ পারিজাতহরণ নামক সংস্কৃত নাটক রচয়িতা এবং ছন্দোমঞ্জরীকার গঙ্গাদাসের পিতা।

২ বৈদ্যসারসংগ্রহ নামে সংস্কৃত চিকিৎসাগ্রন্থপ্রণেতা।

৩ কৌতুক নামে সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা, ইহার পিতার নাম রামভদ্র।

৪ ভক্তিরত্নাকর নামক বৈষ্ণব গ্রন্থকার, ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে ঐ গ্রন্থ রচিত হয়।

৫ বল্লভাখ্যান নামক প্রাকৃত গ্রন্থকার।

৬ একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থকার, সিদ্ধেশ্বরের পুত্র ও রামরামের পৌত্র। ইনি ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে যোগামৃত নামে সংস্কৃত চিকিৎসাগ্রন্থ ও পরে সুবোধিনী নামে তাহার টীকা রচনা করেন।

৭ একজন স্মার্ত্তপণ্ডিত, ইহার উপাধি সিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য। ইহার রচিত ব্যবহারালোক নামে স্মৃতিসংগ্রহ পাওয়া যায়।

৮ ব্রজের একজন হিন্দীকবি। ইনি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। কৃষ্ণানন্দব্যাসদেব ইহার রচিত কয়েকটী পদ রাগকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

গোপালদেব, ১ বোদামযুতার রাষ্ট্রকূটবংশীয় একজন রাজা, রাজা ভুবনপালের পুত্র।

২ তোজপ্রবন্ধবর্ণিত কুণ্ডিন নগরের একজন কবি।

৩ একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ, অপর নাম মহাদেব, লক্ষ্মণের পুত্র ও কৃষ্ণদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি পরিভাষেন্দুশেখর, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তভূষণ, লঘু বৈয়াকরণসিদ্ধান্তভূষণ ও লঘুশব্দেন্দুশেখরের টীকা রচনা করেন।

গোপাল দেশিকাচার্য্য, একজন বিখ্যাত সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত। ইনি সংস্কৃত ভাষায় নিক্ষেপচিন্তামণি ও সারস্বামিনী নামে বেদান্ত, রামনবমীনির্ণয় ও আহ্নিকপদ্ধতি প্রণয়ন করেন।

গোপালধানী (স্ত্রী) গোপালো ধীয়তেহত্র যা আধারে ল্যুট্ ঙীপ্। গোষ্ঠ। এই শব্দটীর সহিত পুন্নাম শব্দের সমাস হইলে পুন্নাম শব্দের পরনিপাত হয়। (পা ২।২।৩১)

গোপালনগর, যশোর নদীয়া জেলার অন্তর্গত এক গ্রাম্বিশা-

প্রধান নগর। অক্ষা° ২৩° ৩´ ৫০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ৪৮´ ৪০´´ পূঃ এখানে অনেক দোকানপাট ও আড়ত আছে।

গোপালনন্দবাণীবিলাস, ভগীরথমিশ্রের পুত্র, ইনি সারাবলী নামে কুমারসম্ভবের একখানি উৎকৃষ্ট টীকা লিখিয়াছেন।

গোপালনায়ক, ভারতবর্ষের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ গায়ক দাক্ষিণাত্যে ইহার জন্মস্থান। সুলতান আলাউদ্দীন্ সিকন্দর সানীর রাজত্ব সময়ে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইনি গায়ক আমীর খুস্রুর সমসাময়িক ছিলেন। ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে আমীরের মৃত্যু হয়। প্রবাদ আছে, যখন গোপাল দিল্লীর রাজসভায় যাইয়া গীত গাহেন, তখন দিল্লীতে তাঁহার মত শ্রেষ্ঠ গায়ক কেহ ছিল না। সম্রাট্ আপন গায়ক আমীর খুস্রুকে নিজ সিংহাসনের নিম্নে লুকাইয়া গোপালকে গাহিতে আদেশ করেন। আমীর গুপ্তস্থান হইতে গোপালের গীত ও সুর তান অভ্যাস করিয়া লইয়াছিলেন এবং পরদিন গোপালের অনুকরণে আমীর "কোয়াল" ও "তরাণ" গাহিয়া সভাস্থ সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। গোপালও ইহাতে বিশেষ আশ্চর্যান্বিত হন। এই সময় হইতে গোপালের গৌরব কতকটা খর্ব্ব হয়।

গোপাল ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, বঙ্গদেশীয় একজন বিখ্যাত স্মার্ত্তপণ্ডিত। রঘুনন্দনের প্রায় দুইশত বর্ষ পরে নবদ্বীপে বৈদিক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে আপন সভাসদ্ নিযুক্ত করেন। তিনি তৎকালীন ইংরাজ গবর্মেণ্টেরও একজন ব্যবস্থাপক ছিলেন, তজ্জন্য মাসিক বৃত্তি পাইতেন। ঢাকার রাজা রাজবল্লভ বিধবাবিবাহ প্রচলনমানসে নানাস্থানের পণ্ডিতগণের মত লইয়া নবদ্বীপে কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় লোক প্রেরণ করেন, কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে প্রথমে অপরাপর পণ্ডিতেরা বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করেন, কিন্তু ন্যায়পঞ্চাননের বিচারে বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা ও দেশাচারবিরুদ্ধতা প্রতিপন্ন হওয়ায় নবদ্বীপে কেহই বিধবাবিবাহের আনুকূল্যে মত দিতে পারেন নাই, তজ্জন্য তৎকালে রাজবল্লভের অনেক চেষ্টাতেও বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইল না।

গোপাল রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের সমালোচনা এবং প্রাচীন ও নব্যস্মৃতির মতামত উদ্ধৃত করিয়া "নির্ণয়" নামে অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে আচারনির্ণয়, উদ্বাহনির্ণয়, কালনির্ণয়, তিথিনির্ণয়, দায়নির্ণয়, প্রায়শ্চিত্তনির্ণয়, বিচারনির্ণয়, শুদ্ধিনির্ণয়, শ্রাদ্ধাধিকারনির্ণয়, সংক্রান্তিনির্ণয় ও সম্বন্ধনির্ণয় গ্রন্থ পাওয়া যায়। এই গোপালের বংশে প্রসিদ্ধ দেবীতর্কালঙ্কার ও রামনাথসভাভূষণ জন্মগ্রহণ করেন।

গোপালপণ্ডিত, গৃহভাষা ও প্রায়শ্চিত্তকদম্ব নামে সংস্কৃত গ্রন্থকার।

গোপালপট্টনম্, মান্দ্রাজের বিশাখপত্তন জেলার অন্তর্গত একটী পণ্ডগ্রাম, সর্ব্বসিদ্ধি হইতে ৯ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। গ্রামের পূর্ব্বে ছোট পাহাড়ের উপর 'পাণ্ডবুলমিট্ট' নামে এক পুরাতন মন্দির আছে, প্রবাদ এইরূপ, পাণ্ডবেরা ঐ মন্দির স্থাপন করেন। ইহারই নিকট পাথরের উপর পঞ্চমূর্ত্তি এবং প্রবেশপথে অস্পষ্ট শিলালিপি আছে। মন্দিরের পশ্চিমে ৫টী পাথরকাটা গুহা দেখা যায়।

গোপালপুর, ১ গঞ্জাম্ জেলার প্রধান নগর ও বন্দর। বহরম্পুর হইতে ৫ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৯° ২১´ ৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৫° ১´ পূঃ। এই নগরের দিন দিন সমৃদ্ধি বাড়িতেছে। এখানে প্রতিবর্ষে প্রায় দুই শত জাহাজ আসিয়া লাগে। এখান হইতে য়ুরোপে নানাবিধ শস্যবীজ, শণ, হরিতকী, পশুশৃঙ্গ ও চর্ম্ম রপ্তানী হয়। এখানে ৮০ ফিট উচ্চে আলো দেওয়া হয়, তাহা সমুদ্রে ৪।৫ ক্রোশ দূর হইতে দেখা যায়। এই নগরে ডাকঘর, বাজার প্রভৃতিও আছে।

২ গোদাবরী জেলার অন্তর্গত একখানি গ্রাম, যের্ণগুড়েম্ হইতে ১১ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার পুরাতন বিষ্ণুমন্দিরে অস্পষ্ট শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে।

৩ গোরখপুর জেলার ধুরিয়াপার পরগণার অন্তর্গত একটী গ্রাম। গোরখপুর হইতে ৩৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। গ্রামের পশ্চিমাংশে বিস্তর ঢিপি পড়িয়া আছে, দেখিলেই কোন প্রাচীন নগরের অবস্থান বলিয়া স্থির করা যায়। এই গ্রামে একটী সুন্দর ইটের কেল্লা আছে।

৪ বাঙ্গালা প্রদেশের ত্রিহুত জেলার অন্তর্গত এক পরগণা চৌদ্দখানি জমিদারী ইহার অন্তর্গত। এখানকার জমি নাবাল ও বর্ষাকালে অধিকাংশ ডুবিয়া যায়।

গোপালভট্ট, এই নামে অনেক গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়।

১ গোপালরত্নাকর নামে সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রকার।

২ গোপালপদ্ধতি নামে সংস্কৃত জ্যোতির্গ্রন্থ রচয়িতা।

৩ চৈতন্যভক্ত একজন বৈষ্ণবগ্রন্থকার। ইহার রচিত ভগবদ্ভক্তিবিলাস নামক সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গীয় বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ সমাদৃত।

৪ ভাস্বতীর মিতাক্ষরা নাম্নী টীকাকার।

৫ মীমাংসাতত্ত্বচন্দ্রিকা নামে সংস্কৃত গ্রন্থকার।

৬ সংস্কৃত ভাষায় সানন্দগোবিন্দ নামে নাটককার।

৭ কৃত্যমার্ত্তণ্ডচন্দ্রিকা নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার।

গোপীযন্ত্র, একতার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। শাঙ্কিত পাঁওয়াও সরু গ্রন্থিযুক্ত একটী বংশদণ্ডের গ্রন্থিযুক্ত প্রান্তের ছয় সাত অঙ্গুল পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট অংশ সমান চারিভাগে বিভক্ত করিবে। সেই চারিটীভাগের পরস্পর বিপরীত দুইভাগ কোণওয়া দিয়া অপর দুইটী অংশের প্রান্তে একটী অলাবু-খোল আবদ্ধ করিয়া তাহাতে একগাছি তার দিতে হয়। ঐ তার দুইটী বংশখণ্ডের মধ্যে থাকিবে এবং তারের একটী প্রান্ত অখণ্ডিত বংশদণ্ডে কীলকবদ্ধ ও অপর প্রান্ত অলাবু খোলে আবদ্ধ করিতে হয়। ইহাকে গোপীযন্ত্র বলে। বাউলেরা এই যন্ত্র বাজাইয়া গান করিয়া থাকে।

গোপীমাটি, গোপীচন্দন।

গোপুচ্ছ (পুং) গোঃ পুচ্ছমিব পুচ্ছোঽস্য বহুব্রী। ১ গোলাঙ্গুল নামক বানর। (হেম°) "ঋক্ষবান্ গোপুচ্ছৈর্মার্জারৈশ্চ নিষেবিতম্" (রামায়ণ।) (ক্লী) গোঃ পুচ্ছঃ ৬তৎ। ২ গোরুর লাঙ্গুল। "গোপুচ্ছদেশে নক্ষত্রে। বৃহৎস° ৯৫।৩৫) (পুং) ৩ হারবিশেষ। (অমর)

গোপুটা (স্ত্রী) গোঃ বৃষস্য পুটমস্যাঃ বহুব্রী। বড় এলাচী। (রাজনি°)

গোপুটীক (ক্লী) গোঃ শিববৃষস্য পুটিকং পুটযুক্তং মস্তকং। শিববৃষের মস্তক। (ত্রিকাণ্ড°)

গোপুত্র (পুং) গোঃ পুত্রঃ ৬তৎ। ১ গোবৎস। ২ সূর্য্যপুত্র কর্ণ।

গোপুর (ক্লী) গোঃ স্বর্গবর্ত্মনঃ পুরং যস্মাৎ যদ্বা গোপায়তি রক্ষতি নগরং গুপ্‌ বাহুলকাৎ উরচ্। ১ পুরদ্বার, নগরের ফটক, সহরের গেট (অমর)। ২ কোন কোন আভিধানিকের মতে—দুর্গদ্বার। ৩ দ্বার। (ভরত)

"বপ্রৈকগরুড়প্রখ্যৈর্দ্বারৈঃ সৌধৈশ্চ শোভিতম্।
অভ্রসন্নিভপ্রখ্যৈর্গোপুরৈর্মন্দরোপমৈঃ॥" (ভারত ১।২০৮।৩১)

গবাক্ষেণ নির্গত্য পুরমতি আক্রামতি পৃ-ক। ৪ কৈবর্ত্ত-মুস্তক। (মেদিনী) (পুং) ৫ বৈদ্যশাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিবিশেষ। (সুশ্রুত, সূত্র° ১ অঃ।) ৬ দাক্ষিণাত্যে মন্দিরাদির সম্মুখে নির্ম্মিত সমুচ্চ প্রবেশগৃহবিশেষ। এতদ্রূপ কুম্ভকোণের গোপুর প্রসিদ্ধ। এই গোপুর ১৫০ ফুট উচ্চ; ইহার শিল্পনৈপুণ্য ও চাকচিক্য নিরীক্ষণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। (Fergusson's History of Indian and Eastern Architecture, p. 368)

গোপুরক (ক্লী) গোপুর স্বার্থে কন। ১ গোপুর। (পুং) গোঃ পৃথিব্যাঃ পূরকঃ ৬তৎ। ২ কুন্দুরুকবৃক্ষ। গবাং পূরকঃ ৬তৎ। ৩ যে গোপালন করে।

গোপুরী [গোয়া দেখ।]

গোপুরীষ (ক্লী) গোঃ পুরীষং ৬তৎ। গোময়। (রাজনি°)

গোপেন্দ্র (পুং) গোষু ইন্দ্রঃ শ্রেষ্ঠঃ ৭তৎ। ১ শ্রীকৃষ্ণ। (হেম°) গোপানামিন্দ্র ঈশ্বরঃ ৬তৎ। ২ গোপাধিপতি নন্দ, ইনি বৃন্দাবনে গোপগণের অধীশ্বর ছিলেন। গোপেশ্বর প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

গোপেশ (পুং) গোপানামীশঃ ৬তৎ। ১ নন্দগোপ। "গোপেশঃ পরিতঃ পরে।" (মুগ্ধ° বো।) ২ পাকমূলন। (ত্রিকাণ্ড°)

গোপেশ্বর, ১ মায়াবাদ ও বাদকথা নামে বেদান্ত গ্রন্থকার; ইনি কল্যাণরায়ের পুত্র। ২ নিট্ঠলদীক্ষিতের মন্ত্রলেখনের একজন টীকাকার। ৩ কুমাওন্ জেলায় নাগপুর পরগণার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে এক অতি প্রাচীন সুন্দর শিবালয় আছে। গোর্খালি সেনাপতি অমরসিংহ-ঠপার ব্যয়ে ঐ মন্দিরের জীর্ণসংস্কার হইয়াছে। এই মন্দিরের চত্বরে ১৬ ফিট্ উচ্চ এক লৌহ-ত্রিশূল দাঁড়াইয়া আছে, ইহার সহিত একখানি তাম্রপত্রে উৎকীর্ণ প্রশস্তি সংলগ্ন আছে। এ ছাড়া আরও কয়েকখানি খোদিতলিপি দৃষ্ট হয়। এখানকার প্রাচীন খোদিতলিপি পাঠে জানা যায় যে, রাজা অনেকমল্ল কেদারভূমি জয় করেন এবং তিনি ১১১৩ শকে এখানে রাজকীয় মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

গোপোক, শার্ঙ্গধরপদ্ধতিধৃত একজন কবি।

গোপ্তব্য (ত্রি) গুপ-কর্ম্মণি তব্য। ১ অপ্রকাশ্য। ২ রক্ষণীয়।
"পৌরজানপদাশ্চৈব গোপ্তব্যাস্তে যথা সুখম্।"
(ভারত কর্ণ° ৯৫ অঃ)

গোপ্তৃ (ত্রি) গুপ-তৃচ্। ১ রক্ষক।
"মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া গোপ্তা গোব্রাহ্মণস্য চ।" (মনু)
২ সংবরক, আচ্ছাদনকারী। ৩ বিষ্ণু।
"গোহিতো গোপতির্গোপ্তা।" (ভারত ১৩।১৪৯।৭৬)
"আত্মানং যমাহুর্গোপায়তি সংবৃণোতি গোপ্তা।" (ভাষ্য)

গোপ্য (ত্রি) গুপ-ণ্যৎ (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১।১২৪) ১ রক্ষণীয়। ২ গোপনীয়, অপ্রকাশ্য।
"আয়ুর্বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং মন্ত্রমৈথুনভেষজম্।
তপোদানাপমানঞ্চ নবগোপ্যানি যত্নতঃ॥" (কাশীখণ্ড)
৩ দাসীপুত্র।

গোপ্যক (পুং) গোপ্য এব স্বার্থে কন। দাসীপুত্র। (অমর)

গোপ্যাদিত্য (পুং) গোপীভিঃ স্থাপিতঃ আদিত্যঃ মধ্যলো°। প্রভাসতীর্থে গোপীগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত একটী সূর্য্যমূর্ত্তি। স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে লিখিত আছে যে, ভূতেশমূর্ত্তির বায়ুকোণে তিনধনু দূরে গোপ্যাদিত্যমূর্ত্তি অবস্থিত। নারদ প্রভৃতি প্রভাসবাসী মুনিগণ দ্বারা যোড়হাজার গোপী এই রবি মূর্ত্তি

স্থাপিত করিয়া, ঋষিগণকে বিপুল ধন দান করেন। ঋষিগণ সন্তুষ্ট হইয়া সেই সূর্য্যমূর্ত্তির গোপাদিত্য নাম রাখেন।

গোপাধি (পুং) গোপা-চাসৌ আধিশ্চেতি কর্ম্মধা°। আধি-বিশেষ। [আধি দেখ।]

গোপ্রকাণ্ড (ক্লী) প্রশস্তা গৌঃ নিত্য কর্ম্মধা°। (প্রশংসা বচনৈশ্চ। পা ২।১।৬৬) শ্রেষ্ঠ গোরু। (সি° কৌ°)

গোপ্রচার (পুং) প্রচরন্ত্যস্মিন্ প্র-চর-আধারে ঘঞ্ ৬তৎ। ১ গোচারণস্থান, গোষ্ঠ। ২ তীর্থবিশেষ। (স্কন্দপু°—প্রভাস।)

গোপ্রতার (পুং) গবাং প্রতারঃ গভীরজলস্থ্যাঃ সংতর্ণে যত্র বহুব্রী। ১ সরযূর তীর্থবিশেষ। মহারাজ রামচন্দ্র সরযূর যে স্থানে পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন, সেই স্থান গোপ্রতারতীর্থ নামে বিখ্যাত। এই তীর্থে স্নান করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয় ও স্থূলদেহের অবসানে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। (ভারত ৩।৮৪ অঃ)

গবা বৃষভেন প্রতারো গমনমস্য বহুব্রী। ২ শিব।

"গোনর্দ্দো গোপ্রতারশ্চ গোবৃষেশ্বরবাহনঃ।"

(ভারত ১৩।২৮৬ অঃ)

গবাং প্রতারঃ ৬তৎ। ৩ গোরুদিগের অবতরণ।

গোপ্রবেশ (পুং) গোঃ প্রবেশ ৬তৎ। ১ গোরুগণের বন হইতে গৃহে প্রত্যাগমন।

"গোপ্রবেশসময়ে হ্যগ্রতো বৃষো যাতি কৃষ্ণপক্ষয়েব বা পুনঃ।" (বৃহৎস° ২৫ অঃ।) ২ গোপ্রবেশকাল, যে সময়ে গোষ্ঠ হইতে গোরুগণ ফিরিয়া আইসে, সূর্য্যাস্তের অব্যবহিত পূর্ব্বসময়।

গোফণা (স্ত্রী) সুশ্রুতোক্ত ব্রণের বন্ধনবিশেষ। চিবুক, নাসিকা, ওষ্ঠ, স্কন্ধ ও বস্তিদেশে (জননেন্দ্রিয়ে) গোফণাবন্ধ বিধেয়। (সুশ্রুত° সূত্র° ১৮ অঃ)

গোবাল (পুং) গোর্বালঃ ৬তৎ। ১ গোরুর কেশ। ২ গোরুর লোম। গোরুর লোম বা কেশ অনেকদিন মৃত্তিকার নীচে থাকিলেও বিকৃত হয় না। সীমাস্থানে মাটির নীচে গোলোম রাখিয়া দিবার বিধান আছে।

"অশ্মনোহস্থীনি গোবালাংস্তুষান্ ভস্মকপালিকাঃ।" (মনু ৮।২৫০)

গোবালী (স্ত্রী) গোবালা ইব বালোহস্যাঃ বহুব্রী, ঙীপ্। (পাককর্ণপর্ণপুষ্পফলমূলবালোত্তরপদাচ্চ। পা ৪।১।৬৪) ওষধি-বিশেষ। (সি° কৌ°)

গোভণ্ডীর (পুং স্ত্রী) গবি জলে ভণ্ডীরঃ অস্তি যাচালঃ। জল-কুক্কুটপক্ষী। (ত্রিকাণ্ড°) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়।

গোভানু (পুং) তুর্বসু নৃপতির পৌত্র ও বহ্নির পুত্র।

(হরিবং° ৩২ অঃ)

গোভিল (পুং) একজন গৃহ্যপ্রণেতা ঋষি। ইনি সামবেদীয় গৃহ্যসূত্র প্রণয়ন করেন।

গোভিলপুত্র, গোভিলের পুত্র, একজন স্মৃতিকার।

গোভুজ (পুং) গাং পৃথিবীং ভুনক্তি গো-ভুজ্ কিপ্। ভূপাল, রাজা।

গোভৃৎ (পুং) গাং ভূমিং বিভর্ত্তি ভৃ-কিপ্, তুগাগমশ্চ। পর্ব্বত।

"নাগেন গোভৃচ্ছিখরেষু যস্য নৃত্যস্থ গোবর্দ্ধনশ্চীরভক্ষাঃ।"

(বিদ্যাসুন্দর)

গোম (গোধূম শব্দজ) একপ্রকার শস্য, গোধূম।

গোমক্ষিকা (স্ত্রী) গোঃ ক্লেশদায়িকা মক্ষিকা। মক্ষিকাবিশেষ, দংশ, ডাঁশ।

গোমঘ (ত্রি) গাং মঘবতি দানার্থমলঙ্করোতি গো মঘি ক, নিপাতনাদ্‌নকারলোপঃ। গোদাতা, যে গোরু দান করে।

"কদা ধিয়ো ন নিযুতো যুবাসে

কদা গোমঘা হবনানি গচ্ছাঃ॥" (ঋক্ ৬।৩৫।৩)

'গোমঘা গোমঘানি গবাং দাতৃণি।' (সায়ণ।)

স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ হয়।

গোমণ্ডল (ক্লী) গবাং মণ্ডলং ৬তৎ। ১ গোসমূহ। গোর্ম্মণ্ডলং ৬তৎ। ২ ভূমণ্ডল। "যয়াং চ তোয়াপাদ ভূজলানাং গোমণ্ডলতোত্তরণং চকার।" (মাঘ।) ৩ কিরণসমূহ।

গোমৎ (ত্রি) গোঽস্ত্যস্য গো-মতুপ্। ১ গোস্বামী। ২ গোযুক্ত, যাহার গোরু আছে। ৩ কিরণশালী। ৪ স্তুতিবাদক।

"ইন্দ্র গোমন্নিহায়াহি" (বাজস° ২৬।৪) 'গাবঃ স্তুতিরূপাবাচঃ কিরণা বা বিদ্যন্তে যস্য গোমান্' (বেদদীপ)

গোমতল্লিকা (স্ত্রী) প্রশস্তা গৌঃ নিত্যসং পরনিপাত° (প্রশংসাবচনৈশ্চ। পা ২।১।৬৬) প্রশস্ত গোরু।

গোমত (ক্লী) গবাং মতং ৬তৎ। অধ্বপরিমাণ, গব্যূতি।

গোমৎস্য (পুং) গৌরিব স্থূলো মৎস্যঃ। মৎস্যবিশেষ, সুশ্রুত ইহাকে নাদেয়মৎস্যগণের মধ্যে গণনা করিয়াছেন।

গোমথ (ত্রি) গাং মথ্নং মথ্নাতি মথ-অচ্। গোপাল।

গোমতী (স্ত্রী) গোমৎ-ঙীপ্। ১ স্বনামখ্যাত নদীবিশেষ।

"গোমতীং ধূতপাপাঞ্চ গণ্ডকীঞ্চ মহানদীম্।" (ভারত ৬।৭১ অঃ)

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে ইহার উৎপত্তি, মাহাত্ম্য ও স্নানাদির ফল এইরূপ লিখিত আছে—

"গঙ্গা সরস্বতী পুণ্যা যমুনা চ মহানদী।

গোদাবরী গোমতী চ নদী তাপী চ নর্ম্মদা॥

অতঃ সমুদ্রসংযোগাৎ সর্ব্বাঃ পুণ্যাঃ শুভাবহাঃ।"

অর্থাৎ গঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা, গোদাবরী, গোমতী, তাপী ও নর্ম্মদা এই কয়টী পুণ্যসলিলা নদী সমুদ্রের সহিত

মিলিত হইয়াছে; ইহাদের জলপবিত্র। এই বচন অনুসারে জানিতে পারা যায় যে, গঙ্গা পড়াতব তীর গোমতী নদীর পশ্চাত হইতে বাহির হইয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। কিন্তু মহাভারতের মতে গোমতী নদী কাশীর উত্তরে গঙ্গার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে বলিয়া বর্ণনা আছে (১)। গোমতী-গঙ্গাসঙ্গমে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল হয় ও কুল উদ্ধার হইয়া থাকে। রামতীর্থে স্নান করিয়া গোমতীতে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল ও কুল পবিত্র হয়। গোমতীতে শত-সাহস্রক নামে একটী তীর্থ আছে, তথায় সংযত ভাবে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হইয়া থাকে।

(ভারত ৩৮৪ অঃ)

এই নদী উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের শাহজাহানপুর জেলার অন্তর্গত ফলজরতাল নামক ক্ষুদ্র হ্রদ হইতে নির্গত। অক্ষা° ২৮° ৩১′ উঃ ও দ্রাঘি° ৮০° ৭ পূঃ। দেওহা ও ঘর্ঘরা নদীর মধ্যবর্ত্তী বালুকাময় ভূমির উপর দিয়া প্রায় ৫০০ মাইল প্রবাহিত হইয়া অক্ষা° ২৫° ৩১ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৩° ১৩′ পূর্ব্বে গঙ্গার বামকূলে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। প্রবল স্রোতে দক্ষিণপূর্ব্বগতিতে ৪২ মাইল প্রবাহিত হইয়া অক্ষা° ২৮° ১১′ উঃ ও দ্রাঘি° ৮০° ২০′ পূর্ব্বে অযোধ্যার খেরি জেলায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অক্ষা° ২৭° ২৮′ উঃ ও দ্রাঘি° ৮০° ১৭′ পূর্ব্বে কথনা নামক একটী শাখা নদী আসিয়া ইহার বাম-কূলে পড়িয়াছে। এই স্থান হইতে প্রায় ৮০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া সরায়ন নামক একটী শাখা দেখা যায়। ইহার পর লক্ষ্ণৌ সহর। এখানে নদীর উপর ৫টী সেতু আছে। এই স্থানে সকল ঋতুতেই নদীর মধ্য দিয়া নৌকাদ্বারা গমনাগমনের সুবিধা। লক্ষ্ণৌনগরের দক্ষিণে গোমতী নদী ক্রমশই সরু হইয়া আসিয়াছে। এখানকার চারিধারে দৃশ্য অতিশয় মনোরম। অযোধ্যা-নগরে ১৭০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে সুলতানপুরের নিকট নদী প্রস্থে ২০০ হাত এবং স্রোতের বেগ ঘণ্টায় প্রায় দুই মাইল হইবে। গোমতী সুলতানপুর হইতে ৫২ মাইল দক্ষিণে জৌনপুর জেলায় আসিয়াছে। জৌনপুর সহরগুলির মধ্যে নদীর বাহ্য দৃশ্য অতীব সুন্দর। এখানে নদীর উপরে খিলান করা একটী পুল আছে। জৌনপুরের ১৮ মাইল দক্ষিণে বারাণসী জেলায় নিন্দনদী আসিয়া গোমতীর দক্ষিণ কূলে মিশিয়াছে। যেখানে গোমতী গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে, তাহার কিছু উত্তরে নৌকাসংলগ্ন সেতু দিয়া গ্রীষ্ম ও শীত ঋতুতে গোমতী পারাপার হওয়া যায়। বর্ষার সময় নৌকা ভিন্ন পার হইবার উপায় নাই। মিলনের ঘাট হইতে খেরী জেলার মুহম্মদী নামক স্থান পর্য্যন্ত নদীতে সকল সময়েই সহজে ৫০০ শত মণী নৌকা যাতায়াত করে।

(১) "গোমতী গঙ্গযোশ্চৈব সঙ্গমে লোকবিশ্রুতে।" (ভারত ৮৮৪ অঃ)

গোঃ গোপদস্যাধঃকোন বিস্তৃতং গো মতুপ্ ঙীপ্। ২ বিদ্যাবিশেষ, গোদান প্রভৃতি করিবার মন্ত্র। [গোদান দেখ।] "গোমত্যা বিদ্যয়া ধেনুং তিলনামভিমন্ত্র্য চ।" (ভারত ১৩।৩৮ অঃ)

৩ গঙ্গা। "গোমতী গুহ্যবিদ্যা গৌর্গোপ্ত্রী গগনগামিনী।"

(কাশীখ° ২৯।৫১)

৪ পীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রী গোমন্তপর্ব্বতে অবস্থিতা ভগবতী-মূর্ত্তি। "গোমন্তে গোমতী দেবী মন্দরে কামচারিণী।"

(দেবীভা° ৭।৩০।৫৭)

গোষ্পদ বর্ত্তিস্ত যত্রাস্তি গো মতুপ্ ঙীপ্। যথা গোক ফেলিবার স্থান, ভাগাড়।

"ভোজনং যত্র ভট্টস্য শয়নং চণ্ডিমন্দিরে।
মরণং গোমতী-তীরেষু পরং বা কিং ভবিষ্যতি॥" (উদ্ভট)

৫ বঙ্গের ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত একটী নদী। ত্রিপুর-পর্ব্বতশ্রেণীর অত্তারমুরা ও লঙ্গথরাই নামক পাহাড় হইতে উৎপন্ন চাইমা ও রাইমা নদী ডম্বুর প্রপাতের উপর একত্র মিলিয়া গোমতী নাম ধারণ করিয়াছে। কুমিল্লা হইতে প্রায় ৭ মাইল পূর্ব্বে বিবিবাজার গ্রামের নিকট ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। পরে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া দাউদকান্দী গ্রামের নিকটে অক্ষা° ২৩° ৩১′ ৪৫′ উঃ ও দ্রাঘি° ৯° ৪৪′ ১৫″ পূর্ব্বে মেঘনা নদীতে মিলিয়াছে। এই নদী দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬৬ মাইল হইবে। বর্ষাকালে ইহার গভীরতা এবং স্রোতের বেগ বাড়িয়া থাকে। পার্ব্বতীয় ত্রিপুরারাজ্যে এই নদীর উত্তরকূলে কাশীগঞ্জ, শিবরাগঞ্জ ও মৈলাকছেরা নামক তিনটী শাখা আছে। নদীর কূলে কুমিল্লা, জাফরগঞ্জ ও পাঁচপুকুরিয়া এই তিনটী প্রধান নগর। কুমিল্লায়, কোম্পানীগঞ্জে ও মুরপুরে নদী পার হইবার জন্য নৌকাদি পাওয়া যায়।

গোমন্ত (পুং) সহ্যাদ্রির বিবরস্থিত একটী পর্ব্বত।

"ততশ্চ্যুতা গমিষ্যামঃ সহ্যস্য বিবরং গিরিম্।
গোমন্ত ইতি বিখ্যাতং নৈকশৃঙ্গবিভূষিতম্॥" (হরি° ৯৬ অঃ)

এই পর্ব্বতে একটী পীঠস্থান আছে, তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম গোমতী। [গোমতী, গোয়া, জরাসন্ধ ও কৃষ্ণ দেখ।]

গোমন্দ (পুং) পর্ব্বতবিশেষ, ক্রৌঞ্চদ্বীপে অবস্থিত, কমললোচন সর্ব্বদাই এই পর্ব্বতে বাস করেন। (ভারত ভীষ্ম° ১২ অঃ।)

গোময় (পুং ক্লী) গোঃ পুরীষং গো ময়ট্। ১ গোরুর বিষ্ঠা,

গোবর। [ইহার গুণ গোময় শব্দে দ্রষ্টব্য।] স্মৃতিমতে বন্ধ্যা, রোগপীড়িতা ও নবপ্রসূতা এবং যে গাভীর শরীর অতিশয় জীর্ণ, তাহাদের গোময় গ্রহণ করিতে নাই। পুরাণে লিখিত আছে যে, এক সময় সমস্ত গোক মিলিত হইয়া পরামর্শ করিল, যে আমাদের উন্নতি কি প্রকারে হইতে পারে। অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে, যে ব্যক্তি আমাদের মূত্র বা পুরীষে স্নান করিবে, সেই পবিত্র হইবে, এরূপ করিতে পারিলেই চরম উন্নতি হইবে। তাহারা শত বর্ষ পর্যন্ত গুরুতর তপস্যা করে। তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা বর দেন, তাহাতেই ইহাদের মূত্র ও গোময় পবিত্র হইয়াছে। গোময় দ্বারা দেবদেবীগণের অভিষেক করিবার বিধান আছে। মহাভারতে দানধর্মে লিখিত আছে যে, গোরুরা লক্ষ্মীকে বলিয়াছিল যে, আমরা আপনাকে সম্মান করিব, আপনি আমাদের মূত্রে ও পুরীষে বাস করুন। লক্ষ্মী তাহাদের প্রার্থনায় নিত্যই গোমূত্রে ও গোময়ে অবস্থিতি করেন। (ভারত—দানধর্ম) কেহ বা ইহাকে সাক্ষাৎ যমুনা বলিয়া বর্ণনা করেন। (কাশীখণ্ড) গোময় হইতে বৃশ্চিক হয় এইরূপ প্রবাদ আছে। (ত্রি) ১ গোময়রূপ।

গোময়চ্ছত্র (ক্লী) গোময়জাতং ছত্রমিব। কবক, চলিত কথায় কোঁড়ক ছাতা। (ত্রিকাণ্ড°)

গোময়চ্ছত্রিকা (স্ত্রী) গোময়ে গোময়প্রচুরস্থানে জাতা ছত্রি-কেব। গোময়ছত্র, কোঁড়ক ছাতা। পর্য্যায়—ভিলীর, শিলী-ধ্রক, উচ্ছিলীন্ধ্র।

গোময়প্রিয় (ক্লী) গোময়ং প্রিয়মস্য উৎপাদকত্বাৎ। ভূতৃণ, গন্ধতৃণ। (রত্নমালা)

গোময়োত্থা (স্ত্রী) গোময়াদুত্তিষ্ঠতি উদ-স্থা-ক-টাপ্। গোময়-জাত কীটবিশেষ। গোবরিয়া-পোকা। (হেম°) পর্য্যায়—গর্দভী।

গোময়োদ্ভব (ত্রি) গোময় উদ্ভব উৎপত্তিস্থানং যস্য বহুব্রী। ১ গোময়জাত, যাহা গোময় হইতে উৎপন্ন হয়। (পুং) ২ আর-গ্বধ, সোঁদাল বৃক্ষ। (শব্দর°)

গোমহিষদা (স্ত্রী) গাঃ মহিষাংশ্চ দদাতি ভক্তেভ্যঃ গো-মহিষ-দা-ক-টাপ্। (আতোহনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) কার্তিকেয়ের অনুগামিনী মাতৃকাবিশেষ।

গোমরী (স্ত্রী) বার্ত্তাকুবিশেষ, রামবেগুণ।

গোমল বা গোমাল, পঞ্জাবের পশ্চিমে সুলেমান পাহাড় হইতে নিঃসৃত এক নদী। ঋগ্বেদে ইহাই গোমতী নামে বর্ণিত হইয়াছে। এই নদীর নিকট দিয়া গোমাল নামক গিরিসঙ্কট পঞ্জাব হইতে আফগানস্থানে গিয়াছে, এই পথে পোবিন্দা নামক বণিক্ জাতি কাবুল ও কান্দাহারে বাণিজ্য করে বলিয়া প্রসিদ্ধ।

গোমাংস (ক্লী) গোর্মাংসং ৬তৎ। গোরুর মাংস। চরকের মতে ইহার গুণ—বায়ু, পীনস, বিষমজ্বর, শুষ্ক কাস, শ্রম, অগ্নি-বৃদ্ধি ও ক্ষয়রোগ নাশক। (চরক সূত্র° ২৭ অঃ)

সুশ্রুতের মতে ইহার গুণ—শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায় ও বিষম জ্বরনাশক ও বায়ুনাশক এবং শ্রমজীবী ও বহ্নিত্যাগি মনুষ্যের পক্ষে বিশেষ হিতকর। (সুশ্রুত সূত্র, ৪৬ অঃ) [অপর গুণ গো শব্দে দ্রষ্টব্য।] হিন্দুধর্মশাস্ত্র মতে ইহার মাংস ভক্ষণ অতিশয় পাপজনক। হিন্দুরা প্রাণান্তেও ইহা ভক্ষণ করিবে না। অজ্ঞানে গোমাংস খাইলে প্রাজাপত্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া পবিত্র হইতে পারে। "গোমাংস ভক্ষণে প্রাজাপত্যং চরেৎ।" (সুমন্ত।) সজ্ঞানে গোমাংস খাইলে তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য সমুদ্রগামিনী কোন নদীতে যাইয়া চান্দ্রায়ণব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। ব্রত সমাপন হইলে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে একটা বৃষ ও একটী দুগ্ধবতী গাভী দক্ষিণা দিবে। এইরূপ করিলে জ্ঞানকৃত গোমাংস ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত হয় (১)।

সজ্ঞানে অনেকবার গোমাংস খাইলে সংবৎসরকৃচ্ছ্রব্রতের অনুষ্ঠানে পাপ নাশ হয় (২)।

দ্বিজাতিগণের পক্ষে এইরূপ প্রায়শ্চিত্তের পরে পুনর্ব্বার উপ নয়নাদি সংস্কার করিতে হয়। (প্রায়শ্চিত্তবিবেক)

গোমাংসভক্ষণ (ক্লী) গোমাংসস্য ভক্ষণম্ ৬তৎ। ১ গোরুর মাংস খাওয়া। "বিট্‌ বরাহ গ্রামকুক্কুটনরগোমাংসভক্ষণে সর্ব্বে-ষেব দ্বিজাতীনাং প্রায়শ্চিত্তান্তে ভূয়ঃসংস্কারং কুর্য্যাৎ।" (বিষ্ণু) ২ তালুস্থানে জিহ্বার প্রবেশ।

"গোমাংসং ভক্ষয়েন্নিত্যং পিবেদমরবারুণীম্।
কুলীনং তমহং মন্যে ইতরে কুলঘাতকাঃ।
গোশব্দে নোচ্যতে জিহ্বা তৎপ্রবেশো হি তালুনি।
গোমাংসভক্ষণং তত্তু মহাপাতক নাশনম্॥" (হঠযোগদীপিকা)

গোমাতৃ (স্ত্রী) গবাং মাতা ৬তৎ। সুরভি, কশ্যপের পত্নী।
"গোমাতরঃ সুশীলাখ্যা তত্র সন্তি শিবাপ্রয়া।" (কাশীখণ্ড)
গৌর্গৌরূপা ভূমির্মাতা যস্য বহুব্রী। ২ মরুদ্দেবতা।
"গোমাতরো যচ্ছুভয়ন্তে অঞ্জিভিস্তনূষু শুভ্রা দধিরে বিরুক্মতঃ॥"
(ঋক্ ১।৮৫।৩) 'গোমাতরঃ গোরূপা ভূমির্মাতা যেষাং।' (সায়ণ)

(১) "অগম্যাগমনে চৈব মত্তগোমাংসভক্ষণে।
তত্তো চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ নদীং গত্বা সমুদ্রগাম্।" (শাতাতপ)
(২) "বারম্বার কুক্কুটাদ্রৌ চ মর্জ্জী গোমাংসং তথা।
কুর্য্যাৎ কৃচ্ছ্রং প্রাজ্যং কুর্য্যাৎ সংবৎসরং ব্রতম্।" (পদ্ম)

"বর্ণানামেকরূপত্বং যদ্যেকান্তরমর্দ্ধয়োঃ।
গোমূত্রিকেতি তৎ প্রাহুর্দুষ্করং তদ্বিদো বিদুঃ॥"
(মাঘটীকা মল্লিনাথ)

যে শ্লোকের অর্দ্ধদ্বয়ের একান্তর বর্ণ সমান হয় অর্থাৎ। প্রথমার্দ্ধের দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম, দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ ও ষোড়শ অক্ষর এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধের দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম, দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ ও ষোড়শ অক্ষর এক হইলে তাহাকে গোমূত্রিকাবন্ধ বলে। উদাহরণ—

প্র	বু	দ্ধে	বি	ক	স	দ্বা	নং	সা	ধ	নে	প্য	বি	ধা	বি	ত্ত.
ব	বু	ধে	বি	ক	স	দ্বা	নং	বু	ধ	ধা	প্য	বি	ধা	পি	ত্তিঃ

গোমূত্রপ্রকারঃ গোমূত্র প্রকারার্থে কন্ টাপ্ অত ইত্বক। ৩ গোমূত্রের ন্যায় বক্র ও সরল প্রচারাদি।

"গোমূত্রিকাপ্রচারেষু।" (দশকুমার।)

গোমৃগ (পুং স্ত্রী) গবাকৃতির্মৃগঃ। গবয়।

"অথত্তূপরো গোমৃগস্তে প্রাজাপত্যাঃ।" (বাজস° ২৪।১)
'গোমৃগোগবয়ঃ'। (মহীধর)

গোমেদ (পুং) গাং জলং মেদয়তি মেদর্যতি গো-মিদ ণিচ্-অচ্। ১ মণিবিশেষ, গোমেদকমণি। (রাজনি°।) ২ দ্বীপবিশেষ।

যুক্তিকল্পতরুগ্রন্থে লিখিত আছে যে, ঐ দ্বীপে পূর্ব্ব কালে গোপতি নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি প্রায়ই গোসব নামক যজ্ঞ করিতেন। গোপতি অগ্নিতুল্য তেজস্বী গৌতমগণের যজমান। কোন সময়ে তাঁহারা অপর যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন বলিয়া মহারাজ গোপতি আপনার যজ্ঞে ভৃগু-বংশীয়দিগকে বরণ করেন। গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দেন, তাহাতে গোপতির অকালমৃত্যু হয় এবং মুনির অমোঘ কোপাগ্নিতে যজ্ঞবাটের সমস্ত গাভী ভস্মসাৎ হইয়া যায়। ভস্মীভূত গোরুর মেদে সেই দ্বীপের সমস্ত ভূভাগ আচ্ছন্ন হইয়াছিল বলিয়া দ্বীপের নাম গোমেদ হইয়াছে। (যুক্তিকল্পতরু)

৩ প্লক্ষদ্বীপের একটী বর্ষপর্ব্বত।

"গোমেদশ্চৈব চন্দ্রশ্চ নারদো দুন্দুভিস্তথা।" (বিষ্ণুপুরাণ ২।৪।৭)

গোমেদক (পুং) গোমেদ স্বার্থে কন্। ১ স্বনামখ্যাত মণিবিশেষ, গোমেদ। পর্য্যায়—রাহুমণি, তমোমণি, স্বর্ভানব, পিঙ্গস্ফটিক। ইহার গুণ—অম্ল, উষ্ণ বায়ুর কোপ ও বিকারনাশক, দীপন, পাচন এবং ধারণে পাপনাশক। (রাজনি°।) হিমালয় পর্ব্বতে এবং সিন্ধুতে গোমেদ মণির উৎপত্তি হয়। যে মণি স্বচ্ছকান্তি, ভারযুক্ত, স্নিগ্ধ, দীপ্তি-যুক্ত এবং শুক্লবর্ণ বা পীতবর্ণ, সেই গোমেদমণিই প্রশস্ত। ইহা জাতিভেদে চারিপ্রকার—শুক্লবর্ণ গোমেদককে ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণকে ক্ষত্রিয় ঈষৎ পীতবর্ণকে বৈশ্য এবং ঈষৎ নীলবর্ণ গোমেদককে শূদ্রজাতি বলে। গোমেদ মণির ছায়াও চারিপ্রকার শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ। গুরু বা ভারযুক্ত, প্রভাশালী, শুক্লবর্ণ, স্নিগ্ধ, মৃদু ও অতিশয় পুরাণ ও স্বচ্ছ গোমেদ ধারণ করিবে। ইহার ধারণে লক্ষ্মী ও ধনধান্য-বৃদ্ধি হয়। লঘু, কুৎসিতাকার, অস্বচ্ছ, মেদোপলিপ্ত ও মলিন গোমেদমণি ধারণ করিতে নাই। ইহার ধারণে সম্পত্তি, ভোগ, বল এবং বীর্য্য নষ্ট হইয়া থাকে। হীরকের যে সকল দোষ আছে, গোমেদেরও সেই সকল দোষ জানিবে। [হীরক দেখ।] শানে অথবা অগ্নিতে গোমেদ মণির পরীক্ষা করিতে হয়। শুদ্ধ গোমেদ মণির মূল্য স্বর্ণের দ্বিগুণ। কোন মণিবিদের মতে গোমেদের মূল্য বিদ্রুমের সমান। আবার কেহ কেহ গোমেদের মূল্য চামরের সমান বলিয়া থাকেন। চারিপ্রকার গোমেদই ধারণের যোগ্য। (ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরু)

সুশ্রুতের মতে গোমেদ মণি জলে রাখিলে জল পরিষ্কার হইয়া থাকে।

(স্ত্রী) ২ পীতবর্ণ। ৩ কাকোল। ৪ পত্রক। (মেদিনী)

গোমেদসন্নিভ (পুং) নিত্যস°। দুগ্ধপাষাণ, শিরশোলা।

গোমেধ (পুং) মেধ হিংসায়াং ভাবে ঘঞ্, গবাং মেধো হিংসা যত্র বহুব্রী। যজ্ঞবিশেষ ইহার অপর নাম গোসব যজ্ঞ। এই যজ্ঞটী কলিকালে নিষিদ্ধ বলিয়া বর্ত্তমান সময় যে সকল গ্রন্থে যজ্ঞাদির বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে গোমেধযজ্ঞের বিশেষ বিবরণ নাই। কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে গোসবযজ্ঞ নামে এই যজ্ঞের উল্লেখ আছে।

মনুর মতে অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তের জন্য অশ্বমেধের ন্যায় এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহার অনুষ্ঠানপ্রণালী অশ্বমেধের সদৃশ

"যজেত বাশ্বমেধেন স্বর্জিতা গোসবেন বা।
অভিজিদ্বিশ্বজিদ্‌ভ্যাং বা ত্রিবৃতাগ্নিষ্টুতাপি বা॥" (মনু ১১।৭৪)

কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে এই যজ্ঞের বিধান এইরূপ আছে—
"উক্‌থ্যো গোসবোঽযুতদক্ষিণঃ।" (কাত্যায়ন ২২।১১।৩, অর্থাৎ গোসব নামক যজ্ঞটী উক্‌থ্য সংস্থঃ হইয়া থাকে। [উক্‌থ্য দেখ।] এই যজ্ঞে দশহাজার দুগ্ধবতী গাভী দক্ষিণা দিতে হয়।

কোন কোন মুনির মতে কেবল বৈশ্যগণের প্রতিষ্ঠা এই যজ্ঞ করিবার বিধান আছে, অপর কোন বর্ণে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। অপর মুনিরা বলেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অপর বর্ণেও গোসবযজ্ঞের অনুষ্ঠান

করিতে পারে (১)। মনুসংহিতার ১১।৭৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকার কুল্লুকভট্ট ঐ যজ্ঞকে ত্রৈবর্ণিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনবর্ণের অনুষ্ঠেয় বলিয়াছেন (২)। কাত্যায়নের মতে রাজা ও পঞ্চাল যাহাকে সম্মান করে, তিনিই গোসবযজ্ঞের অধিকারী, অপরে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারে না (৩)। আহবনীয় অগ্নির দক্ষিণদিকে একটী খাত প্রস্তুত করিবে, যজমান ঐ খাতে উপবেশন করিয়া ধান্যোক্ত দুগ্ধধারা অভিষিক্ত হইবেন (৪)। যিনি গোসবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সকলে তাঁহাকে স্থপতি বলিয়া ডাকিয়া থাকে (৫)। বৈশ্যস্তোম দক্ষিণায় যে সকল লিঙ্গ বা চিহ্ন বর্ণিত আছে, ইহাতেও সেইগুলি হইয়া থাকে। সহোদরগণ বা মিত্রগণ পরস্পর মিলিত হইয়া এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারে। ইহার আর একটী নাম গণযজ্ঞ। (কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র ২২।১১।৬—১২)

গোহস্তস্ (স্ত্রী) গবাং হস্তঃ ৬তৎ। গোমূত্র, চোনা। (রাজনি°)

গোযজ্ঞ (পুং) গবাং কৃতো যজ্ঞঃ যথাযো°। ১ গোসবযজ্ঞ, গোদ্বারা যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়।

গোভিলগৃহ্যসূত্রের মতে পুষ্টিকামনায় গোযজ্ঞ করিবে। এই যজ্ঞে পায়স চরু দিতে হয়। অগ্নি, পূষা, ইন্দ্র ও ঈশ্বর এই চারি দেবতা বিশেষ অর্চ্চনীয়। বৃষভের পূজাও গোযজ্ঞের প্রধান অঙ্গ। অপর নিয়ম সাধারণ যজ্ঞের সমান। [যজ্ঞ দেখ।] (গোভিলগৃহ্য° ৩।১০।১২)

২ বৃন্দাবনবাসী গোপগণের মঙ্গলের জন্য কৃষ্ণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত গোমহোৎসব। হরিবংশে লিখিত আছে যে, বর্ষাকালের অবসানে বৃন্দাবনের গোয়ালারা শক্রোৎসব করিত। একবার বর্ষার অবসানে সমস্ত গোয়ালা হর্ষ ও উৎসাহের সহিত শক্রোৎসবের আয়োজন করিতেছিল। গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ তাহাদিগকে বারণ করিয়া বলিলেন যে, আমরা গোয়ালা, যাহাতে গোরুর উন্নতি হয় তাহাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। এই মনে কর পর্ব্বতটী বৃন্দাবনের সমস্ত লোককে পালন করে, ইহার ঘাস একদিন না পাইলে বৃন্দাবনে আর গরু বাঁচিত না। অতএব সর্ব্বপ্রথমে এই গিরির পূজা করিয়া গোযজ্ঞ করা উচিত। ইন্দ্র দেবগণের অধিপতি, দেবতারাই তাঁহার পূজা করিবে। কৃষ্ণের কথায় সমস্ত গোয়ালারা রাজী হইল, এবং মহাধূমধামে গিরিযজ্ঞ ও গোযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিল। (হরিবংশ ৭৪ অঃ)

গোয়া, মহারাষ্ট্র উপকূলস্থ পর্ত্তুগীজ অধিকৃত ভূভাগ। অক্ষা° ১৪° ৫৪ হইতে ১৫° ৪৮ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৪৫ হইতে ৭৪° ২০ পূঃ পর্য্যন্ত। উত্তরসীমা তীরকূল বা আরোন্দেম্ নদী সাবন্তবাড়ী রাজ্য হইতে এই ভূভাগকে পৃথক্ করিয়াছে, দক্ষিণে কণাড়া জেলা, পূর্ব্বে সহ্যাদ্রি এবং পশ্চিমে আরব সাগর। ভূপরিমাণ ১০৬২ বর্গমাইল, ইহার মধ্যে উত্তরদক্ষিণে দৈর্ঘ্য ৬২ মাইল ও পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তার ৪০ মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ।

গোয়া পর্ব্বতময়—পশ্চিমদিক্ ছাড়া তিনদিকে সহ্যাদ্রি গোয়াকে ঘেরিয়া আছে। এখানে সহ্যাদ্রির কয়েকটী উচ্চ শৃঙ্গ আছে, তন্মধ্যে সত্তরিমহলে, সোনসাগর (সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩. ৭ ফিট উচ্চ), কাটলকবোলী ৩৬৩৩ ফিট বাগটিব্ (৩৫০০ ফিট) ও মোর্লেম্ চোগোর (সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩২ ০ ফিট উচ্চ), এবং পর্ব্বতে পেঙার সিদ্ধনাথ, চন্দ্রবতীতে চন্দ্রনাথ, অন্তরাগারে কোপসিদ্ধ এবং এম্বর্বাকন নামক স্থানে দুধিধারা নামক শৃঙ্গ আছে।

এই রাজ্যমধ্যে অসংখ্য নদী প্রবাহিত, তন্মধ্যে ৩টী প্রধান। সহ্যাদ্রি হইতে নিঃসৃত তীরকূল বা আরোন্দেম্ নদী—প্রথমে সাবন্তবাড়ী হইতে আসিয়া প্রায় ১৪ মাইল গিয়া, পের্ণেম্ মহলের উত্তরসীমায় ও গোয়ার ভিতরে প্রবাহিত হইয়া আরবসাগরে পতিত হইয়াছে। রামঘাট হইতে নিঃসৃত কোলবলা বা চপোরা নদী—বারদেশ, বিচোলিম্, সঙ্কুলীম্, পর্ণম্, সালসেৎ, রেবোরা, কোলবলী ও চাপোরা গ্রাম হইয়া সাগরে পড়িয়াছে। পর্ব্বঘাট হইতে নির্গত মাণ্ডবী নদী, দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩৮ মাইল। এই নদী গোয়ার নদীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, ইহারই তীরে গোয়ার সকল প্রাচীন ও বর্ত্তমান নগর অবস্থিত। ইহার কতকগুলি শাখা মপুসা, তিবিম্, অস্নরা প্রভৃতি গ্রাম দিয়া প্রবাহিত। বাগ ও সিন্ধুরিম্ নামক নদী বারদেশ হইতে উৎপন্ন, প্রথমটী ১ মাইল ও অপরটী ৩½ মাইল বিস্তৃত। দিগ্লিঘাট হইতে উৎপন্ন জুয়ারি নদী দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩৯ মাইল, ইহা মর্ম্মগোয়া-উপসাগরে গিয়া পড়িয়াছে। ইহারও কতকগুলি শাখা-প্রশাখা আছে। সাল নামক নদী প্রায় ১৫ মাইল

(১) "বৈশ্য যজ্ঞ ইত্যেকে।" (কাত্যা° ২২।১১।৭) যজ্ঞস্তে সর্ব্বসাধারণ্যাৎ পরে'। (কর্ক।)

(২) "এতানি চাজাবন্তো ব্রহ্মবধে প্রায়শ্চিত্তানি ত্রৈবর্ণিকস্য বিকল্পিতানি।" (মনু ১১।৭৫ শ্লোকে কুল্লুক)

(৩) "সমানানাং বিশেষাং পুরস্কুর্বীরন্ স এতেন যজেত।" (কাত্যা° ২২।১১।৮)

(৪) 'দক্ষিণেনাহবনীয়ং খনতে।' (কাত্যা° ২২।১১।৯) 'প্রতিদুহাহবনীয়স্য দক্ষিণতঃ' (কাত্যা° ২২।১১।১০)

(৫) "স্থপতিরিত্যেনং জনাঃ।" (কাত্যা° ২২।১১।১১) 'গোসবযাজিনং জনাঃ।' (কর্ক।)

বিস্তৃত, যেভুল দুর্গের নিকট সাগরে মিলিত হইয়াছে। তলপোণা নদী অমুঘাট হইতে উৎপন্ন হইয়া তলপোণা নামক ক্ষুদ্র দুর্গের নিকট সাগরে মিলিত হইয়াছে। এ ছাড়া হিন্দুদিগের পুণ্যপ্রদ অঘাশী, কুশবতী প্রভৃতি ক্ষুদ্র নদীও এখানে প্রবাহিত। ঐ সকল নদীতে ডোঙ্গা নামক নৌকা যাতায়াত করে। এই রাজ্যে অনেক নদী প্রবাহিত হওয়ায় পলি পড়িয়া স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নানাস্থানে সুন্দর বন্দর আছে। এই জন্য বিদেশীয় জাহাজ আসিবার বিশেষ সুবিধা।

এই স্থান স্বাস্থ্যকর। মধ্যে মধ্যে জ্বর, অজীর্ণ ও অতীসার রোগ দেখা দেয়।

এখানে সর্ব্বত্রই বুগ্‌নি পাথর দৃষ্ট হয়। কাপুলী, বদা, সত্তরি ও পর্ণম মহালে লৌহ পাওয়া যায়।

এখন পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক গোয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। একটী পূর্ব্ববিজিত (Velha) ও অপরটী নববিজিত (Novas conquise)। মহাভারতে * ও হরিবংশে এই স্থান গোমন্ত, সহ্যাদ্রিখণ্ডে গোমাঞ্চল ও গোবাষ্ট্র এবং কদম্বরাজগণের অনুশাসনপত্রে গোপরাষ্ট্র ও গোপকপুরী নামে বর্ণিত হইয়াছে। পুরাতন আরব গ্রন্থকারগণ 'সিন্দবুর' নামে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

হরিবংশ পাঠে জানা যায়—জরাসন্ধ-ভয়ে ভীত হইয়া কৃষ্ণ-বলরাম দাক্ষিণাত্যে পাদচারে পরশুরামের নিকট উপস্থিত হইলেন। উভয়ে পরশুরামের নিকট সহ্যাদ্রিস্থ গোমন্তের পথ অবগত হন। পরশুরাম রামকৃষ্ণকে গোমন্তশৈলে লইয়া আসেন। রামকৃষ্ণ গোমন্তশৈলে উঠিয়া দেখিলেন—এখানে বিবিধ পনস, আম্রাতক, আম্র, বেতস, তিমিশ, চন্দন, তমাল, এলাচ, মরিচ, পারেবতক, পিপ্পলী, বিচিত্র ইঙ্গুদ, সর্জ্জ, শাল, নিম্ব, অর্জ্জুন, পাটলী, হিন্তাল, মধু, কত্র, চন্দন, চম্পক, অশোক, বিল্ব, তিন্দুক, নানাপ্রকার লতা ও জলজকুসুম শোভা পাইতেছে। কোথাও নদীমুখরিত নদীপ্রপাতের ঝর-ঝর শব্দে নানাবিধ বিহঙ্গের কুজন; কোথাও সানু সমূহে গৈরিকাদি ধাতুনিঃস্রবে চিত্রিত, পাদদেশে নির্ঝরিণী, নদীমুখে কানন, চতুর্দ্দিক তরুবর্ণ মেঘমালা বিস্তারিত। শিখর-সকল ঔষধি দ্বারা দীপ্ত ও বাণপ্রস্থগণের আশ্রয়স্থান। পরশুরাম এখানে রামকৃষ্ণকে রাখিয়া শূর্পারকে প্রস্থান করিলেন। এই স্থান উভয় ভ্রাতার প্রীতিকর হইল। বলরাম এইখানে কাদম্ব মদ পান করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য মদ্র, চেকিতান্, বাহ্লিক, কাশ্মীররাজ গোনর্দ্দ, করূষাধিপতি দ্রুম, কিম্পুরুষ, পুরুবংশীয় বেণুদারি, বিদর্ভাধিপতি সোমক রুক্মী, ভোজরাজ, সূর্য্যাক্ষ, মালব, পঞ্চালাধিপতি দ্রুপদ, বিন্দ, অনুবিন্দ, দন্তবক্র, ছাগলি, পুরুমিত্র, বিরাট, কৌশাম্ব্য, শতধন্বা, বিদূরথ, ভূরিশ্রবা, ত্রিগর্ত্ত, বাণ, পঞ্চনদ, উলুক, কৈতবেয়, একলব্য, দৃঢ়াক্ষ, জয়দ্রথ, উত্তমৌজা, শাল্ব, কেরলদেশীয় কৌশিক, বৈদিশ বামদেব, সুকেতু, যবন ও চেদিরাজের সহিত মিলিত হইয়া জরাসন্ধ আগমন করেন। সকলে মিলিয়া কৃষ্ণকে আক্রমণ করিবার জন্য গোমন্ত অবরোধ করেন। কিন্তু বহুদিন অবরোধেও কিছু করিতে না পারিয়া জরাসন্ধ গোমন্তের চারিদিকে অগ্নি প্রদান করেন। সেই ভয়ানক অগ্নিপ্রভাবে গোমন্তের পাদপরাজি চটাস্থ পশুপক্ষীগণ কে কোথায় পলাইবে ভাবিয়া মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া রামকৃষ্ণের মনে বড়ই কষ্ট হইল। গোমন্তকে রক্ষা করিবার জন্য উভয় ভ্রাতা লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক বিপক্ষ সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইলেন। দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর জরাসন্ধ পরাস্ত ও নিরস্ত হইলেন। তখন মহারথগণ ক্রমে ক্রমে পলাইতে আরম্ভ করিলেন। জরাসন্ধ রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, রামকৃষ্ণ পিতৃস্বসৃপতি চেদিরাজের অনুরোধে তাঁহার রথে চড়িয়া করবীরপুরে গমন করিলেন। (হরিবংশ ৯৪—৯৯ অঃ)

প্রাচীন শিলালিপিপাঠে জানা যায়, এখানে পূর্ব্বে কদম্বরাজগণ রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ ৩৬০ শকে কদম্ব রাজগণের অভ্যুদয় হইয়া থাকিবে। [কদম্ব দেখ] ৪৩৪৮ কল্যব্দে অর্থাৎ ১২৪৭ খৃষ্টাব্দে আমরা ষষ্ঠদেবকে গোপকপুরে রাজত্ব করিতে দেখি। ইহাতে অনুমান হয় ঐ সময়ের পরেও কদম্বরাজগণ কিছুদিন পর্যন্ত গোপকপুরে (গোয়ায়) রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৩১২ খৃষ্টাব্দে মালিক কাফুর নামে একজন মুসলমান গোয়া অধিকার করেন। তৎপরে ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগররাজ হরিহরের প্রধানমন্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ বেদভাষ্যকার মাধবাচার্য্য (বিদ্যারণ্য) মুসলমানদিগের কবল হইতে এই স্থান উদ্ধার করেন। তৎপরে তাঁহার বংশধরেরা প্রায় শতাব্দি বর্ষ এই রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে বাহ্মনীরাজ ২য় মহম্মদের সেনাপতি গবান গোয়া জয় করিয়া বাহ্মনীরাজ্যভুক্ত করেন। বাহ্মনীরাজগণের অধঃপতনে ও ভাস্কো-ডি-গামার ভারত-অবতরণকালে (১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে) এই স্থান বিজাপুরের

* "এবং বয়ং জরাসন্ধভীতিতঃ কৃতাভিবিধাঃ।
সামর্থ্যবন্তঃ সম্বন্ধেনাদ্বত্তং সমুপাশ্রিতাঃ।" ভারত—সভাপর্ব্ব ১৪।৫৫।

Indian antiquare,vol xiv

আদিলশাহীবংশের অধীন হয়। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আল্‌ফান্‌সো ডি আল্‌বুকার্ক ২০ খানি জাহাজ ও ১২০০ সেনা লইয়া গোয়া আক্রমণ করেন। ইতি-পূর্ব্বে একজন যোগী বলিয়াছিলেন যে বিদেশী কতকগুলি লোক আসিয়া গোয়া অধিকার করিবে। পর্ত্তুগীজদিগের আক্রমণকালে অধিবাসীরা যোগীর কথায় বিশ্বাস করিয়া দেশ ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল, সুতরাং গোয়া অধিকার করিতে আল্‌বুকার্ককে বেশী কষ্ট পাইতে হইল না। রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকেরা অবনতশিরে আসিয়া আল্‌বুকার্কের হস্তে প্রবেশদ্বারসমূহের চাবি প্রদান করিলেন। পর্ত্তুগীজেরা মহাধুমধামে গোয়ানগরীতে প্রবেশ করিয়া পর্ত্তুগীজ জয়পতাকা উড়াইয়া দিলেন। নগরবাসীগণ স্বর্ণ ও রৌপ্যের পুষ্প বর্ষণ করিয়া বিজেতার সম্বর্দ্ধনা করিল। উক্ত বর্ষে ১৫ই আগষ্ট বিজাপুররাজ যুসফ আদিলশাহ বিস্তর সৈন্য লইয়া গোয়া অধিকার করেন। ঘটনাক্রমে ইহারই অব্যবহিত পরে পর্ত্তুগাল হইতে একদল সুশিক্ষিত সৈন্য আসিয়া পৌঁছে। আল্‌বুকার্ক তাহাদিগের সাহায্যে ২৫এ নবেম্বর তারিখে পুনর্ব্বার গোয়ানগর আক্রমণ করিলেন। সেই যুদ্ধে প্রায় দুই হাজার মুসলমান শত্রু করে জীবন উৎসর্গ করেন। সে সময় অধিবাসীদিগের যে কি দারুণ কষ্ট হইয়াছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পর্ত্তু-গীজরাজ লুটের অংশস্বরূপ প্রায় দুই লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। আল্‌বুকার্ক দুর্গসংস্কার ও নগর সুদৃঢ় করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই সময় হইতে এসিয়াস্থ পর্ত্তুগীজের অধীন অপর সকল স্থান অপেক্ষা গোয়াই প্রধান হইয়া উঠে। মার্টিন্ আল্‌ফন্সো গোয়ার শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন, তাঁহারই সঙ্গে সেণ্ট জেভিয়ার আসিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম্ আদিলশাহের অধীনস্থ সালসেট ও বারদেশ নামক মহাল পর্ত্তুগীজদিগের অধিকারভুক্ত হয়। ভবিষ্যতে সহসা মুসলমানের আক্রমণ নিবারণ জন্য গোয়ার পশ্চিমাংশে দৃঢ় প্রাচীর নির্ম্মিত হইল। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে আলি আদিলশাহ লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া গোয়ানগর অবরোধ করেন, কিন্তু এই সময়ে পর্ত্তুগীজ রাজপ্রতিনিধি ডন লুই-দি আথেডি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া অতি বিচক্ষণভাবে নগর রক্ষা করিয়াছিলেন। দশমাস অবরোধের পর মুসলমানসৈন্য বাধ্য হইয়া ফিরিয়া যায়। এই সময় পর্ত্তুগীজদিগের আর এক সঙ্কট উপস্থিত। পর্ত্তুগাল ও স্পেনরাজ্যে বিশেষ সম্বন্ধ। ওলন্দাজেরা স্পেনের অধীনতা হইতে মুক্ত হইলেও পর্ত্তুগীজদিগের উপরও তাহাদের আক্রোশ ছিল। তাঁহারা ভারত উপকূলে আসিয়া পর্ত্তুগীজদিগেরও অনিষ্টের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এত গোলযোগ এত উৎপাতেও গোয়া শ্রীহীন হয় নাই। মোগলবাদশাহদিগের প্রবল আধিপত্যকালে দিল্লী ও আগ্রার যেমন শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, এখন কলিকাতা যেমন সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজদিগের অধীনে এই গোয়াও তেমনি সমৃদ্ধিশালী ও অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিয়াছিল। ইহার সমুচ্চসৌধাবলী, পৃথিবীর নানাস্থানের বণিক-গণের সমাগম, খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দিরের নিত্য উৎসব ও যোদ্ধৃগণের অস্ত্র ঝণঝণায় দর্শকগণের নিকট ইহা যেন স্বপ্নপুরী সদৃশ বলিয়া বোধ হইত। তৎকালীন ভ্রমণকারীগণ মুক্তকণ্ঠে ইহার গৌরব ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

পর্ত্তুগীজেরা যেমন অস্ত্রবলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহারা অস্ত্রের জোরেই শত শত ব্যক্তিকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপ্রচারই তাঁহাদের অধঃপতনের কারণ। [খ্রীষ্টান্ শব্দ দেখ।]

১৬শ শতাব্দে যাহাদের বীরদর্পে ভারতভূমি কম্পিত হইয়াছিল, ১৭শ শতাব্দে সেই বীরজেতা পর্ত্তুগীজগণ নিতান্তই বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিল, এই বিলাসিতাই তাহাদের অধঃপতনের অন্যতম কারণ। সে সময়ে গোয়ানগরে কোনরূপ পান্থনিবাস ছিল না বটে, কিন্তু নগরের সর্ব্বত্রই জুয়াখেলার আড্ডা ও প্রমোদগৃহ ছিল। জুয়াখেলার আড্ডা-গুলি এখনকার ভাল ভাল বৈঠকখানার মত অতি সুন্দর-রূপে সজ্জিত থাকিত। পর্ত্তুগীজ গবর্মেণ্ট ঐ সকল আড্ডা হইতে যথেষ্ট কর আদায় করিতেন। প্রমোদগৃহসমূহে দিবা-রাত্র গায়িকা, নর্ত্তকী, নট নটী, বাদিকর ও সুরা বিরাজ করিত। সকল শ্রেণীর লোকেই ঐ সকল স্থানে যাতায়াত করিতে পারিত।

পর্ত্তুগীজ রমণীগণ দেশীয় রমণীদিগের মত কাপড় পরিয়া অন্তঃপুরে থাকিতেন। পুরুষেরাও গৃহে দেশীয় পোষাক পরি-তেন। কিন্তু বাহিরে তাঁহাদের বাবুয়ানা দেখে কে! কেহ পথে বাহির হইলেও ঘোড়াকে মণি মুক্তা ও সোণা রূপার অলঙ্কার দিয়া সাজাইতেন, ভৃত্যগণ আশাসোটা ছত্র চামর ও পানের ডোবা হাতে লইয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইত। দেখিলেই বোধ হইত যেন কোন নবাবপুত্র চলিয়াছেন! গরীবলোকেও বড় লোকের অনুকরণ করিত, সুতরাং তাহাদের পেটে অন্ন জুটুক বা নাই জুটুক, বাহিরে জাঁকজমক ছাড়িত না। একটু অব-কাশ পাইলেই অধিকাংশ লোকেই জুয়ার আড্ডায় বা প্রমোদ-বাটীতে গিয়া আমোদ করিত। এদিকে তাহাদের রমণীগণও বিলাসে গা ঢালিয়া থাকিত। ঘরকন্নার দিকে বড় কাহারও একটা মনোযোগ ছিল না। তাহারা অনেক সময়ে বেশভূষা

লইয়া ব্যস্ত ছিল, সুন্দর যুবক দেখিলেই তাহার সহবাসের চেষ্টা করিত। কেহ বা পতিকে ধুতুরা খাওয়াইয়া অচেতন করিয়া পরপুরুষকে লইয়া সুখভোগ করিত। এইত পর্ত্তুগীজ রাজ্যের অবস্থা! এই দুরবস্থার সময়ে (১৬০৩ খৃষ্টাব্দে) ওলন্দাজেরা গোয়া অবরোধ করিল। কিন্তু তাহাদের উদ্যম নিষ্ফল হইয়াছিল। তথাপি তাহারা পশ্চাৎপদ হইল না, ক্রমে ক্রমে পর্ত্তুগীজদিগের অনেক নগরী ওলন্দাজের হস্তগত হইল। এই সময় গোয়ার চারিদিকে প্রবল জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেই জ্বরে অধিবাসীগণ নিতান্ত কাতর হইয়া পড়ে। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে আবার ওলন্দাজেরা গোয়া অবরোধ করিয়াছিল। এবারেও তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে হয়। এই সকল দুর্ঘটনায় গোয়া ক্রমে শ্রীহীন হইয়া পড়ে। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে টাভার্ণিয়ার গোয়ার সৌধাবলীর শিল্পনৈপুণ্যের যথেষ্ট প্রশংসা করেন, কিন্তু তাঁহার প্রথমাগমনে গোয়ায় কোন কোন পর্ত্তুগীজ পরিবারের যেরূপ সুখস্বচ্ছন্দ দেখিয়াছিলেন, এবার তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "ছয় বর্ষ পূর্ব্বে যাহাদের যথেষ্ট ধন সম্পত্তি ছিল, এখন তাহারা গুপ্তভাবে ভিক্ষাদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। কিন্তু তবু এখনও তাহাদের গর্ব্ব কমে নাই। এখনও অনেক দরিদ্র পর্ত্তুগীজরমণী পাল্কীতে চড়িয়া ভৃত্য সঙ্গে করিয়া লোকের বাটীতে যায়, ভৃত্য সেই রমণীর হইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করে।" এই সময়ে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে থেবেনট (Thevenot) লিখেন, "গোয়ানগরী প্রাসাদমালায় সুন্দর সুসজ্জিত, অত্যুচ্চ গির্জ্জা ও মঠ সকল বড়ই মনোহর! ভারতে পর্ত্তুগীজদিগের মত ধনবান্ জগতে অতি অল্প জাতিই আছে, কিন্তু এই ধনগৌরবই ইহাদের ধ্বংসের মূল!" ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে আর এক ব্যক্তি গোয়া দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন, "ভারতে ইহা যেন রোমনগরী, দূর হইতে দেখ—সপ্তশৈলের উপর অবস্থিত! চারিদিকেই বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চ ভজনালয়, মহান্ অট্টালিকা, কিন্তু অধিকাংশই ধ্বংস হওয়ায় নগরী যেন লজ্জায় অধোবদন হইয়া আছে।"

১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে সম্ভাজি অকস্মাৎ গোয়ায় প্রবেশ করিয়া নগর লুঠ করিতে থাকেন, কেহ যে নগর রক্ষা করিবে সে আশা ছিল না, এমন সময় সহ্যাদ্রি হইতে কতকগুলি মোগলসৈন্য আসিয়া মহারাষ্ট্রদিগকে পরাজয় ও বশীভূত করেন। কেহ বলেন প্রসিদ্ধ খৃষ্টানসাধু ফ্রান্সিস্ জেভিয়ারের মায়াবলে এইরূপ অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। আবার অল্পদিন পরেই সাবন্তবাড়ী হইতে ভোন্সলারা আসিয়া গোয়ারাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁহারাও পর্ত্তুগীজ হস্তে পরাস্ত হন। এই সময়ে পর্ত্তুগীজেরা মহারাষ্ট্রের অধিকৃত বিচোলিম্ দুর্গ ধ্বংস এবং কোর্জ্জিম্ ও পর্ন্নেম্ নামক দ্বীপ অধিকার করিয়া লইলেন। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে বারদেশ ও চপোরার সীমান্তে দুইটী দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ১৭৩২ হইতে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজদিগের সহিত মহারাষ্ট্রদিগের যুদ্ধ চলিয়াছিল। ঐ সময় ভোন্সলারা গোয়া রাজ্যের নানাস্থানে লুট পাট করিতে থাকে। অবশেষে নবরাজ প্রতিনিধি মার্ক্কুইস্ অব লরিশাল ১২০০ য়ুরোপীয় সৈন্যসহ আসিয়া বারদেশে মহারাষ্ট্রদিগকে পরাজয় ও গোয়ারাজ্য হইতে তাড়াইয়া পোণ্ডা ও অপর কতকগুলি ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার করেন। এই সময়ে ভোন্সলাদিগের সর্দ্দার ক্ষেমসাবন্ত পর্ত্তুগীজের করদরূপে গণ্য হইয়াছিলেন। এত যুদ্ধের পরও মহারাষ্ট্রেরা ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা ভোন্সলাদিগের সহিত মিলিত হইয়া পর্ত্তুগীজের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বীর মার্কুইস্ অব্ কাষ্টেলো (Marquis of Castelo Novo) আলোর্ণা, তীরকুল, নিউটম, রারম্, সঙ্কুলিম্ বা সত্তার দখল করিলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ প্রতিনিধি মার্কুইস অব্ তবোরা সুন্দারাজকে পরাজয় করিয়া পীরো বা সদাশিব গড় দখল করেন। ১৭৬৫ হইতে রাজ প্রতিনিধি কাউন্ট অব্ আল্ভার সময়ে মহারাষ্ট্রদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছিল। এই সময় রবিম্ ও দণ্ডিভম্ পর্ত্তুগীজদিগের হস্তচ্যুত হয়, পর্ত্তুগীজ রাজপ্রতিনিধি দুর্গ অবরোধকালে নিহত হন। পীরো ও জিম্পাম্ দুর্গ সুন্দারাজকে এবং বিচোলিম্ সঙ্কুলিম্ ও অলোণা ক্ষেমসাবন্তকে ফিরাইয়া দিবার জন্য পর্ত্তুগাল হইতে আদেশ আসিল। তৎকালে হায়দার আলির হস্ত হইতে উদ্ধারলাভের জন্য সুন্দারাজ পর্ত্তুগীজদিগকে আস্তুলী, বালেশ্বর, ও কোণাকোণ নামক ভূভাগ অর্পণ করেন। একবর্ষ পরে ক্ষেমসাবন্ত আবার পর্ত্তুগীজদিগের সহিত বিরোধ উপস্থিত করেন, শেষে পর্ত্তুগীজদিগের নিকট পরাস্ত হইয়া তাঁহাকে আলোর্ণা, পর্ণম্, সঙ্কুলিম্ বা সত্তরি ও বিচোলিম্ ছাড়িয়া দিতে হয়।

শত শত আক্রমণ ও মড়ক সহ্য করিয়া ক্রমে গোয়ানগরী উৎসন্ন প্রায়! পর্ত্তুগীজ গবর্ণমেন্ট রাজধানীর পুনঃসংস্কারের চেষ্টা করেন। বিস্তর অর্থ ব্যয় হইল, কিন্তু কোন ফলই হইল না। পূর্ব্ব হইতেই অধিবাসিগণ ক্রমে ক্রমে নদীর মোহানায় অবস্থিত পঞ্জীম্ বা নবগোয়ায় উঠিয়া গিয়া বসবাস করিতেছিল, এখন এইখানে নূতন রাজধানী স্থাপিত হইল। ১৮শ শতাব্দে গোয়ার অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছিল, এমন কি এখানকার আয়ে খরচ কুলাইত না। এমন কি এখানকার সেনাধ্যক্ষ (Captain) ৬৲ টাকার অধিক মাসিক বেতন পাই-

হন না। মহারাষ্ট্রদিগের রক্ষার জন্য যে দুই হাজার য়ুরোপীয় সৈন্য নিযুক্ত ছিল, তাহাদের সমস্ত খরচই পর্ত্তুগালরাজকে পাঠাইতে হত। তখনও পর্ত্তুগীজ যেসুইটেরা অদম্য উৎসাহে নানা জাতিকে খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছিলেন। কাপ্তেন হ্যামিল্টন্ লিখিয়া গিয়াছেন, তখনও গোয়ার নিকট পর্য্যন্ত বিস্তর গির্জ্জা ও কুমারীমঠ এবং প্রায় ত্রিশ হাজার রোমান ক্যাথলিক একচেটিয়া ব্যবসার কারণ দেশীয় বণিকেরা উত্যক্ত তাহাদের একচেটিয়া ব্যবসার কারণ দেশীয় বণিকেরা উত্যক্ত হইয়া দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসেন।

১৭০৯ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রেরা গোয়ারাজ্যে দারুণ উৎপাত আরম্ভ করে। খৃষ্টান ধর্ম্ম ও সন্ন্যাসীগণ আতঙ্কে মর্গাও নামক স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। যাহা হউক গোয়ার বিভ্রান্তি ঘুচিল না। সমস্ত রাজপুরুষ ও সৈন্যদিগের অমিত-ব্যয়িতাও দূর হইল না

১৮০১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী যুদ্ধকালে ইংরাজেরা পর্ত্তুগীজদিগের সহিত মিলিত হন। ওয়াটার্লুর যুদ্ধ পর্য্যন্ত কতকগুলি ইংরাজসৈন্য গোয়ার দুইটী দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে, পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তা কাউণ্ট অব্-রিওপার্দো উন্দা ও রাজীয়র দুর্গ আক্রমণ করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্ঞী (২য়) ডোনামেরিয়া কর্ত্তৃক বার্ণাডো পেরেস ডা সিলভা নামে একজন গোয়াবাসী পর্ত্তুগীজ পর্ত্তুগালের অধীন ভারতীয়রাজ্যসমূহের শাসনকর্ত্তা হন। তিনি সুবন্দোবস্ত করিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শাসনকাল ১৭ দিনের অধিক স্থায়ী হইল না, এই সময় তাঁহার বিপক্ষে কতকগুলি লোক ষড়যন্ত্র করায় তিনি বোম্বাইয়ে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। তৎপরে ১৬ বর্ষ গোয়াতে আর কোন গোলযোগ ঘটে নাই, মধ্যে কতকগুলি সৈন্য সামান্যরূপ উত্তেজিত হওয়ায় তৎকালীন শাসনকর্ত্তা লোপেস-ডি-লিমা পদচ্যুত হন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে সাবন্তবাড়ীতে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, কতকগুলি বিদ্রোহী গোয়ায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদিগের জন্য পর্ত্তুগীজদিগের সহিত বৃটীশগবর্মেণ্টের বিবাদ বাধিবার সূত্রপাত হয়। সে সময়ে পেস্তানা গোয়ার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে দীপজির প্ররোচনায় সত্তরির রাণী বিদ্রোহী হন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে গোয়াবাসী দেশীয় সৈন্যেরা তাহাদের আবেদন মত বেতন না পাওয়ায় বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বিদ্রোহীদমনের জন্য পর্ত্তুগালরাজের ভ্রাতা ডোম-অগষ্টো স্বয়ং সসৈন্যে আগমন করেন। তিনি আসিয়া শান্তি স্থাপন ও বিদ্রোহীদিগকে নিরস্ত্র করেন। তদবধি ৩১৩ জন পর্ত্তুগীজ সৈন্য গোয়া রক্ষা করিতেছে।

গোয়ার প্রধান নগর—(নব) গোয়া বা পঞ্জীম, মর্গাও ও মপুশা। ডমাণ, দিউ, মোজাম্বিক মকাও ও তিমোর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদও গোয়ার শাসনকর্ত্তার অধীন।

পুণ্যস্থান।—গোয়ারাজ্য হিন্দু ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের পুণ্য-স্থান বলিয়া গণ্য। এখানে অনেকগুলি হিন্দুতীর্থ ও প্রাচীন দেবালয় আছে। তন্মধ্যে চন্দ্রবতী মহালের চন্দ্রনাথ ও নবার্জ্জিত গোয়ার অন্তর্গত মাঙ্গীশ, মহালসা, শান্তাদুর্গা, কপালেশ্বর, নাগেশ ও রামনাথ প্রসিদ্ধ। চন্দ্রনাথ বা চন্দ্র-চূড়ের মাহাত্ম্য এখানকার স্থলপুরাণে ও সহ্যাদ্রিখণ্ডে বিস্তৃত-ভাবে বর্ণিত আছে। সহ্যাদ্রিখণ্ডের মতে—

"পূর্ব্বকালে কোন সময়ে দশহাজার বৎসর পর্য্যন্ত অনাবৃষ্টি হয়। দারুণ অনাবৃষ্টিতে পৃথিবী যায় যায় হইয়া উঠিল। তখন ঋষিরা মিলিত হইয়া অগাধ সলিলা কুশবতী নদীতে উপস্থিত হইলেন এবং জল পাইবার জন্য দেবদেব মহাদেবকে স্তব করিতে লাগিলেন। শম্ভু তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বৃহৎ পর্ব্বতরূপে অবতীর্ণ হন, তাঁহার উচ্চতায় এক যোজন। তাঁহার শিরোদেশে চন্দ্রকান্ত পাথর আছে, তাহা হইতে জলনিঃসৃত হইয়া অনাবৃষ্টি-পীড়িত সমস্ত ভূমণ্ডল রক্ষা করিয়াছিল। আবার অনাবৃষ্টি হইলে কি উপায় হইবে এই ভাবিয়া ঋষিগণ তাঁহাকে অবস্থান করিতে অনুরোধ করেন। ঋষিগণের অনুরোধে মহাদেব সেই পর্ব্বতশিখরে লিঙ্গরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। ইহার নাম চন্দ্রচূড়। ইহার অবলোকনে সকল পাপনাশ হয়।

কিছুদিন পরে ভূতনায়ক ভৈরব শিবকে দেখিতে আসিলেন। শিবের অনুমতিতে তিনিও এই স্থানে থাকিয়া যান। ইহার পরে নানাদেশীয় ঋষিগণ এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। তীর্থপ্রভাবে সকলেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। যে ঋষি যে স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন, সেই স্থানে তাঁহার নামে তীর্থ হইয়াছে। তাহার মধ্যে কপিল, গৌতম, সোম, ভরদ্বাজ, চন্দ্রোদয়, স্বর্ণপীঠ ও অর্ঘ্য এই কয়টী তীর্থ প্রধান।"

"চন্দ্রচূড়ের পশ্চিমে কুশবতী প্রভৃতি কয়েকটী পুণ্যসলিলা নদী এবং ইহার চারিদিকেই প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে। কুশবতী ব্রহ্মার পদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই নদীর উভয়কূলে অনেক কুশ আছে বলিয়া ঋষিরা ইহার নাম কুশবতী রাখিয়াছেন। কোন সময়ে অগস্ত্য ঋষি হাটকেশ্বর দেখিতে যাইতেছিলেন, পথে কুশবতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ঋষির আদেশে কুশবতী বাহিয়া হাটকেশ্বর পর্য্যন্ত গমন করে। স্থানবিশেষে ইহারই নাম পঞ্চনদী। ইহাতে স্নান করিলে সকল পাপনাশ হয়।" (চন্দ্রচূড় মা° ১-৩ অঃ)

স্তব করিতে থাকে। সর্পগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া এবং পরশুরামের কথায় শিব ও পার্ব্বতী ঐ তীর্থে নিয়ত অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন খগপতি গরুড় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সাপ খাইবার মানসে ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। সাপেরা বুঝিল যে, এখন শিবের আশ্রয় ভিন্ন আর উপায় নাই। তাহারা সকলেই শিবের শরীরে উঠিয়া জড়াইয়া থাকিল। শিব বলিলেন, "গরুড়! তুমি এই তীর্থস্থিত সর্পদিগকে ভক্ষণ করিও না।" শিবের হুকুমে গরুড় কিছুই করিতে পারিল না। সাপেরাও নির্ভয় হইল। সেই হেতুতেই এই স্থানের নাম নাগাম্বর হইয়াছে। ফণিগণবিভূষিত শিব ও পার্ব্বতী নিয়ত এইস্থানে বাস করেন। ইহার পরে শান্তনামে একজন মুনি ভগবতীর আরাধনা করেন। তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবতী বালিকাবেশে আবির্ভূত হন এবং তাঁহাকে অনিরুদ্ধের আরাধনা করিতে অনুমতি দেন। ব্রাহ্মণ দেবীর আদেশে অনিরুদ্ধের উপাসনা করেন এবং তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া অনিরুদ্ধ সাক্ষাৎ হইলে শান্তাদেবীর সহিত তাঁহাকে এইস্থানে থাকিতে প্রার্থনা করেন। তদবধি শান্তাদেবী এবং অনিরুদ্ধ এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন। ইহা ছাড়া বিঘ্নরাজ ও ভূতনাথ এই দুই দেবতা ক্ষেত্রে নিয়ত অবস্থান করেন। এখানে দেবদর্শন, জপ ও হোমাদি করিলে অনন্ত ফল হয়। (নাগাম্বরমা°)

শান্তা এখন শান্তাদুর্গা নামে খ্যাত।

বরুণাপুর—কোন সময়ে বরুণের নগরীতে যাইয়া কতকগুলি লোক পরশুরামের উপাসনা করিয়াছিল। রাম সন্তুষ্ট হইয়া বরুণকে একটী পুরী নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি দেন। বরুণ আপনার পুরের ন্যায় মনোহর একটী পুর নির্ম্মাণ করেন। পরশুরাম সন্তুষ্ট হইয়া সেই পুরের নাম বরুণাপুর রাখিয়াছিলেন। এক বৎসর বৈশাখ মাসের শুক্লার নবমী তিথিতে সাত দিন পর্য্যন্ত মহোৎসব হইতেছিল। বরুণাপুরবাসী সকলেই আমোদে মাতিয়াছে, এই সময়ে দুর্মুখ নামক এক দৈত্য সুযোগ পাইয়া পুরবাসী অসুরের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পরশুরামের উপাসনা করে। পরশুরাম দৈত্যনাশের উপায় করিবার জন্য একটী দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া দেন এবং সকল পুরবাসীকে তাঁহার আরাধনা করিতে অনুমতি করেন। পুরবাসীর আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবী ভীষণ খড়্গাঘাতে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠীতিথিতে সেই অসুরকে বিনাশ করেন। উক্ত তিথিতে এই দেবীর আরাধনা করিলে মনোভীষ্ট পূর্ণ হয়। দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, শান্তা, শারদা, অম্বিকা, কাত্যায়নী, বালদুর্গা, মহাযোগিনী, অধীশ্বরী, যোগনিদ্রা, মহালক্ষ্মী, কালরাত্রি ও মোহিনী এই কয়টী নামে ঐ দেবীমূর্ত্তির আরাধনা করিতে হয়। ঐ দেবীমূর্ত্তির নাম মহালস। (বরুণপুরাণ।) গোয়াবাসী হিন্দুগণ ইঁহাকে চলিত কথায় "মাল্সা" বলিয়া থাকেন।

মার্গীশ।—কোন সময়ে শিব পার্ব্বতীর সহিত দ্যূতক্রীড়া করিতে আরম্ভ করেন। দৈবক্রমে খেলায় পার্ব্বতীর জয় হয়। গৃহিণী দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত পতিকে দুই একটী উপহাস বা চাটুবাক্য প্রয়োগ করেন। শিবের মনে বড়ই আঘাত লাগিল। তিনি গৃহ ছাড়িয়া বনবাসী হইলেন। বৃদ্ধ ভোলা সাংসারিক সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বনে বনে বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে কৃষ্ণা ও বেণীর সঙ্গমে তপস্যা করেন। সেইস্থানে সঙ্গমেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হন। পরশুরাম সেইস্থান ব্রাহ্মণদিগকে দান করায় শিব সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া সাগরের নিকটে যাইয়া অবস্থিতি করেন। ইহার পরে কুশাবতীতে আসিয়া তিনি অনেকদিন তপস্যা করিয়াছিলেন। এইস্থানে প্রাণেশ্বর নামে একটী লিঙ্গের দক্ষিণদিকে স্বয়ং সদাশিব বিরাজমান। ইহার পরে শিব গোমন্তক পর্ব্বতে গমন করেন। এই স্থানে গোমন্তকেশ নামে সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হন। এই লিঙ্গের পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি সকল দেবতাই বিরাজ করেন। লিঙ্গের পশ্চিমে গণেশ, উত্তরে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ এবং দক্ষিণে ভৈরব প্রভৃতি গণেরা অবস্থিত। ঋষিগণ শিবের দর্শন পাইবার জন্য সাতকোটী বৎসর অঘাশীনদী তীরে তপস্যা করেন। শিব সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে লিঙ্গরূপে সেই স্থানে অবস্থান করিতে প্রার্থনা করেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় সেই স্থানে সপ্তকোটীশ্বর নামে এক লিঙ্গ স্থাপিত হয়, পঞ্চনদীতে স্নান করিয়া সপ্তকোটীশ্বরকে অবলোকন করিলে মনোভীষ্ট পূর্ণ হয়।

গোমন্তের দক্ষিণভাগে সাগরের নিকটে অঘাশী নামে একটী নদী আছে। এই নদী সহ্যাদ্রির পাদদেশ হইতে উৎপন্ন। অঘাশীর তীরে প্রসিদ্ধ কুশস্থলীপুরী। এই পুরীতে লোমশ নামে একজন পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। লোমশ কোন সময়ে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে সঙ্গমস্থলে স্নান করিতে উপস্থিত হন। ব্রাহ্মণ নদীতে অবগাহন করিলে একটা ভীষণ কুম্ভীর তাঁহাকে গ্রাস করে। দারুণ বিপদে লোমশ শিবের স্তব করিতে আরম্ভ করেন। শিব সাক্ষাৎ হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। সেইস্থানে লোমশ নামে এক লিঙ্গ স্থাপিত হয়। শিব লোমশকে বলিয়াছিলেন যে, এই গোমন্তক

পর্ব্বতে শতসহস্র লিঙ্গ আছে, কিন্তু তাহাতে আমি পূর্ণাংশে অবস্থিত নহি। কলিকালে অঘাশী নদীর তীরে এই গোমশলিঙ্গেই পূর্ণভাবে বাস করিব। কলিকালে এই ক্ষেত্রই আমার একমাত্র বসতিস্থান।" ইহার দর্শনে সকল দুঃখ বিনাশ হয়।

এদিকে পতি বনবাসী হইলে পর শৈলতনয়াও তাঁহার অনুসন্ধানে বাহির হন, কিন্তু কোথাও পতিকে পাইলেন না। পরে অঘাশী নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া শিবের তপস্যা করেন। শিব পার্ব্বতীকে পরীক্ষা করিবার জন্য ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত হন। ব্যাঘ্র দেখিয়া পার্ব্বতীর ভয় হইল। ভয়ে "মাং গিরীশ রক্ষ" এই কথা বলিতে 'মাংগীশ' বলিয়া ফেলিলেন। পরে শিব সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন, "আপনি এই স্থানে মাঙ্গীশ নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অবস্থিতি করুন।" শিব তাহাতেই সম্মত হইলেন। সেই স্থানে মাঙ্গীশ নামে শিবলিঙ্গ ও দেবীমূর্ত্তি স্থাপিত হইল প্রথমে এই দুইটীই জলের মধ্যে স্থাপিত ছিল। "মাঙ্গীশ" এই নাম উচ্চারণ করিলে সকল যজ্ঞের ফল হয়। ইহার দর্শনে সকল দুঃখ বিনাশ হয়।

কিছুদিন পরে কান্তকুব্জনিবাসী বাৎস্যগোত্র দেবশর্ম্মা নামক একজন ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক তীর্থযাত্রা করিতে বাহির হইয়া অঘাশীসঙ্গমে উপস্থিত হন। ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে, একটী ধেনু জলে ডুব দিয়া কিছুকাল থাকিয়া পরে উঠিয়া গেল। ব্রাহ্মণ ইহার মর্ম্মভেদ করিতে না পারিয়া অধিবাসীদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিল না। ইহার পরে আর এক দিন ব্রাহ্মণ গোরুর পুচ্ছ ধরিয়া জলের নীচে যাইয়া তেজোময় লিঙ্গ ও দেবীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। দেবশর্ম্মা ভক্তিপূর্ব্বক লিঙ্গের পূজা ও আরাধনা করায় শিব সাক্ষাৎ হইয়া তাঁহার মাহাত্ম্য ও মাঙ্গীশ নামের কারণ বলিয়া দেন এবং বলেন যে, প্রতিদিন কপিলাধেনু আসিয়া আমাকে দুগ্ধ দিয়া স্নান করাইয়া যাইত, অতএব ইহার নাম কপিলাতীর্থ হইবে। এইরূপে জলময় তীর্থ ও লিঙ্গমূর্ত্তি বাহির হইল। ইহার দর্শনে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

গোমন্তের দক্ষিণে সমুদ্রের নিকটে শঙ্খাবলী নগরী, এই নগরীতে একজন সিদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সিদ্ধ সর্ব্বদাই শিবের আরাধনা করিতেন। রাক্ষসীরূপধারিণী দুর্মুখী নামে এক ব্রাহ্মণকন্যা ঐ স্থানে আসিয়া সকলের উপদ্রব করিত। একদিন কতকগুলি স্ত্রীলোক আসিতেছিল, রাক্ষসী তাহাদিগকে আক্রমণ করে। স্ত্রীলোকেরা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। সিদ্ধপুরুষ সেই অবলাগণকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া শিবকেই আহ্বান করেন। দীনবৎসল ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া একটা হুঙ্কারেই রাক্ষসীকে বিনাশ করেন এবং লিঙ্গরূপে সেইস্থানে অবস্থিত করিতে লাগিলেন। সিদ্ধ আরাধনা করিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম সিদ্ধেশ্বর হইয়াছে। ইহার দর্শনে সকল পাপ বিনষ্ট হয়।

(সহ্যাদ্রি' মাঙ্গীশমা')

সহ্যাদ্রিখণ্ডের উত্তরার্দ্ধে লিখিত আছে, "পরশুরাম ত্রিহোত্রপুর হইতে ভারদ্বাজ, কৌশিক বৎস, কৌণ্ডিন্য, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, জামদগ্ন, বিশ্বামিত্র, গৌতম ও অত্রিগোত্রী দশজন ব্রাহ্মণ আনাইয়া শ্রাদ্ধযজ্ঞাদি নির্ব্বাহের জন্য ক্রোশী গোমাঞ্চল মধ্যে স্থাপন করেন। এ ছাড়া ত্রিহোত্র হইতে তিনি মাঙ্গিরীশ, মহাদেব, মহালক্ষ্মী, মহালসা, শান্তাদুর্গা, নাগেশ ও সপ্তকোটীশ্বর প্রভৃতি অনেক দেবতা আনিয়া গোমন্তে স্থাপন করেন।" *

গোয়ার দেশীয় খৃষ্টানদিগকে গোয়াইজ বলে। পর্তুগীজেরা গোয়া অধিকার করিয়া এখানকার অধিকাংশ লোককেই খৃষ্টান করেন, তাহাদিগের বংশধরেরা এখন গোয়াইজ নামে খ্যাত। ইহারা সাহেবদিগের পাজামা ও কোট পরে, মাথায় জরির টুপি ও চটিজুতা ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকেরা গৃহে রঙ্গিন্ সাড়ী ও কাঁচুলি পরে, কিন্তু গির্জ্জায় যাইবার সময় শাদা সাড়ী ও ওড়না গায়ে দেয়। ইহাদের আচার অনেকটা বাঙ্গালী ও উড়িয়ার মত। প্রাতে কাঞ্জি, মধ্যাহ্নে ভাত বা রাগির মণ্ড ও সন্ধ্যার পর তণ্ডুলাদি আহার করে। ইহারা খৃষ্টান হইলেও ইহাদের মধ্যে এখনও জাতিভেদ প্রথা

* "পশ্চাৎ পরশুরামেণ হ্যানীতা মুনয়ো দশ।
ত্রিহোত্রবাসিনশ্চৈব পঞ্চগৌড়ান্তরাশ্রয়া।
গোমাঞ্চলে স্থাপিতাস্তে পঞ্চক্রোশাং কুশস্থলীম্।
ভারদ্বাজঃ কৌশিকশ্চ বৎসকৌণ্ডিন্যকশ্যপাঃ।
বসিষ্ঠো জামদগ্নিশ্চ বিশ্বামিত্রশ্চ গৌতমঃ।
অত্রিশ্চ দশ গোত্রাঃ স্থাপিতাস্তত্র এব হি।
শ্রাদ্ধার্থং চৈব যজ্ঞার্থং ভোজনার্থঞ্চ কারণাৎ।
মঠগ্রামে কুশস্থল্যাং কর্দমীবাসী তৎপুরে।
তত্র দেবা মহাশ্রেষ্ঠাস্ত্রিহোত্রপুরবাসিনঃ।
আনীতা ভার্গবেণৈব গোমন্তাখ্যে চ পর্বতে।
মাঙ্গিরীশো মহাদেবো মহালক্ষ্মীশ্চ ম্হালসা।
শান্তাদুর্গা চ নাগেশ সপ্তকোটীশ্বরঃ শুভঃ।
তথা চ বহবো দেবা ভার্গবেণ তু আনীতাঃ।
স্থাপিতা ভক্তকার্যার্থং উত্তরে চ তথাহনে।"

সহ্যাদ্রিখণ্ড উত্তরার্দ্ধে ১ম অধ্যায় ৩৮—৫৫ শ্লোক।

ব্রহ্মপুত্রনদের সংযোগস্থলে অবস্থিত। ২০ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে জেলেরা মাছ ধরিয়া বিক্রয় করিতে আসিত। তখন একখানি সামান্য গ্রামরূপে পরিচিত ছিল। সেই সময়ে ডাকাইতেরা নদীতে আরোহীদিগের উপর বিশেষ অত্যাচার করিত। বর্ত্তমান সময়ে গোয়ালন্দ নগর পূর্ব্ব বঙ্গের বাণিজ্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এখানে ইষ্টার্ণ-বেঙ্গল-ষ্টেট রেলওয়ের শেষ ষ্টেসন ও আসাম যাতায়াতের ষ্টিমার ছাড়িবার আড্ডা আছে। নদীর চর্দ্দিক্‌ গর্ভস্থ নগরের অবস্থা ক্রমশঃই পরিবর্ত্তিত দেখা যাইতেছে। এই নগরে রেলওয়ে কোম্পানির ষ্টেসন, বাজার এবং নদী দ্বয়ের সঙ্গমস্থানে বালুকাময় জমির উপরে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য একটি আদালত আছে। ষ্টিমার বা নৌকা হইতে রেলগাড়ীতে মাল বোঝাই বা খালাসের সুবিধার জন্য শীতকালে নদীর কূলে একটী রেলপথ পাতা হয়। কিন্তু আষাঢ় ও শ্রাবণমাসে যখন এই নদী বন্যার জলে স্ফীত হইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল ভাসাইতে থাকে, তখন ঐ রেলপথ উঠাইয়া লওয়া হয়। একসপ্তাহ পূর্ব্বে যে নদী-কূলে সর্ব্বদাই মাল লইয়া রেলগাড়ী যাতায়াত করিত, কিছু দিন পরে তথায় কেবলমাত্র সমুদ্রের ন্যায় জলরাশি লক্ষিত হয়। এই সময়ে নদীর উত্তর অথবা পূর্ব্ব-অংশে দৃষ্টি করিলে প্রায় ৩।৪ মাইল বিস্তৃত অখণ্ড জলরাশি নয়নপথে পতিত হয়। ঐকালে ঝড় উঠিলে দেশী মাঝির নৌকাগুলি কোন দূরবর্ত্তী খালে লইয়া যায়। সময় সময়ে ষ্টিমারও কুষ্টিয়ার ঘাটে আনিয়া রাখে। কারণ তথায় ঝড় খাইবার তত দূর সম্ভাবনা নাই। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে গোয়ালন্দ হইতে কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত রেলপথ খোলা হয় এবং নদীকূলে বাঁধ বাঁধিয়া ষ্টেসন রক্ষা করা হয়। ঐ বাঁধ রক্ষা করিতে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১০০০০০০৲ টাকা খরচ হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত বৎসরের আগষ্টমাসে নদীর জল অভাবনীয় রূপে বাড়িয়া উঠে, তাহাতে সেই বাঁধের সুদৃঢ় গাঁথনি, রেল-ষ্টেশন ও উপরিভাগস্থ কাছারী জলে ধৌত হইয়া যায়।

নদীর নৌকা বা ষ্টিমার হইতে রেলগাড়ীতে মাল বোঝাই লওয়াই গোয়ালন্দের ব্যবসা। আসামজাত দ্রব্যব্যতীত পার্ব্বত্য জেলাসমূহের উৎপন্ন ফসলাদি উক্ত রেল দিয়া কলিকাতায় আমদানী হইয়া থাকে। গোয়ালন্দ হইতে কয়েকখানি ষ্টিমার আসাম, সিরাজগঞ্জ, ঢাকা ও কাছাড়ে যাতায়াত করে। এখানে লোণা ইলিসের বিস্তৃত কারবার আছে। সেই মাছ লবণাক্ত করিবার জন্য গবর্মেণ্ট নিজ হইতে লবণ বাহির করিয়া দেন এবং প্রতি মণে ২৸০ আনা আদায় করেন। এই নগরে মাড়বারী বা কৈবর্ত্ত-খোট্টা ব্যবসায়ীও অধিক। এখানে সপ্তাহে বাজার বসে।

গোয়ালপাড়া, আসাম প্রদেশের পশ্চিমাংশস্থ একটী জেলা। ব্রহ্মপুত্র নদের উভয়কূলে অক্ষা° ২৫° ৩২´ হইতে ২৬° ৫৪´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৯° ৪২´ হইতে ৯১° পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে ভূটানরাজ্যের পর্ব্বতমালা এবং দক্ষিণে পার্ব্বতীয় গারো জেলা। ভূ-পরিমাণ প্রায় ৩৮৬৫ বর্গমাইল। ব্রহ্মপুত্রনদের বামতটে গোয়ালপাড়া নগর। এইখানে জেলার বিচার-বিভাগ ও সদর কাছারি আছে।

যেখানে ব্রহ্মপুত্র নদ বক্রভাবে ক্রমশঃই দক্ষিণাভিমুখে আসিয়াছে, ব্রহ্মপুত্রনদের সেই ক্ষুদ্র উপত্যকা মধ্যে লোকের বসবাস অধিক। নদীর বামকূলে আট মাইলের অধিক বিস্তৃত সমতল ভূমি দেখা যায় না। নদীর উভয় তীরবর্ত্তী ভূমিসমূহে চাষবাস হয়। ইহার পরেই পূর্ব্বদ্বারের জঙ্গলময় প্রদেশ। গ্রামের চারিপার্শ্বে ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে বহুতর ফলশালী বৃক্ষ দেখা যায়। জেলার উত্তর সীমায় বনময় গিরিমালা ও তদুপরি দূরস্থ বরফাবৃত হিমালয়শৃঙ্গ। এই সমস্ত দৃশ্য এতই সুন্দর যে, দর্শনমাত্রেই নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত হয়। পাহাড়ের উপর উচ্চভূমিতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গোরমাটি ও স্থানে স্থানে গ্রেণাইট ও বালুপাথর দেখা যায়। সমতলক্ষেত্রের মৃত্তিকা সাধারণতঃ বালুময়। তন্মধ্যে কোন কোন জমির মাটি এঁটেলা, কোথাও বা অল্প বালুযুক্ত।

এই জেলার উত্তরে ভূটানপর্ব্বতশ্রেণী হইতে মানস, গদাধর ও সঙ্কোশ নামক নদীত্রয় পূর্ব্বদ্বারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গোয়ালপাড়া জেলায় ব্রহ্মপুত্র নদীতে মিলিয়াছে। ঐ সকল নদীতে বৎসরের সকল ঋতুতেই বাণিজ্য-দ্রব্য লইবার জন্য বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র নদীতে কেবলমাত্র বর্ষা ঋতুতেই গমনাগমন করিতে পারা যায়। খরস্রোতা ব্রহ্মপুত্র নদ নিজ বেগে কোন স্থান ভাঙ্গিয়া জলে প্লাবিত করিতেছে এবং কোথাও বা বালুরাশি সঞ্চিত করিয়া নদীগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপ ও বালুকাময় চরে পরিণত হইতেছে। এই নদে প্রতি বৎসর ভয়ানক বন্যা আসিয়া নদীর উভয়কূলে বহুদূর ভাসাইয়া দেয়, এবং ঐ বন্যাসংস্থানের জল ৬ হইতে ১২ মাইল লম্বা কয়েকটী বিল ও জলাভূমিতে আটকাইয়া থাকিয়া সমগ্র বৎসর মধ্যেও সেই জল শুকায় না।

পূর্ব্বদ্বারের গবর্মেণ্টের অধিকৃত বনসমূহের ভূপরিমাণ প্রায় ৪২২ বর্গমাইল। এতদ্ভিন্ন অপরাপর ব্যক্তির তত্ত্বাবধানেও দুএকটী বন জমা আছে। গোয়ালপাড়া জেলার

হইল? এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কবি খড়্গরায়ের মতে কালযুগের প্রবেশে এবং ফজল আলি ও হীরাধনের মতে ৩৩২ বিক্রমসম্বতে অর্থাৎ ৭৫ খৃষ্টাব্দে সূর্য্যসেন কর্তৃক স্থাপিত হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম লিখিয়াছেন, "তোরমাণের পুত্র রাজা পশুপতির ১৫শ বর্ষ রাজ্যকালে তাঁহার মন্ত্রী কর্ত্তৃক সূর্য্যমন্দির স্থাপিত হয়। ২৫০ খৃষ্টাব্দে তোরমাণের অভ্যুদয়, এরূপ স্থলে ৩৩০ সম্বতে বা ২৭৫ খৃষ্টাব্দে মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে, ঐ সময়েই গোয়ালিয়ার দুর্গ স্থাপিত ও সূর্য্যকুণ্ড খনন করা হয়।" (Cunningham's Arch. Sur. Rept. Vol. II. p 372)

গোয়ালিয়ার দুর্গ হইতে প্রাপ্ত মিহিরকুলের ১৫শ সংবৎসরজ্ঞাপক শিলালিপিতে লিখিত আছে যে মাতৃচেট নামে একব্যক্তি ঐ সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এরূপস্থলে খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীতে সূর্য্যমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে হয়। [তোরমাণ ও মিহিরকুল দেখ।]

প্রাচীন গোয়ালিয়ার-নগর কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হইল, তাহা ঠিক বলা যায় না। মহাভারতে এই জনপদ "গোপরাষ্ট্র" * নামে এবং মিহিরকুল ও ভোজের সময়ে উৎকীর্ণ শিলাফলকে "গোপাহ্বয় ভূধর" †, "গোপাচল", "গোপাদ্রি" ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছে।

খড়্গরায় লিখিয়াছেন—কচ্ছবাহবংশীয় কুন্তলপুরীরাজ সূর্য্যসেনের কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল। একদিন তিনি গোপগিরির নিকট মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। এখানে তিনি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া গোয়ালিপা (গালিপা) নামক এক সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া জল প্রার্থনা করেন। সিদ্ধ কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া রাজাকে পান করিতে দিয়াছিলেন। সেই জল পান করিবামাত্র সূর্য্যসেন কুষ্ঠরোগ মুক্ত হন। তখন তিনি কৃতজ্ঞহৃদয়ে করযোড়ে সিদ্ধের কোন অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করেন, সিদ্ধপুরুষ তাঁহাকে গোপগিরির উপর দুর্গ নির্ম্মাণ ও কুণ্ডটী বৃহৎ করিয়া কাটাইয়া দিতে বলেন। সেই মত সূর্য্যসেন সিদ্ধের আজ্ঞানুসারে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার "গোয়ালি আধর" বা "গোয়ালিয়ার" ও কূপটী বড় করিয়া কাটাইয়া তাহার নাম সূর্য্যকুণ্ড রাখিলেন। সিদ্ধ সূর্য্যসেনের অপর নাম দিলেন সুহনপাল। খড়্গরায় ও ফজল আলির মতে সুহনপাল লইয়া ৮৪শ পুরুষে তেজকর্ণ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার সময়েই গোয়ালিয়ার অপরের হস্তগত হয়। খড়্গরায়, ফজল আলি প্রভৃতির মতে—তেজকর্ণ রাজা রণমলের কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য সেখানে গমন করে। যাইবার সময় তাঁহার ভাগিনেয় পরমাল দেবের উপর রাজ্যভার দিয়া যান। রণমলের পুত্রসন্তান না হওয়ায় জামাতা তেজকর্ণকেই নিজ রাজ্য অর্পণ করেন। এদিকে পরমাল মামাকে অতি মিষ্ট কথা বলিয়া পাঠাইলেন, গোয়ালিয়ার রাজ্য তাঁহাকে প্রদান করা হউক। তেজকর্ণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। পরমাল বিদ্রোহী হইয়া মাতুলকে বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি আর গোয়ালিয়ার দুর্গের অধিকার পাইবেন না। এইরূপে গোয়ালিয়ার পাড়িহারবংশীয় পরমাল ও পরমর্দ্দী দেবের হস্তগত হয়। খড়্গরায় প্রভৃতির মতে পরমাল ১১৮৬ সম্বতে (১১২৯ খৃষ্টাব্দে) রাজ্যারোহণ করেন। টড সাহেব লিখিয়াছেন "গোয়ালিয়ারের শেষ কচ্ছবাহরাজ তোলারায় (দুল্হারায়) ১০২৩ সম্বতে (৯৬৭ খৃষ্টাব্দে) রাজ্য ছাড়িয়া যান।" আবার গোয়ালিয়ারের কোন কোন স্তম্ভের পৃষ্ঠে ১০৩৩ সম্বৎ (...৭ খৃষ্টাব্দ) লিখিত আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহামের মতে, উহা ১০৩৩ সম্বৎ না হইয়া ১১৬১ সম্বৎ অর্থাৎ ১১০৪ খৃষ্টাব্দ হইবে *। আমাদের বিবেচনায় উহার কোনটী ঠিক নহে। খড়্গরায় প্রভৃতি লিখিয়াছেন, দুল্হা-রায় গোয়ালিয়রে একবর্ষ মাত্র রাজত্ব করিয়া বিবাহ করিতে যান এবং বিবাহের এক বৎসর পরেই শ্বশুররাজ্য প্রাপ্ত হন। ইহার অব্যবহিত পরেই পরমাল বিদ্রোহী হইয়া ছিলেন। সুতরাং পরমাল ১১৮৬ সম্বতে রাজ্যারোহণ করিলে ১০২৩, ১০৩৩ কিম্বা ১১৬১ সম্বতে দুল্হ-রায় বা তেজকর্ণ কর্তৃক গোয়ালিয়ার-রাজ্য পরিত্যাগ হইতে পারে না। খড়্গরায় প্রভৃতি দুল্হা রায় ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কচ্ছবাহ রাজগণ সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছেন তাহার অধিকাংশ কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয়, কারণ গোয়ালিয়ার হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি দ্বারা জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে গোয়ালিয়ার মহারাজ রামদেব ও তৎপুত্র মহারাজ ভোজদেবের অধীনে ছিল। ভোজদেব ৮৬২ হইতে প্রায় ৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন †। প্রত্নতত্ত্ববিদ কানিংহামের মতে—পূর্ব্ব হইতে বরাবর স্বাধীনভাবে না হউক করদরূপেও কচ্ছবাহবংশ গোয়ালিয়রে রাজত্ব করিয়াছিলেন। উক্ত ভোজদেবের কনিষ্ঠ পৌত্র বিনায়কপালের পর (৯৫০ খৃষ্টাব্দে) কচ্ছবাহবংশীয় বজ্রদামা গোয়ালিয়র অধিকার করিয়া নবরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হন এখানকার জৈনদেবমূর্ত্তির পাদদেশে

* মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব ৯ অঃ।

† Fleet's Inscriptionum Indicarum, Vol. II. 162 n.

* Cunningham's Arch. Sur. Reports, Vol. II. p. 376.

† Epigraphia Indica, Vol. p 155.

তাঁহাদিগকে বন্দী ও দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। বীরসিংহ ২৫ বর্ষকাল দুর্গাধিপতি ছিলেন, তৎপরে ১৪৫৭ সম্বতে (১৪০০ খৃষ্টাব্দে) তৎপুত্র বিরমদেব শাসনভার প্রাপ্ত হন।

গোয়ালিয়রের ত্রিকাশীরাতাল ও সুহানিয়ার অম্বিকাদেবীর মন্দির হইতে ১৪৬৫ সম্বতে (১৪০৮ খৃষ্টাব্দে) ও ১৪৬৭ সম্বতে (১৪১০ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ বিরমদেবের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। খড়্গরায় ইঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। তিনি বীরসিংহের পর উদ্ধরণ দেব, বীরম দেব, লক্ষ্মীসেন ও গণপতি দেবের নামোল্লেখ করিয়াছেন। আবার তোমর-বংশাবলীতে বিরমদেবের পর যথাক্রমে উদ্ধরণ, চেঁাদসহায় ও গণপদেবের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু গণপতিদেবের পুত্র দুঙ্গরসিংহের সময়ে উৎকীর্ণ ৪ খানি শিলালিপিতে গণপতি ছাড়া আর কাহারও নাম নাই। ইহাতে অনুমিত হয় যে, বিরমের পরই গণপতি রাজা হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে দুর্গাধিপতিগণ দিল্লীসম্রাটকে কর দিতেন। ১৪২৪ খৃষ্টাব্দে দুঙ্গরসিংহ শাসনভার প্রাপ্ত হন। এই বর্ষে মালবের হোসঙ্গশাহ গোয়ালিয়র দুর্গ আক্রমণ করেন। শেষে তাঁহার হস্ত হইতে দিল্লীপতি দুর্গ উদ্ধার করিয়াছিলেন। ১৪২৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর মুবারক শাহ গোয়ালিয়র অভিমুখে যাত্রা করেন ও রাজার নিকট হইতে কর আদায় করিয়া ফিরিয়া আসেন *। এইরূপে ১৪২৭, ১৪২৯ ও ১৪৩২ খৃষ্টাব্দেও দিল্লীপতি গোয়ালিয়রে গিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় যে, দুঙ্গরসিংহ সহজে কর দিতে চাহিতেন না, দিল্লীশ্বর সসৈন্যে উপস্থিত হইলে কর দিতে বাধ্য হইতেন। রাজা দুঙ্গরসিংহ ৩০ বর্ষকাল গোয়ালিয়র রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে এখানকার শিল্প ও ভাস্করকার্য্যের উন্নতি দেখা যায়। দুঙ্গরসিংহের শিলালিপিগুলি পাঠে জানা যায় যে, তাঁহার সময়ে গোয়ালিয়র আর্য্যাবর্ত্ত মধ্যে এক পরাক্রান্ত রাজ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল এবং দিল্লী, মালব ও জৌনপুরের মুসলমান রাজগণও সময়ে সময়ে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেন।

দুঙ্গরসিংহের পর তৎপুত্র কীর্ত্তিসিংহ রাজা হন। এই কীর্ত্তিসিংহের সময়ে পাহাড় কাটিয়া যে সুন্দর ভাস্করকার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। তাঁহার সময়ে ১৫২৫ ও ১৫৩০ সম্বতে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। তৎকালীন মালব, জৌনপুর ও দিল্লীর ইতিহাস হইতেও গোয়ালিয়ররাজের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি মুসলমান ইতিহাসে কিরণরায় নামে খ্যাত। দিল্লীশ্বর বহলোল লোদীর সহিত জৌনপুরের রাজা হুসেন সর্কির জীবন যুদ্ধকালে কিরণ তাঁহার ভ্রাতা পৃথীরায় উপস্থিত ছিলেন। সেই যুদ্ধ কত্তেখাঁ হার্বি কর্ত্তৃক পৃথীরায় নিহত হইলে, কিরণ তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য তৎক্ষণাৎ কত্তেখাঁর মুণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিল্লীশ্বরের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে জৌনপুরের সন্দেহ গোয়ালিয়র-রাজের উপর বিলক্ষণ চটিয়াছিল। ফেরিস্তা লিখিয়াছেন, "৮৭০ হিজিরায় (১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে) জৌনপুরের হুসেন সর্কি গোয়ালিয়র দুর্গ আক্রমণের জন্য বিস্তর সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর গোয়ালিয়ররাজ সন্ধি করেন ও কর দিতে স্বীকৃত হন।" এই সময় হইতে গোয়ালিয়ররাজ দিল্লীর বিরুদ্ধে জৌনপুরের পক্ষ অবলম্বন করেন। জৌনপুরাধিপ হোসেনের মাতা বিবি রাজীর মৃত্যু হইলে কিরণরায় (১৪৭০ খৃষ্টাব্দে) সর্কিরাজের সান্ত্বনা করিবার জন্য নিজ পুত্র কল্যাণমল্লকে পাঠাইয়াছিলেন। তৎপরে (১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে) হোসেন সর্কি দিল্লীশ্বর বহলোলের নিকট পরাজিত হইয়া গোয়ালিয়রে পলাইয়া আসেন। এখানে কিরণরায় লক্ষাধিক টাকা ও তাঁবু প্রভৃতি নানা দ্রব্য উপঢৌকন দিয়া তাঁহাকে কাল্পিতে পৌঁছাইয়া আসেন। পরবর্ষে কীর্ত্তিসিংহ বা কিরণরায়ের মৃত্যু হয়। তাহার পর তাঁহার পুত্র কল্যাণমল্ল ৭ বর্ষ নির্ব্বিবাদে রাজ্যসুখ ভোগ করেন। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র মানসিংহ পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। ঐ বর্ষেই বহলোল লোদী তাঁহাকে আক্রমণ করেন। তিনি দিল্লীশ্বরকে ৮০ লক্ষ টাকা দিয়া তবে অব্যাহতি পান। ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে বহলোলের পুত্র সিকন্দর লোদী মানসিংহকে একটী সুন্দর পোষাক ও অশ্ব খেলাত পাঠান। মানসিংহ সহস্র অশ্বারোহীসহ নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রকে বয়ানা নামক স্থানে পাঠাইয়া সিকন্দরের সম্মানরক্ষা করেন। তৎপরে ১৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গোয়ালিয়রে কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। ১৫০১ খৃষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ দিল্লীশ্বরের নিকট নিহাল নামে একজন দূত প্রেরণ করেন। দূতের অনুপযুক্ত কথায় দিল্লীশ্বর চটিয়া যান এবং অনতিকাল পরেই সসৈন্যে গোয়ালিয়র-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই সময়ে রাজা মানসিংহ সৈয়দখাঁ, বাবরখাঁ ও রায়গণেশ নামে পলাতক তিন ব্যক্তিকে ধরিয়া দিল্লীশ্বরের নিকট পাঠাইয়া দেন ও অনেক উপঢৌকন সহ নিজ পুত্র বিক্রমাদিত্যকে পাঠাইয়া সন্ধিস্থাপন করেন। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে সিকন্দর আবার গোয়ালিয়রে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এবার গোয়ালিয়রবাসীগণ অসম সাহসে বিপক্ষের প্রতিরোধ করেন। তাহাতে দিল্লীপতি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়া-

* Briggs's Ferishta, Vol. I. p. 519.

ছিলেন। এবার মানসিংহ প্রকৃতই স্বাধীন রাজা হইলেন। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে সিকন্দর গোয়ালিয়াররাজকে খর্ব্ব করিবার জন্ত দূরস্থ সকল আমীর ওমরাহদিগকে আগ্রায় আহ্বান করিয়া আনাইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। তৎপরে সুলতান ইব্রাহিম লোদী পিতৃপদ অধিকার করেন। মানসিংহ ইব্রাহিমের ভ্রাতা জলালখাঁকে গোয়ালিয়ার দুর্গে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাহাতে ইব্রাহিম প্রতিহিংসায় ও উচ্চ আশায় উন্মত্ত হইয়া গোয়ালিয়ার জয় করিবার জন্ত আজিম হুমায়ুনের অধীনে ত্রিংশহাজার অশ্বারোহী, তিনশত নিষাদী এবং নানা-প্রকার যন্ত্রাদি পাঠাইয়াছিলেন। তিনি সাতজন সর্দারকে হুমায়ুনের সহিত যোগ দিতে অনুমতি করিয়াছিলেন। সেই সময় মহাবীর ও তীক্ষবুদ্ধি মানসিংহ কালগ্রাসে পতিত হন। এই তোমররাজের সময়েই গোয়ালিয়ারের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, তিনি কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্ত নানাস্থানে ঝিল কাটাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি শিল্পশাস্ত্রের একজন প্রগাঢ় অনুরাগী ছিলেন। গোয়ালিয়ার দুর্গে তিনি যে মানমন্দির নামে সুন্দর প্রস্তরের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, মোগল-সম্রাট্ বাবর মন্ত্রী আবুলফজল প্রভৃতি অনেকেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তিনি সঙ্গীতানুরাগী ও একজন সুগায়ক ছিলেন, তাঁহার রচিত গান এখনও প্রচলিত আছে। মুসলমান ঐতিহাসিক নিয়ামত-উল্লা মানসিংহের অনেক প্রশংসা করিয়া শেষে লিখিয়াছেন, "তিনি কখন কোন ব্যক্তির উপর অত্যাচার করেন নাই। তিনি হিন্দু হইলেও ইস্লাম্ ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন।" ফজল-আলী লিখিয়াছেন, "মানসিংহের মত সদাশয় রাজা পৃথিবীর বিরল, তাঁহার সময়ে গোয়ালিয়ারবাসী প্রচুর ধনধান্য ভোগ করিয়াছিল।"

তৎপুত্র বিক্রমাদিত্য ২।৩ বৎসরমাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ে আজিম হুমায়ুন গোয়ালিয়ার অবরোধ আরম্ভ করেন। কয়েক মাস অশেষ চেষ্টার পর তিনি বাদলগড়-দ্বার পুড়াইয়া ফেলেন। ধ্বংসাবশেষ হইতে একটী সুবৃহৎ পিত্তলের বৃষমূর্ত্তি পাওয়া যায়। তাহা দিল্লীতে আনিয়া দিল্লীর বোগদাদ-দ্বারে রক্ষিত হয়। ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে আকবর সেই প্রসিদ্ধ মূর্ত্তিটী ফতেপুর সিক্রিতে স্থানান্তরিত করেন। আজিম হুমায়ুন বহুদিন অবরোধ ও বিস্তর সৈন্য ক্ষয়ের পর তবে এক একটী করিয়া অপর দ্বার অধিকার করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণপুরদ্বার আক্রমণকালে তাহাদের হাতে সুলতান ইব্রাহিমের একজন প্রধান 'আমীর' নিহত হন। ঐ দ্বারের নিকট তাঁহার গোরস্থান আছে। এইরূপ একবর্ষ অবরোধের পর যখন কেবল হাতিয়াপুর নামক দ্বার অধিকারের বাকি ছিল, বিক্রমাদিত্য দেখিলেন আর নিস্তার নাই, শীঘ্রই যবনের হাতে মানসম্ভ্রম হারাইতে হইবে, তখন তিনি যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। এইরূপে গোয়ালিয়ার আবার মুসলমানের অধীন হইল। বিক্রমাদিত্য দিল্লীতে গিয়া সুলতান্ ইব্রাহিমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইব্রাহিম তাঁহাকে সংসাবাদ জেলা জায়গীর ও দিল্লীসাম্রাজ্যের মধ্যে এক উচ্চ আমীরপদ প্রদান করিলেন।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের সমর পর্য্যন্ত গোয়ালিয়ার দিল্লীর লোদীবংশের অধীনে ছিল। পাণিপথের ভীষণ রণ-ক্ষেত্রে ইব্রাহিমের সহিত গোয়ালিয়ারের শেষ তোমররাজ বিক্রমাদিত্যও ছিন্নশির হন। সম্রাট্ বাবরও বিক্রমাদিত্যের বীরত্বের সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। [কোহিনূর শব্দে বিক্রমাদিত্যসম্বন্ধীয় বিবরণ দেখ।] দিল্লীসাম্রাজ্য মোগলবীর বাবরের হস্তগত হইলে গোয়ালিয়ার রাজ্যও তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। যখন বাবর আগ্রা অধিকার করেন, তৎকালে মঙ্গলরায় নামে তোমরবংশীয় একজন রাজা গোয়ালিয়ারে প্রধান হইয়া উঠেন। গোয়ালিয়ারের পাঠান দুর্গাধিপ তাতার খাঁ তোমররাজের পরাক্রমে ভীত হইয়া বাবরকে আহ্বান করিয়া লিখিয়া পাঠান, "যদিও তিনি পাঠান জাতির শত্রু, তথাপি তিনি মুসলমান, বিধর্ম্মীর বশ্যতাস্বীকার করা অপেক্ষা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন।" বাবর রহিমদাদ খাঁকে সসৈন্যে গোয়ালিয়ারে পাঠাইলেন। রহিমদাদ এখানে আসিলে পাঠান-দুর্গাধিপ তাঁহাকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দিলেন না। তৎপরে মুহম্মদ ঘাউস্ নামে এক সম্পত্তিশালী মুসলমান সাধুর কৌশলে রহিমদাদ্ গোয়ালিয়ার অধিকার করিলেন। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে তোমররাজ মঙ্গলরায় গোয়ালিয়ার দুর্গ অবরোধ করেন। কিন্তু তাঁহার আশা সফল হয় নাই। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে রহিমদাদ্ বিদ্রোহী হন, সম্রাট্ বাবর আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে গোয়ালিয়ারদুর্গ উদ্ধার করেন।

১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন অভিষিক্ত হন। তিনি গোয়ালিয়ার দুর্গ দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং এখানে হুমায়ুনমন্দির নামে একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে শেরসাহ গোয়ালিয়ার অধিকার করিয়া এখানে কিছুকাল বাস করেন এবং শেরমন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই সময়ে বিক্রমাদিত্যের পুত্র রামসাহ মোগলের হস্ত হইতে গোয়ালিয়ার উদ্ধার করিতে না পারিয়া [illegible] পদ

অবলম্বন করেন। শেরশাহের মৃত্যুর পর ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র সলিম চুনার হইতে পিতার সমস্ত ধনসম্পত্তি গোয়ালিয়র দুর্গে আনিয়া রাখেন। ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে নিয়াজিদিগকে পরাজয় করিয়া সেলিম গোয়ালিয়রে আসিয়া অবস্থান করেন। সেই সময়ে গোয়ালিয়র দিল্লীসাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে গণ্য হইয়াছিল। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে সেলিমের মৃত্যুর পর শেরশাহের কৃতদাস বংশধরের হস্তে গোয়ালিয়র দুর্গ অর্পিত হয়। এই সময়ে বিক্রমাদিত্যের পুত্র রামশাহ রাজপুতসৈন্য সাহায্যে গোয়ালিয়র উদ্ধারের চেষ্টা করেন। ঠিক সেই সময়ে কাবার্খাঁ নামে আকবরের একজন সেনাপতি গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করিতে আসেন। প্রথমে রামশাহের সহিত তিন দিন ধরিয়া তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ইহাতে মোগলসৈন্য জয়লাভ করেন। পরে বহুবলের সহিত সামান্য যুদ্ধের পর গোয়ালিয়র দুর্গ আকবরের অধিকৃত হয়। রামশাহ মেবারে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় তৎপুত্র শালিবাহনের সহিত শিশোদিয়া রাজকুমারীর বিবাহ হয়। রোহিতাস হইতে প্রাপ্ত একখানি শিলালিপি পাঠে জানা যায়, শালিবাহনের পুত্র শ্যামশাহ ও মিত্রসেন আকবরের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্যামের দুই পুত্র জন্মে, সংগ্রামশাহ ও নারায়ণদাস। সংগ্রাম ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে নামমাত্র গোয়ালিয়রের রাজা হন। তাঁহার পুত্র রাজা কৃষ্ণসিংহ। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপুত্র বিজয়সিংহ ও হরিসিংহ উদয়পুরে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। হরিসিংহের বংশধরেরা এখনও উদয়পুরে বাস করিতেছেন।

মোগলসম্রাটদিগের অধঃপতনকালে গোহাদের জাটসর্দার গোয়ালিয়র অধিকার করেন, কিন্তু অনতিকাল পরে মহারাষ্ট্রদিগের হস্তগত হয়।

ভারতের ইতিহাসে এখন যে গোয়ালিয়রের রাজবংশ প্রসিদ্ধ, মহারাষ্ট্রবীর রণজি সিন্ধিয়া ঐ বংশের আদিপুরুষ। ইনি বালাজী পেশবার পাদুকাবাহক এবং ইহার পিতা দাক্ষিণাত্যের কোন গ্রামের পাটেল ছিলেন। পেশবার-পুরে রণজির দিন দিন শ্রী ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমেই তিনি আপনাকে পেশবার রক্ষীদলের প্রধান ব্যক্তি দেখিতে পাইলেন। মালবের মধ্য দিয়া হিন্দুস্থানে মহারাষ্ট্রীর সৈন্য লইয়া অনেকবার যুদ্ধ করায় তিনি মৃত্যুর কিছু পূর্বে বর্তমান গোয়ালিয়র রাজ্যের অধিকারী হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মাধাজী সিন্ধিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। রাজনৈতিক সম্বন্ধে ও যুদ্ধবিদ্যায় ইনি একজন অদ্বিতীয় ছিলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধে মাধাজী নিজ বীরত্বের ও যুদ্ধকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। ইনি নামমাত্র পেশবার অধীন ছিলেন, কিন্তু সকল সময়ে স্বাধীন ভাবে রাজ্যশাসন করিতেন। দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করেন এবং রাজপুত সর্দারেরা নিজ নিজ প্রসিদ্ধ অশ্বারোহী যোদ্ধা লইয়াও কিছুতেই তাঁহার সৈন্যসম্মুখে দাঁড়াইতে পারেন নাই। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে পেশবার সহিত সলবাই নগরে যে যুদ্ধ হয়, ইনিও তাহাতে নায়ক ছিলেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ভ্রাতার পৌত্র দৌলৎরাও সিন্ধিয়াকে রাজ্যভার দিয়া পরলোক গমন করেন। মধুরাও নারায়ণ পেশবার মৃত্যুর পর গোলযোগের সময় দৌলৎরাও নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চেষ্টা পান। তিনি বাজীরাওকে হস্তগত করেন ও হোলকারের অধিকৃত রাজ্যের অনেকাংশ কাড়িয়া লন। পরে তিনি দাক্ষিণাত্যের আহ্মদনগরের দুর্গজয় করিয়া পেশবা ও নিজাম রাজ্যে প্রবেশের পথ পরিষ্কার করেন। দৌলৎরাওয়ের সৈন্যগণ ফরাসী সৈনিক কর্তৃক পরিচালিত দেখিয়া ইংরাজগণ মনে মনে ভীত হইলেন। বেসিনের সন্ধিমতে ইংরাজরাজ ভারতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণের উপর নিজ ব্যয়ে সৈন্য রাখিবার যে ব্যবস্থা করেন, পুণানগরে ঐরূপ সৈন্যদল রাখিতে দেখিয়া দৌলৎরাও বেরাররাজ রঘোজি ভোসলের সহিত মিলিত হইয়া উক্ত ব্যবস্থা খণ্ডন করিতে চেষ্টা পাইলেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে উভয়ে নিজাম রাজ্য আক্রমণ করেন। ঐ বৎসর ২৩এ সেপ্টেম্বর সার আর্থর ওয়েলেস্লি আসাই নগরে মহারাষ্ট্রগণকে আক্রমণ করেন। বহুদিবস ঘোরতর যুদ্ধের পর মহারাষ্ট্রসৈন্য পরাস্ত হইলেন। পুনরায় উক্ত বৎসর ২৮এ নবেম্বর ওয়েলেস্লি আর্গাম নগরে মহারাষ্ট্রপ্রতাপ একেবারে খর্ব করেন। উক্ত বৎসরে দিল্লীর অপরপারে ফরাসীনায়ক বুঁকী চালিত সিন্ধিয়ার সৈন্যগণ লর্ড লেক কর্তৃক [illegible]লিত হয়। ইহার পর লস্বারীর যুদ্ধে জেনারল লেক সিন্ধিয়ার অবশিষ্ট সৈন্যের ধ্বংস সাধন করেন। এইরূপে দৌলৎরাওয়ের ক্ষমতা হ্রাস হইলে তিনি সর্জি-অঞ্জেগাও নগরে সন্ধি দ্বারা নিজ অধিকৃত হিন্দুস্থানের প্রদেশসমূহ ও অজন্তা পর্বতের দক্ষিণস্থ সমুদায় ভূভাগ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। এই সন্ধিতে সিন্ধিয়া গোহাদ ও গোয়ালিয়র হারাইয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন এবং হোলকারের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় ইংরাজগণকে আক্রমণ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনতিকাল পরেই রেসিডেন্টের তাঁবু জ্বালাইয়া তাঁহাকে কয়েদ করিয়া রাখেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ গোহাদ ও গোয়ালিয়র দখল করিয়া রাখা

সিন্ধুর অন্যায় বিবেচনা করিয়া উক্ত সন্ধিপত্র কাটিয়া পুনরায় ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে আর এক সন্ধি করেন, তাহাতে অর্জ্জুনগাঁওর সন্ধির সকল কথাই ছিল, কেবলমাত্র গোহাদ ও গোয়ালিয়র সিন্ধিয়ারাজকে প্রত্যর্পিত এবং চম্বলনদী গোয়ালিয়র রাজ্যের উত্তরসীমারূপে নির্দ্দিষ্ট হয়।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে পিণ্ডারিযুদ্ধের সময় পিণ্ডারি দস্যুদল ক্রমাগত মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। দৌলতরাও সিন্ধিয়া ভিতরে ভিতরে পিণ্ডারিদিগকে সাহায্য করিতেছেন জানিয়া পেশবা তাঁহাকে এই কার্য্য ত্যাগ করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। দৌলতরাও তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। সুতরাং গবর্ণর জেনারল মারকুইস অব হেষ্টিংস্ বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে চম্বলনদীর তীরপর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে আরও একটী সন্ধি হয়, তাহাতে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত সন্ধিপত্রের সকল কথাই রদ হইয়া যায় এবং সিন্ধিয়ারাজ পিণ্ডারিদলের বিরুদ্ধে ইংরাজের পক্ষ হইয়া সাহায্য করিবেন এরূপ একটী প্রস্তাব লিখিত থাকে। উক্ত প্রস্তাব রক্ষার জন্য তাঁহাকে আসীরগড় ও হিন্দিয়ার দুর্গ ইংরাজের হস্তে অর্পণ করিতে হয়। প্রথমে সিন্ধিয়ারাজ কোন ক্রমেই ইংরাজের হস্তে আসীরগড় ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হন নাই। ইংরাজেরা উহা জোর করিয়া দখল করেন। দুর্গ মধ্যে একখানি পত্রে লিখিত ছিল যে, সিন্ধিয়ারাজ সেখানকার শাসনকর্ত্তাকে পেশবার অনুমতি পালন করিতে আদেশ করেন। পেশবাই পুণার রেসিডেন্সী আক্রমণ করিয়া ইংরাজের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সিন্ধিয়ার এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা দেখিয়া ইংরাজরাজ চিরদিনের মত আসীরগড় দুর্গ নিজ-অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে দৌলতরাওয়ের মৃত্যু হয়। অপুত্রক হওয়ায় ও দত্তকপুত্র গ্রহণ না করায় মৃত্যুশয্যায় তিনি রাজ্যের সমস্ত ভার বৃটিশ গবর্মেণ্টের হস্তে দিয়া যান এবং তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী বাইজাবাইকে যথারীতি ব্যবহার করিতে বলেন। দৌলতরাওয়ের ইচ্ছামত ইংরাজ গবর্মেণ্ট মুগতরাও নামে একটী বালককে সিংহাসনে বসাইলেন এবং রাজকীয় সমস্ত কার্য্যের ভার বাইজার হস্তে রাখিলেন। এই নব মহারাজ দৌলতরাওয়ের দৌহিত্রীকে বিবাহ করেন এবং জনকজি সিন্ধিয়া নামে খ্যাত হন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বাইজার রাজশক্তি শিথিল হইয়া পড়ে। বালক রাজা বাইজার ব্যবহারে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার অধীনতা শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্য সাহায্যে পলায়ন করেন। এই জনকজির রাজত্বকালে যদিও বহিঃশত্রুর কোন উপদ্রব ছিল না, তথাপি সীমান্ত প্রদেশে প্রত্যহই কোন না কোন গোলযোগ ঘটিত।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে জনকজি অপুত্রক অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার বিধবা পত্নী তারাবাই সম্রান্ত অমাত্যবর্গের সাহায্যে ভাগীরথরাও নামক এক অষ্টমবর্ষীয় শিশুকে দত্তক গ্রহণ করেন। বৃটিশ গবর্মেণ্ট তাহার অনুমোদন করিলে বালক ভাগীরথরাও জয়াজি সিন্ধিয়া নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। এই সময়ে রাজ্যে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়। শান্তিস্থাপন করিবার জন্য ইংরাজরাজ গোয়ালিয়রে সৈন্য পাঠান। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২৯এ ডিসেম্বরে মহারাজপুর ও পনিয়ার নামক স্থানে ইংরাজসৈন্য ও বিদ্রোহীদলে যুদ্ধ হয়। বিদ্রোহীদল দুইটী যুদ্ধেই পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। ইংরাজগণ পুনরায় ঐ সব শিশুকে রাজ্যে স্থাপন করিলেন। তাঁহার রক্ষার্থ ৩০০০ পদাতিক ও ৩২টী মাত্র কামান রাখিয়া দিলেন এবং অপরাপর সৈন্য সংখ্যা কমাইলেন। ইহাতে সৈন্যগণের মনে ইংরাজের উপরে আক্রোশ জন্মিল, এই প্রধূমিত হুতাশন ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে জ্বলিয়া উঠিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যখন বিদ্রোহী তাঁতিয়াতোপী আগমন করেন, তখন সিন্ধিয়া সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং ও মন্ত্রী দিনকররাও আগ্রানগরে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ বৎসর জুনমাসে সার হিউ রোজ গোয়ালিয়র দখল করিয়া মহারাজকে স্বকীয় প্রাসাদে পুনঃস্থাপন করেন। সিন্ধিয়ার কার্য্যে প্রীত হইয়া গবর্মেণ্ট তাঁহাকে দত্তক গ্রহণে অনুমতি দেন এবং ৩০০০০০৲ টাকা আয়ের একখানি সম্পত্তি ও সৈন্য সংখ্যাবৃদ্ধি করিবার আদেশ প্রদান করেন। মহারাজ বৃটিশসৈন্যের একজন প্রধান সেনাপতি হইলেন, নাইট গ্রাণ্ড ক্রস্ অব বাথ (K. G. C. B.) এবং নাইট গ্রাণ্ড কমাণ্ডর অব দি ষ্টার অব ইণ্ডিয়া (K. G. C. S. I.) উপাধি প্রাপ্ত হন। সিন্ধিয়া নিজ রাজ্যে ২১টী ও বৃটিশ রাজ্যে ১৯টী করিয়া সম্মানসূচক তোপধ্বনি প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু বর্ত্তমান মহারাজ জয়াজিরাও (বাজিরাও) সিন্ধিয়া উভয় রাজ্যেই ২১টী তোপ প্রাপ্ত হন।

২ গোয়ালিয়র রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২৬° ১৩´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ১২´ পূঃ। আগ্রা নগরের ৬৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। সিন্ধিয়া মহারাজের এখানে একটী দুর্গ আছে। এক দেড় মাইল দীর্ঘ পাহাড়ের উপর দুর্গ অবস্থিত। ইহা উত্তরাংশে গোয়ালিয়র নগর হইতে ৩০০ ফিট উচ্চ,

কিন্তু ইহার প্রধান দুর্গদ্বার ২৭৪ ফিট্ উচ্চ। এই দুর্গের অধোদেশে উত্তরাংশে প্রাচীন গোয়ালিয়র নগর, এবং দক্ষিণাংশে প্রায় এক মাইল দূরে নূতন গোয়ালিয়র বা লস্কর নগর অবস্থিত। দুর্গের দক্ষিণাংশে যেখানে দৌলত রাও সিন্ধিয়া আসিয়া প্রথমে স্কন্ধাবার স্থাপন করেন, সেই স্থান লস্কর অর্থাৎ স্কন্ধাবার নামে খ্যাত হয়। সিন্ধিয়া এইখানেই প্রধান নগর স্থাপন করেন। দিন দিন ইহার উন্নতির সহিত পুরাতন গোয়ালিয়রের সমৃদ্ধি হ্রাস হইতে থাকে। যাহা হউক এই দুইটী নগর একত্র ধরিলে ভারতের মধ্যে একটী বড় জনাকীর্ণ প্রধান নগর বলিয়া স্থির করা যায়। এখানে মোট দুইলক্ষ লোকের বাস এবং প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার গৃহ আছে।

এখানে অনেক দেখিবার জিনিষ আছে। হিন্দু ও জৈন শিল্পনৈপুণ্যের জন্য বহুদিন হইতে এই স্থান প্রসিদ্ধ। দুর্গে প্রবেশ করিতে হইলে ৬টী বৃহৎ তোরণ পার হইতে হয়। এই তোরণের নাম আলমগিরিপুর, বাদলগড় বা হিন্দোলাপুর, ভৈরোঁ বা বাঁসোরপুর, গণেশপুর, লক্ষ্মণপুর, ও হাতিয়াপুর।

দুর্গের সর্ব্বনিম্ন তোরণের নাম আলমগিরি। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেবের নামানুসারে মোতামিদখাঁ এই দ্বার প্রস্তুত করেন।

রাজা কল্যাণমল্লের ভ্রাতা বাদলসিংহের নামানুসারে বাদলগড় স্থাপিত হয়। তৎপরে এখানে বিস্তর হিন্দোলপক্ষী দেখা যাইত বলিয়া ইহার হিন্দোলাপুর নাম হইয়াছে।

বহুলোকের মতে পূর্ব্বকালে ভৈরবপাল নামে একজন কচ্ছবাহরাজ গোয়ালিয়রে রাজত্ব করিতেন, তিনি নিজ নামে ভৈরোঁ দ্বার নির্ম্মাণ করেন। মরাঠার অধীনে একব্যক্তি বংশ-যষ্টি হস্তে এস্থান রক্ষা করিত বলিয়া ইহার বাঁসোরপুর নাম হয়।

১৪২৪ হইতে ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে রাজা ডুঙ্গরসিংহ কর্ত্তৃক গণেশপুর দ্বার নির্ম্মিত হয়। এই দুর্গের বাহিরে নূরসাগর নামে একটী সরোবর আছে, ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে মোতামিদখাঁ ইহার সংস্কার করাইয়াছিলেন। গণেশদ্বারের ভিতর গালিপা-সিদ্ধের একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। পূর্ব্বে যেখানে গালিপা-সিদ্ধের মন্দির ছিল, মোতামিদখাঁ সেই মন্দির (১০৭৫ হিজিরায়) ধ্বংস করিয়া তাহার উপর মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, সেই মসজিদে একখানি পারসী শিলালিপিতে এ সকল কথা লিখিত আছে।

লক্ষ্মণপুরদ্বারে যাইবার পথে একটী ক্ষুদ্র "চতুর্ভুজ মন্দির" আছে। এই মন্দিরে গোপগিরিস্বামী ভোজদেবের রাজত্বকালে ৯৩৩ সম্বতে উৎকীর্ণ একখানি বৃহৎ শিলালিপি দৃষ্ট হয়। ফজলআলি লিখিয়াছেন—কচ্ছবাহবংশীয় ১৭শ রাজা লক্ষ্মণপাল এই ফটক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সুহানিয়া হইতে প্রাপ্ত কচ্ছবাহরাজ বজ্রদামার শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, উঁহার পিতার নাম লক্ষ্মণ ছিল, বোধহয় এই লক্ষ্মণের নামানুসারে তৎপুত্র বজ্রদামা কর্ত্তৃক ঐ দ্বার নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। লক্ষ্মণ ফটকের উপরে একস্থানে অনেকগুলি শিবলিঙ্গ, হরগৌরী, গণেশ প্রভৃতির পাষাণমূর্ত্তি দেখা যায়। তন্মধ্যে ১৫½ ফিট্ উচ্চ এক বৃহৎ বরাহ অবতারের মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। এখানকার ভাস্করকার্য্য দেখিলেই অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।

গোয়ালিয়ররাজ মানসিংহ হাতিয়াপুরদ্বার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখানে এক পূর্ণায়তন হস্তীমূর্ত্তি, তাহার পৃষ্ঠের উপর সম্মুখভাগে মাহুত ও পশ্চাতে রাজা মানসিংহের সমাসীন মূর্ত্তিও ছিল; সম্রাট্ বাবর, আবুলফজল প্রভৃতি ঐ মূর্ত্তির বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এই হাতীর মূর্ত্তি হইতে হাতিয়াপুর নাম হইয়াছে। এখন আর সেই হাতী মূর্ত্তির চিহ্ন নাই। সম্ভবতঃ মোতামিদখাঁ উহার ধ্বংস-সাধন করেন। এই ফটকটী মানসিংহ-নির্ম্মিত মানমন্দিরের অংশ। মানমন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য এত সুন্দর ও চমৎকার, যে সমস্ত উত্তর ভারতে এরূপ অতি বিরল। দুর্গের উত্তর পশ্চিমাংশের প্রবেশ দ্বারে তিনটী ফটক আছে, এই দ্বারের নাম-ঢুণ্ডিপুর। এখানে মানসিংহপ্রতিষ্ঠিত ঢুণ্ডিদেবের এক প্রাচীন মন্দির আছে। এই মন্দির হইতে এই দ্বারের নাম হইয়াছে, কিন্তু মানসিংহের পূর্ব্বেও এই দ্বার ছিল, তাহা এখানকার ১৫০৫ সম্বতে উৎকীর্ণ শিলালিপি দ্বারা জানা যায়।

দুর্গের দক্ষিণপশ্চিমে মানসিংহনির্ম্মিত ঘরগর্জ্জপুর দ্বার। এখানেও কতকগুলি পাষাণময় দেবমূর্ত্তি পড়িয়া আছে।

গোয়ালিয়রের তুল্য দুর্ভেদ্য দুর্গ বোধ হয় উত্তরভারতে আর নাই। কালঞ্জর ও অসীরগড়ের দুর্গ দুর্ভেদ্য বলিয়া বিখ্যাত বটে, কিন্তু তাহাতেও বহুদিন অবরোধে জলাভাব ঘটিয়াছিল, কিন্তু গোয়ালিয়রের দুর্গে কখন জলাভাব ঘটে নাই, কখন ঘটিবার সম্ভাবনাও নাই। [মোখার দেখ]

গোয়ালিয়র দুর্গ মধ্যে এই কয়টী প্রাসাদ আছে—করণ-মন্দির, মানমন্দির, গুজরীমন্দির, বিক্রমমন্দির, শেহমন্দির বা জাহাঙ্গিরী মহাল ও শাহজাহানমন্দির *।

* এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাসাদ আছে। এসকল প্রাসাদগুলির নির্ম্মাণকাল গোয়ালিয়র-ইতিহাস প্রসঙ্গে যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে।

মুসলমান কীর্ত্তির মধ্যে এখানে মুঙ্গাদ খাঁয়ের কবর, আদি মসজিদ ও প্রসিদ্ধ গায়ক তানসেনের গোরস্থান আছে। নানাস্থান হইতে প্রধান প্রধান গায়কেরা তানসেনের কবর দেখিতে আসিয়া থাকেন। এখানে এক তেঁতুল গাছ আছে, গোরস্থান অপেক্ষা তাহার আদরই অধিক। লোকের বিশ্বাস, এই তেঁতুল গাছের পাতা চিবাইলে কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট হয়। এইজন্য এখনও বিস্তর গায়িকা ও নর্ত্তকী তানসেনের সম্মানার্থ আসুক বা না আসুক, তেঁতুলের পাতা খাইবার জন্য আসিয়া থাকে। এই উৎপাতে পূর্ব্বের গাছ মরিয়া যায়। আবার নূতন গাছ লাগাইয়াছে। তাহার পাতাও রক্ষা করা দায়।

গোয়ালানী (গোপালী শব্দজ) গোয়ালার স্ত্রী।

গোয়ালী (গোপালী শব্দজ) গোপপত্নী।

গোয়ীচন্দ্র (পুং) সংক্ষিপ্তসারের একজন টীকাকার। ইঁহার টীকা অতি সরল ভাষায় সুন্দররূপে লিখিত। গোয়ীচন্দ্র আপনার টীকা প্রমাণিত করিবার জন্য অনেক স্থলে কলাপ-টীকা উদ্ধৃত করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন।

গোযুক্ত (ত্রি) গবাযুক্তঃ ৩তৎ। গোবিশিষ্ট।

গোযুগ (ক্লী) গবাং যুগং ৬তৎ। গোযুগল, দুইটী গোরু।

গোযুত (ত্রি) গবাযুতঃ ৩তৎ। গোযুক্ত।

গোযুতি (স্ত্রী) গোযুতিগমনং ৬তৎ। গোরুর গমন।

গোর্ (পারসী) কবর। [সমাধি দেখ।]

গোর (গৌর শব্দজ) গৌরবর্ণ।

গোরকচাল, এক প্রকার ক্ষুদ্র গাছ, চাকুলিয়া।

গোরক্ষ্ (ত্রি) গাং রক্ষতি গো-রক্ষ-ক্বিপ্। গোরক্ষক, যে গোরু রক্ষা করে।

গোরক্ষ (পুং) গাং রক্ষতি গো-রক্ষ-অণ্ উপস°। ১ লতা-বিশেষ, চাকুলিয়া। ২ নাগরঙ্গ। (মেদিনী) ৩ ধবজনায়ক ভৈরব। (হেম°) (ত্রি) ৪ গোপালক। রক্ষ ভাবে ঘঞ্। ৫ গোরক্ষণ, গোপ্রতিপালন। ৬ গোরক্ষকে স্থাপিত একটী প্রাচীন তীর্থ। (সহ্যাদ্রি ২।১।২৯।)

গোরক্ষক (ত্রি) গাং রক্ষতি রক্ষ-ণ্বুল্ ৬তৎ। গোপালক, রাখাল। "গোরক্ষকান্ বাণিজকান্ তথাকারুকুশীলবান্। প্রেষ্যান্ বার্দ্ধুষিকাংশ্চৈব বিপ্রান্ শূদ্রবদাচরেৎ ॥" (মনু ৮।১০২)

গোরক্ষকর্কটী (স্ত্রী) গোরক্ষা চাসৌ কর্কটী চেতি কর্মধা°। চাঁর্ভটা। (ভাবপ্রকাশ)

গোরক্ষচাকুল্যা [গোরক্ষতণ্ডুলা দেখ।]

গোরক্ষজম্বু (স্ত্রী) গোরক্ষা চাসৌ জম্বু চেতি কর্মধা°। ১ গোধূম, গোম। ২ গোরক্ষতণ্ডুলা, গোরখচাকুলে। ৩ কোষ্টম্বুক। (শব্দার্থ)

গোরক্ষতণ্ডুলা (স্ত্রী) গোরক্ষতণ্ডুলা বীজং যস্যাঃ বহুব্রী টাপ্। বৃক্ষবিশেষ, চলিত কথায় গোরখচাকুলে ও স্থানবিশেষে পানসাজা বলে। (Hedysarum lagopodioides) পর্য্যায়—নাগেরকী, নাগবলা, ঝষা, হ্রস্বগবেধুকা, খরযষ্টিকা, বিশ্বদেবা। [ইঁহার গুণ নাগবলা শব্দে দ্রষ্টব্য] ইঁহার পাতাগুলি প্রায় যবের পাতার মত, অথবা গেঁটে সেওড়া পত্রের সদৃশ, গাছটী দেখিতেও প্রায় সেইরূপ। কিন্তু সেওড়া গাছ যত মোটা হয়, গোরক্ষতণ্ডুলা তত মোটা হয় না। ইহার শাখা অতিশয় দীর্ঘ হওয়ায় ভার উঁচিত হইয়া ক্রমে নত হইয়া পড়ে। ইঁহার ফুল ছোট, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি দলযুক্ত, শুক্লবর্ণ ও ঈষৎ পীতাভ। ইঁহার ফল ক্ষুদ্র ও বর্ত্তুল লম্বাপত্র, তাহা আশ্বিন মাসেই প্রায় জন্মিয়া থাকে। কোন দেশে চলিত কথায় ইহাকে গুলশকরী বলে।

গোরক্ষতণ্ডুলা (স্ত্রী) গোরক্ষতণ্ডুলো বস্যাঃ বহুব্রী গৌরাদি-ত্বাৎ ঙীষ্। [গোরক্ষতণ্ডুলা দেখ।] কোন কোন আভি-ধানিকের মতে গোরক্ষতণ্ডুল শব্দের উত্তর ঙীষ্ হয় না, তাঁহারা কেবল গোরক্ষতণ্ডুলা শব্দই স্বীকার করেন।

গোরক্ষতুম্বী (স্ত্রী) গোরক্ষা চাসৌ তুম্বীচেতি কর্মধা°। তুম্বাকার তুম্বী, কুমড়ী। (রাজনি°)

গোরক্ষদুগ্ধা (স্ত্রী) গোরক্ষং গো গোরক্ষং দুগ্ধং নির্যাসো যস্যাঃ বহুব্রী। ক্ষুপবিশেষ। পর্য্যায়—গোরক্ষী, তাম্রদুগ্ধা, রসায়না, ব্রাহ্মণশ্রী অমৃতা, বীর্য্যা ও অমৃতসঞ্জীবনী। ইঁহার গুণ—মধুর, বৃষ্য, সংগ্রাহী, শীতল, সর্ব্ব রোগঘ্ন, রসায়নিক গুণ বর্দ্ধক। (রাজনি°)

গোরক্ষনাথ, একজন মহাসিদ্ধপুরুষ। কণ্‌ফট্ যোগী প্রভৃতি অনেক শৈব-সম্প্রদায় ইঁহাকে শিবাবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। প্রবাদ আছে—

"আদিনাথকে নাতী মচ্ছেন্দ্রনাথকে পুত।
মৈ যোগী গোরখ অবধূত ॥"

উক্ত প্রবাদ-বচনে জানা যায় যে, গোরক্ষনাথ মৎস্যেন্দ্রনাথের পুত্র ছিলেন। হঠযোগপ্রদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে ইঁনি নবনাথের এক নাথ অর্থাৎ নবজন প্রধান গুরুর একটী গুরু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। মহাত্মা কবীর রচিত বীজক পাঠ করিলে একস্থানে বোধ হয় যেন তাঁহার কিছু পূর্ব্বেই গোরক্ষনাথের মৃত্যু ঘটিয়াছে। হিন্দী ভাষায় কবীর ও গোরক্ষনাথের কথোপকথনাত্মক প্রবন্ধ দৃষ্ট হয়, ইহাতে বোধ হয় যে গুরু গোরক্ষনাথ ও কবীর এক সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। [কবীর দেখ।]

যে সময়ে চৈতন্যদেবের বিশুদ্ধ ধর্ম্মোপদেশে বঙ্গদেশ

মাতিয়া উঠিয়াছিল, প্রায় সেই সময়েই উত্তরপশ্চিমে গোরক্ষনাথের অমৃতময় কথায় ও অসাধারণ যোগকৌশলে মোহিত হওয়া উত্তরপশ্চিমের শত শত ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ ও তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইতেছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভু যেমন উচ্চ নীচ সর্ব্ববর্ণের লোককেই কোল দিয়াছিলেন, গুরু গোরক্ষনাথও সেইরূপ সর্ব্বজাতীয় লোকের মধ্যে স্বীয় মত প্রচার করিয়াছিলেন। সিংহাসনাভিষিক্ত রাজা হইতে গৃহহীন নিরাশ্রয় দীন-দরিদ্র সকলেই তাঁহার সমাদর করিতেন এবং তিনি সকলকেই সমানভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুরু গোরক্ষনাথ অনেকটা পাতঞ্জলের মত প্রচার করেন। তাঁহার মতে যোগীই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যোগবলে মানব সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য ও সর্ব্বোচ্চ অবস্থা পাইতে পারে। তিনি হঠযোগেরও অনেকটা প্রবর্ত্তক ছিলেন। নেপালের তুষারময় গিরিকন্দর হইতে ভারতের প্রায় সর্ব্বস্থানেই গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে। তিনি যে কেবল একজন যোগী ও মহাসিদ্ধ ছিলেন তাহা নহে, ইঁহার রচিত হঠযোগসম্বন্ধীয় কয়েকখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে গোরক্ষকল্প, গোরক্ষসংহিতা, গোরক্ষশতক, ও গোরক্ষপদ্ধতিকা (রসায়ন) প্রভৃতি গ্রন্থ পাওয়া যায়। [কণ্‌ফট্ট ও গোর্খা দেখ।]

গোরক্ষপুর (গোরখ্‌পুর) উত্তরপশ্চিমের ছোটলাটের শাসনাধীন একটী জেলা। অক্ষা° ২৬° ৫′ ১৫″ হইতে ২৭° ১৮′ ৪৫″ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৩° ৭′ হইতে ৮৪° ২৯′ পূঃ পর্য্যন্ত। উক্ত জেলা বারাণসী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। ইহার উত্তর সীমা নেপালরাজ্য, পূর্ব্বে সারণ ও চম্পারণ, দক্ষিণে ঘর্ঘরা নদী এবং পশ্চিমে বস্তি ও ফয়জাবাদ জেলা। ভূপরিমাণ ৪৫৭৮ বর্গ-মাইল।

হিমালয় পর্ব্বতের নিম্নতর ঢালুর অব্যবহিত উচ্চ পর্ব্বত হইতে পতিত বেগবান্ জলস্রোত পর্ব্বতের বালুকাকণা লইয়া আসিয়াছে, তাহা ক্রমশঃ জমিয়া ঐ জেলায় বালুকাময় ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। জেলার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালু পাথরের পাহাড় ব্যতীত অপর কোন উচ্চ পর্ব্বত নাই। ইহার মধ্য দিয়া অনেকগুলি নদী ও জলস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে জলাভূমি ও হ্রদ দেখা যায়। সকল স্থানে প্রচুর জল আছে বলিয়া সমগ্র জেলাটী বিশেষ উর্ব্বরা এবং বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ। জেলার উত্তরে এবং মধ্যাংশে বিস্তীর্ণ শালবন।

পর্ব্বত শ্রেণীর নিম্নভাগে "তরাই" বা নিম্নভূমি। নিবিড় বন মধ্য হইতে অনেক স্বচ্ছ জলস্রোত এই জমির উপর দিয়া প্রবাহিত। এখানকার পাহাড়ী অধিবাসীদিগকে দেখিতে গোর্খা বা নেপালীর মত, তাহাদের মধ্যে থারু জাতিই অধিক। এই থারু জাতিই কেবল বর্ষা ঋতুতে তরাই ভূমিতে বাস করিতে পারে। অপর কোন জাতি পারে না। কারণ এইকালে ভয়ানক মড়ক হইয়া থাকে। জেলার দক্ষিণদিকে ক্রমেই অপ্রসর হওয়া যায়, ততই পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রাদি ও স্থানে স্থানে উষর নামক লোণা ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়।

কারণ বর্ষার সময় অমি উপত্যকার জল পূর্ব্বদিকস্থ হ্রদাদিতে মিলিত হইয়া একটী সমুদ্রের আকার ধারণ করে। এই জেলার মধ্য দিয়া রাপ্তি, ঘর্ঘরা, বড় গণ্ডক, ছোট গণ্ডক, রোহিণী, অমি ও কুয়ানী নদীই প্রধান। এতদ্ব্যতীত রামগড়, নন্দৌর, নরহ, ভেংড়ি, চিল্লুয়া এবং অমিয়র তাল প্রভৃতি কয়েকটী হ্রদও আছে।

ঘর্ঘরা নদীর উত্তরবর্ত্তী এবং অযোধ্যা ও বেহারের মধ্যবর্ত্তী যে সকল স্থান বর্ত্তমান সময়ে গোরক্ষপুর ও বস্তি জেলায় বিভক্ত হইয়াছে, তাহা প্রাচীন কোশল রাজ্যের অন্তর্গত ও অযোধ্যা নগরী উক্ত রাজ্যের রাজধানী ছিল। গৌতমবুদ্ধ এই জেলার নিকটবর্ত্তী কপিলবাস্তু নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং জেলার মধ্যবর্ত্তী কশিয়া নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়, আজও তাঁহার সমাধিস্থানের উপর একটী খোদিত বৃহৎ মূর্ত্তি আছে।

আরও একটী প্রবাদ আছে যে, অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় কোন রাজা এই জেলায় কাশীধামের ন্যায় গৌরববিশিষ্ট একটী বৃহৎ নগরী স্থাপনের চেষ্টা পান। যখন তিনি উক্ত নগর সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মাণ করেন। সেই সময়ে থারু ও ভরজাতি আসিয়া তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত এবং নগর বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। বহুকাল হইতে এই জাতি অযোধ্যা ও গঙ্গার উত্তরপূর্ব্ব দিকস্থ স্থানসমূহে রাজত্ব করে এবং বিজেতা আর্য্যগণকে তাড়াইয়া দেয়। বৌদ্ধধর্ম্মের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় ইহাদের অনেক ঘটনা জানিতে পারা যায়। ভরসর্দ্দার প্রথমে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেন, পরে তিনি মগধের বৌদ্ধরাজের আশ্রিত থাকেন। বৌদ্ধদিগের পতনের পর হিন্দুদিগের প্রাধান্য দিন দিন বাড়িয়া উঠে। খৃষ্টীয় ৬০০ অব্দে কনৌজের হিন্দুরাজগণ এই জেলা আক্রমণ ও বর্ত্তমান গোরখ্‌পুর নগর পর্য্যন্ত স্থান অধিকার করেন। চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং যখন এই প্রদেশ দেখিতে আসেন, তখন তিনি এখানে অনেকগুলি বৌদ্ধমঠ ও স্তূপাদি দেখিয়া গিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৯০০ অব্দে দোমহতার নামক ব্রাহ্মণ-যোদ্ধৃদল রাঠোরগণকে গোরক্ষপুর হইতে তাড়াইয়া

দেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে নাগবংশীয় বিষুসেন এই রাজ্যের শাসন কর্ত্তা থাকেন, কিন্তু তৎকালে ডমরাজিও জেলার পশ্চিমদিকে রাজত্ব করিত। পরে মোগলসম্রাট্ আকবরের সময়ে জয়পুররাজ কর্তৃক ইহাদিগের সম্পূর্ণ অধঃপতন ঘটিয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমান কর্তৃক তাড়িত রাজপুত রাজগণ এই জেলায় পলাইয়া আসে, তন্মধ্যে খুরটাদ খুরিয়াপাড়ে এবং চন্দ্রসেন শতাসী নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। উক্ত চন্দ্রসেন ডোমানগড় (বর্ত্তমান গোরক্ষপুর দুর্গ) আক্রমণ এবং ডোমকটার সর্দ্দারকে নিহত করিয়া নিজে রাজা হন। ঐ শতাব্দীতে বতবল ও বাঁসীর রাজগণের সহিত ঘন ঘন যুদ্ধে জেলার অধিকাংশ মরুভূমির আকার ধারণ করে এবং ১৩৫০ হইতে ১৪৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শতাসী ও মঝহোলি রাজগণের সহিত অবিচ্ছেদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

প্রায় ১৪০০ খৃষ্টাব্দে গোরক্ষপুর নগর স্থাপিত হয়। শতাব্দী পরে এই জেলা ক্রমশঃই বিভক্ত হইয়া পড়ে। মঝহোলীবংশ দক্ষিণপূর্ব্ব অধিকার করে। খুরটাদের বংশধরেরা দক্ষিণপশ্চিমাংশে রাজত্ব করিতে থাকে। ইহার পর আম্বুয়া ও শতাসী রাজ্য এবং জেলার উত্তর পশ্চিমাংশে ক্ষুদ্র বতবল রাজ্য গঠিত হয়। উক্ত রাজগণ সকলেই স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন।

মোগল শাসনের পূর্ব্বে কোন মুসলমানই ঘর্ঘরা পার হইয়া এই প্রদেশে আসিতে পারে নাই। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর দাউদ খাঁকে পরাস্ত করিয়া আকবরের সৈন্যদল এই জেলার মধ্য দিয়া আসিয়াছিলেন এবং যে সকল রাজগণ তাহাদের প্রতিরোধ করিয়াছিলেন, সম্রাট্ সেনানায়ক ফিদাই খাঁ সকলকে পরাজিত করিয়া গোরক্ষপুর দখল করেন। আওরঙ্গজেবের সময়ে তাঁহার পুত্র বাহাদুর শাহ মৃগয়ার উদ্দেশে এই জেলা দেখিতে আসেন। কিন্তু ১৭২১ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌনগরে অযোধ্যার নবাব উজীর প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে মুসলমানগণ গোরক্ষপুরের উপর বড় একটা নজর রাখিতেন না। তৎকালে দেশীয় রাজগণ এই প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। নবাব সআদৎ আলী সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই গোরক্ষপুর অধিকারে যত্ন পান। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে আলী কাসিম খাঁ বহু সৈন্য ল'য়া গোরক্ষপুর হস্তগত করিলেন। এ সময়েও মুসলমানগণ গোরক্ষপুরের কর লইয়া বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতেন না। দেশীয় রাজগণ যাহাই দিতেন, তাহাই গ্রহণ করিতেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে বঞ্জারাদিগের উৎপাতে এই জেলা বিশেষ উৎপীড়িত হয়। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে বঞ্জা-

রাদিগকে প্রথম দেখা যায়। প্রথমতঃ তাহারা একটু শান্ত ছিল, তৎপরে ইহারা বাঁসির রাজার সহিত মিলিত হইয়া অপরাপর সর্দ্দারগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। এই সময় অযোধ্যার নবাব সরকারের রাজপুরুষগণ প্রজার ধন সম্পত্তি সবলে লুটিয়া লইতে লাগিল। প্রজাদের হাহাকারে গগন বিদীর্ণ হইল। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধের পর একজন বৃটীশ সেনানায়ক নবাবের সৈন্যপরিচালন ভার ও গোরক্ষপুরের কর আদায় করিবার ভার পাইলেন। তিনি কয়েকজন জোতদারকে জমি বিলি করিলেন, তাহারা প্রজা বিলি করিয়া নির্দ্দয় ভাবে অত্যধিক কর আদায় করিতে লাগিল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে সন্ধি অনুসারে অযোধ্যার নবাব বৃটীশ গবর্মেন্টকে এই জেলা ছাড়িয়া দেন। বৃটিশ গবর্মেন্ট গোরক্ষপুর, আজিমগড় ও বস্তিজেলায় সুশাসনের বন্দোবস্ত করিলেন। সময়ে সময়ে পলাদিগের রাজত্ব কমাইতে লাগিলেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে নেপালীরা গোরক্ষপুর আক্রমণ করে। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে তাহারা ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। তৎপরে সিপাহীবিদ্রোহ পর্য্যন্ত এখানে কোন গোলযোগ ঘটে নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে মুহম্মদ হোসেনের অধীনে বিদ্রোহীগণ এই জেলা অধিকার করে, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ৬ই জানুয়ারী জঙ্গবাহাদুর গোর্খা-সৈন্যসহ আসিয়া মুহম্মদ হোসেন ও পরে অপর বিদ্রোহীকে গোরক্ষপুর জেলা হইতে তাড়াইয়া দেন। সেই পর্য্যন্ত বৃটীশ গবর্মেন্টের অধিকারে আছে। এখানে এক একজন রাজার অধীনে কয়খানি করিয়া পরগণা, তন্মধ্যে আবার পট্টিদারী, জমিদারী ও তহসীল বন্দোবস্ত আছে।

এখানে জোয়ার, বাজরা, যব, ধান, কলাই, মুগ প্রভৃতি প্রচুর জন্মে। বনে মধু যথেষ্ট পাওয়া যায়। এখানকার বড়াজ নামক স্থানই বাণিজ্য প্রধান। ফরজাবাদ, অকবরপুর, জয়ালিয়া প্রভৃতি স্থানেও নানাপ্রকার ব্যবসা চলে।

এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। পর্ব্বতের নিকট থাকায় তেমন গ্রীষ্ম হয় না, অথচ তেমন ঠাণ্ডাও নহে। তবে এখানকার তরাই ও জঙ্গল অংশে ম্যালেরিয়া জ্বরের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব। গোরক্ষপুর, রুদ্রপুর, কসিয়া ও বড়লগঞ্জে দাতব্য ঔষধালয় আছে। এখানে ব্রাহ্মণ, রজপুত, কায়স্থ, কুর্মি প্রভৃতি হিন্দু ও শেখ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠানের বাস আছে। হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কুর্ম্ম জাতি, এবং মুসলমানের মধ্যে শেখদিগের সংখ্যাই অধিক।

২ উক্ত জেলার মধ্য তহসীল। ভূপরিমাণ ৬৫৪ বর্গমাইল। রাজস্ব আদায় ২৫৬২০০৲ টাকা।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও সদর। অক্ষা° ২৬° ৪৪´ ৮ উঃ, দ্রাঘি° ৮৩° ২৩´ ৪৪´ পূঃ। জেলার ঠিক মধ্যস্থলে রাপ্তী নদীকূলে অবস্থিত। প্রাচীন নগরের অবস্থানের উপর প্রায় ১৪০০ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপিত হয়। এখানে জেলার সদর কাছারী, বিচারালয়, কারাগার, দাতব্য ঔষধালয়, মিউনিসিপালিটি প্রভৃতি আছে।

গোরক্ষা (স্ত্রী) গবাং রক্ষা ৬তৎ। ১ গো-পালন। গাং রক্ষতি রক্ষ-অচ্ টাপ্। ২ যে স্ত্রী গোরক্ষা করে।

গোরক্ষী (স্ত্রী) গোরক্ষ ঙীষ্। ১ গোরক্ষদুগ্ধা। ২ কুক্কুটী। ৩ ক্ষুদ্র ক্ষুপবিশেষ, মালব দেশেই এই জাতীয় ক্ষুপ জন্মিয়া থাকে। ইহার পর্য্যায়—সর্পদণ্ডী, সুদণ্ডিকা, চিত্রলা, পঞ্চপর্ণিকা, গন্ধবহুল ও গোপালী। ইহার গুণ—মধুর, তিক্ত, শীতল, দাহ, পিত্ত, বিস্ফোট, বান্তি, অতিসার ও জ্বরদোষনাশক। (রাজনি°) ইহার ফল খর্জ্জুরাকারাজাতীয়, বহুল গন্ধযুক্ত এবং পাত্রেখাদারা চিত্রিত।

গোরখা, জাতিবিশেষ। [গোর্খা দেখ।]

গোরঙ্কু (পুং স্ত্রী) গবা বাচা রঙ্কু যস্য। ১ পক্ষীবিশেষ। ২ নগ্নক। ৩ বন্দী। (মেদিনী)

গোরট (পুং) গবি রটতি রট-অচ। দুর্‌খদির। (রাজনি°)

গোরণ (ক্লী) গুর-ভাবে ল্যুট্। উদ্যোগন, উদ্যম। (অমর)

গোরণ্টল, মান্দ্রাজের কর্ণূল জেলার অন্তর্গত ও কর্ণূলনগর হইতে ৯½ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত একটী গ্রাম। এখানে কতকগুলি প্রাচীন মন্দির ও তাহাতে শিলালিপি দৃষ্ট হয়। এখানকার মাধবস্বামীর মন্দিরে ১৪০৭ শকে উৎকীর্ণ বিজয়নগরাধিপ নরসিংহের অনুশাসন আছে।

গোরথ (পুং) মগধদেশস্থিত একটী মনোরম পর্ব্বত।

"গোরথং গিরিমাসাদ্য দদৃশুর্মাগধং পুরম্।"
(ভারত ২।১৯ অঃ)

গোরনেবু (দেশজ) গোড়ানেবু।

গোরবা (আরবী মিশ্র) গরীব, দরিদ্র, নিরাশ্রয়।

গোরমা (স্ত্রী) তৃণবিশেষ, গন্ধখড়।

গোরমুগ (দেশজ) একপ্রকার মুগ। (Phaseolus sublobatus)

গোরভস (ত্রি) গোঃ পরভদরভসং বেগোবীর্য্যং যস্য বহুব্রী। বীর্য্যবান্। "হবিং মন্দ্রে মন্দিনং দুক্ষন্ নূধে। গোরভস মদ্রিভির্বাতাপ্যং।" (ঋক্ ১।১২১।৮)

'অত্র গোশব্দঃ পয়সি বর্ত্ততে পয়োবদং ভরবেগবন্তং বীর্য্যবন্ত মিত্যর্থঃ।' (সায়ণ।)

গোরক্তন (গোলক্তন শব্দজ) একপ্রকার বৃক্ষ।

গোরস (পুং) গবাং রসং ৬তৎ। ১ গোদুগ্ধ। ২ দধি। ৩ তক্র, ঘোল।

"আচ্যানাং মাংসপরমং মধ্যানাং গোরসোত্তরম্।
তৈলোত্তরং দরিদ্রাণাং ভোজনং ভরতর্ষভ॥" (ভারত ৫।৩০ অঃ)

৪ বাক্যপ্রচার। "কোরসো গোরসং বিনা।" (উদ্ভট)

গোরসজ (ক্লী) গোরসাৎ জায়তে গো-রস-জন-ড। ১ তক্র, ঘোল। (রাজনি°) (ত্রি) ২ যাহা গোরস হইতে উৎপন্ন হয়, গোরসজাত।

গোরস্থান (পারসী) কবর। [গোর্ দেখ।]

গোরা (গৌর শব্দজ) ১ গৌরবর্ণ।

"গোরা ছিনু ভাবিতে ভাবিতে হৈনু কাল।"

(দেশজ) ২ য়ুরোপীয়। ৩ য়ুরোপীয় সৈন্য।

গোরাচাঁদ, একজন মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী ফকির, পীর গোরাচাঁদ নামে খ্যাত। প্রবাদ আছে—তিনি মক্কা দর্শন করিয়া সুন্দল নামক ভৃত্যসহ ফিরিয়া আসিতেছিলেন, পরগণা হাতিয়াগড়ের নিকট দুইটা পিশাচ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর একটী নিহত হয়, কিন্তু অপরটা গোরাচাঁদকে বিশেষরূপে আহত করে ও তাঁহার কাঁধ অবধি দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলে। রক্তের স্রোতে গোরাচাঁদ ভাসিতে লাগিলেন। তিনি সুন্দলকে পাণ আনিয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিতে বলিলেন, কিন্তু কোথাও পাণ পাওয়া গেল না। তখন গোরাচাঁদ পাণের অন্বেষণে বালান্দা পরগণায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে তিনি ঘোড়া হইতে পড়িয়া মৃতকল্প হইয়া পড়েন। তখন গোরাচাঁদ সুন্দলকে মাতার নিকট গিয়া সংবাদ দিতে বলিলেন। এখানে কালুঘোষের কপিলা নামে একটী গোরু ছিল, সে গুপ্তভাবে জঙ্গলে আসিয়া গোরাচাঁদকে দুধ দিয়া যাইত, সেই দুধ খাইয়া পীর সাহেব জীবনধারণ করিতেন। গোয়ালা কালুঘোষ দেখিল কপিলা আর তাহাকে দুধ দেয় না, ইহার কারণ কি? শেষে ঘটনাক্রমে কপিলার কাণ্ড জানিতে পারিল। কালু কপিলাকে মারিতে যায়। তাহা দেখিয়া গোরাচাঁদ কালুকে অভিসম্পাত করিতে উদ্যত হন। তখন কালু তাঁহার পা জড়াইয়া ধরে এবং বলে, "প্রভো! অনুমতি করুন আমি ও আমার ভাই মিলিয়া আপনার সৎকার করিব।" শেষে গোরাচাঁদ বলিয়া গেলেন, "দেখ, কেহ যেন এই বালান্দার মধ্যে পাণের চাস না করে, যে পাণের চাস করিবে, সে সবংশে মরিবে।" এই বলিয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। কালুঘোষ ও তাহার ভ্রাতারা গোরাচাঁদের গোর দিল, এবং তাঁহার কবরের উপর প্রত্যহ

বাত্রে আলো দিয়া রাখিত। তৎপরে সেখানে একটী মস্জিদ্ নির্ম্মিত হয়।

বালান্দার অন্তর্গত হাড়োয়া নামক গ্রামে প্রতি বর্ষ ফাল্গুন মাসে গোরাচাঁদের স্মরণার্থ একটী বৃহৎ মেলা হয়, তাহাতে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে। বালু ঘোষের বংশধরেরা আজও সম্মানে গোরাচাঁদের কবরে দুধ ও ফল উৎসর্গ করিয়া থাকে। আজও বালান্দার লোকেরা গোরাচাঁদের কথানুসারে পানের চাষ করে না। (Ralph Smyth's Statistical and Geographical Report of the 24 Pergunnahs, p. 83 84.)

গোরাজ (পুং) গবাং রাজা ষষ্ঠী-তৎ সমাসান্ত টচ্। শ্রেষ্ঠ বৃষ।

গোরাটিকা (স্ত্রী) গাং বাচং রটতি রট-ণ্বুল্। শারিকা পক্ষী।

গোরাটী (স্ত্রী) গাং বাচং রটতি রট অণ্ ঙীষ্। শারিকাপক্ষী।

গোরিকা (স্ত্রী) গোরাটিকা পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। শারিকা

গোরিবিদ্নূর ১ মহিসূরের কোলার জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ১৫৩ বর্গমাইল। এখানকার মাটি বেশ উর্ব্বরা। ধান, কবিরা, নারিকেল, সুপারি ও ইক্ষু যথেষ্ট জন্মে।

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর। পিনাকিনী নদীর বামতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৩° ৩৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৩০´ ২০´´ পূঃ। নগরটী অতি প্রাচীন। এখান হইতে গঙ্গবংশীয় রাজগণের শিলা লিপি পাওয়া গিয়াছে।

গোরুকল্লু, মান্দ্রাজের কর্ণূল জেলার একটী বিধ্বস্ত প্রাচীন নগর। নন্দ্যাল হইতে ৭ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে কেশব ও বীরভদ্রের ধ্বংসাবশিষ্ট অতি প্রাচীন মন্দির আছে। নগরের পার্শ্বে ছাবড়িগ্রামের সম্মুখে ১০৬১ শকে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে।

গোরু (গোশব্দজ) গো। [গো দেখ।]

গোরুত (ক্লী) গবাং রুতং ৬তৎ। ১ গোরব, গোরুর শব্দ। গোরুর শব্দানুসারে পালের ভাবী শুভাশুভ জানিতে পারা যায়। [গোশব্দ দেখ।] গোরুতং ক্রোশঃ গোঃ রুতং শ্রূয়তে যাবতি দেশে, যথাবচ্। ২ দুইক্রোশ। (হেম°)

গোরূপ (ক্লী) গবাং রূপং ৬তৎ। ১ গোরুর রূপ, গোরুর আকার। "দুদোহ গোরূপধরামিবোর্ব্বীম্।" (রঘুবংশ ২ স°) গোরূপমিব রূপমস্য বহুব্রী। ২ মহাদেব।

"গোরূপশ্চ শ্বেতোহদ্যথো বৃষরাকৃতিঃ।" (ভারত ১৩।১৭অঃ)

গোরোচ (ক্লী) গবা কিরণেন রোচতে রুচ-অচ্। হরিতাল। (রাজনি°)

গোরোচনা (স্ত্রী) গোভ্যোজাতা রোচনেব। স্বনামখ্যাত পীতবর্ণ দ্রব্যবিশেষ। গোরুর মস্তকস্থিত শুষ্ক পিত্ত। পর্য্যায়—রুচি, শোভা, রুচিরা, শোভনা, শুভা, গৌরী, রোচনা, পিঙ্গা, মঙ্গল্যা, মঙ্গলা, শিবা, পীতা, গোমতী, গব্যা, চন্দনীয়া, কাঞ্চনী, মেধ্যা, মনোরমা, শ্যামা, রামা, বন্দ্যা, রোচনী। ইহার গুণ—শীতল, তিক্ত, বশ্য, মঙ্গল ও কান্তিকারী, বিষ, অলক্ষ্মী, গ্রহ, উন্মাদ, গর্ভস্রাব ও ক্ষতরক্তনিবারক। (ভাবপ্রকাশ।) রাজনির্ঘণ্টের মতে রুচকর, পাবন, শৃঙ্গারীদের অনুকূল, কাম ও কুষ্ঠনাশক, ভূতোপশমকারী ও মোহজনক। (রাজনি°।) প্রাচীনকালে এদেশীয় মহিলারা শরীর শোভার জন্য গোরোচনার অলকা তিলকা পরিতেন। তন্ত্রমতে গোরোচনাদ্বারা দেবযন্ত্র প্রস্তুত করিতে পারা যায়। "গোরোচনালক্তকুঙ্কুমেন।" (তন্ত্রসার।) এদেশীয় লোকের বিশ্বাসে লেখা পদার্থের মধ্যে গোরোচনা অতিশয় পবিত্র। পাণ্ডতেরা ইহাদ্বারা দেবতার কবচ প্রভৃতি লিখিয়া থাকেন।

গোর্খা, ১ নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত একটী দেশ। গণ্ডকী নদীর মধ্যবাহিকার উত্তরপূর্ব্বাংশে অবস্থিত। মারস্যাংদি ও ত্রিশূলগঙ্গা নদীর মধ্যবর্ত্তী সমুদায় ভূভাগ এই জেলার অন্তর্গত। ইহাই নেপালের গোর্খাদিগের আদি বাসভূমি

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর, হনুমানভঞ্জং পাহাড়ের উপরে ও দরম্দি নদীর বামকূলে কাঠমাণ্ডু হইতে ২৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে প্রায় দুই সহস্র গৃহ ও দরবার বা রাজপ্রাসাদ আছে। দরবারের নিতান্ত ভগ্নাবস্থা।

৩ উক্ত জেলার অধিবাসী, গোর্খালী নামেও খ্যাত। এখন নেপাল ও তরাইএর পার্ব্বত্যগণের অধিবাসীই গোর্খা নামে পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু যাহারা অথবা যাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ গোর্খা নামক জনপদে বাস করিত, স্বাধীন ও প্রবল জাতিরূপে উঠিয়াছে, তাহারাই প্রকৃত গোর্খা বা গোর্খালী*। পৃথ্বীনারায়ণের অভ্যুদয়ে তাহার সহিত ইহ রাও নেপালের নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। [নেপাল শব্দে গোর্খারাজগণের বিবরণ দ্রষ্টব্য।] ইহারা বলে, এক সময়ে গুরু গোরক্ষনাথ নেপালে আগমন করেন, তিনি যে স্থানে থাকিয়া ১২ বৎসর কাল কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই স্থানই তাঁহার নামানুসারে গোর্খা নামে পরিচিত হয়। তাহারাও সকলে গোরক্ষনাথকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করে ও শিবাবতার গোরক্ষের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেয় বলিয়া "গোরক্ষা" বা গোর্খা নামে অভিহিত।

গোর্খা একটী ভিন্ন জাতি নহে। গোর্খারাজ পৃথ্বী-

* কুমাউনের পাহাড়, দোতি, জুমলা, দার্জিলিঙ্ ও নেপালের পশ্চিমাংশবাসী লোকদিগকে কেহ কেহ গোর্খা নামে উল্লেখ করেন, কিন্তু তাহারা প্রকৃত গোর্খা নয়, তাহারা পার্ব্বতীয়। [পার্ব্বতীয় দেখ।]

নারায়ণের সহিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, মগর, গুরুঙ্গ, কামার, নায়াই প্রভৃতি নানাজাতি অনুধাবন করিয়াছিল, এখন তাহারা সকলেই গোর্খা নামে পরিচিত।

গোর্খাগণ খর্ব্বাকৃতি, সাহসী, দৃঢ়কায়, সত্যবাদী ও কষ্টসহিষ্ণু। পাহাড়ায় যুদ্ধে ইহাদের সমকক্ষ যোদ্ধা ভারতে আর নাই। ইহাদের শরীরের গঠন চীন বা তাতারবাসীর মত, চক্ষু ছোট, নাসিকা চেপ্টা, অল্প শ্মশ্রু ও গুম্ফ বিশিষ্ট।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দে মুসলমান আক্রমণে উৎপীড়িত হইয়া হিন্দুরাজগণ সসৈন্যে নেপালের পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। কোন কোন পুরাবিদের মতে সেই হিন্দুগণের সহিত এখানকার মগর, গুরুঙ্গ প্রভৃতি জাতীয় রমণীর সংস্রবে গোর্খা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। নেপালের গোর্খা নামক স্থানে এই গোর্খাগণ বহুদিন নিরাপদে শান্তিসুখ ভোগ করিতেছিল, কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। ইহাদের সর্দ্দার নামমাত্র নেপালরাজের অধীন ছিলেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে মুসলমানগণ নেপাল অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হন। সেই সময় চীনসৈন্য আসিয়া ঐ আক্রমণকারীদিগকে পরাজয় করে। এই সময় ভাটগাঁও, কাঠমণ্ডু ও ললিতপত্তনের রাজাদিগের মধ্যে গোলযোগ বাধে। পৃথ্বীনারায়ণ এই সময় গোর্খাদলের নেতা, তিনি আপনাকে উদয়পুরের রাণার বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। ভাটগাঁওর রাজা অপর রাজগণের বিরুদ্ধে পৃথ্বীনারায়ণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে পৃথ্বীনারায়ণ হইতে সাহায্য লাভ দূরের কথা, গোর্খাগণ ইহাদিগের বিপক্ষে উঠিয়াছেন। তখন উক্ত তিন স্থানের রাজা ও তাঁহাদের অধীনস্থ সামন্তগণ সকলেই গোর্খাদলের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিলেন কিন্তু একে একে সকল রাজগণই গোর্খাদিগের হস্তগত হইতে লাগিল, একজন রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলেন, একজন বন্দীভাবে কারাগারে মারা গেলেন, একজন ভারতে পলাইয়া আসিয়া বৃটীশ গবর্মেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বৃটীশ গবর্মেণ্ট তাঁহাদের উদ্ধারার্থ সৈন্য পাঠাইয়া দেন কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই। পৃথ্বীনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার শিশু পৌত্রের প্রতিনিধি গোর্খাবীর বাহাদুর শাহ গোর্খাসৈন্য সাহায্যে সমস্ত নেপাল ও ভোটের কিয়দংশ অধিকার করিয়া লয়েন।

গোর্খারা সিকিমরাজ্য অধিকার করিতে অগ্রসর হইল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ গবর্মেণ্টের সহিত গোর্খাদিগের ভীষণ সমর বাধে। প্রথমে গোর্খারা কিছু বৃটীশসৈন্য নষ্ট করিয়াছিল। পরে স্যার ডেভিড অক্টরলনি বৃটীশ গৌরব উদ্ধারের জন্য সবল প্রতাপে গোর্খাদিগকে আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনিও বড় কিছু করিতে পারেন নাই। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ গবর্মেণ্টের সহিত নেপালরাজের সন্ধি হয়। তাহাতে ক্রমে ক্রমে বৃটীশ গবর্মেণ্ট কতকগুলি স্থান গোর্খাদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন এবং নেপাল রাজ্য বর্ত্তমান আকারে পরিণত হয়। [নেপাল দেখ।]

সন্ধি অনুসারে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে একজন বৃটীশ রেসিডেণ্ট থাকিতে পান। ১৮৪৫–৪৬ খৃষ্টাব্দে শিখযুদ্ধের সময় নেপালের গোর্খারাও বৃটীশ গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু বৃটীশ রেসিডেণ্ট সুদক্ষ ব্রায়ন হজসন্ সাহেবের কৌশলে গোলযোগ থামিয়া যায়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে হজসন্ সাহেব গোর্খাসৈন্যের যুদ্ধনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া বৃটীশ গবর্মেণ্টকে এক পত্র লেখেন এবং নেপাল হইতে গোর্খাসৈন্য সংগ্রহ করিয়া বৃটীশসৈন্য মধ্যে নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করেন। বৃটীশ গবর্মেণ্ট তাঁহার প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিলেন। গোর্খাগণ ভারতের লোকদিগকে "মধেশিয়া" বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকে, প্রথমে তাহারা কেহই বৃটীশের অধীন হইতে চায় নাই। তবে যে সকল গোর্খা সৈন্য নেপালরাজসরকারে নিযুক্ত হন না, হজসন্ সাহেবের প্ররোচনায় তাহারা বৃটীশ রাজ্যে আসিতে স্বীকৃত হইল। ক্রমে ক্রমে এইরূপ প্রায় বিশ হাজার সৈন্য বৃটীশ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন সুচতুর নেপালরাজ এক আপত্তি করিলেন যে, বৃটীশ গবর্মেণ্ট নেপাল হইতে কাহাকেও লইতে পারিবেন না, এরূপ হইলে নেপালরাজের বল হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। তদবধি বৃটীশ গবর্মেণ্ট নেপাল হইতে আসল গোর্খা সেনা সংগ্রহ করিতে পারেন না, বৃটীশ অধিকারভুক্ত নেপালের তরাইয়ে যে সকল গোর্খা বাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যে উপযুক্ত লোক লইয়া বৃটীশ গবর্মেণ্টের গোর্খা সৈন্যদল গঠিত হয়। গোর্খা সৈন্যগণ নিতান্ত প্রভুভক্ত, সত্যবাদী ও সাহসী। বৃটীশ গবর্মেণ্ট এই সৈন্য দ্বারা যে কত উপকার পাইয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। জঙ্গ বাহাদুর গোর্খাসৈন্য সাহায্যেই সিপাহী বিদ্রোহের সময় বৃটীশরাজত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। নেপালরাজের অধীনেও প্রায় লক্ষাধিক গোর্খা সৈন্য আছে।

গোর্দ্দি (স্ত্রী) গুর্দ [illegible] নিপাতনে সাধু (অমরটীকা ৩য়, ৪।১৮) ১ বালুক, বালুকাস্তূপ। (অমর)

গোল (পুং) গুড় অচ্ ডস্য লঃ। ১ বর্ত্তুলাকার পদার্থ।

২ মদন বৃক্ষ। (রত্নমা°) ৩ বিধবার গর্ভোৎপন্ন জারজ পুত্র। (ধরণী) "অবকীর্ণী কুণ্ডগোলৌ কুনখী শ্যাবদন্তকঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্য।) ৪ বোল। (জটাধর) গোলো বিষয়তরা অত্যন্ত গোল মচ্‌। ৫ ভাস্করাচার্য্যকৃত গোলাধ্যায় নামক গ্রন্থ।

"… তৎকৃত প্রাণপত্তা গোলমদগং বালাববোধং ক্রবে।"

(গোলাধ্যায়)

৬ ক্ষেত্রবিশেষ।

"গোলঃ স্মৃতঃ ক্ষেত্রবিশেষ এষ প্রাজ্ঞৈরতঃ স্যাদ্‌গণিতেন গম্যঃ॥"

(সিদ্ধান্তশিরোমণি)

(স্ত্রী) ৭ মণ্ডল। "প্রেক্ষাস্থিতা ভুবো গোলং পত্ন্যৈ যাবান্‌ স্বসংস্থয়া।" (ভাগবত ৩।২৩।৪২)

(পুং) ৮ গ্রহযোগবিশেষ। প্রশ্নকৌমুদীর মতে একটী রাশিতে ছয়টী গ্রহ থাকিলে গোলযোগ হইয়া থাকে। এই যোগ হইলে দেবরাজ ইন্দ্রেরও বিনাশ হয়। মনুষ্যগণ রাক্ষস প্রকৃতি হইয়া উঠে। জননী পুত্রের প্রতি দয়ামায়া পরিত্যাগ করে, সমস্ত নৃপগণের বিনাশ হয়। বসুন্ধরামণ্ডল ভীষণ অনলে জ্বলিতে থাকে। নদ নদী তড়াগ জলাশয় শুকাইয়া যায় (১)। নরপতিজয়চর্য্যার মতে সাতটী গ্রহ এক রাশিতে হইলে গোলযোগ হয়, ইহাতে দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রপীড়া ও রাজগণের বিনাশ হয়। দীপিকায় আর একপ্রকার গোলযোগের উল্লেখ আছে। [যোগ দেখ।]

গোল, ভারতবর্ষীয় প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌গণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত একপ্রকার যন্ত্র। পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্‌গণের ব্যবহৃত গ্লোব (Globe) যন্ত্রের যে প্রয়োজন ও লক্ষণ, গোলের প্রয়োজন এবং লক্ষণও প্রায় সেইরূপ। এই গোলযন্ত্র কাষ্ঠময় শলাকা দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে হয়। প্রায় সকল প্রাচীন জ্যোতিষগ্রন্থেই ইহার প্রয়োজন ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী অল্প-বিস্তর লিখিত আছে এবং মতামতও দৃষ্ট হয়। সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তশিরোমণির গোলাধ্যায়ে গোলের বিষয় যাহা লিখিত আছে, তাহাই এস্থলে লিখিত হইল।

সূর্য্যসিদ্ধান্তে লিখিত আছে যে, জ্যোতিঃশাস্ত্রে গোলের সমস্ত বর্ণনা থাকিলেও কেবল তাহা পড়িয়া গোলের প্রকৃত অবস্থা ধারণা করা যায় না। বিশেষতঃ আমাদের অধোভাগে বা পার্শ্বদেশে আমাদের ন্যায় লোক বাস করিতেছে, বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত স্থিরভাবে রহিয়াছে, নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং সেই স্থানবাসীদের মাথার উপরেও গ্রহগণ এবং জ্যোতিষ্কমণ্ডল নিরন্তর সমান ভাবে ভ্রমণ করিতেছে, এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ না হইলে ধারণা করা দুঃসাধ্য। এই কারণে পৃথিবী প্রভৃতির কৃত্রিম গোল প্রস্তুত করিয়া এখন কার মত পূর্ব্বকালেও দেখান হইত।

জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়গুলি স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করাই পৃথিব্যাদির কৃত্রিম গোল বা গোলযন্ত্রের গঠনের উদ্দেশ্য। গোলযন্ত্র কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে হয়, ইহার পরিধি পরিমাণের কোন নিয়ম নাই, ইচ্ছানুসারে ছোট বা বড় করা যাইতে পারে। কাষ্ঠ দ্বারা বড় ভাঁটার ন্যায় একটী গোল প্রস্তুত করিয়া তাহার উপরে জ্যোতিঃশাস্ত্রবর্ণিত মহাদেশ, দেশ, নগর, সাগর, উপসাগর, হ্রদ ও নদী প্রভৃতির স্থানসন্নিবেশ যথাযথরূপে অঙ্কিত করিবে। ইহাকে ভূগোলক বলে। এই গোলকের ঠিক মধ্যে সোজা ভাবে একটী ছিদ্র করিতে হয়। ঐ মধ্যছিদ্র দ্বারা একটী কাষ্ঠময় দণ্ড প্রবেশ করাইয়া দিবে। দণ্ডের দুই প্রান্তভাগই গোলভেদ করিয়া বাহির করিতে হয় এবং বাহির্গত উভয় প্রান্তভাগ পরিমাণে সমান হইবে। গোলের মধ্যচ্ছিদ্রের আয়তন অপেক্ষা দণ্ডটী কিছু সরু করিতে হয় অর্থাৎ দণ্ডবিদ্ধ গোলটীকে এরূপ ভাবে রাখিবে, যেন দণ্ড স্থির রাখিয়া গোলটীকে ফিরাইতে ঘুরাইতে কোনরূপ বাধা না হয়। এই দণ্ডকে কৃত্রিম ভূগোলের মেরুদণ্ড বলা হয়।

ইহার উপরে কতকগুলি বৃত্ত বা কক্ষ নির্ম্মাণ করিতে হয়। বৃত্ত বা কক্ষাগুলি বংশশলাকা দ্বারা প্রস্তুত করিবে। ভূগোলের উভয় পার্শ্বে নির্গত দণ্ডপ্রান্তে সমান অন্তরালে একটী বৃত্ত বিদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যচ্ছেদ করিয়া আর একটী বৃত্ত দণ্ডের উভয় প্রান্তে বিদ্ধ করিবে। এই দুইটী বৃত্তকে আধারকক্ষা বলে। খগোল বন্ধনের জন্য ইহাদের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই বৃত্তদ্বয় না থাকিলে ভূগোলের চারিদিকে খগোল বন্ধন করা যায় না। এইরূপে ভূগোলের বন্ধন করিয়া তাহার উপরে খগোলের বন্ধন করিতে হয়। পূর্ব্বনিবদ্ধ আধার কক্ষাদ্বয়ের মধ্যচ্ছেদ করিয়া আর একটী বৃত্ত স্থাপন করিবে। ইহাকে বিষুবদ্‌বৃত্ত বলে। এই কক্ষাটীকেই খগোলের মধ্যবৃত্ত কল্পনা করিতে হয়। ইহার পরে স্ব স্ব দ্যুজ্যা পরিমিত ব্যাসার্দ্ধ লইয়া মেষ, বৃষ ও মিথুন রাশির তিনটী বৃত্ত প্রস্তুত করিবে। এই বৃত্তত্রয়ে ৩৬০ অঙ্গুলি পরিমাণে সমান ভাগে অংশগুলি অঙ্কিত করিতে হয়। ইহার পরিমাণ বিষুবৎ কক্ষার পরিমাণ অনুসারে করিতে হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে তিনটী বৃত্তের

(১) "গ্রহাঃ ষডেকস্মিন্‌ যদি ভবন্তি যৎ হি যদতি
তদা গোলোযোগঃ প্রলয়পদমিত্যোপি লভতে।
ভবেল্লোকোবক্রঃ পরিহরতি পুত্রং জননী
নৃপাণাং নাশঃস্যাৎ জ্বলতি বসুধা শুষ্যতি নদী।" (প্রশ্নকৌমুদী)

উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে বিষুবৎকক্ষার পরিমাণ আধার-কক্ষার পরিমাণের সমান, অতএব মেষান্ত বৃত্তটী বিষুবৎকক্ষা হইতে পরিমাণে ছোট, মেষান্ত হইতে বৃষান্ত অল্প এবং বৃষান্ত কক্ষা হইতেও মিথুনান্ত কক্ষাটী অল্প পরিমাণ করিতে হয় (১)। বৃত্তত্রয় যথাযথরূপে প্রস্তুত হইলে দৃষ্টান্ত গোল বা কৃত্রিম গোলে উত্তরভাগে আধারবৃত্তে যথাক্রমে বন্ধন করিবে।

ক্রান্তিবৃত্তের বিষুবৎবৃত্তপ্রদেশ হইতে বিক্ষিপ্ত প্রদেশের যত অন্তর, বিষুবদবৃত্ত ও ক্রান্তিবৃত্ত প্রদেশের তত অন্তরে স্ব স্ব ক্রান্ত্যংশে এই বৃত্তত্রয়ের বন্ধন করিতে হয়। এ তিনটী বৃত্তকে যথাক্রমে মেষান্ত, বৃষান্ত ও মিথুনান্তবৃত্ত বলে। পূর্ব্ব প্রদর্শিত নিয়মানুসারে কর্কট, সিংহ ও কন্যা রাশির আর তিনটী বৃত্ত প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোক্ত তিনটী বৃত্তের বিপরীত ভাবে স্থাপন করিবে। ইহাদিগকে যথাক্রমে কর্কান্ত, সিংহান্ত ও কন্যান্তবৃত্ত বলে। ইহার পরে যথা-নিয়মে তুলা, বৃশ্চিক ও ধনু রাশির তিনটী বৃত্ত প্রস্তুত করিয়া মেষাদি বৃত্তস্থাপনের নিয়মে বিষুবৎবৃত্তের দক্ষিণভাগে আধারবৃত্তে বন্ধন করিবে। ইহাদিগকে তুলান্ত, বৃশ্চিকান্ত ও ধনুরন্তবৃত্ত বলে। এই নিয়মে মকর, কুম্ভ ও মীনরাশির আর তিনটী কক্ষা প্রস্তুত করিয়া তুলা, বৃশ্চিক ও ধনুরন্তবৃত্তের বিপরীতভাবে বদ্ধ করিবে (২)।

অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাইশটী নক্ষত্রবিম্বের সাতাইশটী কক্ষা নির্ম্মাণ করিয়া গণিতশাস্ত্রে দক্ষিণ ও উত্তর গোলের যে যে স্থানে যে যে নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণীত আছে, সেই নক্ষত্রবিম্বের কক্ষা সেই সেই স্থানে আধারবৃত্তে বদ্ধ করিবে। ইহাছাড়া অভিজিৎ, সপ্তর্ষি, অগস্ত্য, ব্রহ্ম, লুব্ধক প্রভৃতি নক্ষত্রবিম্বের কক্ষাও যথাস্থানে স্থাপন করিতে হয়। বিষুবৎকক্ষাটীকে সকল কক্ষার সমান মধ্যে রাখিয়া অপর বৃত্ত বা কক্ষ প্রস্তুত করিতে হইবে (৩)।

বিষুবদবৃত্ত উর্দ্ধ ও অধস্তন আধারবৃত্তে দুইস্থানে সংলগ্ন হয়। সেই দুইটী সম্পাতের উর্দ্ধ সম্পাত হইতে দক্ষিণদিকে চব্বিশ অংশ দূরে আধারবৃত্তের যে স্থানে মকরাদির অহো-রাত্রবৃত্তলগ্ন হয়, তাহাকে উত্তরায়ণ সন্ধিস্থান এবং অধস্তন সম্পাত হইতে উত্তরে চব্বিশ অংশ দূরে আধারবৃত্তের যে স্থানে কর্কটাদির অহোরাত্রবৃত্ত লগ্ন হয়, তাহাকে দক্ষিণায়ন সন্ধিস্থান বলা হইয়া থাকে। এই প্রকারে অয়ন ও বিষুবদ্বৃ স্থির করিয়া তাহার অনুসারে মেষাদি স্থান স্থির করিবে (৪)। ইহা হইলেই এক প্রকার গোলযন্ত্র প্রস্তুত হইল। [গোল-যন্ত্রে গ্রহাদির সংস্থান প্রভৃতি অপর বিবরণ খগোল, ভূগোল ও রাশি প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

বৃক্ষাদিশূন্য বৃহৎ ময়দানে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলে বোধ হয় যেন আকাশটী একটী বৃহৎ কটাহের ন্যায় পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে সমান ভাবে সংলগ্ন হইয়া আমাদের দৃষ্টির পরিচ্ছেদ করিতেছে। যে স্থানে আকাশ সংলগ্ন হইয়াছে, সেই স্থানে গোলাকার একটী বৃত্ত কল্পনা করিলে তাহাকে ক্ষিতিজ-বৃত্ত বলা হয়। [খগোল দেখ।] ভূগোলের ক্ষিতিজবৃত্তের ন্যায় দৃষ্টান্ত গোলেও একটী স্থির বৃত্ত স্থাপন করিতে হয়, উহাকে দৃষ্টান্ত গোলের ক্ষিতিজবৃত্ত বলে (৫)।

এই প্রকারে গোলযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে স্বয়ং-বহ অর্থাৎ মনুষ্যের সাহায্য ব্যতীত নাক্ষত্রিক ষাইট দণ্ডে পরিচয় ক্রমে যাহাতে একবার ভ্রমণ করিতে পারে, সেই প্রকারে স্থাপন করিবে। গোলের সকল অবয়ব বস্ত্র-দ্বারা ঢাকিয়া সেই বস্ত্রের উপর পূর্ব্বপ্রদর্শিত বৃত্তগুলি অঙ্কিত করিবে, কিন্তু পূর্ব্বে যে ক্ষিতিজবৃত্তের কথা বলা হইয়াছে, সেইটীকে বাহিরে রাখিবে। উহাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিবে না, গোলের বাহিরে ক্ষিতিজবৃত্তটীকে এইরূপ স্থাপন

(১) "বিষুবৎকক্ষাপ্রমাণানুমানাদ বৃত্তত্রয়ং কার্য্যং। যথা বিষুবদ্বৃত্তং পূর্ব্ববৃত্তসমং তথা তদনুরোধেন মেষান্তবৃত্তমল্পং তদনুরোধেন বৃষান্তবৃত্তমল্পং তদনুরোধেন মিথুনান্তবৃত্তমল্পমিত্যুক্তযোঃ স্বস্বক্রান্ত্যংশাগ্রবৃত্তম্।"

(সূর্য্যসিদ্ধান্ত, জ্যোতিষোপ° ৩ শ্লোকে রঙ্গনাথ।)

(২) "কর্কাদি বৃত্তত্রয়মেষাদিপ্রদেশানাং বিপর্য্যয়াৎ প্রকল্পয়েৎ। মিথুনান্তবৃত্তং কর্কাদেরাদ্যবৃত্তং সিংহাদেরাদ্যবৃত্তং কন্যাদেরিতি কল্পিতং। এতাস্ত্রিসংখ্যাকাঃ কক্ষা। বিষুবদ্বৃত্তাদ্দক্ষিণভাগমাধারবৃত্তে নিবদ্ধাঃ কার্য্যাঃ উৎক্রমাৎ তুলাদিসম্বদ্ধাঃ কক্ষা মকরাদীনাং ভবন্তি। ধনুরন্তবৃত্তং মকরাদের্বৃশ্চিকান্তবৃত্তং কুম্ভাদেস্তুলান্তবৃত্তং মীনাদেরিতি কল্পিতং।" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত জ্যোতিষোপ° ৭ শ্লো রঙ্গনাথ)

(৩) ভগণাংশাঙ্গুলৈঃ কার্য্যা দলিতৈস্তত্র এব তাঃ।
আহোরাত্রার্দ্ধকর্ণৈস্ত তৎপ্রমাণানুমানতঃ। ৫
ক্রান্তিবিক্ষেপভাগৈশ্চ দলৈর্দ্দক্ষিণোত্তরৈঃ।
স্বৈঃ স্বৈরপক্রমৈস্তদ্বৎ মেষাদীনামপক্রমাৎ। ৬
কক্ষাঃ প্রকল্পয়েৎ তাশ্চ কর্কাদীনাং বিপর্য্যয়াৎ।
তদ্বদেবাপ্রভাগানাং তুলাদীনাং বিনির্দ্দিশেৎ। ৭
যাম্যগোলাশ্রিতাঃ কার্য্যা কক্ষাধারদ্বয়োরপি।
যাম্যোদগ্‌গোলসংস্থানাং ভানামভিজিতস্তথা। ৮
সপ্তর্ষীণামগস্ত্যস্য ব্রহ্মাদীনাঞ্চ কল্পয়েৎ।
মধ্যে বৈষুবতী কক্ষা সর্ব্বাসামেব সংস্থিতা।" ৯ (সূর্য্যসি° জ্যোতিষ°)

(৪) তদাধারবৃত্তেরুর্দ্ধমধ্যে বিষুবদ্বৃত্তং।
বিষুবৎস্থানতো ভাগৈঃ স্ফুটৈর্বিষয়সংখ্যয়া।
ক্ষেত্রাণ্যেবমজাদীনাং তির্য্যগ্‌জ্যাভিঃ প্রকল্পয়েৎ।" (সূর্য্যসি° জ্যোতিষ°)

(৫) "ভূগোলস্য বহিঃ স্থাপ্যং মধ্যে ক্ষিতিজমণ্ডলম্।" (সূর্য্যসি° জ্যোতিষ)

কারবে, যেন উহা সর্ব্বদাই স্থির থাকে। ইহারই অপর নাম লোকালোক (৬)।

প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রকারগণের বিশ্বাস ছিল যে, সকল বিষয় যথাযথরূপে গ্রন্থে লিখিত থাকিলে আর গুরুর গৌরব থাকিবে না, সকলেই গ্রন্থ দেখিয়া অভ্যাস করিবে, কেহই গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবে না। এই কারণে তাঁহারা কঠিন বিষয়গুলি গ্রন্থগত করেন নাই, গোপন করিয়া গিয়াছেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তে কি প্রকারে গোলকটী স্বয়ংবহ করিতে হয়, তাহার অস্পষ্ট বিবরণের পর উক্ত হইয়াছে, "গোপ্যমেতৎ প্রকাশোক্তং সর্ব্বগম্যং ভবেদিহ। তস্মাদ্ গুরূপদেশেন রচয়েৎ গোলমুত্তমম্॥"

(সূর্য্যসি° জ্যোতিষো° ১৭ শ্লোঃ।)

গোলকে কি প্রকারে স্বয়ংবহ করিতে হয়, এই বিষয় অতিশয় গোপনীয়, এই কারণেই স্পষ্ট করিয়া বলা হইল না। স্পষ্টরূপে বলিলে সকলেই জানিতে পারিবে, ইহার আর গৌরব থাকিবে না। অতএব কি প্রকারে গোলকে স্বয়ংবহ করিতে হয় তাহা, গুরুমুখে শুনিয়া গোল প্রস্তুত করিবে।

ভারতবাসী প্রাচীন আর্য্যগণের এইরূপ সংস্কারেই ভারতের শাস্ত্রগৌরব ধীরে ধীরে অস্তমিত হইয়াছে, উন্নতির চরম সীমা গণিতশাস্ত্রের কলনাতে ভারত সন্তানেরা বঞ্চিত হইয়াছে। বাস্তবিক যে কারণেই হউক গোলটীকে কি প্রকারে স্বয়ংবহ করিতে হয়, তাহার স্পষ্ট উপায় কোন প্রাচীন শাস্ত্রেই বিশদরূপে লিখিত নাই। সূর্য্যসিদ্ধান্তের অস্পষ্ট কথাগুলি লইয়া টীকাকার রঙ্গনাথ যেরূপ স্থির করিয়াছেন, তাহাই এস্থানে লিখিত হইল।

স্বয়ংবহ করিবার উপায়।—গোলযন্ত্রটীকে বস্ত্রাচ্ছন্ন করিয়া তাহার আধারযষ্টির উত্তরপ্রান্ত দক্ষিণ ও উত্তরভিত্তিস্থিত নলিকার মধ্যে এরূপভাবে স্থাপন করিবে, যেন যষ্টির অগ্রটী ধ্রুবাভিমুখী থাকে। পরে যষ্টির অগ্রে সরল-পথে পূর্ব্বাভিমুখী একটী জলপ্রবাহ করিবে, সেই জলপ্রবাহে যেন গোলের অধোদেশ পশ্চাৎভাগে আহত হয়। এই জলপ্রবাহে আঘাত সকলের দৃষ্টিগোচর না হয়, এইজন্যই বস্ত্রাচ্ছন্ন করিতে বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, আকাশের ন্যায় প্রস্তুত করাই বস্ত্রাচ্ছাদনের উদ্দেশ্য। ঐ বস্ত্র জলে না ভিজিয়া যায়, এইজন্য উহাতে চিক্কণ বস্তু যাহা অর্থাৎ যাহা লেপন করিলে কাপড় জলে ভিজে না, সেই সকল দ্রব্য লেপন করিয়া দিবে। গোলের চারিদিকে পরিখার ন্যায় একরূপ ভিত্তি করিবে যেন ক্ষিতিজবৃত্তের ন্যায় সেই পরিখায় গোলের অধোভাগ আচ্ছন্ন থাকিয়া দৃষ্টিগোচর না হয়। আধারযষ্টির দক্ষিণভাগ শিথিল করিতে হয়, না হইলে গোল ভ্রমণ করিতে পারে না এবং পূর্ব্ব পরিখা-বিভাগের বাহিরে অদৃশ্য জল প্রবাহ করিবে (৭)।

প্রকারান্তরে স্বয়ংবহ করিবার উপায়।—গোলকেন্দ্র করিয়া বহির্গত আধারযষ্টির উত্তর প্রান্তে চক্রানুসারে দুইভাগে বা তিনভাগে পরিধিরূপে নেমি প্রস্তুত করিয়া তালপত্রাদি দ্বারা তাল করিয়া আচ্ছন্ন করিবে এবং উহাতে একটী ছিদ্র করিবে। ঐ ছিদ্রদ্বারা ঐ পরিধির অর্দ্ধাংশ পরিমিত পারা ও অপর অর্দ্ধপরিমিত জল দিয়া পরিধি পূর্ণ করিবে। ছিদ্রটী বন্ধ করিয়া দিবে। যষ্টির অগ্র উত্তরদিকস্থ নলিকায় এইরূপে স্থাপন করিবে, যেন গোলটী সূক্ষ্মভাবে থাকিতে পারে। পারা ও জলে আকর্ষণশক্তি আছে। উভয়ের আকর্ষণে যষ্টি স্বয়ংই ঘুরিতে থাকে এবং তদাশ্রিত গোলও পরের সাহায্য ব্যতীত ভ্রমণ করে (৮)।

সিদ্ধান্তশিরোমণির মতে গোল তিনপ্রকার খগোল, ভূগোল ও দৃগ্গোল। ইহার বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য। কি প্রকারে গোল বাঁধিতে হয় তাহাই এ স্থানে বক্তব্য। সরু এবং চক্র ও ভাগচিহ্নযুক্ত সরল বংশ-শলাকা

(৬) "গোলাকারেণ স্বরূপ স্থাপিতং বৃত্তাকারগোলং। চক্রাকারং বস্ত্রোপরি তদনু জালাকারং কার্য্যং।...এতেন ক্ষিতিজং বস্ত্রবৃত্তং ন কার্য্যং কিন্তু বস্ত্রোপরি ক্ষিতিজং গোলসংলগ্নং কেনাপি প্রকারেণ স্থিরং যথা ভবতি তথা কার্য্যমিতি তাৎপর্য্যং।" (সূর্য্যসি° জ্যোতিষো° ১৩ রঙ্গনাথ।)

(৭) "এতদুক্তং ভবতি বৃত্তাকারগোলং বস্ত্রাচ্ছন্নং কৃত্বা তদাধারযষ্ট্যগ্রে দক্ষিণোত্তরভিত্তিস্থিতনলিকয়োঃ ক্ষেপ্যং, যথা যষ্ট্যগ্রং ধ্রুবাভিমুখং স্যাৎ।.. ততো যষ্ট্যগ্রসরলমার্গস্থজলপ্রবাহেণ পূর্ব্বাভিমুখেন তদধঃ পশ্চাদ্ভাগে তাড্যোঽপি যথা স্যাৎ তথা জলাদর্শনার্থমেব বস্ত্রাচ্ছন্নমুক্তং। অথবা গোল বৃত্তান্তরবকাশমার্গেণ জলাধারদর্শনরক্ষণেন চমৎকারানুপপত্তেঃ। ইদং বস্ত্রমার্দ্রং যথা ন ভবতি তথা চিক্কণবস্তুনা মদনাদিনা লিপ্তং কার্য্যম্। ক্ষিতিজবৃত্তাকারেণ অধোগোলো দৃশ্যো যথা স্যাৎ তথা পরিখারূপা ভিত্তিঃ কার্য্যা। পরন্তু দক্ষিণযষ্টিভাগস্তু শিথিলো যথা ভবতি। অন্যথা ভ্রমণানুপপত্তেঃ। পূর্ব্বদিক্স্থ পরিখাবিভাগাদ্বহিস্তজ্জলপ্রবাহো দৃশ্যঃ কার্য্য ইত্যাদি বহুধোহ্যং জ্ঞেয়ম্" (সূর্য্যসি° জ্যোতিষো° ১৬ শ্লোক রঙ্গনাথ)

(৮) "এতদুক্তং ভবতি। নিবদ্ধগোলবহির্ভূতযষ্টিধারণোর্দ্ধদেশস্থা স্থানদ্বয়ে স্থানত্রয়ে বা নেমিঃ পরিধিরূপাবৃত্তা তাং তালপত্রাদিনা চিক্কণবস্ত্রলেপেনাচ্ছাদ্য তত্র ছিদ্রং কৃত্বা তদ্দ্বারেণ পারদোঽর্দ্ধপরিধৌ পূর্ণো যেন ইতরার্দ্ধপরিধৌ জলং চ দেয়ং। ততো মুদ্রিতচ্ছিদ্রং কৃত্বা যষ্ট্যগ্রে ভিত্তিস্থনলিকয়োঃ ক্ষেপ্যো যথা স্বাভাবিকো ভবতি। ততঃ পারদজলাকর্ষিতযষ্টিঃ স্বয়ং ভ্রমতি তদাশ্রিতো গোলশ্চ।"

(সূর্য্যসি° জ্যোতিষো° ১৭ শ্লো° রঙ্গনাথ)

হইতে ৬ ভ (নক্ষত্র) দূরে আর একটী সংপাত করিবে। ক্ষেপ-পাতের অগ্র হইতে তিন নক্ষত্র অন্তরে ক্রান্তিবৃত্তের উত্তরে স্ফুট ক্ষেপভাগ যত হইবে, ততদূরে এবং উহার পশ্চাদ্ভাগ হইতে তিন ভ (নক্ষত্র) অন্তরে ক্রান্তির ততভাগ দক্ষিণে স্থির করিয়া বিমণ্ডলটীকে স্থাপন করিতে হয়। চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহগণ বিমণ্ডলে ভ্রমণ করে (১৬)।

ক্রান্তিবৃত্তের স্ফুটগ্রহস্থানের নাড়ীবৃত্ত হইতে বক্রভাবে যত অন্তর, তাহাকে ক্রান্তি বলে। বিমণ্ডলস্থিত গ্রহস্থানের ক্রান্তিবৃত্ত হইতে তির্য্যক্‌ভাবে যত অন্তর তাহাকে বিক্ষেপ এবং বিমণ্ডলের গ্রহস্থান হইতে নাড়ীবৃত্তের তির্য্যগন্তরকে স্ফুটক্রান্তি বলে (১৭)।

বিষুবদ্বৃত্ত ও ক্রান্তিবৃত্তের সংপাতকে ক্রান্তিপাত বলে। এই ক্রান্তিপাত একস্থানে স্থির থাকে না, ক্রমে পৃষ্ঠভাগে সরিয়া যায় অর্থাৎ যেখানে পৃষ্ঠভাগে বিষুবদ্বৃত্ত ও ক্রান্তিবৃত্ত পরস্পর মিলিত হয়, তাহারই নাম ক্রান্তিপাত (১৮)।

এই ক্রান্তি স্থির করিয়া গ্রহের স্ফুট করিতে হয়। ক্রান্তিবৃত্ত ও বিমণ্ডলের সম্পাতকে ক্ষেপপাত বলে। গ্রহসাধন করিতে ইহাও আবশ্যক হয় (১৯)।

ভগোলের মধ্যে গ্রহগোল বাঁধিতে হয়। পূর্ব্ব নিয়ম অনুসারে গ্রহগোলেও বিষুবদ্বৃত্ত এবং ক্রান্তিবৃত্ত বন্ধন করিবে। ক্রান্তিবৃত্তটীকে কক্ষামণ্ডল কল্পনা করিয়া উক্ত-রোক্ত বিধি অনুসারে প্রতিমণ্ডল বন্ধন করিবে। প্রতি-মণ্ডলে গণিতানুসারে মেষাদির পাতস্থান করিতে হয়। আর একটী রাহু ও ক্রান্তিপাতচিহ্ন অঙ্কিত করিবে। ইহাকে বিমণ্ডল বলা যাইতে পারে। প্রতিমণ্ডল ও বিমণ্ডলের পাতচিহ্ন একটী সম্পাত করিবে। পাতের অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগ হইতে তিন নক্ষত্র অন্তরে প্রতিমণ্ডলের দক্ষিণে ও উত্তরে যত অংশ বিক্ষেপ হইবে, তত অংশ দূরে বিমণ্ডল স্থাপন করিবে। এই মণ্ডলে মন্দস্ফুট গতিতে গ্রহ ভ্রমণ করে। মেষাদির অনুলোমে মন্দস্ফুট চিহ্ন করিতে হয়। প্রতিমণ্ডল হইতে যত অন্তরে মন্দস্ফুট হয়, সেইস্থানে তত বিক্ষেপ হইয়া থাকে। গ্রহবৃত্তের সংপাতস্থ হইলে বিক্ষেপের অভাব হয় এবং তিন নক্ষত্র দূরে থাকিলে সর্ব্বাধিক বিক্ষেপ হয়। মধ্যস্থিতকালে অনুপাত অনুসারে বিক্ষেপ স্থির করিবে (২০)।

নাড়ীবৃত্তের উত্তরে ও দক্ষিণে ইষ্ট ক্রান্তি যত হইবে, তত-দূরে অহোরাত্রবৃত্ত বন্ধন করিতে হয়। ইহাকে ষাইট সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া চিহ্নিত করিবে। এই মণ্ডলে সূর্য্যের দৈনিক গতি হইয়া থাকে (২১)।

ভগোলের ন্যায় গ্রহগোলগুলিও ধ্রুবযষ্টিতে বাঁধিতে হয় বিশেষ এই গ্রহগোলের মধ্যে কেবল চালান যাইতে পারে না। এই কারণে বাহিরে বাঁধিয়াই দেখিতে হয়। অথবা ভগোলের অপমণ্ডলের অধোদেশে যথাক্রমে সূত্র বাঁধিয়া গ্রহকক্ষা তাহাতে নিবদ্ধ করিবে। এইপ্রকার ভগোলটীকে যষ্টিতে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া যষ্টির উভয় অগ্রে প্রোত নাল-কাধারে খগোল ও দৃগ্‌গোল রাখিয়া ভগোলের ভ্রমণ অব-লোকন করিবে। (গোলাধ্যায) [অপর কথা খগোল ও ভূগোল শব্দে দেখ।]

(১৬) "নাড়িকামণ্ডলে ক্রান্তিবৃত্তং যথা
ক্রান্তিবৃত্তে তথা ক্ষেপবৃত্তং ন্যসেৎ।
ক্ষেপবৃত্তং তু রাশ্যঙ্কিতং তত্র চ
ক্ষেপপাতেন্দু চিহ্নানি কুর্য্যাদ্বৎ।
ক্রান্তিবৃত্তস্য বিক্ষেপবৃত্তস্য চ
ক্ষেপপাতে স সম্পাত চ কৃত্বা সুধীঃ।
ক্ষেপপাতাগ্রতঃ পৃষ্ঠতশ্চ ত্রিভে
ক্ষেপভাগৈঃ স্ফুটৈঃ সৌম্যযাম্যো ন্যসেৎ॥ ১৩
শীঘ্রকর্ণেন চন্দ্রাদিকক্ষ্যা কৃতাঃ
স্যুঃ পরাঃ কক্ষ্যকাভাঃ প্রাগ্বৎ স্ফুটাঃ।
ক্ষেপবৃত্তানি যানি বিমণ্ডলং পৃথক্
স্ব স্ব বৃত্তে ভ্রমন্তীন্দুপূর্ব্বাগ্রহাঃ॥ ১৪ (গোলাধ্যায)

(১৭) "নাড়িকামণ্ডলাৎ তির্য্যগত্রাপমঃ
ক্রান্তিবৃত্তাবধিঃ ক্রান্তিবৃত্তাশ্রয়ঃ।
ক্ষেপবৃত্তাবধির্বিক্ষেপযুক্তঃ স্ফুটো
নাড়িকাবৃত্তবেধোদ্ভবোঽপমঃ॥ ১৬॥ (গোলাধ্যায)

(১৮) "বিষুবৎক্রান্তিবলয়য়োঃ সম্পাতঃ ক্রান্তিপাতঃ।" ১৭।

"পাতো নাম সম্পাতঃ। কয়োঃ বিষুবৎক্রান্তিবলয়য়োঃ। নহি তয়োঃ স্থিরা-ভাবেন সম্পাতঃ কিন্তু তত্রাপি চলমস্তি। ক্ষেত্রবলদৃগ্ভগণাঃ সঞ্জাতএব বিলোমগস্য ক্রান্তিপাতস্য ভাগাঃ। যেষাং পৃষ্ঠতোভাবম্ অবলম্ব্য ক্রান্তিবৃত্তে বিষুবদ্বৃত্তং সংমিলিতার্থঃ।" (বাসনাভাষ্য)

(১৯) "এবং ক্রান্তিবিমণ্ডলসম্পাতাঃ ক্ষেপপাতাঃ স্যুঃ।" ২০। (গোলাধ্যায)

(২০) "স তত্রস্থঃ প্রতিমণ্ডলাৎ যাবত্তান্তরেণ বিক্ষিপ্তস্তাবত্তৎপ্রদেশে বিক্ষেপঃ। যতো বৃত্তসম্পাতস্থে গ্রহে বিক্ষেপাভাবঃ। ত্রিভেঽন্তরে পরমো বিক্ষেপঃ। মধ্যেঽনুপাতেন। অতো বৃত্তসম্পাতগ্রহয়োরন্তরং জ্ঞেয়ং।"
(গোলাধ্যায ও তৎ বাসনাভাষ্য)

(২১) "ইষ্টক্রান্তি তুল্যেঽন্তরে সর্ব্বতো
নাড়িকামণ্ডলাদহোরাত্রবৃত্তাভিধং।
তত্র বদ্ধা ঘটীনাং চ ষষ্ট্যাঙ্কিতে-
নৈব বিভক্তযুক্তং দ্যুজীবা যতা॥" (গোলাধ্যায)

গোল, দাক্ষিণাত্যের বিজাপুরজেলাবাসী গোয়ালাজাতি। কোথাও কোথাও ইহাদিগকে গোল্ল বা গোল্লের বলিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে আড়বি, হনম্‌, কৃষ্ণ, পাকনাক ও শাম্ল প্রভৃতি কয়েকটী শাখা আছে। এক শাখা অপর শাখার সহিত পান-ভোজন ও আদান-প্রদান করে না। কৃষ্ণগোলেরা কোন কোন স্থানে যাদব নামে পরিচিত। ইহারা কণাড়ী ভাষায় কথা কহে। অনুমিত হয় যে, ইহারা নিজাম-রাজ্য হইতে এ প্রদেশে আসিয়াছে।

কৃষ্ণগোলদিগের মধ্যে কেহই উপবীত ধারণ করে না। ইহাদিগের এক একজন স্বজাতীয় গুরু থাকে। তাঁহার নাম 'গমকুমোর'; সেই গুরু বিবাহের সময়ে উপস্থিত থাকেন। ইহারা মৃতদেহ দাহ করে।

মুদ্দাবিহাল উপবিভাগে, তালিকোট, হুনুগুন্দ ও কোর নামক স্থানে তিলিগোল নামে আর এক শ্রেণীর বাস আছে। ইহাদের দেখিতে কতকটা 'হনম্‌' দিগের মত। ইহারা সকলেই সামান্ত ভূম্যধিকারী। হনুমানের মন্দিরে যাজকতা করাই ইহাদের প্রধান কার্য্য। ইহাদের গুরুর নাম 'শাস্ত্রের' এবং সোমনাথই ইহাদের কুলদেবতা। ইহারা শবদেহ পুতিয়া রাখে। বাদামী গ্রামের বালকেরোও পাকনাক শাখার অন্তর্গত। এতদ্ব্যতীত নিজামরাজ্যে কেম্বুরি নামে আর একশাখা দেখা যায়। শাদা ভেড়া বা ছাগলের ব্যবসাই ইহাদের উপজীবিকা। ইহারাও হনুমান, ভৈরব ও কাশর পূজা করে এবং শবদেহ মাটিতে পুতিয়া রাখে। শুনা যায় এইরূপ, যে সময়ে বাদামী উপবিভাগে লোকজন ছিল না তৎকালে আরেবানী বা আলোনী প্রদেশ হইতে ইহারা এ প্রদেশে আসিয়াছে।

আড়্‌বে বা তেলগু গোলেরা বেদিয়াদিগের মত পথে পথে ঔষধ বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। ইহাদিগের মধ্যে যাধব, যোরি, পবার, শিন্দে যাদব ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের কতকগুলি পদবী দেখা যায়। এক পদবীবিশিষ্ট পাত্র পাত্রীর বিবাহ দিবার নিয়ম নাই। ইহারা তেলুগু ও মরাঠী ভাষায় কথা কহে। সামান্ত হিন্দুস্থানীও কহিতে জানে।

ইহারা রবিবার ও মঙ্গলবারে গৃহদেবতার পূজার জন্ত স্নান করিয়া থাকে। যাহাদের গৃহদেবতা নাই, তাহারা মারুতী-মন্দিরে যাইয়া পূজা দেয়। বিবাহের পর ইহারা তুলজাভবানীর সম্মুখে ছাগ বলি দেয়। ইহারা মদ্য, তাড়ী, গাঁজা, সিদ্ধি, তামাকু ও অহিফেন খাইতে বড় ভালবাসে।

এই জাতি বড় বদরাগী, একগুঁয়ে, উচ্চাভিমানী, চতুর, ও ভারি অপরিষ্কার। যখন ইহারা নেশা না করে, তখন অতিশয় কর্ম্মঠ ও মিতব্যয়ী। কার্ত্তিকমাসের শেষে যখন পায় বর্ষা থাকে না, তখন ইহারা প্রায় দুইতিন মাস ধরিয়া বনে বনে গাছ গাছড়া ও ঔষধাদি খুঁজিয়া সংগ্রহ করে। স্ত্রীলোকেরা মাদুর বোনে এবং ক্ষেত্রে চাসবাসের সময় পুরুষের সাহায্য করে।

ইহারা ধার্ম্মিক। শ্রাবণমাসে প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবারে স্নান করিয়া মারুতীর পূজা দেয়। খ্যানকোব, তুলজা ভবানী, যরগাই, পারসগড়ের যল্লমা এবং মিরাজের মীর সাহেব প্রভৃতি ইহাদের পূজ্য। সামাজিক কোন ত্রুটি ঘটিলে স্বজাতীয় বৃদ্ধ ও বহিষ্কৃ লোকেরা তাহা মিটাইয়া দয়।

গোল, ১ অযোধ্যার খেরী জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। ভূ-পরিমাণ ১০৫১ বর্গমাইল। এই উপবিভাগে সর্ব্বসমেত ২৬২৭৪৪ একার জমিতে চাস হয়।

১ উক্ত তহসীলের প্রধান নগর। লখিম্‌পুর হইতে শাহ-জাহানপুর যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮° ৪ ৪০′ উঃ ও দ্রাঘি° ৮০° ৩০′ ৪৫ পূঃ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃত পাহাড়ের নিম্ন-দেশে অবস্থিত।

উক্ত পাহাড়গুলি শালবৃক্ষে পরিপূর্ণ এবং ইহার দক্ষিণে একটী হ্রদ আছে। এখানে মঠধারী গোঁসাইদিগের দল এবং তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান মৃতব্যক্তির সমাধি-মন্দির দেখা যায়। এখানে চিনির বিস্তৃত কারবার আছে। সপ্তাহে পাক্ষিক দুইটী স্বতন্ত্র বাজার বসে। গোরক্ষনাথের পূজা ও সম্মানার্থ বৎসরে ফাল্গুন ও চৈত্রমাসে দুইবার মেলা হয়। ঐ মেলার সময় প্রায় লক্ষাধিক তীর্থযাত্রী ও ব্যবসায়ী নানাবিধ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার জন্ত উপস্থিত হইয়া থাকে।

গোলক (পুং) গুড়্‌ বুল্‌ স্বার্থে কন্‌। ১ বাণক, আন্দ্রক, জালা। ২ গুড়। (হেম°) ৩ গন্ধরস। (রত্নমা°) ৪ কলায়, মটর। (শব্দচ°) গোল স্বার্থে কন্‌। ৫ গোলাকৃতি পদার্থ। ৫ পিণ্ড।
"তেজসাং গোলকঃ সূর্য্যো গ্রহর্ক্ষাণ্যমুগোলকাঃ
প্রভাবস্তো হি দৃশ্যন্তে সূর্য্যরশ্মিপ্রদীপিতাঃ।" (সূর্য্যসি°)
(ক্লী) ৬ গোলকধাম।
"যদ্রূপং গোলকং ধাম তদ্রূপং নাস্তি মায়িক।" (ব্রহ্মবৈ°)
(ক্লী) ৮ ইন্দ্রিয়ের আধারবিশেষ। যথা চক্ষুর্গোলক।
৯ মনুপ্রোক্ত বিধবার গর্ভোৎপন্ন জারজপুত্র। (মনু ৩।১৭৪)

ইহারা আপনাদিগকে গোমন্তন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির নাসিক, পুণা, ধারবার, বেলগাম, শোলাপুর প্রভৃতি স্থানে গোলকের বাস আছে, তন্মধ্যে

নাসিক জেলায় কিছু অধিক। শোলাপুরে এই জাতির মধ্যে মুণ্ড, পুণ্ড ও রণ্ডগোলক, বেলগাঁমে ও ধারবারে কুণ্ডগোলক ও রণ্ডগোলক এবং নাসিক জেলায় উক্ত কয়প্রকার শাখা দৃষ্ট হয়। কেশমুণ্ডনকারিণী বিধবার পুত্রের নাম মুণ্ডগোলক। পতির মৃত্যুর এক বর্ষ মধ্যে যে বিধবার পুত্র হয়, তাহার নাম পুণ্ডগোলক। বিবাহিত হওয়ার পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মণকন্যার অপর ব্রাহ্মণ দ্বারা পুত্র জন্মে, সেই পুত্রের নাম কুণ্ডগোলক এবং বিধবা ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত পুত্রের নাম রণ্ডগোলক (১)। ইহাদের মধ্যে ভারদ্বাজ, ভার্গব, কাশ্যপ, কৌশিক, শাংখ্যায়ন, বশিষ্ঠ ও বৎস প্রভৃতি গোত্র আছে। ভিন্ন শাখা ও এক গোত্রে বিবাহ হয় না। ইহারা সকলেই আপনাদিগকে প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগকে শূদ্রভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাদের আচার-ব্যবহার সাজসজ্জা ও দেখিতে দেশস্থব্রাহ্মণের ন্যায়। [দেশস্থব্রাহ্মণ দেখ।] অপর ব্রাহ্মণের ন্যায় ইহারা উপনয়নাদি সংস্কারে অধিকারী। কিন্তু কোন স্থানে ইহাদিগকে বেদপাঠ করিতে দেয় না। ইহারা স্ব স্ব কুলদেবতার পূজাও করে। বাণিজ্য-ব্যবসায়েও ইহারা পরাঙ্মুখ নহে। ইহারা বলে ইহাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা মহারাষ্ট্রের যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণদিগের উপর পৌরোহিত্যের অধিকার বন্ধক দিয়া এখন হীন হইয়া পড়িয়াছে।

গোলকলাড়ু (দেশজ) একজাতীয় বড় গাছ।

গোলকাঁকড়া (দেশজ) এক প্রকার গাছ।

গোলকাঁকরোল [গোলকাঁকড়া দেখ।]

গোলকাষ্ঠ (দেশজ) কড়িকাঠ।

গোলকুণ্ডা, (গোল্লগোণ্ডা বা গোলগোণ্ডা) মান্দ্রাজের বিশাখপত্তন জেলার অন্তর্গত গবর্মেণ্টের একটী খাস তালুক। অক্ষা° ১৭° ২৮ হইতে ১৮° ৪ উঃ ও দ্রাঘি° ৮২° ৩´ হইতে ৮২° ৪০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই তালুকের মধ্যে ২২৮ খানি গ্রাম ও ২০৬৬৬ ঘর লোকের বসতি আছে। উক্ত গ্রামের মধ্যে ১১৩ খানি গ্রাম রায়তবারী অর্থাৎ গবর্মেণ্টের নিকট হইতে চাষীর সদর জমায় আছে। এই তালুক পর্ব্বতময়, প্রায় ২০০০ বর্গমাইল গবর্মেণ্টের বনবিভাগ, পূর্ব্বে উহা জয়পুররাজের করদরাজ্যের ভূসম্পত্তি ছিল। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে রাণীর হত্যাকাণ্ডের পর গবর্মেণ্ট উক্ত সম্পত্তি দখল করেন এবং জমিদারকে কারারুদ্ধ করেন। পর বৎসরে গবর্মেণ্টবাহাদুর নিলামে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় সর্দ্দারেরা বিদ্রোহী হইয়া তিন বৎসরকাল সম্পত্তি দখলে রাখে। পুনরায় ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইয়া ঐ জমিদারী গবর্মেণ্টের তালুকভুক্ত হয়। নর্সীপত্তনে উহার সদর কাছারী ও পুলিস আছে। এই তালুকের আর একটী প্রধান নগরের নাম গোলকুণ্ডা। অক্ষা° ১৭° ৪০´ ৪০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮২° ৩০´ ৫০´´ পূঃ।

গোলকুণ্ডা, নিজামরাজ্যের অন্তর্গত একটী ধ্বংসাবশিষ্ট নগর ও দুর্গ। হায়দ্রাবাদনগরের ৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭° ২২´ উঃ ও দ্রাঘি ৭৮° ২৬ ৩০ পূঃ। বাহ্মনীবংশের অধঃপতনের পর গোলকুণ্ডা দাক্ষিণাত্যের মধ্যে একটী বৃহৎ পরাক্রমশালী রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেব উহা অধিকার করিয়া নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। গ্রেণাইট পর্ব্বতের শিখরের উপর গোলকুণ্ডা দুর্গ স্থাপিত। ইহা শত্রুর দুর্ভেদ্য এবং পূর্ণ সংরক্ষিত। এই দুর্গের ৬০০ গজ দূরে প্রাচীন রাজগণের নির্ম্মিত অনেকগুলি অত্যুচ্চ সমাধি আছে। কালবশে অনেক ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি সমভাবে দণ্ডায়মান। ঐ সমাধিমন্দিরগুলি নির্ম্মাণ কালে আনুমানিক প্রায় ১৫০০০০০৲ টাকা খরচ লাগিয়াছে। এই দুর্গ এক্ষণে নিজামরাজের কোষাগার ও রাজকারাগাররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। গোলকুণ্ডার হীরকের কথা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রচার আছে।

গোলক্ষণ (ক্লী) গোর্লক্ষণং ৬তৎ। গোজাতির শুভাশুভসূচক চিহ্নবিশেষ। [গো দেখ।]

---

(১) সহ্যাদ্রিখণ্ডে উক্ত গোলকজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে একটু মতভেদ লক্ষিত হয়—

"ব্রাহ্মণী বিধবা নারী ব্যভিচারেণ গর্ভিণী।
গোলকস্তস্য পুত্রো বৈ শূদ্রধর্ম্মা চ কেবলম্।
ব্রাহ্মণস্য যদা পুত্রী জাতা বালবয়াধিকা।
অবিবাহিতা চ তস্যাং বৈ জাতশ্চৈবাম্বুগোলকঃ।
ব্রাহ্মণী বিধবা চৈব পুনর্বিবাহিতা কৃতা।
তৎপুত্র কুণ্ডগোলক সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ।
স্বপতিত্যাগিনী নারী ভিন্নেনপুরুষেহিতা।
তস্যাং পুত্রো যদা জাতো রণ্ডক ইতি নামতঃ।
অধমাঃ কুণ্ডগোলাদ্যাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ।" সহ্যাদ্রি উত্তরার্দ্ধ ৩।১৯-২০।

বিধবা ব্রাহ্মণী ব্যভিচার দ্বারা গর্ভবতী হইলে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে গোলক বলে, তাহার আচারাদি শূদ্রবৎ। বাল্যবর্ষ উত্তীর্ণা অবিবাহিতা ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভজাত পুত্রের নাম অম্বুগোলক। বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা পুনর্বিবাহিত হইলে যে সন্তান জন্মে, তাহাকে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত কুণ্ডগোলক বলা যায়। কোন নারী নিজের পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যদ্বারা পুত্রোৎপাদন করে, তাহাকে রণ্ডক বা রণ্ডগোলক বলে। কুণ্ডগোল প্রভৃতি ইহারা সকলেই অধম ও সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত।

গোলখয়রা (দেশজ) একজাতীয় খয়রা। (Althæa nigricans)

গোলত্তিকা (স্ত্রী) গাব ভূমৌ পক্ষিবেধ। বনচর স্ত্রীজাতীয় পক্ষিবিশেষ।

"গোধিকাৎ কপোতী গোলত্তিকা তে বনস্পতয়।"

(শুক্লযজুঃ ২৪।৩৭)

গোলদার (পারসীক) দোকানদার, যে বিক্রেতা অধিকসংখ্যক মাল একেবারে বিক্রয় করে।

গোলদারী (পারসীক) গোলদারের কার্য্য।

গোলন্দ (পুং) ঋষিবিশেষ। শবটী পাণিনীয় গর্গাদি গণান্তর্গত।

গোলন্দাজ (পারসী) যাহারা গোলা ছোড়ে।

গোলন্দাজী (পারসীক) গোলন্দাজ সেনার কার্য্য।

গোলমরিচ, ১ বনাম প্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষ। ২ তৎফল।

গোলমলঙ্গ (দেশজ) এক প্রকার খাগড়াগাছ। (Cyperus elatus)

গোলমাল (দেশজ) কার্য্যের বিঘ্নজনক কুব্যাপার।

গোলমোহনা (দেশজ) একপ্রকার গাছ। (Deeringia celosioides)

গোলযন্ত্র (স্ত্রী) যন্ত্রবিশেষ। [গোল দেখ।]

গোলবণ (স্ত্রী) গাবদেয়ং পরিমিতং লবণং। যে পরিমাণ লবণ গোরুকে দেওয়ার বিধান আছে, তত পরিমাণ লবণ। (সি° কৌ°)

গোলশিঙ্গ (দেশজ) একপ্রকার বৃক্ষ। (Quercus serrata)

গোলা (স্ত্রী) গাং বহুভূমিং আধারত্বেন লাতি গো-লা ক-টাপ্। ১ গোদাবরী নদী। গাং বাচং লাতি লা-ক-টাপ্। ২ সখী। ৩ কুনটী। গাং দীপ্তিং জলং লাতি বা লা-ক টাপ্। ৪ পত্রাঞ্জন। ৫ মণিক। ৬ মণ্ডল। ৭ কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত গোলাকার ক্ষুদ্র পদার্থ, বালকেরা ইহার দ্বারা ক্রীড়া করে। ৮ দুর্গা। (মেদিনী) (দেশজ) ৯ কুসুম, মরাই। ১০ গুদাম, যেখানে এক জাতীয় অনেক জিনিষ রাখা হয়।

১১ কামানে ছুড়িবার উপযোগী বুলা গোল লোহ বা সীসক-নির্ম্মিত পিণ্ড, ইহার মধ্যে সূক্ষ্ম অস্ত্রাদি থাকে, অগ্নিসংযোগে ফাটিয়া গিয়া তাহা বাহির হইয়া পড়ে।

[কামান দেখ।]

গোলাক্ষ (পুং) ঋষিবিশেষ। ইহার উৎপন্ন গোত্রাপত্যার্থে ফক্ হয়।

গোলাঘাট, ১ আসাম-প্রদেশের শিবসাগর জেলার মধ্যে একটী উপবিভাগ। ইহার মধ্যে ৫৪ খানি মৌজা বা গ্রাম। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রথমে এই উপবিভাগ গঠিত হয়। ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে এখানে ৩টী ফৌজদারী, রাজস্ব ও দেওয়ানী আদালত এবং পুলিশ স্থাপিত হয়।

২ উক্ত উপবিভাগের মধ্যে একখানি গ্রাম এবং গোলাঘাটের সদরকাছারি। ধনেশ্বরী নদীর কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৩০´ উঃ ও দ্রাঘি° ৯৪ পূঃ। পর্ব্বতের উচ্চ স্থানে এই নগর স্থাপিত। আসাম প্রদেশের মধ্যে একটী স্বাস্থ্যকর স্থান। বর্ষা ঋতুতে ষ্টীমার দ্বারা গোলাঘাটে যাইতে পারা যায়। শীতকালে নাগারা পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে তুলা ও অন্যান্য দ্রব্য লইয়া এই নগরে নামিয়া আসে এবং তৎপরিবর্ত্তে লবণমৎস্যাদি অপর দ্রব্য খরিদ করিয়া লইয়া যায়। মুসলমানদিগের সময় হইতে এই নগর প্রসিদ্ধ।

গোলাঙ্ক (পুং) ঋষিবিশেষ।

গোলাঙ্গুল (পুং) গোর্লাঙ্গুলমিব লাঙ্গুলমস্য বহুব্রী। ১ বানরবিশেষ। কৃষ্ণপক্ষ ক্রোধার্ত করা হইয়া গরু উহার জন্ম। (ভারত ১৬৬ অঃ।) কাশীখণ্ডের মতে লালমুখ নীলবর্ণীয় মুখপাত বানরকে গোলাঙ্গুল বলে।

"গোলাঙ্গুলা রক্তমুখা নীলাঙ্গা মুখবানরকাঃ।" (কাশীখণ্ড)

কোন কোন মতে গোলাঙ্গুলস্থলে গোলাঙ্গূল পাঠ দৃষ্ট হয়।

গোলাঙ্গুলপরিবর্ত্তন (স্ত্রী) গিরিগণ্ডের নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র পাহাড়।

গোলাধ্যায় (পুং) ভাস্করাচার্য্য প্রণীত একখানি গ্রন্থ। ইহাতে ভূগোল প্রভৃতি অতি বিশদরূপে বর্ণিত আছে।

গোলান (দেশজ) মিশাইয়া তরল করা।

গোলাপ (পারসী) একপ্রকার মনোহর ফুল। [গোলাব দেখ।]

গোলাপজল (দেশজ) গোলাব। [গোলাব দেখ।]

গোলাগোকর্ণনাথ, খেরি জেলার ২৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে, মহম্মদী তহসীলের হায়দ্রাবাদ পরগণার মধ্যস্থিত একখানি গণ্ডগ্রাম ও হিন্দুদিগের একটী পবিত্র তীর্থস্থান। ইহার একদিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড় আছে। এখানে চারিটী হিন্দু-দেবালয়, চারিটী মসজিদ এবং পর্ব্বতের উচ্চ পৃষ্ঠে মুসলমানদিগের অনেক সমাধিস্তম্ভ লক্ষিত হয়।

এখানকার গোকর্ণনাথের মন্দিরই অতি পবিত্রস্থান। তীর্থযাত্রীরা দলে দলে দেবপূজামানসে এখানে আসিয়া থাকে। বর্ত্তমান মন্দির বহু প্রাচীন হইবে না, সম্ভবতঃ আওরঙ্গজেবের রাজ্যসময়ে নির্ম্মিত হয়। কিন্তু মন্দিরের গর্ভগৃহ ও মূলস্থান দেখিলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, কোন পুরাতন মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহার উপর ঐ মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে, সম্রাট্ আলমগীর এই মন্দিরস্থ মহাদেবমূর্ত্তি মৃত্তিকা হইতে উৎপাটিত করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া হস্তী দ্বারা টানাইলেও মূর্ত্তি

স্থানচ্যুত হয় নাই। পরে সম্রাট্ মুলতানের চারিপার্শ্ব খুঁড়িয়া মূর্ত্তি উত্তোলন করিতে আদেশ করেন, কিন্তু তাহাতেও কেহ কৃতকার্য্য না হওয়ায় সম্রাট্ স্বয়ং এই স্থান পরিদর্শন করিতে আসিলেন। মূর্ত্তি নিম্নদেশ হইতে অগ্নিশিখা জ্বলিয়া বিস্তার-পূর্ব্বক সম্রাটকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। সম্রাট্ প্রাণ লইয়া পলাইলেন এবং উক্ত গোকর্ণনাথের সেবার জন্য অনেক নিষ্কর জমি দান করিলেন।

এই পবিত্র ভূমির মধ্যস্থলে মন্দির ও পবিত্র ক্ষেত্রের চারি সীমায় চারিটী তোরণ আছে। ঐ দ্বারগুলি মন্দির হইতে ১১ ক্রোশ দূর হইবে। পশ্চিমে শাহজাহান-পুর জেলায় মাতীদ্বার, উত্তরে তত্র পরগণায় শাহপুরদ্বার, পূর্ব্বে খেরিজেলায় দেওকালীদ্বার, দক্ষিণে মুহমদী পরগণায় বরখারদ্বার। এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তীর্থযাত্রী-গণকে উক্ত চারিটি দ্বার প্রদক্ষিণ করিতে হয়। এই স্থানের দুই ক্রোশ দূরে একটী মন্দিরের পূর্ব্বে বদরকুণ্ড, উহার পশ্চাতে, দক্ষিণে কীর্ণগড় এবং পশ্চিমে মাইনকুণ্ড প্রভৃতি তীর্থ-স্থান আছে।

গোলাগোকর্ণনাথের ৮ মাইল পূর্ব্বে কেটবা গ্রাম, এই গ্রামের চতুর্দ্দিকে অদ্যাপি কোন প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ফকির কি কুঠী ও ভেলে-নীবা নিছুয়া নামক স্তূপ দুইটী প্রধান। ঐ স্তূপের নিকটে বড় বড় ইট ও বিষ্ণু, মহিষমর্দ্দিনী, দুর্গা প্রভৃতি দেবমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। অনেকস্থলে এখনও ১০ ফিট উচ্চ ভগ্ন গৃহপ্রাচীরাদি দেখা যায়।

গোলাপসিংহ, রাজপুতবংশীয় কাশ্মীরের একজন মহারাজ ও বর্ত্তমান কাশ্মীরাধীশ্বর প্রতাপসিংহের পিতামহ।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাশ্মীরের উত্তরবর্ত্তী জম্মুপ্রদেশে ধ্রুবদেব ও তৎপরে তৎপুত্র রণজিৎদেব রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা চন্দ্রবংশীয় রাজপুত বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিতেন। ধ্রুবদেবের ঘনদেব ও সুরতদেব নামে আরও দুই পুত্র জন্মে। কনিষ্ঠ সুরতদেবের বংশে বিখ্যাত গোলাপসিংহের জন্ম *।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ দেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিজয়রাজ, তৎপরে বিজয়ের পুত্র সম্পূর্ণদেব ও তাঁরপর বিজয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র জিৎসিংহ জম্মুর রাজা হন। এই জিৎসিংহের অভিষেকবর্ষে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে গোলাপসিংহ জন্মগ্রহণ করেন।

পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহ মিশ্র দেওয়ানচাঁদ নামক কোন সেনানায়ককে জম্মু অধিকার করিবার জন্য পাঠাইয়া-ছিলেন। এখানে রাজপুতগণের সহিত শিখসৈন্যের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে অষ্টাদশ বর্ষীয় গোলাপসিংহ যেরূপ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে শিখসেনানায়ক দেওয়ানচাঁদ মুগ্ধ হইয়া পঞ্জাবসিংহের নিকট গোলাপের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন।

জম্মু শিখরাজের হস্তগত হইল। জম্মুরাজ-পরিবার আজ নিতান্ত নিঃস্ব ও বিপন্ন। তখন গোলাপ ও তাঁহার অনুজ ধ্যানসিংহ পিতৃব্য মিঞামতির আশ্রয়ে অতিকষ্টে জীবন যাপন করিতেছিলেন। কিন্তু বীরতেজা গোলাপের হৃদয়ে এরূপ দীনভাব অতি কষ্টকর হইল। তিনি এই অল্প বয়সে আপন অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য দশমবর্ষীয় ধ্যানসিংহকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন। দেওয়ানচাঁদের প্রশংসাবাদ তাঁহার কর্ণ-গোচর হইল। তিনি আশাপূর্ণ হৃদয়ে শিখমহারাজের অনুগ্রহ-প্রার্থী হইয়া লাহোরে আসিয়া পৌঁছিলেন। কিন্তু এবার তাঁহার এত কষ্ট এত পরিশ্রম বৃথা হইল, প্রায় তিনমাস কাল লাহোরে থাকিয়াও মহারাজ রণজিতের দর্শন পাইলেন না। হতাশ অন্তরে ছোট ভাইটিকে লইয়া জন্মভূমিমুখে ফিরিলেন। এখানে আসিয়াও আত্মীয় স্বজনের কষ্ট দেখিয়া তিনি বড়ই ব্যথিত হইলেন। উচ্চ রাজপুতবংশে জন্ম লইয়া তিনি যে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় গৃহে অবস্থান করিবেন, তাহা কিছুতেই তাঁহার ভাল লাগিল না। এবার একাকী বাহির হইলেন। বিতস্তানদীর তীরে আসিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়েন। তাহারই অদূরে মুজেলা নামক দুর্গ অবস্থিত। ঘটনাক্রমে কিল্লাদার তথায় বেড়াইতে আসেন এবং গোলাপের সুন্দর ও বীরোচিত কান্তি অবলোকন করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। যুবক গোলাপসিংহ সেই কিল্লাদারের নিকট ৩৲ টাকা মাসিক বেতনে একজন সামান্য সৈনিক পদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু এখানেও বেশীদিন থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার যুদ্ধনৈপুণ্য ও কার্য্যকুশলতা দর্শনে দুর্গের অপর সৈনিকেরা তাঁহার ঈর্ষা করিত। গোলাপ অল্পদিন পরেই মুজেলা দুর্গ ছাড়িয়া ভীমবরের সুলতানখাঁর অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করেন। কিছুদিন তিনি কোটালীদুর্গে রহিলেন। এখানকার সর্দ্দারের সঙ্গেও তাঁহার বনিবনা হইল না, কর্ম্ম পরি-ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

এখন বীর গোলাপ চারিদিকেই নিরাশার বিষাদময় ছায়

* জম্মুরাজবংশাবলী পাঠে জানা যায়, সুরত বা সুরজসিংহের ৩ পুত্র জোরাবরসিংহ, মিঞামতি ও জয়সিংহ। জোরাবরসিংহের পুত্রের নাম কিশোর বা কিশোরসিংহ। কিশোরসিংহের তিন পুত্র জন্মে, গোলাপসিংহ, ধ্যানসিংহ ও সুচেতসিংহ।

দেখিতে পাইলেন। কাহার সাহায্য লইবেন? কিরূপে তাঁহার ভবিষ্য উন্নতি সাধিত হইবে? এ অকূল পাথারে কর্ণধার কোথায়? বীরহৃদয় বড়ই ব্যাকুল হইল। হৃদয়ের ব্যথা জুড়াইবার জন্য ঈশাইলপুরে পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এখানে আসিয়াও তিনি সংসারের বিষম নিগড়ে নিবদ্ধ হইয়া মনে মনে বড়ই কষ্ট পাইতে লাগিলেন। এখানে তাঁহার পিতা পুত্র দুইটিকে উপযুক্ত দেখিয়া দুলন্ত নামক এক ব্যক্তির নিকট অনেক টাকা কর্জ্জ করিয়া প্রথম দুই পুত্রের বিবাহ দিলেন। এ বিবাহে গোলাপ সুখী হইতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন, যেমন তাঁহার পিতা ঋণজালে জড়িত হইতেছেন, সংসারিক কষ্টও সেই পরিমাণে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে গোলাপ একদিন পিতাকে বলিলেন, "আমার আর এখানে ভাল লাগিতেছে না। আপনি যদি ঘোড়সওয়ারের উপযুক্ত সাজগোজ আমায় কিনিয়া দেন, তবে আর একবার লাহোর দরবারে গিয়া অদৃষ্ট পরীক্ষা করি।" কিন্তু তখন তাঁহার পিতা কিশোরসিংহের নিকট এক কপর্দ্দকও নাই। যাহাহউক, টাকা ফিরিয়া পাইবার কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও উদারচেতা দুলন্ত আবার কিছু টাকা কর্জ্জ দিয়া গোলাপের অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। গোলাপ ও ধ্যানসিংহ মিঞামোতির নিকট হইতে একখানি সুপারিস্‌চিঠি লইয়া লাহোরে মিশ্র দেওয়ানচাঁদের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেওয়ানচাঁদ সেই চিঠি পড়িয়া উভয় ভ্রাতাকেই যথেষ্ট সমাদর করিলেন ও তাঁহাদের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই সময়ে গোলাপসিংহ শুনিলেন, তাঁহাদের পরম উপকারী মিঞামোতি বিদ্রোহী দামোদরসিং ও গালসিংএর হস্তে নিহত হইয়াছেন। মহাশয় প্রতিপালকের মৃত্যুতে গোলাপ যে কি পর্য্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার হৃদয়ে প্রতিহিংসার বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তিনি মনের আগুন মনেই চাপিয়া রাখিলেন। এ অবস্থায় প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করা তাঁহার পক্ষে সাধ্যাতীত।

সুযোগমত মিশ্র দেওয়ানচাঁদ উভয় রাজপুতযুবককে মহারাজ রণজিৎসিংহের নিকট লইয়া গেলেন। পঞ্জাবকেশরী পূর্ব্বেই গোলাপের বীরত্বের কথা শুনিয়াছিলেন। আজ দুই ভাইয়ের সুশ্রী, সুগঠিত বীরকান্তি দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন এবং উভয়কেই প্রতিদিন ৩৲ টাকা বেতনে আপন অনুচর করিয়া রাখিলেন। এইরূপে উভয় ভ্রাতা কিছুদিন রাজদরবারে থাকিয়া রাজকীয় আদবকায়দা শিখিলেন ও সভ্যভব্য হইয়া উঠিলেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে উভয়ে "ঘোড়চড়" বা অশ্বারোহী সৈন্য মধ্যে গণ্য হইলেন। মহারাজ রণজিৎসিংহ ধ্যানসিংহকে বড়ই ভালবাসিতেন। এই সময়ে ধ্যানসিংহ প্রত্যহ ৫৲ টাকা, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ গোলাপসিংহ প্রত্যহ ৪৲ চারি টাকা মাত্র পাইতেন। অল্পদিন মধ্যেই উভয়ের বেতন দ্বিগুণ হইতে তিনগুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। এই বর্ষের শেষে রাজপুতবীর পিতার নিকট প্রায় তিন সহস্র টাকা পাঠাইয়াছিলেন। গোলাপ ও ধ্যানসিংহের এইরূপ পদোন্নতিকালে তাঁহাদের পিতা কিশোরসিংহের মৃত্যু হয়।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রণজিতের অনুরোধে গোলাপ কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বাদশবর্ষীয় সুচেৎসিংহকে দরবারে আনাইলেন। সুচেৎসিংহ আপন রমণীয় সুকুমার কান্তিগুণে রণজিৎকে বিমুগ্ধ করিয়া তাঁহার যথেষ্ট অনুগ্রহলাভ করিলেন। যাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই তাহাই হইল। তিনজন সামান্য রাজপুতযুবক আসিয়া লাহোর দরবারের শীর্ষস্থান অধিকার করিল এবং তাঁহারাই ক্রমে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িলেন।

উক্ত বর্ষেই দামোদরসিং ও গালসিং লাহোরে আগমন করেন। তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া গোলাপসিংহ ও ধ্যানসিংহের হৃদয়ে প্রতিহিংসা উদ্দীপিত হইল। উভয়ে আনারকলী নামক পথে অশ্বারোহণে উপস্থিত হইলেন। এখানে মিঞামোতির হন্তার সহিত সাক্ষাৎ হইল। গোলাপসিংহ দামোদরকে অভিবাদন করিয়াই তাঁহার দিকে বন্দুক ছুঁড়িলেন। দামোদর আর্ত্তনাদ করিয়া ভূমে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন গালসিং উভয়ভ্রাতাকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু গোলাপের দারুণ অস্ত্রাঘাতে তিনিও সাংঘাতিকরূপে আহত হইলেন। রাজপথে এই দুর্ঘটনা হইতে দেখিয়া অনেক লোক আসিয়া গোলাপসিংহকে আক্রমণ করিল। গোলাপ ও ধ্যান কোনক্রমে পলাইয়া মিশ্র দেওয়ানচাঁদের শিবিরে আসিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। সেই হত্যাকাহিনী মহারাজ রণজিতের কর্ণগোচর হইল। কিন্তু শিখরাজ তাহাতে রুষ্ট না হইয়া বরং তাঁহাদের উপর সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদের পদবৃদ্ধি করিয়া দিলেন। এখন গোলাপ বিবিধ পারিতোষিক ব্যতীত প্রত্যহ ১৮৲ টাকা করিয়া পাইয়া থাকেন।

জম্বুরাজ্য শিখদিগের হস্তগত হইলে রণজিৎসিংহ দেওয়ান ভবানীদাসকে সসৈন্যে জম্বু শাসন করিতে পাঠান। শিখসৈন্য দর্শনে জম্বুরাজপরিবারগণ শতদ্রুনদীর অপর পারে পলাইয়া আসেন। তৎপরে জম্বুবাসী রাজপুতদিগের সহিত শিখদিগের সর্ব্বদাই বিবাদ বাধিত, কিন্তু তাহাতে

রাজপুতগণই কষ্টভোগ করিতেন। এই দুঃসময়ে মিয়াবাদে এক ব্যক্তি জম্মুতে দেখা দেন। তিনি পর্ব্বত হইতে অতর্কিতে আসিয়া শিখদিগের উপর বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করেন। তাঁহার উৎপীড়ন এখানকার শিখদিগের নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্রমে মিয়ার উৎপাতে জম্মুর রাজস্ব-আদায় পর্য্যন্ত বন্ধ হইল। সেই সংবাদ রণজিৎসিংহের নিকট আসিল। তখন গোলাপসিংহ পঞ্জাবকেশরীর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিনি শিখরাজকে বুঝাইলেন যে জম্মুর জমাদার জুল্ফিকারসিং নিজে স্বাধীন হইবার জন্য পার্ব্বতীয়জাতিকে শিখদিগের বিপক্ষে উত্তেজিত করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে গোলাপ দেওয়ানচাঁদকেও বুঝাইয়া ছিলেন যে, তাঁহাদের মাতৃভূমির রক্ষাভার যদি তাঁহার উপর অর্পিত হয়, তাহা হইলে আর এ সকল গোলযোগ কখনই ঘটিবে না। এখন দেওয়ানচাঁদও গোলাপের পক্ষ হইয়া মহারাজ রণজিৎসিংহের নিকট জম্মুর কথা উত্থাপন করিলেন। গোলাপের অদৃষ্ট নিতান্ত সুপ্রসন্ন। পঞ্জাবকেশরী গোলাপকে জম্মু ও জীবরের নিকটবর্ত্তী চৌকিহাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি জায়গীর দিয়া তাঁহাকে পার্ব্বতীয় জাতিদিগকে দমন করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন।

এখন মিঞা গোলাপসিংহ ৫৬ শত সৈন্য লইয়া জম্মু অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি বহুদিন পরে জন্মভূমিতে উপস্থিত হইলেন, এখানে রাজপুতগণ তাঁহার যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিল। সুচতুর গোলাপ প্রধান প্রধান লোকদিগকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিতে লাগিলেন। এইরূপে ঘুস দিয়া মিয়ার পক্ষীয় কতকগুলি লোককে হস্তগত করিলেন। অল্পদিন মধ্যেই তিনি মিয়ার ছিন্নমুণ্ড লইয়া লাহোরে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ রণজিৎ গোলাপের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিস্তর অর্থ ও অনেকগুলি জায়গীর দান করিলেন। অবার রণজিৎসিংহের আদেশে গোলাপসিংহ রুকবার ও জম্মুর উত্তরবর্ত্তী পার্ব্বতীয় ভূভাগ জয় করিবার জন্য বহির্গত হইলেন। তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে দুর্দ্দান্ত পার্ব্বতীয় জাতিগণ অনায়াসেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে রাজপুতবীর সফলকাম হইয়া পঞ্জাবকেশরীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। এবারেও তিনি যথেষ্ট পুরস্কৃত হইলেন।

এ সময়ে ধ্যানসিংহ দেউড়িবালা * অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান দ্বাররক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

* নবাবী আমলে উজীরগণের ন্যায় দেউড়িবালাও অতি উচ্চপদ। দেউড়িবালার অনুমতি ব্যতীত কেহ রাজদর্শন পাইত না।

রণজিৎ গোলাপ অপেক্ষা ধ্যানসিংহ ও সুচেতসিংহকে ভালবাসিতেন। তিনি দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে "রাজা" উপাধি অর্পণ করিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ এ উচ্চ উপাধি না পাওয়ায় তাঁহারা রণজিৎকে জানাইলেন, 'মহারাজ! আমাদের যিনি জ্যেষ্ঠ, সর্ব্বকার্য্যে যিনি আমাদের অপেক্ষা উপযুক্ত, বীর ও বিজ্ঞ, যখন তাঁহার ভাগ্যে এ উপাধি হইল না, তখন আমরা কিরূপে উচ্চ রাজোপাধি গ্রহণ করি?"

কনিষ্ঠ সহোদরের এরূপ কৌশলপূর্ণ কথায় মহারাজ রণজিৎ গোলাপসিংহকেও 'রাজা' উপাধি দান করিলেন। এইরূপে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শিখ নরপতি কর্ত্তৃক গোলাপ জম্মুর রাজা, ধ্যানসিংহ ভীম্বর ও কুণলের রাজা এবং সুচেতসিংহ রামনগর ও নথা প্রভৃতি স্থানের রাজা হইলেন।

গোলাপসিংহ উপকারী শিখনরপতির নিকট হইতে বিদায় লইয়া মহাসমারোহে জম্মুরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। যে ব্যক্তি এক সময়ে মাসিক ` টাকা বেতনের চাকরীর জন্য লালায়িত হইয়াছিল, আজ সে ব্যক্তি জম্মুর একজন স্বাধীন রাজা। অদৃষ্টচক্র কিরূপ পরিবর্ত্তনশীল, এই গোলাপসিংহ তাহার যথেষ্ট নিদর্শন। মহাধুমধামে গোলাপসিংহ জম্মুরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। শিখরাজের কর্ম্মচারী ও তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণ সকলেই জম্মু ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন। গোলাপের সহিত রণজিৎসিংহের আর কোন সংস্রব রহিল না। কেবল এই কথা থাকে যে রাজা গোলাপ প্রতিবর্ষ দশেরার সময়ে সসৈন্যে লাহোরে আসিয়া পঞ্জাবকেশরীর আনন্দবর্দ্ধন করিবেন।

গোলাপ জম্মুর একাধিপত্য লাভ করিয়া নিকটবর্ত্তী সর্দ্দারগণকে আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। রাজ্যলিপ্সার সহিত উচ্চাভিলাষ, পরশ্রীকাতরতা, পরপীড়ন ও অর্থলোভ প্রভৃতি

মহালোম সকলও তাঁহার হস্তে অধিকার করিল। এমন কি তৎকালে জম্মুর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই গোলাপের নাম শুনিলেও ভীত হইত।

একদিক গোলাপ এত মুখমিষ্ট ছিলেন, তাঁহার বদনমণ্ডলে এমনি সুন্দর স্বচ্ছ আবরণ ছিল, যে একবার তাঁহাকে দেখিত ও তাঁহার সহিত আলাপ করিত, সে ব্যক্তিই কেমন তাঁহার মোহিনীশক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার বাধ্য হইয়া পড়িত।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে গোলাপসিংহ রাজোরীর রাজা অগর খাঁকে আক্রমণ ও বন্দী করেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহের মৃত্যু হয় ও তৎপুত্র বীরবর খড়্গসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। গোলাপ প্রভৃতি সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে রণজিতের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা ধ্যানসিংহের পুত্র হীরাসিংহ পঞ্জাবের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবে, কিন্তু তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়ায় রাজা ধ্যানসিংহ মহারাজ খড়্গসিংহের বিনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। রাজা গোলাপসিংহ সেই নিদারুণ ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিলেন। যখন কুমার নবনেহালসিংহ পেশোয়ার হইতে পিতার শত্রুরূপে লাহোরাভিমুখে আসিতেছিলেন, তৎকালে রাজা গোলাপসিংহ পথে তাঁহার সহিত মিলিত হন। গভীর নিশীথে যে কয়জন রাজদ্রোহী মিলিয়া অসহায় খড়্গসিংহকে বন্দী করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গোলাপসিংহও একজন।

[খড়্গসিংহ দেখ।]

যখন খড়্গসিংহ কারাগারে ও তৎপুত্র নবনেহালসিংহ পঞ্জাবের সিংহাসনে সমাসীন, গোলাপসিংহ প্রভৃতি তিন ভ্রাতায় একপ্রকার পঞ্জাবে আধিপত্য করিতেছিলেন। রণজিৎপৌত্র নবনেহালের তাহা নিতান্ত অসহ্য হইয়াছিল। খড়্গসিংহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিনে মাথায় টালী পড়িয়া নবনেহাল ক্ষত বিক্ষত হন। লোকে বলে তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, "সেই সামান্য আঘাতে তাঁহার মৃত্যুর কোন সম্ভাবনা ছিল না।" সুপ্রসিদ্ধ শিখ ইতিহাস-লেখক কানিংহাম্ লিখিয়াছেন, "নবনেহালের হত্যাকাণ্ডে জম্মুরাজগণ যে লিপ্ত ছিলেন তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু এই ঘোরতর অপরাধ হইতে তাঁহাদিগকে নিষ্কৃতি দেওয়া একবারে অসম্ভব।" বাস্তবিক ধ্যানসিংহ প্রভৃতির ষড়যন্ত্রেই প্রবল পরাক্রান্ত শিখরাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়।

নবনেহালের মৃত্যুর পর তাঁহার মাতা চাঁদকুমারী রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। তিনি ধ্যানসিংহকে বেশ চিনিয়াছিলেন। তখনও ধ্যানসিংহ রাজ্যের শাসনসচিব। মহারাণী চাঁদকুমারী ধ্যানসিংহকে উপেক্ষা করিয়া সিন্ধুবালা উত্তরসিংহকে প্রধান মন্ত্রিপদ প্রদান করিলেন ও প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ক্রূরপ্রকৃতি ধ্যানসিংহ কিসে সেই বুদ্ধিমতী বিচক্ষণা রমণীকে সিংহাসন হইতে দূরে রাখিবেন তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রণজিৎসিংহের সেরসিংহ নামে ব্যসনাসক্ত ও মদ্যপায়ী এক জারজ পুত্র ছিলেন। ধ্যানসিংহ মনে করিলেন, সেই অকর্মণ্যটাকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজে রাজ্যের কর্তাকর্তা হইবেন। চতুর গোলাপসিংহও ভ্রাতার সহিত এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। ধ্যানসিংহ সেরসিংহকে আপনার অভিপ্রায় জানাইয়া তাঁহাকে সসৈন্যে লাহোরে আসিতে লিখিলেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ১৪ই জানুয়ারী, সেরসিংহ সসৈন্যে ফতেগড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাণী চাঁদকুমারী তৎক্ষণাৎ সিংহদ্বার রুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। দ্বাররুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু দ্বাররক্ষকগণ সেরসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিল। গোলাপসিংহ ও হীরাসিংহ যেন চাঁদকুমারীর পক্ষ হইয়া দুর্গ হইতে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দুর্বৃত্ত ধ্যানসিংহ ফরাসী সেনাপতি ভেঞ্চুরার সহিত সেরসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

অবরোধের সপ্তম দিবসে, রাণী চাঁদকুমারী দেখিলেন, গোলাপসিংহ ও ডোগ্রা সৈন্য ব্যতীত প্রায় সকলেই তাঁহার বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। আজ মহাবীর রণজিতের পুত্রবধূ নিজের মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সুযোগ বুঝিয়া সুচতুর গোলাপসিংহ তাঁহাকে বলিলেন, আর রাজ্যরক্ষার উপায় নাই, এখনও তিনি তাঁহার ভ্রাতার অভিপ্রায়ানুসারে সেরসিংহকে রাজ্য ছাড়িয়া দিন। তাহা হইলে তিনি তাঁহার মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিবেন।" তখন অবলা রমণী হাত জোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমি সকল ভার দিতেছি, আপনিই আমার একমাত্র রক্ষক, যেন আমার মানসম্ভ্রম রক্ষা হয়, দুষ্ট সেরসিংহ আমার করপ্রার্থী, কিন্তু আমি কিছুতেই আমার পবিত্র দেহ বিক্রয় করিয়া কলঙ্কিত হইতে পারিব না।" গোলাপসিংহ তাঁহাকে অনেক আশা দিলেন।

যুদ্ধ বন্ধ হইল। মহারাণী চাঁদকুমারী জম্মুর নিকটস্থ ৯ লক্ষ টাকা আয়ের কজ্জিকুদিয়ালি নামক স্থান জায়গীর পাইলেন। গোলাপসিংহ মহারাণীর ও তাঁহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হইলেন এবং লাহোরদুর্গে যে প্রচুর অর্থ রক্ষিত ছিল সে

সমস্তই তিনি চাঁদকুমারীর নিকট হইতে তাঁহারই জন্ত রক্ষা করিবার ভাণ করিয়া আত্মসাৎ করিলেন।

সেরসিংহ পঞ্চনদের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। গোলাপসিংহ সেরসিংহকে রাজভক্তিপ্রদর্শনার্থ জগৎবিখ্যাত কোহিনুর আনিয়া তাঁহাকে পরাইয়া দিয়াছিলেন। তৎকালে সেরসিংহের সহিত প্রায় ৪।৫ ঘণ্টাকাল গোলাপের কথাবার্তা হইয়াছিল। তাহার প্রধান কারণ এই—গোলাপ বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত অতি অল্প সৈন্তই লাহোরে উপস্থিত কিন্তু তিনি যে বহুমূল্য মণিরত্ন আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাহা লইয়া পথে বাহির হইলেই দুর্দান্ত শিখসৈন্ত তাহা লুটিয়া লইতে পারে। এরূপ স্থলে সেরসিংহের সাহায্য না লইলে তাঁহার বিপদ্‌পাতের সম্ভাবনা অতএব যাহাতে তিনি নিরাপদে জম্বুতে পৌঁছিতে পারেন, এরূপ যোগাড় করিয়া লইলেন এবং ইরাবতী তীরে উপস্থিত হইয়াই জম্বু হইতে দুই হাজার সৈন্ত আনাইলেন। এইরূপে গোলাপ প্রায় কোটি টাকার সম্পত্তি লইয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন।

গোলাপসিংহ জম্বুতে আসিয়া স্থির হইতে পারিলেন না। এখানে আসিয়া শুনিলেন, কাশ্মীরের শাসনকর্তা মিঞাসিংহ বিদ্রোহী সৈন্ত কর্তৃক নিহত হইয়াছেন এবং বিদ্রোহীরা বড়ই উৎপাত করিতেছে। গোলাপ অবিলম্বে কাশ্মীরে যাত্রা করিলেন। এখানে দুইজন রাজদ্রোহী সৈন্তের প্রত্যেকের শিরশ্ছেদ করিয়া হাজারা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ত্রিনৌলের নবাব পেন্দাখাঁ হাজারা অঞ্চলে উৎপাত করিতেছিলেন। গোলাপসিংহ গিয়া তাঁহাকে আক্রমণ ও পরাজয় করিলেন। এখানে তিনি শুনিলেন, বৃটীশজাতির সহিত কাবুলে হাঙ্গামা বাঁধিয়াছে। অধিকদিনের কথা নয়, যুদ্ধ আমীর জমানশাহ কাবুলে প্রত্যাগমনকালে গোলাপসিংহের কতকগুলি বিশ্বাসী সেনাদ্বারা যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হন। সেই অবধি উভয়ের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয় ও সর্ব্বদাই উভয়ে উভয়ের সংবাদ লইতেন। জমানশাহের প্রত্যাগমনের অল্পকাল পরে কাবুলে বৃটীশসৈন্যের দুর্গতি ঘটে। এছাড়া উক্ত হাঙ্গামা বাঁধিবার পূর্ব্ব হইতেই বরকজই মহোমদই প্রভৃতি কাবুলের সর্দারগণ গুপ্তভাবে গোলাপসিংহ ও ধ্যানসিংহকে পত্র লিখিতেন। ইত্যাদি কারণে ইংরাজেরা গোলাপসিংহের উপর সন্দেহ করেন। সুচতুর গোলাপ সেই সন্দেহ দূর করিবার জন্য বৃটীশ সেনানায়ককে বলিয়া পাঠাইলেন, যে তিনি বৃটীশের কখন শত্রুতা করিবেন না, বরং যুদ্ধে তাঁহাদের সাহায্য করিবেন। এই সময়ে গোলাপসিংহের কথামত শিখরাজ্যের সচিব বৃটীশগবর্মেণ্টকে জানাইলেন যে, "খাইবার গিরিসঙ্কটে শিখসৈন্য গিয়া বৃটীশসৈন্তের সাহায্য করিবে, প্রয়োজন হইলে জলালাবাদ অবধি গিয়াও সাহায্য করিতে পারে।"

গোলাপসিংহ তখন হাজারায়। তিনিও বৃটীশ গবর্মেণ্টকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই সময় বিশ্বস্ত লোকমুখে শুনিলেন যে, বৃটীশ রাজপুরুষগণ তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন ও দোষারোপ করিতেছেন। তখন তিনি কিছু ক্ষুব্ধ হইয়া সসৈন্তে আটকে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে নদীর অপরপারে (পশ্চিমকূলে) শিখসৈন্ত অবস্থান করিতেছিল।

এদিকে কাবুলে বহুসংখ্যক বৃটীশসৈন্ত নিহত হইল সেনাপতি পোলক সসৈন্যে কাবুলে উপস্থিত হইলেন এবং গোলাপসিংহকে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিবার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন। গোলাপসিংহ প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, তৎপরে কি ভাবিয়া বলা যায় না, সসৈন্যে হাজারা হইতে পেশাবরক্ষেত্রে দেখা দিলেন। কোন কোন ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, যাহাতে বৃটিশসৈন্য সহজে খাইবার পথে উপস্থিত হইতে না পারে, এবং দেশীয় সৈন্যগণ যাহাতে ভীত ও বিচলিত হয়, গোলাপসিংহ গুপ্তভাবে তলে তলে তাহার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, বৃটীশবাহিনী সকলপ্রকার বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া নিজকার্য্য সাধন করিতেছে, তখন তিনি হতাশ হইয়া বৃটীশ সেনানায়ককে জানাইলেন যে, "তিনি যথাসাধ্য বৃটীশের সাহায্য করিয়াছেন, কিন্তু এখন আর সাহায্যের কোন প্রয়োজন নাই জানিয়া তিনি স্বরাজ্যে ফিরিতেছেন।"

উক্ত বিদেশী ঐতিহাসিকের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে, গোলাপসিংহ যে বৃটীশ গবর্মেণ্টকে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ বৃটীশ রাজপুরুষগণ গোলাপসিংহের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে জলালাবাদের স্বাধীন অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন।

এই সময়ে লাহোরে এক ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। মহারাণী চাঁদকুমারী নবনেহালের বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেরসিংহ তাঁহাকে পাইবার জন্য নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল না। বরং চাঁদকুমারী অতি ঘৃণার সহিত সেরসিংহকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, প্রসিদ্ধ সূর্য্যবংশে তাঁহার জন্ম, তিনি সুবিখ্যাত জয়মলের কন্যা, সেরসিংহের ন্যায় নর্ত্তকপুত্রের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে নিতান্ত লজ্জাবোধ করেন। মহারাজ সেরসিংহ ভাবিলেন

তোমার পিতার ও আমাদের এখানে যে সকল মহামূল্য অস্ত্র-
ের সম্পত্তি আছে, তাহা এখন আমাদের নিজরাজ্য জম্মুতে
লইয়া গিয়া রাখাই কর্ত্তব্য। তুমি কি বল।" হীরাসিংহ জ্যেষ্ঠ
তাতের কৌশলপূর্ণ কথার কোন প্রতিবাদ করিতে পারিলেন
না। এইরূপে গোলাপসিংহ কনিষ্ঠ সুচেতসিংহকে ও অসংখ্য
মণিরত্নাদি লইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। কাহারও মতে
এ সময় লাহোরের রাজভাণ্ডারও একপ্রকার লুট হইয়াছিল।

জম্মুতে আসিয়া গোলাপসিংহ সুচেতসিংহকে বলেন,
"ভাই! দেখ, আমার তিন চারিটী পুত্রসন্তান, কিন্তু তোমার
একটীও সন্তানাদি নাই, আমার ইচ্ছা তুমি আমার এক
পুত্রকে দত্তক গ্রহণ কর।" জ্যেষ্ঠের কথায় সুচেত সম্মত
হইলেন। এইরূপে গোলাপসিংহের এক পুত্র সুচেতের সমস্ত
জায়গীর ও ভূসম্পত্তির ভাবী উত্তরাধিকারী হইলেন।

এইবার গোলাপসিংহ আপনার স্বার্থসিদ্ধির আর এক
সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। রণজিতের কাশ্মীরা ও
পেশোরাসিংহ নামে দুই পুত্র ছিল। গোলাপ তাঁহাদের
নাম জাল করিয়া এক পত্র খাড়া করিলেন তাহাতে
প্রকাশ থাকে যে, সিন্ধুবালাদিগের রাজহত্যা ও মন্ত্রিহত্যা-
কাণ্ড উক্ত উভয় ভ্রাতার ষড়যন্ত্র ছিল। রণজিৎসিংহ
কাশ্মীরাসিংহকে শিয়ালকোট এবং পেশোরাসিংহকে
চন্দ্রভাগায় গুড়িয়াবালা দুর্গ দিয়া যান। কাশ্মীরার অধীনে
রূপসিং নামে এক বৃদ্ধ কিল্লাদার ছিলেন। তিনিও
উভয় ভ্রাতার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন। লাহোর হইতে
উভয় ভ্রাতাকে বন্দী ও তাঁহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার
আদেশ আসিল। লোভী জম্বুরাজ শিয়ালকোট ও গড়িয়া
বালায় সৈন্য পাঠাইয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে আক্রমণ করিলেন ও
তাঁহাদের সমস্ত ধনসম্পত্তি লুটিয়া লইলেন। কাশ্মীরা ও
পেশোরা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, এরূপ অকস্মাৎ তাঁহাদিগকে
কেহ আক্রমণ করিবে। যাহা হউক, এখন তাঁহারা নিরা-
শ্রয় অবস্থায় সপরিবারে নিকটস্থ একজন শিখগুরুর আশ্রয়
লইলেন। এখান হইতে তাঁহারা লাহোর ও জম্মুতে লিখিয়া
পাঠাইলেন যে, তাঁহারা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ তাঁহাদের কোন শত্রু
মিথ্যা করিয়া তাঁহাদের নামে কলঙ্ক রটাইয়াছে। কিন্তু
দুর্বৃত্ত গোলাপসিংহ তাঁহাদের কোন কথা শুনিলেন না।
শেষে রাজপুত্রদ্বয়কে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগকে
জম্মুনগরে আসিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ধূর্ত্ত গোলাপ
জম্মুতে পাইয়া তাঁহাদিগকে একপ্রকার নজরবন্দী করিয়া
বলিলেন যে, তাঁহারা যদি তাঁহাকে ৭৫ লক্ষ টাকা দণ্ডস্বরূপ
প্রদান করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাঁহাদের উপর
আর কোন অত্যাচার হইবে না। কিন্তু তাঁহারা এত
টাকা কোথায় পাইবেন? কাজেই রাজপুত্রদ্বয় গোলাপের
কৃপা ভিক্ষা চাহিলেন। মহাবীর রণজিৎসিংহের পুত্রের
প্রতি এরূপ অত্যাচার হইতেছে দেখিয়া খালসাসৈন্য
সকলেই বিরক্ত হইয়া উঠিল। তাহারা গোলাপকে জানা
ইল যে, "রণজিৎপুত্রের প্রতি এরূপ অত্যাচার করিয়া
খালসার অপমান করিতেছেন, যদি তিনি অবিলম্বে উভয়কে
সসম্মানে ছাড়িয়া না দেন, তবে খালসাসৈন্য অস্ত্রধারণ
করিবে।" গোলাপ তাহাতে ভীত হইয়া ২৫ সহস্র টাকা
লইয়া কাশ্মীরা ও পেশোরাসিংহকে মুক্ত দিলেন।

কিছুদিন পরেই কাশ্মীরাসিংহ সেই দুষ্ট কিল্লাদারকে
বিলক্ষণরূপে প্রহার করেন তাহাতেই হতভাগার মৃত্যু
হইল। এ সংবাদ পাইয়া গোলাপসিংহ লাহোরে এক পত্র
লিখিলেন। আবার রাজপুত্রদ্বয়কে বন্দী করিবার আদেশ
আসিল। গোলাপসিংহ গড়িয়াবালা আক্রমণ করিয়া সাত-
শত সৈন্য শিয়ালকোটে পাঠাইলেন। এবার কাশ্মীরাসিংহ পূর্ব্ব
হইতে সতর্ক ছিলেন। তিনি আপনার দুইশত সৈন্যকে দুর্গ-
রক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার যুদ্ধকৌশলে গোলাপের সৈন্য-
দল পরাজিত ও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

গোলাপসিংহ নিজ সৈন্যের পরাভবে ক্রোধান্ধ হইয়া বহু
শত অশ্বারোহী ও কতকগুলি কামান দুর্গ অধিকার করিবার
জন্য পাঠাইলেন। কিন্তু এবারও সৈন্যগণ পূর্ব্ববৎ ক্ষতিগ্রস্ত
হইয়া ফিরিতে বাধ্য হইল। যখন গোলাপ দেখিলেন যে,
দুইহাজার অশ্বারোহী ও সাত হাজার পদাতি দিয়াও
কাশ্মীরাসিংহের কিছু করিতে পারিল না, তখন তিনি
লাহোর হইতে বিপুল শিখবাহিনী আনিবার জন্য পত্র
লিখিলেন। লাহোর হইতে মেজেলিয়া, ডোগরা ও বহু
সংখ্যক মুসলমান সৈন্য আসিল। কিন্তু তাহাতেও কিছু
হইল না। গোলাপসিংহ দেখিলেন যে, এখন তাঁহার
মানসম্ভ্রম রক্ষা করা দায়, যখন বহু সংখ্যক
সৈন্য লইয়া অতি সামান্য সৈন্যকে পরাজয় করিতে
পারিলেন না, তখন তাঁহার এত দম্ভ এত গর্ব্ব কোথায়
থাকিবে। তিনি অবিলম্বে ইহার প্রতীকার করিবার
জন্য হীরাসিংহকে পত্র লিখিলেন। খালসাসৈন্য রণজিতের
পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে না জানিয়া, হীরাসিংহ খান-
সিংহের রক্ষিত পরাক্রান্ত পাঁচহাজার অশ্বারোহী ও ৬টী
অশ্বচালিত বৃহৎ কামান শিয়ালকোটদুর্গধ্বংসের জন্য
পাঠাইয়া দিলেন। নবাগত যোদ্ধাদের গোলাবর্ষণে
শিয়ালকোট দুর্গ ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। কাশ্মীরা

সিংহ হীরাসিংহের বিরুদ্ধে খালসাসৈন্যদিগকে উত্তেজিত করি-লেন। সেই গোলযোগে হীরাসিংহ শত্রুকরে নিহত হইলেন। এই সময়ে গোলাপসিংহ বরকজাই জাতিকে খালসার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া জবাহিরসিংহ তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য জম্বু অভিমুখে শিখসৈন্য প্রেরণ করিলেন। লালসিংহ, শ্যামসিংহ আঠারিবালা, ফতেসিংহ-মান ও সুলতান মুহম্মদ খাঁ নামক প্রধান সর্দার ও সেনা-পতিগণ সৈন্যপরিচালনভার গ্রহণ করেন। গোলাপসিংহ শিখসৈন্য আসিতেছে সংবাদ পাইয়া হীরাসিংহের ভ্রাতা মিঞা জবাহিরকে সসৈন্যে যশরোতা নামক স্থানে পাঠা-ইলেন। শিখসৈন্য যশরোতায় পৌঁছিবার পর সর্দার উত্তরসিংহ খালসার সহিত মিলিত হইলেন। মিঞা জবাহির সিংহের অন্যান্য সৈন্যগণও ছাড়িয়া যাইতে লাগিল। সুতরাং মিঞা জবাহির বাধ্য হইয়া জম্বুতে পলায়ন করেন। তখন খালসাসৈন্য উৎসাহে জম্বুরাজধানীতে উপস্থিত হইল। গোলাপসিংহ দেখিলেন বিপদ্ নিকটবর্ত্তী; দুর্দান্ত শিখ-সৈন্য সহজে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবে না। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, যদি শ্যামসিংহ মেজেঠিয়া, ফতেসিংহ মান ও সুলতান মুহম্মদ আসিয়া তাঁহাকে অভয় দান করেন, তাহা হইলে তিনি লাহোরদরবারের আদেশ পালন করিতে পারেন। কিন্তু কোন সর্দারই প্রথমে সেই দুর্দান্ত জম্বুরাজের নিকট গিয়া জীবন বিপদ্গ্রস্ত করিতে সম্মত হইলেন না। অনেক তর্কবিতর্কের পর রণজিতের সময়কার বৃদ্ধ সেনাপতি ফতেসিংহমান গোলাপের নিকট যাইতে সম্মত হইলেন। জম্বুপতি বৃদ্ধবীরের যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন ও বলিলেন, তিনি তিন কোটী টাকা কোথায় পাইবেন, তবে হীরাসিংহ ও সুচেতসিংহের যে সম্পত্তি আছে, সে সমস্তই তিনি লাহোর দরবারে অর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন। গোলাপসিংহ এইরূপে ফতেসিংহকে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ সেনাপতি নগর ছাড়াইয়া একক্রোশ পথ আসিতে না আসিতে কোথা হইতে পাঁচশত ডোগ্‌রা সৈন্য আসিয়া অতি নিষ্ঠুর ভাবে বৃদ্ধ ও তাঁহার সহচরদিগকে বিনাশ করিল। কেবল একজন রক্ষী পলাইয়া গিয়া এই দারুণ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ দিল। বৃদ্ধবীরের আকস্মিক মৃত্যুতে খালসাসৈন্য সকলেই ধূর্ত্ত গোলাপকেই এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক জানিয়া প্রবলবেগে জম্বুনগর আক্রমণ করিল। চতুর গোলাপ ফতেসিংহের মৃত্যুতে বড়ই শোক জানাইলেন ও আপনাকে নির্দ্দোষ করিবার জন্য কতকগুলি বাজে লোককে বন্দী করিলেন। শেষে যখন বুঝিলেন যে, আর রক্ষা নাই। তখন শিখসৈন্যগণের মধ্যে গিয়া ঘোষণা করিলেন, তিনি চিরদিনই খালসার ক্রীতদাস, তাঁহার যাহা কিছু আছে সমস্তই তিনি খালসার জন্য রাখিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে সকল খালসাই তাঁহার ধনসম্পত্তি ভাগ করিয়া লইতে পারেন। পাছে তাঁহার জীবনের কোন অনিষ্ট হয়, এই ভয়ে তিনি লাহোর দরবারে যাইতে পারি-তেছেন না। এখন যদি খালসাসৈন্য তাঁহাকে রক্ষা করেন, তবে তাঁহাদের ইচ্ছামত সবই করিতে পারেন। এই বলিয়া তিনি প্রায় লক্ষাধিক মুদ্রা খালসাসৈন্যমধ্যে বিতরণ করিতে অনুমতি করিলেন। গোলাপের সুমিষ্ট কথায় ও অর্থের মোহিনী শক্তিতে অধিকাংশ খালসাসৈন্য তাঁহার জীবন রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইল। তখন সুচতুর গোলাপ বন্দিভাবে লাহোরে আগমন করিলেন এবং দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্বাধ্য জায়গীর ব্যতীত সমস্ত অধিকৃত প্রদেশ এবং দণ্ডস্বরূপ ৬৮০০০০০ টাকা দিতে স্বীকৃত হই-লেন। এখানে অল্পদিন থাকিয়াই তিনি বিপদাশঙ্কায় স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন।

অল্প দিন পরেই দুর্দান্ত খালসাসৈন্য মন্ত্রী জবাহির-সিংহকে মারিয়া ফেলিল। তখন প্রধান প্রধান সর্দারেরা গোলাপসিংহকে লাহোরে আসিয়া উজীরপদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু বিচক্ষণ জম্বুরাজ স্বাধীনতাপ্রিয় শিখবাহিনীকে শাসন করিতে অসম্মত হইলেন না।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম শিখযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। [শিখ-যুদ্ধ দেখ।] দুর্দ্ধর্ষ বৃটীশসৈন্য ধীরে ধীরে শতদ্রু উত্তীর্ণ হইতেছে দেখিয়া সকল প্রধান সর্দারই বিষণ্ণ ও চিন্তিত হইলেন। এই সময়ে বিপুল শিখবাহিনীর প্রধান সেনা-পতিত্ব গ্রহণ করে এমন লোক পঞ্জাবে ছিল না। মহারাণী দলীপজননী সর্দারগণের পরামর্শমত গোলাপসিংহকে আহ্বান করিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ২৫ জানুয়ারী জম্বুরাজ লাহোরদরবারে উপস্থিত হইয়া উজীর ও প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইলেন। তৎকালে শতদ্রুতীরে শিখ ও বৃটীশ সৈন্যে যুদ্ধ চলিতেছিল; কিন্তু গোলাপসিংহ পঞ্জাবের সেই দারুণ বিপৎকালে সংশ্লিষ্ট পদে থাকিয়া নিশ্চেষ্ট রহিলেন। বরং যুদ্ধকালে যে সকল ইংরাজসৈন্য বন্দী হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে লাহোরের ডাক্তার সাহেব হনিগ্‌বর্জারের বাটীতে রাখিয়া যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিতে লাগি-লেন। অনতিবিলম্বেই গোলাপ শুনিলেন, আলিবাল ক্ষেত্রে শিখসৈন্য পরাজিত হইয়াছে। তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া দূরের কথা, তাহাদিগকে নিরুৎসাহ করিবার জন্য যথেষ্ট-

গালাগালি দিলেন। দুষ্ট সর্দারগণের ষড়যন্ত্র, স্বার্থপরতা ও অন্যায় আচরণে অবশেষে শিখসৈন্য বৃটীশহস্তে পরাজিত হইতে লাগিল। সোব্‌রাওনে বিজয়লাভ করিয়া স্বয়ং বড়লাট হার্ডিঞ্জ লাহোর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এবার সহসা বড়লাটের আগমন সংবাদ পাইয়া গোলাপসিংহ চিন্তিত হইলেন। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও লাহোরদরবারে উপস্থিত হইতে না পারেন, তজ্জন্য তিনি কসুর নামক স্থানে আসিয়া বড়লাটের সহিত দেখা করিলেন; কিন্তু বড়লাট তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন গোলাপ সদর্পে বলিয়াছিলেন, "যদি আমি সৈন্য চালাইতাম, অল্পপ্রকারে যুদ্ধ শেষ হইত। তাহা হইলে নিজের ফাঁদে নিজে বদ্ধ থাকিতাম না। আমি মনে করিলেই দিল্লী ও ফিরোজপুরের মধ্যে আপনাদের সৈন্য উৎখাত করিতে পারিতাম।* বীরবর হার্ডিঞ্জও বলিয়াছিলেন, "শত্রুর রাজধানীতে ইংরাজ রক্তপাতের প্রতিশোধ লইতে হইবে।" গোলাপসিংহ হতাশ হইয়া লাহোরে ফিরিলেন। রাষ্ট্র হইল, দুই তিন দিনের মধ্যেই ইংরাজসৈন্য লাহোরে আসিবে। গোলাপ আর কোন উপায় না দেখিয়া শিশু দলীপসিংহকে লইয়া কসুর নামক স্থানে বড় হার্ডিঞ্জের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। বড় লাট দলীপকে অতি সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং সর্দারগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দলীপসিংহ পঞ্জাবের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ দেড় কোটী টাকা দিতে হইবে। কিন্তু বিপাশা ও শতদ্রুর মধ্যবর্ত্তী সমুদয় প্রদেশ বৃটীশ গবর্মেণ্টের অধীন থাকিবে।"

তৎপরে বড় হার্ডিঞ্জ লাহোরে আসিয়া দলীপকে সিংহাসনে বসাইলেন। দরবারে বড় লাট কোহিনূর দেখিতে চাহিলে গোলাপসিংহ স্বয়ং কোহিনূর আনিয়া ইংরাজ রাজপুরুষদিগকে দেখাইলেন।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ৯ই মার্চ্চ তারিখে বড় লাটের শিবিরে এক বৃহৎ দরবার হইল, সেই দরবারে শিখজাতীয় মহারাজ দলীপসিংহ ও সকল প্রধান সর্দার উপস্থিত ছিলেন। এইখানে বৃটীশ গবর্মেণ্ট ও লাহোর দরবারে সন্ধিপত্র ধার্য্য হয়। বড়লাট পূর্ব্ব হইতেই গোলাপসিংহের বিষয় কিছু বিবেচনা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। এখন এক কোটী মুদ্রা লইয়া গোলাপসিংহকে কাশ্মীর সমেত বিপাশা ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্ত্তী সমুদায় পার্ব্বতীয় রাজ্য বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করিলেন। গোলাপও সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি সেইদিনই একজন স্বাধীন রাজা বলিয়া গণ্য হইলেন। ১৫ই মার্চ্চ তারিখে ইংরাজেরা গোলাপসিংহকে মহারাজ উপাধি প্রদান করিলেন। এই দিবস স্থির হইল—সিন্ধুনদের পূর্ব্বে ইরাবতী নদীর পশ্চিমে চম্বা সমেত যে বিস্তীর্ণ পার্ব্বতীয় ভূভাগ আছে, বৃটীশ গবর্মেণ্টকে ৭৫ লক্ষ টাকা দিয়া মহারাজ গোলাপসিংহ সেই বিস্তীর্ণ ভূভাগের স্বাধীন অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। বৃটীশ গবর্মেণ্ট বা লাহোর দরবারের সহিত ইঁহার কোন সংস্রব রহিল না। গোলাপসিংহ বংশপরম্পরায় স্বাধীন রাজা হইয়া উক্ত রাজ্য ভোগদখল করিতে থাকিবেন।

যাহা হউক গোলাপসিংহ এতদিনে পূর্ণমনোরথ হইয়া কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তৎকালে লাহোর-দরবারের অধীনে শেখ ইমামুদ্দীন কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি সহজে কাশ্মীররাজ্য ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হইলেন। বৃটীশ সেনাপতি লরেন্স ব্রিগেডিয়ার হুইলারকে সসৈন্যে কাশ্মীরে পাঠাইলেন। বৃটীশসৈন্য আসিয়া ইমামুদ্দীনকে দূরীভূত করেন। মহাসমারোহে মহারাজ গোলাপসিংহ স্বাধীন রাজার মত কাশ্মীরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। সামান্য ৩৲ টাকা বেতনের সৈনিক হইতে আজ গোলাপ কাশ্মীরের স্বাধীন মহারাজ, ইহা কম আশ্চর্য্যের কথা নহে। এই মহোচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি জীবনের অবশিষ্টকাল সুখস্বচ্ছন্দে ও শান্তভাবে অতিবাহিত করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ২রা আগষ্ট, গোলাপ নিজ পুত্র রণবীরসিংহকে কাশ্মীর রাজ্য প্রদান করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন। (১)

গোলাপসিংহ ভঙ্গী, পঞ্জাবের একজন বিখ্যাত ভঙ্গী সর্দার, মহারাজ রণজিতের বিরুদ্ধে অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে শিশু গুরুদত্তসিংহকে রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর সংবাদে উৎসাহিত হইয়া মহারাজ রণজিৎ ভঙ্গী সর্দারের বিধবা মহিষী রাণী সুখার নিকট হইতে অমৃতসরস্থ লোহগড় দুর্গ কাড়িয়া লন। বিধবা শিশু পুত্রকে লইয়া বনে গিয়া আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

গোলাপসিংহ মেজেতিয়া, একজন শিখসর্দার, মহারাজ

* বিখ্যাত ইংরাজ সেনাপতি সার চার্লস্ নেপিয়ারও মুক্তকণ্ঠে গোলাপসিংহের ঐ কথার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

(১) এই প্রবন্ধলিখন সাহায্যে কাশ্মীরাধিপ গোলাপসিংহের জীবনী লিখিত হইল—C. Smyth's Reigning Family of Lahore; Capt. Cunningham's History of the Sikhs; Magregor's History of the Sikhs. Dr. Honigberger's Thirty five Years in the East; Sir Charles Napier's Defects of the Indian Government; C. U. Aitchison's Treaties &c; J. Bose's Cashmere and its Prince.

রণজিৎসিংহের পূর্ব্বপুরুষ, ইনি সর্ব্বপ্রথম শিখধর্ম্ম গ্রহণ করেন। [রণজিৎসিংহ দেখ।]

গোলাপূর্ব্ব, এক অতি নীচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে "গোলাপূরব্" নামে খ্যাত। ইহারা আপনাদিগকে সনাঢ্য ব্রাহ্মণের এক শাখা বলিয়া পরিচয় দেয়। কাহারও মতে ইহারা গালব ঋষি হইতে উদ্ভূত। আবার কেহ বলেন, চন্দ্রসেন রাজার শকসেনী নামে এক কন্যা ছিল, তাহারই গর্ভে গোলাপূরব্ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অনেকের মতে নিম্নজাতীয় বিধবার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি। এদিকে আবার কোন কোন সূত্রধার ইহাদিগকে সৎশ্রেণীর বলিয়া পরিচয় দেয়। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে অনেক গোলাপূরব্ দেখা যায়, এক আগ্রা অঞ্চলেই প্রায় দশ হাজার গোলাপূরবের বাস আছে।

গোলাপ, (পারসী গুলাব্) স্বনামখ্যাত পুষ্পবিশেষ ও তাহার গাছ। এই পুষ্পের সৌরভে ও সৌন্দর্য্যে সকলের মন মোহিত হয়, এজন্য সর্ব্বত্রই ইহার আদর। ইহার গাছের ডালে অত্যন্ত কাঁটা আছে। পত্রগুলি কথঞ্চিৎ মসৃণ হইলেও তাহার চারিধারে খোঁচার মত। ভারতবর্ষে এই ফুল বহু গৃহে উৎপন্ন হয় এবং বন্য অবস্থায়ও দেখিতে পাওয়া যায়। কাশ্মীর, লাহুল ও ভোটদেশের বনে হরিদ্রাবর্ণের গোলাব আপনাপনি জন্মে। লাদকে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১১০০০ ফিট উচ্চে বড়জাতীয় হরিদ্রাবর্ণের গোলাপ দেখা যায়। চীনদেশেও এই হলুদে গোলাপ জন্মাইতে দেখা গিয়াছে। এই গাছ অপরাপর গোলাপের অপেক্ষা অনেকাংশে বড় ও লতানিয়া হইয়া থাকে। এইজন্য আমাদের দেশে ইহা রোপণ করিতে হইলে চারিদিকে বাঁশের ছত্রি বাঁধিয়া দিতে হয়। ইংরাজেরা এই পুষ্পকে 'মার্সেল নীল' বলেন। ইহার তোড়া বড়ই আদরণীয় ও সম্মানার্হ উপঢৌকন বলিয়া গণ্য।

সাধারণতঃ ১৯° হইতে ৭০° অক্ষাংশের মধ্যে এই গাছ জন্মিতে দেখা যায়। শুষ্ক মাটিতে গাছ পুঁতিলে শীঘ্রই ফুল হয়। য়ুরোপের উত্তরাংশে কেবলমাত্র এক সারি পাব্ড়িবিশিষ্ট পুষ্প জন্মে। কিন্তু ইতালী, গ্রীস ও স্পেন প্রভৃতি দেশে বহু পাবড়িযুক্ত ফুল যথেষ্ট উৎপন্ন হয়।

গোলাপের সংস্কৃত নাম—শতপত্রী; আরবী—বরদ্; পারসী—গুল; চীন—ঝিংসি, সিয়াংবৈ, মুইকাই-হুা; কোচীন চীন—হোয়াহং তো; গ্রীক—রোড়োন; রুষ—রোজা; ওলন্দাজ—রুস্; ইংরাজী (Rose); মলয়—মবর; তামিল—গুলাপ্পু; তেলগু—রোজাপুব্বো, গুলপুব্বো। Rosa centifolia বা সিরিয়া দেশজাত গোলাব বৃক্ষ। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে শতপত্রী, বাঙ্গালায় কাটগোলাব ও ইংরাজীতে কেবেজ রোজ (Cabbage rose) বলে। য়ুরোপে, ভারতে সর্ব্বত্র, পারস্য ও চীনদেশে ইহার চাস হয়। এই ফুল হইতে গোলাপফুল ও গোলাবী আতর প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ দেশে ইহাতে গুল-কন্দ তৈয়ারী হয়।

Rosa glandulifera—পঞ্জাবে ইহাকে গুল সেউতি বা সেবতী বলিয়া থাকে।

হিমালয় প্রদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৫০০ হইতে ১০৫০০ ফিট্ উচ্চ স্থানের মধ্যে একজাতীয় গোলাপ (Rosa macrophylla) জন্মে। ইহার ফল পাকিয়া রক্তবর্ণ হইলে লোকে খাইয়া থাকে। তাহা খাইতেও অতি মধুর।

পঞ্জাবে ও হিমালয়ের ৫০০০ হইতে ৯৫০০ ফিট্ উচ্চস্থানে Rosa Webbiana জাতীয় গোলাপ জন্মে। ইহারও ফুল খাইতে সুস্বাদু। এজন্য সর্ব্বত্রই ইহার আদর।

ফুল ও বীজবিক্রেতাগণের তালিকায় এক্ষণে শত শত বিভিন্নজাতীয় গোলাপের নাম দেখা যায়। তন্মধ্যে (১) মসোরা বা পারস্য দেশোৎপন্ন গোলাপজাতি, (২) স্থায়ীগন্ধ দামাস্কজাতি, (৩) স্থায়ীগন্ধ মিশ্রজাতি (ইংলণ্ডে এই পুষ্পের আদর অধিক), (৪) বুঁর্বুঁদেশজাত গোলাবজাতি, (৫) চীনাগোলাব এবং (৬) চা গন্ধযুক্ত গোলাপ জাতিই প্রধান। অপরাপর বিভিন্ন নামধেয় গোলাপ উক্ত ছয় শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট।

গোলাপফুল যেমন মনোহর, ইহার আতর ও জল তেমনি প্রিয় ও প্রীতিকর। গোলাপ মানবপ্রিয় বলিয়া ইহার চাষও বেশ লাভকর এবং ইহার চাষের জমিও অপর জমি অপেক্ষা মূল্যবান্। এমন কি ইটালী রাজ্যের কোন নামক উপত্যকায় কতকগুলি গোলাপের ক্ষেত্র আছে, তাহার প্রতি বিঘায় তিন শত টাকা লাভ হইয়া থাকে। সেখানে প্রতি বর্ষে আড়াই লক্ষ টাকার কেবল গোলাব পুষ্প উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে গাজিপুরেও ঐরূপ গোলাপক্ষেত্র আছে। এখানে গোলাপের চাষের জন্য সাড়ে চারি বিঘা জমি ঠিক আছে। তাহাও আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে বিভক্ত। প্রতি ক্ষেত্রের চারিদিকে কাঁটা গাছ ও মাটির প্রাচীর দেওয়া আছে। জমিদারেরা এখানকার প্রতি বিঘায় ৫৲ টাকা খাজনা, এ ছাড়া ঐ জমিতে এক হাজার গোলাপ চারা থাকিলে ২৫৲ টাকা, এইরূপে মোট ৩০৲ টাকা করিয়া পাইয়া থাকেন। প্রতি বিঘা চাষ করিতেও প্রায় ৮৲ টাকা খরচ পড়ে। অনুকূল জলবায়ু ও উত্তাপ পাইলে ঐ হাজার গাছে লক্ষাধিক ফুল পাওয়া যায়। আর

কাল একলক্ষ ফুল ৬০৲ হইতে ১০০৲ টাকায় বিক্রয় হয়। এরূপ স্থলেও কৃষকের লাভ ব্যতীত কিছুমাত্র লোকসানের সম্ভাবনা নাই। ফাল্গুন মাসের শেষে গোলাপফুল ফুটিতে থাকে। সেই সময়ে গাছের অধিকারী প্রত্যুষে স্ত্রী পুত্র সঙ্গে মালঞ্চে গিয়া ফুল তুলিয়া আনে, ব্যবসায়ীরা সেই ফুল কিনিয়া আনিয়া গোলাব (গোলাব জল) ও আতর প্রস্তুত করে।

গোলাপের কলম পুঁতিবার নিয়ম।—গাছের ডাল কাটিয়া বা কলম বাঁধিয়া অল্প উচ্চ মাটিতে পুঁতিলে চারা জন্মে, অধিক জলসিক্ত জমিতে অথবা শুষ্ক ভূমিতে কোন ক্রমেই কলম হইতে শিকড় বাহির হইতে পারে না। বর্ষাকালে অধিক জলপতনে গোড়া পচিয়া যায়, এজন্য জমি এরূপ উচ্চ ও ঢালু রাখিবে যে তাহার উপর জল পতিত হইলেই যেন গড়াইয়া বাহির হইয়া যায়। গ্রীষ্মের দারুণ তাপে মৃত্তিকা অধিক শুকাইবার ভয়ে সময়ে সময়ে ভালরূপ জলসেচন করিতে হয়। এ ছাড়া মধ্যে মধ্যে রাত্রিকালে একজাতীয় পোকা ইহার সমস্ত পাতা খাইয়া ফেলে। ইহা ভিন্ন উইএর অনিষ্টকর। এমন কি ইহাতে গাছ শুকাইয়া যাইতে পারে।

কেহ কেহ বলেন, বাগানের শুষ্ক পত্রাদি পোড়াইয়া মাটির সহিত মিশাইলে সার প্রস্তুত হয়। কাহারও মতে ঘাস ছোট ছোট কাটিয়া উনুনের উপর চাটুতে সেঁকিয়া মাটিতে দিলে অতি উৎকৃষ্ট সার হয়। যদি মাসে মাসে গাছে ফুল ফুটাইতে চাও, তাহা হইলে গাছ ছাঁটিয়া দিবার পূর্ব্বে শিকড়ে অধিক মাটি লাগাইয়া ভূমি হইতে গাছ উঠাইয়া লইবে। পরে যতদিন না ঐ গাছের সমস্ত পাতা ঝরিয়া যায়, ততদিন মোটে জল দিবে না। পাতা পড়িয়া গেলে ঐ পত্রহীন ডাঁটা মাটিতে পুঁতিবে এবং তাহার গোড়ায় এরূপ জল দিবে যে, ঐ গাছটি যেন পুনরায় বাঁচিয়া উঠে। পরে ডাল পালা ছাঁটিয়া দিবে এবং অল্প অল্প জল দিতে থাকিবে। ঐরূপ করিলে ছয় সপ্তাহ মধ্যে ফুল ফুটিবে। গোলাপগাছ বৎসর বৎসর নাড়াইয়া পুঁতিলে উত্তম ফুল জন্মে। যদি গাছ তুলিয়া অপর স্থানে পুঁতিতে না চাও, তাহা হইলে বর্ষার শেষে অক্টোবরমাসে গাছের গোড়ার সমুদায় মাটী টানিয়া ২।৩ সপ্তাহ শিকড় বাহির করিয়া রাখিবে, পরে গোবরের সহিত নূতন মাটি মাখিয়া ঐ স্থানে দিবে। ইহাতে গাছ পূর্ব্বের ন্যায় সতেজ ও পুষ্প-শালী হইবে।

ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে গাছের গোড়া পরিষ্কার করিলে গাছ বেশ সতেজ হইয়া উঠে। ঐ সময়ে গাছের গোড়া হইতে মাটি কাটিয়া ১ ফুট দূরে চারিধারে গোল করিয়া উচ্চ প্রাচীর-বৎ চানিয়া দিতে হয়। ইহার ভিতরে যে বর্ত্তুলাকার খণ্ড থাকে, তাহাতে এক ঝুড়ি নূতন গোবর দিয়া উচ্চস্থান হইতে জল ঢালিলে, গোবরসংযুক্ত জল সহজেই আল্গা মাটির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে এবং মাসে মাসে গাছের গোড়ায় এইরূপ কাঁচা গোবর দিলে উত্তম সার হয়।

মাটিতে গাছের পাট করিলে যেরূপ ফুল উৎপন্ন হয়; টবে পুঁতিলে সেরূপ হয় না। এ দেশে অধিকাংশ লোকেই টবে গোলাপ গাছ পুঁতিয়া থাকেন। অক্টোবর মাসে টবের মাটিতে খোল মিশাইয়া গাছ পুঁতিলে এক মাসের মধ্যে উত্তম ফুল জন্মে।

কেহ আবার এইরূপে কলম বাঁধেন —কোন একটি পাত্রে সারযুক্ত মাটি পূরিয়া উহা মাটির মধ্যে পুঁতিয়া রাখে, পরে উহাতে নিয়মিতরূপে ফেব্রুয়ারী মাসে কলম বাঁধিয়া রোপণ করে। পরে ঐ কলমের উপর অপর একটি পাত্র অর্দ্ধেক মাটি ও তাহার উপরে অর্দ্ধেক জলে পরিপূর্ণ করে। ঐ জল ক্রমশঃ চুঁয়াইয়া কলমের উপর পড়ে এবং সকল সময় ঐ কলমের মাটিকে ভিজা রাখে। বর্ষার পূর্ব্বে ঐ কলম কাটিয়া পুঁতিবার উপযুক্ত সময়।

যদি ডাল কাটিয়া চারা বাঁধিতে হয়। তাহা হইলে নবেম্বর মাসে ডাল পোতা উচিত। কারণ মার্চ মাসে অল্প শিকড় নির্গত হইবার সম্ভাবনা এবং ঐ সময়ে টবে তুলিয়া পুঁতিতে পারা যায়। গোলাপ গাছের ডাল বর্ষার সময় পুঁতিলে শীঘ্রই শিকড় বাহির হয়, ডাল হইতে শীঘ্র গাছ বাহির করিলে ভাল পাথুরে কয়লা চূর্ণের সহিত তিনভাগ বালি মিশাইয়া উহাতে ডাল পুঁতিলে শীঘ্র শীঘ্র গাছ বাড়ে ও পুষ্পশালী হয়। উক্ত মিশ্রিত মাটিতে পুরাতন গাছের গোড়া কাটিয়া কলম করিবে, ঐ কলম টবের গায়ে লাগাইবে, মাটি আল্গা রাখিবে ও ঐ কলমের উপর এক একটি কাঁচের ঢাকনা দিবে।

বোতলের মধ্যে জল রাখিয়া তাহাতে গোলাপ গাছের কলম বাঁধা যায়। যে প্রণালীতে ঐ কলম বাঁধিতে হয়, তাহা অতিশয় কঠিন। যে কচি বৃন্ত হইতে পুষ্পচ্যুত হইয়াছে সেইরূপ কচি এক অথবা দুইটি ডাল কাটিয়া শীত-কালে বোতলে পুঁতিবে। ঐ জল ক্রমাগত পরিষ্কার রাখিবে ও প্রত্যহ বদলাইয়া দিবে নচেৎ ঐ কচি ডাল পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। ঐ বোতলগুলি গৃহের উত্তর-দিকে অথবা পর্দ্দার আড়ালে এরূপ স্থানে রাখিবে, যেন

সূর্য্যের রশ্মি ও বাতাস বিন্দুমাত্রও না লাগে কিম্বা ডালা ভালা একটি বাক্স ঐ বোতলে চাপা দিয়া সূর্য্যের উত্তাপে রাখিতে পারা যায়। এই কার্য্যের জন্য অন্ততঃ একটি দশ আউন্স বোতল আবশ্যক।

একজন গোলাপপ্রিয় উদ্ভিদ্‌বেত্তা লিখিয়াছেন—এক বৎসরের পুরাতন গাছের ডাল এক ফুট লম্বা রাখিয়া কাটিবে। প্রত্যেক ডালটি পুতিবার দিকে সমভাবে কুঁড়ির নিকট কাটিবে এবং উপরিভাগ কলম বাড়ার ন্যায় ঢালু করিয়া কাটিবে ও তাহাতে দুই একটি কুঁড়ি ব্যতীত সকল গুলিই ছাঁটিয়া ফেলিবে। পরে মার্চ মাসে ৮ ইঞ্চি উচ্চ স্থানের মধ্যস্থলে ঐ কলম গুলি দৃঢ়রূপে পুতিয়া মাটি চাপা দিবে। জুলাই ও আগষ্ট মাসে ঐ চারা পুষ্পবতী হইবার উপযুক্ত হয়। ইহার পর উচ্চ ভূমি সমতল করিয়া গাছের মূল অংশ যাহা মাটির মধ্যে ছিল তাহা বাহির করিয়া দিবে। এ মতে, ঐ চারা গাছের গোড়ায় দুই তিন ইঞ্চি স্থান হইতে মূল জন্মে।

সাধারণতঃ যেরূপ লোক গোলাপের কলম বাঁধিয়া থাকে, তাহার নিয়ম এইরূপ—যেখানে জল জমিতে পারে না, এরূপ উচ্চ স্থানের উপর এক ফুট ব্যবধানে কতকগুলি গর্ত্ত কাটিবে এবং উহাতে সারযুক্ত মাটি দিয়া সারবন্দী করিয়া হেলাইয়া পুতিবে। ঐ গর্ত্তের উপর শাদা মাটি চাপা দিবে। দিবা ভাগে ঐ কলমের উপর রৌদ্রের তাপ নিবারণের জন্য হোগলার ছাউনি দিবে এবং রাত্রিতে উহা তুলিয়া লইতে হয়।

গোলাপফুলের মধ্য দিয়া পত্রকলিকানির্গম।

কোন কোন স্থলে দেখা গিয়াছে। যে কিঞ্জল্কগুলি পাবড়ি বা সামান্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, গোলাপ গাছ অত্যন্ত সরস মাটিতে রোপণ করিলে কোন কোন সময়ে উহার পুষ্পের মধ্যস্থিত কেশর বা গর্ভকেশর ব্যক্ত না হইয়া একটি পত্রকলিকা বা ডাল গজাইতে পারে। গ্রীকদিগের প্রাচীন গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে গোলাপ ডিওনিসাস দেব ও অফ্রোডাইট্ (Aphrodite নাম্নী দেবীর অতি প্রিয়। প্রাচীন রোমকেরাও একটি গোলাপ-উৎসব করিত তাহার নাম রোসালিয়া (Rosalia)। মাকিদনে মিদাসের গোলাব-বাগান পূর্ব্ব কালে অতি প্রসিদ্ধ ছিল, ঐ স্থান বর্ত্তমান বুলগেরিয়ার অন্তর্গত। এখনও বুলগেরিয়ার গোলাপের আতর বিশ্ববিখ্যাত। পূর্ব্বে ভারতবর্ষেও গোলাবের আদর ছিল, সংস্কৃত গ্রন্থে শতপত্রী নামে গোলাপের উল্লেখ আছে। আয়ুর্ব্বেদসংহিতায় লিখিত আছে—

"শতপত্রী তু গন্ধাঢ্যা সৌম্যগন্ধা শিবপ্রিয়া।
সুশীতা চ সুরক্তা চ সুমনাঃ শতপত্রিকা॥
শতপত্রী হিমা তিক্তা সারা রুচ্যানিলপ্রণুৎ।
দাহজ্বরাস্রপিত্তঘ্নী কুষ্ঠবিস্ফোটনাশিনী॥"

শতপত্রীর অপর সংস্কৃত পর্য্যায়—গন্ধাঢ্যা, সৌম্যগন্ধা, শিবপ্রিয়া, সুশীতা, সুমনাঃ, শতপত্রিকা। ইহার গুণ শীতল, তিক্ত, সারক, রোচক, বায়ুনাশক দাহ, রক্ত-পিত্ত-কুষ্ঠ ও বিস্ফোটনাশক। এ দেশের বৈদ্যগণের বিশ্বাস শতপত্রী বলিলে সেউতী ফুলকেই বুঝায়। গোলাব ও সেউতী দুই ভিন্ন। শতপত্রীর অপভ্রংশ সেউতী বটে, কিন্তু এখনও পঞ্জাব অঞ্চলে গোলাপ ফুলকেই সেউতী বলে। শিবপ্রিয়া শিবজ্ঞতা ইত্যাদি পর্য্যায় শব্দ দৃষ্টে বোধ হয়, গোলাপফুলও পূর্ব্বকাল হইতে শিবের প্রিয় বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। বাস্তবিক শতপত্রী বলিলে প্রধানতঃ পাটলবর্ণ ও কাট গোলাপকে বুঝায়, ইংরাজীতে Damask rose (Rosa Damascena) ও Hundred leaved rose (R centifolia muscosa) বলে। প্রাচীন পারসী গ্রন্থে গুল বা গোলাপের যথেষ্ট প্রশংসা আছে।

আরবী ও পারসীগ্রন্থে বরদ এল্ হমর (অর্থাৎ বাহিরে পীত মধ্যে লাল গোলাপ), দলিক (Dog rose) প্রভৃতি পাঁচরকম গোলাপের উল্লেখ আছে।

প্রসিদ্ধ পদার্থতত্ত্ববিৎ প্লিনি ১২ প্রকার গোলাপ ও তাহা হইতে ৩২ প্রকার ঔষধের উল্লেখ করিয়াছেন।

এদেশে এখন নানাবিধ গোলাপ দেখা যায়। গোলাপ পাবড়ি শিশুদিগের পক্ষে মৃদুবিরেচক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

হাকিমীগ্রন্থে গোলাপ হইতে প্রস্তুত দুহ্‌নি-বরদ্-ই-খাম, দুহ্‌নি-বরদ-ই মতবুখ, গুলকন্দ, গুলজবিনা, গুলাব ও গুলাবকা-আতর এই কয়প্রকার উপাদেয় দ্রব্যের উল্লেখ আছে।

চন্দনতৈল গোলাপের পাতা দিয়া তাহা রৌদ্রে শুকাইয়া তোলাই করিয়া লইলে যে সুগন্ধি তৈল পাওয়া যায়, তাহাকে দুহ্‌নি বরদ্-ই-খাম্ বলে। ঐরূপ অগ্নির উত্তাপে প্রস্তুত হইলে তাহাকে দুহ্‌নি-বরদ্-ই মৎবুখ বলে। হাকিমী মতে এই উভয় প্রকার তৈলের গুণ—মৃদুবিরেচক, সঙ্কোচক ও ক্লেদনাশক। প্রাণসংশয়কর কোন শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ইহার সেবনে যথেষ্ট উপকার হয়। গোলাপের শুষ্ক পাপড়ি ও চিনি সমপরিমাণে লইয়া একত্র গুঁড়া

হইতে একখানি পুস্তক বাহির করেন, পুস্তকের তালিকায় তাহার নামমাত্র ছিল না। তিনি কৌতূহলক্রমে সেই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া দেখিলেন, তাহা কুমারিলভট্টের ভাষ্যসহ মানবকল্পসূত্র। ইতিপূর্ব্বে এই গ্রন্থের সংবাদ কেহ জানিত না, সুতরাং এই নূতন আবিষ্কারে উৎসাহিত হইয়া তিনি ঐ সংস্কৃত পুথির প্রতিকৃতি এবং তাহার ভূমিকায় পাণিনি ব্যাকরণ, মীমাংসাদর্শন ও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধে বহু গবেষণাপূর্ণ এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তৎপরে তাঁহার পাণিনির কালনিরূপণ ও তৎসমালোচনা বিষয়ক একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কতদূর পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন ও কত শত কঠিন সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার অপূর্ব্ব সমালোচনা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, উক্ত দুইখানি গ্রন্থ পাঠ করিলেই জানা যায় ও বিস্মিত হইতে হয়। এই সময়ে তিনি লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক হইয়াছিলেন।

লণ্ডনের সংস্কৃতগ্রন্থপ্রচারিকাসভার তিনি সম্পাদক ছিলেন। উক্ত সভার ব্যয়ে তিনি মাধবাচার্য্যের জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তার নামক বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। একখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ও ইংরাজী অভিধান প্রকাশ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু অকালে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় উক্ত অভিধানের "অ" অক্ষরের কিয়দংশ বাহির হইয়া বন্ধ হয়।

সর্ব্বদাই মানসিক পরিশ্রম ও গভীর চিন্তায় তাঁহার কাশরোগ জন্মিল। এই রোগেই তিনি ৫৮ বর্ষ বয়সে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ৬ই মার্চ লণ্ডন নগরে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

তাঁহার দয়া, উদারতা প্রভৃতি বিবিধ সদগুণ ছিল। ভারতবাসীকে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। এদেশীয় কোন যুবক বিলাতে অধ্যয়নার্থ গমন করিলে গোল্ডষ্টুকার তাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন ও সর্ব্বদাই সদুপদেশ দিতেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর তদ্রচিত অপর সংস্কৃতসাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইয়াছে।

গোল্লার, দাক্ষিণাত্যের যাযাবর জেলাবাসী ভিক্ষাজীবী নীচ জাতিবিশেষ। নগরের বাহিরে ও পল্লিগ্রামে ইহাদের বসবাস। তেলগু ইহাদের মাতৃভাষা, কিন্তু কণাড়ী ভাষায়ও কথা কহিতে পারে। ইহাদের মধ্যে অধির বন্দলু, বিন্দু বন্দলু, চেন্ক বন্দলু, গল্ল বন্দলু, ও গোল্লর বন্দলু এই পাঁচশ্রেণী আছে। একশ্রেণী অপর শ্রেণীতে বিবাহের আদান প্রদান করে না। কিন্তু পরস্পর আহার ব্যবহার প্রচলিত আছে।

ইহারা স্বভাবে অলস, বদরাগী, অপরিষ্কার ও ছিঁচকে চোর। ইহারা ভিক্ষা করিবার সময় (ইষ্টদেবরূপী) একটী সজীব সাপ লইয়া বাহির হয়, এবং সেই সাপ দেখাইয়া ভিক্ষা করে। ব্রাহ্মণের প্রতি ইহাদের ভক্তি শ্রদ্ধা নাই, কোন কর্ম্মে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে না। ইহাদের কোন দীক্ষাগুরুও নাই। ইহারা স্বয়ং হনুমানের পূজা করে ও যল্লমার উদ্দেশে ছাগবলি দেয়। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা বড়ই সতী, ব্যভিচার নাই বলিলেই হয়। যদি কখন ব্যভিচার ঘটে, ব্যভিচারিণীকে কণ্টকময় দেড়হাত গর্ত্তের মধ্যে দাঁড় করাইয়া তাহার মাথায় জাঁতা চাপা দেয় ও তাহাকে তিন মুটা গোবর খাইতে হয়। এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত হইলে সেই পত্নীকে তাঁহার স্বামী পুনরায় গ্রহণ করে। কন্যা বিবাহের পরে যখন প্রথম শ্বশুরালয়ে যায়, তখন কন্যার পিতা একটী কুকুর পাঠাইয়া জামাতার সম্মান রাখে। [গোল শব্দে গোলজাতির বিবরণ দেখ।]

গোবক (পুং) এক প্রকার ক্ষুদ্র বকপক্ষী।

গোবৎস (পুং) গোর্ব্বৎসং ৬তৎ। ১ গোরুর বৎস, বাছুর। ২ প্রভাসের অন্তর্গত একটী পবিত্র তীর্থ। (প্রভাসখণ্ড)

গোবৎসাদিন্ (পুং) গোবৎসং অত্তি গোবৎসং অদ ণিনি উপস°। বৃক, নেকড়ে বাঘ। (রাজনি°)

গোবদ্দা (দেশজ) বড়, মোটা।

গোবধ (পুং) গবাং বধঃ ৬তৎ। গোহিংসা, গোহত্যা।
"গোবধোঽযাজ্যসংযাজ্যপারদার্য্যাত্মবিক্রয়াঃ।" (মনু ১১।৬০)
[গোহত্যা দেখ।]

গোবন, ১ নিকুম্ভবংশীয় একজন রাজা, কৃষ্ণরাজের পুত্র। ২ ঐ বংশীয় ২য় গোবনের পৌত্র ও গোবিন্দরাজের পুত্র।

গোবন্দনা (স্ত্রী) সহদেবা। চলিত কথায় নাগবলার গাছ।

গোবন্দনী (স্ত্রী) গবি ভূমৌ বন্দ্যতে বন্দ কর্ম্মণি ল্যুট্ ঙীপ্। প্রিয়ঙ্গু। (অমর) ২ পীতদণ্ডোৎপল। (রত্নমালা)

গোবর (ক্লী) ১ শুষ্ক গোময়চূর্ণ। ভাবপ্রকাশের মতে গোঠে গোরুর খুরাঘাতে চূর্ণিত শুষ্ক গোময়কে গোবর বলে। পারদশোধনে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।
"গোষ্ঠাভূগোক্ষুরক্ষুণ্ণশুষ্কচূর্ণিতগোময়ম্।
গোবরং তৎসমাখ্যাতং বরিষ্ঠং রসসাধনে॥" (ভাবপ্রকাশ)
(গোবিট্ শব্দজ) ২ গোরুর বিষ্ঠা, গোময়।

গোবরচাঁপা (দেশজ) এক প্রকার বৃক্ষ। (Plumeria acuminata)

গোবরডাঙ্গা, বঙ্গের ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী নগর, যমুনানদীর পূর্ব্বকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৫১´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ৪৭´ ৫৫´´ পূঃ। চিনি, গুড় ও পাটের ব্যবসার জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ। প্রবাদ এইরূপ, এইখানে কৃষ্ণ গোধন

গোবালা (গোপাল শব্দজ) গোয়ালা। [গোপ দেখ।]

গোবাস (পুং) গবাং বাসঃ ৬তৎ। গোরুগণের বাসস্থান।

"গোবাসমিব বীভৎসুঃ সিংহো হৈমবতো যথা।" (ভারত ২।২০ অঃ)

গোবাসদাসন (পুং) প্রাচ্যদেশবিশেষ।

গোবাসন (পুং) গাং বাসয়তি বস-ণিচ্ ল্যু ২তঃ ৬তৎ। ব্রাহ্মণবিশেষ, গোপালক মুনিবিশেষ। (ভারত ২।২০অঃ)

গোবি, মধ্য এসিয়ার বৃষ্টিহীন একটী বিস্তৃত মরুভূমি, মঙ্গোলীয় ভাষায় "গোবি" শব্দে মরুকে বুঝায়, তাহা হইতেই এই বিস্তৃত ভূভাগের নাম হইয়াছে। অক্ষা° ৩০° হইতে ৫০° উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭৫° হইতে ১১৮° পূঃ, তিব্বত, শাম ও মঙ্গোলীয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত। চীনদেশে সময়ে সময়ে বালুকাবৃষ্টি হইয়া থাকে, লোকের বিশ্বাস সেই বালুকা গোবি হইতে আসিয়া পড়ে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কয় দিন ধরিয়া এইরূপ বালুকাপাত হইয়াছিল।

গোবিকর্ত্ত (পুং) গাং বিকৃন্ততি বি-কৃত-অণ্ উপসং। ১ গোঘাতক। ২ কর্ষক, হালিক।

"রৌদ্রো যজমানভাক্ষাবাপ গোবিকর্ত্তগৃহেভ্যো গবেধুকাম্।" (কাত্যা° শ্রৌ° ১৫।৩।১২) 'অপ্রহতাং গাং ভূমিং বিকৃন্ততি গোবিকর্ত্তঃ কর্ষুকঃ গোহিংসকো ব্যাধো বা।' (ভাষ্য)

গোবিকর্ত্তৃ (পুং) গাং বিকৃন্ততি বি-কৃত-তৃচ্ ৬তৎ। গোঘাতক।

"আয়ালিকো গোবিকর্ত্তাঽনুপকর্ত্তানিবোধকঃ।"

(ভারত ৪।২ অঃ)

গোবিতত (পুং) গাবো বিতত্তা অত্র বহুব্রী। গোভূয়িষ্ঠ অশ্বমেধযজ্ঞ।

"শ্রীমান্ গোবিততং নাম বাজিমেধমবাপ সঃ।" (ভারত ১।৭৪ অঃ)

গোবিদাংপতি (পুং) গাং বেদবাণীঃ বিদন্তি গোবিদো বেদজ্ঞাস্তেষাং পতিঃ অলুক্স°। পরমেশ্বর।

"অনিরুদ্ধঃ সুরানন্দো গোবিন্দো গোবিদাংপতিঃ।" (বিষ্ণুস°)

গোবিনত (পুং) গাবো বিনতা অত্র বহুব্রী। অশ্বমেধ।

"গোবিনতেন শতানীকঃ।" (শতপথব্রা° ১৩।৫।৪।১৯।

'গোবিনতো নাম যজ্ঞানাং স্তোমবিশেষোঽশ্বমেধঃ' (ভাষ্য।)

গোবিন্দ (পুং) গাং বেদবাণীং বাণীং গাং ভূমিং স্বর্গং ধেনুং বা বিন্দতি গো-বিদ-শ (গবাদিষু বিন্দেঃ সংজ্ঞায়াং। পা ৩।১।১৩৮ বার্ত্তিক) ১ শ্রীকৃষ্ণ।

"কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ ! কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।"

(গীতা ১।৩২)

হরিবংশ প্রভৃতি মতে গোবিন্দ শব্দের নানারূপ ব্যুৎপত্তি দেখা যায়। হরিবংশে লিখিত আছে যে কৃষ্ণ বৃন্দাবন বাস করিবার কালে অনেক গোরু প্রতিপালন করিতেন, এই কারণে "গবামিন্দ্রঃ" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে ইন্দ্র তাহার গোবিন্দ এই নাম রাখিয়াছেন।

"অহং কিলেন্দ্রো দেবানাং ত্বং গবামিন্দ্রতাং গতঃ।
গোবিন্দ ইতি লোকাস্ত্বাং স্তোষ্যন্তি ভুবি শাশ্বতম্।" (৭৫।৪৫)

বিষ্ণুতিলকের মতে—গোভির্বাণীভির্বেদান্তবাক্যৈর্বিদ্যতে হসৌ পুরুষঃ, বিন্দন্তি বা যং পুরুষং তত্ত্বজ্ঞাঃ।

"গোভিরেব যতোবেদ্যঃ গোবিন্দঃ সমুদাহৃতঃ।" (বিষ্ণুতি°)

গোপালতাপনীর মতে—গাং বেদলক্ষণাং বাণীং গোভূম্যাদিকং বা বেত্তি। "তদু হোচুঃ কঃ কৃষ্ণো গোবিন্দশ্চ কোঽসাবিতি গোপীজনবল্লভঃ কঃ কা স্বাহেতি। তানুবাচ ব্রাহ্মণঃ পাপকর্ষণো গোভূমি বেদবিদিতো বিদিতা বা গোপীজনবিদ্যাকলাপ্রেরকস্তন্মায়া চেতি।" (গোপালতাপনী)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে—গাং প্রলয়সময়ে প্রণষ্টাং বেদবাণীং বিন্দতি লভতে ইতি গোবিন্দঃ।

"যুগে যুগে প্রণষ্টাং গাং বিষ্ণো বিন্দসি তত্ত্বতঃ।
গোবিন্দেতি ততো নাম্না প্রোচ্যসে ঋষিভিস্তথা॥"

(ব্রহ্মবৈ° প্রকৃতিখণ্ড ২৪ অঃ)

বিন্দতীতি বিন্দঃ পালকঃ স্বামী বা গবাং বিন্দঃ পালকঃ ৬তৎ। ২ গবাধ্যক্ষ। গবাং শাস্ত্রবাণীনাং বিন্দঃ ৬তৎ। ৩ বৃহস্পতি।

গাঃ মনঃ প্রধানানি ইন্দ্রিয়াণি বিন্দতি সংবর্দ্ধয়তি গো-বিদ-শ। ৪ পরব্রহ্ম।

"শুভাশুভপরিত্যাগী ক্ষাপে নিঃশেষকর্ম্মণি।
লয়মাপ্সাসি গোবিন্দং তদ্ব্রহ্ম পরমং মহৎ॥" (অগ্নিপুরাণ)

আস্তিক হিন্দুগণ বিষ্ণুর মুরলীধর গোবিন্দ মূর্ত্তির পূজা করেন। ইহার ধ্যান—

"ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥"

পূজার মন্ত্র—"ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।"

গোবিন্দ, ১ রাষ্ট্রকূটবংশীয় একজন রাজা। [রাষ্ট্রকূট দেখ।]

২ সিকুতবংশীয় একজন রাজা। [সিকুত দেখ।]

৩ শঙ্করাচার্য্যের গুরু ও গৌড়পাদের শিষ্য।

৪ বড়্গুরুশিষ্যের একজন গুরু।

৫ স্তোত্রপ্রবন্ধবর্ণিত একজন কবি।

৬ আত্মতত্ত্ববিবেকের একজন টীকাকার।

৭ গণেশগীতার একজন টীকাকার।

৮ একজন বিখ্যাত আলঙ্কারিক ও টীকাকার। ইনি মনোহরটীকা, শিশুপালবধটীকা, সত্যাভরণটীকা, কুমার-

দেবের শালিবাহনসপ্তশতীর টীকা এবং ছন্দোদর্পণ নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

৯ এক প্রসিদ্ধ কবি, রত্নের সমসাময়িক। (শ্রীকণ্ঠচ° ২৫।৭৭)

১০ জন্মদীপক ও তিথিনির্ণয় নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার।

১১ নাড়ীপ্রকাশ নামে সংস্কৃত বৈদ্যক গ্রন্থকার।

১২ তালদশপ্রাণদীপিকা নামে সংগীতশাস্ত্রকার।

১৩ পরমার্থবিবেক নামে বৈদান্তিক গ্রন্থপ্রণেতা।

১৪ পূজাপ্রদীপ নামে ভক্তিশাস্ত্রকার।

১৫ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্, ইনি সংস্কৃতভাষায় বালবুদ্ধিপ্রকাশিনী, বিবাহপ্রকরণ ও সংস্কারপ্রকরণ নামে জ্যোতিগ্রন্থ রচনা করেন।

১৬ বৃহস্পতিসবপ্রয়োগ ও আশ্বলায়নীয় প্রায়শ্চিত্ত-প্রয়োগ রচয়িতা।

১৭ মানসোল্লাস নামে সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা। রঘুনন্দন মলমাসতত্ত্বে ঐ গ্রন্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

১৮ একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থকার ইনি রসসার, রসহৃদয় ও সন্নিপাতমঞ্জরী নামে সংস্কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

১৯ লত্তাদিনির্ণয় নামে জ্যোতিগ্রন্থকার।

হলায়ুধ ও মধুসূদন প্রভৃতির শিষ্য, শাঙ্খ্যায়নশ্রৌত সূত্রীয় মহাব্রতের একজন টীকাকার।

২১ কহ্ন কবীশ্বরের পুত্র, সম্বিৎপ্রকাশনামে জ্যোতিঃ শাস্ত্রকার।

২২ কুম্ভরনিবাসী গদাধরের পুত্র, ইনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কুণ্ডমার্কণ্ড নামে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

২৩ ভট্ট বল্লাচার্য্যের এক পুত্র, সংস্কৃত ভাষায় গোপাল লীলার্ণব নামে ভাণ-রচয়িতা।

২৪ বিষ্ণুদৈবজ্ঞের পুত্র, প্রশ্নসার নামে জ্যোতিগ্রন্থকার।

২৫ একজন নৈয়ায়িক, ইঁহার পিতার নাম লাডম, ইনি ১১৯০ খৃষ্টাব্দে রাজা মুকুটেশ্বরের আদেশে শাণ্ডিলীয় (?) ন্যায়শাস্ত্রের বালবোধ নামে টীকা রচনা করেন।

২৬ গোবিন্দাচার্য্য নামে খ্যাত, অষ্টশ্লোকীর একজন ব্যাখ্যাকার।

গোবিন্দ অটল, একজন বিখ্যাত হিন্দীকবি, অনুমান ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

গোবিন্দকূট (পুং) পর্ব্বতবিশেষ, এখানে বিদ্যাধরেরা বাস করে। (কথাসরিৎ)

গোবিন্দগঞ্জ, বগুড়া জেলার অন্তর্গত একখানি গ্রাম। করতোয়া নদীর কূলে অবস্থিত অক্ষা° ২৫° ৮′ ২৫″ উঃ ও দ্রাঘি ৮৯° ২৮′ পূঃ। ইহার নিকটে প্রাচীন বর্দ্ধনকোট নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

গোবিন্দগড়, অমৃতসর নগরের উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত একটী দুর্গ। অক্ষা° ৩১° ৪০ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৪° ৫৫ পূঃ। শিখ জাতির পবিত্র অমৃতসর নগরে তীর্থযাত্রীদিগের আশ্রয়ের জন্য ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে রাজা রণজিৎসিংহ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে ঐ দুর্গ ইংরাজের অধিকারে আছে।

গোবিন্দঘোষঠাকুর, প্রকৃত নাম গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, 'ঘোষ ঠাকুর" নামে প্রসিদ্ধ। অগ্রদ্বীপের প্রসিদ্ধ গোপীনাথবিগ্রহের প্রকাশক।

কেহ বলেন, অগ্রদ্বীপের অনতিদূরবর্ত্তী কাশীপুর বিষ্ণুতলায় ঘোষঠাকুরের বাস ছিল। কাহারও মতে—বৈষ্ণব-তলায় তাঁহার জন্মস্থান, এখনও তথায় ঘোষ উপাধিধারী কএকঘর কায়স্থের বাস আছে, ঘোষঠাকুর সেইস্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। আবার কেহ বলেন ঘোষঠাকুর উত্তররাঢ়ী কায়স্থ ছিলেন। পত্নীর মৃত্যুর পর সন্তানাদি না থাকায় তিনি জীবনে উদাস হইয়া গঙ্গাতীরে অগ্রদ্বীপের নিকট আসিয়া বাস করেন। একদিন চৈতন্যদেব ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া জাহ্নবীসলিলে অবগাহন করিতেছেন, এমন সময় গোবিন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন। নবীন সন্ন্যাসীর তেজোময় অপূর্ব্ব মুখশ্রী দর্শন করিয়া গোবিন্দের মন কেমন গলিয়া গেল। তিনি মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "প্রভো! আমি সংসার চাই না, ধন মান ঐশ্বর্য্য কিছুই চাই না, তোমার ঐ চরণকমল সেবা করিতে চাই।" তখন গৌরাঙ্গদেব তাঁহাকে সংসারের নানা প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। গোবিন্দ কিছুতে বিচলিত না হইয়া বলিলেন, "ধন মান ঐশ্বর্য্য দূর হোক্, আমাকে আর ভুলাইতে পারিবে না। দয়া করিয়া চরণে স্থান দাও।" এই বলিয়া তিনি চৈতন্যের পা জড়াইয়া ধরিলেন। গোবিন্দকে প্রকৃত ভক্ত জানিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও কহিলেন, "যদি নিষ্কাম ব্রত পালন করিতে পার, তবে আমার সহিত থাকিতে পারিবে।" গোবিন্দ মহোল্লাসে চৈতন্যের পদরেণু গ্রহণ করিলেন ও নিষ্কামব্রতপালনে সম্মত হইলেন।

পদব্রজে চৈতন্যদেব অগ্রদ্বীপে আসিলেন। এখানে তিনি আহারাদির পর মুখশুদ্ধি না পাইয়া ভক্তগণের মুখপানে চাহিয়া কহিলেন "আজ আর বুঝি মুখশুদ্ধি হইল না।" শিষ্যগণ নীরবে রহিলেন। অমনি গোবিন্দ

হাতজোড় করিয়া জানাইলেন, "প্রভো! আমার নিকট একটী হরীতকী আছে, যদি অনুমতি করেন, তবে আপনার সেবার জন্ম অর্পণ করি।"

চৈতন্যদেব হাসিয়া বলিলেন, "গোবিন্দ! তোমার ভক্তির সামগ্রী অতি আহলাদের সহিত গ্রহণ করিলাম। কিন্তু আজ হইতে তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর।"

গোবিন্দের মাথায় যেন হঠাৎ বজ্রাঘাত হইল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দেব! কি অপরাধ করিয়াছি যে এ দাসের প্রতি এ কঠোর আদেশ করিলেন।"

চৈতন্যদেব সস্নেহে উত্তর করিলেন, "গোবিন্দ! তুমি যথার্থ ভক্ত ও হরিপূজার অধিকারী। কিন্তু নিয়াম ব্রতপালনে অধিকারী নও, এখনও তোমার বিষয় বাসনা দূর হয় নাই, এখনও তোমার সঞ্চয়স্পৃহা আছে। তাই বলিতেছি, গৃহে ফিরিয়া যাও, হরির আরাধনা করিও, তাহাতেই তোমার মুক্তি হইবে।"

"আমি কিছু চাই না, সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়াছি, সংসারে ফিরিব না" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গোবিন্দ সজলনয়নে এই কয়টী কথা বলিলেন।

চৈতন্যদেব ভক্তকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'যথার্থ তুমি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছ, কিন্তু এখন তোমার সম্মুখে বিষয় কণ্টক রহিয়াছে। আজ হরীতকীটী সঞ্চয় করিয়াছ, কাল আবার আর একটী নূতন সঞ্চয়ের ইচ্ছা হইবে, এই কামনাই ঘোর অন্তরায় আনিবে। তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও। যেদিন তোমার জীবনে কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটিবে, সেই দিন আমার দেখা পাইবে যদি কোন অলৌকিক জিনিস পাও, অতি যত্নে রাখিও। তোমার আশা পূর্ণ হইবে।"

এইরূপে গোবিন্দকে শোকসাগরে ভাসাইয়া চৈতন্যদেব অগ্রদ্বীপ পরিত্যাগ করিলেন। গোবিন্দ "আবার কবে প্রভুর দেখা পাইব" এই আশার নির্ভর করিয়া রহিলেন।

এইরূপে বহুদিন অতীত হইল। শুভ মধুমাস আসিল, জগৎ নবীন বেশ ধারণ করিল। ভক্ত গোবিন্দ গঙ্গাসলিলে আবক্ষমগ্ন হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। সেই অবস্থায় কি একটা জিনিস তিনবার তাঁহার পৃষ্ঠে আসিয়া ঠেকিল। চাহিয়া দেখেন শবদাহের একখণ্ড ক্ষুদ্র কাষ্ঠ। তিনি সেই কাঠখানি তীরে তুলিয়া রাখিলেন। কিন্তু তুলিবার সময় বুঝিলেন যে ঐ সামান্য কাঠখানি স্বাভাবিক গুরুত্ব অপেক্ষা শতগুণে ভারি। এ কি হইল! বিস্ময়ে গোবিন্দের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু মনের সেই অপার্থিব ভাব গেল না। রাত্রিকালে গোবিন্দ স্বপ্ন দেখিলেন,—শঙ্খচক্রগদাধর যেন তাঁহাকে বলিতেছেন, "গোবিন্দ! ভুল না, ভুল না, সেই কাঠখানি তুলিয়া আনিয়া রাখ। মহাপ্রভু আসিতেছেন! আসিলে তাঁহাকে দিও।" গোবিন্দের নিদ্রা ভাঙ্গিল, দেখিলেন চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। তিনি সেই অন্ধকারে যেন কুহকের বশীভূত হইয়া গঙ্গাতীরে আসিলেন, এখানে দেখিলেন সেই কাঠখানি যথাস্থানে পড়িয়া আছে। অতি যত্নে সেখানি কাঁধে লইয়া ধীরে ধীরে কুটীরে আনিয়া রাখিলেন। সে রাত্রি গোবিন্দের চক্ষে আর নিদ্রা আসিল না। প্রভাত হইল। গোবিন্দ নবোদিত দিবাকরের আলোক দেখিতে পাইলেন—সেখানে শবদাহের কাঠ নয়, একখানি সমুজ্জ্বল কৃষ্ণশিলা। গোবিন্দ চমকিয়া উঠিলেন। চৈতন্যদেবের কথাগুলি তাঁহার স্মরণ হইল।

বেলা দুই প্রহরের সময় গোবিন্দ গ্রাম মধ্যে ভিক্ষা করিতে গেলেন। ভিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, তাঁহার কুটীরদ্বারে চৈতন্যদেব! ভক্ত গোবিন্দ চৈতন্যকে দেখিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। গোবিন্দের ভক্তি দর্শনে চৈতন্যেরও প্রেমাশ্রু বিগলিত হইল। তিনি গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 'যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার কিছু হইয়াছে?" গোবিন্দ সকল কথাই ব্যক্ত করিলেন। চৈতন্যদেব বলিলেন, "গোবিন্দ! তোমার আর কোন চিন্তা নাই। ভগবান্ তোমার মঙ্গলের জন্য ঐ শিলা পাঠাইয়াছেন। কল্য এক ভাস্কর আসিয়া ঐ শিলা হইতে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ নির্ম্মাণ করিবে, সেই বিগ্রহ আমি প্রতিষ্ঠা করিব ও তুমি তাহার সেবাইত হইবে।"

তৎপরদিন যথাকালে কোথা হইতে একজন [illegible] ভাস্কর আসিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সকলের অসাক্ষাতে চলিয়া গেল। সকলে দেখিলেন নবজলদশ্যাম বঙ্কিম কৃষ্ণবিগ্রহ প্রস্তুত হইয়াছে। চৈতন্যদেব তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিলেন ও গোবিন্দঘোষ তাহার পূজক নিযুক্ত হইলেন। ঐ কৃষ্ণবিগ্রহের নামই গোপীনাথ। গোবিন্দঘোষও তৎপরে "ঘোষ ঠাকুর" নামে খ্যাত হইলেন।

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর ঘোষ ঠাকুর বহুদিন জীবিত ছিলেন। ঐ সময় তিনি বহুসংখ্যক শিষ্য ও বিস্তর দেবোত্তর সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। মৃত্যুর কএক দণ্ড পূর্ব্বে তিনি শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, "আমি চলিলাম, আজ আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। তোমরা যথারীতি প্রভুর সেবা করিও। মহাপ্রভুর আজ্ঞা আমার প্রাণ বাহির হইলে যথাসময়ে গোপীনাথদেব যেন আমার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করেন। আমার দেহ দাহ করিও না, দেবব্রাহ্মণের এক

পার্শ্বে সমাধি দিও।" এইরূপে ভক্ত গোবিন্দঘোষঠাকুর ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। প্রবাদ এইরূপ—সেইদিন গোপীনাথের চক্ষেও বিন্দু বিন্দু জল দেখা গিয়াছিল। চৈত্র মাসে কৃষ্ণা একাদশীতে গোপীনাথ শ্রাদ্ধীয় বাস ও কুশাঙ্গুরি পরিয়া সেবকের পুত্ররূপে শ্রাদ্ধ করিলেন। এখনও প্রতিবর্ষে ঐ দিনে গোপীনাথ কর্ত্তৃক ঘোষঠাকুরের শ্রাদ্ধক্রিয়াসম্পন্ন হইয়া থাকে। [অগ্রদ্বীপ ও গোপীনাথ দেখ।]

গোবিন্দচন্দ্র, ১ বঙ্গের একজন রাজা। তিরুমলয়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠে জানা যায়, মহারাজ রাজেন্দ্রচোল "বঙ্গাল দেশের" রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজয় করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রচোল ৯৮৫ হইতে ১০৩৪ শক পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, সুতরাং প্রায় ঐ সময়ে বঙ্গাধিপ গোবিন্দচন্দ্র বিদ্যমান ছিলেন। ২ কনোজের একজন স্বাধীন হিন্দুরাজ। মদনপালের পুত্র, বিজয়চন্দ্রের পিতা এবং কনোজের শেষ হিন্দুরাজ জয়চন্দ্রের পিতামহ। ইনি একজন দাতা ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ইঁহার সভায় নৈষধচরিতকার শ্রীহর্ষ ও কবি লক্ষ্মীধর থাকিতেন। ইনি ব্রাহ্মণদিগকে তাম্রশাসন দ্বারা বিস্তর জমী দান করিয়া ছিলেন, ঐ সকল তাম্রশাসন পাঠে জানা যায়—গোবিন্দচন্দ্র ১১১ সম্বৎ হইতে ১২০৯ সম্বৎ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতেন। (Ind Ant Vols XIV & XV, Furher's Monumental Antiquities, N. W. P.)

৩ কাছাড়ের শেষ স্বাধীন রাজা। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ইনি নিহত হন। [কাছাড় শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

গোবিন্দজ্যোতির্বিদ্, নীলকণ্ঠের পুত্র, চন্দ্রোদয়নাটক প্রাকৃতবিবৃতি-রচয়িতা।

গোবিন্দদত্ত, (পুং) গঙ্গাতীরস্থ অগ্রহারগ্রামবাসী একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। ইনি নানা শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। শাস্ত্রপরাঙ্মুখ মূর্খের প্রতি ইঁহার বিশেষ অশ্রদ্ধা ছিল। এমন কি মূর্খের শরীর স্পর্শ বা একস্থানে অবস্থান করিলেও আপনাকে অপবিত্র মনে করিতেন। (কথাসরিৎ)

গোবিন্দদাস, ১ একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার, রামপদ্ধতি ও রামরক্ষাটীকাপ্রণেতা। ২ সংগন্ধরত্নাকর নামে সংস্কৃতগ্রন্থরচয়িতা। ৩ গোবিন্দদাসোৎসব নামক সংস্কৃত বৈষ্ণব গ্রন্থকার। ৪ বাঙ্গালা পদাবলী-রচয়িতা একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি, চৈতন্যদেবের পরিকর চিরঞ্জীবসেনের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। কাটোয়ার অন্তর্গত শ্রীখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তমাল, ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাস নামক প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ হইতে গোবিন্দদাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভক্তমালমতে গোবিন্দের কনিষ্ঠ সহোদরের নাম রামচন্দ্র কবিরাজ। কিন্তু ভক্তিরত্নাকরে রামচন্দ্র গোবিন্দের জ্যেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে চিরঞ্জীব কুমারনগরে বাস করিতেন, পরে শ্রীখণ্ডের দামোদরসেনের * কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া শ্রীখণ্ডবাসী হন। এই সুনন্দার গর্ভে রামচন্দ্র ও গোবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন।

রামচন্দ্র বৈয়াকরিক পণ্ডিত ছিলেন, তিনি অনুজের পূর্ব্বে শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট রাধাকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন। গোবিন্দদাস প্রথম বয়সে শক্তির উপাসক ছিলেন, বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর তাঁহার আদৌ মতিগতি ছিল না। এক সময়ে তিনি গ্রহণীরোগে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়েন। এই পীড়িত অবস্থায় তাঁহার হৃদয়ে হরিপ্রেমের অঙ্কুর উদিত হয়। তিনি সেই অবস্থায় রামচন্দ্রকে লিখিলেন, "ভাই! আমি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি, তুমি আচার্য্য প্রভুকে আনিয়া আমায় উদ্ধার করিবে।"

মহাভাগবত রামচন্দ্র অনুজের কথা আচার্য্যপ্রভুকে জানাইলেন। তখন গোবিন্দদাস বুধরীগ্রামে ছিলেন। আচার্য্যপ্রভু রামচন্দ্রের কথা মত জাজিগ্রাম হইতে বুধরীতে আসিয়া গোবিন্দকে "রাধাকৃষ্ণমন্ত্র" দান করিলেন। সেই দিন হইতে গোবিন্দদাস বৈষ্ণবভক্ত বলিয়া গণ্য হইলেন।

গদাধরদাস প্রভৃতির তিরোধান সংবাদ পাইয়া শ্রীনিবাস আচার্য্যের মনে হঠাৎ বৈরাগ্যের উদয় হয়, ও তিনি বৃন্দাবনে চলিয়া যান। শ্রীখণ্ডের রঘুনাথঠাকুরের আদেশে রামচন্দ্র আচার্য্যপ্রভুকে আনিবার জন্য বৃন্দাবনে গমন করেন। রামচন্দ্র যাইবার সময় গোবিন্দকে কুমারনগর হইতে তেলিয়া-বুধরী গ্রামে উঠিয়া যাইতে আদেশ করেন।

শ্রীনিবাসাচার্য্য ফিরিয়া আসিয়া গোবিন্দের বাটীতে কিছুদিন অবস্থান করেন, এখানে তিনি আত্মহারা হইয়া গোবিন্দের মুখে পদাবলী শ্রবণ করিতেন। তাঁহারই অনুরোধে গোবিন্দদাস গীতামৃত রচনা করেন। গীতামৃতের সুমধুর রচনায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীনিবাস তাঁহাকে কবিরাজ উপাধি দেন। ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে, জীবগোস্বামী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ঐ গীতামৃত দর্শন করিবার জন্য সর্ব্বদাই আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

রামচন্দ্র ও আচার্য্যপ্রভুর প্রত্যাগমনের পর গোবিন্দদাসেরও একবার বৃন্দাবনধাম দর্শন করিবার ইচ্ছা হয়। তিনি

* গোবিন্দদাসের মাতামহ দামোদরসেনও একজন কবি ছিলেন। গোবিন্দ তাঁহার সঙ্গীতমাধবনাটকে মাতামহের কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবীদেবীর সঙ্গে বৃন্দাবনে গমন করেন তৎকালে গোপালভট্ট, জীবগোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব পণ্ডিত-গণ বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা গোবিন্দ-দাসকে যথেষ্ট আদর করিলেন ও তাঁহার কবিত্বের পরীক্ষা লইয়া "কবিরাজ" উপাধি প্রদান করেন।

বৃন্দাবন দর্শন করিয়া গোবিন্দদাস গৃহে ফিরিয়া আসিলে ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে লইয়া মহোৎসব করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবন হইতে আসিবার পর নরোত্তম ঠাকুরের পিতৃব্য-পুত্র রাজা সন্তোষদত্তের অনুরোধে তিনি সঙ্গীতমাধব নাটক রচনা করেন।

তাঁহার দিব্যসিংহ নামে এক পুত্র জন্মে। নরোত্তমবিলাসে লিখিত আছে, দিব্যসিংহও পিতার ন্যায় ভক্ত হইয়াছিলেন।

এখন অনেক পদাবলীতে গোবিন্দদাসের ভণিতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু সকলগুলি চিরঞ্জীবের পুত্র গোবিন্দ কবিরাজের বলিয়া বোধ হয় না। চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে একাধিক গোবিন্দদাসের নামোল্লেখ আছে। মিথিলা অঞ্চলেও গোবিন্দদাস নামে একজন কবি ছিলেন, তিনিও অনেক পদাবলী রচনা করেন।

৫ ব্রজবাসী একজন হিন্দীকবি। বিট্ঠলনাথের শিষ্য ও অষ্টছাপের অধীন। ইনি ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

গোবিন্দদীক্ষিত, একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি অপত্নীকা-ধাননির্ণয় ও কাম্যেষ্টিপ্রয়োগ রচনা করেন।

গোবিন্দদ্বাদশী (স্ত্রী) গোবিন্দপ্রিয়া দ্বাদশী মধ্যলো°। পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত ফাল্গুনমাসের শুক্লাদ্বাদশী। ব্রহ্মপুরাণের মতে এইদিন উপবাস করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় এবং পরি-ণামে নির্ব্বাণমুক্তি হইয়া থাকে। লোকব্যবহারে ইহাকে আমর্দ্দকীদ্বাদশী নামেও উল্লেখ করা হইয়া থাকে। পাপ নাশিনীমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, ফাল্গুনমাসে আমর্দ্দকীব্রত করিলে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়। প্রভাসখণ্ডের মতে ফাল্গুনমাসের শুক্লা একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীর দিনে নদী, তড়াগ, দীর্ঘিকা বা কূপে স্নান করিবে। পরে পর্ব্বত, বন বা অন্য যে কোন স্থানে আমর্দ্দকী বৃক্ষ পাওয়া যায়, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া হরির পূজা করিয়া রাত্রি জাগরণ করিবে। একটী করক বা কমণ্ডলু জলপূর্ণ করিয়া সদ্‌ব্রাহ্মণকে দান করিবে। হবিষ্য করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া হরিকথা শ্রবণ করিতে হয়। শরীরধারী এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে এবং পাঞ্চভৌতিক শরীরপতন হইলেই নির্ব্বাণ লাভ করে। (হরিভক্তিবি°)

গোবিন্দনাথ, শঙ্করাচার্য্যের গুরু ও গৌড়পাদের শিষ্য। ইনি এক প্রসিদ্ধ যোগী ছিলেন। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে ইঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

গোবিন্দনায়ক, একজন শৈবশাস্ত্রকার। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে রসেশ্বরদর্শনে ইঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

গোবিন্দন্যায়বাগীশ, প্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌমবংশীয় এক জন বিখ্যাত নৈয়ায়িক। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হন। এই সময়ে রাঘব নবদ্বীপের রাজা। তিনি ন্যায়বাগীশকে আড়বান্দী গ্রামে একহাজার বিঘা ব্রহ্মোত্তর দান করেন। তৎকালে ন্যায়বাগীশই নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক পদে অভিষিক্ত ছিলেন।

গোবিন্দপণ্ডিত, ১ একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি সংস্কৃত ভাষায় জ্যোতিষরত্নসংগ্রহ, যামলাদ্যসারপদ্ম, উৎপলপরিমলটীকা, মুহূর্ত্তচিন্তামণির পীযূষধারা নামে টীকা, এবং নীলকণ্ঠতাজিকের রসালা নামে টীকা প্রণয়ন করেন।

২ রামপণ্ডিতের পুত্র, শ্রাদ্ধপঙ্‌ক্তি নামে স্মৃতিসংগ্রহকার।

গোবিন্দপুর, মানভূম জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ, ১৮৫১।৫২ খৃষ্টাব্দে ইহা একটী স্বতন্ত্র উপবিভাগরূপে সংগঠিত হয়। অক্ষা° ২৩°৮ হইতে ২৪° ৩০´ উ ও দ্রাঘি° ৮৬°৯।৫ হইতে ৮৬° ৫২ ৫ পূঃ। ভূপরিমাণ ৭৮২ বর্গ মাইল। এই উপবিভাগের মধ্যে ১২২০ খানি গ্রাম ও নগর আছে। এখানে গোবিন্দপুর, নিরসা ও তোপচাঁচী গ্রামে পুলিসের থানা আছে। ৮৭০।৭১ খৃষ্টাব্দে এখানে দুইটী ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হয়।

২ কলিকাতার দক্ষিণে এখন যেখানে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ আছে, পূর্ব্বে গড়ের মাঠের ঐ সমস্ত অংশ গোবিন্দপুর নামে খ্যাত ছিল।

[কলিকাতা শব্দ ২৭৬ ও ২৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

গোবিন্দপুরম্, কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একখানি গ্রাম। নর সরাবুপেটা হইতে ৬ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এই গ্রামের পশ্চিমে একটী মন্দিরে কতকগুলি প্রতিমূর্ত্তি ও দুইখানি খোদিত শিলালিপি আছে। লোকপরম্পরায় শুনা যায় যে, খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর মধ্যে কোন চোলরাজ কর্ত্তৃক মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ উৎকীর্ণ শাসন দুই-খানির মধ্যে একখানি কুলোত্তুঙ্গ চোলের সম্পদ্‌বৃদ্ধির মানসে কোন রাজপুরুষ কর্ত্তৃক ১০৯২ শকে ও অপরখানি ১০৮২ শকে প্রদত্ত হয়। এই গ্রামের মধ্যে কৃষ্ণদেবরায় প্রতিষ্ঠিত একটী বিষ্ণুমন্দির আছে। ইহার প্রবেশদ্বারে তৈলঙ্গ ভাষায় লিখিত একখানি শিলাফলক দৃষ্ট হয়।

গোবিন্দভট্ট, ১ আত্মার্কবোধ নামে বেদান্তগ্রন্থরচয়িতা।
২ তিথিনির্ণয় নামে স্মৃতিসংগ্রহকার।
৩ পরাশরসংহিতার একজন ভাষ্যকার, রঘুনন্দন মলমাস তত্ত্বে ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।
৪ মীমাংসাসঙ্করকৌমুদী নামে স্মৃতিসংগ্রহকার।
৫ রাজচন্দ্রযশঃপ্রবন্ধ নামে সংস্কৃত কাব্য রচয়িতা।
৬ বৃত্তরত্নাকরের একজন টীকাকার।
৭ একজন বিখ্যাত অলঙ্কারশাস্ত্রবিৎ, কেশবের পুত্র ও রুচিকারের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ইনি কাব্যপ্রদীপ নামে কাব্যপ্রকাশের টীকা রচনা করেন।
কাব্যপ্রদীপ প্রথমে শ্রীহর্ষ লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার অনুজ গোবিন্দ ইহা সম্পূর্ণ করেন।
৮ বেদান্তসূত্রের একজন বৈষ্ণবীয় ভাষ্যকার।

গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী, বঙ্গদেশীয় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি সংস্কৃত ভাষায় সমাসবাদ ও পদার্থখণ্ডন টীকা লিখিয়াছেন।

গোবিন্দ মহামহোপাধ্যায়, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, ইহার বুধবালাবধূত নামে আর এক উপাধি ছিল। ইনি অধিকরণ মালা নামে একখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত দর্শনগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

গোবিন্দমিশ্র, পদ্যাবলীধৃত একজন প্রাচীন কবি।
২ আনন্দতীর্থ রচিত দ্বাদশস্তোত্রের একজন টীকাকার।

গোবিন্দরায়, কল্যাণপুরের চালুক্যবংশীয় একজন রাজা, বীরসত্যাশ্রয়ের পিতা। [চালুক্য দেখ।]

গোবিন্দরাজ, ১ একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, মাধবভট্টের পুত্র। ইনি মানবধর্ম্মশাস্ত্রের টীকা ও মঞ্জরী নামে যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিটীকা রচনা করেন শূলপাণি, পুরুষোত্তম ও কুল্লুকভট্ট ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।
২ সুভাষিতাবলীধৃত একজন প্রাচীন কবি।
৩ তৈত্তিরীয়োপনিষদের একজন ভাষ্যকার।
৪ রামায়ণচম্পু ও রাজবংশ নামে সংস্কৃত কাব্যকার
৫ সপ্তশ্লোকীব্যাখ্যা ও শৃঙ্গারতিলকের "ভূষণ" নামক টীকাকার।

গোবিন্দরাম, ১ গোবিন্দাবলাস নামে বেদান্তগ্রন্থরচয়িতা।
২ কুমারসম্ভবের দীপপ্রদীপিকা নামে একজন টীকাকার।
৩ দেবীমাহাত্ম্য ও গঙ্গাসহস্রনামের একজন টীকাকার।
৪ রামদেবের পুত্র, মহিম্নস্তবপ্রকাশিকারচয়িতা।
৫ রাজস্থানের একজন বিখ্যাত কবি, ইনি সুন্দর হিন্দী কবিতায় "হারাবতী" নামে হরবংশীয় রাজপুত রাজগণের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন।

গোবিন্দরাম শিরোমণি, একজন বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত। ইনি শব্দদীপিকা নামে মুগ্ধবোধের টীকা রচনা করেন।

গোবিন্দরামসেন, নাড়ীজ্ঞান নামে সংস্কৃত বৈদ্যক গ্রন্থকার।

গোবিন্দবৎস, অদ্বৈতাদিত্য নামে বেদান্তগ্রন্থরচয়িতা।

গোবিন্দবিদ্যাবিনোদভট্ট, একজন বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি ভাগবতসার, ক্রমদীপিকাতন্ত্রের টীকা ও ত্রিপুরা-সারসমুচ্চয়ের পদার্থপ্রকাশ নামে টীকা রচনা করেন।

গোবিন্দশর্ম্মন্, ১ বেদান্তকথারত্ন নামে বৈদান্তিক গ্রন্থকার।

গোবিন্দশাস্ত্রী, ১ আথর্ব্বণরহস্য নামে সংস্কৃত গ্রন্থকার।
২ অক্ষোভ্যতীর্থের নামান্তর ইনি ১২৪৮ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

গোবিন্দশেষ, কাশীবাসী শেষ যজ্ঞেশ্বরের পুত্র, একজন বিখ্যাত বেদবিৎ। ইনি বৌধায়নীয়দর্শপূর্ণমাসপ্রয়োগ, বৌধায়নীয় অগ্নিষ্টোমপ্রয়োগ সোমপ্রয়োগ ও নিত্যানন্দ-ব্যায়োগ নামে কএকখানি বৈদিক গ্রন্থ রচনা করেন।

গোবিন্দস্বামিন্, ১ একজন পরম বৈষ্ণব ও বিখ্যাত কবি। ভক্তিমাহাত্ম্য নামক প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে ইহার মাহাত্ম্য বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে। ২ একজন বৈদিক পণ্ডিত, বৌধায়নীয় ধর্ম্মসূত্রের ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একজন ভাষ্যকার, মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে ইহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

গোবিন্দাচার্য্য, ১ শঙ্করাচার্য্যের গুরু। [গোবিন্দনাথ দেখ।]
২ একজন পারসী ও সংস্কৃতভাষাবিৎ পণ্ডিত। ইনি অধ্যাত্মরামায়ণের পারসী অনুবাদ করিয়াছিলেন। আকবরের প্রসিদ্ধ সচিব টোডরমল ঐ অনুবাদ ও গিরিধর-দাসের পারসী অনুবাদ দৃষ্টে "ভসনিক টোডরমল অজ্ অধ্যাত্মরামায়ণ" রচনা করেন। [টোডরমল দেখ।]

গোবিন্দানন্দ, ১ অর্থরত্নপ্রভা নামে জাতকার্ণবের টীকাকার। ইহার কবিকঙ্কনাচার্য্য উপাধি ছিল।
২ একজন বিখ্যাত স্মৃতিশাস্ত্রবিৎ, গণপতি ভট্টের পুত্র। ইনি ক্রিয়াকৌমুদী, দানকৌমুদী, বর্ষকৌমুদী, শুদ্ধিকৌমুদী, শ্রাদ্ধকৌমুদী গোবিন্দানন্দীয় ধর্ম্মশাস্ত্র এবং শূলপাণির প্রায়শ্চিত্তবিবেকের তত্ত্বকৌমুদী নামে টীকা প্রণয়ন করেন।

গোবিন্দু (ত্রি) গবাং বিন্দুঃ ৬তৎ। গোলব্ধক, যে গো লাভ করে। "গোবিন্দুদ্রপ্স আয়ুধানি বিভ্রৎ।" (ঋক্ ৯।৯৬।১৯) গোবিন্দুঃ গবাং লম্ভকঃ (সায়ণ।)

গোবিষ্ (স্ত্রী) গোবিট্ ৬তৎ। গোবিষ্ঠা, গোময়। (অমর)

গোবিষাণ (ক্লী) গোবিষাণস্য ৬তৎ। গোরুর শৃঙ্গ।
"অনর্থকমনায়ুষ্যং গোবিষাণস্য ভক্ষণম্।"
(ভারত ১২।১৪০ অঃ)

গোবিষাণিক (পুং) গোবিষাণং শাধনত্বেন অস্ত্যস্য গোবিষাণ-ঠন্। গোবিষাণনির্ম্মিত বাদ্যবিশেষ।

"পটহান্ ঝর্ঝরাংশ্চৈব ক্রকচান্ গোবিষাণিকান্।"

(ভারত ৯।৪৭ অঃ)

গোবিষ্ঠা (স্ত্রী) গোবিষ্ঠা ৬তৎ। গোময়। (রাজনি°)

গোবিসর্গ (পুং) গোবিসর্গঃ ৬তৎ। গোপরিত্যাগ।

গোবীথি (স্ত্রী) গবাং গ্রহাণাং বীথিমার্গবিশেষঃ ৬তৎ। জ্যোতির্ব্বিদগণ অশ্বিনী প্রভৃতি তিন তিনটী নক্ষত্রে এক একটী বীথি বা পথ কল্পনা করেন। নক্ষত্রমণ্ডলে সর্ব্বসমেত নয়টী বীথি আছে, তাহার মধ্যে হস্তা, চিত্রা ও স্বাতী এই তিননক্ষত্রে যে বীথি হয়, তাহাকে গোবীথি বলে।

"নাগগজৈরাবতবৃষভগো-জরদগব-মৃগাজদহনাখ্যাঃ।

অশ্বিন্যাদ্যাঃ কৈশ্চিৎ ত্রিভাঃ ক্রমাদ্বীথয়ঃ কথিতাঃ॥"

(বৃহৎস° ৯।১)

আবার কোন জ্যোতির্বিদের মতে—অশ্বিনী, রেবতী, পূর্ব্বভাদ্র ও উত্তরভাদ্র এই চারিটী নক্ষত্রে গোবীথি হইয়া থাকে।

"গোবীথ্যামশ্বিন্যঃ পৌষ্ণং দ্বে চাপি ভাদ্রপদে।" (বৃহৎস° ৯।২)

গোবীর্য্য (ক্লী) গবাং বীর্য্যং ৬তৎ। গোরুর বীর্য্য।

"তুভাবনিশ্চিতায়াস্তু দশমং ভাগমাপ্নুয়ুঃ।

লাভগোবীর্য্যশস্যানাং বণিক্গোপকৃষীবলাঃ॥" (নারদস°)

গোবৃন্দ (ক্লী) গবাং বৃন্দং ৬তৎ। গোসমূহ।

গোবৃন্দারক (পুং) গোর্বৃন্দারকইব উপমিতস°। (বৃন্দারকনাগকুঞ্জরৈঃ পূজ্যমানং। পা ২।১।৬২) শ্রেষ্ঠ গো, ভাল গোরু।

গোবৃষ (পুং) গোষু বর্ষতি রেতঃ সিঞ্চতি বৃষ-ক (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫) ১ শ্রেষ্ঠ বৃষ। (শব্দরত্না°)

"কীনাশো গোবৃষোযানমলঙ্কারশ্চ বেশ্ম চ।" (মনু ৯।১৫০)

'কীনাশঃ কর্ষকঃ গবাং সেক্তা বৃষঃ।' (কুল্লুক।) গৌশ্চ বৃষশ্চ তৌ সাংজ্ঞনাত্বাত্ গোবৃষ-অচ্। ২ ন্যায়বিশেষ, সামান্য বিশেষদ্যোতক, উহার অপর নাম গোবলীবর্দ্দন্যায়। [ন্যায় দেখ।]

গোবৃষভ (পুং) শ্রেষ্ঠবৃষ।

গোবেষ্ট (ক্লী) সীসক, সীস।

গোবৈদ্য (পুং) গৌরিব বৈদ্যঃ। ১ মূর্খ বৈদ্য। গোবৈদ্যঃ চিকিৎসকঃ ৬তৎ। ২ গোচিকিৎসক।

গোব্যচ্ছ (ত্রি) গোরুর নিকটে গমনশীল।

"অপরাহ্ণাধিকমিনমাস্কন্নায় সভাস্থাণুং মৃত্যবে গোব্যচ্ছং" (বাজসনেয়স° ৩০।১৮) 'গোব্যচ্ছং গাঃ প্রতিগমনশীলং' (মহীধর)

গোব্যাধিন্ (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক একজন ঋষি।

গোব্রজ (পুং) গবাং ব্রজঃ ৬তৎ। ১ গোসমূহ। গাবো ব্রজন্ত্যত্র ব্রজ-আধারে ক। ২ গোগতিস্থান, গোষ্ঠ।

"ন মূত্রং পথি কুর্ব্বীত ন ভস্মনি ন গোব্রজে।" (মনু)

গোব্রত (ক্লী) গোষু ব্রতম্ ৬তৎ। গোহত্যার পাতকপ্রায়শ্চিত্তের জন্য অনুষ্ঠেয় ব্রতবিশেষ। স্মৃতিকার বিষ্ণুর মতে—যথোক্ত বিধানে কেশ মুণ্ডন করিয়া এক মাস পর্য্যন্ত গোরুর অনুগমন করিবে। গাভী আপন ইচ্ছানুসারে দাঁড়াইলে দাঁড়াইবে, না হইলে মুহূর্ত্তের জন্যও দাঁড়াইবে না। অনুক্ষণই তাহার অনুগমন করিবে। গাভী কোন স্থানে অবসন্ন হইয়া পড়িলে উহার ও ভয় হইতে রক্ষা করিবে। গাভীর শীতাতপ নিবারণ না করিয়া আপনার শীতাতপ নিবারণ করিবে না। গোমূত্রে স্নান করিবে এবং কেবল গোদুগ্ধ খাইয়া জীবন ধারণ করিতে হয়। একমাস পর্য্যন্ত এই অনুষ্ঠানকে গোব্রত বলে।

[গোহত্যা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

গোব্রতিন্ (ত্রি) গোব্রতমস্যাস্তি অনুষ্ঠেয়তয়া গোব্রত-ইনি। যে গোব্রত আচরণ করে।

গোব্রা, যশোর জেলার সুন্দরবন বিভাগের অন্তর্গত একটী গ্রাম। কপোতাক্ষ নদীকূলে অবস্থিত, ইহা পূর্ব্বে বহুজনাকীর্ণ ছিল; ধ্বংসাবশিষ্ট বৃহৎ বৃহৎ বাসভবনাদি আজও তাহার পরিচয় দিতেছে। কপোতাক্ষ নদীকূলে এই গ্রামরক্ষার জন্য বাঁধ আছে।

গোশ (পারসী) লুক্কায়িত, গৃহমধ্যে অবস্থিত, পর্দ্দানিশিন। যে স্ত্রীলোক সর্ব্বদা গৃহ মধ্যে থাকে, কখন অপর পুরুষের সমক্ষে বাহির হয় না। গোশনিশিন্ শব্দে কোণে স্থিত বুঝায়।

গোশকৃৎ (ক্লী) গোঃ শকৃৎ ৬তৎ। গোময়, গোবর।

"উদকুম্ভং সুমনসো গোশকৃৎ মৃত্তিকা কুশান্।" (মনু ১২।১৯২)

গোশফ (পুং ক্লী) গোঃ শফঃ ৬তৎ। গোরুর খুর।

"গোশফে শকুলাবিব।" (বাজসনেয় ২৩।২৮)

'গোশফে গোঃ খুরে।' (মহীধর)

গোশর্য্য (পুং) শর্য্যা শীর্ণা গৌর্যস্য বহুব্রী. বিশেষণস্য পরনিপাতশ্ছান্দসঃ। শম্বু বৃহৎসর্প, অজগর।

"যাভির্গোশর্য্যম বতং কাভির্নো হিষতং নরা।" (ঋক ৮।৮।২০)

'গোশর্য্যং শীর্ণা গৌর্যস্য স গোশর্য্যঃ শম্বুঃ' (সায়ণ।)

গোশলখানা (হিন্দি) স্নান গৃহ। মোগল সম্রাট্‌গণের সময়ে গোশল বা গুসলখানা গুপ্তমন্ত্রণাগৃহ রূপে ব্যবহৃত হইত। সার টমাস-রো জাহাঙ্গীরের গোশলখানার বর্ণনা করিয়াছেন।

গোশাল (ক্লী) গবাং শালা ৬তৎ বিকল্পে ক্লীবত্বক (বিভাষা সেনাসুরাচ্ছায়াশালানিশানাং। পা ২।৪।২৫) গোশালা, গোয়াল ঘর।

গোশালা (স্ত্রী) গোঃ শালা ৬তৎ। গোগৃহ, গোয়াল।

গোশীর্ষা, কৌশাম্বী নগরের উপনগর। [কৌশাম্বী দেখ।]

গোশীর্ষ (পুং) গোঃ শীর্ষমিব শীর্ষং যস্য বহুব্রী। একটী পর্ব্বত, ইহার অপর নাম ঋষভ। এই পর্ব্বতটী দেখিতে ঠিক গোশৃঙ্গা-কৃতি। ২ চন্দনবিশেষ। এই চন্দন গোশীর্ষপর্ব্বতেই উৎপন্ন হয়।

"গোশীর্ষকং পদ্মকঞ্চ হরিশ্যামঞ্চ চন্দনম্।
দিব্যমুৎপন্ততে তত্র তচ্চৈবাগ্নিসমপ্রভম।" (রামা° ৩।৫১।৪০)

৩ অস্ত্রবিশেষ।

"অয়োগুড়ৈর্ভিন্দিপালৈর্গোশীর্ষোলূখলৈরপি।"
(ভারত ৭।১৭৯ অঃ)

(ক্লী) গোশীর্ষং ৬তৎ। গোমুণ্ড।

গোশীর্ষক (পুং) গোঃ শীর্ষমিব কায়তি কৈ-ক। ১ দ্রোণ-পুষ্প-বৃক্ষ। (রত্নমালা) গোশীর্ষ স্বার্থে কন্। ২ চন্দন-বিশেষ। [গোশীর্ষ দেখ।]

গোশৃঙ্গ (পুং) গোঃ শীর্ষমিব শৃঙ্গং শীর্ষভাগো যস্য বহুব্রী। ২ ঋষিবিশেষ। (স্কন্দপু° প্রভাসখণ্ড°)

২ একটী পর্ব্বত। রামায়ণে লিখিত আছে যে, এই পর্ব্বতে মন্দেহ নামক কতকগুলি রাক্ষস বাস করিত, ইহারা অতিশয় ক্ষুদ্রাকৃতি, পরিমাণ বুটম হাতের অধিক হইবে না। এই রাক্ষসগুলি রাত্রিকালে বেশ হাঁটিয়া চলিয়া বেড়ায় ও সাংসারিক কার্য্য করে, কিন্তু যেমন রাত্রি শেষ হয় অমনি জলে পড়িয়া যায়। সূর্য্য অস্ত হইলে পুনর্ব্বার উঠিতে পারে। রাক্ষসেরা বড়ই দুর্বৃত্ত ছিল, ইন্দ্র শাপ দিয়া এইরূপ করিয়াছেন। (রামায়ণ ৪।৪০।৪২-৪৩)

ইহা বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে একটী পুণ্যশৈল বলিয়া বর্ণিত। স্বয়ম্ভূপুরাণে লিখিত আছে, সত্যযুগে এই পর্ব্বতের নাম ছিল পদ্মগিরি, ত্রেতাযুগে বজ্রকূট, দ্বাপরে গোশৃঙ্গ ও বর্ত্তমান কলি-যুগে গোপুচ্ছ নাম হইয়াছে। (স্বয়ম্ভূপুরাণ ১ অঃ)

মহাভারতেও এই পর্ব্বতের উল্লেখ আছে।

"নিষাদভূমিং গোশৃঙ্গং পর্ব্বতপ্রবরন্তথা।" (ভারত ২।৩১।৫)

চীনপরিব্রাজক হিউ-এন্-সিয়াং "কিউ-শি-লিং কিয়া" নামে এই পর্ব্বতের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে খোতনরাজ্যের রাজধানীর প্রায় দেড়ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে এই পর্ব্বত অবস্থিত।

(ক্লী) গোশৃঙ্গং ৬তৎ। ৩ গোরুর শৃঙ্গ। (পুং) গোশৃঙ্গং তদাকারোঽস্ত্যস্য গোশৃঙ্গ-অচ্। ৪ বব্বুর বৃক্ষ। (রাজনি°) ৫ হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন শুষির যন্ত্র, গোশৃঙ্গে নির্ম্মিত। ইহা একপ্রকার সামরিক যন্ত্র, অদ্যাপি ইহার প্রচলন আছে।

গোশ্রুতি (পুং) বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রোৎপন্ন এক ঋষি।
(ছান্দোগ্য° উ°)

গোশ্ব (পুং) [দ্বিব°] গৌশ্চাশ্বশ্চ ইতরেতরদ্বন্দ্ব। গোরু ও অশ্ব। (ব্যাকরণ)

গোষ [গোষা দেখ।]

গোষখি (পুং) গৌঃ সখা যস্য বহুব্রী, ছান্দসত্বাৎ ষত্বং। গোরু যাহার সহায়। "যদিন্দ্রাহং যথা ত্বমীশীয় বস্ব এক ইৎ। স্তোতা মে গোষখা স্যাৎ।" (ঋক্ ৮।১৪।১)

'গোষখা স্যাৎ গোভিঃ সহিতো ভবেৎ।' (সায়ণ।)

গোষড়্গব (ক্লী) গবাং ষট্কং গো ষড্গবচ্। (পশুভ্যঃস্থান-দ্বিষট্কে গোষ্ঠগোযুগষড্গবম। মুগ্ধবো° সূ°) গোষট্ক, গোরুর ছয় সংখ্যা।

গোষণি (ত্রি) গাং সনোতি দদাতি সন দানে ইন্ বা ষত্বং। গোদাতা। "উত নো গোষণিং ধিয়মশ্বসাং।" (ঋক্ ৬।৩১।১০) 'গোষণিং গবাং সনিত্রী' (সায়ণ।)

গোষৎক (পুং) অধ্যায় বা অনুবাকবিশেষ যাহাতে গোষৎ শব্দ আছে।

গোষদ্ (ত্রি) গবি বাচি সীদতি সদ-ক্বিপ্ পূর্ব্বপদাৎ ষত্বং। কথা কহিতে কহিতে যাহার বাক্য স্খলিত হয়, স্খলদ্বাক্য, জড়িতবাক্, তোতলা।

গোষদ (ত্রি) গো সদ-অচ্। [গোষদ্ দেখ।]

গোষদাদি (পুং) গোষৎ আদির্যস্য বহুব্রী। পাণিনীয় একটী গণ। অধ্যায় অনুবাক বুঝাইলে এই গণের উত্তর বুন্ হয়। গোষদ্, ইষেত্বা, মাতরিশ্বন্, দেবস্যত্বা, দৈবীরাপঃ, কৃষ্ণাস্যা, খরেষ্ঠা, দেবীধিয়ঃ, রক্ষোহণ, যুঞ্জান, অঞ্জন, প্রভূত, প্রতূর্ত্ত, কৃশানু ও গোষদ্ ইহাদিগকে গোষদাদিগণ বলে।

গোষন্ (ত্রি) গাং সনোতি সন্-বিচ্। (সনোতেরনঃ। পা ৮।৩।১০৮।) ইতি ষত্বং। গোদাতা।

"প্র তে বভ্রূ বিচক্ষণ শংসামি গোষণো নপাৎ।" (ঋক্ ৪।৩২।২২)

গোষা (ত্রি) গাং সনোতি সন্-বিট্ (জনসনখনক্রমগমো-বিট্। পা ৩।২।৬৭) পূর্ব্ববৎ ষত্বং। গোদাতা, যে গোদান করে। 'গোষা ইন্দো নৃষা অস্যশ্বসা বাজসা উত।" (ঋক্ ৯।২।১০।) 'গোষা অস্মভ্যং গবাং দাতাসি' (সায়ণ।)

গোষাতি (স্ত্রী) গো ষণ ভাবে ক্তিন গবাং সাতিঃ ৬তৎ ষত্বঞ্চ। ১ গোলাভ। ২ গোদান। (ত্রি) ৩ লব্ধগোক, যে গোলাভ করিয়াছে। "যত্র গোষাতা ধৃষিতেষু খাদিষু।" (ঋক্ ১০।৩৮।১) 'গোষাতা গোসাতৌ লব্ধগোকে।' (সায়ণ।)

গোষাদী (স্ত্রী) গাং সাদয়তি সদ-ণিচ্-অণ্ উপস° ষত্বং গৌরা-দিত্বাৎ ঙীষ্। পক্ষিবিশেষ।

"গোষাদীর্দেবানাং পত্নীভ্যঃ।" (বাজসনেয়° ২৪। ২৪)

'গোষাদীঃ গবাং সাদয়িত্রীঃ পক্ষিণীঃ' (মহীধর।)

গোযুচর (ত্রি) গোষু চরতি চর-ট অলুক্‌স°। গো মধ্যে বিচরণ।

গোযুযুধ্ (ত্রি) গোষু যুধ্যতে ইতি যুধ্-কিপ্ অলুক্‌স°। যে গোবিষয়ক বা গোর জন্য যুদ্ধ করে।

"বাজিন্তরং গোযুযুধং নৃষাহে জেতসা সাতৌ।" (ঋক্ ১।১১২।২২)

'গোযুযুধং গোবিষয়ং যুদ্ধং কুর্ব্বন্তং' (সায়ণ।)

গোযুক্তিন্ (পুং) একজন ঋষি।

গোমেধা (স্ত্রী) গোরিব মেধ উৎসেধো যস্যাঃ বহুব্রী। পূর্ব্ব-পদাৎ ষত্ব°। দূর্ব্বাঙ্কণা স্ত্রী।

"বিষপদীঃ বৃষদন্তীঃ গোমেধাং বিধমামৃত।" (অথর্ব্ব ১।১৮৪)

গোষ্টানদী, মান্দ্রাজের গোদাবরী জেলার অন্তর্গত নদীবিশেষ। কেহ কেহ ইহাকে গোস্তনী অর্থাৎ গো দুগ্ধে প্রবাহিত নদী বলিয়া মনে করে। ইহার জল হিন্দুদিগের অতি পবিত্র। বায়ুপুরাণীয় গোস্তনীমাহাত্ম্যে ইহার পবিত্রতার কথা বর্ণিত আছে। এই নদীতে চাষ বাসের জন্য খাল কাটা হইয়াছে।

গোষ্টোম (পুং) গোসংজ্ঞঃ স্তোমোঽত্র বহুব্রী, ষত্ব। ১ স্তোমবিশেষ, উক্থস্থিত কতকগুলি মন্ত্র। ২ একাহসাধ্য যাগবিশেষ। এই যাগে গোষ্টোম মন্ত্র আছে বলিয়া যাগের নাম গোষ্টোম হইয়াছে। (ঐত° ব্রা° ৪।১৫, তাণ্ড° ব্রা° ৪।১।৭-৮)

গোষ্ঠ (ক্লী) গাবস্তিষ্ঠন্ত্যত্র গো-স্থা-ক। ১ যেখানে গো প্রভৃতি পশু রাখে, রাত্রিকালে যে স্থান পশুপাল রুদ্ধ করিয়া রাখা যায়, চলিত কথায় গোঠ বলে।

"গোষ্ঠেষু গোষ্ঠিকৃতম গুলাসনান্।" (মাঘ)

(ক্লী) গোষ্ঠী বহুজনাঃ কর্ত্তব্যা অস্যাঃ গোষ্ঠী-অচ্। ২ শ্রাদ্ধবিশেষ, বহুজনসাধ্য শ্রাদ্ধ, গোষ্ঠীশ্রাদ্ধ।

"পিত্রো ষদিতমিত্যেব বাচ্যং গোষ্ঠেতু সুশ্রুতম্।

সম্পন্নমিত্যভ্যুদয়ে দৈবে রুচিতমিত্যপি॥" (মনু ৩।২৫৪)

গোষ্ঠজ (ত্রি) গোষ্ঠে জায়তে গোষ্ঠ-জন-ড। ১ গোষ্ঠজাত, যাহা গোষ্ঠে উৎপন্ন হয়। (পুং) ২ একজন ব্রাহ্মণ।

গোষ্ঠপতি (পুং) গোষ্ঠস্য পতিঃ ৬তৎ। গোষ্ঠের অধ্যক্ষ।

গোষ্ঠশ্ব (পুং) গোষ্ঠে শ্বা সমাসে অচ্ (অচতুরবিচতুরেত্যাদি। পা ৫।৪।৭৭।) ১ গোষ্ঠে অবস্থিত কুকুর। ২ পরহিংসক, যে কেবলমাত্র আপনার গৃহে বসিয়াই পরের হিংসা করে। (ত্রিকা°)

গোষ্ঠাশ্বন্ (পুং) গোষ্ঠস্য শ্বা ৬তৎ। পুরুষে সন সমাসান্তাচ্ প্রত্যয়। [গোষ্ঠশ্ব দেখ।]

গোষ্ঠাগার (ক্লী) গোষ্ঠ্যা সভায়া বহুজনস্থানস্য আগারং ৬তৎ। ১ সভাগৃহ। ২ যে গৃহে বহুজন একত্র বাস করে। গোষ্ঠস্য গোপ্রচারস্থানস্য আগারং ৬তৎ। ৩ গোপ্রচার স্থানের গৃহ।

গোষ্ঠাধ্যক্ষ (পুং) গোষ্ঠস্যাধ্যক্ষঃ ৬তৎ। গোষ্ঠপতি।

গোষ্ঠান (ক্লী) গোঃ স্থানং ৬তৎ, পূর্ব্বপদাৎ ষত্ব। গোপ্রচার স্থান, গোষ্ঠ। "ব্রজং গচ্ছ গোষ্ঠানং।" (বাজসনেয়° ১।২৫) লৌকিক প্রয়োগে ষত্ব হয় না।

গোষ্ঠাষ্টমী (স্ত্রী) [গোপাষ্টমী দেখ।]

গোষ্ঠি (স্ত্রী) গাবো বাগ্‌বিশেষাস্তিষ্ঠন্ত্যত্র স্থা বাহুলকাৎ কিঃ, ৬তৎ। ১ গোষ্ঠী শব্দার্থ। ২ পরস্পরসংলাপ।

"আলস্যং মদমোহৌচ চাপলং গোষ্ঠিরেব চ।

স্তব্ধতা চাভিমানিত্বং তথা ত্যাগিত্বমেব চ॥

অত্র বৈ সপ্তদোষাঃ স্যুঃ সদা বিদ্যার্থিনাং মতাঃ॥"

(ভারত ৫। ১৫। ৬২।)

গোষ্ঠিক (ত্রি) গোষ্ঠ্যাং ভবঃ গোষ্ঠী ঠক্‌ন্। গোষ্ঠী সম্বন্ধীয়।

গোষ্ঠী (স্ত্রী) গাবোঽনেকা বাচ তিষ্ঠন্ত্যত্র স্থা-ক-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ সভা।

"তত্র গোষ্ঠীষু রথ্যাসু নিত্যপ্রত্রজিতেষু চ।" (ভারত ৪।৬ অঃ)

২ পরস্পরালাপ। "গোষ্ঠী সুখমনুভবন্তস্তিষ্ঠন্তি।" (হিতোপ°)

৩ পোষ্যবর্গ। "বিষং গোষ্ঠী দরিদ্রস্য।" (চাণক্য°) ৪ সমূহ। কোন কোন স্থলে সভা বুঝাইতে পুংলিঙ্গে গোষ্ঠী শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। "সমুদ্ধৃতান্ পর্ব্বতসন্নিরোধান্ গোষ্ঠান্ হরীণাং গিরিসেতুমালাঃ।" (ভারত ৩।২৭৭ অঃ)

গোষ্ঠীপতি (পুং) গোষ্ঠ্যাঃ পতিঃ ৬তৎ। ১ বহু পোষ্যবর্গের প্রতিপালক। ২ সভাপতি বা সমাজপতি।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলাচার্য্যকারিকায় লিখিত আছে—

"কুলীনাঃ শ্রোত্রিয়াঃ সর্ব্বে যস্যান্নং ভুঞ্জতে মুহুঃ।

কুলীনায় সুতাং দত্বা স গোষ্ঠীপতিরুচ্যতে॥"

কুলীন ও শ্রোত্রিয়গণ সর্ব্বদাই যাহার অন্ন ভোজন করে, যে ব্যক্তি সমস্ত কন্যাই কুলীনকে দান করেন, তাঁহাকে গোষ্ঠীপতি বলে।

গোষ্ঠীপতির লক্ষণ—নানাশাস্ত্রবিশারদ, রসিক, কাব্যানুরাগী, নির্দোষ, কুলভূষণ, কুলজ্ঞ ও ভাগবতকথাশ্রবণপরায়ণ।

কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে লিখিত—গাঙ্গুলীবংশে লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার, মুখুটিবংশে মদন ভট্টাচার্য্য, পরে ঐবংশে গন্ধর্ব্ব-রায়, বন্দ্যবংশে শুভরাজখান এবং চট্টবংশে অনন্ত ভট্টাচার্য্য এই পাঁচজন প্রাচীন গোষ্ঠীপতি। এখন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অনেক গোষ্ঠীপতি দৃষ্ট হয়।

পাশ্চাত্য বৈদিকের মধ্যে হরিহরের সন্তানেরা গোষ্ঠীপতি পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থদিগের কুলাচার্য্যকারিকার মতে কায়স্থগোষ্ঠীপতির লক্ষণ—

নীতিজ্ঞ, কুলকর্তা, মান্যগণ্য, ধার্ম্মিক, কুলীনপ্রতিপালক, কুলমর্য্যাদাকারী, দাতা, সদ্বংশীয় ও সন্মৌলিক।

কায়স্থকুলীনগণের কুলাচার্য্যগ্রন্থে এই সকল গোষ্ঠীপতির নাম আছে।—

প্রথম ১২শ পর্য্যায়ে সুবুদ্ধিখাঁর পুত্র শ্রীমন্ত রায়, ১৩শ পর্য্যায়ে পুরন্দর খাঁ, ১৪শ পর্য্যায়ে তৎপুত্র কেশবখাঁ, ১৫শ পর্য্যায়ে কেশবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণবিশ্বাসখাস, ১৬শ পর্য্যায়ে দয়ারাম পাল, ১৭শ পর্য্যায়ে তৎপুত্র রামভদ্রপাল, ১৮শ পর্য্যায়ে তৎপুত্র, ১৯শ পর্য্যায়ে পালবংশীয় কন্যা বিবাহ করিয়া শ্রীমন্ত কিঙ্করসেন, ২০শ পর্য্যায়ে, কিঙ্করসেনের বংশীয় কন্যা বিবাহ করিয়া গোপীকান্তসিংহ চৌধুরী, ২১শ পর্য্যায়ে গোপীকান্তবংশীয় রামকান্তসিংহ ২২শ পর্য্যায়ে রামকান্তবংশীয় কন্যার সহিত নিজ দত্তকপুত্র গোপীমোহনের পুত্র রাধাকান্তের বিবাহ দিয়া রাজা নবকৃষ্ণ ২৩শ পর্য্যায়ে রাজা গোপীমোহন, ২৪শ পর্য্যায়ে তৎপুত্র পরম পণ্ডিত রাজা রাধাকান্তদেব গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন।

গৌড়বংশাবলীপাঠে জানা যায় যে—

বঙ্গজ কায়স্থদিগের মধ্যে চন্দ্রদ্বীপের বসুবংশীয় রাজগণ বরাবর সমাজপতি ও গোষ্ঠীপতি ছিলেন। তৎপরে বসুবংশীয় শেষরাজা প্রেমনারায়ণের কোন পুত্রাদি না থাকায় তাঁহার দৌহিত্র উদয়নারায়ণ এবং তদ্বংশধরগণই চন্দ্রদ্বীপের রাজা ও বঙ্গজ কায়স্থগণের গোষ্ঠীপতি হইয়া আসিতেছেন।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের মধ্যে রাজা বল্লালসেনের সমসাময়িক করাতিয়া বালিসিংহের বংশধর রাজা লক্ষ্মীধর প্রথমে "কায়স্থগুরু" বা সমাজপতি হইয়াছিলেন। এই বংশে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। [গঙ্গাগোবিন্দসিংহ দেখ।] রাজা লক্ষ্মীধরের বংশীয় প্রধান ব্যক্তি সমাজপতি বা গোষ্ঠীপতি হইয়া থাকেন। কিন্তু নানা স্থানের উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থবংশীয় রাজগণ এখন আপনাদিগকে সেই সেই সমাজের সমাজপতি বা গোষ্ঠীপতি বলিয়া পরিচয় দেন।

বৈদ্যকুলতিলক ভরতমল্লিকের কুলপঞ্জিকা মতে—বিনায়কসেনই প্রথম গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। এই বংশধরগণ বরাবর গোষ্ঠীপতি ছিলেন, শেষে ঢাকার নবাব রাজবল্লভ ও তদ্বংশীয় প্রধান ব্যক্তি গোষ্ঠীপতি হন। [কুলীন শব্দ দেখ।]

গোষ্ঠেক্ষেড়িন্ (পুং) গোষ্ঠে ক্ষেড়তে ক্ষিড়-ণিন্ পাত্রে সমিতাদিত্বাৎ অলুক্‌স°। প্রগল্ভ।

গোষ্ঠেগল্ভ (পুং) গোষ্ঠে গল্ভতে গর্ব্বং করোতি গল্ভ অচ্। পাত্রে সমিতাদিত্বাদলুক্‌স°। প্রগল্ভ।

গোষ্ঠেপটু (ত্রি) পাত্রে সমিতাদিত্বাদলুক্‌স। প্রগল্ভ।

গোষ্ঠেপণ্ডিত (ত্রি) পূর্ব্ববৎ অলুক্‌স°। প্রগল্ভ।

গোষ্ঠেপ্রগল্ভ (ত্রি) পূর্ব্ববৎ অলুক্‌স°। প্রগল্ভ, যে সভাস্থলে প্রগল্ভতা প্রকাশ করে।

গোষ্ঠেশয (ত্রি) গোষ্ঠে গোস্থানে শেতে শী-অচ অলুক্‌স°। যে ব্যক্তি গোব্রত অনুষ্ঠানের জন্য গোষ্ঠে শয়ন করেন।

"পঞ্চগব্যং পিবেদ্‌গোঘ্নো মাসমাসীত সংযতঃ।
গোষ্ঠেশয়ো গোঽনুগামী গোপ্রদানেন শুধ্যতি।" (যাজ্ঞবল্ক্য)

গোষ্ঠেশূর (পুং) অলুক্‌স°। প্রগল্ভ।

গোষ্ঠ্য (ত্রি) গোষ্ঠে ভবঃ যৎ। ১ গোষ্ঠে পশু। (পুং) ২ রুদ্রবিশেষ। "নমো ব্রজ্যায় চ গোষ্ঠ্যায় চ।" (শুক্লযজু° ১৬।৪৪)
"গাবস্তিষ্ঠন্তি যত্রৈত তদ্‌গোষ্ঠং তত্র ভবো গোষ্ঠ্যস্তস্মৈ।" (মহীধর)

গোষ্পদ (ক্লী) গোঃ পদং ৬তৎ, গাবঃ পদ্যন্তে গচ্ছন্তি যস্মিন্ দেশে গো পদ-অপ্ ইতি বা ততস্তত্র সুট্‌বিধেঃ। (গোষ্পদং সেবিতাসেবিতপ্রমাণেষু। পা ৬।১।১৪৫।) ১ গোরুর খুরচিহ্ন-পরিমিত স্থান।

"তীর্ত্বা দ্রাগর্ণবং তীব্রং কণপাতালসম্ভবম্।
মা নিমজ্জস্ব সগণঃ শল্যমাসাদ্য গোষ্পদম্।" (ভারত ৯।৭।৩৭,)

২ গোপদজাত গর্ত্ত। ৩ গোসেবিত স্থান যে স্থানে সর্ব্বদা গোরুর যাতায়াত আছে। ৪ গো কর্ত্তৃক অসেবিত স্থান, যে স্থানে গোরুর গমনাগমন নাই। ৫ প্রভাসক্ষেত্রস্থিত একটী তীর্থ। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, সরস্বতী প্রভাসে পাঁচটী স্রোতে প্রবাহিত। সরস্বতীর পঞ্চম স্রোত ও ত্রস্তমতীর তীর উভয়ের মধ্যে গোষ্পদ নামক তীর্থ। এই তীর্থ দর্শন ও এখানে স্নানাদি করিলে সকল পাপ নাশ হয়। পূর্ব্বকালে এই তীর্থ কদগয়া নামে প্রসিদ্ধ ছিল। কালক্রমে ইহার নাম গোষ্পদ হইয়াছে। ক্ষীরোদসমুদ্র মথিত হইলে যে কয়টী লোকমাতা গাভী উৎপন্ন হয়, এক সময়ে তাহারা তীর্থ ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিল। দেবগণ ইহাদের তীর্থযাত্রার অনুগামী হইয়াছিলেন। গাভীরা অনেক তীর্থপর্য্যটন করিয়া কদগয়ায় উপস্থিত হইলে তাহাদের মধ্যে প্রধানা নন্দিনী একটী পা একখানি শিলাফলকে রাখিয়া যায়। নন্দিনী দেবগণকে ডাকিয়া বলিল, "তোমরা দেখ, আমার পা শিলাফলকে বসিয়া গেল, ইহার চিহ্ন ঠিক যেন গগনাঙ্গনে উদিত চন্দ্রবিম্ব। দেবগণ! আমার আদেশমতে ত্রিলোক আজ হইতে এই তীর্থকে গোষ্পদ নামে উল্লেখ করিবে। নন্দিনীর আদেশে সেই দিন হইতেই উহার নাম গোষ্পদ হইয়াছে, কদগয়া নাম একেবারেই বিলুপ্ত। (স্কন্দপুরাণ—প্রভাসখণ্ড)

গোষ্পদীকৃত (ত্রি) গোষ্পদ-চ্বি। যাহাকে গোরুর খুরচিহ্নের তুল্য করা হইয়াছে। "গোষ্পদীকৃতসাগরং" (উদ্ভট)

গোস (পুং) গাং জলং স্যতি সো-ক। ১ বোল, কারজল। ২ উষঃকাল। ৩ প্রভাত, প্রাতঃকাল। (মেদিনী)

গোসখি (পুং) গোঃ সখা অস্ত বহুব্রী বিকল্পে যত্বাভাবঃ। গোরুতে যাহার সখ্যতা করে। [গোষখি দেখ।]

গোসগৃহ (ক্লী) শয়নগৃহ।

গোসখ্য (পুং) গাঃ সঙ্কটে গো-সম চক্ষ ক (সমি খ্যঃ। পা ৩।২।৭) শপথ্যশব্দ। (চক্ষিঙঃ খ্যাঞ্। পা ২।৪।৫৪) গোপ। "গোসখ্য আসং কুরুপুঙ্গবানাং।" (ভারত ৪।১০ অঃ)

গোসত্র (পুং) গোভিঃ কৃতং সত্রঃ। যজ্ঞবিশেষ। গবাময়ন যজ্ঞ। [গবাময়ন দেখ।]

গোসদৃক্ষ (পুং স্ত্রী) গোঃ সদৃক্ষঃ ৬তৎ। পশুবিশেষ, গবয়। (ত্রি) ২ গোসদৃশ, গোতুল্য। গোসদৃশ প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

গোসনি (ত্রি) গাং সনোতি দদাতি সন-ইন্ পক্ষে যত্বাভাবঃ। [গোষণি দেখ।]

গোসন্দায় (ত্রি) গাঃ সন্দদাতি গো-সম্-দা-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩। ২। ১।) যে গোদান করে, গোদাতা। (সিং কৌং)

গোসম্প্রদায় (ত্রি) গাং সম্প্রদদাতি গো-সং প্র-দা-অণ্। গোদাতা।

গোসম্ভবা (স্ত্রী) গোরিব সম্ভবো লোমাদিরূপাকৃতি র্যস্যাঃ বহুব্রী। ১ শ্বেতদূর্ব্বা। (রাজনিং) (ত্রি) সম্ভবত্যস্মাৎ সং-ভূ অপাদানে-অপ্ গোঃ সম্ভব উৎপত্তিস্থানং যস্যাঃ বহুব্রী। ২ গোজাত, যাহা গোরু হইতে উৎপন্ন হয়।

গোসর্গ (পুং) গাবঃ সৃজ্যন্তে যত্র কালে সৃজ আধারে ঘঞ্। ১ বনগমনের জন্য গোমোচনের কাল, প্রাতঃকাল।

'গোসর্গে চাদ্ধরাত্রেচ তথা মধ্যন্দিনেষু চ।"

(সুশ্রুত, চিকিঃ ২৪ অঃ)

গোসর্প (পুং স্ত্রী) গৌরিব সর্পঃ। গোধা, গোসাপ।

গোসব (পুং) গৌঃ সূয়তে হিংস্যতেঽত্র গো সূ-আধারে অপ্। যজ্ঞবিশেষ। [গোমেধ দেখ।]

গোসশশ (পুং) গোস এব শশঃ তত্তুল্যঃ। বোল। (রায়মুকুট)

গোসহস্র (ক্লী) গবাং সহস্রং দাতব্যতয়া যত্র বহুব্রী। তুলাপুরুষ প্রভৃতি ষোলটী মহাদানের অন্তর্গত একটী মহাদান। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, পুণ্যতিথি, যুগাদি বা মন্বন্তরে এই দান করিতে হয়। তুলাপুরুষদানের ন্যায় সর্ব্ব প্রথমে লোকপালগণকে আবাহন করিবে এবং সেই নিয়মে পুণ্যাহবাচন ও হোম করিতে হয়। ঋত্বিক্ মণ্ডপ-সজ্জা, ভূষণ, আচ্ছাদন প্রভৃতি ও লক্ষণযুক্ত একটী বৃষের বেদি মধ্যে অধিবাস করিবে। বেদির বাহিরে এক সহস্র গোরু, বস্ত্র ও মালাদ্বারা ভূষিত করিবে। ঐ গোরুগুলির শৃঙ্গ স্বর্ণময় ও খুরগুলি রৌপ্যময় করিবে। পরে ঐ গোরু হইতে দশটী গোরু মণ্ডপ মধ্যে লইয়া যাইয়া বস্ত্র ও মাল্য দ্বারা ভূষিত করিবে। সুবর্ণনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ঘণ্টা, কাংস্য-নির্ম্মিত দোহন, সুবর্ণতিলক, হেমপট্ট কৌশেয় বস্ত্র, মাল্য, গন্ধ, হেমরত্নময় শৃঙ্গ, চামর, পাদুকা, জুতা, ছত্র ও আসন এই সকল দ্রব্য গোরুর সহিত দিতে হয়। দশটী গোরুর মধ্যে একটী কাঞ্চনময় নন্দিকেশ্বর থাকিবে। তাহাকেও কৌশেয় বস্ত্রাদি দ্বারা সুশোভিত করিবে। এই প্রকারে বৃষ ও গাভীর অধিবাস করিয়া পরে পুণ্যকাল উপস্থিত হইলে সর্ব্বৌষধিজলে স্নান ও কুসুমাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্রগুলি পাঠ করিবে। মন্ত্র যথা—

"নমোঽস্তু বিশ্বমূর্ত্তিভ্যো বিশ্বমাতৃভ্য এব চ।
লোকাধিবাসিনীভ্যশ্চ রোহিণীভ্যো নমোনমঃ॥
গবামঙ্গেষু তিষ্ঠন্তি ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
ব্রহ্মাদয়স্তথা দেবা রোহিণ্যঃ পান্তু মাতরঃ॥
গাবো মে অগ্রতঃ সন্তু গাবঃ পৃষ্ঠত এবচ।
গাবঃ শিরসি মে নিত্যং গবাং মধ্যে বসাম্যহং॥
যস্মাত্ত্বং বৃষরূপেণ ধর্ম্ম এব সনাতনঃ।
অষ্টমূর্ত্তেরধিষ্ঠানমতঃ পাহি সনাতন॥"

এই সকল মন্ত্রপাঠ করিয়া নন্দিকেশ্বরটী গুরুকে দান করিবে। ইহার সহিত একটী গাভী ও নানাবিধ উপকরণও দিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত দশক হইতে এক একটী গোরু ঋত্বিক্দিগকে দান করিবে এবং ঋত্বিক্ ও গুরুর অনুমতি লইয়া অপর ব্রাহ্মণগণকে এক একটী করিয়া গোরু দান করিবে। একজনকে দুইটী দান করিতে নাই। এই দান করিবার পূর্ব্বে তিন দিন ও অশক্তপক্ষে একদিন কেবল দুধ খাইয়া থাকিতে হয়। অপরাপর দানাদির ন্যায় ইহার পূর্ব্বেও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, শিবাদিপূজা ও ঋত্বিক্ প্রভৃতির বরণ করিতে হয়। এইরূপে গোসহস্র দান করিলে সকল পাপ নাশ হয়। যিনি এই নিয়মে গোসহস্র দান করেন, কিঙ্কিণী-জাল-পরিবৃত সূর্য্যবর্ণ রথে আরোহণ করিয়া লোকপালগণের লোকে যাইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে পারেন। এক মন্বন্তর পর্য্যন্ত তথায় পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত থাকিয়া শিবপুরে গমন করেন। তাঁহার পিতৃকুলের একাধিক এক-শত পুরুষ এবং মাতামহকুলেরও একাধিক একশত পুরুষ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। তিনি শতকল্প পর্য্যন্ত শিবলোকে বাস করিয়া ভূমণ্ডলে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারেন এবং এই জন্মে শিবভক্ত হন। শত অশ্বমেধ ও বৈষ্ণবযোগ অবলম্বন করিয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। যে গো সহস্র দান করে, সকল পিতৃলোক

তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। পিতৃলোকবাসী পিতৃগণ গোসহস্রদাতার প্রশংসার জন্য সর্ব্বদাই এই শ্লোক দুইটী পাঠ করেন।

"অপি স্যাৎ স কুলেহস্মাকং পুত্রো দৌহিত্র এব চ।
গোসহস্রপ্রদো ভূত্বা নরকাদুদ্ধরিষ্যতি॥
তস্য কর্ম্মকরো বা স্যাদপি দ্রষ্টা তথৈব চ।
সংসারসাগরাদস্মান্ যোহস্মান্ সংতারয়িষ্যতি॥"

এই গাথানুসারে বোধ হয় যে যে ব্যক্তি গোসহস্রদাতার ভৃত্য ও যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত গোসহস্র দান অবলোকন করে, তাহাদের পিতৃকুল এবং মাতৃকুলেরও উদ্ধার হইয়া থাকে। (মৎস্যপুরাণ ২৭৮ অঃ ও হেমাদ্রিদানখণ্ড)

আথর্ব্বণ গোপথব্রাহ্মণে এইরূপ গোসহস্রবিধি লিখিত আছে—গোষ্ঠ প্রাঙ্গণের নিকটবর্ত্তী একটী স্থান পরিষ্কার করিয়া কতকগুলি পুরাতন জ্বালানি কাঠ রাখিবে। পরে যথাবিধি অগ্নিস্থাপন করিয়া হোম করিবে। প্রথম "আ গাব" সূক্তদ্বারা ও তৎপরে "মহাত্রীণামবস্তু চক্ষুঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। অগ্নির পশ্চিমভাগে তীর্থোদকপরিপূর্ণ একটী কলসী স্থাপন করিয়া "অগ্নিঃসবো গার্হন" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া দশটী গাভী স্নান করাইবে। ইহার পরে অপর সহস্র গাভীকে অভ্যুক্ষণ করিয়া সেই গাভী স্নানজল "ইমমিন্দ্রং বর্দ্ধয় ক্ষত্রিয়ং ম" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক রাজাকে অভিষিক্ত করিতে হয়। ইহার পর "ইমা আপ" ইত্যাদি মন্ত্র পঞ্চক্রমে অঞ্জন, অভ্যঞ্জন ও অনুলেপন করিয়া সহস্রের প্রথমা গাভীটিকে অলঙ্কৃত করিবে। এবং "গাবো মা-মুপতিষ্ঠত প্রজাবতী সুযবসাৎ" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক গাভীটীকে ফিরাইয়া তাহার প্রিয়ভক্ষ্য দ্রব্য অর্পণ করিবে। সহস্রতমী গাভীটীকে স্পর্শ করিয়া "দ্বিতৃণময্যা" ইত্যাদি মন্ত্রটী জপ করিবে। "যথা গাবঃ পতিমা সবৎসম" এই মন্ত্রে অর্ঘ্যদান এবং পুনর্ব্বার গাভীস্পর্শ করিয়া "ভূমিষ্ট্বা পতি গৃহ্ণাতু" এই মন্ত্রটী সহস্রবার জপ করিতে করিতে ঐ গাভীটীর পৃষ্ঠে অনুগমন করিয়া ক্রমে সমস্ত গাভীর প্রদক্ষিণপূর্ব্বক নমস্কার করিবে ও ব্রাহ্মণদিগকে স্বস্তিবাচন করাইয়া অর্পণ করিবে। সহস্রতমী গাভীটী ও বস্ত্রযুগল এবং দক্ষিণার জন্য দশটী গাভী যাগকর্ত্তা ঋত্বিক্‌কে দিতে হয়। এইরূপে গো-সহস্রদান করিলে সপ্তপুরুষানুষ্ঠিত সপ্তজন্মের পাপনাশ হয়। (গোপথব্রা°) অপরাপর পুরাণেও ইহার বিধান আছে।

গবাং সহস্রং ৬তৎ। ২ হাজার গোরু।

গোসহস্রী (স্ত্রী) গোসহস্রং তদ্দানফলং বিদ্যতে অত্র গোসহস্র অচ্-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ মঙ্গলবারযুক্ত অমাবস্যা। মঙ্গলবারে অমাবস্যা হইলে তাহাকে গোসহস্রী বলে, এই দিনে গঙ্গাস্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়।

"অমাবাস্যা ভৌমবারেণ যদি ভূমিসুতস্য চ।
গোসহস্রফলং দদ্যাৎ স্নানমাত্রেণ জাহ্নবী।" (ব্যাস)

২ সোমবারযুক্ত অমাবস্যা। এই দিন অরুণোদয়কাল হইতে স্নানকাল পর্য্যন্ত মৌনী থাকিয়া স্নান করিলে গোসহস্রদানের ফল হয়।

"সিনীবালী কুহূর্ব্বাপি যদি সোমদিনে ভবেৎ।
গোসহস্রফলং দদ্যাৎ স্নানং যন্মৌনিনা কৃতম্॥"
(তিথ্যাদিতত্ত্বধৃত ব্যাস°)

গোসা (আরবী) ১ রাগ, ক্রোধ। ২ অভিমান। ৩ দুশ্চিন্তা। ৪ শোক।

গোসাঁই (দেশজ) সংস্কৃত গোস্বামিন্ শব্দের অপভ্রংশ। যিনি ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন তাঁহাকেই গোস্বামী বা গোঁসাই বলে। এদেশীয় বৈষ্ণবগণের প্রাচীন ভাষাগ্রন্থে "গোসাঞী" ও দাক্ষিণাত্যে "গোসাবি" নামে অভিহিত।

চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় হইতে জিতেন্দ্রিয় চৈতন্যপার্ষদ ও চৈতন্যভক্তগণ গোসাঁই আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইন্দ্রিয়জয়ী হউন বা নাই হউন নিত্যানন্দ সম্প্রদায় ও ইন্দ্রিয়পরবশ চৈতন্য-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণও এখন গোঁসাই বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন কিন্তু চৈতন্যদেবের সময়ে যে কেহ এই উচ্চপদ ব্যবহার করিতে পারিতেন না। এদেশীয় বৈষ্ণবগণের প্রাচীন কড়চা ও ভক্তিদিগ্‌দর্শনী পাঠে জানা যায় যে ছয় জন মাত্র গোস্বামী বা গোঁসাই আখ্যালাভ করিয়াছিলেন। এই ছয় জনের নাম—রূপ সনাতন, ভট্টরঘুনাথ, জীব, গোপালভট্ট ও রঘুনাথ দাস।

চৈতন্যভক্ত ছয় গোস্বামিগণের অনুকরণে ভারতের নানাস্থানে শৈব ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ গোস্বামী উপাধি ধারণ করেন। এখন তাঁহাদের বংশধরগণ নিতান্ত অনুপযুক্ত হইলেও ঐ উপাধি ব্যবহার করিতেছেন। ভারতের সকল প্রধান পুণ্যক্ষেত্র, তীর্থস্থান ও মহানগরে উক্ত গোসাঁইদিগের আখড়া বা মঠ আছে। গোসাঁইদিগের চিরদিন অবিবাহিত থাকিবার অথবা সংসারনির্লিপ্ত থাকিবার কথা কিন্তু এখনকার গোসাঁইগণ এ নিয়ম আদৌ পালন করেন না। বঙ্গ ও উত্তর ভারতে যাহারা মঠ বা আখড়ার মোহান্ত, এরূপ গোস্বামিগণ প্রায় অবিবাহিত থাকেন।

দাক্ষিণাত্যের গোসাবিরা একটী পৃথক্ জাতি হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা সকল বর্ণের লোককেই কিছু অর্থ পাইলে নিজ দলভুক্ত করিয়া লইতে পারে। ইহাদের মধ্যে কেহ

ক্ষত্রিয়, কেহ বা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়। মহারাষ্ট্রবীর মাধাজী সিন্ধিয়ার অভ্যুদয়কালে ইহারা অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। পেশবার অনেক গোসাবিসৈন্য ছিল। এখন মহারাষ্ট্রের গোসাবিরা সৈনিক কার্য্য ছাড়া গুরুগিরি, মহাজনী প্রভৃতি সকল কার্য্যই করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে দুই একজন যথার্থ সাত্বিক লোকও আছে, কিন্তু অধিকাংশই লম্পট ও মূর্খ, তাহাদের রমণীগণও পরপুরুষপ্রিয়। মাল্যপরিবর্ত্তন দ্বারাই ইহাদের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। শোলাপুরে গোসাবিদিগের মধ্যে গিরি, পুরী, ভারতী, তীর্থাশ্রম, সরস্বতী, সাগর, বাণকাটে ও বঞ্জারণ নামে শ্রেণী বিভাগ দেখা যায়। ধারবার অঞ্চলে গিরি, পুরী, ভারতী ও বাণ এই চারিশ্রেণী দৃষ্ট হয়। গিরি ও বাণশ্রেণীর মধ্যে অনেকেই বিবাহ করে না। এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। বঙ্গদেশের গোসাইগণ যেমন কণ্ঠী ধারণ করেন, দাক্ষিণাত্যের অনেক গোসাবি সেইরূপ রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়া থাকে। গোসাবিরা অনেকেই হনুমানভক্ত, সর্ব্বদাই সঙ্গে একটী লিঙ্গ ও হনুমান্ মূর্ত্তি রাখে। কেহ গোসাবি হইতে চাহিলে তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহার কর্ণে "ওম্ সোহহম্" এই মন্ত্র দেয়া থাকে। জাতিভেদের দলাদলি ইহাদের মধ্যে নাই।

গোসাঁই আনন্দকৃষ্ণব্রাহ্মণ, একজন বিখ্যাত কবি ও পণ্ডিত। ইনি পারসী ভাষায় ৪০০০০ বয়েতে সপ্তকাণ্ড-রামায়ণ, ১২০০০ পারসি বয়েতে মৎস্যপুরাণ এবং মিতাক্ষরার পারসী অনুবাদ রচনা করেন। ইনি নিজ অনুবাদে এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

শাহজহানাবাদে তাঁহার জন্ম হয়, ১৮৩৫ সম্বতে কাশীধামে আসেন এবং ১৮৮৭ সম্বতে জোনাথন ডঙ্কন সাহেবের অনুরোধে রামায়ণ অনুবাদ করেন।

গোসাঁইকবি, রাজপুতনার একজন বিখ্যাত কবি। ইহার দোহা রাজপুতসমাজে বিশেষ সমাদৃত।

গোসাঁইগঞ্জ, লক্ষ্ণৌজেলার অন্তর্গত একটী নগর। অমেথি দীনগুরনগর হইতে ৩ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে ও লক্ষ্ণৌ নগর হইতে সুলতানপুর যাইবার পথে অবস্থিত। হিম্মতগিরি গোঁসাই ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপন করেন। এখানে একটী সুবৃহৎ মৃত্তিকানির্ম্মিত কেল্লার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। এখানকার লোকেরা একটী প্রাচীন মূর্ত্তিকে চতুর্ভুজ দেবী বলিয়া পূজা করিয়া থাকে।

উক্ত রাজা ১০০০ অশ্বারোহী রাজপুতসেনার নায়ক ছিলেন এবং সৈন্যের বেতনস্বরূপ অমেথি পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এককালে তাঁহার প্রভূত ক্ষমতা ছিল। বক্সার যুদ্ধের পর নবাব সুজা উদ্দৌলা ইংরাজভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার নিকট আশ্রয় চাহেন। তিনি তাঁহাকে নিজ দুর্গে প্রবেশ করিতে দেন নাই। নবাব ও ইংরাজে সন্ধি স্থাপিত হইলে রাজা নিজ জন্মভূমি ছাড়িয়া পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। এখানে তিনি ইংরাজ কর্ত্তৃক একটী ক্ষুদ্র জায়গীর পাইয়াছিলেন।

নগরটী বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। পথ ঘাট পরিষ্কার করিতে যে ব্যয় হয়, তাহা প্রত্যেক বাটী হইতে কর স্বরূপ আদায় হইয়া থাকে। কানপুর ও লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত সমান রাস্তা থাকায় এখানকার বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা আছে। এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উৎসব উপলক্ষে বৎসরে দুইবার মেলা হয়, তাহাতে এখানে পাঁচসাত হাজার লোক আসিয়া থাকে।

গোসাঁপ (গোসর্প শব্দজ) গোসর্প। [গোসাপ দেখ।]

গোসাদ (ত্রি) গাং সাদয়তি গো সদ্-ণিচ্-অণ্ উপ° স°। গোচালক, যে গোরু চালায়। এই শব্দের পূর্ব্বপদ প্রকৃতিস্বর হইয়া থাকে। (গোঃ সাদসাদিসারথিষু। পা ৬।২।৪১)

গোসাদিন্ (ত্রি) গাং সাদয়তি সদ্-ণিচ্-ণিনি উপ°। গোসারথি, গোচালক। ●। গোসাদিন্ শব্দ পূর্ব্বপদ প্রকৃতিস্বর হয়।

গোসাপ, সরীসৃপ বিশেষ। বাঙ্গালায় গোসাপ বা গুঁইসাপ বলে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—গোধা, গোধি, নিহিকা, গোধিকা, দারুমুখ্যাহ্বা। হিন্দিভাষায় গোহী এবং ইংরাজীতে ইগুয়ানা (Iguana) বলে।

বাঙ্গালাদেশে (Varanus flavescens, V. dracaena ও V. nebulosus) তিন জাতীয় গোসাপ আছে। (শেষোক্ত) দুই জাতি আগ্রা অঞ্চলে দেখা যায়। (V. Dumerilii) ভুমড়ি জাতি লম্বে ৭ ফিট হইয়া থাকে। ইহারা রাত্রিকালে শৃগালের মত পালিত পক্ষ্যাদি খাইবার জন্য গৃহস্থের বাটীর মধ্যে আসিয়া থাকে। পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জে বাসিলিস্কনামক (Basaliscus Amboiensis) এক জাতীয় গোসাপ দেখা যায়। মলয়বাসীরা ইহাকে "বিয়াবক" বলে। ইহাদের আকার ঠিক ছানা কুম্ভীরের মত এবং কতকাংশে চতুষ্পদ নকুলজাতির সৌসাদৃশ্য আছে। ভারতবর্ষে ভগ্নবাটী, পুরাতন প্রাচীর ও বনের মধ্যে গোসাপদিগের বাস। ইহারা সাধারণতঃ ৪ ফিট লম্বা হইয়া থাকে। ইহাদের লেজ লম্বা, গোলাকার ও মধ্যস্থলে কথঞ্চিৎ উচ্চ। পিঠে, লেজে ও গলায় কুম্ভীরের গায়ের মত কাঁটা আছে। সমস্ত গাত্রাবরণই উজ্জ্বল আঁইষে ঢাকা। কোন কোন মুসলমান ও

গোহ (পুং) গুহত্যেত্র গুহ আধারে ঘঞ্ বাহুলকাৎ উপধাভাবঃ। গৃহ। অগ্নিযোনিজন্ত গোহে। (ঋক্৪।২১।৬।)

গোহত্যা (স্ত্রী) গোর্হননং গো-হন-ক্যপ্ তকারশ্চান্তাদেশঃ (হনস্ত চ। পা ৩।১।১০৮) লোকব্যবহারাৎ স্ত্রীত্বং ততষ্টাপ্। গোবধ। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে রাগ, দ্বেষ, ও অনবধানতায় স্বয়ং বা অপর দ্বারা প্রাণীর প্রাণ-বিয়োগের কারণ কোন ব্যাপার অনুষ্ঠান করিলে তাহাকে হনন বা বধ বলে।

"প্রাণবিয়োগফলকব্যাপারো হননং স্মৃতম্।

রাগাদ্দ্বেষাৎ প্রমাদাদ্বা স্বতঃ পরত এব বা ॥ (অগ্নিপু°)

শাস্ত্রকার ও সংগ্রহকারগণ জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত দুই প্রকার গোহত্যা নিরূপণ করিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি এইটা গোরু" এই প্রকার জানিয়া "আমি ইহাকে বধ করিব" এইরূপ ইচ্ছায় গোহত্যা করে, তবে তাহাকে জ্ঞানকৃত গোবধ বলে। আর গবয় ভাবিয়া বাস্তবিক গোরুকেই হনন করিলে কিংবা এইটী গোরু এইরূপ জ্ঞান থাকিতেও যদি বধ করিবার ইচ্ছা না থাকে, অথচ অন্য প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত কোন ব্যাপারে গোরু প্রাণ-ত্যাগ করে, তবে সেই স্থলে অজ্ঞানকৃত গোবধ হইয়া থাকে। এই গোহত্যা আবার সাক্ষাৎ ও পরম্পরাকৃত ব্যাপারভেদে দুই প্রকার। পাষাণ, লগুড়, শস্ত্র বা অন্য কোন প্রাণ-নাশক অস্ত্র দ্বারা বলপূর্ব্বক গোরু নিপাত করিলে তাহাকে সাক্ষাৎ গোবধ এবং অবরোধ বা বন্ধনাদি করিয়া রাখিলে যদি গোরু মরিয়া যায়, তবে তাহাকে পরম্পরাকৃত বা অসাক্ষাৎ গোবধ বলা হয়। গোহত্যায় যে সকল প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত আছে, সাক্ষাৎ বধে হত্যাকারীকে তাঁহার সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অসাক্ষাৎ গোবধে হত্যাকারীর পক্ষে স্থলবিশেষ এক চতুর্থাংশ কম, অর্দ্ধ বা এক চতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে। ইহাছাড়া গো-স্বামীভেদেও প্রায়শ্চিত্তের তারতম্য আছে। শাস্ত্রকারগণ যে প্রকারে গোপালনের বিধান নিরূপণ করিয়াছেন, সেই প্রকারে পালন করিলে অর্থাৎ পালনেরত্রুটিতে যদি গোরু মরিয়া যায়, তবে তাহাকে অপালন নিমিত্ত গোবধ বলে। (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব) [গোহত্যার প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্ত ও গোব্রত শব্দে দ্রষ্টব্য।]

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে অপর কতকগুলি ব্যাপারের গোহত্যা নামে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই ব্যাপারগুলিকে আতিদেশিকী গোহত্যা বা পারিভাষিক গোবধ বলে। "বিপ্র হত্যাশ্চ গোহত্যাঃ কিংবিধাশ্চাতিদেশিকীম্।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতি° ৩০। ১৫৬) ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে এই সকল ব্যাপার আতিদেশিকী গোহত্যা বলিয়া নিরূপিত। যথা—ভোজন বা জলপান করিতে উদ্যত গোরুর ভোজন বা জলপানের বিঘ্ন উৎপাদন, গোরু ও ব্রাহ্মণের মধ্য দিয়া গমন, গোশরীরে দণ্ডাঘাত, বৃষচালনা, উচ্ছিষ্ট দ্রব্য গোরুকে খাইতে দেওয়া, বৃষবাহকগণের পৌরোহিত্য বা যাজন, বৃষলীপতির অন্ন-ভোজন বা যাজন, আগুনে পদার্পণ, পা দিয়া গোতাড়ন, মলের পরে পাদপ্রক্ষালন না করিয়া গৃহে প্রবেশ, শুষ্কপাদে অর্থাৎ পা দুখানি জলার্দ্র না করিয়া ভোজন, ভিজা পায়ে শয়ন, নিষ্ঠাপর ব্রাহ্মণের দিনের মধ্যে দুইবার ভোজন, অবীরা স্ত্রীলোকের অন্নভক্ষণ, যোনি-ব্যবসায়ে জীবিকা-নির্ব্বাহ, সন্ধ্যা না করা, পর্ব্বকালে পিতৃগণ ও পুণ্যতিথিতে দেবতাগণের অর্চ্চনা না করা, অতিথি সেবা না করা, আপনার স্বামী ও কৃষ্ণে ভেদজ্ঞান, (বোধ হয় এই কথাটী বৈষ্ণবকুলকামিনীগণের প্রতি,) কটুবাক্যে স্বামীর তাড়না, গোমার্গখনন, তড়াগ বা তাহার উচ্চদেশে শস্য-বপন, অর্থলোভে বা অজ্ঞানে গোবধ প্রায়শ্চিত্তের ব্যতিক্রম, গোরুকে রীতিমত পালন না করা, গোরুকে কোন প্রকার দুঃখ দেওয়া, প্রাণী, দেবপূজা, অনল, জল, নৈবেদ্য, পুষ্প ও অন্ন লঙ্ঘন, নাস্তিকবাদ, মিথ্যাকথা বলা, প্রতারণা, দেবতা বা গুরুদ্বেষ; দেবপ্রতিমা, গুরু বা ব্রাহ্মণ দিগকে নমস্কার না করা, এই ব্যাপারগুলিকে আতিদেশিকী গোহত্যা বলে। (ব্রহ্মবৈ° প্রকৃতি° ৩০। ১৫৯—১৮১)

স্থলবিশেষে গোহত্যা বিধেয় কি না, ইহার বিচার উপস্থিত হইলে হিংসার বিধেয়তা ও অবিধেয়তা জানা আবশ্যক।

হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের মতে হিংসামাত্রই পাপজনক ও অবিধেয়। প্রাণীহিংসায় ইহকালে নরকযন্ত্রণা ভোগ হইয়া থাকে। এই কারণে প্রাচীন সামাজিক নিয়মকর্ত্তা বা ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা আর্য্যগণ "মাহিংসীঃ পুরুষং জগৎ" এই যজুর্ব্বেদীয় উপদেশবাক্য অবলম্বন করিয়া নানাবিধ শাস্ত্রে হিংসার অবিধেয়তা এবং হিংসাকারীগণের ইহকালে ও পরকালে যে সমস্ত অমঙ্গল হইয়া থাকে, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বেদ, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ ও উপপুরাণ প্রভৃতি সকল হিন্দুশাস্ত্রই হিংসা অবিধেয় বলিয়া স্বীকার করেন। ইহাতে কোন মতভেদ বা ব্যবস্থাভেদ লক্ষিত হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্রে ও বেদে যেরূপ হিংসার নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই প্রকার আবার স্থানবিশেষে কোন কোন হিংসার বিধানও আছে। যথা "অশ্বমেধেন যজেত স্বর্গকামঃ" অর্থাৎ স্বর্গকামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে ইত্যাদি। এইস্থলে একটী আপত্তি উঠিতে পারে

যে, বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে একবার হিংসার নিষেধ করিয়া আবার হিংসার বিধান করা হইয়াছে বলিয়া পরস্পর বিরোধ হইতে পারে। প্রাচীন ঋষিগণ উহার মীমাংসা এইরূপ করিয়াছেন যে, বিধিবাক্য দুই প্রকার সামান্য ও বিশেষ। কোন বিশেষ বাক্য না লইয়া যে বিধি বাক্য তাহাকে সামান্য এবং কোন বিশেষ স্থল বা বিষয়ের জন্য যে বিধি বাক্য তাহাকে বিশেষ বলে [সামান্য ও বিশেষ দেখ।]

সামান্য বিধি বিশেষ বিধির স্থল পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এই স্থলে "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" অর্থাৎ এই জগতের প্রাণীমাত্রকেই হিংসা করিও না। এইটী সামান্য বিধি ও "অশ্বমেধেন যজেত" এইটী বিশেষ বিধি। অতএব বিশেষ বিধির বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সামান্য বিধির প্রবৃত্তি হইলে এইস্থলে সামান্য বিধিবাক্যের এইরূপ অর্থ হইয়া থাকে। যথা অশ্বমেধ প্রভৃতি যাগে যে যে পশুহিংসার উল্লেখ আছে, তাহা ছাড়া অপর প্রাণীহিংসা করিবে না, তাহা হইলে আর পরস্পর বিরোধ থাকে না। যে কয়টী পশুহিংসার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে বৈধহিংসা এবং তদ্ভিন্ন হিংসাকে অবৈধ হিংসা বলে। বৈধহিংসার পাপ নাই তাহার প্রায়শ্চিত্তও নাই। শাস্ত্রে যে সকল পাপ বা প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত আছে তাহা অবৈধ হিংসায় ঘটিয়া থাকে। উপরে যে কয়টী লিখিত হইল, ইহা মীমাংসাদর্শনের মত, স্মৃতিসংগ্রহকারগণ এই মত অবলম্বন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ঐ মতটীই চলিতেছে। কিন্তু সাংখ্য ও পাতঞ্জল এরূপ স্বীকার করেন না, তাহাদের মতে বৈধহিংসারও পাপ হয়। [প্রাণিহিংসা দেখ।]

এখন কথা হইতেছে যে যেরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বহিংসা বিধান আছে, সেই প্রকার যজ্ঞ প্রভৃতিতে গোমেধযজ্ঞে গোহত্যারও বিধান দৃষ্ট হয় বলিয়া গোহত্যাও বিধেয়। [গোমেধ দেখ।] ইহা ছাড়া মধুপর্কে গোমাংস দেওয়ারও বিধান আছে। [মধুপর্ক দেখ।]

বর্ত্তমান সময়ে গোমাংসপ্রিয় অহিন্দুগণ শাস্ত্রমীমাংসার অন্তস্থলে প্রবেশ করিতে না পারিয়া অথবা আপনার মত বজায় রাখিবার জন্য বলিয়া থাকেন যে, গোহত্যা হিন্দুশাস্ত্র অনুমোদিত, হিন্দুর গোমাংস খাইতে কোন বাধা নাই। প্রমাণ মধুপর্কে গোহত্যা করিবার বিধান প্রায় সকল শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়। "মহোক্ষং বা মহাজং বা শ্রোত্রিয়ায়োপকল্পয়েৎ।" (যাজ্ঞ° ১।১০৯) অর্থাৎ শ্রোত্রিয় অতিথি হইলে তাঁহাকে বৃহৎ বৃষ বা বৃহৎ ছাগ ভক্ষণের জন্য অর্পণ করিবে।

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে পূর্ব্বকালে শ্রোত্রিয় অতিথিগণ মধুপর্কে প্রদত্ত গোরু খাইতেন। সূর্য্যকুলপুরোহিত বশিষ্ঠ মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইলে মধুপর্কে একটী বৎসতরী দেওয়া হয়। বশিষ্ঠ পরম সমাদরে তাহার মাংস খাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া যেরূপ যজ্ঞবিশেষে ছাগাদি পশু মারিবার বিধান আছে, সেইপ্রকার গোমেধ যজ্ঞে গোরু মারিবারও বিধান দেখিতে পাওয়া যায়।

আবার বৈদিক সূত্রকারগণের মতে আষ্টকিকালে একটী গাভী বধ করিতে হয়। কিন্তু যদি কোন বিঘ্ন ঘটে, তবে গাভীর সম্মুখের বামপদ ভগ্ন করিয়া তাহার উপর মাটীর প্রলেপ দিবে ও তিন বার তাহা প্রদক্ষিণ করাইয়া ছাড়িয়া দিবে। আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্রের মতে নিহত গোর মেদ "অগ্ন" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া শবের মাথায় ও মুখে রাখিবে। "অগ্নি ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া সেই গোরুর বৃক্ক শবের হস্তদ্বয়ে ও তাহার মাংসাদি মৃতের অঙ্গে রাখিবে। কিন্তু গোরু ছাড়িয়া দিলে, গোমাংসাদির স্থলে যব ও তণ্ডুল এবং গোধূম পিষ্টক প্রদান করিবে।*

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মতে গোরু না আনিয়া তাহার স্থানে শবদেহের সহিত একটী ছাগ বধিয়া আনা যায়। এই সকল প্রমাণ অনেকেই গোহত্যার সমর্থন করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রবাক্যের মীমাংসা করিতে হইলে কোন সময়ে কোন ব্যক্তির প্রতি কি উদ্দেশে শাস্ত্রকারগণ কি বিধান করিয়াছেন, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে যত বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সকলই এক ব্যক্তি বা এক কালের জন্য নহে। সত্যযুগে মানবগণের সাত্ত্বিক গুণ অধিক ছিল সেই সময়ের জন্য এক প্রকার বিধান ছিল, দিন দিন মানব প্রকৃতির সাত্ত্বিকতার ন্যূনতা ও গুণ হ্রাস হওয়ায় ব্যবস্থা এবং বিধানেরও তারতম্য হইয়া আসিতেছে। সত্যকাল হইতে দ্বাপরের শেষ পর্য্যন্ত মধুপর্কে পশুবধ ও গোমেধযাগে গোহিংসা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল এবং সেই হিংসাকে বৈধহিংসা বলা হইত। কিন্তু এই সময়েও অবৈধ গোহিংসার কঠিন প্রায়শ্চিত্ত ও জ্ঞানপূর্ব্বক গোহত্যা করিলে হিংসাকারী সামাজিক নিয়মে দণ্ডিত হইবে এই নিয়ম ছিল। দ্বাপরের শেষে ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ পরিণামদর্শী আর্য্যগণ মিলিত হইয়া কলিকালের জন্য যে নিয়ম করেন, তাহাতে মধুপর্কে

* Journal of the Asiatic Society of Bengal (1870) Vol XXXIX, Pt I P 246-200। প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

পশুবধ ও গোমেধ যজ্ঞ নিষিদ্ধ হইয়াছে (১)। অতএব হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রের মতে কলিকালে কোন রকমের গোহিংসাই বিধেয় নহে। অজ্ঞান গোহত্যা করিলে যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপ নাশ হয় এবং হিংসাকারী সমাজে ব্যবহার্য্য হইতে পারেন, কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক গোহত্যাকারী কোন প্রকারেই ব্যবহার্য্য নহে।

নির্ণয়সিন্ধুপ্রণেতা কমলাকর বলেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, "অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্ম্মমপ্যাচরেন্নতু" অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত হইলেও যে কার্য্য নিরতিশয় দুঃখজনক বা স্বর্গপ্রতিকূল এবং যে কার্য্য অধিকাংশ লোকের অনভিমত, তাহার আচরণ করিবে না। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে কলিকালে মধুপর্কে গোবধ ও গোমেধ যজ্ঞ নিষিদ্ধ, ইহার অনুষ্ঠানে পাপ হয়।

শাস্ত্রে এইরূপ গোহত্যানিষিদ্ধ ও গোদিগের প্রতি বিশেষ যত্ন ও সম্মান প্রদর্শনের কথা লিখিত থাকাতেই সাত্ত্বিক হিন্দুগণ গোহত্যার বিশেষ বিরোধী, গোহত্যাকারী বিধর্ম্মীগণের সহিত এই জন্যই বহুদিন হইতে বিবাদ বিসম্বাদ ও রক্তপাত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া আসিতেছে।

মুসলমানদিগের আধিপত্যকালে গোহত্যা লইয়া সর্ব্বদাই বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিত। আইন-ই-অকবরী ও মুন্তখব্ উৎতবারিখ পাঠে জানা যায় যে এই জন্য প্রজাবৎসল অকবর বাদশাহ গোহত্যাপ্রথা একেবারে উঠাইয়া দেন। কিন্তু হিন্দুবিদ্বেষী অরঙ্গজেবের সময়ে এই প্রথা আবার বিশেষরূপে প্রচলিত হয়। এই সময়ে হিন্দুমুসলমান গোহত্যা লইয়া কি ভীষণ অত্যাচার করিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। বাস্তবিক হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে যাহাতে হিন্দুর সমক্ষে কোন মতে গোহত্যা না হয়, তজ্জন্য দিল্লীশ্বর শাহ আলম এক নিয়ম প্রচার করিয়াছিলেন। বঙ্গেও গোহত্যা লইয়া হিন্দুমুসলমান কিরূপ দাঙ্গাহাঙ্গামা হইত ও বঙ্গের নবাবগণ তাহার প্রতিবিধানের জন্য কিরূপ চেষ্টা করিতেন, তাহা গোলাম হোসেন প্রণীত সিয়ার্-উল্মুতাখিরীন্ নামক ইতিহাস পাঠে জানা যায়।

গোহদ, মধ্যভারতের গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর, গোয়ালিয়র হইতে এতাবা যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ২৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ২৯´ পূঃ। নগরটী বেশ সুগঠিত ও সুরক্ষিত, পূর্ব্বে একজন জাটসর্দ্দারের রাজধানী ছিল। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে গোহদের রাণার সহিত সিন্ধিয়ার বিবাদ বাধে, সেই সময় বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট গোহদরাণার পক্ষ হইয়া গোয়ালিয়ার জয় করিয়া গোহদের রাণাকে প্রদান করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই সিন্ধিয়া রাণাকে তাড়াইয়া গোয়ালিয়ার রাজ্য উদ্ধার করেন ও গোহদ নগর পর্য্যন্ত আক্রমণ করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের বন্দোবস্ত অনুসারে গোহদনগর গোয়ালিয়ার রাজ্যভুক্ত হয় এবং গোহদের রাণা তৎপরিবর্ত্তে ঢোলপুর রাজ্য প্রাপ্ত হন। গোহদের চারিদিকে পাথরের উপর মাটিলেপা দেয়াল আছে। এখানকার দুর্গ অতি বৃহৎ ও তাহার চূড়া অতি উচ্চ। পূর্ব্বে এখানে বিস্তর লোকের বসবাস ছিল, কিন্তু এখন দিন দিন হ্রাস হইয়া পড়িতেছে।

গোহন্ (ত্রি) গাং হন্তি গো-হন্-ক্বিপ্। ১ গোহন্তা, যে গো হত্যা করে। (পুং) গাঃ মেঘস্থজলানি হন্তি গো-হন্-ক্বিপ্। ২ মেঘস্থিত জলভেদক, ইন্দ্র।

"আ রে গোহা নৃহা বধো বো অস্তু।" (ঋক্ ৭।৫৬।১৭)

'গোহা গবাং মেঘস্থানামুদকানাং ভেদকঃ।' (সায়ণ।)

গোহন (ত্রি) গুহতি সংবৃণোতি গুহ-ল্যু-ছান্দসত্বাদ্বৃদ্ধ্যভাবঃ সংবরক, গোপনকারী।

"সমানে অহন ত্রিরবদ্য গোহনাঃ" (ঋক্ ১।৩৪।৩)

'ত্রিরবদ্যগোহনাঃ ত্রিবারমনুষ্ঠানগতানাং দোষাণাং সংবরণকারিণৌ' (সায়ণ।)

গোহন্ন (স্ত্রী) হদ পুরীষোৎসর্গে ক্ত হন্নং গোর্হন্নং ৬তৎ। গোময়, গোবর।

গোহমুখ (পুং) ভারতবর্ষের একটী পর্ব্বত। ভাগবতে ইহাকে গোকামুক নামে উক্ত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণের মধ্যে ইহার নাম গোহমুখ।

গোহর (পুং) গোহরণ, গোরুচুরি।

গোহরীতকী (স্ত্রী) গোর্হরীতকীব হিতকারিত্বাৎ। বিল্ববৃক্ষ, বেলগাছ। (শব্দরত্না°)

গোহলা (স্ত্রী) গোধাপদী, চলিত কথায় গোয়ালেলতা বলে।

গোহল্ল (স্ত্রী) গোময়। (হারাবলী)

গোহাইল (গোশালা শব্দজ) গোগৃহ।

গোহান, পঞ্জাবের রোহতক জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও

(১) "প্রায়শ্চিত্তবিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকম্।
সংসর্গদোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ॥
দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ॥"
এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥
সময়শ্চাপি সাধুনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ॥" (হেমাদ্রিধৃত আদিত্যপু)
"দেবরেণ সুতোৎপত্তির্মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ॥" (বৃহন্নারদীয়)

বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশে লিখিত আছে—

"অস্তি গৌড়বিষয়ে কৌশাম্বী নাম নগরী।"

গৌড়রাজ্যে কৌশাম্বী নামে নগরী আছে। কৌশাম্বীর বর্ত্তমান নাম কোসাম্, ইহা এলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত। [কৌশাম্বী দেখ]

আবার খৃষ্টীয় নবম, দশম ও একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকূট ও চেদিরাজগণের তাম্রশাসন ও খোদিত শিলালিপি-পাঠে জানা যায়—যে চেদি, মালব, ও বেরার রাজ্যের সীমান্তে এক গৌড়দেশ ছিল। [গৌড় দেখ।]

রাজতরঙ্গিণীতেও (৪।৪৬৫) লিখিত আছে—

"পঞ্চগৌড়াধিপান্ জিত্বা শ্বশুরং তদধীশ্বরম্।

অর্থাৎ কাশ্মীররাজ জয়াপীড় পঞ্চগৌড়ের রাজাদিগকে জয় করিয়া শ্বশুরকে তাঁহাদিগের অধীশ্বর করিয়াছিলেন। [কায়স্থ শব্দ ৫১৪ ও ৫১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

কবিকঙ্কণের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি মাধবাচার্য্য তাঁহার চণ্ডী-মাহাত্ম্যে আকবর বাদশাহের পরিচয়কালে লিখিয়াছেন-

"পঞ্চগৌড় নামে দেশ পৃথিবীর সার।

একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার॥"

স্কন্দপুরাণীয় সহ্যাদ্রিখণ্ডেও লিখিত আছে—

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা উৎকলা মৈথিলাশ্চ যে।

গৌড়াশ্চ পঞ্চধা চৈব পঞ্চগৌড়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

(উত্তরার্দ্ধে ১ অঃ।)

সারস্বত অর্থাৎ সরস্বতীতীরস্থ, কনোজ উৎকল, মিথিলা ও গৌড় এই পঞ্চস্থানের অধিবাসী ব্রাহ্মণদিগকে পঞ্চ-গৌড় বলে। উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা বোধ হয় গৌড় নামক জনপদ একটী ছিল না, সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচটী। তন্মধ্যে সরস্বতীনদী প্রবাহিত কুরুক্ষেত্র একটী, এলাহাবাদ ও কান্যকুব্জের মধ্যে একটী, অযোধ্যা প্রদেশের মধ্যে একটী, মিথিলা ও বঙ্গের মধ্যে একটী এবং বর্ত্তমান উড়িষ্যা ও মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত গোণ্ডবানার মধ্যে একটী, এই পাঁচটী গৌড় ছিল। এই পঞ্চগৌড়ের অধিবাসী ব্রাহ্মণেরাই পরবর্ত্তী কালে সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল ও উৎকল নামে বিখ্যাত হন *।

* অনেকগ্রন্থে স্কন্দপুরাণীয় বচন বলিয়া "সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলিকোৎকলাঃ। পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ।" এই বচনটী উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু "বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ" এই পাঠটী সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, তাহা হইলে চেদি মালব ও বেরারের সীমান্তবর্ত্তী উৎকল ও গোণ্ডবানার মধ্যস্থ প্রাচীন গৌড়দেশ পঞ্চগৌড় হইতে ভিন্ন হইয়া পড়ে। এরূপ স্থলে সহ্যাদ্রিখণ্ডের পাঠই অনেকটা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

উক্ত পঞ্চগৌড়ের মধ্যে মিথিলা ও বঙ্গের মধ্যবর্ত্তী গৌড় রাজ্য সকলের নিকট পরিচিত। ইতিহাসে এই গৌড়রাজ্যই প্রসিদ্ধ, অপর গৌড়ের উল্লেখ নাই। পূর্ব্বকালে এই গৌড়-রাজ্যের আয়তন কত বড় ছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না।

বাণভট্টের শ্রীহর্ষচরিতে লিখিত আছে—রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধনের সময় গৌড়ের নরেন্দ্রগুপ্ত নামে এক জন রাজা ছিলেন। চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং বৌদ্ধদ্বেষী শশাঙ্ক নামে রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। কর্ণসুবর্ণ শশাঙ্কের রাজধানী ছিল।

উক্ত চীনপরিব্রাজক পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও কর্ণসুবর্ণ দুইটী ভিন্ন রাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। [কর্ণসুবর্ণ দেখ।]

বাণভট্ট হর্ষচরিতে কর্ণসুবর্ণের রাজাকেই গৌড়রাজ নামে উল্লেখ করিয়াছেন, সেই গৌড়রাজ নরেন্দ্রগুপ্ত হর্ষের ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধনকে বিনাশ করেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই ঘটনা ঘটে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে নরেন্দ্রগুপ্ত নিহত হন।

রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায়, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য গৌড়রাজ্য জয় করেন এবং গৌড়রাজ কাশ্মীরে গিয়াছিলেন, তৎপরে অষ্টম শতাব্দীতে কাশ্মীররাজ জয়াপীড় গৌড়দেশে আগমন করেন তৎকালে জয়ন্ত গৌড়ের রাজা ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে তাঁহার রাজধানী ছিল। রাজতরঙ্গিণী ও হিউএনসিয়াংএর ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে অনুমিত হয় যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে এই গৌড়রাজ্য নানা অংশে বিভক্ত ছিল। কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনরাজ জয়ন্ত জামাতার সাহায্যে সমস্ত গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তিনি একছত্র রাজা হইয়া আদিশূর উপাধি গ্রহণ করেন। [কাশ্মীর শব্দ ১০৮ পৃঃ ও কায়স্থ শব্দ ৫১৫ পৃষ্ঠা দেখ।]

প্রাচীন কুলাচার্য্য ঘটকদিগের কারিকায় লিখিত আছে—আদিশূরের বংশধর অনেক পরিভূপগণ বহুদিন গৌড়ে রাজত্ব করেন। ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তৎপর পালবংশীয় দেবপাল রাজা হন। পালবংশীয় রাজগণের শিলালিপি ও তাম্রশাসন পাঠে জানা যায়, দেবপালের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা ধর্ম্মপাল ইন্দ্র বা বরেন্দ্ররাজ্য জয় করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইঁনি ৮৭০ কি ৮৮১ খৃষ্টাব্দে গৌড়রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাতেই আদিশূরবংশীয় রাজগণের অধঃ-পতন হয়। পালবংশীয় রাজগণেরও পৌণ্ড্রবর্দ্ধননগরে রাজধানী ছিল।

ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি যে আদিশূর পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর

বাঁধ দেওয়া আছে। বোধ হয় ঐ স্থানে বল্লালসেন সময়ে সময়ে বাস করিতেন।

নগরের মধ্যে ১৬০০ গজ বিস্তৃত "বড়সাগর" নামে যে একটী বৃহৎ দীঘি আছে, অনেকের মতে এত বড় সরোবর বঙ্গে অতি বিরল! ইহাও সেনরাজগণের এক পূর্ব্বকীর্ত্তি! বড়সাগর ছাড়াইয়া পোয়াখানেক পথ যাইলেই কমলাবাড়ী নামে গ্রাম, এই খানে গৌড়ের অধিষ্ঠাত্রী "গৌড়েশ্বরী" দেবীর মন্দির আছে। পুণ্যপ্রদা বারবাসিনী নামে এই স্থান প্রসিদ্ধ। এখনও প্রতিবর্ষে জ্যৈষ্ঠমাসে এখানে মেলা হইয়া থাকে।

ফুলবাড়ী-কেল্লার দক্ষিণে রামকেল নামক স্থানে ও এখানকার গঙ্গাস্নান নামক বুড়ী গঙ্গার তীরেও প্রতি পৌষ-পূর্ণিমায় মেলা হয়।

মুসলমানদিগের আধিপত্যকালে শ্রীসমৃদ্ধিতে বঙ্গের সকল নগর অপেক্ষা গৌড়নগর প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। সেই সময় গৌড়নগর উত্তর দক্ষিণে ৭ মাইল ও পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় ২ মাইল, মোট ভূপরিমাণ প্রায় ১৩ বর্গমাইল হইয়াছিল। উপনগরসহ ধরিলে প্রায় ২০ হইতে ৩০ বর্গমাইল বিস্তৃত ছিল। এই ভূভাগ মধ্যে ৬।৭ লক্ষ লোক বাস করিত। মিন্‌হাজের তবকৎই-নাসিরীর মতে (১১৯৮ খৃষ্টাব্দে) বখ্‌তিয়ার এখানে শাসনদণ্ড স্থাপন করেন। ১২০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার হত্যাকাণ্ডের পর দিল্লীর অধীনে মুসলমান নবাবেরা ১২৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে থাকিয়াই মুসলমান-অধিকৃত গৌড়রাজ্য শাসন করিতেন। সম্রাট্ বল্‌বনের মৃত্যুর পর নাসিরউদ্দীন্ বগ্‌রা খাঁ এখানে স্বাধীন রাজছত্র ধারণ করিয়াছিলেন। কুতব্‌উদ্দীন্ আইবেকের মৃত্যুর পর হুসাম্‌উদ্দীন্ গিয়াসুদ্দীন্ নাম গ্রহণপূর্ব্বক স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। তিনি এখানে ফুলবাড়ীর ১ ক্রোশ দক্ষিণে একটী সুদৃঢ় দুর্গ ও দেবকোট হইতে লাক্‌ফোল পর্য্যন্ত উচ্চ বাঁধ দিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। রাস্তাটী প্রায় ২৭ ক্রোশ বিস্তৃত।

১৩২৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর মুহম্মদ তোগলক লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করেন, তখন এখানকার সুলতান বাহাদুরশাহ পুনরায় দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে সুবর্ণগ্রামে আর একটী স্বাধীন রাজধানী স্থাপিত হয়।

১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে হাজি ইলিয়াস্ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহ দুইবার তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই। ফিরোজশাহের আক্রমণকালে হাজি ইলিয়াস্ পাণ্ডুয়ায় থাকিতেন। তাঁহার পুত্র সিকন্দর গৌড় ছাড়িয়া পাণ্ডুয়ায় আসিয়া রাজধানী করেন। তাহাতে গৌড়ের লোকসংখ্যা কতক কমিয়া যায়।

১৪৪২ খৃষ্টাব্দে ১ম মাহ্‌মুদ গৌড়ে আসিয়া আবার রাজধানী স্থাপন করেন। তৎপরে শেরশাহের বাঙ্গালা আক্রমণকাল পর্য্যন্ত এইখানেই মুসলমান বঙ্গাধিপগণ থাকিতেন। শেরশাহের সময় গৌড়ের অপর নাম জন্নতাবাদ হয়। হুমায়ুন ইহার বখ্‌তাবাদ নাম রাখেন। এ সময়ে টাণ্ডা নামক স্থানে আবার রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

বঙ্গীয় নবাবগণের পরস্পর আক্রমণে মহাসমৃদ্ধ গৌড়-নগর ক্রমেই শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছিল ও জনতা হ্রাস হইতেছিল। তথাপি আফগানবংশীয় বঙ্গের শেষ স্বাধীন-রাজ দাউদখাঁ গৌড়রাজধানী পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে দাউদখাঁ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইলে অকবরের সেনাপতি মুনিম্‌খাঁ গৌড় অধিকার করেন। এখানেই বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালনের প্রধান-সদর করিবার কথা হইয়াছিল। মোগল রাজপ্রতিনিধিগণ সর্ব্বদাই গৌড়নগরে আসিয়া বাস করিতেন। তৎপরে ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে শাহসুজা রাজমহলে রাজধানী করিলে এখানে যে কয় ঘর অধিবাসী ছিল, তাহারা ক্রমে ক্রমে সকলেই এইস্থান পরিত্যাগ করিল। এইরূপে বহুদিনের প্রাচীন গৌড় মহানগর জনমানবহীন হিংস্রপ্রাণীর বাসভূমিতে পরিণত হইল।

গঙ্গার স্রোতে নগরের পশ্চিমাংশ ধৌত হইয়া গিয়াছে। এখন অপর অংশ মধ্যে কদম-রসুল, কোতোয়ালী দরজা, দাখিল দরজা, ফিরোজামিনার, গুণমন্ত, লত্তন, তাঁতিপাড়া ও সোণা নামক বৃহৎ মসজিদ্ এবং বিস্তর অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ মুসলমান সমৃদ্ধির ও বঙ্গীয় শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে।

গৌড়ের প্রসিদ্ধ দুর্গ বুড়ীগঙ্গার ধারে ফুলবাড়ী কেল্লা ও কোতোয়ালী দরজার মধ্যে অবস্থিত এবং প্রায় অৰ্দ্ধক্রোশ বিস্তৃত। ইহার চারিদিকে প্রাচীর ও তাহার বাহিরে গভীর গড়খাই কাটা আছে। ঐ প্রাচীর উচ্চে ৩০ ফিট্ ও তলভাগ প্রায় ১৯০ ফিট্ পুরু হইবে। গড়খাই পূর্ণ থাকিলে প্রায় ২০০ ফিট্ বিস্তৃত হয়। প্রাচীরে এখন বড় বড় বন্য গাছ জন্মিয়াছে। গড়খাইয়ে যথেষ্ট খাগড়া ও বড় বড় কুম্ভীর দৃষ্ট হয়।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে ১ম মাহ্‌মুদ ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুর্গের দুইটী প্রধান দ্বার, তাহার উত্তর প্রবেশদ্বারের নাম দাখিল বা সেলামী দরজা। যদিও ইহার অনেক স্থান নষ্ট হইয়াছে, তবু যাহা আছে, তাহাতেই ঐ ইষ্টকনির্ম্মিত গোপুরের নিখুঁত ও বিচিত্র কারিকুরীর বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

দুর্গের পূর্ব্বদ্বারের নাম লক্ষ্মীছিপি দরজা। এখানে উৎকীর্ণ খোদিতলিপি পাঠে জানা যায় ৯১৮ হিজিরা (১৫১২ খৃষ্টাব্দে) গৌড়াধিপ হোসেনশাহ ঐ দ্বার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দুর্গের উত্তরদ্বার যাইতে চাঁদ দরজা ও নিম দরজা নামে দুই প্রাচীনদ্বার আছে, উত্তর দ্বার ৮৭১ হিজরায় (১৪৬৬ খৃষ্টাব্দে) সুলতান বারবকশাহ নির্ম্মাণ করেন।

গৌড়ের ধ্বংস হইতে আবিষ্কৃত পারস্যভাষায় লিখিত খোদিত লিপিসমূহে জানা যায়—৮০০ বগগজ উচ্চ ফিরোজ মিনার ৮৮৫ হিজিরায়, তাঁতিপাড়া মসজিদ ৮৮০ হিজিরায়, লত্তন, বা নর্ত্তন মসজিদ ৮০ হিজিরায়, গুণমন্ত মসজিদ ৯০২ হিজিরায় বড়সোণা মসজিদ, বং কোতোয়ালি দরজ ৯২৭ হিজিরায় নির্ম্মিত হয়।

ফিরোজামিনারের দক্ষিণপূর্ব্বে 'পিয়াসবাড়ী' নামে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। ইহার জল লবণাক্ত ও নিতান্ত অপরিষ্কার। আইন ই আকবরীতে লিখিত আছে যে পূর্ব্বে অপরাধীদিগকে কেবল উহার জল খাইতে দিত, তাহারা কেবল এই জল খাইয়াই মরিত।

গৌড়ের পার্শ্ববর্ত্তী উপনগরেও যথেষ্ট মুসলমান কীর্ত্তি পড়িয়া আছে। তন্মধ্যে ফিরোজপুরে ৮৯১ ৯১ হিজিরায় ছোট সোণা মসজিদ ও নিজাম উল্লার বারদোয়ারী, সাদুল্লাপুরে ৭২০ হিজিরায় নির্ম্মিত সেখ আখি সিরাজের গোর স্থান ও ৯৪১ হিজিরায় নির্ম্মিত কদমরসুল মসজিদ বিখ্যাত।

গৌড়নগরের সমস্তই বনজঙ্গলে ঢাকিয়া গিয়াছিল। বেশীদিন নয়, গবর্ণমেণ্ট ঐ বন পরিষ্কার করিবার অভিপ্রায়ে অতি অল্প খাজানায় এখানকার জমি প্রজা বিলি করিয়াছেন। এখন নানা স্থানে চাষ হইতেছে, বনও ক্রমে পরিষ্কার হইতেছে (২)।

(ত্রি) গুড়স্য বিকারঃ গুড় অণ্। গুড়বিকারযুক্ত আসব প্রভৃতি, যাহা গুড়দ্বারা প্রস্তুত হয়।

গুড়স্য তৃপ্তা মত্তস্য গীত্বা গৌড়ং সুরাসবম্।

(ভারত ৩।২৫৮ অঃ)

৪ রাগবিশেষ, দেবগিরি ও গান্ধার যোগে উৎপন্ন সম্পূর্ণ রাগ। ইহার পঞ্চম বাদী এবং ঋ গ, ধ, নি, কোমল।

এই রাগ বার ৭ শৃঙ্গার রসে দিনান্তে গেয়। ইহা মেঘরাগের পুত্র, মতান্তরে শ্রীরাগের পুত্র (সং রত্না°)

৫ এক ধর্ম্মশাস্ত্রকার ও প্রাচীন বৈয়াকরণ। কাশ্যপী ও কমলাকর ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

গৌড়ক (পুং) গৌড়নিবাসী। ২ গৌড়দেশ। [গৌড় দেখ।

গৌড়নন্দ (পুং) বঙ্গ ঘটকবিশেষ।

গৌড়কায়স্থ, পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থ জাতির এক শাখা। [কায়স্থ দেখ।]

গৌড়তগা, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত জাতি বিশেষ। দিল্লী রোহিলখণ্ড ও দোয়াবে এই জাতীয় অনেক লোক দেখা যায়। ইহারা বলে জনমেজয় সর্পসত্র করিবার জন্য গৌড় দেশ হইতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, যজ্ঞ সমাধা হইলে জনমেজয় তাহাদিগকে পারিতোষিক স্বরূপ দান করিতে ইচ্ছা করিলেন। কেহ বহু দান গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে। কেহ আবার ভূমি দান লইয়াছিলেন। প্রতিগ্রাহীগণ ব্রাহ্মণধর্ম্মত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্যে রত হইল, এই 'ত্যাগের' অপভ্রংশে তাহাদের "তগ" বা "তগা" নাম হইয়াছে। যাহারা নিজ উপাধি ও ব্রাহ্মণবৃত্তি পরিত্যাগ করে নাই তাহারা গৌড়ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হইল। এই গৌড়ব্রাহ্মণের কেহ কেহ গৌড় হইতে গমনের কথা স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন যে হরিয়াণা ও বিকানীর অঞ্চলেই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ বাস করিতেন।

দোয়াবের উত্তরবাসী কোন কোন গৌড়তগা গৌড়-ব্রাহ্মণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া পরিচয় দেয়।

ইহাদের মধ্যে মঙ্গল, ভিতবাল নহেশ্বর, বশিয়ান, দক্রিয়ান কয়াবাল, মুক্ত, দীক্ষিত, অষ্টমান ও দত্ত ইত্যাদি শ্রেণীভেদ আছে। দিল্লী অঞ্চলে গৌড় ব্রাহ্মণ ও গৌড়-তগার মধ্যে আদান প্রদান প্রচলিত আছে। কিন্তু অপর কোন স্থানে নাই। মিরাট ও মোরাদাবাদ অঞ্চলে অনেক ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী গৌড়তগা দৃষ্ট হয়।

গৌড়নট, গৌড় ও নট যোগে উৎপন্ন রাগ। (সং র°)

গৌড়পাদ (পুং) একজন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক। শঙ্করাচার্য্যের গুরুর গুরু এবং গোবিন্দনাথের গুরু। ইনি মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ কারিকা, অনুগীতাভাষ্য, উত্তরগীতাভাষ্য, সাংখ্যকারিকাভাষ্য, নৃসিংহতাপিনীভাষ্য ও দেবীমাহাত্ম্যের চিদানন্দবিলাসনামে টীকা রচনা করিয়াছেন। (কুমারিল শব্দ ২৪৭ পৃষ্ঠা দেখ।)

গৌড়পার্শ্ব, বৌদ্ধমত নাশক সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।

গৌড়ভৃত্যপুর (ক্লী) একটী প্রাচীন নগর।

গৌড়রাজপুত, রাজপুতদিগের ছত্রিশকুলের মধ্যে একটী।

(২) বিস্তৃত গৌড়নগরের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দ্রষ্টব্য,—H Creighton's Ruins of Gaur Raven shaw's Gaur, Martin's Eastern India V I II Journal Bengal Asiatic Society, Vols XLI & XLII A Cunningham's Arch Sur. Reports, Vol XV 39—76, W W Hunter's Imp Gaz., Calcutta Review, Vol., LXIX July

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক টডসাহেবের মতে বঙ্গের স্বাধীন হিন্দু-রাজগণ এই গৌড়রাজপুত্রবংশীয় ছিলেন। উত্তরপশ্চিমের সর্ব্বত্রই এই গৌড়রাজপুতের বসবাস আছে, ইহাদের মধ্যে অনেক জমিদার দেখা যায়। পূর্ব্বে ইহারা স্বাধীন ছিল। বুর্হান্‌উল্‌মুলুক, সাদতঃ প্রভৃতির সময়ে গৌড়রাজপুতেরা মুসলমানদিগের উপর বড়ই অত্যাচার করিয়াছিল; শেষে বাধ্য হইয়া নিরস্ত হয়। টডসাহেবের মতে গৌড়রাজপুতের মধ্যে পাঁচটী শাখা আছে। কিন্তু উত্তরপশ্চিমের গৌড়-রাজপুতেরা ভাটগৌড়, বামনগৌড় ও চমারগৌড় এই তিনটী মাত্র স্বীকার করে। কিন্তু কাঠরিয়া নামে আর এক শ্রেণীর গৌড়রাজপুত দেখা যায়। চমারগৌড়েরা বলে যে কোন সময় তাহাদের বিপদ্ ঘটে, সেই সময় ইহাদের একজন গর্ভবতী রমণী গিয়া চমারের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চমারের যত্নে উপকৃত হইয়া তিনি পুত্রের নামও চমারগৌড় রাখেন। ভাট ও বামন গৌড়েরাও এইরূপ আশ্রয় পাইয়াও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করায়, তাহারা চমারগৌড় অপেক্ষা কুলমর্য্যাদায় হীন হইয়া পড়িয়াছে। চমার গৌড়েরা আপনাদিগকে চৌহা'র বা চিমন গৌড় বলিয়াও পরিচয় দেয়। ইহারা বলে যে, এই জাতিতে চৌহার নামে একজন রাজা ও চিমন নামে একজন মুনি ছিলেন, তাঁহাদের হইতেই কেহ কেহ উভয় নামে পরিচয় দিয়া থাকে। চমার গৌড়ের মধ্যে আবার রাজা ও রায় এই দুই বিভাগ আছে। ইহা-দের মধ্যে পরস্পর আদানপ্রদান চলে। হিমালয়স্থ কুকবায়, ধুঁথেত, মন্দী, কেওন্থল প্রভৃতি স্থানের রাজারা আপনাদিগকে গৌড়রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা সকলেই বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বঙ্গদেশ হইতে গিয়া সেখানে বাস করিয়াছেন।

গৌড়ব্রাহ্মণ, দশবিধ ব্রাহ্মণের অন্যতম। [গৌড় ও ব্রাহ্মণ দেখ।] উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ও বেহারে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বসবাস আছে।

গৌড়ব্রাহ্মণেরা বলেন যে, তাঁহারা গৌড়রাজ্য হইতে উত্তর পশ্চিমে গিয়াছেন। [গৌড়তগা দেখ]। দিল্লীসুবায় এই শ্রেণীর বসবাস অধিক। কনোজিয়া প্রভৃতি শ্রেণী অপেক্ষা ইহারা অনেকাংশে মূর্খ। হিন্দীজাতিমালাতে—ইহাদের মধ্যে ছয়টী শাখা আছে, গৌড়, পরীক, দহীম্, খণ্ডেলবাল, সারস্বত ও সকবেল। কিন্তু কোন্ কোন গৌড় ব্রাহ্মণ এরূপ শাখা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে গৌড় ব্রাহ্মণের মধ্যে ৪২টী বিভাগ আছে; ইহার ভিতর আদ, দুগন, টৈকর, গূজর, বগ্‌ম্ ও সিদ্ধ গৌড় এই কয় ঘর প্রধান।

গৌড়নাস্তুক (পুং স্ত্রী) গৌড়জাতঃ বাস্তুকঃ মধ্যলো°। চিল্লীশাক। (রাজনি°)

গৌড়মোল্লার, গৌড় ও মোল্লার যোগে উৎপন্ন একটী রাগ। ইহার স্বরগ্রাম—ঋ গ ম প ধ নি সা। (সঙ্গীতর°)

গৌড়সারঙ্গ, গৌড় ও সারঙ্গযোগে উৎপন্ন একটী রাগ। ইহাতে ঋ বাদী ও ম সংবাদী এবং আরোহণে তীব্র মধ্যম ব্যবহৃত হইতে পারে। মধ্যাহ্নের পর বীর ও শান্তিরসে গেয়। (সঙ্গীতর°)

গৌড়াচার্য্য, বর্ত্তমান যুগের একজন প্রধান আচার্য্য।

গৌড়িক (ত্রি) গুড়ে ভবঃ গুড় ঠক্। ১ গুড়োৎপন্ন (পুং) গুড়ে সাধুঃ গুড়-ঠক্। ২ ইক্ষু। গোড়° গুড়বিকারঃ সাধন তয়া অস্ত্যস্য গৌড় ঠন্ (অত ইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) ৩ মদ্যবিশেষ। "পৈষ্টিগৌড়কমাধ্বীকানাং পানং সুরাপানে কষ্টতমম্।" (প্রায়শ্চত্তবি°)

গৌড়ী (স্ত্রী) গুড়স্য বিকারঃ গুড়-অণ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ গুড় হইতে প্রস্তুত এক প্রকার মদ। পর্য্যায়—বারুণী। ইহার গুণ—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, মধুর, বাতনাশক, পিত্ত, বল কান্তি ও তৃপ্তিকর, দীপন এবং পথ্য। (রাজনি°)

হারীতের মতে ইহার গুণ—কষায়, মধুর, অম্ল, শীতল, সন্দীপন, শূলরোগনাশক, রুচিকর, ত্রিদোষ, অজীর্ণ, পাণ্ডু, আময় ও অর্শনাশক (১)।

তন্ত্রমতে ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—বকুল বৃক্ষের ছালের চূর্ণ ১০ সের ধাতকীফুল বা নারিকেলফুল ২ সের, হরীতকী ও বহেড়া ৮ নিষ্ক, চিতা ও ত্রিকূট (লবণবিশেষ) ১ নিষ্ক এই সকল দ্রব্যের সহিত গুড় মিশাইয়া একটী পাত্রে রাখিবে এবং অনুলোম ও বিলোমক্রমে ১০৮ বার হস্তদ্বারা নাড়িবে। তিনদিন এইরূপ করিতে হয়। তৎপর ১০ দিনে পাক শেষ করিবে। ইহাকে গৌড়ী বলে (২)।

---

(১) "গৌড়ী কষায়া মধুরাম্লশীতা সন্দীপনী শূলকফাপহন্ত্রী।
রুচ্যা ত্রিদোষং শমতাজীর্ণং পাণ্ডুমর্শঃ স্বরং বিহন্তি ॥"
(হারীত ১।১১ অঃ)

(২) "গৌড়ী চূর্ণবতী বকুলত্বক্ সহসাংশকা।
দশপ্রস্থং তুলেনাপি ধাতকীকুসুমং সমং ॥
নারিকেলপ্রসূনং বা চৈকপ্রস্থং বিনিক্ষিপেৎ।
হরীতকী চাক্ষকঞ্চ বহুনিষ্কপ্রমাণতঃ ॥
বহ্নিত্রিকূটকঞ্চাপি নিষ্কমাত্রপ্রমাণতঃ।
গুড়সংমিশ্রমেতস্মিন্ যোজয়েৎ মৃন্ময়ে ঘটে ॥
করেণ মাথয়েৎ সম্যগনুলোমবিলোমতঃ।
অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা দিনং ত্রিদিনমেব তু।
দশাহেন তু পাকঃ স্যাৎ পীয়তে তাং যোগিনী ॥
এষা গৌড়ীতি কথিতা শিবসাযুজ্যদায়িকা ॥" (কুলার্ণব ৫ম উল্লাস)

মদ্যমাত্র, ইহার সেবন ব্রাহ্মণের পক্ষে অবিধেয়। বৃহস্পতি বলেন যে, গৌড়ীমদিরা পান করিলে ব্রাহ্মণকে তপ্তকৃচ্ছ পরাক ও চান্দ্রায়ণ করিতে হয়।

গৌড়ীং মাধ্বীং সুরাং পৈষ্টীং পীত্বা বিপ্রঃ সমাচরেৎ।
তপ্তকৃচ্ছ্রং পরাকঞ্চ চান্দ্রায়ণমনুক্রমাৎ॥" (বৃহস্পতি)

রাজনির্ঘণ্টের মতে সন্ধি, গজপিপ্পল, দধি ও গুড় মিশাইয়া পাক করিলে গৌড়ী মদ্য প্রস্তুত হয়।

আত্রেয় সংহিতার মতে ধাতকী ফুলের সহিত বেশী পরিমাণ গুড় মিশাইয়া রাখিলে গৌড়ী মদিরা হয়। ইহার গুণ তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, মধুর, বাতনাশক, বল ও পিত্তবর্দ্ধকর, কান্তি ও তৃপ্তিজনক, পথ্য, অগ্নি ও কামবর্দ্ধক।

২ কাব্যের রীতিবিশেষ। শরীরের অবয়ব সংস্থানের ন্যায় পদসংযোজনাত্মক কাব্যের রীতি বলে। রীতি চারিপ্রকার—বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী ও লাটিকা। যে রচনায় ওজঃপ্রকাশক অনেক বর্ণ এবং দীর্ঘ সমাস থাকে, তাহাকে গৌড়ী রীতি বলে। এই রীতি গৌড়বাসীগণের প্রিয় এবং তাঁহারা প্রায়ই ইহার ব্যবহার করেন বলিয়া ইহার নাম গৌড়ী হইয়াছে।

"ওজঃপ্রকাশকৈর্ব্বর্ণৈর্বন্ধ আড়ম্বরঃ পুনঃ।
সমাসবহুলা গৌড়ী।" (সাহিত্যদর্পণ) উদাহরণ—
চঞ্চদ্ভুজভ্রমিতচণ্ডগদাভিঘাত
সংচূর্ণিতোরুযুগলস্য সুযোধনস্য।
স্ত্যানাবনদ্ধঘনশোণিতশোণপাণি-
রুত্তংসয়িষ্যতি কচাংস্তব দেবি ভীমঃ॥" (বেণীসংহার)

৩ রাগিণীবিশেষ, বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয়।

গৌড়ীয় (ত্রি) ১ গৌড়দেশ সম্বন্ধীয়।

গৌড়ীয়া (স্ত্রী) গৌড়ী রীতি।

'বহুতরসমাসযুক্তা সুমহাপ্রাণাক্ষরাচ গৌড়ীয়া।" (পুরুষোত্তম)

গৌণ (ত্রি) গুণাদাগতা গৌণী তত আগতঃ গৌণী-অণ্। ১ গৌণী লক্ষণাদ্বারা যে অর্থের জ্ঞান হয়, তাহাকে গৌণ বলে। গৌণীবৃত্তিবোধিত।

"শক্যস্য সাদৃশ্যাত্মকঃ সম্বন্ধোগুণঃ তদধীনা যা লক্ষণা সা গৌণী তদ্‌যোগাদ্ গৌণঃ।" (দায়ভাগটী শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার)

২ অপ্রধান, যাহার উদ্দেশ্য প্রধান নহে।

৩ গুণসম্বন্ধীয়। (দেশজ) ৪ বিলম্ব। যথা—"কিছু গৌণে যাইব।"

৫ অপেক্ষা। যথা "কিছু গৌণ কর দিতেছি।"

গৌণকাল (পুং) গৌণোঽমুখ্যঃ কালঃ। মুখ্যকালে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানযোগ্য কালান্তর।

"যথাগামিক্রিয়ামুখ্যকালতাপ্যন্তরালবৎ।
গৌণকালত্বমিচ্ছন্তি কেচিৎ প্রাক্তনকর্ম্মণি॥" (মলমাসতত্ত্ব)

গৌণচান্দ্র (পুং) গৌণোঽপ্রধানশ্চন্দ্রশ্চান্দ্রমাসঃ কর্ম্মধা°। কৃষ্ণ প্রতিপদ্ হইতে পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত ত্রিশ তিথিকে গৌণচান্দ্র মাস বলে। কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রকার গৌণচান্দ্র মাস স্বীকার করেন না, যাহারা স্বীকার করেন তাঁহাদের মতেও বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণে এই মাসের চলন নাই। বিন্ধ্যদেশের উত্তরে গৌণচান্দ্র ও মুখ্যচান্দ্র এই দুইপ্রকার মাসের ব্যবস্থা আছে। [মুখ্যচান্দ্র দেখ।]

গৌণিক (ত্রি) গুণে রূপাদৌ সাধুঃ গুণ-ঠক্। ১ গুণসাধন। গুণং বেত্তি তৎপ্রতিপাদকং গ্রন্থং বা অধীতে গুণ-ঠক। ২ গুণবেত্তা। ৩ যে গুণপ্রতিপাদক গ্রন্থ অধ্যয়ন করে। গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ নির্বৃত্তঃ গুণ-ঠক। সত্ত্বাদি গুণনির্ম্মিত পদার্থ। (পুং) গুণ এব গুণ অঙ্গুল্যাদিত্বাৎ স্বার্থে ঠক। ৫।১।

গৌণী (স্ত্রী) গুণৈঃ সাদৃশ্যমধিকৃত্য প্রবৃত্তা গুণ-অণ্ ঙীপ্। অশীতি প্রকার লক্ষণার অন্তর্গত একপ্রকার লক্ষণা। যে স্থলে লক্ষ্যার্থ বা শক্যার্থের সদৃশ হয়, তথায় গৌণীলক্ষণ হইয়া থাকে। যেমন "গৌর্বাহীকঃ।" (সাহিত্যদ° ২ পরি) [লক্ষণা দেখ।]

গৌণ্য (ক্লী) গৌণস্য ভাবঃ গৌণ-ষ্যঞ্। গুণতা।

গৌতুলপাডেম্ (গবুগুল পাড়েন্।) নেল্লুর জেলার মধ্যে সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী একখানি গ্রাম। নেল্লুর নগর হইতে প্রায় ১৭ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। স্থানীয় অধিবাসীরা এই স্থানকে রামতীর্থ বলিয়া থাকে। এখানে একটী প্রাচীন ও ভগ্ন শিবমন্দির আছে। উহার প্রবেশদ্বারের উপরে অস্পষ্ট অক্ষরে একখানি শিলাফলক উৎকীর্ণ। উক্ত অক্ষরগুলি কোন ভাষার কেহই তাহা নিরূপণ করিতে পারেন নাই। ঐ মন্দিরের স্থল পুরাণ আছে। মন্দিরের এক মাইল দূরে গ্রামের মধ্য দিয়া বাকিংহাম খাল প্রবাহিত।

গৌতম (পুং) গোতমস্য ঋষিরপত্যং গোতম-অণ্। ১ গোতম ঋষির গোত্রাপত্য। ২ ভরদ্বাজমুনি। ৩ বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তর্ষির মধ্যে একজন।

"অত্রিৰ্বশিষ্ঠো ভগবান্ কশ্যপশ্চ মহানৃষিঃ।
গৌতমশ্চ ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রস্তথৈবচ॥
তথৈব পুত্রো ভগবান্ ঋচীকস্য মহাত্মনঃ।
সপ্তমো জমদগ্নিশ্চ ঋষয়ঃ সাম্প্রতং দিবি॥" (হরিবংশ ৭ অঃ)

৪ অহল্যাপুত্র শতানন্দ। "গৌতমশ্চ শতানন্দঃ।" (বীরচরিত)

গোতমগোত্রস্য শরদ্বতোঽপত্যং গোতম-অণ্। ৫ কৃপাচার্য্য। [কৃপাচার্য্য দেখ।]

গৌতম্যাঃ পালিত অপত্যং গৌতমী বাহুলকাৎ অণ্। গৌতমী-প্রতিপালিত শাক্যমুনি। পর্য্যায়—শাক্যমুনি,

শাক্যসিংহ, সর্ব্বার্থসিদ্ধ, শৌদ্ধোদনি, অর্কবন্ধু মায়াদেবীসুত, অজিত, শ্বেতকেতু, ধর্ম্মকেতু, মহামুনি, শকজ্ঞান, সর্ব্বদর্শী, মহাবোধি, মহাবল, বহুজ্ঞ, ত্রিমূর্ত্তি, সিদ্ধার্থ ও শক্র।
৬ মুনিবিশেষ, একতাদি মুনিগণের পিতা। (ভারত শল্য ৩৭)
৭ একজন স্মৃতিশাস্ত্রকার। কুল্লুক, মস্করী, হরদত্ত প্রভৃতি পণ্ডিত গৌতম স্মৃতির টীকা লিখিয়াছেন। গৌতম রচিত পিতৃমেধসূত্র প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ দৃষ্ট হয়। ইহার রচিত বৈদিক-সূত্র আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে ও বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে। ৮ দানচন্দ্রিকারচয়িতা। ৯ একজন তন্ত্রশাস্ত্রকার।

গোতমরাজপুত, চন্দ্রবংশীয় রাজপুত জাতির একটী শাখা। ইহারা রাজপুতদিগের ছত্রিশ কুলের অন্তর্ভুক্ত নহে। বুন্দেলখণ্ড, বারাণসী, গাজিপুর, আয়াসা, মুজাফুর, কোরা, কুঠিয়াওয়ীর, বিন্দকি, ফতেপুর পরগণা, কানসৌ, শেলিমপুর, ইস্‌লামনগর, দেবগাঁও মির্জাবাদ এবং গোরক্ষপুরের অন্তর্গত অন্ত্রোলিয়া, মহোলী, অম্রাবাদ প্রভৃতি স্থানে এই জাতির বসবাস আছে।

এক সময়ে এই গোতমবংশীয়েরা নিজ দোয়াবে প্রভূত প্রভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কোরা পরগণায় রিন্দি নদী-কূলে স্থিত আর্গল গ্রামে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান কালে যদিও তাঁহাদের বংশধরের ক্ষমতার হ্রাস হইয়াছে, তথাপিও তিনি অদ্যও রাজসম্মানে সমাদৃত হইয়া থাকেন। ইহারা বলেন যে, তাঁহারা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ শৃঙ্গী ঋষি কনোজের গহরবাড় রাজা কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া সপুত্রে রাজসদনে উপস্থিত হন। রাজা মুনিপুত্র শৃঙ্গী ঋষিকে নিজ কন্যা এবং কনোজ হইতে কোরা পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রাম যৌতুক স্বরূপ দান করেন। রাজকন্যা বিবাহ করিয়া শৃঙ্গী ঋষি রাজপুত মধ্যে গণ্য হন।

ইহাদের মধ্যে রাজা, রাও, রাণা ও রাবৎ এই কয়শ্রেণী আছে। আর্গলের রাজাশ্রেণীর, বিরাহণপুরে রাওদিগের চিলীতে রাণাদিগের এবং ভাউপুরে রাবৎদিগের গোষ্ঠীপতি বাস করেন।

অর্দ্ধগৌতম নামে আর এক নীচশ্রেণীর রাজপুত আছে, পূর্ব্বে তাহারা বিশুদ্ধ রাজপুত বলিয়া গণ্য ছিল। ইহারা আর্গল রাজাকে দাবা খেলা শিখাইয়া বিন্দকি পরগণায় ২৮ খানি গ্রাম পাইয়াছিল, তদবধি অর্দ্ধগৌতম নামে খ্যাত।

গোরক্ষপুরের গৌতম রাজপুতেরা বলে যে, এক সময় সমস্ত বুন্দেলখণ্ড তাহাদিগের অধিকারে ছিল।

জৌণপুর ও তাহার পূর্ব্বাঞ্চলের গৌতমরাজপুতেরা সোমবংশী, বড়গোতি, বড়লগোতি, রাজবার ও রাজকুমার প্রভৃতি অপর শ্রেণীর সহিত পুত্রকন্যার আদান প্রদান করিয়া থাকে। দোয়াবের গৌতমেরা ভাদৌরিয়া, কচ্ছবাহ, রাঠোর, গহলোৎ, চৌহান্, তুয়ার প্রভৃতি ভিন্ন শ্রেণীকে কন্যা দান করে।

আজিমগড়ের গৌতম রাজপুতগণ ইস্‌লাম্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

গোতমসম্ভবা (স্ত্রী) গৌতমাৎ তদ্যনাশায় সম্ভবতি সং-ভূ-অচ্। গোদাবরী। [গোদাবরী দেখ।]

গোতমী (স্ত্রী) গোতমস্য ইয়ং, গৌতম অণ্-ঙীপ্। ১ দুর্গা।
"গৌতমীং কংসহন্তাঞ্চ যশোদানন্দবর্দ্ধিনীম্।" (হরিবংশ ১৭৯।৭)
২ রাক্ষসীবিশেষ। (শব্দরত্না°) ৩ গোদাবরী।
[গোদাবরী দেখ।]
"পশ্চিমাদ্রিসমুদ্ভূতা গৌতমী পুণ্যভাবনা।" (হারীত ১৭ অঃ)
৪ গোরচনা। (রাজনি°)
গোতমস্যাপত্যং স্ত্রী গোতম-অণ্-ঙীপ্। ৫ কৃপী, গোতম-বংশীয় শরদ্বানের কন্যা। (ভারত ১।১৩১।২১)
৬ গায়ত্রীস্বরূপা মহাদেবী।
"গৌতমী গামিনী গাথা গন্ধর্ব্বাপ্সরঃসেবিতা।"
(দেবীভাগবত ১২।৬।৪০) ৭ গৌতমপ্রণীত ন্যায়বিদ্যা।
"অধীত্য গৌতমীং বিদ্যাং শৃগালত্বমবাপ্নুয়াৎ।" (পুরাণ)

গোতমীপুত্র, ১ অন্ধ্রবংশীয় একজন রাজা, শিবস্বামীর পুত্র। বায়ুপুরাণের মতে ইনি ২১ বর্ষ এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে ৩৪ বর্ষ রাজত্ব করেন। নাসিকে গৌতমপুত্রের সময়কার শিল্পময় অতি সুন্দর এক গুহা আছে। ২ বাকাটকবংশীয় একজন পরাক্রান্ত রাজা, বাকাটক মহারাজ রুদ্রসেনের পিতা। ইনি ভারশিবের মহারাজা ভবনাগের কন্যাকে বিবাহ করেন।
[বাকাটক দেখ।]

গোতমীয় (ত্রি) গৌতমস্যেদং গৌতম-ছ। গৌতমসম্বন্ধীয়।

গোতমেশ্বর (পুং) গৌতম ঈশ্বরঃ প্রভুর্যত্র বহুব্রী। তীর্থ-বিশেষ। (মৎস্যপু°)

গোত্ত, দক্ষিণপশ্চিম ভারতের এক প্রাচীন রাজবংশ। খৃষ্টীয় বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইহারা আপনাদিগকে মহা-মণ্ডলেশ্বর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ফ্লিটসাহেব অনুমান করেন যে এই গোত্তবংশ কোন মৌর্য্যবংশীয় রাজগণের অন্যতম শাখামাত্র। ইহারা পশ্চিম চালুক্যরাজের অধীনে করদ ছিলেন এবং সম্ভবতঃ ধারবার জেলা ও মহিসুর রাজ্যে ইঁহাদের বাস ছিল। কারণ ধারবার জেলার চৌন্দনাদপুর গ্রামের চতুষ্পার্শ্বে ও মহিসুরের হরিহর নগরের পশ্চিম চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব সময়ে (১) ১০৭৫—১১২৬ খৃঃ অঃ

মধ্যে উৎকীর্ণ শিলাফলকে এবং তৎপরবর্তী রাজগণের রাজত্বকালে (২) ১১৭৯—৮০, (৩) ১১৮১—৮২, (৪) ১১৮৭-৮৮, (৫) ১১৯১-৯২, (৬) ১২১৩ ১৪ (৭) ১২৩৭-৩৮ (৮) ১২৫২-৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বসমেত ৮খানি শিলালিপিতে ঐ গৌরনামক রাজগণের পরিচয় পাওয়া যায়।

গৌত্তম (পুং) গচ্ছতীতি গং গাত্রমুত্তারতি উৎ-তম অচ্‌-স্বার্থে অণ্‌। বৃষবিশেষ। (হেম°)

গৌদন্তের (ত্রি) গোদন্তস্যেদং গোদন্ত ঢক্‌। গোদন্তচন্দন-সম্বন্ধীয়।

গৌদানিক (ত্রি) গোদানং কর্ম্মাস্য গোদান ঠক্‌। ১ গোদানাখ্য ব্রহ্মচর্য্য। গোদানে উক্তং ঠক্‌। গোদানোক্ত কর্ম্ম।

"উপরি সমিধং কৃত্বা গাযত্র্যা ব্রাহ্মণস্তাঃ প্রদায় গৌদানিকং কর্ম্ম কুর্ব্বীত।" (আশ্ব° গৃ° ৩৮।৬)

গৌধার (পুং) গোধায়া অপত্যং গোধা-আরক্‌। গোধাপুত্র।

গৌধূম (ত্রি) গোধূমস্য বিকারঃ গোধূম-অণ্‌। গোধূমের বিকার, রোটিকা প্রভৃতি।

"উৎকীর্ণসমাপ্তো গৌধূমচষালঃ।" (কাত্যা° শ্রৌ° ১৪।১।২২)

গৌধূমীন (ক্লী) গোধূমস্য ক্ষেত্রং গোধূম খঞ্‌। গোধূম জন্মিবার উত্তম ক্ষেত্র।

গৌধেয় (পুং) গোধায়া অপত্যং গোধা, ঢক। (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩) গোধিকাত্মজ, গোসাপের বাচ্ছা।

গৌধের (পুং) গোধায়া অপত্যং গোধা ঢ্রক্‌ (গোধায়া ঢ্রক্‌। পা ৪।১।১২৯) গোধিকাত্মজ।

গৌধেরক (পুং) গৌধের এব গৌধের স্বার্থে কন্‌। গোধিকাত্মজ।

"প্রতিসূর্য্যঃ পিঙ্গকাসো বহুবর্ণোমহাশিরাঃ।
তথানিরুপমশ্চাপি পঞ্চ গৌধেরকাঃ স্মৃতাঃ।" (সুশ্রুত)

গৌধেরকায়ণি (পুং) গৌধেরস্য অপত্যং গোধের ফিঞ্‌ কুক্‌ চ (যাফিনাদীনা° কুক্‌ চ। পা ৪।১।১৪৮) গৌধের পুত্র।

গৌনৰ্দ্দ (ত্রি) গোনর্দ্দদেশে ভবঃ গোনর্দ্দ অণ্‌। ১ গোনর্দ্দ দেশবাসী। (পুং) ২ পতঞ্জলি মুনি।

গৌন্দী, দাক্ষিণাত্যবাসী জাতিবিশেষ। সাধারণতঃ গবন্দি নামে খ্যাত। [গবন্দি দেখ।]

গৌপত্য (ক্লী) গোপতের্ভাবঃ গোপতি-যক। গোপতি-ভাব, গোস্বামিত্ব।

"সংহিতাসি বিশ্বরূপ্যূর্জা মাবিশ গৌপত্যেন।" বাজসনেয়° ৩।২২)
গৌপত্যেন গোস্বামিত্বেন"। (মহীধর।)

গৌপবন (পুং) একজন ঋষি, ইনি মধুকাণ্ডের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। "অথ বংশঃ পৌতিমাষ্যাৎগৌপবনাদ্‌গৌপবনঃ। (বৃহদারণ্যক ৪।৬।১) (স্ত্রী) ২ সামভেদ।

গৌপাড়া, সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত একটী প্রধান গ্রাম। গিরিশৃঙ্গের উপর অবস্থিত। এখানে প্রায় শত ঘর পাহাড়ীয়া জাতির বাস আছে।

গৌপায়ন (পুং) গোপের অপত্য।

গৌপালপশুপালিকা (স্ত্রী) গোপালপশুপালয়োর্ভাব গোপাল-পশুপাল-বুঞ্‌ (দ্বন্দ্বমনোজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫।১।১৩৩) টাপ্‌। ১ গোপাল ও পশুপালের ধর্ম্ম। ২ গোপাল ও পশুপালের কর্ম্ম।

গৌপিক (পুং স্ত্রী) গোপিকায়া অপত্যং গোপিকা অণ্‌। গোপিকার অপত্য। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্‌ হইয়া গৌপিকী শব্দ হয়।

গৌপিলেয় (ত্রি) গোপিল চাতুরর্থিক ঢক্‌। গোপিল দ্বারা নিবৃত্ত।

গৌপুচ্ছ (ত্রি) গোপুচ্ছমিব গোপুচ্ছ অণ (শর্করাদিভ্যোঽণ্‌। পা ৫।৩।১০৭) গোপুচ্ছ সদৃশ।

গৌপুচ্ছিক (ত্রি) গোপুচ্ছেন ক্রীতং গোপুচ্ছ ঠঞ্‌। ১ গোপুচ্ছ দ্বারা যাহা ক্রীত হইয়াছে। গোপুচ্ছেন তরতি গোপুচ্ছ-ঠঞ্‌। ২ যে গোপুচ্ছ দ্বারা উত্তীর্ণ হয়।

গৌপ্তেয় (পুং স্ত্রী) গুপ্তা বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রী তস্যাঃ অপত্যং গুপ্তা-ঢক্‌ (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩) বৈশ্যজাতীয় স্ত্রীর অপত্য।

গৌভৃত (ত্রি) গোভৃতা নিবৃত্তং গোভৃত-অণ্‌। যাহা গোভৃৎ দ্বারা নিবৃত্ত হয়।

গৌমত (ত্রি) গোমত্যাং ভবঃ গোমতী-অণ্‌ (প্রস্থোত্তরপদপলদ্যাদিকোপধাদণ্‌। পা ৪।২।১১০) গোমতী নদীতে উৎপন্ন।

গৌমতায়ন (ত্রি) গোমতী চাতুরর্থিক ফঞ্‌। গোমতী নদীতে উৎপন্ন প্রভৃতি।

গৌময়িক (ত্রি) গোময়-চাতুরর্থিক ঠঞ্‌। গোময় নিবৃত্ত প্রভৃতি।

গৌমায়ন (পুং স্ত্রী) গোমিনোগোত্রাপত্যং গোমিন্‌-ফঞ্‌, টিলোপশ্চ। গোমীর গোত্রাপত্য।

গৌর (পুং) গুঙ গতৌ র নিপাতনে সাধু। ১ চন্দ্র। ২ শ্বেতসর্ষপ।

"গৌরস্তু সর্ষপঃ প্রাজ্ঞৈঃ সিদ্ধার্থ ইতি কথ্যতে।" (ভাবপ্রকাশ)

৩ ধব বৃক্ষ, ধা গাছ। (রাজনি°) ৪ পীতবর্ণ। ৫ শ্বেতবর্ণ। ৬ অরুণ বর্ণ। (ত্রি) ৭ পীতবর্ণবিশিষ্ট।

"গোরোচনালেপনিতান্তগৌরে।" (কুমার° ৮)

৮ শ্বেতবর্ণ যুক্ত। "কৈলাসগৌরং বৃষমারুরুক্ষোঃ পাদার্পণানুগ্রহপূতপৃষ্ঠম্‌।" (রঘু ।৩৫)

৯ অরুণবর্ণযুক্ত। "কীর্ণৈঃ পিষ্টাতকৌঘৈঃ কৃতদিবসমুখৈঃ কুঙ্কুমক্ষোদগৌরৈঃ।" (রত্নাবলী) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্‌ হয়। (পুং)

১০ চৈতন্য মহাপ্রভু। (অনন্তস°) (ক্লী) ১১ পদ্মকেশর। (মেদিনী) ১২ কুঙ্কুম। ১৩ স্বর্ণ। (রাজনি°) (পুং) ১৪ পরিমাণবিশেষ। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ৮ ত্রসরেণুতে ১ লিক্ষা, ৩ লিক্ষায় এক রাজসর্ষপ, ৩ রাজসর্ষপেও ১ গৌর হয় (১)। (পুং স্ত্রী) ১৫ এক প্রকার মৃগ, ইহা একশফ শ্রেণীর অন্তর্গত।

"খরোঽশ্বোঽশ্বতরোগৌরঃ শরভশ্চমরী তথা।
এতে চৈকশফাঃ ক্ষত্তঃ! শৃণু পঞ্চনখান্ পশূন্॥"

(ভাগবত ৩।১০।২২)

(ত্রি) ১৫ বিশুদ্ধ। (মেদিনী)

গৌরক্ষ্য (ক্লী) গোরক্ষস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা গোরক্ষ-ষ্যঞ্। ১ পাশুপাল্য, বৈশ্যকর্ম্মবিশেষ। ২ গোরক্ষকের ভাব।

গৌরখর (পুং) বন্য গর্দ্দভ।

গৌরগ্রীব (পুং) গৌরী গ্রীবা অত্র বহুব্রী। ১ দেশবিশেষ, কূর্ম্মবিভাগের মধ্যভাগে এই দেশের উল্লেখ আছে।

"গৌরগ্রীবোদ্দেহিকশুড্ডাশ্বত্থপাঞ্চালাঃ।" (বৃহৎসংহিতা ১৪ অঃ)

(ত্রি) ২ তদ্দেশবাসী।

গৌরগ্রীবীয় (ত্রি) ১ গৌরগ্রীবসম্বন্ধীয়। ২ গৌরগ্রীবদেশবাসীর অপত্য।

গৌরচন্দ্র (পুং) চৈতন্যদেব, মহাপ্রভু।

"কৃষ্ণশ্চৈতন্যো গৌরাঙ্গো গৌরচন্দ্রঃ শচীসুতঃ।" (অনন্তস.)

গৌরচন্দ্র গজপতি নারায়ণদেব, গঞ্জামের অন্তর্গত কিমেদির একজন রাজা, জগন্নাথনারায়ণ দেবের পুত্র। ইনি ১৮০৬ হইতে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

গৌরজীরক (পুং) গৌরশ্চাসৌ জীরকশ্চেতি। শ্বেতজীরক। (রাজনি°) পর্য্যায়—অজাজী, শ্বেতজীরক, কণাহ্বা, কণজীর, কণা, সিতদীপ্যা, দীর্ঘকণা, সিতাজাজী, গৌরাজাজী। ইহার গুণ—শীতল, রুচিকর, কটু, মধুর, দীপন, কৃমি, বিষ ও অধ্মাননাশক এবং চক্ষুর হিতকর। (রাজনি°) [জীরক দেখ।]

গৌরতিত্তিরী (পুং স্ত্রী) শ্বেতবর্ণ তিত্তিরি পক্ষী।

[তিত্তিরি দেখ।]

গৌরত্বচ্ (পুং) গৌরীত্বক্ যস্য বহুব্রী। ইঙ্গুদীবৃক্ষ, জিয়াপুঁতি। ঋষিগণ এই বৃক্ষের ফলে উৎপন্ন তৈল ব্যবহার করিতেন

গৌরপৃষ্ঠ (পুং) গৌরং পৃষ্ঠং যস্য বহুব্রী। যমরাজের সভাসদ্ একজন রাজা। (ভারত সভা°)

গৌরমুখ (পুং) গৌরং বিশুদ্ধং মুখং যস্য বহুব্রী। ১ মহর্ষি শমীকের শিষ্য। মহর্ষি শমীক পরীক্ষিতকে শাপবৃত্তান্ত জানাইতে ইহাকে পাঠাইয়াছিলেন। (ভারত ১।৪২ অঃ) উ° প° প্রদেশে সীতাপুরের নিমখার নামক স্থানে প্রবাদ আছে, গৌরমুখ তথায় অসুরদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন। (ত্রি) গৌরং মুখং যস্য বহুব্রী। ২ শ্বেতবর্ণ মুখবিশিষ্ট স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঙীষ্ হয়।

গৌরমৃগ (পুং স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা°। গৌরবর্ণ মৃগবিশেষ।

"ক্রোষ্টা মায়োরিন্দ্রস্য গৌরমৃগঃ" (বাজসনেয় ২৪।৩২)

গৌরব (ক্লী) গুরোর্ভাবঃ গুরু অণ্। (ইগন্তাচ্চ লঘুপূর্ব্বাৎ। পা ৫।১।১৩১) ১ গুরুত্ব।

'শরীরগৌরবাদস্য শিলাপাটৈর্বিচূর্ণিতা।" (ভারত ১।১৬৩।১৮)

২ গুরুর কর্ম্ম। ৩ উৎকর্ষ। "শুশ্রাব তেজাঃ প্রভবাদিবৃত্তং স্ববিক্রমে গৌরবমাদধানম্॥" (রঘু ১৪।১৮)

৪ আদর। "প্রয়োজনাপেক্ষিতয়া প্রভূণাং প্রায়শ্চলং গৌরবমাশ্রিতেষু॥" (কুমার° ৩।২)

গৌরবং সাধনতয়া অস্ত্যস্য গৌরব-অচ্ (অর্শ আদিভ্যো২চ্। পা ৫।২।১২৭) ৫ অভ্যুত্থান। (হেম°)

(ত্রি) গুরোরিদং গুরু-অণ্। ৬ গুরুসম্বন্ধীয়।

"মধ্যগত্যাভতোঽগেন গুরো গৌরববৎসরাঃ।' (বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত)

গৌরববৎ (ত্রি) গৌরবমস্ত্যস্য গৌরব মতুপ্ মস্য বঃ। গৌরববিশিষ্ট, যাহার গৌরব আছে।

গৌরবাজার, বীরভূমের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। দেশাবলী নামক সংস্কৃত ভূবৃত্তান্তে ইহা গৌরজবীথি নামে বর্ণিত হইয়াছে।

গৌরবাসন (ক্লী) গৌরবেণ দত্তমাসনং মধ্যলো°। উৎকর্ষসূচক আসন।

গৌরবাহন (পুং) গৌরং গৌরবর্ণং বাহনং যস্য বহুব্রী। একজন রাজা, অপর নাম শ্বেতবাহন।

"কুন্তিভোজো মহাতেজাঃ পার্থিবো গৌরবাহনঃ।"

(ভারত ২।৩৩ অঃ)

গৌরবিত (ত্রি) গৌরবং সঞ্জাতমস্য গৌরব-তারকাদিত্বাদিতচ্। পূজ্য।

গৌরশাক (পুং) গৌরঃ শাকোঽস্য বহুব্রী। মধুকবৃক্ষবিশেষ। (জটাধর)

গৌরশালি (পুং) নিত্যকর্ম্মধা°। শালিধান্যবিশেষ, গন্ধশালি।

গৌরশিরস্ (ত্রি) গৌরং শিরোঽস্য বহুব্রী। ১ শুক্লবর্ণ কেশযুক্ত, যাহার মাথার চুল শুক্ল হইয়াছে।

(পুং) ২ রাজনীতিশাস্ত্রপ্রণেতা একজন মুনি। ইঁহার প্রণীত নীতিশাস্ত্র বর্ত্তমান সময়ে দুষ্প্রাপ্য। মহাভারতে নীতিশাস্ত্র প্রণেতৃগণের মধ্যে ইঁহার উল্লেখ আছে।

---

(১) "জালসূর্য্যমরীচিস্থং ত্রসরেণুরজঃ স্মৃতম্।
তেঽষ্টৌ লিক্ষা তু তাস্তিস্রো রাজসর্ষপ উচ্যতে। গৌরস্তে ত্রয়ঃ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য)

"বিশালাক্ষশ্চ ভগবান্ কাব্যশ্চৈব মহাতপাঃ।
সহস্রাক্ষো মহেন্দ্রশ্চ তথা প্রাচেতসো মুনিঃ॥
ভারদ্বাজশ্চ ভগবাংস্তথা গৌরশিরা মুনিঃ।
রাজশাস্ত্রপ্রণেতারো ব্রহ্মণ্যা ব্রহ্মবাদিনঃ॥"
(ভারত ১৩।৫৮ অঃ)

গৌরসর্ষপ (পুং) গৌরশ্চাসৌ সর্ষপশ্চেতি কর্ম্মধা°। ১ শ্বেতসর্ষপ। (রত্নমালা)—পর্য্যায় অনন্ত, সিদ্ধার্থ, ভূতনাশন, কটুস্নেহ, প্রস্থ, কণ্ডুঘ্ন, বাজিকাফল, তীক্ষ্ণক, ক্ষুরাধর্ম্ম, রক্ষোঘ্ন, কুষ্ঠনাশন, সিদ্ধপ্রয়োজন, সিদ্ধসাধন, সিতসর্ষপ। গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, বাত, রক্ত, গ্রহ, স্বক্, দোষ, বিষ ও ব্রণনাশক এবং রক্ত পিত্ত ও অগ্নিবৃদ্ধিকর। (ভাবপ্রকাশ) মনুর মতে ইহাদ্বারা ক্ষৌমশুদ্ধি করিবার বিধান আছে।
"শ্রীফলৈরংশুপট্টানাং ক্ষৌমাণাং গৌরসর্ষপৈঃ।" (মনু)
২ পরিমাণবিশেষ। মনুর মতে ৮ ত্রসরেণুতে ১ লিক্ষা, ৩ লিক্ষায় ১ রাজ এবং ৩ রাজসর্ষপে ১ গৌরসর্ষপ হয়।
"ত্রসরেণবোহষ্টৌ বিজ্ঞেয়া লিক্ষৈকা পরিমাণতঃ।
তা রাজসর্ষপস্তিস্র স্তে ত্রয়ো গৌরসর্ষপাঃ।" (মনু ৮।১৩৩)

গৌরসুবর্ণ (ক্লী) গৌরং শুভ্রং সুবর্ণং উৎকৃষ্টং বর্ণো যস্য বহুব্রী। চিত্রকূটপ্রসিদ্ধ এক প্রকার শাক। এই শাক জলপ্রায়স্থানে জন্মে। ইহা সুগন্ধি, পাতাগুলি স্বর্ণবর্ণ, ক্ষুদ্র। এই শাক হস্তে মর্দন করিলে চূর্ণ হইয়া যায় এবং সুবাস বাহির হয়। পর্য্যায়—স্বর্ণ, সুগন্ধিক, ভূমিজ, বারিজ, হ্রস্ব, গন্ধশাক, কটুশৃগাল, চূর্ণশাকাঙ্ক। গুণ—শীতল, কফ, পিত্ত, জ্বর, দাহ, রুচি, ভ্রান্তি ও শ্রমনাশক এবং পথ্য। (রাজনি°)

গৌরা (স্ত্রী) গৌর-টাপ্ (গৌরাদিগণেবর্ণবাচিনো গৌরশব্দস্য গ্রহণাৎ অত্র বিশুদ্ধার্থ গৌরশব্দাৎ টাপ্) বিশুদ্ধা স্ত্রী।

গৌরাঙ্গ (পুং) গৌরং শ্বেতং পীতং বা অঙ্গং যস্য বহুব্রী। ১ বিষ্ণু। ইনি যুগাবতারে শ্বেত ও পীতবর্ণ শরীর ধারণ করেন বলিয়া ইঁহার গৌরাঙ্গ নাম হইয়াছে।
"শ্বেতো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।" (ভাগবত ১০স্ক)
গৌরং বিশুদ্ধং অঙ্গং যস্য বহুব্রী। ২ শ্রীকৃষ্ণ।
'গৌরাঙ্গং গৌরদীপ্তাঙ্গং পঠেৎ স্তোত্রং কৃতাঞ্জলিঃ।
নন্দগোপসুতং চৈব নমস্যামি গদাগ্রজম্॥' (ব্রহ্মযামল)
"গৌরাঙ্গো নাদগম্ভীরঃ স্বনামামৃতলালসঃ।" (কৃষ্ণযামল)
৩ শচীপুত্র, চৈতন্য। বৈষ্ণবগণের মতে ইনিই বিষ্ণুর যুগাবতার, ব্রহ্মযামল ও কৃষ্ণযামলে গৌরাঙ্গ শব্দে ইঁহাকেই উল্লেখ করা হইয়াছে। [চৈতন্যদেব।]
(ত্রি) ৪ গৌরবর্ণ দেহবিশিষ্ট। (ক্লী) গৌরঞ্চ তৎ অঙ্গং চেতি কর্ম্মধা°। ৫ গৌরবর্ণ শরীর। গরুড়পুরাণের মতে কুষ্মাণ্ডনালের ক্ষার ও কুষ্মাণ্ডের ছাল, ইহাদের সহিত জলপিষ্টহরিদ্রা মহিষ বিষ্ঠায় বেষ্টন করিয়া অল্প আগুণে সিদ্ধ করিয়া লইবে, ইহার উদ্বর্তনে শরীর গৌরবর্ণ হয়।
কুষ্মাণ্ডনালক্ষারস্তু সগোমূত্রশ্চ তত্বচঃ।
জলপিষ্টা হরিদ্রাচ সিদ্ধামন্দানলেন হি॥
মাহিষেণ পুরীষেণ বেষ্টিতা বৃষভধ্বজ!
অস্য উদ্বর্তনং কুর্য্যাদঙ্গগৌরত্বসাধনম্॥"
(গরুড়পুরাণ ১৯৬ অঃ)

গৌরাঙ্গডিহি, বঙ্গের বাঁকুড়া জেলার গিরিশ্রেণী, অক্ষা° ২৩° ১৬´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৬° ৪৮´ ৪৫´´ পূঃ। বাঁকুড়া হইতে রঘুনাথপুরের রাস্তা পর্য্যন্ত ১২ ক্রোশের মধ্যে তিনটী গিরি এই নামে খ্যাত। পাহাড়গুলি প্রায় ৩০০ ফিট উচ্চ ও বৃক্ষজঙ্গলে আবৃত।
১ মানভূমের পুরুলিয়া উপবিভাগের অন্তর্গত একটী থানা।

গৌরাজাজী (স্ত্রী) শ্বেতজীরক, শাদা জীরা। (রাজনি°)

গৌরাদি (পুং) গৌর আদির্যস্য গণস্য বহুব্রী। পাণিনীর একটী গণ। ইহা-দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়। গৌর, মৎস্য, মনুষ্য, শৃঙ্গ, পিঙ্গল, হয়, গবয়, মুকয়, ঋষ্য, পুট, দ্রুণ, দ্রোণ, হরিণ, কোকণ, কাকণ, পটর, উণক, আমল, আমলক, কুবল, বিম্ব, বদর, কর্করক, কর্কর, তর্কার, শর্কার, পুষ্কর, শিখণ্ড, সলদ, শষ্কণ্ড, সনন্দ, সুষম, সুষব, অলিন্দ, গড়ুল, ষাণ্ড, আঢক, আনন্দ, আশ্বত্থ, সৃপাট, আখক, আপচ্ছিক, শষ্কুল, সূর্ম্য, সূর্ম্ম, শূর্প, সূচ, যূষ, পূষ, যূথ, সূপ, মেথবল্লক, ধাতক, সল্লক, মালক, মালত, সাল্বক, বেতস, বৃক্ষ, ব্রস, অতস, উভয়, ভৃঙ্গ, মহ, মঠ, ছেদ, পেশ, মেদ, শ্বন্, তক্ষন্, অনড়ুহী, অনড্বাহী, এষণ (করণে), দেহ, দেহল, কাকাদন, গবাদন, তেজন, রজন, লবণ, ঔদ্গাহমানি গৌতম, গোতম, পারক, অয়ঃস্থূণ, ভৌরিকি, ভৌলিকি, ভৌলিঙ্গি, যান, মেধ, আলম্বি, আলজ্জি, আলব্ধি, আলক্ষি, কেবাল, আপক আরট, নট, টোট, নোট, মূলাট, শাতন, পোতন পাতন, পাঠন, পানঠ, আস্তরণ, অধিকরণ, অগ্রহায়ণ, আগ্রহায়ণ, প্রত্যবরোহিন্, সেচন, সুমঙ্গল, (সংজ্ঞায়), অণ্ডর, সুন্দর, মণ্ডল, মন্থর, মঙ্গল, পট, পিণ্ড, ষণ্ড উর্দ, গুর্দ, শম, সূদ, আর্দ, হ্রদ, পাণ্ড, ভাণ্ড, লোহাণ্ড, কদর, কন্দর, কদল, তরুণ, তলুন, কল্মাষ, বৃহৎ, মহৎ, সোম, সৌধর্ম্ম, রোহিণী (নক্ষত্রে), রেবতী (নক্ষত্রে), বিকল, নিষ্কল, পুষ্কল, কটী, পিপ্পল্যাদি, (পিপ্পলী, হরিতকি, হরীতকী, কোশাতকী, শমী, বরী, শরী, পৃথিবী, ক্রোষ্ট্রী, মাতামহী, পিতামহী,) ইহাদিগকে গৌরাদিগণ বলে। গৌরাদি আকৃতিগণ। (পা ৪।১।৪১)

ক্ষত্রিয়, কেহ বা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়। মহারাষ্ট্রীয় মাধাজী সিন্ধিয়ার অভ্যুদয়কালে ইহারা অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। পেশবার অনেক গোসাঁইসৈন্য ছিল। এখন মহারাষ্ট্রে গোসাঁইরা সৈনিক কার্য্য ছাড়া গুরুগিরি, মহাজনী প্রভৃতি সকল কার্য্যই করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে দুই একজন যথার্থ সাধিক লোকও আছে, কিন্তু অধিকাংশই লম্পট ও মূর্খ, তাহাদের রমণীগণও পরপুরুষপ্রিয়। মালাপরিবর্ত্তন দ্বারাই ইহাদের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। খোলাপুরের গোসাঁইদিগের মধ্যে গিরি, পুরী, ভারতী, তীর্থাশ্রম, সরস্বতী, সাগর, বাণ্যাটে ও বন্ধারণ নামে শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়। তন্মধ্যে অরণ্য, গিরি, পুরী, ভারতী ও বাণ এই চারি শ্রেণী শ্রেষ্ঠ হয়। গিরি ও বাণশ্রেণীর মধ্যে অনেকেই বিবাহ করে না। এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। বঙ্গদেশের গোসাঁইগণ যেমন কণ্ঠী ধারণ করেন, দাক্ষিণাত্যের অনেক গোসাঁই সেইরূপ রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়া থাকে। গোসাঁইরা অনেকেই হনুমানভক্ত, সর্ব্বদাই সঙ্গে একটি লিঙ্গ ও হনুমান মূর্ত্তি রাখে। কেহ গোসাঁই হইতে চাহিলে তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহার কর্ণে "ওঁ সোহহং" এই মন্ত্র দেওয়া থাকে। জাতিভেদের দলাদলি ইহাদের মধ্যে নাই।

গোসাঁই আনন্দকৃষ্ণব্রাহ্মণ, একজন বিখ্যাত কবি ও পণ্ডিত। ইনি পারসী ভাষায় ৮০০০০ বয়েতে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, ১২০০০ পারসি বয়েতে মৎস্যপুরাণ এবং মিতাক্ষরার পারসী অনুবাদ রচনা করেন। ইনি নিজ অনুবাদে এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

শাহজাহানাবাদে তাঁহার জন্ম হয়, ১৮৩৫ সম্বতে কাশীধামে আসেন এবং ১৮৮৭ সম্বতে জোনাথন ডঙ্কন সাহেবের অনুরোধে রামায়ণ অনুবাদ করেন।

গোসাঁইকবি, রাজপুতনার একজন বিখ্যাত কবি। ইহার দোহা রাজপুতসমাজে বিশেষ সমাদৃত।

গোসাঁইগঞ্জ, লক্ষ্ণৌজেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষাং দীনগুরনগর হইতে ৩ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে ও লক্ষ্ণৌ নগর হইতে সুলতানপুর যাইবার পথে অবস্থিত। হিম্মতগির গোসাঁই ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপন করেন। এখানে একটী সুবৃহৎ মৃত্তিকানির্ম্মিত কেল্লার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। এখানকার লোকেরা একটী প্রাচীন মূর্ত্তিকে চতুর্ভুজ দেবী বলিয়া পূজা করিয়া থাকে।

উক্ত রাজা ১০০০ অশ্বারোহী রাজপুতসেনার নায়ক ছিলেন এবং সৈন্যের বেতনস্বরূপ অযোধ্যা পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এককালে তাঁহার প্রভূত ক্ষমতা ছিল। বক্সার যুদ্ধের পর নবাব সুজা উদ্দৌলা ইংরাজভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার নিকট আশ্রয় চাহেন। তিনি তাঁহাকে নিজ দুর্গে প্রবেশ করিতে দেন নাই। নবাব ও ইংরাজে সন্ধি স্থাপিত হইলে রাজা নিজ জন্মভূমি চিরকালের মত পলাইয়া আসাতে বাধ্য হইলেন। এখানে তিনি ইংরাজ কর্তৃক একটি ক্ষুদ্র জায়গীর পাইয়াছিলেন।

নগরটী বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। পথ ঘাট পরিষ্কার করিতে যে ব্যয় হয়, তাহা প্রত্যেক বাটী হইতে কর স্বরূপ আদায় হইয়া থাকে। কানপুর ও লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত সমান রাস্তা থাকায় এখানকার বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা আছে। এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উৎসব উপলক্ষে বৎসরে দুইবার মেলা হয়, তাহাতে এখানে পাঁচসাত হাজার লোক আসিয়া থাকে।

গোসাঁপ (গোসাপ শব্দজ) দেশজ। [গোসাপ দেখ।]

গোসাদ (ত্রি) গাং সাদয়তি গো সদ-ণিচ্-অণ্ উপপদ সং। গোচালক, যে গো চালায়। এই শব্দের পূর্ব্বপদ প্রকৃতি-স্বর হইয়া থাকে। (গোঃ পাদসাদিসাবিষু। পা ৬।২।৪১)

গোসাদিন্ (ত্রি) গাং সাদয়তি সং-ণিচ্-ণিনি উপপদ। গোসারথি, গোচালক। এ। গোসা দিন পদে পূর্ব্বপদ প্রকৃতিস্বর হয়।

গোসাপ, সরীসৃপ বিশেষ। বাঙ্গালায় গোসা বা গুইসাপ বলে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—গোধা, গোধি, নিহিকা, গোধিকা, নাকুমুখ্যাত্মবী। হিন্দিতে গোহ এবং ইংরাজীতে ইগুয়ানা (Iguana) বলে।

বাঙ্গালাদেশে (Varanus flavescens, V. dracaena ও V. nebulosus) তিন জাতীয় গোসাপ আছে। (সোনাগোসাপ) দুই হাতের অধিক দীর্ঘ দেখা যায়। (V. Dumerilii) চারি হাতের বড় হইয়া থাকে। ইহারা রাত্রিকালে চোর দ্বারা পালিত পক্ষ্যাদি খাইবার জন্য গৃহস্থের বাটীর মধ্যে আসিয়া থাকে। পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জে বাসালিস্কনামক (Basaliscus Amboi...) এক জাতীয় গোসাপ দেখা যায়। মলয়বাসীরা ইহাকে "বিয়াবক" বলে। ইহাদের আকার ঠিক ছানাকুম্ভীরের মত এবং বক্তকাগণ চতুষ্পদ নকুলজাতির সৌসাদৃশ্য আছে। ভারতবর্ষে জঙ্গবাটি, পুরাতন প্রাচীর ও বনের মধ্যে গোসাপদিগের বাস। ইহারা সাধারণতঃ তিন ফিট লম্বা হইয়া থাকে। ইহাদের লেজ লম্বা, গোলাকার ও মধ্যস্থানে কথঞ্চিৎ উচ্চ। পিঠ, লেজে ও গলায় কুম্ভীরের গায়ের মত কাঁটা আছে। সমগ্র গাত্রাবরণই উজ্জ্বল আঁইষে ঢাকা। কোন কোন মুসলমান ও

গোহ (পুং) গুহত্যেহত্র গুহ আধারে ঘঞ্ বাহুলকাৎ ঊত্বাভাবঃ। গৃহ। অগ্নিরৌশিজস্ত গোহে। (ঋক্ ৪।২১।৬।)

গোহত্যা (স্ত্রী) গোর্হননং গো-হন-ক্যপ্ তকারশ্চান্তাদেশঃ (হনস্ত চ। পা ৩।১।১০৮) লোকব্যবহারাৎ স্ত্রীত্বং ততষ্টাপ্। গোবধ। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে রাগ, দ্বেষ, ও অনবধানতায় স্বয়ং বা অপর দ্বারা প্রাণীর প্রাণ-বিয়োগের কারণ কোন ব্যাপার অনুষ্ঠান করিলে তাহাকে হনন বা বধ বলে।

"প্রাণবিয়োগফলকব্যাপারো হননং স্মৃতম্।
রাগাদ্দ্বেষাৎ প্রমাদাদ্বা স্বতঃ পরত এব বা ॥ (অগ্নিপু°)

শাস্ত্রকার ও সংগ্রহকারগণ জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত দুই প্রকার গোহত্যা নিরূপণ করিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি এইটা গোরু" এই প্রকার জানিয়া "আমি ইহাকে বধ করিব" এইরূপ ইচ্ছায় গোহত্যা করে, তবে তাহাকে জ্ঞানকৃত গোবধ বলে। আর গবয় ভাবিয়া বাস্তবিক গোরুকেই হনন করিলে কিংবা এইটী গোরু এইরূপ জ্ঞান থাকিতেও যদি বধ করিবার ইচ্ছা না থাকে, অথচ অন্ত প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত অনুষ্ঠিত কোন ব্যাপারে গোরু প্রাণ-ত্যাগ করে, তবে সেই স্থলে অজ্ঞানকৃত গোবধ হইয়া থাকে। এই গোহত্যা আবার সাক্ষাৎ ও পরম্পরাকৃত ব্যাপারভেদে দুই প্রকার। পাষাণ, লগুড়, শস্ত্র বা অন্ত কোন প্রাণ-নাশক অস্ত্র দ্বারা বলপূর্ব্বক গোরু নিপাত করিলে তাহাকে সাক্ষাৎ গোবধ এবং অবরোধ বা বন্ধনাদি করিয়া রাখিলে যদি গোরু মরিয়া যায়, তবে তাহাকে পরম্পরাকৃত বা অসাক্ষাৎ গোবধ বলা হয়। গোহত্যায় যে সকল প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত আছে, সাক্ষাৎ বধে হত্যাকারীকে তাহার সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অসাক্ষাৎ গোবধে হত্যাকারীর পক্ষে স্থলবিশেষ এক চতুর্থাংশ কম, অর্দ্ধ বা এক চতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে। ইহাছাড়া গো-স্বামীভেদেও প্রায়-শ্চিত্তের তারতম্য আছে। শাস্ত্রকারগণ যে প্রকারে গোপালনের বিধান নিরূপণ করিয়াছেন, সেই প্রকারে পালন করিলে অর্থাৎ পালনেরত্রুটিতে যদি গোরু মরিয়া যায়, তবে তাহাকে অপালন নিমিত্ত গোবধ বলে। (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব) [গোহত্যার প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্ত ও গোব্রত শব্দে দ্রষ্টব্য।]

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে অপর কতকগুলি ব্যাপারের গোহত্যা নামে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই ব্যাপারগুলিকে আতিদেশিকী গোহত্যা বা পারিভাষিক গোবধ বলে। "বিপ্র হত্যাক গোহত্যাং কিংবিধামাতিদেশিকীম্।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতি° ৩০। ১৩৩; ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে এই সকল ব্যাপার আতিদেশিকী গোহত্যা বলিয়া নিরূপিত। যথা—ভোজন বা জলপান করিতে উদ্যত গোরুর ভোজন বা জলপানের বিঘ্ন উৎপাদন, গোরু ও ব্রাহ্মণের মধ্য দিয়া গমন, গোশরীরে দণ্ডাঘাত, বৃষচালনা, উচ্ছিষ্ট দ্রব্য গোরুকে খাইতে দেওয়া, বৃষবাহকগণের পৌরোহিত্য বা যাজন, বৃষলীপতির অন্ন-ভোজন বা যাজন, আগুনে পদার্পণ, পা দিয়া গোতাড়ন, স্নানের পরে পাদপ্রক্ষালন না করিয়া গৃহে প্রবেশ, শুষ্কপাদে অর্থাৎ পা দুখানি জলার্দ্র না করিয়া ভোজন, ভিজা পায়ে শয়ন, নিষ্ঠাপর ব্রাহ্মণের দিনের মধ্যে দুইবার ভোজন, অবীরা স্ত্রীলোকের অন্নভক্ষণ, যোনি-ব্যবসায়ে জীবিকা-নির্ব্বাহ, সন্ধ্যা না করা, পর্ব্বকালে পিতৃগণ ও পুণ্যাহাদিতে দেবতাগণের অর্চ্চনা না করা, অতিথি সেবা না করা, আপনার স্বামী ও কৃষ্ণে ভেদজ্ঞান, (বোধ হয় এই কথাটী বৈষ্ণবকুলকামিনীগণের প্রতি,) কটুবাক্যে স্বামীর তাড়না, গোমার্গখনন, তড়াগ বা তাহার ঊর্দ্ধদেশে শস্ত-বপন, অর্থলোভে বা অজ্ঞানে গোবধ প্রায়শ্চিত্তের ব্যতিক্রম, গোরুকে রীতিমত পালন না করা, গোরুকে কোন প্রকার দুঃখ দেওয়া; প্রাণী, দেবপূজা, অনল, জল, নৈবেদ্য, পুষ্প ও অন্ন লঙ্ঘন, নাস্তিকবাদ, মিথ্যাকথা বলা, প্রতারণা, দেবতা বা গুরুদ্বেষ; দেবপ্রতিমা, গুরু বা ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার না করা, এই ব্যাপারগুলিকে আতিদেশিকী গোহত্যা বলে। (ব্রহ্মবৈ° প্রকৃতি° ৩০। ১৩৯—১৮১°)

স্থলবিশেষে গোহত্যা বিধেয় কি না, ইহার বিচার উপস্থিত হইলে হিংসার বিধেয়তা ও অবিধেয়তা জানা আবশ্যক।

হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের মতে হিংসামাত্রই পাপজনক ও অবিধেয়। প্রাণীহিংসায় ইহকালে নরকযন্ত্রণা ভোগ হইয়া থাকে। এই কারণে প্রাচীন সামাজিক নিয়মকর্ত্তা বা ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা আর্য্যগণ "মাহিংসীঃ পুরুষং জগৎ" এই যজুর্ব্বেদীয় উপদেশবাক্য অবলম্বন করিয়া নানাবিধ শাস্ত্রে হিংসার অবিধেয়তা এবং হিংসাকারীগণের ইহকালে ও পরকালে যে সমস্ত অমঙ্গল হইয়া থাকে, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বেদ, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ ও উপপুরাণ প্রভৃতি সকল হিন্দুশাস্ত্রই হিংসা অবিধেয় বলিয়া স্বীকার করেন। ইহাতে কোন মতভেদ বা ব্যবস্থাভেদ লক্ষিত হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্রে ও বেদে যেরূপ হিংসার নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই প্রকার আবার স্থানবিশেষে কোন কোন হিংসার বিধানও আছে। যথা "অশ্বমেধেন যজেত স্বর্গকামঃ" অর্থাৎ স্বর্গকামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে ইত্যাদি। এইস্থলে একটী আপত্তি উঠিতে পারে

যে, বেদ ও ধর্মশাস্ত্রে একবার হিংসার নিষেধ করিয়া আবার হিংসার বিধান করা হইয়াছে বলিয়া পরস্পর বিরোধ হইতে পারে। প্রাচীন ঋষিগণ উহার মীমাংসা এইরূপ করিয়াছেন যে, বিধিবাক্য দুই প্রকার সামান্য ও বিশেষ। কোন বিশেষ বাক্য না লইয়া যে বিধি বাক্য তাহাকে সামান্য এবং কোন বিশেষ স্থল বা বিষয়ের জন্য যে বিধি বাক্য তাহাকে বিশেষ বলে [সামান্য ও বিশেষ দেখ।]

সামান্য বিধি বিশেষ বিধির স্থল পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এই স্থলে "মাহিংসীঃ পুরুষং জগৎ" অর্থাৎ এই জগতের প্রাণীমাত্রকেই হিংসা করিও না। এইটী সামান্য বিধি ও "অশ্বমেধেন যজেত" এইটী বিশেষ বিধি। অতএব বিশেষ বিধির বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সামান্য বিধির প্রবৃত্তি হইলে এইস্থলে সামান্য বিধিবাক্যের এইরূপ অর্থ হইয়া থাকে। যথা অশ্বমেধ প্রভৃতি যাগে যে যে পশুহিংসার উল্লেখ আছে, তাহা ছাড়া অপর প্রাণীহিংসা করিবে না, ইহা হইলে আর পরস্পর বিরোধ থাকে না। যে কয়টী পশুহিংসার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে বৈধহিংসা এবং তদ্ব্যতীত হিংসকে অবৈধ হিংসা বলে। বৈধহিংসার পাপ নাই তাহার প্রায়শ্চিত্তও নাই। শাস্ত্রে যে সকল পাপ বা প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত আছে, তাহা অবৈধ হিংসায় ঘটিয়া থাকে। উপরে যে কয়টী লিখিত হইল, তাহা মীমাংসাদর্শনের মত, স্মৃতিসংগ্রহকারগণ এই মত অবলম্বন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ঐ মতটিই চলিতেছে। কিন্তু সাংখ্য ও পাতঞ্জল ইহা স্বীকার করেন না, তাহাদের মতে বৈধহিংসারও পাপ হয়। [প্রাণিহিংসা দেখ।]

এখন কথা হইতেছে যে যেরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বহিংসা বিধান আছে, সেই প্রকার যজ্ঞ প্রভৃতি শাস্ত্রে গোমেধযজ্ঞে গোহত্যার ও বিধান দৃষ্ট হয় বলিয়া গোহত্যাও বিধেয়। [গোমেধ দেখ।] তাহা ছাড়া মধুপর্কে গোমাংস দেওয়ারও বিধান আছে। [মধুপর্ক দেখ।]

বর্ত্তমান সময়ে গোমাংসপ্রিয় অহিন্দুগণ শাস্ত্র মীমাংসার অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে না পারিয়া অথবা আপনার মত বজায় রাখিবার জন্য বলিয়া থাকেন যে, গোহত্যা হিন্দুশাস্ত্র অনুমোদিত, হিন্দুর গোমাংস খাইতে কোন বাধা নাই। প্রমাণ মধুপর্কে গোহত্যা করিবার বিধান প্রায় সকল শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়। "মহোক্ষং বা মহাজং বা শ্রোত্রিয়ায়োপকল্পয়েৎ।" (যাজ্ঞ° ১।১০৯) অর্থাৎ শ্রোত্রিয় অতিথি হইলে তাহাকে বৃহৎ বৃষ বা বৃহৎ ছাগ ভক্ষণের জন্য অর্পণ করিবে।

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠেও জানা যায় যে পূর্ব্বকালে শ্রোত্রিয় অতিথিগণ মধুপর্কে প্রদত্ত গোকে পাইতেন। সুর্য্যাকুলপুরোহিত বশিষ্ঠ মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইলে মধুপর্কে একটী বৎসতরী দেওয়া হয়। বশিষ্ঠ পরম সমাদরে তাহার মাংস খাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া যেরূপ যজ্ঞবিশেষে ছাগাদি পশু মারিবার বিধান আছে, সেইপ্রকার গোমেধ যজ্ঞে গো মারিবারও বিধান দেখিতে পাওয়া যায়।

তাহার বৈদিক সংস্কারের মতে অন্ত্যেষ্টিকালে একটী গো বধ করিতে হয়। কিন্তু যদি কোন বিঘ্ন ঘটে, তবে গাভির সম্মুখের বামপদ ভগ্ন করিয়া তাহার উপর মাটির প্রলেপ দিবে ও তিন বার চিতা প্রদক্ষিণ করাইয়া ছাড়িয়া দিবে। আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্রের মতে নিহত গোর মন "ওঁমৃ" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া শবের মাথার ও চক্ষে রাখিবে। "অতি ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া সেই গোর হৃদ্‌ শবের হৃদয়ে ও তাহার মাংসাদি মৃতের অঙ্গে শরীর রক্ষা করিবে। কিন্তু গোরু ছাড়িয়া দিলে, গো মাংসাদির স্থানে যব ও তণ্ডুল এবং গোধূম প্রভৃতি পিষ্টক প্রদান করিবে।*

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মতে গোর না আনিয়া তাহার স্থানে শবদেহের সহিত একটী ছাগ দিয়া আনা যায়। এই সকল প্রমাণ অনেকেই গোহত্যার পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন।

বাস্তবিক শাস্ত্রীয় মীমাংসা করিতে হইলে কোন সময়ে কোন ব্যক্তির প্রতি কি উদ্দেশে শাস্ত্রকারগণ কি বিধান করিয়াছেন, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে যত বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সকলই এক ব্যক্তি বা এক কালের জন্য নহে। সত্যযুগে মানবগণের সাত্ত্বিক ভাব ও শক্তি অধিক ছিল সেই সময়ের ধর্ম এক প্রকারের ছিল, দিন দিন মানব প্রকৃতির সাত্ত্বিকতার ন্যূনতা ও শক্তি হ্রাস হওয়ায় ব্যবস্থা এবং বিধানেরও তারতম্য হইয়া আসিতেছে। সত্যকাল হইতে দ্বাপরের শেষ পর্য্যন্ত মধুপর্কে পশুবধ ও গোমেধযাগে গোহিংসা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল এবং সেই হিংসাকে বৈধহিংসা বলা হইত। কিন্তু এই সময়েও অবৈধ গোহিংসার কঠিন প্রায়শ্চিত্ত ও জ্ঞানপূর্ব্বক গোহত্যা করিলে হিংসাকারী সামাজিক নিয়মে দণ্ডিত হইবে এই নিয়ম ছিল। দ্বাপরের শেষে ধর্মশাস্ত্রবিৎ পরিণামদর্শী আর্য্যগণ মিলিত হইয়া কলিকালের জন্য যে নিয়ম করেন, তাহাতে মধুপর্কে

* Journal of the Asiatic Society of Bengal, (1870) Vol. XXXIX, Pt I P 246-250। প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

পশুবধ ও গোমেধ যজ্ঞ নিষিদ্ধ হইয়াছে (১)। অতএব হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রের মতে কলিকালে কোন রকমের গোহিংসাই বিধের নহে। অজ্ঞান গোহত্যা করিলে যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপ নাশ হয় এবং হিংসাকারী সমাজে ব্যবহার্য্য হইতে পারেন, কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক গোহত্যাকারী কোন প্রকারেই ব্যবহার্য্য নহে।

নির্ণয়সিন্ধুপ্রণেতা কমলাকর বলেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, "অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্ম্মমপ্যাচরেন্নতু" অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত হইলেও যে কার্য্য নিরতিশয় দুঃখজনক বা স্বর্গপ্রতিকূল এবং যে কার্য্য অধিকাংশ লোকের অনভিমত, তাহার আচরণ করিবে না। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে কলিকালে মধুপর্কে গোবধ ও গোমেধ যজ্ঞ নিষিদ্ধ, ইহার অনুষ্ঠানে পাপ হয়।

শাস্ত্রে এইরূপ গোহত্যানিষিদ্ধ ও গোদিগের প্রতি বিশেষ যত্ন ও সম্মান প্রদর্শনের কথা লিখিত থাকাতেই সাত্ত্বিক হিন্দুগণ গোহত্যার বিশেষ বিরোধী, গোহত্যাকারী বিধর্ম্মীগণের সহিত এই জন্যই বহুদিন হইতে বিবাদ বিসম্বাদ ও কতশত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া আসিতেছে।

মুসলমানদিগের আধিপত্যকালে গোহত্যা লইয়া সর্ব্বদাই বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিত। আইন-ই-আকবরী ও মুন্তখব্‌ উৎতবারিখ পাঠে জানা যায় যে এই জন্য পরমারাধ্য অকবর বাদশাহ গোহত্যাপ্রথা একেবারে উঠাইয়া দেন। কিন্তু হিন্দুবিদ্বেষী অরঙ্গজেবের সময় এই প্রথা আবার বিশেষরূপে প্রচলিত হয়। এই সময় হিন্দুমুসলমান গোহত্যা লইয়া কি ভীষণ অত্যাচার করিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। বাস্তবিক হিন্দু প্রধান ভারতবর্ষে যাহাতে হিন্দুর মনে কোন মতে গোহত্যা না হয়, তজ্জন্য দিল্লীশ্বর শাহ আলম এক নিয়ম প্রচার করিয়াছিলেন। বঙ্গেও গোহত্যা লইয়া হিন্দুমুসলমান কিরূপ দাঙ্গাহাঙ্গাম হইত ও বঙ্গের নবাবগণ তাহার প্রতিবিধানের জন্য কিরূপ চেষ্টা করিতেন, তাহা গোলাম হোসেন প্রণীত সিয়ার্‌ উলমুতাখিরীন্‌ নামক ইতিহাস পাঠে জানা যায়।

গোহদ, মধ্যভারতের গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর, গোয়ালিয়ার হইতে এতাবা যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ২৫´ উঃ, দ্রাঘি ৭৮° ২৯´ পূঃ। নগরটী বেশ সুগঠিত ও সুরক্ষিত, পূর্ব্বে একজন জাটসর্দারের রাজধানী ছিল। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে গোহদের রাণার সহিত সিন্ধিয়ার বিবাদ বাধে, সেই সময় বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট গোহদরাণার পক্ষ হইয়া গোয়ালিয়ার জয় করিয়া গোহদের রাণাকে প্রদান করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই সিন্ধিয়া রাণাকে তাড়াইয়া গোয়ালিয়ার রাজ্য উদ্ধার করেন ও গোহদ নগর পর্য্যন্ত আক্রমণ করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের বন্দোবস্ত অনুসারে গোহদনগর গোয়ালিয়ার রাজ্যভুক্ত হয় এবং গোহদের রাণা তৎপরিবর্ত্তে ঢোলপুর রাজ্য প্রাপ্ত হন। গোহদের চারিদিকে পাথরের উপর মাটিলেপা দেয়াল আছে। এখানকার দুর্গ অতি বৃহৎ ও তাহার চূড়া অতি উচ্চ। পূর্ব্বে এখানে বিস্তর লোকের বসবাস ছিল, কিন্তু এখন দিন দিন হ্রাস হইয়া পড়িতেছে।

গোহন্‌ (ত্রি) গাং হন্তি গো-হন্‌-বিচ্‌। ১ গোহন্তা, যে গো হত্যা করে। (পুং) গাঃ মেঘস্থজলানি হন্তি গো-হন্‌-বিচ্‌। ২ মেঘস্থিত জলভেদক, ইন্দ্র।

"আ রে গোহা নৃহা বধো বো অস্তু।" (ঋক্‌ ৭।৫৬।১৭)

'গোহা গবাং মেঘস্থানামুদকানাং ভেদকঃ।' (সায়ণ।)

গোহন (ত্রি, গুহতি সংবৃণোতি গুহ-ল্যু-ছান্দসত্বাদ্বৃদ্ধ্যভাবঃ সংবরক, গোপনকারী।

"সমানে অহন ত্রিরবদ্য গোহনাঃ" (ঋক্‌ ১।৩৪।৩)

'ত্রিরবদ্যগোহনাঃ ত্রিবারমনুষ্ঠানগতানাং দোষাণাং সংবরণকারিণৌ' (সায়ণ।)

গোহল্ল (স্ত্রী) হদ পুরীষোৎসর্গে ক্ত হন্নং গোহন্নং ৬তৎ। গোময়, গোবর।

গোহমুখ (পুং) ভারতবর্ষের একটী পর্ব্বত। ভাগবতে ইহাকে গোকামুখ নামে উক্ত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণের মধ্যে ইহার নাম গোহমুখ।

গোহর (পুং) গোহরণ, গোরুচুরি।

গোহরীতকী (স্ত্রী) গোর্হরীতকীব তিক্তা রসাৎ। বিল্ব বৃক্ষ, বেলগাছ। (শব্দরত্না°)

গোহলা (স্ত্রী) গোধাপদী, চলিত কথায় গোয়ালেলতা বলে।

গোহল্ল (স্ত্রী) গোময়। (হারাবলী)

গোহাইল (গোশালা শব্দজ) গোগৃহ।

গোহান, পঞ্জাবের রোহতক জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও

(১) "প্রায়শ্চিত্তবিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকম্‌
সংসর্গদোষঃপাপেষু মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ॥
দত্তৌরসেতরেসাঞ্চ পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ॥"
এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥
সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ॥ (হেমাদ্রিধৃত আদিত্যপু°)
"দেবরেণ সুতোৎপত্তির্ম্মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ
ইমান্‌ ধর্ম্মান্‌ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণঃ॥" (বৃহন্নারদীয়)

তহশীলের সদর। অক্ষা° ২১ ৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৪৫´ পূঃ। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে ইসলাম ধর্মাবলম্বী একজন রাজপুত ও একজন বেণিয়া এই নগর পত্তন করেন। এখানে সুপ্রসিদ্ধ মহম্মদঘোরীর সঙ্গী শাহ জিয়া উদ্দীন্ মুহম্মদ নামক একজন মুসলমান সাধুর কবর আছে, তদুপলক্ষে প্রতিবর্ষে একবার মেলা হয়। জৈনদিগের পার্শ্বনাথদেবের মন্দির, এতদ্ভিন্ন সদরকাছারী, থানা, ডাকঘর ও বিদ্যালয় আছে।

গোহেলবাড়, একটী করদরাজ্য কাঠিয়াবাড়ের দক্ষিণাংশ পাঁচভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে গোহেলবাড় একটী। গোহেল রাজপুতগণের নাম হইতে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। ইহার রাজধানী ভবনগর রাজধানীর নাম হইতে ইহা ভব নগর রাজ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানকার রাজগণ গোহেল-রাজপুতবংশীয়। [কাঠিয়াবাড় ও ভবনগর দেখ।]

গোহারি দেশজ মিনতি নানতাশীকার।

এমন সময় আসি ফুল্লরা সুন্দরী।
গলায় কুঠার বান্ধি করেন গোহারি" (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

গোহালিকা (স্ত্রী) লতাবিশেষ, চলিত কথায় গোয়ালিয়া বলে। ইহার মূল দধি ও ঘৃত সহযোগে সেবন করিলে নিবর্ক্ষমূত্র ভাল হয়।

"পীতং দেহ্য লক্ষামদাভিজ্জলপালাজ্যসংযুতম্।
নিকরমূত্রং বধিতং প্রবর্ত্তিতং ক্ষণাৎ" (গারুড় ১৭০।১)

গোহালি (দেশজ) গোশালা।

গোহিংসা (স্ত্রী) গোহিংসা ভবৎ। গোহত্যা।

গোহিত্ (পুং) গোষু হিতঃ ৭তৎ। ১ বিষ। ২ গোয়ালতা। ৩ বিষ।

"গোহিতাপাংশ্রিবে প্যা নংভাগো্য বুর্মপ্রমঃ"
(ভারত ১৩।১০৯।৭৬) (ত্রি) গোহিতকারক।

গোহিব (ক্লী) গুহ-সেকার্থে উরচ্। পাদমূল, গোড়ালি।
(হেম° ৩।২৮০)

গোহ্য (ত্রি) গুহ-ণ্যৎ। ১ গুহ্য। ২ অপ্রকাশ্য। ৩ সংবরণীয়।

গৌকক্ষ (ত্রি) গোকক্ষ্যা ছাত্রঃ গোকক্ষ্যা-অণ্ ফলাপক্ষ। গোকক্ষ্যের ছাত্র।

গৌকক্ষ্য (পুং স্ত্রী) গোকক্ষস্য ঋষের্গোত্রাপত্যং গোকক্ষ গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। গোকক্ষনামক গাত্রাপত্য।

গৌকক্ষ্যায়ণি (পুং স্ত্রী) গোকক্ষস্য অপত্যং গোকক্ষ্য তিকাদিত্বাৎ ফিঞ্। গোকক্ষ্যের অপত্য।

গৌকাক্ষ [গোকাক্ষ দেখ]।

গৌগ্গুলব (ত্রি) গুগ্গুলো ভবঃ। গুগ্গুলু-অণ্। গুগ্গুলু হইতে উৎপন্ন। স্ত্রী লিঙ্গে ঙীন্ হয়। [শার্ঙ্গরবাদি দেখ।]

গৌঙ্গব (ক্লী) সামভেদ।

গৌচরিক (ত্রি) গোচরে ভবঃ গোচর-অণ্। গোচরোৎপন্ন, যাহা গোচরে উৎপন্ন হইয়াছে।

গৌচ্য (পুং) গোচ্যা হিমালয়পত্ন্যাঃ অপত্যং গোচী বাহুলকাৎ যৎ। হিমালয়ের পুত্র, মৈনাক। (শব্দার্থ চি°)

গৌঞ্জিক (পুং) গুঞ্জা পরিমাণবিশেষঃ তাং গ্রহীতুং শীলমস্য গুঞ্জা-ঠক্। স্বর্ণকার। (ত্রিকাণ্ড°)

গৌড় (পুং) বিস্তৃত প্রাচীন জনপদবিশেষ। শক্তিসঙ্গম-তন্ত্র মতে—

"বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদঃ॥"

বঙ্গদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবনেশ্বরের সীমা পর্য্যন্ত গৌড়দেশ নামে বিখ্যাত। এখানকার লোকেরা সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের অনুবর্ত্তী হইয়া কবিকঙ্কণ— "ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্ভোজভৃঙ্গ, গৌড়বঙ্গউৎকল-অধিপ।" এইরূপ বর্ণনা দ্বারা বঙ্গ ও উড়িষ্যা হইতে গৌড়-দেশকে পৃথক্ করিয়াছেন।

আবার খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দে কৃষ্ণমিশ্র প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে লিখিয়াছেন—

"গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী
অনুত্তম গৌড়রাজ্য, অনুপমা রাঢ়াপুরী তাহার অন্তর্গত।

বর্ত্তমান বৰ্দ্ধমান ও তাহার দক্ষিণ অঞ্চলকেই লোকে "রাঢ়া" বা "রাঢ় বলিয়া থাকে। সুতরাং কৃষ্ণমিশ্রের মতে বৰ্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানও গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত।

কিন্তু খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বরাহমিহির
"উদয়গিরি ভদ্র গৌড়ক-পৌণ্ড্রোৎকল-কাশি- মেকলাম্বষ্ঠাঃ।
এক পদ-তাম্র' 'লিপ্তক-কোশল-বৰ্দ্ধমানশ্চ॥
আগ্নেয্যাং দিশি কোশল-কলিঙ্গবঙ্গোপবঙ্গ-জঠরাঙ্গাঃ।"
(বৃহৎসংহিতা ১৪।৭-৮)

এই বচন দ্বারা গৌড়, পৌণ্ড্র, বঙ্গ ও বৰ্দ্ধমান স্বতন্ত্র জন-পদরূপে উল্লেখ করিয়াছেন—

আবার কূর্ম্ম ও লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে—
"শ্রাবস্তশ্চ মহাতেজা বংশকস্তু ততোঽভবৎ।
নির্ম্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে দ্বিজোত্তমাঃ॥"

সূর্য্যবংশীয় শ্রাবস্তিপুত্র বংশক গৌড়দেশে শ্রাবস্তী নগরী নির্ম্মাণ করেন। শ্রাবস্তীর বর্ত্তমান নাম সেট্‌মহেট, উহা অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত। অযোধ্যাপ্রদেশে গোণ্ডা নামে এক বৃহৎ জেলা আছে, তাহারও প্রাচীন নাম গৌড় ইহাই কূর্ম্ম ও লিঙ্গপুরাণ-বর্ণিত গৌড়দেশ। [গোণ্ডা দেখ।]

বিষ্ণুশর্মার হিতোপদেশে লিখিত আছে—

"অস্তি গৌড়বিষয়ে কৌশাম্বী নাম নগরী।"

গৌড়রাজ্যে কৌশাম্বী নামে নগরী আছে। কৌশাম্বীর বর্তমান নাম কোসম, ইহা এলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত। [কৌশাম্বী দেখ]

আবার খৃষ্টীয় নবম দশম ও একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকূট ও চেদিরাজগণের তাম্রশাসন ও খোদিত শিলালিপি পাঠে জানা যায়—যে চেদি, মালব, ও বেরার রাজ্যের সীমান্তে এক গৌড়দেশ ছিল। [গৌড় দেখ।]

রাজতরঙ্গিণীতেও (৪।৪৬৮) লিখিত আছে—

"পঞ্চগৌড়াধিপান জিত্বা শ্বশুরং তদধীশ্বরম্।

অর্থাৎ কাশ্মীররাজ জয়াপীড় পঞ্চগৌড়ের রাজাদিগকে জয় করিয়া শ্বশুরকে তাঁহাদিগের অধীশ্বর করিয়াছিলেন। [কায়স্থ শব্দ ৫৯৪ ও ৫৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

কবিকঙ্কণের পূর্ববর্তী কবি মাধবাচার্য তাঁহার চণ্ডীমাহাত্ম্যে অকবর বাদশাহের শাসনকালে লিখিয়াছেন-

"পঞ্চগৌড় নামে দেশ পৃথিবীর সার।

একাব্বর নামে রাজা অর্জুন অবতার॥"

স্কন্দপুরাণীয় সহ্যাদ্রিখণ্ডেও লিখিত আছে—

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা উৎকলা মৈথিলাশ্চ যে।

গৌড়াশ্চ পঞ্চধা চৈব পঞ্চগৌড়াঃ প্রকীর্তিতাঃ॥"

(উত্তরার্দ্ধে ১ অঃ।)

সারস্বত অর্থাৎ সরস্বতীতীরস্থ, কনোজ, উৎকল, মিথিলা ও গৌড় এই পঞ্চস্থানের অধিবাসী ব্রাহ্মণদিগকে পঞ্চগৌড় বলে। উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা বোধ হয় গৌড় নামক জনপদ একটী ছিল না, সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচটী। তন্মধ্যে সরস্বতীনদী পরিবাহিত কুরুক্ষেত্র একটী, এলাহাবাদ ও কান্যকুব্জের মধ্যে একটী, অযোধ্যা প্রদেশের মধ্যে একটী, মিথিলা ও বঙ্গের মধ্যে একটী এবং বর্তমান উড়িষ্যা ও মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত গোণ্ডবানার মধ্যে একটী, এই পাঁচটী গৌড় ছিল। এই পঞ্চগৌড়ের অধিবাসী ব্রাহ্মণেরাই পরবর্তী কালে সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল ও উৎকল নামে বিখ্যাত হন *।

* পঞ্চকল্পদ্রুমে স্কন্দপুরাণীয় বচন বলিয়, "সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলিকোৎকলাঃ। পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ।" এই বচনটী উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু "বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ" এই পাঠটী সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, তাহা হইলে চেদি মালব ও বেরারের সীমান্তবর্তী উৎকল ও গোণ্ডবানার মধ্যস্থ প্রাচীন গৌড়দেশ পঞ্চগৌড় হইতে ভিন্ন হইয়া পড়ে। এরূপ স্থলে সহ্যাদ্রিখণ্ডের পাঠই অনেকটা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

উক্ত পঞ্চগৌড়ের মধ্যে মিথিলা ও বঙ্গের মধ্যবর্তী গৌড় রাজ্য সকলের নিকট পরিচিত। ইতিহাসে এই গৌড়রাজ্যই প্রসিদ্ধ, অপর গৌড়ের উল্লেখ নাই। পূর্ব্বকালে এই গৌড়রাজ্যের আয়তন কত বড় ছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না।

বাণভট্টের শ্রীহর্ষচরিতে লিখিত আছে—রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধনের সময় গৌড়ের নরেন্দ্রগুপ্ত নামে এক জন রাজা ছিলেন। চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং বৌদ্ধদ্বেষী শশাঙ্ক নামে রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। কর্ণসুবর্ণ শশাঙ্কের রাজধানী ছিল।

উক্ত চীনপরিব্রাজক পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও কর্ণসুবর্ণ দুইটী ভিন্ন রাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। [কর্ণসুবর্ণ দেখ।]

বাণভট্ট হর্ষচরিতে কর্ণসুবর্ণের রাজাকেই গৌড়রাজ নামে উল্লেখ করিয়াছেন, সেই গৌড়রাজ নরেন্দ্রগুপ্ত হর্ষের ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধনকে বিনাশ করেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই ঘটনা ঘটে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে নরেন্দ্রগুপ্ত নিহত হন।

রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায়, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য গৌড়রাজ্য জয় করেন এবং গৌড়রাজ কাশ্মীরে গিয়াছিলেন। তৎপরে অষ্টম শতাব্দীতে কাশ্মীররাজ জয়াপীড় গৌড়দেশে আগমন করেন। তৎকালে জয়ন্ত গৌড়ের রাজা ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন তাঁহার রাজধানী ছিল। রাজতরঙ্গিণী ও হিউএনসিয়াংএর ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে অনুমিত হয় যে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে এই গৌড়রাজ্য নানা অংশে বিভক্ত ছিল। কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনরাজ জয়ন্ত জামাতার সাহায্যে সমস্ত গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তিনি একচ্ছত্র রাজা হইয়া আদিশূর উপাধি গ্রহণ করেন। [কাশ্মীর শব্দ ১১৮ পৃঃ ও কায়স্থ শব্দ ৫৯৫ পৃষ্ঠা দেখ।]

প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্রের কারিকায় লিখিত আছে—আদিশূরের বংশধর অর্থাৎ পঞ্চভূপগণ বহুদিন গৌড়ে রাজত্ব করেন। ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তৎপর পালবংশীয় দেবপাল রাজা হন। পালবংশীয় রাজগণের শিলালিপি ও তাম্রশাসন পাঠে জানা যায়, দেবপালের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধর্ম্মপাল ইন্দ্র বা বরেন্দ্ররাজা জয় করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ৮৭০ কি ৮৪১ খৃষ্টাব্দে গৌড়রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাতেই আদিশূরবংশীয় রাজগণের অধঃপতন হয়। পালবংশীয় রাজগণেরও পৌণ্ড্রবর্দ্ধননগরে রাজধানী ছিল।

ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি যে আদিশূর পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর

গৌরাদ্রর্ক (পুং) নিত্যকর্ম্মধা°। স্থাবরবিষবিশেষ। (হেম)

গৌরাবস্কন্দিন্ (পুং) গুরোরিদং গৌরবং গুরুপত্নীরূপং কলত্রং তদাস্কন্দতি গৌরব-আ স্কন্দ-ণিনি পৃষোদরাদিত্বাৎ বর্ণবিকারে সাধু। অহল্যাজার, ইন্দ্র।

'গৌরাবস্কন্দিন্নহল্যায়ৈ জারেতি।' (শতপথব্রা° ৩।৩।৪।১৮)

গৌরাশ্ব (পুং) গৌরোঽশ্বোঽস্য বহুব্রী। একজন রাজা, যমের সভার সভ্য।

"অলর্কঃ কক্ষসেনশ্চ গয়ো গৌরাশ্ব এব চ।" (ভারত ২।৮ অ°)

২ অর্জ্জুন। (ত্রি) ৩ যাহার গৌরবর্ণ অশ্ব আছে।

গৌরাস্য (পুং স্ত্রী) গৌরমাস্যং যস্য বহুব্রী। একপ্রকার বানর, ইহাদের মুখ গৌর তাহা ছাড়া অপর সকল অবয়ব কৃষ্ণবর্ণ। (রাজনি°) স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ হয়।

গৌরাহিক (পুং স্ত্রী) গৌরশ্চাসৌ অহিশ্চেতি কর্ম্মধা° সংজ্ঞায়াং কন্। বিষশূন্য একপ্রকার সর্প। 'নির্ব্বিষাস্ত…অজাহিকো গৌরাহিকো বৃক্ষেশয় ইতি।' (সুশ্রুত° ৪৪ অঃ)

গৌরি (পুং) গৌরস্যাপত্যং গৌর-ইঞ্। আঙ্গিরস ঋষি। "গৌরে রাঙ্গিরসস্য সাম" (শ্রুতি)

গৌরিক (ত্রি) গৌরো বর্ণোঽস্ত্যস্য গৌর-ঠন্। ১ শ্বেতবর্ণ যুক্ত। (পুং) ২ শ্বেতসর্ষপ।

"যবান্নগৌরিকোন্মিশ্রৈ পাদলেপঃ প্রশস্যতে।"

(সুশ্রুত ৪।২০ অঃ)

গৌরিকী (স্ত্রী) গৌর্যেব গৌরী স্বার্থে কন হ্রস্বশ্চ। অষ্ট-বর্ষীয়া কন্যা। (শব্দরত্নাবলী)

গৌরিমৎ (ত্রি) গৌরীঃ সন্ত্যস্য মতুপ্ হ্রস্বশ্চ। গৌরিতীর্থ।

গৌরিমতী (স্ত্রী) গৌরীমৎ ঙীপ্। গৌরীতীর্থস্থ একটী নদী।

গৌরিল (পুং) গৌরো বর্ণোঽস্ত্যস্য গৌরবাহুলকাৎ ইলচ্। ১ শ্বেতসর্ষপ। ২ লৌহচূর্ণ। (মেদিনী)

গৌরিবীত (ক্লী) গৌরিণা দৃষ্টং গৌর-বীতি-অণ্। সামবিশেষ।

"তৃতীয়সবনাস্তিন্দ্রিয়ো: শিপিবিষ্টবত্যু গৌরিবীতং ভবেৎ।

(কাত্যা শ্রৌ° ২৪।১৩।৬) 'গৌরিবীতং নাম সামাস্তি' কর্ক)

গৌরিবীতি (পুং) গৌর্যা° বেদবাচি বীতিবিশেষসংযুক্তস্যাস্য বহুব্রী। ঋষিবিশেষ, শক্তি মুনির পুত্র। (শতপথ° ১২।৮।৩।৭)

গৌরিষক্থ (পুং) গৌর্যা ইব সক্থি অস্য বহুব্রী ষচ্, হ্রস্ব যবক। গৌরীর তুল্য সক্থিবিশিষ্ট।

গৌরী (স্ত্রী) গৌর-ঙীষ্ (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১) ১ গৌরবর্ণা, গৌরবর্ণবিশিষ্ট স্ত্রী।

"কপোলভিত্তীরিব লোধ্রগৌরীঃ।" (মাঘ)

২ পার্ব্বতী, হিমালয়ের কন্যা। 'গৌরীগুরোর্গহ্বরমাবিবেশ।" (রঘু ২।২৬) ৩ অষ্টবর্ষীয় কন্যা।

"অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।" (স্মৃতি)

৪ হরিদ্রা। ৫ দারুহরিদ্রা। ৬ গোরোচনা। ৭ বরুণ-পত্নী। ৮ প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষ। ৯ পৃথিবী। ১০ নদীবিশেষ। [আর্য্যশব্দে ১৬৭ পৃষ্ঠায় বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।] ১১ সূর্য্যবংশীয় প্রসেনজিৎ রাজার পত্নী, ইনি ভর্তার শাপে নদী হন সেই নদীর নাম বাহুদা। (হরিবংশ) ১২ বুদ্ধ-শক্তিবিশেষ। (হেম°) ১৩ মঞ্জিষ্ঠা। ১৪ শ্বেতদূর্ব্বা। ১৫ মল্লিকা। ১৬ তুলসী। ১৭ সুবর্ণকদলী। ১৮ আকাশ-মাংসী। (রাজনি°) ১৯ রাগিণীবিশেষ। হনুমানের মতে মালবরাগের পত্নী। ভরতের মতে মালকোষের পত্নী। ব্রহ্মার মতে শ্রীরাগের পত্নী। আশাবরী ও ভৈরবী যোগে উৎপন্ন, ওড়ব, ও ঋ প বর্জিত। ইহার আরম্ভ ও সমাপ্তিস্বর ষড়্জ। এই রাগিণীর মূর্ত্তি—কুমারী, মুখখানি শরচ্চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, ক্রীড়ার ন্যায় মুখে দাড়িমবীজ ধারণ করিয়া উপবনে অবস্থিত করেন। (সঙ্গীতদামোদর)

উদাহরণ—

স • গ ম • ধ নি স।

নি ধ প ম গ ঋ স।—(কল্লিনাথ)

নি স ঋ • ম প •।—([illegible])

স • গ ম • ধ নি।—(মুঃ [illegible])

স ঋ গ ম • ধ নি —([illegible])

২০ মাধ্যমিক বাক্। (সায়ণ) ২১ দীপ্তিমতী [illegible] (নিরুক্ত।) ২২ গঙ্গা।

'গঙ্গা গন্ধবতী গৌরী গন্ধর্ব্বনগরপ্রিয়া।' (কাশী° ২৯।৪৯

২৩ পীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীবিশেষ

"গৌরী প্রোক্তা কান্যকুব্জে রম্ভা তু মলয়াচলে।

(দেবীভাগবত ৭।৩০।১৮)

২৪ নাড়ীবিশেষ।

গৌরীকল্প (পুং) কল্পভেদ, ব্রহ্মাদের কৃষ্ণা [illegible]

গৌরীকান্ত (পুং) গৌর্যাঃ কান্তঃ ৬তৎ। মহাদেব।

গৌরীকান্তসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, একজন বঙ্গবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া-ছেন, তন্মধ্যে আনন্দলহরীটীকা কেশবের তর্কভাষার ভাবার্থদীপিকা নামে টীকা, তর্কসংগ্রহটীকা, মুক্তাবলী ও গৌরীকান্তীয় নামে ন্যায়গ্রন্থ রচনা করেন।

গৌরীখণ্ড, একটী পুণ্যজনক স্থান। (রেবাখণ্ড)

গৌরীগুরু (পুং) গৌর্য্যা গুরুঃ ৬তৎ। ১ হিমালয়.

আমি বিমুগ্ধ হইয়াছি। রাজ্যের সুশৃঙ্খল স্থাপনের জন্য তিনি পল্লিগ্রামের পুলিশসংস্কার ও বিচারের সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন এবং দুষ্ট জমিদারদিগের উৎপীড়ন হইতে প্রজাবৃন্দের রক্ষা করিয়াছেন। এক ব্যক্তি দ্বারা যতদূর সাধারণ উপকার সাধিত হইতে পারে, তাহা এই গৌরীশঙ্কর দ্বারা হইয়াছে।"

প্রায় পঞ্চাশ বর্ষের অধিক রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জানুয়ারী তারিখে কর্ম্ম ত্যাগ করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৪ বর্ষ। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তিনি আপনার দেশীয় ও বিদেশীয় প্রধান প্রধান বন্ধুদিগকে বলিয়াছিলেন, "সংসারে থাকিয়া যাহা করা উচিত, তাহা আমি করিয়াছি। আর কিছুমাত্র স্পৃহা নাই, এখন আমি সংসারের সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছি। এতদিন আমি সাধারণের কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম, নিজের কাজ কিছুই করি নাই। এখন আমি নিজের কার্য্য করিব। আমাদের পুরাতন ব্রাহ্মণগণ জীবনের শেষ ভাগে যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, আমি সেই বেদান্ত ও উপনিষদ্ প্রদর্শিত মার্গে বিচরণ করিয়া আত্মোন্নতির চেষ্টা করিব। আমি জীবনের অবশিষ্টকাল [illegible] নির্জ্জনে থাকিয়া সন্ন্যাসব্রত পালন করিব।

মন্ত্রীত্ব পরিত্যাগের পর গৌরীশঙ্কর সর্ব্বদাই বেদান্ত ও উপনিষদ্ আলোচনা করিতেন। এইরূপে তিনি ৮৮৭ খৃষ্টাব্দে চিরদিনের তরে বিদায় লইবার জন্য দেশীয় ও বিদেশীয় বন্ধুবান্ধবগণকে আহ্বান করিলেন। সেইদিন তাঁহার আত্মীয় স্বজন ব্যতীত অনেক ইংরাজ রাজপুরুষ উপস্থিত ছিলেন। বৃদ্ধ গৌরীশঙ্কর সকলকে যথারীতি আশীর্ব্বাদ করিয়া জানাইলেন, "চতুর্থ আশ্রম গ্রহণ করিব, এখন সন্ন্যাসী হইব। যাহাতে আমার ভবিষ্যতে আর ইহলোকে আসিতে না হয়, ভগবান্ যাহাতে আমাকে নির্ব্বাণমুক্তি প্রদান করেন, এমন চেষ্টা করিব।"

তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ সকলে সংসারে থাকিতে শত শত বার অনুরোধ করিলেন, তাঁহার সম্মুখে মায়া, স্নেহ ও কত প্রলোভন উপস্থিত করিলেন, কিন্তু তাঁহার উৎসাহিত উন্নত হৃদয়কে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিল না। তিনি পুত্র পরিবার বন্ধু বান্ধবের মায়া-মমতা বিসর্জ্জন দিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন *। গত ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ১লা ডিসেম্বর এই মহাপুরুষ নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন।

গৌরীশিখর (ক্লী) গৌর্য্যাঃ প্রিয়ং শিখরং মধ্যলো০। একটী তীর্থস্থান। পার্ব্বতী পর্ব্বতের যে শিখরে বসিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহাই গৌরীশিখর তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। ইহার অপর নাম গৌরীশঙ্কর।

"প্রকাম্য পশ্চাৎ প্রথিতং তদাখ্যয়া
জগাম গৌরীশিখরং শিখণ্ডিমৎ।" (কুমার)

গৌরীসুত (পুং) গৌর্য্যাঃ সুতঃ ৬তৎ। ১ অষ্টবর্ষে যাহার বিবাহ হইয়াছে, এরূপ স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। (শব্দার্থচি০) ২ কার্ত্তিকেয়। ৩ গণেশ। ৪ আম্রাতকবৃক্ষ।

গৌরীহার, মধ্যভারত এজেন্সীর বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। অক্ষা০ ২৫° ১৪' হইতে ২৫° ২৬' উঃ ও দ্রাঘি০ ৮০° ১১' হইতে ৮০° ২২' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার পূর্ব্ব অংশে বান্দাজেলা ও চাঁগরপুর, উত্তর ও পশ্চিমে বান্দা, এবং দক্ষিণে ছত্রপুর রাজ্য। ভূপরিমাণ ৭১ বর্গ মাইল, রাজস্ব আদায় ৪০,০০০ টাকা।

গত শতাব্দীর শেষ ভাগে বুন্দেলখণ্ডের অরাজকতার সময় বর্ত্তমান গৌরীহার সর্দ্দারের পূর্ব্বপুরুষ ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই জন্য ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি গৌরীহার রাজ্য জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় সর্দ্দার রাও বাহাদুর গজসিংহ ইংরাজদের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট হইতে রাও বাহাদুর উপাধি, ১০,০০০ টাকা মূল্যের পরিচ্ছদ পারিতোষিক এবং দত্তকগ্রহণের জন্য একখানি সনন্দ পাইয়াছিলেন। ইহার ৩টী কামান, ৭ জন অশ্বারোহী ও ৪৪০ জন পদাতিক সৈন্য আছে।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা০ ২৫° ১৬' উঃ ও দ্রাঘি০ ৮০° ১৪' পূঃ।

গৌরুতল্পিক (পুং) গুরুতল্পং গুরুপত্নীং গচ্ছতি গুরুতল্প-ঠক্ (গচ্ছতৌ পরদারাদিভ্যঃ। পা ৪।৪।১ বার্ত্তিক) গুরু০ স্ত্রীগামী।

গৌলক্ষণিক (ত্রি) গোলক্ষণং বেত্তি গোলক্ষণ-ঠক্। ১ যে গোকের লক্ষণ জানে। গোলক্ষণং তৎপ্রতিপাদকং গ্রন্থমধীতে গোলক্ষণ-ঠক্। ২ যে গোলক্ষণ প্রতিপাদক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে।

গৌলন্দ (পুং) গোলন্দ ঋষির ছাত্র।

গৌলন্দ্য (পুং স্ত্রী) গোলন্দস্য গোত্রাপত্যং গোলন্দ গর্গাদি০ যঞ্। গোলন্দ ঋষির গোত্রাপত্য। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ ও যলোপ হয়।

গৌলা (স্ত্রী) গৌর-টাপ্, রস্য লত্বং। গৌরী হিমালয়ের কন্যা।

গৌলাক্ষায়ন (পুং স্ত্রী) গোলাক্ষস্য গোত্রাপত্যং গোলাক্ষ-ফক্। গোলাক্ষ ঋষির গোত্রাপত্য। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়।

গৌলি, ১ অপর নাম মেবাসী। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির খান্দেশ জেলার মধ্যবর্ত্তী মেবাস রাজ্যের একটী স্থান। এই রাজ্য

* Gauri Sankar Uday Sankar C. S. I., by J, U. Yajnik Bombay, 1889, এই গ্রন্থে গৌরীশঙ্করের বিস্তৃত জীবনী লিখিত আছে।

দর্শনশাস্ত্র অভ্যাস করিতে অনুমতি করেন। কিন্তু অনতিকাল পরেই গ্যালিলিও উক্ত দার্শনিকের মতগুলি অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন।

যখন তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর, তখন তিনি সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কারে অগ্রসর হইলেন। এক দিবস পাইসার ধর্ম্মমন্দিরে বসিয়া দেখিতেছেন যে বর্ত্তিকার কনকশিখা ক্রমান্বয়ে সমভাবে কম্পিত হইতেছে। নিজ নাড়ী সঞ্চার আঘাতের সহিত ঐ শিখার কম্পনের সময় মিল আছে, ইহাদের সময়ের সমতা নিরূপণের একটী অপূর্ব্ব যুক্তি উদ্ভাবন করিলেন। পরে জ্যোতির্বিদ্যা ও পরিচালনের জন্য একটী ঘড়ি নির্ম্মাণকালে তিনি নিজ আনুমানিক ঘড়ির "দোলক" (Pendulum) আবিষ্কার করেন।

যন্ত্রনির্ম্মাণে ও পরীক্ষাত্মক বিজ্ঞানশাস্ত্রে তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকিলেও তিনি একদিন পিতৃবন্ধু অষ্টিলিও রিক্কিসের সহিত আলাপের পর তাঁহাকে অঙ্কবিদ্যা শিখাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। অষ্টিলিও তাঁহাকে অঙ্কশাস্ত্র প্রবেশের উপায় সকল শিক্ষা দেন। পুত্রের এই নববিদ্যায় বিশেষ অনুরাগ দেখিয়া পিতা তাঁহার অভিলষিত চিকিৎসা-শাস্ত্র পরিত্যাগে কুণ্ঠিত হইলেন না; বরং তাঁহাকে তাঁহার অভীপ্সিত বিদ্যায় উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। আর্কিমিডি-সের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি প্রথমে জল মধ্যে 'কোন দ্রব্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুমানের তুলাদণ্ড' (Hydrostatic balance) আবিষ্কার করেন। ঐ যন্ত্রদ্বারা উক্ত দ্রব্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) সহজে ও সুচারুরূপে জানা যায়।

১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শিতার কথা টাস্কানির গ্রাণ্ড ডিউকের কর্ণে উপস্থিত হয় এবং তিনি তাঁহাকে পাইসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। এই অবস্থায়ও তিনি বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনেক নূতন নূতন আবিষ্কার করিয়া নিজ জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি গতির নিয়মের (Laws of Motion) অনুধাবনে নিযুক্ত হন এবং এককালে একটী নূতন উপপাদ্যে উপনীত হইলেন যে আকাশ হইতে পতিত বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র উভয় পদার্থই সমগতিতে ভূতলে পতিত হয়। ইহা হইতে তিনি 'তিন প্রকার গতি-নিয়ম' (Three laws of motion) ও পতিত পদার্থের আকৃতি-শক্তি এই নিয়মে (ক $\frac{1}{2}$ কিট^2) আবিষ্কার করেন। এই গতি-নিয়ম লইয়া আরিষ্টটল্ মতাবলম্বীদিগের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধে, সেই জন্য তাঁহাকে পাইসা পরিত্যাগ করিয়া পাদুয়া নামক স্থানে চলিয়া আসিতে হয়। এখানে তিনি ভিনিসিয়ান্ বিশ্ববিদ্যালয়ে অষ্টাদশ বৎসর অঙ্কশাস্ত্রসম্বন্ধীয় বক্তৃতা করিতে নিযুক্ত হইলেন। কিছু দিন পরে তাঁহার জন্মভূমি দর্শনের বড়ই ইচ্ছা হয়, এজন্য তিনি পুনরায় পাইসা নগরে পূর্ব্বকার্য্যগ্রহণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। তিনি আবার পাইসায় আসিলেন। কথা রহিল যে অধ্যাপক হইয়াও তিনি স্ব-ইচ্ছায় নিজ আত্মমত প্রকাশ করিতে পারিবেন না। পাদুয়ায় তাঁহার প্রবাস ও বক্তৃতাকালে যুরোপের নানা স্থান হইতে ছাত্রমণ্ডলী আসিয়া তাঁহার সুললিত বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে দর্শনশাস্ত্রের উপদেশ-সমূহ সহজ ইটালীয় ছন্দে অনুবাদ করেন। তাঁহার কৃত আবিষ্কারগুলির মধ্যে এক প্রকার তাপযন্ত্র, দিগ্দর্শন এবং সর্ব্বজ্যোতিষবিদ্যার আদরণীয় দূরবীক্ষণযন্ত্রই (Refracting telescope) প্রধান। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজ উদ্ভাবিত প্রথম দূরবীক্ষণটী ভিনিসের প্রধান বিচারপতি লিওনারডি ডি-ডভটিকে উপঢৌকন দেন। উক্ত বৎসরে তিনি আরও একটী অণুবীক্ষণযন্ত্র নির্ম্মাণ করেন।

এই সময়ে তিনি নিজ আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে ৭ই জানুয়ারী রাত্রিকালে তিনি প্রথমে বৃহস্পতি গ্রহের ৪টী পারিপার্শ্বিক উপগ্রহ দেখিতে পান। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে তিনি রোমনগরীতে আইসেন। তথায় তিনি সমাদরের সহিত গৃহীত ও "লিন্সিয়াই একাডেমী" নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ইহার অনতিপরে তিনি কোপার্ণিকসের মতের সমর্থন করেন। তাহাতে সকলেই নাস্তিক মত প্রচারক বলিয়া তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল। তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া প্রকাশ্যভাবে স্বরচিত "সূর্য্যে কলঙ্ক" নামক গ্রন্থে কোপার্ণি-কসের মত সমর্থন করিলেন। স্বমত সংস্থাপনের জন্য তিনি পুনরায় রোমনগরে আগমন করেন। কিন্তু এখানে তাঁহার আসন্ন বিপদ্ জানিয়া গ্রাণ্ড ডিউক্ তাঁহাকে টাস্কানিতে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করেন। এই সময়ে পোপ তাঁহাকে স্বমত পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন। ইহার কিছুদিন পরে গ্যালিলিওর একখানি প্রধানগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তাহাতেও তিনি কোপার্ণিকস্, টলেমি ও আরিষ্টটলের পক্ষ সমর্থন করেন। যাহাতে ভবিষ্যতে গ্যালিলিও আর কোন পুস্তক প্রকাশ করিতে না পারেন, পোপ তাহারও এক আদেশ জারি করিয়াছিলেন; কিন্তু গ্যালিলিও নানাপ্রকার কৌশল করিয়া অনুমতি বাহির করেন এবং ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে

ফ্লোরেন্স নগরে *Un Dialogo intorno i due massimi Sistemi del Mondo* নামে একখানি পুস্তক বাহির করেন। পুস্তকখানি প্রকাশিত হইবামাত্রই বিচারার্থ দণ্ডনায়কদিগের হস্তে অর্পিত হইল। পোপ পুস্তক পড়িয়া মনে করিলেন যে গ্যালিলিও তাঁহাকেই বিদ্রূপ করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

গ্যালিলিওর তখন বয়ঃক্রম ৭০ বর্ষ। এই বৃদ্ধবয়সে তিনি বিচারাধীন হইলেন। তাঁহার উপর যথেষ্ট অত্যাচার হইল। অবশেষে তিনি নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া নিজের প্রবর্ত্তিত সত্য পথ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তথাপি তিনি অব্যাহতি পাইলেন না, কিছুদিন কারাগার ভোগ করিলেন। তৎপর টাসকনির গ্রাণ্ড ডিউকের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় পোপ তাঁহাকে মুক্তিদান করেন।

জীবনের অবশিষ্টকাল তিনি আর্সেট্রি নামক স্থানে অতিবাহিত করেন। এ সময় তিনি চক্ষে ভাল দেখিতে পাইতেন না, তথাপি জীবনের শেষদিন অবধি বিজ্ঞানচর্চ্চায় কাটাইয়া ৭৮ বর্ষ বয়সে ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে ৮ই জানুয়ারী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। সাণ্টাক্রুশের মন্দিরে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত আছে।

গ্যাস, ১ বাষ্পবিশেষ। পূর্ব্বে রাসায়নিকেরা দুই প্রকার গ্যাস জানিতেন, এক স্থায়ী গ্যাস (Permanent Gas) ও অস্থায়ী গ্যাস (Non permanent Gas) তাঁহাদের মতে যে সকল গ্যাস যথেষ্ট উত্তাপ ও চাপে কোন প্রকারে যায় না, তাহাকে স্থায়ী গ্যাস, যেমন উদজন, অম্লজন প্রভৃতি। যাহাকে তরল করা যায়, তাহাকে অস্থায়ী গ্যাস বলে।

প্রসিদ্ধ রসায়নশাস্ত্রবিদ্ ফারেডে সাহেবের পূর্ব্বে এইরূপই সকলের ধারণা ছিল। কিন্তু তিনি অনেক স্থায়ী গ্যাসকে তরলীকৃত ও জমীভূত করিতে কৃতকার্য্য হন, এবং তৎপরবর্ত্তী প্রধান প্রধান রাসায়নিকগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, অম্লজন ও উদজন প্রভৃতিও যথেষ্ট চাপ ও উত্তাপে তরল ও জমীভূত হইতে পারে।

২ কয়লা হইতে উৎপন্ন তীব্র গন্ধময় আলোকপ্রদ বাষ্পবিশেষ।

শতবর্ষ পূর্ব্বে কেহ জানিত না, যে কাঁচা কয়লার বাষ্পে বা গ্যাসে আলো হয়। উইলিয়ম্ মরডক নামে একব্যক্তি বিলাতে কয়লার খনিতে কাজ করিতেন, তিনি সর্ব্বপ্রথম ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কয়লার খনি হইতে কয়লা লইয়া তাহা লৌহপাত্রে বদ্ধ করিয়া উত্তাপ দ্বারা গ্যাস প্রস্তুত করেন। ঠিক সেই সময় ফরাসীদেশে লবোঁ নামে একব্যক্তিও ঐরূপ কয়লা হইতে গ্যাসের গুণাগুণ আবিষ্কার করেন।

পরীক্ষা করিয়া মরডক যখন দেখিলেন যে গ্যাসের আলোকে তাঁহার গৃহ আলোকিত হইল, তিনি বন্ধু বান্ধবের নিকট গ্যাসের উপকারিতার কথা জানাইলেন। প্রথমে সকলে হাসিয়া তাঁহার কথা উড়াইয়া দেন। তিনি নিঃসহায় দরিদ্র ছিলেন, সুতরাং পেটেণ্ট লইতে পারিলেন না। ক্রমে গ্যাসালোকের উপকারিতা সকলে বুঝিতে পারিল। রাসায়নিক পণ্ডিতদিগের সাহায্যে বিলাতে গ্যাসের কারখানা স্থাপিত হইল। কিন্তু তাহা ভালরূপ চলিল না। তখন মরডকের একজন শিষ্য ঐ কোম্পানীর সহিত যোগ দিলেন। তখন গ্যাসের কারবারে বেশ লাভ হইতে লাগিল। লাভ হইতে দেখিয়া কেহ কয়লা হইতে কেহ বা তৈল * হইতে গ্যাস প্রস্তুত করিয়া রাস্তা ঘাট আলোকিত করিতে লাগিলেন। কেহ বা বাক্স বদ্ধ করিয়া গ্যাসের আমদানী রপ্তানী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এখন বিলাতে প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে গ্যাসের কারখানা আছে।

পাথুরে কয়লায় তাপ দিলে বাষ্পাকারে যে সমুদয় পদার্থ উড়িয়া যায়, তাহাই ধরিয়া কয়লার গ্যাস প্রস্তুত হয়। উদজন ও অঙ্গার ভিন্ন ইহা আর কিছুই নয়। সর্ব্বোত্তম কয়লা, যাহা পাথরের মত দেখিতে, যাহাতে অঙ্গারের ভাগ অধিক, তাহা হইতে ভাল গ্যাস হয় না। যে কয়লায় তৈলের ভাগ অধিক (Bituminous coal), তাহা হইতেই ভাল গ্যাস হয়। গ্যাস করিবার জন্ত কয়লা বাহিরে রাখা ভাল নয়, কারণ বৃষ্টির জল পাইলে, সে জল বাষ্প হইয়া গ্যাসের সহিত মিশিয়া যায়। সেই জলকে পুনরায় গ্যাস হইতে পৃথক্ করিতে হয়। পাথুরে কয়লায় আগুন ধরাইলে উপর দিয়া প্রচুর পরিমাণে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধূম নির্গত হয়। ইহাই জ্বালাইবার গ্যাস। তবে ইহার সহিত অনেক কয়লার-গুঁড়া মিশ্রিত থাকে। সেই কয়লার গুঁড়া হইতে ঘরে ঝুল পড়ে ও তাহার অনেক অংশ ধূমের সহিত বাহিরে গিয়া ভূতলে পতিত হয়। সাহেবেরা যে কাদার পাইপে তামাক খান, পাথুরে কয়লা গুঁড়া করিয়া যদি তাহার ভিতর রাখা যায় ও কাদা দিয়া যদি তাহার মুখটা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহার পর যদি পাইপের সেই কয়লাপূর্ণ ভাগ আগুনে রাখা যায়, তাহা হইলে দেখিবে যে, পাইপের নল দিয়া ধূম বাহির হইতেছে। তাহাই গ্যাস। সেই ধূমে আগুন দিলে জ্বলিতে থাকে। যেরূপ পাইপের মুখে কয়লার গুঁড়া রাখিয়া উত্তাপ দিলে গ্যাস বাহির হয়, সেইরূপ বড় বড় লৌহ বা মৃত্তিকা

---

* তৈল হইতেও গ্যাস প্রস্তুত হয়, কিন্তু তাহাতে তত খরচ পোষায় না বলিয়া লাভকর নহে। মহারাজ রণজিৎসিংহ এই তৈল হইতে গ্যাস প্রস্তুত করিয়া লাহোরের রাস্তা আলোকিত করিয়াছিলেন।

পাত্রে পাথুরে কয়লা বদ্ধ করিয়া বাহির হইতে উত্তাপ দিলে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস বাহির হইতে থাকে, ঐরূপ লৌহ বা মৃত্তিকাপাত্রকে রিটর্ট (Retort) বলে। পূর্ব্বে লৌহপাত্রে কাঁচা কয়লা বদ্ধ করিয়া গ্যাস প্রস্তুত হইত। এখন অনেক স্থানে মৃত্তিকাপাত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কারণ অগ্নির উত্তাপে মৃত্তিকাপাত্র শীঘ্র নষ্ট হয় না। এখন লোক খুব উত্তাপ দিয়া শীঘ্র শীঘ্র গ্যাস প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। কিন্তু ধীরে ধীরে উত্তাপ দিয়া যে গ্যাস প্রস্তুত হয়, তাহাতে আলো উত্তম হইয়া থাকে।

গ্যাস প্রস্তুত করিবার পাত্রগুলি সচরাচর প্রায় ১০।১২ হাত লম্বা। কেহ কেহ তাহার উপর ও তলভাগ দুই দিকেই খোলা রাখিয়া থাকেন, তবে সহজে বদ্ধ করিবার ঢাকন থাকে। কাঁচা কয়লা হইতে গ্যাস উড়িয়া যাইলে সেই কয়লা আমাদের রাঁধিবার কোক্‌কয়লা হয়। পাত্রের দুই মুখ খোলা রাখিবার অভিপ্রায় এই যে, ইহা হইতে সহজেই কোক্‌কয়লা বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে ও পাত্রের ভিতর ময়লা পড়িলে দুই দিক্ দিয়া পরিষ্কার করিতে পারা যায়। পাত্রগুলি কখনও ঠিক গোল, কখনও বা লম্বাভাবে গোল। গ্যাস-কারখানায় পাত্রগুলিকে ভূমি হইতে উচ্চ করিয়া সারি সারি সাজাইতে হয়। এক একটী সারিতে বারটী পাত্র রাখিতে পারা যায়। গ্যাস প্রস্তুতের সময় প্রথম পাত্রের তলদেশ বদ্ধ করিয়া দিতে হয়। তাহার পর কয়লা পূর্ণ করিয়া উপরটীও বদ্ধ করিয়া দিতে হয়। কেবল উপরের মুক্ত দ্বারে দুইটী ছিদ্র থাকে। গ্যাস উঠিয়া যাইবার নিমিত্ত সেই ছিদ্রে নল যোড়া থাকে। এইরূপে পাত্রগুলি কয়লা পূর্ণ ও বদ্ধ হইলে তাহার পর ইহার বাহিরে আগুন জালিতে হয়। নীচে ও পাত্রের দুই পাশেও আগুন জালিতে পারা যায়। এক পঙ্‌ক্তির সব পাত্রগুলিতে সমান ভাবে যাহাতে উত্তাপ লাগে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। অসমান ভাবে উত্তাপ লাগিলে কোনটীর ভিতরের কয়লা কাঁচা থাকিয়া যায়, আবার কোনটীর কয়লা অধিক পুড়িয়া যায়। এইরূপ হইলে নানা দোষ ঘটে। পাথুরে কয়লার সঙ্গে অল্প পরিমাণে গন্ধক থাকে, এই গন্ধক বাষ্পে পরিণত হইয়া গ্যাসের সহিত মিশ্রিত হয়, সেই গ্যাস বড় অনিষ্টজনক।

গ্যাস উঠিয়া যাইবার নিমিত্ত সচরাচর প্রতি পাত্রের উপর দুইটী করিয়া নল যোড়া থাকে। পাত্রের ভিতর গ্যাস প্রস্তুত হইলে শীঘ্র শীঘ্র এই নল দিয়া উঠিয়া যাওয়া চাই। বিলম্ব হইলে পাত্রের দোষে গ্যাসের খাঁকরি পড়ে, তাহাতে পাত্রশীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, আর গ্যাসের আলোকধারিকা শক্তি কমিয়া যায়। পাত্রের ভিতর সমস্ত কয়লা যখন উত্তমরূপে ভাজা হইয়া যায় ও তাহা হইতে যখন সমুদয় গ্যাস বাহির হয়, তখন সেই কয়লাকে কোক কয়লা বলে। কোক্‌ কয়লা হইতে বাষ্পীয় ভাগ নির্গত হইয়া গিয়াছে বলিয়া, ইহা দেখিতে ভাজা কয়লার মত। কাঁচা কয়লা অপেক্ষা ইহা লঘু ও ইহাতে অঙ্গারের (Carbon) ভাগ অধিক। ইহা জ্বালাইবার সময় অধিক ধূম বা গন্ধ নির্গত হয় না, সেজন্য ইহা রন্ধনাদি কার্য্যে বিশেষ উপযোগী।

সমুদয় গ্যাস বাহির হইয়া গেলে, পাত্রের দুই মুখ খুলিয়া এই ভাজা বা কোক্‌-কয়লা বাহির করিয়া লইতে হয়। এই সময় যে নল দিয়া গ্যাস উপরে উঠিয়া যায়, সেই নলের মুখ বদ্ধ করিয়া দিতে হয়। তাহা না করিলে, হয় এই নলের মুখ দিয়া গ্যাস বাহির হইয়া পড়ে, আর না হয় বাহিরের বায়ু গিয়া নলের ভিতর প্রবেশ করে। বাহিরের বায়ু গিয়া গ্যাসের সহিত মিশ্রিত হইলে গ্যাসের আলোকপ্রদায়িকা শক্তি কমিয়া যায়। সেজন্য কলিকাতায় যেরূপ ড্রেন ছুড়িতে S অক্ষরের মত নলের একস্থান বাঁকা করা হয়, গ্যাসের নলেও অনেকে সেইরূপ করিয়া থাকেন। নলটী উপরে উঠিয়া পুনরায় নামিলে এইরূপ বাঁকা ভাবে হয়। এই স্থানের তলভাগ নল অপেক্ষা বিলক্ষণ মোটা, একটী গর্ত্ত বলিলেও চলে। ইহাকে হাইড্রলিক মেন (Hydraulic main) বলে। এই গর্ত্তের ভিতরে সর্ব্বদা জল বা আলকাতরা থাকে। কয়লা ভাজিবার পাত্রে গ্যাস প্রস্তুত হইয়া প্রথমে নলের মুখ দিয়া উপরে উঠে, তাহার পর এই গর্ত্তের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। এখানে আসিয়া সম্মুখে জল বা আলকাতরা দেখিতে পায়। পাত্রে যদি গ্যাস ক্রমাগত ঘন ঘন প্রস্তুত না হইত, আর নিম্ন হইতে যদি ইহার সবলে ঠেল না ধরিত, তাহা হইলে গ্যাস এই আলকাতরা পার হইয়া আগে যাইতে পারিত না। কিন্তু পাত্রের ভিতর ক্রমাগত কয়লা ভাজা হইতেছে, ক্রমাগত তাহা হইতে গ্যাস বাহির হইয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, আগের দিকে ক্রমাগত ঠেল ধরিতেছে। সেজন্য পশ্চাতের গ্যাস আগের গ্যাসকে ঠেলিয়া এই আলকাতরার ভিতর প্রবেশ করাইতেছে। আলকাতরা অপেক্ষা গ্যাস লঘু, সুতরাং আলকাতরার ভিতর প্রবেশ করিয়াই বুদ্‌বুদ্‌ আকারে উপরে ভাসিয়া পড়ে। উপরে উঠিলে আর ভাবনা নাই! এখন বরাবর নলের সোজা পথ দিয়া গ্যাস নিরুদ্বেগে গমন করিতে থাকে। কোক্ বাহির করিবার নিমিত্ত পাত্রের মুখ খুলি-

বার সময় নল হইতে গ্যাস পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারে না। কারণ ফিরিয়া আসিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ হইতে এরূপ ঠেলা বল নাই। ফিরিয়া আসিতে গিয়া সম্মুখে সেই আলকাতরা দেখিতে পায়, আলকাতরা পার হইবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং পুনরায় অগ্রমুখ হইয়া ফিরিয়া যায়। এই জন্য বাহ্যবায়ু ও আল্কাতরা পার হইয়া গ্যাসের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে না।

কয়লা ভাজা হইয়া প্রথম যে গ্যাস প্রস্তুত হয়, তাহা বিশুদ্ধ নহে। কয়লায় যে তৈল প্রভৃতি পদার্থ থাকে, যথেষ্ট অগ্নির উত্তাপে প্রথম তাহা বাষ্পাকার ধারণ করে ও গ্যাসের সহিত মিশ্রিত থাকে। তাহার পর শীতল হইলেই জমিয়া যায়। জমিয়া যে পদার্থ হয়, তাহাকে "তার" বা আলকাতরা বলে। আলকাতরা জমিয়া গ্যাস হইতে পৃথক হইয়া গেলেও গ্যাস বিশুদ্ধ হয় না। তখনও গ্যাসের সহিত আমোনিয়া, গন্ধক, অঙ্গারায় (Carbonic acid) প্রভৃতি পদার্থ বাষ্পাকারে মিশ্রিত থাকে। ইহারা কাঁচা পাথুরে কয়লায় থাকে। কয়লা যখন ভাজা হয়, তখন ইহারা বাষ্পাকার ধারণ করিয়া গ্যাসের সহিত মিশ্রিত হয়। শীতল হইলেই যেরূপ আলকাতরা জমিয়া গ্যাস হইতে পৃথক হইয়া পড়ে, ইহারা সেরূপ হয় না। ইহারা বাষ্পভাবে থাকিয়া বরাবর গ্যাসের সহিত অবস্থিতি করে। সুতরাং গ্যাস হইতে ইহাদিগকে পৃথক করা বড়ই কঠিন, এমন কি একেবারে পৃথক্ করা অসাধ্য বলিলেও হয়। তবে যতদূর সাধ্য, পৃথক্ না করিলে চলে না। কারণ গ্যাসের সহিত ঐ সকল দ্রব্য, লোকের ঘরে পুড়িলে নানারূপ অনিষ্ট উৎপাদন করে। সুতরাং গ্যাস নলের ভিতর যাইলে ইহাকে যতদূর সাধ্য, বিশুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যত্ন পাইতে হয়। প্রথম গ্যাস হইতে আলকাতরা পৃথক করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে হয়। কারণ আল্কাতরা-মিশ্রিত গ্যাসকে অধিক দূরে যাইতে দিলে, সেখানে আলকাতরা জমিয়া নল সব বুজিয়া যাইবে। গ্যাস হইতে আলকাতরা পৃথক্ হইয়া যাইলে, তাহার পর বাষ্পভাবাপন্ন আমোনিয়া, গন্ধক প্রভৃতি পদার্থকে দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। আবার গ্যাসকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য অনেক নল ও নানারূপ যন্ত্রের ভিতর দিয়া ভ্রমণ করাইতে হয়। প্রবল জলস্রোতের মুখে যেরূপ সামান্য বাঁধ দিলে হয়, সেইরূপ এই সকল যন্ত্র সমস্ত গ্যাসের অগ্রসর হইবার পক্ষে বিঘ্ন উপস্থিত করে। যেরূপ বাঁধের নিকট প্রথম অনেক জল না জমিলে আর বাঁধ ছাপাইয়া যাইতে পারে না, সেইরূপ এক একটী যন্ত্রের নিকট প্রথম অনেক গ্যাস না জমিলে আর সে যন্ত্র পার হইয়া যায় না। সম্মুখে এইরূপ বিলম্ব হইলে, পশ্চাৎদিকে গ্যাসের স্রোত হীনবল হইয়া পড়ে। হাইড্রলিক মেনের সেই আলকাতরা পার হইতে কষ্ট হয়। কয়লা ভাজা পাত্রে গ্যাস জমা হইয়া পড়ে। এরূপ হইলে নানাদিকে বিপত্তি হয়। সুতরাং পশ্চাৎ দিক্ হইতে গ্যাসকে আরও বলে ঠেলিয়া না দিলে আর উপায় নাই। সচরাচর বাহির হইতে বাষ্পীয় বলে এই কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। হাইড্রলিক মেনের সেই আলকাতরার নিকট গ্যাস যাইবার পূর্ব্বে একস্থানে ঐ যন্ত্রটী সংস্থাপিত থাকে। বাষ্পীয় বলে ঐ যন্ত্র ক্রমাগত গ্যাসকে আগের দিকে ঠেলিয়া দিতে থাকে। তাহাতে গ্যাস অনায়াসে আলকাতরা পার হয়। সম্মুখের অপরাপর বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বেগে পার হইতে থাকে।

নলের ভিতর দিয়া উপরে উঠিলে গ্যাসে যে প্রচুর পরিমাণে আলকাতরা মিশ্রিত থাকে, সেই আলকাতরা হইতে পরিষ্কার করিতে হইবে। গ্যাস যখন উত্তপ্ত হয়, তখন আলকাতরা তাহার সহিত বাষ্পাকারে মিশ্রিত থাকে। তাহার পর ক্রমে যখন গ্যাস শীতল হয়, তখন আলকাতরা জমিয়া গিয়া গ্যাস হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। নলের ভিতর গ্যাস আসিবার পর অনেক আলকাতরা ইহা হইতে আপনা-আপনি পৃথক্ হইয়া পড়ে ও হৌজে গিয়া জমা হয়। তাহার পর গ্যাস আরও শীতল হইলে অবশিষ্ট আলকাতরা বাহির হইয়া যায়। উত্তপ্ত গ্যাসকে সহসা শীতল করিতে নাই। তাহা করিলে নলের গায়ে লবণের মত আর একটী পদার্থ জমিয়া যায়। সেই লবণের মত পদার্থ জমিয়া নলের ছিদ্র বুজিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এই পদার্থের নাম ন্যাফ্থালিন (Naphthalin)। ন্যাফ্থালিনের যে মূল্য নাই তাহা নহে। নেকড়ার পুঁটুলি করিয়া ইহা বাক্সের ভিতর রাখিলে পোকা মাকড়ে কাপড় চোপড় কাটিতে পারে না, কিন্তু গ্যাস প্রস্তুতের সময় নলের ভিতর ন্যাফ্থালিন্ জমিতে দিলে নলের অনিষ্ট হয়। তাহা ছাড়া আবার গ্যাসের কিয়ৎপরিমাণে আলোকপ্রদায়িকা শক্তি জমিয়া এই ন্যাফ্থালিনের সৃষ্টি হয়। সে জন্য যে গ্যাস হইতে ন্যাফ্থালিন্ বাহির হইয়াছে, সে গ্যাস উত্তম নয়। এই কারণে উত্তপ্ত গ্যাসকে সহসা শীতল করিতে নাই, ক্রমে ক্রমে শীতল করিতে হয়। কয়লা ভাজিবার পাত্র হইতে বাহির হইয়া নলের ভিতর গ্যাস উঠিলে, তাহাকে একেবারে শীতল না করিয়া আরও অনেকগুলি নলের ভিতর দিয়া তাহাকে চালাইতে হয়। নলে নলে গ্যাসকে একবার উঠাইতে এক-

যায় নামাইতে নামাইতে ক্রমে শীতল হইতে থাকে। অবশেষে সিদ্ধ নল ও সিদ্ধ পাত্রের ভিতর দিয়া গ্যাসকে সঞ্চালন করাইলে ইহা হইতে সমুদায় আলকাতরা পৃথক হইয়া পড়ে। অনেকগুলি খাড়া নল যাহার গায়ে বাহ্য বায়ু লাগিয়া ভিতরের গ্যাসকে শীতল করে, তাহাকে সিদ্ধ নল বলে। কোনও কোনও কারখানায় এই নলের ভিতর কোক্‌-কয়লা অথবা ইটের খোয়া থাকে। তাহার সহযোগে গ্যাস হইতে আলকাতরা শীঘ্র পৃথক হইয়া পড়ে। আবার কোথায় বা সিদ্ধ-নল সমূহ শায়িত ভাবে জলের ভিতর ডুবান থাকে। তাহাতে গ্যাস হইতে শীঘ্র আলকাতরা পৃথক্ হয়। এইরূপে নানাস্থানে আলকাতরা জমিয়া চৌবে আসিয়া জমে। তাহার পর সেখান হইতে তুলিয়া ইহা বিক্রীত হয়। বিলাতে পূর্ব্বে আলকাতরার মূল্য অতি যৎসামান্য ছিল। এক্ষণে ইহা হইতে ম্যাজেণ্ডা প্রভৃতি নীল, পীত, লোহিত নানারূপ রঙ প্রস্তুত হইতেছে। সুতরাং ইহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। আরও আশ্চর্য্য এই, আলকাতরা হইতে স্যাকেরিণ নামক এক প্রকার চিনি প্রস্তুত হয়। ইহা অপেক্ষা পৃথিবীতে ঘোর মিষ্ট পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই।

আলকাতরার হাত হইতে মুক্ত হইবার পর গ্যাসকে আমোনিয়া হইতে পৃথক করিতে হয়। গ্যাসের সহিত নিবে দল বাষ্পভাবে মিশ্রিত থাকে। যদি লোকের বাড়ী গিয়া গ্যাস ও নিবেদল বাষ্প এক সঙ্গে জ্বলে, তাহা হইলে পিত্তল, কাঁসাদিতে কলঙ্ক পড়িয়া বিশেষ ক্ষতি হয়। আমোনিয়া গ্যাস একটী যৌগিক পদার্থ, মূলপদার্থ নহে। ইহা একভাগ যবক্ষার ও তিনভাগ উদজনে গঠিত। আমোনিয়া গ্যাস যখন পুড়িতে থাকে, অর্থাৎ যখন ইহা বায়ুর অম্লজনের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে, তখন দুই দিকে নূতন দুইটী যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয়। যবক্ষারজনের (Nitrogen) সহিত প্রথম অম্লজেন মিশিয়া নাইট্রস্ এসিড, তাহার পর আরও অম্লজেন মিশিয়া, নাইট্রিক এসিড, বা সোরার দ্রাবক প্রস্তুত হয়। অপর দিকে উদজনের সহিত অম্লজন মিশিয়া জল হয়। জল হউক তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই, কিন্তু ঘরের ভিতর নাইট্রিক এসিড উৎপন্ন হইলে বিশেষ ক্ষতি আছে। ঘরের বায়ু দূষিত হয়, তাহা ছাড়া পিত্তলাদি ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়া যায়। সে নিমিত্ত গ্যাস হইতে আমোনিয়া পৃথক্ করা আবশ্যক।

উক্ত আমোনিয়া হইতে নিবেদল প্রস্তুত হয়। নিবেদল কিছু আর অকর্ম্মণ্য দ্রব্য নয়, ইহার মূল্য আছে। বিলাতে পূর্ব্বে অধিক নিবেদলের ব্যবহার ছিল না। পূর্ব্বকালে মিশরদেশে উষ্ট্রের বিষ্ঠা হইতে নিবেদল প্রস্তুত হইত। তাহাই বিলাতে অল্প পরিমাণে আমদানী হইত। গ্যাস প্রস্তুত করিতে করিতে সুচতুর বিলাতবাসিগণ দেখিলেন যে, তাঁহাদের এই গ্যাসের ভিতরই প্রচুর পরিমাণে আমোনিয়া রহিয়াছে। বাহির করিতে পারিলেই টাকা হয়। তাই এই আমোনিয়া বাহির করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। বিলাতবাসীরা দেখিলেন যে, জলের সহিত আর আমোনিয়া গ্যাসের সহিত বিলক্ষণ সদ্ভাব আছে। দেখা হইলেই দুই জনে কোলাকোলি মিশামিশি করিতে ভালবাসে। জল আমোনিয়া গ্যাসের সহিত এত মিশিতে ভালবাসে যে, একভাগ জল ৭১ ভাগ আমোনিয়া বাষ্পের সহিত না মিশিলে আর পরিতৃপ্তি লাভ করে না।

প্রথম প্রথম লোকে বড় বড় জলের চৌবাচ্চা করিয়া তাহার এক দিকে গ্যাস ডুবাইয়া দিতে লাগিল, অপর দিকে এক একটী তালের মত বড় বড় বুদ্‌বুদ্ হইয়া গ্যাস ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। এইরূপে গ্যাসের আমোনিয়া জলে ধৌত হইয়া যাইল, অর্থাৎ আমোনিয়া জলের সহিত গিয়া মিশিল। কিন্তু এরূপ ধৌত করা বিলম্বের কাজ। চৌবাচ্চার নিকট গিয়া ধৌত হইবার নিমিত্ত গ্যাসকে অনেকক্ষণ থাকিতে হয়। পশ্চাৎ দিকে গ্যাসের গতি মন্দ হইয়া পড়ে। এরূপে গ্যাস ধৌত করার আরও একটী দোষ এই যে, গ্যাসের চারিপিঠ জলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পায় না। তালের মত বড় যে বিম্বগুলি হয়, তাহার বাহির পিঠ কেবল জলে ধৌত হয়, ভিতরের দিকে জল লাগে না। ভিতরের দিকে যে আমোনিয়া থাকে, তাহা আর জলের সহিত মিশিতে পায় না, সুতরাং গ্যাসে আমোনিয়া রহিয়া যায়। সেজন্য আর একজন লোক বৃষ্টির সৃষ্টি করিলেন। কলের বলে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িবে, আর সেই বৃষ্টি ভেদ করিয়া গ্যাস উপরে উঠিতে থাকিবে। তাহাতে গ্যাসের চারিপিট ধুইয়া যাইবে। আমোনিয়া বাষ্প গিয়া জলের সহিত মিশিবে। এ উপায়টী অনেক পরিমাণে সফল হইল বটে, কিন্তু ইহাতেও একটী দোষ দেখা গেল। প্রকৃতপক্ষে কয়লা গ্যাস হইল একপ্রকার হাইড্রো-কারবণ, অর্থাৎ হাইড্রোজেন (উদজন) ও কারবণ (অঙ্গার) মিশ্রিত একটী যৌগিক পদার্থ। এই হাইড্রোকারবণ পুড়িয়াই উত্তাপ ও আলোক হয়। মুষলধারে বৃষ্টি ভেদ করিয়া যাইবার সময় কেবল যে গ্যাস হইতে আমোনিয়া পৃথক্ হইয়া পড়ে তাহা নহে, ইহার হাইড্রো-কারবণও অনেক নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং গ্যাসের-

"তস্মাৎ ভগবান্ সর্বে গ্রন্থকারো ভবিষ্যসি।" (ভারত ১৩১১৪অঃ

গ্রন্থকুটী (স্ত্রী) গ্রন্থস্য কুটী ৬তৎ। লেখাস্থান, গ্রন্থালয়। (ত্রিকাণ্ড°)

গ্রন্থন (ক্লী) গ্রন্থ ভাবে ল্যুট্। গুম্ফন, গাঁথা।

গ্রন্থনা (স্ত্রী) গ্রন্থ ভাবে যুচ্ স্ত্রিয়াং টাপ্। গুম্ফন, গাঁথা।

গ্রন্থবিস্তর (পুং) গ্রন্থস্য বিস্তরঃ ৬তৎ। গ্রন্থের বিস্তর, গ্রন্থবাহুল্য।

গ্রন্থসন্ধি (পুং) গ্রন্থস্য সন্ধিঃ ৬তৎ। গ্রন্থের সন্ধি, অংশবিশেষ। সর্গ, বর্গ, পরিচ্ছেদ, উদ্ঘাত, অধ্যায়, অঙ্ক, সংগ্রহ, উচ্ছ্বাস, পরিবর্ত্ত, পটল, কাণ্ড, স্থান, প্রকরণ, পর্ব্ব ও আহ্নিক। এই কয়টী গ্রন্থ সন্ধির নাম। (ত্রিকাণ্ড°) ইহা ছাড়া স্তবক ও পাঠক প্রভৃতি আর কএকটী গ্রন্থসন্ধির নাম লক্ষিত হয়।

গ্রন্থালয়, যেখানে বহুসংখ্যক গ্রন্থ রাখা হয়, পুস্তকালয়। (Library) [পুস্তকালয় শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

গ্রন্থি, (পুং) গ্রন্থ সন্দর্ভে ভাবে ইন্ (খনি কষ্যজ্যসিবসিবনিসনিধ্বনিগ্রন্থিচরিভ্যশ্চ। উণ্ ৪।১৩৯) ১ বংশাদির পর্ব্ব, গাঁট্। (অমর) ২ কাণ্ডসন্ধি। ৩ ভদ্রমুস্তা। ৪ হিঙ্গাবলী। ৫ পিণ্ডালু। (রাজনি°) ৬ বন্ধন) ৭ মায়াপাশ।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ভাগবত ১।২।২১।

৮ কৌটিল্য। কর্ত্তরি ইন্। ৯ গ্রন্থিপর্ণ বৃক্ষ। (মেদিনী) ১০ রোগবিশেষ। ভাবপ্রকাশ মতে দূষিত বাতাদি দোষ, মাংস, রক্ত, মেদ ও শিরাকে দূষিত করিয়া গোলাকার ও উন্নত গ্রন্থির ন্যায় শোথ উৎপন্ন হইলে তাহাকে গ্রন্থি বলে (Swelling and hardening of the vessels)। গ্রন্থিরোগ পাঁচ প্রকার—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, মেদোজ ও শিরাজ।

বাতজ গ্রন্থির লক্ষণ—বাতজ গ্রন্থিরোগে আকর্ষণ, ছেদন, সূচীবেধ, খণ্ডন, মন্থন ও বিদারণের ন্যায় বেদনা বোধ হয়। ঐ গ্রন্থিগুলি কৃষ্ণবর্ণ কোমল ও বস্তির ন্যায় বিস্তারিত হইয়া থাকে এবং কাটিয়া গেলে স্বাভাবিক রক্তস্রাব হয়।

পৈত্তিক গ্রন্থির লক্ষণ।—পিত্তজগ্রন্থি রক্ত বা পীত বর্ণযুক্ত, ইহার অভ্যন্তরে তাপ, দাহ বা ধূম দ্বারা চূষণের ন্যায় বেদনা ও জ্বালা হয়। আগুনে পোড়ার মত অত্যন্ত পাকিয়া থাকে। ভিন্ন হইলে বা কাটিয়া গেলে দূষিত রক্ত পড়িয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক গ্রন্থির লক্ষণ।—শ্লৈষ্মিক গ্রন্থি শীতল, স্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট, পাষাণের ন্যায় কঠিন, অল্পবেদনা ও অত্যন্ত কণ্ডূযুক্ত হয়। এই গ্রন্থি কালবিলম্বে বর্দ্ধিত হয়। ভিন্ন হইলে শুক্লবর্ণ গাঢ় পূয আবিষ্ট হইয়া থাকে।

মেদোজ গ্রন্থির লক্ষণ।—মেদোজ গ্রন্থি স্নিগ্ধ, বৃহৎ অথচ কণ্ডূ ও বেদনাযুক্ত, শরীরের সহিত ইহার বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়। ভিন্ন হইলে তিলকল্ক বা ঘৃতের ন্যায় মেদঃস্রাব হইয়া থাকে।

শিরাজ গ্রন্থির লক্ষণ।—বলবানের সহিত যুদ্ধ বা অতিরিক্ত ব্যায়ামযুক্ত দুর্ব্বল মানবের বায়ু কুপিত হইয়া শিরাগুলিকে আকর্ষণ করে। ইহাতে শিরাসমূহ সঙ্কুচিত শোষিত ও সংহত হইয়া উন্নত অথচ গোলাকার গ্রন্থি উৎপাদন করে। ইহাকে শিরাজ গ্রন্থি বলে। এই গ্রন্থি বেদনাযুক্ত হইলে কষ্টসাধ্য হয়। যদি বেদনা না থাকে অথচ স্থির ও বৃহৎ হয়, তবে সেই গ্রন্থিরোগ অসাধ্য জানিবে। মর্ম্মস্থানে শিরাজ গ্রন্থি হইলেও অসাধ্য হইয়া থাকে। (ভাবপ্রকাশ মধ্যখ° ৩ ভাগ।)

সুশ্রুতের মতে—বায়ু প্রভৃতি দূষিত হইয়া রক্তমাংস ও কফযুক্ত মেদকে দূষিত করে। তাহাতে শরীর হইতে স্বতন্ত্রভাবে উন্নত গোলাকার শোথ জন্মে, তাহাকে গ্রন্থি বলে। বায়ুগ্রন্থিরোগে শরীর বদ্ধ (টান থাকা) ও ব্যথিত হয়, যাতনা জন্মে; শরীর যেন বিক্ষিপ্ত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। ইহা কৃষ্ণবর্ণ, কঠিন ও বস্তির ন্যায় বিস্তৃত, বিদীর্ণ হইলে নির্ম্মল রক্তস্রাব হয়। পিত্তগ্রন্থি রক্ত বা পীতবর্ণ হইয়া থাকে, ইহাতে শরীরে পুনঃ পুনঃ দাহ ও জ্বালা উপস্থিত হয়, বারে বারে পাকিয়া উঠে এবং শরীর উত্তপ্ত হইয়া থাকে। বিদীর্ণ হইলে অতিশয় উষ্ণ রক্ত নির্গত হয়। কফজাত গ্রন্থিরোগে শরীর শীতল ও বিবর্ণ হয় অল্প যাতনা ও অতিশয় কণ্ডূ জন্মে, গ্রন্থি পাথরের ন্যায় কঠিন হইয়া থাকে, অনেক দিন বিলম্বে বর্দ্ধিত হয়। বিদীর্ণ হইলে ঘন ও শুক্লবর্ণ পূয নির্গত হয়। মেদোজাত গ্রন্থিরোগে বর্দ্ধিত শরীর ক্ষীণ হয় ও শরীর বৃদ্ধি হইবার পক্ষে হানি জন্মে। ইহা স্নিগ্ধ, বৃহৎ, অল্প যাতনাদায়ক ও অতিশয় কণ্ডূযুক্ত, অধিক পরিমাণে বিদীর্ণ করিলে, ঘৃতের ন্যায় মেদ নির্গত হয়। (সুশ্রুত, নিদান° ১১ অঃ।)

ভাবপ্রকাশের মতে গ্রন্থিচিকিৎসা—যবক্ষার, মূলার ক্ষার ও শঙ্খচূর্ণ এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে মিশাইয়া প্রলেপ দিলে গ্রন্থিরোগ ভাল হয়। যে গ্রন্থি ঔষধ দ্বারা নিবারণ না হয়, তাহাকে শস্ত্রদ্বারা উৎপাটন করিয়া পরে জাত্যাদিঘৃত ও ব্রণনাশক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। [জাত্যাদি দেখ।] কেহ কেহ বলেন যে, শিরাজাত গ্রন্থি উৎপাটন করিতে নাই। (ভাবপ্রকাশ মধ্যখ° ৩।)

সুশ্রুতের মতে শোথের ন্যায় গ্রন্থিরোগে অপক্ক অবস্থায় প্রতীকার করিবে। শরীরের বল থাকিলে রোগ প্রবল হইতে পারে না, অতএব যাহাতে সবল থাকে, তাহার

বিশেষ যত্ন করিতে হয়। তৈল বা ঘৃত অথবা উভয়ই পান করিবে, কিম্বা বসা যোগে ত্রিবৃৎসেবন করিবে।

বায়ু জন্য গ্রন্থিরোগে দশমূলের ক্বাথ ও চতুঃস্নেহ এবং শ্বেত গুঞ্জার মূল, আমলকী, হরীতকী, ভার্গী, শোনাছাল, বিল্ব, অগুরু, শোভাঞ্জন গোজিহ্বা, তালমূলী এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ, উপনাহ স্বেদ ও বায়ুনাশক অপরাপর প্রলেপ সেবনীয়। অথবা বিদীর্ণ করিয়া পূয নির্গত করিবে এবং বিল্ব, অর্ক ও নারভূক্তের ক্বাথে প্রক্ষালনপূর্ব্বক সৈন্ধবসংযুক্ত পঞ্চাঙ্গুলের পত্র ও তিল লেপনে প্রয়োগ করিয়া সংশোধন করিবে। সংশোধিত হইলে শুদ্ধ ত্রিবৃৎ যোগে তৈল প্রস্তুত করিয়া ব্রণ পূরণ করিবে।

পিত্ত জন্য গ্রন্থিরোগে বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু ও জুলকের ক্বাথ দ্রাক্ষা দিয়া সেবন করা বিধেয়। জলৌকাদ্বারা রক্ত মোক্ষণ করাইয়া ক্ষীরোদক সেচন ও কাকোল্যাদিবর্গের শীতল ক্বাথ শর্করা যোগে পান করিবে। দ্রাক্ষারস বা ইক্ষুরসের সহিত হরীতকীর চূর্ণ পান ও যষ্টি মধু জম্বু, অর্জ্জুন ও বেতস এই সকলের ত্বক প্রলেপ করিবে অথবা মুচুকুন্দ গুঞ্জা ও শ্যামা কন্দ পিষিয়া সর্ব্বদা লেপন করিবে। পাকিয়া উঠিলে বিদীর্ণ করিয়া বনস্পতির ক্বাথে ধৌত করিবে। যষ্টিমধু যোগে তিলের কল্ক লেপনপূর্ব্বক ব্রণ সংশোধন করিয়া তাহাতে কাকোল্যাদিগণ সহ পাচিত ঘৃত প্রয়োগ করিবে।

শ্লেষ্মা জন্য গ্রন্থিরোগে বমন ও বিরেচন করাইয়া গ্রন্থিতে স্বেদপ্রদান করিবে। পরে অঙ্গুষ্ঠ লৌহ উপলখণ্ড বা বেণু দণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিয়া বসাইয়া দিবে। ইহার পরে বৈকঙ্কত আরগ্বধ, শ্বেতগুঞ্জার মূল, তিক্তলাউ, আকন্দ, ভার্গী, করঞ্জ, কেলেকড়া ও মদনা এই সকল মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। মর্ম্মস্থান ব্যতীত অন্যস্থানে গ্রন্থি জন্মিয়া বসিয়া না গেলে অপক্ক অবস্থায়ই বিদীর্ণ করিয়া তাহার আভ্যন্তরিক পদার্থ নির্গত করিবে।

রক্ত জন্য গ্রন্থিরোগে গ্রন্থি পোড়াইয়া সদ্য ব্রণ চিকিৎসার বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে। মাংসকর্ণী ঈরত ও বৃহৎ গ্রন্থি হইলে এইরূপ চিকিৎসা করিবে অথবা পাকিয়া উঠিলে ছেদন করিয়া হিতকর ক্বাথে প্রক্ষালিত করিবে। প্রচুর ক্ষার, ঘৃত ও মধু যোগে ঘন সংশোধনী দ্রব্য দ্বারা সংশোধন করিবে। পরে বিড়ঙ্গ-পাঠা ও হরিদ্রা সংযোগে তৈলপাক করিয়া তাহাতে প্রয়োগ করিবে।

মেদ জন্য গ্রন্থিরোগে তিলকল্ক লেপন করিয়া তাহার উপরে দুই পুরু বস্ত্রে আচ্ছাদন করিবে। লৌহখণ্ড আগুনে তাতাইয়া বার বার মার্জ্জন করিয়া দগ্ধ করিলে ও ভাল হয়। দারুহরিদ্রা লেপন করিয়া তপ্তশলাকায় সেক দিলেও গ্রন্থির প্রতীকার হয়। ছেদন করিয়া আভ্যন্তরিক মেদ নিঃসারিত করিয়া দগ্ধ করিবে। অথবা পাকিয়া উঠিলে বিদীর্ণ করিয়া মূত্রদ্বারা প্রক্ষালন করিবে। পরে পিষ্ট, তিল ও সর্জিকাক্ষার প্রভৃতি লবণ ও হরিতাল মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধু সহযোগে গাঢ় করিয়া প্রয়োগ করিবে। এই প্রকারে সংশোধিত হইলে নাটাকরঞ্জ ও ডহর করঞ্জ, গুঞ্জা, বংশনীল ও ইঙ্গুদী এই সকল ও গোমূত্রযোগে তৈল পাক করিয়া তাহাতে প্রয়োগ করিবে। এইরূপ চিকিৎসায় গ্রন্থিরোগ ভাল হয়। (সুশ্রুত চিকিৎসিত° ১৮ অঃ।)

গ্রন্থিক (ক্লী) গ্রন্থিরিব কায়তি গ্রন্থি কৈ-ক। ১ পিপ্পলী মূল। ২ গ্রন্থিপর্ণ। ৩ গুগ্‌গুলু। (পুং) গ্রন্থিভিঃ পর্ব্বভিঃ কায়তি গ্রন্থি কৈ ক। ৪ করীর। গ্রন্থিনা কৌটিল্যেন কায়তি প্র কৈ ক, অথবা গ্রন্থঃ পত্রিকা অস্ত্যস্য গ্রন্থ ঠন। ৫ দৈবজ্ঞ। "তত্র মল্লা নটাশ্চৈব গ্রন্থিকাঃ সোপশায়িকাঃ।" (ভারত ১৪।৭০।৭।) ৬ মাদ্রীতনয় সহদেব। (মেদিনী)

গ্রন্থিখেড (ক্লী) গন্ধমাত্রিকা। (দ্রব্যাভিধান)

গ্রন্থিচ্ছেদক (পুং) গ্রন্থীনাং ছেদকঃ ৬তৎ। তালিক।

গ্রন্থিত (ত্রি) গ্রথিত। গুম্ফিত। (অমর)

গ্রন্থিত্ব (ক্লী) গ্রন্থের্ভাবঃ। গ্রন্থিরভাব।

"শ্রবণাত্ত সবর্ণত্বং গ্রন্থিত্বঞ্চ বিনির্দ্দিশেৎ। (সুশ্রুত ২১২ অঃ)

গ্রন্থিদল (পুং) চোরক নামক গন্ধ দ্রব্যবিশেষ।

গ্রন্থিদলা (স্ত্রী) গ্রন্থিদলং অস্যাঃ বহুব্রী, টাপ। মালাকন্দ।

গ্রন্থিদূর্ব্বা (স্ত্রী) গ্রন্থিপ্রধানা দূর্ব্বা শাকপার্থিবাদি° মধ্যলো°। দূর্ব্বাবিশেষ, গাঁট দূর্ব্বা। (রাজনি°)

গ্রন্থিন্ (ত্রি) গ্রন্থঃ অধ্যেতা বা জ্ঞাতব্য অস্ত্যস্য গ্রন্থ-ইনি। ১ গ্রন্থযুক্ত, যাহার গ্রন্থ আছে।

"অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠা গ্রন্থিভ্যো ধারিণো বরাঃ।" (মনু)

২ গ্রন্থাগ্রাবৎ, যে গ্রন্থের অর্থ জানে। ৩ গ্রন্থকর্ত্তা। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

গ্রন্থিপত্র (পুং) গ্রন্থিপ্রধানং পত্রমস্য বহুব্রী। চোরক নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

গ্রন্থিপর্ণ (ক্লী) গ্রন্থী পর্ণান্যস্য গ্রন্থিযুক্তানি পর্ণান্যস্য বা বহুব্রী। ১ বৃক্ষবিশেষ, চলিত বাঙ্গালায় গাঁঠিয়ালা ও হিন্দীতে গঠিবন বলে। পর্য্যায়—শুক, বর্হিপুষ্প, স্থৌণেয়, কুক্কুর, বর্হী, পুষ্প, বর্হ, শুকবর্হ, স্থৌণেয়ক, শুকপুষ্প, শুকক, বিশীর্ণাখ্য, শারায়ণচ্ছদ, বর্হি, শুকচ্ছদ, শুকপুচ্ছ, গ্রন্থিক, কাকপুষ্প, নীলপুষ্প, সুগন্ধ, তৈলপর্ণক। ইহার গুণ—তিক্ত, তীক্ষ্ণ কটু,

"গ্রস্তাস্তং চৈব চন্দ্রস্য সূর্য্যস্য চ মহাপতম্।" (হরি° ২২৬ অঃ)।

গ্রস্তাস্ত (পুং) গ্রস্তএবাস্তঃ। গ্রস্ত হইয়া যে অদৃষ্ট হয়। গ্রহণের পরে মুক্তি না হইতে চন্দ্র বা সূর্য্যের অস্ত হইলে তাহাকে গ্রস্তাস্ত বলে।

গ্রস্তি (স্ত্রী) গ্রস ক্তিন্। গ্রাস।

গ্রস্তোদয় (পুং) গ্রস্তস্য উদয়ঃ ৬তৎ। রাহুগ্রস্ত চন্দ্র বা সূর্য্যের উদয়।

"গ্রস্তাস্তে ত্রিদিনং পূর্ব্বং পশ্চাৎ গ্রস্তোদয়ে তথা
খণ্ডগ্রাসে চ ত্রিদিনং নিঃশেষে সপ্ত সপ্ত চ॥" (বৃহস্পতি)

গ্রস্তৃ (ত্রি) গ্রস কর্ম্মণি বাহুলকাৎ তৃচ্। ভক্ষণীয়।

"যজ্জকাং গ্রসিতুং গ্রস্তৃং গ্রস্তুং পরিগমেচ্ছ যৎ।" (ভারত ১।৩৩ অ°)

গ্রহ (পুং) গৃহ্ণাতি গতিবিশেষান গ্রহ অচ্। ১ সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক পদার্থ। আমাদের মাথার উপরে যে সকল জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সকল জ্যোতিষ্ক প্রবহ বায়ুতে অবস্থিত। প্রবহ বায়ু অনবরত ভ্রমণ করিয়া থাকে, তাহার আশ্রিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলও ভ্রমণ করে। প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ঐ জ্যোতিষ্কগুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া একশ্রেণীকে গ্রহ ও অপর কতক গুলিকে নক্ষত্র সংজ্ঞা দিয়াছেন। যে সকল জ্যোতিষ্ক আমাদের নিকটবর্ত্তী, যাহাদের গতি উদয় ও অস্ত প্রভৃতি প্রাচীন জ্যোতির্ব্বেত্তারা অসাধারণ প্রতিভাবলে উদ্ভাবিত যন্ত্র ও গণিত বলে স্থির করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাদিগকে গ্রহ এবং যে সকল জ্যোতিষ্ক অনেক দূরে অবস্থিত, তৎকালে কোনরূপ যন্ত্রে তাহাদের গতি প্রভৃতির নির্ণয় হয় নাই, তাহাদিগকে নক্ষত্র নামে উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে বোধ হয় যে "গৃহ্যন্তে যন্ত্রাদিনা যথাযথং দৃষ্টিগোচরো ভবতি" (গ্রহ কর্ম্মণি অপ) অর্থাৎ যন্ত্রাদি দ্বারা যাহার স্বরূপাদি অবগত হওয়া যায় তাহার নাম গ্রহ—এইরূপ ব্যুৎপত্তি লইয়াই কতকগুলি জ্যোতিষ্ককে গ্রহ নামে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রাপ্ত কোন গ্রন্থেই প্রাচীনেরা কি অভিপ্রায়ে বা কি ব্যুৎপত্তি লইয়া গ্রহ সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা পাওয়া যায় না।

গ্রহ কয়টী এই বিষয় প্রাচীনকাল হইতেই মতামত চলিয়া আসিতেছে। বরাহমিহিরের মতে সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই সাতটী গ্রহ। রাহু ও কেতু পাত বিশেষ, গ্রহ নহে। বরাহের মত গ্রহণ করিয়া সারদাতিলকেও সাতটী গ্রহের কথাই আছে।

জোতান অত্রীন্ বরান্ বাতুন মুনীন্ বীপান্ গ্রহানাপ।
সমিধঃ সপ্ত সংখ্যাতাঃ সপ্তজিহ্বা হবির্ভুজঃ॥" (সারদাতি° ১ প°)

সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থে খগোলের সাতটী গ্রহকক্ষা নিরূপিত আছে। রাহু বা কেতুর কক্ষার কোন উল্লেখ নাই। [খগোল, রাহু ও কেতু দেখ।]

এ দেশে প্রচলিত কতকগুলি ফলিত জ্যোতিষের মতে রাহু ও কেতু গ্রহ মধ্যে গণ্য, তাহাদের মতে গ্রহ নয়টী। নীলকণ্ঠতাজকে এই নয় গ্রহ ছাড়া মুথহা নামে আর একটী গ্রহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অপর ফলিত জ্যোতিষে মুথহার নাম নাই। [মুথহা দেখ।]

আর্য্যভটের মতে ভপঞ্জর বা জ্যোতিষ্কমণ্ডল নিশ্চল, তাহাদের কোনরূপ গতি নাই তাহারা একস্থানেই অবস্থিতি করিতেছে। পৃথিবী আপন গতিতে ভ্রমণ করায় জ্যোতিষ্ক মণ্ডল ভ্রমণ করিতেছে বলিয়া বোধ হয়।

পাশ্চাত্য জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্‌গণের বর্ত্তমান সিদ্ধান্তানুসারে নভোমণ্ডলে যে অনন্ত জ্যোতির্গণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহাদের সাধারণ নাম Star (তারা), সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, নক্ষত্র প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। তারাগণ লক্ষণান্তরে Sun (সূর্য্য) Planets (গ্রহ), Satellites (উপগ্রহ, পারিপার্শ্বিক বা চন্দ্র), Fixed planets (নক্ষত্র বা অচলা তারা) Comet (ধূমকেতু), Meteor (উল্কা) Nebula (নিহারিকা) এই কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। যে সূর্য্যের উজ্জ্বলালোকের প্রকাশে এবং অপ্রকাশে দিবারাত্র হইতেছে, তাহা গতিশূন্য স্বস্থানে অচলভাবে অবস্থিত, তাহাকে পৃথিবী এবং পৃথিবীবৎ আর অনেকগুলি তারা নিয়ত প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহাদিগের মধ্যে প্রথমেই বুধ (Mercury), তৎপরে ক্রমান্বয়ে শুক্র (Venus), পৃথিবী (Fellus) বা Earth), মঙ্গল (Mars), তদনন্তরে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র তারা এবং তাহার পরে পরে বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn),

(১) গ্রীকভাষার প্ল্যানিট অর্থে ভ্রমণ করা এইরূপে গ্রহ বা ভ্রমণশীল তারা।

(২) ল্যাটিন ভাষার স্যাটেলিস্ অর্থে সঙ্গী অর্থাৎ সঙ্গী গ্রহ বা পারিপার্শ্বিক।

(৩) সূর্য্য এইরূপ Fixed Star মধ্যে একটী কিন্তু প্রকৃত সূর্য্য ও নক্ষত্র স্থির পদার্থ নহে তবে প্রত্যহ তাহার এবং অন্য নক্ষত্রগণের উদয়াস্ত ঘটিত এবং বর্ষে বর্ষে তাহার যে গতি প্রকাশ পায় তাহা ভ্রান্তিমূলক। তাহা পৃথিবীর নিজ মেরুদণ্ডে চক্রাবর্ত্তন এবং বর্ষে বর্ষে সূর্য্যপ্রদক্ষিণজনিত। যুগ যুগান্তকালে সূর্য্যের ও নক্ষত্রগণেরও স্ব স্ব গতি প্রকাশ পায়।

(৪) বুধের ও সূর্য্যের মধ্যে কোন কোন জ্যোতির্ব্বিৎ (Vulcan) ভল্‌ক্যান্ নাম দিয়া একটী গ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু ইহার স্থিরসিদ্ধান্ত হয় নাই।

ইউরানস্ (Uranus)৪ ও নেপচুন্ (Nebtune)৫। এই তারাগুলিকে Planet (গ্রহ) বলা হয়। উক্ত মঙ্গল ও বৃহস্পতির পথের মধ্যে ২৩১টি ক্ষুদ্র তারা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদিগকে ক্ষুদ্র গ্রহ বা কনিষ্ঠ গ্রহ (Asteroids, Planetoids বা minor planets) বলা হয়। পৃথিবীকে যেরূপ এক চন্দ্র প্রদক্ষিণ করিতেছে, সেইরূপ শনিকে আটটি; ইউরানস্ ও বৃহস্পতি প্রত্যেককে চারি চারিটি এবং নেপচুনকে একটি চন্দ্র আবর্ত্তন করিতেছে। এই চন্দ্রগুলির অপর নাম উপগ্রহ বা পারিপার্শ্বিক গ্রহ (Satellites)। ইহারা স্ব স্ব গ্রহকে আবর্ত্তন করিতে করিতে ঐ গ্রহদিগের সহিত যেন রজ্জুবদ্ধ হইয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এইরূপে আটটি মুখ্য ও ৩২১ কনিষ্ঠ বা ক্ষুদ্র গ্রহ অর্থাৎ ৩২৯ গ্রহ এবং ১৮টি উপগ্রহ বা চন্দ্র সর্ব্বসমেত ৩৪৭ গ্রহোপগ্রহ আমাদের এই দৃশ্যমান সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। এই ভ্রামকদিগকে আমাদের এই সূর্য্যের গ্রহদল বা পরিবার বলা হয়। এইরূপ অনন্তাকাশে অনন্ত সূর্য্য আছে এবং তাহাদের প্রত্যেকের এক এক গ্রহদল আছে, এই শেষোক্ত গ্রহদল এ পর্য্যন্ত যন্ত্রসহকারে যদিও দৃষ্টিগোচর হয় নাই, তথাচ তাহাদের অবস্থিতি সম্ভব। কালে দূরবীক্ষণযন্ত্রের দৃষ্টিসৌকর্য্যশক্তিবৃদ্ধি হইলে তাহারা আবিষ্কৃত হইলেও হইতে পারে। উক্ত সূর্য্যপুঞ্জ অচলতারা বা নক্ষত্র (Fixed Star) নামে খ্যাত এবং ইহারাই অসংখ্য জ্যোতিষ্করূপে আকাশে খচিত রহিয়াছে।

(শু=শুক্র। বু=বুধ। পৃ=পৃথিবী।)
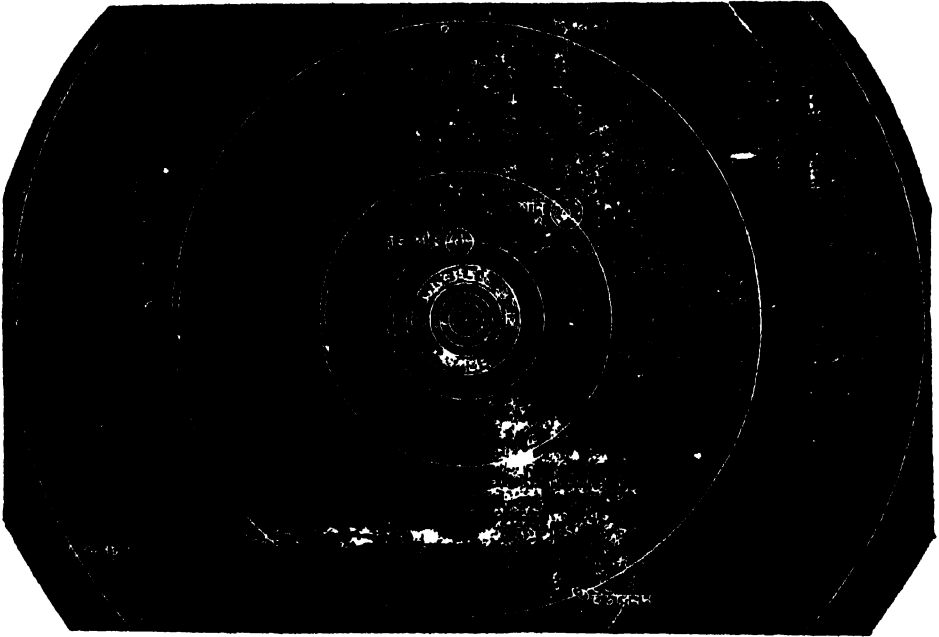
আমাদের এই সৌর্য্যীয় গ্রহদলের পরস্পর সম্বন্ধ নিবদ্ধ এবং সূর্য্যের সহিত তাহাদের সংস্থান নিয়মবদ্ধ যে একটী প্রণালী তাহাকে Planetary system (গ্রহক্রম বা গ্রহপদ্ধতি) বলে। সূর্য্য, গ্রহদল ও ধূমকেতু : সর্ব্বসমষ্টিকে সৌরজগৎ (Solar system) বলে।

বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ইহাদিগকে পুরাতন গ্রহ বলা হয়, কারণ ইহারা প্রায় সকল প্রাচীন সভ্য জাতির বিজ্ঞাত। সর্ব্বমুখ্য: গ্রহকে ক্রান্তিগ্রহ (Zodiacal planets) বলা হয়, কারণ ইহারা ক্রান্তিরেখার উভয় ৯° অংশ ব্যাপ্ত স্থান মধ্যে সঞ্চালিত হয়। সিরিস্ (Ceres), প্যালাস্ (Pallas), জুনো (Juno), ভেষ্টা (Vesta),

---

(৪) অপর নাম (Herschel) হর্শেল, কারণ হর্শেল উহা প্রথমে আবিষ্কার করেন এবং অন্য একটি নাম Georgium sidus অর্থাৎ ইংলণ্ডের তৃতীয় জর্জ্জ রাজার অধিপতিত্ব সময় আবিষ্কৃত।

(৫) জ্যোতির্ব্বিদগণের মতে নেপচুনের পরে আর দুইটী গ্রহ থাকা সম্ভব, অনেকে মনে করেন, পরে আবিষ্কার হইলেও হইতে পারে।

আষ্ট্রিয়া (Astræa) প্রভৃতি কনিষ্ঠগ্রহদিগকে অতিক্রান্তি গ্রহ (Ultra Zodiacal Planets) বলা হয়, কারণ ইহারা ক্রান্তির উক্ত সীমার বহির্ভূত। পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে গ্রহদ্বয় অর্থাৎ বুধ ও শুক্রকে অপরগ্রহ (Inferior) এবং পৃথিবীর পরে অর্থাৎ পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য হইতে দূরস্থ মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরানস্ ও নেপচুনকে পরগ্রহ (Superior planets) বলা হয়। আবার বৃহস্পত্যাদি গ্রহদিগকে Major planets বলা হইয়া থাকে। পৃথিবী এবং ইহার মত বুধ ও শুক্র এই তিনটী গ্রহ সূর্য্য ও কনিষ্ঠগ্রহদিগের মধ্যে অবস্থিত। ইহাদিগকে পার্থিব গ্রহ (Terrestrial planets) সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

আমাদিগের সূর্য্য এক মহাদ্ভুত বিশাল গোলপিণ্ডাকার পদার্থ, ইনি আলোক উত্তাপ এবং সর্ব্ববীর্য্যের উৎস। মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation) এবং স্পর্শকিকা (Tangential) শক্তিদ্বারা গ্রহেরা স্ব স্ব কক্ষচ্যুত না হইয়া চক্রাভাস (Elliptical) পথে ক্রান্তির সমতল দেশগত না হইয়া স্ব স্ব কক্ষা দ্বারা ক্রান্তিবৃত্তকে দুই দুই বিন্দুতে ভেদ করিয়া তির্য্যগ্‌ভাবে ঘূর্ণায়মান রহিয়াছে। উপগ্রহেরাও স্ব স্ব গ্রহকক্ষাকে ঐরূপ ভেদ করিয়া ঘূর্ণায়মান। এরূপ ভাবের ঘূর্ণাবস্থিত গ্রহ এক আবর্ত্তনে একবার সূর্য্যের নিকট ও একবার দূরতম স্থানে অবস্থিত হয়।

পৃথিবী যেরূপ প্রায় গোল, স্বয়ং জ্যোতিশূন্য ও সূর্য্যালোকে আলোকিত এবং নিজের ধ্রুবযষ্টির চক্রাবর্ত্তন করিয়া থাকে, অন্যান্য গ্রহের ঐরূপ ভাব ও গতি আছে।

গ্রহকক্ষা ও গ্রহসম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় নির্ণয়ার্থ তৎসংক্রান্ত সাতটী মৌলিক তত্ত্ব জানিতে হয়, তাহাদিগকে Seven elements of the orbit বলে।

১ কক্ষার দীর্ঘব্যাসের (Major axis) দৈর্ঘ্য।

২ গ্রহের কেন্দ্রাপসারিতা (Eccentricity), যদ্দ্বারা ইহার (কক্ষার) আকৃত্যাকার নির্ণীত হয়।

৩ গ্রহ সূর্য্য হইতে কম দূরে থাকিবার সময়ে ঐ গ্রহের ধ্রুবক (Longitude of the perihelion) বলে।

৪ ক্রান্তিতে কক্ষার তির্য্যক্ স্থিতির পরিমাণ (Inclination of the orbit to the ecliptic.)

৫ গ্রহের পাতের ধ্রুবক (Longitude of the ascending mode of a planet.)

৬ গ্রহের সূর্য্য আবর্ত্তনকাল (ভগণ) (Periodic time.)

কোন নির্দ্দিষ্ট কালে গ্রহের ধ্রুবক (Longitude of a planet at a given epoch), যাহাকে Longitude of the epoch বলে।

এই সাতটী দ্বারা গ্রহসম্বন্ধীয় প্রায় যাবতীয় গণনা করা হয়। এজন্য ইহাদিগের সারণী (Synoptical table) প্রস্তুত করা জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের একটী প্রধান কার্য্য।

যন্ত্রবেধদ্বারা গ্রহতত্ত্ব যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা কেপ্লর্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রহগতিসম্বন্ধীয় নিয়ম (যাহাকে Kepler's laws বলে) এবং নিউটন্ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম।

কেপ্লারের নিয়ম তিনটি এই—

১ প্রত্যেক গ্রহের কক্ষা এক একটী (Ellipse), চক্রাভাস দুইটী (Focal points) অপ্রকরের অন্তরে সূর্য্য অবস্থিত।

২ গ্রহের যোজকসূত্র (Radius vector) অর্থাৎ (সূর্য্য হইতে গ্রহলগ্নসূত্র) গ্রহের গতিতে সমকালে সমায়তন রচনা করে।

৩ কোন এক গ্রহের (Time of revolution) ভগণকালের বর্গ এবং (Mean distance) সূর্য্য হইতে মাধ্যমিক দূরের ঘন এই উভয়ের যে মান (Ratio), তাহা সকল গ্রহেরই এইরূপ মানের সহিত সমান।

নিম্নে প্রধান গ্রহের পরস্পরের এবং সূর্য্যের সহিত তুলনায় তাহাদিগের সম্বন্ধে কতিপয় মুখ্য জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত হইল।

নাম	পিণ্ড ব্যাস মাইল	বর্ষ পরিমাণ	সূর্য্য হইতে দূর নিযুত মাইল	পৃথ্বী হইতে দূর নিযুত মাইল	ধ্রুবযষ্টিতে চক্রাবর্ত্তন	পৃথিবীর [illegible] পরিমাণ ১ ধরিলে তাহার ঘন গুণ
সূর্য্য	৮৬৬৪০০	... ...	.... ..	৯১.৯	৬০°দ, ১৮'ম	১৩১০০০০
বুধ	৩০৩০	৮৭.৯৬৯	৩৫.	৫৬ ৯	২৪. ৫[illegible]	০ ৫৬
শুক্র	৭৫০০	২২৪ দিন	৬৭.১	২৫ ৭	২৩ ২১[illegible]	০ ৯ ০
পৃথিবী	৭৯১৮	৩৬৫ "	৯১ ৯	....	২৩ ৫৬	১
মঙ্গল	৪৩৬৩	৬৮৭ "	১৪০	৪৮.৬	২৪. ৩৭½	০.১৫২
বৃহস্পতি	৮৫০০০	পার্থিববর্ষের ১২ গুণ	৪৭৮	৩৯০.৪	৯. ৫৫[illegible]	[illegible]
শনি	৭০০০০	ঐ ৩০ গুণ	৮৭২	৭৯৩.২	১০. ১৪½	৮৪৯
ইউরানস্	৩৩০০০	ঐ ৮৫ গুণ	১৭৫২	১৬৮৯.	৯. ৩০	৫৯
নপচুন্	৩৬০০০	ঐ ১৭০ গুণ	২৭৫০	২৬৯৮.৪	....	১০৩

ক্ষুদ্র গ্রহসকল সম্বন্ধে তাহাদিগের ক্ষুদ্রতা প্রযুক্ত অনেক

অদ্য এ পর্য্যন্ত প্রকাশ হয় নাই, তাহাদের মধ্যে বৃহত্তমটী ২০০ মাইল ও ক্ষুদ্রতম ২০ মাইলের অধিক হইবে না, অনেকে অনুমান করেন যে, উহার কোন কোন যুগের গ্রহের পরম্পরাঘাতে ভগ্ন হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া রহিয়াছে, ইহা অনুমানমাত্র। জ্যোতির্ব্বিদেরা বিশেষ বিশেষ যন্ত্র সাহায্যে এবং বিশেষ বিশেষ গণনাবলে সূর্য্য প্রভৃতি অনেক গ্রহ উপগ্রহ ও কোন কোন নক্ষত্র নির্দ্দেশ্য পদার্থ ও তাহাদিগের ভার সম্বন্ধীয় পরিচয় দিয়াছেন।

[সূর্য্যাদি শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

২ বালকের অনিষ্টকারক স্কন্দ প্রভৃতি রোগ। [কুমারভৃত্যা দেখ।] গ্রহ ভাবে অপ্। ৩ গ্রহণ, আদান। ৪ অনুগ্রহ। ৫ নির্ব্বন্ধ। "অবশ্য ভবেদ্বনবগ্রহগ্রহাঃ।" (নৈষধচ°)

৬ রণোদ্যম। ৭ মন্দবন্ধ। ৮ চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য্যগ্রহণ। "একরাত্রং পরিত্যজ্য কুর্য্যাৎ পাণিগ্রহং গ্রহে।" (জ্যোতিষতত্ত্ব)

৯ নবসংখ্যা।

"চতুর্দ্দশ সহস্রক মাংতমাস্তপ্রকীর্ত্তিতম্।

তথা গ্রহসহস্রস্থ মার্কণ্ডেয়ং মহাদ্ভুতম্॥" (ভা° ১৩।১৭।১৭)

গ্রহক (পুং) গ্রহ কর্ত্তরি অচ্ স্বার্থে কন্। গ্রাহক।

গ্রহকক্ষা (স্ত্রী) যে বৃত্তাকার পথে গ্রহ ভ্রমণ করে। (Orbit)

গ্রহকল্লোল (পুং) গ্রহেষু কল্লোল ইব। রাহু। (ত্রিকাণ্ড°)

গ্রহকুষ্মাণ্ড (পুং) প্রাণিগণের উপদ্রাবক কুষ্মাণ্ডাকার দেবযোনিবিশেষ।

"ডাকিনী শাকিনী ভূতপ্রেতাবেতালরাক্ষসাঃ।

গ্রহকুষ্মাণ্ডখেটাস্বা কালকর্ণী শিশুগ্রহাঃ।" (কালি° পু° ৩১ অঃ)

কোন কোন আভিধানিকের মতে গ্রহকুষ্মাণ্ড দুইটি শব্দ।

গ্রহগণিত (ক্লী) গ্রহাণাং তদশভ্যাদীনাং গণিতং যত্র যদ্গ্রন্থে। জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি স্কন্ধ, যাহাতে গ্রহসমূহের বিবরণ আছে।

"তত্র গ্রহগণিতে পৌলিশরোমকবাশিষ্ঠসৌরপৈতামহেষু পঞ্চস্বেতেষু সিদ্ধান্তেষু।" (বৃহৎস° ২ অঃ)

গ্রহগোচর (পুং) গ্রহস্য গোচরঃ ৬তৎ। জন্ম প্রভৃতি রাশিতে গ্রহগণের গতিবিশেষ। [গোচর দেখ।]

গ্রহগতি (স্ত্রী) গ্রহাণাং গতিঃ ৬তৎ। গ্রহগণের গমন, স্বীয় কক্ষা অতিক্রম।

গ্রহগন্ধ (পুং) গ্রহস্য গন্ধঃ ৬তৎ। সূর্য্যাদি গ্রহগণের উদ্দেশে দেয় রক্তচন্দন প্রভৃতি। [গ্রহযজ্ঞ দেখ।]

গ্রহচিন্তক (পুং) গ্রহান্ চিন্তয়তি চিন্তি-ণ্বুল্ ৬তৎ। দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষিক।

"বক্তব্যমিষ্টং জগতোহিতস্তং বা শাস্ত্রোপদেশাদ্গ্রহচিন্তকেন।" (বৃহৎস° ২৪ অঃ)

গ্রহণ (ক্লী) গ্রহ ভাবে ল্যুট্। ১ স্বীকার। ২ জ্ঞান। ৩ আদর গৃহ্যতেঽনেন গ্রহ করণে ল্যুট্। ৪ হস্ত। ৫ ইন্দ্রিয়। (রাজনি°) গৃহ্যতেঽসৌ গ্রহ কর্ম্মণি ল্যুট্। ৬ শব্দ। (জটাধর)

৭ উপরাগ, রাহু কর্ত্তৃক চন্দ্র বা সূর্য্যের আচ্ছাদন বা গ্রাসকে গ্রহণ বলে। এদেশে অনেকের বিশ্বাস যে, সিংহিকা নামে একটা রাক্ষসী ছিল। রাহু তাহারই পুত্র, প্রথমে ইহার হস্তপদাদি সকল অবয়বই ছিল, সমুদ্রমন্থনের পর কৌশল করিয়া অমৃত খাইয়াছিল বলিয়া বিষ্ণু চক্রদ্বারা মাথাটি কাটিয়া দেন, অমৃতের গুণে সেই খণ্ডিত মাথাটি চির দিনই অবিকৃত রহিয়াছে। চন্দ্র ও সূর্য্যের কথায় বিষ্ণু রাহুর মাথা কাটিয়া ছিলেন, রাহুর খণ্ডিতমস্তক পূর্ব্বাপকার ভুলিতে পারিল না, মুখ ব্যাদান করিয়া চন্দ্র এবং সূর্য্যকে খাইতে চলিল। শেষে অনুপায় দেখিয়া ব্রহ্মা বিধান করিলেন যে, অমাবস্যাবিশেষে সূর্য্যকে ও পূর্ণিমা বিশেষে চন্দ্রকে একবার করিয়া খাইতে পারিবে, অপর কোন সময়ে পারিবে না। খণ্ডিত রাহুমস্তক তাহাতেই বাধ্য হইল। সেই হইতেই উপযুক্ত দিনে চন্দ্র ও সূর্য্যকে গ্রাস করে, তাহার নাম গ্রহণ। [রাহু দেখ]

এদেশের লোকেরা গ্রহণের সময় শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া থাকে। মূর্খ লোকের বিশ্বাস যে, শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইলে রাহু ভয় পাইয়া শীঘ্র ছাড়িয়া যাইবে।

গণিতবিৎ পণ্ডিতগণ ইহার কোনটাই স্বীকার করেন না। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, আকাশচারী রাহু শরীরধারী, মস্তকাকৃতি বা ভুজঙ্গময় হইলে ভগণার্দ্ধ বা ৬ রাশি দূরে থাকিতে গ্রহণ হইতে পারিত না। রাহুর গতির স্থিরতা না থাকিলে গণনা দ্বারা কি প্রকারে উহার উপলব্ধি হয়। রাহুটীকে মুখ পুচ্ছাদি আকারবিশিষ্ট স্বীকার করিলে অমাবস্যা পূর্ণিমা ভিন্ন অন্য সময়েও গ্রহণ হইতে পারে। উহা যদি সর্পাকার হইত, তবে কখন মুখদ্বারা কখনও বা পুচ্ছ প্রভৃতি অপর কোন অবয়ব দ্বারা গ্রহণ হইত। অতএব রাহু কোন প্রকার আকারবিশিষ্ট বা অনিয়তগামী নহে। রাহু অন্ধকারময় ছায়াবিশেষ (১)।

(১) "অমৃতাস্বাদবিশেষাচ্ছিন্নমপি শিরঃ কিলাসুরস্যেদম্।
প্রাণৈরপরিত্যক্তং গ্রহতাং যাতঃ বদন্ত্যেকে। ১।
ইন্দ্বর্কমণ্ডলাকৃতিরসিতত্বাৎ কিলম দৃশ্যতে গগনে।
অ ভত্র পর্ব্বকালাৎ বরপ্রদানাৎ কমলযোনেঃ। ২।
মুখপুচ্ছবিভক্তাঙ্গং ভুজঙ্গমাকারমুপদিশন্ত্যন্যে।
কথয়ন্ত্যমূর্ত্তমপরে তমোময়ং সৈংহিকেয়াখ্যম্। ৩।
যদি মূর্ত্তোভচারী শিরোহথবা ভবতি মণ্ডলী রাহুঃ
ভগণার্দ্ধেনান্তরিতৌ গৃহ্লাতি কথং নিয়তচারঃ। ৪

ভাস্করাচার্য্যের মতে সূর্য্য প্রভৃতি সকল গ্রহেরই এক একটী কক্ষা আছে, গ্রহগণ নিয়ত গতিতে স্বীয় স্বীয় কক্ষায় অনবরত ভ্রমণ করে। সূর্য্যকক্ষার নীচে চন্দ্রের কক্ষা। অমাবস্যার দিনে সূর্য্য ও চন্দ্র একরাশিতে অবস্থিতি করে। মেঘে সূর্য্যকিরণ আচ্ছাদন করিলে যে প্রকার সূর্য্য দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ চন্দ্র দ্বারা আচ্ছাদিত সূর্য্যও ভূমণ্ডলবাসীরা দেখিতে পায় না, চন্দ্রমণ্ডলদ্বারা সূর্য্যের এইরূপ আচ্ছাদনকেই সূর্য্যগ্রহণ বলে। সূর্য্যের গতি অপেক্ষা চন্দ্রের গতি অধিক, অথচ চন্দ্র পশ্চিম দিক্ হইতে আসিয়া ক্রমে সূর্য্যের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে আচ্ছাদন করে, এই কারণে সূর্য্যগ্রহণে পশ্চিম দিকে স্পর্শ হইয়া থাকে। চন্দ্রের অধিক গতি বলিয়া চন্দ্রমণ্ডল শীঘ্রই সূর্য্যকে অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদিকে সরিয়া পড়ে, অতএব সূর্য্যগ্রহণে পূর্ব্ব দিকেই মোক্ষ হয়। দৃষ্টিপরিচ্ছেদক বা ক্ষিতিজবৃত্তের বাহিরে কোন পদার্থই দৃষ্টিগোচর হয় না, এবং চন্দ্রমণ্ডলও সূর্য্যমণ্ডল হইতে পরিমাণে অনেক ছোট। [খগোল দেখ।] সূর্য্যগ্রহণের সময়ে চন্দ্র যাহাদের দৃষ্টিপরিচ্ছেদক রেখার মধ্যে থাকিয়া সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে তাহারা সূর্য্য দেখিতে পায় না, কিন্তু সেই সময়ে চন্দ্র যাহাদের দৃষ্টিপরিচ্ছেদক রেখার বাহিরে থাকে তাহারা পরিষ্কার সূর্য্য দেখিতে পায়। এই কারণে এক দেশে সূর্য্যগ্রহণের সময়ে অপর দেশে সূর্য্যগ্রহণ হয় না। যেরূপ মেঘমণ্ডল যাহাদের দৃষ্টিপরিচ্ছেদক রেখার অন্তবর্ত্তী থাকে, তাহাদের পক্ষে সূর্য্য অদৃশ্য এবং যাহাদের দৃষ্টিপরিচ্ছেদকের বাহিরে থাকে তাহারা সূর্য্য দেখিতে পায়।

আমাদের মাথার উপর দিয়া আকাশমণ্ডলে উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত একটী সরলরেখা কল্পনা করিলে উহাকে মধ্যরেখা নামে উল্লেখ করা যায়। কোন গ্রহ মধ্যরেখার পূর্ব্বে বা পশ্চিমে যত অন্তরে অবস্থিতি করে তাহাকে নতি এবং দৃষ্টিপরিচ্ছেদকের বাহিরে যতদূরে অবস্থিতি করে, তাহাকে লম্বন বলে। অমাবস্যার অন্ত সময়ে সূর্য্য পূর্ব্ব বা পশ্চিমে নত হয় এবং সেই সময়ে চন্দ্র তাহাকে আচ্ছাদন করে। এই কারণে ভূমধ্যস্থ দর্শকেরা সূর্য্য দেখিতে পায় না। কিন্তু ভূপৃষ্ঠস্থ দর্শকের দৃষ্টিপরিচ্ছেদকের অধোভাগে চন্দ্র লম্বিত হয় বলিয়া তাহারা সূর্য্য দেখিতে পায় (ক)।

অমাবস্যা বিশেষে পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য্য এক সূত্রে গ্রথিতের ন্যায় উর্দ্ধাধোভাবে অবস্থিতি করে। পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থিত চন্দ্রমণ্ডলের ছায়া পৃথিবীর যেস্থানে পতিত হয়, সেই স্থানের লোকেরা সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, চন্দ্র তাহাদিগের দৃষ্টিকে যবনিকার ন্যায় অবরোধ করে, অতএব তাহারা সূর্য্যকে গ্রস্ত দর্শন করে। যে স্থানে চন্দ্রমণ্ডলের ছায়া পড়ে না, তথাকার লোকেরা সূর্য্যকে গ্রস্ত দেখিতে পায় না।

বর্ত্তুলাকার কোন পদার্থের একভাগ সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত হইলে তাহার বিপরীত ভাগে সূচ্যাকার ছায়া হইয়া থাকে। পৃথিবী গোলাকার ও শূন্যমার্গে অবস্থিত। রাশিচক্রস্থিত গ্রহগণ রাশিচক্রের গতি অনুসারে ইহার মধ্যে ভ্রমণ করে। [খগোল ও ভূগোল দেখ।] যখন জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য আমাদের দৃষ্টিপরিচ্ছেদক রেখার মধ্যে থাকিয়া পৃথিবীর উপরিভাগ আলোকিত করে, তখন আমাদের দৃষ্টিপরিচ্ছেদকের বাহিরে গগনমণ্ডলের কোন স্থানে পৃথিবীর সূচ্যাকার ছায়া পতিত হয়, এইরূপে সূর্য্য আমাদের দৃষ্টিপরিচ্ছেদকের বাহিরে থাকিয়া ভূমণ্ডলের তলপৃষ্ঠ আলোকিত করিলে আমাদের দৃষ্টিপরিচ্ছেদকের মধ্যে কোন গগনে সেই ছায়া পতিত হইয়া থাকে। [পৃথিবী ও সূর্য্য দেখ।]

সূর্য্যের গতি অনুসারে পৃথিবীর ছায়াও সর্ব্বদাই পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে থাকে। কাজেই ইহার গতি সূর্য্যগতির সমান। পৃথিবীচ্ছায়া অপেক্ষা শীঘ্রগামী চন্দ্র স্বীয় গতি অনুসারে পৃথিবীচ্ছায়াতে প্রবেশ করিলে পৃথিবী ছায়ায় চন্দ্র ম্লান হয়, ইহাকেই চন্দ্রগ্রহণ (২) বলে। পূর্ণিমার সময়ে পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যে অবস্থান করে। সেই সূর্য্য যে দিকে থাকে, চন্দ্র তাহার বিপরীত ভাগে অবস্থিত করে অর্থাৎ পূর্ণিমায় সূর্য্য হইতে ৬ রাশি অন্তরে চন্দ্রের অবস্থান হয়। চন্দ্রের যে ভাগ যতক্ষণ পৃথিবীচ্ছায়ার মধ্যে অবস্থিতি করে, সেই ভাগে ততক্ষণ সূর্য্যকিরণ

অনিয়তচারঃ খলুচ্ছেদুপলব্ধিঃ সংখ্যয়া কথং তস্য ।
পুচ্ছাননাভিধানোহন্যতরেণ কস্মান্ন গৃহ্ণাতি । ৫ ।
অথ তু ভুজগেন্দ্ররূপঃ পুচ্ছেন মুখেন বা স গৃহ্ণাতি ।
মুখপুচ্ছান্তরসংস্থং স্থগয়তি কস্মান্ন ভগণার্দ্ধম্ । ৬ ।
রাহুদ্বয়ং যদি স্যাৎ গ্রস্তেহস্তমিতেহথবোদিতে চন্দ্রে ।
তৎসমগতিনান্যেন গ্রস্তঃ সূর্য্যোহপি দৃশ্যেত । ৭ ।
ভূচ্ছায়াং স্বগ্রহণে ভাস্করমর্কগ্রহে প্রবিশতীন্দুঃ ।" (বৃহৎসংহিতা ৫ অঃ)

(ক) "পর্ব্বান্তেহর্কং সতমুডুপতিশ্ছাদয়েদেব প্রপশ্চাৎ
ভূমধ্যস্থো নতু বসুমতীপৃষ্ঠনিষ্ঠস্তদানীম্ ।
তদ্দৃক্সূত্রাভিসরচিরথো লম্বিতোর্কগ্রহেহতঃ
কক্ষাভেদাদিহখলু নতির্লম্বনকোপপন্নম্ ।"

(সিদ্ধান্তশি° গোলাঃ গ্রহণ ২ শ্লোক)

(২) "ভূভা তাবৎ পূর্ব্বাভিমুখমর্কগত্যা গচ্ছতি। চন্দ্রশ্চ স্বগত্যা। স শীঘ্রত্বাৎ পূর্ব্বাভিমুখোগচ্ছন্ ভূভাং প্রবিশতি।" (বাসনাভাষ্য গোলাধ্যায়, গ্রহণবাসনা ৪ শ্লোক)

পতিত হয় না, সুতরাং তাহা অদৃশ্য থাকে। চন্দ্র শীঘ্রগামী বলিয়া পূর্ব্বদিক্ হইতে আসিয়া ক্রমে পৃথিবীচ্ছায়ায় প্রবেশ করে, এই কারণে চন্দ্রগ্রহণে পূর্ব্বদিকে স্পর্শ এবং শীঘ্রগতিতে ক্রমে পূর্ব্বদিকে পৃথিবীচ্ছায়া হইতে বাহির হইয়া যায় বলিয়া পশ্চিমে মোক্ষ হয়। চন্দ্রগ্রহণে ছাদক (পৃথিবীচ্ছায়া) ও ছাদ্য (চন্দ্র) একরাশির এক কলায় অবস্থিতি করে বলিয়া লম্বন বা নতি থাকে না, এই কারণে সকল স্থানের লোকেই সমানভাবে চন্দ্রগ্রহণ দেখিতে পায় (৩)। গ্রহণ সময়ে অর্দ্ধগ্রস্ত চন্দ্রের বিষাণ বা কোটিদ্বয়ের কুণ্ঠতা ও অপেক্ষাকৃত অনেক সময় চন্দ্রগ্রহণের স্থিতি হয় বলিয়া সূর্য্যচ্ছাদক হইতে চন্দ্রের ছাদক বৃহৎ। সূর্য্যগ্রহণে অর্দ্ধগ্রস্ত সূর্য্যের বিষাণ বা কোটিদ্বয়ের তীক্ষ্ণতা ও গ্রহণ স্থিতি অল্প কাল হয় বলিয়া সূর্য্যচ্ছাদক অপেক্ষাকৃত ছোট (৪)।

বরাহমিহিরের মতে—চন্দ্রগ্রহণে চন্দ্র পৃথিবীচ্ছায়ায় এবং সূর্য্যগ্রহণে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করে, এই কারণে পশ্চিমদিক্ হইতে চন্দ্রগ্রহণ ও পূর্ব্বদিক হইতে সূর্য্যগ্রহণ আরম্ভ হয় না। যেরূপ বৃক্ষের ছায়া সূর্য্যের আলোকে ক্রমে একপার্শে দীর্ঘ হয়, সেইরূপ সূর্য্যের আবরণে পৃথিবীচ্ছায়াও দিন দিন দীর্ঘ হয়। যখন সূর্য্যের সপ্তমরাশিতে চন্দ্র অবস্থান করে এবং সূর্য্য হইতে উত্তরে বা দক্ষিণে অধিক গমন না করে, তখন চন্দ্র পূর্ব্বাভিমুখে আগমন করিয়া পৃথিবীর ছায়াতে প্রবেশ করে। সূর্য্যগ্রহণের সময়ে সূর্য্যের অধঃস্থিত চন্দ্র পশ্চিমদিক হইতে আসিয়া মেঘের ন্যায় সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে। এই কারণে সূর্য্যগ্রহণ সকল দেশে সমান হয় না। রাহু চন্দ্র বা সূর্য্যকে গ্রাস করে, ইহা শাস্ত্রের সদ্ভাবমাত্র (৫)।

এখন কথা হইতেছে যে জ্যোতির্বিদগণের এই মতের আদর করিলে অর্থাৎ রাহু নামক অসুর চন্দ্র বা সূর্য্যকে গ্রাস করে না এইরূপ স্বীকার করিলে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের সহিতই বিরোধ হয়। বেদ ও পুরাণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই রাহু, চন্দ্র ও সূর্য্যকে গ্রাস করে বলিয়া উল্লেখ আছে। যথা—

"স্বর্ভানুর্হবা আসুরঃ সূর্য্যং তমসা বিব্যাধ।" (শাখায়নী শ্রুতি)

অসুরবংশোৎপন্ন রাহু অন্ধকার দ্বারা সূর্য্যকে বাধিত করে।

"সর্ব্বং গঙ্গাসমং তোয়ং সর্ব্বে ব্রহ্মসমা দ্বিজাঃ।
সর্ব্বং ভূমিসমং দানং রাহুগ্রস্তে দিবাকরে॥" (পুরাণ)

দিবাকর রাহুগ্রস্ত হইলে অর্থাৎ গ্রহণসময়ে সকল জল গঙ্গাজলের সমান, সকল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার সমান এবং যে কোন সকল দানই ভূমিদানের সমান হয়।

প্রায় সকল শাস্ত্রের মতেই এইরূপ।

এই বিরোধভঞ্জনের জন্য ভাস্করাচার্য্য বলেন যে, চন্দ্রগ্রহণ সময়ে রাহু পৃথিবীচ্ছায়ায় প্রবেশ করিয়া চন্দ্রকে এবং সূর্য্যগ্রহণ সময়ে চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে। ব্রহ্মার বরে তমোময় রাহু এইরূপে চন্দ্র ও সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে (৬)। প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ শ্রীপতিও এই মতেরই আদর করিয়াছেন (৭)। বৃহৎসংহিতার মতে রাহু নামক একটী অসুরকে ব্রহ্মা বর দেন যে, "গ্রহণ সময়ে লোকে যে হোম করিবে, তাহার অংশ দ্বারা তোমার সন্তোষ হইবে।" এই কারণে গ্রহণ সময়ে রাহুর সান্নিধ্য হয় বলিয়া

---

(৩) "সমকলকালে ভূভা লগতি মৃগাঙ্কে যতস্তয়োর্মানং।
সর্ব্বে পশ্যন্তি সমং সমকক্ষত্বাদ্ ন লম্বনাবনতী॥ ৩॥
পূর্ব্বাভিমুখো গচ্ছন্ কুচ্ছায়ান্তর্যতঃ শশী বিশতি।
তেন প্রাক্প্রগ্রহণং পশ্চান্মোক্ষোঽস্য নিঃসরতঃ॥ ৪॥"
(গোলাধ্যায়, গ্রহণবাসনা)

দর্শান্তকালে রবিঃ পূর্ব্বতঃ পশ্চিমতো বা নতং চন্দ্রেণ হ্রস্বমেব প্রপশ্যতি ভূমধ্যস্থো দ্রষ্টা। যতো দর্শান্তে সমৌ ভবতঃ। যো ভূপৃষ্ঠস্থো দ্রষ্টা স তদার্কচন্দ্রৌ ন পশ্যতি যতস্তদ্ দৃষ্টিসূত্রাচ্চন্দ্রোঽধোলম্বিতো ভবতি। অতঃ কক্ষাভেদান্নতং নতিশ্চোপপদ্যতে। চন্দ্রগ্রহে তু লম্বননত্যোরভাবঃ। যতঃ সমকলকালে ভূভা চন্দ্রে লগতি। অতশ্ছায়াং সর্ব্বে ভিন্নদেশস্থা অপি যত্রাপি তং চন্দ্রং সমং পশ্যন্তি। অতএব ছায়াচন্দ্রমসোরেকৈব কক্ষা জাতা।" (বাসনাভাষ্য)

(৪) "ছাদকঃ পৃথুতরস্ততো বিধোর্দ্দ্যৃষ্টবদ্বিততয়োর্বিষাণয়োঃ।
কুণ্ঠতা চ মহতী স্থিতির্যতো লক্ষ্যতে হরিণলক্ষণগ্রহে॥ ৭॥
অর্দ্ধখণ্ডিততনো বিষাণয়োস্তীক্ষ্ণতা ভবতি তীক্ষ্ণদীধিতেঃ॥ ৮॥
অল্পং স্থিতির্লঘুঃ পৃথক্ ছাদকা দিনকৃতোঽবগম্যতে॥ ॥"
(গোলাধ্যায় গ্রহণবাসনা)

(৫) "ভূচ্ছায়াং স্বগ্রহণে ভাস্করমর্কগ্রহে প্রবিশতীন্দুঃ।
প্রগ্রহণমতঃ পশ্চান্নেন্দোর্ভানোশ্চ পূর্ব্বার্দ্ধাৎ॥ ৮॥
বৃক্ষস্য স্বচ্ছায়া যথৈকপার্শ্বে ভবতি দীর্ঘা চ।
নিশি নিশি তদ্বদ্ভূমেরাবরণবশাদ্দিনেশস্য॥ ৯॥
সূর্য্যাৎ সপ্তমরাশৌ যদি চোদগ্দক্ষিণেন নাতিগতঃ।
চন্দ্রঃ পূর্ব্বাভিমুখশ্ছায়ামৌর্ব্বীং তদা বিশতি॥ ১০॥
চন্দ্রোঽধঃস্থঃ স্থগয়তি রবিমম্বুদবৎ সমাগতঃ পশ্চাৎ।
প্রতিদেশমতশ্চিত্রং দৃষ্টিবশাদ্ভাস্করগ্রহণম্॥ ১১॥
এবমুপরাগকারণমুক্তমিদং দিব্যদৃগ্ভিরাচার্য্যৈঃ।
রাহুরকারণমস্মিন্নিত্যুক্তঃ শাস্ত্রসদ্ভাবঃ॥ ১২॥" (বৃহৎসং ৫ অঃ)

(৬) "রাহুঃ কুভা-মণ্ডলগঃ শশাঙ্কং শশাঙ্কগশ্ছাদয়তীনবিম্বম্।
তমোময়ঃ শম্ভুবরপ্রদানাৎ সর্ব্বাগমানামবিরুদ্ধমেতৎ॥" (গোলাধ্যায়)

(৭) "ভূচ্ছায়ায়াং প্রবিষ্টঃ স্থগয়তি শশিনং শুক্লপক্ষাবসানে
রাহুর্ব্রহ্মপ্রসাদাৎ সমধিগতবরস্তুষ্টয়ে ব্যাপকুলাঃ।
উর্দ্ধ্বস্থং ভানুবিম্বং শশিময়মবলোক্যাভ্যধোবর্ত্তিবিম্বং
সংশ্লিষ্টোঽপ্যমাবাস্য সুপর্বতিথিসময়ে তস্য নাহি ভাবেতোঃ॥" (শ্রীপতি)

রাহু চন্দ্র বা সূর্য্যকে গ্রাস করে এইরূপ কল্পনা চলিতেছে (৮)। বাস্তবিক পক্ষে চেতনাবিশিষ্ট হস্তপদাদিযুক্ত কোন জীব বা খণ্ডিত একটী মস্তক চন্দ্র বা সূর্য্যকে গ্রাস করে তাহারই নাম গ্রহণ ইহা কোন প্রাচীন বৈজ্ঞানিক মতসিদ্ধ নহে। [রাহু দেখ।] সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডলের ব্যাস, পৃথিবীচ্ছায়া পরিমাণ এবং ইহাদের গতি প্রভৃতি সম্যক্‌রূপে অবগত না হইলে গ্রহণের কারণ ও স্বরূপ উপলব্ধি হয় না এবং স্থিতি, মোক্ষ ও স্পর্শ প্রভৃতিও জানিতে পারা যায় না। সূর্য্যসিদ্ধান্তে এইরূপ লিখিত আছে —

যে সূর্য্যমণ্ডল আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তাহার ব্যাস পরিমাণ ৬৫০০ যোজন এবং চন্দ্রমণ্ডলের ব্যাস ৪৮০ যোজন। সূর্য্য ও চন্দ্রের ব্যাসকে তাহাদের স্পষ্ট গতিদ্বারা গুণ করিয়া মধ্যগতি দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে তাহাকে যথাক্রমে সূর্য্য ও চন্দ্রের স্পষ্ট ব্যাস জানিবে (৯)। আমরা আকাশমণ্ডলে চন্দ্র ব্যতীত যে সকল গ্রহবিম্ব দেখিতে পাই উহারা অতিশয় দূরবর্ত্তী বলিয়া প্রকৃত কক্ষায় কোনটীই দৃষ্টিগোচর হয় না। সকল গ্রহই অধস্তন চন্দ্রের কক্ষায় দৃষ্ট হইয়া থাকে ও চন্দ্রকক্ষায় স্পর্শ ও ব্যাস পরিমাণ স্থির করিতে হয়। বাস্তবিক পক্ষে চন্দ্রকক্ষায় কেবলমাত্র চন্দ্রই ভ্রমণ করে, সূর্য্যের বা অপর গ্রহের চন্দ্রকক্ষার সহিত যোগ নাই (১০)। পূর্ব্বপ্রদর্শিত সূর্য্যমণ্ডলের স্পষ্টব্যাসকে সূর্য্যভগণ দ্বারা গুণ করিয়া চন্দ্রভগণ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে তাহাই চন্দ্রকক্ষায় সূর্য্যের ব্যাস পরিমাণ জানিবে। অথবা সূর্য্যের স্পষ্ট ব্যাসকে চন্দ্রকক্ষাদ্বারা গুণ করিয়া সূর্য্যকক্ষা দ্বারা ভাগ করিলে লব্ধ চন্দ্রকক্ষায় সূর্য্য ব্যাস হইয়া থাকে। চন্দ্রের ব্যাস ৪৮০ ও চন্দ্রকক্ষাস্থ সূর্য্যের ব্যাসকে ১৫ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে তাহাই চন্দ্র সূর্য্যের বিম্বব্যাসের পরিমাণ কলা জানিবে (১১)।

ভূগোলের পরিমাণ হইতে সূর্য্যমণ্ডলের পরিমাণ অধিক, এই কারণে সূর্য্যের বিপরীতদিকে সূচীর ন্যায় পৃথিবীর ছায়া ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া চন্দ্রমণ্ডল অতিক্রম করে। ইহার পরিমাণ স্থির করিবার উপায় চন্দ্রের স্পষ্ট গতিকে ভূব্যাস ১৫৮১ যোজন দ্বারা গুণ করিয়া চন্দ্রের মধ্যগতি (০।০।৭৯০।৩৪।৫২ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই সূচী অর্থাৎ পৃথিবীচ্ছায়ার পরিমাণ জানিবে (১২)।

এই পৃথিবীচ্ছায়ার একটী ভাগ ঘোর অন্ধকারময়, প্রাচীন গণিতাচার্য্যগণ ইহাকে তম নামে উল্লেখ করেন। অপর ভাগে কিছু কিছু আলোকের সদ্ভাব থাকায় তত অন্ধকার নহে।

পৃথিবীর ব্যাস ও সূর্য্যের স্পষ্ট ব্যাস এই দুয়ের অন্তরকে চন্দ্রবিম্বের মধ্য ব্যাস ৪৮০ দ্বারা গুণ করিয়া সূর্য্যের মধ্যব্যাস ৬৫০০ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই তমের বা ভূচ্ছায়ার অন্ধকারময় অংশের পরিমাণ যোজন জানিবে (১৩)। ইহাকে ১৫ দিয়া ভাগ করিলে ভূচ্ছায়ার কলা পরিমাণ হয়।

অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহণ ও পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে কিন্তু সকল অমাবস্যায় বা সকল পূর্ণিমায় গ্রহণ হয় না। এই কারণে কোন দিন গ্রহণের সম্ভব হইতে পারে, তাহা জানিবার সহজ উপায় সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতিতে লিখিত আছে। গ্রহণ গণনা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে হইবে যে সেইদিনে গ্রহণের সম্ভব আছে কিনা যদি সম্ভব থাকে তবে গণনা করিতে হয়।

সূর্য্যের বিপরীত ভাগে পৃথিবীর ছায়া পড়ে, ঐ পৃথিবীর ছায়া সূর্য্য হইতে ৬ রাশি অন্তরে হইয়া থাকে। চন্দ্রপাত—(যাহাকে রাহু বলা হয়) ঐ পাত এবং পৃথিবীচ্ছায়া কিঞ্চিৎ অংশ ন্যূনাধিক বা সমানরূপে স্থিতি করিলে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যের সহিত সমান বা কিঞ্চিৎ অংশ ন্যূনাধিক হইলে সূর্য্য গ্রহণ হইয়া থাকে (১৪)। অমাবস্যার সময় সূর্য্যস্ফুটের সহিত ১৫ পাতস্ফুটের ১০ অংশ ন্যূনাধিক হইলে সূর্য্যগ্রহণ

(৮) 'বোহসাবসুরো রাহুস্তস্য বরো ব্রহ্মণাহয়মাজ্ঞপ্তঃ।
আপ্যায়নমুপরাগে দত্তহুতাংশেন তে ভবিতা॥ ১৪॥
তস্মিন্‌কালে সান্নিধ্যমস্য তেনোপচর্য্যতে রাহুঃ॥ ১৫॥" (বৃহৎস° ৫ অঃ)

(৯) "সার্দ্ধানি ষট্‌ সহস্রাণি যোজনানি বিবস্বতঃ।
বিষ্কম্ভো মণ্ডলস্যেন্দোঃ সহাশীত্যা চতুঃশতম্॥ ১॥
স্ফুটস্বভুক্ত্যা গুণিতৌ মধ্যভুক্ত্যোদ্ধৃতৌ স্ফুটৌ॥ ২॥" (সূর্য্যসি° ৪)

(১০) "অত্র সূর্য্যস্য লোকৈর্‌ভূগর্ভচন্দ্রাকাশে দর্শনাৎ, প্রত্যক্ষতো বিম্বস্থানৈ দর্শনাভাবাচ্চ চন্দ্রকক্ষাপ্রমাণেন সূর্য্যবিম্বব্যাসঃ সূর্য্যকক্ষা স্থানাচ্চন্দ্রকক্ষা ক ইত্যনুপাতেন গণিতার্থমবগতঃ সাধিতঃ নতু বস্তুতশ্চন্দ্রকক্ষায়াং সূর্য্যমণ্ডলাবস্থানং সূর্য্যগ্রহণে চন্দ্রস্য আচ্ছাদকত্বানুপপত্তিপ্রসঙ্গাৎ।"
(সূর্য্যসি° ৪।২-৩ শ্লোকে রঙ্গনাথ)

(১১) "রবেঃ স্বভগণাভ্যস্তঃ শশাঙ্কভগণোদ্ধৃতঃ॥ ২॥
শশাঙ্ককক্ষাগুণিতো ভাজিতো বার্ককক্ষয়া।
বিষ্কম্ভশ্চন্দ্রকক্ষায়াং তিথ্যাপ্তা মানলিপ্তিকাঃ।" (সূর্য্যসি° ৪।৩)

(১২) "স্ফুটেন্দুভুক্তির্ভূব্যাসগুণিতা মধ্যয়োদ্ধৃতা।
লব্ধং সূচী মহীব্যাসস্ফুটার্কশ্রবণান্তরম্।" (সূর্য্যসি° ৪।৪)

(১৩) মধ্যেন্দুব্যাসগুণিতং মধ্যার্কব্যাসভাজিতম্।
বিশোধ্য লব্ধং সূচ্যাস্তু তমো লিপ্তাস্তু পূর্ব্ববৎ॥ (সূর্য্যসি° ৪।৫)

(১৪) "ভানোর্ভার্দ্ধে মহীচ্ছায়া তত্তুল্যেহর্কে সমেহপি বা।
শশাঙ্কপাতে গ্রহণং কিয়দ্ভাগাধিকোনকে॥" (সূর্য্যসি° ৪।৬)

(১৫) জ্যোতিঃশাস্ত্রে গ্রহ বা পাতের স্পষ্ট গতিকে তাহাদের স্ফুট বলিয়া উল্লেখ করা হয়। [স্ফুট দেখ।]

আর পূর্ণিমায় চন্দ্রস্ফুটের সহিত পাতস্ফুটের ১৩ অংশ অন্তর হইলেও চন্দ্রগ্রহণ হইতে পারে (১৬)।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের টীকাকার রঙ্গনাথ মোটামোটি বলিয়াছেন যে, চন্দ্রগ্রহণে ১২ অংশ ও সূর্য্যগ্রহণে ৭ অংশ ন্যূন বা অধিক হইলেও গ্রহণ হয় (১৭)। আধুনিক ইংরাজ জ্যোতির্বিদের মতে পাতস্থান হইতে ১৭ অংশ ২১ কলা দূরে সূর্য্য ও ১১ অংশ ৩৪ কলা দূরে চন্দ্র থাকিলেও গ্রহণ হয়। অপর জ্যোতির্বিদগণের মতে রবি যে নক্ষত্রের যে পাদে অবস্থিতি করে, সেই নক্ষত্রের সেই পাদের পূর্ব্বাপর ত্রিপাদের মধ্যে রাহু বা কেতু থাকিলে সূর্য্যগ্রহণের এবং চন্দ্র যে নক্ষত্রের যে পাদে অবস্থিত, সেই নক্ষত্রের সেই পাদের চতুষ্পাদের মধ্যে রাহু বা কেতু থাকিলে চন্দ্রগ্রহণের সম্ভাবনা হয় (১৮)।

মতান্তরে যে নক্ষত্রে সূর্য্য অবস্থিত, তাহা হইতে গণনায় চতুর্দ্দশ নক্ষত্রে চন্দ্র থাকিলে চন্দ্রগ্রহণ হয় এবং কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়ায় মাসনক্ষত্র হইলে তদপেক্ষায় গণনায় ত্রয়োদশ নক্ষত্র যে দিন হইবে, সেই দিন সূর্য্যগ্রহণ হইয়া থাকে (১৯)। খনার মতে পূর্ণিমাতিথিতে মাসের রাশি অপেক্ষায় গণনায় সপ্তম রাশিতে চন্দ্র থাকিলে চন্দ্রগ্রহণের সম্ভাবনা হয় (২০)।

গ্রহণগণনা।—সুমেরু হইতে লঙ্কা পর্য্যন্ত একটী সরলরেখা কল্পনা করিলে ঐ কল্পিত রেখাটীকে মধ্যরেখা বলে। গণিতানুসারে গ্রহণের যে সময় নিরূপিত হয়, মধ্যরেখার পূর্ব্বভাগে সেই সময়ের পূর্ব্বে এবং মধ্যরেখার পশ্চাদ্ভাগে সে সময়ের পরে গ্রহণ দেখা যায় (২১)।

গ্রহণ গণনা করিতে হইলে যে দিবসে গ্রহণের সম্ভাবনা বোধ হইবে, প্রথমে তৎকিবসীয় পূর্ণিমা বা অমাবস্যার অন্তিম সময়ের দিনবৃন্দ, রবিচন্দ্রের তাৎকালিক স্ফুট ও গতি নিরূপণ করিতে হয়। পরে দিনবৃন্দকে ২০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই পাত বা রাহুস্ফুটের অংশাদি জানিবে। দিনবৃন্দকে পুনর্ব্বার ৬ দিয়া গুণ করিয়া ১৯৯ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহা পূর্ব্ব প্রাপ্ত অংশাদিতে যোগ করিবে। অপর এক স্থানে অহপিণ্ডকে ১৫০ দিয়া ভাগ করিয়া যাহা লব্ধ হইবে, তাহা রাহুস্ফুট অংশাদির বিকলার সহিত যোগ করিবে। স্ফুটের অংশকে ৩০ দিয়া ভাগ করিয়া লব্ধ অঙ্ককে পুনর্ব্বার ১২ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা রাশ্যাদি। এই রাশ্যাদিকে ৬।৩।১৭।৫২ ক্ষেপ হইতে বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই রাহুর স্ফুট, ইহার অপর নাম স্ফুট পাত (২২)।

চন্দ্রগ্রহণ গণনা। পূর্ণিমার অন্তিম সময়ের রাশ্যাদি স্ফুটপাত যাহা হইবে, তাহা তৎকালের রবিস্ফুটের রাশ্যাদি হইতে বাদ দিলে যে অংশাদি হইবে, তাহাকে ৬০ দিয়া গুণ করিয়া তৎপরে কলার সহিত যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহাকে ৪১ দিয়া গুণ করিয়া গুণফল দুই স্থানে রাখিয়া দিবে, পরে তাহার এক স্থানের অঙ্ক ১৭ দিয়া ভাগ করিবে, যাহা লব্ধ হইবে সেই লব্ধ অঙ্ককে দ্বিতীয় স্থানস্থিত অঙ্ক হইতে বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে এক স্থানে রাখিয়া দিবে। তৎসাময়িক রবিগতি কলাদিকে ১৩৪ দ্বারা গুণ করিলে যাহা ফল হয়, তাহাকে পূর্ব্বাঙ্কের সহিত যোগ করিবে। ঐ যুক্তাঙ্ক হইতে ১৯৬৫ হীন করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্ককে তৎকালের চন্দ্রগতিদ্বারা ভাগ করিবে। যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে ৪৩।২০ হইতে বাদ দিলে যে অঙ্ক পাওয়া যাইবে, তাহার নাম গ্রাস। লব্ধাঙ্ক ৪৩।২০ হইতে বেশী হইলে গ্রহণ হয় না। ঐ গ্রাসাঙ্ক দুই স্থানে রাখিবে। পরে তাহার একটীকে ১২ দিয়া গুণ ও অপরের সহিত ১০ যোগ করিবে, তৎপরে ১২ ও গুণিত অঙ্ককে দশ যুক্ত অঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই ঐ দিবসে চন্দ্রগ্রহণের স্থিতি দণ্ডাদি (২৩)।

---

(১৬) "পঞ্চাস্ত্রকালগ্রহবক্র তুল্যঃ স্ফুটস্ত তাবোক্ষ্টসেন্দ্বিকেন্দুঃ। তৎসপ্তমে বা গ্রহণং রবীন্দ্বোর্জিনবিষভাগৈরধিকোঽপি হীনঃ।" (জ্যোতি°,

(১৭) "ননু সমন্বাভাবেঽপি গ্রহণমিত্যত আহ কিয়দ্ভাগেতি স চন্দ্রাকান্দর্কাদ্বা কতিপয়ৈর্ভাগৈরধিক ঊনেঽপি চন্দ্রপাতে গ্রহণ"। তথাচ ময়কতিঃ। ভাগান্তচন্দ্রগ্রহণে দ্বাদশ দিক্‌সার্দ্ধং সূর্য্যগ্রহণে তু সপ্তাংশ মতংশসংখ্যাবাৎ সম্ভবাপাতজঃ।" (সূর্য্যাসি° ৪।৬ শ্লোক রঙ্গনাথ)

(১৮) "অত্রিপাদান্তরে রাহোঃ কেতোর্বা সংস্থিতো রবিঃ। চতুষ্পাদান্তরে চন্দ্রস্তদা সাংভাব্যতে গ্রহঃ।" (জ্যোতি° ;

(১৯) "রবির্ভকে রাধবস্যাচতুর্দ্দশগতঃ শশী। পূর্ণিমা-প্রতিপৎসন্ধৌ রাহণা গ্রস্যতে শশী। কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়ায়াং মাসর্ক্ষং যদি জায়তে। তত্ত্রয়োদশে সূর্য্যগ্রহণা গ্রস্যতে রবিঃ।" (জ্যোতি°)

(২০) "যে যে মাসের যে যে রাশি তার সপ্তমে থাকে শশী সে দিনে হয় পৌর্ণমাসী অবশ্য রাহুগ্রাসে শশী।" (খনা)

(২১) "প্রাগ্‌ভূবিভাগে গণিতোক্তকালাদনন্তরং প্রগ্রহণং বিধোঃস্যাৎ। আদৌহি পশ্চাৎ।" (জ্যোতি° ।)

(২২) "দিনং নবাপ্তঃ রসনিঘ্নতস্তাৎ নবাঙ্কগোঙ্কাংশযুগং শকাঙ্কম্। অস্মাৎ খতিথ্যংশ বিলিপ্তিকাঢ্যঃ ক্ষেপাচ্চ্যুতং স্যাৎ স্ফুটপাত এবং। ক্ষেপো গুহাক্ষো দহনো হুতাশো রবিবিধ্বাপো গ্রহণে রবীন্দ্বোঃ।

(২৩) "পর্ব্বান্তীনতমোঽংশপাতরকলা ভূধেন্দিঘ্নানুপাঃ— সোমাদি ত্রিবিধুরসোদ্যগতিভূর্কুভীনকগোষ্ণাহৃতা। ভূক্তোন্নোত্রিযুগাৎ খনেত্রবিকলাযুক্তা বিমুক্তা গ্রহে। দিব্যাসার্কহতা দিবোবিহিতি স্থি দিগযুক্তবিষহৃতা।" (জ্যোতি°)

প্রকারান্তরে চন্দ্রগ্রহণের স্থিতি দণ্ডাদি জানিবার উপায়। পূর্ণিমার অন্তিম সময়ে স্ফুটপাত ও রবিস্ফুটের অন্তর যত অংশ হইবে, তাহাকে কলা করিয়া দুইস্থানে রাখিয়া দিবে। পরে তাহার একটিকে ৯ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাকেও দুই স্থানে রাখিবে। একটীকে ক চিহ্নিত ও অপরটাকে খ চিহ্নিত করিবে। ক চিহ্নিত অঙ্কটাকে ৫৫ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহার সহিত খ চিহ্নিত অঙ্কটাকে যোগ করিবে, এই যুক্তাঙ্ক পূর্ব্ব স্থাপিত কলা হইতে অন্তর করিবে। যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার সহিত ঐ সময়ের রবির গতিকে ৩ দিয়া গুণ করিয়া যোগ করিবে। এই যুক্তাঙ্ক হইতে ৪০ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা তৎকালের চন্দ্র গতি হইতে হীন করিলে যাহা শেষ থাকিবে, তাহাকে ৬ দিয়া গুণ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহার নাম গ্রাস। গ্রাসকে দুইস্থানে রাখিয়া গ ও ঘ চিহ্নিত করিবে। গ চিহ্নিত অঙ্কটীকে ১২ দিয়া গুণ এবং ঘ চিহ্নিতের সহিত ১৯৩ যোগ করিবে। যোগফল দ্বারা গুণফলকে ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহা সেই দিনের চন্দ্রগ্রহণের স্থিতিদণ্ডাদি জানিবে (২৪)।

পূর্ণিমার অন্তিম সময়ের রাশ্যাদি চন্দ্রস্ফুট হইতে রাশ্যাদি স্ফুটপাতকে হীন করিলে যে রাশ্যাদি হইবে, ঐ রাশির সহিত ৩ যোগ করিবে। যদি যুক্তাঙ্ক ৬এর অধিক হয়, তবে ৬ ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক গ্রহণ করিবে এবং দেখিবে যে ঐ অঙ্ক ৩এর অধিক কিনা, যদি ৩এর অধিক হয়, তবে তাহা হইতে ঐ ৩ পরিত্যাগে অবশিষ্ট লইয়া কলা করিবে। আর যদি ঐ অঙ্ক ৩এর ন্যূন হয়, তবে ঐ ন্যূনাঙ্ক ৩ হইতে বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকেই কলা করিবে। পরে ঐ কলাদিকে ৭ দিয়া গুণ করিলে যে অঙ্ক হয়, তাহাকে ৯০ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহার নাম শর।

চন্দ্রের সাধিত গতিকে ১৭ দিয়া গুণ করিয়া ৪২০ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহার নাম চন্দ্রমান। চন্দ্রমানকে ১০ দিয়া গুণ করিয়া ৩ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাকে এক স্থানে রাখিবে। রবির গতিকে ৬০ দিয়া গুণ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহা হইতে ৮৭৩ বাদ দিবে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে ১১১ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা ফল হয়, তাহা পূর্ব্বস্থাপিত অঙ্ক হইতে হীন করিবে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার নাম রাহুমান।

শরাঙ্ক হইতে শরের অঙ্ক অধিক হইলে গ্রহণ হয় না। গ্রাসাঙ্কের যে সংখ্যা হইবে, সেই অনুসারে স্থিত্যর্দ্ধখণ্ডা ও শুদ্ধিপল গ্রহণ করিয়া এক স্থানে রাখিবে। পরে তৎকালের চন্দ্রের গতিকে ৮৬০ হইতে হীন করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে শুদ্ধিপল দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলকে ১৪০ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হয়, তাহা স্থিত্যর্দ্ধখণ্ডার অঙ্কে যোগ করিলে শুদ্ধ স্থিত্যর্দ্ধদণ্ডাদি হইবে।

পূর্ণিমার স্থিতি দণ্ডকে দুইস্থানে রাখিয়া তাহার একটী হইতে শুদ্ধস্থিত্যর্দ্ধদণ্ডাদি হীন করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহা চন্দ্রগ্রহণের স্পর্শ দণ্ডাদি। অপরটীর সহিত শুদ্ধ স্থিত্যর্দ্ধদণ্ডাদি যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহা চন্দ্রগ্রহণের মোক্ষ দণ্ডাদি।

চন্দ্রস্ফুট ৫৫° পাতস্ফুটে বিয়োগ করিলে যদি হীনাঙ্ক ৬ রাশির ন্যূন হয়, তবে ঈশানকোণে স্পর্শ ও বায়ুকোণে মোক্ষ হয়। হীনাঙ্ক ৬ রাশির অধিক হইলে অগ্নিকোণে স্পর্শ ও নৈর্ঋত কোণে মোক্ষ হইয়া থাকে।

স্থিত্যর্দ্ধখণ্ডা।

গ্রাস	স্থিত্যর্দ্ধ	শুদ্ধিপল
০ । ১০	০ । ২১	১
০ । ২০	০ । ২৯	২
০ । ৩০	০ । ৩৬	৩
০ । ৪০	০ । ৪১	৩
০ । ৫০	০ । ৪৬	৪
১ । ০	০ । ৫০	৪
১ । ৩০	১ । ২	৫
২ । ০	১ । ১১	৬
২ । ৩০	১ । ২০	৬
৩ । ০	১ । ২৭	৬
৪ । ০	১ । ৪০	৭
৫ । ০	১ । ৫১	৮
৬ । ০	২ । ১	৯
৭ । ০	২ । ১১	১০
৮ । ০	২ । ১৯	১০
৯ । ০	২ । ২৭	১০
১২ । ০	২ । ৪৭	১২
১৫ । ০	৩ । ৪	১৩
১৬ । ০	৩ । ৯	১৩
২০ । ০	৩ । ২৮	১২
২৪ । ০	৩ । ৪৪	১১
২৮ । ০	৩ । ৫৭	১০
৩২ । ০	৪ । ৮	৯
৩৬ । ০	৪ । ১৮	৭
৪০ । ০	৪ । ২৬	৫
৪৪ । ০	৪ । ৩২	৬
৪৮ । ০	৪ । ৩৭	৬

(২৪) 'পাতাংশান্তরলিপ্তিকা গ্রহণেকৈঃ সেষুবাণাশেন্দুহৃৎ
শশিহারাকশতি গবেষবিযুতা ভ্রাদিবোধ্বু ক্রিতঃ।
অর্কয়েষু গতিত্রিভুজবধিতস্ত্যাজ্য যতো ভবেৎ
খণ্ডরব্যজগো ভাজবিযুক্ত যতেন সদা স্থিতিঃ।' (জ্যোতি°)

641-V

৫২।০	৪।৪১	৫
৫৩।০	৪।৪৩	৮
৬০।০	৪।৪৫	৮
৬৪।০	৪।৪৭	৯

সূর্য্যগ্রহণ।—যে দিবসে সূর্য্যগ্রহণ গণনা করিতে হইবে প্রথমে সেই দিনের অহর্গণ, দিনমান, স্ফুটপাত, অয়নাংশ অমাবস্যার অন্তিমদণ্ডের তাৎকালিক রবি ও চন্দ্রের স্ফুট এবং গতি প্রভৃতি পূর্ব্ব প্রক্রিয়ানুসারে গণনা করিয়া স্থির করিবে।

যে অমাবস্যার দিবসে সূর্য্যগ্রহণের সম্ভাবনা থাকে, সেই দিবসের অমাবস্যার স্থিতি দণ্ডাদি হইতে সেই দিবসীয় দিনমানের অর্দ্ধ অন্তর করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার নাম নত দণ্ড। নত দণ্ড দুই প্রকার—প্রাঙ্নত ও পশ্চান্নত। ঐ দিবসের অমাবস্যার স্থিতি দণ্ড, ঐ দিনার্দ্ধের ন্যূন হইলে তাহার নাম প্রাঙ্নত এবং অধিক হইলে তাহাকে পশ্চান্নত বলে। (২৫)।

যে দিবস গ্রহণ গণনা করিতে হইবে, তদ্দিবসীয় অয়নাংশের সহিত রবিস্ফুট যোগ করিলে যে রাশ্যাদি হইবে ক চিহ্নিত খণ্ডাচক্রে সেই রাশিতে নতদণ্ড সংখ্যার যে খণ্ডা ও অনুখণ্ডা হয়, তাহা পরস্পর অন্তর করিলে যে ভোগ্যাঙ্ক হয়, তদ্দ্বারা ঐ নত দণ্ডের শেষাঙ্ক পলকে পূরণ করিয়া ৬০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হয়, তাহা ঐ খণ্ডার সহিত যোগ করিবে। যাহা ফল হইবে, তাহার নাম লম্বন।

অয়নাংশযুক্ত তাৎকালিক রবিস্ফুটের রাশি সংখ্যা অনুসারে লঙ্কোদয়খণ্ডা লইয়া ঐ খণ্ডার ভোগ্য দ্বারা রবিস্ফুটের অংশাদিকে পূরণ করিয়া একজাতীয় করিলে যাহা হইবে, তাহাকে ত্রিশ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহা ঐ লঙ্কোদয়খণ্ডার যোগ করিবে। পরে তাহাকে পূর্ব্বসাধিত লম্বনের সহিত নতদণ্ড যোগ করিয়া যাহা হইবে তাহা ঐ যুক্তাঙ্ক হইতে হীন করিবে। কিন্তু অমাবস্যার স্থিতি দণ্ড সেই দিবসের দুই প্রহরের পর পর্য্যন্ত স্থিত হইলে যুক্তাঙ্কের সহিত ঐ অঙ্কটী যোগ করিতে হইবে। এইরূপে যোগ কিম্বা হীন করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহা হইতে সেই রাশির সংখ্যার লঙ্কোদয়খণ্ডার অঙ্ক বাদ দেওয়া সম্ভব হইলে সেই খণ্ডাটী ঐ যুক্ত কিম্বা হীনাঙ্ক হইতে বাদ দিয়া যাহা শেষ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে পাঁচ দিয়া গুণ করিয়া যে অঙ্ক হইবে, তাহা একস্থানে রাখিবে। পরে যে রাশির খণ্ডাটী বিয়োগ করা হইয়াছে, সেই রাশির ভোগ্যখণ্ডা দ্বারা ঐ পঞ্চগুণিত অঙ্ককে ভাগ দিয়া যাহা লব্ধ হবে, তাহা একস্থানে স্থাপিত করিবে। পরে যত সংখ্যক রাশির খণ্ডাটী হীন করা হইয়াছে, সেই সংখ্যক অঙ্ককে ৫ দিয়া পূরণ করিয়া পূর্ব্ব অঙ্কে যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহার নাম মধ্যোদয় বা দশমোদয়।

মধ্যোদয় যে অঙ্ক হইবে, তাহাতে ১৫ যোগ করিবে, যুক্তাঙ্ক ৩০এর অধিক হইলে ৬০ হইতে হীন করিবে। আর যদি ঐ যুক্তাঙ্ক ৬০এর অধিক হয়, তবে তাহা হইতে ৬০ ত্যাগ করিয়া যে অঙ্ক থাকিবে তাহা গ্রহণ করিবে। যুক্তাঙ্ক যদি ত্রিশের অধিক না হয়, তবে তাহার প্রথম অঙ্ক সংখ্যার ক্রান্তিখণ্ডা ও অনুখণ্ডা গ্রহণ করিয়া উভয়কে অন্তর করিলে যাহা হইবে, তাহার নাম ভোগ্য। ভোগ্য দ্বারা মধ্যোদয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার অঙ্কপূরণ করিয়া একজাতীয় করিলে যাহা হইবে, তাহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ দিয়া খণ্ডার যোগ করিলে যাহা হইবে তাহার নাম ক্রান্তি। ঐ ক্রান্তিকে অক্ষাঙ্ক ৭৮৮।৩২ অন্তর করিয়া যাহা হইবে তাহাকে ১০০ দিয়া একবার মাত্র ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তৎসংখ্যার হারখণ্ডা ও অনুখণ্ডা লইয়া পরস্পর অন্তর করিলে যাহা ভোগ্য হইবে, তদ্দ্বারা যাহার হারখণ্ডা ও অনুখণ্ডা লওয়া হইয়াছে, তাহাকে গুণ করিয়া ১০০ দ্বারা যথা মতে ভাগ দিয়া যাহা হইবে, তাহার নাম হার।

অয়নাংশযুক্ত রবিস্ফুটের রাশ্যাদিকে অংশাদি করিয়া যাহা হইবে, তাহাকে ৬ দিয়া ভাগ দিলে যে লব্ধ হয়, তাহা পূর্ব্ব সাধিত মধ্যোদয়ের সহিত অন্তর করিলে যাহা হইবে তাহার নাম স্ফুটনত।

স্ফুটনত যাহা হইবে, তাহা যদি ৩০এর অধিক হয়, তবে ৬০ হইতে বাদ দিবে এবং যদি ১৫র অধিক হয়, তবে ৩০ হইতে বাদ দিয়া যাহা হইবে, তাহার প্রথমাঙ্ক সংখ্যার জ্যাখণ্ডা ও অনুখণ্ডা পরস্পর অন্তর করিলে যাহা হইবে, তাহা দ্বারা স্ফুটনতের শেষাঙ্ককে গুণ করিয়া ৬০ দ্বারা ভাগ দিয়া লব্ধাঙ্ক জ্যাখণ্ডার সহিত যোগ দিলে যাহা হইবে তাহার নাম জ্যা। ঐ জ্যার অঙ্ককে হার অঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহার নাম স্থিরলম্বন।

লম্বন ও স্থিরলম্বন এই উভয়কে অন্তর করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহা একস্থানে রাখিবে। পশ্চান্নতকালে যদি পূর্ব্বলম্বন হইতে স্থিরলম্বন ন্যূন হয়, তাহা হইলে মধ্যোদয়ের স্থাপিত অঙ্কে হীন, আর অধিক হইলে যোগ করিবে। প্রাঙ্নতকালে যদি পূর্ব্বলম্বন হইতে স্থিরলম্বন ন্যূন হয়, তাহা হইলে মধ্যোদয়ে যোগ এবং অধিক হইলে হীন করিবে। এই প্রক্রিয়ায় যাহা হইবে, তাহার নাম স্ফুট দশমোদয়।

তাৎকালিক দশমোদয়ের সহিত ১৫ যোগ করিলে,

(২৫) "দিনার্দ্ধতাত্তরপূর্ব্বতঃ পূর্ব্বাপরাখ্যঃ কথিতোনতোহত্র।"

যদি ৩০ এর অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাকে ৬০ হইতে হীন করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার প্রথম অঙ্ক সংখ্যার ক্রান্তিখণ্ডা এবং তাহার অগ্রখণ্ডা লইয়া পরস্পর অন্তর করিলে যে ভোগ্য হইবে, তদ্দ্বারা তাহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্ককে পূরণ করিয়া একজাতীয় করিবে। পরে ঐ অঙ্ককে ৬০ দিয়া ভাগ দিলে যাহা হইবে, তাহাকে খণ্ডার সহিত যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহা হইতে ১৫০০ যোগ করিয়া তাহা হইতে ৭৮৮।৩২ অঙ্কাঙ্ককে বিয়োগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে ১০০ দিয়া একবার মাত্র ভাগ করিবে, ভাগফল সংখ্যার নতখণ্ডা ও অগ্রখণ্ডা লইয়া পরস্পর অন্তর করিলে যাহা হইবে, তাহার নাম ভোগ্য। ঐ ভোগ্য দ্বারা শতচক্র শেষাঙ্ককে গুণ করিয়া যাহা হইবে, তাহাকে ১০০ ভাগ দিবে। পরে ঐ ভাগফল নতখণ্ডার সহিত যোগ করিয়া যাহা হইবে তাহার নাম নত।

স্থিরলম্বনকে প্রাঙ্নত সময়ে অমাবস্যার স্থিতিদণ্ডে হীন ও পশ্চান্নত সময়ে যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহার নাম স্ফুট দর্শদণ্ড (২৬)।

তৎকালীন চান্দ্রিক স্থিরলম্বন দ্বারা গুণ করিলে যাহা হইবে, তাহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল কলাদি হইবে। ঐ কলাদিকে তাৎকালিক রবিস্ফুটে হীন ও পশ্চান্নতকালে যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহার নাম স্রৌ অর্থাৎ স্ফুটদর্শদণ্ডের চন্দ্রস্ফুট।

স্ফুটদর্শদণ্ড সময়ের চন্দ্রস্ফুট হইতে ৩ রাশি বাদ দিলে যদি ৩ রাশির ন্যূন হয়, তাহা হইলে ঐ চন্দ্রস্ফুটের রাশিতে ১২ যোগ করিয়া ৩ রাশিহীন করিলে যাহা হইবে, তাহা হইতে ঐ দিবাসের স্ফুটপাতকে বিয়োগ করিবে। যদি ঐ অঙ্ক ৬ রাশির অধিক হয়, তবে তাহাকে ১২ রাশি হইতে হীন করিয়া যে রাশ্যাদি হইবে, তাহাকে কলা করিয়া ৮ দ্বারা গুণ করিবে। গুণিতাঙ্ক হইতে ১৫৩৯০ বাদ দিলে যাহা শেষ থাকিবে, তাহাকে ১০৩ দিয়া ভাগ দিবে, ঐ ভাগফলের নাম শর।

শরকে পূর্বসাধিত গতির সহিত অন্তর করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহার নাম স্ফুটশর।

তাৎকালিক রবি স্ফুটগতিকে ৫৭ দ্বারা গুণ করিয়া যে অঙ্ক হইবে, তাহাকে ১০৭ দিয়া ভাগ দিলে তাহার নাম রবিমান।

চন্দ্রমান ও রবিমান যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহার অর্দ্ধ হইতে স্ফুটশর হীন করিলে যাহা হইবে, তাহার নাম গ্রাস। ভাগফল হইতে স্ফুটশর অধিক হইলে গ্রহণ হয় না। গ্রাসাঙ্ক সংখ্যার সূর্য্যগ্রহণের স্থিত্যর্দ্ধখণ্ডার যাহা হইবে তাহা একস্থানে রাখিবে। পরে রবিমানকে ৬০ দ্বারা গুণ করিবে। গুণফল ১৮৬৯ হইতে হীন করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা গ্রাসাঙ্ক সংখ্যার রবির শুদ্ধিপল দ্বারা পূরণ করিয়া ১৫১ দ্বারা ভাগ করিয়া স্থাপন করিবে। পরে চন্দ্রমানকে ৬০ দ্বারা পূরণ করিয়া ২০৮৯ হইতে হীন করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা ঐ গ্রাসাঙ্ক সংখ্যার চন্দ্রের শুদ্ধিপল দ্বারা পূরণ করিয়া ৩৩৮ দ্বারা ভাগ দিবে। পরে ঐ ভাগফল পূর্বস্থাপিত রবির ভাগফলে যোগ করিয়া ঐ পূর্বস্থাপিত স্থিত্যর্দ্ধখণ্ডার সহিত যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহার নাম স্থিত্যর্দ্ধ।

পূর্বসাধিত স্ফুটদর্শদণ্ড পলকে দুইস্থানে রাখিবে। পরে উহার একটীর সহিত স্থিত্যর্দ্ধপলকে হীন করিলে সূর্য্য-গ্রহণের স্পর্শ দণ্ড হইবে। অপরটীর সহিত যোগ করিলে ঐ সূর্য্যগ্রহণের মোক্ষদণ্ড হইবে (২৭)।

(২৬) "চলাংশসংস্কারবতোঽহর্গণস্য ভাগাদিতাবৎ ইহানুপাতাৎ।"
"খণ্ডানি নতোন্নসংজ্ঞকানি বিশোধ্য শেষং বিহতং শরেণ।
ভোগ্যোদ্ধৃতং শোধিতসংখ্যানিঘ্নং খণ্ডেন যুক্তং নতযোগরঃ স্যাৎ।
মধ্যোদয়াদ্বাণশরাঙ্কযুক্তাৎ ত্রিংশাধিকশ্চেৎ খরসাদ্ বিশুদ্ধাৎ।
ক্রান্তিঃ সদা প্রাক্তরিতা শতঘ্নঃ ক্রমেণ হারা স্থিরলম্বনার্থম্।
তথাবিধার্কাংশ বড়ংশ মধ্যোদয়াক্তরোখঃ সনতঃ স্ফুটঃ স্যাৎ।
ত্রিংশাধিকশ্চেৎ খরসাদ্বিশোধ্যঃ পুনঃ শরপ্রাধিকতঃ খরামাৎ।
নতঃ স্ফুটজ্যা বিহৃতাখহাইৈর্ভাজিকং তৎ স্থিরলম্বনং স্যাৎ।
উদাধিকং বৎ স্থিরলম্বনং স্যাৎ মধ্যাৎ খলঘ্ন তদূনযুক্তং
পশ্চান্নতে পূর্বনতে তু যাবৎ তৎকালমধ্যোদয়মেতদুক্তম্।
এবং খলগ্নাৎ শরচন্দ্রযুক্তাৎ ত্রিংশাধিকশ্চেৎ খরসাৎ বিশুদ্ধাৎ।
ক্রান্তিঃ খখেবিন্দু যুতাঙ্কহীনা শতেন ভক্ত্যা নতরঃ ক্রমেণ।
দর্শান্ততো লম্বহীনযুক্তাৎ দর্শান্তনাড়ীস্থিরলাৎ স্ফুটাঃ।" (জ্যোতি)

(২৭) "চন্দ্রস্য ভুক্তিঃ স্থিরলম্বনঘ্না ষষ্ট্যাবিভক্তা তু কলাদিকং স্যাৎ।
দর্শান্তকালীনরবৌ দিনার্দ্ধাৎ ঋণং ধনং স্রৌক্ স্ফুটদর্শকালে।
ত্রিভোনতৎকালাখযোবিপাতাৎ ষড়ভাধিকাচ্চেদ্ভগণাদ্বিশুদ্ধাৎ।
কলিকৃতাদ্রাগহতাৎ খনন্দরামৈর্ বৃনাদ্গুণৈর্যুক্তঃ।
শরঃ স নতান্তরিতঃ স্ফুটঃ স্যাৎ গ্রাসস্তু মানৈক্যদলাদ্বিশুদ্ধঃ।
চন্দ্রগতির্বাণনিঘ্নানগকৃতলব্ধা সুধাদিদেবৈর্বিম্।
গ্রাহ্যগ্রাহকযোগার্দ্ধং বিক্ষেপবর্জিতং গ্রাস।"
গ্রাসানুপাতাৎ স্থিতিনাড়িকার্দ্ধং অথাত্রষড্ঘ্নং রবিচন্দ্রমানং।
খবর্ত নাগেন্দ্র ভিন্নমানাগপূর্বাকিভির্বহৃবিবৎ রবীন্দ্বোঃ।
পলাখ্যভোগেন হতং বিভক্তং কৃষাণচন্দ্রৈর্গুণবেদভাভিঃ
লব্ধে পলে স্তঃ সহিতঞ্চ তত্র স্যাদেব যথাস্থিতি নাড়িকার্দ্ধম্।
স্থিত্যর্দ্ধ দণ্ডোনিত মধ্যদর্শদণ্ডোদয়স্য খত্রার্দ্ধত উদযুক্তঃ।
তৎকালমেব স্থিরলম্বনেন স্পর্শস্য কালস্য বিমিশ্রণং স্যাৎ
স্থিত্যর্দ্ধদণ্ডেন যুতাচ্চ তদ্বন্মোক্ষস্য কালোঽপি তথাবগম্যঃ।
প্রকীর্ত্তিতার স্ফুটদর্শনাড়ী স এব মধ্য গ্রহণস্য কালঃ।" (জ্যোতি)

(ক) প্রাক্ ও পশ্চাদ্ভবগু সংখ্যায় লম্বন আনিবার খণ্ডা।

০ রাশি প্রাঙ্নত	১ রাশি প্রাঙ্নত	২ রাশি প্রাঙ্নত	৩ রাশি প্রাঙ্নত
০।৪০	০।৪৫	০।৪৩	০।৩৮
১।১৩	১।২৪	১।২২	১।১৪
১।৩৯	১।৫৬	১।৫৭	১।৪৭
১।৫৬	২।১৮	২।২৬	২।১৯
২।১০	২।৩৪	২।৪৯	২।৪৬
২।২০	২।৪৬	৩। ৫	৩। ৭
২।২৮	২।৫৩	৩।১৫	৩।২৪
২।৩৪	২।৫৬	৩।২০	৩।৩৫
২।৩৮	২।৫৭	৩।২২	৩।৪১
২।৪০	২।৫৬	৩।২০	৩।৪২
২।৪১	২।৫৪	৩।১৭	৩।৪১
২।৪২	২।৫০	৩।১৫	৩।৩৬
২।৪২	২।৪৬	৩। ৪	৩।৩০
২।৪১	২।৪১	২।৫৫	৩।২১
২।৩৯	২।৩৫	২।৪৬	৩।১১
২।৩৭	২।২৯	২।৩৭	৩। ০
২।৩৩	২।২৩	২।২৭	২।৪৮
২।২৭	২।১৭	২।১৬	২।৩৫
১৮	১৮	১৮	১৮

৪রা-প্রা	৫রা-প্রা	৬রা-প্রা	৭রা প্রা
০।৩৮	০।৪২	০।৪৮	০।৩৮
১।১৪	১।২৩	১।২৮	১।১৮
১।৪৭	২। ০	২। ৮	১।৫৭
২।১৭	২।২৮	২।৩৯	২।৩৩
২।৪৫	২।৫৩	৩। ৫	৩। ২
৩। ৫	৩।১৩	৩।২৫	৩।২৫
৩।২৬	৩।২৯	৩।৩৯	৩।৩৯
৩।৩৬	৩।৪১	৩।৪৮	৩।৫১
৩।৪৭	৩।৫০	৩।৫৫	৩।৫৬
৩।৫৩	৩।৫৬	৩।৫৯	৩।৫৯
৩।৫৫	৩।৫৯	৪। -	৩।৫৯
৩।৫৪	৩।৫৯	৩।৫৯	৩।৫৬
৩।৫০	৩।৫৭	৩।৫৬	৩।৫২
৩।৪৪	৩।৫১	৩।৫১	৩।৪৬
৩।৩৬	৩।৪৬	৩।৪৪	৩।৩৮
৩।২৫	৩।৩৭	৩।৩৪	৩।২৯
৩।১৪	৩।২৭	৩।২৭	৩।২৯
৩। ২	৩।১৫	৩।১৭	৩।২৮
১৮	১৮	১৮	১৮

৮রা-প্রা	৯রা-প্রা	১০রা-প্রা	১১রা-প্রা
০।২৮	০।২২	০।২৩	০।৩০
০।৫৭	০।৪৩	০।৪৩	০।৫৫
১।২৭	১।৫	১।২	১।১৬
২। ০	১।২৭	১।১১	১।৩৪
২।৩৩	১।৫২	১।৩৯	১।৪৮
৩।১৪	২।১৭	১।৫৫	২। ০
৩।২২	২।৩৯	২।১০	২।১১
৩।৩৮	২।৫৯	২।২৫	২।২১
৩।৪৮	৩।১৩	২।৪০	২।২৯
৩।৫৪	৩।৩১	২।৫৪	২।৩৭
৩।৫৫	৩। ৮	৩।৫	২।৪৪
৩।৫৩	৩।৪২	৩।১৩	২।৪৯
৩।৪৯	৩।৪৩	৩।১৯	২।৫৩
৩।৪৩	৩।৩৯	৩।২২	২।৫১
৩।৩৪	৩।৩৪	৩।২২	২।৫৭
৩।২৫	৩।২৬	৩।১৮	২।৫৬
৩।১৫	৩।১৬	৩।১২	২।৫৪
১৭	১৭	১৭	১৭

০রাশি পশ্চা	১রাশি পশ্চা	২রাশি পশ্চা	৩রাশি পশ্চা
০।৪৪	০।৪২	০।৩৮	০।৩৮
১।২৮	১।১৩	১।১৪	১।১৪
২।১৮	২।২০	১।৪৭	১।৪৭
২।৩৯	২।২৮	২।১৭	২।১৯
৩। ৫	২।৫১	২।৪৩	২।৪৬
৩।২৫	৩।১৩	৩। ৫	৩। ৭
৩।৩৯	৩।২৯	৩।২০	৩।২৪
৩।৪৮	৩।৪১	৩।৩৬	৩।৩৫
৩।৫৫	৩।৫০	৩।৪৭	৩।৪১
৩।৫৯	৩।৫৬	৩।৫৩	৩।৪২
৪। ০	৩।৫৯	৩।৫৫	৩।৪১
৩।৫৯	৩।৫৯	৩।৫৪	৩।৩৬
৩।৫৬	৩।৫৭	৩।৫০	৩।৩০
৩।৫১	৩।৫৩	৩।৪৪	৩।২১
৩।৪৪	৩।৪৬	৩।৩৬	৩।১১
৩।৩৬	৩।৩৭	৩।২৫	৩। ০
৩।২৭	৩।২৭	৩।১৫	২।৪৮
১৭	১৭	১৭	১৭

৪রা-প	৫রা-প	৬রা-প	৭রা-প
০।৪৩	০।৪৫	০।৪০	০।৩০
১।২২	১।২৪	১।১৩	০।৫৫
১।৫৭	১।৫৯	১।৩৯	১।১৬
২।২৬	২।১৮	১।৫৬	১।৩৪
২।৪৯	২।৩৪	২।১০	১।৪৮
৩। ৫	২।৪৬	২।২০	২। ০
৩।১৫	২।৫১	২।২৮	২।১১
৩।২০	২।৫৬	২।৩৪	২।২১
৩।২২	২।৫৭	২।৩৮	২।২৯
৩।২০	২।৫৫	২।৪০	২।৩৭
৩।১৭	২।৫৪	২।৪১	২।৪৪
৩।১০	২।৫০	২।৪২	২।৪৯
৩। ৪	২।৪৬	২।৪২	২।৫৩
২।৫৫	২।৪০	২।৪১	২।৫৬
২।৪৬	২।৩৫	২।৩৯	২।৫৭
২।৩৭	২।২৯	৩।৩৭	২।৫৬
২।২৭	২।২৩	২।৩১	২।৫৪
১৭	১৭	১৭	১৭

৮রা-প	৯রা-প	১০রা-প	১১রা-প
০।২৩	০।২২	০।২৮	০।৩৮
০।৪১	০।৪৩	০।৫৭	০।১৮
১। ৮	১। ৫	১।২৭	১।৫৭
১।২১	১।২৭	২। ০	২।৩৩
১।৩৯	১।৫২	২।৩১	৩। ২
১।৫৬	২।১৭	৩। ০	৩।২৫
২।১০	২।৩৯	৩।২২	৩।৪০
২।২৫	২।৫৯	৩।৩৩	৩।৫১
২।৪০	৩।১৭	৩।৪৮	৩।৫৬
২।৪৫	৩।৩০	৩।৫১	৩।৫৯
৩। ৫	৩।৩৮	৩।৫৫	৩।৫৯
৩।১১	৩।৪১	৩।৫৩	৩।৫৬
৩।১৯	৩।৪০	৩।৪৯	৩।৫২
৩।২২	৩।৩৯	৩।৪৩	৩।৪৬
৩।২২	৩।৩৪	৩।৩৪	৩।৩৮
৩।১৮	৩।২৬	৩।২৫	৩।২৯
৩।১২	৩।১৬	৩।১৫	৩।১৯
১৭	১৭	১৭	১৭

উক্ত খণ্ডার নাম লম্বনখণ্ডা। প্রক্রিয়াকালে যেখানে লম্বন বা ক চিহ্নিত খণ্ডা বলা হইয়াছে, তথায় উক্ত খণ্ডার অঙ্ক লইয়া কার্য্য করিতে হয়।

লঙ্কোদয় খণ্ডা ও ভোগ্য	
খণ্ডা	ভোগ্য
৪ । ৩৮	৪ । ৫১
৯ । ৩৭	৫ । ২৩
১৫ । ০	৫ । ২৩
২০ । ২৩	৪ । ৫৯
২৫ । ২২	৪ । ৩৮
৩০ । ০	৪ । ৩৬
৩৪ । ৩৮	৪ । ৫৯
৩৯ । ৩৭	৫ । ২৩
৪৫ । ০	৫ । ২৩
৫০ । ২৩	৫ । ৫৯
৫৫ । ২২	৪ । ৩৮
৬০ । ০	৪ । ৩৮
১২	১২

ইহার নাম লঙ্কোদয়-খণ্ডা, প্রক্রিয়াস্থলে লঙ্কোদয়খণ্ডা ও ভোগ্য বলিয়া যেখানে উল্লেখ আছে তথায় এই নির্দ্দিষ্ট অঙ্ক লইয়া প্রক্রিয়া করিবে।

১ ক্রান্তিখণ্ডা
৩
৯
২১
৩৭
৫৬
৮০
১০৭
১৩৭
১৭০
২০৫
২৪২
২৮০
৩১৯
৩৫৯
৪০০
৪৪১
৪৮১
৫২০
৫৫৮
৫৯৫
৬৩০
৬৬৩
৬৯৩
২০৩

২ ক্রান্তিখণ্ডা
৭২০
৭৪৪
৭৬৩
৭৭৯
৭৯১
৭৯৭
৮০০
৩০

এই ত্রিশটী অঙ্ককে ক্রান্তিখণ্ডা বলে। প্রক্রিয়ায় ক্রান্তিখণ্ডা বলিয়া যেখানে উল্লেখ আছে, তথায় এই খণ্ডার অঙ্ক লইয়া কার্য্য করিতে হয়।

পৃষ্ঠাদি হার
৬০ । ০
৬০ । ২১
৬১ । ২২
৬৩ । ৬
৬৫ । ৪২
৬৯ । ১৬
৭৪ । ১১
৮০ । ৪৬
৮৯ । ৪২
১০২ । ৮
১২০ । ০
১৪৭ । ২০

জ্যাখণ্ডা
২৫
৫০
৭৪
৯৮
১২০
১৪১
১৬১
১৭৮
১৯৪
২০৮
২১৯
২২৮
২৩৫
২৩৯
২৪০

এই কয়টী অঙ্ককে জ্যাখণ্ডা বলে।

১ নতিখণ্ডা	২ নতিখণ্ডা
২২১ । ১৪	২৫০ । ১১
২২১ । ৩১	২৫৪ । ৫৬
২২২ । ১৯	২৫৯ । ৫২
২২৩ । ৩৮	২৬৪ । ৫৪
২২৫ । ২৮	২৭০ । ০
২২৭ । ৪৬	২৭৫ । ৬
২৩০ । ৩৪	২৮০ । ৮
২৩৩ । ৪৬	২৮৫ । ৪
২৩৭ । ২৩	২৮৯ । ৪৯
২৪১ । ২১	
২৪৫ । ২৭	

ইহার নাম নতিখণ্ডা

সূর্য্যসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তশিরোমণি, গ্রহলাঘব প্রভৃতি মূল গ্রন্থে গ্রহণ-গণনার প্রণালী ও তাহার উপপত্তি লিখিত আছে, কিন্তু তাহা সহজ বোধগম্য হয় না। এই কারণে বর্ত্তমান সময়ে এ দেশে যে সহজ নিয়মে গ্রহণ গণনা করা হয়, তাহাই এইস্থানে লিখিত হইল। অপর বিবরণ বা মূল গ্রন্থের মতামত জানিতে হইলে সূর্য্যসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তশিরোমণি, বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত প্রভৃতি জ্যোতিষগ্রন্থ দ্রষ্টব্য। ইহা ছাড়া তাপ্তী মতেও গ্রহণ গণনা হইয়া থাকে।

খগোলের জ্যোতির্ম্মণ্ডলের সহিত প্রাণিবর্গের অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ. জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি ও অবস্থা পরিবর্ত্তনে মানব প্রভৃতি প্রাণিগণের অবস্থা পরিবর্ত্তন বা শুভাশুভ ঘটিয়া থাকে। প্রাচীন আর্য্যজ্যোতির্ব্বেত্তারা সেই সকল শুভাশুভ ফল নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। সময় বিশেষে গ্রহণ হইলেও মানবের মঙ্গল ও অমঙ্গল হয়। বৃহৎ-সংহিতায় লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা, চন্দ্র, ইন্দ্র, কুবের, বরুণ, অগ্নি ও যম এই সাতটী দেবতা যথাক্রমে ৬ মাস পরে পরে গ্রহণের অধিপতি হইয়া থাকেন। অধিপতি অনুসারে গ্রহণের ভিন্ন ভিন্ন ফল হয়। ব্রহ্মা গ্রহণের অধিপতি হইলে ব্রাহ্মণ ও পশুর বৃদ্ধি, মঙ্গল, আরোগ্য এবং শস্যবৃদ্ধি হয়। এই রূপ চন্দ্র অধিপতি হইলে পূর্ব্বকথিত সমস্ত ফল ও পণ্ডিতগণের পীড়া এবং অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। ইন্দ্র অধিপতি হইলে রাজবিরোধ, শারদীয় শস্যের বিনাশ এবং অমঙ্গল, কুবের অধিপতি হইলে ধনিগণের অর্থনাশ ও দুর্ভিক্ষ; বরুণ অধিপতি হইলে রাজার অমঙ্গল এবং অপর লোকের মঙ্গল ও শস্যবৃদ্ধি; অগ্নি অধিপতি হইলে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ও শস্যহানি হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া অন্য সময়ে গ্রহণ হইলে ক্ষুধা, মহামারী ও অনাবৃষ্টি হয়।

গ্রাসের অবস্থাভেদে চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ দশ প্রকার হইয়া থাকে। যথা—১ সব্য, ২ অপসব্য, ৩ লেহ, ৪ গ্রসন, ৫ নিরোধ, ৬ অবমর্দ্দ, ৭ আরোহ, ৮ আঘ্রাত, ৯ মধ্যতম ও ১০ তমোন্ত্য।

রাহু সব্যগত হইয়া অর্থাৎ বামভাগে থাকিয়া চন্দ্র বা সূর্য্যকে গ্রাস করিলে তাহার নাম সব্য গ্রহণ। ইহাতে জগৎ জলপ্লুত, আহ্লাদিত ও ভয়শূন্য হয়।

রাহু অপসব্য অর্থাৎ দক্ষিণে থাকিয়া গ্রাস করিলে তাহাদিগের নাম অপসব্য গ্রহণ। ফল, রাজা ও তস্করের পীড়া এবং প্রজানাশ।

রাহু জিহ্বার ন্যায় চন্দ্রমণ্ডলকে লেহন করিলে সেই গ্রহণকে লেহ বলে। ফল পৃথিবীর প্রাণীমণ্ডলের আহ্লাদ ও ধরাতলে প্রভূত বারিবর্ষণ।

চন্দ্র বা সূর্য্যমণ্ডলের একপাদ, অর্দ্ধ বা ত্রিপাদগ্রস্ত হইলে তাহার নাম গ্রসন। ইহাতে গর্ব্বিত রাজগণের ধননাশ ও গর্ব্বিত দেশগুলির পীড়া হয়।

চন্দ্র বা সূর্য্যমণ্ডলের শেষ সীমা পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া রাহু মধ্যস্থলে পিণ্ডীকৃতের ন্যায় অবস্থান করিলে তাহাকে নিরোধ বলে। ইহাতে সমস্ত প্রাণীই আহ্লাদিত হয়।

রাহু, চন্দ্র বা সূর্য্যকে সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়া অধিক কাল অবস্থিতি করিলে তাহার নাম অবমর্দ্দন। ইহাতে রাজগণের বিনাশ, প্রধান প্রধান দেশের ধ্বংস ও অন্ধকারের ভয় উপস্থিত হয়।

রাহু বর্ত্তুলাকার গ্রহমণ্ডলের আবরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার দৃষ্ট হইলে তাহাকে আরোহ বলে। ইহাতে রাজগণের পরস্পর বিরোধ ও ভয় হইয়া থাকে।

বাষ্পযুক্ত নিশ্বাসবায়ুতে দর্পণের মধ্যভাগ যেরূপ মলিন হয়, রাহুগ্রস্ত গ্রহমণ্ডলের এক দেশ সেইরূপ মলিন হইলে, তাহাকে আঘ্রাত কহে। ফল সুবৃষ্টি ও সকল বিষয়ের বৃদ্ধি।

চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যভাগ রাহুগ্রস্ত আর চারিধার বিতমস্ক অর্থাৎ পরিষ্কার থাকিলে তাহাকে মধ্যতমঃ বলে। ইহাতে মধ্যদেশের বিনাশ ও উদরাময় রোগের বৃদ্ধি হয়।

গ্রহণ সময়ে চন্দ্রমণ্ডলের শেষ সীমা অতিশয় অন্ধকারময় এবং মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত হইলে তাহাকে তমোন্ত্য বলে। ফল মূষিক, শলভ প্রভৃতি ঈতি ও ভয়ানক চোরের উৎপাত।

পূর্ব্বে গ্রাসভেদে যেরূপ দশ প্রকার গ্রহণের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইরূপ মোক্ষও দশ প্রকার হইয়া থাকে। যথা— ১ দক্ষিণহনুভেদ, ২ বামহনুভেদ, ৩ দক্ষিণকুক্ষিভেদ, ৪ বামকুক্ষিভেদ, ৫ দক্ষিণবায়ুভেদ, ৬ বামবায়ুভেদ, ৭ সংচ্ছর্দ্দন, ৮ জরণ, ৯ মধ্যবিদারণ, ও ১০ অন্তবিদারণ।

চন্দ্রগ্রহণে অগ্নিকোণে মোক্ষ হইলে তাহাকে দক্ষিণহনুভেদমোক্ষ বলে। ইহাতে শস্তনাশ, মুখরোগ, রাজপীড়া ও সুবৃষ্টি হয়। পূর্ব্বোত্তর কোণে মোক্ষ হইলে তাহার নাম বামহনুভেদ, ফল রাজা ও রাজপুত্রের ভয়, মুখরোগ ও সুভিক্ষ। দক্ষিণপার্শ্বে মোক্ষ হইলে তাহার নাম দক্ষিণকুক্ষিভেদ; ফল রাজপুত্রের পীড়া ও দক্ষিণ দেশস্থ শত্রুগণের অভিযোগ। রাহু উত্তরপথে অবস্থিতি করিলে তাহাতে বামকুক্ষিভেদ নামক মোক্ষ হয়। ফল স্ত্রীলোকের গর্ভবিপত্তি ও মধ্যমরূপ শস্ত। নৈঋতকোণে মোক্ষ হইলে তাহাকে দক্ষিণবায়ুভেদ ও বায়ুকোণে মোক্ষ হইলে তাহাকে বামপায়ুভেদ মোক্ষ বলে। এই দ্বিবিধ মুক্তিতেই সামান্যরূপ গুহ্যপীড়া ও সুবৃষ্টি হয়, বিশেষ বামপায়ুভেদ মোক্ষে রাজমহিষীর বিপদ্ ঘটে। রাহু চন্দ্র বা সূর্য্যমণ্ডলের পূর্ব্বভাগ গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়া যদি পূর্ব্বদিকেই সরিয়া যায়, তবে তাহাকে সংচ্ছর্দ্দন নামক মোক্ষ বলে। ইহাতে জগতের মঙ্গল ও শস্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বদিকে গ্রহণ আরম্ভ হইয়া পশ্চিমদিকে মোক্ষ হইলে তাহাকে জরণ নামক মোক্ষ বলে। ইহাতে মানবগণ ক্ষুধায় কাতর ও শত্রুভয়ে উদ্বিগ্ন হয়, কোথাও আশ্রয় পায় না। মধ্যস্থল প্রথমে প্রকাশিত হইলে তাহাকে মধ্যবিদারণ নামক মোক্ষ বলে। ইহাতে প্রাণীগণের মানসিক কোপ, সুচারুবৃষ্টি ও সুভিক্ষ হয়। অন্তবিদারণ নামক মুক্তিতে চন্দ্রমণ্ডলের শেষ সীমায় নির্ম্মলতা ও মধ্যভাগে অতিশয় অন্ধকার থাকে। ইহাতে মধ্যভাগের বিনাশ ও শারদীয় শস্যের ক্ষয় হয়। চন্দ্রগ্রহণে যে দশ প্রকার মোক্ষের কথা বলা হইল, সূর্য্যগ্রহণেও সেই দশ প্রকার ঘটিয়া থাকে। কিন্তু চন্দ্রের যে স্থলে পূর্ব্ব দিকের উল্লেখ আছে, সূর্য্যবিষয়ে সেই স্থলে পশ্চিম দিকের কল্পনা করিতে হইবে।

গ্রহণের মুক্তিকালের পর সপ্তাহ মধ্যে পাংশুপাত হইলে দুর্ভিক্ষ, নীহারপাত হইলে রোগভয়, ভূমিকম্প হইলে শ্রেষ্ঠ নরপতির বিনাশ, উল্কাপাত হইলে মন্ত্রিনাশ এবং গ্রহণের পর সাত দিনের মধ্যে নানা বর্ণের মেঘ দেখিতে পাইলে ভয়, মেঘের ভয়ানক গর্জ্জন হইলে গর্ভনাশ, বিদ্যুৎ হইলে রাজা ও দংষ্ট্রী-জীবের পীড়া, পরিবেশ হইলে রোগভয়, দিগ্দাহ হইলে রাজভয় ও অগ্নিভয়, প্রবল রুক্ষ বায়ু বহিলে চৌরভয়, নির্ঘাত, ইন্দ্রধনু বা দণ্ড দর্শন হইলে ক্ষুধার ও শত্রুচক্রে অমঙ্গল এবং গ্রহযুদ্ধ বা কেতু দর্শন হইলে রাজসংগ্রাম হয়। কিন্তু গ্রহণের পর সাত দিনের মধ্যে সুন্দররূপ বৃষ্টিপাত হইলে কোনরূপ অশুভ ঘটে না এবং সুভিক্ষ হয়। চন্দ্রগ্রহণ নিবৃত্ত হইলে যদি পক্ষান্তে সূর্য্যগ্রহণ হয়, তবে প্রজাগণের অনীতি ও দম্পতীর পরস্পর শত্রুতা জন্মে। সূর্য্যগ্রহণের পর পঞ্চদশ দিবসে পুনরায় চন্দ্র গ্রহণ হইলে ব্রাহ্মণেরা অনেক যজ্ঞের ফল ভোগ করিতে পারেন না। কিন্তু প্রজারা সর্ব্বদাই আহ্লাদিত থাকে। (বৃহৎস° ৫ অঃ)

চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণের ন্যায়, বুধ, মঙ্গল প্রভৃতি অপর গ্রহেরও গ্রহণ হইয়া থাকে, কিন্তু সেই সকল গ্রহণ মানবমণ্ডলীর নয়ন গোচর হয় না। এই কারণে প্রাচীন আর্য্যজ্যোতির্ব্বেত্তারা অনেকে তাহার উল্লেখ করেন নাই। বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় ঐ সকল গ্রহণের উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার গণিতপ্রক্রিয়ার কোন উল্লেখই দেখিতে পাওয়া

যায় না, কেবল ফলাফল মাত্রই নিরূপিত হইয়াছে। বরাহমিহিরের মতে মঙ্গলের গ্রহণ হইলে অবন্তীদেশ, কাবেরী ও নর্ম্মদার তটস্থ দেশ এবং গর্ব্বিত নরপতি সকলের বিনাশ হয়। বুধের গ্রহণ হইলে অন্তর্ব্বেদী, সরযূ, নেপাল, পূর্ব্বসাগর ও শোণ প্রভৃতি দেশের স্ত্রী রাজা, যোদ্ধা, পণ্ডিত ও বালকগণের বিনাশ হয়। বৃহস্পতির গ্রহণ হইলে বিদ্বান্ রাজমন্ত্রী, হস্তী ও অশ্বের বিনাশ হয় এবং সিন্ধু নদীর নিকটস্থ বা উত্তরদিগাশ্রিত ব্যক্তিগণের বিনাশ হয়। শুক্রের গ্রহণ হইলে দাসেরক, কৈকেয়, যৌধেয়, আর্য্যাবর্ত্ত ও শিবি প্রভৃতি দেশ, স্ত্রী ও মন্ত্রীগণের পীড়া হয়। শনির গ্রহণ হইলে মরুভব, পুষ্কর, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশীয় লোকগণ, পদাতিক, অর্ব্বুদাদি অন্ত্যজাতি এবং গোমন্ত ও পারিযাত্র পর্ব্বতস্থ ব্যক্তিগণের বিনাশ হয়। (বৃহস° ৫।৬৪-৬৮)

জ্যোতিস্তত্ত্বে লিখিত আছে যে, সূর্য্য কিম্বা মঙ্গলের নবাংশে গ্রহণ হইলে গ্রহণ সময়ে আকাশ পরিষ্কার থাকে, বুধ বা শনির নবাংশে গ্রহণ হইলে আকাশমণ্ডল মলিন ও অম্লবর্ষণ হয়, গুরুর নবাংশে গ্রহণ হইলে গ্রহণ সময়ে আকাশমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন থাকে। বর্ষাকালে শুক্র কিম্বা শনির নবাংশে গ্রহণ হইলে গ্রহণের সময় ভয়ানক জলপাত হয়, অপরকালে চন্দ্র ও সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছাদিত থাকে।

রাজমার্ত্তণ্ডের মতে গ্রহণকালে চন্দ্র জন্মরাশিতে অথবা জন্মরাশি হইতে সপ্তম অষ্টম, দ্বাদশ চতুর্থ, দশম ও নবম রাশিতে থাকিলে গ্রহণ দর্শন করিতে নাই।

বশিষ্ঠের মতে জন্মরাশির জন্মনক্ষত্রে চন্দ্র থাকিলে অথবা জন্মরাশি হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম, চতুর্থ বা দ্বাদশ রাশিতে চন্দ্র থাকিলে গ্রহণ দর্শন করিতে নাই। দর্শন করিলে অর্থনাশ হয়। জন্মনক্ষত্র হইতে গণনায় সপ্তম নক্ষত্রে চন্দ্র থাকিলেও গ্রহণ দেখিবে না, দেখিলে রোগ, বহুক্লেশ ও বিত্তক্ষয় হয়। যে সকল গ্রহণ যাহার পক্ষে দর্শন নিষিদ্ধ, দৈবাৎ তাহার সেই গ্রহণ দর্শন হইলে চন্দ্রগ্রহণে চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণে সূর্য্যের অর্চ্চনা করিয়া গ্রহবিপ্রকে সুবর্ণ দান করিবে। ইহা করিলে অশুভ শান্তি হয়।

আধুনিক স্মৃতিসংগ্রহকার রঘুনন্দনের মতে যাহার পক্ষে যে গ্রহণটী দর্শন করা নিষিদ্ধ নহে, সেই ব্যক্তি সেই গ্রহণেই পুরশ্চরণ করিতে পারে। কিন্তু প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা সকল গ্রহণেই পুরশ্চরণের বিধি করিয়াছেন। [পুরশ্চরণ শব্দে ইহার নিয়ম প্রভৃতি দ্রষ্টব্য] গ্রহণ সময়ে বিশেষ শ্রাদ্ধ করিবার বিধান আছে। [শ্রাদ্ধ দেখ।]

শিবার্চ্চনচন্দ্রিকার মতে—গ্রহণ দিন হইতে সাতদিনের মধ্যে আগমোক্ত দীক্ষা প্রশস্ত, দিনশুদ্ধির আবশ্যক করে না। [দীক্ষা দেখ।] এই সাত দিন যাত্রাদি নাই।

গ্রহণ সময়ে সকল জলই গঙ্গাজলের সমান হয়। স্নান, দান প্রভৃতির ফল অনন্ত। গ্রহণ সময়ে আহার বা মল মূত্র পরিত্যাগ করা নিষিদ্ধ। এ সময়ে উচ্ছিষ্ট বাসন ও পক্বান্ন প্রভৃতি অপবিত্র হয়। এই কারণে এদেশীয় হিন্দুগণ গ্রহণের পরে সেই উচ্ছিষ্ট বাসন ব্যবহার ও গ্রহণের পূর্ব্বে পক্বান্ন ভোজন করেন না। এ দেশে গ্রহণের পর পাকের হাঁড়ি প্রভৃতি ফেলিয়া রান্নাঘর পরিষ্কার করা হয়। স্মৃতির মতে চন্দ্রগ্রহণের ৪ প্রহর ও সূর্য্যগ্রহণের ৩ প্রহর পূর্ব্বে খাইতে নাই।

য়ুরোপীয় মত। গ্রহণ শব্দে এদেশে সচরাচর চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণকে বুঝায়, কিন্তু য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা গ্রহণের সুপর্য্যাপ্ত অর্থে তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইংরাজি ভাষায় গ্রহণকে ইক্লিপ্স (Eclipse) বলা হয়, এই শব্দটি গ্রীকভাষার ত্যাগ অর্থে "লিপো" ধাতুজাত 'ইক্লিপ্সিস' শব্দ হইতে উৎপন্ন, ইহার অর্থ অভাব, কলঙ্ক ইত্যাদি। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, যে কোন জ্যোতিষ্কের আলোক অন্য জ্যোতিষ্কের দ্বারা অবরোধ বা নিষ্প্রভ হউক, এই ঘটনাব্যঞ্জক ব্যাপার জ্যোতিষশাস্ত্রে 'ইক্লিপ্স' শব্দে ব্যবহৃত হয়। সূর্য্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, গ্রহগ্রহণ, উপগ্রহগ্রহণ, নক্ষত্রগ্রহণ এই নানাবিধ গ্রহণ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বনির্ণায়ক এবং গণনানির্দ্দেশক পুস্তক আছে। ঐ বিবিধ গ্রহণের ভবিষ্যৎ ঘটনার কাল ও অন্যান্য বিষয় গণনার্থ এবং জ্যোতির্গণ সম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ ঘটনা নির্ণয়ার্থ সৌরসারিণী, চন্দ্রসারণী, তারকাসারণী প্রভৃতি অনেক সারণি প্রতিবৎসর নাবিকপঞ্জিকায় (Nautical almanac) ইংলণ্ডে গ্রীণ উইচ্ বেধালয়ের (Greenwich observatory) অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়।

কোন কোন গ্রহণ সুযন্ত্রদ্বারা উপযুক্ত প্রদেশে সুদক্ষ যন্ত্রবেধকারী জ্যোতিষী কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে তন্নিবন্ধন যে সকল বিষয় আবিষ্কৃত হয়, তাহাতে জ্যোতিষশাস্ত্রের, অনেক প্রাকৃত তত্ত্বের এবং লৌকিক ও রাজকার্য্যের বিশেষ উন্নতিসাধন হয়, এজন্য য়ুরোপীয় অনেক রাজ্যাধিপ বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া ঐরূপ সুদক্ষ লোক নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

সূর্য্য ও পৃথিবী সম্বন্ধে যেমন অবস্থানাদি ঘটে, তদনুসারে অমাবস্যা অবধি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চন্দ্রের কলা ক্ষীণ রেখা হইতে পূর্ণ চক্রাকার এবং আবার উক্ত বৃদ্ধির ক্রমানুসারে ক্ষয় হইয়া আসিয়া নবশশী হয়। এই সকল পরিবর্ত্তন দ্বারা চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ সকলের প্রত্যাবর্ত্তন হইয়া থাকে। সূর্য্যগ্রহণ কেবল অমাবস্যায় ঘটিতে পারে, কারণ সেই সময়

সূর্য্য এবং পৃথিবীর মধ্যে চন্দ্র আসিয়া সূর্য্যালোকের অবরোধ করে। চন্দ্রগ্রহণ কেবল পূর্ণিমায় সংঘটন হইতে পারে, কারণ সেই সময় সূর্য্য এবং চন্দ্রের মধ্যে পৃথিবী আসিয়া স্বীয় ছায়ায় চন্দ্রকে আবৃত করে। পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়েরই নিজ জ্যোতি নাই, সূর্য্যালোকই তাহাদের জ্যোতি, উহাদের আকারও প্রায় গোলপিণ্ড, সুতরাং সূর্য্যগ্রহণকালে চন্দ্রের যে পৃষ্ঠ সূর্য্যাভিমুখে থাকে, তদ্বিপরীত পৃষ্ঠদিকে একটী সূচ্যাকার ছায়া প্রক্ষিপ্ত হয়, সেই ছায়ায় যখন পৃথিবী মজ্জিত হয়, তখন চন্দ্রলোকে বা অন্য গ্রহলোকের দর্শকগণ ভূগ্রহণ দর্শন করে এবং আমরা সূর্য্যগ্রহণ দর্শন করি অর্থাৎ আমরা চন্দ্রবিম্বের কৃষ্ণপৃষ্ঠ সূর্য্যবিম্বের উপর দিয়া সঞ্চালিত দেখি।

বুধ, শুক্রাদি গ্রহ চন্দ্রবৎ যে সূর্য্যগ্রহণ ঘটায়, তাহাকে বুধসঙ্গম, শুক্রসঙ্গম (Transit of Mercury, Transit of Venus) ইত্যাদি বলা হয়। রাশিচক্রের যে ভাগে চন্দ্রের গতি সেই ভাগের মধ্যে যে সকল নক্ষত্র সকলের অবস্থিতি তাহাদের অনেকেই চন্দ্র প্রতিনিয়ত একপ্রকার গ্রস্ত করিতেছে, সেই গ্রহণকে তারাসঙ্গম (Occultation of stars) বলে। চন্দ্র যদিও সূর্য্য অপেক্ষা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তথাচ পৃথিবীর অত্যধিক সন্নিকটস্থ যে তাহার এবং সূর্য্যের দৃশ্যমান বিম্বব্যাস (apparent diameter) উভয়ের অতি যৎসামান্য ভেদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু বস্তুতঃ ব্যাসের এত পরিবৃত্তি (Variation) যে কখন চন্দ্রের ঐ বিম্বব্যাস সূর্য্যের ঐ বিম্বব্যাস অপেক্ষা বৃহৎ, কখন তদ্বিপরীত হয়। কোন দর্শকের চক্ষু, চন্দ্র ও সূর্য্য সমসূত্রস্থিত হইলে তিনি সূর্য্যকে গ্রস্ত দেখিবেন, তখন চন্দ্রের ঐ বিম্বব্যাস সূর্য্য অপেক্ষা বৃহত্তর দেখাইলে, তিনি সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস দেখিবেন এবং ঐ ব্যাস ন্যূন দেখাইলে সূর্য্যবিম্বে চিত্রিত চন্দ্রের কৃষ্ণবর্ণ বিম্বের চতুর্দিকে একটী আলোক বলয়বৎ দৃষ্ট হইবে, ইহাকেই বলয়াকার গ্রহণ (annular eclipse) বলে। যখন দর্শকের চক্ষু চন্দ্র ও সূর্য্য সমসূত্রস্থ না হয় তখন চন্দ্র সূর্য্যের কিয়দংশমাত্র আচ্ছাদন করে, তাহাকেই খণ্ড গ্রহণ (partial eclipse) বলে, অতএব, অমাবস্যায় ভূকেন্দ্র হইতে চন্দ্র সূর্য্যের দূর এবং চন্দ্রপাত স্থান হইতে চন্দ্রের দূরভেদে সূর্য্যগ্রহণের নানা ভেদ ঘটিয়া থাকে।

সূর্য্যগ্রহণ নিম্ন প্রতিকৃতি দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইবেক।

প = পৃথিবী, স = সূর্য্য।

পৃথিবী দুইস্থানে অঙ্কিত হইয়াছে। পৃথিবী যখন চন্দ্রের নিকট সমসূত্রে থাকে, তখন চন্দ্রচ্ছায়ার প্রান্ত হয়ত পৃথিবীকে ঠিক স্পর্শ করে, নয়ত পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ অতিক্রম করে। যখন চন্দ্রচ্ছায়াপ্রান্ত পৃথ্বীপৃষ্ঠ স্পর্শ না করিয়া সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে (জ স্থানে) অবস্থান করে, তখন কজ ও খজ বর্দ্ধিত হইয়া পৃথিবীপৃষ্ঠের চ ও ছ স্থানের স্পর্শ করিলে চ ও ছ এর মধ্যবর্ত্তী সকল স্থানের লোকেরা সূর্য্যমণ্ডল পরিধির একভাগে গোলাকার গ্রহণ এবং সেই ভাগের চতুর্দ্দিক আলোময় দেখিবে। চন্দ্র ও সূর্য্যের কেন্দ্রের সমসূত্রে চ ও ছ স্থান অবস্থিত, এখানকার লোকেরা সূর্য্যের ঠিক মধ্যভাগে গ্রহণ দেখে ও অবশিষ্টভাগ উজ্জ্বল বলয়াকার দেখিতে পায়। পৃথিবীর ছায়ার ন্যায় চন্দ্রচ্ছায়ারও খণ্ডচ্ছায়া আছে, যথা ঘ ট প এবং ব ঠ প, ঐ খণ্ডচ্ছায়ার মধ্যে সর্ব্বস্থানে সূর্য্যালোক যায় না সুতরাং ঐ সকল স্থানে আংশিক সূর্য্যগ্রহণ হয়।

পাশ্চাত্য মতে চন্দ্রগ্রহণ। চন্দ্রগ্রহণ ভূচ্ছায়া-পাত হইলে সেই সূচির অগ্র হইতে তৎকেন্দ্রগামী রেখা (Axis of the cone) সূর্য্য ও ভূকেন্দ্রগত হয় অর্থাৎ সমসূত্রস্থ হয়। যেখানে সূর্য্য ও পৃথিবীর দৃশ্য বিম্বব্যাস (apparent diameter) (১) সমপরিমাণ হইতে পারে, সূচাগ্র ঠিক সেই স্থানে পতিত হয়। পূর্ণিমার সময় পৃথিবী হইতে চন্দ্র মধ্যমদূরে (Mean distance) (২) থাকিলে তাহার কেন্দ্র সূর্য্যবিম্বব্যাস ১৯১৪´ ১ বিকলা পরিমিত কোণ রচনা করে অর্থাৎ চন্দ্রলোকে ঐ পরিমিত কোণে সূর্য্যব্যাস দৃষ্ট হয় এবং ভূব্যাস চন্দ্রলোকে ৬৯০৮´ও বিকলা কোণে দৃষ্ট হয়। এরূপ পৃথিবী হইতে চন্দ্রের যতদূর ন্যূনকল্প ছায়ার দৈর্ঘ্য, তাহার সার্দ্ধ তিনগুণ অপেক্ষা অধিক হইবে এবং ছায়ার যে স্থান ভেদ করিয়া চন্দ্রের গতি হয়, তথায় ছায়ার প্রস্থ চন্দ্রব্যাসের প্রায় ৮/৩ পরিমিত হইবে। প্রতি পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হইতে পারিত, কিন্তু তাহা ঘটেনা কারণ চন্দ্রকক্ষা ক্রান্তির উদ্ধাধো তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থান করিতেছে এই তির্য্যগবস্থিতিকে পরমাপম (Inclination to the plane of the ecliptic) বলে। এ প্রকার অবস্থিতি হেতু সচরাচর পূর্ণিমায় চন্দ্র ভূচ্ছায়ার উর্দ্ধে বা অধোদেশে থাকে কেবল চন্দ্রপাতস্থানে অর্থাৎ রাহুকেতুগত বা সন্নিহিত হইলে তাহা ঘটে না। পাত হইতে চন্দ্রের দূরাদূর অবস্থিতিতেই চন্দ্রগ্রহণের নানা ভেদ দেখা যায়।

---

(১) কোন জ্যোতিষ্কের ব্যাস পৃথিবী হইতে যেরূপ দর্শন হয়, তাহাকে সেই জ্যোতিষ্কের apparent diameter বলে।

(২) গ্রহকক্ষার পরিধি ব্যাসার্দ্ধ পরিমাণ সেই গ্রহের সূর্য্য হইতে মধ্যম দূর।

চন্দ্রগ্রহণে চন্দ্রপৃষ্ঠের প্রত্যেক কণা পর্য্যায়ক্রমে সূর্য্য বিম্বের ভিন্ন ভিন্নাংশের জ্যোতি ক্রমে ক্রমে হারাইতে থাকে, সুতরাং ভূচ্ছায়ায় মজ্জিত হইবার পূর্ব্বে চন্দ্রের দীপ্ত ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যায়। স্পর্শের পূর্ব্বে এবং মুক্তির পরে চন্দ্র যে ক্ষীণ ছায়াগত অর্থাৎ মালিন্য প্রাপ্ত হয়, সেই ক্ষীণছায়াকে উপচ্ছায়া (Penumbra) বলে। উপচ্ছায়া যে স্থান ব্যাপিয়া থাকে, তাহার প্রস্থ চন্দ্র হইতে দৃষ্ট সূর্য্যের বিম্বব্যাসের (apparent diameter) সমান।
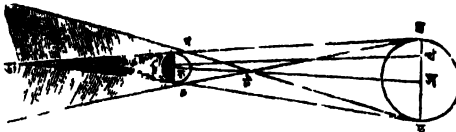
গ জ চ পৃথিবীর ছায়া। জ গ খ স্পর্শরেখা, পৃথিবীপৃষ্ঠ ও সূর্য্য মণ্ডলের পরিধি স্পর্শ করিয়া অবস্থিত। ঐ রেখাকে পৃথিবী ও সূর্য্যের পরিধির চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া আনিলে তাহা খ জ ছ বৃত্তসূচির বাহু সীমা সূর্য্যের কেন্দ্র স ও পৃথিবীর কেন্দ্র ক দিয়া স ক জ রেখা টানিলে সেই রেখা ঐ সূচির মধ্যরেখা হইবে। অঙ্কিত চিত্রে প পৃথিবী এবং চন্দ্র যেন ক স্থানে পৃথিবীর ছায়াতে প্রবেশ করে বোধ কর। (ক স্থানে পৃথিবীচ্ছায়ার ব্যাসার্দ্ধ নির্ণয় করিতে হয়।) চন্দ্রমণ্ডল অপেক্ষা ছায়ামণ্ডল অনেক বড়। এজন্ত চন্দ্রমণ্ডল অনায়াসে পৃথিবীচ্ছায়াতে সম্পূর্ণরূপে ও অনেকক্ষণ আচ্ছাদিত থাকিতে পারে। সূর্য্যের দুইটি পাদবিপক্ষ স্থান খ ও ছ হইতে যে দুই সরলরেখা আড়ভাবে ট বিন্দু দিয়া গমন করিয়া পৃথিবীর বিপরীত ভাগে স্পর্শ করিয়াছে, তাহা পৃথিবীর অপর দিকে ক্রমশঃ বিস্তারিত হইয়াছে। এই দুই বিস্তৃত রেখার মধ্যে পৃথিবীচ্ছায়া দুইভাগ হয়। একভাগ সূচ্যাকার যাহাকে প্রকৃত ছায়া এবং অপর ভাগকে খণ্ডচ্ছায়া বলা হয়। খণ্ডচ্ছায়া সম্পূর্ণ অন্ধকারময় নহে, তন্মধ্যে সূর্য্যের কোন কোন ভাগের কিরণ পতিত হয়। প্রকৃত ছায়ায় কোন ভাগেরই কিরণ সরলভাবে পতিত হয় না। সুতরাং তাহা অপেক্ষাকৃত অন্ধকারময়। এই জন্য চন্দ্র ঐ খণ্ডচ্ছায়ায় প্রবেশ করিতে করিতে ক্রমে দীপ্তিহীন হয়, শেষে প্রকৃত ছায়াতে প্রবেশ করিলেই এককালে পূর্ণ গ্রাস হয়।

আমাদের চন্দ্রের অর্থাৎ পার্থিব উপগ্রহের যেরূপ গ্রহণ দৃষ্ট হয়, বৃহস্পতি প্রভৃতি যে যে গ্রহের উপগ্রহ আছে, তাহাদেরও গ্রহণ হইয়া থাকে। বার্হস্পত্য চন্দ্রগুলির গ্রহণ-গণনা বড় প্রয়োজন এবং তাহা যন্ত্রবেধ দ্বারা দৃষ্ট হয়।

চন্দ্রপাতের অর্থাৎ রাহু বা কেতুর নিকটে কোন এক সময়ে সূর্য্য যেরূপ অবস্থিতি করে, পুনর্ব্বার সেইরূপ হইতে যে সময় যায়, তাহাকে পাতসম্বন্ধীয় সূর্য্যাবর্ত্তনকাল (Duration of the revolution of the sun with regard to the node of the lunar orbit) বলে সেই সময়ের আবার হ্রাস বৃদ্ধি আছে, তাহাকে (গড়) মাধ্যমিক কাল (Mean duration) বলে। এই মাধ্যমিককাল এবং চান্দ্র মাসের (Duration of the synodic revolution of the moon) সহিত যে সম্বন্ধ তাহা ২২৩ এবং ১৯ এই দুই অঙ্কের সম্বন্ধের সমান এরূপে ২২৩ চান্দ্রমাস অন্তর চন্দ্র এবং সূর্য্য চন্দ্রপাত (node) হইতে যে দূরে একবার থাকে, সেই দূরে পুনঃ পুনঃ অবস্থিত হয়। সুতরাং গ্রহণগুলি ঐ পর্য্যায়ে ক্রমে পুনঃ পুনঃ হইতে পারে, কিন্তু সূর্য্য চন্দ্রের গতি বাড়ি ক্রমে ঠিক উক্ত সময়ে উক্ত প্রকার পুনঃ পুনঃ অবস্থিতি ঘটে না।

উক্ত ২২৩ এবং ১৯ এই দুই অঙ্কের অনুপাতানুসারে গণনার কারণ এই যে, ২২৩ মাধ্যমিক চান্দ্রমাসে ৬৫৮৫.৩ দিন আছে এবং ১৯ বার পাত গতিতে ৬৫৮৫.৭৮ দিন পর্য্যাপ্ত হয়, অতএব ২২৩ চান্দ্রমাসের প্রথমে এবং শেষে পাতের মধ্যাবস্থিতির বিশেষ বিভিন্নতা হয় না। অতএব ২২৩ মাধ্যমিক চান্দ্রমাস অর্থাৎ ১৮ বৎসর ১০ দিন গ্রহণগণনার্থ বিশেষ প্রয়োজন। অতি প্রাচীন সভ্য জাতিরা (কাল্ডিয়ান্ প্রভৃতি) ইহা জানিত। ইহাকে তাহারা স্যারস (Saros) বলিত। গ্রহণের প্রকৃত কারণ জানিবার বহুকাল পূর্ব্বে এইরূপে প্রাচীনেরা গ্রহণ গণনা করিতেন।

গ্রহেরা কখন কখন পরস্পরকে গ্রাস বা আচ্ছাদন করে, শুক্র দ্বারা বুধের, মঙ্গল দ্বারা বৃহস্পতির এবং আমাদের চন্দ্র দ্বারা শনির আচ্ছাদন দীর্ঘ কালান্তরে দর্শিত হইয়া আসিতেছে। এরূপ দীর্ঘকালান্তে ঘটিবার কারণ এই যে, সকল গ্রহের কথা দূরে থাক, তাহাদের কতকগুলি একেবারে সূর্য্যের সহিত সমসূত্রস্থ অর্থাৎ নভোমণ্ডলের একদেশে একই সময়ে অতি বিরল দৃষ্ট হয়। খৃঃ অব্দের ২৫০০ বৎসরাধিককাল পূর্ব্বে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির সমসূত্রতা হইয়াছিল। খৃঃ ১৮৮৬ সালে ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে কন্যা ও তুলারাশির মধ্যে উক্তপ্রকার সমসূত্রতা ঘটে এবং ১৮০১ সালে চন্দ্র, বৃহস্পতি, শনি এবং শুক্র সিংহ রাশির মধ্যে একত্র হইয়াছিল। এরূপ সমসূত্রতা কিরূপ বিরল ঘটনা, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত ল্যালণ্ড নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ গণনা করিয়াছিলেন যে, ১৭ লক্ষ বৎসর অন্তর বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরানস এই ছয়টি গ্রহের যুগপৎ মিলন (Conjunction) ঘটিয়া থাকে।

গ্রহণসম্বন্ধীয় কতকগুলি স্থূল কথা জ্যোতির্ব্বিদেরা বলিয়া থাকেন। যথা—

১ প্রতিবৎসর ন্যূনকল্পে দুইটী চন্দ্রগ্রহণ ঘটিয়া থাকে।

২ কোন বৎসরে একটীও সূর্য্যগ্রহণ না ঘটিতে পারে।

৩ একটী সর্ব্বগ্রাস এবং কেন্দ্রীয় চন্দ্র গ্রহণ ঘটিলে তৎপূর্ব্ব এবং পর অমাবস্যায় একটী সূর্য্যগ্রহণ ঘটিতে পারে। এই ঘটনা যেরূপ রাহুতে, তদ্রূপ কেতুতেও ঘটিতে পারে। তাহা হইলে কোন বৎসরে ছয়টী গ্রহণ হইতে পারে।

৪ কোন বৎসরের জানুয়ারি মাসের প্রারম্ভে একটি প্রথম গ্রহণ হইলে সেই বৎসরের শেষভাগে আর একটি সূর্য্যগ্রহণ হইতে পারে।

৫ অতএব এক বৎসরের মধ্যে সাতটি গ্রহণ ঘটিতে পারে। পাঁচটি সূর্য্যের এবং দুইটি চন্দ্রের অথবা চারিটি সূর্য্যের এবং তিনটি চন্দ্রের।

৬ একণে চন্দ্রগ্রহণ অপেক্ষা অধিক সূর্য্যগ্রহণ হয়, কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্টস্থানে অতি অল্পই সূর্য্যগ্রহণ দেখা যায়

বহু পূর্ব্বকালের গ্রহণের ঐতিহাসিকতত্ত্ব জানা থাকিলে অনেক প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক ঘটনার কালনির্ণয় হইয়া থাকে এবং কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদ বহু দূর ভবিষ্যৎকালে যে কোন বিশেষ গ্রহণ হইবে, তাহার গণনা করিয়া রাখিয়াছেন। হাইণ্ড সাহেব ১৭টী পূর্ব্বকালের গ্রহণতত্ত্ব লিখিয়াছেন এবং ইংলণ্ডে ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দে ১১ই আগষ্টে যে সর্ব্বগ্রাসী সূর্য্যগ্রহণ হইবে, তাহার গণনা করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ঐ গ্রহণ ব্যতীত ২৫০ বৎসরমধ্যে ইংলণ্ডে এরূপ আর একটিও সূর্য্যগ্রহণ দৃষ্ট হইবে না। [পাশ্চাত্য মতে গ্রহাদির গ্রহণগণনা তত্তৎমুখ্য শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পুরাতত্ত্ববিদ্‌ ও জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের সুবিধার জন্য অতীত ও ভবিষ্যৎ লইয়া ২০০০ বৎসরমধ্যে যে সকল গ্রহণ হইয়াছে, বা হইবে তাহার একটি তালিকা দেওয়া গেল।

খৃষ্টাব্দ।	সূর্য্যগ্রহণ।	চন্দ্রগ্রহণ।
১	১০ই জু	২৪এ জু
২	১৩এ ন	১৫ই মে, ৯ই ন
৩	—	৪ঠা মে, ১৮এ অ
৪	৮ই এ	২৩এ এ, ১৭ই অ
৫	১৮এ মা, ১২এ সে	—
৬	১১ই সে	৩রা মা ২৭এ আ
৭	৬ই ফে, ৩১এ আ	২০এ ফে, ১৭ই আ
৮	২৬এ জা,	৯ই ফে, ৫ই আ
৯	১৫ই জা, ১০ই জুলা	২০এ ডি
১০	৩০এ জু, ২৪এ ন	১৫ই জু, ১০ই ডি
১১	১৪ই ন	৪ঠা জু, ২৯এ ন
১২	৯ই মে	২৪এ মে
১৩	২৮এ এ	১৪ই এ, ৭ই অ
১৪	১৮ই এ	৪ঠা এ, ২৭এ সে
১৫	২রা সে	২৪এ মা, ১৬ই সে
১৬	২১এ আ	—
১৭	১৫ই ফে	৩০এ জা, ২৭এ জুলা
১৮	১লা জুলা	২০এ জা, ১৬ই জুলা
১৯	২১এ জু, ১৫ই ডি	৯ই জা, ৫ই জুলা
২০	১০ই জু, ৩রা ডি	২৫এ মে ১৯এ ন
২১	২৩এ ন	১৫ই মে, ৮ই ন
২২	১৯এ এ	৪ঠা মে, ২৮এ অ
২৩	—	—
২৪	২১এ সে	৪ই মা, ৬ই সে
২৫	১০ই সে	৩রা মা, ২৭এ আ
২৬	৬ই ফে	২০এ ফে, ১৭ই আ
২৭	২৬এ জা, ২২এ জুলা	৩১এ ডি
২৮	১০ই জুলা	২৫এ জু, ২০এ ডি
২৯	২৪এ ন	১৪ই জু, ৯ই ডি
৩০	২১এ মে, ১৪ই ন	৪ঠা জু
৩১	১০ই মে	২৫এ এ, ১৯এ অ
৩২	২৮এ এ	১৪ই এ, ৭ই অ
৩৩	১২ই সে	৩রা এ, ২৭এ সে
৩৪	৯ই মা, ১লা সে	—
৩৫	—	১১ই ফে, ৭ই আ
৩৬	১৬ই ফে, ১২ই জুলা	৩১এ জা, ২৬এ জুলা
৩৭	১লা জুলা, ২৫এ ডি	২০এ জা, ১৫ই জুলা
৩৮	২১এ জু	৩০এ ন
৩৯	৪ঠা ডি	২৬এ মে, ১৯এ ন
৪০	২৯এ এ	১৫ই মে, ৭ই ন
৪১	১৯এ এ ১৩ই অ	—
৪২	২রা অ	২৫এ মা, ১৮ই সে
৪৩	২৮এ ফে	১৪ই মা, ৭ই সে
৪৪	১৭ই ফে	২রা মা, ২৭এ আ
৪৫	১লা আ	—
৪৬	২২এ জুলা, ১৬ই ডি	১১ই জা, ৬ই জুলা, ৩১এ ডি
৪৭	—	২৬এ জু, ২১এ ডি
৪৮	৩১ মে, ২৪এ ন	১৪ই জু
৪৯	২০এ মে	৬ই মে, ২৯এ অ
৫০	৯ই মে	২৫এ এ ১৮ই অ

জা—জানুয়ারী, ফে—ফেব্রুয়ারী, মা—মার্চ্চ, এ—এপ্রেল, মে—মে, জু—জুন, জুলা—জুলাই, আ—আগষ্ট, সে—সেপ্টেম্বর, অ—অক্টোবর, ন—নবেম্বর, ডি—ডিসেম্বর।

খৃষ্টাব্দ।	সূর্য্যগ্রহণ।	চন্দ্রগ্রহণ।
৫১	২৩এ সে	১৪ই এ, ৮ই অ
৫২	১৯এ মা	——
৫৩	৯ই মা	২১এ কে, ১৮ই আ
৫৪	২৩এ জুলা, ২৩এ কে	১১ই কে, ৭ই আ
৫৫	১৩ই জুলা	৩১এ জা, ২৭এ জুলা
৫৬	১লা জুলা, ২৫এ ডি	১০ই ডি
৫৭	—	৫ই জু, ২৯এ ন
৫৮	১১ই মে	২৭এ মে, ১৯এ ন
৫৯	৩০এ এ, ২৫এ অ	——
৬০	১৩ই অ	৪ঠা এ, ২৮এ সে
৬১	১০ই মা, ২রা অ	২৪এ মা, ১৮ই সে
৬২	২৮এ কে	১৩ই মা, ৭ই সে
৬৩	১৭ই কে	——
৬৪	১লা আ	২২এ জা, ১৭ই জুলা
৬৫	১৬ই ডি	১১ই জা, ৬ই জুলা, ৩১এ ডি
৬৬	—	২৬এ জু
৬৭	১এ মে	১৭ই মে, ৯ই ন
৬৮	২০এ মে	৬ই মে, ২৯এ অ
৬৯	৪ঠা অ	২৫এ এ, ১৮ই অ
৭০	২৩এ সে	——
৭১	২০এ মা	৪ঠা মা, ২৯এ আ
৭২	২রা আ	২২এ কে, ১৭ই আ
৭৩	২৩এ জুলা	১১ই কে, ৬ই আ
৭৪	১২ই জুলা	২২এ ডি
৭৫	৫ই জা, ২৬এ ডি	১৭ই জু, ১১ই ডি
৭৬	২১এ মে	৫ই জু, ২৯এ ন
৭৭	—	——
৭৮	৩০এ এ, ২৪এ অ	১৬ই এ, ৯ই অ
৭৯	১৩ই অ	৫ই এ, ২৯এ সে
৮০	১০ই মা	২০এ মা, ১৭ই সে
৮১	২৭এ কে, ২৩এ আ	——
৮২	১২ই আ	২রা কে, ২৮এ জুলা
৮৩	২রা আ ২৭এ ডি	২২এ জা, ১৭ই জুলা
৮৪	১৬ই ডি	১১ই জা, ৬ই জুলা
৮৫	১০ই জু	২৭এ মে, ২০এ ন
৮৬	৩১এ মে	১৭ই মে, ৯ই ন
৮৭	১৫ই ন,	৬ই মে, ৩০এ অ
৮৮	১০ই এ, ৩রা অ	——
৮৯	৩০এ মা	১৫ই মা, ৮ই সে
৯০	২০এ মা,	৪ঠা মা, ২৮এ আ
৯১	৫রা আ	২২এ কে, ১৭ই আ
৯২	২৭এ জা ২৭এ জুলা	——
৯৩	——	১লা জা, ২১এ ডি
৯৪	৫ই জা, ১লা জু	১৭ই জু, ১০ই ডি
৯৫	২২এ মে	৬ই জু

খৃষ্টাব্দ।	সূর্য্যগ্রহণ।	চন্দ্রগ্রহণ।
৯৬	১০ই মে, ৩রা ন	২৬এ এ, ২০এ অ
৯৭	১লা এ	১৫ই এ, ৯ই অ
৯৮	১১এ মা	৪ঠা এ, ২৯এ সে
৯৯	৩রা সে	——
১০০	২৩এ আ	১০ই কে ৭ই আ
১০১	১৭ই জা, ১২ই আ	১লা কে, ১৮এ জুলা
১০২	২৭এ ডি	২২এ জা, ১৭ই জুলা
১০৩	২২এ জু	১লা ডি
১০৪	১০ই জু	২৭এ মে, ১৯এ ন
১০৫	২৫এ অ	১৬ই মে, ৮ই ন
১০৬	১১এ এ	——
১০৭	১২ই এ	২৬এ মা ৩০এ সে
১০৮	৩০এ মা, ২৪এ আ	১৫ই মা, ৮ই সে
১০৯	১৪ই আ	৪ঠা মা, ২৮এ আ
১১০	৩রা আ	——
১১১	২৭এ [illegible]	১০ই জা, ৮ই জুলা
১১২	১২ই জু	১লা জ, ২৭এ জু
১১৩	১লা জু, ২৬এ ন	১৬ই জু
১১৪	১১এ মে ১৫ই ন	৩১এ অ
১১৫	৪ঠা ন	২৬এ এ, ২১এ অ
১১৬	১১এ মা	১০ই এ, ৯ই অ
১১৭	২১এ মা	——
১১৮	৩রা সে	২৩এ কে, ১৮ই আ
১১৯	—	১৩ই কে, ৮ই আ
১২০	১৮ই জা	২রা কে, ২৮এ জুলা
১২১	২রা জুলা	১১ই ডি
১২২	২১এ জু	৭ই জু ১লা ডি
১২৩	৬ই ন	২৮এ মে, ২১এ ন
১২৪	১লা মে, ২৫এ অ	——
১২৫	২০এ ন	৫ই এ, ৩০এ সে
১২৬	১০ই [illegible] ৪ঠা সে	২৬এ মা, ১৯এ সে
১২৭	২৫এ ফে,	১৬ই মা, ৮ই সে
১২৮	—	——
১২৯	৮ই কে	২০এ জা, ১৯এ জুলা
১৩০	২৭এ জা, ২৩এ জু	১২ই জা ৮ই জুলা
১৩১	১২ই জু	১লা জা, ২৮এ জু
১৩২	১লা জু, ২৫এ ন	১০ই ন
১৩৩	১৪ই ন	৬ই মে, ৩১এ অ
১৩৪	১২ই ন	২৬এ এ
১৩৫	১লা এ, ২৫এ সে	১৫ই এ
১৩৬	১৪ই সে	৬ই মা, ২৯এ আ
১৩৭	৩রা সে	২৩এ কে, ১৮ই আ
১৩৮	২৮এ জা	১২ই কে, ৮ই আ
১৩৯	১৮ই জা	২৩এ ডি
১৪০	২রা জুলা	১৮ই জু, ১১ই [illegible]
১৪১	২১এ জু, ১৬ই ন	৭ই জু, ১লা ডি

খৃষ্টাব্দ।	সূর্য্যগ্রহণ।	চন্দ্রগ্রহণ।
১৪২	১৩ই মে, ৫ই ন	২১এ মে
১৪৩	২রা মে	১৭ই এ, ১১ই অ
১৪৪	২০এ এ	৫ই এ, ২৯এ সে
১৪৫	৪ঠা সে	২৬এ মা, ১৮ই সে
১৪৬	২৮এ ফে	—
১৪৭	১৭ই ফে	৩রা ফে, ৩০এ জুলা
১৪৮	৩রা জুলা, ৭ই ফে	২০এ জা, ৯এ জুলা
১৪৯	২৬এ জু	১১ই জা, ৮ই জুলা
১৫০	১২ই জু, ৬ই ডি	২০এ ন
১৫১	২৫এ ন	১৮ই মে, ১১ই ন
১৫২	২০এ এ	৬ই মে, ৩১এ অ
১৫৩	১১ই এ	২৬এ এ
১৫৪	৩১এ মা, ২৫এ সে	১৭ই মা, ৯ই সে
১৫৫	১৪ই সে	৬ই মা, ৩০এ আ
১৫৬	৮ই ফে	২৪এ ফে, ১৮ই আ
১৫৭	২৮এ জা, ২৪এ জু	—
১৫৮	১৩ই জুলা	২রা জা, ২৯ জু, ২৩এ ডি
১৫৯	—	১৮ই জু, ১২ই ডি
১৬০	২৩এ মে	৬ই জু
১৬১	১০ই মে	২০এ অ
১৬২	২রা মে	১৭ই এ, ১১ই অ
১৬৩	১৬ই সে	৬ই এ, ৩০এ সে
১৬৪	৪ঠা সে	—
১৬৫	২৮এ ফে	১৩ই ফে, ৯ই আ
১৬৬	১০ই ফে	২রা ফে, ৩০এ জুলা
১৬৭	৪ঠা জুলা	২৩এ জা, ১৯এ জুলা
১৬৮	২৫এ জু, ১৭ই ডি	২রা ডি
১৬৯	৬ই ডি	২৮এ মে, ২২এ ন
১৭০	৩রা মে	১৭ই মে, ১১ই ন
১৭১	২২এ এ	৭ই মে
১৭২	৫ই অ	২৭এ মা, ১৯এ সে
১৭৩	—	১৭ই মা, ৯ই সে
১৭৪	১৯এ ফে	৬ই মা, ৩০এ আ
১৭৫	৮ই ফে, ৪ঠা আ	—
১৭৬	২৩এ জুলা	১৩ই জা, ৯ই জুলা
১৭৭	১৩ই জুলা, ৮ই ডি	২রা জা, ২৮এ জু, ২৩ ডি
১৭৮	২৭এ ন	১০ই জু
১৭৯	২৪এ মে	২রা ন
১৮০	১২ই মে	২৭এ এ, ২১এ অ
১৮১	১৬এ সে	১৭ই এ, ১০ই অ
১৮২	—	—
১৮৩	১১ই মা	১৫এ ফে, ২১এ আ
১৮৪	২৯এ ফে	১৪ই ফে, ৯ই আ
১৮৫	১৪ই জুলা	২রা ফে, ৩০এ জুলা
১৮৬	৮ই জা, ৪ঠা জুলা, ২৮এ ডি	১৪ই ডি
১৮৭	১৭ই ডি	৮ই জু, ৩রা ডি
১৮৮	১৪ই মে	২৮এ মে, ২১এ ন
১৮৯	৩রা মে, ২৭এ অ	১৭ই মে
১৯০	২২এ এ	৮ই এ
১৯১	৬ই অ	২৮এ মা, ২০এ সে
১৯২	১লা মা	১৬ই মা, ৯ই সে
১৯৩	১৯এ ফে	—
১৯৪	৪ঠা জা	২৪এ জা, ২০এ জুলা
১৯৫	২৪এ জুলা, ১৯এ ডি	১৩ই জা, ১০ই জুলা
১৯৬	৭ই ডি	৩রা জা, ২৮এ জু
১৯৭	৩রা জু	১২ই ন
১৯৮	২৩এ মে	৮ই মে, ১লা ন
১৯৯	৭ই অ	২৮এ এ, ২১এ অ
২০০	১লা এ	—
২০১	২২এ মা	৭ই মা, ৩১এ আ
২০২	১১ই মা	২৪এ ফে, ২০এ আ
২০৩	২৫এ জুলা	১৩ই ফে, ১০ই আ
২০৪	১৬ই জুলা	২৪এ ডি
২০৫	১৮এ ডি	৮ই জু, ১৩ই ডি
২০৬	২৫এ মে	৮ই জু, ৩রা ডি
২০৭	১৪ই মে	২৮এ মে
২০৮	২রা মে	১৮ই এ
২০৯	১৬ই অ	৭ই এ, ১লা অ
২১০	১৩ই মা	২৮এ মা, ২০এ সে
২১১	২রা মা, ২৫এ আ	—
২১২	১০ই আ	৪ঠা ফে, ৩১এ জুলা
২১৩	৩রা আ	২৪এ জা, ২০এ জুলা
২১৪	—	১৩ই জা, ৯ই জুলা
২১৫	১৪ই জু	—
২১৬	২রা জু	১৯এ মে, ১২ই ন
২১৭	১০ই অ	৮ই মে, ১লা ন
২১৮	১২ই এ, ৭ই অ	২৮এ এ, ২১এ অ
২১৯	২রা এ	১৮ই মা, ১১ই সে
২২০	২০এ মা	৬ই মা, ৩১এ আ
২২১	৫ই আ	২৬এ ফে, ২০এ আ
২২২	৩০এ জা, ২৫এ জুলা	—
২২৩	১৯এ জা	৪ঠা জা, ৩০এ জু, ২৫এ ডি
২২৪	৮ই জা, ৪ঠা জু	১৮ই জু, ১৩ই ডি
২২৫	২৪এ মে, ১৭ই ন	৮ই জু
২২৬	৭ই ন	—
২২৭	—	১৯এ এ, ১২ই অ
২২৮	১৩এ মা	৭ই এ, ১লা অ
২২৯	১৩ই মা	—

খৃষ্টাব্দ ।	সূর্য্যগ্রহণ ।	চন্দ্রগ্রহণ ।
২৩০	২৫এ আ	১৪ই ফে
২৩১	১৫ই আ	৪ঠা ফে, ১১ই আ
২৩২	১০ই জা, ২৯এ ডি	২৫এ জা, ১৯এ জুলা
২৩৩	২৫এ জু	——
২৩৪	১৪ই জু	১০এ মে, ২৭এ [illegible]
২৩৫	৩রা জু ২৯এ অ	২০এ মে, ১২ই ন
২৩৬	২১এ [illegible], ১৭ই অ	৮ই মে, ৩১এ অ
২৩৭	——	২২এ সে
২৩৮	২রা এ	৮ই মা, ১১ই সে
২৩৯	১৬ই আ	৭ই মা, ১লা সে
২৪০	৫ই আ	১০ই ফে
২৪১	২৯এ জা	১৫ই জা, ১০ই জু
২৪২	১৫ই জু	৪ঠা জা, ২৯এ জু, ২৪এ ডি
২৪৩	৫ই জু	১৯এ জু
২৪৪	২৮এ মে	——
২৪৫	৭ই ন	১৯এ এ, ১২এ অ
২৪৬	৩রা এ	১৮ই এ, ১২ই অ
২৪৭	২৪এ মা	২রা অ
২৪৮	৪ঠা সে	২৬এ ফে, ২১এ আ
২৪৯	২৫এ আ	১৪ই ফে, ১০ই আ
২৫০	২০এ জা	৪ঠা ফে, ৩০এ জুলা
২৫১	৯ই জা ৬ই জুলা	——
২৫২	২৪এ জু	৯ই জু, ৩রা ডি
২৫৩	১৩ই জু	৩০এ মে, ২২এ ন
২৫৪	৪ঠা মে, ২৯এ অ	১৯এ মে, ১২ই ন
২৫৫	১৮এ এ	৩রা অ
২৫৬	১২ই এ	২৮এ মা
২৫৭	২৬এ আ	১৭ই মা, ১১ই সে
২৫৮	১৬ই আ	৭ই মা
২৫৯	৬ই আ	২৬এ জা ২১এ জুলা
২৬০	৩০এ জা	১৬ই জা, ১১ই জুলা
২৬১	১৫ই জু	৪ঠা জা ২৯এ জু
২৬২	৬ঠা জু, ২৯এ ন	——
২৬৩	১৮ই ন	১০ই মে ৩রা ন
২৬৪	১৪ই এ	২৮এ এ, ২২এ অ
২৬৫	৩রা এ	১৭ই এ, ১২ই অ
২৬৬	২৪এ মা, ১৬ই সে	৮ই মা
২৬৭	৫ই সে	২৬এ ফে, ২১এ আ
২৬৮	৩১এ জা	১৫ই ফে, ১০ই আ
২৬৯	১৬ই জুলা	——
২৭০	৫ই জুলা	১০এ জু, ১৫ই ডি
২৭১	২৪এ জু, ২০এ ন	১০ই জু, ৪ঠা ডি
২৭২	৮ই ন	৩০ মে, ২২এ ন
২৭৩	—	৪ঠা মে, ১৩ই অ
২৭৪	২৪এ এ	৮ই এ, ৩ই অ
২৭৫	৭ই সে	২৯এ মা, ২২এ সে
২৭৬	৩রা মা, ২৬এ আ	১৭ই মা
২৭৭	২০এ ফে	৫ই ফে [illegible]লা আ
২৭৮	৯ই ফে	২৬এ জা, ১১এ জুলা
২৭৯	২৬এ জু, ২০এ ডি	১৫ই জা, ১[illegible] জুলা
২৮০	১৫ই জু ৯ই ডি	——
২৮১	—	২১এ ম, ১৫ই ন
২৮২	২৫এ এ	১০ই মে ৩রা ন
২৮৩	১৪ই এ, ৮ই অ	২৯এ এ, ২৩এ অ
২৮৪	৩রা এ, ২৬এ সে	——
২৮৫	১৬ই সে	৮ই মা, ১লা সে
২৮৬	১১ই ফে	২৬এ ফে, ২১এ আ
২৮৭	[illegible]এ জা, ২৭এ জুলা	১০ই আ
২৮৮	১৬ই জুলা	[illegible]লা জু ২৫এ ডি
২৮৯	৫ই জুলা, ৩০এ ন	১০এ জু, ১৪ই ডি
২৯০	১৯এ ন	১০ই জু, ৩রা ডি
২৯১	৫ই মে	২৫এ অ
২৯২	৪ঠা মে	১৯এ এ, ১৩ই অ
২৯৩	১৭ই সে	৮ই এ, ২রা অ
২৯৪	১৭ই মা, ৭ই সে	২৮এ মা
২৯৫	৬ই মা	১৭ই ফে
২৯৬	—	৬ই ফে, ৩১এ জুলা
২৯৭	৬ই জুলা, ৩১এ ডি	২৫এ জা, ২১এ জুলা
২৯৮	২৫এ জুন, ২০এ ডি	——
২৯৯	১০ই ডি	১লা জু ২৪এ ন
৩০০	৫ই মে	২০এ মে, ১৩ই ন
৩০১	২৫এ এ	৯ই মে, ৩রা ন
৩০২	৮ই অ	——
৩০৩	২৭এ সে	১৯এ মা, ১১ই সে
৩০৪	১২এ ফে	৮ই মা, ৩১এ আ
৩০৫	১[illegible] ফে, ৭ই আ	২১এ আ
৩০৬	২[illegible]এ জুলা	১১ই জুলা
৩০৭	১৬ই জুলা	৫ই জা, ২রা জুলা, ২৫এ ডি
৩০৮	৩০এ ন	২০এ জুলা, ১৪ই ডি
৩০৯	১৫এ মে	৬ঠা ন
৩১০	১৫ই মে	৩০এ এ, ২৫এ অ
৩১১	—	১৯এ এ, ১৪ই অ
৩১২	১৭ই সে	৮ই এ
৩১৩	৭ই সে	২৭এ ফে
৩১৪	৩রা মা	১৭ই ফে, ১২ই আ
৩১৫	১৮ই জুলা,	৬ই ফে, ১লা আ
৩১৬	৬ই জুলা, ৩১এ ডি	——
৩১৭	২[illegible]এ ডি	১১ই জু, ৫ই ডি
৩১৮	১৬ই মে	৩১এ মে, ২৪এ ন
৩১৯	৬ই মে	২০এ মে, ১৪ই ন

খৃষ্টাব্দ।	সূর্য্যগ্রহণ।	চন্দ্রগ্রহণ।
৩২০	২৫এ এ, ১৮ই অ	—
৩২১	৮ই অ	৩০এ মা, ১৯এ সে
৩২২	৪ঠা মা	১৯এ মা, ১২ই সে
৩২৩	২১এ ফে	১লা সে
৩২৪	৬ই আ	২২এ জুলা
৩২৫	২৩এ জুলা, ২২এ ডি	১৬ই জা, ১১ই জুলা
৩২৬	১১ই ডি	৫ই জা, ১লা জুলা, ২৫এ ডি
৩২৭	৬ই জু	—
৩২৮	২৫এ মে	১০ই মে, ৪ঠা ন
৩২৯	৯ই অ	১৯এ এ ২৪এ অ
৩৩০	২৮এ সে	১৯এ এ, ১৩ই অ
৩৩১	১৫এ মা	১০ই মা
৩৩২	১০ই মা	২৮এ ফে, ২২এ আ
৩৩৩	২৮এ জুলা	১৬ই ফে, ১২ই আ
৩৩৪	১৭ই জুলা	১লা আ
৩৩৫	১১ই জা	২২এ জু, ১৫ই ডি
৩৩৬	২৭এ মে	১০ই জু, ৫ই ডি
৩৩৭	১৬ই মে	৩১এ মে, ১৪এ ন
৩৩৮	৬ই মে	—
৩৩৯	১৯এ অ	১০ই এ, ৪ঠা অ
৩৪০	১৪ই মা	৩০এ মা, ২২এ সে
৩৪১	৪ঠা মা	১৯এ মা, ১১ই সে
৩৪২	১৭ই আ	৩রা আ
৩৪৩	৬ই আ	২১এ জা, ২৩এ জুলা
৩৪৪	২রা জা, ২১এ ডি	১৬ই জা, ১২ই জুলা
৩৪৫	১৬ই জু	৪ঠা জা
৩৪৬	৬ই জু	২১এ মে, ১৫ই ন
৩৪৭	১০ই অ	১১ই মে, ৪ঠা ন
৩৪৮	৯ই অ	২৯এ এ, ২৩এ অ
৩৪৯	৪ঠা এ	২১এ মা
৩৫০	২৪এ মা	১০ই মা, ২রা সে
৩৫১	৮ই আ	২১এ ফে, ২৩এ আ
৩৫২	২রা ফে, ২৭এ জুলা	১২ই আ
৩৫৩	২২এ জা, ১৭ই জুলা	৩রা জুলা, ২৬এ ডি
৩৫৪	১১ই জা, ৭ই জু	২২এ জু, ১৬ই ডি
৩৫৫	১৮ই মে	১১ই জু, ৬ই ডি
৩৫৬	১৬ই মে, ৯ই ন	—
৩৫৭	২৯এ অ	১০এ এ, ১৪ই অ
৩৫৮	২৬এ মা	১০ই এ, ৩রা অ
৩৫৯	১৫ই মা	৩১এ মা, ২৩এ সে
৩৬০	২৮এ আ	১৩ই আ
৩৬১	১৭ই আ	৬ই ফে, ৩রা আ
৩৬২	—	২৬এ জা ২৩এ জুলা
৩৬৩	২রা জা	১৬ই জা
৩৬৪	১৮ই জু	১লা জু, ২৬এ ন

খৃষ্টাব্দ।	সূর্য্যগ্রহণ।	চন্দ্রগ্রহণ।
৩৬৫	৬ই জু	২১এ মে, ১৫ই ন
৩৬৬	২০এ অ	১১ই মে, ৪ঠা ন
৩৬৭	১৫ই এ, ১০ই অ	—
৩৬৮	৩রা এ	২১এ মা, ১৩ই সে
৩৬৯	—	১০ই মা, ২রা সে
৩৭০	৮ই আ	—
৩৭১	২রা ফে, ২৮এ জুলা	১৪ই জুলা ৭ই জুলা ২রা জুলা
৩৭২	২২এ আ	৩০এ ডি
৩৭৩	৭ই জুলা	২১এ জু, ১৫ই ডি
৩৭৪	২৭এ মে, ২০এ ন	—
৩৭৫	১০ই ন	২রা মে, ২৬এ অ
৩৭৬	—	২০এ এ, ১৪ই অ
৩৭৭	১৫এ মা	১০ই এ ৩রা অ
৩৭৮	১৫ই মা, ৮ই সে	—
৩৭৯	২৮এ আ	১৭ই ফে, ১৪ই আ
৩৮০	২৬এ আ	৭ই ফে, ২রা আ
৩৮১	১২ই জা, ৮ই জুলা	২৬এ জা
৩৮২	১৭ই জু	১২ই জু ৭ই ডি
৩৮৩	১১ই ন	১লা জু, ২৬এ ন
৩৮৪	৩১এ অ	২১এ মে, ১৪ই ন
৩৮৫	—	—
৩৮৬	১৫ই এ	১লা এ, ২৪এ সে
৩৮৭	৩০এ আ	২১এ মা, ১৪ই সে
৩৮৮	১৮ই আ	৯ই মা, ২রা সে
৩৮৯	১২ই ফে	—
৩৯০	—	১৭ই জা, ১৩ই জুলা
৩৯১	১৮ই জু	৭ই জা, ২রা জুলা, ৭এ ডি
৩৯২	৭ই জু	—
৩৯৩	২০এ ন	১২ই মে, ৫ই ন
৩৯৪	১৬ই এ	২রা মে, ২৫এ অ
৩৯৫	৬ই এ	২১এ এ, ১৪ই অ
৩৯৬	—	—
৩৯৭		২৮এ ফে, ২৪এ আ
৩৯৮	৩রা ফে	১৭ই ফে, ১৪ই আ
৩৯৯	২৩এ জা, ১৯এ জুলা	৭ই ফে
৪০০	৮ই জুলা	২২এ জু, ৬ই ডি,
৪০১	২৭এ জু	১২ই জু, ৬ই ডি,
৪০২	১১ই ন	১লা জু, ২৫এ ন,
৪০৩	৭ই মে, ৩১এ অ	—
৪০৪	২৫এ এ	১১ই এ, ৪ঠা অ,
৪০৫	১৫ই এ, ৯ই সে	৩১এ মা, ২৪এ সে,
৪০৬	৬ই মা, ২৯এ আ	২০এ মা, ১৪ই সে,
৪০৭	২৪এ ফে, ১৯এ আ	—
৪০৮	১০ই ফে	১৯এ জা, ২৪এ জুলা

খৃষ্টাব্দ ।	সূর্য্যগ্রহণ ।	চন্দ্রগ্রহণ ।
৪০৯	২৯এ জু	১৭ই জা, ১৩ই জুলা
৪১০	১৮ই জু, ১২ই ডি	৭ই জা
৪১১	—	১১ই মে, ১৬ই ন
৪১২	২৭এ এ	১১ই মে, ৪ঠা ন
৪১৩	১৬ই এ	১লা মে ২৫এ অ
৪১৪	৬ই এ, ৩০এ সে	—
৪১৫	১৯এ সে	১১ই মা, ৫ই সে
৪১৬	—	২৮এ ফে, ২৪এ আ
৪১৭	৩রা ফে	১৭ই ফে, ১৩ই আ
৪১৮	১৯ জুলা	২৯এ ডি
৪১৯	৮ই জুলা, ৩রা ডি	১৭এ জুলা ১৮ই ডি
৪২০	—	১২ই জু, ৬ই ডি
৪২১	১৭ই মে, ১১ই ন	—
৪২২	৬ই মে	১১এ এ, ১৬ই অ
৪২৩	২৬এ এ	১১ই এ, ৫ই অ
৪২৪	৯ই সে	৩১এ মা, ২৫এ সে
৪২৫	৬ই মা, ১৯এ আ	—
৪২৬	১০এ ফে	৮ই ফে, ৪ঠা আ
৪২৭	১০ই জুলা	১৯এ জা, ২৭এ জুলা
৪২৮	[illegible]	১৮ই জা ১৭ই জুলা
৪২৯	১২ই ডি	৩রা জু ২৭এ ন
৪৩০	—	২৩এ মে, ১৬ই ন
৪৩১	২৭এ এ	১৩ই মে, ৫ই ন
৪৩২	১৬ই এ, ১০ই অ	—
৪৩৩	২৯এ সে	২১এ মা, ১৫ই সে
৪৩৪	২৫এ ফে	১১ই মা, ৪ঠা সে
৪৩৫	১৪ই ফে	২৮এ ফে, ২৪এ আ
৪৩৬	৩রা ফে ২৯এ জুলা	—
৪৩৭	১৩ই ডি, ১৯এ জুলা	৮ই জা, ৩ জুলা ২৮এ ডি
৪৩৮	৩রা ডি	২৩এ জু, ১৭ই ডি
৪৩৯	—	—
৪৪০	১৭ই মে	৩রা মে, ২৬এ অ
৪৪১	৬ই মে, ১লা অ	২২এ এ, ১৬ই অ
৪৪২	২০এ সে,	১১ই এ, ৫ই অ
৪৪৩	১৭ই মা	—
৪৪৪	—	১৯এ ফে, ১৪ই আ
৪৪৫	২০এ জুলা	৮ই ফে, ৩রা আ
৪৪৬	১০ই জুলা	২৮এ জা, ২৪এ জুলা
৪৪৭	২৯এ জু, ২৩এ ডি	১৪ই জু, ৮ই ডি
৪৪৮	—	৩রা জু, ৩০ ন
৪৪৯	৮ই মে,	১১এ মে, ১৬ই ন
৪৫০	—	
৪৫১	—	২রা ?, ২৬এ সে
৪৫২	৩ই মা	২১এ মা, ১৫ই সে
৪৫৩	২৮এ ফে	১১ই মা ৪ঠা সে

খৃষ্টাব্দ ।	সূর্য্যগ্রহণ ।	চন্দ্রগ্রহণ ।
৪৫৪	১৩ই ফে, ১০ই আ	—
৪৫৫	৩০এ জুলা	১৯এ জা, ১৫ই জুলা
৪৫৬	১৩ই ডি	৯ই জা, ৩রা জুলা ৭এ ডি
৪৫৭	৮ই জু ৩রা ডি	—
৪৫৮	২৮এ মে	১৪ই মে, ৬ই ন
৪৫৯	১৮ই মে, ১২ই অ	৩রা মে, ২৭এ অ
৪৬০	৩০এ সে	২২এ এ, ১৬ অ
৪৬১	২৭এ মা, ২০এ সে	—
৪৬২	১৭ই মা,	২রা মা, ২৫এ আ
৪৬৩	১লা আ	২৯এ ফে, ১৫ই আ
৪৬৪	২০এ জুলা	৯ই ফে, ৩রা আ
৪৬৫	১৫ই জা, ৯ই জুলা	২৪এ জু, ১৮ই ডি
৪৬৬	২রা জা	১৪ই জু, ৭ই ডি
৪৬৭	১৯এ মে	৩রা জু, ২৭এ ন
৪৬৮	৮ই মে ১লা ন	—
৪৬৯	[illegible] অ	১২ই এ ৭ই অ
৪৭০	১ই অ	১লা এ, ২৬এ সে
৪৭১	৭ই মা	২২এ মা, ১৪ই সে
৪৭২	২০এ আ	—
৪৭৩	৯ই আ	৩০এ জা, ২৫এ জুলা
৪৭৪	৪ঠা আ	১৯এ জা ১৫ই জুলা
৪৭৫	১৯এ জু	৮ই জা, ৪ঠা জুলা
৪৭৬	৭ই জু	২৪এ মে, ১৭ই ন
৪৭৭	২৮এ মে	১৩ই মে, ৬ই ন
৪৭৮	১১ই অ	২রা মে, ২৭এ অ
৪৭৯	৮ই এ, ১লা অ	—
৪৮০	২৭এ মা,	১২ই মা, ৫ই সে
৪৮১	১১ই আ	২রা মা, ২৫এ আ
৪৮২	৩১এ জুলা	১৯এ ফে, ১৪ই আ
৪৮৩	২০এ জা	৬ই জুলা ৩০এ ডি
৪৮৪	১৪ জা	২৪এ জু, ১৮ই ডি
৪৮৫	২৯ মে	১৪ই জু, ৭ই ডি
৪৮৬	১৯এ মে, ১২ই ন	—
৪৮৭	১লা ন	২৩এ এ, ১৮ই অ
৪৮৮	২৯এ মা	১২ই এ, ৬ই অ
৪৮৯	১৮ই মা,	১লা এ, ২৫এ সে
৪৯০	৭ই মা	—
৪৯১	২১এ আ	১০ই ফে, ৫ই আ
৪৯২	১৫ই আ	৩০এ জা ২৫এ জুলা
৪৯৩	৪ঠা আ	১৮ই জা, ১৫ই জুলা
৪৯৪	[illegible] জু	৫ই জু, ১৮এ ন
৪৯৫	১৮ই জু ৩রা ন	২৫এ মে, ১৮ই ন
৪৯৬	২২এ অ	১৫ই মে, ৬ই ন
৪৯৭	১৮ই এ	—
৪৯৮	৭ই এ	২৩এ মা, ১৬ই সে

খৃষ্টাব্দ।	সূর্য্যগ্রহণ।	চন্দ্রগ্রহণ।
৪৯৯	২২এ আ	১৩ই মা, ৫ই সে
৫০০	১০ই আ	১লা মা, ২৫এ আ
৫০১	৩১এ জুলা	—
৫০২	—	৯ জা, ৬ই জুলা, ২৯এ ডি
৫০৩	১০ই জু	২৫এ জু ১৯এ ডি
৫০৪	২৯এ মে	—
৫০৫	—	৪ঠা মে, ২৮এ অ
৫০৬	৯ই এ	২৮এ এ ১৮ই অ
৫০৭	৩১এ মা	১৩ই এ, ৭ই অ
৫০৮	১৭ই মা ১১ই সে	—
৫০৯	৩১এ আ	২০এ ফে, ১৬ই আ
৫১০	—	৯ই ফে, ৫ই আ
৫১১	১৫ই জা	২৯এ জা, ২৬এ জুলা
৫১২	২৯এ জু	১৫ই জু, ৯ই ডি
৫১৩	১৯এ জু	৪ঠা জু ২৮এ ন
৫১৪	২রা ন	১৪এ মে, ১৮ই ন
৫১৫	২৩এ অ	—
৫১৬	১৮ই ন	৩রা এ ২২এ সে
৫১৭	৭ই এ	২৩এ মা. ১৫ই সে
৫১৮	২২এ আ	১৩ই মা, ৫ই সে
৫১৯	১৬ই ফে, ১১ই আ	—
৫২০	৫ই ফে	২০ জা, ১৬ই জুলা
৫২১	১০এ জু	৮ই জা, ৫ই জুলা, ২৯এ ডি
৫২২	১০ই জু, ৪ঠা ডি	—
৫২৩	২৩এ ন	১৫ই মে, ৯ই ন
৫২৪	১১ই ন	৩রা মে, ২৮এ অ
৫২৫	—	২৩এ এ, ১৭ই অ
৫২৬	২২এ সে	—
৫২৭	১১ই সে	৪ঠা মা, ২৭এ আ
৫২৮	৬ই ফে	১১এ ফে, ১৬ই আ
৫২৯	২৫এ জা	৯ই ফে, ৫ই আ
৫৩০	১৫ই জা, ১০ই জুলা	১০এ ডি
৫৩১	৩০এ জু	১৫ই জু, ১০ই ডি
৫৩২	১৩ই ন	৩রা জু, ২৮এ ন
৫৩৩	১০ই মে	—
৫৩৪	২৯এ এ	২৭ই জু, ৮ই অ
৫৩৫	১৮ই এ, ১৩ই সে	৪ঠা জু, ২৭এ সে
৫৩৬	১লা সে	২৩এ মা, ১৫ই সে
৫৩৭	২৫এ ফে, ২১এ আ	—
৫৩৮	১৪ই ফে	৩১এ জা ২৭এ জুলা
৫৩৯	১লা জুলা	২০এ জা, ১৭ই জুলা
৫৪০	২০এ জুলা, ১৪ই ডি	৯ই জা, ৫ই জুলা
৫৪১	৩রা ডি	২৫এ মে, ১৯এ ন
৫৪২	—	১৫ই মে, ৮ই ন
৫৪৩	২০এ এ	৪ঠা মে, ২৮এ অ
৫৪৪	৮ই এ	—
৫৪৫	২২এ সে	১৪ই মা, ৬ই সে
৫৪৬	১৬ই ফে	৩রা মা, ২৭এ আ
৫৪৭	৬ই ফে	২০এ ফে, ১৭ই আ
৫৪৮	২১এ জুলা	৩০এ ডি
৫৪৯	১০ই জুলা, ৫ই ডি	২৫এ জু, ২০এ ডি
৫৫০	২৪এ ন	১৫ই জু, ৯ই ডি
৫৫১	২১এ মে	৪ঠা জু
৫৫২	৯ই মে	২৭এ জু, ১৮ই অ
৫৫৩	২৩এ সে	১৫ই এ, ৭ই অ
৫৫৪	—	৩রা এ, ২৭এ সে
৫৫৫	—	—
৫৫৬	৬এ ফে	১১ই ফে, ৬ই আ
৫৫৭	১৫ই ফে, ১২ই জুলা	৩০এ জা, ২৭এ জুলা
৫৫৮	১লা জুলা	২০এ জা, ১৬ই জুলা
৫৫৯	—	৩০এ ন, ২১এ জু
৫৬০	৩রা ডি	২৫এ মে, ১৯এ ন
৫৬১	২০এ এ	১৫ই মে, ৮ই ন
৫৬২	১৯এ এ, ১৪ই অ	—
৫৬	৩রা অ,	২৫এ মা, ১৮ই সে
৫৬৪	২৮এ ফে, ২১এ সে	১৩ই মা, ৬ই সে
৫৬৫	১৬ই ফে	২রা মা, ২৭এ আ
৫৬৬	১লা আ	—
৫৬৭	২২ জুলা ১৬ই ডি	১১ই জা, ৭ই জুলা, ৩১এ ডি
৫৬৮	—	২৫এ জু, ২০এ ডি
৫৬৯	৩১এ মে, ২৪এ ন	১৪ এ জু
৫৭০	২০এ মে	৬ই মে, ২৯এ অ
৫৭১	৯ই মে	২৫এ এ, ১৮ই অ
৫৭২	২৩এ সে	১৪ই এ ৭ই অ
৫৭৩	১৯এ মা, ১২ই সে	—
৫৭৪	২ই মা	২১এ ফে, ১৮ই আ
৫৭৫	২৩এ জুলা	১১ই ফে, ৭ই আ
৫৭৬	১২ই জুলা	৩১এ জা ২৬ জুলা
৫৭৭	৫ই জা, ২৫এ ডি	১১ ডি
৫৭৮	—	৫ই জু, ৩০এ ন
৫৭৯	১১ই মে	২৬এ মে, ১৯এ ন
৫৮০	২৯এ এ, ১৪এ অ	—
৫৮১	১৫ই অ	৫ই এ, ২৭এ সে
৫৮২	১০ই মা, ২রা অ,	২৫এ মা, ১৮ই সে
৫৮৩	২৮এ ফে	১৩ই মা, ৭ই সে
৫৮৪	১৭ই ফে, ১১ই আ	—
৫৮৫	১লা আ	২০এ জা, ১৭ই জুলা
৫৮৬	১৬ই ডি	১১ই জা, ৬ই জুলা, ৩১ ডি

খৃষ্টাব্দ।	সূর্য্যগ্রহণ।	চন্দ্রগ্রহণ।
৫৮৭	১১ই জু, ৫ই ডি	২৫এ জু
৫৮৮	৩১এ মে,	১৬ই মে, ৯ই ন
৫৮৯	২০এ মে, ১৫ই অ	৬ই মে, ২৯এ অ
৫৯০	৪ঠা অ	২৫এ এ, ৮ই অ
৫৯১	৩০এ মা, ২৩এ সে	—
৫৯২	১৯এ মা	৪ঠা মা, ২৮এ আ
৫৯৩	৩রা আ	২১এ ফে, ১৭ই আ
৫৯৪	২৩এ জুলা	১০ই ফে, ৬ই আ
৫৯৫	১৭ই জা, ১২ই জুলা	২১এ ডি
৫৯৬	৫ই জা, ২৫এ ডি	১৫ই জুন, ১০ই ডি
৫৯৭	২১এ মে	৫ই জু ২৯এ ন
৫৯৮	১১ই মে	—
৫৯৯	৩০এ এ, ২৫এ অ	১৬ই এ ৯ই অ
৬০০	—	৪ঠা এ, ২৮এ সে
৬০১	১০ই মা	২৪এ মা ১৭ই সে
৬০২	২২এ আ	—
৬০৩	১২ই আ	১লা ফে, ২৮এ জুলা
৬০৪	{ ৭ই জা, ১লা আ ২৬এ ডি	২২এ জা, ১৬ই জুলা
৬০৫	২২ এ জু ১৬ই ডি	১১ই জা, ৬ই জুলা
৬০৬	১১ই জু	২৭এ মে, ২০এ ন
৬০৭	৩১ এ মে ২৬এ অ	১৭ই মে, ৯ই ন
৬০৮	—	৫ই মে, ২৯এ অ
৬০৯	১০ই এ	—
৬১০	১০এ মা	১৫ই মা, ৮ই সে
৬১১	২০এ মা	৪ঠা মা, ২৯এ আ
৬১২	২রা আ	২২এ ফে, ১৭ই আ
৬১৩	২৩ জুলা	—
৬১৭	—	{ ১লা জা, ২৭এ জু, ২২ এ ডি
৬১৫	৫ই জা, ২রা জু	১৬ই জু, ১১ই ডি
৬১৬	২১এ মে, ১৫ই ন	৫ই জু
৬১৭	১০ই মে, ৪ঠা ন	২৬এ এ, ২০এ অ
৬১৮	১লা এ, ২৪ এ অ	১৫ই এ, ৯ই অ
৬১৯	২১এ মা	৪ঠা এ, ২৯এ সে
৬২০	১০ই মা, ২রা সে	—
৬২১	২২এ আ	১২ই ফে, ৮ই আ
৬২২	১৭ই জা, ১২ই আ	১লা ফে, ২৮এ আ
৬২৩	২৭এ ডি	২২এ জা, ১৭ই জুলা
৬২৭	২১এ জু	৬ই জু. ৩০এ ন
৬২৫	১০ই জু	২৭এ মে ২০এ ন
৬২৬	২৬এ অ	১৭ই মে, ৯ই ন
৬২৭	২১এ এ, ১৫ই অ	—
৬ ৮	১০ই এ	২৫এ মা, ১৯ এ সে
৬২৯	৩০ মা, ২৪ আ,	১৫ই মা ৮ই সে
৬৩০	১৩ই আ	৪ঠা মা, ২৮ এ অ
৬৩১	৩রা আ	—
৬৩২	২৭এ জা	১৭ই জা, ৭ই জুলা
৬৩৩	১২ই জু	{ ১লা জা, ২৭এ জু, ২১এ ডি,
৬৩৪	১লা জু	১৬ই জু
৬৩৫	১৪ই ন	৭ই মে, ৩০এ অ
৬৩৬	১১ই এ, ৩রা ন	২৬এ এ, ২০এ অ
৬৩৭	১লা এ	১৫ই এ, ৯ই অ
৬৩৮	২১এ মা	—
৬৩৯	৭ই সে	২৩এ ফে, ১৯এ আ
৬৪০	—	১৩ই ফে, ৭ই আ
৬৪১	১৭ই জা	১লা ফে, ২৭এ জুলা
৬৪২	২রা জুলা	১২ই ডি
৬৪৩	২১এ জু	৭ই জু ১লা ডি
৬৪৪	৫ই ন	২৭এ মে, ১৯এ ন
৬৪৫	১লা মে, ১৫এ অ	—
৬৪৬	২১এ এ	৫ই এ, ৩০এ সে
৬৪৭	৪ঠা সে	২৬এ মা, ১৯এ সে
৬৪৮	১৪এ আ	১৪ই মা, ৭ই সে
৬৪৯	১৭ই ফে, ১৩ই আ	—
৬৫০	৬ই ফে	২০এ জা ১৮ই জুলা
৬৫১	২৭এ জা, ২৩এ জু	১২ই জা, ৮ই জুলা
৬৫২	১১ই জু	১লা জা, ২৭ এ জু
৬৫৩	১লা জু, ২৬এ ন	১৮ই মে, ১০ই ন
৬৫৪	—	৭ই মে, ৩১এ অ
৬৫৫	১২ই এ	২৬এ এ, ২১এ অ
৬৫৬	৩১এ মা, ২৩এ সে	—
৬৫৭	১৩ই সে	৫ই মা, ২৯এ আ
৬৫৮	৮ই ফে, ৩রা সে	২০এ ফে, ১৮ই আ
৬৫৯	২৮এ জা	১৩ই ফে, ৮ই আ
৬৬০	১৮ই জা ১৩ই জুলা	৩২এ ডি
৬৬১	২রা জুন	১৮ই জু, ১১ই ডি
৬৬২	—	৭ই জু, ১লা ডি
৬৬৩	—	—
৬৬৪	১লা মে	১৬ই এ, ১০ই অ
৬৬৫	২১এ এ	৫ই এ ৩০এ সে
৬৬৬	৪ঠা সে	২৬এ মা, ১৯এ সে
৬৬৭	২৮এ ফে, ২৫এ আ	—
৬৬৮	১৭ই ফে	৩রা ফে, ২৯এ জুলা
৬৬৯	৬ই ফে	২৩এ জা, ১৮ই জুলা
৬৭০	২০এ জু, ১৮ই ডি	১২ই জা, ৮ই জুলা
৬৭১	১০ই জু, ৭ই ডি	২১এ ন
৬৭২	২৫এ ম	১৭ই মে, ১০ই ন
৬৭৩	২২এ এ	৬ই মে, ৩১এ অ
৬৭৪	১২ই এ, ৫ই অ	—
৬৭৫	২৫এ সে	১৭ই মা, ৯ই সে

খৃষ্টাব্দ।	সূর্য্যগ্রহণ।	চন্দ্রগ্রহণ।
৬৭৬	১৩ই সে	৫ই মা, ২৯এ আ
৬৭৭	—	২৩এ ফে, ১৮ই আ
৬৭৮	১৩এ জা, ২৪এ জুলা	——
৬৭৯	১০ই জুলা	২রা জা, ২৯এ জু, ২৩এ ডি
৬৮০	২৭এ ন	১৭ই জু, ১১ই ডি
৬৮১	১৩এ মে, ১৩ই ন	৭ই জু,
৬৮২	১২ই মে	২৭এ এ, ২২এ অ
৬৮৩	২রা মে	১৬ই এ, ১১ই অ
৬৮৪	১৪ই সে	৫ই এ, ২৯ সে
৬৮৫	৪ঠা সে	——
৬৮৬	২৮এ ফে	১৫ই ফে, ৯ই আ
৬৮৭	১৫ই জুলা	৩রা ফে, ৩০এ জুলা
৬৮৮	৩রা জুলা, ২৮এ ডি	২৩এ জা, ১৮ই জুলা
৬৮৯	২২এ জু, ১৭ই ডি	২রা ডি
৬৯০	৬ই ডি	১৮এ মে ২২এ ন
৬৯১	২রা মে	১৭ই মে, ১১ই ন
৬৯২	২২এ এ	৬ই মে
৬৯৩	৫ই অ	২৭এ মা, ২০এ সে
৬৯৪	—	১৭ই মা, ৯ই সে
৬৯৫	১৯এ ফে	৬ই মা ২৯এ আ
৬৯৬	—	——
৬৯৭	২৩এ জুলা, ১৯এ ডি	১১ই জা, ৯ই জুলা
৬৯৮	১৩ই জুলা, ৮ ডি	১লা জা, ২৯এ জু, ২২এ ডি
৬৯৯	৩রা জু ২৭এ ন	১৮ই জু
৭০০	২৩এ মে	১লা ন
৭০১	১২ই মে	২৭এ এ, ২১এ অ
৭০২	২৬এ সে	১৬ই এ, ১০ই অ
৭০৩	২২এ মা	——
৭০৪	১০ই মা	২৫এ ফে, ১৯এ আ
৭০৫	২৮এ ফে, ২৫এ জুলা	১৩ই ফে, ৯ই আ
৭০৬	১৪ই জুলা	২রা ফে, ৩০এ জুলা
৭০৭	৪ঠা জুলা, ২৯এ ডি	১৩ই ডি
৭০৮	১৭ই ডি	৮ই জু, ২রা ডি
৭০৯	১৪ই মে	২৮ মে, ২২এ ন
৭১০	৩রা মে, ২৭এ অ	১৭ই মে
৭১১	১৬ই অ	৭ই এ, ১লা অ
৭১২	৫ই অ	২৭এ মা, ১৯এ সে
৭১৩	১লা মা	১৭ই মা, ৯ই সে
৭১৪	১৯এ ফে, ১৪ই আ	——
৭১৫	৪ঠা আ	২৩এ জা, ২১এ জুলা
৭১৬	২৩এ জুলা	৩ই জা, ৯ই জুলা
৭১৭	—	১লা জা, ২৮এ জু
৭১৮	৩রা জু	১২ই ন
৭১৯	২৪এ মে	৮ই মে ২রা ন

খৃষ্টাব্দ।	সূর্য্যগ্রহণ।	চন্দ্রগ্রহণ।
৭২০	৬ই অ	২৭এ এ, ২১এ অ
৭২১	১লা এ, ২৬এ সে	——
৭২২	২১এ মা	৭ই মা, ৩১এ আ
৭২৩	১১ই মা	২৪এ ফে, ২০এ আ
৭২৪	২৫এ জুলা	১৩ই ফে, ৯ই আ
৭২৫	১৯এ জা, ১৪ই জুলা	২৪এ ডি
৭২৬	৮ই জু, ২৮এ ডি	১২এ জু ১৩ই ডি
৭২৭	২৫এ মে	৮ই জু ৩রা ডি
৭২৮	১৩ই মে, ৭ই ন	২৭এ মে
৭২৯	২৭এ অ	১৮ই এ ১১ই অ
৭৩০	১৬ই অ	৭ই এ, ১লা অ
৭৩১	১২ই মা	২৮এ মা ২০এ সে
৭৩২	১লা মা, ২৫এ আ	——
৭৩৩	১৪ই আ	৩রা ফে, ৩১ জুলা
৭৩৪	{ ১০ই জা, ৩রা আ, ৩০ ডি }	২৪এ জা, ২০এ জুলা
৭৩৫	১৯এ ডি	১৩ই জা, ৯ই জুলা
৭৩৬	—	২৩এ ন
৭৩৭	৩রা জু	১৮ই মে, ১২ই ন
৭৩৮	১৮ই অ	৮ই মে, ১লা ন
৭৩৯	৭ই অ	——
৭৪০	১লা এ	১০ই মা, ১০ই সে
৭৪১	—	৭ই মা, ৩১এ আ
৭৪২	৫ই আ	২৪এ ফে, ২০এ আ
৭৪৩	৩০এ আ	——
৭৪৪	১৯এ আ	৬ঠা জা, ২৯এ জু, ২৪এ ডি
৭৪৫	৪ঠা জু	১৮ই জু, ১৩ই ডি
৭৪৬	২৫এ মে	৮ই জু
৭৪৭	১৪ই মে ৭ই ন	২৯এ এ
৭৪৮	২৭এ অ	১৮ই এ, ১১ই অ
৭৪৯	২৩এ মা	৭ই এ, ৩০এ সে
৭৫০	—	——
৭৫১	২৫এ আ	১৫ই ফে, ১১ই আ
৭৫২	১৪ই আ	৪ঠা ফে, ৩১এ জুলা
৭৫৩	৯ই জা ২৯এ ডি	২৪এ জা, ২০এ জুলা
৭৫৪	২৫এ জু	৪ঠা ডি
৭৫৫	১৪ই জু	১০এ মে, ২৩এ ন
৭৫৬	২৮এ অ	১৮ই মে, ১১ই ন
৭৫৭	২০এ এ	৮ই মে,
৭৫৮	১২ই এ	২৯এ মা, ২১এ সে
৭৫৯	২রা এ	১৮ই মা, ১১ই সে
৭৬০	১৫ই আ	৬ই মা, ৩১এ আ
৭৬১	৫ই আ	——
৭৬২	৩০এ জা	১৫ই জা, ১০ই জুলা
৭৬৩	১৮ই জা, ১৩ই জু	{ ৪ঠা জা, ৩০এ জু, ২৫এ ডি

খৃষ্টাব্দ।	সূর্য্যগ্রহণ।	চন্দ্রগ্রহণ।	
৬৭৬	১৩ই সে	৫ই মা,	২৯এ আ
৬৭৭	—	২৩এ ফে,	১৮ই আ
৬৭৮	২৩এ জা, ২৪এ জুলা		——
৬৭৯	১০ই জুলা	{ ২রা জা, ২৯এ জু, ২৩এ ডি	
৬৮০	২৭এ ন	১৭ই জু,	১১ই ডি
৬৮১	১৩এ মে, ১০ই ন	৭ই জু,	
৬৮২	১২ই মে	২৭এ এ,	২২এ অ
৬৮৩	২রা মে	১৬ই এ,	১১ই অ
৬৮৪	১৯ই সে	৫ই এ,	২৯ সে
৬৮৫	৪ঠা সে		——
৬৮৬	২৮এ ফে	১৬ই ফে,	৯ই আ
৬৮৭	১৫ই জুলা	৩রা ফে,	৩০এ জুলা
৬৮৮	৩রা জুলা, ২৮এ ডি	২৩এ জা,	১৮ই জুলা
৬৮৯	২২এ জু, ১৭ই ডি	১লা ডি	
৬৯০	৬ই ডি	১৮এ মে,	২২এ ন
৬৯১	২রা মে	১৭ই মে,	১১ই ন
৬৯২	২২এ এ	৬ই মে	
৬৯৩	৫ই অ	২৭এ মা,	১০এ সে
৬৯৭	—	১৭ই মা,	৯ই সে
৬৯৫	১৯এ ফে	৬ই মা,	২৯এ আ
৬৯৬	—		——
৬৯৭	২৩এ জুলা, ১৯এ ডি	১৭ই জা,	৯ই জুলা
৬৯৮	১৩ই জুলা, ৮ ডি	{ ২রা জা, ২৯এ জু, ২২এ ডি	
৬৯৯	৩রা জু ২৭এ ন	১৮ই জু	
৭০০	২৩এ মে	১লা ন	
৭০১	১২ই মে	২৭এ এ,	২১এ অ
৭ ২	২৬এ সে	১৬ই এ,	১০ই অ
৭০৩	২২এ মা		——
৭০৪	১০ই মা	২৫এ ফে,	১৯এ আ
৭০৫	২৮এ ফে, ২৫এ জুলা	১৩ই ফে,	৯ই আ
৭০৬	১৪ই জুলা	২রা ফে,	৩০এ জুলা
৭০৭	৪ঠা জুলা, ২৯এ ডি	১৩ই ডি	
৭০৮	১৭ই ডি	৮ই জু,	২রা ডি
৭০৯	১৪ই মে	২৮ মে,	২২এ ন
৭১০	৩রা মে, ২৭এ অ	১৭ই মে	
৭১১	১৬ই অ	৭ই এ,	১লা অ
৭১২	৫ই অ	২৭এ মা,	১৯এ সে
৭১৩	১লা মা	১৭ই মা,	৯ই সে
৭১৪	১৯এ ফে, ১৫ই আ		——
৭১৫	৪ঠা আ	২৪এ জা,	২১এ জুলা
৭১৬	২৩এ জুলা	১৩ই জা,	৯ই জুলা
৭১৭	—	২রা জা,	২৮এ জু
৭১৮	৩রা জু	১২ই ন	
৭১৯	২১এ মে	৮ই মে	২রা ন
৭২০	৬ই অ	২৭এ এ,	২১এ অ
৭২১	১লা এ, ২৬এ সে		——
৭২২	২১এ মা	৭ই মা,	৩১এ আ
৭২৩	১১ই মা	২৪এ ফে,	২০এ আ
৭২৪	২৫এ জুলা	১৩ই ফে,	৯ই আ
৭২৫	১৯এ জা, ১৪ই জুলা	২৪এ ডি	
৭২৬	৮ই জু, ২৮এ ডি	১৯এ জু	১৩ই ডি
৭২৭	২৫এ মে	৮ই জু	৩রা ডি
৭২৮	১৩ই মে, ৬ই ন	২৭এ মে	
৭২৯	২৭এ অ	৮ই এ	১১ই অ
৭৩০	১৬ই অ	৭ই এ,	১লা অ
৭৩১	১১ই মা	২৮এ মা	২০এ সে
৭৩২	১লা মা, ২৫এ আ		——
৭৩৩	১৪ই আ	৩রা ফে,	৩১ জুলা
৭৩৪	{ ১০ই জা, ৩রা আ, ৩০ ডি }	২৪এ জা,	২০এ জুলা
৭৩৫	১৯এ ডি	১৩ই জা,	৯ই জুলা
৭৩৬	—	২৩এ ন	
৭৩৭	৩রা জু	১৮ই মে,	১২ই ন
৭৩৮	১৮ই অ	৮ই মে,	১লা ন
৭৩৯	৭ই অ		——
৭৪০	১লা এ	১৬ই মা,	১০ই সে
৭৪১	—	৭ই মা,	৩১এ আ
৭৪২	৫ই আ	২৪এ ফে,	২০এ আ
৭৪৩	৩০এ জা		——
৭৪৪	১৯এ জা	{ ৪ঠা জা, ২৯এ জু, ২৪এ ডি	
৭৪৫	৪ঠা জু	১৮ই জু,	১৩ই ডি
৭৪৬	২৫এ মে	৮ই জু	
৭৪৭	১৪ই মে ৭ই ন	২৯এ এ	
৭৪৮	২৭এ অ	১৮ই এ,	১১ই অ
৭৪৯	২৩এ মা	৭ই এ,	৩০এ সে
৭৫০	—		——
৭৫১	২৫এ আ	১৫ই ফে,	১১ই আ
৭৫২	১৪ই আ	৪ঠা ফে,	৩১এ জুলা
৭৫৩	৯ই জা ২৯এ ডি	২৪এ জা,	১০এ জুলা
৭৫৪	২৫এ জু	৪ঠা ডি	
৭৫৫	১৪ই জু	১০এ মে,	২৩এ ন
৭৫৬	২৮এ অ	১৮ই মে,	১১ই ন
৭৫৭	২০এ এ	৮ই মে,	
৭৫৮	১২ই এ	২৯এ মা,	২১এ সে
৭৫৯	২রা এ	১৮ই মা,	১১ই সে
৭৬০	১৫ই আ	৬ই মা,	৩১এ আ
৭৬১	৫ই আ		——
৭৬২	৩০এ জা	১৫ই জা,	১০ই জুলা
৭৬৩	১৮ই জা, ১৩ই জু	{ ৪ঠা জা, ৩০এ জু, ২৫এ ডি	

খৃষ্টাব্দ ।	সূর্য্যগ্রহণ ।	চন্দ্রগ্রহণ ।
৮৫২	২৪এ মা, ১৭ই সে	৯ই মা
৮৫৩	১৩ই মা	২৭এ ফে, ২২এ আ
৮৫৪	২৮এ জু	১৬ই ফে, ১২ই আ
৮৫৫	১৭ই জুলা	—
৮৫৬	১১ই জা, ৩১এ ডি	২২এ জু, ১৫ই ডি
৮৫৭	২৭এ মে	২১এ জু, ৫ই ডি
৮৫৮	—	৩১এ মে, ২৪এ ন
৮৫৯	৬ই মে, ২৯এ অ	—
৮৬০	১৮ই অ	৯ই এ, ৩রা অ
৮৬১	১৫ই মা	৩০এ মা, ২২এ সে
৮৬২	৪ঠা মা, ২৯এ আ	১৯এ মা, ১১ই সে
৮৬৩	১৮ই আ	৭ই ফে, ৩রা আ
৮৬৪	৬ই আ	২৭এ জা, ২২এ জুলা
৮৬৫	১লা জা, ২১এ ডি	১৫ই জা ১২ই জুলা
৮৬৬	১৬ই জু	২৬এ ন
৮৬৭	৬ই জু	২২এ মে, ১৫ই ন
৮৬৮	১৯এ অ	১০ই মে, ৪ঠা ন
৮৬৯	৯ই অ	২৯এ এ
৮৭০	—	২১এ মা
৮৭১	২৪এ মা	১০ই মা, ২রা সে
৮৭২	৮ই আ	২৮এ ফে, ২২এ আ
৮৭৩	১লা ফে, ২৮এ জুলা	১২ই আ
৮৭৪	২১এ জা, ১৭ই জুলা	৩রা জুলা, ২৬এ ডি
৮৭৫	১১ই জা, ৭ই জু	২২এ জু, ১৬ই ডি
৮৭৬	২৭এ মে	১০ই জু, ৫ই ডি
৮৭৭	৯ই ন	—
৮৭৮	২৯এ অ	২০এ এ, ১৫ই অ
৮৭৯	২৬এ মা	১০ই এ, ৪ঠা অ
৮৮০	১৪ই মা, ৮ই সে	৩০এ মা, ২২এ সে
৮৮১	২৮এ আ	১০ই ফে, ১৩ই আ
৮৮২	১৭ই আ	৭ই ফে, ৩রা আ
৮৮৩	—	২৭এ জা, ৩এ জুলা
৮৮৪	২রা জা, ২৬এ জু	১৬ই জা, ৬ই ডি
৮৮৫	১৬ই জু	১লা জু, ২৬এ ন
৮৮৬	৬ই জু	২১এ মে ১৫ই ন
৮৮৭	২০এ অ	১১ই মে
৮৮৮	১৫ই এ, ৯ই অ	৩১এ মা
৮৮৯	৪ঠা এ	২১এ মা, ১৩ই সে
৮৯০	১৯এ আ	১০ই মা, ২রা সে
৮৯১	১২ই ফে	২৩এ আ
৮৯২	২রা ফে	১৩ই জুলা
৮৯৩	১৭ই জু	৬ই জা, ২রা জুলা, ২৬এ ডি
৮৯৪	৭ই জু	২২এ জু, ১৬ই ডি
৮৯৫	২৮এ মে, ২০এ ন	—
৮৯৬	—	১লা মে, ২৫এ অ
৮৯৭	৫ই এ	২০এ এ, ১৪ই অ
৮৯৮	২৬এ মা	১০ই এ, ৩রা অ
৮৯৯	১৫ই মা	২৪এ আ
৯০০	—	১৮ই ফে, ১৩ই আ
৯০১	২৩এ জা	৬ই ফে, ৩রা আ
৯০২	১২ই জা, ৮ই জু	২৬এ জা, ১৭ই ডি
৯০৩	২৭এ জু	১২ই জু, ৭ই ডি
৯০৪	১৬ই জু, ১০ই ন	৩১এ মে, ২৫এ ন
৯০৫	—	২১এ মে
৯০৬	২৬এ এ	—
৯০৭	১৫ই এ	১লা এ, ২৪এ সে
৯০৮	২৯এ আ	২০এ মা, ১৩ই সে
৯০৯	১৮ই আ	২রা সে
৯১০	১২ই ফে	২৪এ জুলা
৯১১	২রা ফে	১৭ই জা, ১৪ই জুলা
৯১২	১৭ই জু	৭ই জা, ২রা জুলা, ২৬এ ডি
৯১৩	৭ই জু	—
৯১৪	১০এ ন	১১ই মে, ৫ই ন
৯১৫	১৭ই এ	২রা মে, ২৫এ অ
৯১৬	৫ই এ	২০এ এ, ১৫ই অ
৯১৭	১৯এ সে	—
৯১৮	৮ই সে	২৮এ ফে, ২৪এ অ
৯১৯	৩রা ফে	১৭ই ফে ১৪ই আ
৯২০	২৪এ জা, ১৮ই জুলা	৭ই ফে, ২৮এ ডি
৯২১	৮ই জুলা	২৩এ জু, ১৭ই ডি
৯২২	২৭এ জু, ২১এ ন	১২ই জু, ৭ই ডি
৯২৩	১১ই ন	১লা জু
৯২৪	৯ই সে	—
৯২৫	২৫এ এ	১১ই এ, ৪ঠা অ
৯২৬	১০ই সে	১লা এ, ২৪এ সে
৯২৭	[illegible]ই মা, ৩০এ আ	১৪ই সে
৯২৮	২৪এ ফে, ১৮ই আ	৪ঠা আ
৯২৯	১২ই ফে	২৭এ জা, ২৪এ জুলা
৯৩০	২৯এ জু	১৭ই জা, ১২ই জুলা
৯৩১	১৮ই জু, ১২ই ডি	৭ই জা
৯৩২	৩০এ ন	২২এ মা, ১৬ই ন
৯৩৩	২৭এ এ	১২ই মে, ৫ই ন
৯৩৪	১৬ই এ, ১১ই অ	২রা মে, ২৫এ অ
৯৩৫	৬ই এ, ৩০এ সে	—
৯৩৬	১৮ই সে	১১ই মা, ৪ঠা সে
৯৩৭	১৩ই ফে	২৮এ ফে, ২৪এ আ
৯৩৮	৩রা ফে	১৭ই ফে
৯৩৯	১৯এ জুলা	৮ই জা, ৪ঠা জুলা, ২৯এ ডি
৯৪০	৮ই জুলা	২২এ জু, ১৭ই ডি

খৃষ্টাব্দ।	সূর্য্যগ্রহণ।	চন্দ্রগ্রহণ।
৯৪১	২১এ ন	১২ই জু
৯৪২	১৭ই মে, ১১ই ন	——
৯৪৩	৭ই মে	২৩এ এ, ১৬ই অ
৯৪৪	২৫এ এ, ২০এ সে	১১ই এ, ৪ঠা অ,
৯৪৫	১৬ই মা, ৯ই সে	২৪এ সে
৯৪৬	৬ই মা, ২৯এ আ	——
৯৪৭	—	৮ই ফে, ৪ঠা আ
৯৪৮	৯ই জুলা	১৮এ জা, ২৩এ জুলা
৯৪৯	২৮এ জু, ২২এ ডি	১৭ই জা
৯৫০	১২ই ডি	৩রা জু ১০ ন
৯৫১	৮ই মে	২৩এ মে, ১৬ই ন
৯৫২	২৬এ এ	১২ই মে, ৪ঠা ন
৯৫৩	১৬ই এ	——
৯৫৪	—	২২এ মা, ১৫ই সে
৯৫৫	—	১১ই মা, ৪ঠা সে
৯৫৬	১৪ই ফে, ৮ই আ	২৮এ ফে
৯৫৭	২৯এ জুলা	১৮ই জা
৯৫৮	১৯এ জুলা, ১৩ই ডি	{ ৮ই জা, ৩রা জুলা, ২৮এ ডি
৯৫৯	২রা ডি	২৩এ জু
৯৬০	২৮এ মে	——
৯৬১	১৭ই মে	৩রা মে, ২৬এ অ
৯৬২	১লা অ,	২২এ এ, ১৬ই অ
৯৬৩	২০এ সে	১১ই এ, ৫ই অ
৯৬৪	১৬ই মা	——
৯৬৫	৬ই মা	১৮ই ফে, ১৫ই আ
৯৬৬	২০এ জুলা	৮ই ফে, ৪ঠা আ
৯৬৭	১০ই জুলা	২৮এ জা
৯৬৮	২২এ ডি	১৩ই জু, ৭ই ডি
৯৬৯	১৯এ মে	৩রা জু, ২৬এ ন
৯৭০	৮ই মে	২৩এ মে, ১৫ই ন
৯৭১	২৭এ এ, ২২এ অ	——
৯৭২	১০ই অ	১লা এ, ২৫এ সে
৯৭৩	৭ই মা	২১এ মা, ১৫ই সে
৯৭৪	২৫এ ফে, ২০এ আ	১১ই মা, ৪ঠা সে
৯৭৫	১০ই আ	——
৯৭৬	২৯এ জুলা	১৯এ জা, ১৪ই জুলা
৯৭৭	১৩ই ডি	{ ৮ই জা, ৩রা জুলা, ২৮এ ডি
৯৭৮	৮ই জু	——
৯৭৯	২৮এ মে	১৪ই মে, ৬ই ন
৯৮০	১৭ই মে	৩রা মে, ২৬এ অ
৯৮১	৩০এ সে	২২এ এ, ১৬ই অ
৯৮২	২৮এ মা, ২০এ সে	——
৯৮৩	১৭ই মা	১লা মা, ২৬এ আ
৯৮৪	৩০এ জুলা	১৯এ ফে, ১৪ই আ
৯৮৫	২০এ জুলা	৮ই ফে, ৩রা আ
৯৮৬	১৩ই জা	২৪এ জু, ১৯এ ডি
৯৮৭	—	১৪ই জু, ৮ই ডি
৯৮৮	১৮ই মে	২রা জু, ২৬এ ন
৯৮৯	৮ই মে, ১লা ন	——
৯৯০	২১এ অ	১২ই এ, ৭ই অ
৯৯১	৮ই মা, ১০ই অ	১লা এ, ২৬এ সে
৯৯২	৭ই মা	২১এ মা, ১৪ই সে
৯৯৩	২৪এ ফে, ২০এ আ	——
৯৯৪	৯ই আ	৩০এ জা, ২৫এ জুলা
৯৯৫	৪ঠা জা	১৯এ জা, ১৪ই জুলা
৯৯৬	—	৮ই জা
৯৯৭	৭ই জুন	২৪এ মে, ১৭ই ন
৯৯৮	২৮এ মে ২৩এ অ	১৪ই মে, ৬ই ন
৯৯৯	১২ই অ	৩রা মে, ২৭এ অ
১০০০	৭ই এ, ৩০এ সে	——
১০০১	—	১২ই মা, ৫ই সে
১০০২	১১ই আ	১লা মা ২৫এ আ
১০০৩	৩১এ জুলা	৯এ ফে, ১৪ই আ
১০০৪	২৪এ জা, ২০এ জুলা	৪ঠা জুলা, ২৯এ ডি
১০০৫	১৩ই জা	২৪এ জু, ১৮ই ডি
১০০৬	২৯এ মে	৭ই ডি
১০০৭	১৯এ মে	——
১০০৮	—	২৩এ এ, ১৭ই অ
১০০৯	২৯এ মা	১২ই এ, ৬ই অ
১০১০	১৮ই মা	১লা এ, ২৬এ সে
১০১১	৭ই মা, ৩১এ আ	——
১০১২	২০এ আ	১০ই ফে, ৫ঠা আ
১০১৩	১৫ই জা	২৯এ জা, ২৫এ জুলা
১০১৪	৪ঠা জা, ৩০এ জু	১৯এ জা, ১৪ই জুলা
১০১৫	১৯এ জু	৫ই জু, ২৮এ ন
১০১৬	৭ই জু, ২রা ন	২৪এ মে, ১৭ই ন
১০১৭	২২এ অ	১৩ই মে, ৬ই ন
১০১৮	১৮ই এ	——
১০১৯	১১এ মা	২৩এ মা, ১৬ই সে
১০২০	—	১২ই মা, ৪ঠা সে
১০২১	১১ই আ	১লা মা, ২৫এ আ
১০২২	৩১এ জুলা	১৬ই জুলা
১০২৩	২৪এ জা	{ ৯ই জা, ৫ই জুলা, ২৯এ ডি
১০২৪	৯ই জু	২৪এ জু, ১৮ই ডি
১০২৫	২৯এ মে, ২৩এ ন	——
১০২৬	১২ই ন	৪ঠা মে, ২৮এ অ
১০২৭	৯ই এ, ১লা ন	২৩এ এ, ১৮ই অ
১০২৮	১৮এ মা	১২ই এ, ৬ই অ
১০২৯	১১ই সে	——

খৃষ্টাব্দ।	সূর্য্যগ্রহণ।	চন্দ্রগ্রহণ।
১১১৮	২২এ মে	৫ই জু, ৩০এ ন
১১১৯	১১ই মে	—
১১২০	২৮এ অ	১৫ই এ, ৮ই অ
১১২১	২০এ মা, ১৩ই অ	৪ঠা এ, ২৮এ সে
১১২২	১০ই মা	২৪এ মা, ১৭ই সে
১১২৩	২২এ আ	—
১১২৪	১১ই আ	[illegible] ফে, ২৮এ জুলা
১১২৫	৬ই আ, ২৬এ ডি	২১এ জা, ১৭ই জুলা
১১২৬	২২এ জু	১১ই জা, ৬ই জুলা
১১২৭	১১ই জু	২৭এ মে, ২০এ [illegible]
১১২৮	৩০এ মে, ২৫এ অ	১৬ই মে, ৮ই ন
১১২৯	১৫ই অ	৫ই মে, ২৯এ অ
১১৩০	৪ঠা অ	—
১১৩১	৩০এ মা	৫ই মা, ৮ই সে
১১৩২	১৯এ মা	৩রা মা, ২৮এ আ
১১৩৩	২রা আ	১১এ ফে, ১৭ই আ
১১৩৪	২৭এ জা, ২৩এ জুলা	—
১১৩৫	১৬ই জা	১লা জা, ২৭এ জু, ২২এ ডি
১১৩৬	[illegible] জা, ১লা জু	৫ই জু, ১০ই ডি
১১৩৭	২১এ মে, ১৫ই ন	৫ই জু
১১৩৮	৪ঠা ন	২৬এ এ, ২০এ অ
১১৩৯	—	১৬ই এ, ৯ই অ
১১৪০	২০এ মা	৪ঠা এ, ২৮এ সে
১১৪১	১০ই মা, ২রা সে	—
১১৪২	—	১২ই ফে, ৮ই আ
১১৪৩	১২ই আ	১লা ফে, ২৮এ জুলা
১১৪৪	৬ই জা, ২৬এ ডি	২২এ জা, ১৭ই জুলা
১১৪৫	২২এ জু	৬ই জা, ১লা ডি
১১৪৬	১১ই জু, ৬ই ন	২৭এ মে, ২০এ ন
১১৪৭	২৬এ অ	১৭ই মে, ৯ই ন
১১৪৮	২০এ এ, ১৪ই অ	—
১১৪৯	৯ই এ	২৫এ মা, ১৯এ সে
১১৫০	২৪এ আ	১৫ই মা, ৮ই সে
১১৫১	১৩ই আ	৪ঠা মা, ২৮এ আ
১১৫২	৭ই ফে, [illegible] আ	—
১১৫৩	২৬এ জা	১২ই জা, ৭ই জুলা
১১৫৪	১২ই জু	১লা জা, ২৭এ জু, ২১এ ডি
১১৫৫	১লা জু, ২৬এ ন	১৬ই জু
১১৫৬	১১এ মে	৭ই মে, ৩০এ অ
১১৫৭	[illegible] এ, ৪ঠা ন	২৬এ এ, ১৯এ অ
১১৫৮	—	১৫ই এ, ৯ই অ
১১৫৯	২ এ মা	—
১১৬০	[illegible] সে	১৩ই ফে, ১৮ই আ
১১৬১	২৮এ জা	১২ই ফে, ৭ই আ
১১৬২	১৭ই জা	[illegible] ফে, ১৭এ জুলা
১১৬৩	৬ই জা, ৩রা জুলা	১৬ই জু, ১২ই ডি
১১৬৪	২১এ জু, ১৬ই ন	৬ই জু, ৩০এ ন
১১৬৫	—	২৭এ ম, ১৯এ ন
১১৬৬	[illegible] লা মে	—
১১৬৭	২১এ এ	৬ই এ, ৩০এ সে
১১৬৮	৯ই এ, ৩রা সে	২৫এ মা, ১৯এ সে
১১৬৯	২৪এ আ	১৪ই মা, ৮ই সে
১১৭০	—	—
১১৭১	—	২৩এ জা, ১৮ই জুলা
১১৭২	১৭এ জা, ২৩এ জু	১২ই জা
১১৭৩	১২ জু	১লা জা, ২৭এ জু
১১৭৪	[illegible] লা জু, ৬এ ন	১৮ই মে, ১০ই ন
১১৭৫	১৫ই ন	৭ই মে, ৩১এ অ
১১৭৬	১০ই এ	২৫এ এ, ১৯এ অ
১১৭৭	১৩এ মে	—
১১৭৮	[illegible] স	৫ই মা, ৩০এ আ
১১৭৯	৮ই ফে, ৩রা সে	২৩এ ফে, ১৯এ আ
১১৮০	২০এ জা	১৩ই ফে, ৭ই আ
১১৮১	১৭ই জা, ১৩ই জুলা	২২এ ডি
১১৮২	২রা জুলা	১৮ই জু, ১১ই ডি
১১৮৩	১৭ই ন	৭ই জু, ১লা ডি
১১৮৪	৫ই ম	—
১১৮৫	১লা মে	১৬ই এ, ১০ই অ
১১৮৬	২১এ এ	৫ই এ, ৩০এ সে
১১৮৭	৪ঠা সে	২৬এ মা, ১৯এ সে
১১৮৮	২৯এ ফে, ২৪এ আ	—
১১৮৯	১৭ই ফে	৩রা ফে, ২৯এ জুলা
১১৯০	৬ই ফে, ৪ঠা জুলা	২৩এ জা, ১৮ই জুলা
১১৯১	২৩এ জু, ১৮ই ডি	১২ই জা, ৮ই জুলা
১১৯২	১২ই জু, ৬ই ডি	২৮এ মে, ২১এ ন
১১৯৩	—	১৮ই মে, ১০ই ন
১১৯৪	[illegible]	৭ই মে, ৩১এ অ
১১৯৫	২ই এ, ৫ই অ	—
১১৯৬	—	১৬ই মা, ৯ই সে
১১৯৭	১৩ই সে	৫ই মা, ২৯ আ
১১৯৮	[illegible] ই ফে	২৩এ ফে, ১৮ই আ
১১৯৯	২৮এ জা, ২৪এ জুলা	—
১২০০	১২ই জুলা, ৮ই ডি	৩রা জা, ২৮এ জু, ২২এ ডি
১২০১	২৭এ ন	১৮ই জু, ১১ই ডি
১২০২	২৩এ মে	—
১২০৩	১২ই মে	২৭এ এ, ২২এ অ
১২০৪	১লা মে	১৬ই এ, ১০ই অ
১২০৫	—	৫ই এ, ২৯এ সে
১২০৬	১১ই মা, ৪ঠা সে	—

খৃষ্টাব্দ।	সূর্য্যগ্রহণ।	চন্দ্রগ্রহণ।
১২০৭	২৮এ ফে	১৪ই ফে, ৯ই আ
১২০৮	১৪ই জুলা	৩রা ফে, ২৯এ জুলা
১২০৯	৩রা জুলা, ২৮এ ডি	২২এ জা, ১৮ই জুলা
১২১০	১৭ই ডি	৯ই জু, ২রা ডি
১২১১	—	২৯এ মে, ২২এ ন
১২১২	২রা মে	১৭ই মে, ১০ই ন
১২১৩	২২এ এ	—
১২১৪	৫ই অ	২৭এ মা ২০এ সে
১২১৫	২রা মা	১৭ই মা ৯ই সে
১২১৬	১৯এ ফে	৫ই মা ২৮এ আ
১২১৭	৭ই ফে, ৪ঠা আ	—
১২১৮	২৪এ জুলা ১৯এ ডি	১৩ই জা ৯ই জুলা
১২১৯	—	২রা জা ২৯এ জু, ২২এ ডি
১২২০	২রা জু	—
১২২১	২৩এ মে	৮ই মে ১লা ন
১২২২	১২ই মে, ৬ই অ	২৭এ এ ২২এ অ
১২২৩	২৬এ সে	১৬ই এ ১১ই অ
১২২৪	২১এ মা	—
১২২৫	—	২৪এ ফে ১৯এ আ
১২২৬	২৮এ ফে, ২৫এ জুলা	১৪ই ফে ৯ই আ
১২২৭	১৫ই জুলা	৩রা ফে ৩০এ জুলা
১২২৮	৩রা জুলা, ২৮এ ডি	১২ই ডি
১২২৯	—	৮ই জু ২রা ডি
১২৩০	১৪ই মে	২৮এ মে ২২এ ন
১২৩১	৩রা মে, ২৬এ অ	—
১২৩২	১৫ই অ	৬ই এ, ১লা অ
১২৩৩	৫ই অ	২৭এ মা ২০এ সে
১২৩৪	১লা মা	১৭ই মা ৯ই সে
১২৩৫	১৯এ ফে, ১৫ই আ	—
১২৩৬	৩রা আ	২৪এ মা ২০এ জুলা
১২৩৭	১৯এ ডি	১২ই জা ৯ই জুলা
১২৩৮	৮ই ডি	২রা জা ২৯এ জু
১২৩৯	৩রা জু	১২ই ন
১২৪০	২৩এ মে	৭ই মে ১লা ন
১২৪১	৬ই অ	২৭এ এ ২১এ অ
১২৪২	২৬এ সে	—
১২৪৩	২২এ মা	৮ই মা ৩১এ আ
১২৪৪	১০ই মা, ৫ই আ	২৫এ ফে ১৯এ আ
১২৪৫	২৫এ জুলা	১৫ই ফে ৯ই আ
১২৪৬	১৯এ জা ১৪ই জুলা,	২৪এ ডি
১২৪৭	৮ই জা	১৯এ জু ১৩ই ডি
১২৪৮	২৪এ মে	৮ই জু ২রা ডি
১২৪৯	১৪ই মে, ৬ই ন	২৮এ মে
১২৫০	—	১৮ই এ ১২ই অ
১২৫১	১৬ই অ	৭ই এ ১লা অ
১২৫২	১১ই মা	২৭এ মা ১৯এ সে
১২৫৩	১লা মা, ২৫এ আ	—
১২৫৪	১৫ই আ	৪ঠা ফে ৩১এ জুলা
১২৫৫	১০ই জা, ২০এ ডি	২৪এ জা ২০এ জুলা
১২৫৬	১০ই ডি	১৩ই জা ৯ই জুলা
১২৫৭	১৩ই জু	২৩এ ন
১২৫৮	৩রা জু	১৮ই মে ১২ই ন
১২৫৯	—	৮ই মে ১লা ন
১২৬০	১২ই এ, ৬ই অ	—
১২৬১	১লা এ	১৮ই মা ১০ই সে
১২৬২	—	৭ই মা ৩১এ আ
১২৬৩	৫ই আ	৪ঠা ফে ২০এ আ
১২৬৪	৩০এ জা	—
১২৬৫	১৯এ জা	৩রা জা ৩০এ জু, ২৪এ ডি
১২৬৬	৮ই জা, ৪ঠা জু	১৯এ জু ১৩ই ডি
১২৬৭	২৫এ মে	৮ই জু
১২৬৮	১৩ই মে, ৬ই ন	২৮এ এ ২২এ অ
১২৬৯	—	১৮ই এ ১১ই অ
১২৭০	২৩এ মা	৭ই এ, ৩০এ সে
১২৭১	১২ই মা, ৬ই সে	—
১২৭২	২৫এ আ	১৫ই ফে ১০ই আ
১২৭৩	২০এ জা, ১৪ই আ	৩রা ফে ৩১এ জুলা
১২৭৪	—	২৫এ জা ২০এ জুলা
১২৭৫	২৫এ জু	৪ঠা ডি
১২৭৬	১৩ই জু	২৯এ মে ২৩এ ন
১২৭৭	১৮এ অ	১৮ই মে ১২ই ন
১২৭৮	২৩এ এ	৮ই মে
১২৭৯	১২ই এ	২৯এ মা ২১এ সে
১২৮০	১লা এ	১৮ই মা ১০ই সে
১২৮১	১৫ই আ	৭ই মা ৩১এ আ
১২৮২	৫ই আ	—
১২৮৩	৩০এ জা	১৭ই জা ১১ই জুলা
১২৮৪	১৯এ জা, ১৫ই জু	৪ঠা জা ২৯এ জু, ২৪এ ডি
১২৮৫	৪ঠা জু, ২৮এ ন	১৮ই জু
১২৮৬	১৭ই ন	৯ই মে ২রা ন
১২৮৭	৭ই ন	২৯এ এ ২২এ অ
১২৮৮	২রা এ	১৮ই এ ১১ই অ
১২৮৯	২৩এ মা, ১৬ই সে	—
১২৯০	৫ই সে	২৫এ ফে ২২এ আ
১২৯১	২৫এ আ	১৪ই ফে ১১ই আ
১২৯২	১১এ আ	৪ঠা ফে ৩০এ জুলা
১২৯৩	৯ই জা, ৫ই জুলা	১৫ই ডি
১২৯৪	২৫এ জু	৯ই জু ৪ঠা ডি
১২৯৫	৮ই ম	৩০এ মে ২৩এ ন

খৃষ্টাব্দ।	সূর্য্যগ্রহণ।	চন্দ্রগ্রহণ।
১২৯৬	২৮এ অ	১৮ই মে
১২৯৭	২৩এ এ	৯ই এ, ২রা অ
১২৯৮	১২ই এ	২৯এ মা, ২১এ সে
১২৯৯	২৭এ মা	১৮ই মা, ১০ই সে
১৩০০	২১এ ফে, ১৫ই আ	—
১৩০১	৯ই ফে	২৫এ জা, ২১এ জুলা
১৩০২	২৮এ জু	১৪ জা, ১০ই জুলা
১৩০৩	১৫ই জু, ৯ই ডি	৪ঠা জা, ২৯এ জু
১৩০৪	৪ঠা জু, ২৮এ ন	১০এ মে, ১৩ই ন
১৩০৫	১৭ই ন	৯ই মে, ২রা ন
১৩০৬	১৩ই এ	১৯এ এ, ২২এ অ
১৩০৭	৩রা এ	—
১৩০৮	১৪ই সে	৮ই মা, ১লা সে
১৩০৯	১১ই ফে	২৫এ ফে, ২১এ আ
১৩১০	৩১এ মা	১৪ই ফে, ১১ই আ
১৩১১	২০এ মা, ১৬ই জুলা	২৬এ ডি
১৩১২	৫ই জুলা	১৯এ জু, ১৪ই ডি
১৩১৩	—	৯ই জু, ৩রা ডি
১৩১৪	১৪ই মে, ৮ই ন	৩০এ মে
১৩১৫	৪ঠা মে	২০এ এ, ১ ই অ
১৩১৬	২২এ এ	৮ই এ, ২রা অ
১৩১৭	৬ই সে	২৮এ মা, ২১ সে
১৩১৮	৩রা মা	—
১৩১৯	২১এ ফে	৫ই ফে, ১লা আ
১৩২০	১০ই ফে, ৬ জুলা	২৬এ জা, ২০এ জুলা
১৩২১	২৬এ জু	১৫ই জা, ১০ই জুলা
১৩২২	১৫ই জু ৯ই ডি	২৪এ ন
১৩২৩	২৯এ ন	২১এ মে, ১৩ই ন
১৩২৪	২৪এ এ	৯ই মে, ১লা ন
১৩২৫	১৩ই এ, ৭ই অ	—
১৩২৬	২৬এ সে	১৯এ মা, ১২ই সে
১৩২৭	১৬ই সে	৮ই মা, ২রা সে
১৩২৮	—	২৫এ ফে, ২১এ আ
১৩২৯	২৭এ জুলা	—
১৩৩০	১৬ই জুলা	৫ই জা, ১লা জুলা, ২৬এ ডি
১৩৩১	৩০এ ন	২০এ জু ১৫ই ডি
১৩৩২	২৫এ মে	৯ই জু
১৩৩৩	১৪ই মে	৩০এ এ, ২৩এ অ
১৩৩৪	৪ঠা মে	১৯এ এ, ১২ই অ
১৩৩৫	—	৮ই এ, ৩রা অ
১৩৩৬	৬ই সে	—
১৩৩৭	৩রা মা	১৫ই ফে, ১২ই আ
১৩৩৮	২০এ ফে, ১৮ই জুলা	৫ই ফে ১লা আ
১৩৩৯	৭ই জুলা, ৩১এ ডি	২৬এ জা, ২১এ জুলা
১৩৪০	—	৪ঠা ডি

খৃষ্টাব্দ।	সূর্য্যগ্রহণ।	চন্দ্রগ্রহণ।
১৩৪১	৯ই ডি	৩১এ মে, ২৩এ ন
১৩৪২	৫ই মে	২১এ মে, ১৩ই ন
১৩৪৩	২৫এ এ, ১৯এ অ	—
১৩৪৪	৭ই অ	২৯এ মা, ২৩এ সে
১৩৪৫	২৬এ সে	১৮ই মা ১২ই সে
১৩৪৬	২২এ ফে	৮ই মা ১লা সে
১৩৪৭	১১ই ফে ৭ই আ	—
১৩৪৮	২৬এ জুলা	১৫ জা, ১১ই জুলা
১৩৪৯	১০ই ডি	৫ই জা, ১লা জুলা, ২৫এ ডি
১৩৫০	৩০এ ন	২০এ জু
১৩৫১	—	৪ঠা ন
১৩৫২	১৪ই মে	৩০এ এ ২০এ অ
১৩৫৩	২৮এ সে	১৯এ এ, ১৩ই অ
১৩৫৪	২৫এ মা ১৭ই সে	—
১৩৫৫	১৪ই মা, ৬ই সে	২৭এ ফে, ২৩এ আ
১৩৫৬	২৮এ জুলা	১৬ই ফে, ১১ই আ
১৩৫৭	১৭ই জুলা	৫ই ফে, ৩১এ জুলা
১৩৫৮	১০ই জা ৭ই জুলা, ৩১এ ডি	১৬ই ডি
১৩৫৯	—	১১ই জু, ৫ই ডি
১৩৬০	১৫ই মে	৩১এ মে, ৩ ন
১৩৬১	৫ই মে	২০এ মে
১৩৬২	১৮ই অ	৪ঠা অ
১৩৬৩	—	৩০এ মা, ২৭এ সে
১৩৬৪	৪ঠা মা	১৮ই মা, ১২ই সে
১৩৬৫	২১এ ফে	—
১৩৬৬	৭ই আ	২১এ জা, ২২এ জুলা
১৩৬৭	২৭এ জুলা, ২২এ ডি	১৬ই জা, ১২ই জুলা
১৩৬৮	১০ই ডি	৫ই জা, ১লা জুলা
১৩৬৯	৫ই জু	১৪ই ন
১৩৭০	২৫এ মে	১১ই মে ৪ঠা ন
১৩৭১	৯ই অ	৩০এ এ, ২৪এ অ
১৩৭২	৪ঠা এ, ২৭এ সে	—
১৩৭৩	২৪এ মা, ১৭ই সে	৯ই মা, ২রা সে
১৩৭৪	১৪ই মা ৮ই আ	২৭এ ফে, ২১এ আ
১৩৭৫	২৯এ জুলা	১৬ই ফে, ১২ই আ
১৩৭৬	১৭ই জুলা	২৬এ ডি
১৩৭৭	১০ই আ, ৩১এ ডি	২২এ জু ১৫ই ডি
১৩৭৮	২৭এ মে	১১ই জু, ৪ঠা ডি
১৩৭৯	১৬ই মে	৩১এ মে, ২৪এ ন
১৩৮০	৫ই মে	১৪ই অ
১৩৮১	১৮ই অ	৯ই এ, ৪ঠা অ
১৩৮২	—	২৯এ মা, ২৩এ সে
১৩৮৩	২৯এ আ	—
১৩৮৪	১৭ই আ	৭ই ফে, ২রা আ

খৃষ্টাব্দ।	সূর্য্যগ্রহণ।	চন্দ্রগ্রহণ।
১৭৮৫	৬ই মা	২৭এ জা, ২২এ জুলা
১৭৮৬	১লা জা, ২২এ ডি	১৩ই জা, ১২ই জুলা
১৭৮৭	১৬ই জু	২৫এ ন
১৭৮৮	৫ই জু	২১এ মে, ১৪ই ন
১৭৮৯	—	১০ই মে, ৪ঠা ন
১৭৯০	৯ই অ	২৯এ এ
১৭৯১	৫ই এ	২০এ মা
১৭৯২	২৪এ মা	৬ই মা, ২রা সে
১৭৯৩	৮ই আ	২৭এ ফে, ২২এ আ
১৭৯৪	২৮এ জুলা	——
১৭৯৫	—	৬ই জা, ৩রা জুলা, ২৫এ ডি
১৭৯৬	১১ই জা, ৬ই জু	২০এ জু, ১৫ই ডি
১৭৯৭	২৬এ মে	১১ই জু, ৪ঠা ডি
১৭৯৮	১৬ই মে, ৯ই ন	২৬এ অ
১৭৯৯	২৯এ অ	২০এ এ, ১৫ই অ
১৮০০	২৬এ মা	৯ই এ, ৩রা অ
১৮০১	১৫ই মা, ৮ই সে	৩০এ মা
১৮০২	৪ঠা মা	১৫ই আ
১৮০৩	১৮ই আ	৭ই ফে, ২রা আ
১৮০৪	—	২৭এ জা, ২২এ জুলা
১৮০৫	১লা জা, ২৬এ জু	৬ই ডি
১৮০৬	১৬ই জু	২রা জু, ২৫এ ন
১৮০৭	৩১এ অ	২২এ মে, ১৫ই ন
১৮০৮	২৬এ এ, ১৯এ অ	১০ই ন
১৮০৯	১৫ই এ, ৯ই অ	৩১এ মা
১৮১০	৪ঠা এ	২১এ মা, ১৩ই সে
১৮১১	১৯এ আ	১০ই মা, ২রা সে
১৮১২	১২ই ফে, ৭ই আ	২২এ আ,
১৮১৩	১লা ফে	১৭ই জা, ১৩ই জুলা
১৮১৪	১৭ই জু	৬ই জা, ৩রা জুলা, ২৬এ ডি
১৮১৫	৭ই জু	২২এ জু, ১৬ই ডি
১৮১৬	২৭এ মে, ১৯এ ন	৫ই ন
১৮১৭	—	১লা মে, ২৫এ অ
১৮১৮	৬ই এ	২০এ এ, ১৪ই অ
১৮১৯	২৬এ মা	১০ই এ
১৮২০	১৪ই মা ৮ই সে,	২৯এ ফে, ২৩এ আ
১৮২১	২৮এ আ	১৭ই ফে, ১৩ই আ
১৮২২	২৩এ জা	৬ই ফে, ২রা জা
১৮২৩	৮ই জুলা	১৭ই ডি
১৮২৪	২৬এ জু	১২ই জু, ৬ই ডি
১৮২৫	১০ই ন	১লা জু, ২৫এ ন
১৮২৬	৭ই মে	২১এ মে
১৮২৭	২০এ অ	১১ই এ
১৮২৮	১৫ই এ	৩১এ মা, ২৩এ সে
১৮২৯	৩০এ আ	২০এ মা, ১৩ই সে
১৮৩০	১৯এ আ	২রা সে
১৮৩১	১২ই ফে, ৮ই আ	২৪এ জুলা
১৮৩২	২রা ফে, ২৭এ জু	১৭ই জা, ১৩ই জুলা,
১৮৩৩	১৭ই জু	৬ই জা, ২রা জুলা, ২৬এ ডি
১৮৩৪	৭ই জু, ৩০এ ন	১৬ই ন
১৮৩৫	২০এ ন	১২ই মে, ৬ই ন
১৮৩৬	১৫ই এ	৩০এ এ, ২৫এ অ
১৮৩৭	৫ই এ, ৩০এ সে	২০এ এ, ১৩ই অ
১৮৩৮	১৮এ মে	১১ই মা, ৩রা সে
১৮৩৯	৮ই সে	১লা ফ, ২৪এ আ
১৮৪০	৩রা ফে	১৭ই ফে, ১৩ই আ
১৮৪১	২৩এ জা, ১৮ই জু-1	২৭এ ডি
১৮৪২	৭ই জুলা	২৩এ জু, ১৭ই ডি
১৮৪৩	২৭এ জু	১২ই জু, ৭ই ডি
১৮৪৪	১০ই ন	৩১এ মে
১৮৪৫	৭ই মে	——
১৮৪৬	২৬এ এ	১০ই এ, ৫ই অ
১৮৪৭	১০ই সে	১লা এ, ২৪এ সে
১৮৪৮	৫ই মা, ২৯এ আ	১৩ই সে
১৮৪৯	১৮ই আ	৪ঠা আ
১৮৫০	১২ই ফে	২৮এ জা, ২৪এ জুলা
১৮৫১	২৮এ জু	১৭ই জা, ১৩ই জুলা
১৮৫২	১৭ই জু, ১১ই ডি	৭ই জা, ২৭এ ন
১৮৫৩	৩০এ ন	২২এ মে, ১৬ই ন
১৮৫৪	২৭এ এ	১২ই মে, ৫ই ন
১৮৫৫	১৭ই এ, ১১ই অ	১লা মে, ২৫এ অ
১৮৫৬	৫ই এ	২০এ মা
১৮৫৭	১৮ই সে	১১ই মা, ৩রা সে
১৮৫৮	—	২৮এ ফে, ২৪এ আ
১৮৫৯	৩রা ফে, ২৯ জুলা	——
১৮৬০	১৮ই জুলা	৮ই জা, ৩রা জুলা, ২৮এ ডি
১৮৬১	৭ই জুলা, ২রা ডি	২২এ জু, ১৭ই ডি
১৮৬২	২১এ ন	১২ই জু
১৮৬৩	১৮ই মে, ১১ই ন	——
১৮৬৪	৬ই মে	২২এ এ, ১৫ই অ
১৮৬৫	২০এ সে	১১ই এ, ৪ঠা অ
১৮৬৬	১৬ই মা	২৪এ সে
১৮৬৭	৬ই মা	১৫ই আ
১৮৬৮	—	৮ই ফে, ৪ঠা আ
১৮৬৯	৯ই জুলা	২৭এ জা, ২৪এ জুলা
১৮৭০	২৮এ জু, ২২এ ডি	১৭ই জা, ৮ই ডি
১৮৭১	—	৩রা জু, ২৭এ ন
১৮৭২	৮ই মে	২২এ মে, ১৫ই ন

খৃষ্টাব্দ।	সূর্য্যগ্রহণ।	চন্দ্রগ্রহণ।
১৮৭৩	২৬শে এ	১২ই মে, ৪ঠা ন
১৮৭৪	১৬ই এ, ১০ই অ	—
১৮৭৫	৩০এ সে	২২এ মা, ১৫ই সে
১৮৭৬	২৫এ সে	১০ই মা, ৩রা সে
১৮৭৭	৮ই আ	—
১৮৭৮	২৯এ জুলা	১৮ই জা, ১৫ই জুলা
১৮৭৯	১৯এ জুলা, ১৩ই ডি	৮ই জা, ৪ঠা জুলা, ২৯এ ডি
১৮৮০	—	২২এ জু
১৮৮১	২৭এ মে	—
১৮৮২	১৭ই মে	৩রা মে, ২৩এ অ
১৮৮৩	১রা অ	২২এ এ ১৬ই অ
১৮৮৪	২০এ সে	৪ঠা অ
১৮৮৫	১৬ই মা, ৯ই সে	২৫এ আ
১৮৮৬	৬ই মা	১৮ই ফে, ১৫ই আ
১৮৮৭	২০এ জুলা	৮ই ফে, ৪ঠা আ
১৮৮৮	৯ই জুলা	২৮এ জা
১৮৮৯	১লা জা ২২এ ডি	১৩ই জু ৮ই ডি
১৮৯০	—	২রা জু, ২৭এ ন
১৮৯১	৮ই ন	২৩এ মে ১৬ই ন
১৮৯২	২৬এ এ, ২০এ অ	—
১৮৯৩	১৬ই অ	২রা এ, ২৫এ সে
১৮৯৪	৬ই মা	২১এ মা, ১৫ই সে
১৮৯৫	২৫এ ফে, ২০এ আ	১১ই মা, ৪ঠা সে
১৮৯৬	১৪ই ফে, ৯ই আ	৩০এ জা, ২৩এ জুলা
১৮৯৭	২৯এ জুলা,	১৮ই জা, ১৪ই জুলা
১৮৯৮	১৩ই ডি	৮ই জা ৩রা জুলা
১৮৯৯	৮ই জু	—
১৯০০	২৮এ মে	১৩ই মে, ৬ই ন
১৯০১	১২ই অ	৩রা মে, ২৭এ অ
১৯০২	৭ই এ, ১লা অ	২২এ এ, ১৫ই অ
১৯০৩	২১এ মা, ২০এ সে	৬ই সে
১৯০৪	১৭ই মা	১লা মা, ২৫এ আ
১৯০৫	৩০এ জুলা	১৮ই ফে, ১৪ই আ
১৯০৬	২০এ জুলা	৮ই ফে
১৯০৭	১৩ই জা	২৪এ জুন, ১৯এ ডি
১৯০৮	৩রা জা, ২৮এ ডি	১৩ই জু, ৭ই ডি
১৯০৯	১৮ই মে	৩রা জু, ২৭এ ন
১৯১০	৮ই মে	—
১৯১১	—	১৩ই এ, ৬ই অ
১৯১২	১৭ই মা	১লা এ, ২৫এ সে
১৯১৩	৭ই মা	৩০এ জা, ২৫এ জুলা
১৯১৪	২০এ আ	৯ই ফে
১৯১৫	৯ই আ	৩০এ জা ২৫এ জুল
১৯১৬	৪ঠা জা, ২৩ ডি	১৯এ জা, ১৫ই জুলা
১৯১৭	১৯এ জু	—
১৯১৮	৮ই জু	২৪এ মে, ১৭ই ন
১৯১৯	২৯এ মে, ২৩এ অ	১৫ই মে, ৭ই ন
১৯২০	১১ই অ	২রা মে, ২৭এ অ
১৯২১	৭ই এ	—
১৯২২	২৮এ মা	১২ই মা, ৫ই সে
১৯২৩	১১ই আ	১লা মা, ২৬এ আ
১৯২৪	৩০এ জুলা	১৯এ ফে
১৯২৫	২৩এ জা	৪ঠা জুলা, ২৯এ ডি
১৯২৬	১৩ই জা	২৪এ জু, ১৮ই ডি
১৯২৭	৩০এ মে	১৪ই জু, ৭ই ডি
১৯২৮	১৮ই মে, ১২ই ন	—
২৫২৯	১লা ন	২৩এ এ, ১৭ই অ
১৯৩০	২৯এ মা	১২ই এ ৬ই অ
১৯৩১	—	১৯ এ, ২৬এ সে
১৯৩২	৩০এ আ	—
১৯৩৩	২০এ আ	৯ই ফে ৪ঠা আ
১৯৩৪	১৪ই ফ	৩০এ জা, ২৬এ জুলা
১৯৩৫	৩রা জা, ৩০এ জু,	—
১৯৩৬	১৮ই জু	৪ঠা জু ২৭এ ন
১৯৩৭	৭ই জু	২৫এ মে, ১৮ই ন
১৯৩৮	৩এ অ	১৪ই মে, ৮ই ন
১৯৩৯	১৯ই এ, ১২ই অ	—
১৯৪০	৭ই এ	২২এ মা ১৬ই সে
১৯৪১	২১এ আ	১৩ই মা, ৫ই সে
১৯৪২	১১ই আ	৩রা মা ২৬এ আ
১৯৪৩	৩রা ফে	১৬ই জুলা
১৯৪৪	২৫এ জা	১০ই জা, ৪ঠা জুলা, ২৯এ ডি
১৯৪৫	৯ই জু	২৫এ জু, ১৯ই ডি
১৯৪৬	২৯এ মে, ২৩এ ন	—
১৯৪৭	১২ই ন	৪ঠা মে, ২৮এ অ
১৯৪৮	৯ই ম	২৩এ এ, ১৮ই অ
১৯৪৯	২৮ মা	১৩এ এ, ৭ই অ
১৯৫০	১৮ই মা	— —
১৯৫১	৭ই মা	২০এ ফে, ১৭ই আ
১৯৫২	—	১১ই ফে, ৫ই আ
১৯৫৩	১৪ই ফে	২৬এ জুলা
১৯৫৪	৩০এ জু	১৯ই জা, ৯ই ডি
১৯৫৫	২০এ জু, ১৪ই ন	৬ই জু, ২৯এ ন
১৯৫৬	২রা ন	২৪এ মে, ১৭ই ন
১৯৫৭	৩০এ এ, ২৩এ অ	—
১৯৫৮	১৯ই এ	৩রা এ, ২৭এ সে
১৯৫৯	—	২৪এ মা, ১৭ই সে
১৯৬০	২৭এ আ	১৩ই মা, ৫ই সে
১৯৬১	১৫ই ফে, ১১ই আ	২৬এ জুলা
১৯৬২	—	২০এ ফে, ১৭ই জুলা

খৃষ্টাব্দ।	সূর্য্যগ্রহণ।	চন্দ্রগ্রহণ।
১৫৬৩	২০এ জু	৯ই জা, ৫ই জুলা, ২৯এ ডি
১৫৬৪	৮ই জু	——
১৫৬৫	—	১৫ই মে, ৮ই ন
১৫৬৬	১৯এ এ	৪ঠা মে, ২৮এ অ
১৫৬৭	৯ই এ	২৩এ এ, ১৮ই অ
১৫৬৮	২৮এ মা, ২১এ সে	—
১৫৬৯	—	৩রা মা, ২৬এ আ
১৫৭০	৫ই ফে	২০এ ফে, ১৫ই আ
১৫৭১	২৫এ জা, ২২এ জুলা	১০ই ফে, ৫ই আ
১৫৭২	১৫ই জা, ১০ই জুলা	২৫এ জু, ১৯এ ডি
১৫৭৩	১৯এ জু, ২০এ ন	১৫ই জু, ৮ই ডি
১৫৭৪	৬ই ন	৪ঠা জু, ২৮এ ন
১৫৭৫	১০ই মে	——
১৫৭৬	২৮এ এ	১৩ই এ, ৭ই অ
১৫৭৭	১২ই মে	২রা এ, ২৭এ সে
১৫৭৮	—	২৩এ মা, ১৬ই সে
১৫৭৯	২৫এ ফে, ২২এ আ	——
১৫৮০	১৫ই ফে	৩১এ জা, ২৬এ জুলা
১৫৮১	৩০এ জু	১৯এ জা, ১৬ই জুলা
১৫৮২	২০এ জু, ২৫এ ডি	৮ই মা
১৫৮৩	১৭ই ডি	৫ই জু, ২৯এ ন
১৫৮৪	১০ই মে	২৪এ মে, ১৮ই ন
১৫৮৫	২৯এ এ	১৩ই মে, ৭ই ন
১৫৮৬	১৯এ এ, ১২ই অ	——
১৫৮৭	২রা অ	২৪এ মা, ১৬ই সে
১৫৮৮	২৬এ ফে	১৩ই মা, ৫ই সে
১৫৮৯	১৫ই ফে, ১১ই আ	২রা মা, ২৫এ আ
১৫৯০	৪ঠা ফে, ৩১এ জুলা	১৭ই জুলা
১৫৯১	২০এ জুলা, ১৫ই ডি	৯ই জা, ৬ই জুলা, ৩০এ ডি
১৫৯২	৩রা ডি	২৪এ এ, ১৮ই ডি
১৫৯৩	৩০এ মে, ২৩এ ন	——
১৫৯৪	২০এ মে	৪ঠা মে, ২৯এ অ
১৫৯৫	৩রা অ	২৪এ এ, ১৮ই অ
১৫৯৬	২২এ সে	১২ই এ, ৬ই অ
১৫৯৭	১৭ই মা	——
১৫৯৮	৭ই মা	২১এ ফে, ১৬ই আ
১৫৯৯	২২এ জুলা	১০ই ফে, ৬ই আ
১৬০০	১০ই জুলা	৩০এ জা
১৬০১	৪ঠা জা, ৩০এ জু, ২৪এ ডি	১৫ই জু, ৯ই ডি
১৬০২	২১এ মে	৪ঠা জু, ২৯এ ন
১৬০৩	১১ই মে	২৪এ মে, ১৪ই ন
১৬০৪	২৯এ এ	——
১৬০৫	১২ই অ	৩রা এ, ২৭এ সে
১৬০৬	—	২৪এ মা, ১৬ই সে
১৬০৭	২৬এ ফে	১৩ই মা, ৬ই সে
১৬০৮	১০ই আ	২৭এ জুলা
১৬০৯	৩০এ জুলা, ২৬এ ডি	২০এ জা, ১৬ই জুলা
১৬১০	১৫ই ডি	৯ই জা, ৬ই জুলা, ৩০এ ডি
১৬১১	৪ঠা ডি	——
১৬১২	৩০এ মে	১৪ই মে, ৮ই ন
.৬.১	——	৪ঠা মে, ২৮এ অ
১৬১৪	৩রা অ	২৮এ এ, ১৭ই অ
১৬১৫	২৯এ মা, ২২এ সে	——
১৬১৬	—	৩রা মা, ২৭এ আ
১৬১৭	১লা মা	২০এ ফে ১৬ই আ
১৬১৮	—	৯ই ফে, ৬ই আ
১৬১৯	১১ই জুলা	২৬এ জু ২১এ ডি
১৬২০	৩১এ মে	১৫ই জু, ৯ই ডি
১৬২১	২১এ মে	৪ঠা জু, ২৯এ ডি
১৬২২	১০ই মে, ৩রা ন	——
১৬২৩	—	১৫ই এ, ৮ই অ
১৬২৪	১৯এ মা	৩রা এ, ২৬এ সে
১৬২৫	—	২৪এ মা, ১৬ই সে
১৬২৬	২৬এ ফে, ২১এ আ	৭ই আ
১৬২৭	১১ই আ	৩১এ জা, ২৮এ জুলা
১৬২৮	৬ই জা, ২৫এ ডি	২০এ জা, ১৬ই জুলা
১৬২৯	২১এ জু, ১৪ই ডি	৯ই জা
১৬৩০	১০ই জু	২৬এ মে, ১৯এ ন
১৬৩১	৩১এ মে, ২৫এ অ	১৫ই মে, ৮ই ন
১৬৩২	—	৪ঠা মে, ২৭এ অ
১৬৩৩	৮ই এ, ৩রা অ	——
১৬৩৪	২৯এ মা,	১৪ই মা, ৭ই সে
১৬৩৫	১২ই আ	৩রা মা, ২৮এ আ
১৬৩৬	১লা আ	২০এ ফে, ১৬ই আ
১৬৩৭	২৬এ জা	৭ই জুলা ৩১এ ডি
১৬৩৮	১৫ই জা	২৬এ জু, ২১এ ডি
১৬৩৯	১লা জু	১৫ই জু, ১০ই ডি
১৬৪০	—	——
১৬৪১	৩রা ন	২৬এ এ, ১৮ই অ
১৬৪২	৩০এ মা	১৫ই এ, ৮ই অ
১৬৪৩	২০এ মা	৪ঠা এ, ২৭এ সে
১৬৪৪	১লা সে	——
১৬৪৫	২১এ আ	১০ই ফে, ৭ই আ
১৬৪৬	১৭ই জা	৩১এ জা, ২৭এ জুলা
১৬৪৭	৫ই জা, ২রা জুলা, ২৬এ ডি	২০এ জা
১৬৪৮	২১এ জু	৫ই জু, ৩০এ ন
১৬৪৯	১০ই জু, ৪ঠা ন	২৬এ মে, ১৯এ ন

খৃষ্টাব্দ।	সূর্য্যগ্রহণ।	চন্দ্রগ্রহণ।
১৬৫০	২৫এ অ	১৫ই মে, ৮ই ন
১৬৫১	—	—
১৬৫২	৮ই এ	২৫এ মা, ১৭ই সে
১৬৫৩	২৯এ মা	১৪ই মা, ৭ই সে
১৬৫৪	১২ই আ	৩রা মা, ২৭এ আ
১৬৫৫	৬ই ফ, ২রা আ	—
১৬৫৬	২৬এ জা	১১ই জা, ৬ই জুলা, ৩এ ডি
১৬৫৭	১১ই জু	২৫এ জু, ২০এ ডি
১৬৫৮	১লা জু ২৪এ ন	—
১৬৫৯	১৮ই ন	৬ই মে, ৩০এ অ
১৬৬০	৩রা ন	২৫এ এ, ১৮ই অ
১৬৬১	৩০এ মা	৪ঠা এ, ৮ই অ
১৬৬২	২০এ মা, ১২ই সে	—
১৬৬৩	—	২২এ ফে ১৮ই আ
১৬৬৪	২৮এ জা, ২১এ আ	১১ই ফে, ৬ই আ
১৬৬৫	১৬ই আ,	৩এ জা, ২৬এ জুলা
১৬৬৬	৫ই আ, ২রা জুলা	১৬ই জু, ১১ই ডি
১৬৬৭	২১এ জু	৬ই জু, ৩০এ ন
১৬৬৮	৪ঠা ন	১৬এ মে, ৮ই ন
১৬৬৯	৩০এ এ	—
১৬৭০	১৯এ এ	৫ই এ, ২৯এ সে
১৬৭১	৩রা সে	২৫এ মা ১৮ই সে
১৬৭২	২২এ আ	১৩ই মা, ৭ই সে
১৬৭৩	১১ই আ	—
১৬৭৪	—	২ এ জা, ১১ই জুলা
১৬৭৫	২৩এ জু	১১ই জা, ৭ই জুলা
১৬৭৬	১১ই জু, ৫ই ডি	১লা জা, ২৫এ জু
১৬৭৭	২৪এ ন	১৭ই মে, ৯ই ন
১৬৭৮	২১এ এ ৪ই ন	৬ই মে, ২৯এ অ
১৬৭৯	১০ই এ	২৫এ এ ১৯এ অ
১৬৮০	৩০এ মা	—
১৬৮১	১২ই সে	৪ঠা মা, ২৯এ আ
১৬৮২	১লা সে	২১এ ফে, ১৮ই আ
১৬৮৩	২৭এ জা, ২৪এ জুলা	১১ই ফে, ৭ই আ
১৬৮৪	১২ই জুলা	২৭এ জু ১১ই ডি
১৬৮৫	১লা জু	১৬ই জু, ১০ই ডি
১৬৮৬	—	৬ই জু, ২৯এ ন
১৬৮৭	১১ই মে, ৫ই ন	—
১৬৮৮	৩০এ এ	১৫ই এ ৯ই অ
১৬৮৯	১৩ই সে	৪ঠা এ, ২৯এ সে
১৬৯০	৩রা সে	২৪এ মা, ১৮ই সে
১৬৯১	২৮এ ফে	—
১৬৯২	১৭ই ফে	২রা ফে, ২৮এ জুলা
১৬৯৩	৩রা জুলা	২২এ জা, ১৭ই জুলা
১৬৯৪	২২এ জু, ১৬ই ডি	১১ই জা, ৭ই জুলা
১৬৯৫	৬ই ডি	২৮এ মে, ২০এ ন
১৬৯৬	—	১৬ই মে, ৯ই ন
১৬৯৭	২১এ এ,	৬ই মে, ২৯এ অ
১৬৯৮	৪ঠা অ	—
১৬৯৯	২৩এ সে	১৫ই মা, ৮ই সে
১৭০০	১৯এ ফে	৫ই মা, ২৯এ আ
১৭০১	৭ই ফে, ৪ঠা আ	২০এ ফে, ১৮ই আ
১৭০২	২৪এ জুলা	—
১৭০৩	১৪ই জুলা, ৮ই ডি	৩রা জা, ২৯এ জু, ২৩এ ডি
১৭০৪	২৭এ ডি	১৭ই জু, ১১ই ডি
১৭০৫	—	—
১৭০৬	১২ই মে	২৮এ এ, ২১এ অ
১৭০৭	২রা মে,	১৭ই এ ১১ই অ
১৭০৮	১৪ই সে	৫ই এ ২৯এ সে
১৭০৯	১ ই মা ৪ঠা সে	—
১৭১০	২৮এ ফে	১৩ই ফে, ৯ই আ
১৭১১	১৫ই জু	৩রা ফে, ২৯এ জুলা
১৭১২	৩রা জুলা, ২৮এ ডি	২৩এ জা, ১৮ই জুলা
১৭১৩	১৭ই ডি	৮ই জু ২রা ডি
১৭১৪	৭ই ডি	২৯এ মে, ২১এ ন
১৭১৫	৩রা মে	১৮ই মে, ১১ই ন
১৭১৬	২২এ এ, ১৫ই অ	—
১৭১৭	—	২৭এ মা, ২০এ সে
১৭১৮	১১ই মা, ২৪এ সে	১৬ই মা ৯ই সে
১৭১৯	১৯এ ফে	৬ই মা, ২৯এ আ
১৭২০	৮ই ফে, ৪ঠা আ	—
১৭২১	২৪এ জুলা, ১৯এ ডি	১৩ই জা, ৯ই জুলা
১৭২২	৮ই ডি	২রা জা, ২৯এ জু, ১৯এ ডি
১৭২৩	৩রা জু	—
১৭২৪	২২এ মে	৮ই মে ১লা ন
১৭২৫	১২ই মে ৬ই অ	২৭এ এ, ২১এ অ
১৭২৬	২৫এ সে	১৬ই এ, ১১ই অ
১৭২৭	১৫ই সে	—
১৭২৮	—	২৫ ফে ১৯এ আ
১৭২৯	২৬এ জুলা	১৩ই ফে, ৯ই আ
১৭৩০	১৫ জুলা	৩রা ফে, ২৯এ জুলা
১৭৩১	৮ই জা ৪ঠা জুলা, ২৯এ ডি	২০এ জা, ১৩ই ডি
১৭৩২	১৭ই ডি	৮ই জু ১লা ডি
১৭৩৩	১৩ই মে	২৮এ মে, ২১এ ন
১৭৩৪	৩রা সে	—
১৭৩৫	১৬ই অ	৭ই এ, ২রা অ
১৭৩৬	৪ঠা অ	২৬এ মা, ২০এ সে
১৭৩৭	১লা মা	১৬ই মা, ৯ই সে

খৃষ্টাব্দ।	সূর্য্যগ্রহণ।	চন্দ্রগ্রহণ।
১৭৩৮	১৫ই আ	—
১৭৩৯	৪ঠা আ, ৩০এ ডি	১৪এ জা, ২০এ জুলা
১৭৪০	১৮ই ডি	১৩ই জা, ৯ই জুলা
১৭৪১	১৩ই জু, ৮ই ডি	১লা জা
১৭৪২	৩রা জু	১৯এ মে, ১২ই ন
১৭৪৩	২৩এ মে, ১৭ই অ	৮ই মে, ২রা ন
১৭৪৪	৬ই অ	২৬এ এ, ২১এ অ
১৭৪৫	২রা এ	—
১৭৪৬	২২এ মা	৭ই মা, ৩০এ আ
১৭৪৭	১১ই মা, ৬ই আ	২৫এ ফে, ২০এ আ
১৭৪৮	২৫এ জুলা	১৪ই ফে, ৮ই আ
১৭৪৯	১৪ই জুলা	৩০এ জু, ২৩এ ডি
১৭৫০	৮ই জা	১৯ই জু, ১৩ই ডি
১৭৫১	২৫এ সে	৯ই জু, ২রা ডি
১৭৫২	১৩ই সে, ৮ই ন	—
১৭৫৩	২৬এ অ	১৭ই এ, ১২ই অ
১৭৫৪	২৩এ মা, ৬ই অ	৭ই এ, ১লা অ
১৭৫৫	১১ই মা,	২৮এ মা, ২০এ সে
১৭৫৬	১লা মা	—
১৭৫৭	১৪ই আ	৪ঠা ফে, ৩০এ জুলা
১৭৫৮	৩০এ ডি	২৪এ জা, ২০এ জুলা
১৭৫৯	১৯এ ডি	১৩ই জা, ১০ই জুলা
১৭৬০	১৩ই জু	২৯এ মে, ২২এ ন
১৭৬১	৩রা জু	১৮ই মে, ১২ই ন
১৭৬২	১৭ই অ	৮ই মে, ১লা ন
১৭৬৩	১৩ই এ, ৭ই অ	—
১৭৬৪	১লা এ	১৮ই মা, ১০ই সে
১৭৬৫	১৬ই আ	৭ই মা, ৩০এ আ
১৭৬৬	৫ই আ	২৪এ ফে, ২০এ আ
১৭৬৭	৩০এ জা	—
১৭৬৮	—	৪ঠা জা, ২৩এ ডি
১৭৬৯	৮ই জা, ৪ঠা জু	১৯এ জু, ১৩ই ডি
১৭৭০	২৫এ মে, ১৭ই ন	—
১৭৭১	—	২৯এ [illegible], ২৩এ অ
১৭৭২	৩রা এ, ২৬এ অ	১৭ই এ, ১১ই অ
১৭৭৩	২৩এ মা	৭ই এ, ৩০এ সে
১৭৭৪	১২ই মা, ৬ই সে	—
১৭৭৫	২৬এ আ	১৫ই ফে, ১১ই আ
১৭৭৬	২১এ জা	৪ঠা ফে, ৩১এ জুলা
১৭৭৭	৯ই জা, ৫ই জুলা	২৩এ জা, ২০এ জুলা
১৭৭৮	১০ই জু, ৪ঠা ডি	১০ই জু, ৬ঠা ডি
১৭৭৯	১৪ই জু, ৮ই ন	৩০এ মে, ২৩এ ন
১৭৮০	২৭এ অ	১৯ই মে, ১২ই ন
১৭৮১	২৩এ এ, ১৭ই অ	—
১৭৮২	১২ই এ	২৯এ মা, ২১এ সে
১৭৮৩	—	১৮ই মা, ১০ই সে
১৭৮৪	১৬ই আ	৭ই মা, ৩০এ আ
১০৮৫	৯ই ফে, ৫ই আ	—
১৭৮৬	৩০এ জা	১৪ই জা, ১১ই জুলা
১৭৮৭	১৯এ জা, ১৫ই জু	৩রা জা, ৩০এ জু, ২৪এ ডি
১৭৮৮	৪ঠা জু	—
১৭৮৯	১৭ই ন	৯ই মে, ৩রা ন
১৭৯০	—	২৯এ এ, ২৩এ অ
১৭৯১	৩রা এ	১৮ই এ, ১২ই অ
১৭৯২	১৬ই সে	—
১৭৯৩	৫ই সে	২৫এ ফে, ২১এ আ
১৭৯৪	৩১এ জা	১৪ই ফে, ১১ই আ
১৭৯৫	২১ জা, ১৬ই জুলা	৪ঠা ফে, ৩১এ জুলা
১৭৯৬	১০ই জা, ৪ঠা জুলা	১৪ই ডি
১৭৯৭	২৪এ জু	৯ই জু, ৪ঠা ডি
১৭৯৮	৮ই ন	২৯এ মে, ২৩এ ন
১৭৯৯	—	—
১৮০০	২৪এ এ	৯ই এ ২রা অ
১৮০১	১৩ই এ, ৮ই সে	৩০এ মা, ২২এ সে
১৮০২	২৮এ আ	১৯এ মা, ১১ই সে
১৮০৩	১৭ই আ	—
১৮০৪	১১ই ফে	২৬এ জা, ২১এ জুলা
১৮০৫	২৬এ জু	১৫ই জা, ১১ই জুলা
১৮০৬	১৬ই জু, ১০ই ডি	৫ই জা, ৩০এ জু
১৮০৭	৬ই জু, ২৯এ ন	২১এ মে, ১৫ই ন
১৮০৮	১৮ই ন	১০ই মে, ৩রা ন
১৮০৯	—	৩০এ এ, ১৩ এ অ
১৮১০	৪ঠা এ	—
১৮১১	—	১০ই মা, ২রা সে
১৮১২	—	২৭এ ফে, ২২এ আ
১৮১৩	১লা ফে	১৫ই ফে, ২২এ আ
১৮১৪	২১এ জা, ১৭ই জুলা	২৬এ ডি
১৮১৫	৭ই জুলা	২১এ জু, ১৬ই ডি
১৮১৬	১৯এ ন	১০ই জু, ৪ঠা ডি
১৮১৭	১৬ই মে, ন	৩০এ মে
১৮১৮	৫ই মে	২১এ এ, ১৪ই অ
১৮১৯	২৬এ এ, ১৯ই সে	১০ই এ, ৩রা অ
১৮২০	৭ই সে	২৯এ মা, ২২এ সে
১৮২১	৪ঠা মা	—
১৮২২	—	৬ই ফে, ৩রা আ
১৮২৩	১১ই ফে, ৮ই জুলা	২৬এ জা, ২০এ জুলা
১৮২৪	২৬এ জু, ২০এ ডি	১৬ই জা, ১১ই জুলা
১৮২৫	১৬ই জু	১লা জু, ২৫এ ন
১৮২৬	২৯এ ন	২১এ মে, ১৪ই ন
১৮২৭	২৬এ এ	১১ই মে, ৩রা ন
১৮২৮	১৪ই এ, ৯ই অ	—

খৃষ্টাব্দ।	সূর্য্যগ্রহণ।	চন্দ্রগ্রহণ।
১৮২৯	২৮এ সে	২০এ ম, ১৩ই সে
১৮৩০	২৩এ ফে	৯ই মা, ২রা সে
১৮৩১	—	২৬এ ফে, ২৩এ আ
১৮৩২	২৭এ জুলা	——
১৮৩৩	১৭ই জুলা	৬ই জা, ২রা জুলা, ২৬এ ডি
১৮৩৪	—	২১এ জু, ১৬ই ডি
১৮৩৫	২৭এ মে, ২০এ ন	১০ই জু
১৮৩৬	১৫ই মে	১লা মে, ২৪এ অ
১৮৩৭	৪ঠা মে	২০এ এ ১৩ই অ
১৮৩৮	—	১০ই এ, ৩রা অ
১৮৩৯	১৫ই মা, ৭ই সে	——
১৮৪০	৪ঠা মা	১৭ই ফে, ১৩ই আ
১৮৪১	২১এ ফে, ১৮ই জুলা	৬ই ফে, ২রা আ
১৮৪২	৮ই জুলা	২৬এ জা, ২২এ জুলা
১৮৪৩	২১এ ডি	১২ই জু, ৭ই ডি
১৮৪৪	—	৩১এ মে, ২৫এ ন
১৮৪৫	৬ই মে	২১ মে, ১৪ই ন
১৮৪৬	২৫এ এ, ২০এ অ	——
১৮৪৭	৯ই অ	৩১এ মা, ২৪এ সে
১৮৪৮	২৭এ সে	১৯এ মা, ১৩ই সে
১৮৪৯	২৩এ ফে	৯ই মা, ২রা সে
১৮৫০	১২ই ফে, ৭ই আ	—
১৮৫১	২৮এ জুলা	১৭ই জা, ১৩ই জুলা
১৮৫২	১১ই ডি	৭ই জা, ১লা জুলা, ২৬এ ডি
১৮৫৩	—	২১এ জু
১৮৫৪	—	১২ই মে, ৪ঠা ন
১৮৫৫	১৬ইমে	২রা মে, ২৫এ অ
১৮৫৬	২৯এ সে	২০এ এ, ১৩ই অ
১৮৫৭	১৮ই সে	——
১৮৫৮	১৫ই মা	২৭এ ফে, ২৪এ আ
১৮৫৯	২৮এ জুলা	১৭ই ফে, ১৩ই আ
১৮৬০	১৮ই জুলা	৭ই ফে ১লা আ
১৮৬১	১১ই জা, ৮ই জুলা, ৩১এ ডি	১৭ই ডি
১৮৬২	৩১এ ডি	১২ই জু, ৬ই ডি
১৮৬৩	১৭ই মে	২রা জু, ২৫এ ন
১৮৬৪	১৯এ অ ৬ই মে	——
১৮৬৫	১৯এ অ	১১ই এ, ৪ঠা অ
১৮৬৬	১৬ই মা, ৮ই অ	৩১এ মা, ২৪এ সে
১৮৬৭	৬ই মা,	২০এ মা, ১৪ই সে
১৮৬৮	২৩এ ফে, ১৮ই আ	——
১৮৬৯	৭ই আ	২৮এ জা, ২৩এ জুলা
১৮৭০	২২এ ডি	১৭ই জা, ১২ই জুলা
১৮৭১	১৮ই জু, ১২ই ডি	৬ই জা, ২রা জুলা

খৃষ্টাব্দ।	সূর্য্যগ্রহণ।	চন্দ্রগ্রহণ।
১৮৭২	৬ই জু	২২এ মে, ১৫ই ন
১৮৭৩	২৬এ মে	১২ই মে, ৪ঠা ন
১৮৭৪	১০ই অ	১লা মে, ২৫এ অ
১৮৭৫	৬ই এ, ২৯এ সে	——
১৮৭৬	—	১০ই মা, ৩রা সে
১৮৭৭	১৫ই মা, ৯ই আ	২৭এ ফে, ২৩এ আ
১৮৭৮	২৯এ জুলা	১৭ই ফে ১৩ই আ
১৮৭৯	২২এ জা, ১৯এ জুলা	২৮এ ডি
১৮৮০	১১ই জা, ৩১এ ডি	২২এ জু, ১৬ই ডি
১৮৮১	২৮এ মে	১২ই জু, ৫ই ডি
১৮৮২	১৭ই মে, ১১ই ন	——
৮৮৩	৩১এ অ	২২এ এ, ৬ই অ
১৮৮৪	২৭এ মা, ১৯এ অ	১০ই এ, ৪ঠা অ
১৮৮৫	—	৩০এ মা, ২৪এ সে
১৮৮৬	২৯এ আ	——
১৮৮৭	১৯এ আ	৮ই ফে, ৩রা আ
১৮৮৮	—	২৮এ জা, ২৩এ জুলা
১৮৮৯	২২এ ডি	১৮ই জা ১২ই জুলা
১৮৯০	১৭ই জু	৩রা জু, ২৬এ ন
১৮৯১	৬ই জু	২৩এ মে ১৬ই ন
১৮৯২	—	১১ই মে, ৪ঠা ন
১৮৯৩	১৬ই এ	——
১৮৯৪	৬ই এ, ২৯এ ডি	২১ মা, ১৫ই সে
১৮৯৫	২৬এ মা, ২০এ আ	১১ই মা, ৪ঠা সে
১৮৯৬	৯ই আ	২৮এ ফে, ২৩এ আ
১৮৯৭	—	——
১৮৯৮	২২এ জা	৮ই জা ৩রা, জুলা, ২৭এ ডি
১৮৯৯	১১ই জা, ৮ই জু	২৩এ জু, ১৭ই ডি
১৯০০	২৮এ মে, ২২এ ন	১৩ই জু
১৯০১	১৮ই মে, ১১ই ন	৩রা মে, ২৭এ অ
১৯০২	৩১এ অ	২২এ এ, ১৭ই অ
১৯০৩	১ এ ম', ২১এ সে	১১ই এ, ৬ই অ
১৯০৪	১৭ই মা	——
১৯০৫	৩০ আ	১৯এ ফে, ১৫ই আ
১৯০৬	২০এ আ	৯ই ফে, ৪ঠা আ
১৯০৭	১৪ই জা	২৯এ জা, ২৫এ জুলা
১৯০৮	২৭এ জু, ২০এ ডি	৭ই ডি
১৯০৯	১৭ই জু,	৪ঠা জু, ২৭এ ন
১৯১০	২রা ন	২৪এ মে, ১৭ই ন
১৯১১	২২এ অ	——
১৯১২	১৭ই এ, ১০ই অ	১লা এ, ২৬এ সে
১৯১৩	—	২২এ মা, ১৫ই সে
১৯১৪	২১এ আ	১১ই মা, ৪ঠা সে
১৯১৫	১৪ই ফে, ১০ই আ	——
১৯১৬	৩রা ফে	১৮ই জা, ১৫ই জুলা

খৃষ্টাব্দ।	সূর্য্যগ্রহণ।	চন্দ্রগ্রহণ।
১৯১৭	২৩এ জা, ১৯ জু	৮ই জা, ৪ঠা জুলা, ২৮এ ডি
১৯১৮	৮ই জু, ৩রা ডি	২৪এ জু
১৯১৯	২৯এ মে, ২২এ ন	৮ই ন
১৯২০	১০ই ন	৩রা মে, ২৭এ অ
১৯২১	৮ই এ ১লা অ	২২এ এ ১৬ই অ
১৯২২	২৮এ মা	——
১৯২৩	১৭ই মা, ১০ই সে	৩রা মা, ২৬এ অ
১৯২৪	৩০এ আ	২০এ ফে, ১৪ই আ
১৯২৫	২৪এ জা,	৮ই ফে, ৪ঠা আ
১৯২৬	১৪ই জা, ৮ই জুলা	১৯এ ডি
১৯২৭	২৯এ জু	১৫ই জু, ২৭এ ন
১৯২৮	১৯এ মে, ১২ই ন	৩রা জু, ২৭এ ন
১৯২৯	৯ই মে, ১লা ন	২৩এ মে
১৯৩০	—	১৩ই এ, ৭ই অ
১৯৩১	১৭ই এ	২রা এ, ২৬এ সে
১৯৩২	—	২২এ মা, ১৪ই সে
১৯৩৩	২৪এ ফে, ২১এ আ	——
১৯৩৪	১৪ই ফে, ১০ই আ	৩০এ জা, ২৬এ জুলা
১৯৩৫	—	১৯এ জা, ১৬ই জুলা
১৯৩৬	১৯এ জু	৮ই জা, ৪ঠা জুলা
১৯৩৭	২রা ডি	১৮ই ন
১৯৩৮	২২এ ন	১৪ই মে, ৭ই ন
১৯৩৯	১৯এ এ	৩রা মে, ২৮এ অ
১৯৪০	১লা অ	২২এ এ
১৯৪১	২১এ সে	১৩ই মা, ৫ই সে
১৯৪২	১০ই সে	২রা মা, ২৬এ আ
১৯৪৩	৪ঠা ফে	২০এ ফে, ১৫ই আ
১৯৪৪	২৫এ জা, ২০এ জুলা	২৯এ ডি
১৯৪৫	১৪ই জা ৯ই জুলা	২৫এ জু, ১৯এ ডি
১৯৪৬	২৯এ জু	১৬ই জু, ৮ই ডি
১৯৪৭	২০এ মে	৩রা জু,
১৯৪৮	৯ই মে, ১লা ন	২৩এ এ, ৮ই অ
১৯৪৯	২৮এ এ	১৩ই এ, ৭ই অ
১৯৫০	১২ই সে	২রা এ, ২৬এ সে
১৯৫১	১লা সে	——
১৯৫২	২৫এ ফে, ২০এ আ	১০ই ফে, ৫ই আ
১৯৫৩	১৪ই ফে, ১১ই জুলা	২৯এ জা, ২৬এ জুলা
১৯৫৪	৩০এ জু, ২৫এ ডি	১৯এ জা, ১৬ই জুলা
১৯৫৫	২০এ জু, ১৪ই ডি	২৯এ ন
১৯৫৬	২রা ডি	২৪এ মে, ১৮ই ন
১৯৫৭	২৩এ অ	১৩ই মে, ৭ই ন
১৯৫৮	১৯এ এ	৩রা মে
১৯৫৯	২রা অ	২৪এ মা, ১৭ই সে
১৯৬০	২০এ সে	১৩ই মা, ৫ই সে
১৯৬১	১১ই আ	২রা মা, ৬ই আ
১৯৬২	৪ঠা ফে, ৩১এ জুলা	——
১৯৬৩	২৫এ জা	৯ই জা, ৬ই জুলা, ৩০এ ডি
১৯৬৪	৯ই জুলা, ৪ঠা ডি	২৫এ জু, ১৯এ ডি
১৯৬৫	২৩এ ন	১৪ই জু
১৯৬৬	২০এ মে, ১২ই ন	৪ঠা মে, ২৯এ অ
১৯৬৭	৯ই মে	২৪এ এ, ১৮ই অ
১৯৬৮	—	১৩ই এ, ২২এ সে, ৬ই অ
১৯৬৯	১৮ই মা	——
১৯৭০	৭ই মা	২১এ ফে, ১৭ই আ
১৯৭১	২৫এ ফে, ২০এ জুলা	১০ই ফে, ৬ই আ
১৯৭২	—	৩০এ জা, ২৬এ জুলা
১৯৭৩	৪ঠা জা, ৩০এ জু, ২৪এ ডি	১০ই ডি
১৯৭৪	১৩ই ডি	৪ঠা জু, ২৯এ ন
১৯৭৫	১১ই মে	২৫এ মে, ১৮ই ন
১৯৭৬	২৯এ এ, ২৩এ অ	১৩ই মে
১৯৭৭	১৮ই এ	৪ঠা এ, ২৭এ সে
১৯৭৮	২রা অ	২৪এ মা, ১৬ই সে
১৯৭৯	২৭এ ফে	১৩ই মা, ৬ই সে
১৯৮০	১৬ই ফে	——
১৯৮১	৩১এ জুলা	১৭ই জুলা
১৯৮২	২০এ জুলা, ১৫ই ডি	৯ই জা, ৬ই জুলা, ৩০এ সে
১৯৮৩	১১ই জু, ৪ঠা ডি	২৫এ জু
১৯৮৪	৩০এ মে	
১৯৮৫	১২ই ন	৪ঠা মে ২৮এ অ
১৯৮৬	—	২৪এ এ, ১৭ই অ
১৯৮৭	২৯এ মা, ২৩এ সে	
১৯৮৮	১৮ই মে, ১১ই সে	২৭এ আ
১৯৮৯	—	২০এ ফে, ১৭ই আ
১৯৯০	২২এ জুলা	৯ই ফে, ৬ই আ
১৯৯১	—	৩০এ জা, ৩১এ ডি
১৯৯২	২৪এ ডি	১৫ই জু, ৯ই ডি
১৯৯৩	২১এ মে	৪ঠা জু, ২৯এ ন
১৯৯৪	১০ই মে, ৩রা ন	২৫এ মে
১৯৯৫	২৯এ এ, ২৪এ অ	১৫ই এ
১৯৯৬	১২ই অ	৩রা এ, ২৭এ সে
১৯৯৭	৯ই মা	১৬ই সে
১৯৯৮	২৬এ ফে, ২২এ আ	——
১৯৯৯	১৬ই ফে, ১১ই আ	২৮এ জুলা
২০০০	৩১এ জুলা	২১এ জা, ১৬ই জুলা

উপরে যে গ্রহণের তালিকা দেওয়া হইল, উহার সকল গ্রহণ এক স্থানে বা এক দেশে দৃষ্ট হয় নাই বা হইবে না।

গ্রহণক (ক্লী) গৃহ্যতেঽনেন গ্রহ কর ল্যুট্ ততঃ স্বার্থে কন্। গ্রাহক শাস্ত্র।

'হুকারাদীনামপি গ্রহণকশাস্ত্রবলাৎ অচত্বং স্যাৎ।' (সি° কৌ°)

শব্দেন্দুশেখরে 'গ্রহণক' স্থানে গ্রাহক পাঠ দৃষ্ট হয়।

গ্রহণান্ত (ক্লী) গ্রহণস্যান্তং ৬তৎ। গ্রহণের অবসান।

গ্রহণি (স্ত্রী) গৃহ্নাতি আক্রমতে রোগিণাং দেহং গ্রহ-অনি (গ্রহেরনি। উণ ৪।৫১) গ্রহণীরোগ। (অমরটী° রায়মুকুট।)

গ্রহণী (স্ত্রী) গ্রহণি ঙীষ। ১ অগ্ন্যাধিষ্ঠান নাড়ী, পিত্তাধার। ২ পক্কামাশয়াস্ত রোগ, উদরভব রোগবিশেষ (Diarrhœa) এই রোগে বৈদ্যক চিকিৎসাই সর্ব্বাধিক উপকারী। সুশ্রুতে ইহার নিদান ও লক্ষণাদি এইরূপ লিখিত আছে—

পক্কাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে পিত্তধরা নামে একটী কলা (নাড়ী) আছে, তাহাকে গ্রহণী বলে। এই গ্রহণীর বল অগ্নি, কিন্তু সেই অগ্নি আবার গ্রহণীকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিতি করে। অতএব অগ্নি দূষিত হইলে গ্রহণী দূষিত হয়। ক্রমে একটী বা সমস্ত দোষ বৃদ্ধি পাইয়া গ্রহণীকে দূষিত করিতে থাকে ইহাতে অধিক আহার করিলে পরিপাক হয় না। ভুক্তদ্রব্য অপক্ক অবস্থায় .°ক হইয়া যায়। অথবা পরিপাক হইয়া দুর্গন্ধযুক্ত দ্রবমল যন্ত্রণার সহিত নির্গত হয়, কখনও বা কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে। ইহারই নাম গ্রহণীরোগ। অতীসার নিবৃত্ত হইলে অহিতাহারী ব্যক্তির অগ্নিমান্দ্য হয়। অগ্নিদূষিত হইলে গ্রহণী ও দূষিত হইয়া উঠে। অতএব অতিসার রোগ আরোগ্য হইলে যাবৎ দেহের সাম্য, সরলতা ও স্বাভাবিক ভাব না হয়, তাবৎ আহারাদি নিয়ম পালন করিবে। গ্রহণীর প্রারম্ভে গলাজ্বালা, দেহের অবসন্নতা, আলস্য তৃষ্ণা, ক্লান্তি, বলক্ষয়, অরুচি, কাশ, কর্ণক্ষ্বেড় ও অন্ত্রকূজন এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। রোগ জন্মিলে হস্তপাদ স্ফীত, কৃশ, গ্রন্থিতে বেদনা ও শিথিল ভাব, তৃষ্ণা, বমন, জ্বর, অরুচি, শুক্ত, তিক্ত ও অম্লরসের এবং রক্ত বা ধূম গন্ধের উদগার, মুখে জল উঠা, মুখ বিরস ও তমক এই সকল লক্ষণ হয়। গ্রহণীরোগ বায়ুজন্য হইলে পায়ু, হৃদয়, পার্শ্ব, উদর ও মস্তকে শূল, পিত্তজন্য হইলে দাহ ও কফ জন্য হইলে দেহের গুরুতা এবং সান্নিপাতজ হইলে তিনটী লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে। নখ, পুরীষ, মূত্র, চক্ষু ও মুখে দোষের বর্ণ প্রকাশ পায়। হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, উদররোগ, গুল্ম অর্শ ও প্লীহা এই সকল রোগের আশঙ্কা হয়। উর্দ্ধাধো ভাগে সংশোধন করিয়া দোষানুসারে অগ্নিবর্দ্ধক দ্রব্যযোগে পেয় সন্তর্পণ প্রস্তুত করিয়া দিবে। পরে পাচন, সংগ্রাহক ও অগ্নিকর দ্রব্য বা ত্রিবিধ সুরা, অরিষ্ট, মেহ, মূত্র বা ঔষধযুক্ত জলের সহিত পান করিবে। এই সকল দ্রব্য ঘোলের সহিত পান করা যাইতে পারে। কেবল ঘোল খাইলেও গ্রহণীর প্রতীকার হয়। কৃমি, গুল্ম, উদররোগ বা অর্শনাশক ঔষধও গ্রহণী রোগে প্রযোজ্য। হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ বা প্লীহানাশক ঘৃত অথবা পিপ্পল্যাদিগণ ও আরকল রসের সহিত পক্ক ঘৃত সেবনীয়। চতুর্গুণ দধিতে ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে গ্রহণী ভাল হয়। গ্রহণীরোগে অগ্নিকর ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত। জ্বরাদি উপদ্রব থাকিলে দোষের চিকিৎসাপ্রণালী অনুসারে সেই সকল উপদ্রবের চিকিৎসা করিবে, কিন্তু যে ঔষধ অতিসারে প্রয়োগ করা অনুচিত, সেই ঔষধ প্রয়োগ করিবে না (সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৪০ অঃ)

ইহা ছাড়া গ্রহণীরোগে লবঙ্গাদিচূর্ণ, বৃহল্লাইচূর্ণ, জাতীফলাদিচূর্ণ, চিত্রকাদিবটিকা, বিল্বক, বার্ত্তাকুগুটিকা, কল্যাণগুড়, মহাকল্যাণগুড় ও কুষ্মাণ্ড কল্যাণগুড় প্রভৃতি ঔষধ প্রযোজ্য। জ্বর না থাকিলে ঘোলে জল ও কিঞ্চিৎ লবণ মিশাইয়া প্রত্যহ খাইলে বিশেষ উপকার হয়।

কাঁচা বেল পোড়াইয়া মিছরির গুঁড়া দিয়া খালি পেটে খাইলেও গ্রহণীর পক্ষে বিশেষ হিতকর। রাত্রি জাগরণ, মৈথুন, স্নান, মলমূত্রাদির বেগধারণ, মদ্য, ধূমপান, পরিশ্রম, গোধূম, যব কুষ্মাণ্ড, লাউ, মধু, তাম্বুল, ইক্ষু, আম, সুপারি, রসুন, দুধ, গুড়, কাঞ্জি প্রভৃতি অহিতকর। [অতিসার দেখ]।

গ্রহণীকপর্দ্দপোট্টলী, একপ্রকার ঔষধ। কড়িভস্ম, পারা, গন্ধক, লৌহ ও সোহাগা সমভাগে লইয়া সিদ্ধিরসে একদিন খল করিয়া চূর্ণে বেষ্টন করিবে। ইহার নাম গ্রহণীকপর্দ্দ, পোট্টলী, ইহা বাতজ গ্রহণীরোগে সেবনীয়। (রসেন্দ্রসার°)

গ্রহণীকপাট, ১ একপ্রকার ঔষধ। পারা, গন্ধক সমভাগে কজ্জলী করিয়া আদার রসে ভিজাইবে। ইহাতে দ্বিগুণ কুড়চির ছাল ভস্মমিশ্রিত করিয়া ৪ রতি পরিমিত বটী করিবে। ইহার নাম গ্রহণীকপাট। ছাগদুগ্ধ কুড়চির কাথ কিম্বা দধির সহিত ২ রতি হইতে সেবন করিয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি এবং ক্রমে হ্রাস করিবে। ইহাতে গ্রহণী প্রভৃতি রোগ ভাল হয়। (রসেন্দ্রসার°)

২ লৌহ, পারদ, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, সোহাগা প্রত্যেক ১২ তোলা, কড়িভস্ম ৪০ তোলা, গন্ধক ১৬ তোলা, জম্বীর নেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া পুটপাক করিবে। ইহা সেবনে গ্রহণী, গুল্ম, ক্ষয় কুষ্ঠ ও প্রমেহ রোগ ভাল হয়।

৩ পারা একভাগ, অভ্র দুইভাগ, গন্ধক তিনভাগ, কাকজঙ্ঘার রসে তিন দিন রাখিয়া জয়ন্তী, ভৃঙ্গরাজ ও জম্বীর নেবু ইহাদের রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া গন্ধকের তুল্য যবক্ষার ও সোহাগা দিয়া এরণ্ডতৈলের সহিত পুটপাক

করিবে। পরে শুক্‌চী, শিমূল ও ভাঙ ইহাদের রসে পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমিত বটী করিবে। ইহার নাম গ্রহণীকপাট। ইহা মরিচচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবনীয়। ইহাতে গ্রহণীরোগের প্রতিকার হয়।

৪ রৌপ্য, মুক্তা, স্বর্ণ ও লৌহ প্রত্যেক এক ভাগ গন্ধক দুইভাগ ও পারা তিনভাগ কৎবেলের পাতার রসে মর্দ্দন করিবে, গাঢ় হইলে মৃগশৃঙ্গভস্মের সহিত যথাবিধি পুটে পাক করিবে। পরে বেড়েলার রসে সাতবার, অপামার্গের রসে তিনবার, লোধ, আতইচ, মুথা, ধাইফুল ও ইন্দ্রযবের কাথে তিন তিনবার ভাবনা দিয়া এক মাষা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাও একপ্রকার গ্রহণীকপাট। ইহা অগ্নিদীপক। মরিচচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবনে সকল প্রকার অতীসার ও গ্রহণী রোগনাশ হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

গ্রহণীকপাটরস, একপ্রকার ঔষধ। পারা, গন্ধক, জায়ফল লবঙ্গ প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা, সূর্য্যাবর্ত্ত বেল, পাণফল পাতার রসে ভাবনা দিয়া সূর্য্যোত্তাপে শুকাইয়া দুই রতি পরিমিত বটী করিবে। বিল্বপত্রের রস অনুপানে সেবন করিলে গ্রহণী, অতিসার, শোথ ও জ্বর ইত্যাদি রোগ বিনাশ হয়। (রসেন্দ্রসার°)

গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা, গহনমাথ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত একটী ঔষধ। পারা, গন্ধক, লৌহ, সোহাগা, শঙ্খ, হিঙ্গু, শঠী, তালিশপত্র, মুথা, ধনে, জীরা, সৈন্ধবলবণ, ধাইফুল, আতইচ্‌ শুঁট, স্থূল হরীতকী, কেলা, তেজপাতা, জায়ফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাচ, বালা, বেলশুঁট, মেথী, ভাঙ, সমভাগে ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া দুই মাষা পরিমিত বটী করিবে। সেবনে নানাপ্রকার গ্রহণী, জ্বর, অতিসার, শূল, গুল্ম, অম্লপিত্ত, কামলা, হলীমক কণ্ডু, কুষ্ঠ, বিসর্প, অন্ত্রব্রণ ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগ নাশ হয়। ইহা বলকর, অগ্নিবর্দ্ধক ও রসায়ন। (রসেন্দ্রসারস°)

গ্রহণীদোষ (পুং) গ্রহণীজনিত দোষ।

গ্রহণীপ্রদোষ (পুং) গ্রহণীদোষ।

গ্রহণীয় (ত্রি) গ্রহ অনীয়র্‌। যাহা গ্রহণ করা উচিত, গ্রহণের যোগ্য।

গ্রহণীরুজ্‌ (স্ত্রী) গ্রহণীরোগ।

গ্রহণীরোগ (পুং) পনাবদ্ধাত রোগ। [গ্রহণী দেখ।]

গ্রহণীবজ্রকপাট, গ্রহণীরোগের একপ্রকার ঔষধ। পারা, গন্ধক, যবক্ষার, সিদ্ধি, বচ, অভ্র ও সোহাগা, সমভাগ জয়ন্তী, ভৃঙ্গরাজ ও জম্বীর নেবুর রসে তিন দিন পিষিয়া অগ্নির মৃদু সন্তাপে চারিদণ্ড স্বেদ দিবে। পরে ভাঙ, শিমূল ও জম্বীর রসে সাত সাত বার ভাবনা দিয়া ২।০ মাষা পরিমিত বটী করিবে। ইহাকে গ্রহণীবজ্রকপাট বলে। মধু অনুপানে সেবন করিলে গ্রহণীরোগ নাশ হয়। (রসেন্দ্রসার°)

গ্রহণীশার্দ্দূলরস, কন্দর্পের কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত একপ্রকার ঔষধ। দুই তোলা পারা ও দুই তোলা গন্ধক কজ্জলী করিয়া সোণা ১৬ ভাগ, লবঙ্গ, নিমপাতা, জৈত্রী, ছোট এলাচ প্রত্যেক দুইতোলা, এই সমস্ত দ্রব্য সম্পুটে ভরিয়া পুট দিবে। পাঁচ রতি মাত্রায় সেবনে সূতিকা, গ্রহণী, অর্শ, কাশ, শ্বাস, অতিসার ও আমশূল প্রভৃতি রোগের প্রতীকার হয়। ইহা দীপন, বলবীর্য্য ও পুষ্টিকারক। (রসেন্দ্রসার°)

গ্রহণীহর (ক্লী) গ্রহণীঃ হরতি হৃ-অচ। ১ লবঙ্গ। (শব্দচন্দ্রিকা) (ত্রি) ২ গ্রহণীনাশক, যাহাতে গ্রহণী নাশ হয়।

গ্রহতা (স্ত্রী) গ্রহস্য ভাবঃ গ্রহ তল্‌-টাপ্‌। গ্রহের ভাব, গ্রহের ধর্ম্ম। "প্রাণৈরপরিত্যক্তং গ্রহতাং যাতং বদন্তোকে॥" (বৃহৎস° ৫।১)

গ্রহদক্ষিণা (পুং) গ্রহাণাং গ্রহোদ্দেশেন দেয়া দক্ষিণা ৬ত°। গ্রহযজ্ঞে দেয় দক্ষিণা। [গ্রহযজ্ঞ দেখ।]

গ্রহদান (ক্লী) গ্রহাণাং দানং ৬তৎ। ১ গ্রহোদ্দেশে দান ২ গ্রহোদ্দেশে যে যে দ্রব্য দান করিতে হয়। [গ্রহবিপ্র দেখ]

গ্রহদৃষ্টি (স্ত্রী) গ্রহাণাং দৃষ্টিঃ ৬তৎ। গ্রহগণ যে স্থানে অবস্থিতি করে, তাহা হইতে স্থানান্তরে তাহাদের দৃষ্টি থাকে। এই দৃষ্টি চারিপ্রকার—পূর্ণ, ত্রিপাদ, অর্দ্ধ ও একপাদ। গ্রহগণের দৃষ্টি অনুসারে ফলাফলের ভেদ ঘটিয়া থাকে। শুভগ্রহের সংপূর্ণ দৃষ্টি থাকিলে শুভফল এবং অশুভ গ্রহের সংপূর্ণ দৃষ্টি থাকিলে অশুভফল হয়। দৃষ্টির হীনতায় যথাক্রমে ফলেরও হ্রাস হয়। কোন গ্রহের কোন স্থানে কিরূপ দৃষ্টি তাহা সহজে জানিবার জন্য নিম্নে গ্রহদৃষ্টিচক্র অঙ্কিত হইল। যে স্থানে গ্রহ অবস্থিতি করে, তাহাকে ১ম স্থান এবং তৎপরবর্ত্তী রাশিদিগকে ক্রমে দ্বিতীয়াদি স্থান জানিবে। পূর্ণ দৃষ্টির সংখ্যা ৬০, ত্রিপাদ দৃষ্টির ৪৫, অর্দ্ধদৃষ্টির ৩০ এবং একপাদ দৃষ্টির সংখ্যা ১৫। গ্রহদৃষ্টিচক্রে যে দৃষ্টি লিখিত হইল, তাহা সাধারণ কার্য্যের উপযোগী। (১)

---

(১) "দশমে তৃতীয়ে চৈব পাদদৃষ্টিং প্রযচ্ছতি।
অর্দ্ধদৃষ্টিস্ত নবমে পঞ্চমে পরিকীর্ত্তিতাঃ।
চতুর্থে অষ্টমে চৈব পাদোনা পরিকীর্ত্তিতা।
সপ্তমে পরিপূর্ণাঞ্চ ফলমেবং প্রকল্পয়েৎ।
তৃতীয় দশমৌ বার্কিঃ পঞ্চম পূর্ণদৃষ্টয়ঃ।
ত্রিকোণপাদ্‌ গুরুশ্চৈব চতুর্থাষ্টমপাদ্‌ কুজঃ।
সুতভবনযোর্জ্জীবঃ পূর্ণদৃক্‌ স্যাৎ স্মরেসে-
মু পললবনযোর্নো বুদ্ধিপাদত্রয়াংশঃ।
সহজরিপুচতুর্থে বর্দ্ধয়ে চার্দ্ধদৃষ্টি-
র্বিভিতবনসুতাভ্যাং নৈব দৃষ্টং হি রাহোঃ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

(ক) গ্রহদৃষ্টি চক্র।

স্থান	রবি	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি	রাহু
১ম	০	০	০	০	০	০	০	০
২য়	০	০	০	০	০	০	০	৪৫
৩য়	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	৬০	৩০
৪র্থ	৪৫	৪৫	৬০	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৩০
৫ম	৩০	৩০	৩০	৩০	৬০	৩০	৩০	৬০
৬ষ্ঠ	০	০	০	০	০	০	০	৩০
৭ম	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০
৮ম	৪৫	৪৫	৬০	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৩০
৯ম	৩০	৩০	৩০	৩০	৬০	৩০	৩০	৬০
১০	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	৬০	৪৫
১১শ	০	০	০	০	০	০	০	০
১২শ	০	০	০	০	০	০	০	৬০

নীলকণ্ঠজাতকে বর্ষ প্রবেশকালে গ্রহগণের অন্যপ্রকার দৃষ্টির উল্লেখ আছে। তদনুসারে নিম্নে (খ) চিহ্নিত গ্রহদৃষ্টি-চক্র অঙ্কিত করা হইল। ইহার অপর নিয়ম (ক) চিহ্নিত

(খ) গ্রহদৃষ্টি চক্র।

গ্রহের স্থান	রবি	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি
১ম	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০
	০	০	০	০	০	০	০
৩য়	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০
৪র্থ	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
৫ম	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫
৬ষ্ঠ	০	০	০	০	০	০	০
৭ম	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০
৮ম	০	০	০	০	০	০	০
৯ম	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫
১০ম	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
১১শ	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
১২শ	০	০	০	০	০	০	৪০

গ্রহদৃষ্টিচক্রের সমান। বর্ষপ্রবেশে (খ) চিহ্নিত চক্রানুসারে গ্রহের দৃষ্টি লইয়া ফলাফল নিরূপণ করিতে হয়। [অপর বিবরণ বর্ষপ্রবেশ ও কোষ্ঠি প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

নীলকণ্ঠজাতকের মতে বর্ষপ্রবেশকালে সাতটী গ্রহের দৃষ্টিরই তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়, এই কারণে (খ) চিহ্নিত চক্রে সাতটী গ্রহের উল্লেখ করা হইল।

গ্রহদেবতা (স্ত্রী) গ্রহাণাং দেবতা ৬তৎ। গ্রহগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রুদ্র প্রভৃতি। [গ্রহযজ্ঞ দেখ।] গ্রহাধিদেবতা প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

গ্রহক্রম (পুং) গ্রহনাশকোক্রমঃ মধ্যলো°। শাকবৃক্ষ। (রাজনি°)

গ্রহধূপ (পুং) গ্রহাণাং ধূপঃ ৬তৎ। গ্রহোদ্দেশে গ্রহের ধূপবিশেষ। [গ্রহযজ্ঞ দেখ।]

গ্রহনায়ক (পুং) গ্রহাণাং নায়কঃ ৬তৎ। ১ সূর্য্য। ২ শনি। ৩ অর্কবৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

গ্রহনাশ (পুং) গ্রহং মলবন্ধং নাশয়তি নশ-ণিচ্-অণ্ উপসং। শাকবৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

গ্রহনাশন (পুং) গ্রহং মলবন্ধং নাশয়তি নশ-ণিচ্ উপসং। শাকবৃক্ষ। (রত্নমা°)

গ্রহনেমি (পুং) গ্রহাণাং গ্রহকক্ষাণাং নেমিরিব। চন্দ্র। (শব্দরত্না°) চন্দ্র গ্রহকক্ষার নেমিরূপে স্থিত বলিয়া তাহার এই নাম হইয়াছে।

গ্রহপতি (পুং) গ্রহস্য পতিঃ ৬তৎ। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ। ৩ চন্দ্র। "তস্য বিত্তোর্ধ্বতে রাজাং জ্যোৎস্না গ্রহপতেরিব।" (ভারত ১২।১৬৮।২৫)

৪ গৃহস্বামী। (ভারত ১৩।৮৫।১১৭)

গ্রহপীড়া (স্ত্রী) গ্রহকৃতা পীড়া মধ্যলো°। অশুভ গ্রহ শারীরিক বা মানসিক যাতনা উৎপাদন করে তাহার নাম গ্রহপীড়া।

গ্রহপীড়ন (ক্লী) গ্রহস্য পীড়নং ৬তৎ। গ্রহপীড়া।

গ্রহপুষ (পুং) গ্রহান্ চন্দ্রাদীন্ পুষ্ণাতি স্বতেজসা গ্রহ-পুষ-ক। সূর্য্য। (হেম°)

গ্রহপূজা (স্ত্রী) গ্রহস্য পূজা ৬তৎ। গ্রহদিগের অর্চনা।

গ্রহপ্রত্যাধিদৈবত (ক্লী) গ্রহাণাং প্রত্যধিদৈবতং ৬তৎ। গ্রহগণের অধিপতি দেবতা।

গ্রহবল (ক্লী) গ্রহস্য বলং ৬তৎ। গ্রহের বল, সামর্থ্য, কার্য্যদক্ষতা। বৃহজ্জাতকের মতে গ্রহদিগের বল চারিপ্রকার— স্থানবল, দিক্‌বল, চেষ্টাবল ও কালবল। গ্রহগণ স্বীয় স্বীয় উচ্চ, নবাংশ, ত্রিকোণ বা মিত্রগৃহে অথবা নিজ ভবনে অবস্থিত হইলে বলবান্ হয়, ইহার নাম স্থানবল। পূর্ব্ব

দিকে অর্থাৎ লগ্নে বুধ ও বৃহস্পতি, দক্ষিণ অর্থাৎ দশমস্থানে রবি ও মঙ্গল, পশ্চিমে বা সপ্তম রাশিতে শনি, উত্তরে চতুর্থ রাশিতে শুক্র ও চন্দ্র অবস্থিত হইলে বলবান্ হয়। ইহার নাম দিক্‌বল। যে গ্রহ যে রাশিতে থাকিলে বলবান্ হয় সেই গ্রহ সেই রাশি হইতে গণনায় সপ্তমরাশিতে থাকিলে একেবারে বলশূন্য হইয়া পড়ে। মধ্যে অনুপাতানুসারে বল নিরূপণ করিবে।

মকরাদি ৬টী রাশিকে উত্তরায়ণ ও কর্কটাদি ৬ রাশিকে দক্ষিণায়ন বলে। রবি ও চন্দ্র উত্তরায়ণে থাকিলে বলবান্ এবং মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, ও শুক্র ও শনি বক্রগামী বা চন্দ্রের সহিত মিলিত থাকিলে বলবান্ হইয়া থাকে। ইহার নাম চেষ্টা। যুদ্ধে জয়ী গ্রহও বলবান্ হয়। [গ্রহযুদ্ধ দেখ।]

চন্দ্র, মঙ্গল ও শনি রাত্রিকালে, সূর্য্য, বৃহস্পতি ও শুক্র দিনে এবং বুধ দিন ও রাত্রি উভয় সময়েই বলবান্। পাপ-গ্রহ কৃষ্ণপক্ষে ও শুভগ্রহ শুক্লপক্ষে বলশালী হয়। যে গ্রহ যে বৎসর যে মাস যে দিন এবং যে হোরার অধিপতি, সেই বৎসরে সে মাসে সেই দিনে ও সেই হোরায় তাহাকে বলবান্ জানিবে। ইহার নাম কালবল। বৃহজ্জাতকের মতে শনি সকল গ্রহ অপেক্ষা হীনবল। শনি হইতে মঙ্গল বলবান্। মঙ্গল হইতে বুধ, বুধ হইতে বৃহস্পতি, বৃহস্পতি অপেক্ষা শুক্র, শুক্র অপেক্ষা চন্দ্র এবং চন্দ্র হইতে সূর্য্য বলবান্। লঘুজাতকের মতে, ইহাই গ্রহগণের নৈসর্গিক বল। [বলানুসারে গ্রহগণের ফলের তারতম্য জাতকল প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য]

গ্রহবলি (পুং) গ্রহাণাং বলিঃ ৬তৎ। গ্রহগণের পূজোপহার, গ্রহযজ্ঞে গ্রহ উদ্দেশে দেয় ভক্ষ্যোদন্যাদি। [গ্রহযজ্ঞ দেখ।]

গ্রহভক্তি (স্ত্রী) গ্রহাণাং ভক্তির্ভাগঃ ৬তৎ। গ্রহের ভাগ অংশ বা অধিকার। খগোলাবস্থিত গ্রহগণ অংশক্রমে সমস্ত দেশ, দ্রব্য ও পুরুষ প্রভৃতিকে ভোগ করে। যাহা যে গ্রহের ভোগ্য তাহাকে সেই গ্রহের ভক্তি বলে। বৃহৎ-সংহিতায় গ্রহভক্তি এইরূপ লিখিত আছে—

সূর্য্যগ্রহের ভক্তি—নর্ম্মদার পূর্ব্বার্দ্ধ, শোণ, ওড্র, বঙ্গ, সুহ্ম, কলিঙ্গ, বাহ্লিক, শক, যবন, মগধ, শবর, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, চীন, কাম্বোজ, মেকল, কিরাত, বিটক, পর্ব্বতের মধ্য ও বহির্ভাগে অবস্থিত পুলিন্দ, দ্রাবিড়ের পূর্ব্বার্দ্ধ, যমুনার দক্ষিণকূল, চম্পা, উদুম্বর, কৌশাম্বী, চেদি, বিন্ধ্যাটবী, পুণ্ড্র, গোলাঙ্গূল, শ্রীপর্ব্বত, বর্দ্ধমান ও ইক্ষুমতী এই সকল দেশ, তস্কর, পারত, কান্তার, গোপ, বীজ, তুষ, ধাতু, কটুক বৃক্ষ, কনক, অগ্নি, বিষ, ঔষধ, সমর, শূর, বৈদ্য, চতুষ্পদ, কৃষিকর, নৃপ, হিংস্র, পথাবহ, চৌর, কৃষ্ণসর্প এবং বনোদ্ভূত তীক্ষ্ণ আরণ্য দ্রব্য এই সমস্তের অধিপতি সূর্য্য।

চন্দ্রের ভক্তি—গিরি, সলিল, দুর্গ, কোশল, ভরুকচ্ছ, সমুদ্র, রোমক, তুষার, বনবাসী, তঙ্গণ, হল, স্ত্রীরাজ্য, মহার্ণবদ্বীপ, মধুররস, কুসুম, ফল, লবণ, মণি, শঙ্খ, মৌক্তিক, পদ্ম, শালি, যব, ওষধি গোধূম, সোমপ, রাজার বশীভূত ব্রাহ্মণগণ, শ্বেতঘোটক, রতিকরী যুবতী, চমূপতি, ভোগ্য বস্ত্র, শৃঙ্গযুক্ত পশু, নিশাচর, কর্ষক ও যজ্ঞবিদ্ এই সকল চন্দ্রের ভোগ্য।

মঙ্গলের ভক্তি—শোণ, নর্ম্মদা ও ভীমরথীর পশ্চিমার্দ্ধে অবস্থিত রাজ্য; নির্বিন্ধ্যা, বেত্রবতী, গোদাবরী, শিপ্রা, বেণা, মন্দাকিনী, পয়োষ্ণী, মহানদী, সিন্ধু, মালতী ও পারা প্রভৃতি নদী, উত্তরপাণ্ড্য, মহেন্দ্রাদ্রি, বিন্ধ্য, মলয়ের নিকটবর্ত্তী স্থান, চোল, দ্রাবিড়, বিদেহ, অন্ধ্র, অশ্মক, ভাসাপুর, কোঙ্কণ, মন্ত্রিক, কুন্তল, কেরল, দণ্ডক, কান্তি-পুর, ম্লেচ্ছ, সঙ্কর, নাসিক, ভোগবর্দ্ধন, বিরাট, বিন্ধ্যাদ্রি-পার্শ্ববর্ত্তী দেশ সকল, তাপী ও গোমতী নদীর সুমিষ্ট জল-পায়ী মানবগণ, নগরবাসী, কৃষিকর, পারত, হুতাশনাজীবী, শস্ত্রাজীবী, অরণ্যচর, দুর্গ, ক্ষুদ্রনগর, ঘাতক, গর্ব্বিত, নরপতি, কুমার, হস্তী, দাম্ভিক, বালক, পশুপালক, রক্তফল ও কুসুম, বিদ্রুম, চমূপালক, গুড়, মদ, কোষাগার, অগ্নিহোত্রী, ধাতুর আকর, জৈন ভিক্ষু, চৌর, শঠ, দীর্ঘবৈর এবং বহুভোজী, ইহাদের অধিপতি মঙ্গল।

বুধের ভক্তি—লৌহিত্য ও সিন্ধুনদ, সরযূ, গম্ভীরিকা, রথাহ্বা, গঙ্গা ও কৌশিকী প্রভৃতি নদী, কাম্বোজ, বৈদেহ মথুরার পূর্ব্বার্দ্ধ, হিমালয়, গোমন্ত ও চিত্রকূটস্থ সকল রাজ্য, সৌরাষ্ট্র, সেতু, জলমার্গ, পণ্য, বিল ও পর্ব্বতস্থ প্রাণীগণ, কূপ, যন্ত্র, গান, লেখনীয় দ্রব্য, মণি, অঙ্গরাগ, গন্ধযুক্তিবিৎ পণ্ডিত, চিত্রকর, শাব্দিক, গণিতজ্ঞ, প্রসাধক, আয়ুষ্কর, শিল্পশাস্ত্রাভিজ্ঞ, চর, মায়াবী, শিশু, কবি, শঠ, সূচক, অভি-চাররত, দূত, নপুংসক, হাস্যজ্ঞ, ভূততন্ত্র, ইন্দ্রজালজ্ঞ, রক্ষক, নট, নর্ত্তক, ঘৃত, তৈল, স্নেহবীজ, তিক্ত, ব্রতচারী, রসায়নকুশল ও অশ্বতর, এই সকলের অধিপতি বুধ।

বৃহস্পতির ভক্তি—সিন্ধুনদের পূর্ব্বভাগ, মথুরার পশ্চার্দ্ধ, ভরত, সৌবীর, স্রুঘ্নের উত্তরদিক্, বিপাশা ও শতদ্রুনদী, রামঠ, সাল্ব, ত্রৈগর্ত্ত, পৌরব, অম্বষ্ঠ, পারত, বাটধান, যৌধেয়, সারস্বত, আর্জ্জুনায়ন এবং মৎস্যদেশের অর্দ্ধভাগস্থ গ্রাম ও সমস্ত রাজ্য, হস্তী, অশ্ব, পুরোহিত, রাজা, মন্ত্রী, মাঙ্গল্য ও পৌষ্টিক কার্য্যে আসক্ত ব্যক্তি, করুণা, সত্য, শৌচ, ব্রত, বিদ্যা,

দান ও ধর্ম্মকর্ম্মে নিরত ব্যক্তি, পৌর, ধনশালী, শাব্দিক, বৈদিক, অভিচার ও নীতিজ্ঞ, ছত্র, ধ্বজ, ও চামর প্রভৃতি উপকরণ, শৈলজ, মাংসী, তগর, কুষ্ঠ, পারদ, সৈন্ধব, লতাজাত দ্রব্য, মধুরফল, মোম এবং চোরক নামক গন্ধদ্রব্য এই সকলের অধিপতি বৃহস্পতি।

শুক্রের ভক্তি—তক্ষশিলা, মার্ত্তিকাবত, বহুগিরি, গান্ধার, পুষ্কলাবত, প্রস্থল, মালব, কৈকয়, দশার্ণ উশীনর ও শিবিদেশ বিতস্তা, ইরাবতী ও চন্দ্রভাগানদীর জলপায়ী মানবগণ, রথ, কুঙ্কুম, রজতাকর, মাহুত, ধনুর্দ্ধারী, সুরভীকুসুম, অনুলেপন মণিবস্ত্রাদিবিভূষণ, পদ্ম, শয্যা, নবীন, যুবতী, সুগন্ধ অন্ন ও মধুর রসযুক্ত দ্রব্যভোজনকারী, উদ্যান, সলিল, কামুক, যশ, সুখ, ঔদার্য্য ও রূপসম্পন্ন, বিদ্বান, অমাত্য, বণিক্, কুম্ভকার চিত্রাণ্ডজ, হরীতকী, বিভীতকী, কৌশেয়, পট্টবস্ত্র, কম্বল, পত্র, ঔর্ণিক, লোধ্রপত্র, চোর, জাতীফল, অগুরু, বচ, পিপ্পলী, এবং চন্দন এই সমস্তের অধিপতি শুক্র।

শনির ভক্তি—আনর্ত্ত, অর্ব্বুদ, পুষ্কর সৌরাষ্ট্র, আভীর, শূদ্র, রৈবতক, যে দেশে সরস্বতী নদী অদৃশ্য, পশ্চিমদেশ কুরুক্ষেত্র, প্রভাস বিদিশা, বেদস্মৃতি, ভটজ, দ্রব্য, খল, মলিন, নীচ, তৈলিক, বিহীনসত্ত্ব, উপহতপুংত্ব, বন্ধনকারী, ব্যাধ, অশুচি, কৈবর্ত্ত, বিরূপ, বৃদ্ধ, শৌকরিক, গণপূজ্য, স্খলিতব্রত, শবর, পুলিন্দ, দরিদ্র, কটু, তিক্ত, রসায়ন, বিধবা যাযাবৎ ভুজঙ্গ, তস্কর, মহিষী, খর, করভ, চণক, বাতুল এবং নিষ্পাবদ্রব্য এই সকলের অধিপতি শনি।

রাহুর ভক্তি—পর্ব্বতের, শিখর, কন্দর, গুহাবাসী, ম্লেচ্ছজাতি, শূদ্রগণ, গোমায়ুভক্ষ্য, শূলিক, বোক্কাণ, অশ্বমুখ, বিকলাঙ্গ, কুলাঙ্গার, হিংস্র, কৃতঘ্ন, চোর, সত্য, শৌচ ও দানবর্জ্জিত, খরচর, মল্লযুদ্ধকারী, তীব্ররোষযুক্ত, নীচ, উপহত, নাস্তিক, রাক্ষস, নিদ্রালু, ধর্ম্মহীন, মাষকলাই এবং তিল ইহাদের অধিপতি রাহু।

কেতুর ভক্তি—গিরিদুর্গ, পহ্লব, শ্বেতহূণ, চোল, অবগান, মরু, চীন, প্রত্যন্তদেশ, ধনী, উদারস্বভাব, ব্যবসায়ী, পরাক্রমযুক্ত, পরদাররত, বিবাদপ্রিয়, মদগর্ব্বিত, মূর্খ ও অধার্ম্মিক বিজয়াভিলাষী ইহাদের অধিপতি কেতু।

যে গ্রহ প্রকৃতিস্থ স্নিগ্ধ ও এবং নির্ঘাত উল্কা রজঃ বা গ্রহ মর্দ্দন দ্বারা হত না হয়, স্বভবনগত স্বোচ্চাশ্রিত ও শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া উদিত হয়, সেই গ্রহকে যে সকলের অধিপতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাদের মঙ্গল হয়। ইহার বিপরীত লক্ষণ হইলে অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। (বৃহৎসং ১৬ অঃ)

গ্রহভীতিজিৎ (পুং) গ্রহভীতিং জয়তি জি-কিপ্। গন্ধদ্রব্য বিশেষ চিন্তা।

গ্রহভোজন (ক্লী) গ্রহাণাং ভোজনং ৬তৎ। গ্রহ উদ্দেশে দেয় বলি, গুড় ওদন প্রভৃতি। [গ্রহযজ্ঞ দেখ।]

গ্রহমণ্ডল (ক্লী) গ্রহাণাং মণ্ডলং ৬তৎ। ১ গ্রহসমূহ। ২ গ্রহপূজার জন্য অষ্টদল পদ্মাকার স্থানাঙ্কন। [গ্রহযজ্ঞ দেখ।]

গ্রহমৈত্র (ক্লী) গ্রহয়োর্দম্পত্যো রাশ্যধিপয়োর্মৈত্রং ৬তৎ। বর ও কন্যার রাশ্যধিপতিগ্রহের মিত্রতা। বিবাহে ইহার বিচার করিতে হয়। [বিবাহ দেখ।]

গ্রহযজ্ঞ (পুং) গ্রহাণাং যজ্ঞঃ ৬তৎ। শান্তি ও পুষ্টি প্রভৃতি কামনায় গ্রহের উদ্দেশে কর্ত্তব্য যজ্ঞ। ইহার আবশ্যকাদি পদ্ধতি সংস্কারতত্ত্বে লিখিত আছে। দীপিকার মতে শুভগ্রহের বারে কিম্বা রবিবারে চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা, রেবতী, পুষ্যা, অশ্বিনী, হস্তা, রোহিণী, উত্তরফল্গুনী উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রে, শুভরাশিতে এবং বিলগ্নে শুভ হইলে শান্তিক ও পৌষ্টিক গ্রহযাগ করিবে। জন্মলগ্নে এবং গোচরে যে সকল গ্রহ অশুভসূচক হয়, গ্রহযাগে তাহাদিগকেই অর্চ্চনা করা উচিত। ভাবী অমঙ্গল নিবারণই গ্রহযজ্ঞের উদ্দেশ্য। শান্তির জন্য গ্রহযাগের অনুষ্ঠান করিলে কালাকাল বিচারের আবশ্যক হয় না। মলমাস প্রভৃতি কালেও করিতে পারে, কিন্তু পৌষ্টিক গ্রহযাগ শুদ্ধকালে করিতে হয়।

প্রয়োগ।—যে দিনে গ্রহযাগ করিতে হইবে, সে দিনে যজমান সর্ব্বপ্রথমে স্নান ও নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া গোময়লিপ্ত পরিষ্কৃত স্থানে কুশাসনে উত্তরমুখী হইয়া উপবেশন করিবে। পরে স্বস্তিবাচন করিবে। ব্রাহ্মণগণকে বরণ করিয়া মন্ত্রপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণে শ্বেতসর্ষপ বিস্তীর্ণ করিয়া বিঘ্নকারী অসুর প্রভৃতিকে দূর করিবে। ইহার পরে গণাধিপ ও ষোড়শ মাতৃকার পূজা, বসোর্ধারা ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে। যজমান স্বয়ং অশক্ত হইলে ব্রাহ্মণকে প্রতিনিধিরূপে বরণ করিতে পারেন। মণ্ডপের উত্তরপূর্ব্বভাগে ২০ আঙ্গুল বা একহাত বিস্তৃত, ১২ আঙ্গুল বা আধ হাত উচ্চ একটী বেদী নির্ম্মাণ করিতে হয়। বেদীর মধ্যভাগে রক্তচন্দনাদি দ্বারা বর্ত্তুলাকার সূর্য্য, অগ্নিকোণে শ্বেতবর্ণ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দ্র, দক্ষিণদিকে ত্রিকোণ রক্তবর্ণ মঙ্গল, ঈশানকোণে পীতবর্ণ চাপাকৃতি বুধ, উত্তরদিকে পীতবর্ণ পদ্মাকার বৃহস্পতি, পূর্ব্বদিকে শ্বেতবর্ণ চতুষ্কোণ শুক্র, পশ্চিমে কৃষ্ণবর্ণ সর্পাকৃতি শনি, নৈঋতকোণে কৃষ্ণবর্ণ মকরাকৃতি রাহু এবং বায়ুকোণে খড়্গাকার ধূম্রবর্ণ কেতু চিত্রিত করিবে। নিজ গৃহ্যসূত্র বিধি অনুসারে অগ্নিস্থাপন হইতে ব্রহ্মস্থাপন পর্য্যন্ত

কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গ্রহগণের ধ্যান ও আবাহনপূর্ব্বক যথোক্ত গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা গ্রহের পূজা করিবে।

গন্ধ—সূর্য্যের রক্তচন্দন, চন্দ্রের শ্বেতচন্দন মঙ্গলের কুঙ্কুম, বুধের সরল কাষ্ঠ, বৃহস্পতির সমভাগে মিশ্রিত রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কুঙ্কুম ও সরল কাষ্ঠ, শুক্রের শ্বেতচন্দন, শনির কস্তুরী এবং রাহু ও কেতুর পদ্মকাষ্ঠ।

ধূপ—সূর্য্যের গুগ্‌গুল, চন্দ্রের সরল কাষ্ঠ, মঙ্গলের দেবদারু, বৃহস্পতির দশাঙ্গ, শুক্রের অগুরু, শনির কালাগুরু, রাহুর গুড়ত্বক্ এবং কেতুর মধুমিশ্রিত গুড়ত্বক্। গ্রহপূজার পরে গ্রহের অধিদেবতা ও প্রত্যধিদেবতার পূজা করিয়া গ্রহদিগকে বলিপ্রদান করিবে।

বলি—সূর্য্যের গুড়ৌদন, চন্দ্রের ঘৃতপায়স, মঙ্গলের পক্ব যবচূর্ণের যাবক, বুধের ক্ষীরান্ন, বৃহস্পতির দধ্যোদন, শুক্রের ঘৃতৌদন, শনির যব ও তিলতণ্ডুলের খিচড়ী, রাহুর ছাগমাংস এবং কেতুর অজাক্ষীরের সহিত সিদ্ধ অজকর্ণরক্ত মিশ্রিত যব ও তিলতণ্ডুল।

ইহার পর চরুপাক করিয়া কুশণ্ডিকা সমাপনপূর্ব্বক রবি প্রভৃতি গ্রহের চরুহোম করিবে। যথাশক্তি জপ এবং মধু ও ঘৃতযুক্ত সমিধে হোম করিতে হয়।

সমিধ—সূর্য্যের আকন্দ, চন্দ্রের পলাশ, মঙ্গলের খদির, বুধের অপামার্গ, বৃহস্পতির পিপ্পল, শুক্রের উদুম্বর, শনির শমী, রাহুর দূর্ব্বা ও কেতুর কুশা। (গ্রহযাগতত্ত্ব।)

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে গ্রহবেদির পূর্ব্বোত্তর কোণে একটী পূর্ণ কুম্ভ স্থাপন করিয়া তাহাকে দধি, অক্ষত, আম্রপল্লব, ফল, বস্ত্রযুগল, পঞ্চরত্ন ও পঞ্চ ভঙ্গদ্বারা সুশোভিত করিয়া তাহাতে গজ, অশ্ব, রথ্যা, বল্মীক, সঙ্গম ও গোষ্ঠের মৃত্তিকা এবং যজমানের স্নানের নিমিত্ত সর্ব্বৌষধি নিক্ষেপ করিতে হয়।

গ্রহের অধিদেবতা—সূর্য্যের ঈশ্বর, চন্দ্রের উমা, মঙ্গলের স্কন্দ, বুধের হরি, বৃহস্পতির ব্রহ্মা, শুক্রের ইন্দ্র, শনির যম, রাহুর কাল ও কেতুর চিত্রগুপ্ত।

গ্রহের প্রত্যধিদেবতা—সূর্য্যের অগ্নি, চন্দ্রের জল, মঙ্গলের ক্ষিতি, বুধের বিষ্ণু, বৃহস্পতির ইন্দ্র, শুক্রের ঐন্দ্রী, শনির প্রজাপতি, রাহুর সর্প ও কেতুর ব্রহ্মা। (মৎস্যপু° ৯৩ অঃ)

গ্রহের ধ্যান—মৎস্যপুরাণ ও গ্রহযাগতত্ত্বের মতে—

সূর্য্যের ধ্যান—

"ক্ষত্রিয়ং কাশ্যপং রক্তং কালিঙ্গং দ্বাদশাঙ্গুলম্।
পদ্মহস্তদ্বয়ং পূর্ব্বাননং সপ্তাশ্ববাহনম্।
শিবাধিদৈবতং সূর্য্যং বহ্নিপ্রত্যধিদৈবতম্॥"

চন্দ্রের ধ্যান—

"সামুদ্রং বৈশ্যমাত্রেয়ং চতুরস্রং সিতাম্বরম্।
শ্বেতং দ্বিবাহুং বরদং দক্ষিণং সগদেতরম্।
দশাশ্বং শ্বেতপদ্মস্থং বিচিন্ত্যোমাধিদৈবতম্।
জলপ্রত্যধিদৈবঞ্চ সূর্য্যাভিমুখমাহ্বয়েৎ তথা॥"

মঙ্গলের ধ্যান—

"আবন্ত্যং ক্ষত্রিয়ং রক্তং মেষস্থং চতুরঙ্গুলম্।
আরক্তমাল্যবসনং শক্তিশূলং চতুর্ভুজম্।
দক্ষিণাঙ্ককমাচ্ছক্তিবরাভয়গদাকরম্।
আদিত্যাভিমুখং দেবং তদ্বদেব সমাহ্বয়েৎ।
রুদ্রাধিদৈবতং ধ্যায়েৎ ক্ষিতিপ্রত্যধিদৈবতম্॥"

বুধের ধ্যান—

"মাগধং চান্দ্রমাত্রেয়ং বৈশ্যং পীতং চতুর্ভুজম্।
বামোর্দ্ধক্রমতশ্চর্ম্ম গদাবরদখড়্গধৃক্।
সূর্য্যাস্যং সিংহগং সৌম্যং পীতবস্ত্রং তথাহ্বয়েৎ।
নারায়ণাধিদৈবঞ্চ বিষ্ণুপ্রত্যধিদৈবতম্॥"

বৃহস্পতির ধ্যান—

"বিপ্রমাঙ্গিরসং পীতং সৈন্ধবঞ্চ ষড়ঙ্গুলম্।
ধ্যাত্বা পীতাম্বরং জীবং সূর্য্যাস্যং চতুর্ভুজম্॥
দক্ষোর্দ্ধক্রমবরদকরকাদণ্ডমাহ্বয়েৎ।
ব্রহ্মাধিদৈবং সূর্য্যাস্যমিন্দ্রপ্রত্যধিদৈবতম্॥"

শুক্রের ধ্যান—

"শুক্রং ভোজকটং বিপ্রং ভার্গবঞ্চ নবাঙ্গুলম্।
পদ্মস্থমাহ্বয়েৎ সূর্য্যাস্যং শ্বেতং চতুর্ভুজম্॥
সদাক্ষবরকরকাদণ্ডচক্রং সিতাম্বরম্।
শক্রাধিদৈবতং ধ্যায়েৎ শচীপ্রত্যধিদৈবতম্॥"

শনির ধ্যান—

"সৌরাষ্ট্রং কাশ্যপং শূদ্রং সূর্য্যাস্যং চতুরঙ্গুলম্।
কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং গৃধ্রগতং সৌরিং চতুর্ভুজম্।
শরবাণবরশূলধনুর্হস্তং সমাহ্বয়েৎ।
যমাধিদৈবতং প্রজাপতিপ্রত্যধিদৈবতম্॥"

রাহুর ধ্যান—

"রাহুং মলয়জং শূদ্রং পৈঠীনং দ্বাদশাঙ্গুলম্।
কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং সিংহাসনং ধ্যাত্বা তথাহ্বয়েৎ॥
চতুর্ব্বাহুং খড়্গবরশূলচর্ম্মকরং তথা।
কালাধিদৈবং সূর্য্যাস্যং সর্পপ্রত্যধিদৈবতম্॥"

কেতুর ধ্যান—

"কৌশদ্বীপং কেতুগণং জৈমিনীয়ং ষড়ঙ্গুলম্।
ধূম্রং গৃধ্রগতং শূদ্রমাহ্বয়েদ্বিকৃতাননম্॥

সূর্য্যাস্তং ধূম্রবসনং বরদং গদিনং তথা।
চিত্রগুপ্তাধিদৈবঞ্চ ব্রহ্মপ্রত্যধিদৈবতম্ ॥"

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে গ্রহের অধিদেবতা ও প্রত্যধিদেবতার ধ্যান লিখিত আছে। জানিতে হইলে তদ্‌গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

গ্রহের দক্ষিণা—সূর্য্যের দক্ষিণা কপিলাধেনু। দানমন্ত্র—
"কপিলে সর্ব্বভূতানাং পূজনীয়াসি রোহিণী।
সর্ব্বদেবময়ী যস্মাদতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥"

চন্দ্রের দক্ষিণা শঙ্খ। দানমন্ত্র যথা—
"পুণ্যস্ত্বং শঙ্খ। পুণ্যানাং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।
বিষ্ণুনা বিধৃতশ্চাসি তস্মাৎ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥"

মঙ্গলের দক্ষিণা রক্তবর্ণ ভারবাহী বৃষ। দানমন্ত্র—
"ধর্ম্মস্ত্বং বৃষরূপেণ জগদানন্দকারক।
অষ্টমূর্ত্তেরধিষ্ঠানমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥"

বুধের দক্ষিণা স্বর্ণ। দানমন্ত্র—
"হিরণ্যগর্ভগর্ভস্থং হেমবীজং বিভাবসোঃ।
অনন্তপুণ্যফলদমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥"

বৃহস্পতির দক্ষিণা পীতবস্ত্র। দানমন্ত্র—
"পীতবস্ত্রযুগং যস্মাদ্ বাসুদেবস্য বল্লভম্।
প্রদানাত্তস্য মে বিষ্ণো অতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥"

শুক্রের দক্ষিণা অশ্ব। দানমন্ত্র—
"বিষ্ণুস্ত্বমশ্বরূপেণ যস্মাদমৃতসম্ভবঃ।
চন্দ্রার্কবাহনো নিত্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥"

শনির দক্ষিণা ধেনু। দানমন্ত্র—
"যস্মাদ্ ত্বং পৃথিবী সর্ব্বা ধেনুঃ কেশব সন্নিভা।
সর্ব্বপাপহরা নিত্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥"

রাহুর দক্ষিণা অয়স। দানমন্ত্র—
"যস্মাদায়সকর্ম্মাণি তবাধীনানি সর্ব্বদা।
লাঙ্গলাদ্যায়ুধাদীনি তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥"

কেতুর দক্ষিণা ছাগ। দানমন্ত্র—
"যস্মাত্ত্বং সর্ব্বযজ্ঞানাং সঙ্গত্বেন ব্যবস্থিতঃ।
যানং বিভাবসো নিত্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥"

গ্রহদিগের সন্তোষের জন্য গো, শয্যা ও ভূমিদান করিবার বিধান আছে। সকল প্রকার গ্রহযাগেই অযুত হোম করিতে হয়। সকল অভীষ্ট পূরণ কামনায় লক্ষ জপ করিতে হয়।

গ্রহযজ্ঞ শেষ হইলে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া পূর্ব্বস্থাপিত পূর্ণকুম্ভ দ্বারা চারি ব্রাহ্মণ যজমানকে স্নান করাইবে। স্নানমন্ত্র—"সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণো বিভুঃ।
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে।
আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নির্ঋতিস্তথা।
বরুণং পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ।
ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্‌পালাস্ত্বামবন্তু তে ॥
কীর্ত্তির্লক্ষ্মী ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্রিয়া মতিঃ।
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিস্তুষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মপত্ন্যঃ সমাগতাঃ ॥
আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবৌ সিতার্কজঃ।
গ্রহাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ ॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ ॥
দেবপত্ন্যো দ্রুমা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ।
অস্ত্রাণি সর্ব্বশাস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ ॥
ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥"

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে গ্রহগণের জন্মভূমি গোত্র, অগ্নি, বর্ণ ও মুখ প্রভৃতি না জানিয়া শান্তি করিলে গ্রহগণ অপমানিত হয়, এই কারণে কোন ফল হয় না। অতএব শান্তিকালে গ্রহের জন্মভূমি ও গোত্র প্রভৃতি জানা আবশ্যক। সহজে গ্রহের জন্মভূমি প্রভৃতি জানিবার উপায় নিম্নে লিখিত হইল—

নাম	সূর্য্য	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	শুক্র	বৃহস্পতি	শনি	রাহু	কেতু
জন্মভূমি	কালিঙ্গ	যমুনা	অবন্তী	মগধ	সৈন্ধব	ভোজকট	সৌরাষ্ট্র	বর্ব্বরক	অন্তর্বেদী
গোত্র	কশ্যপ	অত্রি	ভরদ্বাজ	অত্রি	অঙ্গিরা	ভৃগু	কশ্যপ	পৈঠিনসি	জৈমিনি
অগ্নি	কপিল	পিঙ্গল	ধূমকেতু	জাঠর	শিখী	হাটক	মহাতেজা	হুতাশন	হুতাশন
বিপ্রাদিবর্ণ	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	বিপ্র	বিপ্র	শূদ্র	শূদ্র	শূদ্র
বর্ণ (রূপ)	রক্ত	শুক্ল	রক্ত	পীত	পীত	শুক্ল	কৃষ্ণ	কৃষ্ণ	চিত্র
মণ্ডলে স্থান	মধ্য	পূর্ব্বদক্ষিণ	দক্ষিণ	পূর্ব্বোত্তর	উত্তর	পূর্ব্ব	পশ্চিম	দক্ষিণপশ্চিম	পশ্চিমোত্তর
দৃষ্টি	ঊর্দ্ধদৃষ্টি	অধোদৃষ্টি	দক্ষিণদৃষ্টি	বামদৃষ্টি	বামদৃষ্টি	ঊর্দ্ধদৃষ্টি	অধোদৃষ্টি	দক্ষিণদৃষ্টি	দক্ষিণদৃষ্টি

নাম	সূর্য্য	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	শুক্র	বৃহস্পতি	শনি	রাহু	কেতু
আকার	বর্ত্তুল	অর্দ্ধচন্দ্র	ত্রিকোণ	চাপ	পদ্ম	চতুষ্কোণ	সর্প	মকর	খড়্গ
বাহন	সপ্তাশ্বরথ	দশাশ্বরথ	মেষ	সিংহ	হস্তী	ঘোটক	গৃধ্র	সিংহ	গৃধ্র
মূর্ত্তিদ্রব্য	তাম্র	স্ফটিক	শ্বেতচন্দন	স্বর্ণ	স্বর্ণ	রজত	লৌহ	সীস	কাংস্য
গন্ধ	রক্তচন্দন	শ্বেতচন্দন	রক্তচন্দন	কুঙ্কুম	কুঙ্কুম	শ্বেতচন্দন	কস্তুরী	কস্তুরী	কস্তুরী
পুষ্প	করবীর	কুমুদ	জবা	চম্পক	পদ্ম	জাতি	মল্লিকা	কুন্দ	মল্লিকা
ধূপ	গুগ্‌গুল	ঘৃতাক্ত বকধূপ	সর্জ্জরসযুক্ত সিহ্লক	পীতাগুরু ও সিহ্লক	দশাঙ্গ	ঘৃতযুক্ত বিষাগুরু	পত্রকাষ্ঠ	বকধূপ	মধুযুক্ত গুড়ঘৃত
মতান্তরে ধূপ,	কুন্দুরুক	ঘৃতাক্ত	সর্জ্জরস	পীতাগুরু	সিহ্লক	বিষাগুরু	গুগ্‌গুলু	লাক্ষা	লাক্ষা
ফল	দ্রাক্ষা	ইক্ষু	পূগ	নাগরঙ্গ	জম্বীর	বীজপূর	জাতিফল	নারিকেল	দাড়িম্ব
বস্ত্র	রক্ত	শ্বেত	রক্ত	পীত	পীত	শ্বেত	কৃষ্ণ	কৃষ্ণ	চিত্র
রত্ন	মাণিক্য	মুক্তা	প্রবাল	গারুত্মত	পুষ্পরাগ	হীরক	নীলক	গোমেদ	বৈদূর্য্য
বলি	গুড়ৌদন	ঘৃতপায়স	যাবক	ক্ষীরষষ্টিক	দধ্যোদন	ঘৃতৌদন	কৃসর	অজমাংস	চিত্রান্ন
সমিধ্	অর্ক	পলাশ	খদির	অপামার্গ	অশ্বত্থ	উডুম্বর	শমী	দূর্ব্বাগ্র	কুশাগ্র
দক্ষিণা	কপিলা ধেনু,	শঙ্খ	রক্তবৃষ	স্বর্ণ	পীতবস্ত্র	শ্বেতাশ্ব	কৃষ্ণাধেনু	খড়্গ	ছাগ
জপসংখ্যা	৬০০০	১০০০০	৭০০০	১৭০০০	১৬০০০	২০০০০	১৯০০০	১৮০০০	৭০০০
অধিদেবতা	শিব	উমা	স্কন্দ	নারায়ণ	ব্রহ্মা	ইন্দ্র	যম	কাল	চিত্রগুপ্ত
প্রত্যধিদেবতা	অগ্নি	জল	ক্ষিতি	বিষ্ণু	ইন্দ্র	শচী	প্রজাপতি	সর্প	ব্রহ্মা

যজমান অর্থাৎ যাহার উদ্দেশে গ্রহযাগের অনুষ্ঠান, তাহার বেদ অনুসারে বৈদিক মন্ত্রদ্বারা গ্রহ, অধিদেবতা ও প্রত্যধিদেবতার হোম করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন বেদ মন্ত্রের আদি ও কোন্ বেদের কোন্ স্থানে আছে, তাহার চিহ্ন দিয়ে প্রদর্শিত হইল।

সূর্য্যের হোমমন্ত্র। ঋক্—"আকৃষ্ণেন রজসা।" ১।৩৫।২; যজুঃ—"আকৃষ্ণেন রজসা" (বা°) ৯।৪০; সাম—"উদুত্যং জাতবেদসং" ১।১।১।৩।১১; অথর্ব্ব—"বিষাসহিং সহমানং" ১৭।১।১।

চন্দ্রের হোমমন্ত্র। ঋক্—"আপ্যায়স্ব সমেতুতে" ১।৯১।১৬; যজুঃ—"ইমং দেবা অসপত্নং" (বা°) ৯।৪০; সাম "সত্বে পয়াংসি" (বা°) ১২।১১৩; অথর্ব্ব "শক্রধূমং নক্ষত্রাণি" ৬।১২৮।১।

মঙ্গলের মন্ত্র। ঋক্—"অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ" ৮।৪৪।১৬; যজুঃ—"অগ্নির্মূর্দ্ধাদিবঃ" (বা°) ১৮।২০; সাম—"অগ্নির্মূর্দ্ধাদিবঃ" ১।১।১।৩।৭; অথর্ব্ব—"যথা যজ্ঞো সরথম্" ৪।৩১।১।

বুধের মন্ত্র। ঋক্—"অগ্নে বিবস্বৎ" ১।৪৪।১; যজুঃ—"উদ্বুধ্যস্বাগ্নে" (বা°) ১৫।৫৪; সাম—"অগ্নে বিবস্বৎ" ১।১।১।৪।৩; অথর্ব্ব—"যজ্ঞাজ্ঞানোবিভজন্তঃ" ৩।২৯।১।

বৃহস্পতির মন্ত্র। ঋক্—"বৃহস্পতে পরিদীয়া" ১০।১০৩।৪; যজুঃ—"বৃহস্পতে অতিযদর্য্যঃ" (বা°) ২৬।৩; সাম—"বৃহস্পতে পরিদীয়া" ২।৯।৩।২।১; অথর্ব্ব—"বৃহস্পতির্নঃ পরিপাতু" ৭।৫১।১

শুক্রের মন্ত্র। ঋক্—"শুক্রং তে অন্যৎ" ৬।৫৮।১; যজুঃ—"অন্নাৎ পরিস্রুতঃ" (বা°) ১৯।৭৫; সাম—"শুক্রং তেহন্যৎ" ১।১।১।৩।৩; অথর্ব্ব—"হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ" ১।৩৩।১।

শনির মন্ত্র। ঋক্—"শন্নোদেবীরভীষ্টয়ে" ১০।৯।৪; ঐ যজুঃ—(বা°) ৩৬।১২; সাম—৩।১।১।৩,১৩; অথর্ব্ব—"সহস্রবাহুঃ পুরুষঃ" ১৯।৬।১।

রাহুর মন্ত্র। ঋক্—"কয়ানশ্চিত্রঃ" ৪।৩১।১, ঐ সাম; যজুঃ—"কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ" (বা°) ১৩।২০; অথর্ব্ব—"দিবাং চিত্র ঋতুথাঃ"।

কেতুর মন্ত্র। ঋক্—"কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে" ১।৬।৩; ঐ যজুঃ—(বা°) ২৯।৩৭; ঐ সাম ২।৬।৩।১২।৩; অথর্ব্ব—"যত্তে পৃথুঃ স্তনয়িত্নু" ৭।১১।১।

প্রত্যধিদেবতার হোমের মন্ত্র। ১ ঈশ্বরের মন্ত্র। ঋক্—"গৌরীর্মিমায়" ১।১৬৪।৪১; যজুঃ—"শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ" (বা°) ৩১।২২; সাম—"আপোহিষ্ঠা" ২।৯।২।১০।১; ঐ অথর্ব্ব ১।৫।১

২ উমার মন্ত্র। ঋক্—"আবো রাজানম্" ৪।৩।১; যজুঃ—"ত্র্যম্বকং যজামহে" (বা°) ৩।৬০; সাম ১।১।২।২৭; অথর্ব্ব—"যানোবিদন্ বিদ্যাধিনঃ" ১।১৯।১।

৩ স্কন্দের মন্ত্র। ঋক্—"কুমারং মাতা" ৫।২।১; যজুঃ—"যদক্রন্দঃ প্রথমম্" (বা°) ২৯।১১; সাম—"স্যোনা পৃথিবী" (বা:) ৩৫।২১; অথর্ব্ব—"অগ্নিরিব মন্যোত্বিষিতঃ" ৪।৩১।২।

৪ হরির মন্ত্র।" ঋক্—"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে।" ১।২২।১৭।

"তথা শূদ্রজনপ্রায়া সুসমৃদ্ধকৃষীবলা।
ক্ষেত্রোপযোগভূমধ্যে বসতি গ্রামসংজ্ঞিকা।" (মার্কণ্ডেয়)

যে ভূখণ্ডে শূদ্রগণ ও সমৃদ্ধিশালী কৃষকেরা বাস করে তাহার নাম গ্রাম।

২ স্বরসমূহবিশেষ, যাহাতে ষড়্জ, প্রভৃতি সাতটী স্বর থাকে। এই গ্রাম তিনপ্রকার—ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার। প্রত্যেক গ্রামে সাতটী করিয়া মূর্চ্ছনা থাকে।

"স্ফুটীভবদ্ গ্রামবিশেষ মূর্চ্ছনা
মবেক্ষমাণং মহতীং মুহুর্মুহুঃ॥" (মাঘ ১ সর্গ)
[ইহার বিশেষ বিবরণ গীতশব্দে দ্রষ্টব্য।]

৩ সমবায়, সমূহ। এই অর্থে কোন একটী শব্দের পরে ভিন্ন ব্যবহৃত হয় না। যথা, ভূতগ্রাম, গুণগ্রাম ইত্যাদি। কোন কোন বৈয়াকরণের মতে সমূহার্থে গ্রাম প্রত্যয় হইয়া ভূত-গ্রাম প্রভৃতি শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

"শব্দাকরকরগ্রামঃ" (কবিকল্পদ্রুম)

৪ জনপদ। "বস্ত গ্রামা বস্ত বিশে রথাসঃ।" (ঋক্ ২।১২।৭) 'গ্রামত্বে হেত্রোক্তি গ্রামা জনপদাঃ' (সায়ণ।) ৫ শিব।

"গোপালি র্গোপতি র্গ্রামো গোচর্ম্ম-বসনোহরিঃ।"

(ভারত ১৩ ১৭।১১৩।) ৬ গ্রামবাসী, কৃষক প্রভৃতি সাধারণ জন। ৭ গ্রাম সদৃশ সংহত পদার্থ। গ্রামস্তেদং গ্রাম-অণ্। ৮ গ্রাম্যধর্ম্ম। (ত্রি) ৯ গ্রামসম্বন্ধীয়।

গ্রামক (পুং) গ্রাম-স্বার্থে-কন। [গ্রাম দেখ।]

গ্রামকাম (ত্রি) গ্রামং স্বকীয় ধন কাময়তে কম-ণিঙ্-অণ্ উপপদস°। যে গ্রামের কামনা করে।

'যবাগা গামকামঃ'' (কাত্যাঃ শ্রৌ° ৪।১৫।২২।)

গ্রামকুক্কুট (পুং স্ত্রী) গ্রামে কুক্কুটঃ ৭-তৎ। যে কুক্কুট গ্রামে জন্মে, গ্রাম্যকুক্কুট। মনুর মতে ইহার মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ। দ্বিজাতিরা জ্ঞানপূর্ব্বক ইহার মাংস খাইলে পতিত হয়।

"ছত্রাকং বিড়্বরাহঞ্চ লশুনং গ্রামকুক্কুটম্।
পলাণ্ডুং গৃঞ্জনঞ্চৈব মত্যা জগ্ধ্বা পতেদ্দ্বিজঃ।" (মনু ৫।১৯)

স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

গ্রামকুমার (পুং) গ্রামেষু মধ্যে কুমারঃ সুন্দরঃ। গ্রাম-সুন্দর, গ্রামের সকলের অপেক্ষা যাহার সৌন্দর্য্য অধিক।

গ্রামকুমারক (ক্লী) গ্রামকুমারস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা গ্রাম-কুমার-বুঞ্ (দ্বন্দ্বমনোজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫।১।১৩৩।) ১ গ্রামকুমারের ধর্ম্ম, সৌন্দর্য্যাভিমান। ২ গ্রামকুমারের কর্ম্ম।

গ্রামকুলাল (পুং) গ্রামে কুলালঃ ৭-তৎ। গ্রাম্যকুলাল, কুম্ভকার। (পা ৬।২।৬২ সি° কৌ°)

গ্রামকুলালক (ক্লী) গ্রামকুলালস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা গ্রাম-কুলাল-বুঞ্ (দ্বন্দ্বমনোজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫।১।১৩৩।) ১ গ্রামকুলালের ধর্ম্ম। ২ গ্রামকুলালের কর্ম্ম।

গ্রামকূট (পুং স্ত্রী) গ্রামস্য কূটইব বক্রো প্রধানত্বাৎ। শূদ্র। (হারাবলী) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়।

গ্রামক্রোড় (পুং স্ত্রী) গ্রামে ক্রোড়ঃ ৭তৎ। গ্রাম্য শূকর। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়। "স দোষ্ট্রীং যেষুমুৎস্থকা গ্রামক্রোড়ীং হুধুক্ষতি।" (কাশীখণ্ড ৩৬ অঃ)

গ্রামশূকর প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

গ্রামগৃহ্য (ত্রি) গ্রহ বাহ্যার্থে ক্যপ্, গ্রামাৎ গৃহ্যং ৫ তৎ। গ্রামবাহ্য, গ্রাম হইতে বহির্গত।

গ্রামগৃহ্যা (স্ত্রী) গ্রাম-গৃহ্য-টাপ্। গ্রামের বাহিরে অবস্থিত সেনা।

গ্রামগেয় (ক্লী) গ্রামে গেয়ং ৭তৎ। সামবিশেষ।

গ্রামগোদুহ্ (পুং) গ্রামে গোধুক্ ৭তৎ। গ্রাম্য গোপ। এই শব্দটী যুক্তারোহ্যাদি গণান্তর্গত বলিয়া ইহার আদি উদাত্ত হয়।

গ্রামঘাত (পুং) গ্রামস্য ঘাতঃ ৬তৎ। ১ গ্রামের অপচয়, গ্রাম্য দ্রব্যের লুণ্ঠন।

"গ্রামঘাতে হিতাভঙ্গে পথি মোষাভিদর্শনে।
শক্তিতো নাভিধাবন্তো নির্বাস্যাঃ সপরিচ্ছদাঃ।" (মনু ৯।২৭৪)

২ গ্রামবাসীর অমঙ্গল।

গ্রামঘাতিন্ (ত্রি) গ্রামার্থং গ্রামবাসিনাং ভক্ষণার্থং হন্তি পশূন্ হন্ ণিনি। গ্রামবাসী বহুলোকের ভক্ষণের জন্য পশুহিংসাকারী।

"গ্রামঘাতী চ কৌরেয়ঃ মাংসস্য পরিবিক্রয়ী।"(ভারত শা° ৩৪ অঃ)

গ্রামঘোষিন্ (পুং) গ্রামে কৃষকে ঘোষোস্যাস্ত গ্রাম-ঘোষ ইনি। ইন্দ্র, দেবরাজ। কৃষকেরা বৃষ্টির জন্য ভক্তিবাক্যে তাঁহার আরাধনা করে বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

"প্রবেদকৃদ বহুধা গ্রামঘোষী।" (অথর্ব্ব ৫। ২০। ৯)

গ্রামচর্য্যা (স্ত্রী) গ্রামস্য চর্য্যা ৬তৎ। গ্রাম্যধর্ম্ম, স্ত্রীর সম্ভোগ।

"সর্ব্ব শো বর্জ্জয়েদ্ গ্রামচর্য্যাম্।" (আশ্বলায়নশ্রৌ° ১২।৮।৩)

"গ্রামচর্য্যা স্ত্রীসম্ভোগঃ' (নারায়ণ)।

গ্রামচৈত্য (পুং) গ্রামস্থ পবিত্র বৃক্ষ।

গ্রামজ (ত্রি) গ্রামে জায়তে গ্রাম-জন-ড। গ্রাম্য, যাহা গ্রামে গ্রামে উৎপন্ন হয়।

গ্রামজনিষ্পাবী (স্ত্রী) গ্রামজা চাসৌ নিষ্পাবী চেতি কর্ম্মধা° পুংবদ্ভাবশ্চ। নখনিষ্পাবী, ধান্যবিশেষ। রাজনি°) [ধান্য দেখ।]

গ্রামজাত (ত্রি) গ্রামে জাতঃ ৭তৎ। গ্রামোৎপন্ন, যাহা গ্রামে জন্মে। "ন গ্রামজাতান্যার্ত্তোহপি মূলানিচ।" (মনু ৬।১৬)

গ্রামজাল (ক্লী) গ্রামস্য জালং ৬তৎ। গ্রামসমূহ। (ত্রিকাণ্ড)

গ্রামজিৎ (ত্রি) গ্রামং সংহতং জয়তি জি-ক্বিপ্। ১ সংহত পদার্থের বিশ্লেষকারী।

"নি যুয়ন্তো গ্রামজিতো যথা নরঃ" (ঋক্ ৫। ৫৪। ৮

'গ্রামজিতঃ সংঘাতাত্মকস্য পদার্থস্য বিশ্লেষয়িতারঃ' (সায়ণ।)

গ্রামণ (ত্রি) গ্রামণ্য ইদং গ্রামণী-অণ্। গ্রামণী সম্বন্ধীয়।

গ্রামণী (ত্রি) গ্রামং সমূহং নয়তি প্রেরয়তি স্ব স্ব কার্য্যেষু গ্রামণী-ক্বিপ্ ণত্বং। ১ প্রধান। ২ গ্রামের অধিপতি।

"দক্ষিণাবান্ প্রথমো হূত এতি দক্ষিণাবান্ গ্রামণীরগ্র এতি।" (ঋক্ ১০। ১০৭। ৫) 'গ্রামণী র্গ্রামাণাং নেতা ধনব্যয়েন তেষাং কর্ত্তা' (সায়ণ।)

গ্রামং গ্রামধর্ম্মং নয়তি প্রাপয়তি গ্রাম-নী-ক্বিপ্। ৩ ভোগিক। (হেম°) (পুং) ৪ নাপিত।

"গ্রামণীর্ভোহহং সুরাং সুরাপেক্ষঃ।" (কৌষীত° ব্রা°) ৫ বিষ্ণু। "অগ্রণী র্গ্রামণীঃ শ্রীমান্ ন্যায়ো নেতা সমীরণঃ।" (ভারত ১৩। ১৪৯। ৩৭) ৬ যক্ষ।

"সরথাধষ্ঠিতো দেবৈরাদিত্যৈ র্ঋষিভিস্তথা।

গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ গ্রামণীসর্পরাক্ষসৈঃ।" (বিষ্ণু ২।১০।২)

"গ্রামণী র্যক্ষঃ' (শ্রীধর।) (স্ত্রী) গ্রামেণ মৈথুনব্যাপারেণ নয়তি কালং। ৭ বেশ্যা। ৮ নীলিকা।

গ্রামণীথ্য (ক্লী) গ্রামণ্যঃ ভাবঃ গ্রামণী-ষ্য ছান্দসত্বাৎ থস্য থ্যাদেশঃ। আধিপত্য।

'এবোহলং শ্রিয়ৈ ধারণায় রাজ্যায় বা গ্রামণীথ্যায়"

(শতপথ ব্রা° ৮।৬।২।১)

গ্রামণীয় (ত্রি) গ্রামণীরিবাচরতি গ্রামণী-ক্যচ্ কর্ত্তরি অচ্। গ্রামণী সদৃশ।

গ্রামণীসব (পুং) একাহযাগ বিশেষ।

গ্রামতক্ষ (পুং) গ্রামস্য তক্ষা ৬তৎ তত্তটচ্। (গ্রামকৌটাভ্যাং তক্ষ্ণঃ। পা ৫।৪।৯৫) গ্রামাসূত্রধর, গাঁয়ের ছুতার।

গ্রামতা (স্ত্রী) গ্রামাণাং সমূহঃ গ্রাম-তল্ (গ্রামজনবন্ধুভ্যস্তল্। পা ৪।২।৪৩) ১ গ্রাম সমূহ।

"তস্মাত্তেষাং প্রাচ্যো গ্রামতা বহুলাবিষ্টাঃ।" (ঐতরেয় ৩।৪৪)

গ্রামস্য ভাবঃ গ্রাম-তল্। ২ গ্রামত্ব, গ্রামের ভাব।

গ্রামদেবতা (স্ত্রী) গ্রামস্য দেবতা ৬তৎ। গ্রামস্থ সাধারণের প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তি।

গ্রামদৌত্য (ক্লী) গ্রামদূতস্য ভাবঃ গ্রামদূত ষ্যঞ্। গ্রামস্থ সংবাদবাহকতা।

গ্রামদ্রুম (পুং) একপ্রকার গ্রাম্য বৃক্ষ।

গ্রামধরা (স্ত্রী) পিরিভেদ।

গ্রামধর্ম্ম (পুং) গ্রামে ভবঃ গ্রাম-অণ্, গ্রামশ্চাসৌ ধর্ম্মশ্চেতি যদ্বা গ্রামস্য ধর্ম্মঃ ৬তৎ। গ্রাম্যধর্ম্ম, মৈথুন। (শব্দার্থচি°)

গ্রামনাপিত (পুং) গ্রামস্য নাপিতঃ ৬তৎ। গ্রামস্থ সাধারণের নাপিত।

গ্রামনিবাসিন্ (ত্রি) গ্রামে নিবসতি নি-বস-ণিনি। যে গ্রামে বাস করে।

গ্রামপাল (পুং) গ্রামং পালয়তি পালি অণ্ উপস°। ১ গ্রাম-রক্ষক সৈন্যবিশেষ। ২ গ্রামাধ্যক্ষ।

গ্রামপুত্র (পুং) গ্রামস্য গ্রামস্থ বহুজনস্য পুত্র ইব। যাহাকে গ্রামবাসীরা পুত্রস্নেহে প্রতিপালন করে।

গ্রামপুত্রক (ক্লী) গ্রামপুত্রস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা। গ্রামপুত্র-মনোজ্ঞাদি° বুঞ্। ১ গ্রামপুত্রের ধর্ম্ম। ২ গ্রামপুত্রের কর্ম্ম।

গ্রামপ্রেষ্য (পুং) গ্রামস্য প্রেষ্যঃ ৬তৎ। যে ব্যক্তি গ্রামস্থ বহুলোকের অধীনে চাকরী করে, গ্রামদাস।

"বৃষলীপতিঃ পিশুনোনর্ত্তকশ্চ গ্রামপ্রেষ্যো যশ্চভবেদ্ বিকর্ম্মা"

(ভারত ১৩।৯৫ অঃ)

মনুর মতে গ্রামপ্রেষ্য ব্যক্তি হব্য কব্যে বর্জিত অর্থাৎ শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞাদিতে ইহার আবাহন করিতে নাই। (মনু ৩।১৫৩)

গ্রামপ্রেষ্যক (ক্লী) গ্রামপ্রেষ্যস্য ভাবঃ গ্রামপ্রেষ্য মনো-জ্ঞাদি° বুঞ্। গ্রামপ্রেষ্যের ধর্ম্ম।

গ্রামভৃত (পুং) গ্রামেণ গ্রামস্থ সমূহেন ভৃতঃ ভরণীয়ঃ ৩তৎ। বহুজনের ভরণীয়। ব্রাহ্মণ গ্রামভৃত হইলে অব্রাহ্মণ হয়।

[অব্রাহ্মণ দেখ।]

গ্রামমদ্গুরিকা (স্ত্রী) গ্রামস্য প্রিয়া মদ্গুরিকা মৎস্যভেদঃ। যদ্বা গ্রামস্য মদ্গুরিকেব। ১ পৃথ্বীমৎস্য, কিরল। ২ গ্রামযুদ্ধ। (মেদিনী)

গ্রামমহিষী (স্ত্রী) গ্রামস্য মহিষী ৬তৎ। গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী।

গ্রামমুখ (পুং) গ্রামো গ্রামস্থজনো মুখমিবাস্য বহুব্রী৹। হট্ট, হাটবাজার। (ত্রিকাণ্ড°)

গ্রামমৃগ (পুং) গ্রামস্য মৃগঃ ৬তৎ। কুক্কুর। (শব্দরত্না°)

গ্রামমৌখ (পুং) গ্রামের প্রধান ব্যক্তি, মণ্ডল।

গ্রামযাজক (পুং) গ্রামস্য যাজকঃ ৬তৎ। যে ব্যক্তি গ্রামস্থ সর্ব্বসাধারণ লোকের পৌরোহিত্য করে। শাস্ত্রজ্ঞদের মতে গ্রামযাজক ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের মধ্যে গণ্য। [অব্রাহ্মণ দেখ। মহাভারতের মতে ইহাকে দানাদি করিলে তাহার কোন ফল হয় না।

"ধার্থস্ত পতিতে দানং ব্রাহ্মণে তাস্করে তথা।

গুরৌ চানৃতিকে পাপে কৃতঘ্নে গ্রামযাজকে।" (ভারত ৩।১৯৯।৭)

গ্রামযাজিন্ (পুং) গ্রামান্ গ্রামস্থ সর্ব্বান্বর্ণান্ যাজয়তি যজ্-ণিচ্-ণিনি গ্রামযাজক।

"নাশ্রোত্রিয়তত যজ্ঞে গ্রামযাজি হুতে তথা।" (মনু ৪।২০৫)।

গ্রামযুদ্ধ (ক্লী) গ্রামস্য যুদ্ধং ৬তৎ। ক্ষুদ্র যুদ্ধ, গ্রাম্যলোকের বিরোধ।

গ্রামরথ্যা (স্ত্রী) গ্রামস্য রথ্যা ৬তৎ। বৃহৎ গ্রাম্যরাস্তা।

গ্রামবৎ (ত্রি) গ্রামোঽস্ত্যস্য গ্রাম-মতুপ্ মস্য বঃ। গ্রামের স্বামী, যাহার অধীনে গ্রাম আছে। ২ গ্রামবিশিষ্ট।

গ্রামবাস (পুং) গ্রামে বাসঃ ৭তৎ। গ্রামে অবস্থিতি।

গ্রামবাসিন্ (ত্রি) গ্রামে বসতি বস-ণিনি। যে ব্যক্তি গ্রামে বাস করে। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

গ্রামবাস্তব্য (পুং) গ্রামে বাস্তব্যঃ ৭তৎ। গ্রামবাসী।

গ্রামষণ্ড (পুং) গ্রামে গ্রাম্যধর্ম্মে ষণ্ডঃ। গ্রাম্যধর্ম্মরহিত ক্লীব।

গ্রামষণ্ডক (ক্লী) গ্রামষণ্ডস্য ভাবঃ গ্রামষণ্ড মনোজ্ঞাদি° বুঞ্। গ্রামষণ্ডের ধর্ম্ম।

গ্রামসঙ্কর (পুং) গ্রামের সাধারণ প্রণালী বা নর্দ্দমা।

গ্রামসুখ (ক্লী) [গ্রাম্যসুখ দেখ।]

গ্রামস্থ (ত্রি) গ্রামে তিষ্ঠতি স্থা-ক। গ্রামবাসী।

গ্রামহাসক (পুং) গ্রামং হাসয়তি হসণিচ্ ণ্বুল্। ভগিনীপতি। (শব্দচি°)

গ্রামাচার (পুং) গ্রামস্য আচারঃ ৬তৎ। গ্রাম্য ব্যবহার।

গ্রামাধান (ক্লী) গ্রামস্য গ্রামপোষণার্থং আধীয়তে আ ধা-ল্যুট্। মৃগয়া, শিকার। (হলায়ুধ)

গ্রামান্ত (ক্লী) গ্রামস্যান্তঃ ৬তৎ। গ্রামের সমীপ।

"নাধীয়ীত শ্মশানান্তে গ্রামান্তে গোব্রজে২পি বা।
বসিত্বা মৈথুনং বাসঃ শ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ্য চ॥" (মনু ৪।১১৬)

গ্রামান্তর (ক্লী) নিত্যকর্ম্মধা°। অন্য গ্রাম।

গ্রামান্তীয় (ত্রি) গ্রামান্তে ভবঃ। গ্রামান্ত-ছ। গ্রামসমীপে উৎপন্ন

"পথিক্ষেত্রে পরিবৃতে গ্রামান্তীয়েঽথবা পুনঃ।" (মনু ৮।২৪)

গ্রামিক (পুং) গ্রামে তদ্রক্ষণে নিযুক্তঃ গ্রাম-ঠঞ্। ১ গ্রাম রক্ষণে নিযুক্ত গ্রামাধ্যক্ষ।

"গ্রামে দোষান্ সমুৎপন্নান্ গ্রামিকঃ শনকৈঃস্বয়ম্।" (মনু ৭।১১৬)

গ্রামিক্য (ক্লী) গ্রামিকস্য ভাবঃ গ্রামিক-পুরোহিতাদি° যক্ (পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যোযক্। পা ৫।১।১২৮) গ্রামিকের ধর্ম্ম, গ্রামাধ্যক্ষতা।

গ্রামিন্ (ত্রি) গ্রামঃ স্বামিত্বেন আধারত্বেন বাস্ত্যস্য গ্রাম ইনি ১ গ্রামস্বামী। ২ গ্রামবাসী। ৩ গ্রাম্যধর্ম্মযুক্ত।

"আসুরী মেঢ্রমবাগ্ দ্বারাবারে গ্রামিণাং রতিঃ।"
(ভাগ° ৪।৩১।১৪)

৪ গ্রামবিশিষ্ট, গাঁই। [গাঞী দেখ।]

"ষট্‌পঞ্চাশতো জ্ঞেয়া গ্রামিনস্থাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।" (হরিমিশ্র)

গ্রামিণী (স্ত্রী) গ্রামিন্-ঙীষ্। নীলীবৃক্ষ। (জটাধর)

গ্রামীণ (পুং ক্লী) গ্রামে ভবঃ গ্রাম-খঞ্ (গ্রামাদ্‌যখঞৌ। পা ৪।২।৯৪) ১ গ্রাম্য কুক্কুর। ২ কাক। (মেদিনী) ৩ গ্রাম্যশূকর। (রাজনি°) (ত্রি) ৪ গ্রামোৎপন্ন, গ্রামবাসী।

"গ্রামীণস্য প্রথমতঃ পশ্যতঃ শবরাদিকম্।" (ভাষাপরি°)

গ্রামীণা (স্ত্রী) গ্রামীণ স্ত্রিয়াং টাপ্। নীলীবৃক্ষ। পর্য্যায়— নালা, নীলিনী, তূলী, কালদোলা, নীলিকা, রঞ্জনী, শ্রীফলী, তুচ্ছা, মধুপর্ণিকা, ক্লীতকা, কালকেশী ও নীলপুষ্পা। (ভাব-প্রকাশ পূর্ব্ব° ১ ভাগ।) ২ পালঙ্কশাক। (রাজনি°)

গ্রামীয় (ত্রি) গ্রাম-ছ। গ্রামসম্বন্ধীয়।

গ্রামীয়ক (ত্রি) গ্রামীয়-স্বার্থে কন। গ্রামবাসী।

"গ্রামীয়ককুলানাঞ্চ সমক্ষং সীম্নি সাক্ষিণঃ।" (৮।২৫৪)

গ্রামেয় (ত্রি) গ্রামে ভবঃ বাহলকাৎ ঢক। গ্রামোৎপন্ন।

"গ্রামেয়ান গুণদোষাংশ্চ" (মনু)

গ্রামেয়ক (ক্লী) গ্রামে ভবঃ গ্রাম-ঢকঞ্। (গ্রামাচ্ছেতি বক্তব্যম। পা ৪।২।৯৫ বার্ত্তিক) গ্রামোৎপন্ন, গ্রাম্য। (ত্রিকাণ্ড)

গ্রামেয়ী (স্ত্রী) গ্রামেয়-ঙীষ্। বেশ্যা।

গ্রামেবাস (পুং) গ্রামে বাসঃ অলুক্‌স°। গ্রামবাস।

গ্রামেবাসিন্ (ত্রি) গ্রামে বসতি বস ণিনি-অলুক্‌স°। গ্রামবাসী।

গ্রাম্য (ত্রি) গ্রামে ভবঃ গ্রাম-য (গ্রামাদ্‌যখঞৌ। পা ৪।২।৯৪) ১ গ্রামোৎপন্ন, গ্রামবাসী।

"অনব্যয়েন সুন্দরি গ্রাম্যজনোমিষ্টমশ্নাতি।" (বৃত্তরত্না°)

২ মূঢ়।

"গ্রাম্যভাবমপহাতুমিচ্ছবঃ যোগমার্গপতিতেন॥" (মাঘ ১৪।৬৪)

৩ প্রাকৃত।

"গ্রাম্যা ন পশ্যৎ কপিশং পিপাসতঃ।" (মাঘ ১২।৩৮)

৪ মৈথুন। ৫ শীৎকার। ৬ রতিবন্ধবিশেষ। ৭ তন্ত্রোক্ত বচন, অশ্লীল হাসিকাদি সাধারণ প্রসিদ্ধবাক্য। (শব্দার্থচি°)

৮ (পুং) একপ্রকার কাব্যদোষ। কাব্যে হাসিক প্রভৃতি গ্রাম্যজন প্রসিদ্ধ শব্দের প্রয়োগ থাকিলে তথায় শব্দগত গ্রাম্যদোষ এবং কাব্যের অর্থ বা বর্ণনীয় বিষয়টী গ্রাম্যজনের আচার ব্যবহারের ন্যায় নিকৃষ্ট হইলে তথায় অর্থগত গ্রাম্যদোষ হইয়া থাকে।

শব্দগত গ্রাম্যদোষের উদাহরণ যথা—"কটিস্তে হরতে মনঃ" এইস্থলে কটি শব্দটী থাকায় শব্দগত গ্রাম্য হইয়াছে। অর্থগত গ্রাম্যদোষের উদাহরণ। যথা—

"স্বপিহি ত্বং সমীপে মে স্বপিম্যেবাধুনাপ্রিয়।"

এইস্থলে 'হে প্রিয় তুমি আমার নিকটে শয়ন কর আমি এখনই শয়ন করিব।' এই অর্থটী গ্রাম্য বলিয়া অর্থগত

গ্রাম্যদোষ হইয়াছে। (সাহিত্য° ৭ পরি°) ৯ মিথুনাদি রাশি। (পুং) ১০ রাত্রিকালে মেষ ও বৃষরাশিকে গ্রাম্য বলে।
"গ্রাম্যা মিথুনতুলাস্ত্রী চাপাদি ঘটা নিশায় মেষবৃষৌচ।
(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

(পুং স্ত্রী) ১১ পশুবিশেষ। পৈঠীনসির মতে গোরু, ভেড়া, পাঁঠা, ঘোড়া, খচ্চর (অশ্বতর), গাধ ও মানুষ এই সাতটীকে গ্রাম্যপশু বলে। ১২ সুশ্রুতোক্ত পশুবিশেষ।

ইহার মাংসের গুণ—বাতনাশক, বৃংহণ, কফ ও পিত্ত বর্দ্ধক, রসে ও পাকে মধুর, দীপন ও বলকর।

গ্রাম্যা (স্ত্রী) গ্রাম্য-টাপ্। ওষধিবিশেষ। [ওষধি দেখ।]

গ্রাম্যকন্দ (পুং) গ্রাম্যশ্চাসৌ কন্দশ্চেতি কর্ম্মধা°। কন্দবিশেষ, বন ওল। (রত্নমালা)

গ্রাম্যকর্কটী (স্ত্রী) গ্রাম্যা চাসৌ কর্কটীচেতি কর্ম্মধা° পুংবদ্ভাবশ্চ। কুষ্মাণ্ড। (ত্রিকাণ্ড°)

গ্রাম্যকর্ম্মন্ (ক্লী) গ্রাম্যস্ত প্রাকৃতস্ত কর্ম্ম ৬তৎ। মৈথুন।
গ্রাম্য কর্ম্মৈব বিন্দতকালাবধিঃ" (ভাগ° ৫।১৪.৩)

গ্রাম্যকুঙ্কুম (ক্লী) গ্রামাৎ জং কুঙ্কুমঞ্চেতি কর্ম্মধা°। কুসুম্ভ।

গ্রাম্যতা (স্ত্রী) গ্রাম্যস্ত ভাবঃ গ্রাম্য তল্। ১ মূর্খতা ২ অসভ্যতা। ৩ অশ্লীলত্ব।

গ্রাম্যদেবতা (স্ত্রী) [গ্রামদেবতা দেখ।]

গ্রাম্যধর্ম্ম (পুং) গ্রাম্যস্ত প্রাকৃতস্ত ধর্ম্মঃ ৬তৎ। মৈথুন, স্ত্রীসংসর্গ।
"এষতো গ্রাম্যধর্ম্মেষু" (ভারত ৩।৩৮।৪)

গ্রাম্যধর্ম্মিন্ (ত্রি) গ্রাম্যধর্ম্মোঽস্ত্যস্য গ্রাম্যধর্ম্ম-ইনি। গ্রাম্যধর্ম্মবিশিষ্ট, মৈথুনযুক্ত।
"শূদ্রাদায়োগবধাপি বৈশ্যায়াং গ্রাম্যধর্ম্মিণঃ।"
(ভারত অনু° ৪৮ অঃ)

গ্রাম্যপশু (পুং) নিত্যকর্ম্মধা°। পশুবিশেষ। [গ্রাম্য দেখ।]
"তস্মাদ্ যুবাং গ্রাম্যপশোর্ন মৃত্যুবিয়ঃ প্রভুঃ।"
(ভাগ ৬।১৫।১৩)

গ্রাম্যমদ্গুরিকা (স্ত্রী) গ্রাম্যাচাসৌ মদ্গুরিকাচেতি কর্ম্মধা° পুংবদ্ভাবশ্চ। শূলীমৎস্য। (হারাবলী)

গ্রাম্যমৃগ (পুং স্ত্রী) গ্রাম্যশ্চাসৌ মৃগশ্চেতি কর্ম্মধা°। কুকুর।

গ্রাম্যরাশি (পুং) গ্রাম্যশ্চাসৌ রাশিশ্চেতি কর্ম্মধা°। মিথুন প্রভৃতি কএকটী রাশি। [গ্রাম্য দেখ।]

গ্রাম্যবল্লভা (স্ত্রী) গ্রাম্যস্ত বল্লভা ৬তৎ। ১ পালঙ্ক্যশাক, পালঙ্ক। (রাজনি°।) গ্রামাং অশ্লীলং বল্লভং প্রিয়ং যস্যাঃ বহুব্রী টাপ্। ২ বেশ্যা।

গ্রাম্যবাদিন্ (ত্রি) গ্রাম্যং বদতি বদ-ণিনি। যে গ্রাম্য শব্দ বলে, হালিক প্রভৃতি।
"যঃ পরস্তাদ্ গ্রাম্যবাদী তস্য গৃহাদ্ ব্রীহীনাহরেৎ।"
(তৈত্তি° ২।৩।১।৩)

গ্রাম্যশূকর (পুং স্ত্রী) গ্রাম্যশ্চাসৌ শূকরশ্চেতি কর্ম্মধা°। গ্রামোৎপন্ন বরাহ। পর্য্যায়—বিড়্বরাহ' গ্রামীণ, গ্রামক্রোড়, গ্রামকোল, বিষ্কন, নাহক। ইহার মাংসের গুণ—শুক্র, মেদ, বল ও বীর্য্যবৃদ্ধিকর। (রাজনি°)

গ্রাম্যসুখ (ক্লী) মৈথুন সুখ। ২ গ্রামবাসীর সুখ।

গ্রাম্যা (স্ত্রী) গ্রামে ভবা গ্রাম-যৎ-টাপ্। ১ তুলসী। (শব্দার্থচি°) ২ নীলীবৃক্ষ। ৩ নিষ্পাবী। (রাজনি°)

গ্রাম্যায়নি (পুং স্ত্রী) গ্রাম্যস্যাপত্যং গ্রাম্য-তিকাদি° ফিঞ্। প্রাকৃতব্যক্তির অপত্য। স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঙীপ্ হয়।

গ্রাম্যাশ্ব (পুং) নিত্যকর্ম্মধা°। গর্দ্দভ। (ত্রিকাণ্ড°) স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ হয়।

গ্রাবগ্রাভ (পুং) গ্রাবাণমভিষবণপাষাণং গৃহ্ণাতি গ্রাবগ্রহ-অণ্ হস্য ভঃ উপদ°। গ্রাবস্তুতিকারক ঋত্বিক্‌বিশেষ।
"অগ্নিমিন্দ্রো গ্রাবগ্রাভ উত শস্তা সুবিপ্রঃ।" (ঋক্ ১।১৬২।৫)
'গ্রাবগ্রাভঃ গ্রাব্‌ণঃ গৃহ্ণাতি গ্রাবস্তুৎ' (সায়ণ)।

গ্রাবন্ (পুং) গ্রসতে গ্রস-ড; আবনতি শব্দায়তে আবন-কিচ্ গ্রশ্চাসৌ আবা চেতি কর্ম্মধা°। ১ প্রস্তর। ২ পর্ব্বত।
"যোক্তা গ্রাবাণো বিদুষো ন যজ্ঞম্।" (বাজসনে° ৩৩।২৩।)
৩ মেঘ। (ত্রি) ৪ দৃঢ়। (শব্দরত্না°)

গ্রাবরোহক (পুং) গ্রাবণি রোহতি রুহ-ণ্বুল্ ৭তৎ। অপরাজিতা বৃক্ষ। (রত্নমালা)

গ্রাবস্তুৎ (পুং) গ্রাবাণ স্তৌতি স্তু-কিপ্ ৬তৎ। হোতার সহায় ঋত্বিগ্‌বিশেষ। [অচ্ছাবাক দেখ।]

গ্রাবস্তোতৃ (পুং) [গ্রাবস্তুৎ দেখ।]

গ্রাবস্তোত্রিয় (ত্রি) গ্রাবস্তোত্রমেতি গ্রাবস্তোত্র-ঘ। গ্রাবস্তোত্র সম্বন্ধীয়।

গ্রাবস্তোত্রীয় (ত্রি) গ্রাবস্তোত্রায় হিতং গ্রাবস্তোত্র-ছ। গ্রাবস্তোত্রের হিতকর। "প্রস্তোতা ব্রাহ্মণাচ্ছং সি গ্রাবস্তোত্রীয়ে।" (কাত্য° শ্রৌত° ২৪।৫।১৫)

গ্রাবহস্ত (পুং) গ্রাবা অভিষবসাধনং পাষাণো হস্তে হস্ত যস্য। ঋত্বিক্ বিশেষ, যাহার হাতে অভিষবের পাষাণ থাকে।

গ্রাবায়ণ (পুং) প্রবরবিশেষ। (হেমাদ্রি)

গ্রাস (পুং) গ্রসতে গ্রস কর্ম্মণি ঘঞ্। ১ কবল, মুখপূরণোপযুক্ত অন্নাদি। কোন স্মৃতিকারের মতে কুক্কুটাণ্ডপরিমিত অন্নাদিকে গ্রাস বলে। আবার কোন মতে, এককালে যত অন্ন মুখে দেওয়া যায় ও গিলিতে পারা যায় তাহার নাম গ্রাস।
"কুক্কুটাণ্ডপ্রমাণস্য যাবান্ বা প্রবিশেন্মুখম্।

এতদ্ গ্রাসং বিদ্যার্থীয়াৎ তদর্থং কারণোষধম্।” (পরাশর)
২ গ্রহণ, হাত ও হাতকের স্পর্শ। [গ্রহণ দেখ।]

গ্রাসশল্য (ক্লী) গ্রাসে শল্যং ৬তৎ। গ্রাসস্থিত মৎস্যাদির কাঁটা।
“গ্রাসশল্যেষু কণ্ঠাসক্তে নিঃশঙ্কমনস্কতয়ে মুষ্টিনাভি-হন্যাৎ।” (সুশ্রুত° ২১ অঃ)

গ্রাসীকৃত (ত্রি) অগ্রাসো গ্রাসঃ কৃতঃ গ্রাস-চ্বি-কৃ-ক্ত। যাহাকে গ্রাস করা হইয়াছে।

গ্রাহ (পুং) ১ গ্রহণ। ২ জলচর জন্তুবিশেষ, কুম্ভীর।
“সাগরাম্বুগাধিনং গভীরে কালসাগরে।
জরাম্বু-গ্রাহাগ্রাহে ন কশ্চিদববুধ্যতে।” (ভারত ১৩।২৮ অঃ)
গ্রহ-ভাবে ঘঞ্। ২ গ্রহণ। ৩ জ্ঞান। ৪ আগ্রহ, নির্বন্ধাতিশয়।
“অবশ্য তবোৎসবগ্রহগ্রহা বয়া বিনা ধাবতি বেদসঃ স্পৃহা।”
(নৈষধচ°)
৫ স্বীকার। (ত্রি) গ্রহ-ণ। ৬ গ্রহীতা।
“অধর্মযুক্তং যমনামং বা গ্রাহো বিমতি।” শতগ্রা° ১।৫।১২৫।)

গ্রাহক (পুং) গ্রহ-ণ্বুল্। ১ শ্যেনপক্ষী। ২ বিষবৈদ্য। (ত্রি) ৩ গ্রহীতা, গ্রহণকর্তা। গ্রহ-ণিচ্। ৪ জ্ঞাপক।
‘যথাস্ম গ্রাহকাঃ তেষাং শব্দাদীনামিমানিকু।’
(ভারত ৩।১০।১৩) (পুং) ৫ মিতাবরক শাক।

গ্রাহবৎ (ত্রি) গ্রাহোঽস্ত্যস্য গ্রাহ-মতুপ্ মস্য বঃ। গ্রাহবিশিষ্ট।

গ্রাহি (স্ত্রী) গৃহ্লাতি ব্যাধিতং পুরুষং গ্রহ-বাহুলকাৎ ইঞ্। গ্রহণশীলা, গ্রহরূপা দেবতা।
‘গ্রাহির্জগ্রাহ যদি বৈতদেনং
তস্যা ইন্দ্রাগ্নী প্রমুমুক্তমেনম্।’ (ঋক্ ১০।১৬১।)
‘গ্রাহিগ্রহণশীলা গ্রহরূপা দেবতা, (সায়ণ।)

গ্রাহিন্ (পুং) গ্রহ-ণিনি। ১ কপিত্থ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ মলবদ্ধকারক, ধারক।
“কষায়ামধুরং গ্রাহিমিষ্টং মেধাবলাবহম্।” (ভাবপ্রকাশ)
৩ গ্রাহক।
“শক্যং গ্রাহি ভির্দৈত্যৈঃ প্রাপ্য বৈবাদপুষ্কর।”
(কথাসরিৎসাগর ২৫।৫৯) ৪ প্রতিকূল।
“মাতৃগ্রাহিণী ভাব। শত্রুগ্রাহিনী অব।” (চণ্ডী ৫।১৩)

গ্রাহিণ (স্ত্রী) গ্রাহিন্-ঙীপ্। ১ ক্ষুদ্র দুরালভা। (রাজনি°) ২।? ম? । বৃক, কাঁকই। (রত্নমালা)

গ্রাহিফল (পুং) গ্রাহি মলবদ্ধকং ফলং যস্য বহুব্রী। কপিত্থবৃক্ষ।

গ্রাহুক (ত্রি) গ্রহ বাহুলকাৎ উকঞ্। গ্রহণশালী।
সারর্জঃ লক্ষা গ্রাহুকঃ স্যাৎ।” (তৈত্তি° ৬।৪।১।১)

গ্রাহ্য (ত্রি) গ্রহ-ণ্যৎ। ১ যাহা গ্রহণ করা উচিত। ২ গ্রহণযোগ্য।
“এবং বিদ্যাভিভির্গ্রাহ্যং বর্ণোদযাগপরধ্যাতে।” (মনু)
৩ উপাদেয়। ৪ স্বীকার্য্য। ৫ জ্ঞেয়। “চক্ষুর্গ্রাহ্যং তবেক্ষণম্।” (ভাষাপ°) ৬ প্রতিবধ্য জ্ঞানের প্রকারভূত ধর্ম। যেমন “হ্রদোবহ্ন্যভাববান্” এই জ্ঞানটী প্রতিবন্ধক এবং “হ্রদো বহ্নিমান্” এইটী প্রতিবধ্য। প্রতিবধ্য জ্ঞানের প্রকার বহ্নি, অতএব তাহাকে গ্রাহ্য বলা যাইতে পারে।

গ্রীক, গ্রীসদেশের অধিবাসী। [গ্রীস দেখ।]

গ্রীণলণ্ড, আমেরিকা মহাদ্বীপ এবং আইসলণ্ড নামক দ্বীপের মধ্যস্থলে অবস্থিত একটী বৃহৎ দ্বীপ। ইহার সর্ব্ব দক্ষিণ সীমায় ফেয়ারওয়েল্ অন্তরীপ অক্ষা° ৫৯° ৪৯´ উত্তর ও ৪৩° ৫৪´ পশ্চিম দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ইহার উত্তরাংশ চিরতুষারে আবৃত। এই দ্বীপের উত্তরপূর্ব্বকূলে ৭৮° অক্ষাংশে ৺ডাফলণ্ড নামক স্থান ও পশ্চিমে স্মিথসন সাউণ্ড পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রায় সমস্ত পশ্চিমকূল বৃটীশ, ওলন্দাজ ও দিনেমার নাবিকদিগের দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোড়িত হইয়াছে, কিন্তু ইহার পূর্ব্ব উপকূল অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে।

সমস্ত দ্বীপকে জলধারী বৃহৎ পর্ব্বতখণ্ড বলিলেও চলে। এই প্রস্তরস্তূপের সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী সীমা উচ্চ, অসমান ও অনুর্ব্বর। ঠিক জলের কিনারা হইতে উচ্চ প্রস্তররাশি উচ্চ শঙ্কাকারে এবং ভূধরশৃঙ্গাদিতে পরিণত হইয়াছে। ঐ সকল শিখর প্রায় ৬০ মাইল দূরে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পশ্চিম সীমায় সমভাবে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে গিয়াছে। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব উপকূলের কতকাংশে স্থানে স্থানে জলপ্রবাহী সমুদ্রখাত দৃষ্ট হয়। ঐ খাতসমূহের মধ্যে কোন কোনটী প্রায় ১০০ মাইল পর্য্যন্ত স্থলাভিমুখে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

এই পার্ব্বতীয় স্তূপের যেখানে উপত্যকা আছে, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী উচ্চতা প্রায় ২০০০ ফিট্। এতদ্ভিন্ন পর্ব্বতশিখরস্থান উচ্চে প্রায় ৪০০০ ফিট্ হইবে। ঐ সকল উচ্চ স্থান সকল সময়েই তুষারাবৃত থাকে। দ্বীপের পূর্ব্বাংশ বরফাবৃত অধিত্যকা ভূমি। নদীগর্ভ ও পর্ব্বতাদি বরফে আবৃত হইয়া সমতল বরফক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এ কারণ লোকে গ্রীণলণ্ডকে বরফস্তূপ বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। পশ্চিমাংশে বরফাবৃত স্থানের মধ্যে দুএকটী শিখর দেখা যায়, কিন্তু তাহাতে বৃক্ষলতাদি কিছু নাই বটে, তথাপি নিকটে যাইয়া দেখিলে একজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাস জন্মিতে দেখা যায়। পশ্চিমে ৬২° হইতে ৬৩° উত্তর অক্ষাংশে সমুদ্রকূলে প্রায় ২০ মাইল দূর পর্য্যন্ত জলের উপর এরূপ সুন্দর বরফ জমিয়া থাকে, যে তাহাতে

ফিনাবার বাধা করে। ডিনেমারবাসীরা ঐ স্থানকে "আইস ব্লিক" বলে।

গ্রীণলণ্ডের পরিসরে অনেকগুলি প্রণালী থাকায় উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জে খণ্ডিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে "প্রিন্স খৃষ্টীয়ান্ সাউণ্ড" ব্যতীত সকল প্রণালীই বরফে ঢাকা পড়িয়াছে।

গ্রীণলণ্ডের চারিদিকের সমুদ্র কতক আশ্চর্য্যজনক। উত্তরকেন্দ্র হইতে তুষারপাত সঙ্গে লইয়া সমুদ্রস্রোত কতক এই দ্বীপের পূর্ব্বাংশ দিয়া ও কতক ডেভিস প্রণালী পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া কেপফেয়ারওয়েল্ অন্তরীপে ১২০ হইতে ১৬০ মাইল দূরে সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হয়। যখন সমুদ্র হইতে বাতাস বহিতে আরম্ভ করে, তখন দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকের খাড়ি-সমূহের বরফ জমিয়া দৃঢ় হয়। তৎকালে ডিনেমারদিগের ঔপনিবেশিক জাহাজাদি কিছুই কূলে আসিতে পারে না। কেপফেয়ারওয়েল্ অন্তরীপের নিকটে এবং পশ্চিমকূলে সেপ্টেম্বর মাস হইতে বরফ-স্রোত আসা বন্ধ হয় এবং পুনরায় জানুয়ারী মাস হইতে পূর্ব্বমত ঐ স্রোত ক্রমাগত বহিতে থাকে। এ স্রোত ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া ঔপসাগরিক স্রোতে পরিণত হইয়াছে।

গ্রীণলণ্ডের নিম্নপ্রদেশে এখানকার অধিবাসী ও ডিনেমারদিগের বাস। এতদ্ভিন্ন উত্তরাংশে সকল স্থানই এত শীতল যে লোকে যাইলেই মরিয়া যায়। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে এখানে এতদূর শীত পড়ে যে ঐ সময়ে পাহাড় সকল ফাটিয়া যায় এবং গৃহমধ্যে অগ্নি জ্বালিয়া থাকিলেও মদ্যাদি শীতল ও জমাট বাঁধিয়া যায়। জুলাই মাসে এখানে আদৌ বরফ পড়ে না। জুন মাসে অল্প অল্প বরফ গলিতে আরম্ভ হয়। এপ্রেল হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত এখানে ঘোর কুয়াসা হয় ও সময়ে সময়ে অল্প জলও হইয়া থাকে। উত্তরকেন্দ্রস্থ সৌমগিরি নামক উজ্জ্বল আলোকময় পর্ব্বত (Aurora borealis) সকল ঋতুতে বিশেষতঃ শীতকালে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট দেখা যায়।

এখানে ফসলাদি উত্তমরূপ জন্মে না। ইহার দক্ষিণাংশে আলুর চাস হইয়া থাকে। মুলোশীর মূলা, ছোট ছোট কপি এবং কখনও ভিন্দের মত ছোট ছোট শালগম জন্মে। এখানে একপ্রকার গুল্ম দেখা যায়, তাহার ফল ফুটন্ত ফলের মত সুস্বাদু। জুনিপার, উইলো, বার্চ ও এল্ডার বৃক্ষ কখন মনুষ্যের অপেক্ষা অধিক উন্নত হইতে দেখা যায় না।

গ্রীণলণ্ডবাসীরা ছাগ পুষিয়া থাকে। শীতকালে খাদ্যের অভাবে ছাগ সংখ্যা কমিয়া যায়। গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে এস্কুইমো জাতিরা কুকুর পুষে। বন্য হরিণ, খরগোস, খ্যাকশিয়াল ও শ্বেতভল্লুক বন্য অবস্থায় দেখা যায়। বেফিন প্রণালীর নিকটে সিন্ধুঘোটকের বাস আছে। বরফ হইতেই এস্কুইমো জাতির সমুদয় অভাব দূর হয়। মৎস্য ধরাই গ্রীণলণ্ডবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। ডেভিস, বেফিন প্রভৃতি প্রণালীতে নানাবিধ মৎস্য দেখা যায়।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে গ্রীণলণ্ডের স্বাভাবিক অবস্থা নিরূপণ করিবার জন্য একদল ভূতত্ত্ববিদ্ কোপেনহেগেন হইতে এই দেশে আগমন করেন। তাঁহাদের মতে গ্রীণলণ্ডের সমুদায় পাথর গ্রেণাইট, নিস, পোরফিরি, কাদা-শ্লেট ও অন্য সঙ্কীর্ণ পাথরে গঠিত। ডিস্কোদ্বীপে কয়লার খনি এবং ইহার উত্তরাংশে যথার্থ তাম্রের খনি আছে। এতদ্ব্যতীত সীসক, "এস্বেষ্টস্" সার্পেণ্টাইন গার্নেট ও নানাপ্রকার কাচ-পাথর পাওয়া যায়। মার্চিসন্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন ইঙ্গলফিল্ড ৭৭° উত্তর অক্ষাংশে ঐরূপ পাথর দেখিতে পান।

৯৭০ খৃষ্টাব্দে গুন্বিওরণ নামক আইসলণ্ডবাসী জনৈক ব্যক্তি প্রথমে গ্রীণলণ্ডের উপকূল দেখিতে পান। এরিক রৌডা নামক জনৈক লোক আইসলণ্ডের অধিপতি কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইলে তিনি কিছুকালের জন্য গুন্বিওরণ-আবিষ্কৃত উক্ত দেশে আসিয়া বাস করেন। তিনি এই নবাবিষ্কৃত দেশের গ্রীণলণ্ড নাম দিয়া নানা কথা প্রচার করেন। পুনরায় ৯৮৬ খৃষ্টাব্দে এরিক স্বদেশবাসী কতকগুলি লোককে লইয়া এই প্রদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইহার পরে আরও কতকগুলি লোক গ্রীণলণ্ডের দক্ষিণাংশে যাইয়া বাস করে।

গ্রীণলণ্ডবাসীরা খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত। ১১২১ খৃষ্টাব্দে আর্ণল্ড সাহেব প্রথম বিশপ্ হইয়া যান। ১৪০৬ খৃষ্টাব্দে গ্রীণলণ্ড দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে ১৯০ খানি গ্রামে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে ডেভিস সাহেব গ্রীণলণ্ড পুনরাবিষ্কার করেন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ডিনেমাররাজ ৪র্থ খৃষ্টীয়ান গ্রীণলণ্ড জয় করিবার জন্য নৌসেনাপতি গোডস্কি লিণ্ডেনোকে তিন খানি যুদ্ধ জাহাজ দিয়া পাঠান। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ডিনেমাররাজ ৬ষ্ঠ ফ্রেডারিকের আদেশে কাপ্তেন গ্রে গ্রীণলণ্ড পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসেন। গ্রেসাহেব উক্ত দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব্বে ৬৫° ১৮´ উঃ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করেন। ইহার পরে কোন জাতীয় লোকের বসবাস দেখা যায় না।

ডিনেমার উপনিবেশের পর এই দ্বীপ উপার্ণাবিক, ওপেনাক, যাকোবসাভন্, খৃষ্টীয়ানশাবার, ইগেডিস্মিন্ডে,

পত্তারম, রুমেলিবর্গ, সুকারটোপেস, পত্তপাষাব, ফিত্তায়মেসেট, ফ্রেভারিকশায়ার ও ফুলিয়ানশায়ার প্রভৃতি কয়েকটী জেলায় বিভক্ত হইয়াছে।

গ্রীনলণ্ডবাসীগণ তাম্রবর্ণ, কিন্তু মাথার চুল অত্যন্ত কাল। শরীর ছোটখাট, নাক চেটাল, ঠোঁট পুরু। ইহারা বিশ্বাসঘাতক। কেহ শত্রুতা করিলে তাহার প্রতিকার না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে না। ইহারা বিলক্ষণ বলশালী ও চৌর্য্যবৃত্তিতে বিলক্ষণ পটু। শীতকালে ইহারা সমুদ্রতীরস্থ পর্ব্বতগুহায় যাইয়া বাস করে। তৎকালে ঐ গুহা এক একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে পরিণত হয়। কোথাও কোথাও মকরচর্ম্মে নির্ম্মিত তাম্বুতে বাস করে। আবার তিমি মৎস্যের অস্থিতে শিশুক চর্ম্ম-পরিবৃত করিয়া ইহাদের দ্বারের কপাট প্রস্তুত হয়। দেশীয় উৎপন্ন কোমল শৈবাল-দাম ইহাদের শয্যা। ইহাদের সন্তান স্নেহ অতিশয় প্রবল।

গ্রীনলণ্ড এখন ডিনেমারের অধীন। ইহার দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগে প্রায় দুই শত ডিনেমারের বাস আছে। ইহারা শিশুক চর্ম্ম, সিন্ধুঘোটকের দন্ত ও জলগাত্তারের দন্ত লইয়া য়ুরোপের নানা স্থানে বিক্রয় করিয়া থাকে।

গ্রীবা (স্ত্রী) গীর্য্যতে হনয়া গৃ-বন নিপাতনে সাধু। (শেবাদ্বন্ধ জিহ্বাগ্রীবাপ্বামী চ্বাঃ। উণ্ ১।১৫৪) কন্ধরা। পর্য্যায়—শিরোধি, কন্ধি, শিরোধরা, কন্ধরা-শিরা।
"উদমহং রক্ষসা গ্রীবা অপি কৃন্তামি। (বাজস° ৫।২২)

গ্রীবাক্ষ (পুং) ঋষিবিশেষ, পাণিনীয় শিবাদি গণান্তর্গত, ইহার উত্তর অপত্যার্থে অণ্ হয়।

গ্রীবাঘণ্টা (স্ত্রী) গ্রীবায়াং ঘণ্টা ৭তৎ। গ্রীবাস্থিত ঘণ্টা। (ত্রিকাণ্ড°)

গ্রীবাবিল (ক্লী) গ্রীবায়া বিলম্ ৬তৎ। গ্রীবার অন্তর্গত গর্ত্ত। (ত্রিকাণ্ড°)

গ্রীবিন্ (পুং স্ত্রী) প্রশস্তা গ্রীবা অস্ত্যস্য গ্রীবা-ইনি। ১ উষ্ট্র, উষ্ট্রী। (অটাধর) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়। (ত্রি) ২ দীর্ঘ গ্রীবাযুক্ত।

গ্রীষ্ম (পুং) গ্রসতে রসান্ গ্রস মক্। (গ্রীষ্মঃ উণ্ ১।১৪৯) গ্রীভাবো ধাতোঃ যুগাগমশ্চ নিপাত্যতে। ১ ঋতুবিশেষ, গরমিকাল। পর্য্যায়—উষ্ণক, নিদাঘ, উষ্ণোপগম, উষ্ণ, উষ্মাগম, তপ, ঘর্ম্ম, তাপন, উষ্ণাগম ও উষ্ণকাল।
"গ্রীষ্মে তীব্রকরোত্তাপূন' হেমন্তে তথাবিধঃ।" (সূর্য্যসি°)

প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই দুইটী মাস গ্রীষ্ম ঋতু, কিন্তু আধুনিক ঋতু-নির্ণায়কগণের মতে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুইমাসের নাম গ্রীষ্ম ঋতু। [ঋতু দেখ।] ২ উষ্ণ, গরম। (মেদিনী।) (ত্রি) ৩ গ্রীষ্মযুক্ত।

গ্রীষ্মকাল (পুং) গ্রীষ্ম ঋতু।

গ্রীষ্মকালীন (ত্রি) যাহা গ্রীষ্মকালে উৎপন্ন হয়।

গ্রীষ্মজ (ত্রি) গ্রীষ্মে জায়তে গ্রীষ্ম-জন-ড। গ্রীষ্মজাত।

গ্রীষ্মজা (স্ত্রী) গ্রীষ্মজ টাপ্। ১ লবণী, লোণা। ২ নবমল্লিকা।

গ্রীষ্মধান্য (ক্লী) গ্রীষ্মে জাতং ধান্যম্। ধান্যবিশেষ, বোরোধান
"গ্রীষ্মধান্যজনলোত্র বাজনঃ।" (বৃহৎস° ১৮ অঃ)

গ্রীষ্মপুষ্পা (স্ত্রী) গ্রীষ্মে পুষ্পং যস্যাঃ বহুব্রী গ্রীষ্ম-পুষ্প ঙীপ্। করুণ পুষ্পবৃক্ষ। (রাজনি°)

গ্রীষ্মভবা (স্ত্রী) গ্রীষ্মে ভবতি ভূ অচ টাপ্। ১ নবমল্লিকা। (রত্নমালা।) (ত্রি) ২ গ্রীষ্মজাত।

গ্রীষ্মসুন্দর (পুং) গ্রীষ্মে সুন্দরঃ ৭তৎ। শাকবিশেষ, গিমেশাক। (রাজনি°)

গ্রীষ্মসুন্দরক (পুং) গ্রীষ্মে সুন্দরইব কায়তে শোভতে কৈ ক। যদ্বা গ্রীষ্মসুন্দর স্বার্থে-কন। শাকবিশেষ, গিমেশাক। ইহার গুণ—তিক্ত, লঘু, কফ, পিত্ত ও দোষনাশক এবং রুচিকর। (রাজনি°)

গ্রীষ্মহাস (ক্লী) গ্রীষ্মে হাসো বিকশোযস্য বহুব্রী। ইক্ষুতূল বুড়ির সূতা।

গ্রীষ্মী (স্ত্রী) গ্রীষ্মঃ কালঃ কারণত্বেনাস্ত্যস্য গ্রীষ্ম অচ্ গৌরা-দিত্বাৎ ঙীষ্। নবমল্লিকা। (রাজনি°)

গ্রীষ্মোদ্ভব (ত্রি) গ্রীষ্ম উদ্ভবোঽস্য বহুব্রী। যাহা গ্রীষ্মকালে উৎপন্ন হয়, গ্রীষ্মজাত। (স্ত্রী) স্ত্রিয়াং টাপ্। নবমল্লিকা। (রাজনি°)

গ্রীস, য়ুরোপের অন্তর্গত একটী স্বাধীন রাজ্য। ভূমধ্য-সাগরের আয়োনীয় ও ইজীয় সাগরের মধ্যস্থ উপদ্বীপ। (প্রাচীন) অক্ষাংশ ৩৫° হইতে ৪০° উত্তর মধ্যে প্রাচীন গ্রীস্ রাজ্য স্থাপিত ছিল। ইহার উত্তরসীমা ইলিরিয় ও মাকিদনীয় রাজ্য। গ্রীসের উত্তরপূর্ব্বকোণস্থ থেসেলি হইতে ওলিম্পাস্ পর্ব্বত ও উত্তর-পশ্চিমস্থ এপিরাস্ রাজ্যের নিকট হইতে এক্রোসারাওনীয় পর্ব্বতদ্বয় পরস্পর বিস্তৃত হইয়া উক্ত রাজ্যদ্বয়কে পৃথক্ রাখিয়াছে।

আরিষ্টটল্ তাঁহার নিজ গ্রন্থে এপিরাস্বাসী প্রাচীন "গ্রীকাই" জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। এক সময়ে এই জাতি গ্রীসের পশ্চিমকূল পর্য্যন্ত আসিয়া বাস স্থাপন করে এবং ইতালিদেশবাসীগণ উক্ত জাতির নাম হইতেই দেশের নাম "গ্রীস" রাখেন। গ্রীকগ্রন্থে পূর্ব্বকথিত সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশ 'হেলাস্' নামে লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীস রাজ্য হইতে হেলাস্ রাজ্য অধিক বিস্তৃত ছিল। হেলাস্ শব্দে "হেলেনিস্" জাতি ও দেশবাসী বুঝায়। এজন্য আফ্রি-কার সাইরেণ রাজ্য, এসিয়াখণ্ডের মিলেটাস্ এবং সিসিলি

দ্বীপের সিরাকিউজ প্রভৃতি গ্রীসীয় উপনিবেশ সকল ঐ হেলাস্ রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। হিরোডোটস্ লিখিয়াছেন যে মিসরপতি আমসিস্ হেলাস্-রাজকে অনেক উপঢৌকন দেন এবং সাইরেণ, লিন্ডাস্ ও স্যামাস্ দ্বীপ দান করে।।

ভূগোল-বিদেরা প্রাচীন গ্রীসকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। উত্তরাংশে থেসেলি, এপিরাস, অকার্নানিয়া, ইটোলিয়া, লোক্রিশ (ওপান্টিয়ান, এপিক্নেমাডিয়া এবং ওজোলিয়ান), ডোরিস, ফোসিস, বিওটিয়া, মেগারিশ ও আটিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। দক্ষিণাংশ পিলোপনিসাস্ নামে খ্যাত; লাকোনিয়া, মেসেনিয়া, আর্কেডিয়া, এলিশ, আর্গোলিশ, একিয়া সিকিওনিয়া ও করিন্থ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে উক্ত দক্ষিণরাজ্য বিভক্ত।

উপদ্বীপের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত ইজীয় সাগরের দ্বীপপুঞ্জ গ্রীসের অধিকারে ছিল। ত'দ্ভিন্ন ভূমধ্যসাগরের রোডস্ সাইপ্রাস্ এবং সাইক্লেডিস্ দ্বীপাবলী। ইহার দক্ষিণাংশ সিথেরা (বর্ত্তমান সেরিগো) এবং ক্রীট্ দ্বীপ। পশ্চিমে আয়োনীয় সাগরস্থ করসিরা (বর্ত্তমান করফিউ), সিফা-লোনীয় ও ইথাকা। এতদ্ব্যতীত সিসালদ্বীপে ও দক্ষিণ ইতালীতে এবং এসিয়া মাইনরে গ্রীক উপনিবেশ ছিল। গ্রীকদিগের এসিয়া-অধিকারের মধ্যে আইওনীয় রাজ্যই প্রধান। ইফেসিউস্ নগর উক্ত রাজ্যের রাজধানী ছিল।

পুরাতত্ত্ব—সম্বাদ এইরূপ যে মিসর রাজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রায় খৃষ্টজন্মের ১৮০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে গ্রীস-রাজ্যের ইতিহাস আরম্ভ। কিন্তু খৃষ্টীয় ৮৮০ অব্দের পূর্ব্ব-তন সমুদায় কাণ্ডই গল্প বলিয়া অনুমান হয়।

গ্রীককাব্যে লিখিত আছে যে প্রথমে এই রাজ্যে পেলাস্‌গ নামক অসভ্যজাতি পর্ব্বতগুহাদিতে বাস করিত। উহারা বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তে বন্য জন্তুর চর্ম্মে আপনাদিগের অঙ্গ আচ্ছাদন করিত। ইউরেনস্ নামক মিসররাজপুত্র এই দেশে আসিয়া টিটান নামক রাজন্য-গৃহে বিবাহ করেন। পরে উক্ত টিটানেরা তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। ইউরেনসের পুত্র সেটার্ন্ রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন এবং পিতার ন্যায় দুরদৃষ্টে পতিত হইবার ভয়ে তিনি নিজ পুত্রগণের বিনাশের আদেশ দিলেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী তৎপুত্র জুপিটারকে লুকাইয়া আনিয়া ক্রীটদ্বীপে লালন-পালন করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জুপিটার পিতাকে রাজ্যচ্যুত ও বিদ্রোহী টিটানদিগকে দমন করিলেন এবং তাহাদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

জুপিটার নিজরাজ্য ভ্রাতা নেপচুন্ ও প্লুটোকে ভাগ করিয়া দিলেন। তিনি স্বয়ং অতি বিচক্ষণভাবে রাজ্যের শাসনকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। থেসেলির নিকটবর্ত্তী ওলিম্পাস্ পর্ব্বতে তাহার বিচারভবন ছিল। গ্রীককাব্যে সেটার্ন্ প্রভৃতিকে দেবতা বলিয়া বর্ণিত হই-য়াছে এবং ওলিম্পাস্ পর্ব্বতের শিখরদেশ দেবতাদিগের বাসভবন বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। দর্শনশাস্ত্রচর্চ্চার বহুকাল পরেও সেটার্ন্, জুপিটার প্রভৃতি জাতীয় দেবতা বলিয়া পূজিত হইয়াছে।

ইহার বহুপরে কোন সময়ে এসিয়াখণ্ড হইতে হেলেনিস্ জাতি গ্রীসে আসিয়া বাস করে। পেলাসগি জাতির সংমিশ্রণে থাকিয়া এক সময়ে সমস্ত গ্রীসবাসীই হেলেনিস্ নামে অভি-হিত হয়।

পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদেরা বলিয়া থাকেন এই : হেলেনিস্ নামক গ্রীকেরাই প্রাচীন আর্য্যশাখাসম্ভূত। যেমন ভার-তের আর্য্যগণ সপ্তসিন্ধুর উৎপত্তিস্থান হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণা-ভিমুখে ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, সেইরূপ গ্রীকেরাও মধ্যএসিয়াস্থ আদি বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া সুদূর পশ্চিমে সমুদ্রতীরে গ্রীসদেশে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। অতি প্রাচীনতম কালে মধ্যএসিয়ায় আর্য্যগণের সহিত গ্রীকদিগের পূর্ব্বতন আদিপুরুষ একত্র বাস করি-তেন। তখন আর্য্য ও গ্রীক উভয়ে এক মাতার ক্রোড়ে লালিত-পালিত ও এক ভাষায় কথা কহিত। বহু শতাব্দী গত হইয়াছে, তাহারা পরস্পর সম্বন্ধসূত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পথে গিয়া পড়িয়াছে, দেশভেদে, আচারভেদে ও বিভিন্ন জাতির সংস্রবে তাঁহাদের পূর্ব্বতন অবস্থা ও ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এত পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও তাঁহাদের প্রাচীন-তম ভাষা হইতে এমন বহু শব্দ পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উভয়কেই এক আর্য্যজাতিসম্ভূত বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই [ভাষা দেখ।] আমাদের কথা এই গ্রীক ও আর্য্যগণ এক বংশ সম্ভূত হউন বা না হউন, সিন্ধুতীরবাসী প্রাচীন আর্য্যগণ যেমন প্রথম অবস্থায় ভারতের আদিম অধিবাসী দস্যু, অসুর প্রভৃতি অসভ্য জাতির সহিত সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন, প্রাচীন গ্রীকগণ গ্রীসদেশে সেইরূপ পেলাসাগ নামক জাতিকে দমন করিয়া নানাস্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

হেলেনিস্ জাতি যেখানে বসবাস করিতেন, সেই স্থান "হেলাস্" নামে পরিচয় দিতেন। গ্রীসের অধিকাংশ পর্ব্বতময়, বন্ধুর ও নদীহীন। ইহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট থেসোল নামক সম-

পদই কথঞ্চিৎ উর্ব্বরা ছিল, সুতরাং এখানকার লোকেরা যতটুকু সুখলাভ করিত, অপর স্থানের লোকেরা উপযুক্ত আহারাদির অভাবে অল্পমাত্র সুখলাভে বঞ্চিত ছিল। তাহারা কষ্টে পড়িয়া আপনার সুখবর্দ্ধনার্থ ক্রমে নানাস্থানে যাইতে আরম্ভ করিল।

ইহাদের মধ্যে আবার কয়েকটী শ্রেণী-বিভাগ ছিল, তন্মধ্যে ডোরীয়, ইওলীয় ও আইয়োনীয় জাতিই প্রধান। ইহাদের কথিত ভাষা কতকাংশে মিলিলেও পরস্পর অনৈক্য, সুতরাং স্বতন্ত্র ভাষারূপে পরিগণিত হইত।

১৮৫৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইনাকাস্ নামে একজন ফিনিকীয় পরিব্রাজক স্বজাতি সমভিব্যাহারে গ্রীস পরিদর্শনে আসেন এবং পিলোপনিসাসের নেপোলি উপসাগরের কূলে আর্গস্ নামে এক নগরী স্থাপন করেন। উক্ত ঘটনার তিনশত বর্ষ পরে ১৫৫৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মিসরবাসী সিক্রপস্ আসিয়া আটিকা প্রদেশে উপনিবেশ ও আথেন্স মহানগরী স্থাপন করিলেন। তিনিই অসভ্য আটিকাবাসীদিগকে নানা বিদ্যাশিক্ষা এবং আপনাকে তাহাদিগের রাজা বলিয়া পরিচয় দেন। তিনি আপনার পাণ্ডিত্যের আবাস-রক্ষার জন্য আথেনী নামক গ্রীক দেবীমূর্ত্তি স্থাপনা করেন, পরে লাটিনেরা আথেনী নামের পরিবর্ত্তে মিনার্ভা নামে ঐ মূর্ত্তিকে পূজা করিতেন। উক্ত আথেনী দেবীর নামানুকরণে আথেন্স মহানগরীর নামকরণ হইয়াছে। এই ফিনিকীয় জাতির নিকট গ্রীকগণ মিসরদেশের সন্ধান পায় এবং তাহাদের যত্নে ইহারা সমুদ্রে পোতচালনকৌশল ও বাণিজ্য বিষয়াদি শিক্ষা করেন।

গ্রীস ও পিলোপনিসাসের মধ্যবর্ত্তী যোজকের মধ্যে করিন্থ নগর সমুদ্রের উপকূলে ১৫২০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে নির্ম্মিত। লাকোনিয়ার রাজধানী বিখ্যাত স্পার্টা বা লেসিডিমন্ নগর উক্ত বৎসরে লেলেক্স নামক জনৈক মিসরবাসী কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়।

১৪৯৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ফিনিকীয়বাসী ক্যাডমাস্ বিওটিয়ায় থেবিস্ নগর স্থাপন করেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে গ্রীসবাসীদিগকে অক্ষরলিখনপ্রণালী শিক্ষা দেন।

১৪৮৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে দনায়ুস্ নামক এক মিসরবাসী স্বদলে আর্গস্ নগরে আসিয়া তথাকার অধিবাসী কর্ত্তৃক রাজপদে অভিষিক্ত হন।

শতাব্দী পরে প্রায় ১৩৫০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ফ্রিজিয়ারাজপুত্র পেলপস্ গ্রীসের পিলপনিসাস্ বিভাগে আসিয়া বাস করেন এবং তথাকার রাজপুত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া পরে রাজসিংহাসন অধিকার করেন।

হোমারলিখিত ট্রয়যুদ্ধের সেনানায়ক মাইকিনীরাজ আগামেম্নন্ এবং স্পার্টারাজ ম্যানিলাস্ উভয়েই পেলপসের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময়ে হেলেস্পণ্ট ও ইজীয় সাগরের তীরে ট্রয় বা ইলিয়ম্ নামে এক রাজধানী ছিল। ট্রয়রাজকুমার পারিস্ ঘটনাক্রমে গ্রীসদেশে আসিয়া কিছুকাল স্পার্টার ম্যানিলাসের সভায় অতিবাহিত করেন। স্পার্টারাজের অনুপস্থিতিকালে পারিস্ স্পার্টার রাজমহিষী হেলেনের রূপে মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে লইয়া ট্রয়রাজ্যে পলাইয়া আসেন। ম্যানিলাস্ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া পারিসের দুর্ব্যবহারের কথা শুনিয়া রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তিনি সমস্ত গ্রীসের রাজন্যবর্গকে ট্রয়রাজের বিপক্ষে উত্তেজিত করিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন প্রায় ১১৯৪ খৃঃ পূঃ অব্দে এই ঘটনা ঘটে।

মাইকিনীরাজ আগামেম্নন্, ইথাকার রাজা প্রাজ্ঞ ইউলিসিস্, পাইলসের রাজা নেষ্টর, থেসলিরাজপুত্র আকিলিস্, সলামিসের আজাক্স, ইটোলিয়ার ডিওমিডিস্, ক্রিটের ইদোমিনিয়াস্ প্রভৃতি মহাবীরগণ প্রতিশোধ লইবার জন্য স্পার্টারাজের পক্ষাবলম্বন করিলেন। প্রায় ১২০০ অর্ণবপোত ও লক্ষলোক ট্রয় ধ্বংস করিবার জন্য যাত্রা করিল। ট্রয়রাজ প্রায়ম্ বিপক্ষের গতিরোধ করিবার জন্য এসিয়ামাইনর, থ্রেস, আসিরীয় প্রভৃতি রাজগণের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। সেই মহাসমরে গ্রীকপক্ষে আগামেম্নন্ ও ট্রয়পক্ষে প্রায়মের পুত্র মহাযোদ্ধা হেক্টর সেনাপতি হইয়াছিলেন। ১০ বর্ষ ব্যাপিয়া ট্রয়যুদ্ধ চলিয়া ছিল। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষে শত শত মহাবীর প্রাণত্যাগ করেন। তৎপরে অশেষ চেষ্টার পর গ্রীকগণ জয় লাভ করিলেন, ট্রয়নগর বিধ্বস্ত হইল। এই আখ্যায়িকা লইয়া মহাকবি হোমার বিখ্যাত "ইলিয়াড" নামক মহাকাব্য রচনা করেন।

যুদ্ধজয়ের পর অতি অল্পলোকই গ্রীসে ফিরিতে পারিয়াছিলেন। মহাত্মা ইউলিসিস্ যুদ্ধাবসানে নানাদ্বীপে ফিরিয়া ঘুরিয়া প্রায় ১০ বর্ষ পরে গ্রীসে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত লইয়া হোমার "অডেসি" নামক কাব্য প্রণয়ন করেন।

ট্রয়যুদ্ধকালে গ্রীসের রমণীগণ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া রাজ্যরক্ষা করিতেন। অনেক রমণী পরপুরুষে আসক্ত হইয়াছিল। গ্রীক্ সেনাপতি আগামেম্নন্ দীর্ঘকাল পরে স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে শান্তিলাভ ঘটে নাই। তাঁহার মহিষীও পরপুরুষে আসক্ত হইয়াছিলেন, সেই ভ্রষ্টা অতি ঘৃণিতভাবে পতির প্রাণনাশ করেন ও তাঁহার পুত্র অরেষ্টিস্ নির্ব্বাসিত হন। কিছুদিন পরে অরেষ্টিস্ আর্গসে আসিয়া মাতা ও তাঁহার প্রণয়ীদিগকে বিনাশ করিয়া পৈতৃকরাজ্য উদ্ধার করেন।

ট্রয়যুদ্ধের প্রায় ৮০ বর্ষ পরে গ্রীসে এক দারুণ বিদ্রোহানল জলিয়া উঠে। এই সময়ে হার্কিউলিসের বংশধরগণ পিলপনিসাসের সকল স্থান অধিকার করিয়া বসেন। মাইকিনী বা আর্গসের রাজপুত্রগণ সকলেই নির্ব্বাসিত হন। ১১০৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে হার্কিউলিস্-পুত্র হিলাসের প্রপৌত্র তেমেনাস, ক্রেস্‌ফন্টিস্ ও আরিষ্টডিমাস্ ডোরিয়দিগের সাহায্যে আর্কেডিয়া ভিন্ন পিলপনিসাসের অধিকাংশই অধিকার করেন। তাহাতে তেমেনাস আর্গসের ও ক্রেসফন্টিস্ মেসিনীয়ার রাজা হন। অরিষ্টডিমাস্ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন, তৎপুত্র ইউরিস্থিনিস্ ও প্রোক্লিস্ স্পার্টারাজ্য ভাগ করিয়া লন।

১০৭০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পিলপনিসীয়গণ আটিকা আক্রমণ করিয়াছিল। এই সময়ে আথেন্সরাজ কোড্রস্ নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন।

ইহারই কিছুকাল পরে কোড্রসের পুত্রগণ মধ্যে রাজ্য লইয়া গৃহবিবাদের সূত্রপাত হয়, তাহাতে আথেন্সবাসীগণ এককালে রাজপদ উঠাইয়া দিয়া কোড্রসের জ্যেষ্ঠ পুত্র মিদনকে প্রজাসাধারণের প্রধানব্যক্তিরূপে মনোনীত করেন। কোড্রসের অপর পুত্রদ্বয় কতকগুলি আথেন্সবাসীর সঙ্গে এসিয়ামাইনরে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। এখানে প্রথমে তাঁহারা ১২টী নগর পত্তন করেন এবং এদেশের নাম আইয়োনীয় রাখেন। এই আইয়োন্ শব্দ হইতে পারসী যুনান ও সংস্কৃত যোন বা যবন শব্দের উৎপত্তি। আইয়োনীয় গ্রীকগণও পূর্ব্বকালে ভারতবাসীর নিকট যবন নামে প্রসিদ্ধ ছিল। [যবন শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।] তৎকালে গ্রীকগণ এসিয়া ও য়ুরোপের নানাস্থানে গিয়া উপনিবেশ করিতেছিলেন।

পাশ্চাত্য পুরাবিদ্‌গণের মতে, তৎপরে সমগ্র গ্রীস সাম্রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম উত্তর গ্রীস, দ্বিতীয় পিলপনিসাস্ বিভাগ এবং তৃতীয় দ্বীপপুঞ্জ। সাইক্লেডিস্, স্পোরাডিস্ ও ইউবিয়া প্রভৃতি দ্বীপও উহার অন্তর্গত। উত্তর গ্রীসের দক্ষিণসীমা করিন্থ উপসাগর, পূর্ব্বে ইজীয় সাগর, উত্তরে তুরুষ্ক রাজ্য ও পশ্চিমে আইয়োনীয় সাগর। এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একার্ণানিয়া ও ইটোলিয়া রাজ্য, পশ্চিম গ্রীস এবং ডোরিস, ফোসিস্ বিওটিয়া, আটিকা, মেগারিস্, লোক্রি ও পানভিয়াইদিগের রাজ্য এবং স্পার্কিয়াস উপত্যকা পূর্ব্বগ্রীস নামে খ্যাত।

উত্তর গ্রীসের অধিকাংশস্থান পর্ব্বতময়। ইটা নামক পর্ব্বত শ্রেণীই তন্মধ্যে প্রধান। পূর্ব্ব উপকূল ইউবিয়া প্রণালীর ধার হইতে ক্রমান্বয়ে পশ্চিমাভিমুখে ইটোলিয়ার টিমফ্রেস্টাস্ পর্ব্বতশ্রেণীতে মিলিত হইয়াছে। মধ্যে এস্‌প্রোপোটামস্ উপত্যকা, ইটা পর্ব্বত, একার্ণানিয়া ও এপিরাস্ পর্ব্বতের সহিত মিলিতে পারে নাই। ইটা পর্ব্বতের দক্ষিণগামী শাখা ফোসিসের পার্নাসস্ পাহাড়ে এবং করিন্থ উপসাগরের উত্তরকূলে অবস্থিত পাহাড়ে মিলিত হইয়াছে। গ্রীস্ বিভাগের দক্ষিণপূর্ব্বদিকে হেলিকোন, সিথিরোণ ও পার্ণিথ পর্ব্বত। শেষোক্ত পাহাড় আটিকা হইতে বিওটিয়াকে বিভক্ত রাখিয়াছে।

গ্রীসের অপর বিভাগের নাম পিলপনিসাস্ বা মোরিয়া উপদ্বীপ। ইহার মধ্যে আকিয়া, আর্কেডিয়া, আর্গোলিস্ করিন্থ, এলিস্, লাকোনিক প্রভৃতি কয়েকটী ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। এই বিভাগের মধ্যভূমি অধিত্যকাময়। অসংখ্য পাহাড় শ্রেণীতে আচ্ছাদিত, এই জন্য মধ্যে মধ্যে বিস্তীর্ণ অববাহিকা, জলাভূমি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ দেখিতে পাওয়া যায়। মোরিয়া উপদ্বীপের উত্তরস্থিত টেগেটাস্ এবং দক্ষিণের সিলোনী পর্ব্বত সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৫০০০ ফিট্ উচ্চ। এলিস, ইনাকাস্ ও আর্গশ নামক স্থানে বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র আছে। অলফিয়াস্, ইউরোটাস্ পমিসাস ও পেনিয়াস্ নদীতে বৎসরের সকল সময়েই জল থাকে।

ইউবিয়া ব্যতীত গ্রীস রাজ্যের দ্বীপাবলীর মধ্যে সাইক্লেডিস্ ও স্পোরাডিস দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে যে যে দ্বীপ জনমানব পরিপূর্ণ তাহা নিম্নলিখিত রূপে বিভক্ত।

(১) পশ্চিম স্পোরেডিস্—হাইড্রো, স্পেজিয়া, ইজিনা, পোরস্, সালামিস্, অজিষ্ট্রা।

(২) উত্তর স্পোরাডিস—স্কোপেলস্, খিলিড্রোমী, স্কিয়াথোস্ স্কাইরস্।

(৩) উত্তর সাইক্লেডিস—এণ্ড্রোস্, জিয়া, থারমিয়া, টিনো, মিকোনী, সাইরা।

(৪) মধ্য সাইক্লোডিস্—নাক্সস্, পরোস্, আণ্টিপরোস্, সিফান্টো, সেরিফোস্, মীলো, কিমোলোস্, পোলিক্যাণ্ড্রো, সিকিনো, নিও, অমর্গো।

(৫) দক্ষিণ সাইক্লেডিস্—সাণ্টোরিণ, আণাফি, এষ্টীপালিয়া, কাণ্ডিয়া বা ক্রীট্, কিথ্‌স্, সামস্, লেস্‌বস্। এতদ্ভিন্ন এসিয়ামাইনরের তীরবর্ত্তী অনেকগুলি দ্বীপ তৎকালে গ্রীসের অধীন ছিল।

গ্রীস রাজ্যের মধ্যে কোন নদীতেই নৌকাযোগে ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা নাই। নদীগুলি সামান্য পার্ব্বতীয় জলস্রোত বলিলেও চলে। যে গুলি অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ, গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবে তাহাও শুকাইয়া যায়। হোমার নিজ গ্রন্থে আকি-

লাস্ নদীকে নদীরাজ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এখনও ঐ আকিলাস্ নদী, সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এতদ্ব্যতীত সিফিসাস্, ইলিসাস্ আকালোণ, স্পার্কিয়স্, অল্ফেইয়াস্, পামিসাস, ইনাকাস, য়ুরোটাস প্রভৃতি নদীর বর্ত্তমান আবশ্যকতা বড় অধিক, প্রাচীন কাব্যে ইহাদের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্যাশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ আছে। করিন্থ উপসাগর ব্যতীত এম্ব্রাসিয়া, ভোলো, ইজিনা, আর্গস বা নৌপ্লিয়া, কোলোকীনি, কোরোণ প্রভৃতি উপসাগর আছে এবং কোপাই বা টোপো-লিয়া, অপোকুরো, ভল্টো, লিকুরিয়া নামক হ্রদই বৃহৎ। অপরাপর যে সমস্ত হ্রদ আছে গ্রীষ্মকালে তাহাতে জল থাকে না।

ভূতত্ত্ব।—ইটা, পার্নাসাস ও হেলিকোন পর্ব্বত ধূসর বর্ণের চূণা-পাথরবিশিষ্ট। সিণ্ডাস শ্রেণীর পাথর দেখিলেই অনুমান করা যায় যে পাথরগুলি বহুকাল পরে কোন পদার্থ হইতে বর্ত্তমান আকারে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই পাহাড়ে পাথরের কোন অংশে বা গ্রেণাইট, কোনটী বা চকমকী সংযুক্ত সর্পের ন্যায় বক্রাকার হরিদ্রা চিক্কুক, সবুজ পাথর এবং অভ্রের স্লেট দেখা যায়। পিলোপনিসাসের উপকূলে মৃত শম্বুকাদি একত্রিত হইয়া একরূপ পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। গ্রীসের প্রায় সকল স্থানেই আগ্নেয়পর্ব্বতের চিহ্ন ও কার্য্যাদির লক্ষণাদি দেখা যায়। পর্ব্বতের ফাটালে বা গুহার মধ্য হইতে গন্ধকময় ধূম ও অপরাপর দুর্গন্ধময় বাষ্প নানাস্থানে উঠিতে থাকে। ঐ বাষ্প প্রাচীনকালে ডেল্ফির ধর্ম্মকর্ম্মোদ্দেশে ব্যবহৃত হইত। শীতল ও উষ্ণপ্রস্রবণ অনেক দেখা যায়। আটিকা, সোরফোস্ ও সিফাণ্টো দ্বীপে সোণা, রূপা ও সীসক পাওয়া যায়। শূর্মা, মনঃশিলা, তাম্র ও গন্ধক জন্মে। ইউবিয়া, স্কাইরস্, লাকোনিয়া ও এলিস নামক স্থানে লৌহ ও প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। এখানে পিলপনিসাসের স্থানে স্থানে অত্যুৎকৃষ্ট শ্বেত পেণ্টালিক এবং লাল ও সবুজবর্ণের মর্ম্মর পাথর দেখা যায়। পিলপনিসাস্ অপেক্ষা উত্তর গ্রীসে শস্যাদির চাষ অপেক্ষাকৃত উত্তম ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর্গস ও মারাথনের সমতলক্ষেত্র এবং উপকূলের নিকটবর্ত্তী জলা ভূমিতে ধান্যের চাস হয়। আর্গস্ ও কালামাটা নামক স্থানে প্রচুর রেশম ও তুলা জন্মে। পিল-পনিসাসের উত্তরকূলবর্ত্তী জেলাসমূহে আঙ্গুর ও কিসমিস্ হয়। মেসিনা, লাকোনিয়া, টিনোস ও অন্যান্য দ্বীপে রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখান হইতে প্রচুর মধু রপ্তানী হয়। তন্মধ্যে হেমিটাস্ ও আটিকার মধু বহুকাল হইতে বিখ্যাত। নৌপ্লিয়া হইতে মোম রপ্তানি হয়। বাদাম, অঞ্জির, আখরোট, কমলানেবু, পাতিনেবু, দাড়িম্ব প্রভৃতি ফল প্রচুর জন্মে।

গ্রীসে যে সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা গ্রীসবাসীরাই ব্যবহার করে। কোন কোন বন্দরে জাহাজ নির্ম্মাণ ও পাল তৈয়ারী হয়। মিসোলঙ্গীর নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদসমূহে লবণ উৎপন্ন হয়। নৌপিয়া, মিসোলঙ্গী, প্যাট্রাস, গ্যালাক্সাইডি এবং হাইড্রা, সোজিয়া, সাইরা প্রভৃতি সিক্লাডিস সাগরস্থ দ্বীপে ষ্টীমার দ্বারা বাণিজ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

গ্রীস সাম্রাজ্যে যে সকল লোক বাস করে, স্থানানুসারে তাহাদের শারীরিক গঠনপ্রণালী ভিন্ন ভিন্ন। উত্তরগ্রীসে রৌমিলিওটিস জাতির বাস। ইহারা যোদ্ধা ও সাহসী, তুর্কেরা বহু চেষ্টা করিয়াও ইহাদিগকে অধীনতা স্বীকার করাইতে পারে নাই। পক্ষান্তরে পিলপনিসাসবাসী মোরিওটিস্ জাতি তুর্কের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।

রৌমিলিয়া প্রদেশের পার্ণাসাস, এগ্রাফা, বাল্টো, জাবো-মেনস্ পর্ব্বতবাসী এবং ইটোলিয়ার মধ্যস্থলবাসীগণ হেলে-নিস্ এবং সমতলক্ষেত্রবাসী চাষীগণ জাতিতে আলাসীয়, বুলগেরিয় বা আল্বানীয় বংশসম্ভূত।

পিলপনিসাসের আর্গোলিস ও ট্রিফিলিয়াবাসীরা আলবানীয় জাতি। অপরাপর সকল লোকই গ্রীকভাষায় কথা কহিয়া থাকে।

দ্বীপসমূহে আলবানীয়, গ্রীক ও মধ্যযুগের রোমক-দিগের আক্রমণের সময় লাটিনরক্তমিশ্রিত সঙ্করজাতি বাস করে। হাইড্রা ও স্পেজিয়াবাসীরা আলবানীয় জাতি। এইরূপে বর্ত্তমান সাইরার কিয়ট ও সেরিটী জাতি হেলেনিক বংশভুক্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রীকবিদ্রোহের পর হইতে য়ুরোপের নানাস্থান হইতে নানাজাতি আসিয়া বাস করিতেছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে গ্রীকদিগের মধ্যে সমাজ-সংস্কারের ভার গৃহস্বামী পিতার হস্তে ন্যস্ত আছে। পুত্র-গণের সহিত পরামর্শ না করিয়া পিতা নিজ স্বেচ্ছামত তাহা-দিগের বিবাহ দিতে এবং কোন ব্যবসায়ে বা কর্ম্মাদিতে নিযুক্ত করিতে পারিতেন। এক কথায় প্রাচীন সময়ে গ্রীক-দিগের মধ্যে পুত্রের অদৃষ্টের ফলাফল পিতার ইচ্ছাধীন ছিল। এমন কি সময়ে সময়ে নিকট কুটুম্বগণকে একত্র করিয়া পারিবারিক সভায় পুত্রের কর্ম্মফলে জীবনরক্ষা বা জীবননাশের বিচার হইত। তাহারা নির্ব্বিঘ্নে এবং পরস্পরে রক্ষিত হইয়া গ্রামাদিতে বাস করিত। প্রতি বৎসরে গৃহস্বামীগণ কোন ধর্ম্মমন্দিরে একত্র হইয়া প্রত্যেক

গ্রামের একজন ও প্রতি নগরের তিনজন ডিমোগ্যারোণটিস্ বা মিউনিসিপাল ম্যাজিষ্ট্রেট্ মনোনীত করিতেন। ঐ ডিমোগ্যারোণটিসের পদ প্রায়ই ধনী ব্যক্তি বা গ্রামের জমীদারেরা পাইতেন। ইহারা দণ্ডনায়ক ও ধনাধ্যক্ষের কর্ম করিতেন। স্থানীয় করনির্দ্ধারণ ও সংগ্রহ করিবার জন্ত যে সভা হইত, তাহাতে ঐ ডিমোগ্যারোণটিস্ ও অপরাপর সম্রান্ত লোকের মত লইয়া কার্য্য চলিত। ঐ সভা হইতে সহকারী কি দণ্ডনায়কগণ নির্ব্বাচিত হইয়া প্রতি জেলায় প্রধাননগরে নিযুক্ত হইতেন।

প্রকৃত ইতিহাস।—প্রাচীন ইতিহাস কালের কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। যে সমস্ত দেবদেবী ও বীরপুরুষগণের ইতিহাসগত আশ্চর্য্য ঘটনা-সম্বলিত গল্প শুনা যায়, তাহাতে কেবল অজ্ঞ লোকেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে। পূর্ব্বে যে সকল পুরাণকথা লিখিত হইয়াছে; সিক্রপ, ক্যাডমাস, দনায়ুস থেসিয়াস্ হিরাক্লিস প্রভৃতির উপাখ্যান এবং আর্গোনটিক যুদ্ধযাত্রা ট্রয়যুদ্ধ ও ক্যালিডোনিয় মৃগয়ালীলার প্রভৃতির ইতিবৃত্ত কতদূর সত্য এ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য উদ্ধার করিবার জন্ত ঐতিহাসিকেরা বিন্দুমাত্র আশা রাখেন না। যে সময়ে গ্রীসের অদ্ভুত পরাক্রমশালী বীরগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (Heroic age) তাহা ১৪০০ হইতে ১২০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের মধ্যে নিরূপিত হইয়াছে।

(প্রায় ৮৮০ খৃঃ পূঃ অব্দে) স্পার্টারাজবংশের লাইকারগাস্ (Lycargus) জন্মগ্রহণ করেন। মিশর, ভারত প্রভৃতি নানা স্থান পর্য্যটন ও নানা স্থানের রীতি নীতি দর্শন করিয়া তাঁহার মনে ধারণা হইয়াছিল যে একটী চিরস্থায়ী, জাতীয় শক্তি একতাসূত্রে বদ্ধ করা ভিন্ন কোন জাতি জগতে প্রাধান্ত লাভ করিতে পারে না, সুতরাং সর্ব্বসাধারণের প্রথমেই দৈহিক উন্নতি আবশ্যক। যাহাতে স্পার্টায় প্রত্যেক অধিবাসী সাহসী ও বলশালী হয়, যাহাতে সকল স্পার্টারমণী বলবান্ পুত্র প্রসব করেন, লাইকারগাস্ তৎপক্ষে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহা এই—

১। সন্তান বিকলাঙ্গ হইলে পর্ব্বতগুহায় ফেলিয়া দিবে।

২। যে কেহ সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিলে পিতৃভবন পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র শিক্ষাগারে অপরাপর যুবকদিগের সহিত লালিত ও শিক্ষিত হইবে, পিতামাতার সহিত তাহার কোন সংস্রব থাকিবে না।

৩। দেশের অক্ষর-পরিচয় ছাড়া কেহ সাহিত্যবিজ্ঞানাদি পড়িতে পারিবে না, কারণ উহাতে সাহস ও দুঃসাহস করিতে পারে।

৪। সন্তান বড় হইলে ডিয়ানা (অর্থাৎ বনদেবীর) উৎসবে দৈহিক বলপরীক্ষায় সময় কশাঘাত সহ্য করিতে হইবে।

৫। স্ত্রীলোকেরা কুড়ি বর্ষ পর্য্যন্ত পুরুষের মত কঠোর শিক্ষায় শিক্ষিত হইবে। বীরপ্রসবিনী ও বীরসঙ্গিনী হইবার জন্ত তাহার এই শিক্ষা প্রয়োজন।

৬। পুরুষ ত্রিশ বর্ষ ও স্ত্রী কুড়ি বর্ষের পূর্ব্বে বিবাহ করিতে পারিবে না।

৭। বিবাহের পরও বাইট্ বর্ষ পর্য্যন্ত সমাজের মঙ্গলের জন্ত বড় একটা কেহ স্ত্রী-সহবাস করিতে পারিবে না, যদিও করে, তবে কেহ যেন জানিতে না পারে, এরূপ ভাবে করিবে।

৮। কোন অপরিচিত অতিথিকে গৃহে স্থান দিবে না।

৯। কেহ মদ্যপান বা যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারিবে না। এ সম্বন্ধে ঘৃণা জন্মাইবার জন্ত হিলট (হিলোৎ অর্থাৎ নীচ লোককে) মদ খাওয়াইয়া তাহার উপর নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবে।

উক্ত নিয়মবলেই পুরুষ নিজ স্ত্রীকে আপনার অপেক্ষা বলবান্ পুরুষের সহিত সহবাস করিতে উপদেশ দিয়াছে, জননী স্বইচ্ছাতে আপনার ক্ষীণকায় ও দুর্ব্বল শিশুসন্তানকে পরিত্যাগ করিয়াছে। এমন কুমারী ও যুবতীগণও যুদ্ধকৌশল শিক্ষা করিত।

পূর্ব্বে গ্রীসের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অধিবাসীরা সুবিধা পাইলেই পরস্পর যুদ্ধ করিয়া পরস্পরের উপর কর্তৃত্ব করিতে, যত্নবান্ ছিল। তাহাদের মধ্যে একতা ছিল না। সুতরাং বিদেশী বণিকগণ আসিয়া যখন তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইয়া যাইত, তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিত না। এরূপে পুনঃ পুনঃ উত্ত্যক্ত ও পরধনলোলুপ হইয়া জাতীয় একতা বন্ধনের জন্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া অলিম্পীয় (Olympian), ইস্থমীয় প্রভৃতি উৎসবের আয়োজন করিলেন। ৭৭৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সর্ব্ব প্রধান অলিম্পীয় উৎসব আরম্ভ হয়। এই উৎসবে রাজাধিরাজ হইতে দীন দরিদ্র সকলেই যোগদান করিতেন। এ সময়ে সমস্ত গ্রীস জাতীয় একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতেন, শত্রুতা স্থান পাইত না। গ্রীকদিগের সকল গ্রন্থকার, কবি, মল্ল, যোদ্ধা, অশ্বারোহী প্রভৃতি সকলে উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন। এ ক্ষেত্রে সকলেরই পরীক্ষা হইত, যিনি জয়ী হইতেন, রাজাধিরাজ অপেক্ষা তিনি সমধিক সম্মান লাভ করিতেন, কবিগণ প্রাণ ভরিয়া তাঁহার যশগান করিত। অলিম্পীয় উৎসবের প্রারম্ভকালে গ্রীসের মহাকবি হোমার আবির্ভূত হন। তাঁহার গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে তৎকালে গ্রীক সমাজে বীরের সমধিক

সমাদর করিতেন, যথেষ্ট দৈহিক বল থাকিলে তাহাকে সাধারণ দেবতা বলিয়া মনে করিতেন। ভীরু লোককে সকলেই ঘৃণা করিত, এমন কি যে যুবকীর জন্ত ট্রয়ের মহাসমর ঘটে, সেই হেলেন যাহার জন্ত পতিপুত্র, ঐশ্বর্য্য, রাজভোগ প্রভৃতি তুচ্ছজ্ঞানে, যাহাকে তাঁহার হৃদয়সর্ব্বস্ব ভাবিয়া জন্মভূমি ছাড়িয়া চলিয়া আসেন, সেই প্যারিসের ভীরুতা দেখিয়া তিনিও অতি ঘৃণার সহিত তাঁহাকে ভৎসনা করিয়াছিলেন (১)। বীরপূজার ইহা প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

অলিম্পীয় উৎসবের পর হইতে গ্রীসের প্রকৃত ইতিহাস জানিতে পারা যায়। ৭৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে স্পার্টাবাসীর সহিত মেসেনিয়া যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের পর হইতে গ্রীসবাসী নানাদেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। ঐ যুদ্ধ ক্রমান্বয়ে তিন শতাব্দীকাল চলিয়াছিল। পরিশেষে ৪৫৫ খৃঃ পূঃ অব্দে তৃতীয় মেসেনিয়া যুদ্ধে আইথোম ধ্বংসের পর উভয় জাতির চিরবৈরিতা দূর হয়।

৬২৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ড্রেকো প্রথম গ্রীসের বিধিসমূহ লিখিয়া প্রচার করেন। পরে ৫৯৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সোলন আথেন্স মহানগরে বসিয়া নূতন আইন ও পুরাতন বিধি সংশোধন করেন। ৫৬০ হইতে ৫১০ খৃঃ পূঃ মধ্যে পিসিস্ট্রেটাস্, হিপিয়াস্ ও হিপারকাস্ নামক তাহার পুত্রদ্বয় আথেন্স নগরে একচ্ছত্রাধীন উপাধিগ্রহণ পূর্ব্বক রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৫৬০—৫৪২ খৃঃ পূঃ অব্দ মধ্যে লিডিয়ারাজ ক্রিসাসের সহিত পারস্যরাজ বীর কাইরাসের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ৫৪৭ খৃঃ পূঃ, ক্রিসাস্ কাপাডোকিয়া আক্রমণ করেন। পরে নিজ রাজধানী সারডিস্ নগরে ফিরিয়া আসিয়া সাহায্যকারীদিগকে সৈন্ত পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। ঐ সৈন্ত আসিবার পূর্ব্বে কাইরাস্ সসৈন্তে আসিয়া সারডিস্ অধিকার করেন। ৪৯৯ খৃঃ পূঃ, আথেনীয় ও আইয়োনীয় কর্ত্তৃক সারডিস্ নগর ভস্মীভূত হইলে পারস্যরাজ তিনবার গ্রীস আক্রমণ করেন।

প্রথমে ৪৯২ খৃঃ পূঃ অব্দে মার্ডোনিয়াস্ গ্রীস আক্রমণে আসিয়া আথোস পর্ব্বতের নিকটস্থ সমুদ্রে সসৈন্যে জলমগ্ন হন। দ্বিতীয়বারে ডেটিস্ ও আর্টাফারনিস্ ৪৯০ খৃঃ পূঃ অব্দে গ্রীস অধিকার করিতে আইসেন এবং গ্রীকগণ কর্ত্তৃক মারাথান যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। তৃতীয় যুদ্ধ স্বয়ং পারস্যরাজ জরক্সেস্ কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। প্রবাদ আছে যে, ইনি ৫ লক্ষ সৈন্য ও ৪০০ যুদ্ধ-জাহাজ সংগ্রহ করিয়া গ্রীস আক্রমণে উদ্যত হন। কিন্তু তিনি থারমোপিলি, সালামিস্ ও প্লাটিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময়ে আথেনীয়গণ ৪০৪ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। পুনর্ব্বার ৪৩১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পিলোপনিসাস্ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ক্রমান্বয়ে ২৭ বৎসর ধরিয়া গ্রীক-বল ক্ষয় হইল। পরিশেষে ৪০৪ খৃঃ পূঃ অব্দে আথেন্স নগর ধ্বংস ও আথেন্সবাসীরা অধীনতা স্বীকার করিলে বিবাদ মিটিয়া যায়।

৪১৫ খৃঃ পূঃ অব্দে বিখ্যাত সিসিলিযুদ্ধ ঘটে। ৪২৯ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে আথেনীয়-নায়ক পেরিক্লিসের মৃত্যু ঘটে। তাঁহার সময়ে পূর্ব্বে গ্রীকগণ যে অদ্ভুত ভাস্করকার্য্যযুক্ত সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখিলে আজও মানবের মন বিস্ময়রসে ও আনন্দে নাচিয়া উঠে।

৪০১ খৃঃ পূঃ অব্দে, আর্টাজারক্সেস্‌কে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য ছোট কাইরাস্ যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু তিনি উক্ত বৎসরে কুনাক্সার যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। এই যুদ্ধের জন্য কাইরাস্ গ্রীক সৈন্যসংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু ৪০১-৪০০ খৃঃ পূঃ অব্দে গ্রীকনায়ক জেনোফন সগর্ব্বে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। ৩৯৯ খৃঃ পূঃ অব্দে জেনোফন ও প্লেটোর অধ্যাপক বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিসের মৃত্যু হয়।

পিলোপনিসীয় কর্ত্তৃক আথেনীয়গণ পরাজিত হইলে, স্পার্টানেরা ক্রমেই বলশালী হইয়া উঠিল। ১ম এলিস (৩৯৯—৩৯৮), ২য় করিন্থীয় (৩৯৫—৩৮৭) ৩য় ওলিন্থিয় (৩৮০—২৭৯), ৪র্থ থেবিয় (৩৭৮—৩৭২ খৃঃ পূঃ), এই চারিটি যুদ্ধে স্পার্টাবাসীর গৌরব সম্যক্ প্রকাশিত হয়। এই যুদ্ধবিগ্রহের সময় অদ্বিতীয় যোদ্ধা এজিসিলাস্ স্পার্টার সেনানায়ক ছিলেন। এই সময়ে খৃঃ পূঃ ৩৯৪ অব্দে করোনিয়া ও করিন্থের যুদ্ধ, ৫৭৫ খৃঃ পূঃ অরকোমিনাস্ যুদ্ধ, ৩৭১ খৃঃ পূঃ লিউকট্রার যুদ্ধ এবং ৩৬২ খৃঃ পূঃ অব্দে ম্যানটিনিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে থিবীয়-বীর ইপামিনান্ডাস্ নিহত হন। ৩৫৯ খৃঃ পূঃ অব্দে ফিলিপ মাকিদনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিছুকাল পরেই ফিলিপ গ্রীস সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই জন্য আথেন্সের অপর নিবাসিগণ তাঁহার এরূপ একাধিপত্য গ্রাহ্য করিলেন না। ক্রমেই বিবাদসূত্রে গ্রীস রাজ্য (৩৫৭—৩৫৫ খৃঃ পূঃ অব্দে) সামাজিক যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ঐ যুদ্ধে আথেন্সরাজকে নিজ অধিকৃত অনেক রাজ্য হারাইতে হইয়াছিল। ইহার পরবর্ত্তী (৩৫৫—৩৪৬ খৃঃ পূঃ) কএক বৎসর ধরিয়া ধর্ম্মযুদ্ধ ঘটে, এই যুদ্ধে মাকিদনের অধিপতি ফিলিপ সহযোগী ছিলেন। ঐ সময়ে ৩৫২ খৃঃ পূঃ অব্দে ডিমস্থেনিস্ ফিলিপের বিরুদ্ধে

সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, উহা "ফিলিপিক্স্" নামে বিখ্যাত। ৩৩৮ খৃঃ পূঃ অব্দে কিরোনিয়ার যুদ্ধে আথেনীয় ও থিবীয়গণ ফিলিপ কর্তৃক পরাজিত হন। ৩৩৭ খৃ° পূঃ অব্দে করিন্থ মহাসভায় ফিলিপ পারস্য বিরুদ্ধে যুদ্ধোন্মুখ গ্রীকসৈন্যের অধিনায়ক মনোনীত হন। কিন্তু উক্ত বৎসরে মাকিদনের বিবাহ-সভায় কোন দস্যু তাঁহার গলচ্ছেদ করিয়াছিল।

ফিলিপের মৃত্যুর পরে অনেকেই তৎপুত্র আলেকসান্দারের বিপক্ষে বিদ্রোহী হইয়াছিল। পরে গ্রীকগণ বাধ্য হইয়া এই যুবক মহাবীরকে পারস্যযাত্রী গ্রীক সৈন্যের অধিনায়ক পদে নিযুক্ত করিলেন। [আলেকসান্দার শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

মাকিদন রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গ্রীক রাজ্য সৌভাগ্যশালী হইয়াছিল। পরে যখন রোমকেরা আসিয়া মাকিদন অধিকার করেন, সেই সময় হইতে গ্রীকগণ স্বাধীনতা হারাইয়া অনেক কষ্ট পাইয়াছিল। গ্রীকগণ নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য পিলপনিসাসের সমস্ত নগরবাসী "একিয়ান্ লিগ" নামে দলবদ্ধ হইয়া রোমকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারা স্বদেশরক্ষা করিতে পারে নাই।

১৪৬ খৃঃ পূঃ অব্দে রোমক-সেনাপতি কন্সাল মুমিয়াস্ করিন্থ অধিকারের পর সমস্ত গ্রীসদেশ রোমসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। [রোম দেখ।]

করিন্থ অধিকারের পর হইতে গ্রীসের ইতিহাস রোমক ইতিহাসের সহিত মিলিত হইয়াছে। এন্টিওকাস্ ও মিথ্রিডাইটিসের সহিত রোমকদিগের যুদ্ধ এবং এন্টনি ও অক্টেভিয়ানাসের সহিত সিজার, পম্পি, ক্রটাস ও কেসাসের যুদ্ধ, অক্টেভিয়ানাসের যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনাবলী গ্রীসের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইত। তৎকালে দুর্ভাগ্য গ্রীকদিগকে বহুতর কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। অগষ্টাসের রাজ্যারোহণের দুই শতাব্দী পরে গ্রীসে শান্তিরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই সময়ে খৃষ্টান ধর্ম ধীরে ধীরে অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। স্থানে স্থানে গির্জ্জা নির্ম্মিত হয় এবং অনেক গ্রীসবাসীই খৃষ্টভক্তি প্রচার জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া নানাদেশে গমন করিয়াছিলেন।

ইহার অনতিকাল পরেই শীতপ্রধান উত্তরদিক্ হইতে স্লাভোনীয়, আল্বানীয় প্রভৃতি অসভ্য জাতি দলে দলে আসিয়া গ্রীস লুটপাট করিতে আরম্ভ করে।

যখন কন্ষ্টান্টাইন নিজ সাম্রাজ্য বিভাগ করেন, তৎকালে গ্রীস তাঁহার পূর্ব্ব বিভাগে ছিল। কিন্তু ১২০৪ খৃষ্টাব্দে যখন ভিনিসীয়গণ দুর্ব্বল সিজার-বংশধরগণের রাজ্য অধিকার করে, সেই সঙ্গে গ্রীসও তাহাদের হস্তগত হয়।

১৩৫৫ খৃষ্টাব্দে ওসমানবংশীয় তুর্কেরা যুরোপখণ্ডে আসিয়া বাস করেন এবং থ্রেস, মাকিদন, থেসেলি প্রভৃতি নানা স্থান দখল করিয়া লইয়াছিলেন। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা কনষ্টাণ্টিনোপল্ জয় করেন। সেই সময় হইতে বর্ত্তমান শতাব্দী পর্য্যন্ত গ্রীস মুসলমান রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মূর্খতা, পাশবিক অত্যাচার, স্বেচ্ছাচার, অযথা অর্থগ্রহণাভিলাষ প্রভৃতি নানা কারণে গ্রীকগণ উৎপীড়িত হইয়াছিল। গ্রীকগণ এতকাল ধরিয়া ঐরূপ অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু আর তাহাদের সহ্য হইল না। শেষে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তুর্ক রাজ্যের বিরুদ্ধে গ্রীকগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই যে সেই প্রাচীন গ্রীস আবার স্বাধীন হইবে। আবার গ্রীকের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। অন্যান্য খৃষ্টান-রাজের সাহায্যে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে পরপদদলিত গ্রীস রাজ্য আবার স্বাধীন হইয়া উঠে। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে গ্রীসে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা ক্যাপো দি-ইষ্ট্রিয় নিহত হয়। এই সময় অনেক লোকে সিংহাসনগ্রহণ অভিলাষে প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু বৃটন, ফ্রান্স ও রুষিয়ার অনুমত্যানুসারে বাভেরিয়ারাজের দ্বিতীয় পুত্র অথো ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। অথো রাজ্যারোহণ করিয়াও সুখে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন নাই। অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের পর তিনি গ্রীসরাজ্যে শান্তিস্থাপন ও সুশৃঙ্খলে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন।

ডেন্মার্কের দ্বিতীয় রাজপুত্র জর্জ এখন গ্রীসের রাজা. ইনি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারোহণ করেন।

পূর্ব্ববিশ্বাস।—গ্রীকগণ এখন সকলেই খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী [গ্রীষ্টানশব্দে গ্রীক-সমাজ দেখ।] কিন্তু যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতে গ্রীসের অধিবাসীগণ ঊর্দ্ধলোকবাসী দেবগণের, পাতালবাসী উপদেবতার এবং প্রধান প্রধান ব্যক্তির প্রেতাত্মার উপাসক ছিল। প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণ প্রায় ত্রিশহাজার দেবতা মানিত। ঐ সকল দেবতা মানবধর্ম্মাক্রান্ত, মানবের ন্যায় পাপপুণ্যের ফলভোগী। অনেক দেবতা আবার মিসর হইতে গৃহীত। কেহ কেহ মনে করেন যে ঐ সকল দেববংশ প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের রূপক কল্পনা মাত্র, কিন্তু গ্রীসের প্রধান ইতিবৃত্তলেখক গ্রোটসাহেব তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে মানবের প্রথম জ্ঞানোদয়কালে অতর্কিত ও অপরিজ্ঞাতভাবে যাহার উপর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভয় জন্মিয়াছে, তাহাতেই দেবত্ব আরোপ করিয়াছে। এইরূপে

অনেক অথমা চরিত্র মানবও গ্রীকসমাজে দেবতা বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। প্রথমে হিসিয়দ, তৎপরে অর্ফিয়স্ (৭০০ খৃঃ পূঃ অব্দে) দেবতত্ত্ব প্রচার করেন। খৃষ্টীয় ৫৩৪ পূর্ব্বাব্দ জেনোফন দেবতত্ত্ব নিজ্ঞার অলীক আখ্যায়িকা ও ঈশ্বর তাঁহার অজ্ঞাত বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালের প্রধান প্রধান ব্যক্তি দেবগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ করেন। পূর্ব্বে গ্রীকগণ আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব আদৌ জানিতেন না, সকলেই বাহ্য জগৎ, সুখ-স্বচ্ছন্দ ও বিলাস লইয়া ব্যস্ত ছিল। প্রায় ৬০০ খৃ° পূর্ব্বাব্দে গ্রীকদিগের মধ্যে কেবল মহাত্মা থেলিস কথঞ্চিৎ অধ্যাত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন তিনিই প্রথমে ঈশ্বর ও জন্মমৃত্যুর অস্তিত্বের কথা প্রকাশ করেন। তাঁহার পর সেক্রেটিস্ প্লেটো ইপিকিয়স্ ও ষ্টোইক প্রভৃতি সকলেই অজ্ঞাতভাবে থেলিসের অনুসরণ করিয়া দার্শনিক বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, তাহারা সকলেই জন-সাধারণের ভ্রান্ত ও দূষিত মতের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। স্থানভেদে গ্রীসে ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর পূজা হইত। যেমন থেব্‌সে বাকসদেব, আথেন্সে আথেনী, উত্তর গ্রীসে আপোলো ও করিন্থসাগরের উপকূলে নেপচুন, আর্গসে জুনো এবং টকেসাস ডিয়ানার উপাসনা প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার মধ্যে বাকাস্‌দেবের উৎসবে গ্রীসের নরনারী সং সাজিয়া মদ্যপানে বিভোর থাকিত। স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধীয় সকল প্রকার বীভৎস ব্যাপার হইত। এ ছাড়া ইলিউসীয় নামক এক নবরাত্র উৎসব ছিল। ইহার অনুষ্ঠানাদি অতি নিগূঢ়, গুপ্তভাবে গভীর রজনীতে ইহার অনুষ্ঠান হইত। ইহাতে কত কুকাণ্ড হইত, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। দেবের পর্ব্বাদিতে নানাপ্রকার পূজা, নাচ-গান, কবির লড়াই, মল্ল ও যুদ্ধক্রীড়া চলিত, আবার উপযুক্ত লোককে পুরস্কার দেওয়া হইত। গ্রীস রোমের অধীনতা স্বীকার করিলে রোমকেরাও গ্রীক দেবদেবী গ্রহণ করিয়াছিল। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পৌরাণিকগণ নিম্নলিখিত গ্রীক, রোমক ও হিন্দুদেবদেবীর সৌসাদৃশ্য স্বীকার করেন—

অশ্বিনী }	Castor,	কৃষ্ণ	Apollo.
কুমারদ্বয় }	Pollux.	দুর্গা	Juno.
অরুণ	Aurora.	নারদ	Mercury
ইন্দ্র	Jupiter.	পৃথিবী	Cybele.
অন্নপূর্ণা	Annaperenna.	রাম	Dionysius.
কালী	Proserpine.	লক্ষ্মী (শ্রী)	Ceres.
কাম	Cupid, eros.	বরুণ	Neptune.
কুমার (কার্ত্তিক)	Mars.	বায়ু	Æolus.
কুবের	Plutus.	বিশ্বকর্ম্মা	Yulcan.
যম	Pluto.	বাস্তা	Vesta.
যমের কুকুর	Cerberus.	হনুমান্	Pan
সূর্য্য	Sol.		

পাশ্চাত্ত্যেরা এইরূপ অনেক দেবদেবীর কথা তুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে গ্রীক জিউস্ (Zeus) বেদের "দ্যৌস্" এবং এরিনিস (Erinys) বেদে "সরণ্যু" বলিয়া বর্ণিত।

কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উক্ত হিন্দু ও গ্রীক দেবাদির আখ্যায়িকা পাঠ করিলে পরস্পর বিশেষরূপ সম্বন্ধনির্ণয় করিতে বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মে। [দেবতত্ত্ব শব্দে গ্রীক ও হিন্দু দেবদেবীর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

এসিয়ার সহিত গ্রীসের সম্বন্ধ।—ভারতবর্ষের কথা গ্রীসে বহুকাল হইতে প্রচলিত। গ্রীসের প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের মধ্যে হিকেটিয়াস্ ও মিলিটাসের গ্রন্থে ভারতবর্ষের কথা স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। এই দুই গ্রন্থকার ৫০৯ হইতে ৪৮৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের লোক। ইহাদের পরে হেরোডোটাস্ ভারতবর্ষের সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত স্থানের বিশেষ সংবাদ রাখিতেন। হেরোডোটাসের সময় ৪৫০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ তাঁহার পর চিকিৎসক টিসিয়াস (৪০১ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে) নিজ বাসস্থান পারস্য দেশ হইতে ভারতোৎপন্ন রং, কাপড়, বানর, শুকপক্ষী প্রভৃতি বিষয়ের বিবরণ সংগ্রহ করেন। সিন্ধুর পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানের সংবাদ আলেকজাণ্ডারের সহযাত্রী ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞজন কর্ত্তৃক (৩২৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে) যুরোপে প্রথম প্রচারিত হয়। ইহাদের সংগৃহীত বিবরণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে বটে, তাহার সারভাগ ষ্ট্রাবো প্লিনি, এরিয়ান্ প্রভৃতির গ্রন্থে পাওয়া যায়। মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের সভায় গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস্ (৩০৬—২৯৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে) যুরোপে ভারততত্ত্ব বিশেষরূপে প্রচার করেন, তাঁহারই অনুসন্ধিৎসার ফলে গ্রীক ও রোমকেরা ভারতের সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞানোন্নতির কথা শুনিতে পায়। [আলেক-সান্দার ও মিগাস্থিনিস্ দেখ।]

আলেকসান্দারের পূর্ব্বে গ্রীসদেশীয় পণ্ডিতেরা এসিয়ায় বিশেষ পরিচিত ছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থাদি মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রীক ও রোমক পণ্ডিতগণের নাম পাওয়া যায়।

হেরোডোটাস্	৪৫০	খৃঃ পূঃ।	পেরিপ্লাস্ রচয়িতা }	৮০ খৃষ্টাব্দ	
টিসিয়স্	৪০০	„	এরিথ্রেই }		
ওনেসিক্রিটাস্	৩২৫	„	ডাইওনিসিয়াস্ }	৮৬	„
মেগাস্থিনিস্	৩০০	„	পেরিজিটিস্ }		
ষ্ট্রাবো	২০	খৃষ্টাব্দ	টলেমি	১৩০	„
পম্পোনিয়াস মেলা	২০	„	এরিয়ান্	১৫০	„
প্লিনি	৭৭	„			

ক্রেযেসস্ আলেক ⎫
মাণ্ড্রিনাস ⎭ ৭০০ „
ইউসিবিয়াস্ ৫২০ খৃঃ
কেলটাস্ এক্তিয়নাস্ ৫৮০
মাসিয়ান্ ৪২০
কসমাস্ ইণ্ডিকোপ্লুষ্টেস্ ৫২৫
নিকেম (বাইজান্টিয়াম্‌-বাসী) ৫৮০ „
সাক্তোরোক্টিস্ আপোলিনি-কসমোগ্রাফিয়া ৭ম শতাব্দী
জর্জিয়াস্ সিনসিলাস্ ৮০০
ইউটেইথিয়াস্ ১২শ শতাব্দী

এই সকল নাম মুসলমানদিগের গ্রন্থে যে অবিকৃত ভাবে গৃহীত হইয়াছে তাহা নহে ;—আলেকসান্দারের নাম মুসলমানেরা "সিকন্দর রুমি" বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। এইরূপ আরিষ্টটল্ 'আরিষ্টু', সক্রেটিস্ 'সোক্রাট', হিপো-ক্রেটিস্ 'বোক্রাৎ' ও প্লেটো "আফ্লাতুন্" নামে বর্ণিত।

আলেকসান্দার সিন্ধু তীরে উপনীত হইয়া বাক্‌ট্রিয়া (বাহ্লীক) নামক স্থানে একটী রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর যখন তাঁহার সেনাপতিরা তাঁহার বিশাল রাজ্য আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লয়, তখন ঐ জনপদ একটী স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে পরিগণিত। খৃঃ পূঃ ২৫৭ হইতে ২০৭ অব্দ পর্য্যন্ত বাক্‌ট্রিয়ার বেশ প্রাদুর্ভাব ছিল। লাসেনের মতে এসিয়ায় ৪টী গ্রীকরাজ্য স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে মিনান্দার নামক সেনাপতি বাক্‌ট্রিয়ার পূর্ব্বাংশে একরাজ্য স্থাপন করেন। আপোলোডোটাস্ কাবুল, পাঞ্জাব ও সিন্ধুকূল লইয়া রাজ্যস্থাপন করেন, কালে আর্কোসিয়া (কান্দাহার) ইহার সহিত যুক্ত হয়। অপর রাজ্য হিরাটে স্থাপিত হয়। চতুর্থ রাজ্যটী পরোপামিসাসের (নিষধ পর্ব্বতের) অধীনে মধ্য-স্থলে স্থাপিত হয়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ প্রিন্সেপ্ ইহাকেই বাক্‌ট্রিয়া রাজ্য বলেন। মোটের উপর এই সময় এসিয়ায় নিম্ন লিখিত গ্রীকরাজ্যগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়।—বাক্‌ট্রিয়া (বাহ্লিক), সোগদিয়ানা, মর্জ্জিয়ানা, পরোপামিসিড্রি (নিষধ), নাইসা, আরিয়া, ড্রাঙ্গা, আর্কোসিয়া (আর্কোষ), গান্ধারিটিস (গান্ধার) পিউকেলাওটিস্ (পুষ্কলাবতী), তক্ষশিলা (তক্ষশিলা), পাতা-লিন্ (পাতাল), সুরাষ্ট্রীন্ (সৌরাষ্ট্র) ও লেরিস (লাট) এই সকল রাজ্যের সীমা নিরূপণ করা বড় সহজ নহে। এই সকল রাজ্যের রাজগণের মধ্যে চারিটী রাজশ্রেণী বিশেষ বিখ্যাত ; নিম্নে তত্তদ্বংশের রাজগণের নাম দেওয়া গেল।

১ম—সিরীয় রাজগণ।

১। আলেকসান্দার। (৩৩০—৩২৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে)
২। সিলিউকাস্ ১ম নিকেটার। (৩১২ „)
৩। অন্তিয়োকাস্ ১ম সোটার। (২৮০ „)
৪। „ „ ২য় থিয়স্।) ২৬১ „)
৫। সিলিউকাস্ ২য় ক্যালিনিকাস্। (২৪৬ „)
৬। „ „ ৩য় কেরাউনাস্। (২২৬ খৃঃ পূঃ)
৭। অন্তিয়োকাস্ ৩য় মাগনাস (এবিয়স্)। (২২৩ „)
৮। সিলিউকাস্ ৪র্থ ফিলোপেটার। (১৮৭ „)
৯। অন্তিয়োকাস্ ৪র্থ এপিফেনিস্। (১৭৫ „)
১০। „ „ ৫ম ইউপেটার। (১৬৪ „)
১১। ডিমিট্রিয়াস্ ১ম সোটার। (১৬২ „)
১২। আলেকজাণ্ডার ১ম বলা। (১৫০ „)
১৩ ডিমিট্রিয়াস্ ২য় নিকেটার। (১৪৭ „)
১৪। অন্তিয়োকাস্ ৬ষ্ঠ থিয়স। (১৪৪ „)
১৫। ট্রিফন। (১৪২ „)
১৬। অন্তিয়োকাস্ ৭ম সিডেটিস (১৩৭ „)
১৭। আলেকসান্দার ২য় জেবিনা (১২৮ „)
১৮। সিলিউকাস্ ৫ম (১২৫ „)
১৯। অন্তিয়োকাস্ ৮ম গ্রাইপাস্ (১২৫ „)
২০। „ ঐ ৯ম সাইজিকেনাস্ (১১২ „)
২১। সিলিউকাস্ ৬ষ্ঠ এপিফেনিস্ (৯৬ „)
২২। অন্তিয়োকাস্ ১০ম ইউসিবিস্ (৯৫ „)
২৩। „ ১১শ এপিফেনিস্ (৯৫ „)
২৪। ফিলিপ (৯৫ „)
২৫। ডিমিট্রিয়াস ৩য় ইউকিয়াস (৯৪ „)
২৬। অন্তিয়োকাস ১২শ ডিওনিসিয়াস (৮৮ „)
২৭। টিগ্রানিস (আর্ম্মানিয়াবাসী) (৮৩ „)
২৮। অন্তিয়োকাস ১৩শ এসিয়াটিকাস (৬৯ „)

তৎপরে সিরিয়ারাজ্য রোমকদিগের হস্তগত হয়।

আর্সকেস নামক একজন সিথিয়াবাসী গ্রীক আজফ সাগরের তীর হইতে আসিয়া পারস্যবাসীদিগকে গ্রীক অধীনতা ত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন ও পার্থিয়া (পারদ) সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। থিওডোটাস যখন বাক্‌ট্রিয়ায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন, তখনই ইনি পার্থিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। থিওডোটাসের অভ্যুদয়েরও মূল এই পারস্যবিদ্রোহ। থিওডোটাস সিরীয়ার অধীনে বাক্‌ট্রিয়ার শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

আর্সকেসক মুসলমান ঐতিহাসিক 'অস্ক' বলিয়া অভি-হিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইনি পারস্যের প্রাচীন রাজবংশোদ্ভূত। ইনি রাজ্যলাভ করিয়া প্রজার নিকট কর লইবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। ইনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। পারস্য ইতিহাসের মুলুক-উৎ-তৌফ নামক সাল গণনা এই সময় হইতে প্রবর্ত্তিত হয়।

২য়—পার্থিয়া (পারদ)—রাজগণ।

	নাম	কাল	
১।	আর্সকেস্ ১ম	২৫৫	(খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ)
২।	তিরিডেটিস্ ১ম	২৫৩	„
৩।	আর্টাবেনাস্ ১ম	২১৬	„
৪।	ফ্রাপটিয়াস্	১৯৬	„
৫।	ফ্রাহটিস্ ১ম	১৮১	„
৬।	মিথ্রিডেটস ১ম	১৭৩	„
৭।	ফ্রাহটিস্ ২য়	১৩৬	„
৮।	আর্টাবেনাস ২য়	১২৬	„
৯।	মিথ্রিডেটিস্ ২য়	১২৩	„
১০।	মিনাস্কিরেস্	৮৭	„
১১।	সিনাট্রোকেস্	৭৭	„
১২।	ফ্রাহটিস ৩য়	৭০	„
১৩।	মিথ্রিডেটিস্ ৩য়	৬০	„
১৪।	ওরোডিস্ ১ম	৫৪	„
১৫।	ফ্রাহেটিস্ ৪র্থ	} ৩৭	„
১৬।	তিরিডেটিস ২য়		
১৭।	ফ্রাহটিস ৫ম		
১৮।	ওরোডিস ২য়	৫	খৃঃ অব্দ।
১৯।	ভোনোনেস্ ১ম	৮	খৃঃ „
২০।	আর্টাবেনাস্ ৩য়	১৩	„
২১।	তিরিডেটিস্ ৩য়	„	„
২২।	সিন্নামাস্	„	„
২৩।	আর্টাবেনাস্ ৩য়	„	„
২৪।	বরডানেস	৪২	„
২৫।	গোটার্জেস্	৪৫	„
২৬।	মেহেরডেটিস্	৫০	„
২৭।	ভোনোনেস্ ২য়	৫১	„
২৮।	ভোলোকেসেস ১ম	৫১	„
২৯।	আর্টাবেনাস্ ৪র্থ	৬২	„
৩০।	পাকোরাস্	৭৭	„
৩১।	চোসরোজ ১ম	১০৮	„
৩২।	পার্থামাস্পাটিস্	১১৫	„
৩৩।	চোসরোজ ২য়	১১৬	„
৩৪।	ভোলোগেসেস্	১২১	„
৩৫।	ঐ ৩য়	১৪৮	„
৩৬।	ঐ ৪র্থ	১৯২	„
৩৭।	ঐ ৫ম	২০৯	„
৩৮।	আর্টাবেনাস্ ৫ম	২০৯	„
৩৯।	আর্টাজারক্সেস্ ১ম (শাসনবংশীয় রাজা)	২৩৫	„

৩য়—বাক্‌ট্রিয়া (বাহ্লিক)-রাজগণ।

বাক্‌ট্রিয়ার ইতিহাসে বড় গোলমাল, ইহা কখন স্বাধীন, কখন সিরীয়ার অধীন ছিল। ইহার প্রাচীন ইতিহাস বড় পাওয়া যায় না। সম্প্রতি এই রাজগণের বহুসংখ্যক মুদ্রা প্রকাশিত হওয়ায় এই বংশের মোটামুটি তালিকা পাওয়া যায়। অধ্যাপক উইলসন্ থিওডোটাস্ ১ম হইতে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়াছেন। এই বংশের সকল রাজা সকল স্থানের অধিকারী ছিলেন না। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহামের প্রদত্ত তালিকা এইরূপ—

২৫৬ খৃঃ পূঃ থিওডোটাস ১ম } বাক্‌ট্রিয়ানা (সোগ্‌ডিয়ানা,
২৪৩ „ „ ২য় } বাক্‌ট্রিয়া ও মার্জ্জিয়ানাসহ)

২৪৭ „ আগাথোক্লিস্ } পরোপমিসিডি ও নাইসা।
২২৭ „ প্যান্টলিওন্ }

২২০ ইউথিডিমাস্—বাক্‌ট্রিয়ানা, আরিয়ানা (আরিয়া, ড্রঙ্গিয়া, আর্কোসিয়া, পরোপমিসিডি), নাইসা, গান্ধারিটিস্, পিউকেলাওটিস্ ও তক্ষশিলা।

১৯৬ ডিমিট্রিয়াস—ঐ সকল স্থান এবং রাজত্বকালের শেষে পাত্তালিন্, সুরাষ্ট্রিয়ানা, লেরিস্।

১৯০ হেলিওক্লিস—বাক্‌ট্রিয়ানা ও পরোপমিসিডি।

„ আণ্টিমেকাস্ থিওস্—নাইসা, গান্ধারিটিস্, পিউকেলাওটিস ও তক্ষশিলা।

১৮৫ ইউক্রেটাইডিস্—বাক্‌ট্রিয়ানা, আরিয়া, পাত্তালিন্, সুরাষ্ট্রিন্, লেরিস্, নাইসা, গান্ধারিটিস্, পিউকেলাওটিস্, তক্ষশিলা।

১৭৩ আণ্টিমেকাস্ নিইকেফোরোস—নাইসা, গান্ধারিটিস্, পিউকেলাওটিস্, তক্ষশিলা ও পূর্ব্বোক্ত রাজাগুলি।

১৬৫ { ফিলোক্সেনিস্—ঐ সকল রাজ্য।
নিসিয়াস—তক্ষশিলা ব্যতীত ঐ সমস্ত।
আপোলোডোটাস্—ইউক্রেটাডিসের রাজ্যের মধ্যে আরিয়ানা, পাত্তালিন্, সুরাষ্ট্রিন্ ও লেরিস্। }

১৬০ জোইলাস } কেবল আরিয়ানা।
ডিওমিডিস্ }
ডিওনিসিয়াস্ }

১৫৯ {
লিসিয়াস্—উত্তরাধিকারিত্ব হেতু পরোপমিসিডি প্রাপ্ত হন, লিসিয়াসের রাজ্য মধ্যে মাইসা, গান্ধারিটিস্, পিউকেলাওটিস্।
আন্টিয়ালসাইডিস্—লিইসিয়াসের রাজ্য।
আমিন্টাস্
আর্চিবিয়াস্—আন্টিয়াল সাইডিসের রাজ্য।
}

১৬১—১৪০ মিনান্দার—পরোপমিসিডি, মাইসা, গান্ধারিটিস্, পিউকেলাওটিস্, তক্ষশিলা, পাঞ্চালিন্, লেরিস্, সুরাষ্ট্রীন্ ইত্যাদি।

১৩৫ {
ষ্ট্রাটো—পাঞ্চালিন্, সুরাষ্ট্রীন্ ও লেরিস ব্যতীত সমস্ত।
হিপোষ্ট্রেটাস্, টেলিফাস্, থিওফিলাস্ } ষ্ট্রাটোর রাজ্য।
}

ইউক্রেটাইডিসের পর আপোলোডোটাস্ ও মিনান্দারের নাম কাব্যাদিতে বিখ্যাত। মিনান্দার ভারতবর্ষের মধ্যে মথুরা পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ আসিয়াছিলেন, কারণ কাবুল হইতে যমুনাতীর পর্য্যন্ত স্থানে তাঁহার মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি ভারতীয় গ্রন্থে মিলিন্দ নামে খ্যাত।

ইহার পর কতকগুলি অসভ্য রাজা প্রধান হইয়া উঠিয়া বাক্ট্রি রাজগণকে নির্ব্বাসিত করেন।

৪র্থ—বর্ব্বরিক রাজগণ।

১২৬ {
হারমিয়াস্—পরোপমিসিডি, মাইসা, গান্ধারিটিস্, পিউকেলাওটিস্, আরিয়া, দ্রাঙ্গিয়া, আর্কোসিয়া (পার্থিয়গণের নিকট হইতে শকজাতি গ্রহণ করে)।
মোয়স—তক্ষশিলা, পাঞ্চালিস্, সুরাষ্ট্রীন্, লেরিস্ ইত্যাদি।
}

১৫০ {
ক্যাডফিসিস্ (য়ু-চি) হারমিয়াসের রাজ্য ও তক্ষশিলা।
ভোনোনেস, স্প্যালগিস্, স্প্যালিরিসিস্ } পরোপমিসিডি।
}

১১০ আজাস্—মোয়সের রাজ্য, মাইসা, গান্ধারিটিস্, পিউকেলাওটিস্।

৮০ {
আজিলাস্—আজাসের রাজ্য মধ্যে শেষ তিনটী ও তক্ষশিলা, পরোপমিসিডি।
গোটার্ফেনাস্—আজাস ও আজিলাসের রাজ্য
}

৬০ য়ু-চি (পুনর্ব্বার) পরোপমিসিডি, মাইসা, তক্ষশিলা ইত্যাদি।

২৬ {
গণ্ডোফেরিস্—আরিয়ানা
আবডাগাসিস্, সিয়োফেস বা অর্থাগ্নিসেরাস্ } ঐ পরোপমিসিডি ব্যতীত।
}

৪৪ খৃঃ অঃ। আর্সেকিস্ ঐ
১০৭ " পকোরিস্ য়োয়েসিস্—বাক্ট্রিরাজা।
২০৭ " আর্টিবন—আরিয়া, দ্রাঙ্গিয়া আর্কোসিয়া।

আলেকসান্দারের আগমনের পর কফেনস্ পঞ্চনদ আলেকজান্দ্রিয়া, অরিগস্, বাজিরা, নাইসা, ওরা, মস্গগ (মশক), পিউকেলাওটিস্, অওর্নস (বরণা) প্রভৃতি স্থানে মাকিদনীয়েরা আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। সম্রাট্ অশোকের খোদিত অনুশাসনে পাঁচ জন গ্রীকরাজকুমারের উল্লেখ আছে, যথা—অন্তিয়োক (Antiochus of Syria), তুরময় (Ptolemy Philadelphos of Egypt), অন্তিগোন (Antigonos বা Gonatas of Macedon), মগ (Magas of Kyrene) অলসন্দ (Alexander of Epirus.)

ডিওডোরাস্ ও জষ্টিনের গ্রন্থপাঠে জানা যায়, আলেকসান্দার ইউডিমস্ ও তক্ষশিলাকে পঞ্জাবের কোন কোন স্থানের শাসনভার দিয়া যান, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে ইউডিমাস্ পুরুরাজকে (Porus) নিহত করিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করেন। এই হত্যাকাণ্ডে মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তও লিপ্ত ছিলেন। তিনিও গ্রীকসেনাপতি সিলিউকাসের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রীকবীর ইউডিমসের আশা সফল হয় নাই। পুরুরাজের অধঃপতনে চন্দ্রগুপ্ত সিন্ধুনদীতীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

পঞ্জাবের নানাস্থান হইতে আপলোডোটাস্ ও মিলিন্দ (Menander) নামক গ্রীকরাজগণের অনেক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুদ্রাগুলির একদিক্ গ্রীক্ ও অপর দিক্ পালনীয় বা অসংলগ্ন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সৌরাষ্ট্র হইতে যে সকল শাহরাজগণের স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহারও একদিক্ গ্রীক্ ও অপরদিকে প্রাচীন সংস্কৃত বর্ণমালায় খোদিত। গ্রীকরাজগণ স্ব স্ব মুদ্রায় হিন্দুদিগের অনুকরণে খচিত ব্যবহার করিতেন। এখনও ভারত ও কোন কোন উচ্চবংশ জাতি মুসলমান হইলেও আপনাদিগকে সিকন্দরবংশীয় বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কাশ্মীরের ভারতেরা সিকন্দরকে একরূপ দেবতার

বলিয়া জানে। [দর্শন, শিল্প প্রভৃতি শব্দে গ্রীকদিগের দর্শনাদি সম্বন্ধীয় বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

গ্রৈব (ত্রি) গ্রীবায়াং ভবঃ গ্রীবা-অণ্ (গ্রীবাভ্যোঽণ্ চ। পা ৪।৩।৫৭) ১ যাহা গ্রীবাদেশে উৎপন্ন হয়। (স্ত্রী) ২ গ্রীবাভূষণ।

"মাত্রসং করিণাং গ্রৈবং ত্রিপদীচ্ছেদিনামপি।" (রঘু ৪।৪৮)

গ্রৈবাক্ষ (পুং) ঋষিবিশেষ।

গ্রৈবেয় (ত্রি) গ্রীবায়াং ভবঃ গ্রীবা-ঢক্। ১ যাহা গ্রীবায় উৎপন্ন হয়। (স্ত্রী) ২ গ্রীবাভূষণ।

গ্রৈবেয়ক (স্ত্রী) গ্রীবায়াং বদ্ধঃ অলঙ্কারঃ। গ্রীবা-ঢকঞ্ (কুলকুক্ষিগ্রীবাভ্যঃ শ্বাস্যলঙ্কারেষু। পা ৪।২।৯৬) গ্রীবাবদ্ধ অলঙ্কার, কণ্ঠভূষণ, কণ্ঠি। "অস্মাকং সখি! বাসসী ন রুচিরে গ্রৈবেয়কং নোজ্জ্বলং।" সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

গ্রৈব্য (ত্রি) গ্রীবায়াং উৎপন্নঃ গ্রীবা-যঞ্। যাহা গ্রীবায় উৎপন্ন হয়, গ্রৈবেয়।

"সপ্ত চযাঃ সপ্তভিশ্চ সংবদ্ধি গ্রৈব্যা আত।" (অথর্ব্ব ৬।২৫।২)

গ্রৈষ্ম (ত্রি) গ্রীষ্মে ভবঃ। যাহা গ্রীষ্ম ঋতুতে উৎপন্ন হয়। ২ উষ্ণকালীন। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ হয়।

গ্রৈষ্মক (ত্রি) গ্রীষ্মকালে দেয়ং গ্রীষ্ম বুঞ্ (গ্রীষ্মবসন্তাভ্যা-মন্যতরস্যাম্। পা ৪।৩।৪৬) যাহা গ্রীষ্মে উৎপন্ন হয়।

"গ্রৈষ্মকং ধান্যং কুরুতে সর্ব্বগুণযোগযোগাত্।" (বৃহৎস° ৪ অঃ)

কোন পুস্তকে গ্রৈষ্মকস্থলে লিপিকরপ্রমাদে গ্রৈষ্মিক পাঠ দৃষ্ট হয়, তাহা ব্যাকরণানুসারে অসঙ্গত।

গ্রৈষ্মায়ণ (পুং স্ত্রী) গ্রীষ্মস্য ঋষের্গোত্রাপত্যং গ্রীষ্ম অশ্বাদি° ফঞ্ (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) গ্রীষ্মনামক ঋষির গোত্রাপত্য।

গ্রৈষ্মিক (ত্রি) গ্রীষ্মং গ্রীষ্মধর্ম্মং বেত্তি তৎপ্রতিপাদকং গ্রন্থ-মধীতে গ্রীষ্ম ঠঞ্। ১ যে ব্যক্তি গ্রীষ্মের ধর্ম্ম জানে, যে গ্রীষ্মবিবরণপ্রতিপাদক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে।

গ্লটন (Glutton) বনমধ্যস্থ ভয়ানক মাংসাশী জন্তু। এই জন্তুর শরীর বড়ই স্থূল, কিন্তু মাথা অনেক খাট, চক্ষু ছোট, দাঁত ও চারিপায়ের নখ খুব শক্ত, নখাগ্র ধারাল, গায়ের লোম বেশ কোমল, এইজন্য তাহা বহুমূল্যে বিক্রীত হয়। ইহারা চারমাস গর্ভধারণ করিয়া এককালে ২।৩ টী সন্তান প্রসব করে।

ইহারা ভল্লুকজাতীয় পশুর অন্তর্গত। লাপ্‌লণ্ড ও উত্তর মহাসাগরের নিকটবর্ত্তী দেশে গ্লটন দেখা যায়। ইহারা বেগে চলিতে পারে না। ভূমির উপর ভালুকের মত ধীরে ধীরে চলে। এই পশু বড়ই চতুর। হাপাদি ধরিবার জন্য গাছের উপর লুকাইয়া থাকে, ছাগ বা হরিণ প্রভৃতি যেমন সেই গাছের নীচে দিয়া যায়, অমনি তাহার উপর লাফাইয়া পড়ে এবং দাঁত ও নখ দিয়া দৃঢ়ভাবে ধরিয়া মাংস ছিঁড়িয়া

তাহার রক্তপান করে। উদরপূরণ হইলে চলিয়া যায় অথবা সেই মৃত পশুর পাশে ২।৩ দিন শুইয়া থাকে, শেষে তাহার বাকি মাংস ও হাড় চিবাইয়া খায়। তবুও ইহাদের আশা মেটে না।

গ্লপন (স্ত্রী) গ্লৈ ণিচ্ পুক্ হ্রস্ব ভাবে ল্যুট্। ১ গ্লানি করণ, নিন্দা। "তদৈবস্ত সাধবগ্লপনমাবরকণঃ" (সুশ্রুত ৭।৪ অঃ)

(ত্রি) গ্লৈ-ণিচ্-কর্ত্তরি ল্যু। গ্লানিকারক।

গ্লপিত (ত্রি) গ্লৈ ণিচ কর্ম্মণি ক্ত। ১ গ্লানীকৃত। ২ খণ্ড।

গ্লপ্স (পুং) গুচ্ছ।

গ্লস্ত (ত্রি) গ্লস কর্ম্মণি-ক্ত। ভক্ষিত। (অমর)

গ্লহ (পুং) গ্রহ অপ্ নিপাতনে সাধু। (অক্ষেষু গ্লহঃ। পা ৩।৩।৭০) ১ পাশা খেলার পণ, চলিত কথায় দাও বা বাজি বলে।

"পাঞ্চালস্য কৃপণভাবজামিমাং
সভামধ্যে যোহদ্যেবীদ্ গ্লহেষু।" (ভারত ৩।৩৭।৬)

[দ্যূতক্রীড়া দেখ।]

গ্লহন (স্ত্রী) গ্লহ-ভাবে ল্যুট্। দ্যূতক্রীড়া।

"যো অক্ষাণাং গ্লহনং শেষণঞ্চ।" (অথর্ব্ব ৭।১০৯।৫)

গ্লাস্নু (ত্রি) গ্লৈ-স্নু। গ্লানিযুক্ত।

গ্লান (ত্রি) গ্লৈ কর্ত্তরি ক্ত। ১ রোগাদি নানা কারণে যাহার দেহ ক্ষীণ হইয়াছে। (অমর) (স্ত্রী) গ্লৈ ভাবে ক্ত। ২ দৈন্য।

গ্লানি (স্ত্রী) গ্লৈ ভাবে নি। (গ্লাম্লাজ্যাহাভ্যো নিঃ। উণ্ ৪।৫১) ১ দৌর্ব্বল্য। সাহিত্যদর্পণের মতে গ্লানি ব্যভিচারিভাবের অন্তর্গত। রতি, পরিশ্রম, মনস্তাপ, ক্ষুধা ও পিপাসাদির দ্বারা উৎপন্ন দৌর্ব্বল্যের নাম গ্লানি। ইহাতে শরীরকম্প, কৃশতা ও অনুৎসাহ প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। (সাহিত্যদ° ৩ পরি°) ২ স্বকার্য্যে অক্ষমতা।

"অকর্ম্মণ্যো নিবর্ত্তন্তে ধনস্য গ্লানির্ভিঃ।" (১৫০)।

গ্লাব (পুং) দল্ভ ও মিত্রের পুত্র, ছান্দোগ্য নামক ঋষি।

(ছান্দোগ্য উ°,

The idea of the Encyclopaedia in Bengali language was originally mooted in 1885 by two other dreamers. Nagendra Nath Basu at the age of 21 with very moderate means undertook finally the project of compiling and publishing the Viswakosh in Bengali on the lines of the Encyclopaedia Britannica in 22 volumes of 17,000 closely printed pages. It took 24 long years to complete the project in 1911, of this first Indian Encyclopaedia published in any Indian language. Shri Basu also published a Hindi edition of the Encyclopaedia in 25 volumes between 1916 and 1932 which also became the first Encyclopaedia in Hindi.

The monumental work in its attempt incorporates different aspects of Indian civilization, its culture, religion, philosophy, science and technology--its society and people. It has explained an amalgamation of words from ancient Sanskrit and non-Sanskrit languages and also modern words from literature and everyday conversation along with their usuage.

This album in 22 volumes includes within its purview various facets of diverse disciplines like religion, science. medicine, mathematics, dance, art, music, agriculture, botany, home-economics, astrology, astronomy, commerce and trade. It meets the much needed composite Encyclopaedia in its fascinating approach to every suspect of human interest so beautifully dealt with.

Rs. 150/- each vols.
Rs 3300/- set of 22 vols.

ISBN 81-7018-501-7 (Set)
Code No. B00392

ISBN 81-7018-506-8 (VOL.V)
Code No. B00397